হোমার

ইলিয়াড

ভূমিকা, অনুবাদ, পাঠ-পর্যালোচনা

মাসরুর আরেফিন

ভূমিকা, অনুবাদ, পাঠ-পর্যালোচনা

মাসরুর আরেফিন

ইলিয়াড গ্রিক সভ্যতার প্রথম ও প্রধানতম সাহিত্যিক অর্জন—ইলিয়ন (ট্রয়) নগরকে নিয়ে গাওয়া এই মহাকাব্যিক গাথার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বসাহিত্যে নেই। আজ প্রায় তিন হাজার বছর ধরে *ইলিয়াড* স্বীকৃত হয়ে আছে পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তিমূল হিসেবে।

টলস্টয় *ইলিয়াড*কে বলেন, 'অলৌকিক', গ্যেয়টে বলেন এই মহাকাব্য তাকে 'সবসময় ঠেলে দেয় আশ্চর্য বিস্ময়ের জগতে', হ্যারল্ড ব্লুম বলেন 'বাইবেল ও *ইলিয়াড*-এর মধ্যেই আছে পশ্চিমা সাহিত্য, চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার—আরও বৃহৎ অর্থে বললে পুরো পশ্চিমা সংস্কৃতিরই—ভিত্তি', আর আলেকজান্ডার পোপ বলেন *ইলিয়াড* 'এক বন্য বেহেশত্'।

ট্রোজান যুদ্ধের দশম বছরে মাত্র পঞ্চাশটি অন্ধকারতম দিনের এ-কাহিনীর শুরু গ্রিক বীর অ্যাকিলিসের খুনে ক্রোধের ঘোষণা রেখে, আর শেষ ট্রোজান বীর হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। এর মাঝখানের রাজসিক পংক্তিগুলিতে রক্ত ঝরিয়ে হেঁটে চলেছে কিংবদন্তীর ট্রোজান বীরেরা: প্রায়াম, হেক্টর, প্যারিস, ঈনিয়াস; এবং গ্রিক পক্ষে অ্যাকিলিস, অ্যাজাক্স, আগামেমনন, মেনেলাস, প্যাট্রোক্লাস ও অডিসিয়ুস (ইউলিসিস); আর ট্রয়ের নগরপ্রাকারের ওপরে দাঁড়িয়ে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ দেখছে এক পরমাসুন্দরী রানি, নাম তার হেলেন—তাকে কেন্দ্র করেই শুরু এ সবকিছুর। সেইসঙ্গে মানুষের এ যুদ্ধক্ষেত্রের ওপরে দীর্ঘ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে দেবদেবীরাও: জিউস, পসাইডন, অ্যাপোলো, হেরা, অ্যাথিনা ও আফ্রোদিতি, যার যার স্বার্থ মাথায় নিয়ে।

১৫,৬৯৩ লাইনের এ মহাকাব্যটির এতো নিখুঁত ও বিশ্বস্ত বাংলা অনুবাদ আর কখনোই হয়নি। পার্স করা (বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ ও ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ করা) এক গ্রিক-ইংরেজি ইন্টারলাইনার টেক্সটের ওপর ভিত্তি করে রচিত এই বাংলা অনুবাদ লাইন-বাই-লাইন হোমার। এতে কিছুই যোগ করা হয়নি যা মূল হোমারে নেই, আর কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি যা মূল হোমারে আছে।

সঙ্গে থাকছে

- বিশদ ভূমিকা • প্রতি পর্বের শুরুতে সারসংক্ষেপ ও বিষয়বস্তু • মোট ৭২৩টি গুরুত্বপূর্ণ টীকা
- পর্বগুলির পূর্ণাঙ্গ পাঠ-পর্যালোচনা • মানচিত্র • টলস্টয় ও হ্যারল্ড ব্লুমের নিবন্ধ • চল্লিশটি অমূল্য ছবি • হোমেরিক কালপঞ্জি

Cover Design by Selim Ahmed

A
Pathak Shamabesh Book

Epic / Translation / Literature

ISBN 978-984-91530-1-6

BDT. 1000
US. $ 50
UK. £ 25

Printed & Bound by Culture Press, Bangladesh

আলেকজান্ডার পোপ বলেন: '*ইলিয়াড* এক বন্য বেহেশত্। আমরা যদি এর সম্পূর্ণ সৌন্দর্যকে কোনো সাজানো বাগান দেখার মতো করে আলাদা আলাদাভাবে দেখতে ব্যর্থ হই, তবে তা কেবল এ-কারণেই যে *ইলিয়াড*-এর সৌন্দর্যগুলির মোট সংখ্যা অগণনীয় রকমের বেশি।'

ইলিয়াড এক রহস্যে-মোড়া ধাঁধা, আজও এর বাস প্রহেলিকায়। খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ৭০০ বা ৮০০ শতকে সম্ভবত হোমার নামের এক গ্রিক চারণকবি আনুমানিক তারও চার-পাঁচশ বছর আগে সংঘটিত কাল্পনিক বা ঐতিহাসিক এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এই গাথাটি প্যাপিরাসে লিখে নেওয়ার জন্য বয়ান করেন অনুলেখকদের কাছে। আর এর মধ্য দিয়েই যাত্রা শুরু হয় পশ্চিমা সাহিত্যের। *ইলিয়াড*-এর সুবিশাল প্রভাব থেকে আজও মুক্ত নন আমাদের লেখক, কবি, নাট্যকার, স্থাপত্যবিদ ও চলচ্চিত্রের কাহিনী নির্মাতারা।

হতে পারে ইলিয়াড তিন হাজার বছর আগের গ্রিক অন্ধকার যুগপর্বের এক কাহিনী। কিন্তু *ইলিয়াড*-এর মানুষেরা যেসব সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হয়, তা হুবহু মিলে যায় আমাদের আধুনিক সমাজ ও সময়ের সঙ্গেও: ক্রোধ, কাপুরুষতা, কাম, প্রতিশোধস্পৃহা, বীরত্বের প্রতি মোহ এবং যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ। হোমার ঐশ্বরিক দেবদেবীদের বিশাল ও নির্দয় ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে *ইলিয়াড* গেয়েছেন এক পরম মায়া ও মানবিকতা দিয়ে। দুর্দশা ও মৃত্যুর ছায়ার নীচে বাস করা তার মানুষদের জীবনের গল্পগুলি মানব-পৃথিবীর এক বিশ্বজনীন ট্র্যাজিক ছবি। এ অনুবাদে বিশ্বসাহিত্যের মহত্তম ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ এই সৃষ্টিটি ফুটে উঠেছে তার সমস্ত রঙ, রূপ, গন্ধ ও সুর ছড়িয়ে। বাঙালি পাঠকদের জন্য এখানে অনুবাদক উপহার দিচ্ছেন হোমারের পৃথিবীর খাদ্যখাবারের স্বাদ, তার আগুনের ধোঁয়ার গন্ধ, তার তীর-বর্শার ছুটে যাওয়ার শিসধ্বনি, তার মানুষদের ব্যথা-যন্ত্রণার আর্ত চিৎকার এবং তার কৌতুকের ঝলক–সবই মূলের প্রতি এক দুর্দান্ত বিশ্বস্ততায়।

ISBN 978-984-91530-1-6

প্যারিসের পাপ, হেলেনের ভুল, অ্যাকিলিসের ক্রোধ ও হেক্টরের মৃত্যু—*ইলিয়াড*-এ গ্রিকদের ট্রয় অবরোধের দিনগুলিতে এ সবকিছু নিয়ে তূর্যনাদ তুলে ফেটে পড়ে এক মানবিক-ঐশ্বরিক নাটক; লড়াই বেধে যায় নশ্বর মানুষের সঙ্গে অবিনশ্বর দেবদেবীদেরও, যার পরিণতিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পুরো একটি জাতি। অসংখ্য জীবনসত্যকে সামনে তুলে আনা এই কাহিনী সবকিছু ছাপিয়ে আমাদের মূলত দাঁড় করিয়ে দেয় যুদ্ধের তুমুল ও যাবতীয় নৃশংসতার মুখোমুখি। বর্বরতার এই রক্ত-হিম-করা আখ্যানের পাশেই কিন্তু সেখানে আবার ছায়া ফেলে থাকে শান্তির দূরাশ্রয়ী স্মৃতিগুলি। জীবন ও মৃত্যুর লীলাখেলাকে বুঝবার আমাদের যার যার নিজস্ব সংগ্রামের সারটুকু নিয়ে এত সফল সাহিত্যকর্ম বিশ্বসাহিত্যে আর একটিও নেই।

মাসরুর আরেফিন জন্ম: অক্টোবর, ১৯৬৯। শিক্ষা: বরিশাল ক্যাডেট কলেজ; আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এবং ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, মেলবোর্ন। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্যগ্রন্থ *ঈশ্বরদী, মেয়র ও মিউলের গল্প* (২০০১), যা প্রথম আলোর সে বছরের নির্বাচিত বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল; *ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র* - প্রথম খণ্ড (২০১৩), যা ঐ বছরের বাংলা একাডেমির চিত্তরঞ্জন সাহা সেরা প্রকাশনা পুরস্কার এবং ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার অর্জন করে।

প্রচ্ছদ : সেলিম আহমেদ

প্রাচীনতম গ্রিক লিখনপদ্ধতি অনুসারে *ইলিয়াড*-এর প্রথম সাত পঙ্ক্তি

হো মা র

ইলিয়াড

ভূমিকা, অনুবাদ, পাঠ-পর্যালোচনা

মাসরুর আরেফিন

পাঠক সমাবেশ, বাংলাদেশ ২০১৫

A PATHAK SHAMABESH BOOK

হোমারের ইলিয়াড
ভূমিকা, অনুবাদ, পাঠ-পর্যালোচনা
মাসরুর আরেফিন
(জন জেমস্ জ্যাকসনের '*হোমারের ইলিয়াড—পার্সড ইন্টারলাইনার গ্রিক-ইংরেজি টেক্সট*' থেকে অনূদিত)

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রকাশক
সাহিদুল ইসলাম বিজু
পা ঠ ক স মা বে শ
১৭ আজিজ মার্কেট (নীচতলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০; ১/আই পরিবাগ (নীচতলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৮-০২-৯৬৬২৭৬৬, ৯৬৬৪৫৫৫, ই-মেইল : pathak@bol-online.com

প্রচ্ছদ: সেলিম আহ্‌মেদ

[দুই মলাটের ভেতরের অংশে (পুস্তানি) ইলিয়াড-এর মূল গ্রিকের প্রথম পৃষ্ঠা ব্যবহার করা হয়েছে]

ডিজাইন ও অক্ষরবিন্যাস: পাঠক সমাবেশ ডিজাইন স্টুডিও
মুদ্রণ ও বাঁধাই: কালচার প্রেস, ঢাকা

Homer's Iliad

Translation, Introduction and Notes by **Mashrur Arefin**
(Translation based on '*The Iliad of Homer—A Parsed Interliner Greek-English Text*'
by John James Jackson)

First Published: February 2015

Published in Bangladesh by
Shahidul Islam Bizu
PATHAK SHAMABESH
17 Aziz Market (G. F.), Shahbag, Dhaka 1000; 1/i Paribag (G. F.) Shahbag, Dhaka 1000
Tel: 88-02-9662766, 9664555, E-mail: pathak@bol-online.com
Website: www.pathakshamabesh.com

Cover: Selim Ahmed

Layout Design & Typesetting: Pathak Shamabesh Design Studio
Printed & Bound in Bangladesh by Culture Press, Dhaka

ISBN 978-984-91530-1-6

Outlet 1: PATHAK SHAMABESH, 17 Aziz Market, Ground Floor, Shahbag, Dhaka 1000, Tel: 9662766
Outlet 2: PATHAK SHAMABESH, 204/B Tejgaon Link Road, Gulshan, Dhaka 1209, Tel: 9861003
Outlet 3: PATHAK SHAMABESH, 1/i Paribag, Ground Floor, Shahbag, Dhaka 1000, Tel: 9664555
Outlet 4: PATHAK SHAMABESH Centre, Building-4, Bangladesh National Museum,
1st Floor, Shahbag, Dhaka 1000, Tel: 9669555

অনুবাদকের উৎসর্গ

হেডিসের নির্জ্জন ও আলোছায়াময় জগতের বাসিন্দা
আমার প্রিয় বাবা এস. এম. আবুল কাশেমকে (১৯৩৬-২০০৭)

Have I not made blind Homer sing to me?
Christopher Marlowe, *Doctor Faustus*, 1604

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১. এ-বইয়ের *ইলিয়াড* অংশের মার্জিনে দেওয়া লাইনসংখ্যা (পঙ্‌ক্তি) মূল গ্রিক টেক্সট-এর লাইনসংখ্যার শতকরা নব্বইভাগ সমান্তরাল। মূল গ্রিক টেক্সট বলতে বোঝানো হচ্ছে 'অক্সফোর্ড ক্লাসিক্যাল গ্রিক টেক্সট'কে, যার সংকলক ও সম্পাদক ডি. বি. মনরো ও টি. ডব্লু. অ্যালেন (*হোমেরি অপেরা* ১-২, *ইলিয়াড*; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২০, তৃতীয় সংস্করণ), যা এ বইয়ের উৎস পার্সড ইন্টারলাইনার গ্রিক-ইংরেজি টেক্সটের ভিত্তি। সমান্তরালতার হিসেবে দশ শতাংশের মতো এই অসঙ্গতি থেকে গেল মূলত দুটি কারণে: এক. ভাষার কাঠামোগত বিশাল পার্থক্য—বাংলা বাক্যে বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের অবস্থান ইউরোপিয়ান ভাষাগুলির বিপরীত; দুই. এ-বইটি মুক্ত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা হলেও এর বাহ্যিক রূপটি টানা গদ্যের; সে-কারণে হোমারের পদ্য লাইনের সঙ্গে এর লাইনদৈর্ঘ্যের পার্থক্য ঘটে গেল। তবু স্বস্তির কথা যে, শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই পাঠক মূল হোমারের কোনো লাইন খুঁজতে গেলে এই অনুবাদে ঐ লাইনটি ঠিক জায়গাতেই পেয়ে যাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি হয়তো খুঁজছেন *ইলিয়াডের* কোনো একটি শব্দ বা বাক্যাংশ যার রেফারেন্স হিসেবে আছে মূল হোমারের ১৭:৬০-৬১ (যার অর্থ ১৭তম পর্বের ৬০ ও ৬১ নং লাইন), এখানে আপনি ঐ শব্দ বা বাক্যাংশটি পেয়ে যাবেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—১৭ পর্বের ৬০-৬১ নং পঙ্‌ক্তিতেই, কিংবা বেশি হলে ৫৯-৬০ নং পঙ্‌ক্তি, নয়তো ৬১-৬২তে। অর্থাৎ হয় বাংলা লাইনটি এখানে পুরো মিলে গেছে হোমারের মূল লাইনসংখ্যার সঙ্গে, আর যেখানে তা মেলেনি সেখানে আপনি সেটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনার কাঙ্ক্ষিত লাইনের এক বা দু লাইন উপর-নীচে তাকালেই।

২. এ-বইয়ের যেখানেই (অনুবাদকের কথা, ভূমিকা, টীকা, পাঠ-পর্যালোচনা, প্রতিটি পর্ব শুরুর আগের 'প্রবেশিকা' অংশ ইত্যাদি) আপনি কোলোন (:) চিহ্নের আগে-পরে সংখ্যা দেখবেন, তখন বুঝতে হবে কোনো একটি নির্দিষ্ট পর্বের নির্দিষ্ট লাইনের কথাই বলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সবসময়েই কোলোনের বাঁয়ে থাকছে পর্ব সংখ্যা, আর ডানে লাইনসংখ্যা। উদাহরণ: ১৬:২৩২-২৩৬ অর্থ *ইলিয়াডের* ১৬তম পর্বের ২৩২ থেকে ২৩৬ নং লাইন; আবার ২১:১৯৬ অর্থ ২১তম পর্বের ১৯৬ নং লাইন।

তোমার পুত্রের মৃত্যুর ক্ষোভ ত্যাগ করো। মনে রেখো আজকের আগে কতো কতো মানুষ—তারা তোমার পুত্রের থেকেও পরাক্রমে ও হাতের শক্তিতে বড়—খুন হয়ে গেছে, আর ভবিষ্যতেও আবার খুন হবে।

— *ইলিয়াড*, ১৫:১৩৮-১৪১; যুদ্ধদেব আইরিজকে দেবী অ্যাথিনা

অতএব, বন্ধু আমার, তোমাকেও মরতেই হবে। কেন তা নিয়ে এরকম হা-হুতাশ করো বলো? এমনকি প্যাট্রোক্লাসও মারা গেছে, যে ছিল তোমার চেয়ে ঢের ভালো মানুষ এক। তুমি কি দ্যাখো না এই আমি কোন্ ধরনের লোক—দেখতে কী সুন্দর এবং কতো প্রকাণ্ড শক্তিশালী? আমি এক সু-বংশীয় মানুষের ছেলে, আর আমাকে জন্ম দেওয়া মা নিজে এক দেবী। তবু, তারপরও, আমার ওপরেও মৃত্যু আর নিঠুর নিয়তি ঝুলে আছে। একদিন আসবে কোনো এক ভোর কিংবা এক অপরাহ্ন কিংবা মধ্যাহ্ন আসবে এক, যখন কেউ একজন এসে যুদ্ধে আমারও জীবন নিয়ে নেবে, হয় বল্লম ছুড়ে মেরে, না হয় ধনুকের ছিলা থেকে তীর নিক্ষেপ করে।

— *ইলিয়াড*, ২১:১০৬-১১৩; ট্রোজান যোদ্ধা লাইকাওনকে অ্যাকিলিস

কী করুণাযোগ্য প্রাণী ওরা [নশ্বর মানুষেরা], ঠিক গাছের পাতাদের মতো এই এখন ক্ষণিকের জন্য সতেজে বেড়ে উঠে—কর্ষিত জমিনের ফল খেয়ে, পুষ্টি নিয়ে—জীবনপ্রাচুর্যের আগুনে ভরপুর, আর পরক্ষণে এই এখন জীর্ণ শীর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন নিখোঁজ।

— *ইলিয়াড*, ২১:৪৬৩-৪৬৭; তীরন্দাজ দেব অ্যাপোলোর উক্তি

সূচিপত্র

মানচিত্র ও চিত্রসমূহের তালিকা

মানচিত্র

চিত্রসমূহ

* 'ইলিয়াডের পৃথিবী' শিরোনামে আরও বারোটি চিত্র যুক্ত করা হলো এ বইয়ের বিভিন্ন অংশে।

অনুবাদকের কথা

হোমার-প্রেমের ব্যক্তিগত ইতিহাস এবং এই অনুবাদের উৎস ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে

২০১২ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ শেষ হলো আমার *ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র* বইয়ের যাবতীয় কাজ, যার দু মাস পরেই, ২০১৩-র ফেব্রুয়ারি বইমেলায়, বেরিয়েও গেল বইটি। সে বইয়ে আমি পাঠকদের জন্য ঘোষণা রেখেছিলাম যে এর পরের বছরের বই মেলাতেই বেরুবে *কাফকা গল্পসমগ্র*-র দ্বিতীয় খণ্ড। ওটা ছিল স্রেফ এক ভিত্তিহীন আশার কথা, অন্য কিছু নয়। কোনো অলৌকিক ঘটনা না ঘটলে বাস্তবে কোনোদিনও সম্ভব ছিল না তা হওয়া, কারণ আর কেউ না জানলেও আমি জানতাম যে আগামি দুটো বছর—২০১৩ এবং ২০১৪—আমার পুরোটাই লেগে যাবে হোমারের *ইলিয়াড*-এর পেছনে। তা-ই হলো বাস্তবে, কাফকাকে পূর্ণ বিদায় দিয়ে দিতে হলো এক অনিশ্চিত কালের জন্য এবং মাঝেমধ্যে বিভিন্ন পত্রিকার সাহিত্যপাতায় এক-দুইটা লেখালেখি ছাড়া আমার সাহিত্যচর্চার পুরোটা সময়, পুরো শ্রম, পুরো মনোযোগ টানা দিয়ে যেতে হলো হোমারের পেছনে। তবে দুই বছরব্যাপী করা এই অনুবাদের ইতিহাস আরও পুরোনো। অনুবাদটির মূল কাজ দু বছরের, কিন্তু এর প্রস্তুতির শুরু, এর বাংলা রূপটি কেমন হতে পারে, কেমন হওয়া উচিত, সেসব চিন্তাভাবনার সূচনা—সব ১৯৯২-৯৩ সালের দিকের ঘটনা।

কবি মাবুফ রায়হান সম্পাদিত ‘মাটি’ পত্রিকায় তখন আমার অনুবাদে ধারাবাহিক বেরুচ্ছে স্যাঁ-ঝন্ পের্সের আধুনিক মহাকাব্য *আনাবাজ*-এর বাংলা ভাষান্তর। এর চতুর্থ পর্বে এসে কবি বলছেন:

> ‘আর বলো কী আছে বলার, ভোরবেলা থেকে, পালতোলা এইসব মানুষকে নিয়ে?—বন্দরে ভিড়েছে শস্য! ...আর আকাশের শ্বেত-ময়ুরের ডানার নীচে *ইলিয়নের* চেয়েও উঁচু জাহাজগুলো চড়া পার হয়ে আসবার পরে থামল এই বদ্ধ জলে, যেইখানে ভেসে চলে মৃত

এক গাধা। (আমরা অবশ্যই লিপিবদ্ধ করে দেব এই বিষণ্ন অর্থহীন নদীর নিয়তি, ঘাসফড়িংয়ের রঙ চূর্ণ করে দেওয়া আছে তাদের নির্যাসে।)'

ইলিয়নের চেয়েও উঁচু জাহাজগুলো এক বদ্ধ জলে থেমে আছে, সেই জলে ভেসে যাচ্ছে এক মৃত গাধা—স্যাঁ-ঝন্ পের্সের পুরাণের প্রতি বিশেষ টানের কথা জানা ছিল বলে পুরো দৃশ্যকল্পটির পৌরাণিকী চারিত্র উপলব্ধি করে নেওয়া কোনো কঠিন কাজ হলো না। খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম 'ইলিয়ন' ট্রয় শহরের প্রাচীন নাম। দুটো প্রাচীন নাম ছিল এই শহরের—একটি ইলিয়ন, অন্যটি ইলিয়াম; আর শহরটি ছিল অনেক উঁচুতে, এর নগরদেওয়ালের উচ্চতার যথেষ্টই খ্যাতি ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালের (এখন থেকে ৩২০০ বছর আগের) সেই প্রাচীন পৃথিবীতে, আর এ শহরের কাছেই ছিল স্কামান্দার নদী, যার জল একদিন পুরো বদ্ধ হয়ে গিয়েছিল গ্রিক বীর অ্যাকিলিসের হাতে খুন হওয়া ট্রোজান যোদ্ধাদের লাশে (*ইলিয়াড*-এর ২১তম পর্বে 'এই বিষণ্ন অর্থহীন নদীর' পুরো গল্পটি পাবো আমরা)।

স্যাঁ-ঝন্ পের্সের 'ইলিয়নের চেয়েও উঁচু জাহাজগুলো'-র এই অর্থোদ্ধার প্রক্রিয়া আমাকে, আজ থেকে একুশ-বাইশ বছর আগে, সোজা ও ক্ষমাহীনভাবে ঠেলে দিল ক্ল্যাসিকাল গ্রিক ও লাতিন পৃথিবীতে। এর পরের কয়েক বছরের মধ্যেই পড়া হয়ে গেল হোমার, অ্যাস্কাইলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিদিস্, ভার্জিল ও প্লেটো। মুগ্ধতা বা ঘোরের হ্রাস বৃদ্ধি হতে লাগল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, যেমন ট্যাসিটাসের *দ্য অ্যানালস্* এবং হেরোডোটাসের *দি হিস্টোরিজ* কয়েক দফা পড়ে শেষ করার পণ করেও শেষ করা হলো না আজও, তেমনই সেনেকার *সিক্স ট্র্যাজেডিস* পড়তে গিয়ে *মিডিয়াতেই* আটকে থাকতে হলো; আবার এরই অন্য দিকে হোমারের *ইলিয়াড*, *অডিসি*, ভার্জিলের *ঈনিদ* আর দান্তের *ডিভাইন কমেডি* আজ পর্যন্ত কতোবার কতো জনের অনুবাদে যে আংশিক বা পুরো পড়া হলো তার হিসেব নেই।

জীবনে দুটি বইয়ের কাছেই সম্ভবত সর্বাধিকবার ফেরত গেছি আমি: এরা *ইলিয়াড* ও *অডিসি;* দুটিই হোমারের, এবং দুটিই বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কীর্তির তালিকায় আজও যেমন আছে একেবারে প্রথম কাতারে, তেমনই নিশ্চিত থাকবে আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পরেও। এর প্রথমটি, *ইলিয়াড*, ট্রয় নামের এক একক শহরের ট্র্যাজিক পতনের কাহিনী, যার উপরতলে আছে রক্তের ভয়াবহ পিচ্ছিলতা, মোট ৩৪২ জন যোদ্ধার মৃত্যু এবং তার নীচেই আছে মানবচরিত্রের সবচেয়ে মোটা দাগের বৈশিষ্ট্যগুলির আখ্যান: প্রেম, কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা, বীরত্ব অর্জনের মোহ। আর দ্বিতীয়টি, *অডিসি*, এক একক মানুষের দীর্ঘ দশ বছরব্যাপী বিপদসংকুল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ট্রয় থেকে তার ঘর ইথাকায় স্ত্রী-পুত্রের কাছে প্রত্যাবর্তনের গল্প—সে মানুষটির নাম অডিসিয়ুস, যাকে তার লাতিন *ইউলিসিস* নামেই আমরা চিনি বেশি। হোমারের ট্রয় পৃথিবীর সব শহরের গল্প, আর তার ইউলিসিস

সব মানুষের। পৃথিবীর প্রাচীনতম দুই মেটাফর (সোজা বাংলায় রূপক), তার মানে, আছে এই দুই কাহিনীর গোড়ায়: এক. মানুষের পুরো জীবনটা একটা যুদ্ধ (*ইলিয়াড*); দুই. মানুষের পুরো জীবনটা এক সফর বা জার্নি (*অডিসি*)।

এত প্রচণ্ড শক্তিশালী মেটাফরকে নিয়ে, সেই মেটাফরের ওপরে হাজার দিক থেকে আলো ফেলে, যে সাহিত্যকর্ম সম্পন্ন হয় তার আবেদন এমনিতেই চিরকালীন বা শাশ্বত হবার কথা। সে কারণেই আমার অবাক লাগে না যখন জানতে পারি যে পশ্চিমে 'হোমেরিদে' নামে এক সম্প্রদায় আছে, দূর অতীতে যেমন ছিল আজও তেমনই আছে, যাদের সারাজীবনের একমাত্র কাজ হোমারের মধ্যে ডুবে থাকা; কিংবা এক লণ্ডন শহরেই আছে তিনটা হোমার গবেষণা কেন্দ্র যেখানে কিছু মানুষ তাদের জীবনভর প্রাচীন পৃথিবীর অধ্যয়নকে ব্যারোমিটার হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন আমাদের এই বর্তমানকে বোঝার জন্য। মজার তথ্য এই যে, এদের একটির ঠিকানা: ৫১ অ্যাকিলিস রোড, লণ্ডন!

এ দুই শক্তিশালী মেটাফরের ঘোরের মধ্যে পড়ে যাওয়াই যে আমার হোমার-প্রেমের মূল কারণ ছিল, তা নয়। এর সঙ্গে আরেকটি ব্যাপারেরও উল্লেখ না করে পারছি না। চিরকালীন 'হোমেরিক কোশ্চেন' এই যে, হোমার নিজে কতটুকু বাস্তব, কতটুকু পৌরাণিক; ট্রয়ের যুদ্ধ কতোটা সত্য, কতোটা পুরাণ; আর *ইলিয়াড* ও *অডিসিতে* নশ্বর মানুষের পৃথিবীতে এই যে দেবদেবীরা স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়ায়, সেই পৌরাণিক ঐতিহ্য কতোখানি বিশ্বাসযোগ্য? পুরাণ বা মিথ আগাগোড়া মিশে আছে হোমারে, তার সৃষ্টির প্রতিটি বুনুনিতে। আমাদের হোমার-প্রেমের এটিও এক বড় কারণ—যেহেতু এই বিংশ শতাব্দীতে এসে পুরাণ নিয়ে আমাদের উপলব্ধি ও অনুভূতিতে ঘটে গেছে এক গভীর পরিবর্তন। আমরা বুঝতে পেরেছি যে পুরাণ আমাদের অভিজ্ঞতার নিগূঢ়তম ও সবচেয়ে সরাসরি প্রকাশগুলিরই একটি: মানুষের অবস্থাকে, তার পরিপার্শ্ব, সংকট ও জীবনসত্যের মুহূর্তগুলোকে পুরাণ কীভাবে যেন বিশাল শক্তিমত্তার সঙ্গে পুনঃমঞ্চায়িত করে, তাই প্রায়শই পুরাণের আলোকে আমরা মিলিয়ে নিতে চাই আমাদের নিজেদের অবস্থান। ফ্রয়েড-উত্তর এই যুগে স্বপ্ন ও পুরাণের সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির ও সাহিত্যপাঠের যোগ বরং দিন দিন বাড়ছেই। মিথলজি এখন আর শুধু ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রাখার এক পদ্ধতি বা প্রকল্পই নয়; পুরাণবেত্তা—অর্থাৎ কবি—এখন আমাদের অবচেতনের ইতিহাস-লেখকও বটে। এ-কারণেই সবচেয়ে বিখ্যাত পৌরাণিক কাহিনীগুলিরই আছে সবচেয়ে ঘুরে-ফিরে-মনে-আসে এমন বিশ্বজনীনতা: তাই 'ইডিপাস কমপ্লেক্সের' কথা আমরা আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় বলি কতো সহজেই। আর কবি-লেখকরা তাদের মিউজকে সন্ধান করছেন, এটাও যেমন সাহিত্যিক মানুষেরা হরহামেশা বলে থাকেন, তেমনই সৌন্দর্যের প্রসঙ্গে আফ্রোদিতিকে ভাবা কিংবা ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় জেতার ব্যাপারে নাইকি ব্র্যান্ডের জুতোর কথা মনে করতে গিয়ে গ্রিক দেবী নাইকিকে স্মরণ করা, বা কম্পিউটার ভাইরাস—যাকে দেখতে লাগে নিষ্পাপ ও অকাজের—যখন বিধ্বংসী চেহারা নেয় তখন তাকে 'ট্রোজান ভাইরাস' নামে ডাকা, এগুলি এখন সব সর্বজনীন ব্যাপারই হয়ে গেছে বটে।

তাছাড়া সেই দশম শতাব্দীতে 'সহস্রাব্দে যিশু ফিরে আসবে' এই মতে বিশ্বাসী মানুষের অবুঝ আতঙ্কের ঢেউয়ে পৃথিবী ডুবে যাবার ঘটনা ব্যতীত, ইতিহাসে আমাদের এখনকার সময়টা ছাড়া আর কোন্ সময় আছে বা ছিল যখন আমাদের সামগ্রিক দুঃস্বপ্নের ব্যাপ্তি এভাবে পুরাণের বিশাল ব্যাপ্তিকে ছুঁয়েছে? আমরা, এই যুগে এসে, জানি ইডিপাস লুকিয়ে আছে আমাদের মনস্তত্ত্বের গভীর প্রদেশেই, আর আমরা লড়াই করি হিটলারের মতো 'সুপারম্যানের' হাজার বছরের সাম্রাজ্য ('থাউজেণ্ড-ইয়ার রাইখ'-এর অঙ্গীকার রেখেছিলেন হিটলার) প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে—অতএব এ-যুগে পুরাণ, উপকথা, আর্টেমিজের তীর আর জিউসের বজ্রচমক আমাদের কাছে ভয়ংকর সিরিয়াস সব বিষয়। এখানেই আমরা আলাদা আগের কালের হোমার পাঠকদের থেকে। জীবনের জটিলতা, জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্বসংঘাত ও আনবিক-পারমাণবিক বোমার হুমকি যতই বাড়ছে, ততই হোমারের পৌরাণিক কাহিনী, বিশেষ করে তার যুদ্ধের গাথা *ইলিয়াড* আমরা বেশি করে পড়ছি এক বাস্তব কাহিনী হিসেবেই। পুরাণকে হয় সত্য, না হয় পুরাণ হিসেবে পড়তেন আগের কালের পাঠকেরা, আর আমরা তা-ই পড়ছি আমাদের অবচেতনের নিয়ত দুঃস্বপ্ন হিসেবে। হোমারের মতো বড় মাপের কবি, যিনি মানবমনের নিগূঢ়তম ও অতিসূক্ষ্ম প্রবণতাগুলির কথা জানতেন, তিনি নিশ্চয়ই সবচেয়ে খুশি হতেন আজকের দিনে তার মিথের এই সর্বব্যাপী সবকিছু ছুঁয়ে যাওয়া পঠন প্রত্যক্ষ করে।

ওই দুই প্রবল শক্তিশালী মেটাফর ও মিথের শক্তির প্রতি এমন আস্থা—এ ত্রিভুজের ওপরেই স্থির হয়ে আছে আমার হোমার-প্রেম, সম্ভবত আমাদের সবার হোমার-প্রেম। তার দুই মহাকাব্য *ইলিয়াড* ও *অডিসির* মধ্যে যোগাযোগ কোথায়, তা আলোচনা করার জায়গা এটি নয়। একটা যোগাযোগ তো আছেই: *ইলিয়াড*-এর অন্যতম নায়ক অডিসিয়ুসই *অডিসিতে*, যুদ্ধ শেষে, ঘরে ফিরছে। এটুকু ছাড়া, এ দুয়ের সবই আলাদা। *ইলিয়াড*-এর জীবনসত্য ও *অডিসির* জীবনসত্য কোনোভাবেই এক নয়। *ইলিয়াড*-এর প্রতিটি পৃষ্ঠা ভরা রক্তের দাগে, আর *অডিসির*টা সমুদ্রের লোনা পানি দিয়ে। *ইলিয়াড* এক যুদ্ধ-বিষয়ক মহাকাব্য, যেখানে পেশীর আস্ফালনের শক্ত-সলিড ইট গেঁথে গেঁথে কবি গড়েছেন তার কাহিনীকে; অন্যদিকে *অডিসি* দশ বছরের যুদ্ধ শেষে এক বীরের ফের দশটি বছর ধরে ঘরে ফেরার এক আখ্যান যেখানে নায়কের বুদ্ধি-চাতুর্য-ধূর্ততার মধ্যে পেশী নেই, ট্রয়ের চারপাশের জীবনের পুরুষালি সারল্য নেই, আছে 'রমণীসুলভ' জটিলতা ও শ্লেষ-বক্রাঘাত। যা হোক, আগেই যেমন বলেছি, *ইলিয়াড*-এর সঙ্গে *অডিসির* তুলনার জায়গা এটি নয়। আমি ফিরে যাচ্ছি আমার হোমার-প্রেমের কথাতেই।

একটু আগে যে ত্রিভুজের কথা বলা হলো, যার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে আমার এই ব্যক্তিগত হোমার-প্রেম, তার সঙ্গে আর একটি বিষয় যোগ করতেই হয় *অডিসির* চাইতে *ইলিয়াড*-এর বিশ্বব্যাপী অধিক জনপ্রিয়তার কারণটি বোঝার স্বার্থে। *ইলিয়াড*-এর একদম কেন্দ্রে আছে মানুষের অবচেতনের সবচেয়ে গভীর-গোপন এক ভয়: নিজের শহরের ধ্বংস হওয়া দেখা। মানুষ তার জীবনের কোনো না কোনো সময়ে, কিংবা হয়তো নিয়মিতই, এই

দুঃস্বপ্নের কথা ভাবে যে, তার পরিচিত শহরটা কোনোদিন বুঝি ধ্বংস হয়ে যাবে—হয় ভূমিকম্পে, না হয় বানের জলে, না হয় আগুনে পুড়ে বা বোমার আঘাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে প্রধান জার্মান শহরগুলির গুঁড়িয়ে যাওয়া এবং গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর অন্তত দশটি শহর ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে, মানুষের এই নিয়ত অবচেতনের ভাবনা তো আরও বড় এক সত্যি এখন। একটা শহর মানুষের সব মহত্ত্বের বাহ্যিক বিষয়গুলির যোগফল, শহরের মধ্যেই তার মানবিক চিহ্নসমূহের ও তার সভ্যতা অর্জনের সবচেয়ে মহত্তম প্রকাশ। সেই শহর যখন ধ্বংস হয়ে যায়, মানুষকে তখন ঘুরে ফিরতে হয় পৃথিবীর মাটিতে, খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে হয় পশুদের মতো করে। *ইলিয়াড*-এর, অন্তত আমার কাছে, একদম কেন্দ্রীয় জীবনসত্য এটাই। এই পুরো মহাকাব্য জুড়েই আমরা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনি এ সত্যটিরই—এই এখন পরোক্ষ-উল্লেখে, এই এখন তীক্ষ্ণ বিলাপগানে—যে ট্রয় নামের এক সমুদ্র তীরবর্তী প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী শহর একদিন ভয়ংকরভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল অন্য একদল মানুষেরই আক্রমণে।

হোমার তার *ইলিয়াড*-এ দাউ দাউ আগুনে পুড়তে থাকা ট্রয়ের শেষ মুহূর্তটির কথা বলেন না, 'ট্রোজান হর্স'-এর ধোকা প্রসঙ্গও *ইলিয়াড*-এ নেই। হোমারের এই না-বলার মধ্যেই সম্ভবত আছে এক কাব্যিক কৌশল (ঠিক যেমন দান্তে যখন সবচেয়ে স্পষ্টভাবে জীবনকে দেখতে পাচ্ছেন, তখনই আসে দান্তের অন্ধত্ব বিষয়টি), আছে কবির এক ধূর্ত অনুমান যে তিনি যদি *ইলিয়াড*-এ ট্রয়ের ধ্বংস, আগুনের শিখায় তার পুড়তে থাকা ইত্যাদি দেখিয়ে দিতেন, তাহলে শ্রোতা বা পাঠকের সহানুভূতি বোধহয় পুরোপুরি চলে যেত ট্রোজান পক্ষে। ট্রয়ের ঘাড়ের ওপরে যে মহা-বিপর্যয় এসে হাজির হয়েছে, সেটিই বরং হোমার দেখালেন ছোট আকারে, কিন্তু উল্টো করে: ট্রোজান হেক্টর একদিন আগুন দিতে ধেয়ে গেল গ্রিক জাহাজবহরের দিকে।

এই যে নিজের শহর ধ্বংস হয়ে যাওয়া নিয়ে মানুষের নিয়ত দুঃস্বপ্ন, এটাই ওই দুই মেটাফর ও পুরাণের প্রতি আস্থার বাইরে আমার হোমার-প্রীতির পেছনে আরেক বড় সত্য। মানুষের জীবন দুঃখ-যাতনায় ভরা এক দীর্ঘ সংগ্রাম, পুরাণের মিথ্যাগুলোও দিন দিন আমাদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনের সত্য হয়ে উঠেছে, এবং কোনো একটি শহরের পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার চাইতে বড় বেদনাদায়ক বিষয় এ পৃথিবীতে কমই আছে—হোমারের *ইলিয়াডে* কথক এক অতিমানবিক স্থিরতা ও প্রশান্তির সঙ্গে, শীতকালের সূর্যের শীতলতা নিয়ে, এই কথাগুলিই বলেন। কবির বিশ্ববীক্ষা সেখানে যেরকম ধারালো এক সরাসরি বলার ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়, তা কাব্যে ব্যথা-বেদনার বোধ বা সেন্টিমেন্টালিটিকে উসকে দেবার থেকে বহু যোজন দূরের ব্যাপার। কী অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য শীতলতা ও নিস্পৃহতা নিয়ে এখানে অ্যাকিলিস তার কাছে জীবনভিক্ষা চাওয়া এক ট্রোজান সৈন্যকে বলে:

> "“বন্ধু আমার, তোমাকেও মরতেই হবে। কেন তা নিয়ে এরকম হা-হুতাশ করো, বলো? এমনকি প্যাট্রোক্লাসও মারা গেছে, যে ছিল তোমার চেয়ে ঢের ভালো মানুষ একজন। তুমি

> কি দ্যাখো না এই আমি কোন্ ধরনের লোক—দেখতে কী সুন্দর আর কতো প্রকাণ্ড শক্তিশালী? ...তবু, তারপরও, আমার ওপরেও মৃত্যু ও নিঠুর নিয়তি ঝুলে আছে। একদিন আসবে এক ভোর কিংবা এক অপরাহ্ন কিংবা মধ্যাহ্ন আসবে এক, যখন কেউ একজন এসে যুদ্ধে আমারও জীবন নিয়ে নেবে"...এ-ই বলল অ্যাকিলিস...[আর তার] ধারাল তরবারি হাতে টেনে নিয়ে মারল তাকে ঘাড়ে, কাঁধ ও বুকের সংযোগ-অস্থির পাশে।...দু-ধারী তরবারি সোজা শরীরের ভেতরে ডুবে গেল...লাইকাওন সামনে মাটিতে পড়ল হুমড়ি খেয়ে...তার কালো রক্ত বেরিয়ে এল বেগে, মাটি ভিজিয়ে দিল পুরোপুরি।' (*ইলিয়াড* ২১:১০৬-১১৯)

ইলিয়াড-এর সবচেয়ে বড় শক্তি সম্ভবত এটাই যে, এখানে—উপরের অংশটুকুতে যেমন পরিষ্কার—জীবনের সত্য, তা যতই কঠিন, যতই বাঁকা, যতই নির্মম-হাস্যকর হোক না কেন, আমাদের মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ জেগে ওঠা সুচেতনা ও মানবিক অনুভূতিগুলোকে ছাপিয়ে এক নির্মম সত্য হয়েই থেকে যায়। হোমারের মধ্যে এই যে কসাইয়ের নির্মমতা—ঠাণ্ডা ছুরি দিয়ে কসাই কাটছে পশুর উষ্ণ মাংস, যা পরে একসময় আরও ঠাণ্ডা হয়ে ঝুলে আছে শিকে, তার দোকানের সামনে আর কসাইয়ের কিনা বিকার নেই কোনোকিছুতেই—এই যে তার সবচেয়ে ভয়ংকর জিনিসটিও আবেগশূন্যভাবে মূর্ত করার ক্ষমতা, তার পাশাপাশিই আছে তার অপরূপ সব মহাকাব্যিক উপমায় (simile-তে) পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধকে, প্রকৃতির আদিমতা ও উষ্ণতাকে অবিশ্বাস্য মায়ায় পরিস্ফুট করার দক্ষতাও। অতএব আশ্চর্য কী যে সেই হোমার নিয়ে আমার জীবনের প্রায় পঁচিশটি বছর কেটে গেছে, এবং সম্ভবত বাকি জীবনও যাবে?

দুই.

হোমারের অনুবাদ কোনোভাবেই সহজ কোনো কাজ নয়। এটা অনেক কঠিন কাজ বলেই হয়তো যুগে যুগে, পৃথিবীর নানা ভাষায়, প্রত্যেক অনুবাদকের স্বপ্ন থাকে একদিন হোমার অনুবাদে হাত দেবার। যে কোনো ভাষার যে কোনো অনুবাদকেরই নাকি মনের মধ্যে লালন করা সবচেয়ে বড় চিরকালীন গোপন স্বপ্নটি হচ্ছে: তিনি পশ্চিমা সাহিত্যের তিন প্রধান মহাকাব্যকে তার নিজের ভাষায় একদিন রূপান্তর করবেন—হোমারের *ইলিয়াড* ও *অডিসি*, এবং ভার্জিলের *ঈনিদ*। এই কথাটি আমি পড়েছিলাম নিউ ইয়র্ক টাইমসে, তিন মহাকাব্যেরই ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদক রবার্ট ফ্যাগলসের মৃত্যুতে প্রকাশিত শোকবার্তায়। যা হোক, কথা সেটি নয়, কথা হচ্ছে প্রজেক্ট হিসেবে হোমার অনুবাদের জটিলতা ও দুঃসাধ্যতা নিয়ে। 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' নামে খ্যাত কবি টি. ই. লরেন্স (১৮৮৮-১৯৩৫) মটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তাঁর অকালমৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর আগে, ১৯২৮ সালে, হোমারের *অডিসি* অনুবাদে হাত দেন। যখন তিনি দেখলেন যে অনুবাদটি শেষ করতে অনুমানের চাইতে অনেক বেশি সময় লেগে যাচ্ছে, তিনি তার প্রকাশক ব্রুস রজার্সকে কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখলেন :

এখন আমি বুঝতে পারছি হোমারের যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত অনুবাদ কেন নেই। হোমার হতবুদ্ধিকর। শিক্ষার দিক দিয়ে সাধারণ নয়, সামাজিক বিচারে আদিম নয়...প্রতি এক-দুই লাইন পরপরই এতে আছে এক অদ্ভুত কৌতুকজনক সরলতা: হোমারের সঙ্গে আমাদের চিন্তা ও ভাষার দূরত্বে দাঁড়িয়ে আমরা বলতেও পারি না তিনি হাসছেন নাকি হাসছেন না...আমি কমলার সব রস চিপে বের করার চেষ্টা করেছি, মানে যাকেই রস বলে মনে হয়েছে আমার। গ্রিক ভাষা নিয়ে কিছুটা স্বাধীনতা নেবার চেষ্টাও করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। হোমার আপনার শ্রদ্ধা জাগাতে বাধ্য।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে হোমার আমাকে পিটিয়ে হাঁটু গেঁড়ে, নতজানু ভঙ্গিতে, বসিয়ে দিয়েছেন। সম্ভবত আমি যদি এর বেশি করতে যাই, আমি তার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে পড়ব। এই অনুবাদ করাটা দেখলাম খুবই কঠিন: যদিও আমি আছি হোমেরিক এক পরিমণ্ডলেই—আফগান সীমান্তের পাহাড়গুলো দিয়ে ঘেরা এক সমতলে, ওয়াজিরিস্তানের সব উপজাতি পরিবেষ্টিত এক কাদামাটির কেল্লায়। পরিবেশটা আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের কথা মনে করিয়ে দেয়; সে ছিল আমাদের ইউরোপিয়ান পূর্বপুরুষ যে কিনা, একইসাথে, হোমার ভালোবাসতো।

তবে, যেমন বললাম, কাজটা সত্যি কঠিন।

(জোসেফ ব্লুমেন্থালের *ক্রস রজার্স: এ লাইফ ইন লেটারস*, ১৮৭০-১৯৫৭, পৃ: ১৩০-১৩১)

লরেন্সের কথাই ঠিক: হোমার হতবুদ্ধিকর, বিভ্রান্তিজাগানো। তার ব্যাপারে আপনি যে অনুমানই করবেন, তা সবই ভেস্তে যাবে। হোমারের জ্ঞানের পরিধি অতিরিক্ত বিস্তৃত; সাধারণ মানুষের জানার চাইতে তিনি অনেক বেশি জানেন। প্রায়ই এটা বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে যে কোন্ টোনে (tone) তিনি কথা বলছেন, আর মানুষের যুদ্ধের মধ্যে সর্বক্ষণ দেবদেবীরা কী করছে মাথা ঢুকিয়ে? তিনি কি কৌতুক করছেন কোনো? কৌতুকটা কী? হঠাৎ এই এক দীর্ঘ প্যারাগ্রাফ কেন? মানুষের এই এতো এতো নাম কোথা থেকে পেয়েছেন তিনি? তিনি কি দুঃখভারাক্রান্ত, নাকি বন্য, নাকি সুন্দর?

হোমারের পৃথিবীতে—তিন হাজার বছর আগের এক পৃথিবী সেটা—আপনি ঢুকে গেলেন, আপনি চেখে দেখছেন তখনকার খাদ্য-পানীয়, আপনার নাকে আসছে তার সময়কার আগুনের ধোঁয়ার গন্ধ, আপনি তার মানুষদের দুর্দশাকে অনুভব করছেন, তার কৌতুককে উপভোগ করছেন, আর তখনই কীভাবে যেন এই নিশ্চয়তার বোধ আপনাকে ঘিরে ধরছে যে, এই আনন্দ আপনার শেষ হবে না কখনোই, কারণ আপনার মনে হচ্ছে এ মহাকাব্য বুঝি অনন্তকাল ধরে চলবে। এক সম্পূর্ণ পৃথিবীই সেটা—জীবনের মতোই সে পৃথিবী আপনাকে ঘিরে আছে, কিন্তু আপনার জীবনের চেয়েও যেন বড় সত্য সেই পৃথিবী। অ্যাকিলিস সেখানে হঠাৎ বীরের সংজ্ঞা ও বীরের জীবনের লক্ষ্য নিয়ে তার সময়কালের সমাজের পাথরে-লেখা ধারণাগুলোকেই প্রশ্ন করে বসল। *ইলিয়াড*-এর গল্পের

একেবারে কেন্দ্রে আছে অ্যাকিলিসের এই সব উস্কানিমূলক প্রশ্ন। কিন্তু *ইলিয়াড* যেমন তার নায়কদের নানা দীর্ঘ, বাগাড়ম্বরপূর্ণ আস্ফালন নিয়ে আগ্রহী, যুদ্ধক্ষেত্রে নিষ্ঠুর সব মৃত্যু নিয়ে যেমন তার উচ্ছ্বাস ও অভিনিবেশ, তেমনই সে প্রয়াসী যুদ্ধরত মানুষদের নৈতিক টানাপড়েনকে নিরীক্ষা করে দেখার ব্যাপারেও। মোট ১৫,৬৯৩ লাইনের মধ্যে এখানে প্রায় ৫,০০০ লাইনেই আছে যুদ্ধদৃশ্যের বর্ণনাঃ ২৮১ জন ট্রোজান মারা গেল, আর গ্রিক ৬১ জন; সর্বমোট ৩৪২ জন মানুষের মৃত্যু, যার মধ্যে ২৪৩ জনের আমরা নাম জানি। এত বড় মৃত্যুর মিছিলের পুরোটাই এক সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রাঞ্জল পার্থিব পরিমণ্ডলে এমনভাবে ঘটে যে সেখানে এই মারা যাওয়া ও বেঁচে থাকা চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও স্বার্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, এমনকি দেবদেবীদের সঙ্গে তাদের যার যার ব্যক্তিগত এবং দল হিসেবে সমষ্টিগত সম্পর্ক ও লাভ-লোকসানের হিসাবের সুতোগুলিও।

কিন্তু তারপরও ব্যাপারটা এমন নয় যে আপনি *ইলিয়াড* ও *অডিসি* খুলে বসে পড়লেন, আর মজা করে পড়া শুরু করে দিলেন। হোমার পাঠের মজা নেবার অন্যতম পূর্বশর্ত তার কাহিনীর স্থান ও চরিত্রসমূহের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সাহিত্যিক ও পৌরাণিক প্রেক্ষাপটকে বোঝা। সে কারণেই এ বইয়ে বাঙালি পাঠকের জন্য থাকল প্রতিটি পর্বে ঢোকার আগে 'প্রবেশিকা', যার আবার আছে চারটি অংশঃ সারাংশের সারাংশ, বিষয়বস্তু, সারসংক্ষেপ এবং ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থলের বিবরণ; সেইসঙ্গে আরও থাকল পর্যাপ্ত টীকা ও দীর্ঘ এক ভূমিকা, আর সবশেষে পর্বভিত্তিক পাঠ-পর্যালোচনা বা ব্যাখ্যা। এতো সব কিছু দুই মলাটের মধ্যে ঠেসে দিয়ে সাধারণ পাঠকের জন্য হোমারকে যতটা বোধগম্য ও সহজ করার চেষ্টা নেওয়া হলো, ততটাই দুঃসাধ্য এক পথ আমাকে পাড়ি দিতে হয়েছে হোমারের পৃথিবীকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাংলায় ফুটিয়ে তোলার দু বছরব্যাপী নিয়ত সংগ্রামের কালে।

এক অদ্ভুত পৃথিবী বটে সেটা—নীতি ও অভিব্যক্তির বিচারে আমাদের বর্তমান পৃথিবীর সাপেক্ষে অনেক অদ্ভুত। এখনকার থেকে অনেককাল আগের সেই পৃথিবী আবার আমাদের কাছে যতই অদ্ভুত ঠেকুক না কেন, দেখা যায় সেই পৃথিবীকে চিনতে আমাদের কিন্তু কষ্ট হচ্ছে না খুব। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক—দুভাবেই আমরা মোটামুটি দ্রুতই চিনে ফেলি তিন হাজার বছর আগের সেই ভুবনটিকে। কিভাবে সম্ভব তা? সম্ভব এ-কারণেই যে, সেই পৃথিবীর মানুষগুলোর এবং আমাদের বর্তমান পৃথিবীর মানুষদের বোধ-অনুভূতি-চরিত্র আসলে অবিশ্বাস্যরকমের এক। আজও সেই একই ভায়োলেন্স, যৌনাকাঙ্ক্ষা, প্রতিশোধপরায়ণতা, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, অন্যের চেয়ে মহান হবার আকাঙ্ক্ষা আর তখন যেমন, এখনও তেমন—যুদ্ধ, যুদ্ধ ও যুদ্ধ। আমাদের পৃথিবী থেকে অনেক দূরের এই অ্যালিয়েন পৃথিবী কিনা একই সঙ্গে আমাদেরটারই মতো—এই যে বেখাপ্পা মিশেল, এটিই পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে হোমারের সৌন্দর্য, তার সর্বজনীন আবেদনের গোড়ার কথা। প্রাচীনকাল থেকেই হোমার তাই কোনো পরশপাথরের মতো—মানুষের চিন্তা ও চিন্তার

প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি এক মডেল, এক অনুপ্রেরণা। কিন্তু অনুবাদকের জন্য, যেমন বলেছেন টি. ই. লরেন্স, হোমার শেষ বিচারেও হতবুদ্ধিকর—তার ব্যাপ্তির কারণে, তার নিগূঢ় রহস্যময়তার হেতু। সে জন্যই অবাক লাগে যে হোমারের *ইলিয়াড* ও *অডিসি*—এত দুঃসাধ্য ও জটিল যাদের অনুবাদ—কী করে সর্বজনস্বীকৃতভাবে, পৃথিবীর নানা ভাষায়, মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ক্ল্যাসিকের অভিধাটি পেল।

তিন.

এই জটিল ও কঠিন হোমারের অনুবাদকদের জন্য সবচেয়ে মোক্ষম এক প্রেসক্রিপশন দিয়ে গেছেন কবি ও সাহিত্য বিশ্লেষক ম্যাথু আরনল্ড (১৮২২-৮৮)। তিনি তার 'লেকচারস্ অন ট্রানস্লেটিং হোমার'-এ ইংরেজিতে তিন হোমার অনুবাদকের—সোদবি, রাইট ও নিউমান—কাজের সমালোচনা করতে গিয়ে বলে গেছেন হোমারের 'ন্যায্য' অনুবাদকের মধ্যে কোন্ চারটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকতেই হবে: ১. বিশিষ্টতার সঙ্গে অর্জিত দ্রুততা বা গতিময়তা; ২. শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনে অনাড়ম্বরতা (বা সুবোধ্যতা) ও স্পষ্টতা; ৩. চিন্তা-আইডিয়া ও বিষয়বস্তুর নাড়াচাড়ার ক্ষেত্রে একইরকম সহজতা ও স্পষ্টতা; ৪. বিশিষ্টতার সঙ্গে অর্জিত মহত্ত্বের বোধ (বা আভিজাত্য / মহামনস্বিতা)।

আমি বাংলায় অনুবাদের সময়ে আরনল্ডের এই কথাগুলি সবসময়েই মাথায় রেখেছি। কিন্তু বাস্তবে, কাজ করতে গিয়ে, দেখেছি যে এর সবকটাই অতি-সাধারণীকৃত কথাবার্তা—অনুবাদক হিসেবে মূল দায়িত্ব বরং আমার এটুকুই যে মূলের প্রতি সর্বোচ্চসম্ভব বিশ্বস্ত থাকতে হবে। যদি আমি নির্ভুলই না হতে পারলাম তো অনূদিত টেক্সটের গতিময়তা, স্পষ্টতা বা সহজতার কী মূল্য থাকল? হোমার যদি হোমারই না থাকলেন, তিনি যা বলেননি তা-ই যদি আমি লিখলাম আর তিনি যা বলেছেন তা সহজতা বা সুবোধ্যতার স্বার্থ মাথায় রেখে যদি বাদই দিলাম, তাহলে অনুবাদটি যতই গতিময়-সাবলীল-স্পষ্ট হোক না কেন, তা তো আর হোমার থাকল না।

হোরহে লুইস বোরহেস তার 'ওয়ার্ড মিউজিক অ্যান্ড ট্রান্সলেশন' প্রবন্ধে (হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি লেকচার সংকলন, ১৯৬৭; বইয়ের নাম *দিস ক্র্যাফট অব ভার্স*, ২০০০) ম্যাথু আরনল্ডের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, অনূদিত সাহিত্য তখনই পাঠ করতে মজা বেশি লাগে যখন তা আক্ষরিক হয়। হোমারের *ওয়াইন-ডার্ক সি* (বাংলায়: মদ-কালো সাগর) বা *রোজি-ফিংগারড্ ডন* (বাংলায়: গোলাপি-আঙুলওয়ালা ভোর) একান্তই দুটো গ্রিক এক্সপ্রেশন, যা ইংরেজিতে শুনতে মহা-বেখাপ্পা লাগে (এবং বাংলায়ও নিশ্চয়ই তা-ই)। কিন্তু এই এক্সপ্রেশনগুলোকে অনুবাদক যদি নিজ ভাষার, নিজ সংস্কৃতির অভিব্যক্তি দিয়ে প্রকাশ করে বসেন, তাহলে আর তা হোমার থাকল কই? মূল ভাষার অভিব্যক্তি, শব্দচয়ন, বাক্য বিন্যাসকে অন্য ভাষায় রূপান্তরের সময়ে যদি অনূদিত ভাষার

সাংস্কৃতিক ও ভাষিক প্রকাশের মধ্যে তা রূপান্তর করে ফেলা হয়, তাতে করে অনূদিত টেক্সটটি সহজবোধ্যতা, সারল্য ও স্পষ্টতা পাবে সন্দেহ নেই, পাঠের গতিময়তা যে বাড়বে তাতেও সংশয় নেই, কিন্তু তার ফলে তো বিচিত্র এই পৃথিবীর বিচিত্র সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক-ভাষিক বৈচিত্র্যের স্বাদ নেওয়ার সুযোগটা আমরা হারাবো—এই হচ্ছে মোটা দাগে বোরহেসের অভিমত। গ্রিক বিষয়গুলির—ইশারা, ইঙ্গিত, মেটাফর ও ভাষাগত ইন্দ্রজাল অর্থে—ইংরেজি বা আমেরিকীকরণ যেমন ঠিক নয়, তাদের বঙ্গীয়করণও তেমনই একইরকম অন্যায্য।

আমিও বোরহেসের 'আক্ষরিক' অনুবাদের প্রতি পক্ষপাতের সমর্থক। হোমারের 'ওয়াইন ডার্ক সি' কে 'মদ-কালো সাগর' না বলে 'নিকষ কালো অতল' বা 'খুনের মতো কৃষ্ণবর্ণ ঢেউ' বা অন্য আরও কতোকিছু বলা যেত আমাদের চেনা পরিমণ্ডল থেকে নেওয়া দৈনন্দিনের শব্দ দিয়ে গড়ে। তেমনই 'রোজি ফিংগারড্ ডন'-কে 'গোলাপি আঙুলওয়ালা ভোর' না বলে 'গোলাপি আভা ছড়ানো ভোর' বললে তা নিঃসন্দেহে বাঙালি বা প্রাচ্যীয় প্রকাশভঙ্গির বেশি কাছাকাছিই যেত। কিন্তু আমি তা-ই বলেছি, যা হোমার বলেছেন। ফলে পাঠক এখানে পাচ্ছেন, 'বাংলায় গ্রিক হোমার' পাঠের মতো বেশ এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার অমিশ্র আমন্ত্রণ। এটুকু নিশ্চিত, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে গিয়ে আমি সম্ভবত হারিয়েছি খানিকটা গতি, খানিকটা সহজবোধ্যতা ও সাবলীলতা, কিন্তু পাঠককে দিয়েছি কিছুটা আড়ষ্ট, কিছুটা কঠিন, আর 'আভিজাত্যে' হোমেরিক এক মূলানুগ হোমার।

এ কথাগুলি অন্যভাবেও বলা যায়ঃ আপনার হাতে এখন যে হোমার, তা এক 'আক্ষরিক' হোমার বা সর্বোচ্চসম্ভব নির্ভুল হোমার—সাবলীল-গতিময় কোনো 'মাসরুর আরেফিন' নয়। মূলের প্রতি আমার খুঁতখুঁতে এক বিশ্বস্ততার বোধ এই বাংলা অনুবাদটিকে কখনোই 'আমি' বা 'আমার কাব্য' হয়ে উঠতে দেয়নি; আর সেটা হোক তা আমি, এই এত তাৎপর্যবহ এক মহাকাব্য অনুবাদের সময়ে, একবারের জন্য চাইনিও।

চার.

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে আমি যেহেতু গ্রিক জানি না, তাহলে 'মূল'কে কীভাবে নির্ণয় করতে পারলাম? আমার সংগ্রহে রয়েছে একেবারে আলেকজান্ডার পোপের ১৭২০ সালের *ইলিয়াড* থেকে শুরু করে ই.ভি.রিউ, রিচমন্ড ল্যাটিমোর, এনিস রিস, স্ট্যানলি লোমবার্ডো, স্টিফেন মিচেল, মার্টিন হ্যামন্ড, ব্যারি পাওয়েল, রবার্ট ফ্যাগলস্, অ্যান্থনি ভেরিটি, রবার্ট ফিটজেরাল্ড—এদের সবার অনূদিত *ইলিয়াড*। আজ পর্যন্ত প্রায় ১৩৫টি ইংরেজিতে অনূদিত হোমারের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে সাড়া-জাগানো প্রায় ২৫টি *ইলিয়াড* উল্টেপাল্টে দেখেছি আমি, দেখেছি যে, শব্দচয়ন ও প্রকাশের বৈচিত্র্যের বিচারে তারা পরস্পরের থেকে যোজন দূরের।

এদেরই এক মেরুতে আছে পোপের মহা সৃজনশীল *ইলিয়াড*, যা নিজেই সার্বভৌম এক মহান ইংরেজি কবিতা, তবে যাকে এডওয়ার্ড গিবন বলেছিলেন, 'এই অনুবাদের সমস্ত গুণই আছে, শুধু মূলের সঙ্গে কোনো মিল ছাড়া', আর রিচার্ড বেন্টলে বলেছিলেন, 'এটা একটা সুন্দর কবিতা হয়েছে মিস্টার পোপ, কিন্তু একে দয়া করে হোমার বলবেন না।' তো এক মেরুতে এই 'মহা সৃজনশীল' আলেকাজান্ডার পোপ আর অন্য মেরুতে অ্যান্থনি ভেরিটি (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১), রিচমন্ড ল্যাটিমোর (ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৫১) এবং বিখ্যাত লোয়েব ক্লাসিক্যাল লাইব্রেরি সিরিজের এ. টি. মারে (হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৪)—তিন প্রধান 'আক্ষরিক' হোমার, যার মধ্যে এতদিনের হোমার চর্চা থেকে আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়নে এ.টি. মারে ও অ্যান্থনি ভেরিটির চাইতে বেশি আক্ষরিক আর কেউই নন।

লোকে যদিও বলে ল্যাটিমোর সবচেয়ে মূলানুগ, কিন্তু আমার পর্যবেক্ষণে এ.টি. মারে ও ভেরিটির সমান হতে পারেননি তিনি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক: *ইলিয়াড*-এর ১৮তম পর্বে ৩৬৭ পঙ্‌ক্তিতে দেবী হেরা দেবরাজ জিউসকে বলছে, 'উক ওফেলন, ট্রয়েসসি কোতেস্‌সামেনেই কাকা রাপ্‌সে', যে গ্রিক শব্দগুলির পর পর ইংরেজি দাঁড়ায়: not, increase, Tros, bear grudge against / anger, bad / evil, sew / stitch together। এবার এই শব্দগুলি জোড়া দিয়ে বাক্য করলে, আগের লাইনের 'how should I' সহ দাঁড়ায়: 'how should I not in my anger stitch together trouble for the Trojans?' এটাই অ্যান্থনি ভেরিটির অনুবাদ। আর এ.টি. মারে: 'how was I not in my resentment against the Trojans to stitch together evils for them?' দুটোই মূলানুগ, দুটোতেই স্পষ্ট যে হেরা জিউসকে প্রশ্ন করছে: 'আমি ট্রোজানদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে থাকবো আর তাদের জন্য সর্বনাশের সুতো বুনবো না?' রিচমন্ড ল্যাটিমোর এটাই করেছেন: 'how could I not weave sorrows for the men of Troy, when I hate them?'। সুন্দর অনুবাদ—stitch together বা stitch এখানে হয়েছে weave; কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে থাকা (in my anger বা in my resentment) হয়েছে 'when I hate them'। রেগে থাকা বা ক্রুদ্ধ হয়ে থাকাকে এই যে ল্যাটিমোর বলছেন ঘৃণা করা—'যখন কিনা আমি তাদের ঘৃণা করি'—তাকে কেউ বলবেন অনুবাদকের স্বাধীনতা, আর কেউ বলবেন মূল থেকে সরে যাওয়া।

যা হোক, এখানে আমার আলোচনার বিষয় এ. টি. মারে, ল্যাটিমোর ও ভেরিটির মধ্যে কার ইংরেজি অনুবাদটি বেশি মূলানুগ, তা নির্ণয় করা নয়। আমার উদ্দেশ্য স্রেফ পাঠকদের এই ভরসাটুকু দেওয়া যে এই ভাষান্তরটি সারতে গিয়ে আমি মহাকাব্যটির ১৫,৬৯৩ লাইনের প্রতিটি লাইনই প্রধান কয়েকটি ইংরেজি অনুবাদের বিপরীতে একদম মূল গ্রিকের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি। গ্রিক ভাষা না জেনেও মূলটা কী তা জানতে ও বুঝতে এই কাজে আমাকে অবিশ্বাস্য সাহায্য করেছে এক বিরাট আকারের গ্রন্থ: *The Iliad of Homer—A Parsed Interliner Text*। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বের হওয়া ২০০৮ সালের এই অমূল্য গ্রন্থে পুরো *ইলিয়াড*-এর প্রতিটি লাইন ধরে ধরে প্রতিটি শব্দ

ও অক্ষর 'পার্স' করেছেন জন জেমস্ জ্যাকসন। বাংলা অ্যাকাডেমির অভিধান মোতাবেক 'পার্স' করা বলতে বোঝায়, শব্দকে ব্যাকরণগতভাবে ব্যাখ্যা করা এবং বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করা।

জেমস্ জ্যাকসন তার বইটি যেভাবে সাজিয়েছেন: ১৫,৬৯৩ গ্রিক লাইনের প্রতিটি লাইন তিনি বসিয়ে গেছেন একের পর এক এই বিন্যাসে—প্রথমে মূল গ্রিক লাইন, তার নীচেই ঐ লাইনের প্রতিটি শব্দ, অক্ষর বা চিহ্নের পার্স করা ইংরেজি (ব্যাকরণগত বিশ্লেষণসহ), আর তার নীচেই লোয়েব এডিশন থেকে নেওয়া এ. টি. মারের ইংরেজিতে অনূদিত লাইনটি। অর্থাৎ উপরে গ্রিক বাক্য আর নীচে সে বাক্যের ইংরেজিতে অনূদিত রূপ এবং এ দুয়ের মাঝখানে গ্রিক বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির ধারাবাহিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা অন্য কথায় মূল গ্রিক লাইনটির ব্যাকরণসংযুক্ত প্রতিবর্ণীকরণ—এই তার বইয়ের চেহারা। এর ফলে যা দাঁড়াচ্ছে, ইংরেজি লাইনটিতে এবং মাঝখানের পার্স করা অংশে চোখ রেখেই আপনি অনায়াসে বুঝে ফেলছেন কোন্‌টা হোমারে নেই আর কোন্‌টা হোমারে আছে কিন্তু ইংরেজিতে নেই; কোন্‌টা ভুল আর কোন্‌টা মূলের সঙ্গে অসঙ্গতিমূলক, ইত্যাদি সবকিছু। গ্রিক না জানা কোনো গবেষকের জন্য, অতএব, মূল *ইলিয়াড* পড়তে গেলে এই 'Parsed Interliner Text'-এর অন্য কোনো বিকল্প নেই, বা হওয়া সম্ভব নয়। এবার এর মধ্যে কাব্যময়তা, ধ্বনি-ছন্দ-টোন ও শেষে আভিজাত্যের ছোঁয়া আনতে পারা বা না পারার ব্যাপারটি, অনুবাদকের নিজের ভাষায় গ্রিক শব্দ ও বাক্যগুলির কালোপযোগী ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে পারার পরীক্ষায় সাফল্য বা ব্যর্থতাটি, একান্তই হয়ে দাঁড়াচ্ছে অনুবাদকের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বিষয়। পুরো কংকালের ওপরে সব দিক থেকে আলো ফেলে দেখার সব অস্ত্র যখন আপনার হাতেই রয়েছে, তখন সেই কংকালের 'পরে মাংস বসিয়ে (চর্বি নয়) ত্বকের কমনীয়তা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়াটুকুই যা এখন অনুবাদক হিসেবে আপনার জন্য থাকছে চ্যালেঞ্জ হয়ে।

এ বাংলা অনুবাদটি সেই জন জেমস্ জ্যাকসনের 'পার্সড ইন্টারলাইনার গ্রিক-ইংলিশ' *ইলিয়াড* থেকেই করা হলো।

আর সেই পার্সড ইন্টারলাইনারের কংকালটিতে কাব্যের দোলা বা কমনীয়তা আনতে, গতি-সহজতা-আভিজাত্য ও স্পষ্টতার শর্ত পূরণ করতে, সাহায্য নেওয়া হলো প্রধানত এ ছয়টি ইংরেজি অনুবাদের (সহায়তা নেওয়ার মাত্রার ক্রমানুসারে): ১. এ. টি. মারে (১৯২৪)—এতটা আক্ষরিক থেকেও কীভাবে লেখাকে 'কবিতায়' উন্নীত করা হয়েছে তা দেখার জন্য; ২. অ্যান্থনি ভেরিটি (২০১১)—এ. টি. মারের প্রসঙ্গে উল্লিখিত একই কারণে; ৩. স্ট্যানলি লোম্বার্ডো (১৯৯৭)—শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনে 'স্পষ্টতা' আনয়নের শ্রেষ্ঠ উদাহরণটিকে বুঝে নিতে; ৪. মার্টিন হ্যামন্ড (১৯৮৭)—গদ্যে, পদ্যে নয়, *ইলিয়াড*-এর

নির্ভুলতা কীভাবে অ্যারেক স্তরের নির্ভুলতা হতে পারে তা অনুধাবন করতে; ৫. রবার্ট ফ্যাগলস্ (১৯৯০, *ইলিয়াড*-এর এ যাবৎকালের সবচেয়ে ব্যবসাসফল অনুবাদ)—কাব্যের মাধুর্য ও কাহিনীর অন্তর্গত নাটকীয়তার ঝংকারকে কীভাবে মূলানুগ থাকার পরেও প্রতিষ্ঠা ও অর্জন করা যেতে পারে তা জানতে; এবং ৬. ই. ভি. রিউ (১৯৫০)—টানা গদ্যে, উপন্যাসের মতো করে লেখা *ইলিয়াড* পড়তে কেমন লাগতে পারে এবং 'সহজবোধ্যতা' কীভাবে অর্জন করা যায় তার কৌশলটি বুঝতে।

প্রসঙ্গত, বাংলা এ বইটির চেহারা দেওয়া হয়েছে গদ্যের, আর এর প্যারাগ্রাফ বিভাজন থেকে শুরু করে পর্বগুলির নাম, পর্ব শুরুর প্রবেশিকা অংশের আদল, ইত্যাদি বিষয়ে পথনির্দেশ ও অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়েছে ই.ভি. রিউয়ের থেকে। তবে বলে রাখি, এ বইয়ের বাইরের চেহারাটাই যা গদ্যের—দেখতে ই.ভি. রিউয়ের 'উপন্যাসটির' মতো। বাহ্যিক চেহারায় একে গদ্যের মতো রাখার কারণ পাঠকের চোখে যেন একে গল্পের বইয়ের মতোই দেখতে লাগে, কবিতার মতো নয়; আর পাঠক গদ্য হিসেবে এটি পড়ে গেলেই আমি বেশি খুশি হবো। কিন্তু পড়া শুরু করলেই আপনি বুঝবেন, এক ধরনের খসড়া বা মুক্ত অক্ষরবৃত্ত কবিতায়ই লেখা এটা, ছন্দ-তাল-মাত্রা-লয় এখানে মোটামুটি স্পষ্টভাবেই কাজ করেছে প্রতিটি পর্যায়ের প্রায় প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে। শুধু এটা যেন তার ফলে আবার পুরোদস্তুর এক কবিতা না হয়ে দাঁড়ায়, তাই আমি, ইচ্ছে করেই, হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে গেছি অক্ষরবৃত্তের শৃঙ্খল থেকে। কবিতা, আবার পুরো কবিতাও না—এই যে মাঝামাঝি একটা বিষয়, এতে করে *ইলিয়াড*-এর জটিল ও কঠিন কাহিনীটি সাধারণ বাঙালি পাঠকের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে, আবার একইসঙ্গে এ মহাকাব্যের কাব্যিক ঐতিহ্য ও আভিজাত্য বজায় থাকবে, এ-ই হচ্ছে আমার বিশ্বাস। আসলে পুরোটা গদ্যে লিখে ফেলতে পারলেই আমি খুশি হতাম বেশি, কিন্তু মূল *ইলিয়াড* যেহেতু এক দীর্ঘ কবিতা—এবং এজরা পাউন্ডের ভাষায় পৃথিবীর সমস্ত কবিতা একত্রে করলে যা পাওয়া যায় (যে অর্থে বাখের সংগীতের ভেতরেই মেলে সমস্ত সংগীতের সন্ধান), তার সবটা পাওয়া যায় এক হোমারের ভেতরেই—তাই হোমারের অবিনশ্বর আত্মা সম্ভবত আমার এই এতো খাটাখাটুনির বাংলা অনুবাদকে গদ্য হয়ে উঠতে গোপনে প্রাণান্তকর বাধা দিয়ে গেছেন।

পাঁচ.

এবার ছোট একটু আলোচনায় আসি *ইলিয়াড*-এর ইতিপূর্বে প্রকাশিত দু-একটি বাংলা অনুবাদ নিয়ে। বাংলায় আজ পর্যন্ত বেশ কটা *ইলিয়াড* হয়েছে। আমার হাতে এসেছে তার তিনটি: আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৯৯৫), সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (১৯৯৩; মজার ব্যাপার এই একই অনুবাদ আমি বাজারে পেয়েছি পার্থ সারথী দাসের নামেও), শামসুদ্দীন চৌধুরী (২০০৬)। আমার জানা মতে, বাংলায় (দু বাংলা মিলে) *ইলিয়াড*-এর সম্পূর্ণ

অনুবাদ এ-পর্যন্ত হয়েছেই মাত্র সাতটি, তাই বাংলা অনুবাদ এ-যাবৎ কেমন হয়েছে সেই ধারণা পাওয়ার জন্য তিন কোনো কম সংখ্যা নয়। আমার বিশ্বাস, এতেই পাঠক মোটামুটি একটা আন্দাজ করে নিতে পারবেন আজ পর্যন্ত বাংলায় হোমারের হালচাল কী, সে বিষয়ে।

এর আগে উল্লেখ করা ১৮তম পর্বের ৩৬৭ পঙ্‌ক্তি দিয়েই কথা শুরু করা যাক। লোয়েব এডিশনের এ.টি. মারের এ লাইনটির আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদের কথা আগেই বলেছি, যা হলো: 'How was I not in my resentment against the Trojans to stitch together evils for them?' সোজা বাংলায়: 'ট্রোজানদের ওপর ক্রুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আমি কীভাবে তাদের জন্য সর্বনাশের সুতো বুনবো না (বা তাদের জন্য সর্বনাশের ফন্দি আঁটবো না)?'

আবুল কালাম শামসুদ্দীনে এই পঙ্‌ক্তিটি হয়েছে: 'আমি কিরূপে ট্রয় নগরীতে আমার শত্রুদের জন্য এসব কষ্ট স্বীকার না করে থাকতে পারি?' ভুল অনুবাদ।

আর শামসুদ্দিন চৌধুরী দেবী হেরার প্রথম-পুরুষের জিজ্ঞাসা থেকে ('How was I ...') সরে গিয়ে বরং কথকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছেন: 'হেরী কী করে ত্রয়ীবাসীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের ক্ষতি না করে থাকতে পারেন।'

এবং শেষে সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ: 'আমি যদি কারো প্রতি ক্রুদ্ধ হই তাহলে তার ক্ষতিসাধন করবো না?' তিনি ট্রয়বাসীর ওপরে ক্রুদ্ধ থাকাকে বলেছেন 'কারো প্রতি ক্রুদ্ধ' থাকা, এবং ওপরের বাকি দুজনের মতোই বাদ দিয়েছেন 'সর্বনাশের বা মন্দের সুতো বোনার' বিষয়টিই, যেখানে দেবীদের হাতে আমাদের সর্বনাশের 'সুতো বোনা' হোমারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পৌরাণিক ও মেটাফরিক বিষয়।

আর আমার অনুবাদে এ লাইনটি: 'আমি ট্রোজানদের ওপর থাকবো ক্রুদ্ধ হয়ে, আর তাদের জন্য মন্দের সুতোগুলো একত্রে গাঁথবো না?'

এবার আসি *ইলিয়াড*-এর বহুল বিখ্যাত প্রথম সাত লাইনে, যাকে বলা হয় এ পুরো মহাকাব্যের 'প্রস্তাবনা'। গ্রিক টেক্সট পার্স করা অবস্থায় এই অংশটুকু (শব্দের ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের বিষয়টি স্থির করার আগে) গ্রিক শব্দগুলির ধারাবাহিক অবস্থান মেনে ইংরেজি অক্ষরান্তরে দাঁড়ায় এরকম:

'Anger, sing, goddess, son of Peleus, Achilles
Destructive / baneful, which, countless, Achaian (Greeks), pain, put / set,
Many, and, strong, departed life, Hades, send forward / untimely,
Hero / warrior, self, and, spoil, make, dog
Bird of prey, and, all / the whole, Zeus, and, complete / fulfil, will / plan
From out of, where, that, before / first, set apart, strive
Son of Atreus, and, lord / master, man, and / also, divine, Achilles.'

এবার এগুলিকে জোড়া দিয়ে বাক্য করা যাক:

> 'The wrath sing, goddess, of Peleus' son Achilles, that destructive wrath which brought countless woes upon the Achaians (Greeks), and sent forth to Hades many valiant souls of heroes, and made themselves spoil for dogs and every bird; and thus the will of Zeus came to fulfilment; from the time when first they parted in strife—Atreus' son, King of men, and divine Achilles.'

এই সাতটি লাইনে কবি ধারাবাহিকভাবে কী কী বিষয়ের কথা বলছেন, তা এবার বুঝে নেওয়া যাক: ১. তিনি দেবীকে বলছেন যে, গাও দেবী পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের ক্রোধের কথা গেয়ে শোনাও; ২. তিনি আরও বলছেন, অ্যাকিলিসের সেই ক্রোধটা খুনে বা ধ্বংসকর বা অভিশপ্ত প্রকৃতির এক ক্রোধ; ৩. সেই ক্রোধ গ্রিকবাহিনীর ওপরে অগণন দুর্দশা নিয়ে আসে; ৪. সেই ক্রোধেরই পরিণতিতে অনেক গ্রিক যোদ্ধার সাহসী আত্মাকে চলে যেতে হয়েছিল হেডিসের মৃত্যুপুরীতে (অর্থাৎ তারা মারা গিয়েছিল); ৫. আর তাদের শরীর ফেলে রেখে যেতে হয়েছিল কুকুর ও নানা ধরনের পাখির খাদ্য হতে (অর্থাৎ আত্মা চলে গেল পরকালে, আর দেহ হলো কুকুর ও শিকারি পাখির খাদ্য); ৬. এভাবেই পূর্ণ হলো জিউসের অভিলাষ বা পরিকল্পনা (অর্থাৎ আমরা জানলাম দেবরাজ জিউসের একটা পরিকল্পনা ছিল এ সবকিছুর পেছনে); এবং ৭. এটা ঘটলো সেই সেদিন যেদিন থেকে অ্যাট্রিউসপুত্র রাজা আগামেমনন ও দেবতুল্য অ্যাকিলিস কলহে জড়িয়ে পড়ে আলাদা হয়ে গেল।

যে কোনো অনুবাদককেই, বলার অপেক্ষা রাখে না, এ অংশটুকুর অনুবাদের সময়ে এই সাতটি বিষয়ের প্রতিটির দিকেই নিবিড় লক্ষ্য রাখতে হবে। সাতটির কোনো একটি অনুবাদ থেকে বাদ পড়লেই সেটা আর হোমারের 'প্রস্তাবনা' থাকবে না; তেমন অষ্টম কোনো বিষয় নিজে থেকে যোগ করলেও একই কথা প্রযোজ্য হবে।

এবার দেখি বাংলায় *ইলিয়াড*-এর এই প্রথম সাত লাইনের কে কী অনুবাদ করেছেন?

আবুল কালাম শামসুদ্দীন:

> 'একিলিসের ক্রোধ নিয়েই আমার এ কাহিনী। জিউসের ইচ্ছাপূরণের জন্য এই মারাত্মক ক্রোধ একীয় (গ্রিক) বাহিনীর উপর নিয়ে এসেছিল প্রচণ্ড নিগ্রহ। তার ফলে তাদের বহু সাহসী যোদ্ধাকে করতে হয়েছিল মৃত্যুবরণ। তাদের গলিত শবদেহ হয়েছিল কুকুর ও উড়ন্ত পাখির খোরাক। সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! মানবশ্রেষ্ঠ আগামেমনন আর পেলুসপুত্র মহাবীর একিলিসের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিদায়কালীন সংঘাতের বিবরণ নিয়ে, এসো, সে কাহিনী শুরু করা যাক।'

শামসুদ্দীন সাহেবের এই অনুবাদের সমস্যা বেশ কয়েকটি, যেমন: ১. 'একিলিসের ক্রোধ নিয়েই এ-কাহিনী' এমন সিদ্ধান্তমূলক কথা হোমার বলেননি কোথাও, তিনি স্রেফ সঙ্গীতের

দেবীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন যে 'গাও, দেবী' অ্যাকিলিসের ক্রোধের কাহিনীটা 'গাও'; ২. জিউসের ইচ্ছাপূরণের ব্যাপারটি পুরো প্রস্তাবনার শেষের বিষয়, শুরুর নয়। কবি অ্যাকিলিসের ক্রোধের কারণে গ্রিকদের ভাগ্যে কী কী ঘটল তা বলা শেষ করে তবেই কেবল আমাদের জানালেন জিউসের অভিলাষের কথা, উল্টোটা নয়। এই পারম্পর্যটি গুরুত্বপূর্ণ; ৩. গ্রিক বাহিনীর ওপর 'প্রচণ্ড নিগ্রহ' নয়, এসেছিল 'অগণন ভোগান্তি বা দুর্দশা'; 'প্রচণ্ড' আর 'অগণন' যেমন এক নয়, তেমন 'ভোগান্তি' ও 'নিগ্রহ' (অর্থাৎ জুলুম, নিপীড়ন, উৎপীড়ন) এক বস্তু নয়; ৪. মূলে সাহসী যোদ্ধাদের মৃত্যুবরণের কথা বলেননি কবি; বরং এক লাইনে তিনি বলেছিলেন তাদের আত্মার হেডিসের মৃত্যুপুরীতে চলে যাওয়ার কথা এবং অন্য লাইনে বলেছিলেন তাদের মরদেহের কুকুর ও পাখির খাদ্য হওয়ার কথা। এই যে আত্মা ও দেহের পার্থক্যকরণ, হোমেরিক এই গুরুত্বপূর্ণ 'সাংস্কৃতিক' বিষয়টিকে আমাদের অনুবাদক ধরতে পারেননি। তেমনই হেডিসের কথা এড়িয়ে গিয়ে তিনি এই মহাকাব্যের এক গুরুত্বপূর্ণ দেবতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাতে ভুলে গেলেন; ৫. অ্যাকিলিস ও আগামেমননের মধ্যে কোনো 'বিদায়কালীন সংঘাত' ঘটেনি। 'বিদায়কালীন সংঘাত' মানে তাদের বিদায়ের সময়ে ঘটা সংঘাত; কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই তেমন ছিল না। হোমার স্রেফ বলেছেন, তাদের মধ্যে কলহ হলো এবং তা থেকে তারা আলাদা হয়ে গেল। 'বিদায়কালীন সংঘাত' এবং 'সংঘাত পরবর্তী আলাদা হয়ে যাওয়া' এক জিনিস নয়; ৬. শেষ লাইনে 'এসো, সে কাহিনী শুরু করা যাক' একান্তই অনুবাদকের সংযোজন। 'বিদায়কালীন সংঘাতের বিবরণ'-এর পরেই অনুবাদক এ বাক্যটি লিখে এ মহাকাব্যে আমাদেরকে দুই নায়কের 'বিদায়কালীন সংঘাতের' কাহিনীই শোনাতে চাইছেন; অন্যদিকে হোমার চাইছেন যে দেবী আমাদেরকে এ মহাকাব্যে অ্যাকিলিসের ক্রোধের কাহিনী গেয়ে শোনাক। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর।

এবার শামসুদ্দীন চৌধুরী:

> 'আখিল্লেউসের [অ্যাকিলিসের] ক্রোধের সীমা নেই। তার রোষে জ্বলে গেল আখাইআবাসী [গ্রিকরা]। তাদের কত কত রাজ্যের কত কত বীর সেনা মারা পড়ল, কত যে রথ, অশ্ব ধ্বংস হল তার হিসেব নেই। মাতৃভূমি থেকে দূরে এই আঘাটায় পড়ে রইল, সৎকার কে বা করে; শিবা আর শকুনের মেলা জমে গেল। সবই জিউসের ইচ্ছা। দেবী মউসা, গান করুক, ঐ সর্বনাশা ক্রোধের কারণ, পরিণাম।'

এই অনুবাদের সমস্যা হচ্ছে হোমার যা বলেননি তা এখানে বলা হয়েছে এরকম গুরুত্বপূর্ণ সাতটি লাইনে। হোমার বলেছেন, অ্যাকিলিসের ক্রোধটা 'খুনে' বা 'বিধ্বংসী' প্রকৃতির ক্রোধ (গ্রিক 'মেনিন' শব্দের অর্থ যে 'ক্রোধ', তা আসলে দেবতাদের ক্রোধের মতো এক মহা ক্রোধের ইঙ্গিত দেয়, যে ক্রোধে পৃথিবী চুরমার হয়ে যেতে পারে, যেমন কিনা মানুষের ক্রোধের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়), আর অনুবাদক বললেন, 'অ্যাকিলিসের ক্রোধের

সীমা নেই।' গ্রিকরা সে ক্রোধে 'জ্বলে গেল', এটাও অনুবাদকের আবিষ্কার। গ্রিকদের নানা রাজ্যের মানুষ, রথ, অশ্ব ধ্বংস হলো—এটাও অনুবাদকের কল্পনা। 'মাতৃভূমি থেকে দূরে' তাদের 'আঘাটায়' পড়ে থাকাটাও হোমারের কথা নয়। 'শিবা আর শকুনের মেলা জমে গেল'—এই অভিব্যক্তিও হোমেরিক নয়। আর যা যা কিনা হোমেরিক তা-ই আমরা জানতে পারলাম না, যেমন হেডিসের কথা, আত্মা ও শরীরের দু দিকে দু পথে চলে যাবার কথা, আগামেমনন ও অ্যাকিলিসের কলহে জড়িয়ে আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা, ইত্যাদি। আগামেমনন ও অ্যাকিলিসের কলহ অবশ্য অনুবাদক নিয়ে এসেছেন এর পরের লাইনে, এভাবে: 'কে-ই বা এই কোন্দলের কারণ। হায়, আখিল্লেউস আর আগামেমনন কেউ কারো ছায়া সহ্য করছে না'। তারা যে বিবাদে জড়িয়ে আলাদা হয়ে গেল, তা আমরা জানতে পারলাম না; জানলাম যে তারা 'কেউ কারো ছায়া সহ্য করছে না'। এ-কথা হোমার বলেননি। তাছাড়া এ-অনুবাদটির শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনের মধ্যে মহাকাব্যিক আভিজাত্য না থাকার বিষয়টি চোখে পড়ার মতো ('দেবী মউসা', 'শিবা আর শকুনের', 'আঘাটা'—এ জাতীয় শব্দ শুরুতেই মহাকাব্যের 'noble' ভাবটিকে টেনে নীচে নামিয়ে দিল)।

এর পরে আসি সুধাংশুরঞ্জন ঘোষে। তিনি অনুবাদ করেছেন:

> 'হে দেবী, তোমার স্বভাবসুলভ সুললিত কণ্ঠের অপরূপ গীতিমাধুর্যে পেলেউসপুত্র একিলিসের প্রচণ্ড ক্রোধাবেগের কারণ বিবৃত করো। বলো কিভাবে সে ক্রোধাবেগ একিয়ান বা গ্রিকদের উপর নিয়ে আসে দুর্বিসহ অভিশাপের বোঝা। যেদিন আত্রেউসপুত্র মহারাজ আগামেমনন ও মহান একিলিসের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয়, সেদিন হতে দেবরাজ জিয়াসের অভিপ্রায় অনুসারে বাধ্য হয়ে নরকে গমন করে বহু বীরের আত্মা। শকুনি পথকুক্কুরদের ক্ষুধার খাদ্যে পরিণত হয় কতো বীরের মৃতদেহ।'

এর শুরুটাই ভুল দিয়ে। 'দেবীর স্বভাবসুলভ সুললিত কণ্ঠের অপরূপ গীতিমাধুর্যের' কথাটি একান্তই অনুবাদকের। 'দুর্বিসহ অভিশাপের বোঝা'ও তাই। খুনে বা অভিশপ্ত বা বিধ্বংসী ক্রোধ এখানে হয়ে গেছে স্রেফ 'প্রচণ্ড ক্রোধাবেগ'। আর শেষ তিন লাইনে অনুবাদক কার্য ও কারণের যোগসূত্রগুলো বিভ্রান্তিকর করে তুললেন এবং পুরো প্রস্তাবনার পারম্পর্যও ভেঙে দিলেন। যেদিন থেকে কলহের সূত্রপাত হয়, সেদিন থেকে যোদ্ধারা নরকে গমন করে—এটা ভুল সংশ্লেষ, ঘটনার ভুল বিশ্লেষণ। আর 'নরক' ও 'হেডিসের জগত' (মৃত্যুর পরের জগত)-এর মধ্যে পার্থক্য বিস্তর—যে কেউ মারা যাওয়া মানেই নরকে যাওয়া নয়; হেডিস মৃত্যুদেব, নরকের দেব নয়।

তিনটি অনুবাদেরই আরেক কমন সমস্যা: মহাকাব্যের প্রথম শব্দটি 'মেনিন' অর্থাৎ 'ক্রোধ'। এত বিখ্যাত মহাকাব্যের এই প্রথম শব্দটি প্রথমে না রাখা অন্যায়। অধিকাংশ

প্রধান ইংরেজি অনুবাদেই দেখা যায় এ বইয়ের প্রথম শব্দ হয়: Rage বা Wrath বা Anger। বড় কোনো সাহিত্যকর্মের অনুবাদের ক্ষেত্রে এগুলি অবশ্যপালনীয় 'রীতি'র বিষয়।

এবার আমার অনুবাদে এই প্রথম সাত লাইন:

> 'ক্রোধ—গাও দেবী, পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের ক্রোধের কাহিনী, গ্রিকদের জন্য অগণন দুঃখপীড়া বয়ে-আনা সেই খুনে ক্রোধ যার কারণে তাদের বীর যোদ্ধাদের অসংখ্য সাহসী আত্মা নিক্ষিপ্ত হলো হেডিসের মৃত্যুপুরীতে, এবং দেহ পড়ে থাকল কুকুর ও শিকারী পাখির ভোগের বস্তু হয়ে। এভাবেই পূরণ হতে লাগল জিউসের অভিলাষ, সেই সেদিন থেকে যেদিন তারা দুজন—আগামেমনন, মানুষের রাজা, অ্যাট্রিউসের ছেলে; ও দেবতুল্য অ্যাকিলিস—প্রথম বিবাদে জড়াল ও আলাদা হয়ে গেল।'

বাংলায় যে কটা *ইলিয়াড* আমি দেখেছি, তাতে ম্যাথু আরনল্ড প্রস্তাবিত গতি, সরাসরি ও সহজ অভিব্যক্তি, সরাসরি ও সহজ চিন্তা এবং আভিজাত্য—এ সব প্রয়োজনীয় গুণের উপস্থিতি ছাড়িয়ে যে জিনিসটি আমার চোখে ধরা পড়েছে তা হলো, যেমন উপরে দেখালাম, মূলের প্রতি অবিশ্বস্ততা বা নির্ভুলত্বের অভাব। কথা হচ্ছে, এই একটি জিনিস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য পরিমাণে বিদ্যমান থাকলে আরনল্ডের প্রস্তাবিত বাকি গুণগুলি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেও দেখা যায়। বাংলায় 'নির্ভুল' হোমারের এ অনুপস্থিতিই ছিল *ইলিয়াড* অনুবাদ করতে চাওয়ার পেছনে আমার প্রধানতম কারণ। আমার পুরো *ইলিয়াড*-এ মূলত সে চেষ্টাটাই করা হলো—হোমার যা বলেননি তা বলব না, আর তিনি যা বলেছেন তা বাদ দেব না। এই এক মন্ত্রই ছিল আমার কাজের মূলমন্ত্র। সে হিসেবে, গ্রিক না জানা থাকার ফলে, আমাকে রীতিমতো বাঁচিয়ে দিয়েছে 'গ্রিক-ইংরেজি পার্সড ইন্টারলাইনার টেক্সট'টি। সেটির মাধ্যমে নিখুঁতত্বের কাছাকাছি একবার চলে আসার পরে কাব্যসুষমা, সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের দাবি মেটাতে আমাকে সহায়তা করল ওই ছয় ইংরেজি অনুবাদ, যেগুলির কথা আগেই বলেছি।

ভুল ও অবিশ্বস্ত বাংলা অনুবাদের তালিকা আরও আরও অনেক দীর্ঘ করা যেত। বিষয় হচ্ছে, বাংলা অনুবাদের মোটামুটি যে কোনো পর্বের যে কোনো অংশ মূলের সঙ্গে মেলালেই পাঠক আমার কথার প্রমাণ পেয়ে যাবেন (আর মূলের যদি সন্ধান না পান, তাহলে একই কাজটা করে দেখতে পারেন বাজারে সহজলভ্য অ্যান্থনি ভেরিটি ও ল্যাটিমোরের অনুবাদ দুটির সঙ্গে মিলিয়ে; যেহেতু এ. টি. মারেরটি কিছুটা দুর্লভ)। তাই একই কথা বারবার না বলে বরং এ-অংশের আলোচনা শেষ করছি আর মাত্র একটি উদাহরণ দিয়ে। *ইলিয়াড*-এ আমার খুব প্রিয় এক কাব্যিক-শক্তিতে-প্রাঞ্জল অংশ এটি; পর্ব ২২, পঙ্‌ক্তি ১৪৩-১৪৮—হেক্টরের মৃত্যুর ঠিক কিছু আগের ঘটনা যখন অ্যাকিলিস হেক্টরের পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে তাকে খুন করতে আর হেক্টর পালাচ্ছে প্রিয় জীবনটা বাঁচাতে।

প্রথমে পার্সড-ইন্টারলাইনার টেক্সট অনুসারে মূল গ্রিকের ইংরেজি অক্ষরান্তর:

'Hector fled in terror along under the Trojans' wall, driving his knees into swift action. So they raced ever onwards, past the place of watch, and the wind-blown fig tree, along the wagon track, away from under the wall, and came to the two fair-flowing fountains, where well up the two springs that feed eddying Scamander.'

শুরুতে দিই আমার অনুবাদটি:

'হেক্টর ট্রোজান দেওয়ালের পাশ ধরে, দুই হাঁটু ক্ষিপ্রতায় ঠেলে দিয়ে, দৌড়ে পালাতে লাগল ভীতত্রস্ত হয়ে। এভাবে তারা চলল দৌড়েই—প্রহরীদের নজর রাখার জায়গা পার হয়ে, হাওয়াতাড়িত ডুমুর গাছ পিছে ফেলে, মালগাড়ি চলার পথ ধরে, দেওয়ালের নীচ থেকে দূরে, আরও দূরে গিয়ে শেষে তারা এল দুই সুন্দর-প্রবাহিত ফোয়ারার কাছে, যার গোড়ায় আছে দুই ঝরনা যা নিজে ঘূর্ণিপাকে ঘোরা স্কামান্দার নদীর উৎসমুখ।'

এবার তিনটি বাংলা অনুবাদ। প্রথমে আবুল কালাম শামসুদ্দীন:

'হেক্টর ট্রয়ের দেয়ালের নীচে দিয়ে তীব্র গতিতে পালিয়ে যেতে লাগলেন। পর্যবেক্ষণকেন্দ্র ও ডুমুর গাছ ছাড়িয়ে, দেয়াল কিছু দূরে রেখে, গাড়ি চলার রাস্তা ধরে তারা দুটো প্রস্রবণের নিকট পৌঁছে গেলেন। এই প্রস্রবণ দুটোই ছিল স্কামান্দার নদীর উৎস।'

কোথায় গেল হেক্টরের 'দুই হাঁটু ক্ষিপ্রতায় ঠেলে' দিয়ে 'আতঙ্কিত' হয়ে পালানোর কথা? ডুমুর গাছটা যে 'হাওয়াতাড়িত' বা 'বাতাসে দোলায়মান', তা কে বলে দেবে? আর প্রস্রবণ দুটি যে 'সুন্দর-প্রবাহিত' (fair-flowing), তা বলাই হলো না বাঙালি পাঠককে এবং স্কামান্দার নদী যে 'ঘূর্ণিপাকে ঘোরা' (eddying) এক নদী তা-ও আমরা জানতে পারলাম না। সর্বোপরি হোমার এখানে বলেছেন দুই ফোয়ারা বা প্রস্রবণের কথা, যা থেকে ফেটে বেরিয়েছে দুই ঝরনা, অর্থাৎ মোট চারটি জিনিস। কিন্তু এখানে অনুবাদে আছে স্রেফ দুই ফোয়ারা বা প্রস্রবণের কথাই, পুরো বাদ গেছে অন্য দুটি।

এবার শামসুদ্দিন চৌধুরী:

'হেক্তোর নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালিয়ে ত্রয়ী (ট্রয়) প্রাচীরের তলা দিয়ে ছুটলেন। পর্যবেক্ষণের স্থান ও বন্য ডুমুর গাছ ছাড়িয়ে চললেন উভয়ে, গাড়ির রাস্তা ধরে প্রাচীরতল হতে সমান দূরত্বে যেতে যেতে পৌঁছলেন স্কামান্দ্রসের উৎস দুই ঝর্নার নিকটে।'

এই অনুবাদেও হেক্টরের 'ভীত-সন্ত্রস্ত' থাকার কথা নেই; এখানে 'হাঁটুর-ক্ষিপ্রতা' হয়ে গেছে 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা'; ডুমুর গাছ এখানেও 'হাওয়াতাড়িত' নয়; আর 'প্রাচীরতল হতে সমান দূরত্বে যেতে যেতে' কথাটা হোমারে নেই এবং 'দুই সুন্দর-প্রবাহিত ফোয়ারা' এবং 'দুই ঝরনা' এখানেও হয়ে গেছে স্রেফ 'দুই ঝর্না' আর স্কামান্দার নদীর 'ঘূর্ণিবাত্যা' এখানেও অনুপস্থিত।

শেষে আসি সুধাংশুরঞ্জন ঘোষে। তিনি হোমারের আটটি লাইনের এত সব বিষয়, এত সব অনুষঙ্গ সোজা বাদ দিয়ে কেবল তিন লাইনে এর অনুবাদ করে ফেললেন স্রেফ এই:

> '...ভীত হয়ে পালিয়ে গেলেন হেক্টর। এইভাবে ধাবিত হতে হতে তারা স্কামান্দার নদীর ধারে যেখানে দুটি প্রস্রবণ এসে মিলিত হয়েছে নদীবক্ষে সেখানে উপনীত হলেন।'

এটুকুই। অতএব, মন্তব্যই নিষ্প্রয়োজন।

আগেই যেমন বলেছি, প্রামাণ্য যে কোনো ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে (মূলের কথা বাদই দিলাম) বাজারে পাওয়া যায় এমন বাংলা অনুবাদগুলির প্রতিতুলনাতে পাঠক একই চিত্র পাবেন মোটের উপর *ইলিয়াড*-এর যে কোনো পর্বের যে কোনো অংশ মেলে ধরলেই। অতএব কিছুটা মূলানুগ, কিছুটা বিশ্বস্ত ও কিছুটা নির্ভুল এক *ইলিয়াড* বাংলায় নির্মাণের পেছনে আমার দুটি বছর ব্যয় করা যে একেবারে অযৌক্তিক কোনো কাজ ছিল না, পাঠক আশা করি তা সহৃদয়চিত্তে মানবেন। বাংলায় 'প্রথমবারের মতো' সত্যিকারের এক হোমেরিক পৃথিবীতে তাই আমি, সাহসের সঙ্গে, পাঠককে স্বাগত জানাচ্ছি।

ছয়.

আমার অনুবাদটির আক্ষরিকতার প্রকৃতি বিষয়ে এখানে দু-একটি কথা বলে রাখা ভালো, নতুবা আমার আশঙ্কা, পাঠক পড়তে গিয়ে কিছুটা হোঁচট খেতে পারেন।

১৯২০ সালে বিখ্যাত হোমার গবেষক মিলম্যান প্যারির গবেষণাটি প্রকাশের পর থেকে শুরু করে মোটামুটি সবাই মানেন যে হোমেরিক কবিতা তার শৈলীর দিক থেকে ছিল বাচনিক বা মৌখিক (oral), লিখিত (written) নয়। তার মানেই হচ্ছে, এগুলো ছিল চারণকবিদের দীর্ঘ শতাব্দীর ঐতিহ্যের সৃষ্টি, যে ঐতিহ্য হলো শ্রোতার সামনে গল্পকথনের ঐতিহ্য। সেই ওরাল পোয়েটকে তার পারফরমেন্সের জন্য নিজের আঙুলের ডগায় তৈরি রাখতে হতো অসংখ্য সম্ভাষণ, শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য, বক্তৃতা, এমনকি পুরো কোনো দৃশ্যের (যেমন খাদ্যগ্রহণ, পশুবলি বা মদপানের দৃশ্য) রেডিমেড ভাণ্ডার। কেন?

হোমারের মতো বড় মাপের ওরাল পোয়েট এত বড় মহাকাব্য কখনোই মুখস্থ আবৃত্তি করতেন না। তিনি কাহিনীর বেসিক কাঠামো ঠিক রেখে প্রতিটা পারফরমেন্সেই বহু কিছুর নতুন করে উদ্ভাবন ঘটাতেন আর তা ঘটানোর সময়ে তিনি তার ঐ ভাণ্ডার থেকে তুলে নিতেন যুতসই শব্দ, অভিধা, সম্ভাষণ, বাক্যাংশ, বাক্য বা দৃশ্য—ছন্দের নিয়ম মেনে চলার জন্য তার যখন যেটার দরকার পড়ত, সেটাই। মিলম্যান প্যারির এই যুগান্তকারী তত্ত্বের উপসংহারে এ সিদ্ধান্তও প্রতিষ্ঠা পেল যে, হোমেরিক কবিতা শৈলীর বিচারে স্রেফ ওরালই নয়, তা ফরমুলা-নির্ভরও। কবি যে বারবার তার ধনভাণ্ডার থেকে, তার আবৃত্তির সময়ে, আগে থেকে তৈরি করে রাখা অস্ত্রগুলো ব্যবহার করে যাচ্ছেন, এর ফলে এখানে বারবার পুনরাবৃত্তি (রিপিটেশন) হচ্ছে একই জিনিসের। সত্যি বলতে, পুরো *ইলিয়াড*-এর এক-পঞ্চমাংশই এই পুনরাবৃত্তিতে ভরা। হোমারের কাব্যে অতীব গুরুত্ববহ এই 'পুনরাবৃত্তি' বা 'ফরমুলা' বা 'গৎবাঁধা' বিষয়টি তার কাব্যের অন্যতম প্রধান শৈলী বটে।

কবি তার জটিল ছন্দের কথা মাথায় রেখে এই যে নিজের ভাণ্ডারে শব্দ বা বাক্য জমিয়ে রাখতেন পরে প্রয়োজনমতো ব্যবহারের স্বার্থে, এ-কারণেই *ইলিয়াড*-এ আমরা দেখি অ্যাকিলিস কখনো 'দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস', আবার কখনো 'দেবতুল্য অ্যাকিলিস', আর কখনো বা 'পেলিউসপুত্র দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিস।' বাংলা অনুবাদের সময়ে এ ধরনের 'পুনরাবৃত্তিমূলক' বা 'ফরমুলা' শব্দবন্ধের বা বাক্যের ক্ষেত্রে আমাকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হয়েছে—পুনরাবৃত্তিকে যেন বোঝা যায় সেই বিষয়ে এবং সেগুলোর আক্ষরিক অনুবাদে ব্যত্যয় ঘটিয়ে হোমারের সময়ের গ্রিস ও তার সংস্কৃতিকে যেন বিসর্জন না দেওয়া হয়, সেদিকেও। কোনো 'ফরমুলা' শব্দবন্ধের বঙ্গীয়করণ তাই আমি সচেতনতভাবে আমার অনুবাদে এড়িয়ে গেছি। এসব গৎবাঁধা বিষয় হোমারের কবিতার অন্যতম কাব্য-বৈশিষ্ট্য, এদের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক গুরুত্বও অপরিসীম। তাই এদের ব্যাপারে কোনো ছাড় আমি দিইনি, তোয়াক্কাই করিনি তার ফলে আমার ও-ধরনের খটমট বাংলা পড়তে পাঠকের অস্বস্তি বা অসুবিধা হবে কি-না সে বিষয়ের।

আপাতত, পাঠককে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নেওয়ার জন্য, কিছু হোমেরিক 'ফরমুলা' বা 'পুনরাবৃত্তিমূলক' শব্দ-শব্দবন্ধ-বাক্যাংশ-বাক্যের কী কেমন অনুবাদ আমি করেছি তার অল্প কয়টি উদাহরণ দিয়ে রাখা যাক।

হোমারের নায়কদের গুণাবলিসূচক বিশেষণগুলো (epithet) দারুণ চিত্তাকর্ষক। গ্রিকরা এখানে কখনো strong-grieved (হাঁটুতে শক্ত বর্ম-পরা গ্রিক), আবার মিলম্যান প্যারির মতে ছন্দের নিয়মপূরণের স্বার্থে সেই একই গ্রিকবাহিনী কখনো long-haired (দীর্ঘকেশ গ্রিক); মেনেলাস কখনো war-like এবং কখনো auburn-haired (যুদ্ধংদেহী ও

পীতকেশ); হেক্টর হয় horse-taming-Hector বা glorious Hector (ঘোড়া-বশে-আনা বীর হেক্টর বা মহান হেক্টর); আগামেমনন shepherd of the people (জনতার রাখাল) বা wide-ruling (সর্বস্থানের-শাসনকারী) কিংবা, মাত্রা ঠিক রাখার জন্যই, অন্যত্র divine বা brilliant (দেবতুল্য বা অত্যুজ্জ্বল); গ্রিকদের জাহাজগুলি fast (দ্রুত-ছোটা) বা sea-going (সমুদ্রচারী) বা beaked (তীক্ষ্ণ-চঞ্চুর), বা অন্যত্র well-benched (সুন্দর-বেঞ্চিপাতা) জাহাজ। আশা করি পাঠক ধরতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি। হোমারের এই 'ফরমুলা'গুলির সৌন্দর্য অত্যুজ্জ্বল, তাই এদের কোনোভাবেই বাংলার সংস্কৃতিতে আত্মীকরণ না করে আমি হুবহু গ্রিক শব্দের আক্ষরিক অনুবাদে গিয়েছি 'পার্সড ইন্টারলাইনার টেক্সট' দেখে দেখে। আরও কয়েকটি উদাহরণ :

১. Winged words—ডানাওয়ালা কথা। (এ-মহাকাব্যে কেউ কাউকে স্রেফ কথা বলে না, 'ডানাওয়ালা কথা' বলে; অর্থাৎ এখানে বক্তার মুখ থেকে কথা শ্রোতার কানে পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে যায়। বাংলায় 'ডানাওয়ালা কথা' ততটাই জবড়জং যতটা ইংরেজিতে 'winged words'। কিন্তু মূল গ্রিকে যেহেতু তেমনই বলা হয়েছে, তাই এই বিখ্যাত অভিব্যক্তিটিকে একই রাখা হলো)।

২. Horse-taming Trojans—ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজানেরা বা ঘোড়া-পোষ-মানানো ট্রোজানেরা।

৩. Then with an angry glance beneath his brows, he spoke—তারপর তার ভুরুর নীচ থেকে রাগী দৃষ্টি হেনে বলল সে। (বাংলায় বেখাপ্পা শোনাচ্ছে, কিন্তু তা-ই সই)।

৪. He held before him his shield that was well balanced upon every side—তার শরীরের সামনে সে ধরল সবদিকে সুসমঞ্জস রাখা ঢাল।

৫. Odysseus of many wiles—হাজার-চাতুরীর অডিসিয়ুস, বা কলাকৌশলে দড় অডিসিয়ুস।

৬. No one's heart lacked a fair / equal share in the meal—সেই ভোজনে তাদের কারোই হৃদয় অপূর্ণ থাকল না সকলের সমান ভাগ পাওয়া নিয়ে (বা সবার জন্য সমান এ ভোজনে সবার হৃদয় যার যার প্রাপ্য ভাগ পেল)।

৭. And his spirit left his bones—তার আত্মা ছেড়ে গেল তার হাড়গোড়। (মূলে যেহেতু হাড়গোড় বলা হয়েছে, তাই বাংলায় 'তার আত্মা ছেড়ে গেল তার দেহ' শুনতে বেশি ভালো লাগলেও, হাড়গোড়ই রাখা হলো)।

৮. And at once loosed his knees—তৎক্ষণাৎ ঢিলে করে দিল তার হাঁটু। (বাক্যটির অর্থ তৎক্ষণাৎ তার পতন ঘটল বা ঘটানো হলো; কিন্তু আমার অনুবাদে হাঁটুকে রাখা হলো। একই লাইনের পুনরাবৃত্তি হতে হতে বাঙালি পাঠক একসময় ধরে ফেলবেন যে হাঁটু ঢিলে হয়ে আসা মানে মারা যাওয়া, এ-ই আমার প্রত্যাশা)।

৯. Death that slayeth the spirit poured round him—মৃত্যু, যা কিনা আত্মাকে বিনাশ করে, ঝরে পড়ল তাকে ঘিরে। (বাংলায় বেখাপ্পা শোনাচ্ছে, কিন্তু অপরিবর্তনীয় রাখা হলো মৃত্যুর এই 'ঝরে পড়ার' গ্রিক অভিব্যক্তিটি। বাংলায় হয়তো ভালো শোনাতো 'মৃত্যু ধেয়ে এল তার ওপরে' বা এরকম কিছু যা আমরা সাধারণত বলে থাকি; কিন্তু শরীরের ওপর মৃত্যু যে 'ঝরে পড়ে', এই হোমেরিক প্রকাশটি তাহলে আপনি জানতেন কী করে)?

১০. What words are these that escaped the barrier of your teeth—এ কীরকম কথা বের হলো তোমার দাঁতের বেড়া পার হয়ে। (বাংলায় 'দাঁতের বেড়া পার হয়ে কথা বেরুনো' বেমানান, কিন্তু গ্রিক সংস্কৃতিতে যেহেতু ব্যাপারটির চল আছে, বাংলায় তাই 'দাঁতের বেড়া'র বিষয়টি নিয়ে আসা হলো)।

১১. Rain a shower of bloody raindrops—বৃষ্টি ঝরাল রক্তমাখা বৃষ্টির ফোঁটায়। (শুনতে মনে হয় যেন বোঝা যাচ্ছে না কী বলা হচ্ছে। কিন্তু মূল গ্রিকও তাই, ইংরেজিতেও তাই। রক্তাক্ত বৃষ্টির ফোঁটা দিয়ে বৃষ্টি ঝরানো হলো—এটাই বলা হচ্ছে। মূলে যেহেতু 'বৃষ্টি' শব্দটি দুবার আছে তাই বাংলায়ও দুবারই রাখা হলো, যদিও ব্যাপারটি কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে গেল তাতে)।

১২. He shouted in a voice as large as a man's head can hold—সে চিৎকার দিল ততোটা জোরে যতটা জোর ধরতে পারে কোনো মানুষের মাথা। (সাধারণত বাংলায় চিৎকার ইত্যাদি আমরা বুকে ধরি না, কণ্ঠে ধরি। কিন্তু মূল গ্রিকে যেহেতু 'মাথায়' ধরা হয়েছে, এবং ইংরেজিতেও তাই, অতএব বাংলায়ও এই 'ফরমুলাটি' অপরিবর্তিত—এবং বেখাপ্পা করে—রাখা হলো)।

১৩. Raised to my lips the hand of the man who killed my son—আমার পুত্রকে হত্যা করেছে যে লোক, তার হাত আমার নিজের ঠোঁটের কাছে তুলে ধরতে হলো। (অনেক বিখ্যাত এই পঙ্‌ক্তিতে মৃত পুত্র হেক্টরের লাশ ফেরত চেয়ে পুত্রের খুনি অ্যাকিলিসের হাতে চুমু খেয়ে এ কথাটা বলে হেক্টরের পিতা প্রায়াম। সোজা বাংলায় হওয়া সঙ্গত ছিল: ... তার হাতেই কিনা আমাকে চুমু খেতে হলো। কিন্তু মূল গ্রিকে যেহেতু 'চুমু খাওয়া' শব্দটি নেই, স্রেফ হাত ঠোঁটের কাছে তুলে ধরার প্রসঙ্গ আছে, তাই খুনির হাতে নিহত পুত্রের পিতার 'চুমু খাওয়া'র মতো আবেগঘন দৃশ্য নির্মাণের লোভ সংবরণ করা হলো আমার অনুবাদে)।

১৪. Iron might of fire—আগুনের লৌহ উন্মাদনা। (অর্থাৎ আগুনের লোহাতুল্য শক্তি। বাংলায় এ-জাতীয় কোনো প্রকাশ নেই বলে শুনতে বেঢপ লাগছে: কিন্তু এর বঙ্গীয়করণ করা হলো না কোনোভাবে)।

এছাড়া, আগেই যেমন বলা হয়েছে, wine-dark sea-কে রাখা হলো 'মদ-কালো সাগর' বা 'মদ-কালো অতল' হিসেবে; আর 'rosy-fingered dawn'-কে 'গোলাপি-আঙুলওয়ালা ভোর'।

এই ১৫-১৬টি উদাহরণের পরে আশা করি পাঠক সামান্য হলেও মানসিকভাবে তৈরি থাকবেন কিছু বঙ্গীয় অভিব্যক্তির সঙ্গে বেমানান শব্দচয়নের মুখোমুখি হওয়ার জন্য এবং এটুকু বুঝবেন যে মূল গ্রিক প্রকাশটিকে, তার সাংস্কৃতিক ও ভাষিক প্রেক্ষাপট ও প্রত্নবিষয়টি বোঝাতেই, বাংলায় কিছুটা নির্বিচারে অক্ষরান্তর করা হলো কোথাও কোথাও, সুচিন্তিতভাবেই।

সে-অর্থে যে পাঠক কোনো অনুবাদকর্মের মধ্যে পাঠকের নিজ ভাষায় লেখা কোনো মৌলিক সাহিত্যকর্ম পাঠ করার মতন সাবলীলতা ও মৌলিকতা প্রত্যাশা করেন, তাকে এই অনুবাদ নিরাশ করবে সন্দেহ নেই। বাংলায় 'মৌলিক হোমার' বলে কিছু থাকতে পারে না, কারণ হোমার বাংলা ভাষায় তার মহাকাব্যটি নির্মাণ করেননি—এই সত্যটা মেনে নিতে হবে। সেরকমই আমার অভিমত।

সাত.

পরিশেষে আসি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কঠিন প্রসঙ্গে। *ইলিয়াড* অনুবাদ প্রজেক্টটি নিঃসন্দেহে বিশাল; আর এটা দীর্ঘ সময়ব্যাপী সম্পন্ন করা এক কাজ। স্বভাবতই আমার কৃতজ্ঞতা অনেক মানুষের সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শের প্রতি, যাদের সবার নাম উল্লেখ করতে গেলে এই তালিকা অতিরিক্ত বড় হয়ে যাবে, তাই প্রধান কয়েকটি নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি নিজেকে।

প্রথম কৃতজ্ঞতা কবিবন্ধু ব্রাত্য রাইসু'র প্রতি। অনুবাদকর্মটি শুরুর দিকে আমার সঙ্গে একত্রে মিলে আমার ভিন্ন ভিন্ন কিছু বিকল্প অনুবাদ থেকে তিনি আমাকে অনুবাদের এই বর্তমান চেহারাটি বেছে নিতে বিরাট সাহায্য করেছিলেন। বিকল্পগুলি ছিল: পুরো কবিতায় অনুবাদ; পুরো গদ্যে অনুবাদ; খসড়া অক্ষরবৃত্তের চালে কখনো পদ্য, কখনো গদ্যের মিশেলে তৈরি হওয়া অনুবাদ; বাংলা বাইবেলগুলির টোন ধারণ করে করা অনুবাদ ইত্যাদি। শেষে যা দাঁড়াল তা পছন্দ করে নিতে রাইসুর একটা বড় ভূমিকা ছিল। অনেক ধন্যবাদ তাকে ওইসব প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে আমার পাশে থাকবার জন্য।

অজস্র ধন্যবাদ কবিবন্ধু মাহবুব আজীজকে। তিনি দৈনিক *সমকাল*-এর সাপ্তাহিক সাহিত্য সাময়িকী 'কালের খেয়া'র সম্পাদক। তার পত্রিকায় পর পর দু বছরের (২০১৩ ও ২০১৪) ঈদ সংখ্যায় তিনি আমার *ইলিয়াড*-এর প্রথম ও সতেরোতম পর্ব দুটি বিরাট যত্ন করে ছাপিয়ে আমাকে শুধু অনুপ্রেরণাই জোগাননি, এই *ইলিয়াড* নিয়ে পাঠক-প্রত্যাশা তৈরিতেও অনেক ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন। *ইলিয়াড*-এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন আমার বিশ্বস্ত সাথী।

ধন্যবাদ অনুবাদক, লেখক ও কবিবন্ধু রাজু আলাউদ্দিনকে। পুরো দুটি বছর আমি এই বাংলা *ইলিয়াড* নিয়ে তার সঙ্গে যতবার কথা বলেছি, তা আর কারও সঙ্গেই বলিনি।

রাজুর সঙ্গে হোমার অনুবাদ বিষয়ে বোরহেসের তত্ত্বগুলি নিয়ে আলোচনা করে আমি অনেক বেশি নিজের প্রতি আস্থাশীল হয়েছি। এ-অনুবাদের দুর্মর আক্ষরিকতা বোরহেসিয়ান তত্ত্বের সঙ্গে মেলে, সে আলোচনা আগেই করেছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি দৈনিক *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কবি সাজ্জাদ শরিফের প্রতিও। আজ থেকে দু-বছর আগে যখন *ইলিয়াড* অনুবাদ শুরু করি, তিনি আমাকে মুঠোফোনের ক্ষুদে বার্তায় জানিয়েছিলেন যে বাংলায় এই কাজটি হওয়া জরুরি এবং আমিই সে কাজের জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তার এই উদার মন্তব্য আমাকে চেতনে-অবচেতনে সাহস ও উৎসাহ জুগিয়ে গেছে কাজটি সৎভাবে শেষ করবার জন্য।

ধন্যবাদ দৈনিক *প্রথম আলোর* সাপ্তাহিক 'শিল্পসাহিত্য' পাতার দেখভালে নিয়োজিত বন্ধু কবি নির্লিপ্ত নয়নকেও (আলতাফ শাহনেওয়াজ)। বহুবার তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে *ইলিয়াড* প্রজেক্টের অগ্রগতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে। তার উদার অনুপ্রেরণা নিঃসন্দেহে আমাকে শক্তি দিয়েছে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা থাকছে নিউ ইয়র্ক নিবাসী আমার ছোট ভাই মশিউর রহমান বাবুর প্রতি। নিউ ইয়র্ক থেকে অজস্র-অসংখ্য হোমার যদি সে কদিন পরপরই, কখনোই আমার ওপরে বিরক্ত না হয়ে, আমার জন্য ঢাকাগামী প্লেনে তুলে না দিত, তাহলে এ-কাজ এভাবে আমি সম্পন্নই করতে পারতাম না। ষাটটির ওপরে হোমারের ইংরেজি অনুবাদ ও হোমার বিষয়ক বইপুস্তক আমার কাছে পাঠিয়েছে সে গত এই দু বছরে। কতোখানি যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয়েছে সেজন্য, তা ভাবলেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে পড়ি।

পাঠক সমাবেশ-এর স্বত্বাধিকারী ও এ বইয়ের প্রকাশক সাহিদুল ইসলাম বিজুকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই না। যতটুকু যত্ন নিয়ে তিনি আমার *ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র* প্রকাশ করে আমার জন্য পাঠকগোষ্ঠী সৃষ্টি করে গেছেন, তার চেয়েও বেশি যত্ন নিয়ে এই আরও বেশি ব্যয়বহুল, জটিল ও বৃহৎ প্রজেক্ট তিনি সামলেছেন দীর্ঘদিন ধরে। তার তাড়না ও নিয়মিত চাপের কারণেই এ প্রজেক্ট দু বছরের মধ্যে শেষ করা গেল, নয়তো দেখা যেত চার বছর লেগে গেছে এ বই বের হতে। তার মতো নিবেদিতপ্রাণ প্রকাশক বাংলা সাহিত্যের জন্যই সম্পদ।

আরও ধন্যবাদ এ-বইয়ের এডিটর, এর বিন্যাস ও চেহারার রূপকার এবং নির্ভুল বাংলার ব্যাকরণগত ব্যাখ্যাদাতা ও মূল প্রুফরিডার পাঠক সমাবেশ প্রকাশনীর ওয়াহিদুল হককে। অনেক কষ্ট করেছেন তিনি, অনেকভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন শব্দের সঠিকতা নিরূপণে। তার একাগ্র মনোযোগ ছাড়া এ বই এর বর্তমান চেহারাটিই পেতো না। তারই টিমের অন্যতম প্রধান সদস্য মোঃ ইউনুছ আলালকেও, এই সুযোগে, জানাচ্ছি অজস্র ধন্যবাদ। এত জটিল এক প্রকাশনার কম্পিউটার মেক-আপের মতো দুরূহ বিষয়টি তিনি সামলেছেন প্রায় এক হাতে, অনবদ্য দক্ষতায়।

বিশেষ ধন্যবাদ বইটির প্রচ্ছদশিল্পী সেলিম আহমেদকে। *তিনি ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্র*-র অমন অবিশ্বাস্য সুন্দর প্রচ্ছদ করে বিরাট সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। আর এবারের প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার কাজটিও তিনি যে যত্ন নিয়ে করলেন, তাতে আমি নিশ্চিত আরও বড় সাড়া পড়বে। সত্যিই গুণী শিল্পী তিনি।

কবি মারুফ রায়হানকে ধন্যবাদ তার নিয়মিত অনুপ্রেরণার জন্য। তারই সম্পাদিত 'মাটি' নামের একসময়ের সাড়াসাজানো সাহিত্য পত্রিকায় ১৯৯২-৯৩ সালে বেরিয়েছিল আমার অনুবাদে স্যাঁ-ঝন্ পের্সের *আনাবাজ*, যার থেকেই শুরু আমার হোমার-প্রেমের—সে গল্প আগেই বলেছি।

ধন্যবাদ শিল্পরসিক ও সাহিত্যপ্রেমী নাজমুল করিম চৌধুরীকে। তিনি অফিসে আমার সহকর্মী এবং তিনি এ-বইটির মার্কেটিং ও প্রচার বিষয়ে তার অত্যুজ্জ্বল মেধা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, ঠিক যেমন তিনি করেছিলেন *ফ্রানৎস কাফকা গল্পসমগ্রর* বেলায়ও।

আমার স্ত্রী ফারহানা মাসবুর ও দুই কন্যা মালাগা মাসবুর ও নিওবি মাসবুরের আত্মত্যাগের কথা এক লাইনে হলেও বলতেই হয়। দু বছরব্যাপী এ আত্মত্যাগ শাঁসের দিক থেকে এতই তাৎপর্যবহ যে, সেটা এখানে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের মাধ্যমে আয়ত্তের মধ্যে আনার চেষ্টা করাটাই ভুল হয়ে যাবে। দুটি বছর তাদের কাছ থেকে আমাকে কমবেশি দূরে থাকতে হয়েছে আমার লেখালেখির টেবিলের নিভৃতে পড়ে থেকে। সময়টা ছিল বাসার সবার জন্য পীড়াদায়ক আর তাদের জন্য যথেষ্ট বেদনার। আবার বইটি ভালোভাবে বেরিয়ে গেলে ও পাঠকের কাছে সমাদৃত হলে তাদের মুখেই ফুটবে সবচেয়ে বড় হাসি—এ এক রহস্যময় ব্যাপার।

আট.

এ বইয়ের 'ভূমিকা' অংশ লেখার ক্ষেত্রে আমি উদারভাবে সাহায্য নিয়েছি নীচের বইগুলির:

১. Eric H. Cline, *The Trojan War—A Very Short Introduction* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৩)।

২. Alberto Manguel, *Homer's The Iliad and The Odyssey* (আটলান্টিক বুকস্, ২০০৭)।

৩. সম্পাদনা George Steiner ও Robert Fagles, *Homer—A Collection of Critical Essays* (প্রেন্টিস-হল, ইনক্., ১৯৬২)।

৪. সম্পাদনা Harold Bloom, *Homer's Iliad* (চেল্সি হাউজ পাবলিশার্স, ২০০৭, ভারতীয় সংস্করণ)।

৫. Elton Barker ও Joel Christensen, *Homer—A Beginner's Guide* (ওয়ানওয়ার্ল্ড বুক, ২০১৩)।

৬. Andrew Dalby, *Rediscovering Homer—Inside the Origins of the Epic* (ডব্লু. ডব্লু. নরটন অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৬)।

৭. সম্পাদনা George Steiner, *Homer in English* (পেঙ্গুইন বুকস্, ১৯৯৬)।

৮. Bernard Knox, *The Iliad Translated by Robert Fagles* (পেঙ্গুইন বুকস্, ১৯৯০; ফ্যাগল্স-এর এ বইটির ভূমিকা অংশ)।

৯. Barry B. Powell, *The Iliad* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪; পাওয়েলের এ বইটির ভূমিকা অংশ)।

১০. Peter Jones, *The Iliad Translated by E.V. Rieu, Revised by Peter Jones with D.C.H. Rieu* (পেঙ্গুইন বুকস্, ২০০৩; ই. ভি. রিউয়ের এ বইটির ভূমিকা অংশ)।

১১. Richard Martin, *The Iliad of Homer by Richmond Lattimore* (শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১; ল্যাটিমোরের এ বইটির ভূমিকা অংশ)।

১২. Sheila Murnaghan, *Iliad Translated by Stanley Lombardo* (হ্যাকেট পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৯৭; লোমবার্ডোর এ বইটির ভূমিকা অংশ)।

১৩. Jenny March, *The Penguin Book of Classical Myths* (পেঙ্গুইন বুকস্, ২০০৮)।

১৪. Kathleen Sears, *Mythology 101* (অ্যাডামস্ মিডিয়া, ২০১৪)।

১৫. M. W. Edwards, *Homer: Poet of the 'Iliad'* (জনস্ হপকিনস্ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭)।

১৬. J. Latacz, *Homer: His Art and His World* (ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান প্রেস, ১৯৯৬)।

এবং অতি অবশ্যই:

১৭. H. W. Clarke, *Homer's Readers: A Historical Introduction to 'Iliad' and 'Odyssey'* (অ্যাসোসিয়েটেড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮১)।

এ বইয়ের দীর্ঘ পাঠ-পর্যালোচনা অংশ এবং টীকাগুলি লিখতে উদারভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছে, উপরে উল্লিখিত ৩, ৮, ৯, ১১ এবং ১৭ ক্রমিক সংখ্যক বইগুলি ছাড়াও, নীচের চারটি বইয়ের:

১. Malcolm M. Willcock, *A Companion to the Iliad* (ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৭৬)।
২. Norman Postlethwaite, *Homer's Iliad: A Commentary* (ইউনিভার্সিটি অব এক্সেটার প্রেস, ২০০০)।
৩. Peter Jones, *Homer's Iliad: A Commentary on Three Translations by Martin Hammond, Richmond Lattimore and E. V. Rieu* (ডাকওয়ার্থ, লন্ডন, ২০০৩)।
৪. Anthony Verity, *Homer—The Iliad* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১)।

উপরের ২১টি বইয়ের লেখক ও হোমার-গবেষকদের প্রতি আমি উদারচিত্তে আমার ঋণ স্বীকার করছি। এ-ছাড়া আলেকজান্ডার পোপের কিংবদন্তী হয়ে যাওয়া সাহিত্যকর্ম *The Iliad*-এ পোপের নিজের লেখা দীর্ঘ ভূমিকাটির কথা না বললেই নয়। হোমার-ভার্জিল-দান্তের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, হোমারের মহাকাব্যের কাব্যিক ও ভাষিক শক্তির ব্যাখ্যা, এর শৈলীর অলৌকিকস্তরের শক্তিমত্তার নিরূপণ এবং জটিল কোনো কাহিনী বিন্যাস করার প্রকরণ—এসব বোঝার জন্য পোপের লেখা এই ভূমিকার কোনো বিকল্প আমি আজও কোথাও খুঁজে পাইনি।

নয়.

মানুষের উচ্চাশা, লালসা, কামবাসনা, প্রেম, প্রতিশোধস্পৃহা, ক্রোধ, খ্যাতির মোহ, বীরত্বের নেশা এবং সর্বনাশা ও আত্ম-বিনাশী যুদ্ধের নিষ্ঠুর পাশবিকতার অমূল্য দলিল *ইলিয়াড*, যার প্রতিটি পৃষ্ঠায় রক্তের ছোপ ছোপ দাগের পেছনেই আবার লুকিয়ে আছে দূর অতীতের শান্তিকালীন দিনের নানান গল্প, ছায়া ফেলে আছে আকাশের অযুত নিযুত তারার বর্ণালি, চিরপ্রবাহমান সাগরের ঢেউ এবং সেই সঙ্গে আছে দেবদেবীদের নিষ্ঠুর পরিহাস ও অট্টহাসি। এই মাথাঘোরানো, বুক-কাঁপানো, শিহরণ জাগানো, পুরো মানবপৃথিবীর সারমর্মকে ধারণ করা তিন হাজার বছর আগের—কিন্তু মনে হয় যেন একদমই আজকের—পৃথিবীতে বাঙালি পাঠককে স্বাগতম!

এত বড় একটি কাজে নিশ্চয়ই আমার ভুল হয়েছে কোথাও না কোথাও, এত সতর্ক থাকবার পরেও। সেটাই অনুবাদকের 'নিয়তির উপরে ঝুলে থাকা অদৃশ্য সুতো', যার হাত থেকে নশ্বর অনুবাদকের মুক্তি নেই কখনোই।

তাছাড়া আরেকটি কথাও না বলে পারছি না: যতোই আমি অনুবাদটি মূলানুগ বলে দাবি করি না কেন, যারাই কোনোদিন এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় সৃজনশীল সাহিত্যের অনুবাদের কাজ জীবনে একবার হলেও করেছেন, তারা জানেন যে, শেষ বিচারে অনুবাদ

'আক্ষরিক' হওয়াটা অসম্ভব, অবাস্তব। প্রতিটি ভাষাই অন্যটির থেকে আলাদা এবং প্রতিটি ভাষার প্রতিটি শব্দ অন্য ভাষার অন্য শব্দ থেকে আলাদা। আপনি কেবল অনুমান করে নিতে পারেন যে এই শব্দটির অর্থ ঐ ভাষায় ওই; আর সেই অর্থও তো নিয়তই বদলে যায় সময় ও সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে যে কোনো ভাষার যে কোনো শব্দ এক স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা, কিন্তু তার স্বাধীনতা সেই ভাষার চর্চাকারীদের স্মৃতির হাতে পরাধীন।

তিন হাজার বছর আগের এক সাহিত্যকর্ম যার শব্দগুলি এখনকার আধুনিক গ্রিসের মানুষদের কাছেই বিরাটাকারে অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট; যেখানে 'স্মৃতি' বলতে কোনোকিছুর অস্তিত্বই নেই যেহেতু মাঝখানে পেরিয়ে গেছে অন্তত বিয়াল্লিশটি প্রজন্ম (একজন মানুষের গড় আয়ু সত্তর বছর ধরে), সেখানে ভাষা থেকে ভাষায় সৃজনশীল কাজের ভাষান্তরের শাশ্বত সমস্যাগুলি তো নিঃসন্দেহে আরও প্রকট।

পার্সড ইন্টারলাইনার গ্রিক-ইংরেজি টেক্সট আমাকে মূলকে বুঝতে সহায়তা করেছে ঠিকই, কিন্তু ভাষা থেকে ভাষায় 'শব্দান্তর' বা 'অক্ষরান্তর'—এরা গোড়া থেকেই এতো অসম্ভব বিষয় যে পার্সড টেক্সটের সহায়তা নিয়ে অসম্ভবের সেই দেওয়াল কতোটা ভাঙা গেছে সে বিষয়ে আমার নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

যে কোনো অনুবাদ আদতে গিয়ে অনুবাদকের জন্য এক 'বাছাই'য়ের (choice) সমস্যা: destructive anger শব্দদুটোর শব্দান্তরে কোন্‌টা বেছে নেব—ধ্বংসাত্মক ক্রোধ, ধ্বংসকর রাগ, খুনে ক্রোধ, বৈনাশিক ক্রোধ, বিধ্বংসী রাগ নাকি সংহারী ক্রোধ—তা বাছাই করার স্বাধীনতা যেখানে একজন অনুবাদকের একান্তই নিজের (এবং যেহেতু এই এতগুলি বিকল্পের প্রতিটির অর্থ অন্যটির থেকে আলাদা), সেখানে ওয়ার্ড-ফর-ওয়ার্ড বা লাইন-বাই-লাইন অনুবাদ বা আক্ষরিক অনুবাদ, এ-জাতীয় দাবি আসলেই অনেক প্রহেলিকাময়।

বিশাল *ইলিয়াড*-এর ১৫,৬৯৩টি লাইনের অনুবাদ করতে গিয়ে আমি কমপক্ষে দেড় লক্ষ বার ওই 'চয়েজ'-এর মুখোমুখি হয়েছি তো বটেই। যে অনুবাদের কাজটা দেড় লক্ষ বার আমি বামে যাবো না ডানে যাবো, সেই সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা আমাকে দেয়—এই আমাকে যে কিনা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ-ক্লান্তি-আবেগের হাতে বন্দি এক অন্য দেশের, অন্য সংস্কৃতির, অন্য ভাষিক জগতের নশ্বর মানুষ—সেই কাজ কতোখানি মূলানুগ হতে পারে সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। মূলানুগতার বিচারে ভুল হওয়াটা, ভুল করাটা তাই অতি স্বাভাবিক। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, সচেতনভাবে, সজ্ঞানে কোনো ভুল 'সম্ভবত' আমি করিনি। এটুকুই।

যা হোক, এ অনুবাদের যে কোনো ভুল ধরিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণে তা সংশোধিত হওয়ার পথ যেন আপনি সুগম করে দিতে পারেন, সেজন্য নীচে দেওয়া থাকল আমার ই-মেইল ঠিকানা।

চলুন প্রবেশ করা যাক অ্যাকিলিসের ক্রোধ ও হেক্টরের মৃত্যু আর হেলেনের ভুবনভোলানো রূপের জগতে, সেইসঙ্গে যাওয়া যাক বায়ুসঞ্চারিত ইলিয়ামের (ট্রয়ের) হাওয়াতাড়িত ডুমুর গাছটির কাছে, যার থেকে সামান্য দূরত্বেই এক লক্ষ যোদ্ধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শত্রুসেনার ১,১৮৬টি জাহাজ—পুরো একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার এক উদগ্র বাসনা বুকে লালন করে, দশটি বছর ধরে।

মাসরূর আরেফিন
৩১ জানুয়ারি, ২০১৫
arefinmashrur@yahoo.com

মানচিত্র
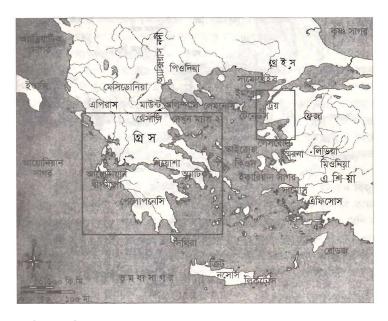
মানচিত্র ১ - ঈজিয়ান অঞ্চল

মানচিত্র ২ - গ্রিস্ মূল ভূখণ্ড
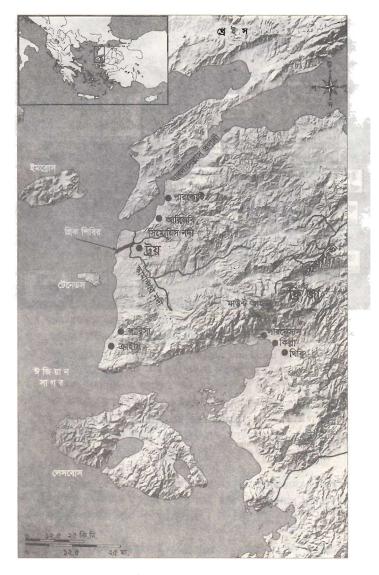
মানচিত্র ৩ - ট্রোয়াড অঞ্চল (বর্তমান তুরস্ক)
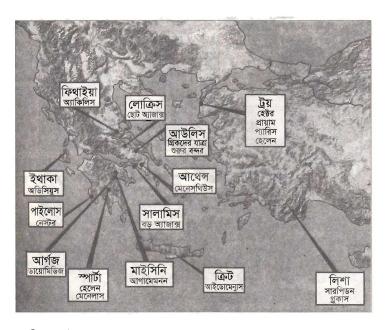
মানচিত্র ৪ - ট্রোজান যুদ্ধে কে কোথা থেকে

হোমেরিক কালপঞ্জি

খ্রিস্টপূর্ব কালপর্ব

খ্রিস্টপূর্ব সাল	
১৫৭৫-১২০০	মাইসিনিয়ান (গ্রিক উচ্চারণে মাইকিনিয়ান বা মিকেনিয়ান) যুগ। নামটি এসেছে গ্রিক ভূখণ্ডের মাইসিনি (Mycenae) থেকে, যা পরে হেইনরিখ শ্লিয়েমান খনন করেন ১৮৭৬ সনে। *ইলিয়াড*-এ মাইসিনিয়ান সংস্কৃতির অনেক কিছুর উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু মহাকাব্যটি মাইসিনিয়ান পৃথিবীর কোনো নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক আখ্যান খাড়া করতে পারেনি। মহাকাব্যের ঘটনাকাল ও আমাদের হাতে যে *ইলিয়াড* তার নির্মাণ—এ দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সাড়ে চারশ বছরের সময় ব্যবধান।
১২০০-১১০০	মাইসিনিয়ান রাজ্যগুলির ক্ষয়, হতশ্রী দশা ও বিলুপ্তি; কারণ অজানা। ট্রোজান যুদ্ধ ও ট্রয় শহরের (অন্য নামে ইলিয়াম বা ইলিয়ন শহর) পতনের বছর হিসেবে ধরা হয় ১১৮৪ সালটিকে (আজ থেকে ৩,১৯৮ বছর আগে)।
১০১৬	হোমারের জন্মসাল হিসেবে অনুমিত। এর সামান্য কোনো প্রমাণও মেলেনি। তার এরকম জন্মসাল রয়েছে আরও পাঁচ-সাতটি, যাদের মধ্যে আছে শত শত বছরের ব্যবধান।
১১০০-৭৭৬	মাইসিনিয়ান যুগের অবসান ও প্রথম অলিম্পিক গেমসের মাঝখানের এই সোয়া তিনশ বছরকে ডাকা হয় গ্রিক 'অন্ধকার যুগ' নামে। কিছু কিছু এলাকার (যেমন ইয়ুবিয়া দ্বীপের লেফকান্দি) সমৃদ্ধি ঘটলেও, বেশিরভাগ মাইসিনিয়ান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে, জনসংখ্যা অনেক নীচে নেমে আসে; বস্তুগত অর্থে সবকিছু চলে যায় প্রাক-মাইসিনিয়ান যুগের পর্যায়ে। Linear B (মাইসিনিয়ান হস্তলিপি) নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়। আমাদের *ইলিয়াড* ও *অডিসি* নামের মহাকাব্যিক গাথা দুটির তখন মানুষের মুখে মুখে টিকে থাকা ছাড়া অন্য বিকল্প নেই।

৮৫০ — হেরোডোটাসের অনুমানে হোমারের জন্মসাল।

৭৭৬-৭০০ — অষ্টম শতকের শুরুতে গ্রিসে চালু হয় ফিনিশিয়ান বর্ণমালার (Phoenician) পরিবর্তিত এক আদি রূপের। এসময়েই নগর-রাষ্ট্রগুলির জন্ম ও উত্থান। সমস্ত আলাদা আলাদা গ্রিক রাজ্যের (বা নগর-রাষ্ট্রের) মধ্যে এক প্যান-হেলেনিক (আন্তঃহেলেনিক বা আমরা সবাই এক গ্রিস—এই অর্থে) আত্মপরিচয় বোধের সূচনা ও বিকাশ। অক্ষরের এই অস্তিত্ব থাকার অর্থ হোমেরিক কাব্যদুটি এখন লিখে ফেলা সম্ভব। গবেষকদের মতে, হলোও তাই—হোমেরিক কাব্যের অনুলিখন শুরু হলো। হেসিয়ড লিখলেন তার *থিওগনি* (Theogony)।

৫৬৬ — আথেন্সের প্যান-আথেনিক উৎসবে হোমারের মহাকাব্য দুটির পাঠ শুরু।

৫৩০ — পিথাগোরাস গ্রিসের সামোস থেকে ইতালির দক্ষিণে পাড়ি জমালেন।

৪৮৪-৪২৫ — প্রাচীন পৃথিবীর প্রধানতম ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাসের জন্ম ও মৃত্যু। হেরোডোটাসই হোমারের এই মহাকাব্যের নাম দিলেন *ইলিয়াড।*

৪৭৭ — গ্রিক নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নেতৃস্থানীয় হিসেবে আথেন্সের (বর্তমানের রাজধানী) উত্থান।

৪৫৮ — অ্যাস্কাইলাসের তিন ট্র্যাজেডি (*আগামেমনন, লাইবেশন বেয়ারারস্, ইয়ুমেনিদেস*) আথেন্সে মঞ্চায়িত হলো।

৪৪৭ — সফোক্লিসের *অ্যাজাক্স* আথেন্সে মঞ্চস্থ।

৪৪১ — সফোক্লিসের *আন্তিগোনে* আথেন্সে মঞ্চস্থ।

৪২৭-৩৪৭ — প্লেটোর জন্ম ও মৃত্যু।

৩৯৯ — আথেন্সে সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো।

৩৩৬ — আলেকজান্ডার দি গ্রেট গ্রিস ও মিত্ররাষ্ট্রগুলির রাজা হলেন। তিনি *ইলিয়াড*-এর লিখিত পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে চলতেন তার সামরিক অভিযানগুলিতে বিশ্রামের সময় পড়বার জন্য।

৩২৩ — আলেকজান্ডার দি গ্রেট মারা গেলেন ব্যাবিলনে (বর্তমানের ইরাক)।

৩২২ — অ্যারিস্টটলের মৃত্যু।

২০০ — হোমারের কাব্যের আলেকজান্দ্রিয়ান টেক্সটের (Alexandrian Vulgate) প্রবর্তন। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারিকেরা *ইলিয়াড* ও *অডিসির* অনেকগুলি রূপের থেকে গবেষণা ও বাছাইয়ের পরে দাঁড় করালেন আমাদের আজকের *ইলিয়াড* ও *অডিসির* বর্তমান রূপটির অতি কাছাকাছি এক রূপ। মিশরীয় প্যাপিরাসে লিখে ফেলা হলো এ দুই মহাকাব্য। তিনজন আলেকজান্দ্রিয়ান হোমারবিদ—

এফেসাসের জেনোডোটাস (আনুমানিক ২৮০ খ্রি.পূ.), বাইজেন্টিয়ামের আরিস্তোফানেস (২৫৭ খ্রি.পূ.), এবং বিশেষ করে সামোথ্রেইসের অ্যারিস্টারকাস (মূল কাজটি করেন ২২০-২৪০ খ্রি.পূ. সনে)—হোমারের দুই মহাকাব্যের বাড়তি বা জংলী (wild) পঙ্‌ক্তিগুলি ছেঁটে ফেললেন বা ঠিকঠাক করলেন।

১৫০ প্যাপিরাসে লেখা হোমার থেকে দূরীভূত হলো বাড়তি পঙ্‌ক্তিগুলি (wild lines)। এ-সময় থেকে *ইলিয়াড*-এর লাইন সংখ্যা ১৫,৬৯৩ এবং *অডিসি*র ১২,১০৬। এই কাজটি মূলত করেন অ্যারিস্টারকাস এবং তিনি হোমারের পঙ্‌ক্তির পাশে মন্তব্য, টীকা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণও লিখে রাখেন (ইংরেজিতে যাকে বলে scholia), যা আজও হোমেরিক গবেষণায় 'শেষ কথা' হিসেবে স্বীকৃত। অ্যারিস্টারকাস, অন্য অর্থে, হোমারের মহাকাব্যদুটির প্রথম সমালোচনামূলক সংস্করণের (Critical Edition) জন্মদাতা।

৩০-১৯ রোমান কবি ভার্জিল লিখলেন ইতালীয়দের জাতীয় মহাকাব্য (national epic) *ঈনিদ*। তার মডেল একজনই: হোমার। *ইলিয়াড*-এর অন্যতম নায়ক ঈনিয়াসই *ঈনিদ*-এর নায়ক ('ঈনিদ' অর্থ 'ঈনিয়াসের গান', যেমন *ইলিয়াড* অর্থ 'ইলিয়াম বা ট্রয় শহরের গান')।

খ্রিস্টাব্দ কালপর্ব

খ্রিস্টাব্দ ৪৫০ রোমান সাম্রাজ্যের পতনের হাত ধরে গ্রিক টেক্সট ও হোমার নিয়ে পশ্চিমের পৃথিবীতে আগ্রহের বিরাট অবনতি দেখা গেল। এটা চলবে মধ্যযুগে আবার গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশোনার পুনরুত্থান না ঘটা পর্যন্ত।

৭০০ হোমারের চরিত্রগুলির বেশ কয়েকটির দেখা পাওয়া গেল আরব্য রজনীর কাহিনী *সিন্দাবাদ*-এ।

৯৫০ *ইলিয়াড*-এর সবচেয়ে বিখ্যাত পাণ্ডুলিপি ভেনেটাস-এ (Venetus A) তৈরি হলো। এর আগে উল্লিখিত অ্যারিস্টারকাসের সম্পাদিত *ইলিয়াড* ও *অডিসি* এবং তাদের বিষয়ে মার্জিনে তার পাঠ-পর্যালোচনা (scholia) আমাদের হস্তগত হয়নি। তার বদলে *ইলিয়াড*-এর টিকে থাকা প্রাচীনতম সংস্করণটি (অ্যারিস্টারকাস প্রমুখের scholiaসহ) এই ভেনেটাস-এ, যা আজও সংরক্ষিত আছে ইতালির ভেনিস শহরে।

১৪৮৮ হোমারের মহাকাব্যদুটির প্রথম ছাপার অক্ষরে গ্রিকভাষায় আত্মপ্রকাশ, ইতালিতে।

১৫৯৮ ও ১৬১৫ *ইলিয়াড* ও *অডিসির* প্রথম ইংরেজি অনুবাদ বের হলো; অনুবাদক জর্জ চ্যাপম্যান।

১৭১৫ ও ১৭২৬ আলেকজান্ডার পোপের ইংরেজি *ইলিয়াড* ও *অডিসির* আত্মপ্রকাশ।

১৭৮৮ জে.বি.জি. দি' আনসে দি ভিলোইসঁ (J.B.G. d'Ansse de Villoison) নামের এক ফরাসি গবেষক ও পণ্ডিত এতদিন আমাদের অজ্ঞাত ও অধরা পাঠ-পর্যালোচনা, ব্যাখ্যা, টীকা (scholia) সহ ভেনেটাস-এ সংস্করণটি প্রকাশ করলেন। শুরু হলো আধুনিক হোমার-গবেষণার যুগ, যা আজও চলছে। প্রাচীন হোমেরিক পণ্ডিতদের কাজের ধরন বিষয়ে ভিলোইসঁ-এর বই দুটিই হোমেরিক গবেষণার জন্য আমাদের হাতের নাগালে থাকা সবচেয়ে দামি উৎস।

১৭৯৫ ফ্রেডেরিক অগাস্ট উলফ্ প্রকাশ করলেন তার *Prolegomena to Homer* ('Prolegomena ad Homerum'; 'হোমারে প্রবেশিকা') গ্রন্থটি। শুরু হলো হোমার বিষয়ে টেক্সটকেন্দ্রিক আধুনিক গবেষণা ও পাঠের। তিনি ভিলোইসঁ-এর সংস্করণ নিয়ে গবেষণার শেষে জানালেন যে হোমারের মহাকাব্যদুটি বাচনিক কবিতা (oral poetry), এদের নির্মাণকাল খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকের মাঝামাঝি, আর তারপর থেকে এরা মানুষের মুখে মুখে টিকে থেকেছে এবং স্বভাবতই অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে টেক্সট দুটিতে। তিনি বলতে চাইলেন: চারণকবিদের মুখের হোমার শিক্ষিত গবেষকদের লিখিত হোমারে গিয়ে অনেক বদলে গেছে। অরিজিনাল বা আদি হোমেরিক মহাকাব্য দুটি কোথায় ও কীরকম ছিল, সে প্রশ্ন তুললেন উলফ্। শুরু হলো হোমার বিষয়ে Analysts ও Unitarian-দের যুদ্ধ (Analyst-দের মতে *ইলিয়াড* ও *অডিসি* কারও একার কাজ নয়, বরং অনেক কবির এক যৌথ সৃষ্টি; আর Unitarian-রা বললেন এদের স্রষ্টা একজনই)।

১৮৭০ হেইনরিখ শ্লিয়েমান নামের এক ধনাঢ্য জার্মান ব্যবসায়ী আধুনিক তুরস্কের হিসারলিকে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু করে ১৮৮২ সালে সঙ্গী ভিলহেলম ডরপ্‌ফেল্ডের সঙ্গে মিলে আবিষ্কার করলেন ট্রয় নগরী ও রাজা প্রায়ামের অনেক সম্পদ।

১৯০২ প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হলো *ইলিয়াড*-এর সবচেয়ে নামকরা আধুনিক গ্রিক পাণ্ডুলিপি, যার নাম হয়ে গেল 'অক্সফোর্ড ক্ল্যাসিকাল গ্রিক পাণ্ডুলিপি'। এটি তৈরি করলেন ডি. বি. মনরো ও টি. ডব্লু. অ্যালেন। অধিকাংশ আধুনিক ইংরেজি অনুবাদ (এই বাংলা অনুবাদটিও) এই

পাণ্ডুলিপিকে প্রামাণ্য ধরেই করা এবং এর পঙ্‌ক্তিসংখ্যা ও পঙ্‌ক্তিবিন্যাসই এখন সর্বত্র অনুসৃত হচ্ছে।

১৯২২ — জেমস জয়েসের উপন্যাস *ইউলিসিস* (হোমারের *অডিসি*র নায়ক) প্রকাশিত হলো।

১৯২৪ — এ. টি. মারে-র অনুবাদে ইংরেজিতে বের হলো 'আক্ষরিক' *ইলিয়াড।*

১৯৩৩-১৯৩৫ — বলকান অঞ্চলের সমকালীন চারণকবিদের বাচনিক কবিতা (oral poetry) নির্মাণের স্মৃতি ও শ্রুতিকলাকে নিয়ে গবেষণার শেষে আমেরিকান হোমারবিদ মিলম্যান প্যারি ও অ্যালবার্ট বি. লর্ড তুলনামূলক প্রমাণ হাজির করে সিদ্ধান্ত দিলেন যে, হোমারের কাব্যগুলি বহু প্রজন্ম ধরে চারণকবিদের মুখে মুখে, শুনে ও স্মৃতি থেকে মুখস্থ বলে, নির্মিত হয়েছে। হোমারের অসংখ্য 'ফরমুলা' বা 'গৎবাঁধা পঙ্‌ক্তি' নিয়ে নতুন ধরনের গবেষণার শুরু হলো।

১৯৩৮ — প্রকাশিত হলো গ্রিক ঔপন্যাসিক ও কবি নিকোস কাজানৎজাকিসের ৩৩,৩৩০ লাইনের আধুনিক মহাকাব্য *'দি অডিসি—এ মডার্ন সিক্যুয়েল'*।

১৯৫০ — প্রকাশিত হলো ই. ভি. রিউয়ের গদ্য অনুবাদে ইংরেজিতে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় এক *ইলিয়াড*। বিংশ শতাব্দীতে এসে আবার শুরু হলো ঘরে ঘরে হোমার পাঠ।

১৯৫৬ — রবার্ট ওয়াইজের পরিচালনায় ওয়ারনার ব্রাদার্স থেকে মুক্তি পেল পূর্ণদৈর্ঘ্য হলিউডি চলচ্চিত্র *হেলেন অব ট্রয়*। *ইলিয়াড*-এর জনপ্রিয়তা বিশ্বব্যাপী আরও বাড়ল।

১৯৯০ — প্রকাশ হলো ইংরেজিতে *ইলিয়াড*-এর এ-যাবৎকালের সবচেয়ে ব্যবসাসফল অনুবাদটির। অনুবাদক রবার্ট ফ্যাগলস্। বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে হোমারের পুর্নজন্ম হলো যেন।

১৯৯০ — প্রকাশ হলো ক্যারিবিয়ান কবি ডেরেক ওয়ালকটের আধুনিক মহাকাব্য *ওমেরস* (Omeros), যা হোমারের মূল গ্রিক নাম। ইংরেজিতে লেখা এ-মহাকাব্যের ঘটনাস্থল ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, চরিত্রেরা সব হোমারের *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র। এর দু বছর পরে ওয়ালকট মূলত *ওমেরস*-এর জন্যই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন। বিশ্বব্যাপী আরেক দফা হোমার নিয়ে পাঠক আগ্রহের শুরু।

১৯৯৩ — বের হলো *ইলিয়াড*-এর এ যাবৎকালের সবচেয়ে দীর্ঘ কমেন্টারি (লাইন-বাই-লাইন আলোচনা, এমনকি শব্দ থেকে শব্দের টীকাসহ ভাষ্য বা বিবরণী)। ছয় খণ্ডে জি. এস. কার্কের (G.S. Kirk) করা *The Iliad: A Commentary* নামের এই দীর্ঘ গবেষণাকর্মটি হোমার

ও বিশেষত *ইলিয়াড* বিষয়ে আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ।

২০০৪ উলফ্‌গ্যাঙ পেটারসেনের পরিচালনায় ব্লকবাস্টার হিট ছবি 'ট্রয়' মুক্তি পেল। এতে অ্যাকিলিস চরিত্রে অভিনয় করল ব্র্যাড পিট, এবং বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম চরিত্রে পিটার ও'টুল। *ইলিয়াড* বিষয়ে বিশ্বব্যাপী পাঠক আগ্রহ এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাল।

২০০৮ প্রকাশিত হলো *ইলিয়াড*-এর প্রথম পার্স করা গ্রিক-ইংরেজি ইন্টারলাইনার টেক্সট (*The Iliad of Homer—A Parsed Interlinear Text*)। চব্বিশ খণ্ডের দীর্ঘ এ গবেষণামূলক বইটি 'অক্সফোর্ড ক্ল্যাসিকাল গ্রিক টেক্সট'-এর সমান্তরালে এ. টি. মারের ইংরেজি অনুবাদকে রেখে প্রতিটি গ্রিক শব্দ, চিহ্ন, সংকেতের ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা এবং গ্রিক বাক্যটির মধ্যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলে ধরল *ইলিয়াড* গবেষকদের সামনে। (এ বাংলা অনুবাদটি মূলত এই পার্সড ইন্টারলাইন টেক্সট অনুসরণেই করা হয়েছে)। প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য এ-কাজটি প্রথমবারের মতো সম্পন্ন করলেন জন জেমস্ জ্যাকসন নামের এক হোমারবিদ।

প্রধান চরিত্রসমূহ

গ্রিকবাহিনী

(বাংলা বর্ণানুক্রম অনুসারে। নামের পাশে সাধারণভাবে প্রচলিত ইংরেজি নামের বানানটিও দেওয়া হলো।)

অডিসিয়ুস (Odysseus): লেয়ারটিজের (Laertes) পুত্র। সে গ্রিসের ইথাকার রাজা এবং হোমারের অন্য মহাকাব্য *অডিসি*-র মূল নায়ক। তাকে আমরা তার লাতিন নামেই (ইউলিসিস) বেশি চিনি। তার সুখ্যাতি ছিল প্রখর বাস্তববুদ্ধি ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারার জন্য। হোমারের বিশেষণগুলি, যেমন 'হাজার-চাতুরীর অডিসিয়ুস' বা 'ছলাকলায় দড় অডিসিয়ুস' মূলত প্রশংসাসূচক, নিন্দামূলক নয়। সে দেবী অ্যাথিনার বিরাট প্রিয়পাত্র এবং অন্যতম প্রধান গ্রিক বীর।

অটোমেডন (Automedon): মারমিডন যোদ্ধা, অ্যাকিলিসের অন্যতম অনুচর। প্যাট্রোক্লাস যখন অ্যাকিলিসকে ছাড়া যুদ্ধে গেল, তখন সে প্যাট্রোক্লাসের রথচালক ও সহচর হিসেবে কাজ করে।

আইডোমেন্যুস (Idomeneus): ডিউক্যালিয়নের ছেলে, এসেছে গ্রিসের ক্রিট (Crete) থেকে। একটু বয়স্ক এক যোদ্ধা; কিছুটা ধীরগতির, তবে কার্যকর ও অটল-অনড় ধরনের।

আগামেমনন (Agamemnon): অ্যাট্রিউসের বড় ছেলে, গ্রিসের আর্গজের মাইসিনির (ভিন্ন উচ্চারণে মাইকেনাই) রাজা। তার নেতৃত্বেই ট্রয় দখলের অভিযানে এসেছে গ্রিকরা; তার বাহিনীর জাহাজের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। সে স্পার্টার রাজা মেনেলাসের ভাই (এ দুজনকে একসঙ্গে বারবার বলা হয়ে থাকে 'অ্যাট্রিউসের পুত্রদ্বয়' বা 'অ্যাট্রিউসের দুই ছেলে')। *ইলিয়াড*-এর শেষে গ্রিসে ফিরে আগামেমনন নিহত হয় তার স্ত্রী ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা-র হাতে।

অ্যাকিলিস (Achilles): নশ্বর মানুষ পেলিউস এবং স্বর্গীয় দেবী থেটিসের পুত্র, *ইলিয়াড*-এর মূল নায়ক। বাড়ি গ্রিসের থেসালি প্রদেশের ফিথাইয়া-তে (Phthia)। মারমিডন বাহিনীর অধিনায়ক। তার প্রিয়তম বন্ধুর নাম প্যাট্রোক্লাস। প্রথমে রাজা আগামেমনন

এবং পরে ট্রোজান বীর হেক্টরের প্রতি অ্যাকিলিসের ক্রোধই *ইলিয়াড*-এর মূল থিম। গ্রিকপক্ষের দেবী অ্যাথিনা তার বড় সমর্থক। *ইলিয়াড*-এ হোমার অ্যাকিলিসের মৃত্যুর পূর্বঘোষণা দিয়ে রাখেন যে, সে মারা যাবে ট্রোজান যুবরাজ প্যারিস ও ট্রোজানপক্ষের দেবতা অ্যাপোলোর হাতে। তার জন্য ব্যবহৃত প্রথাগত বিশেষণ 'দ্রুত-পায়ের' (swift-footed), কারণ সে পলায়নরত শত্রুকে দ্রুতপায়ে ধাওয়া করে ধরতে পারঙ্গম।

অ্যাজাক্স (Ajax; ছোট অ্যাজাক্স): ছোট অ্যাজাক্স বা ওয়িলিয়ুসপুত্র অ্যাজাক্স এসেছে গ্রিসের লোক্রিয়া থেকে। তাই তার অন্য নাম লোক্রিয়ান অ্যাজাক্স। তার এই একই নামে বড় এক গ্রিক বীর রয়েছে বলেই তাকে ডাকা হয় 'ছোট' অ্যাজাক্স।

অ্যাট্রিউস (Atreus): আগামেমনন ও মেনেলাসের পিতা।

অ্যান্টিলোকাস (Antilochus): নেস্টরের পুত্র। সে এক তরুণ যোদ্ধা; যুদ্ধেও ভাল, খেল-ক্রীড়ায়ও দক্ষ। তার এক ভাই আছে, নাম থ্রাসিমিডিজ।

ইউরিপিলাস (Eurypylus): ট্রোজান প্যারিস তাকে যুদ্ধে আহত করে, আর প্যাট্রোক্লাস তখন তাকে শুশ্রূষা প্রদান করে।

ক্যালকাস (Calchas): থেস্টরের পুত্র। গ্রিকদের প্রধান দৈবজ্ঞ। তার ইতিবাচক ভবিষ্যদ্বাণী শোনার পরেই গ্রিকরা ট্রয়ের উদ্দেশে জাহাজের পাল তুলেছিল।

টাইডিয়ুস (Tydeus): গ্রিক বীর ডায়োমিডিজের পিতা। আগের প্রজন্মে গ্রিসের থিবজ্ শহরে অভিযান চালানো সাত বীরের একজন। সে কাহিনী আছে গ্রিক পুরাণের 'সেভেন এগেইনস্ট থিবজ্' উপাখ্যানে।

টিয়ুসার (Teucer): টেলামনের পুত্র; 'বড়' অ্যাজাক্সের ভাই। ধনুর্বিদ্যায় অতি পারদর্শী।

টেলামন (Telamon): টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স বা 'বড়' অ্যাজাক্সের পিতা।

ট্যালথিবিয়াস (Talthybius): রাজা আগামেমননের প্রধান রাজদূত বা রাজার পক্ষে ঘোষণা পাঠকারী।

ডায়োমিডিজ (Diomedes): টাইডিয়ুসের পুত্র, সে বয়সে তরুণ, কিন্তু বিরাট বড় মাপের যোদ্ধা। সে সবসময় তার পিতা টাইডিয়ুসকে নিয়ে গর্ব করে, যে বীর টাইডিয়ুস আগের প্রজন্মে থিবজ্ শহরে এক অসফল আক্রমণ চালিয়ে মারা গিয়েছিল (গ্রিক পুরাণের 'সেভেন এগেইনস্ট থিবজ্' কাহিনী)। তার পিতাকে সবসময় সাহায্য করতো গ্রিকপক্ষের দেবী অ্যাথিনা। সে নিজেও এই দেবীর খুব প্রিয় একজন মানুষ।

থারসাইটিজ (Thersites): *ইলিয়াড*-এ নিম্নপদস্থ সৈনিকদের মধ্যে সে-ই একমাত্র চরিত্র যাকে নিয়ে কবি এতখানি জায়গা ব্যয় করেছেন। সেনা-জমায়েতে রাজা আগামেমননকে সে গালিগালাজ করে, পরে অডিসিয়ুস তাকে রাজদণ্ড দিয়ে পিটিয়ে থামায়।

নেস্টর (Nestor): নিলিউসের পুত্র। গ্রিসের পাইলোসের (Pylos) রাজা। ট্রয় যুদ্ধে আসা গ্রিক প্রধানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সী। তার প্রজ্ঞা সর্বজনবিদিত; সে রাজা আগামেমনন ও প্রধান বীরদের এক ভালো পরামর্শদাতা। বয়সের কারণেই হয়তো সে সবসময় সুযোগ খোঁজে তার নিজের তরুণ বয়সের বীরত্বগাথার গল্প শোনানোর।

তাকে *ইলিয়াড*-এ ডাকা হয় 'জেরেনিয়ান নেস্টর' নামে। 'জেরেনিয়ান' কথার অর্থ কী, তা আজও কেউ জানে না।

পেলেউস (Peleus): অ্যাকিলিসের পিতা। তার বয়সকালে সে ছিল এক নামকরা যোদ্ধা যার বিশেষ খ্যাতি ছিল ঘোড়া, বর্মসাজ ও বিখ্যাত অ্যাশ-কাঠের বল্লম নিয়ে যুদ্ধ করায় (এ-সবই দেবী থেটিসের সঙ্গে তার বিয়ের অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে দিয়েছিল দেবদেবীরা)। *ইলিয়াড* যে-সময়ের কাহিনী, তখন সে দূর গ্রিসের ফিথাইয়ায় বাস করা, বৃদ্ধ বয়সের ভারে কাবু, এক নিঃসঙ্গ পিতা।

প্যাট্রোক্লাস (Patroclus): মেনিশাসের পুত্র, এসেছে গ্রিসের ওপোইস থেকে। অ্যাকিলিসের বিশ্বস্ত অনুচর ও সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেই ট্রোজান বীর হেক্টরের ওপরে ক্রোধোন্মাদ হয়ে অ্যাকিলিস *ইলিয়াড*-এর কাহিনীর দ্বিতীয় এবং শেষ ভাগটি শুরু করবে।

ফিনিক্স (Phoneix): ডোলোপিয়ানদের রাজা; অ্যাকিলিসের আপনজন। বয়সে বৃদ্ধ এ মানুষটিকে বিপদের দিনে আশ্রয় দিয়েছিল অ্যাকিলিসের পিতা পেলেউস। পেলেউসই তাকে অ্যাকিলিসের গৃহশিক্ষক বানায়। ইলিয়াডে আমরা তাকে দেখি অ্যাকিলিসের পিতৃসম আসনে।

ফিলোক্টিটেস (Philoctetes): গ্রিসের মেথোনি থেকে ট্রয় যুদ্ধে আসা থেসালিয়ানদের আদি ও আসল নেতা। *ইলিয়াড*-এর সময়কালে সাপের কামড় খেয়ে আহত অবস্থায় সে পড়ে আছে লেমনোস্ দ্বীপে। *ইলিয়াড*-এর পরে ট্রয় যুদ্ধের সমাপ্তিতে ফিলোক্‌টিটেস এক বড় ভূমিকা রাখবে। (সফোক্লিস, অ্যাস্‌কাইলাস ও ইয়ুরিপিদিস— তিন প্রধান গ্রিক নাট্যকারই তাকে নিয়ে *ফিলোক্‌টিটেস* নামে নাটক লিখেছেন; টিকে আছে শুধু সফোক্লিসেরটি)।

মাকেওন (Machaon): অ্যাসক্লিপিয়াসের পুত্র; গ্রিকবাহিনীর বিখ্যাত চিকিৎসক। *ইলিয়াড*-এ সে মেনেলাসকে সারিয়ে তোলে। পরে সে নিজেই আহত হলে নেস্টর তাকে শুশ্রূষা দিয়ে বাঁচায়।

মেজিস (Meges): অনেক নামকরা গ্রিক বীর, কিন্তু *ইলিয়াড*-এ তার ভূমিকা নগণ্য। সে ফাইলিয়ুসের পুত্র; ট্রয় অভিযানে এসেছিল ডিউলিকিয়ন ও একাইনি দ্বীপপুঞ্জের সৈন্যদের নেতা হিসেবে।

মেনিশাস (Menoetius): প্যাট্রোক্লাসের পিতা।

মেনেলাস (Menelaus): অ্যাট্রিউসের পুত্র; রাজা আগামেমননের ছোট ভাই। লাসেডিমন/স্পার্টার রাজা। তার স্ত্রী হেলেনকেই ট্রোজান যুবরাজ প্যারিস অপহরণ করে (অথবা হেলেনের সম্মতিতেই) ট্রয়ে নিয়ে আসে। ট্রোজান যুদ্ধের সেটাই ছিল মূল কারণ।

মেনেস্‌থিয়ুস (Menestheus): আথেনিয়ান বাহিনীর নেতা, ট্রোজান যুদ্ধে বীরত্বব্যঞ্জক কোনো ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ।

মেরাইয়োনিজ (Meriones): মোলাসের পুত্র। আইডোমেন্যুসের ভ্রাতুষ্পুত্রও বটে। *ইলিয়াড*-এ সে আইডোমেন্যুসের অনুচর এবং ক্রিটান (ক্রিট থেকে আগত) সৈন্যবাহিনীর দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক।

মেলেয়গার (Meleager): *ইলিয়াড*-এ আমরা শুধু তার কাহিনীই শুনি, সে এ মহাকাব্যে সরাসরি উপস্থিত নেই। অ্যাকিলিসের মতো সে-ও নিজেকে অন্য আরেক যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছিল বলেই তার কাহিনীর অবতারণা করেন হোমার। সে তার মায়ের ভাইকে (মামাকে) খুন করার পরে, তার মা আলথিয়া তাকে অভিশাপ দিয়েছিল।

লাপিথ (Lapiths): গ্রিসের থেসালির এক বিখ্যাত গোত্রের নাম, যারা অর্ধ-ঘোড়া, অর্ধ-মানব সেন্টোরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য খ্যাত ছিল।

স্থেনেলাস (Sthenelus): কাপানিয়ুসের পুত্র, বীর ডায়োমিডিজের অনুচর।

হেরাক্লিস (Heracles): তার লাতিন নামেই (হারকিউলিস) আমরা তাকে বেশি চিনি। সে নশ্বর মানুষ থেকে দেবতা হয়ে গিয়েছিল। এর আগের এক ট্রোজান যুদ্ধের সে ছিল নেতৃত্বে। আলক্‌মেনা নামের এক নশ্বর নারীর গর্ভে সে জন্ম নেয় দেবরাজ জিউসের ঔরসে, তাই জিউসের স্ত্রী দেবী হেরার চক্ষুশূল হয়ে যায়। রাজা ইয়ুরিসথিয়ুসের দেওয়া বারোটি আপাত দুঃসাধ্য ও প্রবল পরিশ্রমী কাজ করতে বাধ্য হয় হেরাক্লিস। পরে তখনকার ট্রোজান শাসক লাওমিডনকে সে হত্যা করে। হেরাক্লিস প্রায়শই দেবদেবীকেও আক্রমণ করে বসতো। সে-ই সর্বকালের সেরা গ্রিক বীর। হেরাক্লিস *ইলিয়াড*-এর কোনো চরিত্র নয়, তবে তার কথা *ইলিয়াড*-এ ঘুরে ফিরে বহুবার এসেছে।

হেলেন (Helen): জিউসের কন্যা; গ্রিক রাজা আগামেমননের স্ত্রী ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রার বোন। অতীব সুন্দরী এই নারীর বিয়ে হয় গ্রিসের স্পার্টার রাজা মেনেলাসের সঙ্গে। ট্রোজান যুবরাজ প্যারিসের সঙ্গে ভেগে গিয়ে ট্রয়ে চলে আসার মাধ্যমে সে-ই গ্রিক বনাম ট্রোজানদের মধ্যেকার এই দীর্ঘ যুদ্ধের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ট্রোজানবাহিনী ও মিত্রেরা

আইডিয়াস (Idaeus): ট্রোজান রাজা প্রায়ামের প্রধান রাজদূত বা রাজঘোষক।

অ্যান্টিনর (Antenor): ট্রোজান এক নেতা যে তার দেশবাসীকে উপদেশ দিয়েছিল হেলেনকে গ্রিকদের হাতে ফেরত দিয়ে ট্রোজান যুদ্ধ এড়ানোর।

অ্যান্ড্রোমাকি (Andromache): ট্রোয়াড অঞ্চলের থিবি-র রাজা ঈটিয়নের কন্যা। হেক্টরের স্ত্রী, শিশু অ্যাস্‌টায়ানাক্সের মা।

অ্যাস্‌টায়ানাক্স (Astyanax): হেক্টর ও অ্যান্ড্রোমাকির শিশুপুত্র।

ইলাস (Ilus): রাজা প্রায়ামের পিতামহ। ইলিয়াম (ট্রয় নগরীর প্রাচীন নাম) অর্থ 'ইলাসের শহর'।

ঈনিয়াস (Aeneas): দেবী আফ্রোদিতি ও নশ্বর মানুষ অ্যাঙ্কাইসিসের পুত্র। হেক্টরের পরেই ট্রোজান বাহিনীর দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক। ভার্জিলের রোমান মহাকাব্য *ঈনিদ*-এর নায়ক (ঈনিদ অর্থ 'ঈনিয়াসের গান'), যেখানে ট্রোজান যুদ্ধের শেষে ঈনিয়াস তার বাহিনী নিয়ে গ্রিকদের হাতে বিধ্বস্ত ট্রয় থেকে পালিয়ে ইতালিতে গিয়ে ঘাঁটি গাড়ে এবং রোমান জাতির পত্তন ঘটায়।

ঈটিয়ন (Eetion): অ্যান্ড্রোমাকির পিতা, হেক্টরের শ্বশুর, থিবি-র রাজা। অ্যাকিলিসের হাতে সে এবং তার পুত্রেরা নিহত হয়।

ক্যাসান্ড্রা (Cassandra): রাজা প্রায়াম ও রানি হেকুবার কন্যা, হেক্টরের বোন। *ইলিয়াড*-উত্তর পর্বে গ্রিক রাজা আগামেমনন ক্যাসান্ড্রাকে ট্রয় থেকে ধরে গ্রিসে নিয়ে যায়। সেখানে তার মৃত্যু হয় আগামেমননের স্ত্রী ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রার হাতে। সে একজন দৈবজ্ঞ ছিল। দেবতা অ্যাপোলোর কামবাসনা পূরণে সে রাজি না হওয়ার কারণে তার ওপর অভিশাপের দণ্ড আসে যে, সে সবসময় সত্যি কথা বলবে কিন্তু কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না।

ক্রাইসিয়িস (Chryseis): এই নারী চরিত্রটির হাত ধরেই *ইলিয়াড*-এর কাহিনীর শুরু। সে ট্রোয়াড অঞ্চলের শহর ক্রাইসি থেকে আসা দেবতা অ্যাপোলোর পুরোহিত ক্রাইসিজের মেয়ে। থিবি-তে সে গ্রিক বীর অ্যাকিলিসের হাতে বন্দি হয়। পরে গ্রিকবাহিনী তাকে যুদ্ধে লুটের মাল হিসেবে রাজা আগামেমননের জন্য বরাদ্দ করে। তখন তাকে ছাড়িয়ে নিতে তার পিতা ক্রাইসিজ আগামেমননের কাছে আসে। কিন্তু আগামেমনন তাতে অসম্মতি জানালে নিজের পুরোহিতের প্রতি অপমানের শাস্তিস্বরূপ দেবতা অ্যাপোলো গ্রিকবাহিনীতে নয় দিনের এক তীর-বর্শার প্লেগ ছড়িয়ে দেয়, মারা যায় প্রচুর গ্রিক সেনা। শেষে আগামেমনন বাধ্য হয় ক্রাইসিয়িসকে তার পিতার হাতে ফেরত দিতে।

গ্লকাস (Glaucus): হিপোলোকাসের পুত্র। লিশা থেকে আসা ট্রোজানদের মিত্রবাহিনীর নেতা। সে এই বাহিনীর দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক, অর্থাৎ বাহিনীতে তার অবস্থান চাচাত ভাই সারপিডনের পরেই।

ডিয়িফোবাস (Deiphobus): রাজা প্রায়াম ও রানি হেকুবার পুত্র, অর্থাৎ হেক্টর ও প্যারিসের ভাই। ট্রোজান নেতা। অ্যাকিলিসের হাতে হেক্টর মারা যাবার ঠিক আগে গ্রিক পক্ষের দেবী অ্যাথিনা ডিয়িফোবাসের ছদ্মবেশ ধরে হেক্টরের কাছে এসে হেক্টরকে প্রতারিত করে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়।

ডোলোন (Dolon): ইউমিডিজের পুত্র। ধনশালী তরুণ বয়সী এক ট্রোজান যে খুব ঘোড়া ভালোবাসতো। তার লোভ ও মৃত্যু নিয়েই *ইলিয়াড*-এর দশম পর্বটি।

পলিডামাস (Polydamas): প্যান্‌থোয়াসের পুত্র। ট্রোজান সেনানেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও কার্যকরী একজন। এই সাবধানী, ঠাণ্ডা-মাথায় সমর পরিকল্পনাবিদকে হোমার *ইলিয়াড*-এ তুলে ধরেছেন হেক্টরের ভুল সিদ্ধান্ত

নেওয়ার প্রবণতা ও কাজের ভুলগুলো আমাদেরকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেবার জন্যই যেন।

প্রায়াম (Priam): ট্রোজান রাজা, যেমন গ্রিকদের দিকে আগামেমনন। সে লাওমিডনের পুত্র। দেবরাজ জিউসের পুত্র দারদানাসের বংশধরও বটে (দারদানাস-পরবর্তী পঞ্চম প্রজন্মের রাজা এই প্রায়াম)। তাই তাকে ডাকা হয় 'দারদানিয়ান প্রায়াম' নামে। সে হেক্টর, প্যারিস, ক্যাসান্দ্রা, হেলেনাস, ডিয়িফোবাস—এদের পিতা; রানি হেকুবার স্বামী। বয়সে সে বৃদ্ধ, যেমন গ্রিকদের দিকে অ্যাকিলিসের পিতা পেলেউস।

প্যান্ডারাস (Pandarus): লাইকাওনের পুত্র। লিশা রাজ্য থেকে আসা ট্রোজান মিত্রবাহিনীর এক নেতা। খুবই দক্ষ কিন্তু প্রতারণাপূর্ণ এক তীরন্দাজ। তার নিক্ষেপ করা তীরে সে গ্রিক নেতা মেনেলাসকে আহত করে ভেঙে দেয় গ্রিক-ট্রোজান যুদ্ধবিরতির শপথ।

প্যারিস (Paris): অন্য নাম আলেকজান্ডার (যে নামটি এই বাংলা অনুবাদে ব্যবহৃত হলো না)। সে ট্রোজান রাজা প্রায়াম ও রানি হেকুবার পুত্র, হেক্টরের বড় ভাই। হোমার *ইলিয়াড*-এ বারবার বলেন যে সে স্পার্টার রানি হেলেনকে ট্রয়ে অপহরণ করে বা ভাগিয়ে নিয়ে আসে বলে গ্রিকদের জাত্যাভিমানে চোট লাগে এবং সেই থেকেই ট্রোজান যুদ্ধের সূচনা ঘটে। কিন্তু এ যুদ্ধের একটি পৌরাণিক ভিত্তিও আছে, যেখানে প্যারিস আইডা পর্বতের ঢালে রাখাল হিসেবে পশু চরানোর সময়ে তিন দেবী আফ্রোদিতি, হেরা ও অ্যাথিনার মধ্যে আফ্রোদিতিকে সবচেয়ে সুন্দরী হিসেবে রায় দিয়ে একদিকে হেরা ও অ্যাথিনার বিরাগভাজন হয়, অন্যদিকে আফ্রোদিতির কাছ থেকে এ-রায়ের পুরস্কার হিসেবে পায় মানুষের মধ্যে সুন্দরীতমা হেলেনকে। বিখ্যাত এই 'প্যারিসের রায়' (Judgement of Paris) প্রসঙ্গে দেখুন এ বইয়ের 'ভূমিকা'-র চতুর্থ অংশটি ('ইলিয়াডের আগে ও পরে: ট্রোজান মহাকাব্য চক্র—সিপ্রিয়া')।

ব্রাইসিয়িস (Briseis): লারনেসাসের ব্রাইসিউজের কন্যা। অ্যাকিলিস এ শহরটি ধ্বংস করে ব্রাইসিয়িসকে ধরে আনে যুদ্ধবন্দী (বা ক্রীতদাসী) হিসেবে। অ্যাকিলিস এই ট্রোজান মেয়েকে তার 'প্রিয়তমা' এবং স্ত্রী হিসেবেও সম্ভাষণ করে। রাজা আগামেমনন যখন যুদ্ধ-লুটের মাল থেকে পাওয়া তার নিজের জন্য বরাদ্দ নারী ক্রাইসিয়িসকে হারাল (দেখুন উপরের ভুক্তি: ক্রাইসিয়িস), তখন নিজের সম্মানহানিকে আড়াল করতে সে অ্যাকিলিসের এই 'প্রিয়তমা' মেয়েকে কেড়ে নিজের দখলে নিল। এই থেকে শুরু হলো দুই গ্রিক প্রধান বীর আগামেমনন-অ্যাকিলিস কলহের, অর্থাৎ *ইলিয়াড*-এর কাহিনীরও।

হেকুবা (Hecuba; ভিন্ন বানানে Hecabe): রাজা প্রায়ামের স্ত্রী, ট্রয়ের মমতাময়ী রানি। প্রায়ামের ঔরসে সে অনেক নামকরা সন্তানের জন্ম দিয়েছে, যেমন হেক্টর, প্যারিস, হেলেনাস, ডিয়িফোবাস।

হেক্টর (Hector): অ্যাকিলিস যেমন গ্রিকপক্ষের সেরা যোদ্ধা ও বীর, হেক্টর তেমনই ট্রোজান ও মিত্রবাহিনীদের দিকের। রাজা প্রায়াম ও রানি হেকুবার পুত্র এবং অ্যান্ড্রোমাকির স্বামী ও শিশু অ্যাস্টায়ানাক্সের পিতা। ট্রোজান ও মিত্রবাহিনীগুলির সর্বাধিনায়ক; *ইলিয়াড*-এর দ্বিতীয় প্রধান নায়ক (অ্যাকিলিসের পরেই)। সে তার বড় ভাই প্যারিসের গ্রিক রানি হেলেনকে ট্রয়ে ভাগিয়ে এনে ট্রোজান জাতির ওপরে দশ বছরের এই যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া নিয়ে ভাইয়ের প্রতি তীব্র সমালোচনামুখর।

হেলেনাস (Helenus): রাজা প্রায়াম ও রানি হেকুবার পুত্র, হেক্টর ও প্যারিসের ভাই। সে তার বোন ক্যাসান্ড্রার মতোই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন এক মানুষ।

লাওমিডন (Laomedon): ট্রয়ের বর্তমান রাজা প্রায়ামের পিতা, অর্থাৎ প্রায়ামের ঠিক আগের ট্রোজান রাজা। তার কুখ্যাতি আছে ওয়াদা ভঙ্গ করা নিয়ে, যেমন সে হেরাক্লিসকে শপথ করেছিল যে হেরাক্লিস যদি এক সাগর-দানোর হাত থেকে তার কন্যাকে উদ্ধার করতে পারে, তাহলে সে তার বিখ্যাত ঘোড়াগুলো হেরাক্লিসকে পুরস্কার হিসেবে দেবে। আবার সে দেবতা পসাইডনকে বলেছিল ইলিয়াম বা ট্রয় নগরের চারপাশে নগর-দেওয়াল গড়ে দিলে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবে তাকে। এ দুটি শপথের একটিও রাখেনি লাওমিডন। পরে সে নিহত হয় হেরাক্লিসের হাতে।

সারপিডন (Sarpedon): দেবরাজ জিউসের পুত্র এবং লিশা থেকে আগত ট্রোজান মিত্র লিশানবাহিনীর প্রধান নেতা।

ট্রোজান রাজ পরিবারের বংশলতিকা

দেবদেবী

(ট্রোজান পক্ষের দেবদেবীদের নাম দেওয়া হলো বাঁকা হরফে। বাকি দেবদেবীদের কেউ হয় গ্রিকপক্ষের, না হয় নিরপেক্ষ। প্রত্যেকের নামের পরেই সেটা বলে দেওয়া হলো। যেখানে প্রযোজ্য, সেখানে দেব বা দেবীর লাতিন নামটিও দেওয়া হলো ভুক্তির মধ্যে)।

আইরিজ (Ares): দেবরাজ জিউস ও হেরার পুত্র; যুদ্ধের দেবতা; জিউস তাকে দেবতাদের মধ্যে 'সবচেয়ে ঘৃণ্য' বলে থাকে। ট্রোজান পক্ষের বড় এক দেবতা সে। যদিও সে যুদ্ধদেব, তবু যুদ্ধে সবসময়ই যে তার জয় হয়, তা নয়। বরং ইলিয়াড-এ আমরা তাকে লজ্জাজনকভাবে অ্যাথিনার হাতে মার খেতেও দেখি। যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও বিশৃঙ্খলার প্রতীক সে। তার মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কম, সে বিশ্বাস করে শুধু পেশিশক্তিতে। আইরিজের কিছু অনুচর দেবদেবী আছে যাদের উল্লেখও আমরা *ইলিয়াড*-এ পাই। এরা হলো: ১. দেইমোস (Deimos)—আতঙ্কের প্রতিভূ; ২. ইনাইয়ো (Enyo)—যুদ্ধের দেবী; ৩. এরিস (Eris)—দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রতিভূ; ৪. ফোবাস (Phobos)—সন্ত্রাসের প্রতিভূ। এই চারজন মিলে যুদ্ধক্ষেত্রে সৃষ্টি করে আতঙ্ক, ত্রাস; দ্বন্দ্বকলহ আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে যুদ্ধ হয়ে ওঠে আরও রক্তাক্ত, আরও বিভীষিকাময়। আইরিজের লাতিন নাম মার্স (Mars)।

আইরিস (Iris): নিরপেক্ষ। রঙধনুর দেবী, যে রঙধনু আকাশ ও মাটিকে একত্রে যোগ করে। সে দেবতাদের বার্তাবাহিকা। *ইলিয়াড*-এ জিউস তাকেই অন্য দেবদেবীর কাছে পাঠায় তার বার্তা পৌঁছে দেবার কাজে। (এই দেবীর বাংলা নামের বানান উপরের যুদ্ধদেবতা আইরিজের খুব কাছের; বাঙালি পাঠককে সে বিষয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে)।

আতি (Ate): নিরপেক্ষ। ইংরেজি নাম 'ডিল্যুশন' (Delusion) বা মতিবিভ্রম। দেবরাজ জিউসের কন্যা। সে মানুষের অন্ধ নির্বুদ্ধিতার ব্যক্তিকরণ (personification)। ঝোঁকের বশে কেউ কোনো অযৌক্তিক বোকামির কাজ করে বসলে সেটার পরিণতিতে যখন বিপদ আসে, তখন গ্রিকরা সবাই 'আতি'কে দোষ দেয়। 'আতি' যে কারও মন্দ কাজের পেছনে (ধরা পড়ার পরে) ভালো এক অজুহাত ছিল: মানুষ খুন করেও মানুষ বলতে পারতো 'খুন আমি করিনি, আতির চক্করে *পড়ে ঘটনাটা ঘটে গেছে।'*

আফ্রোদিতি (Aphrodite): আফ্রোদিতির কথা আমরা সবাই জানি, তার লাতিন নাম ভেনাসও (Venus) আমাদের কাছে সুপরিচিত। সে ভালোবাসার দেবী। জিউসের কন্যা সে; *ইলিয়াড*-এ ট্রোজান পক্ষে লড়ছে; ট্রোজান বীর ঈনিয়াসের সে মা; যুদ্ধদেবতা আইরিজের প্রেমিকা। দয়ালুমন এই দেবী অসম্ভব রূপসী, মানুষের যৌনাবেদনের প্রতিভূ। পুরাণে সে হয় নিজে সবসময় প্রেম করে বেড়ায়, না হয় অন্য নর-নারীর মধ্যে প্রেম ও কামনা জাগ্রত করে তোলে। সে ট্রোজান পক্ষে লড়ছে কারণ ট্রোজান যুবরাজ

প্যারিস 'সুন্দরীতমা দেবী' হিসেবে তাকেই হেরা ও অ্যাথিনার ওপরে স্থান দিয়েছিল (দেখুন এ বইয়ের ভূমিকার চতুর্থ অংশ 'ইলিয়াডের আগে ও পরে: ট্রোজান মহাকাব্য চক্র—সিপ্রিয়া')। তাকে 'সিপ্রিয়ান' (Cyprian) নামেও ডাকা হয়, কারণ হোমারের সময়ে সাইপ্রাসে (Cyprus) দেবী আফ্রোদিতির বিরাট পূজা হতো। অন্য মহাকাব্য *অডিসি*-তে আমরা দেখি, আফ্রোদিতির স্বামী কর্মকার দেবতা হেফিস্‌টাস।

আমাজন (Amazons): নিরপেক্ষ। *ইলিয়াড*-এ শুধু এদের উল্লেখ আছে, কোনো অংশগ্রহণ নেই। এরা নারী যোদ্ধাদের এক পৌরাণিক জাতি। যুদ্ধে এই আমাজন নারীরা খুবই পারদর্শী ছিল। মানুষের কাছ থেকে আমাজনেরা দূরে থাকলেও, বংশবৃদ্ধির জন্য পুরুষ মানুষেরই কাছে আসতে হতো তাদের। তারপর ছেলে সন্তান হলে তারা তাকে ফেলে দিত, আর মেয়ে হলে তাকে যোদ্ধা হিসেবে তৈরি করে নিত। আমাজন (শব্দটি এসেছে গ্রিক a-mazos থেকে) শব্দের অর্থ 'স্তনবিহীন'।

আর্টেমিজ (Artemis): জিউস ও লেটোর কন্যা; দেবতা অ্যাপোলোর বোন। শিকার ও বন্য পশুদের প্রতীক এই দেবী। *ইলিয়াড*-এ লড়ছে ট্রোজান পক্ষে। তার মূল আনন্দই শিকারের প্রাণীকে ধাওয়া করা। সে শিশু, বুনো পশু ও দুর্বলদের রক্ষাদাত্রী দেবী। তার তীরে কোনো ব্যথা ছাড়াই কারও (বিশেষ করে মেয়েদের) আকস্মিক মৃত্যু ঘটে যেতে পারে। আর্টেমিজের প্রতিহিংসাপরায়ণতার কথাও গ্রিক পুরাণে পাওয়া যায়। সে একজন কুমারী দেবী, যে কিনা কখনোই তার সতীত্ব বিসর্জন দেয়নি। অলিম্পাসে (যেখানে দেবদেবীরা বাস করে) তীর-ধনুক ও শিকারের দেবী হিসেবে স্বীকৃত সে, এবং তার অবস্থান প্রথম দেবদেবীদের বারোজনের ভেতরে। লাতিন নাম ডায়ানা (Diana)।

অ্যাথিনা (Athene): গ্রিক পক্ষের; প্রচণ্ডভাবেই গ্রিক পক্ষের। জিউসের কন্যা; তাকে প্যালাস অ্যাথিনা নামেও ডাকা হয়। প্যালাস শব্দের অর্থ অজানা, তবে অনুমান যে এর অর্থ 'লেডি', 'রক্ষিতা' বা 'তারুণ্যভরা'। সে মূলত প্রাজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার দেবী। একইসঙ্গে দেবী সে যুদ্ধ ও শিল্পকলারও। তবে তার ভাই আইরিজের মতো সে রক্তপিপাসু নয়, যুদ্ধের চেয়ে শান্তিই তার বেশি পছন্দের। তা হলেও, *ইলিয়াড*-এ আমরা দেখি যুদ্ধের মাঠে সে বিরাট কার্যকর এক শক্তি, মাঠ দাপিয়ে বেড়ানো এক সমরকলাবিদ। 'প্যারিসের রায়'-এ হেরে গিয়েছিল বলেই ট্রোজানদের ওপরে তার এতো রাগ। হেরার সাথে মিলে সে ঐকান্তিকভাবে ট্রয়ের ধ্বংস চায়। 'ধূসর নয়না' তার বিশেষণ; এর অর্থ 'পেঁচা নয়না'ও, কারণ তার প্রতীকী পাখি পেঁচা। তার অন্য নাম 'ট্রাইটোগেনিয়া', কারণ জিউস তাকে নিজের মাথা থেকে জন্ম দেবার পরে গ্রিসের ট্রাইটন নদী তাকে পেলে বড় করেছিল। তার অ্যাট্রাইটোন (Atrytone) নামের অর্থ অজানা। এই দেবীর লাতিন নাম মিনার্ভা (Minerva)।

অ্যাপোলো (Apollo): জিউস ও লেটোর পুত্র, তাকে ফিবাস নামেও ডাকা হয়। *ইলিয়াড*-এ লড়ছে ট্রোজান পক্ষে। দীর্ঘদেহী, কালো, পেশিবহুল এক সুপুরুষ দেবতা সে, অলিম্পিয়ান দেবতাদের প্রথম সারির একজন। সে তীরন্দাজ দেবতা; সেইসঙ্গে

শিল্পকলা, সঙ্গীত, দৈবজ্ঞান, চিকিৎসা ও বাগকুশলতারও প্রতিভূ। প্লেবয় দেবতা হিসেবেও সে খ্যাতিমান। ট্রয়ের রানি হেকুবার সঙ্গেও তার প্রেম হয়েছিল, আর তা থেকেই হেকুবার গর্ভে জন্মেছিল ট্রয়লাস নামের এক পুত্র, যাকে অ্যাকিলিস ট্রোজান যুদ্ধে হত্যা করে। ট্রয়লাস অমর হয়ে আছে শেকস্‌পিয়ারের নাটক *ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা*-য়। অ্যাপোলো বীণাবাদক। মানুষের (বিশেষত পুরুষ মানুষের) হঠাৎ হঠাৎ মৃত্যু ঘটার পেছনে দায়ী করা হয় অ্যাপোলোর ছোড়া তীরকেই। লাতিন নাম সল (Sol)।

ইলিথিয়া (Eileithyia): নিরপেক্ষ। জিউস ও হেরার কন্যা। সে সন্তানপ্রসবকালীন বেদনার বা প্রসববেদনার দেবী। হেরা তার নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ইলিথিয়াকে কয়েকবার ব্যবহার করেছে; *ইলিয়াড*-এ তার একটির উল্লেখ আছে (হেরাক্লিসের জন্মের সময়ে ইলিথিয়া হেরাক্লিসের মায়ের সন্তান প্রসব কয়েক দিন পিছিয়ে দেয়)।

এরিস (Eris): নিরপেক্ষ। এই দেবীর কথা আগেই বলা হয়েছে যুদ্ধদেবতা আইরিজ (Ares) বিষয়ক ভুক্তিতে। সে দ্বন্দ্ব-কলহের দেবী। লাতিন নাম ডিসকর্ডিয়া (Discordia), যাতে সুস্পষ্ট যে বিবাদ বাধানোই তার কাজ। সে যুদ্ধদেব আইরিজের চার অনুচরের একজন, এবং আইরিজের বোন; সেই অর্থে ট্রোজান পক্ষের দেবী, যদিও *ইলিয়াড*-এ তেমন কোনো কার্যকরী ভূমিকায় নেই। তার কথা এখানে আলাদাভাবে বলা হলো কারণ *ইলিয়াড*-এর আগে, প্যারিস কর্তৃক তিন দেবী হেরা, অ্যাথিনা ও আফ্রোদিতির মধ্যে সুন্দরীতমা হিসেবে একজনকে ঘোষণা দেবার সময়ে এই এরিস-ই 'সবচেয়ে রূপসী জনের জন্য' রাখা সোনার আপেলটি ছুড়ে মেরেছিল আফ্রোদিতির দিকে। ট্রোজান যুদ্ধের সংঘটনের পেছনে এই পৌরাণিক কাহিনীর ভূমিকা বিশাল। (দেখুন এ বইয়ের 'ভূমিকা' অংশের চতুর্থ অধ্যায়—'ইলিয়াডের আগে ও পরে: ট্রোজান মহাকাব্য চক্র—সিপ্রিয়া)'।

ওশেনাস (Oceanus): নিরপেক্ষ। প্রাচীন দেবতা যার বিশাল নদী পৃথিবীকে বেড় দিয়ে রেখেছে বলে হোমারের সময়ের গ্রিকরা বিশ্বাস করতো। টাইটান দেবতাদের মধ্যে সে সবচেয়ে বড়। সে জিউসের পিতা ক্রোনাসের ভাই। *ইলিয়াড*-এ তার শুধু উল্লেখ আছে, কোনো অংশগ্রহণ নেই।

ক্রোনাস (Cronus): নিরপেক্ষ। *ইলিয়াড*-এর অনেক আগেই সে তার পুত্র, এখনকার সর্বশক্তিমান দেবতা, জিউসের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পৃথিবীর নীচের টারটারাসে বন্দী। ক্রোনাস নিজেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষমতায় আসে তার পিতা ইউরেনাসকে (Uranus) ক্ষমতা থেকে সরিয়ে। ক্রোনাস নিজে ইউরেনাস ও গাইয়ার সন্তান; আর জিউস ক্রোনাস ও রিয়া-র (Rhea) ষষ্ঠ পুত্র। দেবদেবীদের এই বংশের গোড়ায় ইউরেনাস আছে বলেই *ইলিয়াড*-এর এদেরকে বলা হয় ইউরেনিয়ান দেবদেবী। *ইলিয়াড*-এ বারবার জিউসকে ডাকা হয়েছে 'ক্রোনাসপুত্র' নামে। ক্রোনাসেরই অন্য পুত্র-কন্যারা হচ্ছে পসাইডন, হেডিস ও হেরা। লাতিন নাম স্যাটার্ন (Saturn)।

জানথাস (Xanthus): ট্রোজান পক্ষের নদীদেবতা জানথাস, যাকে নশ্বর মানুষেরা ডাকে

'স্কামান্দার' নামে। জানথাস নামে *ইলিয়াড*-এ ট্রয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া এই নদীর পাশাপাশি লিশা প্রদেশের আরেক নদীও আছে। এই জানথাস বা স্কামান্দার নদীদেবতার সঙ্গেই অ্যাকিলিসের ভয়ংকর এক যুদ্ধ হয়।

জিউস (Zeus): নিরপেক্ষ। ক্রোনাস ও রিয়ার পুত্র; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রধান দেবতা বা দেবরাজ। সে আকাশ ও আবহাওয়ার দেবতা (তাই *ইলিয়াড*-এ তাকে ডাকা হয় 'মেঘ-সঞ্চারক', 'মেঘ জোড়াকারী', 'বজ্র-বিদ্যুতের প্রভু', 'দূর থেকে বজ্রচমক তোলা দেব' ইত্যাদি বিশেষণে)। অলিম্পাসের সকল দেবদেবীর মধ্যে সে-ই শক্তিতে সেরা, সকলের 'পিতা'। *ইলিয়াড*-এ অ্যাকিলিসের সঙ্গে আগামেমননের কলহ বাঁধলে সে অ্যাকিলিসকে সমর্থন দিতে রাজি হয়; আবার আমরা তাকে দেখি ট্রোজানদের, বিশেষত প্রায়াম ও হেক্টরের, প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিপূর্ণ। তার অবস্থান এ-মহাকাব্যে মূলত নিরপেক্ষ। লাতিন নাম জুপিটার (Jupiter)।

জেফিরাস (Zephyrus): নিরপেক্ষ। পশ্চিমা বায়ু। সব বায়ুদেবতার মধ্যে সবচেয়ে শান্ত প্রকৃতির; সে বসন্তকালীন বাতাসের দেবতা।

টাইটান (Titans): নিরপেক্ষ। এরা শক্তিশালী এক দল দেবতা যারা দেবরাজ ক্রোনাসের সঙ্গে তার পুত্র জিউসের লড়াইয়ের সময়ে ক্রোনাসের পক্ষ নিয়েছিল। জিউস এদের সবাইকে পরাজিত করে পৃথিবীর নীচের অন্ধকার টারটারাসে শেকলে বেঁধে রেখেছে। *ইলিয়াড*-এ শুধু টাইটানদের উল্লেখ আছে, কোনো অংশগ্রহণ নেই।

ডিমিটার (Demeter): নিরপেক্ষ। সে উর্বরাশক্তি, শস্য ও ফসলতোলার দেবী। মাটির দেবী বলে সে আকাশে অলিম্পাসে থাকে না। তবে হেডিস যেমন মৃত্যুর পরের জগতেই বসে থাকে, অলিম্পাসে দেবদেবীদের সভায় যোগ দেয় না, ডিমিটার তেমন নয়—সে জিউসের সভায় বা বিচার আদালতে মাঝেমধ্যে অংশ নিয়ে থাকে। দয়ালু মনের দেবী। *ইলিয়াড*-এ কয়েকবার তার উল্লেখ আছে, কোনো অংশগ্রহণ নেই। লাতিন নাম সেরেস (Ceres)।

থেটিস (Thetis): গ্রিক পক্ষের। সাগরের মহা-প্রাচীন দেবতা (Old Man of the Sea) নেরেয়ুসের কন্যা এই জলদেবী থেটিস নশ্বর গ্রিক বীর অ্যাকিলিসের মা। তার বিয়ে হয়েছিল গ্রিসের ফিথাইয়ার রাজা পেলিউসের সঙ্গে, এবং তাদের একটাই সন্তান জন্মেছিল, যে আমাদের *ইলিয়াড*-এর মূল নায়ক অ্যাকিলিস। সবসময় আমরা থেটিসকে দেখি সন্তানের প্রতি মায়া-স্নেহ-ভালোবাসায় পূর্ণ এক মা হিসেবে।

নিয়তির দেবীরা (Fates): নিরপেক্ষ। এরা তিন দেবী যাদের কাজ কোনো মানুষের জীবনের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা। এই তিন দেবী কোনো মানবসন্তানের জন্মের সময়ে তার জীবনের সুতো বোনে, মাপে ও পরে জীবনের সুতো কেটে মানুষটিকে ছেড়ে দিয়ে রাখে মৃত্যু পর্যন্ত। প্রত্যেকেই—মানুষের পাশাপাশি এমনকি অমর দেবদেবীরাও—নিয়তির এই দেবীদের নিয়তি-নির্ধারণ পদ্ধতি ও তা নির্দিষ্টকরণের হাতে বন্দী।

পসাইডন (Poseidon): গ্রিকপক্ষের অন্যতম বড় দেবতা। অতীতের দেবরাজ ক্রোনাস ও রিয়ার পুত্র; বর্তমান দেবরাজ জিউসের ছোট ভাই। যখন তাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে পৃথিবীকে বন্টন করে দেয়া হয়, তখন পসাইডন পায় সমুদ্র (যেমন জিউস পায় আকাশ আর হেডিস পায় মৃত্যুর পরের জগতের ভার)। সে তাই সমুদ্রদেবতা। একইসঙ্গে কিছু প্রাকৃতিক শক্তিরও সে প্রতিভূ, যেমন ভূমিকম্প। তাই *ইলিয়াড*-এ বারবার তার পূর্ণ নাম হিসেবে আমরা দেখি 'পসাইডন, ভূ-কম্প তোলা দেব' বা 'পৃথিবী ঝাঁকানো দেব' কথাগুলি। প্রচণ্ডভাবে গ্রিক সমর্থক যেহেতু অতীতে ট্রয়ের রাজা লাওমিডন তাকে দিয়ে ইলিয়ামের (ট্রয়ের) নগরদেওয়াল গড়ে দেওয়ার কাজটুকু করিয়ে নিলেও কোনো পারিশ্রমিক দেয়নি। সেটাই তার ট্রোজানদের ওপরে ক্ষিপ্ত থাকার মূল কারণ। অলিম্পাসের দেবরাজ্যে পসাইডনের অবস্থান জিউসের পরেই। লাতিন নাম নেপচুন (Neptune)।

ফিউরি/ফিউরিরা (Fury/Furies): নিরপেক্ষ। এদের গ্রিক নাম এরিনিয়েস (Erinyes), আর লাতিন নাম ফিউরিজ (Furies)। এরা দেবী। এদের মাথার চুল আসলে অসংখ্য সাপের সমারোহ, আর চোখ থেকে পড়ছে ফোঁটা ফোটা রক্ত, শরীরের আকৃতি ডানাওয়ালা কুকুরের। এদের নামের অর্থ 'ক্রোধোন্মত্ত দেবী'। ফিউরিরা পৃথিবীর প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের প্রতিভূ, অতএব কোথাও কোনো নিয়মের ব্যত্যয় হলেই এরা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে সেখানে ছুটে যায়, সেটার প্রতিকার ঘটায়। একইসঙ্গে এদের দায়িত্ব শপথের পাহারা দেওয়া, যেন শপথভঙ্গ হওয়ার পাপ না ঘটে। এরা পরিবারে পিতামাতা ও বড়দের প্রতি অসম্মানকারীকে শাস্তি দেয়।

বোরিয়াস (Boreas): নিরপেক্ষ। উত্তুরা বায়ু। বোরিয়াস প্রায়শই ঝঞ্ঝামুখর ও অবিশ্বস্ত। অন্য অনেক দেবতার মতোই সে মাঝেমধ্যে নশ্বর নারীদের, হাওয়ার মুখে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে, ধর্ষণ করতো।

মিউজ (Muse): নিরপেক্ষ। *ইলিয়াড*-এ মিউজদের বেশ কয়েকবার উল্লেখ আছে, কবি তাদের প্রতি এই মহাকাব্যটি গেয়ে শোনানোর আবাহন জানাচ্ছেন। তবে এখানে তাদের কোনো সরাসরি অংশগ্রহণ নেই। মিউজরা দেবরাজ জিউস ও নেমোসাইনি-র (Mnemosyne) বা স্মৃতির কন্যা। এরা সঙ্গীত, শিল্প, কবিতা, নাচ ও সৃজনশীলতার দেবী। কবি-সাহিত্যিকেরা চিরকাল মিউজদের আশীর্বাদ ও তাদের কাছ থেকে প্রেরণা নিয়েই লেখালেখি করে থাকেন। জিউস ও নেমোসাইনি পরপর নয় রাত ভালোবাসাবাসি করে মোট নয় মিউজ দেবীর জন্ম দেয়, যাদের প্রত্যেকে শিল্পকলার এক একটি অংশের প্রতিভূ। এরা হলো: ১. ক্যালিওপি (Calliope)—মহাকাব্য; ২. ক্লিও (Clio)—ইতিহাস; ৩. এরাটো (Erato)—প্রেমের কবিতা, লিরিকধর্মী কবিতা ও বিয়ের গান; ৪. ইয়ুটারপে (Euterpe)—গান ও লিরিক কবিতা; ৫. মেলপোমেনে (Melpomene)—ট্র্যাজেডি; ৬. পলিম্নিয়া (Polymnia)—মূকাভিনয় ও গান; ৭. টারপ্সিকোরে (Terpsichore)—নাচ; ৮. থালিয়া (Thalia)—

কমেডি; এবং ৯. ইউরানিয়া (Urania)—জ্যোতির্বিদ্যা। *ইলিয়াড*-এ এই নয় মিউজদেবীর কোনো নির্দিষ্ট একজন মিউজের প্রতি আবাহন না রেখে সাধারণভাবে কাব্য ও সঙ্গীতের দেবীর প্রতি আবাহনটি রাখা হয়েছে। হোমারবিদদের আরও অভিমত, *ইলিয়াড*-এর মিউজ স্মৃতির দেবী মিউজ, যে কিনা কবিকে সাহায্য করছে দূর অতীতের এক ঘটনার কথা মনে করে করে গান গাইতে। সব মিউজই, সে অর্থে, স্মৃতির দেবী—যেহেতু শিল্পকলা-সাহিত্য ইত্যাদির সঙ্গে স্মৃতির সম্বন্ধ নিবিড়। লাতিন নাম কামেনে (Camenae)।

লেটো (Leto): জিউসের একসময়ের প্রেমিকা। সে জিউসের ঔরসে দেবতা অ্যাপোলো ও দেবী আর্টেমিজকে গর্ভে ধরেছিল। *ইলিয়াড*-এর প্রথম দশ লাইনের মধ্যেই আছে লেটোর কথা। সে ট্রোজান পক্ষের দেবী।

হারমিস (Hermes): নিরপেক্ষ। জিউস ও মাইয়ার (Maia) পুত্র। দেবতাদের দূত, যদিও *ইলিয়াড*-এ এই দূত হিসেবে আমরা দেবী আইরিসকেই (Iris) বেশিবার কাজ করতে দেখি। তবে *ইলিয়াড*-এর শেষ দিকে রাজা প্রায়ামকে অ্যাকিলিসের তাঁবুতে হারমিসই পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। তাকে বলা হয় 'পথপ্রদর্শক' (guide), কারণ সে মৃতদের পথ দেখিয়ে নেয় হেডিসের মৃত্যুপুরীর দিকে; আরও বলা হয় 'আরগাসের হত্যাকারী', যেহেতু সে হেরার পাঠানো এই অনেক-চক্ষু দানো আরগাসকে হত্যা করেছিল যখন হেরা আরগাসকে বলেছিল জিউসের নতুন প্রেমিকা আইয়ো-কে (Io) পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। সেসময় জিউস হারমিসকে পাঠায় এই আরগাসকে খতম করার কাজে। অনেক বুদ্ধিধারী, আকর্ষণীয়, পছন্দনীয় এবং সাধারণত আচার-ব্যবহারে ভালো এক দেবতা সে। তবে একইসঙ্গে সে ধূর্ত, কিন্তু বার্তাবহনের কাজে দেবদেবীদের বিশ্বস্ত। লাতিন-নাম মারকিউরি (Mercury)।

হিবি (Hebe): নিরপেক্ষ। জিউস ও হেরার কন্যা। দেবদেবীদের জমায়েতে সে মদের পাত্র বহনকারী ও মদ পরিবেশনকারী দেবী। দেবদেবীদের মদ অর্থ পুষ্পমধু (Nectar)। হিবি চিরকালই সুন্দরী ও চিরযৌবনা। মানুষ হেরাক্লিস মৃত্যুর পরে দেবতায় পরিণত হয়ে দেবরাজ্যে প্রবেশ করলে এই হিবিই তার স্ত্রী হয়।

হেরা (Hera): গ্রিকপক্ষের দেবী; প্রচণ্ডভাবেই গ্রিক পক্ষের। সে অতীতের দেবরাজ ক্রোনাস এবং রিয়ার (Rhea) কন্যা; সেই হিসেবে এখনকার দেবরাজ জিউসের বোন। তবে একইসঙ্গে সে জিউসের স্ত্রী-ও। ট্রোজানদের প্রতি তার তীব্র ঘৃণার পেছনে আছে সেই বিখ্যাত 'প্যারিসের রায়' প্রসঙ্গ (এ বইয়ের ভূমিকার চতুর্থ অংশটি দেখুন), যখন ট্রোজান যুবরাজ প্যারিস 'সুন্দরীতমা দেবী' হিসেবে তাকে ও অ্যাথিনাকে বাদ দিয়ে আফ্রোদিতিকে বেছে নিয়েছিল। *ইলিয়াড*-এ হেরা সবসময় অ্যাথিনার সঙ্গে মিলে চক্রান্ত করছে যে কীভাবে জিউসকে ট্রোজানদের পক্ষ নেওয়া থেকে নিরস্ত করা যায়, কীভাবে ট্রোজানদেরকে যুদ্ধে হারানো যায়। হেরা বিবাহ ও মাতৃত্বের দেবী। *ইলিয়াড*-এ 'শুভ্র-বাহুর' হেরা অর্থ তার গায়ের রঙ অনেক ফর্সা

ছিল; আর 'ষাঁড়-নয়না হেরা' বলা হয় কারণ প্রাগৈতিহাসিক কালে দেবী হেরার প্রতিনিধিত্বশীল প্রাণী ছিলো গরু বা ষাঁড়। হেরা পুরাণের দেবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঈর্ষাপ্রবণ। লাতিন নাম জুনো (Juno)।

হেডিস (Hades): নিরপেক্ষ। *ইলিয়াড*-এ বারবার হেডিসের উল্লেখ আছে, কিন্তু তার কোনো অংশগ্রহণ নেই (মহাকাব্যটির প্রথম তিন লাইনের মধ্যেই আমরা হেডিসের দেখা পাই)। সে অতীতের দেবরাজ ক্রোনাস ও দেবী রিয়া-র পুত্র, বর্তমান দেবরাজ জিউস ও আরেক বড় দেবতা পসাইডনের ভাই। যখন এই অলিম্পিয়ান তিন দেবতা লটারির মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শাসনকে তিন ভাগে ভাগ করে নেয়, তখন হেডিসের ভাগে পড়ে মৃত্যুপুরী (মৃত্যুর পরের পৃথিবী, বা Underworld)। হেডিসের মতো নির্জনতা, নিঃসঙ্গতাপ্রিয় দেবতার জন্য ভালোই হয় তাতে। সে গম্ভীর ও কঠোর প্রকৃতির। যদিও পুরাণে বলা হয়েছে হেডিস শীতল স্বভাবের, কিন্তু কোথাও হেডিসের সঙ্গে মন্দ বা অশুভের কোনো যোগ টানা হয়নি। সে মৃতদের দেবতা; তার পৃথিবীতেই মানুষের আত্মারা (বা 'ছায়ারা') যায় মৃত্যুর পরে। হেডিস ছয় আদি অলিম্পিয়ান দেবতার একজন। তার সঙ্গে অশ্বের এক বড় সংযোগ আছে। লাতিন নাম প্লুটো (Pluto)।

হেফিস্টাস (Hephaestus): গ্রিকপক্ষের। জিউস ও হেরার পুত্র। সে অন্য মহাকাব্য *অডিসি*-তে সৌন্দর্যের দেবী আফ্রোদিতির স্বামী। হেফিস্টাস পঙ্গু ও দেখতে কুৎসিত, কিন্তু তার সঙ্গেই সৌন্দর্যের দেবীর বিয়ে হলো—এ ঘটনার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে আছে অলিম্পিয়ান দেবদেবীদের অনেক কাজের ভেতরকার গূঢ় অব্যাখ্যাত রহস্যময়তা। সে আগুনের দেবতা। লোহার কাজ, কুমার বা কর্মকারের কাজ ও নানা জিনিসপত্র নির্মাণে (যেমন যুদ্ধ-সরঞ্জাম, আসবাব, এমনকি প্রাসাদ) সে মহা পারঙ্গম। অলিম্পাস নিবাসী দেবদেবীদের প্রাসাদগুলি তারই গড়ে দেওয়া। সে জন্ম থেকেই পঙ্গু। *ইলিয়াড*-এ আমরা দেখি তাকে জিউস একবার স্বর্গ (অলিম্পাস) থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল কারণ সে তার মা হেরাকে—যাকে জিউস শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল—উদ্ধারের চেষ্টা করে। আগুনের দেবতা হেফিস্টাসের বিশেষ যোগাযোগ আছে আগ্নেয়গিরির (Volcano) সঙ্গে, কারণ এই আগ্নেয়গিরিগুলোই ছিল তার কর্মশালা। হেফিস্টাসের লাতিন নাম তাই ভালকান (Vulcan)।

ভূমিকা

হোমারের জন্য প্রশস্তিগাথা

যে সাহিত্যকে আমরা 'পশ্চিমা' সাহিত্য বলে জানি, তার শুরু এক দীর্ঘ কবিতার মধ্য দিয়ে। সেই কবিতায় এখনকার গ্রিস নামের দেশ থেকে আসা যোদ্ধা বীরেরা বর্তমান তুরস্কের পশ্চিম উপকূলে ট্রয় নামের প্রাচীনকালের এক বিখ্যাত শহর দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। অবশ্য খ্রিস্টপূর্ব সেই বারোশ শতকে—যখন ঘটে এই অবরোধের ঘটনা—'পশ্চিম' বা 'পুব'-এর সংস্কৃতি বলতে কোনো আলাদা ধারণারই জন্ম হয়নি, তেমনই 'গ্রিস', 'তুরস্ক' এসব জাতি-রাষ্ট্রের নামেরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না। *ইলিয়াড* যখন গাথা হয়—প্রাচীন গ্রিক ইতিহাসের খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ থেকে ৫৬৬ সালের মধ্যে কোনো এক সময়ে—তখন ভূমধ্যসাগরের পুব ও পশ্চিমের জাতিগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভাজনকেন্দ্রিক কোনো চেতনারই সূচনা ঘটেনি। ভূমধ্যসাগরের ডানে ও বাঁয়ে তখন মানুষ, গল্পকাহিনী, সঙ্গীত, বাণিজ্যিক পণ্য, ছবি আঁকার প্রকরণ—এ সবই পাশবদল করছে সহজে, এর সঙ্গে ও গিয়ে মিশে যাচ্ছে অবারিতভাবেই। এরই মধ্যে একদিন দক্ষিণ থেকে গ্রিকরা এসে হাজির হলো ভূমধ্যসাগরের পুব দিকে, ইলিয়াম (ট্রয়ের প্রাচীন নাম) নামের বিখ্যাত নগরটির কাছের সমুদ্র উপকূলে। সৃষ্টি হলো 'ইলিয়ামকে নিয়ে গান' বা *ইলিয়াড* শীর্ষক এক গীতিকাহিনীর—বেদনাদীর্ণ, জীবন্ত আর সোজাসাপটা বলা এক ট্র্যাজিক আখ্যানের। আজও *ইলিয়াড*, তিন হাজার বছর পরেও, জ্বলজ্বল করছে সর্বকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী সাহিত্যকর্মের তালিকার একদম ওপরের দিকে, প্রায়শই প্রথম স্থানে।

ইলিয়াড-এর এই সাফল্য আসলেই বিস্ময়কর, কারণ এই দীর্ঘ কবিতা (যাকে বলা হয় এপিক বা মহাকাব্য) না পাঠ করা সহজ, না এর কাহিনী কোনো মজাদার কিছু। প্রাচীনকালেও শ্রোতাদের সংগ্রাম করতে হতো স্রেফ এর ভাষা বুঝতে গিয়ে, আর দীর্ঘ পাঠসন্ধ্যার মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়তো অনেকে। কিন্তু *ইলিয়াড*-এর শব্দচয়ন ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত 'সমস্যা' তারপরও অকিঞ্চিৎকর থেকে গেছে আমাদের হৃদয় ও মনে এই কাহিনী ও এর বুনন যে ঝংকার তোলে, তার সাপেক্ষে। এই মহাকাব্য কোনো প্রাক্‌কথন, কোনো ভান-ভনিতা ছাড়াই আমাদের—এক ক্ষমাহীন স্বচ্ছতায়—ধুম করে দাঁড় করিয়ে দেয় এমন সব বিষয়ের মুখোমুখি যেগুলো আমরা বরং ভুলে থাকতে পারলেই খুশি হতাম: নেতৃত্বের

ব্যর্থতা, সৌন্দর্যের বিধ্বংসী শক্তি, যুদ্ধের নির্মম-নৃশংস চেহারা, মানুষের 'সর্বসেরা' হওয়ার প্রতিযোগিতা—এবং সর্বোপরি—মৃত্যু নামের আমাদের চূড়ান্ত পরিণতি। *ইলিয়াড* যে আজও এতো বিশাল জনপ্রিয় (নব্বইয়ের দশকে প্রকাশিত রবার্ট ফ্যাগলস্-এর ইংরেজি *ইলিয়াড* বিক্রি হয়েছিল ৩ মিলিয়ন কপি; আর শুধু ইংরেজিতেই *ইলিয়াড*-এর অনুবাদ আছে প্রায় ৩১৫টি) এক সাহিত্যকর্ম, সেটাই সাক্ষ্য দেয় এর অসীম শক্তির।

ইলিয়াড ইউরোপিয়ান সাহিত্যের শুধুমাত্র প্রথম কীর্তিই নয়, এর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিরও যোগ্য দাবিদার।[১] *ইলিয়াড*-এর প্রভাব শুধুমাত্র পরবর্তীকালের গ্রিক সাহিত্য, চিন্তা, শিল্পকলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সেইসঙ্গে যা কিছু ইউরোপিয়ান ঐতিহ্যের কেন্দ্রীয় বিষয়, তার সবকিছুতেই গিয়ে পড়েছে—এতোটাই যে, *ইলিয়াড*কে যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলা যায় পুরো পশ্চিমা সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর।[২]

একইরকম কথা বলেন হ্যারল্ড ব্লুম, যিনি বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাতিমান সাহিত্য বিশ্লেষক ও বোদ্ধাদের প্রথম কাতারের একজন। ব্লুম বলেন: 'বাইবেল ও *ইলিয়াড*-এর মধ্যেই আছে পশ্চিমা সাহিত্য, চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার—আরও বৃহৎ অর্থে বললে পুরো পশ্চিমা সংস্কৃতিরই—ভিত্তি'।[৩] সেই সঙ্গে *ইলিয়াড*-এর প্রধান চরিত্র অ্যাকিলিস সম্বন্ধে ব্লুমের মন্তব্য: 'আর কোনো পুরোপুরি সাহিত্যিক চরিত্রই এতখানি বীরত্বব্যঞ্জক নয়, নান্দনিক বিচারে অ্যাকিলিসের মতো এতোটা সন্তোষজনক নয়।'[৪]

আলবার্তো ম্যাঙ্গুয়েল, যিনি সবসময়েই কোনোকিছু মজা করে লিখতে সিদ্ধহস্ত, খুশি যে, 'যে দুটো বই (হোমারের *ইলিয়াড* ও *অডিসি*) অন্য যে কোনো বইয়ের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষদের কল্পনা-ক্ষুধা মিটিয়ে গেছে আজ আড়াই হাজার বছর যাবত্, সে দুই বইয়ের যে কোনো স্পষ্ট শুরুর ইতিহাস ও কোনো পরিষ্কার স্রষ্টা থাকবে না, তা-ই তো স্বাভাবিক'।[৫]

এখানেই ম্যাঙ্গুয়েল উসকে দিয়েছেন *ইলিয়াড*-এর স্রষ্টা ও এর রচনার ইতিহাস সম্পর্কিত বিরাট প্রশ্নটিকে, যার নাম 'Homeric Questions': ট্রোজান যুদ্ধ আসলেই কি ঘটেছিল, হোমার নামের কেউ কি *সত্যিই* এ দুই মহাকাব্যের স্রষ্টা? ইত্যাদি। হোমারের আগেও যে হোমার ছিলেন, সেসব প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব এই 'ভূমিকা' অংশেই। এখানে শুধু খ্যাতিমান ফরাসি ঔপন্যাসিক, কবি রেঁম কুইনোর (Raymond Queneau; ১৯০৩-১৯৭৬) এক বিখ্যাত উক্তির উল্লেখ করছি, যা আলবার্তো ম্যাঙ্গুয়েল ব্যবহার করেছেন তার বইটির একদম শুরুতে। গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের মৃত্যু-উত্তর প্রকাশিত ব্যঙ্গধর্মী অসম্পূর্ণ উপন্যাস *Bouvard et Pecuchet*-এর ('বুভা এ পেকুশে', ১৮৮১) মুখবন্ধে কুইনো লিখেছিলেন: 'যে কোনো মহান সাহিত্যকর্মই হয় *ইলিয়াড*, না হয় *অডিসি*।'[৬] কুইনো-র ভাষ্য ছিল অনেকটা এরকম: *ইলিয়াড*-এর কেন্দ্রে আছে মানুষের নশ্বরতার বোধ এবং মানব জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা, রক্তপাত ও যুদ্ধ; আর *অডিসি*র কেন্দ্রে মানুষের ঘরে ফেরার আকাঙ্খা। একটির মূল কথা 'জীবন এক যুদ্ধের নাম', আরেকটির 'জীবন এক সফরের নাম'। আর এ দুটি বিষয়ই যেহেতু মানবজীবনের সবচেয়ে আদি ও অকৃত্রিম

দুই মেটাফর (রূপক অর্থে), তাই আশ্চর্য কী যে, যে কোনো ভালো সাহিত্যকর্মই হয় হবে *ইলিয়াড*, না হয় *অডিসি?*

এরপরেই আলবার্তো ম্যাঙ্গুয়েল দাবি করে বসলেন, পৃথিবীর খ্যাতিমান বা ভালো প্রত্যেক লেখকই *ইলিয়াড* এবং *অডিসি* দিয়ে অনুপ্রাণিত; অন্য কথায়: '*ইলিয়াড* ও *অডিসি* পড়া ব্যতীত কেউ ভালো লেখক, কবি হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়।' ম্যাঙ্গুয়েলের কথাটির মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে অবশ্যই, কারণ এ-কথা বলার সময়ে পৃথিবী বা বিশ্বসাহিত্য তার কাছে যতটা বড় বলে মনে হয়েছিল, তার থেকে বাস্তবে তা আরও অনেক বেশি বড় বটে। কিন্তু এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যুগে যুগে *ইলিয়াড* প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করে গেছে বিশ্বসাহিত্যের সেরা সব লেখক-কবিকে। আগেই বলেছি, *ইলিয়াড*-এর ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে এ-পর্যন্ত প্রায় ৩১৫টি, যার শুরু সেই ১৫৯৮ সালে, জর্জ চ্যাপম্যানের হাতে। চ্যাপম্যানের *ইলিয়াড* নিয়েই পরে ১৮১৭ সালে কবি জন কিটস্ (১৭৯৫-১৮২১) লিখলেন তার অমর কবিতা 'On First Looking into Chapman's Homer', যার প্রথম চার পঙ্‌ক্তি আমাদের অনেকেরই মুখস্থ হয়ে আছে:

'Much have I travell'd in the realms of gold,
And many goodly states & kingdoms seen:
Round many western islands have I been
Which bards in fealty to Apollo hold.'

আর এর পরের বছরেই আরেক বিখ্যাত ইংরেজ কবি শেলী (১৭৯২-১৮২২) অনুবাদ করলেন *Homeric Hymns ('হোমেরিক স্তোত্রগীত')*। এর একশ বছর আগে আলেকজান্ডার পোপ ইংরেজিতে *ইলিয়াড* (১৭১৫) ও *অডিসি*-র (১৭২৬) অনুবাদ করে তো ইংরেজি কবিতার মোড়ই ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, এতটাই যে, আজও শ্রেষ্ঠতম ইংরেজি কবিতার যে কোনো সংকলনে দেখা মেলে বিশেষত পোপের *ইলিয়াড*-এর অনবদ্য কিছু অংশের।

কে হাত দেয়নি ইলিয়াডে? শেকস্‌পিয়ারের *ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা* নাটকটি *ইলিয়াড*-এর কিছু চরিত্রেরই ছায়ায় গড়া। গবেষকেরা বলেন, তিনি লাতিনে ওভিদ পাঠ করে *ইলিয়াড*-এর কথা জেনেছিলেন, কিংবা তিনি চ্যাপম্যানের *ইলিয়াড* পড়েছিলেন। তার *ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা*-র সৃষ্টি হয় ১৬০২ সালে, অর্থাৎ চ্যাপম্যানের *ইলিয়াড* প্রকাশের চার বছর পরে। কবি জন ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) তো *ইলিয়াড*-এর বেশ কয়েকটি পর্বের জনপ্রিয় অনুবাদই বের করেছিলেন মৃত্যুর কিছুদিন আগে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিখ্যাত কবি, লেখকদের মধ্যে *ইলিয়াড* ও *অডিসি* নিয়ে কাজ করেছেন এমন আরও কিছু উজ্জ্বল তারকার নাম: দার্শনিক টমাস হবস্ (*ট্রাভেলস্ অব ইউলিসিস*, ১৬৭৩; এবং পরে 'হোমার সমগ্র'); উইলিয়াম কুপার (১৭৩১-১৮০০; যিনি আলেকজান্ডার পোপের অপার সৃজনশীল *ইলিয়াড*-এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: 'I have omitted nothing; I have invented nothing'—যে উক্তি আজও উচ্চারিত হয় সাহিত্যে 'অনুবাদ' বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক

পড়াশোনায়); চার্লস ল্যাম্ব (১৭৭৫-১৮৩৪; *অডিসি*-র সংক্ষেপিত অনুবাদ); আলফ্রেড লর্ড টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২; যার *The Lotos-Eaters* এবং *Ulysses* আমাদের সাহিত্য পাঠে হোমার-অভিজ্ঞতার শীর্ষবিন্দুর কাছাকাছি অবস্থান করছে আজও); ম্যাথু আরনল্ড (১৮২২-১৮৮৮; নিজেও হোমার অনুবাদক এবং একইসঙ্গে হোমার অনুবাদ বিষয়ক সবচেয়ে বিখ্যাত বিধিমালার প্রবক্তা); রবার্ট ব্রাউনিং (১৮১২-১৮৮৯); স্যামুয়েল বাটলার (১৮৩৫-১৯০২); এজরা পাউন্ড (১৮৮৫-১৯৭২); ডি. এইচ. লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০); টি. ই. শ বা 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' (১৮৮৮-১৯৩৫; যার অনুবাদে *অডিসি* আজও পাঠকের হাতে হাতে ঘোরে); ডব্লু. এইচ. অডেন (১৯০৭-১৯৭৩; যার ১৯৫২ সনে লেখা কবিতা 'The Shield of Achilles' আজও মহত্তম ইংরেজি কবিতারই একটি); এবং রবার্ট গ্রেভস্ (১৮৯৫-১৯৮৬; যার *ইলিয়াড* অনেক খ্যাতি অর্জন করে প্রথমবারের মতো এই মহাকাব্যের সার্বিক আনন্দের দিকটিতে জোর দেবার জন্য)।

এ-তো গেল নামকরা ইংরেজি ভাষার ক্লাসিক্যাল যুগপর্বের কবি-লেখকদের তালিকা, যারা হোমার নিয়ে কাজ করেছেন, হোমারে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এই নামগুলোরই একদম উপরের দিকে বসবে আরও দুটি নাম—একটি জেমস্ জয়েসের, অন্যটি ডেরেক ওয়ালকটের। জয়েসের উপন্যাস *ইউলিসিস* (১৯২২) স্বীকৃত হয়ে আছে বিংশ শতাব্দীর বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস হিসেবে। তার এই *ইউলিসিস*-এর সর্বত্রই—প্রায় প্রতিটি পাতাতেই, প্রতিটি অধ্যায়ের নামেই—আছেন হোমার। প্রসঙ্গত, ইউলিসিস হোমারের *ইলিয়াড*-এর অন্যতম নায়ক, এবং *অডিসি*-র প্রধান নায়ক বীর অডিসিয়ুসেরই লাতিন নাম। আর ডেরেক ওয়ালকট ১৯৯০ সালে প্রকাশ করলেন তার আধুনিক মহাকাব্য *ওমেরস* (যা হোমারের গ্রিক নাম; গ্রিকরা হোমারকে বানান করে Homeros, আর উচ্চারণ করে ওমেরস)। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে লেখা ওয়ালকটের এই অ্যাকিলিস-হেক্টর-হেলেনের উত্তরাধুনিক মহাকাব্য তাকে দুবছর পরে, ১৯৯২ সালে, এনে দিল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার।

এর বাইরে বিশ শতকের অন্যতম প্রধান গ্রিক ঔপন্যাসিক, *জোরবা দি গ্রিক*-এর লেখক নিকোস কাজানৎজাকিস ১৯৩৮ সালে প্রকাশ করলেন তার সুদীর্ঘ মহাকাব্য, দৈর্ঘ্যে যা হোমারের *অডিসির* প্রায় তিনগুণ, *'দি অডিসি—এ মডার্ন সিক্যুয়েল'*। বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সেরা কীর্তিটি নতুন যুগে, নতুনভাবে সামনে এলো পাঠকের, হোমারেরই স্বদেশী আরেক গ্রিকের হাত ধরে।

আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে হোমার বিষয়ক বা হোমারে অনুপ্রাণিত লেখা লিখেছেন আরও অনেকেই (নামগুলি এখানে দেওয়া হলো কোনো জন্মসাল বা বড়-ছোট ইত্যাদি ধারাক্রম না মেনে): যেমন গ্রিক কবি সি. পি. কাভাফি (তার সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতাটির নাম 'ইথাকা', যার পেছনে আছে অডিসিয়ুসের ঘরে ফেরার সংগ্রামমুখর বিষয়টি); ফরাসি লেখিকা মারগারেট ইয়োরসেনার; ভার্জিনিয়া উলফ (তার ১৯২০ সালের প্রবন্ধ 'The Intellectual Status of Women' *অডিসি*-র স্রষ্টা যে হোমার নন বরং কোনো

নারী কবি, এই বিতর্ককে নতুন করে উসকে দেয়); এইচ. জি. ওয়েলস; ইতালো কালভিনো; এমিলি জোলা; জর্জ বার্নার্ড শ; ওয়ালেস স্টিভেনস; মিগেল দি উনামুনো; মারিও বার্গাস ঝোসা; হোরহে লুইস বোরহেস (যার গল্প 'The Immortal'-এর মূল নায়ক হোমার নিজে); এডগার অ্যালান পো; ফ্রানৎস কাফকা (যার একটি বিখ্যাত অণুগল্প আছে 'The Silence of the Sirens' নামে; সাইরেনরা হোমারের *অডিসি*-র জলপরী); লিও টলস্টয়; গেয়র্গ লুকাচ (তার প্রবন্ধ 'To Narrate or Describe?' হোমার বিষয়ে আগ্রহীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য); রুডইয়ার্ড কিপলিং; ইসমাইল কাদারে; আন্দ্রে মালরো; ভ্লাদিমির নবোকভ; ফ্রেডেরিখ নিট্‌শে; মার্গারেট অ্যাটউড (*পেনোলপিয়াড*-এর লেখিকা, যার পেনেলোপি আমাদেরকে স্বামী অডিসিয়ুসের বিশ বছর ধরে ঘরে না থাকার ভাষ্য শোনায় স্ত্রীর জবানিতে); আলেসান্দ্রো বারিক্কো (*সিল্ক* উপন্যাসের বিখ্যাত এ-লেখক নতুন করে লেখেন *ইলিয়াড*, কাহিনীটি এর চরিত্রগুলির ভাষ্য দিয়ে ঢেলে সাজিয়ে, ২০০৪ সালে); জাঁ জিরাদু; গ্যেয়টে; ডরিস লেসিং; জোসেফ ব্রডস্কি; পল ভেরলেইন প্রমুখ। স্থানের অভাবে যেহেতু এই লেখক-কবি-দার্শনিকদের হোমার বিষয়ক লেখালেখি-গবেষণা-উক্তিগুলোর এখানে কোনো বিবরণ দেওয়া হচ্ছে না, তাই এ-তালিকা দীর্ঘ করারও আর প্রয়োজন দেখি না। এই তালিকায় গ্যেয়টে থেকে শুরু করে জর্জ বার্নার্ড শ, বোরহেস থেকে নিয়ে গেয়র্গ লুকাচ—এদের সবার উপস্থিতি কিছুটা হলেও সাক্ষ্য দেয় যে আলবার্তো ম্যাঙ্গুয়েলের দাবিটির মধ্যে (*ইলিয়াড* ও *অডিসি* না পড়ে কেউ ভালো লেখক, কবি হতে পারেননি) সামান্য হলেও সত্যতা আছে। মাত্র চব্বিশ-পঁচিশজনের নাম এখানে তুলে ধরলাম আমি, ম্যাঙ্গুয়েলের দেওয়া একশ-র অধিক নামের বিপরীতে।

এ-তো গেল আধুনিকদের কথা। প্রাচীনকালের দিকে যদি তাকান, তবে দেখবেন হোমার প্রসঙ্গে কথা বলেছেন হেরোডোটাস থেকে শুরু করে সাধু লন্‌জাইনেস (Longinus) পর্যন্ত বিদগ্ধ, বিখ্যাত সবাই। প্লেটো বলেছিলেন: 'হোমার অ্যাকিলিসকে চেয়েছিলেন ট্রয়ে আসা মানুষগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সাহসী করে দেখাতে, আর নেস্টরকে সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান এবং অডিসিয়ুসকে সবচেয়ে ধূর্তবুদ্ধির'।[৭] প্লেটো অবশ্য তার *রিপাবলিক গ্রন্থে* সাহিত্য বিষয়টিকে (আর প্লেটোর কাছে হোমারই ছিলেন শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতিভূ) গালমন্দ করেছেন যেহেতু তা 'অন্যের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে বেশি ভাবাভাবি করে,' এবং প্রশংসা করে ও দয়া দেখায় এমন কাউকে যে কিনা 'নিজেকে দাবি করে ভালো মানুষ হিসাবে, কিন্তু আবার দুঃখশোক প্রকাশের বেলায় নিজেকে ছেড়ে দেয় বাড়াবাড়ির হাতে।' প্লেটো বলেন, 'আমাদের ভেতরকার এই দিকটাই কবিরা তৃপ্ত করে, এটার চর্চাতেই কবিদের আনন্দ,' এবং একে এড়ানোর স্বার্থেই আমাদের উচিত 'কবিতাকে পুরোপুরি ঘৃণা করা'। এই প্লেটোই আবার হোমারকে পছন্দ করতেন বললে কম বলা হবে, তিনি রীতিমতো পূজো করতেন হোমারের। প্লেটোর সংলাপে (Dialogue) মোট ৩৩১ বার রেফারেন্স আছে হোমার ও তার দুই মহাকাব্যের। এরই একটিতে আমরা দেখি এক শিষ্য সক্রেটিসকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'সক্রেটিস্, আপনি নিজে কি কবিতার জাদুকে অনুভব করেন না, বিশেষ

করে যদি হোমার হন কাব্যদেবীর বাহন?' সক্রেটিসের উত্তর: 'বিরাটভাবে করি।' প্লেটোর সংলাপের মধ্যেই আছে হোমারকে নিয়ে এ-যাবৎকালের সবচেয়ে বড় প্রশস্তিসূচক বাক্যটি। প্লেটোর ভাষ্যমতে কথাটা বলেছিলেন সক্রেটিস; তিনি বলেছিলেন, হোমার হচ্ছেন, 'সবার থেকে সেরা এবং সবচেয়ে স্বর্গীয়।'

হোমারকে একইভাবে 'স্বর্গীয়' এবং হোমার পাঠকে 'ঐশ্বরিক অনুভূতি' বলেছেন শ্রেষ্ঠতম জার্মান কবি গ্যেয়টেও। ১৭৯৯ সালে গ্যেয়টে শুরু করলেন তার অসম্পূর্ণ কবিতা 'অ্যাকিলিস' লেখা, উদ্দেশ্য ছিল মহাকাব্য লেখার জন্য 'আইডিয়ার সন্ধান' করা। গ্যেয়টে লিখলেন: 'ইদানীং আমি সবকিছু থেকে দূরে আছি *ইলিয়াড* অধ্যয়ন করবো বলে; এটুকু দেখতে যে *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র মাঝখানে কোনো মহাকাব্যিক গল্প লুকিয়ে আছে কি-না। তবে আমি শুধু ট্র্যাজিক বিষয়-আশয়ই দেখতে পাচ্ছি।...অ্যাকিলিসের জীবন যেভাবে শেষ হলো আর সে জীবনের যে পশ্চাৎপট, তা ফুটিয়ে তোলার জন্য মহাকাব্যিক ভঙ্গিমারই আশ্রয় নিতে হবে।'[৮] গ্যেয়টের কাছে হোমার ছিলেন 'কবি'-দের আদিমতম ও পরমতম সত্য এক রূপ, যে কবি প্রথমে বুকে ধারণ করেন তার জনগণের সত্যকে এবং তারপরে পাঠকের বা শ্রোতার সামনে ফুটিয়ে তোলেন সুদূর এক ভবিষ্যৎকালের মানব-মানবীদের জীবনের সত্যগুলো। হোমারের মতো শিল্পীরা, গ্যেয়টে বিশ্বাস করতেন—তা তাঁরা রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে থাকুন আর একটি জাতির চেতনার অন্তর্গত কাব্যিক শক্তির রূপকই হয়ে থাকুন—বাস করেন সময়ের নিয়মের ও রীতির বাইরে, কারণ তারা স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক সত্তা, মানুষ ও দেবতাদের মধ্যেকার কথাবার্তার অনুবাদক ও বাহক।[৯] গ্যেয়টের হিসাবে, এই স্বর্গীয় হোমার প্রত্যেক প্রজন্মের জন্য সাংস্কৃতিক মুক্তির আস্বাদ পাবার সম্ভাবনা রাখে, ঠিক যেমন গ্যেয়টে নিজে হতে চাইতেন জার্মান জাতির জন্য। এ দুই কবির মধ্যেকার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়েই সাহিত্যের ইতিহাসবিদ আরনস্ট রবার্ট কার্টিয়াস পরে ঘোষণা করলেন: 'ইউরোপিয়ান সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা নায়কের নাম হোমার। আর এর শেষ সর্বজনীন লেখকটির নাম গ্যেয়টে।'[১০]

অ্যারিস্টোটল বলেছিলেন: 'মহাকাব্যকে হতে হবে...সহজ বা জটিল, চরিত্রের বিশিষ্টতার বা মানুষের দুর্দশার গল্প।... শেষে, এর ভেতরের চিন্তা ও শব্দচয়ন হতে হবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দর। এই সব উপাদানই প্রথম দেখা যায় হোমারে; তিনি এগুলোর কার্যকর ব্যবহারও করেছেন বটে। তার দুটি কাব্য...*ইলিয়াড* সরল ও এর গল্পটি মানুষের দুর্গতির; এবং *অডিসি* জটিল, আর এটা চারিত্রিক বিশিষ্টতারই এক কাহিনী। এ দুটি আসলে এর চেয়েও বেশি কিছু, যেহেতু শব্দচয়ন ও চিন্তার বিচারেও তারা অন্য সব কাব্যকে ছাড়িয়ে যায়।'[১১]

আর সাধু লন্‌জাইনেস তার আনুমানিক প্রথম খ্রিস্টাব্দে লেখা প্রবন্ধ 'On the Sublime'-এ বলেছিলেন: 'ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাস একাই কি হোমারের এরকম বিমুগ্ধ অনুকরণকারী ছিলেন? না। তার আগে স্টেসিকোরাস, আরকিলোকাস ও সর্বোপরি

প্লেটো—এরা সবাই অনুকরণ করতেন হোমারকে। প্লেটো হোমারের মহান উৎসমুখ থেকে নিজের দিকে টেনে নেন অগণন জলপ্রবাহকে।'[১২]

আর কে না জানে যে ভার্জিল তার মহাকাব্য *ঈনিদ* (খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৩০-১৯ সন) লিখেছিলেন সরাসরি হোমারেরই অনুকরণে? ভার্জিলকে বলা হয় 'হোমারের সবচেয়ে বিখ্যাত ছাত্র'। পুরো লাতিন সাহিত্যের ওপরে হোমারের প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী ও নিরঙ্কুশ। তার *ইলিয়াড*-এর ট্রোজান বীর ঈনিয়াস ট্রয় যুদ্ধের শেষে ট্রয় থেকে পালিয়ে চলে গেল ইতালি, প্রতিষ্ঠা করল রোমান সাম্রাজ্যের, জুলিয়ান বংশের প্রথম পুরুষ হলো সে, আর ইতালীয়রা পেয়ে গেল তাদের ন্যাশনাল এপিক—ভার্জিলের *ঈনিদ*-এর ('ঈনিয়াসের গান') মধ্যে।

হোমার অনুপ্রাণিত হয়ে পরে দান্তে লিখলেন তার মহাকাব্য *ডিভাইন কমেডি*, যেখানে আমরা দেখা পাবো *ইলিয়াড*-এর বেশ কিছু চরিত্রের; তারা এখন দান্তের নরকের বাসিন্দা। দান্তে তার এই অমর কীর্তিটি লেখেন ট্রোজান যুদ্ধের আড়াই হাজার বছর পরে, ১৩০৮ সালের দিকে, আর আমরা দেখে অবাক হয়ে যাই দান্তের এই মধ্যযুগীয় পৃথিবীতে মৃত্যুর পরের যে জীবনের গল্প বলা হয়েছে সেটা থেকে হোমারের বলা মৃত্যুদেব হেডিসের জগতের ফারাক কতোটা কম, তা লক্ষ্য করে। কথিত আছে, আলেকজান্ডার দি গ্রেট (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬-৩২৩ সাল) যেমন তার পারস্য ও ভারতবর্ষ অভিমুখী দীর্ঘ সামরিক অভিযানগুলোতে হোমারের *ইলিয়াড*-এর কপি সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন এবং প্রতি রাতে ঘুমাতে যাবার আগে পাঠ করতেন, তেমন দান্তে গ্রিক না জানা থাকার ফলে হোমার পড়তে পারেননি ঠিকই, কিন্তু তিনি যেহেতু জানতেন যে ভার্জিলের *ঈনিদ* হোমার অনুপ্রাণিত এবং *ঈনিদ*-এর মধ্যে পুরোপুরি হাজির আছেন হোমার, তাই তিনি *ঈনিদ*-এর কপি নাকের সামনে ধরে শুঁকতেন হোমারের স্বাদ গন্ধ নেবার জন্য।[১৩]

অন্য গবেষকদের অভিমত, দান্তে ও তার সমকালীন কবিরা এই দীর্ঘ শতাব্দীর বিশ্বাসকে মেনে নিয়েছিলেন যে হোমারই 'সর্বকালের সেরা কবি'। তারা সম্ভবত লাতিন অনুবাদে হোমার পড়েছিলেন জনপ্রিয় *Ilias Latina* পাঠ করার মধ্য দিয়ে, যার লেখক (অনুবাদক) ছিলেন অজ্ঞাত, এবং যা লাতিনে ভাষান্তর হয়েছিল ১ম খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে।[১৪] পেত্রার্ক পূজো করার মতো করে হোমারের *ইলিয়াড*-এর গ্রিক পাণ্ডুলিপিটি পাশে রাখতেন সবসময়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি গ্রিক জানতেন না। কনস্টান্টিনোপল থেকে তার যে বন্ধু তাকে এই গ্রিক *ইলিয়াড* পাঠায়, তাকে পেত্রার্ক উত্তরে লেখেন: 'তোমার হোমার আমার পাশে বোবা হয়ে শুয়ে আছে, আর আমি শোওয়া তার পাশে বধির হয়ে। প্রায়ই আমি বইটাকে চুমু খাই আর বলি: "হে মহান লেখক, আহা আমি যদি তোমার কথাগুলো একটু শুনতে পেতাম"'।[১৫] পরে পেত্রার্কের উপদেশ মোতাবেক এবং বোক্কাচিও-র সহায়তা নিয়ে তাদের দুজনের বন্ধু লিওনসিও পিলাতো লাতিনে প্রথম *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র অনুবাদ করেন, যা মানের দিক থেকে ছিল যথেষ্ট নিম্নস্তরের।[১৬]

শুধু মধ্যযুগের দান্তেই নন, পরে সপ্তদশ শতকের ইংরেজ কবি জন মিলটন (১৬০৮-১৬৭৪) লিখলেন তার অমর মহাকাব্য *Paradise Lost*। ১৬৬৬ সালে প্রকাশ হওয়া এই

বারো পর্বের দীর্ঘ কাব্যটি শুরুই হয় হোমারের *ইলিয়াড*-এর শুরুর মতো স্মৃতি ও কাব্যের দেবী মিউজের প্রতি আবাহন রেখে। বাইবেল অনুসারে মানুষের স্বর্গ থেকে পতনের এই অনবদ্য কাব্যের পরতে পরতে বিদগ্ধ পাঠক খুঁজে পান হোমার ও ভার্জিলের ছায়া।

এ-বইটির শেষ প্রচ্ছদে গ্যেয়টের এক বিখ্যাত উক্তি আছে যে হোমার তাকে 'সবসময় *ঠেলে দেয়* আশ্চর্য বিস্ময়ের জগতে।' সেই কথাটা আর একটু বিশদ করে বলার লোভ সামলাতে পারছি না। গ্যেয়টে একদম কিশোর বয়সেই পড়ে ফেলেন তিনটি বই: আরব্য রজনীর কাহিনী, *ইলিয়াড* ও *অডিসি*।[১৭] গ্যেয়টের বিখ্যাত উপন্যাস *The Sorrows of Young Werther* ('তরুণ ভারথারের দুঃখবিষাদ', ১৭৭৪), যা অনেকাংশেই তার আত্মজীবনীমূলক এক আখ্যান—সেখানে ভারথার তার গোপন চিঠিগুলোর প্রাপককে লেখে যে সে আর নতুন কোনো বই চায় না, কোনো দিকনির্দেশনাও চায় না জীবনে, কোনো উৎসাহও চায় না কারও থেকে; সে শুধু চায় 'আমাকে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়াবে এমন ঘুম-পাড়ানিয়া গান, যা আমার হোমারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই আছে।' এই গ্যেয়টেই ১৮২৭ সালে তার সাহিত্যকর্মের প্রামাণ্য সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডে ঢুকিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন এক দীর্ঘ কবিতার খণ্ডাংশ, নাম 'Helena: A Classical Romantic Phantasmagoria', নীচে সাবটাইটেলে লেখা '*ফাউস্ট*-এর জন্য সাংগীতিক মধ্যবর্তিকা'। আমরা জানি, *ফাউস্ট* গ্যেয়টের সেরা সাহিত্যকর্মের নাম। *ফাউস্ট*-এর গ্রেটখেন আর *ইলিয়াড*-এর হেলেনের মধ্যে কীভাবে গ্যেয়টে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন তা আমরা জানি না, কিন্তু গ্যেয়টের ভাষ্য অনুযায়ী এ দুই নারী চরিত্রই 'ভুল শিক্ষা, মধ্যবিত্তের মানসিক সংকীর্ণতা, নৈতিক অবক্ষয় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রমের শিকার'।[১৮] বলা হয়ে থাকে, হেলেন শুরু হয় হোমারের হাতে, আর শেষ হয় গ্রেটখেন চরিত্রটির মধ্য দিয়ে গ্যেয়টের হাতে।[১৯]

১৮৩২ সালে গ্যেয়টে, মৃত্যুর অল্প কিছু দিন আগে, শেষ করলেন তার আত্মজীবনীর শেষ অধ্যায় লেখা। সেখানে তিনি উনবিংশ শতককে সৌভাগ্যময় এক শতক বললেন শুধু এ-কারণেই যে, এ শতকটিতে হোমারের পুনর্জন্ম হয়েছে। তিনি লিখলেন: 'সাহিত্যিক সেই কালপর্বটি সুখী এক কালপর্ব হতে বাধ্য যখন অতীতের মহান সৃষ্টিগুলোর আবার পুনরুত্থান ঘটে, এবং সেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের অংশ হয়ে ওঠে; কারণ কেবল তখনই ওসব সাহিত্যকর্ম নতুন এক অর্থ ও অভিঘাতের জন্ম দিতে পারে। আমাদের জন্য হোমারের সূর্য আবার জাগলো, এবং তা আমাদের সময়কার প্রয়োজনীয়তার শর্ত পূরণ করেই...আমরা তার ঐ কাব্যদুটোতে আর এখন হানাহানিতে ভরা, বীরদের বাড়াবাড়ির এক পৃথিবীকে দেখি না, বরং দেখি প্রয়োজনীয় এক বর্তমানের আয়নায় প্রতিফলিত সত্যকে। আমরা (এ শতকে) চেষ্টা করেছি হোমারকে যতটা সম্ভব আমাদের লোক করে নেওয়ার।'[২০]

ষোড়শ শতকের একদম শেষ ভাগে ক্রিস্টোফার মারলো গ্যেয়টের *ফাউস্ট* কাহিনীর আলোকে তার লেখা *Tragical History of Dr Faustus*-এ ইংরেজি ভাষায় প্রথম নাট্যরূপ দিলেন জাদুকর ডাক্তারের সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রূপসী নারীটির (হেলেন) সেই

কিংবদন্তীসম সাক্ষাতের। সেখানে হেলেনের বর্ণনায় তিনি লিখলেন পরবর্তীকালে আরেক কিংবদন্তী হয়ে যাওয়া তার পঙ্‌ক্তিগুলি:

Was this the face that launch'd a thousand ships,
And burnt the topless tower of Ilium?
Sweet Helen, make me immortal with a kiss.[২১]

সেই থেকে হেলেনকে আমরা চিনি এক ভয়ংকর সুন্দরী হিসেবে, যার রূপের মোহে পড়ে রওনা দিয়েছিল হাজার জাহাজ। প্রসঙ্গত, ট্রয় অভিযানে গ্রিক রাজা আগামেমননের সঙ্গে এসেছিল মোট ১১৮৬টি জাহাজ, তারা ট্রয়ের পথে পাল তুলেছিল গ্রিসের আউলিস বন্দর থেকে *ইলিয়াড*-এর কাহিনীর সময়কালের দশ বছর আগে।

ক্রিস্টোফার মারলো-র আড়াইশ বছর পরে এডগার অ্যালান পো হেলেনের অবিনশ্বর সৌন্দর্যকে সমার্থক করলেন প্রাচীন পৃথিবীরই অপার সৌন্দর্যের সঙ্গে:

Helen, thy beauty is to me
Like those Nicaean barks of yore
That gently. o'er a perfumed sea,
The weary, wayworn wanderer bore
To his own native shore.[২২]

এই যে সুগন্ধিভরা সাগরের ওপর দিয়ে মৃদুমন্দ হাওয়া বয়ে যাওয়ার ক্লাসিক্যাল পৃথিবী, তার শুরুটাই হোমারের হাত দিয়ে। গ্রিসে, হোমারের মৃত্যুর আনুমানিক তিন শ বছর পরে, সক্রেটিসের জীবনকালে, ইলিয়াড আবৃত্তির সময়ে চারণকবিদের হাতে আর সেই আগের যুগের বীণা ও বাদ্যযন্ত্র নেই। এ নতুন যুগের চারণকবিরা খুব সুন্দর সব পোষাক পরে এবং হাতে সুদর্শন ছড়ি ধরে *ইলিয়াড* ও *অডিসি* পড়ছেন শ্রোতাদের সমাবেশে। সক্রেটিস ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়লেন নতুন যুগের এই চারণকবিদের দেখে। তিনি বললেন: 'তোমরা যারা গীতিকবি, তাদের পেশাটা দেখে আমার প্রায়ই হিংসা হয়। তোমাদের শিল্পচর্চার দাবি মেটানোর জন্য তোমরা কী সুন্দর সব কাপড় পরো, যতটা পারা যায় নিজেদেরকে সুন্দর করে উপস্থাপন করো, আর তোমরা অনেক চমৎকার সব কবির সৃষ্টি বিষয়ে কতো ভালোভাবেই না জানো, বিশেষ করে হোমারকে নিয়ে, হোমার—সবার থেকে সেরা এবং সবচেয়ে স্বর্গীয়।'[২৩]

হোমারের কবিতার এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য, এই অপার্থিব গীতিময়তা বিরাটভাবে মুগ্ধ করেছিল কবি এজরা পাউন্ডকে। একবার এক সঙ্গীতজ্ঞ পাউন্ডকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কোথায় তিনি পেতে পারেন সবরকমের সব কবিতার সন্ধান, অর্থাৎ যেভাবে ইয়োহান সেবাস্তিয়ান বাখের সঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যায় সকল সঙ্গীতের খোঁজ? পাউন্ডের উত্তর

ছিল, কেউ যদি সত্যি গ্রিক ভাষা শিখে ফেলেন তো সব কবিতার সন্ধান তিনি একসঙ্গে পেয়ে যাবেন, অথবা এক হোমারের মধ্যেই পেয়ে যাবেন মোটামুটি এর পুরোটাই।[২৪]

হোমারকে নিয়ে প্রশস্তিগাথা আসলে শেষ হবার নয়। এ বিষয়ে এক-দুটি প্রমাণ সাইজের বই লিখে ফেলা যায় শুধু আমার নিজের সংগ্রহে যে সমস্ত বইপুস্তক আর নিবন্ধ রয়েছে সেগুলোর সাহায্য নিয়েই। আমরা বরং শেষ করে আনি 'ভূমিকা'-র এ অংশটি। এর শেষের জন্য টলস্টয়ের নিবন্ধটি নয় (যেটার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ দেওয়া আছে এ-বইতেই, যেখানে হোমারের প্রশংসা করতে গিয়ে টলস্টয় শেকস্‌পিয়ারকে শিল্প বা কাব্যের সঙ্গে পুরোপুরি যোগাযোগহীন বলতেও ছাড়েননি), বরং সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা চোখ রাখি মহান কবি আলেকজান্ডার পোপের ১৭১৫ সালে লেখা *ইলিয়াড*-এর 'ভূমিকা'-র অল্প কয়েকটি লাইনের দিকে:

'বিশ্বজনীনভাবেই হোমারকে দেওয়া হয়েছে সকল লেখক-কবির মধ্যে মহত্তম সৃষ্টিটির স্রষ্টার স্বীকৃতি। বিচারকের প্রশস্তিগাথা পাবার জন্য ভার্জিল তার সঙ্গে ন্যায্যভাবেই প্রতিযোগিতা করেছেন, আর অন্যেরাও কোনো না কোনো বিশেষ উৎকর্ষের দাবিদার হয়ে আছেন বটে; কিন্তু হোমারের সৃষ্টি এখনও রয়ে গেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন। তাকে যদি কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হিসেবে কোনোদিন স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে তো তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ কবিতার যা কিছু ভিত্তিমূল সে সবে তিনিই সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ দেখিয়েছেন।...

'আমাদের এই লেখকের কাজটি (*ইলিয়াড*) এক বন্য বেহেশত্। আমরা যদি এর সম্পূর্ণ সৌন্দর্যকে কোনো সাজানো বাগান দেখার মতো করে আলাদা আলাদাভাবে দেখতে ব্যর্থ হই, তবে তা কেবল এ-কারণেই যে এর (*ইলিয়াড*) সৌন্দর্যগুলির মোট সংখ্যা অগণনীয়রকমের বেশি।'

আগেই যেমন বলেছি, ক্লাসিক্যাল পৃথিবীর শুরুই হয় হোমারের হাত ধরে। প্রাচীনকালের গ্রিকদের সামনে কোনো পবিত্র আসমানি কিতাব ছিল না, যেমন বাইবেল বা কোরান। তাদের ছিল শুধু হোমার। হোমার শুধু তাদের সাহিত্যেরই স্রষ্টা নন, তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনেরও উৎসমুখ। গ্রিক মূল ভূখণ্ড ও দ্বীপগুলি থেকে আসা কবি ও বিজ্ঞানীরা; আথেন্সের ট্র্যাজেডি ও কমেডি নাটকের নাট্যকারেরা এবং ফুলদানির চিত্রশিল্পীরা; সিসিলির বাগ্মীপুরুষ ও মন্দির-নির্মাতারা; সব শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও দর্শনের নানা ধারা ও উপধারার দার্শনিকেরা—এই নানা পেশার, নানা-চরিত্রের নানান মানুষেরা সবাই দেখা যেত স্রেফ একটি বিষয়েরই স্বচ্ছ জ্ঞান রাখে: হোমার। প্রকৃত অর্থেই সে যুগে ভূমধ্যসাগরের সবদিক বেড় দিয়ে—পশ্চিমে মার্সেই থেকে উত্তর-আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত আর পুবে কৃষ্ণ সাগর, এই বিস্তৃত এলাকার ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন সব সংস্কৃতি আর ভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গাটাতে—হোমারই ছিলেন একমাত্র আঠা, তিনিই ধরে রেখেছিলেন এর পুরোটাকে, যাকে আমরা আজ প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা নামে জানি। খ্রিস্টের

জন্মের পরে, প্রথম শতকে, রোমান ইতিহাসবিদ কুইন্টিলিয়ান (Quintilian) হোমারকে তুলনা করলেন ওশেনাস নদীর সঙ্গে (যে ওশেনাসের কথা আমরা পড়ব *ইলিয়াড*-এ), যে নদী প্রাচীনকালের মানুষদের বিশ্বাস করা সমতল ও ডিস্ক-সদৃশ এক পৃথিবীকে বেড় দিয়ে রেখেছে এর সবপাশে। সবকিছুই তখন হোমার থেকে প্রবাহিত হতো, আবার হোমারেই ফিরে যেত। এই একই কথা, রূপক অর্থে, আমাদের আজকের পৃথিবীর সংস্কৃতি-সমাজ-রাজনীতির জন্যও প্রযোজ্য।[২৫]

হোমার ও তার কীর্তি: সারসংক্ষেপ

যে সমস্ত পাঠকের এত দীর্ঘ ভূমিকা পড়ার মতো সময় ও ধৈর্য নেই, তাদের জন্য এ-অংশে থাকছে হোমার ও তার সৃষ্টি বিষয়ক এই ভূমিকাটির সংক্ষিপ্ত এক রূপ। অন্য সব পাঠকের জন্যও মূল 'ভূমিকা'র বিশদ অংশগুলোয় প্রবেশের আগে এই অংশটি সারসংক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে।

হোমার (Homeros) প্রাচীন গ্রিসের দুই সর্বপ্রাচীন মহাকাব্যের কথিত স্রষ্টা—*ইলিয়াড* ও *অডিসি*। গ্রিকরা নিজেরাও চিরকালই সন্দিহান ছিল যে হোমার নামের কেউ আদতেই ছিলেন কিনা এবং থাকলেও তিনি কোন সময়কালের, তা নিয়ে। এই সব সন্দেহের সাগর পেরিয়ে এখন বরং সাধারণভাবে এটাই বিশ্বাস করা হয় যে, যদি হোমার নামে বাস্তবে কেউ থেকেও থাকেন, তবু তিনি আমাদের হাতে আছে যে *ইলিয়াড* ও *অডিসি*, সে দুটোর সাজানো-গোছানো এবং সম্পাদনার চেয়ে বেশি কাজ বোধহয় করেননি।

১৯৩০ সালে আমেরিকান গবেষক মিলম্যান প্যারি ও আলবার্ট বি লর্ড বলকান অঞ্চলের চারণকবিদের কাব্যের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করে আমাদের জানালেন যে, হোমারের কাব্যগুলি বাচনিক কবিতারই (oral poetry) ঐতিহ্য ধারণ করে আছে, যে ঐতিহ্য অনুযায়ী চারণকবিরা বা সুরকাররা (rhapsodes) দীর্ঘ কাব্যের সুদীর্ঘ সব অংশ মুখস্থ করে রাখতেন এবং স্মৃতি থেকে তা পাঠ করতেন জড়ো হওয়া বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে কিংবা রাজা ও গোত্রপতিদের দরবারে। এই যুগান্তকারী তত্ত্ব মেনে নিলে এটাও মানতে হয় যে খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ১১০০ সালের মধ্যে সংঘটিত ট্রোজান যুদ্ধ বিষয়ক এক কাব্য মানুষের মুখে মুখে, বংশ থেকে বংশ পরম্পরায় এমনিতেই জারি ছিল, যা পরে হয়তো হোমার নামের অত্যন্ত মেধাবী ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা-চিন্তায় সমৃদ্ধ একজন মানুষ খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে সপ্তম শতকের কোনো এক সময়ে সার্বিক সংগ্রহ, সম্পাদনা ও পুনর্গঠনের কাজটি করেন। আমাদের *ইলিয়াড* ও *অডিসির*, যদি ব্যাপারটা মিলম্যান প্যারির তত্ত্ব মোতাবেক ঘটে থাকে, আদিতম কিছুটা গোছানো রূপ হয়তো ওটাই ছিল। সে অর্থে হোমার নামের সেই লোকই যে এর স্রষ্টা তা পরোক্ষভাবে দাবি করাই যায়। চার-পাঁচশ বছর ধরে নানা অঞ্চলের নানা চারণকবির মুখে মুখে যে মহাকাব্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা রূপে

টিকে ছিল, তার গোছানোর ও সম্পাদনার কাজটা, লিখন-প্রচলনের আগের সেই যুগে, নিঃসন্দেহে বিরাট-বিশাল এক কাজ ছিল বৈকি।

হোমেরিক কাব্যের কোনো কোনো অংশ একটা আরেকটার চেয়ে আগের বলে ধরা হয়—যেমন আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে, *ইলিয়াড* সৃষ্টি হয়েছিল আগে আর *অডিসি* পরে, কারণ *অডিসির* ভেতরে *ইলিয়াড*-এ ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার রেফারেন্স আছে, কিন্তু এর উল্টোটা সত্য নয়। গবেষকদের অভিমত, এই *ইলিয়াড*-এর কোনো কোনো অংশ আবার তথাকথিত ট্রোজান যুদ্ধেরও আগের সৃষ্টি (১১৮৪ খ্রিস্টপূর্ব সনকে ধরা হয় ট্রোজান যুদ্ধের বছর হিসেবে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখন আবার দাবি করছেন যে ট্রোজান যুদ্ধ ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ১২২০ সনে)। এরই উল্টো দিকে, গবেষকেরা এটাও মনে করেন যে এই *ইলিয়াড*-এর (এবং *অডিসিরও*) কোনো কোনো অংশ আবার অনেক পরের (আগের অংশগুলির তুলনায় প্রায় পাঁচশ বছর পরের) সৃষ্টি। হোমার এই কালিক বিচারে আগের ও পরের, নানা কালপর্বের, মুখে মুখে নির্মিত দুই দীর্ঘ কবিতার নানা অংশকে একত্রে গাথলেন খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সনের কাছাকাছি গিয়ে। এখন যা কিছু আমরা হোমারের সৃষ্টি বলে জানি, তার সবই গ্রিক ভাষার আয়োনিক (Ionic) ডায়ালেক্টের (dialect; ভাষার আঞ্চলিক রূপ) এক প্রাচীন রূপ দিয়ে গড়া। এখন যা পশ্চিম তুরস্ক, সে অঞ্চলেই চল ছিল গ্রিক ভাষার এই আয়োনিক আঞ্চলিক রূপের। সে কারণে গবেষকদের অভিমত, হোমার গ্রিসের মূল ভূখণ্ডের লোক নন, তিনি এশিয়া মাইনরের (তুরস্ক ছিল যার অংশ) কেউ ছিলেন।

গ্রিসের সাতটি শহর—মূল ভূখণ্ডের এবং একই সঙ্গে ঈজিয়ান সাগরের কিছু দ্বীপ—হোমারের জন্মস্থানের দাবিদার। প্রথাগত বিশ্বাস এটাই যে, হোমার অন্ধ ছিলেন। এই ধারণার পেছনে আছে তথাকথিত 'হোমেরিক স্তোত্রগীত' (Homeric Hymns)-এর একটি অংশ। জেনে রাখা ভালো, 'হোমেরিক স্তোত্রগীত' তেত্রিশটি কবিতার এক সংকলন যেখানে এক অন্ধ কবি বন্দনা জানাচ্ছেন গ্রিক দেবদেবীদের উদ্দেশে। একথা সত্যি যে, সে যুগের অনেক চারণকবি ও গীতিকার বাস্তবেই অন্ধ ছিলেন। অন্ধ মানুষদের হয়তো পেশাই ছিল বীণা বাজাতে বাজাতে গান শুনিয়ে ভিক্ষা করা, আর তাদের সে গানই ছিল আমাদের আজকের এই *ইলিয়াড* বা *অডিসি*।

ইলিয়াড ও *অডিসি* মহাকাব্যদুটো যার যার মতো করে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তারা দুটো মিলে আবার একসঙ্গে একটা ইউনিটের মতো। তারপরও বিষয়বস্তু ও টোনের দিক থেকে এ দুই মহাকাব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন চারিত্রের। *ইলিয়াড*-এর বিষয়বস্তু ট্রোজান যুদ্ধ নয়, বরং এটা ট্রোজান যুদ্ধের শেষদিকের মাত্র পঞ্চাশ দিনের এক কাহিনী, যা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তার আগের দশ বছরে ঘটে যাওয়া ট্রোজান যুদ্ধের নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন কখনও কখনও। ট্রোজান যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আনুমানিক ১১৮৪ খ্রিস্টপূর্ব সালে, আর—আগেই যেমন বলেছি—*ইলিয়াড* একত্রে গাথা হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ বা ৬০০ সালের দিকে। ট্রোজান যুদ্ধের দুটি পক্ষ ছিল: একদিকে গ্রিকরা, অন্যদিকে ট্রোজানবাহিনী ও তাদের মিত্রেরা, আর এর ঘটনাস্থল ছিল ট্রোয়াড অঞ্চল (ট্রয় শহরের আশেপাশের

অঞ্চলকে বলা হয় ট্রোয়াড; অবস্থান তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমে, আনাতোলিয়ায়)। প্রসঙ্গত ট্রয়ের অধিবাসীদেরকে বলা হতো ট্রোজান। গ্রিক-ট্রোজান এই দশ বছরব্যাপী যুদ্ধের পেছনের পোশাকি কারণ ছিল ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিস কর্তৃক গ্রিসের স্পার্টার রানি হেলেনের অপহরণ। হেলেন ছিল স্পার্টার রাজা মেনেলাসের স্ত্রী, আর মেনেলাস ছিল মাইসিনির রাজা আগামেমননের ছোট ভাই। রানির অপহরণে অপমানিত, ক্ষুব্ধ গ্রিকরা তাদের এই রানিকে দেশে ফিরিয়ে আনতে এবং ট্রোজানদের এই ঘৃণ্য কাজের উচিত শিক্ষাটি দিতে প্রায় বারোশত জাহাজ নিয়ে জড়ো হলো ট্রয়ের উপকূলে, ট্রয় নগর গুঁড়িয়ে দেবার উচ্চাকাঙ্খা বুকে পুষে। প্রতিশোধপরায়ণ এই বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ আগামেমনন, আর অ্যাকিলিস তাদের সেরা যোদ্ধা।

ইলিয়াড-এর কাহিনী গ্রিক বনাম ট্রোজানবাহিনীর মধ্যেকার সংগ্রামের চাইতে অনেক বেশি গ্রিক বীর অ্যাকিলিসের দুই পর্বের দুই ক্রোধ দিয়ে গড়া: প্রথমে সে ক্রোধান্বিত তারই রাজা আগামেমননের প্রতি, আর পরে সে ক্রোধে ফুঁসছে সেরা ট্রোজান যোদ্ধা হেক্টরের ওপরে, কারণ হেক্টর তার প্রিয়তম বন্ধু প্যাট্রোক্লাসকে খুন করেছে। ট্রোজান যুদ্ধকে পশ্চাৎপটে রেখে *ইলিয়াড* তাই যতটা না জাতিতে জাতিতে এক যুদ্ধের গাথা, তার চেয়ে বেশি এর কয়েকটি প্রধান চরিত্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিবরণ। আর যদিও যুদ্ধ এ মহাকাব্যের সবথেকে বেশি অংশ জুড়ে আছে, তবু এতে যুদ্ধের রক্তপাত ও নৃশংসতার বাইরে গিয়ে রয়েছে নিজস্ব এক উচ্চাঙ্গের টোন, এক অভিজাত, পরিশীলিত, মার্জিত চেহারা, যা সাক্ষ্য দেয় গ্রিক সভ্যতার ক্লাসিক্যাল যুগ পূর্ববর্তী ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের রুচি-পছন্দেরই। এ মহাকাব্যের ইতি ঘটে অ্যাকিলিসের হাতে ট্রোজান হেক্টরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। আমরা দেখি অ্যাকিলিস হেক্টরের মরদেহ পুরো ট্রোজান জাতির সামনে দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে গ্রিক শিবিরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যে মরদেহ শেষে সে ফেরত দেবে হেক্টরের পিতা প্রায়ামের কাছে। *ইলিয়াডেই* আমরা জানতে পারি যে, অল্প কদিনের মধ্যেই অ্যাকিলিসেরও মৃত্যু ঘটবে, ট্রয় নগরের পতন হবে ইত্যাদি, কিন্তু *ইলিয়াড*-এ সেসবের কিছুই নেই, নেই বিখ্যাত 'ট্রোজান ঘোড়া'র প্রসঙ্গও। *ইলিয়াড* সে-সবকিছুর পূর্বসংকেত রেখে শেষ হয় হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিবরণ রেখে।

ইলিয়াড-এর ঘটনা পরম্পরা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার নিখুঁত বিবরণ নয় নিশ্চয়ই। গবেষকদের অভিমত, ট্রোজান যুদ্ধের মতো কোনো যুদ্ধ আসলেই সংঘটিত হয়েছিল একদিন; কিন্তু হেলেন নামের এক নারী তার পেছনের কারণ ছিল কি না, বা সেই যুদ্ধটি দুই ভিন্ন জাতির লোকদের মধ্যে (গ্রিকরা বনাম এশিয়া মাইনরের ট্রোজানরা) ঘটেছিল কি-না, সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারছেন না। ইতিহাসবেত্তাদের অবশ্য বিশ্বাস, এ-যুদ্ধ দুই ভিন্ন জাতির মধ্যে ঘটেনি, ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে প্রথমদিককার গ্রিকদের (যাদের আমরা মাইসিনিয়ান গ্রিক নামে চিনি) দুই দলের মধ্যে; আর সে যুদ্ধের কারণ ছিল কোনো নারী নয়, বরং কৃষ্ণ সাগর অভিমুখে প্রবাহিত সংকীর্ণ পানিপথের (যার নাম হেলেসপন্ট) নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব লাভের বিষয়টা।

ইতিহাসবেত্তাদের এসব অভিমতের পেছনেও জোরালো কোনো ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ যে রয়েছে, তেমন নয়। এই ইতিহাসবেত্তারাই বর্তমানে চালু ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত ও পোক্ত করেছেন যে, ট্রোজান যুদ্ধ যতটা না ছিল এক নারীর অপহরণ বিষয়ক আপাত হাস্যকর এক কারণের ওপর দাঁড়ানো কোনো ঘটনা, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ঐ অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রিকদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

অন্য মহাকাব্য *অডিসি*-র প্রসঙ্গে বলতে হয়, কবি এই বাচনিক কবিতাটি (oral poem) জড়ো করে একত্রে গাঁথেন *ইলিয়াড* গাঁথা হয়ে যাওয়ার অনেক পরে। এই অনুমানের পেছনে দুটি শক্ত কারণ আছে: এক. আগেই যেমন বলেছি, *অডিসি*-তে রয়েছে *ইলিয়াডে*র নানা ঘটনার উল্লেখ, আর এতে বলাই আছে যে, এখানে *ইলিয়াড*-এর অন্যতম নায়ক অডিসিয়ুস বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ট্রোজান যুদ্ধের শেষে; দুই. *অডিসি*তে কবির ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সম্বন্ধে অনেক বেশি জানাশোনা স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। গ্রিকদের এ-অঞ্চল সম্বন্ধে এতটা প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ হয় খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে গ্রিকরা ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে নানা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং দ্বীপ ও রাজ্যগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের পরেই। অন্য কথায়, *অডিসি*-তে এ অঞ্চল বিষয়ক যে বিশদ জ্ঞানের দেখা মেলে, তা অষ্টম শতকে গ্রিক সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটার আগে কবিরও পক্ষে লাভ করা সম্ভব ছিল না। অতএব মানুষের মুখে মুখে *ইলিয়াড* সৃষ্টি হতে থাকার শুরু যেখানে খ্রিস্টপূর্ব বারোশত সালের দিকে, সেখানে *অডিসি*রটা অষ্টম শতকের কিছু আগে পরে।

অডিসি ট্রোজানযুদ্ধ শেষে গ্রিক বীর অডিসিয়ুসের ট্রয় থেকে বাড়ি ইথাকায় ফেরার এক দশ বছরব্যাপী দীর্ঘ সংগ্রামের অ্যাডভেঞ্চারমূলক উপাখ্যান। সমুদ্রপথে তার এই দশ বছরের বিপদসংকুল সফর তাকে নিয়ে যায় দূর পশ্চিমের হেসপিরিদেস (সম্ভবত এখনকার জিব্রাল্টার) থেকে শুরু করে এমনকি মৃত্যুর পরের জগতেও, যেখানে তার সঙ্গে দেখা হয় অনেক মৃত বন্ধুর আত্মার, যেমন অ্যাকিলিসের। শেষমেশ অডিসিয়ুস ঘরে ফেরে, তার ঘর গ্রিসের পশ্চিম উপকূলের ইথাকা; এবং সে তার অবর্তমানে তার স্ত্রী পেনেলোপিকে বিশ বছর ধরে উত্যক্ত করতে থাকা প্রেমপ্রত্যাশীদেরকে একে একে হত্যা করে স্ত্রী পেনেলোপি ও পুত্র টেলেমেকাসের সঙ্গে একত্রিত হয়।

ইলিয়াড একটি ট্র্যাজেডি (বিশ্বসাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি) আর অডিসি—তার সুখে ভরা সমাপ্তির মধ্য দিয়ে—এক অ্যাডভেঞ্চার গাথাভিত্তিক বা রূপকথাসুলভ কমেডি। গ্রিকরা এই *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র পাশাপাশি আরও কিছু কাজকে দাবি করেছেন হোমার বা হোমেরিদে-র (Homeridae—হোমার সম্প্রদায়; আক্ষরিক অর্থে 'হোমারের পুত্রেরা') সৃষ্টি হিসেবে। এর মধ্যে আছে 'ট্রোজান মহাকাব্য চক্র' (Trojan Epic Cycle) যা গঠিত মোট আটটি (মতান্তরে বারোটি) মহাকাব্য নিয়ে। এই আটটিরই দুটি হচ্ছে টিকে থাকা এপিক—*ইলিয়াড* ও *অডিসি*; যেখানে অন্য ছয়টি টিকে আছে স্রেফ সামান্য কিছু খণ্ডাংশের ওপর ভিত্তি করে। ওই ছয়টির বিষয়বস্তু *ইলিয়াড*-এর আগের ও পরের ট্রোজান যুদ্ধের

নান্না কাহিনী, নানা ঘটনা, যেগুলি *ইলিয়াড*-এ স্থান পায়নি। হোমারের সৃষ্টি হিসেবে আরও ধরা হয় *Homeric Hymns*-কে (হোমারের স্তোত্রগীতি) যার কথা আগেই বলেছি, এবং সেইসঙ্গে তিনটি প্যারোডিকে: 'The Margites'; 'The Cercopes' (অর্থাৎ Monkey-Man বা বাঁদর-মানুষ); এবং 'The Batrachomyomachia' (Battle of the Frogs & Mice; ব্যাঙ ও ইদুঁরের যুদ্ধ)। এই তিন প্যারোডির প্রথম দুটির স্রেফ সংক্ষিপ্ত কিছু খণ্ড টিকে আছে। এ সবকিছুই, হোমারবিদদের অভিমত, হোমার *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-কে তাদের বর্তমান রূপ দেবার অনেক পরের কাজ। এগুলির সৃষ্টির কাল হিসেবে ধরা হয়ে থাকে সপ্তম থেকে পঞ্চম খ্রিস্টপূর্ব শতককে, অর্থাৎ এ দুইশ বছরের মাঝের কোনো এক কালকে।

একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, হোমারের কাব্যগুলি, তাদের অন্তর্গত অভিঘাত ও অবস্থানের দিক থেকে, গ্রিকদের কাছে ছিল বাইবেল বা কোরানের মতো। এই কাব্যগুলিতেই তারা খোদা বা ঈশ্বর বলে যা কিছুকে বিশ্বাস করতো তার সবকিছুর সম্মিলন আছে। বাইবেলের খোদা বা নবীদের মতোই অবস্থানে রয়েছে এই মহাকাব্য দুটির জিউস, হেরা, অ্যাথিনা, অ্যাপোলো, হারমিস ও অন্যেরা, যারা বাস করতো উত্তরপূর্ব গ্রিসের অলিম্পাস পর্বতের চূড়ায়। *ইলিয়াড* ও *অডিসি*র এভাবে প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় ধর্মগ্রন্থের স্থান নিয়ে দেবার দিকটি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। এ অর্থে, *ইলিয়াড* নামের রাজনৈতিক উপাখ্যানটির এক ধর্মতাত্ত্বিক দিকও আছে, যেমন আছে *অডিসি* নামের অ্যাডভেঞ্চারটির।

হোমার পরবর্তীকালের গ্রিক এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পকলায় বিরাট প্রভাব রাখেন। গ্রিক ও রোমান সাহিত্যিকেরা হোমারের *ইলিয়াড* ও *অডিসি*কে যে কী বিশাল সম্মানের আসনে রেখেছিলেন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাদের কেউই, একবারের জন্যও, অ্যাকিলিস-হেক্টর-অডিসিয়ুসের এই কাহিনীদুটোর কোনো পুনর্গঠন বা পুনর্লিখন করেননি, যদিও আমরা তাদেরকে হরহামেশা দেখেছি বাকি সব গ্রিক বীর ও দেবদেবীর কাহিনীগুলো নিয়ে কবিতা, নাটক বা ইতিহাসের বই লিখতে। *ইলিয়াড* ও *অডিসি*র সম্মান ও অবস্থান পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মতো এক উচ্চাসনে ছিল বলেই এ দুটোতে কখনোই হাত দেননি তারা।

খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬-৭০০ সালের দিকে (বিখ্যাত ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসের মতে হোমারের জন্মসাল খ্রিস্টপূর্ব ৮৫০) গ্রিসে প্রথম চালু হয় লিখনের। এর আগে (খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ সালের দিকে) ছিল মাইসিনিয়ান হস্তলিপি, যার নাম Linear B, কিন্তু তা ঠিক 'লিখন' (বা writing)-এ ব্যবহৃত হতো কি না এবং মাধ্যম হিসেবে লিখনের বিস্তার তখন কতটা ছিল সেসব নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিরাট দ্বিমত রয়েছে। যা হোক, ৭৭৬-৭০০ সালের দিকে ফিনিশিয়ান বর্ণমালার এক আদি রূপ আসে, এবং গবেষকদের বিশ্বাস যে এ সময়েই শুরু হয়ে যায় হোমারের এই স্মৃতিনির্ভর মহাকাব্যদুটির প্যাপিরাস কাগজে লিখে ফেলা। পরে খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালের দিকে আলেকজান্দ্রিয়ান টেক্সটে

(Alexandrian Vulgate) লিখে ফেলা হলো এ দুই মহাকাব্য। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারিকেরা অনেক গবেষণা ও যাচাই-বাছাইয়ের পরে দাঁড় করালেন এ দুই মহাকাব্যের নতুন দুটি রূপ যেগুলি আমাদের হাতে থাকা বর্তমান *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র খুবই কাছাকাছি কিছু। ঠিক এ-সময়েই এ দুই মহাকাব্য বিন্যস্ত হলো চব্বিশটি করে পর্বে, পর্বগুলির শিরোনাম হিসেবে দেওয়া হলো গ্রিক বর্ণমালার এক একটি করে বর্ণ। জেনোডোটাস, আরিস্তোফানেস ও অ্যারিস্টারকাস নামের তিন আলেকজান্দ্রিয়ান হোমারবিদ শুধু যে মহাকাব্যদুটোর আধুনিক রূপটা দিলেন এবং মিশরের প্যাপিরাসে তাদেরকে লিপিবদ্ধ করলেন, তা-ই নয়; সেইসঙ্গে তারা তাদের পৃষ্ঠাগুলোর মার্জিনে লিখে রাখলেন অমূল্য সব টীকা, ভাষ্য, ব্যাখ্যা, বিবৃতি, যাদেরকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় scholia (স্কলাইয়া)। এসব স্কলাইয়ার মধ্যে অ্যারিস্টারকাসের লেখা স্কলাইয়াগুলির বড় অংশ আজও টিকে আছে। অ্যারিস্টারকাস আরও একটি বড় কাজ করেন: তিনি দু মহাকাব্য থেকেই বেশ কিছু পঙ্ক্তি ঝেড়ে ফেলে দেন সেগুলো হোমার-উত্তর কালের চারণকবি বা রাজকবিদের যার যার স্বার্থসংশ্লিষ্ট সংযোজন ছিল, এই সিদ্ধান্তে এসে। এ-সময় থেকেই (খ্রিস্টপূর্ব ২২০ থেকে ১৫০ সাল) *ইলিয়াড*-এর লাইন সংখ্যা ১৫,৬৯৩ এবং অডিসি-র ১২,১০৬।

অ্যারিস্টারকাসের এই বিশাল কাজটির প্রায় বারো শ বছর পরে (৯৫০ খ্রিস্টাব্দে) তৈরি হলো *ইলিয়াড*-এর সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ভেনেটাস-এ (Venetus A)। অ্যারিস্টারকাস ও আলেকজান্দ্রিয়ার গবেষকদের স্কলাইয়াগুলি, আগেই যেমন বলেছি, পুরোপুরি আমাদের হস্তগত হয়নি কোনোদিন। এদের বদলে আমাদের হাতে ভেনেটাস-এ-ই আছে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি হিসেবে। ১৭৮৮ সালে ফরাসি গবেষক ভিলোইসঁ প্রথমবারের মতো লোকচক্ষুর অন্তরালের এই ভেনেটাস-এ পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করলেন, আর সেইসঙ্গে শুরু হয়ে গেল আধুনিক হোমার-গবেষণার যুগ।

এর মাত্র সাত বছরের মাথায় জার্মান পণ্ডিত ফ্রেডেরিখ অগাস্ট উলফ্ লিখলেন তার *Prolegomena ad Homerum* ('হোমারে প্রবেশিকা') এবং আধুনিক যুগে প্রথমবারের মতো উসকে দিলেন হোমেরিক কোশ্চেনগুলি: কে হোমার? মানুষের মুখে মুখে, স্মৃতির ওপর ভর করে টিকে থাকা এ দুই দীর্ঘ মহাকাব্যের লিখিত টেক্সট কতোটা মূলানুগ আর কতোটা শিক্ষিত মানুষদের রুচিবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত? আদি হোমারের আদি মহাকাব্যদুটি কি ভেনেটাস-এ পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মেলে বা মিলতে পারে, যেখানে প্রথমটার স্রষ্টা ভিক্ষা করে বেড়ানো চারণকবিরা, আর দ্বিতীয়টার আলেকজান্দ্রিয়ান শিক্ষিত গবেষকেরা? উলফ্-এর গবেষণা-উদ্ভূত এই বিতর্ক থেকেই জন্ম হলো দুই ভিন্নধারার হোমারবিদদের: একদিকে অ্যানালিস্টরা (Analyst) যারা বলেন, এ দুই মহাকাব্য কোনো একক মানুষের কাজ নয়, হোমার নামের মানুষটি স্রেফ মিথ বা চারণকবিতার ঐতিহ্যেরই প্রতীকী এক নাম; অন্যদিকে ইউনিটারিয়ানরা (Unitarian) যাদের মতে এ-দুই মহাকাব্য দীর্ঘ শতাব্দীর বাচনিক গাথার কংকালের ওপর দাঁড়ানো

অবশ্যই, কিন্তু সেই কংকালদুটোকে একজন মানুষের একটা মাথাই এর বর্তমান রূপটি দিয়েছে, অর্থাৎ এ মহাকাব্যদুটোর ভেতরকার সংহতি, রেফারেন্স, ক্রস-রেফারেন্স, শব্দচয়ন, প্রকরণশৈলী এতোখানিই একত্র আসঞ্জনশীল (coherent) যে এরা একের অধিক কবির সৃষ্টি, এমনটা হওয়া সম্ভবই নয়।

উলফের বিতর্কের পঁচাত্তর বছর পরে, ১৮৭০ সালে, ধনাঢ্য জার্মান ব্যবসায়ী হেইনরিখ শ্লিয়েমান আধুনিক তুরস্কের ঈজিয়ান সাগর উপকূলের হিসারলিকে 'ট্রয় প্রোজেক্ট' নামের বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু করলেন। তার বারো বছর খননের পরে বিশ্ববাসী সাক্ষাৎ পেল অনেকগুলি ট্রয় নগরীর এবং রাজা প্রায়ামের অনেক সম্পদের। তবে শ্লিয়েমানের খননের এই উপসংহার নিয়ে বিতর্ক আজও আছে।

মধ্যযুগে যখন ছাপাখানার উদ্ভাবন হলো তখন হোমারের মহাকাব্যদুটিই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে একেবারে প্রথমদিককার ছাপা হওয়া কয়েকটি বইয়ের অন্যতম। ১৪৮৮ সালে ইতালিতে, গ্রিকভাষায়, প্রথম বের হলো ছাপার অক্ষরে হোমার। আর ১৯০২ সালে এসে, আরও আধুনিক গবেষণা উপাদানের সুযোগ সুবিধা নিয়ে, প্রতিষ্ঠিত হলো *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র চূড়ান্ততম গ্রিক পাণ্ডুলিপি, যার নাম হয়ে গেল 'অক্সফোর্ড ক্লাসিক্যাল টেক্সট'। ডি. বি. মনরো ও টি. ডব্লু. অ্যালেনের দাঁড় করানো এই টেক্সটটিই অধিকাংশ ইংরেজি অনুবাদের মতো আমাদের হাতের এই বাংলা অনুবাদেরও ভিত্তি।

বিংশ শতাব্দীতেই, 'অক্সফোর্ড ক্লাসিক্যাল গ্রিক টেক্সট' প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি, ঘটল হোমার গবেষণায় আরেকটি বড় ঘটনা। ১৯৩৩-১৯৩৫ সালে আমেরিকান গবেষক মিলম্যান প্যারি ও অ্যালবার্ট বি. লর্ড অধুনালুপ্ত যুগোশ্লাভিয়ার চারণকবিদের ওপরে গবেষণার পরে জানালেন যে, হোমারের কবিতা চারিত্রে মৌখিক বা বাচনিক কবিতা (oral poetry), এবং সেইসঙ্গে চারণকবিরা কীভাবে তাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে থাকা ফরমুলা বা গৎবাঁধা শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য নিয়ে এসব কবিতা আবৃত্তি করে থাকেন তা-ও দেখালেন এরা দুজন।

১৫৯৮ সালে জর্জ চ্যাপম্যান প্রথম ইংরেজিতে *ইলিয়াড* অনুবাদ করার পরে আজ পর্যন্ত এর প্রায় ৩১৫টি অনুবাদ হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। হোমারের দুটি মহাকাব্যেরই কাব্যানুবাদ করেছেন দার্শনিক টমাস হবস্ থেকে নিয়ে আলেকজান্ডার পোপ, এ. টি. মারে থেকে বর্তমানকালের রবার্ট ফ্যাগলস্ পর্যন্ত অনেকেই। আর এর গদ্য অনুবাদও হয়েছে বেশ কটা, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ল্যাঙ-লিফ-মায়ার্স (Andrew Lang, Walter Leaf, Ernest Myers), স্যামুয়েল বাটলার ও ই. ভি. রিউয়েরটি। মূলের প্রতি বিশ্বস্ততার নিরিখে আজ পর্যন্ত তালিকার সবচেয়ে উপরে আছে তিন ইংরেজি অনুবাদ, তিনটিই কাব্যেঃ এ. টি. মারে, রিচমন্ড ল্যাটিমোর ও অ্যান্থনি ভেরিটি। 'অক্সফোর্ড ক্লাসিক্যাল গ্রিক টেক্সট'-এর পাশাপাশি এ তিনটি আক্ষরিক অনুবাদকেই অনুসরণ করা হয়েছে *ইলিয়াড*-এর এই বাংলা অনুবাদে।

ইলিয়াড পাঠের আনন্দ লাভের পূর্বশর্ত

ইলিয়াড এক বিকল্প পৃথিবী। এক সম্পূর্ণ পৃথিবী সেটা—মানুষ, দেবদেবী, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার, জাতিরাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মানুষের অভিলাষ ও দেবতাদের পরিকল্পনা, এ সবকিছু নিয়ে নিজেই এক সম্পূর্ণ আকার-আয়তন-চেতনা বিশিষ্ট জগত এই *ইলিয়াড*। আর সে জগতটি, কালিক দূরত্বের বিচারে, আমাদেরটার তিন হাজার বছর আগের এক জগত বলেই আমাদের কাছে তা আরও বেশি হতবুদ্ধিকর। *ইলিয়াড*-এর অনেক প্রশ্ন আছে যার উত্তর হোমারের সময়ের মানুষদের জানা ছিল অবশ্যই, কিন্তু আমাদের জানা নেই, থাকা সম্ভবও নয়। যেমনঃ মানুষের পৃথিবীতে দেবতারা কী করছিল? এত নগর-রাষ্ট্রের এতো এতো যোদ্ধাবাহিনী কেন ট্রয়ে গিয়েছিল রাজা আগামেমননের এক পারিবারিক প্রতিহিংসার সমর্থনদাতা ও সঙ্গী হতে? ট্রোজান যুবরাজ প্যারিসের হেলেন অপহরণ পর্বের আবার কোনো পৌরাণিক ভিত্তি থাকে কী করে? কীভাবে সম্ভব যে নশ্বর অ্যাকিলিসের মা এক অবিনশ্বর দেবী? কোথায় পুরাণের শেষ আর নশ্বর মানুষের বাস্তবতার শুরু? কী করে বুঝব যে হোমার কখন, কোথায় কৌতুকচ্ছলে কথা বলছেন, যদি আমরা না-ই জানি যে তিনি কি বন্য-বর্বর-অশিক্ষিত ছিলেন নাকি ছিলেন দুঃখবাদী এক সাধুপুরুষ? বীরদের সেই যুগে অ্যাকিলিসের হঠাৎ 'বীরের ধর্ম'কে প্রশ্ন করে বসার, নশ্বরতার সাপেক্ষে মানুষের বীরত্বের অর্থহীনতার মর্মটি তুলে ধরার কী অর্থ হয়?

হোমারের মানুষদের অচেনা মনোজগত আর তাতে দেবদেবী ও পুরাণের এরকম মিলেমিশে থাকার ব্যাপারটি ইতিহাস-সময়-ভূগোল ও সাহিত্যের কালগত দূরত্বের নিরিখে আমাদের কাছে এরই মধ্যে অনেক জটিল ও হতবুদ্ধিকর এক *ইলিয়াড*কে যে আরও জটিল করে তোলে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতএব *ইলিয়াড* পাঠের আনন্দ নেবার জন্য *ইলিয়াড* খুলে বসে পড়লেই আমাদের চলে না, তার আগে এ মহাকাব্যের ঐতিহাসিক, কালিক ও পৌরাণিক ভিত্তিগুলি প্রসঙ্গে যথাসম্ভব জ্ঞান রাখতেই হয়। হোমারকে বোঝার স্বার্থে হোমারের সেই 'সম্পূর্ণ' পৃথিবীর পশ্চাৎপট বিষয়ক এসব জ্ঞান থাকাটা অত্যাবশ্যক। সেগুলো কিছুটা বুঝে নিলেই দেখা যায় *ইলিয়াড*-এর কোনোকিছুই আর কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ, *ইলিয়াডে* যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের ওসব রক্তাক্ত মৃত্যু আর বীরদের স্বগতোক্তিগুলোর পেছনে যে নৈতিক উভয়সংকট (moral dilemma) কাজ করে, সেই একই নৈতিক ধাঁধা আমাদের এই সময়ের পৃথিবীর মানুষদের মধ্যেও, আজও, জীবনের সর্বস্তরেই বিদ্যমান রয়ে গেছে। ভালো আজও ভালোই, আর মন্দ আজও মন্দই; সত্য ও মিথ্যার গড় রূপটার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নৈতিকতার নিখুঁত মাপকাঠিতে হোমারের পৃথিবী আমাদেরটার থেকে অনেক দূরের, অনেক অদ্ভুত এক পৃথিবী বটে সেটা। সেখানে কোনো বীর যেভাবে বীরত্ব অর্জনের জন্য মানুষ খুন করতে পারে, আমাদের আজকের আইন ও সামাজিক রীতি কাউকে সেভাবে তা করতে দেয় না। কিন্তু আমাদের

পৃথিবীতেও যুদ্ধ এখনও একটি নিয়ত সত্য হিসেবে রয়ে গেছে বলেই আমরা হোমারের 'বীরের ধর্ম' বিষয়ক নৈতিকতার বিধিমালা ওভাবে আর না মানলেও, তাকে ঠিকই চিনতে পারি। যুদ্ধের পাশাপাশি *ইলিয়াড*-এর আর বাকি যে সত্যগুলো, যেমন অনৈতিক যৌনাকাঙ্ক্ষা, প্রতিশোধপরায়ণতা, নারী ও বৃদ্ধদের করুণ অবস্থা, সবার সেরা হওয়ার নিয়ত প্রতিযোগিতা, নেতৃত্বের ভুল, গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে মানুষের প্রায়শই ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া, মানুষের ভেতরকার অহমিকা-দম্ভ-গর্ব, ইত্যাদি সবই কমবেশি আমাদের কালের মানুষদের জন্যও প্রযোজ্য থেকে গেছে। একথা বলা ভুল হবে না যে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, এই আধুনিক কালেও, বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড *ইলিয়াড* ঘটে চলেছে আজও। অর্থাৎ *ইলিয়াড*-এর তিন হাজার বছর আগেকার পৌরাণিক পৃথিবী আমাদের যতটা অচেনা, ততটাই চেনা সে পৃথিবীর মানুষদের নিত্যদিনকার কার্যকলাপ। চেনা ও অচেনার এই মিশেলের কারণেই হোমার একদিকে আমাদের কাছে অসম্ভব চিত্তাকর্ষক, অন্যদিকে তার অচেনা অংশটা এতই বড় যে, তিনি শেষ বিচারেও জটিল, কঠিন ও হতবুদ্ধিকর। আর এর সঙ্গে তো সেই পৃথিবীর বিশাল ব্যাপ্তির বিষয়টা আছেই। অসংখ্য চরিত্র *ইলিয়াড*-এ; দেবদেবী, মানুষ ও স্থানের নাম মিলে হাজারের অনেক ওপরে নাম যেখানে শুধু যুদ্ধে মারা যাওয়া লোকের নামই রয়েছে ২৪৩টি। আমাদের সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতার নিরিখে এ ২৪৩-ই তো অনেক বড় এক সংখ্যা, হাজারের ওপরের বিচিত্র নামের সব মানুষ ও অদ্ভুত নামের সব স্থানের কথা না হয় বাদই দিলাম।

এই 'অচেনা' জগতের 'বিশাল ব্যাপ্তি' সংক্রান্ত সমস্যাটির সঙ্গে আবার রয়েছে ভাষার সমস্যা। হোমারের ভাষা সত্যিই বড় অদ্ভুত। বলা হয়ে থাকে, হোমার পাঠ করা সহজ, কিন্তু সেটা এ-কারণেই যে তার *ইলিয়াড*-এ একই কথাগুলির, একই দীর্ঘ প্যারাগ্রাফগুলির পুনরাবৃত্তি আছে বহুবার। অর্থাৎ ভাষার কারণে হোমার পাঠ সহজ এমন দাবি কেউ করেননি কোনোদিন। মূল হোমারে গড়ে প্রতি নয় লাইন পরপর দেখা গেছে একেকটি শব্দ এসেছে যে শব্দগুলো পরে আর আসেনি কখনোই—না হোমারে, না পরবর্তীকালের কোনো গ্রিক লেখায়। আর তার ওপর আছে জটিল এক ছন্দ যার নাম 'dactylic hexameter'। এই ছন্দের নিয়মানুযায়ী তার প্রতিটি পঙ্‌ক্তির আছে ছয়টি করে ভাগ, যার প্রতি ভাগে আবার তিন সিলেবল—একটি বড় ও দুটি ছোট। 'ড্যাকটাইলিক' এসেছে গ্রিক শব্দ daktylos থেকে যার অর্থ আঙুল, আর আঙুলের যেমন আছে কর বা জোড়া, এ ছন্দেরও তেমন—একটি বড় জোড়া, দুটি ছোট জোড়া। প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে আঙুলসদৃশ এই ছয় ইউনিটের শেষের জোড়াটি আবার সবসময়েই বড়-বড়, কারণ সম্ভবত এটাই যে কবি পংক্তির শেষটা চারিয়ে অনুভব করতে চাইতেন।

জটিল সব কথাবার্তা! পাঠকদের শুধু এটুকু জানলেও চলবে যে, গ্রিক ভাষা প্রকৃতিগতভাবেই 'iambic' (দ্বিমাত্রিক পর্বের, যার প্রথম অক্ষর ছোট ও ঝোঁকহীন, আর দ্বিতীয় অক্ষর বড় ও ঝোঁকপূর্ণ) যেখানে ছোট একটা স্পন্দন বা ধ্বনির পরেই থাকে বড় আরেকটা। তাই ভাবলে ধাঁধার মতো লাগে যে হোমার দ্বিমাত্রিক পর্বের ছন্দের বিপরীতে

তার এই অদ্ভুত ছয়পর্বের ছন্দ পেলেন কোথায়? হোমারের 'dactylic hexameter' গ্রিক ভাষার প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ছন্দের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলেই পাঠকের হোমার পাঠকালীন জটিলতা আরও বেড়ে যায়। আর এটাই হোমারে পাওয়া নানা বিভ্রান্তিজনক ও অদেখা, অজানা ব্যাকরণগত সমস্যার উৎসমুখ। তবে হোমারের ছন্দ ও মাত্রার এই বিশ্লেষণ, অতি অবশ্যই, এর লিখিত টেক্সটের ওপর ভিত্তি করে করা। ওরাল পোয়েট হিসেবে হোমার—যিনি তার সৃষ্টিটি করেছেন লেখনীর সাহায্য ছাড়া—নিজে নিশ্চয় কানে শুনে অনুভব করার বাইরে আর কিছু জানতেন না তার ছন্দ ও মাত্রা সম্বন্ধে।

টি. ই. লরেন্স বলেছিলেন, হোমারের গ্রিক শব্দের অর্থ নিয়ে আপনার মুক্তি মিলবে না কোনোদিনই। শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে শৃঙ্খল ও মুক্তির এই রূপকার্থবাহী কথাটা তিনি বলেছিলেন এ-কারণেই যে, এ মহাজটিল হোমারই আবার তার সৃষ্টির সৌন্দর্য ও আভিজাত্য দিয়ে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ ও বন্দী করে রাখেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, আমাদের বাধ্য করেন তার সৃষ্টির প্রতি আনুগত্য প্রকাশে।

যা-হোক, দীর্ঘ এই 'ভূমিকা' অংশের অবতারণা জটিল ছন্দ ও ভাষার হোমারের জটিল *ইলিয়াড*কে যতটা পারা যায় পাঠকবান্ধব করার স্বপ্ন মাথায় রেখেই। *ইলিয়াড* বোঝার পথে সাধারণ পাঠকের জন্য প্রাথমিক বড় বাধা যেহেতু এর পৌরাণিক ভিত্তির বিষয়টুকু, সেহেতু প্রথমে আমরা আলোচনা করব সেই পুরাণ নিয়েই।

ইলিয়াড-এর আগে ও পরে: 'ট্রোজান মহাকাব্য চক্র'

ইলিয়াড-এর মানবিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি এটুকুই যে গ্রিক জাতির লোকেরা এখানে তাদের রানি হেলেনকে অপহরণের প্রতিশোধ নিতে, কিংবা সেই অজুহাতে পার্শ্ববর্তী আনাতোলিয়ান ট্রোয়াড অঞ্চলে সাম্রাজ্য ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, দশ বছর ধরে এক যুদ্ধ চালায়, ইতিহাসে যার নাম 'ট্রোজান যুদ্ধ', যে যুদ্ধের পরিণতিতে বিলুপ্ত হয়ে যায় রাজা প্রায়ামের প্রাচীন এ শহরটি, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পুরো একটি জাতি (যাদের জাতিগত নাম ছিল 'ট্রোজান')। আর এর পৌরাণিক (mythical) ভিত্তি আমাদের কাছে আবার একই ঘটনার ব্যাখ্যা খাড়া করে গ্রিক পুরাণের আলোকে—দেবদেবীদের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণ ও এই যুদ্ধ-পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের নিরিখে।

ট্রোজান যুদ্ধের পুরো গল্পটি, আগেই বলেছি, ইলিয়াড-এ নেই। *ইলিয়াড* দশ বছরব্যাপী যুদ্ধের শেষদিকের মাত্র পঞ্চাশ দিনের এক আখ্যান, এবং অ্যাকিলিসের মৃত্যু, ট্রয়ের পতন, গ্রিকদের চূড়ান্ত বিজয় বা বিখ্যাত 'ট্রোজান হর্স'—সবই *ইলিয়াড*-এ অনুপস্থিত। পুরো গল্পটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জানতে, সেইসঙ্গে ট্রোজান যুদ্ধের শেষে অন্যদের ভাগ্যে কী কী ঘটেছিল তা বুঝতে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে আটটি (মতান্তরে বারোটি) মহাকাব্যিক আখ্যানের কাছে, যেগুলোর সম্মিলিত নাম 'ট্রোজান মহাকাব্য চক্র'

(Trojan Epic Cycle)। হোমারের *ইলিয়াড* ও *অডিসি* এই আট বা বারোটি মহাকাব্যেরই দুটি। গবেষকদের অনুমান, এই 'মহাকাব্য চক্র' গাথা হয় খ্রিস্টপূর্ব আট শ থেকে ছয় শ শতকের দিকে, অর্থাৎ মোটামুটি হোমারের জীবনকালেই বা তার কিছু পরে। *ইলিয়াড* ও *অডিসি* ছাড়া এই চক্রের বাকি মহাকাব্যগুলি হয় নিখোঁজ, না হয় টিকে আছে সামান্য কিছু খণ্ডাংশে। প্রোক্লাস (Proclus) নামের এক ব্যক্তি এগুলো একত্রে জড়ো করেন। বর্তমান গবেষকদের ধারণা, এই প্রোক্লাস ছিল দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের রোমান সম্রাট মারকাস অরেলিয়াসের শিক্ষক ও এক নামকরা ব্যাকরণবিদ। হতে পারে *ইলিয়াড* ও *অডিসির* মধ্যে হোমার ট্রোজান যুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ক যে বীজ বুনে রেখে গিয়েছিলেন তা-ই পরে ডালপালা ছড়িয়েছে এই মহাকাব্য চক্রের বাকিগুলিতে, আর তাই আমরা এতে পরিষ্কারভাবে পাই ট্রোজান যুদ্ধের কারণের কথা, জানতে পারি যে মূল যুদ্ধের আগে গ্রিকরা ট্রয় দখলের আরেকটা ব্যর্থ চেষ্টাও করেছিল, এবং আরও জানি কীভাবে, কার বুদ্ধিতে তৈরি হয়েছিল ট্রয়ের ঘোড়া আর কীভাবে তা ইতি টেনেছিল এই যুদ্ধের। নীচে থাকল এই চক্রের মহাকাব্যগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

সিপ্রিয়া (The Cypria)

ট্রোজান মহাকাব্য চক্রের প্রথমটি *সিপ্রিয়া*, যাতে রয়েছে ট্রোজান যুদ্ধের আগের সব গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী এবং *ইলিয়াড* শুরু হওয়ার আগের নয় বছরের যুদ্ধের কথা। *সিপ্রিয়া*-র শুরুতেই, প্রোক্লাসের সারসংক্ষেপ থেকে, আমরা জানতে পারি যে দেবরাজ জিউস—এক অজ্ঞাত কারণে—মনস্থির করেছে যে সে ট্রোজান যুদ্ধ বাধাবে। এ উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই জিউস নশ্বর রাজা পেলিউস ও সমুদ্রদেবী থেটিসের বিয়েতে পাঠাল দ্বন্দ্ব-কলহের দেবী এরিসকে (Eris)। এই পেলিউস ও থেটিসই পরে জন্ম দেবে গ্রিক বীর অ্যাকিলিসের। তাদের এই বিয়ের অনুষ্ঠানে ঝামেলা বাধিয়ে দিল এরিস। সে একটা বিতর্ক উসকে দিল ভয়ংকর এক বিষয় নিয়ে: দেবী হেরা, দেবী অ্যাথিনা ও দেবী আফ্রোদিতির মধ্যে কে সবচেয়ে সুন্দরী? এরিস উপস্থিত অতিথিদের দিকে ছুড়ে মারল এক সোনার আপেল, যার গায়ে লেখা 'সবচেয়ে রূপসী দেবীর জন্য'। ওদিকে তিন দেবীর প্রত্যেকেই নিজেকে ভাবছে যে সে-ই শ্রেষ্ঠতম সুন্দরী, অতএব তারা নিজেদের মধ্যে মিটিয়েও নিতে পারছে না এই বিতর্ক। সেসময় জিউস তার দূত হারমিসকে পাঠাল এই তিন দেবীকে ট্রোয়াড অঞ্চলের আইডা পর্বতের ঢালে নিয়ে যেতে। ওখানেই তখন মেষ চরাচ্ছিল এক তরুণ, নাম তার প্যারিস।

সিপ্রিয়াতে বলা আছে যে এই তরুণের নাম ছিল আলেকজান্ডার, কিন্তু আমরা এখন তাকে প্যারিস নামেই চিনি। হয়তো হোমার-পরবর্তী কালের বিখ্যাত আলেকজান্ডার দি গ্রেট-এর সঙ্গে পাঠক যেন তাকে গুলিয়ে না ফেলেন, তাই তার এই নতুন নামের (প্যারিস) উদ্ভব। হোমারের মূল *ইলিয়াড*-এ অবশ্য তার নাম দেখা যায় দুটিই—প্যারিস ও

আলেকজান্ডার। যাই হোক, *সিপ্রিয়া*-তে আমাদের বলা হয় যে এই প্যারিস 'নশ্বর মানুষদের মাঝে দেখতে সবচেয়ে সুন্দর।' এবার দেবীদের অনুরোধে প্যারিস রাজি হলো তিনজনের সৌন্দর্য বিচার করে রায় দিতে যে, কে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী। এটাই আজ আমাদের কাছে পরিচিত বিখ্যাত 'প্যারিসের রায়' নামে ('Judgement of Paris')।

এই প্যারিস ছিল ট্রয়ের রাজা প্রায়াম ও রানি হেকুবার পুত্র, কিন্তু তাকে শিশু বয়সেই তার পিতা রাজপ্রাসাদ থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয় পিতা প্রায়ামের দেখা এক অমঙ্গলসূচক স্বপ্নের কারণে। প্রায়াম স্বপ্নে দেখেছিল যে, হেকুবার গর্ভে যে ছেলেটির জন্ম হয়েছে সে কোনো মানুষ নয় বরং আগুনজ্বলা সাপদের নিয়ে তৈরি এক অগ্নিমশাল, আর এই মশালের থেকে স্ফুলিঙ্গ ছুটে গিয়ে পরে ট্রয়ের নগর-দেওয়ালের চারপাশের উঁচু ঘাসে আগুন ধরে গেল এবং পুড়ে খাক হলো পুরো ট্রয়। প্রায়ামের এই দুঃস্বপ্নের সঙ্গে পরে আমরা মিল খুঁজে পাবো বাস্তবের: প্যারিসই হেলেনকে অপহরণ করে ট্রোজান যুদ্ধ বাধানোর পেছনে মূল কারণ হয়ে থাকবে এবং একদিন সত্যিই গ্রিকরা ট্রয়নগর দখল করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবে। যা হোক, প্রায়ামের এই দুঃস্বপ্নের কারণেই প্যারিসকে জঙ্গলে নির্বাসন দেওয়া হলো যাতে করে সে মারা যায়। প্রায়ামের রাখাল তাকে আইডা পর্বতে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে দিল এক ভাল্লুক। পরে ওই রাখালই শিশু প্যারিসকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গোপনে লালন-পালন করতে থাকে।

প্যারিস যখন তার রায়টি জানায়, তখনও সে কিন্তু জানে না যে সে প্রায়ামের রাজবংশেরই একজন। এ-ঘটনার অনেক পরে সে ট্রয়ে ফিরে যায়, নিজের সঠিক পরিচয় খুঁজে পায় এবং পিতা, মাতা ও পরিবারের সঙ্গে যোগ দেয়। (হতে পারে, এজন্যই প্যারিসের নাম দুটি: একটি ওই রাখালের দেওয়া নাম, আর অন্যটি পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের পরের নাম; কিংবা হতে পারে আমরা এখানে দুই পৃথক পুরাণের সম্মিলন দেখছি, যেখানে একটিতে নায়কের নাম ছিল প্যারিস, অন্যটিতে আলেকজান্ডার)।

প্যারিস, *সিপ্রিয়া* মোতাবেক, যখন রায়টি নিয়ে ভাবছে, তখন তিন দেবী তাকে তিনটি প্রলোভন দেয়। অ্যাথিনা জানায়, প্যারিস যদি অ্যাথিনাকে শ্রেষ্ঠতম সুন্দরী বলে, তাহলে অ্যাথিনা প্যারিসকে দেবে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা; হেরা বলে, সে তাকে দেবে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা; আর আফ্রোদিতি বলে সে প্যারিসকে উপহার দেবে পৃথিবীর সুন্দরীতমা নারী, স্পার্টার রানি হেলেনকে। প্যারিস আফ্রোদিতির প্রস্তাবিত উৎকোচকেই নিজের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় বলে মনে করল। হেলেনকে বিয়ে করার লোভে তাই সে রায় দিয়ে দিল দেবী আফ্রোদিতির পক্ষে।

এরপরেই *সিপ্রিয়া* চলে যায় প্যারিসের সঙ্গে তার পরিবারের পুনর্মিলনের কাহিনী বর্ণনায়, যার শেষে প্যারিস হেলেনের সন্ধানে ঈজিয়ান সাগর পাড়ি দিয়ে যাত্রা করে গ্রিসের মূল ভূখণ্ডের দিকে। ট্রয়ের যুবরাজকে নিজেদের প্রাসাদে স্বাগত জানায় স্পার্টার রাজা মেনেলাস ও তার সুন্দরী স্ত্রী হেলেন।

হয় মেনেলাস মানুষকে বেশি বিশ্বাস করতো, না হয় সে ছিল একটু ভোঁতাবুদ্ধির, কারণ প্যারিসের উপস্থিতিতেই সে তার সুন্দরী স্ত্রীকে এই সুদর্শন যুবকের সান্নিধ্যে রেখে স্পার্টা ছেড়ে যাত্রা করে ক্রিট দ্বীপের উদ্দেশে। এই ফাঁকে দেবী আফ্রোদিতি এসে হেলেন ও প্যারিসের মিলন ঘটিয়ে দিলে, তারা প্রচুর ধনসম্পদ জাহাজে তুলে রাতের অন্ধকারে পাড়ি জমায় ট্রয়ের পথে। গ্রিকরা সবসময় বলে যে হেলেন অপহৃত হয়েছিল, আর ট্রোজানরা দাবি করে সে স্বেচ্ছায় স্বামী মেনেলাসকে ছেড়ে হাত ধরেছিল ভিনদেশী যুবরাজের; কিন্তু *সিপ্রিয়া* বলে, সে যা-ই করে থাকুক তা করেছিল দেবীর আজ্ঞাবলেই—সে ছিল প্যারিসকে দেওয়া আফ্রোদিতির প্রতিশ্রুতির পূরণ। অপহরণ হোক আর স্বেচ্ছায় ভেগে যাওয়া হোক, মেনেলাসের জন্য এটাই সত্য থেকে যায় যে প্যারিস 'অতিথির শর্ত' ভেঙেছে আতিথ্যকর্তার বউয়ের দিকে চোখ দিয়ে এবং তাকে কামনা করার মাধ্যমে। তাই তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যই গ্রিকদের নানা নগর-রাষ্ট্রের নানা রাজাকে ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে রাজি করানোর সংকল্প গ্রহণ করে মেনেলাস।

সিপ্রিয়া অনুসারে হেলেন ও প্যারিস স্পার্টা থেকে সোজা ট্রয় চলে না গিয়ে আগে যায় বর্তমান লেবাননের সিডোন-এ (Sidon)। দেবী হেরা, তখনও রায়ের কারণে প্যারিসের ওপর ক্ষুব্ধ, তাদের জাহাজের পথ ঘুরিয়ে দিয়ে জাহাজ চালিত করে দেয় এই সিডোনের পথে। *ইলিয়াডেই* তাদের এ সিডোন যাত্রার স্পষ্ট উল্লেখ আছে মহাকাব্যের ৬:২৮৯-২৯২ অংশে।

মেনেলাস যখন শুনল কী সর্বনাশ ঘটে গেছে, সে ক্রিট থেকে স্পার্টায় ফিরেই তার বড় ভাই মাইসিনির রাজা আগামেমননের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল ট্রয়ের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে যাওয়ার। তার উদ্দেশ্য ছিল দুটো: হেলেনকে ফিরিয়ে আনা; এবং ট্রয় শহরকেই, তাদের যুবরাজের পাপের শাস্তি হিসেবে, গুঁড়িয়ে দেওয়া। এবার মেনেলাস পুরো গ্রিস ভূখণ্ড জুড়ে শুরু করল যুদ্ধের জন্য অধিনায়ক ও সৈন্য সংগ্রহ করা। প্রথমে সে রাজি করালো পাইলোসের রাজা নেস্টরকে, পরে ইথাকার অডিসিয়ুসকেও। অডিসিয়ুস শুরুতে এই যুদ্ধে যোগ দিতে চায়নি, সে পাগলের ভান করে যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছিল। *সিপ্রিয়া* অন্য গ্রিক রাজাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে সম্মতি দেওয়ার বিষয়ে আর কিছু বলে না। তবে *ইলিয়াড*-এর ২য় পর্বে আমরা জেনে যাই যে, ৪৪ জন সেনা অধিনায়কের নেতৃত্বে মোট ২৯টি সৈন্যদল গ্রিসের মোট ১৭৫টি নগর-রাষ্ট্র বা রাজ্য থেকে সর্বমোট ১১৮৬টি জাহাজ নিয়ে ট্রয় অভিযানে নেমেছিল তাদের সর্বাধিনায়ক, মাইসিনির রাজা, আগামেমননের নেতৃত্বে। ট্রয় অভিযানে যাত্রা করা এই বিশাল বাহিনীর সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ।

সিপ্রিয়া অনুসারে এই এতগুলো জাহাজ অবশেষে জড়ো হলো মূল গ্রিক ভূখণ্ডের বিয়োশা রাজ্যের পূর্ব উপকূলে, আউলিস নামের এক বন্দরে, যেখানে গ্রিকরা দেবদেবীর প্রতি পূজো-উৎসর্গ শেষে রওনা দিল বহুদূরের ট্রয়ের পথে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তারা প্রথমে ট্রয়ে না পৌঁছে পৌঁছাল বরং ট্রয়ের দক্ষিণে, আনাতোলিয়ার মূল ভূখণ্ডের

টিউথ্রানিয়া নামের এক স্থানে। টিউথ্রানিয়াকে ট্রয় ভেবে সেই শহর রীতিমতো গুঁড়িয়ে দিল গ্রিক সৈন্যবাহিনী। কিন্তু পরে তাদের ভুল বুঝতে পেরে তারা যখন ফের ট্রয়ের উদ্দেশে রওনা দেবে, তার আগেই এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের ধাক্কায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল তাদের এ বিশাল জাহাজবহর। এরপর তাদের সবার ফের আউলিসে একসঙ্গে জড়ো হয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ট্রয় অভিযানে নামতে লেগে গেল অতি দীর্ঘ এক সময়—নয়টি বছর। যুদ্ধযাত্রার শুরুতে নয় বছরের এই বিলম্বই ব্যাখ্যা দেয় কেন ট্রোজান যুদ্ধ ছিল মোট দশ বছরের এবং কেন এ যুদ্ধশেষের সামান্য কয়দিনের বিবরণ দিয়ে গড়া *ইলিয়াড*। এই ব্যাখ্যা মোতাবেক গ্রিকরা ট্রয়ের উপকূলে দশটা বছর পড়ে ছিল না, বরং সেখানে তারা ছিল মাত্র কয়েকটি দিন (সম্ভবত মাস তিনেক)। কিন্তু এর বিপরীতে, *ইলিয়াড* থেকেই নেওয়া, কিছু তথ্যপ্রমাণ আছে যা বলে যে গ্রিকরা দীর্ঘ অতগুলো বছর ট্রয়ের উপকূলেই শিবির গেড়ে ছিল এবং সেসময়টা তারা ট্রোয়াড অঞ্চলের অন্যান্য শহর ধ্বংস ও লুটতরাজ করার কাজে লাগিয়েছিল। *ইলিয়াড*-এ অ্যাকিলিস নিজেই দাবি করে যে সে ট্রোয়াড অঞ্চলের মোট তেইশটি শহর গুঁড়িয়ে দিয়েছে ট্রয়ে আসা থেকে *ইলিয়াড* শুরুর মাঝখানের দিনগুলোতে (৯:৩২৮-৩২৯)।

যা হোক, আউলিস বন্দর থেকে গ্রিকদের দ্বিতীয়বারের মতো ট্রয় অভিমুখে যাত্রার আগে ঘটে গেল কিছু ট্র্যাজিক ঘটনা। ট্রোজান পক্ষের দেবী আর্টেমিজ সেখানে এক প্রলয়ঙ্করী হাওয়া পাঠাল যেন গ্রিকদের যাত্রা বিলম্বিত হয়। তখন রাজা আগামেমনন এই দেবীকে শান্ত করবার জন্য তার নিজের মেয়ে আইফিগেনিয়াকে দেবীর পূজায় বলি দেবার সিদ্ধান্ত নিল। *সিপ্রিয়াতে* অবশ্য শেষ মুহূর্তে দেবী আর্টেমিজ আইফিগেনিয়াকে বলির বেদী থেকে তুলে নিয়ে যায়, তাকে অমর বানায়, আর তার স্থানে বেদীতে রাখে এক হরিণশাবক (যেমন হিব্রু বাইবেলের জেনেসিস ২২-এ আমরা দেখি আব্রাহাম তার ছেলে আইজ্যাককে খোদার নামে বলি দিতে যাবার সময়ে আইজ্যাকের বদলে, অলৌকিক শক্তির হস্তক্ষেপে, বলি হলো এক ভেড়ার।)

এই আইফিগেনিয়া উপাখ্যানের পরে গ্রিকরা ট্রয়ের পথে আবার রওনা হয়ে প্রথমে পৌঁছাল টেনেডস্ দ্বীপে, তারপর লেম্নোসে, এবং শেষে আনাতোলিয়ান উপকূলে ট্রয় নগরের সমুদ্র সৈকতে। এবার তারা যে ঠিক জায়গাটিতে পৌঁছাল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যর্থ হলো তাদের আক্রমণ, গ্রিকরা পিছু হটতে বাধ্য হলো ট্রোজানদের শক্ত প্রতিরক্ষার মুখে। *সিপ্রিয়া* বলছে:

> গ্রিকরা এবার ইলিয়ামে (ট্রয়ে) নামার চেষ্টা চালাল, কিন্তু ট্রোজানরা ঠেকিয়ে দিল তাদের। গ্রিক প্রোটেসিলেয়াস খুন হলো ট্রোজান হেক্টরের হাতে...গ্রিকরা ট্রোজানদের কাছে দূত পাঠাল হেলেন ও হেলেনের সঙ্গে আনা সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে দেবার দাবি রেখে। ট্রোজানরা এইসব দাবি প্রত্যাখ্যান করলে গ্রিকরা প্রথমে ট্রয় নগর আক্রমণ করল এবং পরে ট্রয়ের চারপাশের সব গ্রাম ও শহর গুঁড়িয়ে দিতে লাগল। এরপরে অ্যাকিলিস চাইল যে হেলেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ

> করবে, তখন দেবী আফ্রোদিতি ও দেবী থেটিস [অ্যাকিলিসের মা] তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটানোর বুদ্ধি-পরামর্শ করল আর গ্রিকরা চাইল দেশে ফিরে যাবে, কিন্তু তাদেরকে বাধা দিল অ্যাকিলিস।...পরে অ্যাকিলিস গুঁড়িয়ে দিল লারনেসাস ও পেডাসাসসহ আশেপাশের আরও অনেক শহর, এবং হত্যা করল ট্রয়লাসকে [প্রায়ামের পুত্র, হেক্টরের ভাই)]।... অ্যাকিলিস এসব যুদ্ধ লুটের মাল থেকে ব্রাইসিয়িস নামের এক মেয়েকে পেল গ্রিকবাহিনীর দেওয়া পুরস্কার হিসেবে, আর আগামেমনন পেল ক্রাইসিয়িস নামের এক মেয়েকে।...দেবরাজ জিউস তখন পরিকল্পনা করল অ্যাকিলিসকে গ্রিকবাহিনীর থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ট্রোজানদের মুক্তি দেবে ধ্বংসের হাত থেকে।

এখানেই শেষ হলো *সিপ্রিয়া*-র। মঞ্চ তৈরি হলো মহাকাব্য চক্রের দ্বিতীয় মহাকাব্য *ইলিয়াড*-এর, যার প্রথম পর্বেই আমরা দেখব গ্রিক রাজা আগামেমনন ও গ্রিক সেরা যোদ্ধা অ্যাকিলিসের মধ্যে কলহ বেধে গেছে ক্রাইসিয়িস ও ব্রাইসিয়িস নামের ওই দুই নারীকে নিয়ে, যারা দুজনেই অ্যাকিলিসের গুঁড়িয়ে দেওয়া দুই শহর থেকে পাওয়া যুদ্ধের লুটের মাল।

ইলিয়াড (The Iliad)

ইলিয়াড নিয়ে বিস্তারিত বলার এখানে কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এ বইয়ের প্রতিটি পর্ব শুরুর 'সারসংক্ষেপে' এবং 'পাঠ-পর্যালোচনা' অংশে সে বিষয়ে যথেষ্ট বলা হয়ে গেছে। *ইলিয়াড*-এর ঘটনাকাল ট্রোজান যুদ্ধের দশম বছরের শেষ কয়েকটি দিন। এর শেষ হয় গ্রিকদের হাতে ট্রয়ের পতনের অল্প কিছু দিন আগে। *ইলিয়াড*-এর শুরুতে আমরা দেখি অ্যাকিলিস আগামেমননের প্রতি ক্রোধোন্মাদ, কারণ রাজা আগামেমনন তার নিজের যুদ্ধে পাওয়া উপহার ক্রাইসিয়িস নামের মেয়েটিকে হারিয়ে অ্যাকিলিসের পাওয়া উপহার ব্রাইসিয়িস নামের মেয়েটিকে তার কাছ থেকে অসম্মানজনকভাবে কেড়ে নিয়েছে। অ্যাকিলিস এই ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নিল ট্রোজান যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার। এর ফলে যুদ্ধে হারতে লাগল গ্রিকরা; এবং একসময় হেক্টর আগুন দিল গ্রিকদের একটি জাহাজে। গ্রিকরা এ-পর্যায়ে অ্যাকিলিসকে যুদ্ধে ফেরার মিনতি জানাল। রাজা আগামেমনন তার ভুল স্বীকার করে অ্যাকিলিসকে বিশাল ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রাখলে আবার যুদ্ধে ফিরে এলো অ্যাকিলিস, তবে তা যতটা আগামেমননের প্রতি তার ক্রোধের ইতি হয়ে গেছে বলে, তার থেকে বেশি নিজের প্রিয়তম বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের ট্রোজান হেক্টরের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনা উদ্ভূত প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে। *ইলিয়াড*-এ অ্যাকিলিসের প্রথম পর্যায়ের ক্রোধ আগামেমননের ওপরে, যার পরিণতিতে অ্যাকিলিস যুদ্ধে হারাল তার প্রিয়তম বন্ধুকে; আর তার দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রোধটি বন্ধুর হত্যাকারী হেক্টরের ওপরে। অ্যাকিলিসের এ দুই পর্যায়ের দুই খুনে ক্রোধের গল্পই *ইলিয়াড*, যার শেষে গিয়ে

ট্রোজানদের সেরা বীর হেক্টরকে খুন করে বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নেয় অ্যাকিলিস। মহাকাব্যটির শেষতম পর্বে হেক্টরের পিতা প্রায়াম অ্যাকিলিসকে রাজি করায় ছেলের লাশ ফিরিয়ে দিতে। নৃশংস বীর অ্যাকিলিসের মানবিকতার পরিচয় পাওয়ার মধ্য দিয়ে হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখতে দেখতে আমরা শেষ করি *ইলিয়াড*। *ইলিয়াড*-এর শেষে প্রধান ট্রোজান বীর হেক্টর মৃত, কিন্তু ট্রয় নগর তখনও অক্ষত, হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কারণে তখন স্রেফ এক সাময়িক যুদ্ধবিরতি চলছে গ্রিক ও ট্রোজানবাহিনীর মধ্যে।

ঈথিওপিস (The Aethiopis)

মহাকাব্য চক্রের তৃতীয়টি শুরু হয় *ইলিয়াড* যেখানে শেষ, ঠিক তার পরেই। এর রচয়িতা তুরস্কের পশ্চিম উপকূলের মিলেটাস শহরের আর্কটিনাস নামের এক কবি, এবং এর রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ সালের আগে পরে কোনো এক সময়ে, অর্থাৎ হোমার বেঁচে থাকতেই, যদিও সে বিষয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দাঁড় করানো যায়নি। এর পর্ব সংখ্যা মোট পাঁচ।

ঈথিওপিস-এর শুরু অ্যাকিলিসের হাতে আমাজন রানি (আমাজন প্রসঙ্গে দেখুন এ বইয়ের 'প্রধান চরিত্রসমূহ' অধ্যায়ের 'দেবদেবী' অংশটুকু) পেন্থেসিলেইয়ার হত্যার মধ্য দিয়ে। এর পর অ্যাকিলিস হত্যা করে মেমননকে, সে ট্রয়ের রাজা লাওমিডনের নাতি এবং ঈথিওপিয়ান এক যুবরাজ। লাওমিডন যেহেতু রাজা প্রায়ামের পিতা ছিল, তাই মেমনন প্রায়ামের ভ্রাতুষ্পুত্র, অর্থাৎ প্যারিস ও হেক্টরের চাচাতো ভাই। আমাজন রানি ও ঈথিওপিয়ান মেমনন, দুজনেই তাদের যার যার বাহিনীকে ট্রয়ে এনেছিল গ্রিক বনাম ট্রোজানদের যুদ্ধে ট্রোজানদের সহায়তা দেবে বলে।

এ-পর্যায়ে দেবতা অ্যাপোলোর সাহায্য নিয়ে ট্রোজান প্যারিস তীর মেরে হত্যা করে অ্যাকিলিসকে। হেক্টরকে খুন করলে যে অ্যাকিলিসের শীঘ্রমৃত্যু হবে, সে কথা বারবার বলা হয়েছিল *ইলিয়াড*-এ। *ঈথিওপিস*-এ যদিও অ্যাকিলিস হত্যার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নেই, তবু আমরা অন্যান্য প্রাচীন উৎস থেকে (যেমন ওভিদ-এর *মেটামরফোসিস*—১২:৫৮০-৬১৯) জানি যে প্যারিস অ্যাকিলিসের শরীরের একমাত্র নাজুক ও অরক্ষিত অংশে, তার গোড়ালিতে, তীর মেরে তাকে হত্যা করে। অ্যাকিলিসের জন্মের পর তার মা থেটিস তার শরীরকে যাবতীয় বিপদ থেকে চিরসুরক্ষা দিতে তাকে স্বর্গীয় স্টিক্স নদীর জলে চুবানোর সময় তার গোড়ালিটা ধরে রেখেছিল বলে অ্যাকিলিসের গোড়ালিতে স্টিক্সের জল লাগেনি, এবং সেই থেকেই ওটা তার শরীরের একমাত্র বিপদের কাছে উন্মুক্ত অংশ হিসেবে থেকে গিয়েছিল।

অ্যাকিলিসের মৃত্যুর পরে গ্রিকরা তার মৃতদেহ জাহাজবহরের কাছে নিয়ে আসে, তাকে চিতায় দাহ করে এবং তার সম্মানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্রীড়ানুষ্ঠানও আয়োজন করে। কিন্তু এই সব আয়োজন ম্লান করে দেয় দুই প্রধান গ্রিক বীর অডিসিয়ুস ও অ্যাজাক্সের মধ্যে

অ্যাকিলিসের ঢাল-বর্মের দখল কে পাবে তা নিয়ে শুরু হওয়া এক তীব্র দ্বন্দ্ব, যার মোচন ঘটবে মহাকাব্য চক্রের চতুর্থটিতে, যার নাম *লিটল্ ইলিয়াড*।

লিটল্ ইলিয়াড (The Little Iliad)

প্রোক্লাস আমাদের জানান যে *লিটল ইলিয়াড*-এর রচয়িতা ছিলেন লেস্‌বোস দ্বীপের মাইটিলিনি শহরের লেস্‌চেস নামের এক কবি, যিনি চারটি পর্বে এ মহাকাব্যটি গাঁথেন খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে। মহাকাব্যটির শুরু হয় অ্যাজাক্সের বিরুদ্ধে অডিসিয়ুসের জয়লাভের মধ্য দিয়ে। অডিসিয়ুসের হস্তগত হয় অ্যাকিলিসের বর্মসাজ, ঢাল ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র। অ্যাজাক্স সেই দুঃখে আত্মহত্যা করে (এ ঘটনা নিয়েই সফোক্লিস খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে তার বিখ্যাত এক ট্র্যাজেডি লেখেন)। এরপর গ্রিকদের সঙ্গে ট্রোজানদের আবার যুদ্ধ শুরু হয়, দুপক্ষেই মারা যায় অনেকে। গ্রিক বীর ফিলোক্‌টিটেস (যাকে আমরা *ইলিয়াড*-এ দেখি ট্রয়ে আসার সময়ে সাপের কামড়ে আহত হয়ে লেমনোস্ দ্বীপে পড়ে রয়েছে) ট্রয়ে এসে যুদ্ধে যোগ দেয় এবং হত্যা করে ট্রোজান যুবরাজ, হেলেনের স্বামী, আর একইসঙ্গে অ্যাকিলিসের হত্যাকারী প্যারিসকে। প্যারিসের মৃত্যুর পরে এপিয়াস নামের এক অখ্যাত গ্রিক তৈরি করে বিখ্যাত সেই 'কাঠের ঘোড়া'। এপিয়াসকে এই কাঠের ঘোড়া তৈরির নির্দেশ দেয় দেবী অ্যাথিনা। ট্রোজান মহাকাব্য চক্রে এই প্রথম আমরা দেখি 'কাঠের ঘোড়া' বা ট্রোজান উডেন হর্স-এর উল্লেখ।

লিটল ইলিয়াড মোতাবেক কাঠের ঘোড়া নির্মাণ করেছিল, অ্যাথিনার আজ্ঞাবলে, এপিয়াস নামের লোকটি। *অডিসি*তেও (অডিসি—৮:৪৯২-৪৯৪ এবং ১১:৫২৩-৫৩৫) বলা হয়েছে এপিয়াসই এই ঘোড়া বানিয়েছিল দেবী অ্যাথিনার সাহায্য নিয়ে, আর অডিসিয়ুস ঘোড়াটা ট্রয়ের নগর-দেওয়ালের মাঝে নিয়ে এসেছিল ট্রোজানদের প্রতারিত করতে। গ্রিক পুরাণের অন্যত্র আছে যে কাঠের ঘোড়া বানানোর এই বুদ্ধি ছিল অডিসিয়ুসেরই, আর এপিয়াস ছিল ঘোড়া বানানোর কারিগর মাত্র। যা হোক, *লিটল ইলিয়াড* এর পরে বলে:

> তারপর তারা [গ্রিকরা] তাদের সেরা যোদ্ধাদের ভরল কাঠের ঘোড়ার পেটে; তারা আগুনে পুড়িয়ে দিল গ্রিকশিবিরের তাঁবু, কুটির ইত্যাদি এবং গ্রিক সেনাদলের মূল অংশ জাহাজে পাল তুলে সরে গেল পাশের টেনেডস্ দ্বীপে। ট্রোজানরা এ দৃশ্য দেখে ভাবল যে তাদের ভোগান্তির দিন বুঝি শেষ। তারা তাদের নগর-দেওয়ালের একটা অংশ ভেঙে কাঠের ঘোড়াটি টেনে শহরের মধ্যে নিয়ে এলো এবং ভোজ উৎসবে মেতে উঠল এমনভাবে যেন বা তারা গ্রিকবাহিনীকে পরাস্ত করতে পেরেছে।

পরবর্তীকালের গ্রিক লেখক, কবিরা আমাদের জানান যে, এই ঘোড়ার পেটের মধ্যে লুকিয়ে ছিল ত্রিশজন (বা মতান্তরে চল্লিশ) গ্রিক যোদ্ধা, যাদের নেতৃত্বে ছিল অডিসিয়ুস।

অডিসিয়ুসের সঙ্গে ছিল ছোট অ্যাজাক্স, ডায়োমিডিজ ও মেনেলাস নিজে। *লিটল ইলিয়াড*-এ অবশ্য ঘোড়ার পেটে লুকানো গ্রিক সৈন্য সংখ্যার এবং যোদ্ধাদের নামের উল্লেখ নেই। *লিটল ইলিয়াড* শেষ হয়ে যায় হঠাৎ করেই। গল্পের বাকিটা নিয়ে এরপর শুরু হয় পরবর্তী মহাকাব্য।

ইলিয়ুপারসিস (The Iliupersis; ইলিয়ামের পতন বা ট্রয়ের পতন)

ইলিয়ুপারসিস বা 'ট্রয়ের পতন' নামের মহাকাব্যটিতে আছে মাত্র দুটো পর্ব, কিন্তু দুটোই অসংখ্য অ্যাকশনে ভর্তি এবং এ দুটো মিলে সমাপ্তি টেনে দেয় মহাকাব্য চক্রের ট্রোজান যুদ্ধ সংক্রান্ত মূল বিষয়টির। *ইলিয়ুপারসিস*-এর রচয়িতা সেই একই মিলেটাসের আর্কটিনাস, যিনি এ-চক্রের আগের এক মহাকাব্য *ঈথিওপিস*-এর স্রষ্টা।

ইলিয়ুপারসিস-এ আমরা দেখি ট্রোজানরা কাঠের ঘোড়াটা ট্রয়ের নগর-দেওয়ালের ভেতরে নিয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু তারা এ ঘোড়া নিয়ে সন্দিগ্ধ এবং তারা তর্ক-বিতর্ক করছে ঘোড়াটা নিয়ে কী করা যায় সে বিষয়ে। পরিশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে এই ঘোড়া তারা উৎসর্গ করবে দেবী অ্যাথিনার নামে; এরপর তারা মজে গেল আনন্দফূর্তি ও ভোজে, এই বিশ্বাস রেখে যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তারপরও কেউ কেউ সন্দেহপরায়ণ থেকেই গেল। আমরা দেখি ভার্জিলের *ঈনিদ* মহাকাব্যের দ্বিতীয় পর্বে দেবতা পসাইডনের ট্রোজান যাজক লেইওকুন ট্রয়বাসীকে সতর্ক করে দিচ্ছে এই কথা বলে: 'ট্রোজানরা, তোমরা বিশ্বাস করো না এই ঘোড়াকে। এ ঘোড়া যা-ই হোক না কেন, আমি গ্রিকদেরকে ভয় পাই, এমনকি সেসব গ্রিককেও যারা উপহার নিয়ে আসে।' বলাবাহুল্য যে আমাদের সময়ের চালু উক্তি 'Beware of Greeks bearing gifts'-এর উৎপত্তি ভার্জিলের এই পঙ্‌ক্তি থেকেই। আর 'ট্রোজান হর্স' নামের কম্পিউটার ভাইরাস, যা হ্যাকারদের 'পেছন দরোজা' দিয়ে কারো কম্পিউটারে ঢোকার পথ করে দেয়, তারও গোড়াতে আছে লেইওকুনের এই সতর্কবাণী।

লেইওকুনের সাবধানবাণীটি ছিল নিখুঁত, কারণ আমরা এর পরেই *ইলিয়ুপারসিস*-এ দেখি গ্রিক সৈন্যবাহিনী জাহাজের পাল তুলে রাতের অন্ধকারে পাশের টেনেডস দ্বীপে সরে যাচ্ছে আর অন্যদিকে ঘোড়ার পেটের ভেতরে থাকা গ্রিক যোদ্ধারা অতর্কিতে 'বের হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রুসেনাদের ওপরে, হত্যা করছে অগণন শত্রু এবং দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ট্রয় জুড়ে।' রাজা প্রায়াম এসময় নিহত হয় জিউসের বেদীর সামনে; আর অ্যাকিলিসের পুত্র নিওপ্টলেমাস হেক্টরের শিশুপুত্র অ্যাস্টায়ানাক্সকে নগর-দেওয়ালের উপর থেকে নীচে ছুড়ে ফেলে হত্যা করে।

ট্রোজানদের ওপরে গ্রিকদের এই নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরে মেনেলাস ফিরে পায় তার স্ত্রী হেলেনকে, তাকে নিয়ে সে ফিরে যায় গ্রিক জাহাজবহরের কাছে, উদ্দেশ্য বাড়ির পথে যাত্রা করা। এর পরে আরও অগণন মৃত্যু, লুটতরাজ ইত্যাদি ঘটিয়ে বিজয়ী গ্রিকরা

জাহাজের পাল খাটায় দেশে ফিরবে বলে, কিন্তু দেবী অ্যাথিনা এরই মধ্যে পরিকল্পনা নিয়ে রেখেছে যে সে গ্রিকদের হত্যা করবে তাদের দেশে ফেরত-যাত্রার এই পথে। আর এখানেই শেষ হয় *ইলিয়ুপারসিস*-এর।

নস্‌তোই (The Nostoi; ঘরে ফেরা)

প্রোক্‌লাস বলেন যে *নস্‌তোই* মহাকাব্যের লেখক ছিলেন ট্রয়েজেনের আজিয়াস, এবং এটা লেখা হয় সপ্তম বা ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্ব শতকে। ট্রয়েজেন ছিল গ্রিক মূল ভূখণ্ডের এক ছোট শহর। এই *নস্‌তোই* বা *ঘরে ফেরা* নামের মহাকাব্যে আমরা দেখি দশ বছর (মতান্তরে বিশ বছর) পরে গ্রিক বীরেরা যার যার ঘরে ফিরছে; একমাত্র অডিসিয়ুস ছাড়া তারা সবাই পাড়ি দিচ্ছে ঈজিয়ান সাগর। *নস্‌তোই* অনুসারে পাইলোসের রাজা নেস্টর ও আর্গজের রাজা ডায়োমিডিজ কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই ঘরে ফিরতে পারে, কিন্তু মেনেলাস তার ভাই আগামেমননের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে ঘরের দিকে যাত্রার ক্ষণটি ধার্য করা নিয়ে। এরপর মেনেলাসের জাহাজ পড়ে এক বড় ঝড়ের মুখে, এবং সে শেষমেশ বহরের মাত্র পাঁচখানি জাহাজ নিয়ে মিশর পৌঁছায়। *নস্‌তোই*-তে মেনেলাসের স্পার্টায় ফেরার বিষয়ে আর কিছু বলা না থাকলেও আমরা *অডিসি*-তে দেখি, মেনেলাস অডিসিয়ুসের পুত্র টেলেমেকাসকে বলছে সে কীভাবে পরের আট বছর ঘুরে ফিরেছে পূর্ব ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী নানা অঞ্চলে, যেমন সাইপ্রাস, ফিনিশিয়া, ঈথিওপিয়া, সিডোন; আর মিশর তো আছেই (অডিসি—৩:২৯৯-৩০৪)। এতো দীর্ঘকালের ঘোরাঘুরির পরে মেনেলাস হেলেনকে নিয়ে ফের পাড়ি জমায় স্পার্টার পথে।

অন্যদিকে রাজা আগামেমনন—যে ট্রয়ে আরও কিছুদিন থেকে গিয়েছিল দেবী অ্যাথিনাকে শান্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে—জাহাজে চড়ে বাড়ি ফিরতেই তার সঙ্গীসাথী সহ খুন হয় নিজের স্ত্রী ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা ও স্ত্রীর বর্তমান প্রেমিক ইজিস্‌থাসের হাতে। কথিত আছে ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা স্বামীকে খুন করে অতীতে আউলিস বন্দরে স্বামীর হাতে তার মেয়ে আইফিগেনিয়ার বলিদানের প্রতিশোধ নেয়। আবার অন্য সূত্র থেকে আমরা এমনও জানি যে, ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা তার প্রেমিক ইজিস্‌থাসের সঙ্গে বাকি জীবন কাটানোর স্বপ্ন নিয়েই স্বামী আগামেমননকে হত্যা করেছিল। আগামেমননের এই হত্যা এবং তার দুই সন্তান অরেস্তেস ও ইলেকট্রাকে নিয়ে পরে তিন বিখ্যাত গ্রিক নাট্যকারের তিনজনই (অ্যাস্‌কাইলাস্‌, সফোক্লিস ও ইয়ুরিপিদিস) খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে তিনটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি লেখেন।

নস্‌তোই শেষ হয় আগামেমননের মৃত্যুর পরে মেনেলাসের ঘরে ফেরার কথা বর্ণনা করে। মেনেলাসের সঙ্গে তখন আছে হেলেন, যার কারণে এই মেনেলাস ঘর ছেড়েছিল আঠারো বছর আগে।

অডিসি (The Odyssey)

ট্রোজান মহাকাব্য চক্রের সপ্তম মহাকাব্য হোমারের *অডিসি*, যা *ইলিয়াড*-এর পাশাপাশি পুরো চক্রের মাত্র দ্বিতীয় সম্পূর্ণ টিকে যাওয়া মহাকাব্য। *নস্‌তোই* বা ঘরে ফেরার একই সুর এ মহাকাব্যেও বিদ্যমান। এর পর্ব সংখ্যা, *ইলিয়াড*-এর মতোই, চব্বিশটি এবং পঙ্‌ক্তিসংখ্যা *ইলিয়াড* থেকে সামান্য কম (১২,১০৬)। এখানে আমরা শুধু গ্রিক বীর অডিসিয়ুসের (যার লাতিন নাম ইউলিসিস) ঘরে ফেরার গল্পটি পাই। ট্রোজান যুদ্ধের শেষে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অডিসিয়ুসের এই ঘর ইথাকায় ফিরতে লেগে যায় মোট দশ বছর। অডিসিয়ুসের এই দীর্ঘ ও বিপদসংকুল সফরের সঙ্গে ট্রোজান যুদ্ধের মূল কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতা নেই ঠিকই, কিন্তু *অডিসি*-তে অডিসিয়ুস নিজে কিংবা তার সহযোদ্ধাদের কেউ না কেউ প্রায়ই ট্রোজান যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে এনে আমাদের শুনিয়ে দেয় যুদ্ধের বছরগুলোয় কী কী ঘটেছিল; আর চক্রের অন্য মহাকাব্যগুলো যেসব যুদ্ধ-পরবর্তী বিষয় ছুঁয়ে গেছে সেগুলোর ওপরেও আলোকপাত করে নানাভাবে, নানা দিক থেকে। *অডিসির* শেষে অডিসিয়ুস ইথাকা পৌঁছায় এবং তার পুত্র টেলেমেকাসকে সঙ্গে নিয়ে তার স্ত্রী পেনেলোপিকে এই বিশ বছর ধরে উত্যক্ত করতে থাকা প্রেমপ্রত্যাশী লোকদের প্রত্যেককে একে একে খুন করে। এরপর সে ইথাকায় রাজার পুরোনো আসনে বসে কাটিয়ে দেয় তার বাকি জীবন।

টেলিগনি (The Telegony)

এটাই ট্রোজান মহাকাব্য চক্রের শেষ মহাকাব্য, যাতে আছে মাত্র দুটি পর্ব। প্রোক্‌লাসের মতে এটা রচনা করেন তখনকার গ্রিক উপনিবেশ আধুনিক লিবিয়ার সিরিনি শহরের ইয়ুগাম্‌মন নামের এক কবি। রচনাকাল *অডিসির* সামান্য কিছু পরে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে; আর এটা লেখা হয় *অডিসিরই* উপসংহার লেখার মতো করে। এর শুরু হয় অডিসিয়ুসের হাতে খুন হওয়া লোকগুলোর দাফনের মধ্য দিয়ে আর শেষ হয় নিজেরই আরেক পুত্র টেলেগোনাসের হাতে পিতা অডিসিয়ুসের নিহত হওয়ায়। এই অডিসিয়ুস সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দেশে ফেরার সময়ে দেবী সার্সির (Circe) সঙ্গে যে একবছর ছিল, তখন অডিসিয়ুসের ঔরসে টেলেগোনাস গর্ভে এসেছিল দেবীর।

ইলিয়াড-এর ফোকাস

অ্যারিস্টোটলের কথাটিই ঠিক। হোমার সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন যে তিনি *ইলিয়াড*-এ ট্রোজান যুদ্ধের কোনো বছর বছর ব্যাপী ইতিহাসের বর্ণনা করবেন না, বরং পুরো মহাকাব্যের সব ঘটনাচক্র একটিমাত্র থিমের সুতোয় বেঁধে ঘোরাবেন—তাতে করে

মাঝেমধ্যে ট্রোজান যুদ্ধের যেটুকু আমরা জানতে পারব সেটুকুই হবে 'ঐতিহাসিক', আর বাকিটা ট্রোজান যুদ্ধে অংশ নেওয়া মানুষদের যার যার ব্যক্তিগত রাগ-বিরাগ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির গল্প। হোমারের এই থিমটি হচ্ছে অ্যাকিলিসের ক্রোধ, যার উল্লেখ কবি রেখেছেন মহাকাব্যের একেবারে প্রথম পঙ্ক্তিতেই, আর সে ক্রোধ থেকে গ্রিকদের উপর নেমে আসবে অসংখ্য মৃত্যু ও অগণন দুঃখপীড়া নিয়ে, এমনকি অ্যাকিলিসের নিজের উপরেও। লক্ষণীয় যে মহাকাব্যটির প্রথম সাত লাইনের প্রস্তাবনা অংশে কবি স্মৃতি ও সঙ্গীতের দেবী মিউজকে 'ট্রোজান যুদ্ধের কাহিনী' গেয়ে শোনাতে বলেননি, বরং তিনি স্পষ্টই দেবীকে বলেছেন যে, দেবী তুমি আমাদের 'অ্যাকিলিসের ক্রোধের কাহিনী' গেয়ে শোনাও। আরও লক্ষণীয় যে এই 'প্রস্তাবনা'র কোথাও ট্রয় নগরের নাম পর্যন্ত নেই, যদিও *ইলিয়াড* শব্দের অর্থ 'ইলিয়ামকে নিয়ে একটি গান' (ইলিয়াম ট্রয় নগরীরই প্রাচীন নাম, যেমন আরেক নাম ইলিয়ন)।

তো, মহাকাব্যের নাম ট্রয়ের গান আর মহাকাব্যের থিম বা বিষয়বস্তু অ্যাকিলিসের ক্রোধ, এর ফলে আমরা একটি জাতির সর্বনাশা এক যুদ্ধে লিপ্ত থেকে অনিবার্য পতনের কাহিনীটা জানছি সেই জাতির শত্রুপক্ষের এক বীরের ব্যক্তিগত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশের প্রেক্ষাপটে। জাতির রাজনৈতিক কাহিনী, অতএব, এখানে বলা হচ্ছে ব্যক্তির ব্যক্তিগত আবেগের জায়গা থেকে। সুতরাং *ইলিয়াড*-এর ঘটনা-পরম্পরাকে অবধারিতভাবে যেতে হয়েছে কৃচ্ছতা ও স্বল্পবয়ানের রাস্তায়। কবিকে অনেক আঁটোসাঁটো করে আনতে হয়েছে এর ফোকাস, যা কিনা আকারে নিঃসন্দেহে অনেক বড় হতো যদি কবি কোনো ব্যক্তিকে *ইলিয়াড*-এর কেন্দ্র না বানিয়ে কোনো জাতিকে এর কেন্দ্র বানাতেন। ফোকাসের এই আঁটোসাঁটো ব্যাপারটির সোজাসাপটা প্রমাণ পাওয়া যাবে কয়েকটা উদাহরণ দিলেই; যেমন: এক. *ইলিয়াড*-এর সমস্ত অ্যাকশনের চার-পঞ্চমাংশই ঘটে স্রেফ চার দিনের মধ্যে ও সেই দিনগুলো শেষের রাতের ভেতরে (১১তম থেকে ১৮তম পর্বের পুরোটাই তো মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা); দুই. এর গল্প আবর্তিত হয় শুধু বড়মাপের বা অভিজাত যোদ্ধাদের নিয়ে, সাধারণ সৈন্যদের দৈনন্দিনের জীবনগাথার মধ্যে নয়; তিন. এখানে অনেকানেক বীরের নাম নেন হোমার, কিন্তু দু পক্ষের (নারীসহ) মাত্র জনাবিশেক মানুষকে কেন্দ্র করেই তিনি গড়ে তোলেন এর আখ্যান; চার. *ইলিয়াড*-এর মানুষদের অ্যাকশনগুলো ঘটে ধরাবাঁধা মাত্র কয়েকটি জায়গায়: যেমন সমুদ্রপারের গ্রিক শিবিরে, এবং সামনের ট্রোজান সমতল বা ট্রয় নগরে; আর দেবতাদের সবকিছু ঘটে শুধু দু স্থানে—হয় মাউন্ট অলিম্পাসে, না হয় ট্রয়ের পাশের আইডা পর্বতের চূড়ায়; পাঁচ. হোমার এখানে গ্রিক ও ট্রোজানদের মধ্যে বড় কোনো সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় পার্থক্যের ইঙ্গিত দেন না। এরা দু পক্ষই পূজো করে একই দেবদেবীর, কথা বলে একই ভাষায়, এবং তাদের মূল্যবোধও এক। দুই বাহিনীই চায় যে যুদ্ধ শেষ হোক, যাতে করে তারা পরিবারের সঙ্গে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারে; যদিও গ্রিকরা, আমরা দেখি, আক্রমণকারী হিসেবে যথেষ্ট মরিয়া ও একাট্টা ট্রয় নগর দখলের ব্যাপারে, আর ট্রোজানরা, আত্মরক্ষাকারী হিসেবে, স্রেফ

রক্ষা করে যাচ্ছে তাদের ঘর-পরিবার। ট্রোজানদের কাছে, দেখা যায়, যুদ্ধই শেষ কথা নয়, কারণ যুদ্ধের বাইরেও তাদের জীবন আছে, এ দেশ তাদেরই। আর বহিরাগত গ্রিকরা যেহেতু যুদ্ধের জন্য ঘর ছেড়েই এসেছে, তাই যুদ্ধে জেতা ছাড়া তারা আর অন্য কোনো বিষয়েই আগ্রহী নয়।

হোমার এই আঁটোসাঁটো স্বল্প-বয়ানের পাশাপাশি পাঠকের মনে অবশ্য আরেক ধরনের অনুভূতিও তৈরি করেন। তিনি আমাদের এমন এক ধারণা দেন যে তিনি বুঝি পুরো ট্রোজান যুদ্ধের গল্পটাই শোনাবেন আমাদের—এমনকি এই যুদ্ধের আগের ও পরের কাহিনীও। বহুবার তিনি নানা প্রসঙ্গে টেনে আনেন *ইলিয়াড*-এর আগের কথা, আর বহুবার বলেন যে *ইলিয়াড*-এর শেষে অ্যাকিলিসের মৃত্যু হবে, ট্রয় নগরী ধ্বংস হবে, হেক্টরের শিশুসন্তানটির নির্মম হত্যা হবে, ইত্যাদি। তাছাড়া, *ইলিয়াড* চলাকালীনই আমরা যেভাবে জানতে পারি *ইলিয়াড*-এর বহু আগে নশ্বর পেলিউসের সঙ্গে ঘটে যাওয়া দেবী থেটিসের বিয়ের কথা (যা থেকে জন্ম নেয় অ্যাকিলিস), বা প্যাট্রোক্লাসের কীভাবে অ্যাকিলিসের সঙ্গে শৈশব থেকে বন্ধুত্ব হয়েছিল সেই গল্প, কিংবা বিখ্যাত 'প্যারিসের রায়'-এর কথা, যে রায়ের পরিণতিতেই ট্রোজান যুবরাজ প্যারিস স্পার্টার রানি হেলেনকে স্ত্রী হিসেবে পায় এবং সূচনা ঘটায় এই যুদ্ধের, তাতে করে হোমার সুকৌশলে *ইলিয়াড*-এর পঞ্চাশ দিনের ক্যানভাসটিকে কয়েক বছরের বানিয়ে ফেলেন। দেখা যায়, আমরা ট্রোজান যুদ্ধের পূর্বাপর এখানে জানতে পারবো না জেনেই *ইলিয়াড* পাঠ করতে বসেছি ঠিকই, কিন্তু একসময় আমাদের মনে হবে যে পুরো কাহিনীটিই বুঝি শুনছি আমরা।

আমাদের বলা হয় গ্রিকরা একদিন গ্রিসের বিয়োশার আউলিস বন্দর থেকে এই অভিযানের শুরু করেছিল, গ্রিক প্রোটেসিলেয়াস ছিল ট্রয়ের উপকূলে গ্রিকরা নামবার পরে নিহত প্রথম গ্রিক যোদ্ধা; তারপর মেনেলাস ও অডিসিয়ুস দূত হিসেবে ট্রোজানদের কাছে গিয়েছিল যুদ্ধ না করেই হেলেনকে নিয়ে ফেরত যাবার বাণী বহন করে, কিন্তু ট্রোজানরা তাদের সে দাবি প্রত্যাখ্যান করে দীর্ঘ নয় বছর ধরে গ্রিকদের ইলিয়াম অবরোধ করে রাখার কারণ ঘটায়। হোমার এই নয় বছরের ঘটনাপ্রবাহের দিকে মাঝেমধ্যে তার ফোকাস নিয়ে যান, কিন্তু খুব বেশি কিছু জানা যায় না নয় বছরের দীর্ঘ সময়কালের সাপেক্ষে। হোমার তার স্বদেশী গ্রিক শ্রোতাদের জন্য গ্রিকদের নয় বছরেও ট্রয় দখল করতে না পারার ব্যর্থতাটুকুর পেছনে কোনো জোরালো যুক্তি খাড়া করতে পারেননি; সেটা শুধু হোমার নয়, অন্য কোনো গ্রিক লেখক-কবিই পারেননি পরবর্তীকালেও। গ্রিকদের ট্রয় অবরোধের এই নয়টি বছর আমাদের একরকম চোখের আড়ালেই থেকে গেছে চিরকাল।

এর শুধু একটিই ব্যতিক্রম আছে *ইলিয়াড*-এ। *ইলিয়াড*-এর বীজ লুকানো রয়েছে এই নয় বছরের মধ্যেই ঘটা দুটি ঘটনার ভেতরে। এ-সময়েই অ্যাকিলিস চুপচাপ ট্রয়ের উপকূলে বসে থেকে সময় না কাটিয়ে ট্রয়ের পাশ্ববর্তী দুটো শহর দখল করেঃ একটি থিবি, যেখান থেকে সে ধরে আনে ক্রাইসিয়িস নামের এক মেয়েকে, যার মালিকানাকে কেন্দ্র করেই *ইলিয়াড*-এর শুরু; আরেকটি লারনেসাস, যেখান থেকে সে পায় তার

প্রেয়সী/ক্রীতদাসী ব্রাইসিয়িসকে, যাকে অ্যাকিলিসের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে রাজা আগামেমনন সূচনা ঘটায় অ্যাকিলিসের সঙ্গে তার ভয়ংকর কলহের। তা ছাড়া হোমার এখানে আরও জোর দেন এসব ছোটখাট যুদ্ধ জয়ের পরে লুটের মাল ভাগাভাগির বৈষম্যের ওপরেও, যাতে করে আমরা দেখি ব্রাইসিয়িসকে হারানো থেকে জন্ম নেওয়া অ্যাকিলিসের ক্রোধে যোগ হয় আরও বেশি ক্ষোভ ও বঞ্চনার আগুন।

অন্য কথায়, *ইলিয়াড* ট্রোজান যুদ্ধের শেষ বছরের শেষ কয়টি দিনের কাহিনী ছাপিয়ে হয়ে উঠেছে আরও বড় এক কালিক ও স্থানিক আখ্যান; 'ট্রোজান মহাকাব্য চক্রে'র প্রায় সবকটি মহাকাব্যই এখানে নানাভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে হোমারের এক বিশেষ ধরন ও প্রকরণের ফোকাসের হেতু। পশ্চিমা সাহিত্যের সূচনা ঘটানো এই সৃষ্টিকর্মে এভাবেই স্বল্পায়তনের এক কাহিনী ব্যাপ্তিতে হয়ে উঠেছে বিশাল; আঁটোসাঁটো করে ধরা এক ফোকাস আঁটোসাঁটো থেকে গেছে ঠিকই, কিন্তু একইসাথে তা আলো ফেলেছে দুই জাতির অগণন মানুষের জয় ও পরাজয়ের ব্রহ্মাণ্ডসমান এক ক্যানভাসের ওপরে। এতে করে পরবর্তীকালের কবি, সাহিত্যিকেরা সুন্দরভাবে শিখেছেন যে সাহিত্যে কাহিনী বর্ণনায় কীভাবে আপাত ক্ষুদ্রতার ভেতরেও বিশালত্বকে ধরা যায়।

হোমারের জীবন (?)

হোমার (সেই বিশাল এক ছায়া যাকে আমরা 'হোমার' নামে ডাকি) রীতিমতো এক ভুতুড়ে চরিত্র, যার জীবনীকারেরা (বা যার আবিষ্কারকেরা) বিশ্বাস করতেন যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ট্রয়ের পতনের—অর্থাৎ আনুমানিক ১১৮৪ খ্রিস্টপূর্ব সালের—বেশি কাল পরে নয়।[২৬]

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান এরাটোসথেনিস্—যিনি মোটামুটি নিখুঁতভাবেই পৃথিবীর বেড়ের দৈর্ঘ্য হিসেব করে বের করার কারণে বিখ্যাত—তার কালপঞ্জিতে লিখেছিলেন যে হোমার হেক্টর ও অ্যাকিলিসের সমকালীন একজন মানুষ। প্রাচীন গ্রিক মানুষদের মধ্যে হোমার নিয়ে কখনোই কোনো বিতর্ক ছিল না। তারা বিশ্বাস করতো, হোমার অতি অবশ্যই রক্ত-মাংসের একজন মানুষ যিনি কোনো দূর অতীতকালে এমন কিছু সাহিত্যকর্ম তৈরি করে গেছেন যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে পুরো গ্রিক সংস্কৃতি। তারা *ইলিয়াড* ও *অডিসি* ছাড়াও হোমারের কাজ বলে দাবি করতেন আরও বেশ কিছু কাব্য ও কবিতাকে, যেগুলির অধিকাংশই হয় হারিয়ে গেছে, না হয় আধুনিক গবেষকরা সেসব আর হোমারের সৃষ্টি বলে মনে করেন না। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাস সন্দেহ তুললেন *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র বাইরে এসব কবিতা হোমারের কিনা তা নিয়ে, কিন্তু হোমার নামে কেউ ছিল কি না এমন সন্দেহ তার মাথায় একবারের জন্যও আসেনি।[২৭] এরই কয়েক দশক আগে বিখ্যাত গ্রিক নাট্যকার অ্যাস্‌কাইলাস, যার কোনো

নাটকই হোমারের *ইলিয়াড* বা *অডিসির* ওপরে ভিত্তি করে লেখা নয়, আমাদের বললেন যে তার সব সৃষ্টিই 'হোমারের মহা ভোজ থেকে নেওয়া টুকরোমাত্র'। অ্যাস্কাইলাস এ-কথার মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত রাখলেন যে, *ইলিয়াড* ও *অডিসির* বাইরে অন্য হোমেরিক কবিতা দিয়ে তিনি অনুপ্রাণিত। যদি তা হয়েও থাকে, অন্তত আমরা সেসবের কোনো খোঁজ আজও পাইনি। তবে হোমারের খ্যাতির খোঁজ আমরা ঠিকই পেয়েছি, বহু কাল আগে থেকেই। সেই কবেকার দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের এক মারবেল রিলিফে (যা ইন্টারনেটে একটু খোঁজ করলেই পাঠক পেয়ে যাবেন) প্রিনির আরকেলাওস (Archelaos of Priene) এক চমৎকার রূপকে-ভরা ছবি ফুটিয়ে তুললেন: হোমারের মাথায় দুটি তাজ, একটি সময়ের ও অন্যটি স্থানের; তাকে ঘিরে আছে মিউজ দেবীরা (ইতিহাস, ট্র্যাজেডি, কমেডি ও কাব্যের চার দেবী) এবং তার দুই সন্তান—*ইলিয়াড* ও *অডিসি*—হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে তার এক পাশে। আর কবির মাথার ওপরে আছে দেবরাজ জিউস, প্রধান দেবদেবীদের সঙ্গে নিয়ে। জিউস, দেবদেবীদের পিতা, প্রতিফলিত হয়ে আছে হোমারে, যিনি কিনা বিশ্বমানবের পিতা।[২৮]

'বিশ্বমানবের পিতা' তো অন্য অর্থে মানব ইতিহাসেরও পিতা। হোমারের দুই মহাকাব্যই শেষ হয় দশ বছরের এক কালপর্বের পরে: *ইলিয়াড*, গ্রিকরা ট্রয়ের উপকূলে পা রাখার দশ বছর বাদে; আর *অডিসি*, ট্রয় নগরের পতনের দশ বছর পরে। গ্রিকদের কাছে দশ বছর সময়টার মধ্যে সম্ভবত কোনো জাদু বা কিংবদন্তীর ব্যাপার ছিল, সম্ভবত এটা ছিল দেবতাদের সময় ও মানুষের সময়ের মধ্যেকার বিভাজন রেখা। তাদের মতে, গ্রিক ইতিহাসের শুরুই হয়েছিল ট্রয়ের ধ্বংসের বছরটি থেকে। গ্রিক ইতিহাসের এর আগের সময়কালের টুকটাক সাক্ষ্য আমরা পাই বটে, কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ১১৮৪ সালের দিকে এই আনাতোলিয়ান শহরটির ধ্বংস হওয়ার মধ্য দিয়েই সূচনা ঘটে গ্রিক সভ্যতার নানা ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণসহ ঐতিহাসিক বিবরণের। গিলগামেশের এপিক বা প্রাচীন মিশরীয়দের নানা কাহিনী সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা, কিন্তু হোমার ও তার কাব্যগুলির মাধ্যমেই শুরু আমাদের প্রথমবারের মতো ভালোভাবে জানা মানব ইতিহাসের, আমাদের জানা-পড়া-মুখস্থ সব গল্পকাহিনীর।

প্রাচীন গ্রিসের সাহিত্যকর্মগুলোর মধ্যে হোমারের কাব্যই ছিল প্রথম কোনো সৃজনশীল সৃষ্টি যা লিখিত ভাষার সুবিধাগুলো ভোগ করতে পেরেছিল: এক, এর পক্ষে আয়তনে বড় হওয়া সম্ভব, কারণ কবিকে আর তার কাব্য ছোট করতে হচ্ছে না মুখস্থ রাখার স্বার্থে; দুই, লিখিত জিনিস আয়োজনে পুরোটাই সমমানের হওয়া সম্ভব—প্লট, চরিত্রচিত্রণ ইত্যাদি বাচনিক কবিতার (oral poetry) মতো সেখানে একেক সময়ে একেক মানের হয়ে দাঁড়ায় না; তিন, এটা ধারাবাহিকতা রক্ষায় বেশি সক্ষম, কারণ লিখিত টেক্সটে আপনি আগের বা পরের টেক্সটের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন যে কোনো তথ্য, যে কোনো ঘটনা, নাম, তারিখ ইত্যাদি; চার, ঐক্যতানের দিক থেকেও এটা বড় হয়, কারণ কবির চোখ এখানে কবিকে সাহায্য করে বাচনিক কবিতায় কবির একমাত্র বন্ধু কানকে, কবি এখন চোখ দিয়ে দেখে নিতে পারেন যে লিখিত পৃষ্ঠায় তার শব্দগুলোর মধ্যেকার পারস্পরিক চেহারাটা কেমন দেখাচ্ছে। সর্বোপরি

লিখিত কবিতা কবির সৃষ্টিকে দেয় আরও বৃহৎ, আরও উদার এক বিচরণক্ষেত্র, এ-অর্থে যে এর যিনি প্রাপক তাকে আর কবির স্থান ও কালে বাস না করলেও চলে।

গ্রিসে বর্ণমালাভিত্তিক লিখন প্রথার শুরু খ্রিস্টপূর্ব নবম বা অষ্টম শতকের আগে নয়। এর আগে মাইসিনিয়ান সভ্যতার পতন এবং 'Linear B' নামের লিখন পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে আমরা দেখি দুই থেকে তিনশ বছরের এক শূন্যগর্ভ সময়। পরে বর্ণমালাভিত্তিক প্রথম লিখনের আমরা খোঁজ পাই খ্রিস্টপূর্ব মধ্য-অষ্টম শতকে গিয়ে, যাকে হেরোডোটাস বলেছিলেন 'ফিনিশিয়ান বর্ণমালা'। *ইলিয়াড*-এর ষষ্ঠ পর্বে গ্লকাস ডায়োমিডিজকে তার বংশ পরিচয় দেওয়ার সময়ে বলে, 'ভাঁজ করা কাঠের ফলকে খোদাই করা নানা সাংকেতিক এক বার্তা'র কথা (*ইলিয়াড*—৬:১৬৯)। হোমারের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে লিখনের (writing) এটাই একমাত্র উল্লেখ। হতে পারে কবির নিজেরও এসব কাঠের ফলকে সংকেত দিয়ে লেখার অভিজ্ঞতা ছিল। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে অবশ্য *ইলিয়াড*-এর প্রথম ও আদি আয়োনিয়ান পদকাররা *ইলিয়াড*কে কাঠের ফলকে লেখেননি, লিখেছিলেন মিশর থেকে আনা প্যাপিরাসের মোড়ানো ফালিতে (scroll)।[২৯] খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের আয়োনিয়ান গ্রিকরা ছিল খুব উদ্যমী চরিত্রের ব্যবসায়ী যারা এমনকি নীল নদের পশ্চিম অববাহিকা পর্যন্ত তাদের দোকান খুলে বসেছিল। এরাই মিশর থেকে ঘরে নিয়ে আসে প্যাপিরাস কাগজের মোড়ানো ফালি—সে যুগের নতুনতম আবিষ্কার। হোমার যদি সত্যি ওরাল পোয়েট্রির বাইরে গিয়ে তার কাব্যগুলো লিখে থাকেন, তাহলে মানতে হবে যে সেই কাব্যের দৈর্ঘ্য নির্ভরশীল ছিল এরকম এক একটা ফালিতে কতগুলো শব্দ আঁটানো যায় তার ওপরে। *ইলিয়াড* ও *অডিসি*, দুটোরই চব্বিশটা করে পর্বে ভাগ হওয়ার ব্যাপারটা সম্ভবত প্যাপিরাসের মোড়ানো ফালির ঐ দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা থেকেই ঘটেছিল।[৩০]

হোমার তার কাব্য মুখে মুখে না লিখে সৃষ্টি করেছেন সে সিদ্ধান্তে যাওয়ার আগে আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত আদতে হোমার নামে কেউ আসলেই ছিলেন কি-না, আর যদি থাকেনও তবে কোথায় তার জন্ম হয়েছিল, কীভাবে তার জীবন কেটেছিল। মোট সাতটি শহর নিজেদের হোমারের জন্মস্থান হিসেবে দাবি করে থাকে: কিওস (Chios), স্মিরনা (Smyrna), কোলোফন (Colophon), সালামিস (Salamis), রোডজ্ (Rhodes), আর্গজ (Argos) এবং আথেন্স (Athens)। সপ্তদশ খ্রিস্টাব্দের ইংরেজ কবি টমাস হেয়উড এই মাথার ওপরে ছাদহীন কবির জন্মস্থান নিয়ে তার মৃত্যু-উত্তরকালে সাতটি শহরের কাড়াকাড়ি করা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন:

> Seven cities warr'd for Homer, being dead,
> Who, living, had no roof to shroud his head.

একইরকম কথা আছে মিগেল দি সার্বেন্তেসের বিখ্যাত উপন্যাস *দোন কিহোতে*-তে (Don Quixote), যেখানে 'সিদে হেমেতে দোন কিহোতের জন্মস্থান ঠিক কোথায় তা বলতে

চাইছিল না, কারণ সে মনে মনে চাইছিল যে লা মাঞ্চার সব গ্রাম, সব শহর নিজেদের মধ্যে মারামারি করুক তার জন্মস্থান যে সেখানেই সেই দাবিটা তুলে—তারা বলুক যে দোন কিহোতে তাদের, ঠিক যেভাবে সাত গ্রিক শহর মারামারি করছে হোমার কার তা নিয়ে।'

প্রাচীনকাল থেকেই গ্রিকরা বিশ্বাস করতো, হোমার জন্মেছিলেন কিওস দ্বীপে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের শেষভাগে রচিত 'ডেলিয়ান অ্যাপোলোর প্রতি স্তোত্রগীত'-এ (যে কবিতা হোমারের রচনা বলে অনুমান) বলা হলো যে এটার কাব্যকার একজন 'অন্ধ লোক যার বাস উঁচুনিচু কিওসে।' কিওসই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠল হোমারের জন্মস্থানের মূল দাবিদার। এখনও ট্যুরিস্টদের সেখানে দ্বীপের প্রধান শহর থেকে চার মাইল দূরে এক পাথরের খাঁজ দেখিয়ে বলা হয় যে হোমার ও হোমেরিদেরা (হোমার সম্প্রদায়) এই পাথরের ওপরে বসে একে অন্যকে কবিতা গেয়ে শোনাতেন। আরও দুটো যুক্তি বলে যে হোমার কিওসেরই মানুষ ছিলেন: এক. হোমারের কাব্যের ভাষা মূলত আয়োনিক গ্রিক, কিওস ছিল সেই আয়োনিয়ারই অংশ; দুই. *ইলিয়াড*-এ এমন কিছু ভূ-দৃশ্যের বর্ণনা আছে (যেমন ট্রয়ের সমতল থেকে দেখা সামোথ্রেইসের পর্বত শিখর) যা সাক্ষ্য দেয় এর স্রষ্টা এই কিওস অঞ্চলেরই কেউ।

কিওসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোস দ্বীপ দাবি রাখল—হোমার মারা গেছেন কোসে, এবং তার সমাধিও আছে সেখানে। কোসের এই দাবির উল্টো সাইপ্রাসও জানাল একই দাবি। সাইপ্রাসের লোকেরা বিশ্বাস করতো, তাদের দেশের এক মহিলা, নাম থেমিস্টো, ছিলেন হোমারের মা; হোমার নাকি চেয়েছিলেন যে তার কবর হোক তার মা যে মাটিতে শুয়ে আছেন, সেখানেই।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতকে হোমারের এই ছায়া-শরীরে কাঠামো দান করার জন্যই লেখা হলো তার বেশ কিছু আত্মজীবনী, আর সেগুলোকে বিশেষ বিশ্বাসযোগ্যতা দেবার স্বার্থে খ্যাতিমান সব লোকের নাম জুড়ে দেওয়া হলো তাদের লেখক হিসেবে। এদের মধ্যে যেটা দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে বড়, সেটাকে বলা হলো ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাসের লেখা (যে দাবি এরই মধ্যে পুরো মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে), যেখানে হেরোডোটাস হোমারের দীর্ঘ সব ভ্রমণেরও বিবরণ দিয়েছেন এবং দাবি করেছেন যে হোমারের মায়ের নাম ছিল ক্রেথেইস, থেমিস্টো নয়।

হেরোডোটাসের লেখা হিসেবে দাবি তোলা এই *Life of Homer* গ্রন্থটির রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দী। এর সত্যিকারের লেখক ছিলেন স্মিরনার এক লোক, আর তাই স্মিরনাকে মহত্ত্ব দান করার স্বার্থে তিনি লিখলেন যে, স্মিরনাই হোমারের জন্মস্থান। 'হোমার ছিলেন ঈওলিয়ান। তিনি যে আয়োনিয়ান বা ডোরিয়ান কেউ ছিলেন না, তা আমি প্রমাণ করেছি আমার এই লেখায়', রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বললেন হোমারের এই জীবনীপ্রণেতা। এর লেখক যে অঞ্চলের অধিবাসীই হোন না কেন, এটা সত্য যে *Life of Homer* গ্রন্থের এবং হোমারের মহাকাব্য দুটির ভাষা একই—আয়োনিয়ান গ্রিক।

এ বই অনুযায়ী, হোমারের নানা-নানী মারা যান বেশ অল্প বয়সে। মৃত্যুর সময় তারা তাদের মেয়ে ক্রেথেইসকে রেখে যান ক্লিনাক্স নামের তাদের এক বন্ধুর কাছে। কয়েক বছর পরে ক্রেথেইস প্রেমে পড়ে গর্ভবতী হয় এবং লোকলজ্জার ভয়ে তখন ক্লিনাক্স তাকে নতুন নির্মিত শহর স্মিরনায় পাঠিয়ে দেয়। সেখানেই, লেখকের দাবি, হোমার জন্মগ্রহণ করেন ট্রোজান যুদ্ধের ঠিক ১৬৮ বছর পরে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ১,০১৬ সালে। তার জন্ম হয় স্মিরনার মেলেস নদীর পাড়ে, তাই মা ক্রেথেইস পুত্রের নাম রাখেন মেলেসিজেনেস (Melesigenes)। কবি জন মিলটন লিখেছেন: 'Blind Melesigenes thence Homer call'd'। পরে এই পুত্র বড় হলে, স্মিরনায় বেড়াতে যাওয়া এক লোক তাকে রাজি করায় এ শহর ছেড়ে সমুদ্রে পাড়ি জমাতে। তা-ই করে ছেলেটি—সে জাহাজ থেকে জাহাজে করে ঘুরে বেড়ায় *অডিসি*-তে অডিসিয়ুসের দেখা অধিকাংশ জায়গায়, যার মধ্যে ইথাকাও রয়েছে। এই জাহাজেই সে, প্রথমবারের মতো, শুরু করে কবিতা গাঁথা, এবং এসব জাহাজ ভ্রমণে তার সঙ্গে পরিচয় হওয়া লোকদেরই সে পরে তার মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্র হিসেবে রূপ দেয়। এরই সঙ্গে এ বইয়ের লেখক আরও জানান ইথাকার মানুষদের দাবি যে, হোমার ইথাকাতেই অন্ধ হয়েছিলেন, সেটা ভুল। তার ভাষ্য মতে, হোমার অন্ধ হন কোলোফোনে গিয়ে (এ কথায়, স্বাভাবিকভাবেই, সব কোলোফোনিয়ানরা আনন্দের সঙ্গে সায় দেয়)। লেখকের আরও দাবি, আমাদের এই কবি তার নাম মেলেসিজেনেস থেকে বদলে হোমার রাখেন সিম্মেরিস শহরে গিয়ে। সেখানে এই অন্ধ কবি স্থানীয় শাসনকর্তাদের প্রস্তাব দেন, তারা যদি তার থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেয়, তাহলে তিনি তাদের শহরটাকে তার গানের মধ্য দিয়ে বিখ্যাত বানিয়ে দেবেন। শাসকর্তারা রাজি হন না তার এই প্রস্তাবে; তারা যুক্তি তোলেন, একবার যদি এই ধারার চল হয়ে যায় তো শীঘ্রই সিম্মেরিস অন্ধ ফকিরে (সিম্মেরিয়ান ভাষায় অন্ধ ফকিরকে বলে 'homers') ভরে যাবে। তাদের লজ্জা দেবার জন্যই সিম্মেরিস ছাড়ার সময়ে মেলেসিজেনেস তার নিজের নতুন নাম রাখেন 'Homer'।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে দার্শনিক হেরাক্লিটাস তখনকার দিনের প্রবল জনপ্রিয় এই অনুমান মেনে নিয়েছিলেন যে, হোমার এক বাচ্চার জিজ্ঞাসা করা উকুন ধরা বিষয়ক এক ধাঁধার সমাধান দিতে না পারার হতাশা থেকেই মারা যান। আর *Life of Homer*-এর লেখক বললেন, হোমার মারা গিয়েছিলেন আইওস (Ios) দ্বীপে এবং তা কোনো শিশুর জিজ্ঞাসা করা উকুন বিষয়ক ধাঁধার উত্তর দিতে না পারার জন্য নয়, বরং 'তার শরীর ও মনের সার্বিক দুর্বলতা' থেকে।

খুব প্রাচীনকাল থেকেই হোমারকে তারই সৃষ্ট কোনো চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার একটা রেওয়াজ ছিল। তার শ্রোতা ও পাঠকদের কাছে তিনি ছিলেন পদ্যকার, সুরকার এবং মহাকাব্যিক গানের গায়ক—'কবিদের এক রাজা' যাকে মাঝে মধ্যে অন্য কবিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ারও আমন্ত্রণ জানানো হতো। হেরাক্লিটাসের মতে, ওরকম এক প্রতিযোগিতায় একবার হোমার ও হেসিয়ড মুখোমুখি হয়েছিলেন। চারণকবিদের

জনসমক্ষে কবিতা আবৃত্তির কথা হোমারের *অডিসি*-তেই আছে, যেখানে রাজা আলসিনুসের দরবারে অন্ধ চারণকবি ডেমোডোকাস বীণা বাজিয়ে তিনটা কাহিনী গেয়ে শোনায়: প্রথম, এমন এক গান 'যার খ্যাতি ওই সময়ে আকাশ ছুঁয়েছিল' এবং যার বিষয়বস্তু 'অ্যাকিলিস ও অডিসিয়ুসের মধ্যে কলহ'; দ্বিতীয়, শ্রোতাদের মন খুশি করতে 'দেবতা আইরিজ ও দেবী আফ্রোদিতির প্রেমকাহিনী'; আর তৃতীয়, 'ইউলিসিসের ট্রয় থেকে ঘরের পথে যাত্রা শুরুর কাহিনী, সেইসঙ্গে কাঠের ঘোড়া ও ট্রয়ের বিলুপ্তির গাথা' (অডিসি—৮: ৫৫২-৫৮৪)। এই তিনের প্রথম ও শেষেরটি কোনো গল্পের ভেতরে গল্প বলার চমৎকার দুই উদাহরণ, কারণ ডেমোডোকাস যখন ওই গান (বা কবিতা) গাইছে তখন দর্শক-শ্রোতার সারিতে অডিসিয়ুস নিজে বসা। অডিসিয়ুস তার নিজের অতীতের কথা এক চারণকবির মুখে এইভাবে শুনে, অতীতকে মনে করে, কেঁদেও ফেলে সে সময়।

পৃথিবীর ইতিহাসের এই প্রথমদিককার চারণকবি ও সুরস্রষ্টাদের বিষয়ে আমরা বলতে গেলে কিছুই জানি না, শুধু এটুকু ছাড়া যে তারা শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতেন, কবিতা বা গান গেয়ে শোনাতেন জনগণের মজলিসে কিংবা রাজাদের দরবারে এবং তারা—বেশিরভাগই—অন্ধ ছিলেন। হোমার নিজে আমাদের বলছেন: 'তাদের কাজ ছিল লড়াকু বীরদের বিখ্যাত সব গাথা গেয়ে শোনানো' (অডিসি—৮:৮৭)। এখানে হোমার 'কবি' বলতে গ্রিক শব্দ 'aoidis' ব্যবহার করেছেন, যার আক্ষরিক অর্থ 'গায়ক'। এরা, সন্দেহ নেই, বেঁচে থাকতেন তাদের শ্রোতাদের দয়ার ওপরে, অন্তত শোওয়ার জায়গা ও খাওয়ার ব্যাপারে। *অডিসি*-র শেষ ঘটনাগুলি ঘটতে অনেকগুলি পর্ব লেগে যাচ্ছে, ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছাতে অনেক বিলম্ব করা হচ্ছে দেখে টি. ই. লরেন্স বা 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' মন্তব্য করেন: 'চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছাতে দশ পর্ব ধরে এই ক্লান্তিকর দেরির পেছনে সম্ভবত কারণ ছিল একটাই: হতদরিদ্র চারণকবি তার আতিথ্যকর্তা থেকে থাকা-খাওয়ার জোগান পাওয়ার বিষয়টা হয়তো এভাবেই দীর্ঘায়িত করতেন।'[৩১]

গায়ক-কবির এই প্রাচীন পেশাটি টিকে আছে আমাদের সময়েও। ১৯৩০ সালে আমেরিকার মিলম্যান প্যারি ও তার শিষ্য আলবার্ট লর্ড প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ার চারণকবিদের নিয়ে গবেষণা করে প্রমাণ করলেন যে মুসলিম সার্বিয়ার এই চারণকবিরা ('guzlars') আজও প্রাচীন মহাকাব্যিক বাচনিক গাথার ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করে আছে, যে ঐতিহ্য প্রকরণ ও শৈলীর দিক থেকে হোমেরিক এবং যাদের কাছে হোমারের মহাকাব্যদুটির মতোই রয়েছে অসংখ্য ফরমুলা বা গৎবাঁধা শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য ইত্যাদি জুড়ে দেবার রীতি। বড় অর্থে প্যারি ও লর্ড এই তত্ত্বই খাড়া করলেন যে, *ইলিয়াড* ও *অডিসি* দূর অতীতে গ্রিক শ্রোতাদের সামনে গাওয়া হতো এই এখনকার বলকান চারণকবিরা যেভাবে গায় সেরকম করেই—প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানুষের মুখে মুখে ঘুরে ফিরেছে তাদের এসব গীতিকাব্য, কোনো লিখিত রূপ নেই ওগুলোর, সবই বাচনিক বা মৌখিক, সবই স্মৃতি থেকে নেওয়া, আর সেইসাথে সামান্য কিছু বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য নিয়ে তারা গান গাওয়ার মতো করে গেয়ে যাচ্ছে এই কবিতা, এবং যেটা গাইছে তার ভেতরেই আবার তাৎক্ষণিক

শ্রোতার মন-মরজি বুঝে এবং ছন্দ, সুর ও মাত্রার দাবি মেটাতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে আগে থেকে তৈরি করে রাখা ফরমুলা বা গৎবাঁধা শব্দ কিংবা বাক্যবন্ধ।[৩২] আলবার্ট লর্ডের একথার অর্থ দাঁড়ায়: আগে থেকে তৈরি করা নানা ফরমুলা শব্দ বা বাক্যবন্ধ নতুনভাবে ব্যবহার করে, শ্রোতা-দর্শকদের আগে থেকে জানা কিংবদন্তীর কাহিনী গেয়ে, এই চারণকবিরা প্রতিবারের গাওয়া বা আবৃত্তির সময়ে একই কাহিনীকে, প্লটের মূল কংকালটা একই রেখে, নতুন নতুন রূপ দিতেন। বাঙালি পাঠককুলের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, বিখ্যাত আলবেনিয়ান ঔপন্যাসিক ইসমাইল কাদারের উপন্যাস *The File on H*-এ বলকান চারণকবিদের এই কলা ও শৈলীর এক চমৎকার ফিকশনাল বিবরণ রয়েছে।

যা-হোক, হোমারের মতো প্রাচীন গ্রিক চারণকবির কাব্যকলার কতোটুকু ছিল পাথরে-লেখা বা স্থির, আর কতোটুকু প্রতিবারের পারফরমেন্সে ফরমুলা ভাণ্ডার থেকে নিয়ে যোগ করে করে দর্শক-দাবি মেটানো, এবং সেটা মেটানোর সময়ে কীভাবে তারা ঠিক করতেন যে কোন্ কোন্ শব্দ বা বাক্যাংশ তারা ঐ মুহূর্তে ঠোঁটে তুলে আনবেন তাদের স্মৃতির সিন্দুক থেকে—এসব প্রশ্নের কোনো পরিষ্কার উত্তর আজ আর কেউ দিতে পারবেন না, মিলম্যান প্যারি বা আলবার্ট লর্ডও না। আমরা শুধু যেটুকু জানি, তা এই: প্রাচীন গ্রিক চারণকবিদের মধ্যে একমাত্র হোমারই মানুষের মনের জগতে চারণগীতিকার হিসেবে সেই জায়গাটা নিতে পেরেছিলেন যা অন্য সবার জন্য ছিল উৎকর্ষের শেষ সীমা, পরশপাথর। প্রাচীন গ্রিসের জনগণের উদ্দেশে জারি করা এক সরকারি প্রজ্ঞাপনে আমরা দেখি যে বলা হচ্ছে: 'দেবী অ্যাথিনার সম্মানে আয়োজিত জুলাই মাসের প্যানআথেনিয়া উৎসবে হোমারের *ইলিয়াড* ও *অডিসি*র পুরোটাই আবৃত্তি করা হবে'।[৩৩] এরকম সম্মান প্রাচীনকালের গ্রিকরা হোমার ছাড়া আর কোনো চারণকবিকে দিয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। তাই হোমারের যে কোনো তথাকথিত 'জীবনী'ই যে লাখ লাখ সাধারণ গ্রিকের হোমার সম্বন্ধে শোনা নানা গুজব, চিন্তা, কল্পনাকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে 'জনপ্রিয়' হয়ে উঠতে চাইবে, তা ভালোভাবেই অনুমান করে নেওয়া যায়।

তারপরও, হোমারের এসব 'জীবনী' থাকা সত্ত্বেও, আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে হোমার নামে আসলেই কেউ ছিলেন। টমাস ডি কুইন্সি ১৮৪১ সালে লেখেন: 'কেউ কেউ বলেন হোমার নামে কখনোই কেউ ছিল না, আর অন্যেরাও আছেন যারা বলেন—ঘটনা বরং উল্টোটাই, হোমার নামে ছিলেন অনেকেই।'[৩৪]

এখানেই ইঙ্গিত আছে এমনতরো এক জনপ্রিয় তত্ত্বের যে, হোমার কোনো ব্যক্তিমানুষের নাম ছিল না, এটা ছিল এক প্রতীকের নাম—চারণকবিদের গান বা পদ্য গাঁথা ও আবৃত্তির ঐতিহ্যের প্রতীক। এই প্রতীকার্থে 'হোমার' বলতে গ্রিসের প্রাচীন চারণকবিরা তাদের সবার এক কমন পূর্বপুরুষকেই বোঝাতো, যে ছিল তাদের মধ্যে সবার প্রথম ও সবার সেরা। যখন মিলম্যান প্যারি বলকান সেই 'guzlars'দের জিজ্ঞাসা করলেন যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত চারণকবি কে, তারা সবাই বলল 'এক মহান প্রাচীনের নাম—আইজাক কিংবা হুসো; কোন্ নামটা সঠিক তা আমরা জানি না, তার জন্ম কোথায়

হয়েছিল তা-ও না।...আমাদেরকে যারা তার কথা বলেছে তারাও তাকে দেখেনি।...সবাই শুধু তার কথা লোকমুখে শুনেছে।'[৩৫] হতে পারে হোমারের জন্ম এবং জীবনও এই আইজাক বা হুসোর মতো একই প্রক্রিয়ায় 'ঘটে গেছে'। হোমার, আইজাক, হুসো এরা সবাই সম্ভবত আমাদের ভেতরকার সঙ্গীত ও কাব্যের প্রতি আবহমানকালের আবেগ ও ভালোবাসাকে তাদের নামের ভেতরে ধারণ করে আছেন, এরা সম্ভবত সঙ্গীত ও কাব্যপ্রেমের বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা ও মানসকল্পনারই সৃষ্ট এক চূড়ান্ত উৎকর্ষের প্রতীকায়িত নাম।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দিকে হোমার গ্রিক সভ্যতার পা ফেলা অঞ্চলের পুরোটা জুড়ে স্পষ্ট স্বীকৃত হয়ে উঠলেন শুধু শ্রেষ্ঠতম কবি হিসেবেই নয়, সেই সঙ্গে এক গুরু হিসেবেও, যার বিশ্ববীক্ষা হয়ে উঠল পুরো গ্রিক জাতিরই পৃথিবীকে দেখার ও বোঝার এক চশমার মতো, আর তা শুধু মানুষের পৃথিবীই নয়, দেবদেবীদের পৃথিবীও। দার্শনিক জেনোফোন লিখলেন: 'হোমার ও হেসিয়ড দেবতাদের এমন সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যেগুলোকে নশ্বর মানুষেরা চরম জঘন্য ও চরম লজ্জার বলে মনে করে—যেমন, চুরি, পরকীয়া, একে অন্যকে ঠকানো ইত্যাদি।' হাসির কথা বটে। তবে দেবদেবীদের এই জঘন্য সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমরা *ইলিয়াড*-এ দেখি যে মানুষ-যোদ্ধা বা বীরকে তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে হচ্ছে, দেবদেবীদের কথা মতো চললে তার উপকারের চাইতে অপকারই হচ্ছে বেশি। *ইলিয়াড*-এ আমরা দেখি প্রথম থেকে কীভাবে দেবরাজ জিউস ট্রোজান বীর হেক্টরকে সাহায্য করে যাচ্ছে, দেবতা অ্যাপোলোও করছে তাই; কিন্তু দেবতাদের হিসেবেই যখন সময় এলো তখন হেক্টরকে নির্বিচারে, নির্দয়ভাবে পরিত্যাগ করল তারা, সেইসাথে দেবী অ্যাথিনা হেক্টরের ভাইয়ের চেহারা নিয়ে ছদ্মবেশে প্রতারিতও করল তাকে, উৎসাহ জোগালো অ্যাকিলিসের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার, যাতে করে হেক্টর অ্যাকিলিসের হাতে মরে। হোমারের দেবদেবীরা খামখেয়ালিপূর্ণ, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রতারক ধরনের সব চরিত্র। প্রাচীন গ্রিসে সেই দেবদেবীদের পূজো-অর্চনার এক যুগেও হোমার যে পরম পূজনীয় এই অলিম্পাসনিবাসী অমরদেরকে ওসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দান করতে পেরেছিলেন, তার মধ্যে তার সাহসেরও পরিচয় আছে বলতে হবে।

দেবদেবীদের এসব 'জঘন্য' আচরণের বিপরীতে হোমারের নশ্বর মানুষেরা এমন সব কাজের উদাহরণ দেখায় যা কিনা যে কোনো ন্যায়পরায়ণ মানুষের কাছেই মনে হবে 'অনুকরণযোগ্য।' প্রাচীন গ্রিসে তা-ই ছিল ব্যাপারটা। গ্রিক যোদ্ধারা হোমারের মহাকাব্য থেকেই শিক্ষা নিল কী করে যুদ্ধে লড়তে হয়, মানসিক যোদ্ধাচেতনা কী করে সমুন্নত রাখতে হয় আর যোদ্ধায় যোদ্ধায় ভ্রাতৃত্ববোধ থাকাটা কেন জরুরি। প্লুটার্কের ভাষ্য মতে, হোমার থেকেই গ্রিক সামরিক বাহিনী ও সরকারি দপ্তরগুলো শিক্ষা নেয় আগামেমননের ভুল, অ্যাকিলিসের ঔদ্ধত্য, হেক্টরের ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা—নেতৃত্বের এসব নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে; আবার নেস্টরের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, অডিসিয়ুসের

বাস্তববুদ্ধি—এসব ইতিবাচক গুণাবলী বিষয়েও। এই প্রেক্ষাপটে গ্রিস ও তার উপনিবেশগুলোয় দেখা গেল হোমারকে বাদ দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পাঠক্রম তৈরি করাই অসম্ভব। আমরা প্লুটার্কের *Lives* নামের জীবনীতে দেখি তরুণ আলসিবিয়াদেস (প্লেটোর *রিপাবলিক* যাকে অমর করে রেখেছে) খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০ সালে একবার এক স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে শিক্ষকের কাছে হোমারের কোনো একটা বই চাইছে, উত্তরে শিক্ষক যখন বলল হোমারের বই নেই, তখন আলসিবিয়াদেস ওই হতভাগা শিক্ষককে এক ঘুসি মেরে বসল।

হোমার ছাড়া স্কুল কোনো স্কুলই নয়; তার চেয়েও খারাপ যে ওটা এমন এক বিদ্যায়তন যেখানে বিদ্যার 'চরমতম উৎকর্ষকেই' অবজ্ঞা করা হয়।

ইলিয়াডের ঐতিহাসিকতা

চিরকালীন 'হোমেরিক কোশ্চেন' মূলত তিনটি: এক. হোমার নামে কেউ কি আদতে ছিলেন?; দুই. *ইলিয়াড* ও *অডিসি*-র রচয়িতা কে?; তিন. *ইলিয়াড*-এর ঐতিহাসিকতা কতোটুকু?

আমরা ইতিমধ্যে (এ বইয়ের 'অনুবাদকের কথা' ও এই 'ভূমিকা' অংশে) প্রথম দুটি প্রশ্ন নিয়ে বেশ কিছুটা আলোচনা করেছি, এ দুয়ের অন্তর্গত উপপ্রশ্নসহ (কী পরিস্থিতিতে ও কীভাবে এই কাব্যগুলি গাঁথা হয়—অর্থাৎ এরা মৌখিক/বাচনিক নাকি লিখিত সৃষ্টি)? এখন সময় এসেছে তৃতীয় বড় হোমেরিক কোশ্চেনটার সামনাসামনি হবার, যেটা ভাঙলে আবার দাঁড়ায় অনেকগুলো প্রশ্ন: অ্যাকিলিস, হেক্টরের মতো এরকম হৃদয়গ্রাহী বীরেরা কি আসলেই বাস্তবে ছিল? ট্রোজান যুদ্ধ কি সত্য ঘটনা? যদি সত্য হয়েই থাকে, তাহলে এর মূল পাত্র-পাত্রী কারা ছিল? প্রাচীন সেই পৃথিবীতে সত্যি কি বর্তমান গ্রিসের সব দ্বীপ, সব ভূখণ্ডের লাখখানেক নেতা ও যোদ্ধা একদিন তুরস্কের ট্রয়ের পথে সমুদ্রযাত্রা করে এক মেয়েকে ফেরত আনার জন্য, আর সে-কারণে দশ বছর ঘর-পরিবার থেকে দূরে থাকে তারা? আগামেমনন কি আসলেই সেই যুগে—যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে তেমন কিছুই ছিল না জাহাজ নামের নৌকায় চড়া আর ঘোড়ার পিঠে ওঠা ছাড়া—অতো জন রাজাকে একত্রিত করতে পেরেছিল ট্রয় অভিযানে নামবার জন্য? আর ট্রয় নামের কোনো শহর কি ছিল আদতেই? আর যদি থেকেও থাকে, তাহলে ট্রোজান যুদ্ধের এই কাহিনীকে কোন্ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার করব আমরা?

প্রথমেই জেনে রাখা ভালো যে এই একটি প্রশ্নেরও কোনো নিশ্চিত উত্তর আমাদের কারো জানা নেই। ব্যাপারটা ঠিক হোমারের জন্ম সালের মতো: হেরোডোটাসের দাবি হোমারের জন্ম তার নিজের জন্মের চারশ বছর আগে, অর্থাৎ ৮৫০ খ্রিস্টপূর্ব সনের কাছাকাছি সময়ে; আর হেরোডোটাসের নাম ব্যবহার করে অন্য আরেক ইতিহাসবেত্তার দাবি হোমার জন্মেছেন খ্রিস্টপূর্ব ১১০২ সনে, অর্থাৎ তথাকথিত ট্রোজান

যুদ্ধের ৮২ বছর পরে। এ দুটো তারিখের মধ্যেই তো ২৫২ বছরের ফারাক! নিশ্চয়তাপূর্ণ উত্তরের এই যখন অবস্থা, তখন এটা মেনে নেওয়াই ভালো যে এ সবকিছুই গবেষকদের গবেষণালব্ধ অনুমান মাত্র।

এবার আসা যাক মূল বিষয়ে আর তা শুরু করা যাক প্রাচীন পৃথিবীর প্রধানতম ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাসকে দিয়ে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ সনে এবং আবার ৪৮০ থেকে ৪৭৯ সনের মধ্যে তখনকার দিনের কোনোমতে গড়া গ্রিক নগর-রাষ্ট্রগুলির এক কোয়ালিশন গ্রিসের মাটিতেই ভণ্ডুল করে দিল শক্তিশালী ও বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের (বর্তমানের ইরান) সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিলাষকে। এই অপ্রত্যাশিত ও চোখ-ধাঁধানো বিজয়কে গ্রিকরা বিশালভাবে উদযাপন করল তাদের স্থাপত্যকলা, সঙ্গীত, নাট্যকলা, ফুলদানি পেইন্টিং, মুরাল ও বাগ্মিতাশিল্পে—সর্বত্রই তারা এ বিজয়ের সঙ্গে তুলনা টানল এর প্রায় সাতশ বছর আগের 'অনুমিত' ট্রোজান যুদ্ধে বিজয়ের। হেরোডোটাস খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি তার *হিস্টোরিজ*-এ লিখলেন 'পারস্যের জ্ঞানী-গুণী মানুষদের ধারণা এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যেকার শত্রুতার শুরু হয় প্রাচীনকালে গ্রিকবাহিনীর স্পার্টার হেলেনকে ফিরিয়ে আনতে ট্রয় শহরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে।'[২৬] হেরোডোটাসের এ-কথার মধ্যে লুকানো আছে দুটি কথা: ট্রয় যুদ্ধ তাহলে আসলেই হয়েছিল বলে বিশ্বাস করতেন হেরোডোটাস; এবং পারস্যের জ্ঞানী-গুণীদের মতো তিনিও আসলে ভাবতেন যে, এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে চিরকালীন এক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান।

আমাদের হাতে আছে যে *ইলিয়াড*, তার সৌন্দর্য ও গুরুত্ব এতই অপার যে, গ্রিক ইতিহাসের প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসা এশিয়া-ইউরোপ বিষয়ক দ্বন্দ্বমুখর কথাবার্তা কিংবা পশ্চিমাদের প্রাচ্যবাদের (Orientalism) নিরিখে আমরা এই মহান সাহিত্যকর্মটিকে দেখতে চাই না। বাজার-চলতি রাজনৈতিক কথাবার্তার সাপেক্ষে এতবড় ধ্রুপদী সাহিত্যের বিচার করা ঠিক নয় বলেই বোধ হয় আমাদের। কারণ *ইলিয়াড* সভ্যতার সংঘাত বিষয়ক কোনো গাথা নয়, আর শুভ বনাম অশুভের দ্বন্দ্ব বিষয়ক তো নয়ই। পরবর্তীকালের মহাকাব্যগুলোর মতো (ভার্জিলের *ঈনিদ* যার একটি) এই কাব্য মানুষের নৃতাত্ত্বিক, জাতিগত, ধর্মীয় কিংবা আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও উচ্চাশাকে তার বিষয়বস্তু করেনি। সত্যি বলতে এখানে কাহিনীর নায়ক যে কে, তা চিহ্নিত করাই তো দুরূহ: গ্রিক অ্যাকিলিস, নাকি ট্রোজান হেক্টর? তারা দুজনেই পাঠকের কাছে সমান আকর্ষণীয়, আবার একইসাথে সমান অপছন্দের। কেউ কেউ বলেন যে, বিজয়ী গ্রিক বীর অ্যাকিলিসের চাইতে ট্রোজান হেক্টরই এখানে পাঠক সহমর্মিতা পায় বেশি। *ইলিয়াড*-এর বীরেরা সব মানুষ, আর মানুষের মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাই *ইলিয়াড*-এর বিষয়। এর চরম উৎকর্ষ নিহিত এই সত্যের ওপরে আলো ফেলার মধ্যে যে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট শত্রুও মৌলিক অর্থে আমার মতোই একজন মানুষ—সেও খ্যাতি ও মহিমা চায়, চায় অমরত্ব, কিন্তু বাস্তবে সেও রোগ-শোক, দুঃখবেদনা ও শেষে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর শিকার। *ইলিয়াড*-এর অন্যতম শক্তি এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাও যে, নশ্বর মানুষেরা কোনোদিন দেবদেবীদের মতো অমর হতে পারবে না, তা তারা

যতই চেষ্টা করুক না কেন। এই অস্তিত্ববাদী সত্য ও সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা *ইলিয়াড* আসলেই এশিয়া বনাম ইউরোপ, পুব বনাম পশ্চিম—এসব রাজনীতি, গোত্রদ্বন্দ্ব, জাতিগত দ্বন্দ্বের অনেক উর্ধ্বের এক জিনিস। অন্য কথায়, জাতি, রাষ্ট্র, রাজনীতি পেরিয়ে আবহমান মানুষের জীবনের শাশ্বত সত্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টাই করেছে *ইলিয়াড*, আর তা করতে গিয়ে ট্রয় অভিযানকে সে সামনে রেখেছে স্রেফ এক প্রচ্ছদপট হিসেবে।

ইলিয়াড-এর ঐতিহাসিকতা নিরূপণের জন্য যে আঞ্চলিক রাজনীতির সংকীর্ণ জায়গা থেকে এর দিকে তাকানো যাবে না, সে কথা বলে নেবার পরে এখন প্রথমেই বলে নিই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা। *ইলিয়াড* গ্রিক কালপর্বে লৌহযুগের (iron age) এক কবিতা, যার ঘটনা আবর্তিত ব্রোঞ্জযুগের (bronze age) এক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। ইতিহাসবেত্তারা ব্রোঞ্জযুগের সেই যুদ্ধের—ট্রোজান যুদ্ধের—সনও নিরূপণ করেছেন তাদের পারিবারিক স্মৃতি, মন্দিরের দস্তাবেজ ইত্যাদি ঘেঁটে: খ্রিস্টপূর্ব ১১৮৪ সন (এরাতোস্থেনেস), ১২৫০ সন (হেরোডোটাস), এবং ১৩৩৪ সন (ডাউরিস)। তার মানে এখন আমরা যে শতাব্দীকে হোমারের *ইলিয়াড* নির্মিত হওয়ার কাল হিসেবে জানি, তার সঙ্গে *ইলিয়াড*-এ বর্ণিত যুদ্ধের কাল ব্যবধান প্রায় পাঁচশ বছরের। অতএব, আমাদের এই *ইলিয়াডের* পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান হয়ে ওঠা, এমনকি দাদা-পরদাদাদের মুখে শোনা স্মৃতিকথা হয়ে ওঠাও। পাঁচ শ বছর অনেক দীর্ঘ এক সময়! হতে পারে এর শুরুটা হয়েছিল ট্রোজান যুদ্ধে লড়া এবং বেঁচে যাওয়া মানুষদের স্মৃতিচারণার ওপর ভিত্তি করে, এবং তারপর ওগুলোই রূপ নেয় কাব্যে, গল্পে, গানে, আর সেটাই আমরা এখন শুনছি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই কাহিনী জনপ্রিয় ও বহমান ছিল বলেই। এরই অর্থ দাঁড়ায় এই নিশ্চিত অনুমান যে, আমাদের হাতের এ *ইলিয়াড* ট্রোজান যুদ্ধের পরপরই—দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ খ্রিস্টপূর্ব শতকে—একবারে গাঁথা হয়নি, বরং এটা দীর্ঘ কিছু শতাব্দী ধরে নেওয়া নানা সাংস্কৃতিক উপাদানের মিশেল, যার কংকাল হিসেবে থেকে গেছে অবশ্য ঐ একই ট্রোজান যুদ্ধ। ধারণা হয় যে, এই মহাকাব্যে যেসব বিষয়ের উত্থাপন হয়েছে, সেগুলো ট্রয়ের যুদ্ধে যোগ দেওয়া মূল যোদ্ধাদের চিন্তাভাবনার ফসল ছিল না, ছিল পরবর্তীকালের এক বা একের অধিক মানবসমাজের ওই ট্রোজান যুদ্ধকে একটি প্রতীকী ঘটনা হিসেবে নিয়ে নিজেদের সমাজটা গঠনের ভিত্তি করে কাজে লাগানোর জন্য নেওয়া প্রয়াসের ফসল। আর যদি তর্কের খাতিরে আমরা ধরেও নিই যে, *ইলিয়াড*-এর কাহিনীর শাঁসটুকুকে কাব্যিক রূপ দেওয়া হয়েছিল ট্রোজান যুদ্ধের পরপরই, তবু পরবর্তীকালে এর চূড়ান্ত রূপটা দাঁড়ানোর মাঝে যতগুলো শতাব্দী পার হয়ে গেছে, সেই কালপর্বে নিঃসন্দেহে পরিবর্তন এসেছে এ কাব্যের দৈর্ঘ্য, ব্যাপ্তি, ডিটেল, চরিত্র-চিত্রণ, এমনকি প্লটেরও। আর আমরা জানিই যে, শেষে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে হোমার নামের এক কবি যে চূড়ান্ত *ইলিয়াডটি* কাব্যে গাঁথলেন, তাতে দেখা গেল দশ বছরের ট্রোজান যুদ্ধের মাত্র সামান্যই হাজির আছে, বরং এটা হয়ে আছে ট্রোজান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দুই গ্রিক সেনাপতির দ্বন্দ্ব-কলহ এবং শেষে এক গ্রিক বীরের হাতে এক ট্রোজান

বীরের হত্যার কাহিনী। দশ বছরের যুদ্ধকে কবির মাত্র পঞ্চাশ দিনের মধ্যে ঘনীভূত করে আনার কারণে এটুকু অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে, কবি জানতেন তার শ্রোতৃমণ্ডলী ট্রোজান যুদ্ধের পূর্বাপর বিষয়ক সব কিছুই জানে, এমনকি তারা সম্ভবত এই একই যুদ্ধ বিষয়ক অন্য আরও কিছু গল্প-গাথাও ইতিমধ্যে শুনেছে।

প্রাচীনকালে গ্রিক ও রোমানদের মধ্যে এ নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে হেলেস্পন্ট বা দারদানেল্লাস প্রণালীর কাছে, আনাতোলিয়া অঞ্চলের এক সমতলে, একদিন আসলেই ধনভাণ্ডারে সমৃদ্ধ ট্রয় নামের এক নগর ছিল, আর ট্রয়ের পাশ দিয়েই যাওয়া যেত কৃষ্ণ সাগর এবং ভেতরের অন্য অনেক সমৃদ্ধ ভূখণ্ডের দিকে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে গ্রিক থেকে আসা অভিবাসীদের উত্তর-পুরুষেরা আসলেই ঐ স্থানটিতে, প্রাচীনকালের ধ্বংসস্তূপের ওপরে, নতুন এক শহর বানালেন এবং তার নাম দিলেন 'ইলিয়ন'—যে নামটা আগেই ব্যবহৃত হয়েছে ট্রয়ের প্রাচীন নাম হিসেবে, আর যে নামটা থেকেই এসেছে *ইলিয়াড* শব্দটি। এর পরের ইতিহাস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে নামীদামী রাজা-রাজন্যেরা—যেমন পারস্যের রাজা জারজেস (Xerxes), আলেকজান্ডার দি গ্রেট, জুলিয়াস সিজার প্রমুখ—বহুবার এই শহরটি দেখতে গেছেন এমন বিশ্বাস বুকে নিয়ে যে, হেক্টর ও অ্যাকিলিসের সেই পুরোনো শহরটিকেই যেন তারা দেখছেন দু চোখ ভরে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ সনের বসন্তে পারস্যের রাজা জারজেস ইলিয়নের দেবী অ্যাথিনার নামে এক হাজার ষাঁড়ের পশুবলিও দেন, আর তখন তার যাজকেরা *ইলিয়াড*-এর 'বীরদের' উদ্দেশে মদ ঢেলে পূজাও সম্পন্ন করে। এই ঘটনার পেছনে জারজেসের কী মোটিভ ছিল এবং তিনি কোন্ পক্ষের মৃত যোদ্ধাদের প্রতি পূজা উৎসর্গ রেখেছিলেন (গ্রিকপক্ষ নাকি ট্রোজানপক্ষ), সে বিষয়ে হেরোডোটাস তার *হিস্টোরিজ*-এ কোনো অনুমান করেননি। মূল ব্যাপার এটাই যে, যুগ যুগ ধরে রাজা ও সম্রাটেরা এই ইলিয়ন শহর দেখতে গেছে তাদের রাজকর্মের সঙ্গে ঐ মহান অতীতের রাজকর্মের যোগ ঘটানোর মানসিক তৃপ্তিটুকু নেবার স্বার্থেই। আর রোমানদের তো ট্রয়কে পূজো করার আরও বড় এক কারণ ছিল: কিংবদন্তীতে আছে, এ যুদ্ধে অংশ নেওয়া ট্রোজান বীর ঈনিয়াসই ট্রয় ধ্বংস হওয়ার পরে দলবল নিয়ে ইতালি গিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটায়। প্রথম রোমান সম্রাট অগাস্টাস, খ্রিস্টপূর্ব ২০ সালে, সাম্রাজ্যের আদি প্রতিষ্ঠাতা ঈনিয়াসকে সালাম জানাতেই যেন এই ইলিয়ন শহর ভ্রমণে গেলেন। তার আগে জুলিয়াস সিজার এবং তার তিন শতাব্দী পরে সম্রাট কনস্টানটিন, দুজনেই পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তারা ইলিয়নে এক নতুন রোমান রাজধানী প্রতিষ্ঠা করবেন।

খ্রিস্টপূর্ব কাল বাদ দিয়ে এবার আসি খ্রিস্টাব্দের কথায়। পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে বর্বর উপজাতিদের আক্রমণের মুখে পতন হলো রোমান সাম্রাজ্যের, কিন্তু ইলিয়ন টিকে ছিল তখনও। তবে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে জায়গাটি পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকল বর্তমান তুরস্কের এক কোণায়—অবহেলায়, অযত্নে; এবং এই মধ্যযুগেই দেখা গেল শেষমেশ 'ট্রয়' নামের শহরটি হারিয়ে গেছে মিথ ও কল্পকাহিনীর ঘন কুয়াশার মাঝে।

অন্যদিকে ঠিক ওই সময়েই কিন্তু পুবের রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বাইজেনটিয়ান পণ্ডিত, গবেষক ও লিপিকাররা ব্যস্ত *ইলিয়াড*-এর সম্পাদনা, চূড়ান্ত রূপ, ছাপা এসব নিয়ে। যা হোক, প্রায় ছয়শ বছরের নৈঃশব্দের পরে, অষ্টাদশ শতকে চালু হলো পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বেড়াতে যাবার ফ্যাশন, আর তখন বনেদি লেডি মেরি ওর্টলে মন্টাগু এবং তার সঙ্গী রবার্ট উড (১৭১৬-১৭৭১) ট্রোয়াড অঞ্চলে বেড়িয়ে আসার পরে লিখলেন যে, তারা *ইলিয়াড*-এর ট্রয় শহরটিকে অবিকল ও অবিকৃত অবস্থায় খুঁজে পেয়েছেন। লেডি মন্টাগু তো উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জানালেন: 'আমি ওই উপত্যকার দিকে চোখ রেখে রোমাঞ্চিত হয়েছি, যেখানে আমি কল্পনা করে নিয়েছি যে লড়েছিল প্যারিস ও মেনেলাস, আর যেখানে একদিন দাঁড়িয়ে ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শহরটি।' তারা দুজনেই জানালেন, *ইলিয়াড*-এর ভূগোলের সঙ্গে বর্তমান জায়গাটার ভূদৃশ্যের পুরো মিল তারা খুঁজে পেয়েছেন, এমনকি *ইলিয়াড*-এ বর্ণিত বাতাসের দিক, পাহাড়-পর্বত, সমতলের চিত্র, নদী, এসবকিছুরও।

এরকম স্বচক্ষে দেখে লেখা অভিজাত এক লেডির বর্ণনার পরেও উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ গবেষক সন্দেহপরায়ণ থেকে গেলেন গ্রিক 'বীরের যুগের' ওইসব গল্পকথার পেছনে সত্যিকার ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা ছিল কি-না, সে সম্বন্ধে। ব্রিটিশ ইতিহাসবেত্তা জর্জ গ্রোটে (১৭৯৪-১৮৭১) তার বারো খণ্ডের *হিস্ট্রি অব গ্রিস* বইয়ে জানালেন, খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ সনটি হচ্ছে (অর্থাৎ অলিম্পিক গেমস শুরু হওয়ার বছরটি) প্রাচীন গ্রিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রথম বছর। তার এ বইয়ের প্রথম দু খণ্ড প্রকাশ হওয়ার (১৮৪৬) ত্রিশ বছরের মধ্যেই দেখা গেল তিনি ভুল বলেছিলেন: হোমারের মহাকাব্য দুটো, যাদের তিনি ঐতিহাসিক কোনো সাক্ষ্য হিসেবে ধর্তব্যেই নেননি, আবির্ভূত হলো অতীতের অকাট্য দলিল হিসেবে। গ্রোটে যে বছরটিকে বলেছেন গ্রিক ইতিহাসের শুরুর বছর, দেখা গেল তার সাতশ বছর আগের এক গ্রিসও হোমারের কাব্যদুটোয়—ভালোভাবেই সমাজ ও সময়কে সঙ্গে নিয়ে—ভাস্বর হয়ে আছে।

এর পরে শৌখিন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ও হোমারপ্রেমীরা—গবেষকরা নন—দল বেঁধে এগিয়ে এলো *ইলিয়াড*-এর ঐতিহাসিকতা নিরূপণে। প্রথমে ফ্র্যাংক কালভার্ট (১৮২৮-১৯০৮), যিনি তুরস্কের পশ্চিমের দারদানেল্লাস প্রণালী সংলগ্ন এই অঞ্চলে চাকরিসূত্রে ও ব্যবসায়ে বহু বছর কাটিয়ে অঞ্চলটি নিবিড়ভাবে নিরীক্ষা করে দাবি তুললেন যে, হিসারলিক শহরই হোমারের ট্রয়। এই কালভার্টই পরে, ১৮৬৮ সালের আগস্ট মাসে, তার তত্ত্বগুলো শোনালেন জার্মান অভিযাত্রী ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হেইনরিখ শ্লিয়েমানকে (১৮২২-১৮৯০)।

শ্লিয়েমানই ১৮৭১-র অক্টোবর থেকে শুরু করে পরের দুবছর নিরন্তর খুঁড়ে গেলেন হিসারলিকের বিশাল মালভূমিসদৃশ ঢিবি, যতদূর নীচ পর্যন্ত পারা যায়। কিন্তু তিনি যেহেতু প্রশিক্ষিত কোনো প্রত্নতত্ত্ববিশারদ ছিলেন না, তাই তার হাতে ঢিবির অপেক্ষাকৃত ওপরের অংশে পাওয়া অনেক চিহ্ন, ইঙ্গিত, নিদর্শন নষ্টই হলো শুধু, এবং তিনি এ বিষয়ক জ্ঞানের

স্বল্পতা হেতু সেসবের কোনো বিবরণও লিখে রাখলেন না। কালভার্ট শ্লিয়েমানের পাওয়া পাথরের অলংকার (ব্রোঞ্জের নয়) দেখে এসময় মন্তব্য করলেন যে, শ্লিয়েমান কথিত 'প্রায়ামের শহর'টি আসলে আরও আদি কোনো সময়ের এক শহর। যা হোক, প্রথম দিকে ধাক্কা খেয়ে, ঠেকে শিখে, শ্লিয়েমান এবার এগিয়ে এলেন নতুন করে। ১৮৯০ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত, এরপর ১৮৯৩-১৮৯৪ সালে তার উত্তরাধিকার ভিলহেলম্ ড্রপফেল্ডের হাত ধরে, এবং শেষে দীর্ঘ কয়েক দশকের বিরতির পরে, ১৯৩২-১৯৩৮ সালে আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ কার্ল ব্লেজেনের তত্ত্বাবধানে হিসারলিকের খনন চলতেই লাগল। সব শেষে উন্মোচিত হলো মোট নয়টি স্তর (যাদের নাম দেওয়া হলো ট্রয়-১ থেকে ট্রয়-৯) এবং প্রায় পঞ্চাশটি উপ-স্তর। ট্রয়-১, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বললেন, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সনের শহর; আর ট্রয়-২ যাকে শ্লিয়েমান ভেবেছিলেন *ইলিয়াড*-এর ট্রয়, দেখা গেল ট্রোজান যুদ্ধের এক হাজার বছর আগের। অবশেষে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা জানালেন যে শ্লিয়েমান-ড্রপফেল্ড-ব্লেজেনের খনন করা ট্রয়-৬ কিংবা ট্রয়-৭ ও ৭ক-ই, সম্ভবত, হোমারের *ইলিয়াড*-এর ট্রয়। তারা এই অনুমানে পৌঁছালেন খনন করে পাওয়া ভূদৃশ্যের সঙ্গে *ইলিয়াড*-এ বর্ণিত ইলিয়াম শহরের পরিগঠন ইত্যাদি মিলিয়ে এবং খননের স্থানে লব্ধ নানা অস্ত্রপাতি, অলংকার, থাম ও অন্যান্য বস্তু নিয়ে গবেষণা করে।

আমরা যদি তুরস্কের পশ্চিমের দার্দানেল্লাস প্রণালীর নিকটবর্তী শহর এই হিসারলিককেই হোমারের ট্রয় বলে ধরে নিই, যেহেতু পৃথিবীর সেরা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা শ্লিয়েমান-ড্রপফেল্ড-ব্লেজনের খনন অভিযানের পরে সে কথাই বলছেন, তাহলে অন্য আরও কিছু জিনিস বিবেচনায় নিয়েই কেবল আমরা আশ্বস্ত হতে পারি যে, আমরা ঠিক জায়গাটিকেই ট্রয় হিসেবে ধরেছি। প্রত্নতত্ত্বের বাইরে এগুলো ভূগোলের এবং পৃথিবীর সামরিক ও বাণিজ্যিক ইতিহাসের বিষয়।

ইতিহাস বলে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে আনাতোলিয়া অঞ্চলের (বর্তমান তুরস্ক) প্রধান রাজনৈতিক শক্তি ছিল হিট্টাইট সাম্রাজ্য (Hittite Empire), যার কেন্দ্র বা রাজধানী ছিল হাত্তুসা (Hattusa; বর্তমান আংকারার কাছের বোগাস্‌কয় শহরটি)। প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রাচীন হিট্টাইট ভাষা নিয়ে গবেষণা থেকে ইতিহাসবেত্তারা এটুকু নিশ্চিত হয়েছেন যে হাত্তুসাকেন্দ্রিক এই সাম্রাজ্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল আর তাদের ক্ষমতার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল বর্তমানের সিরিয়া-লেবানন অঞ্চল থেকে একদম মিশর পর্যন্ত।

ট্রয় ছিল এই হিট্টাইট সাম্রাজ্যেরই এক অধীন রাজ্য। হিট্টাইট অফিশিয়াল দলিল দস্তাবেজে দেখা মেলে দুটি শহরের নামেরঃ Taruwisa ও Wilusa, যা বেশ মিলে যায় হোমার-উল্লিখিত দুই গ্রিক নামের সঙ্গেঃ Taruwisa-র সঙ্গে Troy; Wilusa-র সঙ্গে Ilios। লক্ষণীয় যে, ট্রয়ের নাম হিসেবে হোমার তিনটি নাম ব্যবহার করেছেন তার মহাকাব্যেঃ ইলিয়স বা ইলিয়ন, ইলিয়াম এবং ট্রয়। আর হিট্টাইট রাজার এক চুক্তিনামার মধ্যে পাওয়া গেছে ভিলুসার আলাকসান্দুকে (Alaksandu of Wilusa) সাহায্য-সমর্থন দেবার কথা। গবেষকদের অভিমত, এই লোকই ইলিয়সের আলেকজান্ডার (Alexander of Ilios) বা

ট্রয়ের আলেকজান্ডার (পাঠক জানেন, আলেকজান্ডার ছিল ট্রোজান যুবরাজ প্যারিসের অন্য নাম; *ইলিয়াড*-এ প্যারিসকে আলেকজান্ডার নামেই হোমার ডেকেছেন অধিকবার)। সর্বোপরি হিট্টাইট অফিশিয়াল কাগজপত্রেই আছে আহিইয়াবা (Ahhiyawa)-দের কথা, যারা, গবেষক ও ভাষাতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত, হোমারের আখাইয়ান (Achaioi) বাহিনী বা আধুনিক অর্থে গ্রিকবাহিনী।

ট্রয় নিশ্চিত এই হিট্টাইট রাজ্যের খুব গুরুত্বপূর্ণ এক মিত্ররাজ্য ছিল। কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে আনাতোলিয়ার পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রপাড়ের এই শহর নিশ্চয়ই বাণিজ্যের দিক থেকে বিরাট গুরুত্ব রাখতো। আর তাই এরকম গুরুত্বপূর্ণ এক শহরের ওপরে ভিনদেশী শক্তির আক্রমণ সহজেই আরও অনেক মিত্ররাজ্যকে ভিনদেশী বাহিনীর বিপক্ষে একত্রিত করেছিল। *ইলিয়াডেই* আছে যে, ট্রোজান যুদ্ধে মিত্ররাজ্যগুলো থেকে আসা সৈন্যদের সংখ্যা ট্রয়ের সৈন্যসংখ্যার চাইতে বরং বেশিই ছিল, আর তারা কথা বলতো নানা ভাষায় (*ইলিয়াড*—২:৮০৩-৮০৪)।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে কেন এই হিট্টাইট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য ট্রয় আক্রান্ত হয়েছিল তার বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে। সেসময় ঈজিয়ান সাগর তীরবর্তী অঞ্চলে বিরাটাকারে মানুষের চলাচল ও বসতিস্থাপন হঠাৎ থেমে যায়, অনেক বৃহৎ বসতিই 'ব্যর্থ রাজ্য' হয়ে পড়ে। হতে পারে ভিলুসা বা ট্রয় এগুলোরই একটা ছিল। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, শস্যের ফলন না হওয়া, বা সমুদ্র তীর থেকে ভেতরের দিকের অঞ্চলগুলোর চাপ—এর যে কোনো একটাও হতে পারে ট্রয়ের বিলুপ্ত হবার কারণ। ওই যুগের মিশরীয় খোদাই করা হস্তলিপিতে দেখা যায় 'সমুদ্রচারী দস্যুদের' (Sea People) কথা বলা হচ্ছে। হতে পারে, সমুদ্র তীরবর্তী নামকরা শহর ট্রয় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এই 'সি পিপলরাই'। আবার অন্য দিকে এটাও সত্যি যে ঈজিয়ান অঞ্চলে তখনকার দিনে নিয়মিতই অভিযান চালাতো গ্রিস থেকে সাগর পেরিয়ে আসা যোদ্ধা, অভিযাত্রী, দস্যুরা। ঈজিয়ান অঞ্চল জুড়ে সেসময় গ্রিক সভ্যতা যে তার প্রচণ্ড আমলাতান্ত্রিক ও রাজপ্রাসাদ-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির প্রবল বিস্তার ঘটিয়েছিল, ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে তা এখন আর কোনো বিতর্কের বিষয় নয়। এখানে আবারও শ্লিয়েমানকেই আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। তিনি ১৮৭৬ সালে গ্রিসের মাইসিনির (মাইকেনাই; *ইলিয়াড*-এ আগামেমননের শহর) প্রাচীন নগরদুর্গে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ চালিয়ে প্রচুর কবরের সন্ধান পান, যেগুলোর অভ্যন্তরে পাওয়া যায় অনেক প্রাচীন কালের বস্তুসামগ্রী, মৃতদেহ কবরস্থ করার সোনায়-বানানো মুখোশ সহ। শ্লিয়েমান বিশ্বাস করতেন, তিনি রাজা আগামেমনন ও রানি ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রার চিরশয্যার স্থানটাই খুঁজে পেয়েছেন। যাই হোক, শ্লিয়েমানের এই আবিষ্কার প্রমাণ করল যে খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ১১০০ সালের দিকে গ্রিকরা রাজপ্রাসাদ-কেন্দ্রিক এক সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছিল পুরো বৃহত্তর গ্রিস অঞ্চল জুড়ে, তুরস্কের আনাতোলিয়া ছিল যার অন্তর্গত। এসময়ই, লক্ষ্য রাখতে হবে, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ব্রোঞ্জযুগের ইতি ঘটে। এই রাজপ্রাসাদ-কেন্দ্রিক সভ্যতার চিহ্ন
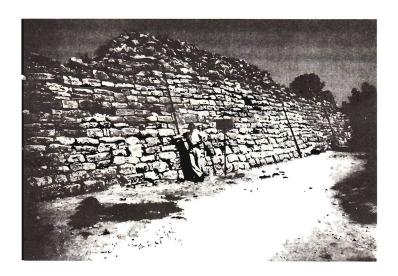
চিত্র ২. ট্রয়ের দেওয়াল। হোমার অনুবাদক, গবেষক ব্যারি পাওয়েল দাঁড়িয়ে আছেন তুরস্কের হিসারলিকে সন্ধান পাওয়া ট্রয়-৬ নগরের দেওয়াল ধরে।

পাওয়া গেছে এমন সব রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য সভ্যতাকেই এখন ইতিহাসে বলা হয় 'মাইসিনিয়ান (বা মাইকেনিয়ান) সভ্যতা'। এদের মধ্যে আছে: থিবজ্, অরকোমেনোস, আথেন্স, টিরিন্‌জ, স্পার্টা, পাইলোস—সবকটিই *ইলিয়াড*-এ উল্লিখিত শহর। এদেরই কোনো একটির, বা এরা সবাই মিলে, ঈজিয়ান সাগরতীরের ভিলুসা বা ট্রয় দখলের জন্য নেমে যাওয়া বিচিত্র নয়। আর সেই নামার পেছনের কারণ হতে পারে সাম্রাজ্যবাদী কিংবা রাজনৈতিক, হতে পারে হেলেন নামের স্পার্টার রানির অপহরণকেন্দ্রিক।

শেষ কথা এটাই যে, ইতিহাসবেত্তারা এখন মনে করেন এশিয়া মাইনর অঞ্চলে হিট্টাইট সাম্রাজ্যের আমলে, বর্তমানের হিসারলিক শহরের স্থানটিতে, আসলেই এক বড় ও সমৃদ্ধশালী শহর ছিল যা মাইসিনিয়ান গ্রিকদের হাতে অবরুদ্ধ ও যুদ্ধে পরাজিত হয়। কেন এটা ঘটেছিল এবং এর পরে কী হয়েছিল ওই হিসারলিকে, তা আমাদের কাছে অস্পষ্ট, একইরকম অস্পষ্ট এ যুদ্ধের আগের ও পরের 'নিখুঁত' কালপঞ্জিও। ট্রয়ে বিজয়ী মাইসিনিয়ান গ্রিকরা কি ছিল মাইসিনিয়ান রাজপ্রাসাদ-কেন্দ্রিক সভ্যতার পতনের পরে, গ্রিসের মূল ভূখণ্ড থেকে জাহাজে চড়ে আসা, অন্য রাজ্য দখল করে টিকে থাকতে চাওয়া অভিযাত্রী বা দস্যুদের দল? তারা কি বিশেষভাবে চোখ রেখেছিল কৃষ্ণ সাগরের দিকে যাওয়ার সময়ে হাতের ডানদিকের (পুবের) ওই উঁচু দেওয়াল ঘেরা শহর এবং এর

ধনসম্পদ ও প্রাচুর্যের দিকে? দীর্ঘ দশ বছরব্যাপী চলা ওই ভিলুসা বা ট্রয় অভিযানই কি মাইসিনিয়ান সাম্রাজ্যের পতন তরান্বিত করেছিল—সব রাজাদের মূল দেশ থেকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে দূরে অবস্থানের কারণে এবং এক লক্ষ সৈন্যের বাহিনীর জন্য দশ বছর ধরে খাদ্য-পোশাক-অস্ত্রপাতি ইত্যাদির জোগান দেবার দুঃসাধ্য কাজটার চাপের মুখে পড়ে? আর গ্রিকদের এই ঈজিয়ান সাগরবর্তী ট্রোয়াড অঞ্চলে আক্রমণের ঘটনা কি ঘটেছিল একের অধিক অনেকবার, যেগুলোকে পরে মানুষ গল্প বলার সহজতার স্বার্থে একত্রে যোগ করে নাম দিয়েছিল 'ট্রোজান যুদ্ধ'? এশিয়া মাইনরের এই সমুদ্র উপকূলে গ্রিকদের আক্রমণ আর পরবর্তীকালে এ অঞ্চলেরই গ্রিক উপনিবেশে রূপান্তর হয়ে যাওয়ার মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে কোনো? আর হাত্তুসার হিট্টাইট সাম্রাজ্যেরও তথাকথিত ঐ ট্রোজান যুদ্ধের সময়েই (খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালের দিকে) বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণ কী হতে পারে? ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মান এখন দিন দিন যেভাবে বাড়ছে, সেসব গবেষণার পেছনে কর্পোরেট জগতের অর্থায়নও যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং পৃথিবীব্যাপী হোমার ও হোমারের দুই মহাকাব্য আর 'ট্রোজান-যুদ্ধ' বিষয়ক জনমানুষের আগ্রহও যেভাবে উপরের দিকেই ধেয়ে চলেছে, তাতে আমাদের অনুমান হয় যে, এ সব প্রশ্নের মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য উত্তর পাওয়া যাবে আগামি কয়েক দশকের মধ্যেই।

পাঠককে শুধু জানিয়ে রাখি, তুরস্কের হিসারলিক এখন ট্যুরিস্টদের কাছে প্রবল জনপ্রিয় এক স্থান। ইস্তাম্বুল নেমে বাসে বা ট্রেনে করে সারা পৃথিবীর মানুষেরা এখন সেখানে যায় আর শ্লিয়েমানের খনন করে পাওয়া 'ট্রয়ের নগর-দেওয়ালের' গায়ে হাত রেখে ছবি তোলে (সেরকমই একটি ছবি দেওয়া হলো এখানে, যেটাতে হোমার অনুবাদক ও গবেষক ব্যারি পাওয়েল দাঁড়িয়ে আছেন তথাকথিত 'ট্রয়ের এই নগর-দেওয়ালে' হাত রেখে)। আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, যতই এ স্থানটির হোমারের ট্রয় হওয়া নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হোক না কেন, সারা পৃথিবীর ট্যুরিস্টরা হিসারলিকের এই প্রাচীন নগর-দেওয়ালে হাত ছুঁইয়েই, শতভাগ নিশ্চয়তার সঙ্গে, চোখ বুঁজে এক মুহূর্তের জন্য হলেও ভাবেন যে তারা সেই দেওয়ালই ছুঁয়ে আছেন যা বেড় দিয়ে অ্যাকিলিস ও হেক্টর তিন বার দৌড়ে গিয়েছিল *ইলিয়াড*-এর শেষ ভাগে, হেক্টরের মৃত্যুর কিছু আগে। ট্যুরিস্ট গাইডবুকগুলো থেকে আমরা জানি, অনেক ট্যুরিস্ট তখন এমনকি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যান, চোখের জল ফেলেন হেক্টরের কথা মনে করে, কিংবা তিন হাজার বছর আগের প্রাচীন পৃথিবী থেকে আসা হাওয়ার ঝাপটার সামনে দাঁড়িয়ে।

ইলিয়াডের থিম ও কাব্যশৈলী

এ বইয়ের শেষে দীর্ঘ 'পাঠ-পর্যালোচনা' অংশে এবং শুরুতে 'অনুবাদকের কথা' ও প্রতিটি পর্ব আরম্ভের আগে 'প্রবেশিকা' অংশগুলোয় *ইলিয়াড*-এর থিম নিয়ে এতো কথা বলা হয়েছে—একই সঙ্গে হোমারের কাব্যের শৈলী ও প্রকরণ নিয়েও কিছুটা আলোচনা করা

হয়েছে নানা স্থানে—যে সেসবের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে বইটির আকার অকারণে বড় করতে চাচ্ছি না। এখানে কেবল, সুচিন্তিতভাবে, সেসব কথাই বলা হলো যা সম্ভবত আমি ইতিমধ্যে অন্য কোনো অংশে বলে ফেলিনি।

প্রথমে আসি *ইলিয়াড*-এর থিম বিষয়ে। অ্যাকিলিসের দুই স্তরের দুই ক্রোধই *ইলিয়াড*-এর থিম—প্রথম পর্যায়ে রাজা আগামেমননের প্রতি ক্রোধ, যার পরিণতি তার প্রিয় বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু; আর দ্বিতীয় পর্যায়ে হেক্টরের প্রতি ক্রোধ, যার পরিণতি অ্যাকিলিসের হাতে হেক্টরের মৃত্যু, যার আবার শেষ পরিণতি—নিয়তির পূর্বনির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী ইলিয়াড-উত্তর কালে—অ্যাকিলিসের নিজের মৃত্যু। এই মহাকাব্য তার কেন্দ্রমূলে অ্যাকিলিসের জন্য ধারণ করে আছে একটি বড় প্রশ্ন: এই জীবন যাপনের অর্থ কী?

অ্যাকিলিসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এর অর্থ তিনটি:

এক. যুদ্ধে নেমে বীরের খ্যাতি বা kleos অর্জন করা, যে গ্রিক শব্দ kleos-এর ব্যঞ্জনাগত অর্থ মৃত্যু-পরবর্তী কালের খ্যাতি ও মহিমা। বীর তার পরাজয় ও অপমানকে *ইলিয়াড*-এ দেখে পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে পাওয়া সম্ভব এমন সবচেয়ে বড় দুই নেতিবাচক অর্জন হিসেবে।

দুই. বীরেরা কোনো আগে থেকে প্রোগ্রামিং করা মেশিন নয়, তারা রক্তমাংসের মানুষ; যদি পারতো তাহলে তারা লড়াই এড়িয়ে বরং স্ত্রী-পরিবার নিয়ে সুখের সংসার গড়েই দিন কাটিয়ে দিত। *ইলিয়াড*-এর সামরিক জগৎটিতে ব্যর্থতার মানেই যেহেতু মৃত্যু, হোমার তাই মৃত্যুকে এখানে অযথা মরার-জন্য-মরা অর্থে মহিমান্বিত করেননি। *ইলিয়াড*-এর বীরেরা কেউই মরতে চায় না। গ্রিকরা যেমন চায় দেশে ফিরে যেতে, ট্রোজানরাও তেমনই চায় এ-যুদ্ধের শেষ হোক। হেক্টর-অ্যান্ড্রোমাকি-অ্যাস্টায়ানাক্সের সাক্ষাতের দৃশ্যে হোমার বীরের অবিনশ্বর মহিমাকে এক আরও বড় প্রেক্ষাপট থেকে, ঘর-সংসার-পরিবারের জীবনের সাপেক্ষে, দেখেছেন। কিন্তু এ সমস্ত কোনো কথাই অ্যাকিলিসের জন্য প্রযোজ্য নয়। অ্যাকিলিসই *ইলিয়াড*-এর একমাত্র বীর যে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষের দীর্ঘ জীবন চায় না, বরং যুদ্ধে নেমে মৃত্যুবরণ করে বীরের মহিমায়-পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী জীবন চায়। অ্যাকিলিস এখানে যে সমস্যাটার মুখোমুখি হয়, তা অনেকটা এমন: সে যেহেতু জানে যে তার জীবন সংক্ষিপ্ত হিসেবে নিয়তিনির্ধারিত হয়ে আছে, সেহেতু সে এটাও জানে যে অনন্তকালের খ্যাতি অর্জনের প্রয়াস নেওয়ার পক্ষে তার হাতে সময় অনেক কম। তাই জীবন তার কাছে দীর্ঘ নয়, কিন্তু প্রগাঢ়, তীব্র কিছু। তার কাছে জীবন যাপনের অর্থ তীব্রতা ও প্রচণ্ডতা নিয়ে জীবনকে যাপন করা।

তিন. অ্যাকিলিসের কাছে মানুষের জীবনের আরেকটা সোজাসাপটা অর্থ প্রিয় বন্ধুর হত্যাকারীকে খুন করে প্রতিশোধ নেওয়া। এই প্রতিশোধ নিতে গিয়েই, অর্থাৎ তার নিজের জীবনকে অর্থ দিতে গিয়েই, অ্যাকিলিস তার জীবনের সমাপ্তির চুক্তিনামায়ও স্বাক্ষর দিয়ে বসে। তবে অ্যাকিলিস যে হেক্টরকে খুন করে বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইছে স্রেফ বীরের খ্যাতি অর্জনের জন্য, ব্যাপারটা তেমন নয়। তেমন যদি হতো তাহলে হোমারকে

আমরা এতো মহান এক কাব্যকার বলতাম না। ব্যাপারটা হচ্ছে, শ্রেষ্ঠতম ট্রোজান বীরকে হত্যা করে নিজের বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে বীরের মহিমা অর্জনের পাশাপাশি অ্যাকিলিস এ কাজটা করতে চাইছে তার নিজের ভেতরকার অপরাধবোধ থেকেও, কারণ সে প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দোষী ও দায়ী হিসেবে দেখছে। এখানেই বোঝা যায়, হোমারের এই বীর 'যান্ত্রিক' বা গৎবাঁধা কোনো বীর নয়, সে নিতান্তই মানুষ এক বীর, যার মধ্যে ভালো-মন্দ-ন্যায়-অন্যায় ও দায়িত্ববোধের নৈতিক বিষয়গুলো পুরোদমেই কাজ করছে। আবার এরই বিপরীতে, যে পাশবিকতা নিয়ে অ্যাকিলিস হেক্টরকে হত্যা ও তার লাশের প্রতি লাঞ্ছনাগুলো করলো, তাতে করে আমরা বুঝলাম হোমারে শেষ কথা বলে কিছু নেই—মানবিক অ্যাকিলিস এখানে আবার একটা পশুও। এ-পর্যায়ে এমনকি দেবতারাও একমত হলো যে, অ্যাকিলিস আসলে একটা সিংহ, সে দয়ামায়া ও মানুষের চোখের পর্দা বলতে যা বোঝায়, সবকিছুকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এরই পরে আবার হোমারের মোড় পরিবর্তন। অ্যাকিলিস যেভাবে হেক্টরের পিতা প্রায়ামের অনুরোধ মেনে নিয়ে পিতার হাতে পুত্র হেক্টরের লাশটি তুলে দিল, তাতে করে, শুধু তাতে করেই, *ইলিয়াড* আলাদা হয়ে গেল পৃথিবীর বাকি আর সব মহাকাব্যিক গাথা থেকে। পুরো অন্য এক উচ্চস্তরে উঠে গেল এই কাব্য। অ্যাকিলিসই আমাদেরকে শেষমেশ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, জীবন প্রতিশোধস্পৃহার পূরণের চাইতেও বেশি কিছু, আর যোদ্ধার পুরুষত্ব ও বীরত্ব আসলে স্রেফ মানুষ খুন করে যাওয়ার চাইতে অধিক বড় কোনো সত্য।

এই-ই *ইলিয়াড*—পৃথিবীর প্রথম 'ট্র্যাজেডি'। বিখ্যাত গ্রিক ট্র্যাজিক নাট্যকারেরা 'ট্র্যাজেডি' নামের সাহিত্যিক প্রকরণটি উদ্ভাবনের কমপক্ষে দুশো বছর আগেই হোমার 'ট্র্যাজেডি'-র অভ্যন্তরস্থ সব স্বভাবকেই বুঝে ফেলেছিলেন। তিনি প্যাট্রোক্লাসের চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রথম ফুটিয়ে তোলেন 'ট্র্যাজেডি'র টানাপড়েন; আর পরে আরও দারুণভাবে সেই কাজটা করেন অ্যাকিলিসের চরিত্রটি নির্মাণ করে—প্রথমে অন্যায়ের শিকার এক বীর, যার জন্ম আবার এক দেবীর গর্ভে, যে শেষে গিয়ে দেখে তার নিজেরই নেওয়া সিদ্ধান্তের কারণে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার জীবনের সব শান্তি, মারা গেছে তার প্রিয় বন্ধু প্যাট্রোক্লাস, আর তখন সে তার নিজের দায়দায়িত্ব এড়াতে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে জেনেশুনে এগিয়ে যায় নিজের জীবনেরই ইতি টেনে দেওয়ার দিকে। হোমারই গ্রিক ট্র্যাজেডিয়ানদের দেখিয়ে দিলেন যে সামনের শতাব্দীগুলোয় মঞ্চে কী রকম ট্র্যাজেডি মঞ্চস্থ হতে পারে।

হোমারের কাব্যশৈলী বিষয়ে অতি সংক্ষেপে এটুকুই বলতে হয় যে, তিনি প্রচণ্ড 'সংযমী'। তিনি খুব ভালোমতো জানেন নিজের আবেগকে কী করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, এবং তিনি 'অবজেকটিভ'—কোনো ক্যামেরার মতো করেই তিনি পুরো দৃশ্যটা দেখে নিচ্ছেন আগাপাশতলা, কিন্তু রায় দিচ্ছেন না কোনোকিছু নিয়েই।

হোমারকে 'সংযমী' বলার জন্য একটা উদাহরণই যথেষ্ট। এ-মহাকাব্যের শেষতম পর্বে হোমার বিদায় দিলেন তার কাহিনীর প্রধান নায়ক অ্যাকিলিসকে। আমাদের দেখানো

হলো যে অ্যাকিলিস ঘুমিয়ে পড়েছে তার বাহুতে ব্রাইসিয়িস নামের নারীকে জড়িয়ে ধরে, এ সেই একই ব্রাইসিয়িস যাকে মহাকাব্যের প্রথম পর্বে রাজা আগামেমনন অ্যাকিলিসের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে *ইলিয়াড*-এর আরম্ভ ঘটায়। এটুকুই। আর কিছুই বললেন না হোমার তার প্রধান নায়ককে বিদায় দেওয়ার সময়ে। শুধু তৃতীয়-পুরুষের কথক হিসেবে তিনি, সাংবাদিকের মতো করে, আমাদের কাছে রিপোর্ট পেশ করলেন যে অ্যাকিলিস ব্রাইসিয়িসকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু যেহেতু মেয়েটি *ইলিয়াড*-এর যাবতীয় রক্তপাত ঘটানোর পেছনের কারণ সেই প্রথম পর্বের ব্রাইসিয়িসই, তাই কতো না বলা কথা এখানে পাঠকের জন্য উহ্য রেখে দিলেন হোমার।

আর হোমারের অবজেকটিভিটি (বস্তুনিষ্ঠতা) বিষয়ে এটাও বলতে হয় যে—ক্যামেরার উদাহরণ টেনেই বলছি—তিনি এ-অর্থে সাবজেকটিভও যে তিনিই—অন্য কেউ নয়—ঠিক করেন তার ক্যামেরা কোন্ কোন্ দৃশ্যের উপরে ঘুরবে, কোন্ অ্যাঙ্গেল থেকে দৃশ্যটা দেখবে, কোথায় ও কিসের ওপরে ফোকাস করবে। হোমার শুধু এটুকুই করেন, তিনি সে দৃশ্যের মূল্যায়ন পেশ করেন না কোনো। তিনি শুধু আমাদেরকে বলে যান, বা আমাদের কাছে রিপোর্ট করে যান; কিন্তু ব্যাখ্যা করার দায়িত্বটা ছেড়ে দেন পাঠকের বা শ্রোতার হাতেই। তৃতীয়-পুরুষের কথক হয়েও এই যে দৃশ্য বা চরিত্র বা ঘটনার মূল্যায়নে অংশ না নেওয়া, এটা কোনো সাহিত্যিকের জন্য যে কতো বড় এক গুণের কথা তা সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহী যে কেউ বুঝবেন। এখানেই হোমার ভার্জিল, দান্তে, শেকস্‌পিয়ার ও মিলটন থেকে আলাদা, অনেকটা এ-যুগের উত্তরাধুনিকদের মতো—তিনি কখনোই আপনাকে বলছেন না যে কোন্‌টা ঠিক কাজ, আর কোন্‌টা বেঠিক; কোন্‌টা ন্যায়সঙ্গত আর কোন্‌টা অন্যায়। যেমন তিনি বলছেন, অডিসিয়ুস হাজার-চাতুরিতে ভরা ধূর্ত এক লোক; কিন্তু ওটুকুই। এটা তার অডিসিয়ুসের মূল্যায়ন নয়, বরং লোকে অডিসিয়ুসকে নিয়ে যা বলে, স্রেফ তার রিপোর্টিং। এখন *ইলিয়াড* পড়ে এ-সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব কেবলই আপনার যে, অডিসিয়ুস সত্যি অমন এক লোক কি-না।

ইলিয়াড-এ ভাষণ বা বক্তৃতাও হোমারের কাব্যশৈলীর এক উল্লেখযোগ্য দিক, যেমন তার মহাকাব্যিক উপমাগুলো (epic simile)। বীরের বীরত্বেভরা মহাকাব্য হাতে নিয়েই আমরা ধারণা করে বসি যে এটা নিশ্চয়ই ভরা থাকবে সেইসব বীরের বহু বীরত্বব্যঞ্জক অ্যাকশন দিয়ে। কিন্তু না। *ইলিয়াড*-এর চল্লিশ শতাংশই বক্তৃতা বা ভাষণে ভরা। প্রায় ৬৬৬টি বক্তৃতা আছে এই মহাকাব্যে; আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, অ্যাকিলিস এ মহাকাব্যের অর্ধেকের বেশি অংশে অনুপস্থিত আছে ঠিকই, কিন্তু আমরা তার কণ্ঠই শুনেছি অন্য যে কারো থেকে বেশি। অর্থাৎ অ্যাকিলিসের বলা কথার (বা বক্তৃতা/ভাষণের) দৈর্ঘ্য অন্য যে কারো অধিক। কিন্তু মোট ভাষণসংখ্যার পরিসংখ্যানই সব নয়, ভাষণগুলোর তীব্রতাও এক বড় বিচার্য বিষয়। হেক্টরের স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকি এখানে কথা বলে চারবার মাত্র, কিন্তু তার সবকটাই ঘটে মানবিক আবেগের উত্তুঙ্গ মুহূর্তে। আর ব্রাইসিয়িস কথা বলে মাত্র একবারই, প্যাট্রোক্লাসের লাশের পাশে বসে, কিন্তু মাত্র চৌদ্দ

লাইনের তার সেই বক্তৃতায় সে আমাদেরকে দিয়ে যায় এক অবিশ্বাস্য বিলাপগাথা। প্রতিটা বক্তৃতাই *ইলিয়াড*-এ, কম বেশি, নতুন নতুন এক জীবন সত্য তুলে ধরে।

ইলিয়াড-এর এই বক্তৃতাগুলোই এ কবিতাটির মনস্তাত্ত্বিক ওজনকে ধরে রাখে। হোমার তৃতীয় পুরুষের কথক হিসেবে কোনোকিছুরই মূল্যায়নে আগ্রহী নন, এমনকি কারও কোনো বক্তৃতারও। তবে বক্তৃতার মধ্যে বক্তারা ঠিকই অন্যের চারিত্রিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন পেশ করে। কথক ও বক্তা মিলে, এভাবেই, কোনো বিষয়ের ওপর আলো ফেলে অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ, দুই ভঙ্গিমাতেই। আজও তৃতীয়-পুরুষের কথন ভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে ঔপন্যাসিকেরা হোমারের এই শৈলীকেই সবচেয়ে কাজের বলে মানেন। হোমারের শক্তি এখানেই যে তৃতীয়-পুরুষের কথক হিসেবে তিনি সবকিছু দেখছেন, মানুষ বা দেবদেবী যে-ই হোক না কেন সবার মস্তিষ্কের ভেতরেই ঢুকে যেতে পারছেন, পুরো পরিস্থিতির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে পারছেন, কিন্তু নিজে তিনি অবস্থান করছেন মহাকাব্যটি থেকে অনেক দূরে; কঠোর নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত, নৈর্ব্যক্তিক এক ভঙ্গি সেটা। সবকিছুর মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা অতএব যেহেতু পুরো আমাদেরই হাতে, আমরা তাই *ইলিয়াড* পাঠ করার শেষে ঠিকভাবে বলতেও পারি না যে, *ইলিয়াড*-এর মূল নীতিকথাটা কী? কিংবা অ্যাকিলিস, বা কোনো যুদ্ধদৃশ্য, বা হেলেন চরিত্রটার মাধ্যমে হোমার আমাদেরকে আসলে কী বলতে চেয়েছেন? ব্যাখ্যার দুয়ার এভাবেই অবারিত করে রেখে দিয়েছেন হোমার।

ইলিয়াড-এ যুদ্ধদৃশ্য আছে এ মহাকাব্যের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে—এর মোট ১৫,৬৯৩ লাইনের মধ্যে যুদ্ধই নিয়ে নিয়েছে ৫,৫০০ লাইন। মোট তিনশ যুদ্ধ আছে এ বইয়ে, যার মধ্যে আবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা বীরে-বীরে একক লড়াই আটাশটি। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধগুলোতে দেখা যায় দুই বীর নিজেরা নিজেরাই রাজি হয়েছে শুধু দুজনে মুখোমুখি লড়বে বলে। হোমারের বর্ণনাশৈলীর এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে, এতগুলো যুদ্ধদৃশ্যের *ইলিয়াড*-এ আমরা দেখি না যে কোনো যোদ্ধাই দীর্ঘক্ষণ যাবত একটানা মানুষ হত্যায় ব্যস্ত, শুধু ব্যতিক্রম প্যাট্রোক্লাস ও অ্যাকিলিস। আর যোদ্ধাদের মূল যুদ্ধকৌশল হচ্ছে: মারো, তারপর ভাগো (hit and run)। তার মানে, তারা যুদ্ধে শহীদ হওয়ার জন্য উন্মুখও নয়, বেপরোয়াও নয়। আর যুদ্ধ মানেই যেহেতু রক্তপাত ও মৃত্যু, তাই আমাদের ধারণা জাগে যে, হোমার নিশ্চয়ই এসব নির্মম দৃশ্যের বারবার বর্ণনা দিতে গিয়ে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, বিশাল আবেগমথিত কোনো মন্তব্য করে বসবেন বুঝি তিনি। না, এসবের ধারে কাছে দিয়েও যান না হোমার। যুদ্ধের নির্মমতা ও মৃত্যুর থাবাকে তিনি ফুটিয়ে তোলেন ঠিক সেই সংবাদপত্রের রিপোর্টারের মতো, কিংবা—এখানেই হোমারের নির্লিপ্ততার সবচেয়ে বড় প্রমাণটি হাজির—কোনো চিকিৎসকের মুখে রোগীর আহত অবস্থার (বা পোস্টমর্টেম রিপোর্টের) বয়ান আউড়ে যাবার মতো করে। এটা এক ভয়ংকর বিপদজনক পৃথিবী—ট্রোজান সমতলে মানুষ নামের একদল পশু আরেকদল পশুকে চেপে ধরেছে। এতোখানি বিপদজনক পৃথিবীতে সেন্টিমেন্টালিটির বা মেলোড্রামার কোনো স্থান নেই; অসংখ্য মৃত্যুর পুনঃপৌনিকতা সব সেন্টিমেন্টালিটি ও মেলোড্রামাকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে।

হোমারের বাক্যশৈলী বিষয়ে শেষ কথাটা বলতে হয় *ইলিয়াড*-এর এই কবির সবচেয়ে পাঠকপ্রিয় প্রকরণটি নিয়ে— সিমিলি বা মহাকাব্যিক উপমা। পুরো *ইলিয়াড*-এ আছে মোট তিনশরও অধিক সিমিলি, আর তারা দখল করে আছে এর ১,১০০ লাইন (অর্থাৎ পুরোর ৭ শতাংশ)। আমরা 'পাঠ-পর্যালোচনা' অংশে এগুলো নিয়ে বেশ খানিকটা আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এটুকুই বলব যে, *ইলিয়াড*-এ যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরের সেই প্রাচীন গ্রিক প্রকৃতি ও সমাজকে আমাদের চোখের সামনে হাজির করেছে হোমারের এই অত্যাশ্চার্য সিমিলিগুলোই। প্রাকৃতিক পৃথিবী—আসমানের তারা, বনের সিংহ, দুধের বালতিতে বসা মাছি, দাঁতাল শূকর, শিকারীদের দল ও কৃষকেরা—নানা রূপে, নানা বর্ণ, গন্ধ ছড়িয়ে হাজির হয়েছে এই ১,১০০ লাইনে, পুরো মহাকাব্য জুড়ে। এই সিমিলিগুলো হোমারের বর্ণনা করা কোনো ঘটনা, কোনো সিদ্ধান্ত বা কোনো চরিত্রের কোনো কাজকে আরও তীব্রতা ও জোরের সঙ্গেই শুধু ফুটিয়ে তোলেনি, এগুলো *ইলিয়াড*কে একইসাথে তুলে নিয়ে গেছে ট্রোজান সমতলের বাইরে, একে স্থাপন করে দিয়েছে শাশ্বত মানবসমাজের ও প্রাকৃতিক বিশ্বজনীন আবহমানতার দোরগোড়ায়।

শেষ কথা—কেন হোমার গুরুত্বপূর্ণ?

আজকের দিনে কল্পনা করা অসম্ভব এক দৃশ্যকে কল্পনা করে নিতে পারি আমরা। বহু বহু কাল আগে, গ্রিসের ইয়ুবিয়া দ্বীপে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যোগ দেওয়া ইয়ুবিয়ার ব্যবসায়ী মহলে—যাদের কাছে প্রথম পৌঁছেছিল বর্ণমালাভিত্তিক লিখনকৌশলের পদ্ধতি—আমরা ধরে নিচ্ছি কোনো এক শিলাখণ্ডের ওপর বসে এক কবি তার লিপিকারের কাছে বলে যাচ্ছেন তার দুই দীর্ঘ মহাকাব্য, লাইন-বাই-লাইন *ইলিয়াড* ও *অডিসি*। এই কাজ চলছে মাসের পর মাস, হতে পারে বছরের পর বছর ধরে। লিপিকার তখন প্যাপিরাসের স্ক্রলে তা-ই তুলে নিচ্ছেন যা মুখে বলছেন কবি, আর তিনি কী লিখছেন তা কীভাবে পড়তে হয় সেটা জানেন না এই কবি, জানে না আশেপাশের আর কেউই।

হোমারের মৌখিক বা বাচনিক মহাকাব্য দুটোর বিষয়ে উপরের এই অনুমান হয়তো সত্য। কিন্তু কবির জন্য কী দুর্বিসহ এক কাল সেটা: না আছে কোনো লাইব্রেরি, না কোনো পাঠক, না কোনো কিছুর লিখিত কোনো দলিল-দস্তাবেজ-তথ্য, শুধু আছে হোমারের দুই মহাকাব্য, আর পরে হেসিয়ড। এরাই ছিলেন প্রথমে এক ছোট এলিট শ্রেণীর ইয়ুবিয়ান মানুষদের গবেষণার ও কৌতূহলের দুই বস্তু, যাদের নিয়ে গবেষণাকারীদের সংখ্যা পরে বেড়েই চলল ততো বেশি হারে যতো বেশি বর্ণমালাভিত্তিক লিখনের নিয়মকানুন ছড়িয়ে যেতে লাগল এলিট থেকে নন-এলিট শ্রেণীর দিকে। এদেরই কেউ কেউ পরে প্যাপিরাস স্ক্রল দেখে দেখে মহাকাব্যদুটোর বড় কিছু অংশ মুখস্থও করে ফেলল উৎসব-অনুষ্ঠানে অতিথিদের বা নিজের পিতা-মাতা-পরিজনকে মুগ্ধ করবে বলে। গরিব চারণকবিদের

কাব্যকলা এভাবে ঢুকে গেল বড়লোকের বাড়িতে, প্রাসাদে; মাঠেঘাটের হোমার এভাবে জায়গা পেতে লাগলেন ধনী মানুষদের উৎসব-অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে একসময় গবেষকের টেবিল হয়ে লাইব্রেরি পর্যন্ত, এবং অতি অবশ্যই শিশু-কিশোরদের বিদ্যায়তনে এবং এক পর্যায়ে বয়স্ক মানুষদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়।

হোমারের সময়ে, প্রথমদিকে, ইয়ুবিয়ার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যোগ দেওয়া সম্পদশালী মানুষেরাই ছিল হোমারের জন্য এলিট শ্রেণী। পুবের পৃথিবীতে সাক্ষরতা—একগাদা চিহ্ন বা প্রতীককে মুখের কথার সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে কোথাও বসিয়ে দিতে পারার ক্ষমতা; তা পাথরে হোক, চামড়ার ওপরে হোক, আর প্যাপিরাসেই হোক—ছিল শুধুমাত্র লিপিকার শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ; আর এই লিপিকাররা ছিল বিশেষজ্ঞ গোত্রের মানুষ যারা তাদের পুরো জীবন উৎসর্গ করে দিতো চিহ্নভিত্তিক (symbol) লেখালেখি বা খোদাই পদ্ধতিকে বুঝতে। পুবে এরাই ছিল এলিট শ্রেণী, আর এদের ক্ষমতা ও প্রাচুর্য আরও বেড়ে গিয়েছিল কারণ লিখনপদ্ধতির একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল শুধু তাদেরই হাতে।

গ্রিসে ঘটল ঠিক এর উল্টোটা। লিখনপদ্ধতি বা সাক্ষরতা চলে গেল শৌখিন মানুষদের হাতে, যারা কোনোভাবেই ধনী নয়, কোনোভাবেই সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে জড়িত কেউ নয়। গ্রিসে এই নির্ধনী সাক্ষর মানুষদের হাত থেকেই হোমার পরে ঢুকেছিলেন ধনীর প্রাসাদে; আর পুবে তা ধনীর প্রাসাদ থেকে পরে গিয়েছিল ধনহীনের হাতে। গ্রিসের এই শৌখিন সাক্ষরদের ছিল অন্য আরেক নেশা—কবিতার, কোনোভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্যের নয়। আমরা যতদূর জানি, গ্রিক বর্ণমালাভিত্তিক লিখনপদ্ধতি কোনো বাণিজ্যের বা ব্যবসায়ের কাজে লাগেনি প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সাল অবধি; অর্থাৎ এর আবিষ্কারের প্রথম দুশো বছর এটা শুধু কাব্যদেবীর প্রতি নিবেদনই রেখে গেছে। তেমনই সাক্ষ্য দেয় গ্রিসের গুহাগাত্রের নানা খোদাইকর্ম, নানা শিলালিপি।

তবে আমাদের অবাক লাগে, চারণকবিদের মাঠ-ঘাট থেকে না হয় হোমার প্রাসাদে ঢুকলেন, কিন্তু তিনি 'ক্ল্যাসিক' হলেন কীভাবে, সে কথা ভেবে। তার কবিতা দুটো অনেক বেশি লম্বা, আর মাঝেমধ্যেই সেখানে গল্পের ধারাবাহিকতার সুতো হাতে ধরে রাখাটাই মহা ঝামেলার; তার কাহিনীর চরিত্রসংখ্যা অসম্ভবরকমের বেশি; তার উপমাগুলি প্রায়শই অদ্ভুত ও বুনো; তার চরিত্রের ভাষণের মধ্যে প্রায়শই আবেগের ফেটে পড়া; আর তার আছে রক্তপাত ও নরহত্যাদৃশ্যের প্রতি একধরনের মোহ। আমাদের মনে হয়, অন্য সব যদি বাদও দিই, তবু তো স্রেফ দৈর্ঘ্য এবং কাহিনীর ভাষাগত ও চরিত্রের বিশাল সংখ্যাগত জটিলতার কারণেই হোমারের কখনও 'ক্ল্যাসিক' হয়ে ওঠা যুক্তিযুক্ত ছিল না। কিন্তু তা-ই হয়ে উঠলেন তিনি—পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম 'ক্ল্যাসিক' লেখক বা কবি। বাইবেলের পরেই পশ্চিমা বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত, সর্বাধিক আলোচিত টেক্সট হোমারের এই *ইলিয়াড* ও *অডিসি*। কেবলমাত্র হোমারের নিজের মহত্ব, আর হঠাৎ করে একদিন গ্রিক বর্ণমালার উদ্ভব যার কারণে তার এই সুদীর্ঘ সৃষ্টি দুটি টিকে গেল—এ দুই কারণই ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে হোমারের 'ক্ল্যাসিক' হয়ে ওঠার আপাত দুর্বোধ্য সত্যটার পেছনের কারণ।

পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াতেই আছেন হোমার। পশ্চিমে আজও কোনো মানবসন্তান একটু বড় হয়ে প্রথম যে বইটি হাতে নেয় তা হোমারেরই লেখা। আর আজও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পশ্চিমা সভ্যতা বিষয়ক কোনো কোর্সের একেবারে শুরুতে থাকেন হোমার; তারপর সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টোটল। এই ধারাক্রম আজও বহমান, এবং আমাদের অনুমান যে ব্যাপারটা এমনই থাকবে অনন্তকাল ধরে। গ্রিক বর্ণমালার একদিন উৎপত্তি হলো, চল হলো বর্ণমালাকেন্দ্রিক লিখনশৈলীর, আর লিখে ফেলা হলো হোমারের কবিতা—এটাই পশ্চিমা বিশ্বের ইতিহাসের কোনো একক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, অন্তত ইতিহাসবেত্তা, প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষকদের কাছে; যদিও জর্জ স্টাইনারের মতো বড় পণ্ডিতের অভিমত যে, পশ্চিমের শিক্ষিত যে কারো কাছেই।[৩৭] সে কারণেই হোমার আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জর্জ স্টাইনার আবার এই গুরুত্বের বিশদ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শেষে বিষয়টাকে নিয়ে গেছেন অন্য এক উচ্চতর স্তরে। তিনি তার 'Homer and the Scholars' প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন: '*ইলিয়াড* ও *অডিসি* আমাদের কাছে থেকে গেছে এক অনাক্রম্য সত্য হিসেবেই। আর যদিও অনেক বই আছে যেগুলোর অনুসরণে মানুষ তাদের জীবনকে সাজিয়েছে, তবু আমার ধারণা যে হোমারের মহাকাব্য দুটোর বাইরে অন্য কোনো বই নেই যা আমাদেরকে এতো বেশি করে মানুষের মরণশীলতার অনিবার্য হিসাবনিকাশকে সহ্য করে যাবার ক্ষমতাটুকু দেয়।'[৩৮]

মৃত্যু নামের অনিবার্য ও নিশ্চিত সত্যটার মুখোমুখি হবার সাহস অর্জন করার জন্যই, তাহলে, হোমার গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থসূত্র

১. দেখুন Martin Hammond, *Homer—The Iliad* (পেঙ্গুইন বুকস্, ১৯৮৭; ভূমিকা, পৃ: vii)।
২. ঐ।
৩. দেখুন Harold Bloom's Introduction, *Homer's Iliad* (চেলসি হাউজ পাবলিশার্স, ২০০৭, ভারতীয় সংস্করণ, পৃ: ৫)।
৪. ঐ (পৃ. ৬)।
৫. দেখুন Alberto Manguel, *Homer's The Iliad and The Odyssey* (আটলান্টিক বুকস্, ২০০৭; পৃ: ১)।
৬. ঐ।
৭. প্লেটোর *Lesser Hippias* থেকে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯ সন)।
৮. J. W. von Goethe, *Letters to Schiller*, ২৭ ডিসেম্বর ১৭৯৭।
৯. ঐ।
১০. উপরের ৫নং ক্রমিকের বইটি; পৃ: ১৫৮।
১১. অ্যারিস্টোটলের *Poetics* থেকে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ সন)।
১২. লনজাইনেসের প্রবন্ধ 'On the Sublime' থেকে; অনুবাদ W. Rhys Roberts (১৮৯৯)।
১৩. George Steiner, *Homer in English* (পেঙ্গুইন বুকস্, ১৯৯৬)-এর ভূমিকা অংশ।

১৪. উপরে ৫নং ক্রমিকে উল্লিখিত Alberto Manguel; পৃ: ৯৪।

১৫. Francesco Petrarca, Familiarum Rerum, XVIII: 2 (আলবার্তো ম্যাঙ্গুয়েলের বইটিতে উল্লিখিত)।

১৬. Jacob Burckhardt, *The Civilization of the Renaissance in Italy* (র‍্যান্ডম হাউস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৪)।

১৭. Nicholas Boyle, *Goethe—The Poet and The Age* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯২)।

১৮. David Luke-এর ভূমিকা; গ্যেয়টের *ফাউস্ট, দ্বিতীয় খণ্ড* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪)।

১৯. ঐ।

২০. Rupert Brooke, *The Collected Poems* (ডড, মিড অ্যান্ড কোং, ১৯২৩) বইটির ভূমিকা থেকে।

২১. Christopher Marlowe, *Doctor Faustus*, পঙ্‌ক্তি ১৩৫৪-১৩৫৬।

২২. এডগার অ্যালান পো'র কবিতা: 'To Helen'।

২৩. প্লেটো, *Ion*; *Collected Dialogues of Plato* থেকে (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৩)।

২৪. Stanley Lombardo, *Iliad—Homer* (হ্যাকেট পাবলিশিং কোং, ১৯৯৭); বইটির 'অনুবাদকের মুখবন্ধ' অংশ।

২৫. Elton Barker ও Joel Christensen, *Homer—A Beginner's Guide* (ওয়ান-ওয়ার্ল্ড বুক, ২০১৩)।

২৬. Mustafa El-Abbadi, *Life and Fate of the Ancient Library of Alxandria* (প্যারিস, ইউনেস্কো, ১৯৯০)।

২৭. Herodotus, *The Histories* (পেঙ্গুইন বুকস্, লন্ডন, ১৯৫৪); পর্ব ২, অধ্যায় ১১৭।

২৮. F. Zeitlin, *Being Greek Under Rome* (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১)।

২৯. J. Haubold, *Homer's People: Epic Poetry and Social Formation* (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০)।

৩০. Bruce Heiden, *The Placement of Book Divisions in the Iliad* (Journal of Hellenic Studies, ১৯৯৪)।

৩১. T. E. Lawrence, *The Odyssey of Homer* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৬); 'অনুবাদকের কথা' অংশ থেকে।

৩২. Albert B. Lord, *The Singer of Tales* (হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬০)।

৩৩. Alberto Manguel, উপরের ক্রমিক নং ৫-এর বইটি; পৃ: ৩৪।

৩৪. Thomas De Quincy, 'Homer and the Homeridae', *The Works of Thomas De Quincy* (পিকারিং অ্যান্ড শ্যাটো, লন্ডন, ২০০১-০৩)।

৩৫. উপরের ক্রমিক নং ৩২-এর বইটি।

৩৬. উপরের ক্রমিক নং ২৭-এর বইটি।

৩৭. সম্পাদনা George Steiner & Robert Fagles, *Homer - A Collection of Critical Essays* (প্রেন্টিস হল ইনক্, ১৯৬২)।

৩৮. ঐ।

হোমার ও শেকস্‌পিয়ার

লিও টলস্টয়

মানুষ যা-ই বলুক, তারা যতোই বিমুগ্ধ থাকুক না কেন শেকস্‌পিয়ারের সৃষ্টিকর্মগুলো নিয়ে, ওগুলোর মধ্যে যতই গুণাগুণ তারা দেখুক না কেন, এটুকু নিশ্চিত যে তিনি কোনো শিল্পী ছিলেন না এবং তার সৃষ্টিকর্মগুলো কোনো শিল্পীর কাজ ছিল না। অনুপাতজ্ঞান বা সঙ্গতি বিষয়ে জ্ঞান ব্যতিরেকে কোনোদিন কেউ শিল্পী হতে পারেনি, পারবেও না, ঠিক যেমন ছন্দময়তার বোধ না থাকলে কেউ কখনো সঙ্গীতশিল্পী হতে পারে না। আর, সেভাবেই, শেকস্‌পিয়ারকে আপনি যা-ই বলতে চান, বলতে পারেন—কেবল শিল্পী বলা ছাড়া।

'কিন্তু শেকস্‌পিয়ার যে সময়ে বসে লিখেছেন, সেটা তো ভুলে গেলে চলবে না,' একথা বলেন তার প্রশংসাকারীরা। 'সেটা ছিল নির্দয় ও স্থূল আচার-আচরণের এক কাল, সময়টা ছিল তখনকার দিনে জনপ্রিয় কৃত্রিম সুভাষণের, অর্থাৎ কথাবার্তার মেকি এক ভঙ্গিমার—আমাদের কাছে অপরিচিত ও অদ্ভুত ঠেকে এমন সব জীবনাচরণের সময় ছিল সেটা, আর তাই শেকস্‌পিয়ারের বিচার করতে গেলে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে তার সাহিত্যসৃষ্টির সেই যুগপর্বটাকে। হোমারেও শেকস্‌পিয়ারের মতোই অনেককিছু আছে যা আমাদের কাছে রীতিমত অদ্ভুত, কিন্তু হোমারের সৌন্দর্যের মূল্যায়নের বেলায় সেসব তো আমাদের জন্য বাধা হয়ে উঠতে পারে না,' এই-ই বলেন ওই প্রশংসাকারীরা।

কিন্তু কেউ যখন শেকস্‌পিয়ারকে হোমারের সঙ্গে তুলনা করেন, যেমন করেছেন জারভিনাস, তখন সত্যিকারের কাব্যের সঙ্গে তার নকলের অনন্ত-অপার পার্থক্য আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে বিশেষ এক তীব্র ঔজ্জ্বল্য নিয়েই। হোমার আমাদের কাছ থেকে যতই দূরবর্তী কেউ হোন না কেন, আমরা সামান্যতম চেষ্টা ছাড়াই দেখা যায় তার বর্ণনা করা পৃথিবীতে নিজেদেরকে নিয়ে যেতে পারছি। আর আমরা যে ওইভাবে তার জগতে পৌছে যেতে পারি তার প্রধানতম কারণ, হোমারের বর্ণিত ঘটনাগুলো আমাদের কাছে যতই ভিনজগতের লাগুক না কেন, তাতে কোনো সমস্যা হয় না, কারণ হোমার যা বলেন তা বিশ্বাস করেন, এবং তিনি যা কিছুর বর্ণনা করেন তা খুব সিরিয়াসভাবেই করেন, আর তাই তিনি কখনোই বাড়িয়ে বলেন না, এবং পরিমিতিবোধ তাকে কখনো ছেড়ে যায় না।

সুতরাং এমনটা ঘটে যে—এখানে আমি অ্যাকিলিস, হেক্টর, প্রায়াম, অডিসিয়ুসের মতো আশ্চর্যজনক সব ভিন্নমাপের, জীবন্ত এবং চমৎকার চরিত্রগুলোর কথা বাদই দিলাম, কিংবা আরও বাদ দিলাম হেক্টরের স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে বিদায় নেবার অপরিসীম মমতাভরা দৃশ্যের, রাজা প্রায়ামের অ্যাকিলিসের কাছে যাওয়ার, বা অডিসিয়ুসের ঘরে ফেরার বিবরণের, ইত্যাদি নানা কিছুর কথাও—*ইলিয়াড*-এর পুরোটাকেই (এবং আরও বেশি করে *অডিসি*-র) খুব স্বাভাবিক এক স্বচ্ছন্দতা নিয়ে আমাদের সবারই জীবনের খুব কাছের কিছু বলে মনে হয়, যেন বা আমরা তার দেবদেবী ও বীরদের সাথে অতীতেও একসঙ্গে বাস করেছি, এবং এখনও করছি।

কিন্তু শেকস্‌পিয়ারের বেলায় এমন কথা বলা যাবে না। তার লেখা প্রথম শব্দেই দেখা মেলে অতিরঞ্জনের: ঘটনার অতিরঞ্জন, অনুভূতির অতিরঞ্জন, অভিব্যক্তি প্রকাশের অতিরঞ্জন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তিনি যা বলছেন তাতে আসলে তিনি বিশ্বাস করেন না, তিনি যা বলছেন তা বলার তার সত্যিকারের কোনো প্রয়োজন নেই; তিনি তার বর্ণনা করা ঘটনাগুলোকে আসলে বানাচ্ছেন, তার চরিত্রগুলোর প্রতি তিনি উদাসীন এবং তিনি তাদেরকে সৃষ্টিই করেছেন স্রেফ মঞ্চের জন্য, অতএব তিনি তাদের দিয়ে করাচ্ছেন ও বলাচ্ছেন এমন কিছুই যা তার দর্শকদের মুগ্ধ করবে। আমরাও তাই না বিশ্বাস করি তার বলা ঘটনাগুলো, না তার নাটকের অ্যাকশনগুলো, তার চরিত্রগুলোর দুঃখ-বেদনাকে বিশ্বাস করার কথা তো বাদই দিন। শেকস্‌পিয়ারে নান্দনিক বোধের যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, সে ব্যাপারটা আর কোনোভাবেই এতটা স্পষ্ট হয়ে আমাদের কাছে ধরা পড়ে না, যতটা কিনা পড়ে তার সঙ্গে হোমারের তুলনা টানলে। যে সব কাজকে আমরা হোমারের বলে জানি, সেই সৃষ্টিগুলোর সবই শৈল্পিক, কাব্যিক, মৌলিক কাজ; স্পষ্ট যে সেগুলোর নির্মাতা (বা নির্মাতারা) ওই চরিত্রদের জীবনকে নিজেই যাপন করেছেন।

অন্যদিকে শেকস্‌পিয়ারের কাজগুলোর উদ্ভাবনই হয়েছে বিশেষ এক উদ্দেশ্য মাথায় রেখে, শিল্প বা কাব্যের সঙ্গে এগুলোর একদমই কোনো যোগাযোগ নেই।

—লিও টলস্টয়ের *Recollections and Essays* গ্রন্থ থেকে
(অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩৭)

হোমার'স ইলিয়াড গ্রন্থের মুখবন্ধ[১]

হ্যারল্ড ব্লুম

বাইবেল ও *ইলিয়াড*-এর মধ্যেই আছে পশ্চিমা সাহিত্য, চিন্তা ও আধ্যাত্মিকতার—আরও বৃহৎ অর্থে বললে পুরো পশ্চিমা সংস্কৃতিরই—ভিত্তি। আর এই গৎবাঁধা স্বতঃসিদ্ধ সত্য কথাটির মধ্যেই রয়েছে পশ্চিমা চেতনা ও মননের ভেতরে থাকা স্থায়ী বিভাজন রেখাটি। তা এরকম যে, আমাদের সংবেদন, অবধারণ ও নান্দনিকতার বোধগুলি সব গ্রিক, কিন্তু আমাদের ধর্ম ও নৈতিকতার বিষয়গুলি আমাদেরকে বানিয়ে ফেলেছে আসমানি কিতাবের সন্তান, তা সে আপনি খ্রিস্টান, মুসলিম, ইহুদি, যা-ই হোন না কেন। এবং সেই কিতাবটি আর *ইলিয়াড* নয়, যেমন তা ছিল ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতির যুগে। দেখা যায়, আমরা একইসঙ্গে *ইলিয়াড*-এর খুব কাছের (এমনকি যখন আমরা ধরুন প্রথমবারের মতো এর মুখোমুখি হচ্ছি, তখনও), আবার এর থেকে বিশালরকমের দূরের এবং বিচ্ছিন্নও। সিমন ভেই[২]-এর অনেক অনেক পাগলাটে তত্ত্বের মধ্যে সব থেকে বড়টা ছিল তার *ইলিয়াড*-কে নতুন বাইবেলের[৩] [গস্‌পেল; নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম চার গ্রন্থ] সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত বলা; আর এ দুয়ের উল্টোদিকে তিনি রাখলেন হিব্রু বাইবেল[৪] ও রোমান সাহিত্যকে। যিশু ও অ্যাকিলিসের মধ্যে মোটেই, সহজে, কোনো প্রগাঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না; আর *ইলিয়াড*-এর নৈতিকতা (বা সদাচরণের বিধিবিধান) নিউ টেস্টামেন্টের নৈতিকতার সম্পূর্ণ ও সরাসরি বিপরীত মেরুর জিনিস। পশ্চিমা চেতনার ভেতরের এই বিভাজনকে কোনোদিন সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি, এমনকি শেকস্‌পিয়ারও তা পারেননি, যে শেকস্‌পিয়ারের হ্যামলেট অ্যাকিলিস কিংবা হেক্টরের চাইতে রাজা ডেভিডের[৫] অনেক কাছের এক চরিত্র, কিংবা যার কিং লিয়ারকে[৬] আপনি ট্রয়ের রাজা প্রায়াম বা অ্যাকিলিসের হতভাগ্য পিতা পেলিউসের চাইতে অনেক বেশি অনায়াসে তুলনা করতে পারবেন যাজক সলোমন[৭] এবং সলোমনের প্রশ্নসাপেক্ষ বিদগ্ধতার[৮] সঙ্গে। *ইলিয়াড* ছিল আথেন্সের স্কুলের পাঠ্যবই, আর আমরা—আমাদের সবাই—আজও আথেন্সের স্কুলেই পড়াশোনা করছি। কিন্তু আথেন্সের ঐ বিদ্যায়তনে আমরা হয়ে আছি ভিনদেশী ও বর্বর, যারা কিনা আজও পুরোপুরি আত্মীভূত হতে পারেনি (গ্রিক) চিন্তার-রূপভিন্নতা ও নান্দনিকতার আকারগুলির সঙ্গে। তবে সেটা হওয়াটা—যদি আমাদের সকলকে কোনো একত্র আসঞ্জনশীল (coherent) সত্তা হয়ে উঠতে হয়—আমাদের জন্য অতি আবশ্যক বটে।[৯]

ইলিয়াড আমাদেরকে মূলত এই একটা কথাই বলতে চায় যে, সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে বিজয় অর্জন করা—যুদ্ধে তো অতি অবশ্যই, গূঢ় অর্থে এমনকি শিল্প বা চিন্তার ক্ষেত্রেও, সত্যি বলতে মানুষের যে কোনো প্রয়াসের বেলায়ই। হোমার আমাদেরকে শেখান *আগন* (agon)-এর কথা, যার অর্থ সবচেয়ে উপরের স্থানটি বা সর্বসেরার তকমাটি অর্জনের প্রতিযোগিতা। *আগন* বিষয়ক হোমারের এই শিক্ষাকে আমরা নিজেরাও যথেষ্ট মূল্য দিয়ে থাকি, তবে সেটা যতো সহজে রাজনীতি, ক্রীড়া, ব্যবসা ও আইনের প্রসঙ্গে দিই, ততটা সহজে আমরা *আগন*কে টেনে আনি না শিল্পের জায়গাগুলোয়, ধীশক্তির ও আত্মার ক্ষুধা মেটানোর ক্ষেত্রগুলোয়। অ্যাকিলিস—শ্রেষ্ঠতম গ্রিক সে—এই *আগন*বাদী মানুষদেরই সাক্ষাৎ প্রতিভূ। অ্যাডাম প্যারির গবেষণা মতে, অ্যাকিলিসের ভাষাটাই 'অ্যাকশনের একটি রূপ'। কিন্তু তারপরও আমরা ঠিকই টের পাই যে নিজের খ্যাতি বা মহিমা বিষয়ে অ্যাকিলিসের মোহভঙ্গ ঘটে গেছে, প্রকৃতির ব্যাপারেও মোহ কেটে গেছে তার।[১০] কেন? কারণ আক্ষরিক অর্থে যে অমরত্ব, তা তাকে দেওয়া হয়নি। অ্যাডাম প্যারি এ-প্রসঙ্গে বলেন, অ্যাকিলিস 'এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, আর সে এমন সব দাবি করে যা মেটানো অসম্ভব।'

হোমারের জটিলতার কেন্দ্রে আছে অ্যাকিলিসের অনন্য সাধারণ উভয় সংকটের বিষয়টি: আমাদের এই নায়ক তার *আগন* (বা সর্বসেরার খেতাব অর্জনের স্পৃহা) বিষয়ে বিতৃষ্ণ, ক্লান্ত, সে এই সর্বসেরা হওয়ার কারণে পাওয়া সুযোগ-সুবিধাগুলি নিয়ে আর লোভাতুর নয়; কিন্তু সে তার সমাজকেও পরিত্যাগ করতে পারছে না, আর এ এমন এক সমাজ যেখানে *আগন*বাদী মূল্যবোধ ছাড়া অন্য কোনো মূল্যবোধ নেই, আবার একইসঙ্গে অ্যাকিলিসও *আগন*-এর ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেও না। হ্যামলেট এল্‌সিনোর প্রাসাদ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে নিজের স্বার্থসাধনের জন্য তার হাতে ছিল অনেক ধরনের অনেক ভাষার এক অনন্ত ভাণ্ডার, যদিও হ্যামলেট ভাষার ওপরে ও সত্তার ওপরে (তার নিজেরটাসহ) সব বিশ্বাস আগেই পরিত্যাগ করে ফেলেছিল। অ্যাকিলিস চরিত্রের মহাকাব্যিক অনুরণন আমাদের কানে এজন্যই বেশি বাজে যে, সে তার ভাষার চেহারা হিসেবে আবার অ্যাকশনকেই বেছে নিল[১১] এবং মানুষের নশ্বরতার প্রতি (তার নিজের নশ্বরতাসহ) তার সেই অপার ঘৃণা থেকে সে—নিজের এক আপাত স্ববিরোধী অবস্থান[১২] সত্ত্বেও—মানুষ খুন করতে লাগল।[১৩]

না, হিব্রু বাইবেলের নায়কদের সঙ্গে—যেমন আব্রাহাম, জ্যাকব, জোসেফ, ডেভিড—অ্যাকিলিসের সামান্য কোনো মিল নেই। এমনকি যে ডেভিড তাদের মধ্যেকার একমাত্র পেশাদার যোদ্ধা, সে-ও তাদের খোদার[১৪] আশীর্বাদপুষ্ট, ঐ খোদার থেকে আসা সবার আশীর্বাদ সে তার ঘাড়ে বয়ে নিয়ে চলে। এ-কারণেই ডেভিডের অবস্থান ট্র্যাজেডি পেরিয়ে অন্য কোথাও, যদিও তার মনে অনেক দুঃখ-শোক, যার শেষটাতে আছে এমনকি তার প্রিয় পুত্র অ্যাবসালোমের[১৫] মৃত্যুও। আপনি বাইবেলের ঐ খোদার সঙ্গে কোনো চুক্তি বা অঙ্গীকারে আসতে পারবেন, তারপর ঐ অঙ্গীকারনামায় বিশ্বাসও রাখতে পারবেন, কিন্তু

দেবরাজ জিউসের ওপর আপনি ভরসা রাখতে পারবেন না।[১৬] অ্যাকিলিস একজন অর্ধ-দেবতা[১৭], সে বলে 'যে লোক দেবতাদের ওপরে ভরসা রাখে, দেবতারা তার কথা শোনে', কিন্তু সে জানে যে দেবতারা মানুষের কথা শোনার উত্তরে সম্ভবত দ্ব্যর্থবোধক বা সন্দেহজনক কিছুই বলবে। আর এমনিতেই দেবদেবীরা তার জন্য করতে পারতোও বা কী? তারা তো আর তাকে শারীরিকভাবে অমর-অবিনশ্বর বানাতে পারতো না, এমনকি তাকে যুদ্ধে লড়া থেকে মুক্তও করতে পারতো না, কারণ যুদ্ধের মাঠে বীরত্ব অর্জনের প্রতি তার মোহ কেটে যাওয়া সত্ত্বেও একথা তো সত্যি যে, অ্যাকিলিস মানেই যুদ্ধ, যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অ্যাকিলিসের কাব্যিক শক্তিমত্তা এটাই যে সে একটা শক্তি (force), একটা তাড়নার (drive) নাম, যদিও তার অনুভব, চিন্তা, উপলব্ধি সবই একজন মানুষের মতো। অন্য আর কোনো পুরোপুরি সাহিত্যিক চরিত্রই আমাদের কাছে এতোটা বীরত্বব্যঞ্জক নয়, এতোটা নান্দনিক বিচারে সন্তোষজনক নয়। কিন্তু অ্যাকিলিসের অপরত্বই (otherness)— আমাদের সাপেক্ষে বা আমাদের সঙ্গে তুলনা টেনে বলছি—এখন তার প্রধানতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রূপ নিয়েছে।

---

১. নিবন্ধটি হ্যারল্ড ব্লুম সম্পাদিত *Homer's Iliad* গ্রন্থের ভূমিকা, যা ব্লুমের লেখা। (চেলসি হাউজ পাবলিশার্স, ২০০৭, ভারতীয় সংস্করণ)।

২. সিমন ভেই (Simone Weil) একজন নামকরা ফরাসি দার্শনিক, ক্রিশ্চিয়ান মরমিবাদী এবং রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী নারী। ভেই (১৯০৯-১৯৪৩) হোমারবিদ হিসেবেও বিখ্যাত হয়ে আছেন *ইলিয়াড*-এ শক্তির বা জোরের ধারণা (the notion of force) নিয়ে গবেষণার কারণে।

৩. সিমন ভেই *ইলিয়াড*-এর সঙ্গে তুলনা টেনেছিলেন নিউ টেস্টামেন্টের (হিব্রু বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেন্টের বিপরীতে দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় টেক্সট; খ্রিস্টানরা ওল্ড ও নিউ দুটোকেই পবিত্র কিতাব হিসেবে গণ্য করে) প্রথম চার অধ্যায়ের সঙ্গে, যাদের আমরা গসপেল (Gospel) নামে চিনি। গসপেলগুলি যিশুর জীবন, মৃত্যু ও পুনুরুত্থান বিষয়ক গাথা।

৪. হিব্রু বাইবেল বলতে সাধারণ অর্থে বোঝানো হয় প্রাচীন ইহুদি বাইবেলকে। নিউ টেস্টামেন্ট (নতুন বাইবেল) প্রথম খ্রিস্টাব্দের টেক্সট, আর হিব্রু বাইবেল খ্রিস্টের জন্মের কমপক্ষে এক হাজার বছর আগের। হিব্রুতে লেখা এই টেক্সটই ক্রিশ্চিয়ান ওল্ড টেস্টামেন্টের (বা পুরোনো বাইবেলের) সূত্র।

৫. রাজা ডেভিড (মুসলমানদের দাউদ নবী) বাইবেল অনুসারে ইজরায়েল ও জুদাহ যৌথরাষ্ট্রের দ্বিতীয় রাজা ছিলেন; আর নিউ টেস্টামেন্ট অনুসারে ছিলেন যিশুর পূর্বপুরুষ। জীবনকাল খ্রিষ্টপূর্ব ১০৪০-৯৭০ বলে অনুমিত। ন্যায়পরায়ণ রাজা, খ্যাতিমান যোদ্ধা, গীতিকার ও কবি হিসেবে নন্দিত।

৬. *কিং লিয়ার* শেকস্‌পিয়ারের অন্যতম প্রধান নাটক, তার অন্যতম সেরা ট্র্যাজেডি। রাজা লিয়ার তার দুই কন্যার তোষামোদের কারণে তাদেরকে দিয়ে দিলেন তার সমস্ত সম্পদ, বঞ্চিত করলেন নিজের তৃতীয় আরেক কন্যাকে, এবং এতে করে একসময় রাজা উন্মাদ হয়ে গিয়ে সবার জন্য নিয়ে এলেন ট্র্যাজিক পরিণতি—এই-ই *কিং লিয়ার* নাটকের মোদ্দা কথা। লিয়ার ট্রয় রাজা প্রায়াম ও অ্যাকিলিসের পিতা পেলিউসের মতোই বয়সে বৃদ্ধ ও হতভাগ্য এক চরিত্র।

৭. যাজক সলোমন রাজা ডেভিডের উত্তরসূরী, শাসনকাল খ্রিস্টপূর্ব ৯৭০-৯৩১ সন; আরবিতে তাকে আমরা সুলায়মান নবী হিসেবে জানি। তিনি ছিলেন ইজরায়েলের রাজা, ডেভিডের পুত্র। সলোমন জেরুজালেমের প্রথম টেম্পলের নির্মাতা; তিনি তার প্রজ্ঞা, সম্পদ ও ক্ষমতার জন্য খ্যাত। তবে খোদা (Yahweh) থেকে সরে গিয়ে পৌত্তলিকতার দিকে ঝোঁকাসহ অন্যান্য পাপের জন্য তার দুর্নামও আছে।

৮. সলোমনের প্রশ্নসাপেক্ষ বিদগ্ধতা (Apocryphal Wisdom of Solomon) অর্থে ব্লুম নিঃসন্দেহে বিখ্যাত 'Testament of Solomon'-এর কথা বলছেন। ফেরেশতা মিখাইলের দেওয়া এক জাদুর আংটির শক্তিবলে শয়তানদের বশীভূত করে সলোমন কীভাবে জেরুজালেমের টেম্পল নির্মাণ করেন, ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই কাহিনী সলোমনের লেখা বলে দাবি করা হয়। এখানে সাত দানবীর কথা বলা আছে যারা রাজা সলোমনকে বলে যে তাদের বাস মাউন্ট অলিম্পাসে, অর্থাৎ সেই একই পর্বতশীর্ষে যেখানে বাস করতো *ইলিয়াড*-এর সকল দেবদেবী।

৯. হ্যারল্ড ব্লুম আক্ষেপ করে এটাই বলছেন যে গ্রিক চিন্তা থেকে উদ্ভূত এই বর্তমান মানবসভ্যতা যদি গ্রিক চিন্তা ও জ্ঞানচর্চার প্রকারগুলি ও তাদের নন্দনতত্ত্বের সারকে ঠিকভাবে আত্মীভূত করে নিতে পারতো, তাহলে বর্তমানের এই মানবপৃথিবী (যা এখন নানা ধর্মে বিভক্ত) অনেক বেশি একক ও সংঘবদ্ধ রূপ নিত।

১০. *ইলিয়াড*-এর নবম পর্বে (পঙ্‌ক্তি ৩০৭-৪২৯) অ্যাকিলিসের এই মোহভঙ্গের বিষয়টি স্পষ্টভাবে আছে। এখানে এবং এর পরের দুটি ভাষণে অ্যাকিলিস সরাসরি *আগন*বাদী মনোভাবকে (হয় সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হবো, না হয় মরব—এইমতো 'বীরের ধর্ম') প্রশ্নবিদ্ধ করে বসে; বীরের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, প্রণোদনা এসব প্রতিষ্ঠিত ধারণার গোড়া ধরে টান দেয় সে।

১১. প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর পরে অ্যাকিলিস আবার যুদ্ধে ফিরল হেক্টরকে খুন করে বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে—এই অর্থে (*ইলিয়াড*, ২০তম পর্ব)।

১২. অ্যাকিলিসের অবস্থান আপাত স্ববিরোধী এ-অর্থে যে অ্যাকিলিস খ্যাতি ও বীরত্বের মোহের ভেতরকার সারশূন্যতাকে খুব ভালোমতো বোঝে, সে তার আসন্ন মৃত্যুর কথা জানে, তাই সবকিছু তার কাছে মূলত অর্থহীন; তবু শত্রুপক্ষের মানুষদের তার খুন করতেই হবে। বীরের ধর্মের নিষ্ফলতা বুঝেও সেই ধর্ম দিয়েই চালিত হয় অ্যাকিলিস।

১৩. যুদ্ধে ফিরে এসে যেভাবে অ্যাকিলিস *ইলিয়াড*-এর ২০তম পর্ব থেকে ২২তম পর্ব পর্যন্ত অনেক ট্রোজানকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং শেষে গিয়ে হেক্টরেরও প্রাণ নিয়ে নেয়—সে কথা বলছেন ব্লুম।

১৪. খোদা বলতে এখানে ব্লুম ইজরায়েল ও জুদাহ-র লৌহযুগের জাতীয় খোদা (national god) Yahweh-এর কথা বলেছেন।

১৫. অ্যাবসালোম (Absalom) ছিল রাজা ডেভিডের তৃতীয় পুত্র। সে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যুদ্ধে লড়তে গিয়ে জীবন হারায়। পুরোনো বাইবেলের ইজরায়েল রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ ছিল অ্যাবসালোম।

১৬. ব্লুম ঠিকই বলেছেন। দেবরাজ জিউসসহ অলিম্পাসের সকল দেবদেবীই—আসমানি কিতাবগুলোয় খোদা বা ফেরেশতা বা প্রধান ঐশ্বরিক চরিত্রগুলির তুলনায়—অনেক বেশি শঠতা-হিংসা-মিথ্যা ও আত্মস্বার্থে পূর্ণ।

১৭. অ্যাকিলিস অর্ধ-দেবতা কারণ তার পিতা নশ্বর মানুষ পেলিউস, কিন্তু মাতা দেবী (সমুদ্রদেবী) থেটিস। অর্থাৎ সে এক নশ্বর পিতা ও এক অবিনশ্বর মাতার সন্তান।

প্রারম্ভক

এ বইয়ে অনুসৃত বিধিমালা

১. এ-বইয়ের মূল *ইলিয়াড* অংশের পঙ্‌ক্তি বা লাইনসংখ্যা—যা আছে বামের পৃষ্ঠার বামের ও ডানের পৃষ্ঠার ডানের মার্জিনে—ডি.বি. মনরো ও টি. ডব্লু. অ্যালেনের *Homeri Opera I-II* (*ইলিয়াড*)-এর, যার অন্য নাম 'অক্সফোর্ড ক্ল্যাসিকাল গ্রিক টেক্সট', লাইনসংখ্যার সমান্তরাল (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২০, তৃতীয় সংস্করণ)।

২. এ-বইটির একদম শুরুতে 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' শিরোনামের ঘোষণায় উল্লেখ করেছি যে পুরো বইটি জুড়ে কোনো নির্দিষ্ট পর্ব ও তার অন্তর্গত কোনো লাইনসংখ্যা নির্দেশের ক্ষেত্রে একটি রীতিই অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমে পর্ব সংখ্যা, তারপর কোলোন (:) চিহ্ন, তারপর পঙ্‌ক্তি বা লাইন সংখ্যাটি। উদাহরণস্বরূপ: ১৩:৬২০-৬২৩ অর্থ ১৩তম পর্বের ৬২০ থেকে ৬২৩ পঙ্‌ক্তি; আবার ১৮:১২৮ অর্থ ১৮তম পর্বের ১২৮ সংখ্যক পঙ্‌ক্তি। বইটির ভূমিকা, পাঠ-পর্যালোচনা, টীকা বা অন্য যেখানেই পাঠক এরকম কোলোন (:) চিহ্নের আগে-পরে সংখ্যা দেখবেন, তখন এ বইয়ের মূল *ইলিয়াড* অংশ খুলে ঐ পর্ব এবং ঐ পঙ্‌ক্তি বা লাইনসংখ্যায় চলে গেলেই তিনি পেয়ে যাবেন পুরো পঙ্‌ক্তিটি।

৩. বইয়ের মূল *ইলিয়াড* অংশে তৃতীয় বন্ধনীর ([ ]) ভেতরের সব শব্দ ও বাক্যাংশ অনুবাদকের, হোমারের নয়। পাঠকের পাঠের সুবিধার্থে এই তৃতীয় বন্ধনীর কথাগুলি মূলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো।

৪. তবে তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরে যেখানে পুরো একটি বাক্য বা পঙ্‌ক্তি রয়েছে, তা অনুবাদকের নয়। তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরের এই পূর্ণ বাক্যগুলি আগে উল্লিখিত 'অক্সফোর্ড ক্ল্যাসিকাল গ্রিক টেক্সট'-এর বাইরে *ইলিয়াড*-এর অন্যান্য গ্রিক পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া। তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত এরকম অংশ রয়েছে মোট আটটি। সেগুলির তালিকা: ৮:৫৮৪ এবং ৮:৫৫০-৫৫২; ৯:৪৫৮-৪৬১; ১১:৫৪৩; ১৪:২৬৯, ১৬:৬১৪-৬১৫; ১৮:৬০৪-৬০৫ এবং ২০:১৩৫। পাঠক জানবেন যে এ পঙ্‌ক্তিগুলি বর্তমানে বিতর্কিত এবং এরা মূল হোমারে ছিল না বলেই মোটামুটি স্বীকৃত। এগুলির বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট পর্বের টীকা অংশে।

৫. 'গ্রিক', 'গ্রিস', 'গ্রিকবাহিনী'—এগুলি সব আধুনিক শব্দ। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তারের আগে 'গ্রিস' এবং 'গ্রিক' শব্দের কোনো ব্যবহার শুরুই হয়নি। অতএব খুবই স্বাভাবিক যে, হোমার তার *ইলিয়াড*-এর কোথায়ও 'গ্রিস' বা 'গ্রিক' শব্দ উল্লেখ করেননি। তার বদলে তিনি বলেছেন তিনটি বাহিনীর নাম: আকিয়ান (Achaeans), আর্গিব (Argives), এবং দানান (Danaans)। আকিয়ান অর্থ 'আকিয়া রাজ্য থেকে আগত মানুষেরা', আর্গিব অর্থ 'আর্গজ রাজ্য থেকে আগত বাহিনী', আর দানান অর্থ 'দানাউসের বংশধরেরা'। কিন্তু যেহেতু আমরা জানি যে আগামেমননের সঙ্গে ট্রয়ে আসা বাহিনীগুলোর সবাই ছিল মধ্য ও দক্ষিণ গ্রিসের মূল ভূখণ্ড ও দ্বীপসমূহের গ্রিক মানুষেরাই (অর্থাৎ মাইসিনিয়ান গ্রিসের অধিবাসীগণ), তাই অধিকাংশ ইংরেজি অনুবাদের মতো করে এখানে, বাঙালি পাঠকের বিভ্রান্তি এড়াতে, এই তিন বাহিনীর সবাইকে স্রেফ একটি নামেই ডাকা হলো: গ্রিক। তেমনই 'হেলেনিক' (Hellenic) বলতে এখন যেমন আমরা যা কিছু গ্রিক তাকেই বুঝি, হোমারের সময়ে কিন্তু সেটা ছিল দক্ষিণ থেসালির একটি অঞ্চলের নাম মাত্র। 'হেলেনিক'-এর বদলেও সর্বত্র 'গ্রিক' বলা হলো।

৬. হোমারের *ইলিয়াড*-এ ২৪টি পর্বের কোনো শিরোনাম ছিল না, অক্সফোর্ড পাণ্ডুলিপিতে নেই—সেখানে বরং গ্রিক বর্ণমালার এক একটি বর্ণই এদের নাম। অধিকাংশ ইংরেজি অনুবাদের মতো করে এখানে বাংলা অনুবাদে পর্বগুলির যার যার নিজস্ব নাম দেওয়া হলো। পাঠকের পক্ষে পর্বগুলির বিষয়বস্তু বুঝতে এসব শিরোনাম সাহায্য করবে।

৭. ট্রয় শহরের নাম *ইলিয়াড*-এ আছে মোট তিনটি: দুটি এই শহরের প্রাচীন নাম—ইলিয়াম ও ইলিয়ন; আর একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাম—ট্রয়। তিনটি নামই অনুবাদে রাখা হলো, যদিও ট্রয় নামটিই ব্যবহার করা হলো সর্বাধিকবার।

৮. হোমারের মূল *ইলিয়াড*-এ ট্রোজান যুবরাজ প্যারিসের নাম কখনো প্যারিস, কখনো বা আলেকজান্ডার (আলেকজান্দ্রোস্)। হোমার তার সাতটি পর্বে এই যুবরাজকে ডেকেছেন প্যারিস নামে, আর পাঁচ পর্বে আলেকজান্ডার নামে। মহাকাব্যের তৃতীয় পর্বে এমনকি তাকে একই পর্বের মধ্যে দু নামেই ডাকা হয়েছে। বাঙালি পাঠকের বিভ্রান্তি এড়াতে প্যারিসের আলেকজান্ডার নামটি সম্পূর্ণ বর্জন করা হলো। তাকে সর্বত্রই ডাকা হলো প্যারিস নামে।

৯. যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে বল্লমকে (spear) কখনো বল্লম, আবার কখনো বর্শা বলা হলো। একই যুদ্ধাস্ত্রের এই দু রকম বাংলা নামের কারণ বাংলায় বর্শা ও বল্লম প্রতিশব্দ। সাধারণ পাঠক যেন বিভ্রান্ত না বোধ করেন, তাই এই ব্যাখ্যা।

১০. গ্রিকবাহিনীর নেতারা দশ বছর ধরে ট্রয়ের সমুদ্র উপকূলে যে ধরনের অস্থায়ী ঘর বানিয়ে বাস করেছে, সেগুলোকে প্রধান প্রধান ইংরেজি অনুবাদে একেকবার একেক নামে ডাকা হয়েছে। বাংলায়ও করা হলো একই কাজ: এদের বলা হলো তাঁবু, কুটির, ঘর ও

কুঁড়েঘর। পাঠক জানবেন, এ চারটি বাংলা শব্দের অর্থ—অন্তত আপনার হাতের বাংলা *ইলিয়াড*টিতে—একই।

১১. হোমারের মূল *ইলিয়াড*-এ আইরিজ, আইরিস ও এরিস, এরকম কাছাকাছি তিন নামের তিন দেবদেবী রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই আলাদা, এদের পরিচিতি আলাদাভাবেই তুলে ধরা হলো এ-বইয়ের 'প্রধান চরিত্রসমূহ' অংশের 'দেবদেবী' ভাগে। এদের বাংলা নামের বানান ও উচ্চারণ খুব কাছাকাছি বলে পাঠককে *ইলিয়াড* পাঠের সময়ে বিষয়টির দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

১২. *ইলিয়াড*-এ দুজন গ্রিক আছে যাদের নাম একই—অ্যাজাক্স। এদের একজন গ্রিকদের অন্যতম সেরা বীর অ্যাজাক্স বা টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স বা 'বড়' অ্যাজাক্স; অন্যজন 'ছোট' অ্যাজাক্স বা লোক্রিয়ান অ্যাজাক্স। এ-দুজনকে যখন এক জোড়া হিসেবে দেখানো হয়েছে, তখন বাংলা অনুবাদে করা হলো 'দুই অ্যাজাক্স' (যেমন ইংরেজিতে Aiantes এবং 'the two called Ajax')। দেখুন এ-বইয়ের 'প্রধান চরিত্রসমূহ' অংশের 'গ্রিকবাহিনী' ভাগটি।

১৩. এ বইয়ের মূল *ইলিয়াড* অংশে টীকা চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে শব্দের মাথায় একটি সাদা বৃত্ত, কোনো তারকাচিহ্ন বা সংখ্যা নয়। এই নতুন ধরনের টীকা চিহ্ন *ইলিয়াড* পাঠকালীন সময়ে পাঠকের মনোযোগে ব্যাঘাত কম ঘটাবে বলেই আমার বিশ্বাস। প্রতিটি পর্বের যাবতীয় টীকা ও ভাষ্য জুড়ে দেওয়া হলো পর্বটির শেষে, অর্থাৎ পরের পর্ব শুরুর আগে। টীকা অংশে গিয়ে নির্দিষ্ট টীকাটি সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য টীকা-ভাষ্য শুরু করা হলো প্রথমে পর্ব ও লাইনসংখ্যার উল্লেখ করে এবং তার পরেই টীকার শব্দটি (বা টীকাটি যদি কোনো বাক্য বা বাক্যাংশ হয়, তাহলে সেই বাক্য বা বাক্যাংশের প্রথম ও শেষ কয়েকটি শব্দ) তুলে ধরে।

১৪. প্রতি পর্বের শুরুতে থাকলো ছোট একটি 'প্রবেশিকা' অংশ, যার আবার চারটি ভাগ: এক. সারসংক্ষেপের সারসংক্ষেপ; দুই. পর্বের বিষয়বস্তু; তিন. পঙ্‌ক্তিভিত্তিক সারসংক্ষেপ; চার. পর্বটির ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল। এরকম জটিল এবং অসংখ্য মানুষ ও স্থানের নামে আকীর্ণ এক মহাকাব্য পাঠের আনন্দ অপেক্ষাকৃত সহজে পাওয়ার ক্ষেত্রে এই 'প্রবেশিকা' অংশগুলি বিরাট ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

১৫. তিন হাজার বছরের পুরোনো এই মহাকাব্যে উল্লিখিত অসংখ্য মানুষ, অজস্র স্থান ও দেবদেবীদের নামের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট বিধিমালা অনুসরণ করা গেল না। অধিকাংশ গ্রিক নামই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লাতিনকৃত হয়ে গেছে, সন্দেহ নেই। যেমন ইংরেজি অনুবাদে এখন আর হোমারের Akhilleus (আখিল্লিউস) কেউ লেখে না, কারণ আমরা এই বীরকে এখন অ্যাকিলিস (Achilles) নামেই চিনি; তেমনই প্যাট্রোক্লোস (Patroklos) এখন পরিচিত প্যাট্রোক্লাস (Patroclus) নামে, হেকাবে (Hekabe) হেকুবা (Hecuba) হিসেবে। আমি এ-ক্ষেত্রে আমাদের কাছে অধিক পরিচিত

নামটিই ব্যবহার করলাম, যা মূলত *ইলিয়াড*-এর নায়ক-নায়িকা ও অন্য চরিত্রসমূহের লাতিনকৃত (Latinized) নাম। অধিকাংশ জনপ্রিয় ইংরেজি অনুবাদেও যেহেতু তা-ই করা হয়েছে, তাই এ-বিষয়টি নিয়ে আমার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা অস্বস্তি নেই। আবার অন্যদিকে গ্রিক বীর অডিসিয়ুসের লাতিন নাম ইউলিসিস, কিন্তু এখানে তা অডিসিয়ুসই রাখা হলো। *ইলিয়াড*-এর চরিত্রসমূহ ও স্থানের নামের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গেলে কমপক্ষে পাঁচটি পৃষ্ঠা লেগে যাবে, এবং তা পাঠকের বিরক্তিরই কারণ ঘটাবে। এক কথায়, এ সমস্ত নামের (মানুষ ও স্থান—দুয়েরই) উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমি অনুসরণ করেছি রবার্ট ফ্যাগলস্-এর *ইলিয়াড*-এর শেষে দেওয়া ৪৩ পৃষ্ঠার এক অতি উপকারী উচ্চারণ শব্দকোষ (Pronouncing Glossary), যে উচ্চারণবিধি অনুসারেই আগামেমননের রাজ্য মাইকেনাই (Mykenai) হয়ে গেছে লাতিন মাইসিনি (Mycenae), বা যুদ্ধদেবতা আরেস (Ares)-এর উচ্চারণ হয়ে গেছে আইরিজ। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্রই ফ্যাগলসের (*দি ইলিয়াড*, রবার্ট ফ্যাগলস্, পেঙ্গুইন ক্লাসিক্স, ১৯৯০, পৃ. ৬৩৯-৬৮৩) এ উচ্চারণবিধি অনুসরণ করা হলো বলে, ভালো হোক বা খারাপ হোক, সঠিক হোক বা ভুল হোক, অন্তত মানুষ ও স্থানের নাম সম্পর্কিত জটিল এই বিষয়টিকে একই নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলা সম্ভব হলো। বাঙালি পাঠকের তাতে অসুবিধার চাইতে বরং সুবিধাই হবে বেশি। আর যে বইতে মানুষ, দেবদেবী ও স্থানের নাম মিলে প্রায় ১,২০০ নাম রয়েছে, সেখানে আমাদের শৈশব-কৈশোর থেকে জানা গ্রিক পুরাণ ও ট্রোজান যুদ্ধ সম্পর্কিত স্মৃতির সঙ্গে যত বেশি বন্ধুত্ব ধরে রাখা যায়, ততই পাঠের আনন্দ অর্জনের পথ সুগম হয় বলে আমার ধারণা। যে হেলেনকে আমরা ছোটবেলা থেকে হেলেন নামে চিনি, তাকে হঠাৎ মূল গ্রিক অনুযায়ী 'এলেনি' বা 'হেলেনি' নামে ডেকে বিশাল *ইলিয়াড* খুলে বসা এমনিতেই কিছুটা বিভ্রান্ত পাঠককে আরও বিহ্বল, হতভম্ব করে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। একই কথা প্রযোজ্য গ্রিক নাম হীরী, প্রিয়ামোস, ট্রোস, অ্যাথিনী, আপোল্লোন, আইয়াস প্রমুখের ক্ষেত্রেও, যাঁদের আমরা শৈশব থেকে চিনি যথাক্রমে হেরা, প্রায়াম, ট্রোজান, অ্যাথিনা, অ্যাপোলো, অ্যাজাক্স নামে। অন্য এমন আরও শত শত উদাহরণ না হয় না-ই বা দিলাম।

১৬. এ বইয়ের মূল *ইলিয়াড* অংশের আগে জুড়ে দেওয়া হলো 'প্রধান চরিত্রসমূহ' নামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যার আবার তিন ভাগ: গ্রিকবাহিনী, ট্রোজানবাহিনী ও মিত্রেরা, এবং দেবদেবী। আমার প্রথমবারের ব্যক্তিগত *ইলিয়াড* পাঠ অভিজ্ঞতা থেকে জানি, নতুন পাঠকেরা বিশেষ উপকৃত হবেন *ইলিয়াড* পড়ার সময়ে অসংখ্য চরিত্রের ভিড়ের মধ্যে কিছুটা হাবুডুবু খেতে থাকলে বারবার এ-অধ্যায়ে ফিরে গিয়ে প্রধান চরিত্রগুলির পরিচয় ও তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক দেখে নিলে। প্রথমবারের পাঠকদের জন্য এই উপদেশটুকু দিয়ে রাখলাম আমার ব্যক্তিগত পাঠ-অভিজ্ঞতারই আলোকে।

হো মা র

ইলিয়াড

ইলিয়াডের পৃথিবী: অ্যাকিলিসের তাঁবু থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ব্রাইসিয়িসকে

পর্ব - এক

অ্যাকিলিসের ক্রোধ

অ্যাকিলিসের খুনে ক্রোধকে কবি এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে ঘোষণা করলেন—অ্যাপোলোর পুরোহিত ক্রাইসিজ রাজা আগামেমননের কাছে এল তার মেয়ে ক্রাইসিয়িসকে ছাড়িয়ে নিতে—আগামেমননের প্রত্যাখ্যান এবং নয় দিনব্যাপী প্লেগের শুরু—অ্যাকিলিস সেনাজমায়েতে আগামেমননকে যুক্তির জোরে রাজি করাল ক্রাইসিয়িসকে ফেরত দিতে—ক্ষতিপূরণ হিসেবে আগামেমনন অ্যাকিলিসের কাছ থেকে কেড়ে নিল তার ক্রীতদাসী ব্রাইসিয়িসকে—ক্রুদ্ধ অ্যাকিলিস যুদ্ধের মাঠ ত্যাগ করল তার মারমিডনবাহিনীকে নিয়ে এবং অপমানের প্রতিশোধ নিতে সাহায্য প্রার্থনা করল তার মা দেবী থেটিসের—থেটিস জিউসের কাছে মিনতি রাখল জিউস যেন যুদ্ধে গ্রিকদের হারায়, অর্থাৎ ট্রোজানদের জেতায়—জিউস রাজি হলো থেটিসের প্রার্থনায়।

বিষয়বস্তু

অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন ট্রয়ে ঘাঁটিগাড়া গ্রিক সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি, আর অ্যাকিলিস তার অধস্তন প্রধান গ্রিকযোদ্ধা। তাদের হাতে আজ দশ বছর ধরে অবরুদ্ধ ইলিয়াম নগরী, যার অন্য নাম ট্রয়। দুই মেয়েকে কেন্দ্র করে ভয়ংকর কলহ বেধে গেল গ্রিকবাহিনীর এ-দুই প্রধান স্তম্ভের মধ্যে। আগামেমনন যুদ্ধে লুটের মালের ভাগ থেকে ভেট হিসেবে পেয়েছিল ক্রাইসিয়িস নামের এক মেয়েকে। বিপত্তি বাধল যখন দেখা

গেল, ক্রাইসিয়িসের পিতা ক্রাইসিজ যেন-তেন কোনো মানুষ নয়, সে দেবতা অ্যাপোলোর পুরোহিত। ক্রাইসিজ মেয়েকে ছাড়িয়ে নিতে গ্রিক শিবিরে এলে আগামেমনন তাকে অপমান করে বিদায় করে দেয়। নিজের পুরোহিতের প্রতি অপমানের শোধ নিতে দেবতা অ্যাপোলো গ্রিকবাহিনীর কাছে পাঠায় নয় দিনের এক প্লেগ (তীর-বর্শার বৃষ্টি)। দেবতার এই আঘাতে বিপর্যস্ত গ্রিকবাহিনীকে রক্ষা করে অ্যাকিলিস—সে সেনাজমায়েতে আগামেমননকে রাজি করায় ক্রাইসিয়িসকে তার পিতার হাতে তুলে দিয়ে দেবতার ক্রোধ প্রশমনে। রাজি হয় আগামেমনন, কিন্তু এ থেকে ভয়ংকর ঝগড়া বেধে যায় এ-দুজনের মধ্যে। আগামেমনন তার কর্তৃত্বকে ব্যবহার করে অ্যাকিলিসের কাছ থেকে ক্রাইসিয়িসের বিনিময়ে কেড়ে নেয় ব্রাইসিয়িস নামের মেয়েটিকে, যে অ্যাকিলিসের যুদ্ধে-পাওয়া-ধন এবং যাকে ভালোবাসে অ্যাকিলিস। প্রচণ্ড অপমানিত অ্যাকিলিস তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ থেকে সরে যায়। খুনে ক্রোধ চেপে বসে অ্যাকিলিসের মাথায়; সে তার মা দেবী থেটিসের সহায়তা চায় দেবরাজ জিউসকে এক ভয়ংকর প্রস্তাবে রাজি করানোর ব্যাপারে—যুদ্ধ থেকে তার অনুপস্থিতিতে যুদ্ধে যেন গ্রিকরা হারে, অর্থাৎ শত্রুপক্ষ ট্রোজানরা যেন জেতে। কারণ তাহলে শিক্ষা হবে আগামেমননের, শিক্ষা হবে গ্রিকদের; পরাজয়ের মুখে পড়ে তখন আগামেমনন বাধ্য হবে অ্যাকিলিসের কাছে নত হতে, অ্যাকিলিসকে যুদ্ধে ফিরে আসার মিনতি জানাতে। থেটিস তা-ই করে যেমনটা তার ছেলে অ্যাকিলিস তাকে করতে বলে। সে জিউসের কাছে যায় এবং অ্যাকিলিসের হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারের এই সর্বনাশা স্বদেশবিরোধী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে বলে। জিউস রাজি হয় তার প্রস্তাবে; আর জিউসের স্ত্রী, গ্রিক পক্ষের দেবী হেরা খুব ক্ষেপে যায় জিউসের এই গ্রিকদের জন্য সর্বনাশ বয়ে আনা পরিকল্পনার কথা টের পেয়ে। অ্যাকিলিসের ক্রোধ এভাবে আমাদের ঠেলে দেয় রক্তাক্ত ও প্রহেলিকাময় এক যুদ্ধের মধ্যে যেখানে গ্রিকবাহিনী জানেও না যে তাদের প্রধান যোদ্ধাই দেবরাজকে রাজি করিয়ে ফেলেছে যুদ্ধে তাদের পরাজয় ঘটানোর ব্যাপারে। অ্যাকিলিসকে আমরা এ-পর্বের পরে আর দেখব না একেবারে নবম পর্ব পর্যন্ত, যখন পরাজিত গ্রিকরা অ্যাকিলিসের কুটিরে তিন দূতকে পাঠাবে তাকে যুদ্ধে ফিরে আসার মিনতি জানাতে।

সারসংক্ষেপ

১-৭: এই প্রথম সাতটি লাইন এ-মহাকাব্যের প্রস্তাবনা। কবি সঙ্গীত ও স্মৃতির দেবী মিউজকে আহ্বান জানাল এ-কাহিনী—অ্যাকিলিসের ক্রোধের কাহিনী—গেয়ে শোনানোর। আমরা জানলাম, দেবরাজ জিউসের ইচ্ছার পূরণ হওয়া প্রত্যক্ষ করছি আমরা।

৮-৫২: অ্যাপোলোর পুরোহিত ক্রাইসিজ এসে হাজির হলো গ্রিক শিবিরে; মুক্তিপণের বিনিময়ে সে তার মেয়েকে ফেরত চায়। রাজা আগামেমনন রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করল তার প্রস্তাব। দেবতা অ্যাপোলো তার পুরোহিতের প্রতি এই অপমানের হেতু গ্রিকদের ওপরে এক প্রাণঘাতী প্লেগ (বিষাক্ত তীরের বর্ষণ) ছড়িয়ে দিল।

৫৩-১২০: অ্যাকিলিস এক সেনা-দরবার ডাকল; বেকায়দায় পড়ে আগামেমনন রাজি হলো পুরোহিত ক্রাইসিজের মেয়েকে ছেড়ে দিতে।

১২১-৩০৭: ক্ষতিপূরণ হিসেবে আগামেমনন দাবি করে বসল অ্যাকিলিসের নিজের ক্রীতদাসী ব্রাইসিয়িসকে; অপমানিত অ্যাকিলিস ঘোষণা দিল সে আর গ্রিকদের পক্ষে যুদ্ধ করবে না; আগামেমনন তাকে বিদায় হতে বলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাল। বৃদ্ধ নেস্টর বৃথাই চেষ্টা করল দুজনের ঝগড়া মেটানোর; অ্যাকিলিস তার নিজের বাহিনী নিয়ে, প্রিয় বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের সঙ্গে বেরিয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে।

৩০৮-৩৪৮: পুরোহিত ক্রাইসিজের মেয়ে ক্রাইসিয়িসকে ফিরিয়ে দিতে রওনা হলো গ্রিকরা—নেতৃত্বে অডিসিয়ুস। আগামেমননের রাজদূত এসে অ্যাকিলিসের ক্রীতদাসী / প্রেয়সী ব্রাইসিয়িসকে নিয়ে চলে গেল অ্যাকিলিসের ডেরা থেকে।

৩৪৮-৪৩০: অ্যাকিলিস তার মা দেবী থেটিসের কাছে অভিযোগ করল তার প্রতি রাজা আগামেমননের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও অপমানের বিষয়ে। মায়ের প্রতি সে মিনতি জানাল যাতে গ্রিকরা যুদ্ধে হারে। থেটিসের কাছ থেকে আমরা জানলাম, অ্যাকিলিসের নিয়তিতে শীঘ্র-মৃত্যু আছে। থেটিস শপথ নিল দেবরাজ জিউসের কাছে গিয়ে সে জিউসকে এই প্রস্তাবে রাজি করাবে।

৪৩১-৪৮৭: অডিসিয়ুস ক্রাইসিয়িসকে তার পিতার হাতে তুলে দিল; শেষ হলো প্লেগের।

৪৮৮-৫৩৫: জিউসের প্রতি আরজি রাখল দেবী থেটিস; জিউস প্রতিজ্ঞা করল যতদিন অ্যাকিলিস যুদ্ধ থেকে দূরে থাকবে, ততদিন গ্রিকরা হারবে।

৫৩৬-৬১১: জিউস গ্রিকদের যুদ্ধে হারিয়ে দেওয়ার শপথ করেছে জানতে পেরে ক্ষেপে গেল তার স্ত্রী হেরা, সে গ্রিক পক্ষের দেবী। দেবতা হেফিস্টাস হেরাকে শান্ত করল। সন্ধ্যা নেমে এলে সকল দেবদেবী মরণশীল মানুষের ভাবনায় নিজেদের আনন্দ মাটি না করে যোগ দিল ভোজে।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

আলেকজান্ডার পোপের হিসাবে *ইলিয়াড* শুরু হবার পরের মোট ২২ দিনের কাহিনী বিধৃত আছে এই পর্বে: নয় দিনের প্লেগ, একদিনের সেনা-দরবার ও আগামেমনন-অ্যাকিলিস কলহ, ১২ দিনের জন্য দেবতাদের অনুপস্থিতি; অর্থাৎ দেবতারা অলিম্পাসে ফিরে এলে ২২তম দিনে থেটিস তার প্রার্থনা রাখল জিউসের প্রতি। ই.ভি. রিউয়ের হিসাবে এ-পর্বের দিন সংখ্যা মোট ২১। প্রথম দিনে ক্রাইসিজ আসে গ্রিক শিবিরে, তারপর নয় দিনের প্লেগ, দশম দিনে অ্যাকিলিস সেনা জমায়েত ডাকে, ১১তম দিনে ক্রাইসিয়িসকে ফেরত দেওয়া হয় তার পিতার হাতে এবং প্লেগের সমাপ্তি ঘটে, তারপর নবম দিন থেকে নিয়ে ১১টি দিন দেবতারা অনুপস্থিত, সে হিসাবে ২১তম দিনে দেবতারা ফিরে এলে থেটিস গিয়ে হাজির হয় অলিম্পাসে জিউসের কাছে।]

এ-পর্বের ঘটনাস্থল প্রথমে গ্রিক শিবির, পরে ক্রাইসিয়িসের বাড়ি ক্রাইসি এবং শেষে অলিম্পাসে, যেখানে দেবদেবীরা বাস করে।

চিত্র ৩. **অ্যাকিলিসের ক্রোধ।** রাজদণ্ড হাতে বসে আছে রাজা আগামেমনন, অ্যাকিলিস তার তরবারি বের করছে খাপ থেকে, দেবী অ্যাথিনা পেছন থেকে অ্যাকিলিসকে থামাল চুল ধরে। (পম্পেইতে পাওয়া রোমান মোজাইক, ১ম খ্রিস্টাব্দ)।

ক্রোধ°—গাও, দেবী°, পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের° ক্রোধের কাহিনী, গ্রিকদের জন্য অগণন দুঃখ-পীড়া বয়ে আনা সেই খুনে [অভিশপ্ত] ক্রোধ যার কারণে তাদের বীর যোদ্ধাদের অসংখ্য সাহসী আত্মা নিক্ষিপ্ত হল হেডিসের মৃত্যুপুরীতে°, এবং দেহ পড়ে থাকল কুকুর ও শিকারি পাখির ভোগের বস্তু হয়ে। এভাবেই পূরণ হতে লাগল জিউসের অভিলাষ°, সেই সেদিন থেকে যেদিন তারা দুজন—আগামেমনন, ৫ মানুষের রাজা, অ্যাট্রিউসের ছেলে; ও দেবতুল্য অ্যাকিলিস—প্রথম বিবাদে জড়াল ও আলাদা হয়ে গেল।°

তো, কোন্ দেবতা তাদের ঠেলে দিল এই তিক্ত কলহ ও লড়াইয়ের পথে? [অ্যাপোলো],° জিউস ও লেটোর পুত্র সে। রাজার প্রতি মহাক্ষিপ্ত হয়ে সেনাছাউনিতে সে ছড়িয়ে দিল এক প্রাণঘাতী প্লেগ°—অসংখ্য মানুষের মৃত্যু শুরু ১০ হল। কারণ এটাই যে অ্যাট্রিউসপুত্র [রাজা আগামেমনন] দেবতা অ্যাপোলোর পুরোহিত ক্রাইসিজের° অমর্যাদা করেছিল। হ্যাঁ, ক্রাইসিজ এসেছিল গ্রিকদের দ্রুতছোটা জাহাজগুলির কাছে, তার কন্যাকে ছাড়িয়ে নেবে বলে। সে সঙ্গে এনেছিল অজস্র মুক্তিপণ, তার হাতের সোনার ছড়িতে মোড়ানো ছিল তীরন্দাজ দেবতা অ্যাপোলোর ফুলমাল্য, ফিতে।° সকল গ্রিককে সে তার মিনতি জানাল, ১৫ বিশেষ করে দুই সেনানেতা,° অ্যাট্রিউসের দুই পুত্রের উদ্দেশে :

'অ্যাট্রিউসের পুত্রেরা [আগামেমনন ও মেনেলাস] আর হাঁটুতে বর্মপরা বাকি গ্রিকগণ—অলিম্পাসে° বাস করা দেবতারা পূর্ণ করুন তোমাদের আশা, প্রায়ামের শহর° ধ্বংস করে তোমরা নিরাপদে বাড়ি ফিরে যেয়ো। শুধু আমার আদরের মেয়েকে ছেড়ে দাও, এই যে এই মুক্তিপণ নাও আর সম্মানিত করো ২০ অ্যাপোলোকে, জিউসের পুত্র অ্যাপোলো, যে তীর ছোড়ে দূর থেকে!'

তখন গ্রিকবাহিনীর সর্বস্তর থেকে উঠল সম্মতির রব—পুরোহিতকে সম্মান দেখাতে হবে, তার প্রোজ্জ্বল মুক্তিপণ গ্রহণ করতে হবে! কিন্তু এতে অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের মন ব্যথিতই হলো শুধু। পুরোহিতকে রাজা ভাগিয়ে দিল খুব রূঢ়ভাবে, এবং তার প্রতি জারি করল নিষ্ঠুর আদেশ : ২৫

'এই বুড়ো, আর যেন কোনদিন তোমাকে না দেখি আমাদের সুগোল° জাহাজগুলির আশপাশে! আর এখানে এখন ঘোরাঘুরি না, কালও এদিকে সটকে

আসা চলবে না। তখন কিন্তু আর [দেবতার] ঐ ছড়ি, ঐ ফুলমালা-ফিতে তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। ঐ মেয়েকে ছাড়ব না আমি। তার আগেই, আর্গজে,° আমাদের
৩০ বসতবাড়িতে, তার নিজ পিতৃভূমি থেকে বহু দূরে সে বৃদ্ধা হয়ে যাবে তাঁতের মেশিনে ওপর-নীচ করে° এবং আমার শয্যার সঙ্গিনী হয়ে। এখন ভাগো, আমাকে ক্ষেপিও না আর—ওভাবেই যদি ভাগতে পারো প্রাণটুকু নিয়ে।'

এ-ই বলল রাজা, শুনে বৃদ্ধ ভয়ে কাঠ হল, তার আদেশ মেনে নিল। সে
৩৫ হাঁটা দিল জোর ঢেউ কল্লোলিত সাগরের তটরেখা ধরে, চুপচাপ, বোবা। তারপর নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে বৃদ্ধ একমনে প্রার্থনা রাখল প্রভু অ্যাপোলোর প্রতি, মোহিনী-চুলের লেটো যার জন্ম দিয়েছে :

'আমার কথা শোনো [অ্যাপোলো] রুপালি ধনুকের দেবতা তুমি, পবিত্র সিলানগর ও ক্রাইসির দ্বারী, টেনেডস্ দ্বীপের ক্ষমতাবান প্রভু,° স্মিনথিউসের খোদা!° তোমার মনতুষ্টিতে যদি আমি কোনোদিন কোনো মন্দিরের ছাদ দিয়ে
৪০ থাকি, যদি ষাঁড় ও ছাগের পুরুষ্ট রান° [তোমার বেদীতে] কখনও দগ্ধ করে থাকি, তাহলে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করে দিয়ো: আমার অশ্রুর দাম গ্রিকরা যেন শোধ দেয় তোমার তীরের আঘাতে!'°

এভাবেই বলল সে তার প্রার্থনায়, এবং তা পৌছাল ফিবাস° অ্যাপোলোর কানে। সে গট্‌গট্ নেমে এল অলিম্পাস শিখর থেকে বুকে ক্রোধ নিয়ে; কাঁধে
৪৫ তার ধনুক ও শিরোবস্ত্রে ঢাকা বাণের আধার। রাগে কাঁপছে সে, প্রতি পদক্ষেপে কাঁধে রাখা তীর আওয়াজ তুলছে ঝনঝন, দেবতা নিজে নেমে আসছে রাত যেভাবে নামে। এরপর জাহাজবহর থেকে দূরে সে বসল হাঁটু গেঁড়ে—একটা তীর উড়ে গেল, রুপালি ধনুক থেকে টং করে আওয়াজ উঠল ভয়ংকর। তার প্রথম শিকার হল খচ্চর ও দ্রুতছোটা কুকুরের দল, তারপর তার তীক্ষ্ণ-যন্ত্রণার
৫০ তীর উড়ে গিয়ে বিঁধতে লাগল মানুষের গায়ে। এর পর থেকে মৃত মানুষের চিতা জ্বলতে থাকল বিরতিবিহীন।

নয় দিন দেবতার তীরে ভাসল তাঁবু-গাঁড়া গ্রিক সেনাদল। দশম দিনে অ্যাকিলিস সবাইকে ডাকল এক সেনা জমায়েতে—গ্রিকরা এভাবে মরছে দেখে
৫৫ ব্যথিত শুভ্র-বাহুর দেবী হেরা° তার মধ্যে এই ভাবনা জুগিয়েছে। সবাই যখন তারা সমবেত, একত্রিত হলো, তখন তাদের মাঝে দাঁড়াল দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস, বলল :

'অ্যাট্রিউসপুত্র, [রাজা], আমার শঙ্কা যে বাড়িই ফিরতে হবে আমাদের,
৬০ আবার পিছু হটে, মানে যদি মৃত্যু এড়াতে পারি কোনোমতে। আহ্ যেভাবে যেমন যুদ্ধ আর তেমনই প্লেগ গ্রিকদের বিনাশ ঘটাচ্ছে! কিন্তু দাঁড়াও, কোনো

দৈবজ্ঞের কাছে জানতে চাওয়া যাক; কোনো পুরোহিত, কোনো স্বপ্নব্যাখ্যাদাতা—স্বপ্নও তো আমাদের কাছে জিউস থেকেই আসে—আমাদের বলুক কেন ফিবাস অ্যাপোলো এমন ক্রুদ্ধ হল? আমরা কি কোনো শপথ ভেঙেছি বলে, কোনো পশুবলিদানে ঘাটতি হয়েছে তাই?° [যদি তা-ই হয়, তাহলে] আশা করি এই ৬৫ দেবতা রাজি হবে ভেড়া ও নিদাগ ছাগল উৎসর্গের ধোঁয়া ওঠা স্বাদ-গন্ধ নিতে এবং সেইমতো আমাদের থেকে এই প্লেগ তুলে নিতে।'

এ প্রস্তাব রেখে বসল অ্যাকিলিস, এবং সবার মধ্যে থেকে এবার দাঁড়াল ক্যালকাস, থেস্টরের ছেলে—পাখি দেখে ভবিষ্যদ্বাণীর কাজে সে-ই সবার সেরা; যা কিছু ঘটে তার সবই সে জানে, যা কিছু ঘটেছিল আর যা-যা ঘটবে, তা-ও। ৭০ দেবতা ফিবাস অ্যাপোলোর কাছ থেকে পাওয়া দৈবশক্তি দিয়ে সে-ই গ্রিকদের জাহাজবহর পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল ইলিয়নে।° বাহিনীর মঙ্গল মাথায় রেখে সে ভাষণ দিল দরবারের উদ্দেশে, বলল তাদের মাঝে :

'অ্যাকিলিস, জিউসের প্রিয়পাত্র তুমি, আমাকে আদেশ করছ দূর থেকে তীর ছোড়া প্রভু অ্যাপোলোর ক্রোধের কারণ জানতে? অতএব, বলব আমি। ৭৫ তবে আমার কথা ভাবো আগে একটুখানি। শপথ নাও যে তুমি সত্যি [প্রয়োজনে] আমাকে বাঁচাবে তোমার কথার শক্তি ও হাতের শক্তি দিয়ে। কারণ আমার ধারণা আমার কথা শুনে একজন ক্রুদ্ধ হবে খুব, প্রতাপশালী শাসক সে সকল গ্রিকের, যার কথা শিরোধার্য সকলের কাছে। কোনো ক্ষমতাবান রাজা যদি ক্ষেপে যায় সাধারণ কারও 'পরে, তাহলে তার অবস্থা বোঝো! আবার ধরা যাক তখনকার ৮০ মতো রাজা তার ক্রোধ সামলাল, কিন্তু পরেও বুকে তো সে ক্ষোভ পুষে রাখবেই যতদিন না তা সে পারছে মেটাতে। এবার বলো, অ্যাকিলিস, আমাকে তখন বাঁচাবে কি না বলো।'

তার কথার জবাবে তাকে বলল দ্রুতপায়ের° অ্যাকিলিস :

'সাহস রাখো মনে! বলো ভবিষ্যদ্বাণীর যা জানো, তা বলো। আমি শপথ ৮৫ নিলাম জিউসের প্রিয় অ্যাপোলোর নামে, সেই একই শক্তির নামে যার প্রতি তুমি, ক্যালকাস, প্রার্থনা করো যখন কোনো দৈববাণী খোলাসা করো গ্রিকদের কাছে—শপথ, যতদিন আমি বেঁচে আছি, পৃথিবীর আলো দেখছি, ততদিন কেউই এই সুগোল জাহাজগুলির পাশে তার ভারি মুঠি তুলবে না তোমার ওপরে, পুরো গ্রিকবাহিনীর একজনও নয়, এমনকি তুমি যদি ইঙ্গিত করে থাকো আগামেমননের ৯০ প্রতি, যে নিজেকে দাবি করে শ্রেষ্ঠতম গ্রিকরূপে—সে-ও নয়।'

এই মহান দৈবজ্ঞ এবার বুকে বল পেল, মুখ খুলল সে:

'[তাহলে শোনো]। অ্যাপোলো আমাদের দুষছে না কোনো শপথভাঙার দায়ে, পশুবলিদানে কোনো ঘাটতির হেতু। দেবতা ক্ষেপেছে আগামেমনন তার পুরোহিতের অমর্যাদা করেছে তাই—তার মেয়েকে ছাড়েনি সে, আর মুক্তিপণও ৯৫

দিয়েছে ফিরিয়ে। সেহেতু দূর থেকে তীর ছোড়া দেবতা° আমাদের পাঠাচ্ছে ভোগান্তির তীর, এবং পাঠাবে আরও। কখনো সে গ্রিকদের মুক্তি দেবে না এই ঘৃণ্য মহামারী থেকে, যদ্দিন আমরা ঐ চকিত-চাহনির মেয়েকে ফিরিয়ে দিচ্ছি তার প্রিয় পিতার কাছে—কোনো দাম না, কোনো মুক্তিপণ না, কিছুই না নিয়ে;
১০০ আর সেই সাথে [পুরোহিতের] ক্রাইসি নগরে পাঠাচ্ছি পবিত্র পশুবলি। তাহলেই সম্ভব দেবতার ক্রোধের উপশম, তার মন জয় করা।'

এই ঘোষণা রেখে বসল সে। এবার সবার মাঝ থেকে উঠে দাঁড়াল আগামেমনন, অ্যাট্রিউসের যোদ্ধা পুত্র, বিশাল ভূখণ্ডের প্রভু, সে মহা বিচলিত। ক্রোধে তার কালো বুক পুরো ভরে আছে, আর তার দুই চোখে আগুনের শিখা।
১০৫ প্রথমে সে তাকাল ক্যালকাসের দিকে, দৃষ্টিতে অশনির ছায়া, এবং বলল তাকে:

'অশুভের দৈববক্তা! কোনদিন তোমাকে আমার প্রতি বলতে শুনিনি মঙ্গলময় কিছু। চিরকাল মন্দের আগাম ঘোষণা দিতে পারলেই তুমি খুশি। আজ অবধি কখনো একটা ভালো কিছু মুখেও বলোনি, করেও দেখাওনি তুমি। আজ আবার দৈববাণীর ধুয়া তুলে গ্রিকদের বলছ—দূর থেকে তীর ছোড়া দেবতা
১১০ আমাদের দুর্দশা দিচ্ছে এ-কারণে যে আমি ক্রাইসিয়িস নামের বালিকাকে চকচকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে অরাজি হয়েছি। কথা ঠিকই আছে—আমার বাড়িতেই ওকে রেখে দেওয়ার খুব বাসনা আমার। কারণ আসলেই আমার বিবাহিত বধূ ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রার চেয়ে এ মেয়েকে আমার ভালো লাগে বেশি°—কারণ সে কোনো অংশে কম যায় না আমার বউয়ের থেকে, গড়নে বা উচ্চতায়,
১১৫ বুদ্ধিতে বা হাতের কাজে।

'তারপরও তাকে ফেরত পাঠাতে আমি রাজি আছি, যদি সেটাই সকলের জন্য ভালো হয়ে থাকে। আমার চাওয়া আমার লোকদের নিরাপদে রাখা, তাদের মৃত্যু দেখা নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাকে এক্ষুনি অন্য কোনো উপহার এনে দিতে হবে, নতুবা গ্রিকদের মাঝে কেবল আমারই থাকবে না কোনো [যুদ্ধ-লুটের] উপহার। তা কী করে যথাযথ হয়? তোমরা সবাই দেখছ তাহলে—আমাকে
১২০ দেওয়া উপহার° আমার থেকে কেড়ে নেওয়া হলো।'

তার কথার উত্তরে দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিস তখন জানাল:

'অ্যাট্রিউসের মহামহিম পুত্র তুমি, আমাদের সবার থেকে সবচেয়ে লোভী—বলো কীভাবে এই সহৃদয় গ্রিকরা এখন তোমাকে যুদ্ধ-লুটের উপহার এনে দেবে? আমাদের জ্ঞানত এমন কোনো ধনভাণ্ডার কোথাও সবার জন্য জড়ো করা নেই।
১২৫ শহর দখলের পরে° যা কিছু আমরা লুটে নিয়েছি, তার সবই তো ভাগাভাগি শেষ। এখন আবার ওগুলো সেনাদের থেকে ফেরত নিয়ে একসাথে জড়ো করা উচিত কাজ হবে না কোনোমতে। অতএব দেবতার কথা মেনে, আসো, মেয়েটাকে ফিরিয়ে দাও। যদি জিউসের আশীর্বাদে আমরা কোনোদিন সুউচ্চ দেওয়ালঘেরা

ট্রয় নগর গুঁড়িয়ে দিয়ে লুটে নিতে পারি, সেদিন আমরা গ্রিকরা তোমাকে এর তিনগুণ, চারগুণ পাওনা শোধ দেব।'

রাজা আগামেমনন বলল তার কথার উত্তরে : ১৩০

'দেবতুল্য অ্যাকিলিস, যতই শক্তিশালী হও না কেন তুমি, কৌশলে আমাকে এভাবে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না—তাতে না পারবে তুমি আমার থেকে পার পেতে, না পারবে আমাকে রাজি করাতে। কী চাও তুমি—নিজের পুরস্কার আগলে রেখে দেবে, আর আমি এখানে বসে রইব বেকারের মতো, খালি হাতে? তা-ই কি আমাকে বলছ ওই মেয়ে ফেরত দিয়ে দিতে? না, সহৃদয় গ্রিকরা ১৩৫ আমাকে যদি পুরস্কার দিতেই চায় কোনো, এমন কিছু যা আমার চাওয়ার সাথে মেলে, যা হারালাম তার সাথে মেলে, কেবল তবেই ঠিক আছে। কিন্তু তারা যদি তা না দিল, তো আমার পুরস্কার আমি নিজেই বুঝে নেব—তোমার বা অ্যাজাক্সের বা অডিসিয়ুসের পুরস্কার কেড়ে দখলে নেব আমি নিজে গিয়ে। যার তাঁবুতে আমি যাব, আহা সেই লোক কী ক্রুদ্ধই না হবে!

'যাক, এসব নিয়ে পরে ফের ভাবা যাবে। আপাতত আসো, উজ্জ্বল সাগরে ১৪০ কোনো কালো জাহাজ টেনে নামানো যাক—আর দ্রুত তাতে দেওয়া যাক দাঁড় টানা নাবিকের দল, জাহাজে তোলা যাক বলির পশুদের, সেইসঙ্গে মেয়েটাকেও, ক্রাইসিয়িস,° ফর্সা-গালের মেয়ে। সে জাহাজের কাপ্তান হবে প্রজ্ঞাবান কেউ—হয় অ্যাজাক্স, নয় আইডোমেন্যুস, কিংবা দেবতুল্য অডিসিয়ুস, কিংবা পেলিউসপুত্র [অ্যাকিলিস] তুমি নিজে—সব লোকের মাঝে সবচে জঘন্য লোক তুমি। যাও, ১৪৫ তোমাদের কেউ গিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে বলি সেরে আসো, দূর থেকে তীর ছোড়া দেবতাকে শান্ত করে আসো।'

এবার ভুরুর নীচ থেকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস জবাব দিল তাকে :

'ছি! লজ্জাহীনতায় তুমি পুরোপুরি ঢাকা, শুধু নিজের লাভ কিসে এই চিন্তায় বুঁদ! কীভাবে গ্রিকদের একজনও কেউ মানবে তোমার কথা, খুশিমনে তোমার ১৫০ ডাকে নামবে সফরে, শত্রুর সাথে লড়বে শক্তিমত্তা নিয়ে? আমি তো এই যুদ্ধে এ-কারণে আসিনি যে কোনো ট্রোজান বর্শাধারীর সাথে আমার কোনো বিরোধ হয়েছিল। ওরা কোনোদিন আমার কোনো ক্ষতি করেনি, কখনও লুট করেনি আমার গবাদিপশু কিংবা ঘোড়া, কখনও আমার বাড়িতে, বীরের লালনকারী উর্বর ফিথাইয়ায়,° আমার শস্য ওরা বিনাশ করেনি। তা সম্ভবও নয়। অনেক দূরত্ব এই ১৫৫ দুই স্থানের মাঝে—কতো গজরানো সাগর ও ছায়াময় কতো পর্বতের সারি।

'না, ও নির্লজ্জতম, আমরা সবাই এসেছি তোমারই পেছনে, যাতে তুমি খুশি হও। এসেছি ট্রোজানদের সাথে লড়ে তোমার ও মেনেলাসের সম্মান পুনরুদ্ধারে,° ও কুকুরমুখো তুমি! তুমি ভুলে গেলে এর সবকিছু, এ নিয়ে তোমার

১৬০ আর মাথাব্যথা নেই কোনো? আর এখন আমাকে তুমি হুমকি দাও নিজে এসে আমার যুদ্ধে-পাওয়া-ধন কেড়ে নেবে—আমার শ্রমে, ঘামে লড়ে জেতা ধন, গ্রিক সন্তানেরা যা [সম্মানস্বরূপ] আমাকে দিয়েছে?

'না, কখনোই আমরা যখন কোনো জনবহুল ট্রোজান নগর গুঁড়িয়ে দিয়েছি, তোমার সমান পুরস্কার আমার মেলেনি। উন্মত্ত লড়াইয়ের ধকল গেছে কিন্তু ১৬৫ আমারই ওপর দিয়ে, আর যেই দ্যাখো সময় এসেছে লুট বন্টনের, সিংহভাগই গেছে তোমার দখলে। আর আমি? যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত আমি ফিরে গেছি আমার জাহাজে, সাথে তুচ্ছ কোনো উপহার নিয়ে, সেটাই ভালোবেসে।

'আর নয়, আমি ফেরত চললাম ফিথাইয়ার পথে, আমার তীক্ষ্ণ-চঞ্চুর জাহাজবহর নিয়ে বাড়ি ফেরা অনেক ভালো কাজ হবে। এখানে অসম্মান নিয়ে ১৭০ পড়ে থেকে তোমার ঐশ্বর্য বৈভব গাদা করে করে যাওয়ার আমার আর ইচ্ছে নেই কোনো।'

তখন মানুষের রাজা আগামেমনন তাকে উত্তর দিল :

'যাও, নিঃসন্দেহে, বিদায় হও—তোমার মন যদি তা চায় তো তা-ই। আমার কারণে তোমাকে এখানে থাকতে আমি মিনতি জানাব না। আমার সঙ্গে ১৭৫ অন্যেরা আছে, যারা আমাকে সম্মান দেবে, সর্বোপরি আছে জিউস, যার প্রজ্ঞা বিশ্বশাসন করে। তোমাকে ঘৃণা করি আমি সবচেয়ে বেশি, জিউসের স্নেহধন্য সকল রাজার মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণে। রেষারেষি, যুদ্ধ ও লড়াইয়ের রক্তলীলা—চিরকাল এই তোমার প্রিয়তম [কাজ]। যদি সত্যি তুমি খুব বলশালী কেউ হয়ে থাকো, আমার ধারণা, তা তো স্রেফ দেবতাদের দানে। যাও, জাহাজবহর ও ১৮০ সঙ্গীসাথী নিয়ে বাড়িই চলে যাও, গিয়ে তোমার ঐ মারমিডনদের রাজা হয়ে থাকো। তোমাকে নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই, তোমার ক্রোধেরও নিকুচি করি আমি।

'তবে তোমাকে এই হুমকি দিয়ে রাখছি জেনো : আমার ক্রাইসিয়িসকে কেড়ে নিতে ফিবাস অ্যাপোলো যেহেতু বদ্ধপরিকর, তাকে আমি আমার জাহাজে আমারই লোক দিয়ে ফেরত পাঠাব। কিন্তু আমি নিজে আসব তোমার ১৮৫ তাঁবুতে, কেড়ে নেব তোমার যুদ্ধে-পাওয়া-ধন, ফর্সা-গালের ব্রাইসিয়িস মেয়েটাকে—যাতে তুমি বোঝো আমি তোমার কতো ওপরের, এবং অন্যরাও যাতে নিজেদের আর আমার সমান না ভাবে, [কেউ যেন] তার নিজের চেহারাকে আমার চেহারা না ভাবে।'

এ-ই ছিল আগামেমননের কথা। পেলিউসপুত্রকে তখন ঘিরে ধরল নিদারুণ পীড়া। তার রুক্ষ চুলে আবৃত বুকে হৃদপিণ্ড দ্বিভাজিত হলো: সে কি তার উরুর

পাশ থেকে ক্ষুরধার তরবারি হাতে টেনে নেবে, ছুটে যাবে জমায়েত চিরে এবং অ্যাট্রিউসপুত্রকে কতল করে দেবে? নাকি সে ক্রোধ আটকাবে, দমাবে মনের এই তিক্ত গরল? তার হৃদয় ও মন যখন এ দ্বিধায় দুই ভাগ, যখন খাপ থেকে [শেষমেশ] প্রায় সে তুলেছে তার বিশাল তরবারি, তখন আকাশ থেকে অ্যাথিনা নেমে এল। শুভ্র-বাহুর দেবী হেরা অ্যাথিনাকে দ্রুত পাঠিয়েছে, কারণ হেরা এ দু লোককেই সমান ভালবাসে, দুজনেরই প্রতি তার সমান দরদ। ১৯০ ১৯৫

অ্যাথিনা এসে দাঁড়াল পেলিউসপুত্র [অ্যাকিলিসের] পেছনভাগে, টেনে ধরল তার লাল-বাদামি চুল। শুধু অ্যাকিলিসের কাছেই তার আবির্ভাব হলো, অন্য কেউ দেখতে পেল না অ্যাথিনাকে। অ্যাকিলিসকে ঘিরে ধরল বিস্ময়ের ঘোর, ঘুরল সে, আর তখনই চিনল দেবীকে—প্যালাস° অ্যাথিনা, ভয়ংকর দ্যুতি জ্বলছে তার চোখে। তখন অ্যাকিলিস অ্যাথিনার উদ্দেশে বলল তার ডানাওয়ালা কথা°: ২০০

'কেন, এখনই আবার° আসতে হলো তোমাকে, ঐশীবর্ম° পরা জিউসের মেয়ে? অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের দাম্ভিকতা দেখতে এলে কি তুমি? একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি আমি, এবং যা বলছি তা সত্যি ঘটবে জেনো: তার এই ঔদ্ধত্যের কারণে একদিন তার জীবন যাবে।' ২০৫

দীপ্ত-চোখের দেবী অ্যাথিনা° তখন উত্তরে বলল অ্যাকিলিসের প্রতি :

'আমি আকাশ থেকে নেমেছি তোমার ক্রোধ দমনের কাজে, আহ্ শুধু যদি শুনতে আমার কথা!° শুভ্র-বাহুর দেবী হেরা আমাকে পাঠিয়েছে। সে তোমাদের দুজনকেই সমান ভালবাসে, দুজনেরই প্রতি তার সমান দরদ। আসো, এই বিবাদ থামাও এখনই; না, তরবারিতে হাত দেবে না তুমি। আগামেমননকে কথা দিয়েই বরং ভর্ৎসনা করো, বলে দাও কী হবে তার পরিণতি। আর তোমাকে একটা কথা দিচ্ছি আমি, এবং যা বলছি তা সত্যি ঘটবে জেনো: তার এই ঔদ্ধত্যের হেতু একদিন তুমি পাবে ঝলমলে সব উপহার, আজকের চেয়ে তিনগুণ বেশি। এখন সরাও হাত, আমাদের কথা মানো।' ২১০

তার কথার উত্তরে এই ছিল দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিসের কথা : ২১৫

'কোনো লোক যতই ক্রোধোন্মাদ হোক, দেবী, তারপরও জরুরি তোমাদের দুজনের কথা শোনা, তাতেই মঙ্গল মানুষের। দেবদেবীর কথা যদি মান্য করে কেউ, তখন তারাও খুশি মনে পূর্ণ করে তার মনের বাসনাকে।'

এই কথা বলে, তরবারির রূপালি হাতলে ভারি হাত রেখে, অ্যাকিলিস তার বিশাল তরোয়াল ঠেলে দিল খাপের ভেতরে, মান্য করল অ্যাথিনার কথা। অ্যাথিনা ফিরে গেল অলিম্পাসে, ঐশীবর্ম পরা জিউসের রাজপ্রাসাদে, অন্য দেবদেবীর সঙ্গে যোগ দিতে। কিন্তু পেলিউসপুত্রের রাগ তখনো মেটেনি, অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননকে আবার সে শুনিয়ে দিল তীব্র তেতো কথা : ২২০

২২৫ 'হেই মাতাল-মদ্যপ, তোমার মুখটা কুকুরের আর হৃদপিণ্ড [ভীরু] হরিণশাবকের। কোনোদিন দেখিনি তুমি সাহস করেছ বাহিনীর সাথে যুদ্ধের অস্ত্র হাতে নিতে, কিংবা গ্রিক নেতাদের সাথে দেখিনি কোনো অতর্কিত আক্রমণে যেতে—না, এসবের মাঝে যে শুধু মৃত্যুই দেখ তুমি! তোমার কাছে এসবের চেয়ে বরং অনেক ভালো মনে হয় গ্রিক শিবিরের এই বিরাট অঞ্চল জুড়ে তোমার ২৩০ বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলেছে কি তার পুরস্কার কেড়ে নেওয়া। প্রজা-ভক্ষণ করা রাজা! তুমি রাজা স্রেফ কিছু অযোগ্য খড়বিচালির! অন্যথায়, অ্যাট্রিউসের ছেলে, আজকের এটাই হতো তোমার শেষ দাম্ভিকতা।

'আমি তোমাকে সোজা বলে দিচ্ছি এই কসমের কথা, এবং তা বলছি আমার হাতের এই রাজদণ্ডের নামে, বলছি বিশাল শপথ নিয়ে—পাহাড়ে একে ২৩৫ এর কাণ্ড থেকে প্রথমবার কেটে নেবার পরে আর কখনোই এতে ধরেনি পাতা কিংবা কুঁড়ি; ব্রোঞ্জের কুঠার সবদিক থেকে ছেঁটে নিয়েছে এর পাতা ও বাকল, আর কখনোই সবুজ ফুটবে না এতে; গ্রিক সন্তানেরা এখন এই দণ্ড হাতে ধরে বিচারের কাজ সারে, জিউসের থেকে আসা বিধিবিধান আগলে রাখে তারা—এরই নামে তোমার উদ্দেশে আমার প্রবল শপথ: নিশ্চিত একদিন আসবে যেদিন গ্রিক ২৪০ সন্তানেরা, প্রত্যেকেই, সকলেই, অ্যাকিলিসের অভাব টের পাবে; আর তখন, নিরাশায় ডুবে, তাদের কোনো সাহায্যে আসবে না তুমি, যখন তারা দলে দলে ঝরে পড়বে মানুষ-জবাই-দেওয়া° হেক্টরের হাতে। সেদিন তোমার অন্তর-হৃদপিণ্ড খুঁড়ে খাবে তুমি এই মর্মতাপে, ক্রোধে—যে একদিন কেন শ্রেষ্ঠতম গ্রিক বীরটির অমর্যাদা করেছিলে?'

২৪৫ এ-ই ছিল পেলিউসপুত্রের কথা। সোনালি কীলক বসানো তার রাজদণ্ড সে পুঁতে দিল মাটির গভীরে এবং বসল আবার। কিন্তু উল্টোদিকে অ্যাট্রিউসপুত্র তখনও তার ওপরে গজরাচ্ছে রাগে। তখন তাদের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়াল নেস্টর, মিষ্টভাষী বক্তা সে, পাইলোসের° প্রাঞ্জল বাগ্মী পুরুষ, যার জিভ থেকে বের হওয়া বাক্যের স্রোত মধুর চেয়েও মিষ্টতা রাখে। তার জীবনকালে মরণশীল মানুষের দুই ২৫০ প্রজন্ম বিলীন হয়ে গেছে—পবিত্র পাইলোসে যারা বেড়ে উঠেছিল তার সাথে, আর যারা জন্ম নিয়েছিল পরে [এদের ঔরসে]। এখন রাজা সে তৃতীয় প্রজন্মের।° সে মনে সদিচ্ছা নিয়ে সম্ভাষণ জানাল জমায়েতের প্রতি, এবং বলল তাদের মাঝে :

'ওহ্, কী লজ্জা! গ্রিক জমিনে কী বিরাট দুঃখ-যাতনা এসে হাজির হলো। ২৫৫ সত্যিই প্রায়াম ও প্রায়ামের পুত্রেরা° আজ কত খুশি হতো, বাকি ট্রোজানরাও মনে কত তৃপ্তিই না পেত যদি তারা জানত তোমাদের দুজনের এই কলহের কথা—তুমি, গ্রিকদের মাঝে মন্ত্রণায় প্রধান পুরুষ; আর তুমি, যুদ্ধে প্রধানজন। আমার

কথা শোনো, তোমরা দুজনেই আমার থেকে বয়সে তো ছোট। সেই আগেকার দিনে তোমাদের চেয়েও দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে চলে ফিরেছি আমি, আর কোনোদিন এমন হয়নি যে তারা আমাকে মানেনি। সেরকম যোদ্ধা আমি আর দেখিনি কোনোদিন, দেখবও না আর—পাইরিথোয়াস, ড্রাইয়াস, জনতার তদারকির নেতা; সিনিয়ুস, এক্সাডিয়াস ও দেবতুল্য পলিফিমাস,° সেইসঙ্গে ঈজুসের পুত্র থিসিয়ুস, যেন মৃত্যুহীন দেবকুলের কেউ।° ধরিত্রীতে পা রাখা সবচেয়ে শক্তিধর প্রজন্মের লোক ছিল এরা, নিজেরাও ছিল শক্তিশালী, আর লড়তোও সবচেয়ে শক্তিশালীর সাথে—পাহাড়ে বাস করা অর্ধমানব পশু সেন্টোরদের° সাথে, কী ভয়ংকরভাবে ওই সেন্টোরদের হত্যা করেছিল এরা। যখন পাইলোস থেকে আসি আমি, বহুদূর দূরের সেই দেশ, তখন এদেরই সঙ্গে ছিল আমার বসবাস, ওরা নিজে থেকে আমাকে ডেনে এনেছিল। আর আমি একাই লড়েছি। আজ এখন এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যত মরণশীল লোক আছে, তাদের কেউ লড়তে পারবে না ঐসব লোকেদের সাথে। আর হ্যাঁ, তারা আমার পরামর্শ ধর্তব্যে নিত, আমি যা বলি তা মানতো খুবই। তোমাদেরও তা-ই মানা সঙ্গত, তোমাদেরই ভালো হবে যদি আমার কথা মানো। ২৬০ ২৬৫ ২৭০

'তুমি, আগামেমনন, যদিও তোমার সেই ক্ষমতা আছে, অ্যাকিলিসের মেয়েকে তুমি নিয়ো না জোর করে, বরং তাকে থাকতে দাও [অ্যাকিলিসের] ঐ পুরস্কার হয়ে, গ্রিক সন্তানেরা সেভাবেই তো মেয়েটিকে প্রথমে দিয়েছিল অ্যাকিলিসের হাতে। আর তুমি, পেলিউসপুত্র [অ্যাকিলিস] তুমি, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র তোলা ছাড়ো, [ছাড়ো] জোরের বিপরীতে জোর, কারণ রাজদণ্ড হাতে ধরা নৃপতির মানমর্যাদা—যার মহিমা ও যশ জিউস থেকে আসে—অন্য কারও সাথে তুলনীয় নয় বটে। যুদ্ধে তুমি তার চেয়ে ভালো হতে পারো, যে মা'র গর্ভে জন্মেছ সে দেবী° হতে পারে, তবু আগামেমনন তোমার ওপরের, কারণ সে রাজা অধিক মানুষের। অ্যাট্রিউসপুত্র, তোমার ক্রোধ সামলাও। বস্তুত, তোমাকে মিনতি করি, অ্যাকিলিসের প্রতি এই রাগ ঝেড়ে ফেল, ভয়াল এ যুদ্ধে সকল গ্রিকের জন্য সে এক মহা রক্ষাপ্রাচীর।' ২৭৫ ২৮০

এর প্রত্যুত্তরে নেস্টরের প্রতি বলল রাজা আগামেমনন : ২৮৫

'বৃদ্ধ জনাব যা যা বললে তুমি, তার সবই ঠিক আছে। কিন্তু এ লোক চায় তার ওপরে আর না থাকুক কেউই। সবার ওপরে সে আধিপত্য চায়, চায় সবার ওপরে প্রভুত্ব ফলাবে ও আদেশ দিয়ে যাবে। তবে একজন আছে যে তার ওসব আদেশের থোড়াই পরোয়া করে! হতে পারে চিরঅমর দেবতারা তাকে বল্লমবাজ বানিয়েছে, তাই বলে তারা তাকে নিরন্তর গালমন্দ করার অধিকার দিয়েছে নাকি?' ২৯০

দেবতুল্য অ্যাকিলিস আচমকা ঢুকে পড়ল তার কথার মাঝখানে, এবং উত্তর দিল :

'তুমি যা আদেশ করো তার সবই যদি বিনাবাক্যে মানি, তাহলে নিশ্চিত আমাকে ভীরু ও নিতান্ত ফালতু বলবে লোকে। তোমার এসব আদেশ বরং
২৯৫ অন্যদের দিয়ো, আমাকে দিয়ো না, কারণ মনে হয় না আমি আর মানছি তোমাকে। আর একটা কথা মন দিয়ে শোনো, সেটা মনে গেঁথে নিয়ো: আমার এ হাত দিয়ে আমি ঐ মেয়ের জন্য লড়তে যাচ্ছি না কারো সাথে, তোমার বা অন্য কারোর সাথে। তোমরা গ্রিকরা ঐ মেয়ে দিয়েছ আমাকে, আর তোমরাই ফিরিয়ে নিচ্ছ তাকে। কিন্তু আমার দ্রুতচারী কালো জাহাজের ওখানে আমার যা
৩০০ অন্য আরও কিছু আছে, তার কিছুই ধরবে না, নেবে না তুমি আমাকে জিজ্ঞেস না করে। হুঁ, শুধু চেষ্টা করে দেখ, এখানে হাজির প্রত্যেকে তখন দেখবে কী ঘটে: তৎক্ষণাৎ আমার বল্লম বেয়ে নেমে যাবে তোমার কালো রক্তধারা।'

দুজনের হিংস্র কথার এ যুদ্ধ শেষ হলো। তারা দাঁড়াল। ভেঙে গেল গ্রিক জাহাজবহরের পাশের এই দরবার। মেনিশাসপুত্র° প্যাট্রোক্লাস ও সঙ্গীসাথী নিয়ে
৩০৫ পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিস রওনা হলো তার ডেরার দিকে, তার সবদিকে-সুসমঞ্জস বানানো জাহাজগুলির দিকে। অন্যদিকে অ্যাট্রিউসপুত্র [আগামেমনন] সাগরে নামাল এক ত্বরিত-জাহাজ, এর জন্য বিশজন দাঁড়ি নিল বাছাই করে করে, আর দেবতার জন্য এক বলির পশু টেনে তুলল জাহাজের 'পরে, সেইসাথে নিয়ে এল ফর্সা গালের ক্রাইসিয়িজ মেয়েটিকে, জাহাজে তুলে দিল তাকে। জাহাজের
৩১০ নেতৃত্ব নিল অডিসিয়ুস, নানা কূটকৌশলে দড়।° এ সবকিছু উঠবার পরে জাহাজ পাল ছাড়ল পানিপথ ধরে।

ওদিকে অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন লোকেদের বলল পানি দিয়ে সাফসুতরো হয়ে নিতে। তারা এবার পরিশুদ্ধ হল, নোংরা কলুষ ছুড়ে দিল সাগরের নুনে।° এরপর তারা লবণাক্ত খাঁখাঁ সাগরের তটে ষাঁড় ও ছাগের নিখুঁত পশুবলি দিল
৩১৫ অ্যাপোলোর নামে। বলি পুড়ছে সেই সুঘ্রাণ চক্রাকার ধোঁয়ার সাথে মিলে উঠে গেল স্বর্গের পানে।

পুরো সেনাছাউনি জুড়ে এভাবেই সকলে ব্যস্ত হয়ে গেল। কিন্তু আগামেমনন তখনও মনে মনে সেই কলহ পুষেই চলেছে, সে পারছে না অ্যাকিলিসকে দেওয়া তার হুমকি ভুলে যেতে। ট্যালথিবিয়াস ও য়ুরিবাটিজকে ডাকল সে, এরা তার
৩২০ বার্তাবাহক ও সর্বদা-প্রস্তুত অনুচর :

'পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের কুটিরে চলে যাও, ফর্সা-গালের ব্রাইসিয়িসকে হাতে ধরে এখানে নিয়ে আসো। যদি সে তাকে দিতে রাজি না হয়, তখন আমি নিজে যাব আরও বড় দল নিয়ে, নিয়ে আসব তাকে। অ্যাকিলিসের জন্য তা
৩২৫ আরও বেশি খারাপের হবে।'

এই কথা বলে সে তাদের পাঠাল শক্ত আদেশ দিয়ে। শূন্য খাঁখাঁ সাগরতীর ধরে অনিচ্ছায় তারা চলল দুজনে, এল মারমিডনদের তাঁবু ও জাহাজগুলির কাছে। তারা দেখল অ্যাকিলিস বসে আছে তার তাঁবু ও তার কালো জাহাজের পাশে। এদেরকে দেখে অ্যাকিলিস অখুশিই হলো। এরা দুজন, আতঙ্কে ও প্রভুর প্রতি ভয় মিশ্রিত সম্মানবোধ থেকে, থেমে দাঁড়াল, অ্যাকিলিসকে বলল না কোনো কথা, প্রশ্ন করল না কোনো। কিন্তু অ্যাকিলিস বুঝে নিল যা বোঝার আছে, সে বলল: ৩৩০

'স্বাগত, রাজদূত, জিউস ও মানুষের বার্তাবাহকেরা, কাছে আসো। আমার দৃষ্টিতে তোমাদের দোষ নেই কোনো; দোষী আগামেমনন যে তোমাদের পাঠিয়েছে ব্রাইসিয়িস মেয়েটিকে নিয়ে যেতে। যাও প্যাট্রোক্লাস, জিউসের বংশজাত° তুমি, ঐ মেয়েকে নিয়ে আসো, ওদের হাতে তুলে দাও, ওরা নিয়ে যাবে। তবে এ দুই রাজদূত থাকল আজকের দিনটির সাক্ষী হয়ে—এরপরে যদি লজ্জাকর বিনাশ থেকে বাঁচতে গ্রিকবাহিনীর আমাকে কোনোদিন লাগে, মহান দেবকুল, মরণশীল মানুষ আর ঐ ক্রুর রাজার সামনে ওরা সেদিন আমার সাক্ষী হবে। সত্যি, কী সর্বনাশা ক্রোধ চেপেছে আগামেমননের মনে, ধরতেই পারছে না সে তার এ-কাজের আগে ও পরের মাঝে ফারাক কতোটা হবে, তার ধারণাও নেই গ্রিকসেনারা কী করে জান নিরাপদে রেখে লড়বে জাহাজগুলির পাশে।' ৩৩৫ ৩৪০

এ-ই বলল অ্যাকিলিস, এবং প্যাট্রোক্লাস শুনল তার প্রিয় সাথীর কথা, ফর্সা-গালের মেয়ে ব্রাইসিয়িসকে সে নিয়ে এল কুটির থেকে হাত ধরে, তাকে তুলে দিল রাজদূতদের হাতে। ওরা গ্রিক জাহাজের পাশ ধরে ফের রওনা দিল; আর ওদের সাথে চলল মেয়েটি একদম অনিচ্ছাভরে। ৩৪৫

কিন্তু অ্যাকিলিস, সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে ভেঙে পড়ল কান্নাতে, সে বসল ছাই-রঙা সাগরের তটে, আর তাকাল সামনের দিকে—সমুদ্রের মদ-কালো অতলের পানে। তারপর দু-হাত দু পাশে বাড়িয়ে সে প্রার্থনা জানাল তার প্রিয় মায়ের° উদ্দেশে : ৩৫০

'মা! আমাকে জন্ম দিয়েছ তুমি, আর আমার আয়ু জানি খুব ছোট, সে-কারণে ওপরে অলিম্পাসে ঝড়বজ্র-হাঁকা জিউস আমাকে অন্তত খানিক সম্মান তো দেবে। কিন্তু সে এখন আমাকে সম্মান দিল না কোনো—এতটুকু নয়। সর্বস্থানের শাসক, অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন, সত্যিই অমর্যাদা করল আমার: আমার যুদ্ধে-পাওয়া-ধন উদ্ধতের মতো সে কেড়ে নিল, রেখে দিল নিজের করতলে।' ৩৫৫

অশ্রু ঝরিয়ে বলল অ্যাকিলিস, তার মা শুনতে পেল তাকে, সাগরের অতলে সে বসে ছিল তার বৃদ্ধ পিতার পাশে। ছাই-রঙা সাগর থেকে দ্রুত সে উঠে এল

৩৬০ বাষ্পের মত, বসল তার অশ্রুবিয়োগরত সন্তানের পাশটাতে। তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল সে, ডাকল নাম ধরে, বলল তাকে :

'পুত্র আমার, কাঁদছ কেন তুমি? কোন্ ব্যথা লেগেছে তোমার বুকে? বলে ফেল, পুষে রেখ না মনের ভেতরে। আসো, দুজনে আলোচনা করি চলো।'

এরপর ভারি গোঙানি তুলে দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস বলল মা-র কাছে :

৩৬৫ 'তুমি তো জানোই। যেহেতু সবই তুমি জানো, তাই তোমাকে এ গল্প বলার আর কী মানে থাকতে পারে? আমরা গিয়েছিলাম থিবি-তে, ঈটিয়নের পবিত্র নগরে।° থিবি গুঁড়িয়ে দিয়ে পরে আমরা এখানে নিয়ে আসি লুটের সামান। গ্রিক সন্তানেরা ওই সবকিছু পরে ঠিকমতো ভাগ করে নিল নিজেদের মাঝে, আর অ্যাট্রিউসপুত্রের জন্য রাখল ফর্সা-গালের ক্রাইসিয়িস মেয়েটিকে। এরপর ৩৭০ ক্রাইসিজ, ওই মেয়ের পিতা, দূর থেকে তীর ছোড়া দেবতা অ্যাপোলোর পুরোহিত, এল ব্রোঞ্জের° বর্মপরা গ্রিকদের দ্রুতচারী জাহাজের কাছে, তার কন্যাকে মুক্ত করে নিতে। সঙ্গে আনল সে অজস্র মুক্তিপণ, তার হাতের সোনার ছড়িতে মোড়ানো ছিল তীরন্দাজ দেবতা অ্যাপোলোর ফুলমাল্য, ফিতে। সকল গ্রিককে ৩৭৫ সে তার মিনতি জানাল, বিশেষ করে তাদের দুই সেনানেতা, অ্যাট্রিউসের দুই পুত্রের কাছে। তখন গ্রিকবাহিনীর সর্বস্তর থেকে উঠল সম্মতির রব—পুরোহিতকে সম্মান দেখাতে হবে, গ্রহণ করতে হবে তার প্রোজ্জ্বল মুক্তিপণ। কিন্তু এতে অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের মন ব্যথিতই হলো শুধু। পুরোহিতকে রাজা ভাগিয়ে দিল খুব রূঢ়ভাবে, আর তার ওপর জারি করল শক্ত আদেশ।

৩৮০ 'এরপর বৃদ্ধ ফিরে গেল বুকে রাগ নিয়ে; আর অ্যাপোলো—এই পুরোহিত তার খুব প্রিয় এক লোক—শুনল তার প্রার্থনা, গ্রিকদের দিকে সে পাঠাল তার অশনির তীর। মানুষের মৃত্যু শুরু হলো ঝাঁকে ঝাঁকে, গ্রিক ছাউনির বিরাট অঞ্চল জুড়ে, সবখানে, দেবতার তীরবৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হলো। শেষে এক দৈবজ্ঞ যে দূর থেকে ৩৮৫ তীর ছোড়া দেবতার মনের কথা ভালোভাবে জানে, আমাদের খুলে বলল সব। তখন আমিই সবার আগে বলি যে, দেবতার রাগ ভাঙাতে হবে। এতে অ্যাট্রিউসপুত্র ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, সোজা সে দাঁড়িয়ে পড়ে, আমাকে হুমকি দেয়। তার সেই হুমকিই এইমাত্র কার্যকর করা হলো। একদিকে ক্রাইসিয়িসকে তারা, চকিত-চাহনীর গ্রিকেরা, এক দ্রুতছোটা জাহাজে করে এখন নিয়ে যাচ্ছে ক্রাইসির ৩৯০ পথে, সঙ্গে যাচ্ছে দেবতার জন্য নানা ভেট; অন্যদিকে ব্রাইসিউজের কন্যা আমার মেয়েটিকে, গ্রিকরা যাকে সম্মানস্বরূপ আমাকে দিয়েছিল, এই এখনই আমার তাঁবু থেকে নিয়ে গেল দুই রাজদূত এসে।

'সুতরাং এবার, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে কোনো, নিজের ছেলেকে রক্ষা করো তুমি। অলিম্পাসে চলে যাও, যদি তুমি কোনোদিন [জিউসের] মন খুশি করে থাকো কোনো কথা, কোনো কাজ দিয়ে, তাহলে সেটার দিব্যি তুলে তার কাছে

প্রার্থনা রাখো। আমার পিতার প্রাসাদে আগে আমি অনেক শুনেছি যে তুমি বলতে বড় করে, কী করে অমর দেবতাদের মাঝে একা তুমি ক্রোনাসের পুত্রকে, কালো মেঘের প্রভু জিউসকে, বাঁচিয়েছিলে লজ্জাকর পরাজয় থেকে, সেই সেদিন যেদিন অন্য অলিম্পিয়ানেরা—হেরা, পসাইডন, প্যালাস অ্যাথিনা°—তাকে চেষ্টা করেছিল শিকলে বেঁধে দিতে। তখন তুমি, দেবী, সেখানে গিয়েছিলে, মুক্ত করেছিলে ৪০০ তাকে শিকলের বন্ধন থেকে। তৎক্ষণাৎ তুমি উঁচু অলিম্পাসে ডেকে এনেছিলে একশো হাতের° সেই দৈত্যকে, দেবতারা যাকে ডাকত ব্রিয়ারিয়ুস° বলে, আর মানুষেরা এগাইয়োন° নামে; সেই দৈত্য তার পিতার চেয়েও শক্তিশালী ছিল। সে এসে বসল ক্রোনাসপুত্র জিউসের পাশে, নিজের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে; আর বাকি পবিত্র দেবদেবী তার ভয়ে শিহরিত হলো, জিউসকে বেঁধে ফেলা° বাদ দিল ৪০৫ তারা। এখন তুমি গিয়ে জিউসের পাশে বসো, তার হাঁটু জড়িয়ে ধরে রাখো,° আর স্মরণ করাও তাকে এইসব কথা। তখন সম্ভবত সে ট্রোজানদের পক্ষ নিতে রাজি হবে, এবং ঐ অন্যদের, মানে গ্রিকদের, খোঁয়াড়বন্দী করে রাখবে জাহাজের পশ্চাদভাগে, তাদের ঠেসে রাখবে লবণ সাগরের পাশে—মরবে তারা, নির্বিচারে। এইভাবে তাদের রাজার ওপরে অনেক খুশি হয়ে উঠবে তারা! আর অ্যাট্রিউসের ৪১০ ছেলে, সর্বস্থান শাসনকারী আগামেমনন, তখন জেনে যাবে কী মতিভ্রমেই না সে ছিল শ্রেষ্ঠতম গ্রিককে সম্মান না করে।'

[অ্যাকিলিসের মা] থেটিস তার কথার উত্তর দিল অশ্রু ঝরিয়ে :

'পুত্র আমার, আমার সন্তান! তোমাকে গর্ভে ধরা অভিশাপ ছিল, আহ, কেন পেলে বড় করেছি তোমাকে বলো? শুধু যদি তুমি পারতে নিজের জাহাজের পাশে ৪১৫ অশ্রুহীন, দুঃখহীন জীবন কাটিয়ে দিতে; কারণ তুমি খুব ছোট এক জীবন পেয়েছ, এমনিতেই বেশি দিন বাকি নেই আর। তোমার নিয়তিতে এমনিতেই এক শীঘ্র-মৃত্যুর কথা বলা আছে, আর তোমার জীবনে আছে সকল মানুষের চেয়ে বেশি দুঃখের বোঝা। আসলেই, আমাদের সেই বড় ঘরে, তোমাকে পৃথিবীতে আমি এনেছিলাম মন্দ নিয়তিরই মুখোমুখি হতে।

'তারপরও আমি যাব তুষার ঢাকা অলিম্পাসের দেশে, তোমার কথাগুলি ৪২০ জিউসকে বলতে হবে বলে—জিউস, যে খুশি হয় আসমানে বজ্রনাদ তুলে। আশা করি তাকে রাজি করানো যাবে। কিন্তু তুমি বসে থাকো তোমার দ্রুত-ছোটা সমুদ্রচারী জাহাজগুলির পাশে, গ্রিকদের ওপরে ক্রোধ বিদ্যমান রাখো, আর যুদ্ধ থেকে পুরো দূরে থাকো। কথা হল, মাত্র গতকাল জিউস গেছে ওশেনাসের° কাছে, মহান ইথিওপিয়ানদের° সাথে ভোজ সারবে বলে, আর বাকি সব দেবদেবীও তার সঙ্গী হয়েছে। কিন্তু বারোতম দিনে সে ফের ফিরবে অলিম্পাসে, ৪২৫ তখন আমি যাব জিউসের ব্রোঞ্জে বানানো মেঝের প্রাসাদে, তার হাঁটু ধরে বসব প্রার্থনাতে আর আমার ধারণা আমি তার মন জিতে নেব।'

এ কথা বলে থেটিস চলে গেল তার পথে, অ্যাকিলিসকে সেখানেই রেখে। ক্রোধ জ্বলছিল অ্যাকিলিসের বুকের ভেতরে, সুন্দর কাঁচুলি পরা ব্রাইসিয়িসকে
৪৩০. মনে করে—তাকে ওরা জোর করে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে, নিয়ে গেছে তার কাছ থেকে।

ইতিমধ্যে অডিসিয়ুস ক্রাইসি পৌঁছাল পবিত্র বলির পশু নিয়ে। যখন তারা এল সুগভীর বন্দরের কাছে, পাল গুটিয়ে নিল তারা, সব একসঙ্গে বেঁধে রাখল কালো জাহাজের খোলে। তারা দ্রুত ঢিলা দিল মাস্তুল-বাঁধা দড়ি, আর মাস্তুল নামাল জায়গামতো, নিয়ম মেনে; তারপর দাঁড় বেয়ে জাহাজ নিয়ে
৪৩৫ গেল নোঙর ফেলার জায়গাটিতে। নোঙরের পাথরগুলি সাগরে ছুড়ে দিল তারা, জাহাজের পেছনের মোটা সব রশি বাঁধল মাটিতে,° আর নিজেরা নেমে এল সাগরের তটে। এবার নামাল তারা দূর থেকে তীর ছোড়া দেব অ্যাপোলোর উদ্দেশে আনা বলির পশুগুলি; সেইসাথে সাগর-চরানো জাহাজের থেকে ক্রাইসিয়িস নিজে নেমে এল নীচে। হাজার-বুদ্ধির অডিসিয়ুস তখন
৪৪০ তাকে নিয়ে গেল বেদীটির কাছে, তাকে তুলে দিল তার প্রিয় পিতার হাতে, বলল পিতার উদ্দেশে :

'ক্রাইসিজ, মানুষের রাজা অ্যাগামেমনন আমাকে পাঠিয়েছে তোমার হাতে তোমার মেয়ে তুলে দিতে, আর গ্রিকদের পক্ষ থেকে পবিত্র পশুবলি সেরে নিতে ফিবাস অ্যাপোলোর নামে, আশা যে তাতে দেবতার রাগ প্রশমিত হবে—সে তো
৪৪৫ গ্রিকদের বিদ্ধ করে চলেছে শোচনীয় শোকে।'

এ কথা বলে মেয়েকে সে তুলে দিল পিতার সমীপে, পিতা মহানন্দে বুকে টেনে নিল তার আদরের মেয়ে। এই দফা দেবতার নামে পবিত্র বলির আয়োজন দ্রুত সেরে নেওয়া হল মজবুত বেদীটির পাশে, সুচারু নিয়মে। তারপর তারা হাত ধুয়ে নিল, হাতে তুলে নিল ছড়ানোর জন্য রাখা যবশস্য কণা।° এবার ক্রাইসিজ
৪৫০ তার দুই বাহু ওপরে ওঠাল, কণ্ঠ ছেড়ে তাদের জন্য জানাল যাচনা :

'আমার কথা শোনো, অ্যাপোলো, রুপালি ধনুকের দেব, পবিত্র সিলা ও ক্রাইসির দ্বারী, টেনেডস্ দ্বীপের ক্ষমতাবান প্রভু! আমার আগের প্রার্থনা যেভাবে শুনেছ তুমি, তাতে সম্মানিত আমি, যেভাবে প্রচণ্ড আঘাত তুমি হেনেছ গ্রিকবাহিনীর 'পরে। এখন আরেকবার পূর্ণ করো আমার কামনা, গ্রিকদের ওপর
৪৫৫ থেকে তুলে নাও তোমার কদর্য প্লেগ এসে।'

প্রার্থনার সুরে এই ছিল ক্রাইসিজের কথা, ফিবাস অ্যাপোলো শুনতে পেল তাকে। তারপর তাদের সমবেত প্রার্থনা সারা হলে পরে, যবশস্য কণা ছড়ানো হলে পরে, তারা পশুদের মাথা পেছনে টেনে ধরে গলায় চালিয়ে দিল ছুরি। এরপর ওদের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হল, রানের ভাগ কেটে নেওয়া হল, দু পর্দা

চর্বি দিয়ে ঢাকা হলো সেগুলো, আর তার ওপর কাঁচা মাংস টুকরো ছড়িয়ে দেওয়া হলো। চেরাকাঠের দণ্ডে গেঁথে বৃদ্ধ পোড়াল ওগুলি, আর পুজোর অংশরূপে লাল মদ ছিটাল ওদের 'পরে; তাকে তখন ঘিরে নবীন বয়সীরা সব, তাদের হাতে ধরা পাঁচ-কাঁটার চামচগুলি। এবার রানের ভাগ আগুনে পুরো পোড়ানো হয়ে গেলে, তারা অন্ত্র ইত্যাদি সাবাড় করে নিল। পশুর দেহের আর যেটুকু আছে তা টুকরো করে কেটে শিকে গাঁথা হল, এরপর যত্ন করে সব ঝলসে নিয়ে শিক থেকে ওদের টেনে বার করা হলো। ৪৬০ ৪৬৫

এ কাজ শেষ হওয়ার পরে, খাওয়ার আয়োজন সেরে নিয়ে ভোজনে বসে গেল তারা। সবার জন্য সমান এ ভোজনে, সবাই যার যার প্রাপ্য ভাগ পেল।° তারপর যখন ক্ষুধা ও পিপাসার বাসনা তৃপ্ত হয়ে গেছে, তখন নবীনেরা—দেবতার পুজোর অংশ হিসেবে—গোল বাটি লাল মদে পুরো পূর্ণ করে সবার কাছে গেল ঘুরে ঘুরে, প্রতিটি পেয়ালায় অল্প অল্প ঢেলে দিল মদ। এভাবেই তারা, গ্রিক সন্তানেরা, সারাদিন ধরে সুন্দর বৃন্দগীতি গেয়ে, দেবস্তুতি° গেয়ে আর নেচে চেষ্টা করে গেল দূর থেকে তীর ছোড়া দেব অ্যাপোলোর রাগ ভাঙানোর। দেবতা সব শুনল আনন্দিত মনে। ৪৭০

এরপর সূর্য ডুবলে ও রাত নেমে এলে, তারা জাহাজের পেছনভাগে দড়িদড়ার পাশে শুয়ে পড়ল ঘুম যাবে বলে। কিন্তু যেই রাতের শেষভাগে গোলাপি-আঙুলওয়ালা ভোরের আবির্ভাব হলো, তারা পাল তুলল গ্রিকদের বিস্তৃত শিবিরের দিকে। তীরন্দাজ-দেব অ্যাপোলো তাদের জন্য পাঠাল অনুকূল বায়ু। তারা মাস্তুল খাটাল ও সাদা পাল হাওয়ায় মেলে দিল। বাতাস ভরে দিল পালের উদর আর জাহাজ ছুটল যেই ঢেউয়ের ওপরে নিজের পথ কেটে নিয়ে, তখন কালো ঢেউ, জাহাজের সামনের খুঁটির চারপাশে জোরে গানে ফেটে পড়ল যেন। এভাবেই তারা ফিরে এল গ্রিক তাঁবুর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, যেখানে কালো জাহাজটি টেনে তোলা হলো উঁচুতে তটের বালিতে আর তা খাড়া করে রাখা হলো তলদেশে দীর্ঘ ঠেকনা দিয়ে। এরপর তারা চলে গেল যার যার তাঁবু ও জাহাজে। ৪৭৫ ৪৮০ ৪৮৫

কিন্তু দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস, জিউস বংশজাত পেলিউসের ছেলে,° বসে রইল জাহাজের পাশে, বুকে ক্রোধ নিয়ে। কখনই গেল না সে কোনো সেনা-দরবারে, যেখানে মানুষ শ্রদ্ধা ও যশ লাভ করে। আর না সে অংশ নিল কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে। কেবল নিজের জায়গায় ঠায় বসে খুঁড়ে চলল সে নিজের হৃদয়, যুদ্ধের দামামা ও লড়াইয়ের ব্যাকুল কামনাতে। ৪৯০

এরপর যখন বারোতম ভোর সমাগত হল, চিরঅমর দেবতারা একসাথে একই সময়ে ফিরে এল অলিম্পাসে, জিউসের পেছনে পেছনে। থেটিস ভোলেনি ৪৯৫

তার পুত্রের শক্ত অনুরোধ; সাগরের ঢেউ থেকে সে উত্থিত হয়ে ভোরে ভোরে উঠে গেল বিশাল আকাশে, অলিম্পাসে। সেখানে সে দেখতে পেল ক্রোনাসের দূরদর্শী ছেলে বসে আছে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, অনেক শৃঙ্গওয়ালা অলিম্পাসের সর্বোচ্চ শিখরের 'পরে। থেটিস তার সামনে উপবিষ্ট হলো, বাঁ
৫০০ হাতে জড়িয়ে ধরল তার হাঁটু, আর ডান হাত তার চিবুকের নীচে রেখে সে প্রার্থনা জানাল ক্রোনাসপুত্র দেবরাজ জিউস সমীপে :

'পিতা জিউস, অন্য অমরদের মাঝে আমি যদি কোনোদিন কথায় বা কাজে তোমার কোনো সাহায্যে এসে থাকি, তাহলে আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করে দিয়ো: আমার পুত্রকে মর্যাদা দান কোরো। সে তো এমনিতেই অন্য সবার থেকে শীঘ্র-
৫০৫ মৃত্যু পাবে বলে নিয়তিনির্দিষ্ট হয়ে আছে। তবু তাকেই আগামেমনন, মানুষের রাজা করল অমর্যাদা। তার উপহার পাওয়া মেয়ে চরম উদ্ধতের মতো কেড়ে সে নিজের দখলে নিয়ে নিল। তাই অন্তত তুমি, অলিম্পাস দেবরাজ, প্রজ্ঞাময় মন্ত্রণার প্রভু, তাকে মর্যাদা দান কোরো: ততদিন অবধি ট্রোজানদের তুমি বেশি শক্তিশালী কোরো যতদিন না গ্রিকরা আমার পুত্রকে সম্মানিত করে, যতদিন না
৫১০ তার সম্মান বহু গুণে বাড়ে।'

এ-ই ছিল থেটিসের কথা; তবে মেঘের মিশেল ঘটানো জিউস তার কোনো জবাব না দিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে রইল নীরব-নিশ্চুপ হয়ে। থেটিস তার হাঁটু ওভাবে জড়িয়ে থেকে আরও কাছে ঘন হয়ে এল, দ্বিতীয়বারের মতো জিজ্ঞাসা করল তাকে :

'হয় আমাকে দাও তোমার অমোঘ প্রতিজ্ঞা, সেই শপথের সামনে নত করো মাথা, না হয় না বলে দাও, যেহেতু না বলতে তোমার ভয় নেই কোনো। তখন
৫১৫ আমি জেনে যাব নিশ্চিত করে, যে অন্য সব দেবদেবীর মাঝে কীভাবে সবচে কম সম্মানিত আমি।'

বিরাট বিচলিত হয়ে জিউস, মেঘ-জড়োকারী, বলল তাকে :

'ঝামেলা ভালই বাধবে এতে! আমাকে তুমি হেরার সাথে জড়াচ্ছ ঝগড়াতে, সে এখন আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলবে তার কটু কথা বলে। এমনিতেই তো সব অমর দেবদেবীর মাঝে হেরা সর্বক্ষণ আমার পেছনে লেগে আছে, বলে আমি
৫২০ নাকি যুদ্ধে ট্রোজানদের পক্ষ নিয়ে তাদের হয়ে কাজ করে থাকি। তুমি বরং এখনের মতো বিদায় হও, নতুবা হেরা আমাদের দেখে ফেলবে একসাথে। আমি দেখছি যাতে সবকিছু তোমার কথা মতো ঘটে। যাও, তোমাকে নিশ্চয়তা দিতে আমি তোমার প্রতি এই নত করছি মাথা, আমার দিক থেকে অমর দেবতাদের
৫২৫ জন্য এর চে বড় কোনো নিশ্চয়তা নেই জেনো। আমি যখন মাথা নুয়ে প্রতিজ্ঞা করি কোনো, জেনো আমার সে কথা অলঙ্ঘ্যই থাকে, তা মিথ্যা হয় না ও অপূর্ণ থাকে না কোনোমতে।'

ক্রোনাসপুত্র জিউস এ কথা বলে তার কৃষ্ণকালো ভ্রু নোয়ালো সম্মতিতে, আর দেবসুলভ কেশ সামনে ঝুঁকে এল প্রভুদেবের অমর মাথা থেকে; বিশাল অলিম্পাস নড়ে উঠল তাতে। ৫৩০

এ দুজনের মধ্যে এভাবে বোঝাপড়া শেষে তারা আলাদা হয়ে গেল। ঝলমলে অলিম্পাস থেকে থেটিস সোজা ডুব দিল লবণাক্ত গভীর সাগরে গিয়ে, আর জিউস চলল তার নিজের প্রাসাদের দিকে। সকল দেবদেবী পিতাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল তাদের আসন থেকে। সে যখন আসছে, কারোই সাহস হলো না যে বসে থাকে; তারা সবাই দাঁড়াল তার প্রতি ৫৩৫ সম্ভাষণের ঢঙে।

এভাবেই দেবরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হল। কিন্তু হেরা দেখেছে সবকিছু, তার চোখ এড়ায়নি যে রুপালি পায়ের দেবী, থেটিস, সাগরের মহা-প্রবীণের মেয়ে, জিউসের সঙ্গে কী যেন ফন্দি এঁটে গেছে। তৎক্ষণাৎ ক্রোনাসপুত্র জিউসকে সে ঝেড়ে দিল হুল-ফোটানো কথা :

'কোন্ দেবতা এখন আবার একবার ফন্দি আঁটল তোমাকে সাথে নিয়ে, ৫৪০ তুমি, চাতুরীর রাজা? আমার থেকে সবসময় সত্য লুকানো ও গোপনে বুদ্ধি এঁটে সেই মতো করা, তাতেই তো মজা পাও তুমি। যে পরিকল্পনা আঁটো তা তো কখনোই খোলা মনে আমাকে জানানোর দেখাও না মানসিকতা।'

হেরার এ কথার উত্তরে মানুষ ও দেবকুলের রাজা বলল তাকে :

'হেরা, আমার সকল সিদ্ধান্ত জানার বাসনা কোরো না। যদিও আমার স্ত্রী ৫৪৫ হও তুমি, তবু সব কথা জানা তোমার জন্য বেশ ভারি পড়ে যাবে। যা তোমার শোনা সাজে, তা তুমি জানতে পাবে অন্য যে কারো আগে, হোক সে মানুষ বা দেবকুলের কেউ। তবে যখন আমি দেবকুলের কারো সঙ্গে আলোচনা ছাড়া কোনো পরিকল্পনা আঁটি, তা নিয়ে কোনোভাবে আমাকে প্রশ্ন কোরো না, তা জানতে চেয়ো না একদমই।' ৫৫০

এবার ষাঁড়-নয়না° দেবী হেরা তার কথার উত্তর দিল তাকে :

'সর্বাধিক ভয়-জাগানো তুমি, ক্রোনাসের ছেলে, কী বলছ এসব? আমি নিশ্চিত অতীতে কখনোই তোমাকে প্রশ্ন করিনি, জানতে চাইনি কিছু। যা সিদ্ধান্ত তোমার নিতে মন চায় তা নেওয়া তোমার স্বাধীনতা বটে। যদিও এখন আমি অনেক শঙ্কিত এই ভেবে যে থেটিস, রুপালি পায়ের দেবী, ৫৫৫ সাগরের মহা-প্রবীণের মেয়ে, তোমাকে জিতে নিল ভুলিয়ে-ভালিয়ে বেশ। কারণ একেবারে ভোরে সে এসে বসেছিল তোমার পাশে, তোমার হাঁটু জড়িয়ে ধরেছিল। এতে করে আমার সন্দেহ, তুমি মাথা নুয়ে নিশ্চয়তা দিয়েছ যে অ্যাকিলিসকে সম্মান দেখাবে, আর গ্রিকদের তাদের জাহাজের পাশে দলে দলে কতল হতে দেবে।'

৫৬০ প্রত্যুত্তরে জিউস, মেঘ সঞ্চারক, বলল হেরাকে :

'হে অদ্ভুত দেবী, নিরন্তর সন্দেহগ্রস্ত মন ... আর আমিও কেমন তোমার কাছেই ধরা পড়ে যাই। তবু বলে রাখি, এতে তোমার অর্জন স্রেফ শূন্যই বটে; শুধু এতে আমার মন থেকে দূরেই সরে যাবে তুমি, এবং তা তোমার জন্য আরও বিপদেরই হবে। তুমি যা বললে তা-ই যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে ৫৬৫ জেনে রাখো আমি চাইছি ওভাবেই। যাও, চুপচাপ বসো, আর আমাকে মেনে চলো। তা না হলে, যদি আমি তোমার কাছে গিয়ে আমার অজেয় হাত তুলি তোমার ওপরে, তখন অলিম্পাসবাসী দেবদেবী সব একসাথে মিলেও কিছু করতে অসক্ষম হবে।'

এ-ই ছিল জিউসের কথা। ষাঁড়-নয়না দেবী হেরা শুনে খুবই ভয় পেয়ে গেল, চুপচাপ বসে গেল নিজের আসনে গিয়ে, আবেগ সামাল দিল। জিউসের ৫৭০ প্রাসাদ জুড়ে থাকা স্বর্গীয় দেব যতো, তারা মহা বিচলিত হলো। শেষে হেফিস্‌টাস, সুপ্রসিদ্ধ কর্মকার, মুখ খুলল সবার আগে। এতে স্বস্তি পেল তার প্রিয় মাতা, হেরা, শুভ্র-বাহুর দেবী :

'কী দুর্ভাগ্যের কথা, সহ্য করা তো কঠিনই বটে! যেভাবে তোমরা দুজনে কলহ করছ মরণশীল মানুষের স্বার্থ আগে রেখে, আর দেবকুলের মাঝে বয়ে আনছ ঝগড়া-ফ্যাসাদ. আহা! চারপাশে এসব ঝুটঝামেলা নিয়ে রাজকীয় ৫৭৫ ভোজনে কি আদৌ কোনো মজা হবে? মা-র প্রতি আমার এটাই উপদেশ—যদিও সে নিজেই ভালো করে জানে কোন্‌টা তার জন্য ভালো হবে—আমাদের প্রিয় পিতা জিউসের সাথে যেন সে তার ঝামেলা মিটায়, যেন পিতা তাকে আরেকবার ভর্ৎসনা না করে। তাহলে আমাদের ভোজ পুরো সাঙ্গ হয়ে যাবে। ৫৮০ যদি এই অলিম্পিয়ান, বজ্রচমকের এই প্রভু চায় তো আমাদের সবাইকে সে আসন থেকে উড়িয়ে দিতে পারে, সে যে সকলের মাঝে শক্তিশালী সবচেয়ে। না, মা, তাকে নম্র হয়ে সম্ভাষণ করো, তাহলে এই অলিম্পিয়ান সাথে সাথে আমাদের প্রতি সহৃদয় হবে।'

এই বলে হেফিস্‌টাস ঝটতি দাঁড়াল, তার প্রিয় মায়ের হাতে তুলে দিল ৫৮৫ পানপাত্র, দুই হাতলের, এবং বলল তাকে ফের :

'মা, ধৈর্য ধর. সহ্য করো অন্তরের জ্বালা, নতুবা যতই আমার তুমি প্রিয় হও না কেন, আমার শঙ্কা হয় নিজ চোখে তোমাকে দেখতে হবে লাঞ্ছিত হতে। তখন যত ব্যথাই পাই না কেন মনে, কোনোভাবে আমি পারব না তোমাকে সহায়তা দিতে। এই অলিম্পিয়ানের সাথে লড়াই করার সাধ্য কে রাখে? এর ৫৯০ আগে একবার, মনে আছে, আমি যখন চাচ্ছিলাম তোমাকে বাঁচাতে, সে আমার পা ধরে° ছুড়ে মেরেছিল এই দেবরাজ্যের চৌহদ্দি থেকে। এরপর সেদিন সারাদিন ধরে আমি পড়েছি নীচমুখো হয়ে। পরে সূর্যাস্তে গিয়ে পড়লাম লেম্‌নোসে,° তখন

জীবনবায়ু নিঃশেষিত প্রায়। ওখানে সিন্‌টিয়ান মানুষেরা,° ওই পতনের পরে, দ্রুত সেবা-সুশ্রূষা করে শেষে বাঁচাল আমাকে।'

এ-ই বলল সে। শুভ্র-বাহুর দেবী হেরা মৃদু হেসে তার পুত্রের হাত থেকে পানপাত্র নিজের হাতে নিল, তখনও মুখে হাসি তার। এরপর হেফিস্‌টাস, বাম থেকে শুরু করে ডান দিকে অন্যসব দেবতার পানপাত্রে ঢেলে দিল মদ, মিষ্টি পুষ্পমধু,° মিশ্রণ-বাটি থেকে। হেফিস্‌টাসকে এভাবে প্রাসাদ জুড়ে শশব্যস্ত ছুটতে দেখে অদম্য হাসিতে ফেটে পড়ল স্বর্গীয় দেবদেবীগণ। ৫৯৫ ৬০০

তাদের এ ভোজপর্ব চলল এভাবে, সারাদিন ধরে, সূর্যাস্ত অবধি। সবার জন্য সমান এ ভোজনে সবাই যার যার প্রাপ্য ভাগ পেল। সবার মন তৃপ্ত হলো অ্যাপোলোর অপূর্ব বীণা শুনে, তুষ্ট হলো কাব্য-গীতের দেবী মিউজদের গানে,° যারা গাইল সুমিষ্ট সুরে, একজন আরেকের কলি ধরে ধরে। কিন্তু উজ্জ্বল সূর্যের আলো নিভে আসতেই এরা যার যার বাড়ি চলে গেল নিদ্রা যেতে। প্রসিদ্ধ হেফিস্‌টাস, পঙ্গু দেবতা, তার সুচতুর দক্ষতা দিয়ে এদের প্রত্যেককে বানিয়ে দিয়েছে যার যার নিজস্ব প্রাসাদ। আর অলিম্পিয়ান জিউস, বজ্রচমকের প্রভু, গেল তার নিজের বিছানাতে, যেখানে সে চিরকাল শোয় যখনই মধুর ঘুমে তার চোখ ভরে আসে। সেই বিছানায় গিয়ে সে নিদ্রা গেল—তার পাশে শুলো হেরা, স্বর্ণ-সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।° ৬০৫ ৬১১

টীকা

১:১ ক্রোধ: এ-মহাকাব্যের প্রথম শব্দ। গ্রিক শব্দ 'menis' অর্থে বোঝায় দেবতাদের ক্রোধের মতো বড় ক্রোধ যাতে পৃথিবীতে ধ্বংস নেমে আসতে পারে। অ্যাকিলিসের ক্রোধ এখানে তত বড়ই এক ক্রোধ, যাতে ধ্বংস নামবে গ্রিকবাহিনীতে।

১:১ দেবী: স্মৃতি ও সংগীতের দেবী মিউজ। এখানে মহাকাব্যটির পেছনের অনুপ্রেরণা এই দেবীকে বলা হচ্ছে গাইতে, অর্থাৎ ইলিয়াড আবৃত্তির সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হতো। এই দেবী এখানে কবির ভেতরকার অনুপ্রেরণারই ব্যক্তিকরণ (personification)। বাচনিক কাব্যের (oral poetry) কবি সচেতনভাবে তার পঙ্‌ক্তিগুলি বানান না। এগুলো তার কাছে আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, না চাইতেই; কবি বিশ্বাস করেন, তিনি যা বলছেন তা দেবী মিউজই তাকে দিয়ে বলাচ্ছে। আর কী গাইতে বলা হচ্ছে দেবীকে? অ্যাকিলিসের 'ক্রোধের কাহিনী'। অর্থাৎ *ইলিয়াড*-এর প্লট মানুষকে নিয়ে এবং মনস্তাত্ত্বিক। আমরা এখানে ট্রোজান যুদ্ধের ঘটনাসমূহের কালানুক্রমিক কোনো বিবরণ শুনব না, শুনব গ্রিক নেতাদের মধ্যেকার অন্তঃকলহের কারণ ও পরিণতির কাহিনী।

১:১ পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের: অ্যাকিলিসের পিতা পেলিউস এক নশ্বর মানুষ, কিন্তু তার মা দেবী, নাম থেটিস। দেবীর সঙ্গে মানুষের বিয়ে হয়, জন্ম হয় অ্যাকিলিসের। পরে থেটিস তার স্বামীর সঙ্গে বাস না করে চলে যায় তার পিতার কাছে, সাগরের অতলে; সেখানেই থাকে এই দেবী।

১:৩ হেডিসের মৃত্যুপুরীতে: হেডিস মৃত্যুর পরের জগতের দেবতা। সে দেবরাজ জিউস ও দেবতা পসাইডনের ভাই।

১:৫ জিউসের অভিলাষ: এটাই *ইলিয়াড*-এর গোড়ার কথা। পঙ্‌ক্তি ৪৯৮-তে জিউস অ্যাকিলিসের মায়ের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করবে, তা পূরণ করাই তার পরিকল্পনা বা ইচ্ছা। আর সে ইচ্ছার মধ্যেই আবর্তিত *ইলিয়াড*-এর কাহিনী।

১:৭ আলাদা হয়ে গেল: *ইলিয়াড*-এর প্রস্তাবনা এই সাতটি লাইন। এবার কবি সরাসরি চলে যাবেন এ বিবাদ বিষয়ে এবং বিবাদের কারণ নিয়ে কথা বলতে। লক্ষণীয় যে, প্রস্তাবনায় ট্রয় শহরের নাম বলা হলো না।

১:৯ অ্যাপোলো: ট্রোজানদের পক্ষে কাজ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। সে তীরন্দাজ দেব, দূর থেকে তীর ছুড়ে আঘাত হানে; সে রোগশোক ও শুশ্রূষারও দেবতা। তার পিতা দেবরাজ জিউস, মাতা দেবী লেটো, বোন দেবী আর্টেমিজ।

১:১০ প্লেগ: তীরের বৃষ্টি অর্থে। অ্যাপোলোর ছোড়া তীরের বৃষ্টিতে গ্রিকরা মারা যেতে লাগল, যেভাবে প্লেগে মানুষ মরে সেরকম করে।

১:১২ ক্রাইসিজের: অ্যাপোলোর পুরোহিতের নাম ক্রাইসিজ, কারণ তার বাড়ি ক্রাইসিতে।

১:১৫ অ্যাপোলোর ফুলমাল্য, ফিতে: মূল গ্রিক টেক্সট এখানে অস্বচ্ছ। ক্রাইসিজের রাজদণ্ডের মাথায় মোড়া উলে বোনা নকশা, দড়ি ইত্যাদি বোঝাচ্ছে। এগুলো পুরোহিতের পোশাক-পরিচ্ছদের অংশ।

১:১৬ দুই সেনানেতা: আগামেমনন ও মেনেলাস। এরা দুই ভাই; আগামেমনন বড়। এদের পিতার নাম অ্যাট্রিউস।

১:১৮ **অলিম্পাসে:** হোমারের দেবদেবীরা বাস করে অলিম্পাসে, যা উত্তরপূর্ব গ্রিসের আকাশছোঁয়া এক পর্বত।

১:১৮ **প্রায়ামের শহর:** ট্রয় নগরী।

১:২৬ **সুগোল:** হোমারের ফরমুলা বা গৎবাঁধা বিশেষণের একটি। গ্রিকদের জাহাজগুলো পেটের দিকে ফাঁপা (hollow), দেখতে গোলাকার, মাথার কাছে পাখির ঠোঁটের মতো, আর ফাঁপা-গোল ডেকের ওপরে বেঞ্চিপাতা।

১:২৯ **আর্গজে:** মহাকাব্যে আর্গজ বলতে কখনো বোঝানো হয়েছে আর্গজ নামের বিখ্যাত শহরটিকে (গ্রিক বীর ডায়োমিডিজের যেখানে বাড়ি), কখনো উত্তরপূর্ব পেলোপনেসিকে, কখনো পুরো পেলোপনেসি প্রদেশকে, আর কখনোবা পুরো গ্রিসকেই।

১:৩১ **তাঁতের মেশিনে ওপর-নীচ করে:** তখনকার দিনে তাঁতের মেশিন সম্ভবত খাড়া করে রাখা থাকতো।

১:৩৮ **সিলানগর...প্রভু:** পুরোহিত ক্রাইসিজের বাড়ি ক্রাইসি এবং সিলা, এ দুটোই ট্রয়ের নিকটবর্তী শহর। টেনেডস ট্রয় অঞ্চলের (বা ট্রোয়াডের) পশ্চিম উপকূলবর্তী একটি দ্বীপ।

১:৩৯ **স্মিনথিউসের খোদা:** প্রাচীনকাল থেকেই অ্যাপোলোর এই উপাধি নিয়ে বিতর্ক আছে। কোনো কোনো গবেষক বলছেন, এর অর্থ স্মিনথে নামের এক শহরের দেবতা ছিল সে; অন্যরা বলেন স্মিনথোস (Sminthos) থেকে এ উপাধিটি এসেছে, যার অর্থ 'ইঁদুর'। স্মিনথিউস হচ্ছে 'ইঁদুর দেবতা'। ইঁদুরদের ক্ষমতা থাকে প্লেগ ছড়ানোর; সে অর্থে এটা এখানে আরও তাৎপর্যবহ এক উপাধি যখন ক্রাইসিজ অ্যাপোলোকে তীর-বর্শার প্লেগই ছড়াতে আবেদন জানাচ্ছে।

১:৪০ **পুরুষ্ট রান:** পঙ্ক্তি ৪৪৭-৪৬৮-তে এই ষাঁড় ও ছাগের পশুবলির পরে পূজা প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানা যাবে।

১:৪২ **তীরের আঘাতে:** পঙ্ক্তি ৯ থেকে ১০-এ প্লেগ বলতে কী বোঝানো হচ্ছিল তা এখানে স্পষ্ট হয়ে গেল।

১:৪৩ **ফিবাস:** অ্যাপোলোর এই বিশেষণের অর্থ পরিষ্কারভাবে কেউ জানে না। তবে ফিবাস শব্দটির অর্থ ধরা হয় 'বিশুদ্ধ বা উজ্জ্বল-ঝলক-তোলা'।

১:৫৫ **দেবী হেরা:** জিউসের স্ত্রী। অ্যাথিনার সঙ্গে মিলে সে ট্রোজানদের বিপক্ষে সবচেয়ে ভয়ংকর ও বড় ঐশ্বরিক শক্তি।

১:৬৫ **ঘাটতি হয়েছে তাই?:** একশো ষাঁড় জবাই দিয়ে সাধারণত দেবতাদের উদ্দেশে পশুবলিদান সারা হতো তখনকার গ্রিসে।

১:৭২ **ইলিয়নে:** ট্রয় নগরীর প্রাচীন নাম (অন্য আরেকটি নাম ইলিয়াম)।

১:৮৪ **দ্রুতপায়ের:** অ্যাকিলিসের জন্য ব্যবহৃত হোমারের ফরমুলা বিশেষণ। এখানে অ্যাকিলিসের পায়ের দ্রুততার কোনো প্রসঙ্গই নেই, তবু হোমার এটা ব্যবহার করলেন সম্ভবত ছন্দ মেলানোর জন্য।

১:৯৬ **তীর ছোড়া দেবতা:** অ্যাপোলো।

১:১১৩ **ভালো লাগে বেশি:** বউয়ের চেয়ে অন্য মেয়েকে ভালো লাগার এই জনসমক্ষে স্বীকারোক্তি রাজা আগামেমননের চারিত্রিক দুর্বলতার প্রকাশ।

১:১২০ **আমাকে দেওয়া উপহার:** গ্রিক শব্দ 'geras', যা পাওয়ার মধ্য দিয়ে যোদ্ধার 'time' বা সম্মান নির্ধারিত হয়। নারীকে geras হিসেবে পাওয়া কোনো যোদ্ধার সম্মানের বাহ্যিক ও সামাজিক স্বীকৃতি। এই geras ছাড়া যোদ্ধার জীবন সম্পূর্ণ অসফল।

১:১২৫ **শহর দখলের পরে:** দশ বছর ট্রয় উপকূলে ঘাঁটি গেঁড়ে থেকে গ্রিকবাহিনী অনেক ছোট ছোট শহর লুটে নিয়েছে। অ্যাকিলিস নিজে দাবি করেছে ওরকম তেইশটি শহর দখলের (৯:৩২৮-৩২৯)।

১:১৪৩ **ক্রাইসিয়িস:** ক্রাইসিয়িস-এর সোজা অর্থ 'ক্রাইসিজের মেয়ে', যেমন ব্রাইসিয়িস মানে 'ব্রাইসিউজের মেয়ে'। মেয়েদের অনেক ক্ষেত্রেই তখন নাম থাকতো না, পিতার নামেই তাদের ডাকা হতো একটু ঘুরিয়ে। ক্রাইসিজ এখানে পিতা; ক্রাইসি জন্মস্থান: ক্রাইসিয়িস কন্যা।

১:১৫৫ **ফিথাইয়ায়:** উত্তর গ্রিসের থেসালিতে আছে ফিথাইয়া শহর, অ্যাকিলিসের ঘর সেখানে। মারমিডনেরা তার সেনাবাহিনীর সদস্য।

১:১৫৯ **পুনরুদ্ধারে:** মেনেলাসের স্ত্রী হেলেনকে অপহরণ করে বা পটিয়ে স্পার্টা থেকে ট্রয়ে নিয়ে আসে ট্রোজান যুবরাজ প্যারিস। মেনেলাসের ভাই, মাইসিনির রাজা আগামেমনন, ভাইয়ের বউকে ফিরিয়ে নিতে বা পুনরুদ্ধার করতে বাকি গ্রিস থেকে সেনাদল জড়ো করে ট্রয়ে আসে। এটাই *ইলিয়াড*-এর পশ্চাৎপট।

১:১৯৯ **প্যালাস:** দেবী অ্যাথিনার এই বিশেষণটি বিতর্কিত। সম্ভবত এর অর্থ 'আন্দোলিত করা', অর্থাৎ 'বল্লম-আন্দোলিত করা অ্যাথিনা'। প্যালাস গ্রিক শব্দ নয়।

১:২০০ **ডানাওয়ালা কথা:** হোমারের অন্যতম বিখ্যাত ফরমুলা শব্দবন্ধ। একজনের কথা উড়ে অন্যজনের কানে যাচ্ছে, এই সাধারণ অর্থে। অন্য বিশেষ কোনো অর্থ নেই এর।

১:২০১ **আবার:** এমন না যে অ্যাথিনা এর আগে আরও একবার এভাবে এসেছিল। কথাটা অ্যাকিলিস রাগতস্বরে এই অর্থে বলল যে: 'তুমি এখানেও এলে?'

১:২০১ **ঐশীবর্ম:** জিউসের অতিলৌকিক অস্ত্র। হয় এটা ঢাল বা বর্ম, কিংবা ওষুধে ভরা কোনো থলে। আত্মরক্ষায় যেমন দরকার, তেমনই স্বর্গ-মর্ত্যের সকলকে ভয় পাওয়ানোর কাজেও জিউসের নিত্যসঙ্গী এই ঐশীবর্ম ('aegis', যার আক্ষরিক অর্থ: 'goatskin')।

১:২০৬ **দীপ্ত-চোখের দেবী অ্যাথিনা:** গ্রিক শব্দটা glaukopis, যার অর্থ 'ঝলকমারা চোখের' বা 'পেঁচা-চোখের' বা 'ধূসর-চোখের' দেবী। বাংলায় দীপ্তনয়নাই বেশি ব্যবহার করা হলো।

১:২০৮ **শুনতে আমার কথা:** বোঝা যাচ্ছে, দেবদেবীরা মানুষকে উপদেশ দিতে পারে, কিন্তু কোনো কাজ মানুষ করবে কি করবে না, তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার ভার ওই মানুষের ওপরেই।

১:২৪২ **মানুষ-জবাই-দেওয়া:** হেক্টরই যে পরে গ্রিকদের জন্য সবচেয়ে বিপদের হবে, তার আগাম ঘোষণা দিয়ে রাখলেন কবি হেক্টরের জন্য এ ফরমুলা বিশেষণ ব্যবহার করে।

১:২৪৮ **পাইলোসের:** নেস্টর পাইলোসের রাজা, পাইলোস পেলোপনেসির পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত তখনকার দিনের (মাইসিনিয়ান গ্রিসের) প্রধান দু বা তিনটি শহরের একটি।

১:২৫১ তৃতীয় প্রজন্মের: এ কথার মধ্য দিয়ে অনুমিত হয় নেস্টরের বয়স ষাট থেকে সত্তর বা পঁচাত্তরের কাছাকাছি।

১:২৫৫ প্রায়াম ও প্রায়ামের পুত্রেরা: ট্রয় রাজা প্রায়ামের পঞ্চাশটির মতো পুত্র ও অসংখ্য মেয়ের জামাইয়েরা।

১:২৬১-৬২ পাইরোথিয়াস...পলিফিমাস: এরা সবাই থেসালিতে বাস করা লাপিথ যুবরাজ ছিল। ঈজুসের পুত্র থিসিয়ুসের বাড়ি ছিল আথেন্সে। গল্পটা এমন যে, পাইরিথোয়াসের বিয়েতে অর্ধমানব পশু সেন্টোররা কনে ও তার সাথিদের ধর্ষণ করতে প্রবৃত্ত হয়। তখন পাইরিথোয়াসের বন্ধু থিসিয়ুস বন্ধুর পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়। আথেন্সের ঐতিহ্যবাহী বীরপুরুষ পাইরিথোয়াস ছিল লাপিথদের রাজা।

১:২৬৫ সেইসঙ্গে...দেবকুলের কেউ: এ পঙ্ক্তিটি কিছু মূল পাণ্ডুলিপিতে নেই। তাই বেশ কটি ইংরেজি অনুবাদে এটিকে তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরে রাখা হয়েছে। তবে এই বাংলা অনুবাদটির সূত্র যে 'পার্সড ইন্টারলাইনার টেক্সট' এবং তার ভিত্তি যে *অক্সফোর্ড ইলিয়াড (হোমেরি অপেরা*, সংকলন ডি.বি. মনরো ও টি. ডব্লু. অ্যালেন, ১৯২০), সেখানে পঙ্ক্তিটি তৃতীয় বন্ধনী ছাড়াই সাধারণভাবে আছে।

১:২৬৮ সেন্টোরদের: সেন্টোররা অর্ধ-মানব—অর্ধেক ঘোড়া, অর্ধেক মানুষ। এরা তাদের বর্বরতার জন্য কুখ্যাত ছিল।

১:২৮১ দেবী: অ্যাকিলিসের মা জলদেবী থেটিস।

১:৩০৪ মেনিশাসপুত্র: প্যাট্রোক্লাস অ্যাকিলিসের ঘনিষ্ঠতম বা প্রাণপ্রিয় বন্ধু। তার পিতার নাম মেনিশাস।

১:৩১০ অডিসিয়ুস, নানা কূটকৌশলে দড়: অন্য মহাকাব্য *অডিসি*-র নায়ক, অন্যতম প্রধান গ্রিক বীর অডিসিয়ুস (বা ইউলিসিস)। তাকে 'কূটবুদ্ধিতে পারঙ্গম' বলার হোমেরিক যে ফরমুলা বিশেষণ তা কোনো নেতিবাচক অর্থে নয়, বরং প্রশংসনীয় ও ইতিবাচক অর্থেই বলা।

১:৩১৩ সাগরের নুনে: গ্রিকরা নিজেদের শরীর ধুয়ে ময়লা পানিটা সাগরে ফেলে দিত। বিশ্বাস করা হতো যে সাগরের নুনে ময়লা কেটে গিয়ে পানি ফের পরিশুদ্ধ হয়।

১:৩৩৫ জিউসের বংশজাত: প্যাট্রোক্লাস জিউসের বংশজাত নয়। হোমারের এই ফরমুলা বিশেষণ অনেক যোদ্ধার ক্ষেত্রেই অকারণে ব্যবহৃত হয়েছে, বা এ-অর্থে হয়েছে যে, জিউস 'সব দেবতা ও মানুষের পিতা', অতএব সকলেই জিউসের বংশজাত।

১:৩৫২ প্রিয় মায়ের: দেবী থেটিস অ্যাকিলিসের মা, সে সাগরের দেবী বা পরী, যাকে বলা হয় নেরেয়িদ, অর্থাৎ নেরেয়ুসের কন্যা। নেরেয়ুস সাগরের মহা-প্রবীণ (Old man of the sea) দেবতা।

১:৩৬৬ থিবি-তে...পবিত্র নগরে: এই থিবি ট্রোয়াড অঞ্চলের এক শহর, বিখ্যাত গ্রিক থিবজ্‌ নয়। এখানেই বাড়ি হেক্টরের স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকির। ঈটিয়ন অ্যান্ড্রোমাকির পিতা, হেক্টরের শ্বশুর। ক্রাইসিয়িজকে দৃশ্যত তার বাড়ি ক্রাইসি থেকে নয়, বরং এই থিবি থেকে ধরে আনে গ্রিকরা।

১:৩৭১ ব্রোঞ্জের: যদিও হোমারের সময়ে লোহার চল ছিল, তবু ব্রোঞ্জ দিয়েই বানানো হতো বর্ম ও যুদ্ধাস্ত্র।

১:৩৯৯ **হেরা, পসাইডন, প্যালাস অ্যাথিনা:** এই তিন দেবদেবীর জিউসের বিরোধিতার গল্পটি গ্রিক পুরাণে নেই। ধারণা করা হয় এটি হোমারের নিজস্ব উদ্ভাবন। এরা গ্রিক পক্ষের দেবদেবী; অতএব থেটিসের বিরোধতা এরাই করবে, এমনটাই গল্প বানাচ্ছেন হোমার।

১:৪০২ **একশো হাতের:** পৃথিবীর শুরু থেকেই কট্টোস, ব্রিয়ারিয়ুস ও গাইয়াস নামের তিন দানব, যাদের প্রত্যেকের একশোটা করে হাত ও পঞ্চাশটি করে মাথা, ব্যস্ত আছে তাদের দানবীয় কাজে। এদের কথা আছে হেসিয়ডের *থিওগনি*তেও (পঙ্ক্তি ৬১৭-৭৩৫)।

১:৪০২ **ব্রিয়ারিয়ুস:** এই দৈত্য জিউসের পক্ষে ও টাইটানদের বিপক্ষে লড়ছে; এ গল্প সম্ভবত হেসিয়ড থেকেই নেওয়া।

১:৪০৩ **এগাইয়োন:** সম্ভবত আমরা যাকে বলি ঈজিয়ান সাগর (Aegian Sea), তার সঙ্গে সম্পর্কিত এই দৈত্যের নামটি। তবে কোনো গবেষকই এ-ব্যাপারে নিশ্চিত নন।

১:৪০৫ **জিউসকে বেঁধে ফেলা:** উপরে 'একশো হাতের' প্রসঙ্গে উল্লিখিত একই পৌরাণিক গল্প। হেসিয়ডের *থিওগনি* দ্রষ্টব্য (পঙ্ক্তি ৬১৭-৭৩৫)। অ্যাকিলিসের মা থেটিস দেবরাজ জিউসকে বাঁচায়, এতেই অনুমান হয় থেটিস অনেক প্রাচীন এক দেবী ছিল।

১:৪০৬ **হাঁটু জড়িয়ে ধরে রাখো:** হাঁটু গেড়ে বসে, যার প্রতি মিনতি জানানো হচ্ছে তার হাঁটু জড়িয়ে ধরা এবং তার চিবুক পর্যন্ত ঝুঁকে যাওয়া—এটাই তখনকার গ্রিসে ছিল মিনতি জানানোর চূড়ান্ত আত্মনিবেদিত শারীরিক ভঙ্গিমা।

১:৪২৩ **ওশেনাসের:** ধারণা করা হতো, সারা পৃথিবী বেড় দিয়ে আছে ওশেন (Ocean) বা ওশেনাস নামের এক নদী।

১:৪২৪ **ইথিওপিয়ানদের:** বিশ্বাস করা হতো ইথিওপিয়ানরা এক দেবতাভক্ত জাতি, যাদের বাস পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে, দূর পূবে ও দূর পশ্চিমে, সবচেয়ে দূরের দেশে (*অডিসি*, ১:২২-২৪)।

১:৪৩৬ **রশি বাঁধল মাটিতে:** জাহাজগুলি রাখা হতো সাগরের দিকে মুখ করে, পশ্চাদ্ভাগ বালুতে বা সৈকতে তুলে, নোঙরের জন্য বড় পাথর পানিতে ফেলে। এদের পশ্চাদ্ভাগ মোটা রশিতে বাঁধা থাকতো কূলের কোথায়ও।

১:৪৪৯ **যবশস্য কণা:** যবশস্যকে (barley) বিশ্বাস করা হতো সুফলদায়ী এক মাধ্যম হিসেবে। এটা ছড়ানো হতো পুজোর জন্য বলি দেওয়া পশুর গায়ে, দুই শিঙের মাঝখানে।

১:৪৬৮ **প্রাপ্য ভাগ পেল:** 'সমান ভোজনে' সবাই সবকিছু সমান সমান পায়, যাতে করে কারো 'সম্মান' অন্য কারও থেকে কম বা বেশি না হয়।

১:৪৭২ **দেবস্তুতি:** এই দেবস্তুতি গাওয়া হতো দেবতা অ্যাপোলোর নামে।

১:৪৮৮ **জিউস বংশজাত পেলিউসের ছেলে:** অ্যাকিলিস জিউস বংশজাত নয়। হোমারের একটি ফরমুলা বিশেষণ এটি, যার অর্থ জিউস যেহেতু সকল দেবদেবী ও মানবের পিতা, সেহেতু জিউস সকলেরই—এখানে অ্যাকিলিসের—পিতা।

১:৫৫১ **ষাঁড়-নয়না:** হেরার জন্য হোমারের ফরমুলা বিশেষণ বা পদবীর একটি। অ্যাথিনারটি ছিল 'পেঁচা-নয়না' বা 'ধূসর-নয়না'। অনুমান করা যায়, একসময় প্রতিটি দেবদেবীরই প্রতীক ছিল একটি করে পশু বা পাখি। 'ষাঁড়' ছিল হেরার প্রতীক।

১:৫৯১ সে আমার পা ধরে: কর্মকার দেবতা হেফিস্‌টাস ছিল খোঁড়া। তখনকার দিনে কৃষিকাজে বা যুদ্ধে কারও যদি উপযোগিতা না থাকত, বিশেষত হাত বা পা পঙ্গু হওয়ার কারণে, তাহলে তাকে দিয়ে কামার-কুমোরের কাজ করানোর চল ছিল। হেফিস্‌টাস জন্ম থেকেই পঙ্গু ছিল।

১:৫৯২ লেমনোসে: ঈজিয়ান সাগরের একটি দ্বীপ। এই দ্বীপে দেবতা হেফিস্‌টাসের পুজো হতো। এ দ্বীপেই ছিল একটি আগ্নেয়গিরি (Volcano)। মনে রাখতে হবে দেবতা হেফিস্‌টাসের লাতিন নাম Vulcan (ভালকান)।

১:৫৯৩ সিন্‌টিয়ান মানুষেরা: লেমনোসের অধিবাসীদের নাম।

১:৫৯৯ মিষ্টি পুষ্পমধু: দেবতাদের পানের জন্য মদ (nectar)।

১:৬০৩ মিউজদের গানে: মানুষের রাজবাড়িতে হোমার যেমন গান গেয়ে শোনাতো, অ্যাপোলো তেমনি বীণা বাজাতো দেবতাদের সমাবেশে, তার সঙ্গে কলি ধরতো মিউজ দেবীরা। এটা ঐশ্বরিক দেবদেবীদের সমাবেশের চির পরিচিত এক দৃশ্য।

১:৬১১ অধিষ্ঠাত্রী দেবী: পর্বের শেষটা যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ। নীচে মানুষের পৃথিবীতে চলছে প্লেগ, মৃত্যু ও রাজাদের মধ্যকার বিরাট কলহ; মনে হচ্ছিল এতে বুঝি দেবদেবীর শান্তিতে বিঘ্ন ঘটবে। কিন্তু দেখা গেল তারা মানুষদের স্বার্থ আগে রেখে নিজেদের শান্তি ও আমোদপ্রমোদ বিসর্জন দিতে অনিচ্ছুক; তাই সঙ্গীতময় এক সন্ধ্যার পরে তারা বিছানায় গেল পরম প্রশান্তি নিয়ে ঘুমাতে।

ইলিয়াডের পৃথিবী: গ্রিসে বসন্ত

পর্ব - দুই

জিউসের মিথ্যা স্বপ্ন ও জাহাজবহরের তালিকা

জিউস মিথ্যা স্বপ্ন পাঠাল আগামেমননের কাছে—আগামেমনন পরীক্ষা নিতে গেল তার সেনাবাহিনীর মনোবলের—সেনারা অ্যাকিলিসকে ছাড়া যুদ্ধে যেতে গররাজি—অডিসিয়ুস শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনল বাহিনীর মধ্যে—নিম্নপদস্থ এক সেনা অপমান করল আগামেমননকে—গ্রিকরা অডিসিয়ুস ও নেস্টরের উৎসাহে শেষমেশ জড়ো হলো লড়াইয়ে নামতে—পেশ করা হলো গ্রিক ও ট্রোজান, দু বাহিনীরই বিখ্যাত 'জাহাজবহরের তালিকা'।

বিষয়বস্তু

এই পর্বে, এবং এর পরের আরও কয়েকটি পর্ব জুড়ে, হোমার প্রথম পর্বে সংঘটিত আগামেমনন ও অ্যাকিলিসের মধ্যকার কলহের পশ্চাৎপট তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এ পর্বটির মূল লক্ষ্য পাঠককে ট্রয়ে উপস্থিত গ্রিক সেনাবাহিনীর উপদলসমূহের পরিচয় দেওয়া, একইসঙ্গে ট্রোজানবাহিনী ও তার মিত্রদেরও। হোমার এখানে গ্রিকবাহিনীর সাধারণ সৈন্যদের মনোভঙ্গিও ফুটিয়ে তুলেছেন। অ্যাকিলিসের প্রতি আগামেমননের আচরণে যে সাধারণ সেনারা ক্ষুব্ধ, তা থারসাইটিস নামের এক নিম্নপদস্থ সেনার

আগামেমননকে অপমান করার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হলো। পর্বের শুরুতে দেবরাজ জিউস এক মিথ্যা স্বপ্ন পাঠিয়ে আগামেমননকে দেখাল যে তার বাহিনী এখন যুদ্ধে নামলে জিতে যাবে। জিউসের ইচ্ছা পরিষ্কার: স্বপ্নের হাতে প্রলুব্ধ হয়ে আগামেমনন অ্যাকিলিসবিহীন বাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধে যাক এবং ট্রোজানদের হাতে পরাজিত হোক। প্রথম পর্বে অ্যাকিলিসের মা দেবী থেটিসের কাছে তো এই-ই শপথ রেখেছিল জিউস—যতদিন অ্যাকিলিস যুদ্ধে না নামবে, ততদিন হারতে থাকবে গ্রিকবাহিনী। একদিকে আগামেমনন পরীক্ষা করে দেখতে চাইল যে স্বপ্নটি সত্যি কি-না, অন্যদিকে আরও দেখতে চাইল অ্যাকিলিসবিহীন গ্রিকবাহিনীর মনোবলের এখন কী অবস্থা। সে তার বাহিনীর কাছে প্রস্তাব রাখল ট্রয় অভিযান বাতিল করে দেশে ফিরে যাওয়ার। যেহেতু স্বপ্নে বলা হয়েছে তার বাহিনী ট্রয় দখল করবে, সেহেতু দেশে ফেরত যাওয়ার প্রস্তাবে তার লোকদের সাড়া দেবার কথা নয়। কিন্তু আগামেমননের পরীক্ষা পণ্ড হলো কারণ সৈন্যরা রাজি হলো দেশে ফেরত যেতেই।

সারসংক্ষেপ

১-২১০: আগামেমননের কাছে দেবরাজ জিউস একটি মিথ্যা স্বপ্ন পাঠাল, যে-স্বপ্নের কারণে আগামেমনন ভেবে বসল গ্রিকরা যুদ্ধে জিতে যাচ্ছে (১-৩৪)। [২২তম দিন: যুদ্ধের প্রথম দিন] আগামেমনন গ্রিক প্রবীণ সেনানেতাদের কাছে তার স্বপ্নের কথা বলল, তারপর পরিকল্পনা করল যে সে চালাকি করে গ্রিকবাহিনীর মনোবলের পরীক্ষা নেবে (৩৫-৮৩)। আগামেমনন সেনাবাহিনীকে জানাল সে স্বপ্ন দেখেছে গ্রিকবাহিনী কোনোদিন ট্রয় দখল করতে পারবে না। গ্রিকরা এই কথা শুনে, আগামেমননকে হতাশ করে দিয়ে, বাড়ি ফেরার জন্য দৌড় দিল জাহাজের দিকে (৮৪-১৫৪)। দেবী হেরা ও অ্যাথিনা, দুজনই গ্রিক পক্ষের, পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করল নিজেদের মধ্যে। অ্যাথিনা সাহায্য নিল গ্রিক বীর অডিসিয়ুসের; অডিসিয়ুস শান্ত করল পলায়ন-উদ্যত গ্রিকদের (১৫৫-২১০)।

২১১-২৪২: দরবার আবার শুরু হতেই থারসাইটিস নামের এক বেয়াড়া ও কুৎসিতদর্শন সৈনিক মুখ খুলল রাজা আগামেমননের বিরুদ্ধে।

২৪৩-৩৩২: অডিসিয়ুস থারসাইটিসকে গালমন্দ করল এবং আগামেমননের রাজদণ্ড দিয়ে থারসাইটিসকে মারলও। সবাই মজা পেল এই দৃশ্যে। এরপর অডিসিয়ুস উদ্দীপক এক বক্তব্য রাখল এবং বলল গ্রিকদের পালিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই, তারা থাকবে ও লড়বে।

৩৩৩-৩৯৩: বৃদ্ধ নেস্টরও ভাষণ দিল। আগামেমনন মেনে নিল তার উপদেশ। গ্রিকরা তৈরি হলো যুদ্ধের জন্য।

৩৯৪-৪৮৩: গ্রিকরা দেবতার উদ্দেশে পূজা-উৎসর্গ দিল। আগামেমনন প্রার্থনা রাখল আগামিকাল যেন তারা ট্রয়ের পতন ঘটাতে পারে। দেবরাজ জিউস উৎসর্গটুকু নিল, কিন্তু আগামেমননের প্রার্থনা মঞ্জুর করল না। নেস্টর যুদ্ধ-পরিকল্পনা বিবৃত করল। দেবী অ্যাথিনার সাহায্য নিয়ে এবার গ্রিকরা যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে লাগল।

৪৮৪-৭৮০: কবি এবার কাব্য ও স্মৃতির দেবী মিউজদের সাহায্য নিয়ে প্রথমে পেশ করলেন গ্রিক জাহাজবহরের তালিকা (৪৮৪-৭৬০); এবং পরে সেরা গ্রিক ঘোড়াদের নাম (৭৬১-৭৮০)।

৭৮১-৮১৫: দেবী আইরিস ট্রোজানদের ও তাদের মূল যোদ্ধা হেক্টরকে সাবধান করে দিল গ্রিক আগ্রাসনের ব্যাপারে।

৮১৬-৮৭৭: ট্রোজান ও তাদের মিত্র বাহিনীগুলির তালিকা।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

এ-পর্বের পুরো ঘটনাকাল এক দিনের—২১তম দিনের রাত্রি ও ২২তম দিন। ঘটনাস্থল: প্রথমে গ্রিক শিবির, এরপর সাগরসৈকত এবং শেষ দিকে গিয়ে ট্রয় নগর।
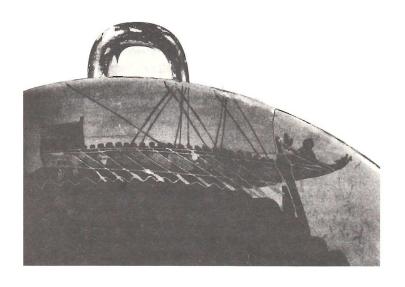
চিত্র ৪. গ্রিক যুদ্ধ জাহাজ। হোমারের সময়ের জাহাজের চিত্র। এ ধরনের জাহাজ নিয়েই গ্রিকরা ট্রয়ে আসে। জাহাজের পেছনভাগে চালক বসে বড় দুই দাঁড় টানছে। মাঝখানে কালো বৃত্তগুলি আরও অনেক দাড়ির প্রতিনিধি। জাহাজের সামনে, ছবির বাঁয়ে, ক্যাপ্টেনের বসার চেয়ার। জাহাজের পাল এখানে দেখা যাচ্ছে না, তবে পালের দড়িগুলি দৃশ্যমান। (আথেনিয়ান মদের পেয়ালা, খ্রিস্টপূর্ব ৫৩০ সন)।

এবার যখন অন্য সব দেবতা ও রথের-প্রভু মানুষের দল সারারাত নিদ্রায় বিভোর, মধুর সে নিদ্রা ধরা দিল না জিউসের চোখে। তার মনে চিন্তা একটাই— অ্যাকিলিসকে কী করে সম্মান করা যায়, কী করে গ্রিকদের দলে দলে জাহাজবহরের পাশে খতম করা যায়। অবশেষে তার মনে হল সবচেয়ে ভালো ৫ হবে, যদি অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনের কাছে এক সর্বনাশা স্বপ্ন পাঠানো হয়। অতএব স্বপ্নকে ডাকল সে, বলল তাকে ডানাওয়ালা কথা :

'হে খুনে স্বপ্ন, রওনা দাও গ্রিকদের দ্রুতচারী জাহাজবহরের দিকে। অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের তাঁবুতে পৌঁছানোর পরে, আমি যা বলছি তা নিখুঁতভাবে তার কাছে বলো। তাকে বলো তার দীর্ঘকেশ গ্রিকদের এখনই ঝটপট ১০ যুদ্ধের জন্য তৈরি করে নিতে, প্রশস্ত সব সড়কে ভরা ট্রয় নগর তার দখলের এখনই সময়। বলো যে অলিম্পাস নিবাসী অমর দেবকুল এ বিষয়ে আর বিভক্ত নয়, কারণ দেবী হেরা তার মিনতির জোরে সবাইকে বাধ্য করেছে একমত হতে—ট্রোজানদের ভাগ্যে এখন আছে ধ্বংসলীলা শুধু।' ১৫

এই ছিল জিউসের কথা; স্বপ্ন শুনল তার নির্দেশনামা, আর রওনা হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ পৌঁছাল সে গ্রিকদের দ্রুতচারী জাহাজের কাছে, এরপর অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের তাঁবুর নিকটে। দেখল আগামেমনন তাঁবুতে শুয়ে আছে গভীর নিদ্রায়, তার ওপর ছড়ানো আছে অবিনাশী ঘুম। স্বপ্ন দাঁড়াল তার মাথার কাছটায়,[৩] নিলিউসপুত্র নেস্টরের বেশে, যাকে আগামেমনন সকল ২০ প্রবীণের মাঝে সবচে বেশি সম্মান করে থাকে। তারই রূপ ধরে ঐশ্বরিক স্বপ্ন বলল রাজাকে :

'ঘোড়া-পোষ-মানানো, প্রজ্ঞাবান অ্যাট্রিউসের ছেলে, ঘুমাচ্ছ তুমি? তার তো সারা রাত নিদ্রা যাওয়া সমীচীন নয়, যার ঘাড়ে থাকে অন্যকে মন্ত্রণা দেবার ভার, যার হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে এক বিশাল সেনাদল এবং যার ২৫ মাথায় আছে অগণন দায়িত্বের বোঝা। আসো এবার, তাড়াতাড়ি শোনো আমার কথা, কারণ আমি তোমার কাছে এসেছি জিউসের বার্তা নিয়ে, জিউস অনেক দূরে রয়েছে ঠিকই, তবু তোমার জন্য তার অনেক উদ্বেগ ও মায়া। জিউস বলছে তুমি এখনই ঝটপট দীর্ঘকেশ গ্রিকদের যুদ্ধে তৈরি হয়ে নিতে

বলো, যেহেতু প্রশস্ত সড়কে ভরা ট্রয় দখলের তোমার এখনই সময়; কারণ
৩০ অলিম্পাসে বাস করা অমর দেবতারা এ-বিষয়ে আর দু দলে বিভক্ত নেই, যেহেতু দেবী হেরা তার মিনতির জোরে সবাইকে বাধ্য করেছে একমত হতে—জিউসের ইচ্ছায় ট্রোজানদের ভাগ্যে এখন রয়েছে ধ্বংসই শুধু। তাহলে, তোমার মনে এই কথা গেঁথে রেখো। মধুর নিদ্রা যখন তোমাকে ছেড়ে যাবে, এ কথা বিস্মৃত হয়ো না কোনোমতে।'

৩৫ স্বপ্ন বলল এই, এবং রাজাকে ওখানে রেখে চলে এল। রাজার মন তখন এমন এক আশায় উদ্বেল যা আসলে সত্য হবে না কোনোদিন। সে সত্যি ধরে নিল আজকেই প্রায়ামের শহর তার করতলগত হবে—কী বোকা সে! হায়, তার ধারণায়ও ছিল না কী আসলে ছিল জিউসের মনে, কঠিন এ-যুদ্ধের পুরোটা জুড়ে
৪০ ট্রোজান ও গ্রিক সবার কপালে জিউস কতোখানি ব্যথা ও যাতনা মজুদ রেখেছিল।

এবার আগামেমনন জাগল ঘুম থেকে, দেবতার কথা তখনও বাজছে তার কানে। সোজা হয়ে বসল সে, পরল তার নরম, সুন্দর, নতুন-বানানো দীর্ঘ বহির্বাস, তার ওপর জড়াল তার রাজার আঙরাখা। তার চকচকে দু-পায়ের নীচে সে বেঁধে নিল চমৎকার স্যান্ডেল একজোড়া, আর কাঁধ বেড় দিয়ে ঝুলিয়ে
৪৫ দিল রৌপ্যখচিত তার বিশাল তলোয়ার। এবার সে হাতে নিল পূর্বপুরুষদের রাজদণ্ড, অক্ষয় দণ্ড এক, আর ওভাবেই রওনা হলো ব্রোঞ্জ-বর্মপরা গ্রিকদের জাহাজবহর ধরে।

যখন প্রভাত-দেবী উঠে গেল উঁচু অলিম্পাসে, নতুন দিনের কথা জানাল জিউস ও অন্য সব অমর দেবতাকে, আগামেমনন তার স্বচ্ছ-কণ্ঠ রাজদূতদের
৫০ হুকুম দিল দীর্ঘকেশ গ্রিকদের জড়ো করতে দরবারের মাঠে। রাজদূতরা ডেকে উঠল জোরে, চিৎকার করে, এবং শীঘ্রই জড়ো হলো সব সেনাদল।

কিন্তু প্রথমে রাজা পাইলোসের প্রভু নেস্টরের জাহাজের পাশে ডাকল মহানুভব প্রবীণদের এক পরামর্শ-সভা। এরা সব একসাথে জড়ো হবার পরে,
৫৫ ধূর্ত এক ফন্দি সে মনে এঁটে নিল, বলল তাদের :

'শোনো বন্ধুগণ, স্বর্গ থেকে এক স্বপ্ন আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে অক্ষয় রাতের কোলে আমার ঘুমের ভেতরে, এবং আকারে-গড়নে-উচ্চতায় তাকে দেখতে লাগছিল দেবতুল্য নেস্টরের মতো। আমার মাথার ওপরে দাঁড়িয়ে, সে আমাকে বলল এইকথা :

৬০ "ঘোড়া-বশে-আনা প্রজ্ঞাবান অ্যাট্রিউসের ছেলে, ঘুমাচ্ছ তুমি? তার তো সারা রাত ঘুম দেওয়া সমীচীন নয়, যার ঘাড়ে থাকে জনতাকে মন্ত্রণা দেবার ভার, যার দায়িত্বে রয়েছে এক বিরাট সেনাদল এবং যার ওপর আছে কর্তব্যের অগুণতি

বোঝা। আসো এবার, জলদি শুনে নাও কী বলছি আমি, কারণ আমি জিউসের বার্তা নিয়ে এসেছি তোমার কাছে; জিউস অনেক দূরে রয়েছে ঠিকই, তবু তোমার জন্য তার সীমাহীন দরদ ও উদ্বেগ। তোমাকে সে বলেছে তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো দীর্ঘকেশ গ্রিকদের যুদ্ধাস্ত্র হাতে নিতে বলো, যেহেতু প্রশস্ত-সড়কের ঐ ট্রয় নগর দখল করার তোমার এখনই সময়, কারণ অলিম্পাসবাসী অমর দেবতারা এ বিষয়ে আর দুই দলে বিভক্ত নয়, যেহেতু দেবী হেরা তার মিনতির জোরে সকলের মন গলিয়ে দিয়েছে—জিউসের ইচ্ছায় ট্রোজানদের ভাগ্যে এখন রয়েছে ধ্বংসই শুধু। আমি যা বললাম তা স্মরণে রেখো তুমি।" ৬৫ ৭০

'এই কথা বলে সে উড়ে চলে গেল, আমারও মুক্তি মিলল মধুর ঘুম থেকে। তো আসো এবার, দেখি গ্রিক সন্তানদের অস্ত্র হাতে তুলে নিতে কিভাবে রাজি করা যায়। কিন্তু সবার আগে আমি বক্তৃতা রেখে ওদের এক পরীক্ষা নিতে চাই, সেটাই উচিত কাজ হবে—ওদের বলব আমি যার যার বেঞ্চিপাতা-জাহাজ নিয়ে পালিয়ে চলে যেতে, আর তোমরা এপাশ ও ওপাশ থেকে কথা বলে বলে চেষ্টা করে যাবে ওদের ঠেকাতে।' ৭৫

এই কথা বলে আগামেমনন উপবিষ্ট হলো। সবার মধ্য থেকে দাঁড়াল নেস্টর, বালুময় পাইলোসের রাজা। সমবেত সবার জন্য মনে শুভাকাঙ্ক্ষা নিয়ে, বলল সে সবার উদ্দেশে:

'আমার বন্ধুরা, নেতারা ও গ্রিক শাসকেরা, যদি অন্য কোনো গ্রিক আমাদের বলত এ স্বপ্ন বিষয়ে, তাহলে বলা যেত এটা মিথ্যে কথা, তখন আমরা বরং এর থেকে সরে যেতাম দূরে। কিন্তু কথা হল, যে মানুষ এ-স্বপ্ন দেখেছে, সে তো নিজেকে দাবি করে সর্বসেরা গ্রিক হিসেবে। তো, চলো কাজে নেমে যাই। গ্রিক সন্তানদের কী করে অস্ত্র হাতে নিতে বলা যায় দেখি।' ৮০

এ কথা বলে সে সভা থেকে চলে গেল অন্যদের আগে। তার পরে উঠল অন্য সব রাজদণ্ডধারী রাজা, তারা কাজে নামল বাহিনীর রাখালের কথা মতো। এদের পেছনে সেনারা ছুটল দলবল নিয়ে। কোনো পাথরের গর্ত থেকে গাদা গাদা মৌমাছির দল যেভাবে অনিঃশেষ নতুন নতুন ঝাঁকে ছুটে চলে, যেভাবে বসন্তের ফুলের উপরে তারা ওড়ে আঙুরের থোকার মতো ঘন হয়ে, এদিকে কতগুলো আর ওদিকে কতেক°—সেভাবেই সাগরসৈকতের ঢালে দাঁড়ানো জাহাজ ও কুটিরগুলো থেকে দল বেঁধে ছুটে এল অনেক সেনাদল জমায়েতের ঐ জায়গার দিকে। আর গুজব,° জিউসের বার্তাবাহী সে, আগুনের মতো ছড়িয়ে গেল তাদের মাঝখানে, ধেয়ে নিল সবাইকে সামনের দিকে। এভাবে সকলে সমবেত হল। ৮৫ ৯০

এইবার জমায়েতের মাঠে সে কী হাঙ্গামা! তারা যেই বসল নীচে, মাটি গুঙিয়ে উঠল তাদের পদভারে, গমগম আওয়াজে কাঁপল সবদিক। নয় রাজঘোষক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাদের শান্ত হতে বলল বারবার, বলল এই হট্টগোল ৯৫

থামায় যেন তারা, যেন মন দিয়ে শোনে জিউস-লালিত এই রাজাদের কথা। বেশ ঝক্কির পরে সকল সেনাকে বসানো হলো, তারা বসে থাকল যার যার স্থানে, হট্টগোল বন্ধ করে শান্ত হলো এইবার। তারপর এদের মাঝ থেকে উঠে দাঁড়াল
১০০ আগামেমনন রাজা, তার হাতে ধরা রাজদণ্ড, হেফিস্‌টাস গড়ে দিয়েছে সেটা অনেক শ্রম দিয়ে। হেফিস্‌টাস শুরুতে এই রাজদণ্ড দেয় ক্রোনাসপুত্র রাজা জিউসের হাতে, পরে জিউস দেয় তা দূত হারমিসের° হাতে; প্রভু হারমিসের হাত থেকে তা যায় অশ্বচালক পেলোপ্‌সের হাতে; ফের পেলোপ্‌স তা তুলে দেয় বাহিনীর রাখাল অ্যাট্রিউসের কাছে। মৃত্যুকালে অ্যাট্রিউস এটা দিয়ে যায় অনেক
১০৫ মেষ নিয়ে ধনী থাইয়েস্‌টিসের হাতে, পরে থাইয়েস্‌টিস আগামেমননকে দেয় এই দণ্ড বহনের ভার, এটা হাতে নিয়ে আগামেমনন প্রভু হয় দ্বীপপুঞ্জগুলির, সেই সাথে আর্গজের° মূল ভূখণ্ডেরও। ঐ সে রাজদণ্ডে ভর দিয়ে আগামেমনন ভাষণ রাখল গ্রিকদের প্রতি :

১১০ ‘বন্ধুগণ, গ্রিক যোদ্ধারা, যুদ্ধদেব আইরিজের সঙ্গী-সাথীগণ: ক্রোনাসের পুত্র মহান জিউস আমাকে ফেলেছে কী এক নিদারুণ অন্ধ বিনাশের ফাঁদে—নিষ্ঠুর দেবতা° সে! আগে সে আমাকে শপথ করেছিল, এমনকি তাতে মাথাও নুইয়েছিল, যে আমি বাড়ি ফিরব সুউচ্চ-দেয়ালঘেরা ইলিয়াম কেবল গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরই। কিন্তু এখন পরিষ্কার যে তার সেই কথা ছিল স্রেফ এক নিষ্ঠুর ধোঁকা। এখন সে
১১৫ চায় আমি বাড়ি ফিরি এখনই, আর্গজে ফিরি মাথা নত করে, হাহ্, আমার এত এত সেনা যুদ্ধে হারাবার পরে! সুতরাং আমার ধারণা, আমরা তেমনটা করলেই জিউস খুশি হয়—শক্তিতে সবার সেরা সে, কতো কতো শহরের চূড়া সে চূর্ণ করে দিয়েছে এর আগে, আরও করবে কতো শহরের, তার শক্তি সবার ওপরের।

‘আহ্, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে কী এক কেলেংকারির গল্প হবে এটা—
১২০ কীভাবে গ্রিকদের এত বড়, এত শক্তিশালী এক সেনাদল নিরর্থক লড়ল তাদের চেয়ে ছোট এক বাহিনীর সাথে, যে-লড়াইয়ের কোনো চূড়ান্তি এখনও সুদূরপরাহত। ধরা যাক গ্রিক ও ট্রোজান দু দলই রাজি হলো [যুদ্ধবিরতির] পবিত্র শপথ নিয়ে দু দলের সেনাদের সংখ্যা গণনায়, তখন দেখা যাবে সব ট্রোজানও
১২৫ যদি একসঙ্গে জড়ো করা হয়, ট্রয় নগরবাসী সাধারণ নাগরিকদেরও, আর আমাদের গ্রিকদের যদি প্রতি দশজন করে এক ধরা হয়, এবং ঐ দশজনের দল যদি একজন করে ট্রোজানকে বলে তাদের মদ ঢেলে দিতে, তখনও অনেক দশের দল যদি পাবে না কোনো মদ-ঢালার লোক। আমার বিশ্বাস যে আমরা গ্রিকরা, সংখ্যায় ট্রয়বাসী লোকদের চেয়ে অতখানিই বেশি। তবে অন্য নগর থেকে আসা
১৩০ তাদের মিত্ররা আছে, বল্লম-ঘোরানো মানুষেরা, যারা আমাকে—যতই মরণপণে চেষ্টা করি না কেন—ইলিয়ামের জনবহুল নগরদুর্গ ধ্বংস করা থেকে বারবার ফিরিয়ে দিয়েছে সুকঠিনভাবে। এইভাবে মহান জিউসের নয়টি বছর কিনা পার

হয়ে গেল। হায়, দ্যাখো, এর মধ্যে আমাদের জাহাজের কাঠ পচে গেছে, মজবুত রজ্জুগুলো ঢিলা হয়ে গেছে; আর বহুদূরে আমাদের স্ত্রী ও ছোট বাচ্চাগুলো কীভাবে বাড়িতে বসে আছে আমাদের পথ চেয়ে। এদিকে, আমরা এখানে এসেছি যে-কাজে, তা আজও পুরো অধরাই রয়ে গেল। তো, আসো, আমি যা বলি সেই মতো করো: সবাই জাহাজে উঠি চলো, প্রিয় পিতৃভূমিতে চলো পালিয়ে চলে যাই! আর আশা নেই প্রশস্ত সড়কে ভরা ট্রয় নগর আমাদের দখলে আনার।' ১৩৫ ১৪০

এই ছিল তার কথা, আর তাতে উদ্বেলিত হলো বিশাল জমায়েতে উপস্থিত সবার হৃদয়, শুধু তারা ছাড়া যারা তার পরিকল্পনার কথা জানে। সমবেত সবাই দুলে উঠল ইকারিয়ান[৩] সাগরের দীঘল তরঙ্গের মতো, যে-তরঙ্গ ফুঁসে ওঠে পিতৃদেব জিউসের মেঘমালা থেকে ছুটে আসা পুবালি বায়ু বা দখিনা বায়ুর তোড়ে। যেভাবে পশ্চিমা বায়ু তার চলার পথে তীব্র ঝাপটায় কাঁপিয়ে দেয় গভীরে প্রোথিত কোনো ভুট্টার ক্ষেত, আর শস্যের কানগুলো নুয়ে আসে তাতে—সেভাবে কেঁপে উঠল উপস্থিত ভিড়ের সকলেই। জোরে চিৎকার দিয়ে তারা ছুট দিল জাহাজবহরের দিকে, তাদের পায়ের নীচ থেকে ধুলো উঠে গেল উপর অবধি। আর তারা একে অন্যকে ডেকে উঠল জাহাজে হাত রেখে ওগুলো উজ্জ্বল সাগরে টেনে নামাবে বলে; তারা লেগে গেল জাহাজের তলা টেনে নেওয়ার পথ পরিষ্কারে। ঘরে ফেরার অপার বাসনায় যে চিৎকার দিল তারা, তা উঠে গেল ওপরে স্বর্গের দিকে; অনেকেই জাহাজের নীচ থেকে ঠেকনাগুলো সরানোও শুরু করে দিল। ১৪৫ ১৫০

এভাবে গ্রিকরা নিয়তির সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে[৩] হয়তো ঘরেই ফিরে যেত, যদি হেরা অ্যাথিনাকে না বলতো এই কথা: ১৫৫

'অবিশ্বাস্য! ঐশীবর্ম পরা জিউসের অক্লান্ত মেয়ে[৩] [অ্যাথিনা], ওহ্ কী লজ্জার কথা! তাহলে সত্যি কি গ্রিকরা সাগরের বিশাল পিঠের ওপর দিয়ে পালিয়ে যাবে প্রিয় পিতৃভূমিরই দিকে? হায়, তারা হেলেনকে রেখে যাবে প্রায়াম ও ট্রোজানদের কাছে, যেন ওরা দম্ভ দেখাতে পারে—গ্রিক নারী হেলেন, যার জন্য বহু গ্রিক ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছে ট্রয়ে এসে, তাদের প্রিয় পিতৃভূমি থেকে এই এতো দূরে? আরে, তুমি চলে যাও ব্রোঞ্জের বর্ম পরা গ্রিক সেনাদলের কাছে, আর তোমার নম্র ভাষা দিয়ে চেষ্টা করো ওদের ঠেকানোর—দ্যাখো লবণ সাগরে ওরা যেন টেনে নামাতে না পারে দুপাশে দাঁড়-টানা জাহাজগুলোকে।' ১৬০ ১৬৫

এ-ই বলল হেরা এবং দেবী, দীপ্ত-নয়না অ্যাথিনা, অমান্য করল না সেটা। সে ছোঁ মেরে নেমে এল অলিম্পাস শিখরের থেকে, অবিলম্বে হাজির হল গ্রিকদের দ্রুতচারী জাহাজের কাছে। ওখানে দেখল সে অডিসিয়ুস দাঁড়িয়ে আছে, মন্ত্রণার

কাজে জিউসের সমকক্ষ এই লোক। অডিসিয়ুস হাত দেয়নি তার বেঞ্চিপাতা
১৭০ কালো জাহাজের গায়ে, কারণ তার হৃদয় ও আত্মা ছেয়ে গেছে দুঃখ-বিষাদে।
দীপ্ত-নয়না অ্যাথিনা দাঁড়াল তার কাছে গিয়ে, বলল :

'লেয়ারটিজপুত্র, জিউস বংশজাত অডিসিয়ুস তুমি হাজার-বুদ্ধির, তো
তোমরা তাহলে তোমাদের বেঞ্চিপাতা জাহাজে ঝাঁপ দিয়ে এভাবেই পালাচ্ছ
১৭৫ প্রিয় পিতৃভূমির পথে? হায়, এভাবে হেলেনকে রেখে যাচ্ছ প্রায়াম ও ট্রোজানদের
কাছে, যেন তারা দম্ভ দেখাতে পারে—গ্রিক মেয়ে হেলেন, যার জন্য বহু গ্রিক প্রিয়
পিতৃভূমি থেকে এতো দূরে এই ট্রয়ে এসে ইতিমধ্যে জান হারিয়েছে? আরে,
এক্ষুনি যাও গ্রিক সেনাদলের সকল কোণায়, এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না আর,
১৮০ গিয়ে তোমার সুশীল ভাষা দিয়ে থামাও একে একে প্রতিটা সেনাকে। লবণ-
সাগরে দুপাশে দাঁড়-টানা জাহাজ টেনে নামাতে দিয়ো না ওদের।'

এ-ই বলল অ্যাথিনা। দেবীর গলার স্বর শুনে অডিসিয়ুস চিনে গেল তাকে।
সে দৌড় দিল তার আলখাল্লা পাশে ছুড়ে ফেলে। তার রাজদূত—ইথাকার
য়ুরিবাটিজ—তুলে নিল সেটা, সে তার নিত্য অনুচর। অডিসিয়ুস সোজা গেল
১৮৫ অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের কাছে, রাজার হাত থেকে নিল তার পূর্বপুরুষের চির
অমর রাজদণ্ডখানি, তারপর ছুটে গেল ব্রোঞ্জের বর্ম পরা গ্রিকদের জাহাজবহরের
কাছে। এবার যখনই তার দেখা হলো কোনো রাজা কিংবা প্রভাবশালী কারো
সাথে, সে দাঁড়িয়ে গেল সে লোকের পাশে, সুশীল ভাষায় প্রয়াস নিল তাকে
থামাবার, এই কথা বলে :

১৯০ 'মহাত্মন, তোমাকে কাপুরুষ ভেবে হুমকি দেওয়া ঠিক নয় কারও। তবু
বলছি, তোমার আসনে গিয়ে বসে পড়ো তুমি। একইভাবে বসতে বলো তোমার
লোকদেরও। অ্যাট্রিউসপুত্র [আগামেমননের] মনে কী আছে তা আসলে এখনও
ভালো করে তোমার জানা বাকি। আহ্, এটা তার পরীক্ষা ছিল শুধু। শীঘ্রই সে
দেখো এজন্য গ্রিক সন্তানদের এক হাত নেবে। আমরা সবাই কি শুনিনি গোপন
১৯৫ সভায় তার পরিকল্পনার কথা? অতএব সাবধান হও, নয়তো বা রাগে সে
গ্রিকসন্তানদের দেখো কী ক্ষতি করে বসে। দেবতা-লালিত রাজাদের দর্প কোনো
হালকা কিছু নয়, কারণ তাদের সম্মান আসে জিউসের থেকে, আর জিউস,
মন্ত্রণার প্রভু, তাদের ভালোবাসে।'

কিন্তু যখন তার দেখা হচ্ছে সাধারণ কারো সাথে, সঙ্গীদের প্রতি চিৎকারে
রত, তাকে সে বাড়ি মারল তার দণ্ডখানি দিয়ে, ভর্ৎসনাও করল কড়া কথা বলে,
এই কথা :

২০০ 'ভাই, সোজা বসে থাকো, তোমার চেয়ে বড় যারা তারা কী বলে তা
শোনো। তুমি তো কাপুরুষ, দুর্বল-ভীরু, যুদ্ধ বা মন্ত্রণাসভায় তোমার কি মূল্য
আছে কোনো? বলছি না আমরা এখানে সবাই রাজাদের মতো হবো, সবার রাজা

হওয়া মোটেই ভালো কিছু নয়। একজনই রাজা থাক, একজনই প্রভু যাকে জিউস, ঘোর-প্যাঁচে-বুদ্ধিতে দড় ক্রোনাসের° ছেলে, দান করেছে রাজদণ্ড ও বিচার-ক্ষমতা, যেন সে তার জাতির জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।' ২০৫

এভাবেই দক্ষতার সাথে সে সেনাদলকে গুছিয়ে নিয়ে এল। তারা তাদের জাহাজ ও কুটির থেকে ছুট দিল ফের জমায়েতের সেই জায়গাতে—সেরকম আওয়াজ তুলে, যেভাবে গজরানো-সাগরের ঢেউ সশব্দে আছড়ে পড়ে দীর্ঘ সৈকতে, আর সাগর বিক্ষুব্ধ হয়। ২১০

এবার বসল সবাই, শান্ত হয়ে যার যার বসার জায়গায়। শুধু একজন ছাড়া—থারসাইটিস, সীমাহীন বকবকানির রাজা, সে বকবক চালিয়েই গেল। তার বুকের ভেতরে অনেক কথা জমা, সব উল্টোপাল্টা কথা। খামোখাই রাজাদের নিয়ে শাপশাপান্ত আউড়ে গেল সে, আবোল-তাবোল—যা-ই তার মনে হলো গ্রিকদের হাসাতে পারে, সে-জাতীয় কথা। ইলিয়নে আসা সবার মধ্যে সে-ই কদাকার সবচেয়ে: হাঁটুর কাছে বাঁকানো, খোঁড়া তার একটা পা, এবং তার দুই কাঁধ গোল হয়ে ঝুঁকে আছে বুকের ওপরে, সেটার উপরের দিকে তার মাথা সুচালো মতন, সেখানে অল্প কটা ছোট চুল গজিয়েছে কোনোমতে। তাকে সকলের চেয়ে অ্যাকিলিস ঘৃণা করে বেশি, অডিসিয়ুসও তাই, কারণ এ দুজনকেই সে সর্বদা গালি দেয় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এবার, সেই একই তীক্ষ্ণ চিৎকারে, সে গালমন্দ করল স্বয়ং দেবতুল্য আগামেমননকেই। থারসাইটিসের জন্য তখন গ্রিকদের মনে বিশাল রাগ ও বিতৃষ্ণা হলো, তবু সে সজোর চিৎকারে খিস্তিখেউর চালিয়েই গেল আগামেমননের প্রতি : ২১৫ ২২০

'ও অ্যাট্রিউসের ছেলে, এখন আবার তুমি কী নিয়ে দুষছো আমাদের? আর কী চাও তুমি? তোমার তাঁবু তো টইটই করছে তামায়, আর তোমার ডেরা ভরা বাছাই-করা মেয়ে মানুষের ভিড়ে। আমরা গ্রিকরা যেই কোনো শহর দখলে নিই, সবার আগে তোমার হাতেই ওদের তুলে দিই। নাকি তোমার এখন সোনা লাগবে, মুক্তিপণের সোনা—ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজানদের কেউ তার ছেলে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে যে সোনা এখানে নিয়ে আসবে ইলিয়ন থেকে, সেই ছেলে যাকে ধরে-বেঁধে নিয়ে এসেছি আমি কিংবা গ্রিক ভাইদের অন্য কেউ গিয়ে? নাকি নতুন কোনো মেয়ে চাচ্ছ তুমি শোবে বলে, যাকে কিনা অন্যদের থেকে আলাদা রেখে দেবে শুধু নিজের ভোগে? না, আমাদের নেতা হয়ে তোমাকে মানায় না এভাবে আমাদের, গ্রিক সন্তানদের, ভোগান্তিতে ফেলা। ২২৫ ২৩০

'আর তোমরা? হদ্দ বোকারা! লজ্জা হয় তোমাদের দেখে—ছি! গ্রিক মহিলা তোমরা, পুরুষের জাত নও। বুদ্ধি থাকে তো চলো আমাদের জাহাজ নিয়ে বাড়িমুখো হই। এই ব্যাটাকে রেখে যাই এখানে, ট্রয়ের মাটিতে, ওর যুদ্ধে- ২৩৫

পাওয়া-ধনগুলো সে হজম করুক এইখানে বসে। তখন বুঝবে সে আমরা তার কোনো কাজে আসি কি-না! এবার তো সে অসম্মান করল অ্যাকিলিসকেই। অ্যাকিলিস তার চে ভালো লোক। উদ্ধতের মতো সে কেড়ে নিল, রেখে দিল
২৪০ অ্যাকিলিসের পুরস্কার হিসেবে পাওয়া মেয়ে। কিন্তু দ্যাখো অ্যাকিলিসের মনে কোনো বিষ নেই। না, সে একটুও বিচলিত নয়; যদি হতো, তাহলে অ্যাট্রিউসের ছেলে, তোমার দম্ভের আমরা এবারই শেষ দেখতাম।'

এ-ই বলল সে, থারসাইটিস। জনতার তদারকির নেতা আগামেমননকে সে ধুয়ে দিল কটুবাক্য দিয়ে। কিন্তু সাত তাড়াতাড়ি তার পাশে এল দেবতুল্য অডিসিয়ুস, এবং ভুরুর নীচ থেকে ক্রুর দৃষ্টি হেনে কঠিন কথা দিয়ে ভর্ৎসনা
২৪৫ করল তাকে, এই বলে :

'থারসাইটিস, বেপরোয়া কথার রাজা। হতে পারে তুমি সাবলীল বলে যেতে পারো, কিন্তু লাগাম দাও জিভে, এভাবে একা রাজাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িও না এসে। আমি নিশ্চিত, এখানে ইলিয়ামে আমরা যতজন এসেছি অ্যাট্রিউসপুত্রদের সাথে, তার মধ্যে তুমিই সবচে জঘন্য লোক বটে। সুতরাং থামো, তোমার মুখে মানায়
২৫০ না রাজাদের নাম নেওয়া, তাদের বিরুদ্ধে বলা, তাদের দিকে খিস্তি ছুড়ে মারা। বুঝি, তোমার চোখ তো আছে ঘরে-ফেরার দিকে! আমরা এখনও ভালো করে জানিই না যে এই যুদ্ধ কবে, কীভাবে শেষ হবে, আমরা গ্রিক সন্তানেরা বাড়ি ফিরব কি ভালোভাবে—জিতে, নাকি মন্দে—পরাজয়ে? কিন্তু তুমি একাধারে গালমন্দ করেই চলেছ অ্যাট্রিউসপুত্র, বাহিনীর রাখাল আগামেমননকে, স্রেফ গ্রিক
২৫৫ যোদ্ধারা তাকে সহৃদয়ে অনেক উপহার তুলে দিয়েছে বলে। তুমি যা বললে তা দীর্ঘ এক উদ্ধত অবজ্ঞাই শুধু!

'তবে তোমাকে আমি বলে রাখছি সাফ সাফ, আর যা বলছি তা বাস্তব হবে জেনো: আর যদি কখনো তোমাকে দেখি এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ আবার করেছ, যেমনটা করলে আজ, তাহলে আমার, এই অডিসিয়ুসের, ঘাড় যেন বিচ্যুত হয়
২৬০ মাথা থেকে এবং আমাকে যেন আর ডাকা না হয় টেলেমেকাসের পিতা° নামে, যদি তখন আমি তোমাকে আচ্ছামতো ধরে, তোমার লজ্জা ঢাকা জোব্বা ও বহির্বাস কেড়ে নিয়ে কাপড় খুলে উলঙ্গ না করি; তারপর যদি তোমাকে ধুমধাম ঘুষি মেরে গলা ছেড়ে বিলাপকরা এক চেহারাতে এই জমায়েতের জায়গা থেকে দ্রুতচারী জাহাজের দিকে না পাঠাই আমি।'

২৬৫ এ-ই বলল অডিসিয়ুস, তারপর রাজদণ্ড দিয়ে বাড়ি মারল তার পিঠে আর ঘাড়ে। থারসাইটিস দুঃখে-ভয়ে বসে গেল গুটিসুটি মেরে, তার চোখ থেকে তখন পড়ছিল বিরাট জলের ফোঁটা। সোনায় বানানো রাজদণ্ডের বাড়ি খেয়ে তার পিঠে ফুলে উঠল রক্তভরা বড় একটা দাগ। এবার বসলো সে, মনে ভয় ও পিঠে ব্যথার হুল নিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুছল তার কান্নার জল। তবে অন্য

গ্রিকগণ, মনে তাদের ব্যথা লাগতে পারে ঠিকই, খুশির হাসিতে ফেটে পড়ল ২৭০
থারসাইটিসকে নিয়ে। ওভাবেই তারা, একজন পাশের অন্যজনের দিকে চোখ
ঠেরে, কথা বলতে লাগল এইভাবে :

'ওহ্, জবর দেখলাম! কোনো সন্দেহ নেই অডিসিয়ুস হাজার ভালো কাজ
করেছে আগে, নেতা হিসেবে সুমন্ত্রণা দিয়ে এবং যুদ্ধে সেনাদল চমৎকার
পরিচালনা করে। কিন্তু আজ এই খিস্তি করা বাচালের ফালতু বকবক বন্ধ করে
দিয়ে, গ্রিকদের মধ্যে সবচে ভালো কাজটা অডিসিয়ুসই করল অবশেষে। আমি ২৭৫
মনে করি, আর কোনোদিন এ ব্যাটাকে দেখব না হামবড়ার মতো লাগতে এসেছে
নেতা ও রাজাদের সাথে, মুখে এরকম কটুকথা নিয়ে।'

এ-ই ছিল জনতার কথা। এবার দাঁড়াল অডিসিয়ুস, পররাজ্য লুণ্ঠনকারী
নেতা, হাতে তার রাজদণ্ড ধরা। তার পাশে অ্যাথিনা, দীপ্ত-চাহনির দেবী, দাঁড়িয়ে
এক রাজদূতের বেশে। দেবী সৈন্যদের বলল চুপ হতে, যেন গ্রিক সন্তানেরা, ২৮০
হোক কাছে বসা কিংবা বহু দূরে, শুনতে পারে অডিসিয়ুসের কথা, যেন তার
উপদেশ ভালোমতো অন্তরে নিয়ে নিতে পারে। সকলের জন্য মনে সদিচ্ছা নিয়ে
অডিসিয়ুস সম্ভাষণ জানাল জমায়েতের দিকে, তাদের মাঝে বলল এই কথা :

'অ্যাট্রিউসপুত্র, ও রাজা! গ্রিকরা এইবেলা পৃথিবীতে যত নশ্বর মানুষ আছে
তার মধ্যে তোমাকে সবচে ঘৃণিত বানাতে বদ্ধপরিকর। দ্যাখো ওরা তোমাকে ২৮৫
যে শপথ করেছিল—আর্গজের[০] অশ্ব-চারণভূমি থেকে এখানে আসার সময়ে—যে
যতদিন না তুমি শক্ত দেয়াল-ঘেরা ইলিয়াম লুটে নিচ্ছ ততদিন ঘরে ফিরবে না
তারা, সে শপথও মানছে না কেউ আজ। হায়, ওরা বাচ্চা ছেলেপুলের মতো,
বিধবা মহিলাদের মতো একজন আরেক জনের কাছে বিলাপ করছে দেশে যাবার
লোভে। কথা সত্যি যে যুদ্ধের খাটুনি অনেক, তাই হতাশায় পুড়ে দেশে ফিরতে ২৯০
চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। যে কোনো নাবিক যে একমাস দূরে আছে তার বউ
থেকে, বেঞ্চিপাতা জাহাজে বন্দী হয়ে—শীতের ঝড়ো হাওয়া, সাগরের ফুঁসে
ওঠা ঢেউ জাহাজ উপকূলে আটকে রেখেছে তাই—দুঃখে তার তো বুক জ্বলবেই।
আর সেখানে, আমরা তো এ-জায়গায় পড়ে আছি নয় বর্ষচক্র ধরে। অতএব খুব ২৯৫
দোষের কিছু নয় যে বাঁকা-চঞ্চুর জাহাজগুলোর পাশে গ্রিকরা অধৈর্য-অস্থির হবে।

'তারপরও কী লজ্জার হবে, এতদিন এখানে থাকার পরও যদি আমাদের
খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়! ধৈর্য ধরো, বন্ধুগণ, আর কটা দিন পড়ে থাকি
চলো, দেখি ক্যালকাসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় কি না! আমি কী বলছি তা তোমরা
সকলে খুব ভালোভাবে জানো, সব তো তোমরা দেখেছ নিজের চোখেই— ৩০০
তোমরা, যাদের মৃত্যুর অপদেবতা এসে এখনও যায়নি তুলে নিয়ে।

'মনে হয় যেন এটা ঘটেছিল মাত্র গতকাল, কিংবা তার একদিন আগে। গ্রিক জাহাজগুলো সেদিন জড়ো হয়েছিল আউলিসে,° প্রায়াম ও ট্রোজানদের জন্য
৩০৫ ভোগান্তি ভরে নিয়ে। আমরা এক ঝরনার পাশে গোল হয়ে, সুন্দর এক প্লেন-গাছের নীচে, পবিত্র বেদীর ওপরে অমর দেবতাদের প্রতি দিচ্ছিলাম এক নিখুঁত পশুবলি, উজ্জ্বল জলের ধারা বইছিল সে-গাছের তলা থেকে। তখনই হাজির হলো এক মহান আলামত। একটা সাপ, তার পিঠে রক্ত-লাল ফোঁটা, ভয়ংকর, তাকে অলিম্পিয়ান জিউস স্বয়ং পাঠালো দিনের আলোতে, সে বেদীর নীচ থেকে বেরিয়ে
৩১০ এসে মসৃণ গতিতে সোজা ছুটে গেল প্লেন-গাছের দিকে। দেখলাম সে-গাছের ওপরে সর্বোচ্চ ডালে বসে আছে এক চড়ুইয়ের ছানাপোনা, বাচ্চা পাখিরা সব, পাতার নীচে জড়োসড়ো হয়ে। ওরা সংখ্যায় আট, আর ওদের জন্ম দেওয়া মা-কে নিয়ে মোট নয় পাখি। সাপটা ওদের গিলে খেল, ওরা তখন কিচমিচ করছিল সকরুণভাবে। ওদের মা ডানা ঝাপটাল চারপাশে, বিলাপ করল তার আদরের
৩১৫ বাচ্চাদের শোকে। এবার মা-পাখি যেই সাপটাকে ঘিরে উড়ছে আর্তচিৎকার করে, সাপটা গোল হয়ে গেল, ছোবল দিয়ে ধরল তার ডানা। কিন্তু যেই তার চড়ুইয়ের বাচ্চাদের ও সেই সাথে মা-কে খাওয়া শেষ হলো, তখন দেবতা, যে তাকে আবির্ভূত করেছিল, সেই ঘোর ও প্যাঁচে দড় ক্রোনাসের ছেলে [জিউস], সে এবার তাকে এক স্পষ্ট সংকেত বানিয়ে দিল। আমরা সেখানে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে
৩২০ দেখলাম কী ঘটে গেল। যখন এ ভয়ংকর আলামত এভাবে দেবতাদের উদ্দেশে দেওয়া আমাদের পশুবলি বিঘ্নিত করছিল, তখন ক্যালকাস সোজাসাপ্টা এর ব্যাখ্যা দিল আমাদের, সমবেত সকলের প্রতি বলল সে এই কথা :

"তোমরা নীরব কেন, তোমরা দীর্ঘকেশ° গ্রিক ভাইয়েরা? মন্ত্রণাদাতা জিউস এই মহান আলামত হাজির করেছে আমাদেরই কাজে। বেশ দেরিতেই এল এটা,
৩২৫ দেরি করেই এর ঘটবে পূর্ণতা। তবে এর দ্যুতিময় স্মৃতি চিরকাল থেকে যাবে মনে। সাপ খেয়েছে চড়ুইয়ের ছোট বাচ্চাগুলো এবং সেইসাথে তাদের মাকেও, সংখ্যায় আট, আর ওদের জন্ম দেওয়া মা-কে নিয়ে মোট নয় হলো। নয়ই তাহলে বছর সংখ্যা, যতদিন যুদ্ধ করে যেতে হবে আমাদের। মানে দশম বছরে গিয়ে প্রশস্ত সড়কে ভরা ঐ [ট্রয়] নগর আমাদের করতলগত হবে।"

৩৩০ 'এ-ই ছিল ক্যালকাসের ভবিষ্যদ্বাণী, আর তার সব কথা বস্তুতই আজ সত্য হবার পথে। অতএব আসো শক্ত বর্ম পরা গ্রিকদের দল, যেখানে আছি চলো সেখানেই আমরা দৃঢ় দাঁড়িয়ে থাকি যতদিন না প্রায়ামের বিরাট নগরী আমাদের দখলে চলে আসে।'

এ-ই ছিল অডিসিয়ুসের কথা; শুনে গ্রিকরা চিৎকার দিল জোরে, গ্রিকদের
৩৩৫ এই চিৎকারের বিশাল প্রতিধ্বনি হলো তাদের চারপাশ ঘিরে থাকা জাহাজগুলোয়,

দেবতুল্য অডিসিয়ুসের বক্তব্যের প্রশংসা করল তারা। এবার সবার মধ্য থেকে শোনা গেল জেরেনিয়ান[৩] ঘোড়সওয়ার নেস্টরের গলা :

'ওহ্, লজ্জার কথা! সত্যি বলতে এই জমায়েতে শুনছি যেসব কথা, তাতে মনে হয় তোমরা সব নিতান্তই বোকা শিশু, যুদ্ধ বিষয়ে যাদের ধারণা নেই কোনো। আমাদের একে অন্যের সাথে করা অঙ্গীকার ও শপথগুলির তাহলে কী হবে? চলো আমরা বরং সব শলাপরামর্শ, সব যুদ্ধকৌশল আগুনেই ছুড়ে ফেলি —নির্ভেজাল মদ ঢেলে দেবতাদের প্রতি করা ওসব উৎসর্গ আর ডান হাত ধরে পরস্পরের প্রতি আস্থা রাখা [ওসব নাটক]। আমরা অযথাই করে যাচ্ছি স্রেফ কথার লড়াই। যে দীর্ঘকাল এখানে পড়ে আছি, সেই বিচারে এই কথা আমাদের আর কী প্রতিকার দেবে? ৩৪০

'আগামেমনন, অ্যাট্রিউসের ছেলে, আগের মতোই তুমি তোমার সংকল্পে অটল থাকো, সুকঠিন যুদ্ধগুলোয় গ্রিকদের নেতা হয়ে সামনেই থাকো। আর গ্রিকদের এই দু একজন যারা অন্যসব গ্রিক থেকে আলাদা হয়ে গোপন শলাপরামর্শে রত—তারা চুলোয় যাক, তাদের সফল হওয়া সুদূরপরাহত। তাদেরকে যেতে দাও, ঐশীবর্ম পরা জিউসের শপথ সত্য না মিথ্যা তা আমরা জানার আগেই যদি ওরা আর্গজে, বাড়িতে, ফিরতে চায় তো ফিরে যাক। আমার বিশ্বাস, ক্রোনাসপুত্র জিউস, শক্তিতে যে সবার বড়, তার মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল সেইদিন যেদিন গ্রিকরা রওনা দিল তাদের দ্রুতচারী জাহাজগুলোতে চড়ে, ট্রোজানদের জন্য শুধু খুন ও মৃত্যুর নিয়তি সাথে নিয়ে। আমাদের ডান দিকে [জিউসের] বজ্রের ঝলক এসেছিল, ওটা পরিষ্কার চিহ্ন ছিল যে আমাদের সব ভালো যাবে। এরপর কোনো মানুষেরই তো আর ঘরে ফিরতে তাড়াহুড়া সাজে না একটুও—যদ্দিন না আমরা প্রত্যেকে বিছানায় নিচ্ছি কোনো ট্রোজানের বউ, যদ্দিন না হেলেনের জন্য ভোগা আমাদের এই কষ্ট ও গোঙানির হচ্ছে মূল্য শোধ। তবে কারো যদি বাড়ি ফেরার তীব্র তাড়া এখনও বোধ হয়, তো সে শুধু তার হাত রাখুক না বেঞ্চিপাতা কালো জাহাজের গায়ে—এখানে সবার সামনে তার মৃত্যু ও ধ্বংস কী করে হয় দ্যাখো। ৩৪৫ ৩৫০ ৩৫৫

'এবার ও রাজা, সবকিছু ভালো করে ভেবেচিন্তে নাও, অন্যদেরও উপদেশ শোনো। শোনো আমি কী বলি, আমার কথা হেলাফেলায় উপেক্ষা কোরো না যেন। আগামেমনন তুমি, উপজাতি ও গোত্র ভেদে তোমার বাহিনীগুলি ভাগ করে ফেল, যাতে গোত্র আসে গোত্রের কাজে, আর উপজাতির কাজে উপজাতি। যদি তুমি এই মতো করো এবং গ্রিকরা শোনে তোমার কথা, তুমি শীঘ্রই জেনে যাবে তোমার কোন্ নেতা, কোন্ বাহিনী আসলে কাপুরুষ ও কোন্‌টা সাহসী—কারণ এভাবে গোত্রবদ্ধ হয়ে তাদের লড়তে হবে ভিন্ন পদ্ধতিতে। এইভাবে তুমিও জেনে যাবে কী কারণে, ধরো, তোমার ট্রয় দখল অধরাই থেকে গেল—তা কি দেবতাদের ইচ্ছার কারণে নাকি তোমার লোকদের ভীরুতা ও যুদ্ধে হঠকারিতার হেতু।' ৩৬০ ৩৬৫

নেস্টরের কথার উত্তরে বলল রাজা আগামেমনন এই কথা :

৩৭০ 'ও সত্যি আরও একবার, বৃদ্ধ জনাব, তুমি দেখালে বক্তৃতায় তুমি গ্রিক সন্তানদের মাঝে কত ওপরের। ও পিতৃদেব জিউস, অ্যাথিনা, অ্যাপোলো, আমাকে নেস্টরের মতো এরকম দশজন উপদেষ্টা দাও, দ্যাখো রাজা প্রায়ামের শহর কীভাবে তক্ষুনি মাথা নত করে, আমাদের হাতের নীচে কীভাবে দখল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়! কিন্তু হায়, ক্রোনাসের ছেলে, ঐশীবর্ম পরা জিউস আমাকে শুধু ৩৭৫ যাতনাই দিতে জানে, জানে অর্থহীন দ্বন্দ্ব-কলহের মাঝে ঠেলে দিতে। হায় কীভাবে এক সামান্য মেয়ে নিয়ে লড়লাম আমি ও অ্যাকিলিস, কীরকম জঘন্য বাক্যবিনিময় হলো, আর আমিই তো প্রথম মেজাজ হারালাম। তবে যদি কোনোদিন আমরা দুজন আবার এক হয়ে সামনের পথ ঠিক করে নিতে পারি, ৩৮০ তাহলে ট্রোজানদের ধ্বংস আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, একদণ্ডও নয়।

'তবে, এখনকার মতো, তোমরা খাওয়াদাওয়া সেরে নাও। যুদ্ধে তৈরি হতে হবে। তোমরা প্রত্যেকে বল্লমে ভালো করে ধার দিয়ে নাও, যার যার ঢালের ভারসাম্য দেখে নাও গিয়ে আর তোমরা প্রত্যেকে ভালোমতো যার যার দ্রুতছোটা ঘোড়াদের খাবার খাইয়ে নাও। তোমরা প্রত্যেকেই যার যার রথের চারপাশ পরখ করে নাও ও যুদ্ধের জন্য সেজে নাও, যাতে করে আজ সারাদিন ধরে ৩৮৫ আইরিজের নির্মম যুদ্ধ আমরা লড়ে যেতে পারি। আজ কোনো বিশ্রাম আমাদের কপালে থাকবে না, সামান্যও নয়, মানে যতক্ষণ রাত না নামে এবং রাতের আগমনে যোদ্ধাদের রোষ স্তিমিত হয়। আজ তোমাদের দেহ-ঢাকা ঢাল বাঁধার রশি বুকের কাছে ঘামে ভিজে জবজব হবে, বল্লম ধরে ধরে অনেকের হাত অসাড় হয়ে যাবে, অনেকের ঘোড়া চকচকে রথের পাশে শক্তিক্ষয় করে ঘামে ভিজে ৩৯০ একাকার হবে। তবে আমি যদি কাউকে দেখি যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে চঞ্চুওয়ালা জাহাজের পাশে ঘুরঘুর করার চেষ্টায় আছো, তার জন্য নিয়তি একটাই—কুকুর ও পাখিদের হাত থেকে বাঁচার তার আশা থাকবে না কোনো।'

এ-ই ছিল আগামেমননের কথা, শুনে গ্রিকরা বজ্রনাদে চিৎকার দিল যেভাবে কোনো ঢেউ ফেটে পড়ে কোনো উঁচু পাথুরে অন্তরীপে—যখন দখিনা হাওয়া ৩৯৫ আসে ও ফুঁসিয়ে তোলে ঢেউ, তখন, এমনকি মাথা-বের-করা কোনো খাড়া পাহাড়েরও কখনো রক্ষা থাকে না ঐ ঢেউয়ের হাত থেকে, ঢেউগুলো জাগতে থাকে এপাশ ও ওপাশ থেকে আসা হাজারো বায়ুর তাড়া খেয়ে।

এবার তারা উঠল ঝটপট, ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটল জাহাজবহরের দিকে। কুটিরে পৌঁছে তারা আগুন জ্বালাল, খাবার খেয়ে নিল। প্রত্যেক উৎসর্গ দিল কোনো না ৪০০ কোনো অমর দেবতার নামে, তাদের প্রার্থনা যে যেন তারা জানে বাঁচে [যুদ্ধদেব]

আইরিজের মৃত্যু ও নিষ্পেষণ থেকে। আগামেমনন, মানুষের রাজা, ক্রোনাসপুত্র মহা-শক্তিধর জিউসের নামে বলি দিল এক পাঁচ-বছুরে চর্বিভরা ষাঁড় এবং দাওয়াত দিল প্রবীণদের, গ্রিকবাহিনীর সেরা যোদ্ধাদের হাজির হওয়ার। সবার আগে এল নেস্টর, তারপর রাজা আইডোমেনুস, এরপরে দুই অ্যাজাক্স, পরে ৪০৫ টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজ, আর ছয় নম্বরে এল অডিসিয়ুস, বুদ্ধিতে জিউসের সমকক্ষ এক লোক। আর মেনেলাস, রণহুঙ্কারে দড়, চলে এল দাওয়াত ছাড়াই, কারণ সে তার মনে মনে ভালো করে জানে কী ভীষণ বিচলিত আছে আগামেমনন, তার ভাই। তারা দাঁড়ালো ষাঁড়টাকে ঘিরে, হাতে নিল যব ৪১০ শস্যকণা। তাদের মাঝ থেকে প্রভু আগামেমনন রাখল প্রার্থনা, এই বলে :

'জিউস, মহামহিম, সর্বসেরা তুমি, কালো মেঘমালার দেব, স্বর্গবাসী প্রভু! আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করে দাও যে [আজ] সূর্য ডোবার আগে, আমাদের ওপরে অন্ধকার নামার আগে আমি [ট্রয় রাজা] প্রায়ামের প্রাসাদ একটানে নীচে গুঁড়িয়ে নামিয়ে দেব, ওটা ভরে যাবে কালো ধোঁয়ায়, দাউদাউ আগুনে পুড়বে ঐ ৪১৫ প্রাসাদের দরজাগুলি, হেক্টরের বুক-ঢাকা যুদ্ধ-বহির্বাস আমার ব্রোঞ্জের ঘায়ে টুকরো টুকরো হবে, আর তাকে ঘিরে থাকা তার সহযোদ্ধারা দলে দলে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে অধোমুখ হয়ে, তাদের দাঁত দিয়ে মাটি কামড়াবে।'

এ-ই বলল সে, কিন্তু ক্রোনাসপুত্র জিউস মঞ্জুর করল না তার কোনো প্রার্থনা, আপাতত নয়। জিউস পশুবলির পূজা গ্রহণ করল বটে, কিন্তু দীর্ঘায়িত করল তাদের দুর্দশার বোঝা। ৪২০

তারপর তাদের সমবেত প্রার্থনা সারা হলে পরে, যব শস্যকণা ছড়ানো হলে পরে, তারা পশুদের মাথা পেছনে টেনে ধরে গলায় চালিয়ে দিল ছুরি। এবার ওদের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হলো, রানের ভাগ কেটে রাখা হলো, দুইপর্দা চর্বি দিয়ে ঢাকা হলো সেইসব আর তার ওপর ছড়িয়ে দেয়া হলো মাংসের কাঁচা টুকরোগুলি। এগুলো পোড়ালো তারা পাতা-খসানো চেরাকাঠে গেঁথে, আর অন্ত্র ৪২৫ ইত্যাদি গেঁথে নিল শিকে, ধরল তা হেফিস্টাসের আগুন শিখায়। এবার রানের ভাগ আগুনে পুরো পোড়ানো হয়ে গেলে, তারা অন্ত্র ইত্যাদি সাবাড় করে নিল, পশুর দেহের আর যেটুকু আছে তা টুকরো করে কেটে গেঁথে দিল শিকে। এবার যত্ন করে সব ঝলসে নিয়ে, শিকের থেকে ওদের টেনে বার করা হল। এই কাজ শেষ হওয়ার পরে, খাওয়ার আয়োজন সেরে নিয়ে ভোজনে বসে গেল তারা। ৪৩০ সবার জন্য সমান এ ভোজনে সবাই যার যার প্রাপ্য ভাগ পেল। তারপর যেই তাদের খাদ্য ও পানীয়ের বাসনা মিটে গেছে, জেরেনিয়ান নেস্টর, মহান ঘোড়সওয়ার, প্রথম বলল কথা তাদের মাঝ থেকে :

'অ্যাট্রিউসের পুত্র, মহামহিম আগামেমনন, মানুষের রাজা, চলো আমরা আর এখানে জড়ো হয়ে বকবক না করি, আর না ফেলে রাখি আমাদের ওপরে ৪৩৫

দেবতাদের অর্পণ করা কাজ। আসো এখন, ব্রোঞ্জের বর্মপরা গ্রিকদের রাজঘোষকেরা সবাইকে জানাক জাহাজের পাশে সমবেত হওয়ার আহ্বান। তারপর চলো আমরা একসাথে হয়ে গ্রিকবাহিনীর বিরাট ছাউনি জুড়ে হাঁটি, চলো
৪৪০ সেইভাবে আরও দ্রুত জাগিয়ে তুলি যুদ্ধদেব আইরিজের তীব্র যুদ্ধকে।'

এ-ই বলল সে, মানুষের রাজা আগামেমনন করল সেইমতো। তৎক্ষণাৎ সে স্বচ্ছ-কণ্ঠের ঘোষকদের বলল দীর্ঘকেশ গ্রিকদের যুদ্ধের ডাক দিতে। তারা সেই ডাকই দিল। পুরো গ্রিক সেনাদল দ্রুত জড়ো হলো একসাথে। অ্যাট্রিউসপুত্রকে
৪৪৫ ঘিরে থাকা জিউস-প্রতিপালিত যতো রাজা আছে, তারা দ্রুত ছুটে গেল সৈন্যদের দলে সাজানোর কাজে। আর তাদের মধ্যে দেখা গেল দীপ্ত-নয়না দেবী অ্যাথিনাকে, তার হাতে ধরা কালহীন, মৃত্যুহীন অমূল্য ঐশীবর্মখানি°—সেটা থেকে ঝুলে আছে শত সুতোর গোছা, সব সোনায় বানানো, সব মহা দক্ষতায় বোনা, প্রতিটার মূল্য একশত ষাঁড়ের সমান। ওগুলোর পত্‌পত্‌ তুলে অ্যাথিনা জংলির
৪৫০ মতো ধেয়ে গেল গ্রিক সেনাদলের সবখান দিয়ে, তাদের তাড়া দিল সামনে চলার। প্রতিটা মানুষের মনে সে জাগাল যুদ্ধ করার বল, বিরামহীন লড়ে যাবার জোর। এরপর সকলের কাছে যুদ্ধকেই মনে হলো অধিক মধুর, তাদের সুগোল জাহাজে চড়ে প্রিয় পিতৃভূমি ফেরার চেয়ে মধুরতর বটে।

৪৫৫ যেভাবে কোনো বিধ্বংসী আগুনে জ্বলতে থাকে পাহাড় চূড়ার সীমানাহীন বন, দূর থেকে দেখা যায় সে আগুনের জ্বলা—সেভাবে, সেনাদল সামনে চলতেই, তাদের জমকালো ব্রোঞ্জের থেকে জ্যোতির ঝলক ছুটে গেল আকাশ পেরিয়ে স্বর্গের
৪৬০ দিকে। আর যেভাবে ডানাওয়ালা বড় পাখিদের দল—যেমন বুনো হাঁস, সারস কি দীর্ঘ গলা রাজহাঁস—এশীয় চারণভূমিতে,° কেইস্টার জলধারার° পাশে উড়ে যায় এদিক ওদিক তাদের ডানার শক্তিতে ঝলমলে হয়ে এবং জোর ডাক ছেড়ে বসে দল বেঁধে, আর পুরো চারণভূমি জুড়ে সে ডাকের প্রতিধ্বনি ওঠে—সেভাবেই
৪৬৫ গ্রিকদের নানা উপজাতি তাদের জাহাজ ও কুটির থেকে যেই নির্গত হলো স্কামান্দার° নদীর সমভূমে, মানুষ ও ঘোড়ার পা মাড়ানোর নীচে মাটি করে উঠল মারাত্মক ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। স্কামান্দারের ফুলে ঢাকা ভেজা মাটি ঘাসে তারা অবস্থান নিল হাজারে হাজারে; যেমন বসন্তে পাতা ধরে, ফুল ফোটে অগুণতি। যেভাবে ভনভনে
৪৭০ মাছিদের নানান প্রজাতি বসন্তে রাখালের খামারবাড়ির এধারে ওধারে গুঞ্জরণ করে দুধের সিক্ত বালতির চারধারে—সেভাবে বিরাট সংখ্যা নিয়ে দীর্ঘকেশ গ্রিকদল দাঁড়াল সমভূমি জুড়ে, ট্রোজানদের বিপরীতে, ওদের ছিঁড়ে কেটে ফেলার ব্যগ্রতা
৪৭৫ নিয়ে। যেভাবে ছাগলপালকেরা ছত্রভঙ্গ ছাগলের দল তৃণভূমিতে মিলেমিশে গেলে সহজে আলাদা করে নিতে পারে—সেভাবে তাদের নেতারা সৈন্যদলগুলো ভাগে

ভাগে সাজিয়ে নিল যুদ্ধের উদ্দেশে। তাদের মধ্যে চলল আগামেমনন রাজা, তার দু-চোখ ও মাথা ঠিক বজ্রচমক ছোড়া জিউসের মতো, তার কোমর যুদ্ধদেব আইরিজের মতো, আর বুক পসাইডনের সমান আকারের। যেভাবে কোনো ষাঁড় পালের মধ্যে দাঁড়ায় সবার প্রধান হয়ে, সব বিচারেই, আর জড়ো হওয়া গরুদের ৪৮০ মাঝে তাকে আলাদা করা যায়—সেভাবে সেদিন জিউস বিশিষ্টতা দিল অ্যাট্রিউসপুত্রকে অন্যসব মানুষের মাঝে, যোদ্ধাদের মাঝে, প্রধান হিসেবে।

আমাকে এবার বলো হে মিউজেরা[°] যারা অলিম্পাসে থাকো, কারণ তোমরা দেবী, সর্বত্রই বিরাজ করো এবং জানো সবকিছু, তুলনায় আমরা কিনা বেশি ৪৮৫ হলে জনশ্রুতিই শুধু শুনি, আর জানি না কোনোকিছু—বলো যে কারা কারা ছিল গ্রিকদের নেতা, তাদের সেনাপতি? আর সাধারণ সৈন্যদের আমি না জানি হিসেব, না জানি তাদের নাম! এমনকি যদি আমার থাকতো দশখানা জিভ ও দশখানা মুখ, এক ক্লান্তিহীন গলা ও বুকের মাঝে ব্রোঞ্জে বানানো হৃদপিণ্ড একখানা, তবু ৪৯০ যতক্ষণ না তোমরা, অলিম্পাসের মিউজেরা, [illegible]শীবর্ম পরা জিউস কন্যারা, আমার স্মরণে আনছ ইলিয়ামে আসা সকলের কথা [আমি কী করে বলতে পারি কিছু?] তাই আমি শুধু বলে যাব জাহাজের কাপ্তানদের কথা, এবং তাদের নিয়ে আসা জাহাজের সংখ্যাটিকে।[°]

বিয়োশানদের নেতা পিনেলিওস ও লিইটাস, সঙ্গে আছে আরসেসিলেয়াস, প্রোথোয়িনর ও ক্লোনিয়াস। এদের বাড়ি হিরিয়ায়, শিলাময় আউলিসে; অনেক ৪৯৫ পাহাড়ঘেরা স্কিনাস, স্কোলাস ও ইটিওনাসে; থেসপাইয়ায়, গ্রিয়ায় এবং প্রশস্ত মিকালেসাস দেশে। এরা তারাই যারা থাকে হারমা, ইলিসিওন ও ইরিথ্রির পাশে; যারা বসতি গড়েছে এলেওন, হাইলি ও পেটেওনে; সেইসাথে ওকালিয়ায়, ৫০০ মেডেওনের মজবুত কেল্লার পাশে; কোপিতে, যুট্রিসিসে এবং থিস্‌বিতে যেখানে অগুণতি ঘুঘুদের বাস। এরা যোদ্ধা কোরোনিয়ার, হালিয়ারটাস চারণভূমির; সঙ্গে আছে প্লাটিয়ার লোকেরা এবং যারা গ্লাইসাসে থাকে; তারা যারা লোয়ার থিব্‌জের[°] লোক, যেখানে আছে এক সুরম্য দুর্গপ্রাকার, আর আছে পবিত্র অংকিস্‌টাসের ৫০৫ লোক, পসাইডনের সেই রোদেলা তরুবীথি ঘেরা অংকিস্‌টাস; আরও আছে আঙুরবাগানে ভরা আরনির সন্তানেরা; মিডিয়া, পবিত্র নিসা, এবং দূর সাগরপারের অ্যান্থিডন থেকে আসা যোদ্ধাবাহিনী। পঞ্চাশ জাহাজে চড়ে এরা এসেছে সবাই, প্রতিটাতে উঠেছে একশো বিশ করে তরুণ বিয়োশান। ৫১০

অরকোমেনোস থেকে আসা বাহিনীতে আছে অ্যাসপ্লিডন ও মিনিয়ান অরকোমেনাসের সৈন্যদল। এদের নেতা আস্কালাফাস ও ইয়ালমেনাস, যুদ্ধদেব

আইরিজের দু ছেলে। অ্যাস্টাইয়োকি, এক লাজুক কুমারী মেয়ে, এদের গর্ভে ধরেছিল তার পিতার প্রাসাদে—পিতা, আজিউসের পুত্র অ্যাক্টর। অ্যাস্টাইয়োকি
৫১৫ বলশালী আইরিজের সাথে গিয়েছিল ওপরের ঘরে, তখন গোপনে সহবাস হয়েছিল তাদের দুজনের। এ দুজনের সাথে এসেছে তিরিশখানা সুগোল জাহাজ।

ফোসিস থেকে আগত বাহিনীর কাপ্তান স্কেডিয়াস ও এপিসট্রোফাস, এরা দুজন মহান আইফিটাসের ছেলে, আইফিটাসের পিতা নবোলাস। এদের বাড়ি সিপারিসিয়িস ও পাহাড়ি পাইথোতে; সেইসাথে পবিত্র ক্রাইসা ও ডলিস ও
৫২০ পানোপিয়ুসে। আর এদের সাথে আরও ছিল হাইয়ামপোলিস ও আনামোরিয়ার লোক; সেইসাথে যাদের বাস অমর নদী সেফাইসাসের পাশে, আর সেফাইসাস জলধারার তীরবর্তী লিলিয়ার যোদ্ধারাও আছে এই দলে। এরা সঙ্গে এনেছে কালো রঙ জাহাজ চল্লিশখানা। এই ফোসান বাহিনীকে তাদের নেতারা কঠিন সময়ে
৫২৫ ক্ষিপ্র দাঁড় করিয়েছে বিয়োশান বাহিনীর পাশে, গ্রিক সেনাদলের বাঁয়ের দিকটাতে।

লোক্রিয়ান বাহিনীর নেতৃত্বে আছে দ্রুত-পা অ্যাজাক্স, ওয়িলিয়ুসপুত্র ছোট অ্যাজাক্স সে, টেলামনিয়ান অ্যাজাক্সের মত অত বিশাল কেউ নয়, বরং তার অনেক নীচের। আকারে-আয়তনে ছোট সে, পরনে শণের তৈরি বর্ম-পোশাক, তবে বল্লম নিক্ষেপে যে কোনো আকিয়ান বা হেলেনিজের চেয়ে তার দক্ষতা
৫৩০ বহুগুণ বেশি। তার বাহিনীতে আছে তারা যারা সাইনাসে থাকে, সেইসঙ্গে ওপোইস ও কালিয়ারুসে, বিসা ও স্কারফেতে। আর থাকে মোহিনী অজিয়িতে; টারফি, থ্রোনিওন ও বোয়াগ্রিয়াস নদীর পাশের তটরেখা ধরে। এই অ্যাজাক্সের সাথে এখানে এসেছে কালো চল্লিশ জাহাজ, সেগুলি ভরা লোক্রিয়ানদের দিয়ে,
৫৩৫ যাদের বাস পবিত্র ইয়ুবিয়ার পানির ওইপারে।

আর ইউরিয়ার অধিবাসী যারা, নিঃশ্বাসে অগ্নিঝরানো আবানটিজেরা, তারা কাল্‌সিস, এরেত্রিয়া ও হিসটিইয়ার বিশাল আঙুর বাগানগুলো থেকে আসা। তাদের সঙ্গে আছে সিরিনথাসের লোক, সমুদ্রপারের ওরা। এবং আছে ডাইওনের খাড়া নগরদুর্গ থেকে আসা যোদ্ধাগণ; আর ক্যারিসটাস ও স্টাইরার মানুষেরা।
৫৪০ এদের সবার নেতা এলেফিনর, যুদ্ধদেব আইরিজের বংশজাত° সে; তার পিতা কালকোডন। এই এলেফিনর উচুঁ-মনা আবানটিজদের প্রভু। তার পেছনে এসেছে দ্রুতগামী আবানটিজেরা, তাদের লম্বা চুল নেমে গেছে পেছনের দিকে। এই বল্লমবিদেরা উন্মুখ অ্যাশকাঠের বল্লম সামনে বাড়িয়ে ধরে চিড়ে-ফেড়ে ফেলবে শত্রুদের বুক-ঢাকা যুদ্ধবর্মগুলো। এলেফিনরের নেতৃত্বে এদের সাথে এসেছে
৫৪৫ কালো জাহাজ মোট চল্লিশখানা।

এর পরের বাহিনী এসেছে দৃঢ়-দুর্গঘেরা আথেন্সের থেকে, আথেন্স, মহানুভব এরেকথিয়ুসের ভূমি, যাকে অতীতকালে জিউসের কন্যা অ্যাথিনা পেলেপুষে বড় করেছিল শস্য-জন্মদাত্রী মাটি এরেকথিয়ুসের জন্ম দিলে পরে।

অ্যাথিনা তাকে আথেন্সে বসতি গড়ে দেয়, থাকতে দেয় নিজেরই সমৃদ্ধ মন্দিরে, আর সেখানে, চক্রাকারে বছরগুলো ঘুরে আসতেই, আথেনিয়ান তরুণ-যুবকেরা এরেকথিয়ুসের নামে—তার দয়া-ক্ষমা পেতে—বলি দেয় ষাঁড় ৫৫০ এবং ভেড়া। এই দলের নেতা মেনেস্‌থিয়ুস, পেটেঅসের ছেলে। রথচালনায় ও বর্ম হাতে ধরা পদাতিক বাহিনী পরিচালনার কাজে তার ওপরে কেউ নেই এ পৃথিবীতে। নেস্টরকেই বলা যায় একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তার, কিন্তু নেস্টরের বয়সও তো বেশি। তার অধিনায়কত্বে এসেছে আথেনিয়ানেরা, পঞ্চাশটি কালো ৫৫৫ বর্ণ জাহাজ সাথে নিয়ে।

আর সালামিস থেকে অ্যাজাক্স, টেলামনের ছেলে, এনেছে জাহাজ বারোখানা, ওদের ভিড়িয়েছে আথেনিয়ান ব্যাটালিয়নের পাশে।

এবার আর্গজ বাহিনীতে আছে আর্গজ ও টিরিনজ্‌-এর যোদ্ধারা—টিরিনজ্‌, তার উঁচু দেয়ালের জন্য খ্যাত; সেই সঙ্গে হারমাইওনি ও আসিনির মানুষেরা— ৫৬০ আসিনি, গভীর উপসাগর ঘিরে রাখা ভূমি। এরা আরও এসেছে ট্রিজেন, ইওনি ও আঙুরবাগানে ঘেরা এপিডরাম থেকে; সঙ্গে আরও আছে ঈব্রাইনা ও মেইসিজের তরুণ গ্রিকেরা। এদের নেতা ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কারে দড়; এবং স্থেনেলাস, মহিমান্বিত কাপানিয়ুসের প্রিয় ছেলে। এদের সঙ্গে আছে তৃতীয় আরেকজন, য়ুরাইয়ালাস, দেবতুল্য যোদ্ধা সে, রাজা মিসিসটিয়ুসের ছেলে, যে ৫৬৫ মিসিসটিয়ুস নিজে টালেয়াসের ছেলে। তবে এদের সবার নেতা একজনই— ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কার দিতে যার খ্যাতি। আর এই বাহিনীর সাথে এসেছে কালোবর্ণ আশিটা জাহাজ।

আর মাইসিনি বাহিনীতে আছে দুর্ভেদ্য-কেল্লার মাইসিনি থেকে আসা যোদ্ধাসকল; সম্পদশালী কোরিন্থ ও শক্ত-সুরক্ষিত ক্লেওনির লোকেরা। আরও ৫৭০ আছে অরনাইয়ি এবং মোহিনী আরিথিরিয়া ও সিসিয়নের অধিবাসীগণ, আদ্রাসটাস ছিল যার প্রথম নৃপতি। এই দলে আরও আছে হিপেরিসিয়ার লোক, এবং যারা আগত খাড়া গনোয়েসা, পিলিনি ও ঈজিয়নের চারপাশ থেকে, পুরো সমুদ্র উপকূল ধরে যারা থাকে, আর হেলিসির প্রশস্ত জমিনে যাদের বাস। ৫৭৫ অ্যাট্রিউসপুত্র রাজা আগামেমনন এই বাহিনীর নেতা, এসেছে একশত জাহাজ সাথে নিয়ে। তার অনুগামীরাই সবদিক থেকে বাকিদের সেরা ও সংখ্যায়ও সর্বাধিক বটে। এদের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে আগামেমনন, ব্রোঞ্জের উজ্জ্বল বর্ম শরীরে চাপিয়ে, মহিমান্বিত সম্রাট, সকল যোদ্ধার চেয়ে বেশি খ্যাতি তার, কারণ সে-ই মহানুভব সবচে, এবং সবচে বেশি সৈন্য তার অধীনেই আছে। ৫৮০

আর যারা এসেছে লাসেডিমনের উপত্যকা থেকে, অসংখ্য গিরিখাতে ভর্তি অঞ্চল; সেইসাথে ফেইরিস, স্পার্টা ও ঘুঘুরাজ্য মেসির কাছ থেকে; আরও ব্রাইসাইয়ি ও সুন্দর অজিয়ির থেকে; এবং অ্যামাইক্লি ও হেলিসের থেকে—

হেলিস, যার সাগরপাড়ে আছে মস্ত কেল্লা একখানা; সেইসঙ্গে লাম ও ঈটিলাসের
৫৮৫ বাসিন্দা যারা—মেনেলাস, রণহুঙ্কারের রাজা, আগামেমননের ভ্রাতা, এদের নেতা, এসেছে সে ষাটটি জাহাজ সাথে নিয়ে। এদের [জাহাজগুলোর] অবস্থান অন্যদের থেকে আলাদা স্থানে। মেনেলাস নিজে ঘুরে বেড়ায় তার বাহিনীর মাঝে, নিজের উদ্যমে-আশায় সে আস্থাবান, বাহিনীর সকলকে সমরে নামার ডাক দিয়ে যায়। অন্য সবার চেয়ে তার হৃদয় দগ্ধ বেশি প্রতিশোধ স্পৃহায়—হেলেনের জন্য যে
৫৯০ ভোগান্তি ও আর্তনাদ তাকে সইতে হয়েছে, তার প্রতিশোধ।

আর পাইলোসের অধিবাসী যারা, যারা মোহিনী আরিনি, থ্রিঅন, আলফিয়াসের অগভীর নদী ও সুনির্মিত ঈপি থেকে আসা, যাদের বাড়ি সিপারিসিয়িস, অ্যামফিজেনাইয়া, পেটেলেঅস, হেলস ও ডোরিঅনে, সেখানে মিউজদের দেখা হয়েছিল থ্রেশান কবি থামিরিসের সাথে এবং তারা চিরতরে
৫৯৫ থামিয়ে দিয়েছিল তার গান। সে ছিল সফরে, ঈকেলিয়া থেকে এসেছিল, ঈকেলিয়ান রাজা য়ুরিটাসের কাছ থেকে, আর দম্ভ করে সে বলেছিল আকাশপানে চোখ রেখে যে মিউজদেরও সে হারিয়ে দেবে গানে, যদি মিউজেরা, ঐশীবর্ম পরা জিউসের কন্যারা, গান গাইতে আসে তার সাথে। এতে মিউজেরা ক্ষিপ্ত হয়ে বোবা বানিয়ে দিল তাকে, তার থেকে কেড়ে নিল তার দেবতুল্য সঙ্গীতের সুধা,
৬০০ ভুলিয়ে দিল তার চারণগীতির কলা। তো, পাইলোসের এসব মানুষেরা এসেছিল জেরেনিয়ার রথচালক নেস্টরের পিছু; তারই অধীনে তারা এনেছিল নব্বইখানা সুগোল জাহাজ সারিতে সাজিয়ে।

আর যাদের বাড়ি আর্কাডিয়ায়, সিলিনির উঁচু পর্বতমালার নীচে, ঈপিটাসের সমাধির পাশে, যেখানে যোদ্ধারা লড়ে খুব কাছে থেকে, হাতে-হাতে; আর যারা
৬০৫ আগত ফিনিওস, ভেড়ার পালে ভরা অরকোমেনোস, রাইপি, স্ট্রাটিয়া ও জোর বায়ু বওয়া এনিস্পির থেকে; সেইসঙ্গে টেজিয়া ও মোহিনী মান্টিনিয়া থেকে; এবং স্টিমফেলাস ও পারেজিয়ার অধিবাসীগণ—এদের সকলের নেতা রাজা
৬১০ আগাপিনর, আন্সিয়াসের ছেলে, সে এসেছিল ষাটটি জাহাজ নিয়ে, প্রতিটিতে সমরে দক্ষ আর্কাডিয়ান যোদ্ধাদের বোঝাই করে নিয়ে। আগামেমনন, মানুষের রাজা, তাদের দিয়েছিল এই সুদৃঢ় বেঞ্চিপাতা জাহাজবহর, যেন তারা পাড়ি দিতে পারে মদ-কালো সাগরের পথ। অ্যাট্রিউসের পুত্র তাদের দিয়েছিল এইসব, কারণ সাগর পাড়ি দেওয়ার কাজ আর্কাডিয়ানরা আগে করেনি কোনোদিন।

৬১৫ এবার বিউপ্রাসিয়ন ও দেবতুল্য ইলিসের মানুষেরা, তারা এসেছে ইলিসের° সেই এলাকা থেকে যার অবস্থান হারমাইনি ও সমুদ্রসীমাবর্তী মারসিনাস, ওলিনিয়ান টিলা ও আলেজিয়নের মাঝখানে। এদের আবার নেতা চারজন, প্রত্যেকের সঙ্গে এসেছে দশটা জাহাজ, তার প্রতিটা ভরা এপিয়ান যোদ্ধাতে। কেটেয়াটাসপুত্র অ্যাম্ফিমেকাস ও য়ুরিটাসপুত্র থালপিয়াস,

অ্যাক্টরের নাতি দুজনেই—এরা অধিনায়ক দুই বাহিনীর। অন্যদিকে ৬২০
ডাইয়োরিজ, পরাক্রমশালী, পুত্র সে আমারিনসিয়ুসের—নেতা তৃতীয় বাহিনীর।
আর শেষে চতুর্থ বাহিনীর কাপ্তান দেবতুল্য পলিক্সাইনাস, অজিয়াসপুত্র রাজা
আগাস্থেনিসের ছেলে।

আর যারা এসেছে ডিউলিকিয়ন° ও পবিত্র দ্বীপপুঞ্জ একাইনি থেকে, যেখানের ৬২৫
মানুষেরা থাকে সাগরের এপারে, ওপারে ইলিস—এদের নেতা মেজিস, যুদ্ধদেব
আইরিজের সমকক্ষ এক লোক, তার পিতা ফাইলিয়ুস। জিউসের প্রিয়পাত্র
ঘোড়সওয়ার ফাইলিয়ুস জন্ম দিয়েছে মেজিসের, এ ফাইলিয়ুসই বহুদিন আগে
নিজের পিতার প্রতি ক্ষোভে বসতি গেড়েছিল ডিউলিকিয়নে। এই মেজিসের
পেছনে এসেছে কালো রঙ জাহাজ মোট চল্লিশখানা। ৬৩০

এর পরে অডিসিয়ুস—অধিনায়ক সে সেফালিনিয়ান বাহিনীর, গর্বিত বড়-
হৃদয়ের ওরা। ওরা এসেছে ইথাকা ও কম্পমান পত্রপল্লবে ঢাকা নিরিটাম থেকে;
ক্রোসিলাইয়া ও টিলা-পাহাড়ে ভরা ইজিলিপস্ থেকে। আরও এসেছে যারা থাকে
জাকিন্থাসে, সামোসের আশেপাশে এবং মূল ভূখণ্ডেই শুধু নয়, সেইসাথে
দ্বীপপুঞ্জের বিপরীতে ওখানে সমুদ্রতটে যারা থাকে। অডিসিয়ুস এদের কাপ্তান, ৬৩৫
প্রজ্ঞায় জিউসের সমকক্ষ বীর। তার সঙ্গে এসেছে বারোটি জাহাজ—তাদের গলুই
লাল রঙ করা।

আর অ্যান্ড্রিমনপুত্র থোয়াস ঈটোলিয়ান বাহিনীর নেতা। এদের লোকেরা
এসেছে প্লিউরন, ওলেনাস, পিলিনি, সমুদ্র তীরবর্তী কালসিস ও পাথুরে ক্যালিডন
থেকে। থোয়াসই এদের নেতা কারণ মহানুভব ঈনিয়ুসের পুত্রেরা আর বেঁচে ৬৪০
নেই, ঈনিয়ুস নিজেও মারা গেছে, লাল-চুল মেলেয়গারও এখন মৃত।° এভাবেই
ঈটোলিয়ানদের প্রভূত্বের ভার দেওয়া হয়েছে থোয়াসের ঘাড়ে। এই থোয়াসকে
অনুসরণ করে এসেছে কালো-রঙ জাহাজ মোট চল্লিশখানা।

আর ক্রিটানদের নেতার নাম আইডোমেন্যুস, বল্লমের জন্য তার খ্যাতি। ৬৪৫
এই বাহিনীতে আছে কোনোসাস ও গরটিনের লোক, গরটিন খ্যাত তার দেয়ালের
হেতু। আরও আছে লিকটোস, মাইলিটাস, চুনাপাথরে সাদা লিকাসটাসের যারা,
সেই সঙ্গে যাদের বাড়ি ফিস্টোসে, রিটিঅনে—সজ্জন মানুষে ভরা নগর এসব।
তাছাড়া আছে অন্য যোদ্ধারা যারা ক্রিটের অধিবাসী, ক্রিট—প্রদেশ একশত
নগরের। এদের সবার সেনাপতি আইডোমেন্যুস, তার বল্লমের জন্য সে বড় ৬৫০
খ্যাতিমান। তার সঙ্গে আছে মেরাইয়োনিজ, যুদ্ধদেবতার সমকক্ষ সে, মানুষ
নিধনে পাকা বড়। এদের সাথে এসেছে কালো-বর্ণ জাহাজ আশিখানা।

আর হেরাক্লিসের° পুত্র ট্লেপলেমাস, দীর্ঘদেহী সাহসী এক লোক, রোডজ্
থেকে এনেছে নয়টি জাহাজ, সবগুলি গর্বিত রোডিয়ানে ভরে—তারা, যারা
রোডজ্-এ থাকে তিন ভাগে সুবিভক্ত হয়ে : লিনডোস্, ইয়ালিসুস ও চুনাপাথরে ৬৫৫

সাদা কেমাইরুসে। এদের নেতা ট্লেপলেমাস, তার বর্শার কারণে খ্যাতিমান— বলশালী হেরাক্লিসের ঔরসে জন্ম তার, অ্যাস্টিয়োকিয়ার গর্ভ থেকে। এই নারীকে হেরাক্লিস নিয়ে এসেছিল সেলিয়িস নদীর পাশের এফিরা-র থেকে, যখন
৬৬০ জিউস-প্রতিপালিত অনেক যোদ্ধার অনেক শহরের পতন হয় হেরাক্লিসের হাতে। কিন্তু যখন ট্লেপলেমাস বড় হলো সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদে সাহসী পুরুষ হয়ে উঠে, নিজের পিতারই প্রিয় মামা লিসিম্নিয়াসকে খুন করল সে। লিসিম্নিয়াস ছিল যুদ্ধদেব আইরিজের বংশজাত, তবে ততদিনে বৃদ্ধ এক লোক। ট্লেপলেমাস দেরি না করে বানাল এক জাহাজবহর, জড়ো করল অনুগামীর দল, আর পালিয়ে
৬৬৫ গেল সমুদ্র বেয়ে, কারণ শক্তিমান হেরাক্লিসের অন্য পুত্রেরা, পুত্রের পুত্রেরা, তাকে জীবনের হুমকি দিয়েছিল। এভাবে ঘুরে ঘুরে, অনেক ভোগান্তি সয়ে, একদিন সে রোডজ্ পৌঁছাল। সেখানে তার লোকেরা বসত গাড়ল তিন অঞ্চলে, তিন উপজাতি ভেদে, আর তারা পেল জিউসের ভালোবাসা, জিউস, যে প্রভু দেব ও মানুষের। ক্রোনাসপুত্র [জিউস] থেকে তাদের প্রতি বর্ষিত হল অনেক ধন,
৬৭০ অনেক সম্পদ, বিস্ময় জাগানিয়া।

আর সাইমি থেকে নাইরিয়ুস এনেছিল পরিপাটি তিনটি জাহাজ। নাইরিয়ুস রানি আগ্লিয়া ও রাজা কারোপাসের ছেলে। পেলিউসপুত্র নির্ভীক অ্যাকিলিসের পরে ইলিয়নে আসা অন্য সব গ্রিক থেকে দেখতে সে-ই বেশি সুন্দর ছিল। তবে তাতে কী, সে ছিল দুর্বল এক লোক, তার বাহিনীও ছিল
৬৭৫ যথেষ্টই ছোট।

আর যারা ছিল নিসাইরুস, ক্রাপাথুস, কাসুস ও কোসের অধিবাসী—কোস, ইউরিপিলুসের নগরী—সেই সঙ্গে ক্যালিড্‌নি দ্বীপমালা থেকে আসা—তাদের নেতৃত্বে ছিল ফাইডিপাস ও অ্যান্টিফাস, হেরাক্লিসপুত্র রাজা থেসালাসের দুই
৬৮০ ছেলে। এই বাহিনীর সাথে এসেছিল সারি করা তিরিশ জাহাজ, সুগোল আকারের।

অন্যদিকে এবার যারা ছিল পেলাসজান আর্গজ, অ্যালাস, আলোপি ও ট্রেইকিস থেকে আসা; ফিথাইয়া ও সুন্দরী রমণীতে ভরা হেলাসের অধিবাসী—যাদের ডাকা হয় মারমিডন, হেলেনিজ ও আকিয়ান নামে—এদের পঞ্চাশখানা
৬৮৫ জাহাজের নেতা ছিল স্বয়ং অ্যাকিলিস। তবে সে সময় তাদের মাথায় আর যুদ্ধের ঘৃণার্হ ভাবনাগুলো নেই, যেহেতু তখন আর এমন কেউ নেই যে তাদের সেনাদলগুলো যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবে। কারণ দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস, দেবতুল্য সে, অলস শুয়ে ছিল জাহাজের পাশে, মোহিনী চুলের নারী ব্রাইসিয়িসকে ঘিরে ক্রোধ জমা তার বুকে। এই মেয়েকে সে ধরে এনেছিল লারনেসাস থেকে, অনেক
৬৯০ শ্রমের পরে, যেদিন সে পতন ঘটায় লারনেসাস ও থিবির প্রাকারের, এবং ভূপাতিত করে বর্শা হাতে উন্মত্ত মাইনিজ ও এপিসট্রোফাসকে, এরা দুই ছেলে রাজা ইউয়িনাসের, যে কিনা নিজে সেলিপিয়াসের ছেলে। [ব্রাইসিয়িস নামের]

এই মেয়েটির শোকে আহত-ক্ষুব্ধ হয়ে অ্যাকিলিস বেকার শুয়ে আছে, তবে শীঘ্র সে জাগবে আবার।

আর যাদের বাড়ি ফিলাসিতে, ফুলে-ভরা পাইরাসুস, ডিমিটারের পূণ্যভূমি, ৬৯৫ এবং আইটন, ভেড়ার পালের মা, ও সমুদ্রতীরের অ্যান্ট্রন আর ঘাসের বিছানার প্টেলেঅসে, তাদের বাহিনীর নেতা যুদ্ধবাজ প্রোটেসিলেয়াস,° মানে যতদিন জীবিত ছিল সে; এখন কালো মাটি ঘিরে রেখেছে তাকে। তার বউ পড়ে আছে ফিলাসিতেই, বিলাপ করে করে দুই গাল তার ক্ষত হয়ে গেছে, তাদের বাড়ি ৭০০ রয়ে গেছে অর্ধেক বানানোই। যেইমাত্র সে লাফিয়ে নেমেছিল তার জাহাজ থেকে, এক দারদানিয়ান [ট্রোজান] যোদ্ধা তাকে হত্যা করে ফেলে, সে-ই ছিল যুদ্ধে নিহত প্রথম গ্রিক। তবে এরপরও তার যোদ্ধারা সেনাপতিহীন সে কথা যাবে না বলা, যদিও আসল নেতার তারা ঠিকই অভাব বোধ করছিল। পোডারসিজ, যুদ্ধদেব আইরিজের বংশজাত, ভেড়ার-পালে সমৃদ্ধ ফিলাকাসপুত্র আইফিক্লাসের ৭০৫ ছেলে, তাদের অধিনায়ক হলো। পোডারসিজ ছিল মহানুভব প্রোটেসিলেয়াসের ছোট ভাই, মানে যুদ্ধবাজ বীর প্রোটেসিলেয়াস ছিল বয়সেও বড়, মানুষ হিসেবেও। মূল কথা, তাদের বাহিনী নেতাশূন্য ছিল না কখনোই, তবে যে মহান সেনাপতি হারিয়েছিল তারা, তার জন্য দুঃখ-বোধ যায়নি তাদের। এই পোডারসিজের সাথে ছিল কালো-বর্ণ জাহাজ চল্লিশখানা। ৭১০

আর যেসব যোদ্ধারা ছিল বিবিইস হ্রদের পাশের ফিরির অধিবাসী এবং বিবি থেকে আসা, সেইসঙ্গে গ্লাফিরি ও সুনির্মিত ইওলকোস্-এর যারা—এরা এসেছিল এগারো জাহাজে, ইউমিলাসের সাথে, অ্যাডমিটাসের সে প্রিয় ছেলে। অ্যাডমিটাসের ঔরসে তার জন্ম দেয় আলসেস্টিস, সকল রমণীর রানি, পেলিয়াসের সবগুলি মেয়ের মধ্যে সবচে সুন্দরী। ৭১৫

এবার যারা ছিল মেথোনি, থমেইশা, মেলিবিয়া ও উঁচু-নীচু ওলাইজন থেকে আসা—সাতটি জাহাজ নিয়ে এরা এসেছিল ধণুর্বিদ্যায় দড় ফিলোক্টিটেসের সাথে। এদের প্রতি জাহাজে ছিল পঞ্চাশজন করে দাঁড়ি, প্রত্যেকেই ভালো জানত ধনুক নিয়ে যুদ্ধের কলা ও কৌশল। কিন্তু ফিলোক্টিটেস বেদনায় খুব ৭২০ কাতর হয়ে এক দ্বীপে পড়ে ছিল, পবিত্র লেম্নোস দ্বীপে—ওখানেই গ্রিক সন্তানেরা তাকে ফেলে রেখে আসে ব্যথা ও বেদনার মাঝে, এক ভয়ংকর পানি-সাপ তাকে অশুভ দংশনের পরে। সে পড়ে রইল ওখানে, যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে। তবে গ্রিকরা তাদের জাহাজের পাশে শীঘ্র আবার একবার স্মরণ করবে তাকে°— ৭২৫ ফিলোক্টিটেস রাজাকে। যাই হোক, এই যোদ্ধারা তবু নেতাশূন্য ছিল না কখনো, যদিও আসল নেতার অভাববোধ যায়নি তাদের। মেডান, ওয়িলিয়ুসের জারজ সন্তান, এদের নেতা। রিনি নামের এক নারী মেডানের জন্ম দিয়েছিল নগর ধ্বংস-লুটে দড় ওয়িলিয়ুসের ঔরসে।

এবার ট্রিকা ও খাড়া পাহাড়ে ভরা ইথোমির মানুষেরা, আর যারা এসেছিল
৭৩০ ঈকেইলিয়ান ইউরিটাসের শহর ঈকেইলিয়া থেকে, এদের নেতা ছিল
এসক্লিপিয়াসের° দুই পুত্র, দুই দক্ষ হাকিম—পোডালাইরিয়াস ও মাকেওন;
তাদের সাথে সার বেঁধে এসেছিল সুগোল জাহাজ মোট তিরিশখানা।

আর যারা ছিল ওরমেনিয়ন ও হাইপেরিয়ান ঝরনার অধিবাসী, যারা ছিল
অ্যাস্‌টেরিয়ন ও টিটানোসের চক-সাদা পাহাড়চূড়ার লোক, ইউরিপিলাস—
৭৩৫ ইউয়িমনের দ্যুতিময় ছেলে—ছিল এদের অধিনায়কের নাম। তার পেছনে
এসেছিল চল্লিশটি কালো-রঙ জাহাজবহর।

এবার যারা বাস করত আরজিসা, জারটোনি, ওর্‌থি, ঈলোনি ও শুভ্র-
উজ্জ্বল ওলোসোন শহরের মাঝে, এদের নেতা ছিল যুদ্ধে একরোখা
পোলিপিটিজ, পাইরিথোয়াসের ছেলে; পাইরিথোয়াস, যাকে চিরঅমর জিউস
৭৪০ জন্ম দিয়েছিল। বিখ্যাত হিপোডামাইয়া তাকে গর্ভে ধরে পাইরিথোয়াসের
ঔরসে, যেদিন পাইরিথোয়াস শোধ নেয় ঝাঁকড়া লোমওয়ালা জঙ্গলবাসী
সেন্‌টোরদের° ওপরে, তাদের ছুড়ে ফেলে মাউন্ট পিলিয়ন থেকে, তাড়িয়ে তুলে
দেয় ঈথাইসিজ° লোকদের হাতে। পোলিপিটিজ শুধু একাই ছিল না এই বাহিনীর
নেতা, সঙ্গে ছিল লেয়নটিয়ুজ, যুদ্ধদেব আইরিজের বংশজাত সে, সিনিয়ুসপুত্র
৭৪৫ যে বিশাল-হৃদয় কোরোনাস, তার ছেলে। এ দুই নেতার পেছনে এসেছিল
কালো-বর্ণ জাহাজবহর চল্লিশখানা।

সেইসঙ্গে সাইফাস থেকে গুনিয়ুস নিয়ে আসে বাইশ জাহাজের এক বিশাল
বহর, তার অনুসারী হয় এনিঈনিজ ও পেরিবিয়ান যোদ্ধাগণ, যুদ্ধের মাঠে
একরোখা তারা। এরা বসতি গেড়েছিল ভয়ানক শীতে কাঁপা ডোডোনাতে, আর
৭৫০ মোহিনী টিটারেসাস নদী ঘেঁষা চাষের জমিতে। ঐ নদী তার সুন্দর স্রোতধারা
ঢেলে দিত পিনিয়াস নদীর মোহনায়—তবে কখনোই মিশত না পিনিয়াসের
রুপালি ঘূর্ণিপাকে, বরং তার জলের পরে ভাসত সে জলপাই তেলের মতন; এর
কারণ টিটারেসাস ছিল স্টিক্স নদীরই এক শাখা, স্টিক্স—দেবকুলের শপথ-
৭৫৫ নেওয়ার ভয়ংকর নদী।°

আর ম্যাগনেশানদের নেতা ছিল প্রোথোয়াস, টেনথ্রিডনের ছেলে। এদের
বাড়ি পিনিয়াস নদী ও মাউন্ট পিলিয়নের পাশে, কাঁপা পত্রপল্লবে ঢাকা মাউন্ট
পিলিয়ন। দ্রুতগামী প্রোথোয়াস এদের কাপ্তান, তার পেছনে এসেছিল চল্লিশটি
কালো-বর্ণ জাহাজবহর।

৭৬০ এরাই ছিল গ্রিকদের নেতা ও প্রভু।° কিন্তু আমাকে বলো মিউজ তুমি,
অ্যাট্রিউসপুত্রদের সাথে সাগর পাড়ি দিয়ে আসা সেরা যোদ্ধা ও ঘোড়াদের মাঝে
কে ছিল সবচেয়ে সেরা, সবার ওপরের?

ঘোড়াদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম ছিল অ্যাড্‌মিটাসের মাদি ঘোড়াগুলো, যাদের চালক ছিল ইউমিলাস, অ্যাড্‌মিটাসের ছেলে। ওরা ছিল পাখির মতো দ্রুত, আর গায়ের লোম ও বয়স বিচারে একরকমই দুটো, পিঠের দিকে তাকালে দুটো মিলে ৭৬৫ সমান রেখা হয়। রুপালি ধনুকের দেব অ্যাপোলো এদের পেলে বড় করেছিল পিরিয়াতে। দুটোই ঘোটকী ছিল, যুদ্ধদেব আইরিজের যুদ্ধের ত্রাস ওরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সঞ্চারের কাজে।

যোদ্ধাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ছিল নিঃসন্দেহে টেলামনপুত্র অ্যাজাক্স, তবে তা শুধু অ্যাকিলিস ক্রোধে ছিল বলে। নতুবা আর কেউ নেই যে কিনা পেলিউসের অতুল্য ৭৭০ পুত্র [অ্যাকিলিসের] চেয়ে শক্তিতে বড় ছিল, আর যে চালাত তার চেয়ে সুন্দর ঘোড়া। তবে এখন সে শুয়ে আছে তার সমুদ্রগামী চঞ্চুওয়ালা জাহাজবহরের পাশে, অসীম ক্রোধে ফুঁসছে অ্যাট্রিউসপুত্র, গ্রিকবাহিনীর রাখাল, আগামেমননের 'পরে। অন্যদিকে তার লোকেরা সমুদ্র তটে আমোদে রয়েছে ডিস্‌কাস ও জ্যাভেলিন নিক্ষেপ খেলে, ধনুর্বিদ্যা অনুশীলন করে। তাদের ঘোড়াগুলো যার যার ৭৭৫ রথের পাশে অলস দাঁড়িয়ে খেয়ে যাচ্ছে জলপদ্ম, সুগন্ধি পাতা-লতা যা গজায় ভেজা মাটির ওপরে, আর ওদিকে রথগুলো তাদের প্রভুদের কুঁড়ের ভেতর পড়ে আছে ঢেকেঢুকে রাখা। অ্যাকিলিসের বাহিনীর লোকেরা, যুদ্ধদেবের প্রিয় এই নেতার না-থাকার অভাববোধ থেকে, লক্ষ্যহীন ঘুরে ফিরছিল ছাউনির চারপাশে, তারা বিরত রয়েছিল কোনো যুদ্ধে অংশ নেওয়া থেকে।

তবে বাকি সব গ্রিক ঠিকই চলল সামনে এগিয়ে, দেখে মনে হয় যেন ৭৮০ আগুনের বান ডেকেছে সমস্ত জমিনের 'পরে। তাদের পায়ের নীচে গুঙিয়ে উঠল ধরণীর মাটি, যেভাবে তা গোঙায়-কাতরায় যখন বজ্র-চমক হানা জিউস অগ্নিমূর্তি হয়ে চাবুক মারে টিটিয়াস দানোর বসতিতে, আরিমা প্রদেশে, আরিমা—লোকে বলে সেখানেই টিটিয়াস শুয়ে আছে।° সেভাবেই গোঙালো মাটি বিরাট আওয়াজে, গ্রিক সেনাদের ধাবমান পায়ের তলায়; তারা মহা জোরে ছুটে ৭৮৫ চলল সমতল জুড়ে।

এবার ট্রোজানদের দিকে দ্রুত ধেয়ে গেল ঐশীবর্ম পরা জিউসের দূত, হাওয়ার পা ক্ষিপ্রগতি দেবী আইরিস,° জিউসের থেকে এক দুঃসংবাদ নিয়ে। ট্রোজানরা সব ছেলে-বুড়ো তখন এক হয়ে জড়ো হয়েছে প্রায়ামের তোরণের পাশে, জমায়েতে। দ্রুতপায়ের আইরিস গিয়ে দাঁড়াল তাদের কাছে, প্রায়ামপুত্র ৭৯০ পোলাইটিজের কণ্ঠে ভর করে কথা বলল তাদের উদ্দেশে। পোলাইটিজ দ্রুত ছুটতে পারে তাই তাকে রাখা হয়েছিল ট্রোজানদের প্রহরী হিসেবে, বুড়ো ঈসাইয়িটিজের° সমাধির মাথায় পাহারা-চৌকিতে, অপেক্ষায়—গ্রিক জাহাজ থেকে আক্রমণ এলেই তাদের জানানোর কাজে। দ্রুতপায়ের আইরিস সেই পোলাইটিজের চেহারা নিয়ে রাজা প্রায়ামকে বলল এই কথা : ৭৯৫

'প্রবীণ মহাত্মন, এখনও তোমার ভালো লাগে অন্তহীন কথা বলে যাওয়া, যেমনটা বলো তুমি শান্তির সময়ে? হায়, বাঁধ-ভাঙা যুদ্ধ এখন আমাদের সন্নিকটে। অনেক যুদ্ধে আমি অংশ নিয়েছি, তবে কখনই এর আগে দেখিনি এরকম বিশাল ও দক্ষ সেনাদল। ওরা আসছে সমতল ধরে, বনের পাতার বা
৮০০ সাগরের বালির মতো করে, ট্রয় নগরীর সাথে যুদ্ধের উদ্দেশে। হেক্টর, সর্বোপরি তোমার প্রতিই আমার মিনতি, আমি যেভাবে বলি সেভাবে করো। প্রায়ামের এই মহান নগর জুড়ে রয়েছে মিত্রপক্ষের অনেক বাহিনী, কিন্তু ছড়িয়ে থাকা এসব মানুষেরা কথা বলে যার যার ভিন্ন ভাষায়। তাই প্রতিটা দলের নেতা আদেশ দিক নিজের বাহিনীকে, নিজ রাজ্যের সেনা জড়ো করে দলে সাজিয়ে
৮০৫ নিয়ে তাদের যুদ্ধে নিয়ে যাক নেতৃত্ব দিয়ে।'

এ-ই বলল সে, আর হেক্টর এমন না যে চিনতে ব্যর্থ হলো দেবীর কণ্ঠস্বর। সে তৎক্ষণাৎ ভেঙে দিল জমায়েত। তারা সবাই ছুটল সশস্ত্র হয়ে নিতে। সবগুলো তোরণ-দ্বার খুলে দেওয়া হলো পুরোপুরি। সেই দ্বার দিয়ে ছুটে বেরুল তারা, তড়িঘড়ি—পদাতিক বাহিনী ও রথের যোদ্ধারা। বিরাট আওয়াজ উঠল
৮১০ [তাদের চিৎকারে]।

শহরের বাইরে, সোজাসুজি, দূরে সমতলে রয়েছে এক উঁচু ঢিবি। তার এপাশে ওপাশে—দু পাশেই অনেক ফাঁকা মাঠ। মানুষ একে ডাকে বাটিঈয়া নামে, মানে ঝোপঝাড়ের টিলা, কিন্তু অমর দেবতাদের কাছে নৃত্যচারী মিরাইনির° সমাধিস্তূপ এর নাম। সেখানেই সেদিন ট্রোজান ও তাদের মিত্র
৮১৫ বাহিনীরা জড়ো হল° যুদ্ধের জন্য সার বেঁধে। দীর্ঘদেহী মহান হেক্টর, প্রায়ামের ছেলে, অধিনায়ক ট্রোজানবাহিনীর। তার মাথায় ঝিলিক দেওয়া শিরস্ত্রাণ, আর তার সাথে সার বেঁধে বিন্যস্ত শ্রেষ্ঠতম সৈন্যদল এক, সশস্ত্র, সবচে সাহসী—তারা উন্মত্ত হাতে বর্শা নিয়ে।

এদের মধ্যে দারদানিয়ানদের নেতা অ্যাঙ্কাইসিসের বীরপুত্র ঈনিয়াস—
৮২০ সুন্দরী আফ্রোদিতি তাকে গর্ভে ধরেছিল অ্যাঙ্কাইসিসের সঙ্গে সহবাসে, মাউন্ট আইডার ঢালে। দেবী সে, কিন্তু শয্যা নিয়েছিল নশ্বর মানুষের সাথে। ঈনিয়াস একা নয়; অ্যান্টিনরের দুই পুত্র সঙ্গে ছিল তার—আকামাস ও আরকিলোকাস, যুদ্ধের সকল কলায় দক্ষ, প্রশিক্ষিত।

আর তারা যাদের বাড়ি জেলিয়াতে, মাউন্ট আইডার নীচে নিম্নতম
৮২৫ পাদদেশে, ধনী এরা, পান করত ঈসিপাস নদীর কালো পানি, সবাই ট্রোজান। এদের নেতা লাইকাওনের দীপ্তিমান ছেলে—প্যান্ডারাস, অ্যাপোলো নিজে যাকে তীর-ধনুক হাতে দিয়েছিল।

এবার যারা ছিল এপিসাস ও অ্যাড্রেসটাইয়া প্রদেশ থেকে আসা, সেইসাথে পিটিঈয়া ও টিরিয়ার খাড়া চূড়ার লোক—এদের অধিনায়ক অ্যাড্রাস্টাস ও অ্যামফাইয়াস, দুজনেই শণের কাপড়ের যুদ্ধ-বস্ত্র গায়ে। এরা দুজনেই ছিল পারকোটির মেরোপস্-এর ছেলে। মেরোপস্ অন্য যে কোনো মানুষের চেয়ে ভবিষ্যদ্বাণী ভালো করতে পারে, সেভাবে সে তার দু ছেলেকেই বলেছিল এই যুদ্ধে না যেতে—যুদ্ধ, মানবের সর্বনাশের হেতু। কিন্তু ছেলেরা কোনোভাবে শুনতে চায়নি তার কথা, কারণ কালো মৃত্যুর অমোঘ নিয়তি তাদের ঠেলছিল সামনের দিকে। ৮৩০

আর যারা ছিল পারকোটি ও প্রাকটিয়োসের অধিবাসী, বসতি গেড়েছিল সেস্টস, এবাইডস ও পবিত্র আরিজ্‌বিতে—তাদের নেতৃত্বে ছিল এয়সিয়াস, হারটাকাসের ছেলে, জনতার নেতা। হারটাকাসের এই ছেলে এয়সিয়াসকে এখানে [ট্রয়ে] বয়ে এনেছিল তার বিশালদেহী, চকচকে অশ্বের দল—আরিজ্‌বি থেকে ও সেলিয়িস নদীর কাছ থেকে। ৮৩৫

হিপোথোয়াস পেলাসজান উপজাতিকে নিয়ে এসেছিল নেতৃত্ব দিয়ে—এরা বর্শা হাতে উন্মত্ত লোকজন, বাড়ি অতি-উর্বরা লারিসার জমিনের 'পরে। হিপোথোয়াস ও পিলিয়াস নামের দুজন ছিল এদের নেতা, দুজনই যুদ্ধদেব আইরিজের বংশজাত, দুজনই পেলাসজান লিথাসের ছেলে, আর লিথাস নিজে ছিল টিয়ুটামাসের ছেলে। ৮৪০

আর থ্রেশানদের নেতা ছিল আকামাস্ ও যোদ্ধা পাইরোয়াস, এদের প্রদেশ ঘেরা ছিল জোরপ্রবাহী জলধারা হেলেস্‌পন্ট প্রণালী দিয়ে। ৮৪৫

আর ইয়ুফিমাস্ ছিল সিকোনিজ বল্লমবাজদের নেতা, তার পিতা ছিল সিয়াসের ছেলে ট্রিজিনাস, জিউসের হাতে গড়ে ওঠা।

পাইরিক্‌মিজ ছিল পিওনিয়ানদের অধিনায়ক হয়ে। হাতে এদের বাঁকানো ধনুক এবং এরা এসেছে অনেক দূরের থেকে—এমিডন থেকে ও প্রশস্ত নদী অ্যাক্সিয়াসের পাড় থেকে। অ্যাক্সিয়াস সেই নদী, পৃথিবীতে প্রবাহিত যে কোনো নদীর চেয়ে অপরূপ যার জলধারা। ৮৫০

বুনো হৃদয়ের পিলিমিনিজ তার প্যাফ্লাগোনিয়ানদের নিয়ে এসেছিল ইনিশি প্রদেশ থেকে, সেই অসংখ্য বন্য খচ্চরীর দেশ। ইনিশানরা থাকত সিটোরাসে ও সিসামাসের চারপাশে। পার্থেনিয়াস নদী ঘিরে ছিল তাদের বিখ্যাত ঘরবাড়িগুলি, সেই সাথে [তারা বাড়ি বানিয়েছিল] ক্রোম্‌না, ঈজিয়ালাস ও উঁচু ইরিথাইনাইয়ের আশেপাশে। ৮৫৫

অন্যদিকে ওডিয়াস ও এপ্রিস্‌ট্রোফাস অ্যালিবি থেকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে এসেছিল হ্যালিজোনিয়ানদের, অ্যালিবি—দূরের এক দেশ, শুভ্রধাতু রৌপ্যের জন্মভূমি।

আর মিশান যোদ্ধাদের সেনাপতি ছিল ক্রোমিস ও পাখি দেখে শুভাশুভ বলে দিতে পারা এনোমাস। কিন্তু তার এসব দৈবজ্ঞান বাঁচাতে পারেনি তাকে কালো-
৮৬০ বর্ণ নিয়তির হাত থেকে। ইয়াকাসের নাতি দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস হত্যা করে তাকে, নদীতে, যেদিন ওখানে সে ট্রোজান ও তার মিত্রদের ওপরে চালায় মৃত্যু ও ধ্বংসের মহাযজ্ঞ এক।

ফোরসিস ও দেবতুল্য অ্যাসকানিয়াস ফ্রিজানদের নিয়ে এসেছিল দূরের অ্যাস্‌কানিয়া থেকে, যুদ্ধের তুমুল চাপের ভেতরে তারা অস্ত্র হাতে ফুঁসে উঠতে উন্মুখ ছিল খুব।

আর মিয়োনিয়ানদের ছিল দুই নেতা—মেসথ্‌লিজ ও অ্যান্টিফাস্, দুজনেই
৮৬৫ টালিমেনিজের ছেলে, তার মা ছিল গাইজির হ্রদের এক জলপরী। এরাই নেতৃত্বে ছিল মিয়োনিয়ান সৈন্যদের, এদের জন্ম মাউন্ট ট্‌মোলাসের নীচে।

আর নাস্‌তিজ ছিল কারিয়ান বাহিনীর নেতা। এরা গ্রিক ভাষা বলতে পারত না, এরা এসেছিল মাইলিটাস ও ঘন পত্র-পল্লবে ভরা ফ্‌থাইরিজ পর্বত থেকে, মিয়ানডার নদীর স্রোতধারা ও মিকালি পর্বতের খাড়া শীর্ষ থেকে। এদের
৮৭০ সেনাপতি দুইজন, অ্যাম্‌ফিমাকাস ও নাস্‌তিজ—নাস্‌তিজ ও অ্যাম্‌ফিমাকাস, নোমাইওনের দুই বর্ণাঢ্য সন্তান। নাস্‌তিজ যুদ্ধে এসেছিল সোনায় মোড়া হয়ে, যেন সে কোনো মেয়ে—বোকা ছিল সে! তার এসব সোনাদানা পারেনি তার শোচনীয় ধ্বংস ঠেকাতে—না, সে কতল হলো ইয়াকাসের নাতি দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিসের
৮৭৫ হাতে, নদীতে যুদ্ধোন্মাদ অ্যাকিলিস তার স্বর্ণালঙ্কার খুলে লুটে নিয়েছিল শেষে।

[আর শেষে] সারপিডন ও অতুল্য গ্লকাস° ছিল লিশানদের সেনাপতি। এরা লিশান লোকদের এনেছিল বহু দূরের লিশা থেকে, জান্‌থাস নদীর ঘূর্ণাবর্তের
৮৭৭ কাছ থেকে।°

টীকা

২:২০ মাথার কাছটায়: গ্রিক প্রাচীন কাব্যে স্বপ্ন সবসময় এসে মাথার কাছে বা ওপরে দাঁড়ায়।

২:৯০ আর ওদিকে কতেক: মৌমাছির দলের এই ঝাঁক বেঁধে ছুটে চলা *ইলিয়াড*-এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যিক উপমা (epic simile)। পুরো মহাকাব্যে এরকম অসংখ্য মহাকাব্যিক উপমা রয়েছে। এগুলির ধরন সবসময়েই এক: কবি একটি দৃশ্য নির্মাণ করে বলবেন যে যেভাবে ওটা ঘটে, সেভাবে এখন এই ব্যাপারটা ঘটল। যেভাবে-সেভাবে, যেরকম-সেরকম—এই নিয়ম মেনেই উপমাগুলি তৈরি।

২:৯২ গুজব: গুজব (Rumour) জিউসের বার্তাবাহক এক দেবতা। মানবচরিত্রের এবং মানুষের পৃথিবীর অনেক কিছুরই *ইলিয়াড*-এ ব্যক্তিকরণ (personification) করা হয়েছে।

২:১০২ দূত হারমিসের: এখানে মূলে 'হারমিস' না বলে বলা হয়েছে Argeiphontes, যা হারমিসের উপাধি। এর অর্থ 'আর্গাসের হত্যাকারী'। হেরার পাঠানো এই দৈত্যকে জিউসের অনুরোধে হারমিস হত্যা করেছিল।

২:১০৭ আর্গজের: পেলোপস্ ছিল আগামেমনন ও মেনেলাসের পিতামহ, অর্থাৎ অ্যাট্রিউসের পিতা। সে ছিল আর্গজের প্রাচীন রাজা। আর্গজ বলতে এখানে পুরো গ্রিসকেই বোঝানো হচ্ছে সম্ভবত।

২:১১২ নিষ্ঠুর দেবতা: গ্রিক শব্দটি Ate (আতি)। এর অর্থ 'বিভ্রান্তি', 'মোহ', 'উন্মাদনা', 'ধ্বংস', 'বিপর্যয়', 'বিনাশ'—সবই। 'আতি'রও ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে।

২:১৪৩ ইকারিয়ান: এশিয়া মাইনর উপকূল থেকে দূরবর্তী এক দ্বীপ। ইকারিয়া ও সামোসের মাঝখানের সাগর সবসময়েই খুব বিক্ষুব্ধ।

২:১৫৫ নিয়তির সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে: মানুষের নিয়তি জন্ম থেকে সুনির্ধারিত থাকে। হোমার ইঙ্গিত দিচ্ছেন, নিয়তি বুঝি বদলানো যায়, কিন্তু বাস্তবে দেব-দেবীর প্রত্যক্ষ চাওয়া ব্যতীত তা কখনোই বদলানো সম্ভব নয়। এখানে বলা হচ্ছে, গ্রিকদের নিয়তিতেই ছিল ট্রয়ের পতন ঘটানো, কিন্তু এই নিয়তির সিদ্ধান্তও হয়তো বদলে যেত হেরা হস্তক্ষেপ না করলে। তখন হয়তো গ্রিকরা খালি হাতে ঘরে ফিরে যেত।

২:১৫৬ জিউসের অক্লান্ত মেয়ে: মূল গ্রিকে অ্যাথিনার নাম এখানে আছে Atrytone (অ্যাট্রাইটোন)। এটা অ্যাথিনার বিশেষণ, যার অর্থ, ধরা হয়ে থাকে, 'অক্লান্ত'।

২:২০৪ ঘোর-প্যাঁচে-বুদ্ধিতে দড় ক্রোনাসের: ক্রোনাস জিউসের পিতা। তার ব্যাপারে এটি হোমারের ফরমুলা বিশেষণ। কেন ক্রোনাসকে এরকম নেতিবাচক বিশেষণ দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। সম্ভবত এ-কারণে যে ক্রোনাস নিজের সন্তানদের ভক্ষণ করতো।

২:২৬০ টেলেমেকাসের পিতা: *ইলিয়াড*-এ অডিসিয়ুসই একমাত্র চরিত্র যে নিজের পরিচয় দিচ্ছে সন্তানের নাম উল্লেখ করে। *অডিসি* মহাকাব্যে এই পুত্র টেলেমেকাস ও স্ত্রী পেনোলোপির কাছে ফিরে যাওয়ার সংগ্রামেই নামে অডিসিয়ুস। পরিবারের সঙ্গে তার বন্ধন খুব দৃঢ় ছিল বলে কথিত।

২:২৮৬ **আর্গজেরঃ** আগেই যেমন বলেছি, আর্গজ অর্থে পেলোপনেসির উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বিখ্যাত আর্গজ শহর, পুরো পেলোপনেসি এবং আর্গিবদের দেশ (অর্থাৎ পুরো গ্রিস)—এ তিনটাই বোঝানো হয়েছে।

২:৩০৪ **আউলিসেঃ** বিয়োশার একটি বন্দর। এখান থেকেই জাহাজবহর নিয়ে দশ বছর আগে ট্রয়ের পথে রওনা দেয় গ্রিকবাহিনী।

২:৩২৩ **দীর্ঘকেশঃ** লম্বা চুল রাখা ছিল হোমারের সময়ে আভিজাত্যের স্মারক। এটি হোমারের ফরমুলা বিশেষণগুলির অন্যতম।

২:৩৩৭ **জেরেনিয়ানঃ** নেস্টরের জন্য এটি হোমারের একটি ফরমুলা বিশেষণ। জেরেনিয়ার ঘোড়সওয়ার বা রথচালক নেস্টরের জেরেনিয়ান পদবিটুকুর কোনো অর্থ আজও উদ্ধার করা যায়নি।

২:৪৪৭ **অমূল্য ঐশীবর্মখানিঃ** এই ঐশীবর্ম (aegis; আক্ষরিক অর্থে 'goatskin') জিউস, অ্যাপোলো এবং অ্যাথিনা ব্যবহার করে থাকে আত্মরক্ষার কাজে ও আতঙ্ক সৃষ্টিতে। এটা দেখতে ঢালের মতো, যার ওপর দানব গরগন এবং আতঙ্কজাগানো আরও অনেক জিনিসের ছবি আঁকা।

২:৪৬১ **এশীয় চারণভূমিতেঃ** হোমারের সময়ে এশিয়া বলতে শুধু এশিয়া মাইনরকেই (মূলত তুরস্কের এক অংশকে) বোঝানো হতো। ট্রয় এশিয়া মাইনর বা তুরস্কের অংশ।

২:৪৬১ **কেইস্টার জলধারারঃ** এশিয়া মাইনর উপকূলে এফিসাসের পাশে আছে কেইস্টার নদী। হোমারের জন্মস্থান হিসেবে এ স্থানটিকেও দাবি করা হয়ে থাকে।

২:৪৬৫ **স্কামান্দারঃ** ট্রয়ের পার্শ্ববর্তী দুটি নদীর একটি। এরই অন্য নাম জানথাস নদী।

২:৪৮৪ **হে মিউজেরাঃ** আবার স্মৃতি ও কাব্যের দেবী মিউজদের কবির কণ্ঠে এ কাহিনী গাওয়ার আহ্বান রাখছেন কবি। এই আবাহন রাখা হলেই বুঝতে হবে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের অবতারণা করতে যাচ্ছেন হোমার।

২:৪৯৩ **জাহাজের সংখ্যাটিকেঃ** এ তালিকায় মোট ২৯টি কন্‌টিন্‌জেন্ট, ৪৪ জন নেতা, ১৭৫টি শহর, ১১৮৬টি জাহাজ এবং প্রায় ১ লক্ষ মানুষের গ্রিস ভূখণ্ড থেকে এসে ট্রয়ের উপকূলে জড়ো হওয়ার কথা বলবেন কবি। শুরু হবে আউলিস থেকে, যে বন্দর থেকে ট্রয়ের পথে পাল তোলে জাহাজগুলি, আর শেষ হবে পেলিয়নে।

২:৫০৪ **লোয়ার থিবজেরঃ** তালিকায় গ্রিসের বিখ্যাত থিবজ্ শহরের বাহিনীর কথা নেই, আছে কেবল লোয়ার থিবজ্-এর কথা। কারণ সম্ভবত থিবজ্ ততদিনে এপিগোনিদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেছে (দেখুন ৪:৪০৬)। লোয়ার থিবজ্ বলতে থিবজের নগরপ্রাকারের নীচে বাস করা ছোটখাট মানব বসতিকে বোঝানো হচ্ছে।

২:৫৪০ **আইরিজের বংশজাতঃ** আইরিজ যুদ্ধদেবতা। *ইলিয়াড*-এ অসংখ্য যোদ্ধাকে 'আইরিজের বংশজাত' বলে ডাকা হয়েছে। এটি হোমারের ফরমুলা বিশেষণের একটি। আইরিজের পুত্র কেবল দুজন—অ্যাস্‌কালাফাস ও ইয়ালমেনাস (পঙ্‌ক্তি ৫১২)। বাকিরা কেউ আইরিজের পুত্র নয়।

২:৬১৬ **ইলিসেরঃ** জায়গার নাম ইলিস। এর অধিবাসীদের ডাকা হয় 'এপিয়ান' নামে। *ইলিয়াড*-এ এপিয়ানদের উল্লেখ পরেও থাকবে বেশ কয়েকবার।

২:৬২৫ **ডিউলিকিয়ন:** এই স্থানটির (Dulichium) কোনো হদিস আজ পর্যন্ত খুঁজে পাননি মানচিত্রবিশারদেরা কিংবা গ্রিসের ইতিহাসবেত্তা ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা।

২:৬৪১ **মেলেয়গারও এখন মৃত:** ফিনিক্স নবম পর্বে আমাদের এই একই মেলেয়গারের কাহিনী শোনাবে (৯:৫২৯-৫৯৯)। মেলেয়গারের মৃত্যুর কথা কেবল এখানেই বলা হলো।

২:৬৫৩ **হেরাক্লিসের:** হেরাক্লিস (বা হারকিউলিস) ছিল গ্রীক বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। মৃত্যুর পরে এই মানুষটি অবিনশ্বর এক দেবতা হয়ে যায়। সে ছিল জিউসের পুত্র, জন্ম তার আলকমেনা নামে এক নারীর গর্ভে। পর্ব ৮, ১৪, ও ১৯-এ হেরাক্লিসের গল্পটি আছে। ট্রোজান যুদ্ধের অনেককাল আগে সে ট্রয় দখল ও ধ্বংস করেছিল। *ইলিয়াড*-এর ৫ম ও ১৪তম পর্বে সেটারও উল্লেখ রয়েছে। ১৮তম পর্বে হোমার বলছেন যে হেরাক্লিসের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল 'হেরার বন্য ক্রোধ', কিন্তু গ্রিক পুরাণের কোথায়ও বলা নেই যে এতে হেরার কোনো হাত ছিল।

২:৬৯৭ **প্রোটেসিলেয়াস:** এই গ্রিক যোদ্ধা *ইলিয়াড*-এ ট্রোজানদের হাতে নিহত প্রথম গ্রিক।

২:৭২৫ **স্মরণ করবে তাকে:** ট্রোজান যুদ্ধের শেষ দিকের (যা *ইলিয়াড*-এর অন্তর্ভুক্ত নয়) এক কাহিনীর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এখানে। গ্রিকরা ট্রয় দখল করতে ব্যর্থ হয়ে দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে জানতে পারে যে, সেটা কেবল সম্ভব ফিলোক্‌টিটেসের সহায়তা নিয়ে। তারপর গ্রিকরা লেমনোসে ফিলোক্‌টিটেসের কাছে দূত পাঠায় তাকে রাজি করিয়ে ট্রয়ে নিয়ে আসার জন্য। এই দূতপ্রেরণের গাথা নিয়েই গড়া সফোক্লিসের ট্র্যাজেডি 'ফিলোক্‌টিটেস'।

২:৭৩১ **এসক্লিপিয়াসের:** এসক্লিপিয়াস বিখ্যাত হাকিম; সে দেবতা অ্যাপোলোর পুত্র।

২:৭৪২ **জঙ্গলবাসী সেন্‌টোরদের:** মূলে স্রেফ বলা হয়েছে 'পশু'। সেন্‌টোর শব্দটা এখানে অনুবাদকের যোগ করা কারণ বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে এখানে মাউন্ট পেলিয়নে বাস করা অর্ধমানব-অর্ধপশু সেন্‌টোরদের কথাই বলা হচ্ছে।

২:৭৪৩ **ঈথাইসিজ:** ঈথাইসিজরা থাকতো থেসালির পশ্চিমে পর্বতে।

২:৭৫৪-৫৫ **স্টিক্স...ভয়ংকর নদী:** মৃত্যুর পরের জগতের প্রধানতম নদী স্টিক্স (দেখুন ১৫:৩৭-৩৮)। দেবতারা এই নদীর নামেই নেয় তাদের বৃহত্তম ও প্রবলতম শপথগুলো।

২:৭৬০ **গ্রিকদের নেতা ও প্রভু:** জাহাজবহরের এই তালিকায় আছে মোট ৪৪ জন গ্রিক নেতার নাম, যাদের মধ্যে দশজন *ইলিয়াড*-এ মারা যাবে; তিনজনই হেক্টরের হাতে।

২:৭৮৩ **টিটিয়াস শুয়ে আছে:** হেসিয়ড-এর *থিওগনি*-র ৮২০-৮৬৮ পঙ্‌ক্তিতে আছে দেবরাজ জিউস কর্তৃক টিটিয়াসকে বজ্রচমকে আঘাত করার কথা। টিটিয়াসের অন্য নাম টাইফিয়াস (Typhoeus)। আরিমা প্রদেশ যে আসলে কোথায় তা আজও চিহ্নিত করা যায়নি। ধারণা করা হয় আগ্নেয়গিরি আছে এবং প্রচুর বিদ্যুচ্চমক হয় এমন একটি এলাকা আরিমা।

২:৭৮৮ **দেবী আইরিস:** দেবী আইরিসের এই আগমনের মাধ্যমে কবি গ্রিক জাহাজবহরের তালিকা পেশ শেষ করে ট্রোজান তালিকার দিকে যাচ্ছেন। হোমারের এ-জাতীয় কৌশলগুলো অনেক প্রশংসিত এবং বর্তমানকালের কথাসাহিত্যে অনুসৃতও বটে। কোনো একটি বড় বিষয়ের অবতারণা করার আগে তার জন্য যৌক্তিক ক্ষেত্র প্রস্তুতে হোমার অনবদ্য ছিলেন।

২:৭৯৩ **বুড়ো ঈসায়িটিজের:** পুরো মহাকাব্যে এই সমাধিটির কথা আর কোথায়ও উল্লেখ করা হয়নি। ঈসায়িটিয়িজ কে ছিল তা অজ্ঞাত।

২:৮১৪ **নৃত্যচারী মিরাইনির:** এটাও আরেক সমাধিস্তূপ যার উল্লেখ *ইলিয়াড*-এর অন্য কোথাও নেই। *ইলিয়াড*-এ এরকম মোট চারবার আছে যেখানে একই বস্তু বা মানুষকে দেবতা ও মানুষেরা ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে (১:৪০৩-৪, ২:৮১৪, ১৪:২৯১ এবং ২০:৭৪)।

২:৮১৫ **ট্রোজান ও তাদের মিত্রবাহিনীরা জড়ো হলো:** লক্ষণীয় যে ট্রোজান তালিকাটি গ্রিক তালিকার থেকে আকারে ও আয়তনে অনেক ছোট। কবি এই তালিকার শুরু করেন ট্রয় থেকে, তারপর যান বাইরের দিকে—প্রথমে উত্তর-পূর্বে ও পরে আবার দক্ষিণে। তারপর থ্রেইস থেকে শুরু করে তিনি লিশায় গিয়ে শেষ করেন ট্রোজান মিত্রবাহিনীর তালিকা।

২:৮৭৬ **সারপিডন ও অতুল্য গ্লকাস:** এ-দুই লিশান বীরকে কবি ট্রোজান মিত্রদের মধ্যে সব থেকে বেশি সহানুভূতি ও গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন। সারপিডন জিউসের পুত্র। ১৬তম পর্বে আমরা তার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করব (১৬:৪১৯-৬৮৩)।

২:৮৭৭ **কাছ থেকে:** দ্বিতীয় পর্ব এখানেই শেষ হলো মোট সাতাশজন ট্রোজান বীরের তালিকা প্রদানের মধ্য দিয়ে। এদের সতেরোজনই *ইলিয়াড*-এ মারা যাবে—চারজন অ্যাজাক্সের হাতে, আর অ্যাকিলিস ও ডায়োমিডিজের হাতে তিনজন করে, বাকি সাতজন অন্যদের আক্রমণে।

পর্ব - তিন

প্যারিস-মেনেলাস দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও পরমাসুন্দরী হেলেন

হেলেনের স্বামী ট্রোজান যুবরাজ প্যারিস হেলেনের প্রাক্তন স্বামী গ্রিক রাজা মেনেলাসকে চ্যালেঞ্জ জানাল দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়ার—হেলেন ও ট্রোজান রাজা প্রায়াম ট্রয়ের নগরদেওয়ালের ওপর থেকে প্রত্যক্ষ করল গ্রিক নেতাদের—দুই বাহিনী প্যারিস ও মেনেলাসের দ্বন্দ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে এক গুরুত্বপূর্ণ শপথ নিল—প্যারিস যখন হারছে, তখন দেবী আফ্রোদিতি বাঁচাল তাকে—প্যারিস ও হেলেন তাদের বিছানায়।

বিষয়বস্তু

যে কোনো সময়ে দু বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে বলে পাঠকের যে-প্রত্যাশা, হোমার তা ঝুলিয়ে রাখলেন চতুর্থ পর্বের প্রায় শেষ পর্যন্ত [দ্বিতীয় পর্ব থেকে শুরু করে সপ্তম পর্ব পর্যন্ত কাহিনী ২২-২৩তম দিনের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে।] দুটি সেনাবাহিনীর মধ্যে তীব্র যুদ্ধ শুরু হবে হবে এমন সময় ট্রোজান যুবরাজ প্যারিস, হেলেনকে ট্রয়ে ভাগিয়ে এনে যে শুরু করেছে এই সবকিছুর, দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসল রাজা আগামেমনের ভাই, হেলেনের আগের স্বামী, স্পার্টার রাজা মেনেলাসকে। হেলেনের দখল কে নেবে, তা নিয়েই এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ। এ পর্বেই আমাদের পরিচয় হলো

ট্রয়ের পৃথিবীর সঙ্গে, তাদের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির আচার-ব্যবহার ইত্যাদির সঙ্গে— প্যারিস, হেক্টর, প্রায়াম ও বিশেষত হেলেনকে চিনলাম আমরা। আর নীরব, গম্ভীর গ্রিক সেনাবাহিনীর বিপরীতে ট্রোজানবাহিনীকে দেখা গেল গোলমেলে ও শৃঙ্খলায় শিথিল। যুবরাজ প্যারিস যে শুধু দেখতেই সুন্দর, যুদ্ধে ভালো নয়, তা-ও স্পষ্ট হলো। ট্রয়বাসীর সামনে প্যারিসের মধ্যে জাগে অপরাধবোধ—তার ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজের কারণেই আজ পুরো একটি জাতি বৃহৎ এক শক্তির আক্রমণের মুখে নিশ্চিহ্ন হওয়ার দ্বারপ্রান্তে; এবং আমরা দেখি হেলেনের মধ্যেও অপরাধবোধ কম নয়। যুবরাজ প্যারিস, হেলেন ও দেবী আফ্রোদিতির স্বভাব-চরিত্র দেখানোয় নিবিষ্ট থেকে এবং হেলেনকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী-পক্ষ প্যারিস ও মেনেলাসের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটন করে হোমার এই পর্বে বিশাল এ যুদ্ধকে যুদ্ধের পেছনের কারণগুলির সংকীর্ণ কিন্তু জরুরি জায়গা থেকে ফোকাস করলেন।

সারসংক্ষেপ

১-৭৫: ট্রয়ের সমতলে দুই বাহিনী লড়ার জন্য উদ্যত। প্যারিস সামনে এগিয়েই পিছিয়ে গেল মেনেলাসকে তার দিকে আসতে দেখে (১-৩৭)। হেক্টর তার ভাই প্যারিসকে তীব্র ভর্ৎসনা করল তার কাপুরুষতার জন্য (৩৮-৫৭)। প্যারিস শেষমেশ ঘোষণা দিল সে মেনেলাসের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়বে (৫৮-৭৫)।

৭৬-১২০: দু বাহিনীই সম্মত হলো যে প্যারিস ও মেনেলাসের মধ্যে যে জিতবে, সে-ই পাবে হেলেনকে এবং হেলেনের ধনসম্পদও।

১২১-১৪৫: ট্রয়ের যুদ্ধ সুতোয় ফুটিয়ে তুলে পোশাক বুনছে হেলেন। এর প্রতীকী তাৎপর্য আছে অবশ্যই। দেবী আইরিস এ সময় প্রায়ামের এক কন্যার ছদ্মবেশে এসে হেলেনকে ডাকল যুদ্ধের মাঠে তার 'দুই স্বামী'-র দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখবার জন্য।

১৪৬-২৪৪: ট্রয়ের প্রবীণেরা হেলেনের রূপের ভূয়সী প্রশংসা করল, তবে জানাল যে তারা দেশ বাঁচাবার স্বার্থে হেলেনকে গ্রিকদের হাতে ফিরিয়ে দিতেই বরং বেশি প্রস্তুত। শ্বশুর প্রায়াম হেলেনের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করল, তাকে বলল যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত প্রধান গ্রিক সেনানায়কদের চিনিয়ে দিতে।

২৪৫-৩২৩: প্যারিস-মেনেলাস দ্বন্দ্বযুদ্ধের আগে দু পক্ষ শপথ নিল কে জিতলে কী হবে তা নিয়ে। তারা দেবতাদের প্রতি পূজা-উৎসর্গও সেরে নিল।

৩২৪-৩৮২: প্যারিস ও মেনেলাসের দ্বন্দ্বযুদ্ধের শুরু। মেনেলাস যখন জিতছে, ট্রোজান পক্ষের দেবী আফ্রোদিতি এসে প্যারিসকে তুলে নিয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, তাকে রাখল তার শোবার ঘরে।

৩৮৩-৪২০: এরপর আফ্রোদিতি হেলেনকে বলল তার স্বামীর বিছানায় যেতে। হেলেন চিনে ফেলল দেবীকে এবং তার রাগ ও হতাশার বিস্ফোরণ ঘটাল। তবে শেষমেশ তাকে দেবীর কথাই শুনতে হলো।

৪২১-৪৪৭: শোবার ঘরে হেলেন প্যারিসকে তার কাপুরুষত্বের জন্য খোঁচা দিল। প্যারিস জানাল সে হেলেনের জন্য কতটা তীব্র দৈহিক কামনায় অধীর।

৪৪৮-৪৬১: ওদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রিক সেনাপতি আগামেমনন এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেনেলাসকে জয়ী ঘোষণা করে হেলেন ও তার ধনসম্পদ—আগের শপথ মোতাবেক—ফেরত চাইল, সেইসঙ্গে চাইল যুদ্ধের বাবদ ক্ষতিপূরণও।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

যুদ্ধের (*ইলিয়াড*-এ ট্রোজান যুদ্ধের যেটুকুর কথা বলা হয়েছে, তার) ২৩তম দিন চলছে এই তৃতীয় পর্বে। ঘটনাস্থল কখনও ট্রয় নগর ও সমুদ্রসৈকতে গ্রিক শিবিরের মাঝখানের সমতল, আবার কখনও ট্রয় নগরেই।

চিত্র ৫. হেলেন ও প্রায়াম। দৃশ্যটি *ইলিয়াড*-এ নেই, তবে *ইলিয়াড* থেকেই অনুপ্রাণিত। হেলেন মদ ঢালছে শ্বশুর প্রায়ামের হাতের পাত্রে। সম্ভবত দেবতাদের প্রতি এই মদ উৎসর্গ দেওয়া হবে। উন্নতবক্ষা হেলেন তার মুখ থেকে কাপড় সরিয়েছে কথা বলার জন্য। প্রায়ামের হাতে রাজদণ্ড, তার মাথার ওপরে সিংহ-আঁকা ঢাল ও ঢালের পেছনে একটি তরবারি। (আথেনিয়ান মদের পেয়ালা, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০ সন।)

এবার দুদিকেই সৈন্যেরা যার যার নেতার অধীনে দলে দলে যূথবদ্ধ হলে, ট্রোজানবাহিনী অগ্রসর হলো রব তুলে—তাদের কণ্ঠে চিৎকার পাখিদের মতো, যেভাবে সারসদের চ্যাঁচামেচি উঠে যায় উঁচুতে, স্বর্গের দিকে। শীতের ঝড় ও নিয়মহীন বৃষ্টিপাত থেকে বাঁচবে বলে ওরা পালায়, উড়ে যায় ওশেনাস-এর° জলধারার পানে, উচ্চস্বরে করে শোরগোল, পিগমি° লোকেদের জন্য নিয়ে আসে মৃত্যু ও ধ্বংসের লীলা; আকাশ থেকে ওদের দিকে হানে ভয়াল আক্রমণ। অন্যদিকে গ্রিকরা সামনে আগালো নীরবে-নিশ্চুপে। তাদের নিঃশ্বাসে পরাক্রম, একে তারা অপরের হয়ে লড়বে এই পণে হৃদয় উন্মুখ। ৫

যেভাবে দখিনের হাওয়া পর্বতের শৃঙ্গগুলি ঢেকে দেয় চারপাশে কুয়াশা ছড়িয়ে—এমন কুয়াশা যা রাখালের অপছন্দ খুব, কিন্তু চোরের জন্য যা রাতের আঁধারের থেকে বেশি—যাতে মানুষের দৃষ্টি শুধু ততদূরই যায় যতদূর তার হাত থেকে ছোড়া পাথরখণ্ড যেতে পারে—সেভাবে ঘন ধুলোর মেঘ উঠল কুচকাওয়াজে চলা সৈন্যদের পায়ের নীচ থেকে, সমতল ধরে তারা ছুটে গেল দ্রুত [ও জোরে]। ১০

এবার যখন তারা কাছাকাছি এল, এক বাহিনী অন্যটার বিপরীত থেকে এগোলো নিকটে, দেবতুল্য প্যারিস° চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে গেল তার ট্রোজানবাহিনীর, কালো চিতার চামড়া তার কাঁধের ওপরে, সেইসাথে বাঁকানো ধনুক ও তরবারি। অগ্রভাগে ব্রোঞ্জ-মোড়া দুটি বল্লম আন্দোলিত করে সে তার সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ের—ভয়ংকর যুদ্ধে নামার—চ্যালেঞ্জ দিল গ্রিকদের সব সেরা যোদ্ধাকে। ১৫ ২০

যখন মেনেলাস, যুদ্ধদেব আইরিজের প্রিয়পাত্র° সে, দেখল প্যারিস আগাচ্ছে তার দিকে, সেনাদল ছাড়িয়ে এগিয়ে আসছে দীর্ঘ পা ফেলে, সে খুশি হলো খুব। যেভাবে কোনো সিংহ খুশি হয় বিরাট কোনো মৃতদেহের মুখোমুখি হলে, তার খিদের সময়ে কোনো শিংওয়ালা হরিণ বা কোনো বন্য ছাগলের সন্ধান পেলে; তখন সে লোভাতুর সাবাড় করে তাকে, কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না যদি সেসময় দ্রুতছোটা কুকুরের দল ও শক্তপোক্ত তরুণ [শিকারিরা] তার ওপর ঝাঁপিয়েও পড়ে, তবু—সেভাবেই খুশি হলো মেনেলাস, যখন তার চোখ পড়ল দেবতুল্য প্যারিসের 'পরে। কারণ তার মনে হলো এটাই সুযোগ এই পাপীর দুষ্কর্মের শোধ তুলবার। একটুও দেরি না করে, বর্মে আবৃত হয়ে, মেনেলাস লাফিয়ে নামল তার রথ থেকে মাটিতে, নীচে। ২৫

৩০ যখন দেবতুল্য প্যারিস দেখল মেনেলাস এভাবে এগিয়ে এসেছে গ্রিক বীরদের মাঝ থেকে, তার বুকে কাঁপন উঠে গেল। মৃত্যু এড়াতে সে পিছু হটে মিশে গেল সহযোদ্ধাদের ভিড়ে। যেভাবে কেউ কোনো পাহাড়ি বনের মাঝখানে সাপ দেখলে গা কেঁপে, ভয়ের শিহরণে হাত-পা পাথর হয়ে পিছিয়ে ৩৫ চলে যায়, তার দুই গালে ফ্যাকাশে রঙ ধরে—সেভাবেই দেবতুল্য প্যারিস অ্যাট্রিউসপুত্রের ভয়ে, জমাটবাঁধা হয়ে, জড়োসড়ো সেঁধিয়ে গেল গর্বিত ট্রোজান সেনাদের ভিড়ে।

কিন্তু হেক্টর দেখে ফেলল তাকে, ভর্ৎসনা জানাল ধিক্কার দিয়ে :

'বদমাশ প্যারিস, দেখতে সুন্দর খুব তুমি, মেয়েদের জন্য খালি পাগল হয়ে থাকো, মেয়ে পটাতে-ভুলাতে পাকা! ভালো হতো তোমার জন্ম না হতো যদি, ৪০ কিংবা বিয়ের আগেই যদি মৃত্যু হতো। আহ্, কী খুশিই না হতাম আমি, তা-ই যদি হতো! আমাদের মুখে তুমি চুনকালি, মানুষ তোমাকে দ্যাখে অবজ্ঞা-ঘৃণায় —তার চে তোমার ওই মৃত্যুই না ভালো হতো কতো। কোনো সন্দেহ নেই, দীর্ঘকেশ গ্রিকরা এখন হাসছে আমাদের নিয়ে জোরে, ভাবছে তুমিই কি-না আমাদের সেরা বীর, আর তা স্রেফ চেহারারই জোরে—না আছে বুকে কোনো ৪৫ বল, না আছে সাহস।

'এ সাহস নিয়েই কি তুমি তোমার ঐ সমুদ্রগামী জাহাজের পাল তুলেছিলে সাগরের বুকে, জড়ো করেছিলে বিশ্বস্ত সহযোদ্ধার দল, আর বিদেশী একদল লোকের মাঝ থেকে ভাগিয়ে এনেছিলে এক সুন্দরী রমণীকে দূরের দেশ থেকে? তা-ও কিনা যে মেয়ে এসেছে বল্লম-উঁচানো এক যোদ্ধাবংশ থেকে? যে মেয়ে ৫০ তোমার পিতা, তোমার শহর আর পুরো জাতির জন্য হয়ে উঠল এক মহা দুর্দশার হেতু, এবং তোমার নিজের জন্য মাথা হেঁট করা লজ্জার কারণ, [তবে অন্যদিকে] শত্রুদের জন্য খুশির উপলক্ষ এক? এখন কি তুমি আসলেই দাঁড়াবে না যুদ্ধদেব আইরিজের প্রিয় মেনেলাসের মুখোমুখি? যদি দাঁড়াতে তাহলে তুমি খুব ভালোভাবে বুঝতে যে কেমন যোদ্ধা ঐ লোক, যার সুন্দরী বউ তুমি এনেছ চুরি করে। তখন তোমার বীণা হায় কাজে আসতো না কোনো—আফ্রোদিতির দাক্ষিণ্য° ৫৫ বলো, তোমার সুন্দর চুলের গোছা বলো, কি সুন্দর মুখখানাই বলো, কিছুই কাজে আসতো না যখন তুমি নীচে ঐ ধুলায় লুটাতে। না, সত্যি, ট্রোজানরা বড় কাপুরুষ, না হলে কবে তারা পাথর ছুড়ে° তোমাকে খুন করে তোমার বয়ে আনা দুর্দশার জবাব দিয়ে দিত।'

হেক্টরের কথার জবাব দিল দেবতুল্য প্যারিস, বলল এই কথা :

'হেক্টর, তোমার এই ভর্ৎসনা যুক্তিযুক্ত বটে,° আমার যা প্রাপ্য তার চেয়ে ৬০ বেশি বলোনি তুমি। তবু বলি, তোমার হৃদয় চিরকালই নাছোড়বান্দা এক কুঠারের মতো, যে কুঠার দক্ষতায় ফেড়ে চলে কাঠের ভেতর দিয়ে, কাঠমিস্ত্রির

হাতে রূপ নেয় জাহাজ বানানোর কাঠে, কুঠারের ধার তার দ্রুত বাড়ির জোর আরও বাড়িয়েই চলে—তেমনই তোমার বুকে তোমার হৃদয়, অকুতোভয়। কিন্তু তাই বলে সোনালি [দেবী] আফ্রোদিতি আমাকে দিয়েছে যে সুন্দর উপহারগুলি,° তা আমার মুখের ওপর ছুড়ে মেরো না তুমি। দেবতাদের দেওয়া কোনো ৬৫ মহিমান্বিত দান কোনোদিন যায় না ছুড়ে ফেলা। দেবতারাই ঠিক করে তারা কী দেবে কাকে; কোনো মানুষ তা জিততে পারে না তার নিজের চাওয়া দিয়ে।

'তবে এখন তুমি যদি চাও আমি যুদ্ধে নামি, লড়াই করি, তাহলে বসতে বলো বাকি ট্রোজান ও গ্রিকদের। আর আমাকে ও যুদ্ধদেব আইরিজের প্রিয় মেনেলাসকে যেতে দাও মাঝখানে। [আমাদের মাঝে] লড়াই হয়ে যাক হেলেন ৭০ ও তার সব ধনসম্পদ কে পাবে তা নিয়ে। দুজনের মাঝে জিতবে যে জন, যে প্রমাণ করবে সে দুজনের মধ্যে সেরা, সে-ই তখন নেবে সমস্ত সম্পদ এবং ওই নারী, সে বাড়িতে ফিরবে সব নিয়ে। বাকি সবাই যারা আছো, তারা বন্ধুত্বের শপথ নিয়ো নিজেদের মাঝে, বিশ্বাসের শপথ নিয়ো পশুবলিদান দিয়ে, যাতে করে ট্রয়বাসীরা থেকে যেতে পারে ট্রয়ের এ উর্বর জমিনেই, আর গ্রিকরা ফিরে যায় ঘোড়াদের চারণভূমি আর্গসে, সেইসঙ্গে আকিয়ায়, সুন্দরী ৭৫ রমণীদের দেশে।'

এই-ই বলল সে। হেক্টর তার কথা শুনে মহা উল্লসিত হলো। সে গেল মাঝখানের জায়গাটিতে, এবং তার বল্লমের মধ্যভাগে ধরে পেছনে ঠেলে দিল ট্রয়ের ব্যাটালিয়নগুলো। সবাই বসলো তারা। কিন্তু দীর্ঘকেশ গ্রিকগণ তার দিকে তীর তাক করে, পাথর ছুড়ে মেরে তাকে ঘায়েল করার প্রচেষ্টা শুরু করে দিল। ৮০ তবে এ-সময় [শোনা গেল] মানুষের রাজা আগামেমননের জোর চিৎকার :

'থামো গ্রিকরা, আর ছুড়ো না [পাথর ও তীর], থামো তরুণ গ্রিক যোদ্ধাগণ! দ্যুতিময় শিরস্ত্রাণ-পরা হেক্টর মনে হচ্ছে কী যেন বলবে একটা কিছু।'

এই ছিল আগামেমনের কথা, তা শুনে যুদ্ধ থেকে বিরত হলো গ্রিক সেনাদল। তৎক্ষণাৎ চুপ করল তারা। তখন হেক্টর কথা বলল দু দলেরই উদ্দেশে : ৮৫

'হে ট্রোজান বাহিনী ও হাঁটুতে বর্মপরা গ্রিক সেনাদল, আমার থেকে শোনো প্যারিসের প্রস্তাবের কথা, প্যারিস, যার কারণে চাড়া দিল এই বিবাদ-বিগ্রহ। সে চায় সকল ট্রোজান ও গ্রিকসেনা উদার এ মাটির 'পরে রাখুক যার যার যুদ্ধের সুন্দর অস্ত্র ও ঢাল। তখন সবার মাঝখানে লড়াইয়ে নামবে শুধু সে ও যুদ্ধদেব আইরিজের প্রিয় মেনেলাস—লড়বে হেলেন ও তার বিষয়সম্পত্তির মালিকানা ৯০ নিষ্পত্তির হেতু। এবং তাদের দুজনের মাঝে জিতবে যেই জন, যে প্রমাণ করবে সে-ই সেরা, যথা নিয়মে তারই হবে ঐ সম্পদ ও ঐ নারী, ওসব নিয়েই সে ফিরবে বাড়িতে। তখন আমরা বাকি সবাই যারা আছি, তারা বন্ধুত্বের শপথ নেব নিজেদের মাঝে, বিশ্বাসের শপথ নেব পশুবলিদান দিয়ে।'

৯৫ এই-ই বলল হেক্টর, সবাই তার কথা শুনে নীরব-নিশ্চুপ হলো। তখন মেনেলাস, রণহুঙ্কার দিতে পারদর্শী বীর, বলে উঠল তাদের মাঝ থেকে :

'আমার কথাও এখন শোনো তবে। এখানে সবার থেকে দুঃখ আমারই বুকে বেশি বটে।° কিন্তু আমি চাই গ্রিক ও ট্রোজানরা আজ যার যার পথে চলে যাক। আহা তোমরা সবাই কতো কতো দুঃখ-যন্ত্রণা সইলে আমার এ বিবাদের ১০০ হেতু, সেই সেদিন থেকে যেদিন প্যারিস শুরু করল এসবের। আর আমাদের দুজনের মাঝে যার কপালে মৃত্যু ও অমোঘ নিয়তি আছে, [আজ] মৃত্যুতেই শায়িত হোক সে। কিন্তু তোমরা বাকিরা আর দেরি না করে যার যার পথে যেতে পারো।

'তোমরা দুটো ভেড়া নিয়ে আসো—একটা সাদা ভেড়া ও একটা কালো ভেড়ি আনো, পৃথিবী ও সূর্যের উদ্দেশে [বলি দেবার কাজে।] জিউসের জন্য ১০৫ আমরা আনব আরেকখানা। সেই সাথে [ট্রয়ের রাজা] শক্তিমান প্রায়ামকে ডেকে আনা হোক, সে নিজেই শপথ করুক পশুবলি দিয়ে, কারণ তার পুত্রেরা সব উদ্ধত ও নীতিবিগর্হিত, তাদের বিশ্বাস করা যায় না কোনোমতে। [আমরা চাই না] কারো কোনো বিশ্বাসঘাতকতা থেকে জিউসের নামে শপথনামা মূল্যহীন হোক। তরুণেরা মনের দিক থেকে সবসময়ই স্থিরতাহীন বটে। তাই এসবের মাঝে যদি প্রবীণ কেউ আসে, সে কাজ করবে আগের ও পরের কথা ভেবে, ১১০ ফলে তাতে দুপক্ষের জন্যই সবচে ভালো হবে।'

এ-ই ছিল মেনেলাসের কথা, এবং তা শুনে গ্রিক ও ট্রোজানরা আনন্দিত হলো, তাদের মনে আশা তারা দুর্ভোগের যুদ্ধ থেকে মুক্তি পেল বুঝি। তারা তাদের রথগুলি টেনে রাখল সার বেঁধে, এবং নিজেরা তা থেকে নেমে শরীর থেকে খুলে ফেলল যুদ্ধ-সরঞ্জাম। ওগুলো রাখল তারা মাটির ওপর, একটার কাছাকাছি আরেকটা করে, ১১৫ চারপাশে খালি জায়গা থাকল না তেমন। হেক্টর এবার দুই রাজদূত পাঠাল ট্রয় নগরে, তাদের দ্রুত ছোটার আদেশ দিয়ে। ভেড়া নিয়ে আসবে তারা, এবং প্রায়ামকেও ডেকে আনবে এইখানে। অন্যদিকে রাজা আগামেমনন ট্যালথিবিয়াসকে পাঠাল সুগোল জাহাজগুলোর দিকে, তাকে বলে দিল একটা ভেড়া আনার কথা। এই ১২০ লোক তা-ই করল দেবতুল্য আগামেমনন যা করতে বলল তাকে।

এদিকে আইরিস বার্তাবাহক হয়ে গেল শুভ্র-বাহুর হেলেনের কাছে,° সে সাজল হেলেনের স্বামীর বোন, মানে অ্যান্টিনরের পুত্রবধূর ছদ্মবেশ নিল। রাজা হেলিকাওন, অ্যান্টিনরের ছেলে, বিয়ে করেছে এই রমণীকে, লাওডিসি তার নাম, প্রায়ামের সব মেয়ের মাঝে সে সবচে সুন্দরী বটে। আইরিস হেলেনকে পেল ১২৫ হলঘরে, সেখানে হেলেন বুনে চলছিল এক বিশাল রক্তবর্ণ কাপড়ের জাল, তাতে দুই ভাঁজ। ওটার ওপর সুতোয় সে ফুটিয়ে তুলছিল অসংখ্য যুদ্ধের ছবি—ঘোড়া-

বশে-আনা ট্রোজান ও ব্রোঞ্জের বর্মপরা গ্রিকদের যুদ্ধের কাহিনী, যারা তার কারণে যুদ্ধদেব আইরিজের হাতে সইছে দুর্দশা যতো। আইরিস, দ্রুতপায়ের দেবী, চলে এল হেলেনের শরীরের পাশে, বলল তাকে এই কথা :

'আমার কাছে আসো প্রিয় মেয়ে, দ্যাখো ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজান ও ১৩০ ব্রোঞ্জবর্ম পরা গ্রিকদের আজব আচরণ। তারা এই খানিক আগে চাইছিল সমতলে কান্নাঝরানো যুদ্ধে নামবে একে অন্যের সাথে, সর্বনাশা যুদ্ধে লিপ্ত হবে এ মনোবাসনা নিয়ে ছিল। আর তারাই এখন কিনা নীরব বসে আছে, যুদ্ধ থেমে গেছে। গোলাকার ঢালগুলোয় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা, তাদের বড় বড় বল্লম শরীরের পাশে মাটিতে পুঁতে রাখা। অন্যদিকে প্যারিস ও যুদ্ধদেব ১৩৫ আইরিজের প্রিয় মেনেলাস কিনা দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়বে যার যার দীর্ঘ বর্শা তুলে, তোমার মালিকানা নিয়ে—যে জিতবে, তোমাকে বলা হবে তারই প্রিয় বধূ।'

এ-ই বলল দেবী আর হেলেনের হৃদয়ের মাঝে গেঁথে দিল স্মৃতিকাতর মধুর বাসনা—তার আগের স্বামী, তার শহর ও তার পিতামাতা নিয়ে। সে একবিন্দু ১৪০ দেরি না করে নিজেকে ঢাকল সাদা শণের কাপড়ে, ছুটে গেল নিজের ঘর থেকে, তার দু-চোখ দিয়ে ঝরল অশ্রুর ফোঁটা। তবে সে একা নয়, তার পিছু গেল তার দুই নিত্য সহচরী, ঈথ্‌রা, পিথিউসের মেয়ে, ও ষাঁড়-নয়না ক্লিমেনি। জোরে ছুটে তারা পৌঁছে গেল সিয়ান তোরণের° কাছে। ১৪৫

এই তোরণের ওপরে [রাজা] প্রায়ামের পাশে বসে ছিল এরা: পান্‌থোয়াস ও থাইমিটিজ, লামপাস ও ক্লিটিয়াস, হিকেটাওন—সে যুদ্ধদেব আইরিজ বংশজাত, আর য়ুকালিগন ও অ্যান্টিনর, দুজনেই প্রজ্ঞাবান লোক—সিয়ান তোরণে এরা উপবিষ্ট, ট্রোজানদের প্রবীণ মানুষেরা। বয়স হয়ে গেছে বলে যুদ্ধে যাওয়া থেকে ১৫০ বিরত এখন এরা, তবে বক্তা হিসেবে ভালো খুব, ঠিক স্বচ্ছকণ্ঠ ঘুগরো পোকাদের° মতো যারা বনে বসে কোনো গাছে, এবং তাদের কণ্ঠ থেকে লিলিফুলের মতো সুর ঝরে। এভাবেই ওখানে বসে ছিল ট্রোজান নেতারা, টাওয়ারের ওপরে। এবার যেই তাদের চোখে পড়ল হেলেন এদিকে আসছে প্রাকারের ওপর অংশটিতে, তারা মৃদুস্বরে একে অন্যকে বলল ডানাওয়ালা কথা : ১৫৫

'কী আর দোষ দেওয়া যায় ট্রোজান ও হাঁটু বর্মে-ঢাকা গ্রিকদের যদি তারা এমন এক মেয়ের কারণে দীর্ঘকাল ভোগান্তিতে থাকে! এ-মেয়ের চেহারার সাথে কী ভয়ংকর মিল অমর দেবীদের। তারপরও, এত সুন্দর হলে হোক, তবু জাহাজ ভাসিয়ে দূর হওয়াই সঙ্গত তার, নয়তো এখানে যদি সে থাকে তাহলে আমাদের ও আমাদের পরের প্রজন্মের মহা সর্বনাশ হবে।' ১৬০

এ-ই বলল তারা, কিন্তু প্রায়াম ডাকল হেলেনকে জোরে, তার কাছে :

'এদিকে আসো, বাচ্চা আমার, আমার সামনে এসে বসো, যেন দেখতে পারো তোমার আগের স্বামী, আত্মীয়জন ও দেশের লোকদের। আমার চোখে

তোমার দোষ নেই কোনো। আমার বিশ্বাস, দোষ দেবদেবীদের, তারাই এই
১৬৫ যুদ্ধ চাপিয়েছে আমার ওপরে—গ্রিকদের সাথে অশ্রুভরা এই যুদ্ধবিগ্রহ।

'যাহোক, আমাকে বলো এবার তুমি°—কে ওই বিশাল যোদ্ধা, ওই দীর্ঘদেহী সাহসী গ্রিকের কী নাম? সন্দেহ নেই আরও অন্যেরাও আছে যারা তার চেয়ে লম্বা এক-মাথা, তবু বলি, আমি আজ অবধি কখনও এমন সুপুরুষ দেখিনি, চেহারা
১৭০ যার এমন রাজাদের মতো। নিশ্চয় কোনো রাজাই হওয়ার কথা তার।'

হেলেন, নারীকুলে দেবীর মতন, উত্তর দিল তার এই কথা বলে :

'আমার চোখে তুমি অনেক সম্মানের, হে আমার স্বামীর প্রিয় পিতা, ভয়েরও বটে। আমি কতো খুশি হতাম যদি আমার অশুভ মরণ হতো তোমার ছেলের পেছনে এখানে আসার আগে—আমার বাসরের ঘর, আত্মীয় পরিজন,
১৭৫ আমার অতি আদরের মেয়ে আর মেয়েবেলার দারুণ সব সঙ্গীসাথী ফেলে! কিন্তু তা হওয়ার ছিল না; তাই আমার জীবন কাটছে চোখের পানিতে বিলাপ করে করে।

'যা হোক, যা যা আমার কাছে তুমি জানতে চাও তা বলছি আমি। ওই লোক অ্যাট্রিউসের ছেলে আগামেমনন, সর্বস্থানের শাসক, একইসঙ্গে মহান রাজা এক, এবং সাহসী বল্লমবাজ। একদিন আমারই স্বামীর ভাই ছিল সে, এই কুত্তী
১৮০ আমার, মানে যদি সব কিছু স্বপ্ন না হয়ে থাকে!'

এই ছিল হেলেনের কথা, তা শুনে বৃদ্ধ রাজা অভিভূত হলো বিস্ময়ে, বলল :

'আহ্ অ্যাট্রিউসের সুখী ছেলে, সৌভাগ্যের সন্তান, দেবকুলের কতো দোয়া তোমার ওপর। দেখতেই পাচ্ছি কতো কতো গ্রিক যুবক আছে তোমার অধীনস্থ হয়ে। এখন থেকে অনেকদিন আগে একবার আমি ফ্রিজায় গিয়েছিলাম,
১৮৫ আঙুরবাগানে ভরা সেই দেশে, আর ওখানে দেখেছি ফ্রিজার অসংখ্য যোদ্ধা তাদের দ্রুত ধাবমান ঘোড়াদের সাথে আছে, আরও দেখেছি ওট্রিউসের সেনাদল ও দেবতুল্য মিগ্‌ডনকেও,° ওরা তখন তাঁবু গেড়েছিল স্যাঙ্গারিয়াস° নদীর কূল ধরে। যুদ্ধে ওদের সহযোগী হয়ে সেদিন আমিও ছিলাম ঐ বাহিনীরই একজন, যেদিন এল আমাজন রমণীরা,° পুরুষদের সমান ছিল তারা।
১৯০ তারপরও সংখ্যায় তারাও এত অজস্র ছিল না যতটা কিনা এই চোরা-চাহনির গ্রিকরা এখন আছে।'

এরপর বৃদ্ধের চোখ পড়ল অডিসিয়ুসের দিকে, প্রশ্ন করল সে :

'আসো আবার, বাচ্চা আমার, বলো আমাকে কে ওই লোক? অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের চেয়ে উচ্চতায় এক-মাথা ছোট হবে, কিন্তু কাঁধ ও বুক দেখতে মনে হয় আরও চওড়া তার। তার যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম রাখা পুষ্টিদায়ী মাটির
১৯৫ ওপরে। তবে সে ঠিকই কোনো মেষপালের পুরোভাগে গলায় ঘণ্টা-বাঁধা ভেড়াটির মতো সাজিয়ে চলেছে তার যোদ্ধাদের সারি। আমার কাছে তাকে

দেখতে লাগছে ভেড়ারই মতন, পুরু লোমসম্ভারে ঢাকা ভেড়া, যে কিনা গটগট চলে সাদা ভেড়িদের বিরাট পালের মাঝে।'

হেলেন, জিউসের বংশজাত, উত্তর দিল তাকে :

'লেয়ারটিজপুত্র এই জন, অনেক কৌশলে দড়, অডিসিয়ুস তার নাম। বড় হয়েছে সে ইথাকা প্রদেশে, এক বন্ধুর শিলাময় সেই দেশ। আর যত কৌশল ও ধূর্ত-বুদ্ধি আছে, সবই তার জানা।' ২০০

তার এ-কথার উত্তরে বলল অ্যান্টিনর, প্রজ্ঞাবান বৃদ্ধ :

'মেয়ে, তুমি যা বললে তা যে সত্য সন্দেহ নেই। কারণ এখন থেকে অনেকদিন আগে দেবতুল্য অডিসিয়ুস এসেছিল এখানে, আমাদের দেশে— তোমারই কারণে দূতিয়ালির কাজে।° তার সঙ্গে ছিল যুদ্ধদেব আইরিজের প্রিয় মেনেলাস। আমিই সে লোক যে তাদের স্বাগত জানাই নিজের প্রাসাদে, আদর আপ্যায়ন করি। তখন জানতে পারি আকারে-উচ্চতায় কেমন এ দুজন এবং এরা কলাকৌশলও কতো জানে। এরপর যখন এরা মিশলো ট্রোজানদের সাথে, সমবেত হলো একসাথে, দেখলাম মেনেলাস তার চওড়া কাঁধ নিয়ে উচ্চতায় অন্যজন থেকে বেশি। কিন্তু যখন তারা দুজনে উপবিষ্ট হলো, অডিসিয়ুস মনে হল বেশি রাজসিক। ২০৫ ২১০

'আর এবার যখন এল জমায়েতের সামনে তাদের বক্তৃতা ও মন্ত্রণার জালবোনার পালা, সত্যি বলতে মেনেলাস বলল সাবলীল, খুব কম কথা দিয়ে তবে খুব স্পষ্ট আকারে। দীর্ঘ বক্তৃতার লোক সে নয়, না এলোমেলো বকবকানির, যদিও নিশ্চিত দুজনের মাঝে বয়সে সে-ই ছিল ছোট। অন্যদিকে অসংখ্য ছলাকলার অডিসিয়ুসের পালা যেই এল, সে উঠল আসন থেকে, দাঁড়াল ওখানেই, তাকিয়ে রইল নীচুমুখো, দুইচোখ নিবদ্ধ মাটির ওপরে। হাতে ধরা ছড়ি সামনে-পেছনে করে বক্তৃতার ভঙ্গিমা তার নেই। সে ওটা ধরে থাকল স্থির, দেখে মনে হবে ছড়ি দিয়ে কী কাজ তা জানা নেই তার। তোমাদের তাকে দেখলে মনে হতো বদমেজাজি কোনো লোক, কোনো বোকা-হাবা। কিন্তু যেই তার বুক থেকে বের হলো মহান কণ্ঠধ্বনি, কথারা নির্গত হলো শীতকালের বরফকণার মতো, বোঝা গেল কোনো নশ্বর মানুষ নেই যে বাগ্মীতায় পাল্লা দিতে পারে অডিসিয়ুসের সাথে। আমরা তখন অডিসিয়ুসের বাহ্যিক ব্যাপারগুলি নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না।' ২১৫ ২২০

অ্যাজাক্স তৃতীয় জন প্রায়ামের দৃষ্টি পড়ল যার 'পরে। সে জিজ্ঞাসা করল এই কথা : ২২৫

'তাহলে কে এই আরেক গ্রিকযোদ্ধা, সাহসী ও দীর্ঘদেহী, অন্য সব গ্রিকের মাথার ওপরে সে আছে তার মাথা ও চওড়া কাঁধ নিয়ে?'

হেলেন, লম্বা ঢিলে জামা গায়ে, নারীকুলের মধ্যে ঐশ্বরিক রূপ, জবাব দিল তাকে :

'বিশাল অ্যাজাক্স সে, গ্রিকদের রক্ষাপ্রাচীর। আর ঐ যে ওখানে তার পাশে
২৩০ আইডোমেন্যুস, ক্রিটানদের মধ্যে দাঁড়িয়ে কোনো ঈশ্বরের মতো, তাকে ঘিরে আছে তার ক্রিটান সেনাপতিগণ। রণপটু মেনেলাস প্রায়শই খাতির-আপ্যায়ন করত তাকে আমাদের প্রাসাদে, ক্রিট থেকে সে ওখানে এলে।

'আর আমি এবার দেখতে পাচ্ছি বাকি সব উজ্জ্বল-চোখ গ্রিক যোদ্ধাদের,
২৩৫ ওদের চিনতে পারছি ভালোমতো, নামও জানি বটে। শুধু দুজনকে দেখছি না—সেনাবাহিনীর দুই অধিনায়ক ওরা। একজন ক্যাস্টর, ঘোড়া বশে আনতে দড়; আর পলিডিউসিজ, বিরাট মুষ্টিযোদ্ধা সে। এরা দুজন আমার ভাই, আমরা একই মায়ের গর্ভজাত। এরা হয় যোগ দেয়নি সেনাদলে, যুদ্ধে আসেনি সুন্দর লাসেডিমন থেকে, না হয় এরা সাগরচারী জাহাজে করে এখানে এসেছে ঠিকই,
২৪০ কিন্তু এখন যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধে যোগ দিতে আগ্রহী নয়, কারণ তাদের আছে আমার কারণে ধিক্কার ও নানা অপমানসূচক কথা শুনবার ভয়।'

এ-ই বলল হেলেন; কিন্তু [সে জানে না] ওরা দুজন বহু আগেই চলে গেছে লাসেডিমনের, তাদের প্রিয় পিতৃভূমির, জীবনদায়ী মাটির অধিকারে।

২৪৫ ইতিমধ্যে রাজদূতেরা শহর বেয়ে নিয়ে চলেছে দেবতার নামে পবিত্র শপথের উৎসর্গগুলি: দুটো ভেড়া এবং ছাগের চামড়ায় বানানো বোতলে হৃদয়-খুশি-করা, জমিনে-ধরা-ফলে তৈরি লাল মদ। দূত আইডিয়াসের হাতে এক চকচকে মদ-মিশ্রণের বাটি ও সোনালি কিছু কাপ। সে এল বৃদ্ধ রাজা প্রায়ামের পাশে, সজাগ করল তাকে এই কথা বলে :

২৫০ 'ওঠো, লাওমিডনের পুত্র° তুমি, ওঠো। অশ্বকুল-বশে-আনা ট্রোজানদের সেনাপতিগণ ও ব্রোঞ্জের বর্মপরা গ্রিকদের অধিনায়কেরা ডাকছে তোমাকে ঐ সমতলে যেতে, পশুবলি দিয়ে পবিত্র শপথবাক্য পড়বার কাজে। প্যারিস ও যুদ্ধদেব আইরিজের প্রিয় মেনেলাস দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে দীর্ঘ বর্শা হাতে নিয়ে—এক রমণীর হেতু। দুজনের মধ্যে জিতবে যেই জন, তারই সাথে যাবে সেই
২৫৫ নারী ও তার ধনসম্পদ। আর আমরা তখন পশুবলি দিয়ে বিশ্বাসের ওয়াদা ও মিত্রতার শপথপাঠ শেষে থেকে যাব এই উর্বরা ট্রয়ে আর ওরা ফিরে যাবে ঘোড়ার-চারণভূমি আর্গজে এবং আকিয়াতে, সুন্দরী রমণীদের দেশে।'

এ-ই ছিল তার কথা, তা শুনে শীতল কাঁপ উঠল বৃদ্ধের দেহে। সে তার
২৬০ সঙ্গীদের আদেশ দিল ঘোড়া জুড়ে দিতে। ওরা দ্রুত মান্য করল তার কথা। এরপর প্রায়াম চড়ে বসল রথে, লাগাম টেনে ধরল পেছনের দিকে, তার পাশে অ্যান্টিনর চড়ল সুন্দর রথটিতে। এরা দুজন সিয়ান তোরণ হয়ে দ্রুতচারী ঘোড়া ছোটাল সমতলের দিকে।

এবার যখন তারা পৌঁছাল ট্রোজান ও গ্রিক সেনাদলের কাছে, রথ থেকে নেমে তারা পা রাখল পুষ্টিদায়ী জমিনের 'পরে, হেঁটে গেল ট্রোজান ও গ্রিকদের মাঝখানে। তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেল আগামেমনন, মানুষের রাজা; আর অডিসিয়ুস, নানা ছলাকলায় দড়। কীর্তিমান রাজদূতগণ দেবতাদের নামে পবিত্র শপথের উৎসর্গগুলি জড়ো করল একসাথে, মদ মেশালো মিশ্রণবাটিতে, রাজাদের হাতে ঢেলে দিল পানি। এরপর আগামেমনন এক হাতে টেনে বার করল তার ছোরা, সেটা সবসময় ঝোলে তার তরবারির বিশাল খাপের পাশে, এবং সে ভেড়াদের মাথা থেকে কেটে নিল একগোছা লোম। রাজদূতগণ সেই লোম বিতরণ করে দিল ট্রোজান ও গ্রিক যোদ্ধাদের হাতে। এরপর সবার মাঝ থেকে আগামেমনন উপরমুখো তুলল তার দুই হাত, সজোরে রাখল তার প্রার্থনা এই বলে : ২৬৫ ২৭০ ২৭৫

'পিতৃদেব জিউস! মাউন্ট আইডাতে সমাসীন শাসনকারী° তুমি, মহা মহিমান্বিত ও সর্বসেরা; আর তুমি হেলিওস [সূর্যদেব], দেখ সবকিছু, শোনোও সব; আর তোমরা নদী ও পৃথিবী; তুমি [হেডিস]° এ-পৃথিবীর নীচের পৃথিবীর প্রভু, যারা জীবদ্দশায় মিথ্যে শপথ নেয় মৃত্যুর পরে তাদের ওপর শোধ তোলো তুমি। তোমরা সকলে সাক্ষী থেকো আজ এই পবিত্র শপথের, দেখো যেন তা রক্ষা করা হয়। ২৮০

'যদি প্যারিস মেনেলাসকে খুন করতে পারে, তাহলে হেলেন থেকে যাবে তারই, তার সব ধনসম্পদসহ, আর আমরা গ্রিকরা চলে যাব আমাদের সাগরচারী জাহাজগুলোয় চড়ে। কিন্তু যদি পীতকেশ মেনেলাস প্যারিসকে বধ করে, তখন ট্রয়ের অধিবাসীগণ ফেরত দেবে হেলেনকে তার সব বিষয়সম্পদসহ। এবং গ্রিকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেবে তারা, এমনই মাপের যা কিনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য থাকবে উদাহরণ হয়ে। তবে প্যারিসের মৃত্যু হলে যদি প্রায়াম ও তার পুত্রগণ আমাকে এ ক্ষতিপূরণ দিতে অসম্মত হয়, তখন আমি যুদ্ধ চালিয়েই যাব যতদিন ক্ষতিপূরণ না পাই, এখানেই থেকে যাব যতদিন এ-যুদ্ধের ইতি টানতে না পারি।' ২৮৫ ২৯০

বলল আগামেমনন, এবং ভেড়ার গলা ফেড়ে দিল ক্ষমাহীন ব্রোঞ্জের ধারে, আর ওদের শুইয়ে দিল মাটির ওপরে—কোনোমতে শ্বাস টানছে ওরা দম বন্ধ হয়ে; হায় ব্রোঞ্জ কেড়ে নিয়েছে ওদের শক্তি যা ছিল দেহে। এরপর তারা মিশ্রণ-বাটি থেকে কাপে ঢেলে নিল মদ, ওখান থেকে তা ঢালল মাটিতে, আর প্রার্থনা জানাল অবিনশ্বর দেবকুলের প্রতি। তখন সে ট্রোজান হোক বা গ্রিক, বলল এই একই কথা : ২৯৫

'জিউস, মহা মহিমান্বিত, তুমি সর্বসেরা, আর তোমরা অন্য অমর দেবতারা! এ দুই বাহিনীর মাঝে যারা প্রথমে কালিমা দেবে এ-শপথের গায়ে, তাদের ঘিলু যেন মাটিতে ঢালা হয় মদ ঢালার মতো করে, তাদের ও তাদের সন্তানসন্ততিদের [ঘিলু]। এবং তাদের স্ত্রীরা যেন হয় অন্যের দাসী।' ৩০০

এই-ই বলল তারা, কিন্তু তখনও জিউস, ক্রোনাসের পুত্র, এ-প্রার্থনা মঞ্জুরের দয়া দেখাল না কোনো। এবার তাদের মাঝ থেকে কথা বলল দারদানাসপুত্র রাজা প্রায়াম, এই কথা :

'ট্রোজান ও হাঁটু বর্মে-ঢাকা গ্রিকগণ, আমার কথা শোনো। নিশ্চিত আমি
৩০৫ এখন ফিরে যাব বায়ুসঞ্চারিত ইলিয়ামে, যেহেতু কোনোভাবে নিজের চোখ দিয়ে আমি দেখতে পারব না আমার প্রিয়পুত্র লড়ছে যুদ্ধদেব আইরিজের প্রিয় মেনেলাসের সাথে। আমার বিশ্বাস জিউস জানে এবং অন্য অমর দেবদেবীরাও জানে, এ দুজনের মধ্যে কার মৃত্যু নিয়তিনির্দিষ্ট হয়ে আছে।'

৩১০ এই কথা বলল দেবতুল্য বৃদ্ধ প্রায়াম আর ভেড়াগুলো তুলে নিল রথের ওপরে; উঠল নিজেও, লাগাম টানল পেছনের দিকে। তার পাশে অ্যান্টিনর চড়ে বসল সুন্দর সে রথে; তারা দুজনে ফিরে চলল ইলিয়ামের পথে।

এবার হেক্টর, প্রায়ামের ছেলে, ও দেবতুল্য অডিসিয়ুস একটা জায়গা মেপে
৩১৫ নিল। তারপরে তারা হাতে নিল লটারির জিনিস দুটি, এদের ঝাকাল ব্রোঞ্জে বানানো শিরস্ত্রাণে রেখে। এভাবে জানা যাবে দু-যোদ্ধার কোন্‌জন প্রথমে ছুড়বে তার ব্রোঞ্জের বল্লম। উপস্থিত জনতা প্রার্থনায় রত হলো, তারা তাদের হাত তুলল দেবকুলের দিকে। তখন সে ট্রোজান হোক কিংবা গ্রিক, বলল এই একই কথা :

৩২০ 'পিতৃদেব জিউস! মাউন্ট আইডাতে সমাসীন থেকে শাসন করো তুমি, তুমি মহামহিম, সর্বসেরা! এ দুজনের মাঝে যে জন এনেছে এ ভোগান্তি দু জাতিরই প্রতি, আজ যেন মৃত্যু হয় তার, যেন সে প্রবেশ করে হেডিসের মৃত্যুপুরী মাঝে। অন্যদিকে আমাদের [দু বাহিনীর] জন্য যেন আসে পারস্পরিক বন্ধুতা ও শপথ বিশ্বাসের।'

এ-ই বলল তারা, আর দীপ্যমান শিরস্ত্রাণ পরা মহান হেক্টর ঝাঁকাল
৩২৫ শিরস্ত্রাণ, তখন তার দুই চোখ পেছন দিকে ফেরা। শীঘ্রই প্যারিসের ভাগ্য উঠে এল ওপরের দিকে। সেনারা এরপর বসল সারি বেঁধে, যার যার দুলকি-চলা ঘোড়া ও নকশাতোলা বর্মের পাশে।

এবার দেবতুল্য প্যারিস, মোহিনীকেশ হেলেনের স্বামী, কাঁধে গলিয়ে নিল
৩৩০ তার সুন্দর বর্মখানি। প্রথমে সে পায়ে পরল পা-ঢাকা খোলক;° সুন্দর সেগুলি, তাতে আছে রুপোর গোড়ালি-কবচ। এরপর সে বুকে পরে নিল বুক ঢাকা বর্মটি, তার ভাই লাইকাওনের° সেটা, তবে ঠিকমতো তা হলো তার গায়ে। এবার কাঁধের 'পরে ঝুলাল সে তার ব্রোঞ্জের তরোয়াল, রৌপ্যখচিত, আর তার ওপরে বিশাল
৩৩৫ ও মজবুত ঢাল। তার শক্ত মাথায় এবার সে রাখল এক শিরস্ত্রাণ, সুনির্মিত; ঘোড়ার লোম সেই শিরস্ত্রাণের ঝুঁটির মাথায়, লোমগুলি কী ভয়ংকর দুলছে

ওপরে। শেষে সে হাতে তুলে নিল শক্তিশালী বর্শা একখানা, তার মুঠোয় তা ধরল ঠিকমতো। একইভাবে যুদ্ধবাজ মেনেলাসও পরে নিল তার যুদ্ধসাজ।

এভাবে দুজনেই যার যার সেনাদলের পেছন অংশে গিয়ে যুদ্ধাস্ত্র-বর্মে তৈরি হয়ে নিয়ে বড় পায়ে হাজির হলো ট্রোজান ও গ্রিকদের মাঝের সেই জায়গাতে। চোখে তাদের ভয়ংকর আগুনের শিখা। সে দৃশ্য যে দেখল, সে-ই মন্ত্রমুগ্ধ হলো —ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজানেরা ও একইসাথে বর্মে ঢাকা গ্রিকবাহিনী। এ-দুজন সেই মেপে নেওয়া জমির 'পরে যার যার জায়গায় দাঁড়াল এবার, প্রায় একসাথে, কাছাকাছি—তাদের বল্লম তারা ক্রোধে ঘোরালো একে অন্যের দিকে। ৩৪০ ৩৪৫

প্রথমে প্যারিস ছুড়ল তার দীর্ঘ-ছায়া-ফেলা বর্শা, আর তা আঘাত হানলো অ্যাট্রিউসপুত্রের গোলাকার ঢালে, ঢাল সবদিকে ঠিকমত সুসমঞ্জস করে ধরা ছিল। ব্রোঞ্জের বর্শা ঢাল ভেদ করতে অসক্ষম হলো, এর মাথা বেঁকে গেল মজবুত ঢালের গায়ে লেগে। এবার আক্রমণ অ্যাট্রিউসপুত্র মেনেলাস থেকে। সে বর্শা উঁচিয়ে সজোরে ছুটে গেল প্যারিসের দিকে, আর পিতৃদেব জিউসের প্রতি জানাল এই প্রার্থনা : ৩৫০

'আমাদের মহাপ্রভু জিউস, আমাকে প্রতিশোধ নিতে দাও দেবতুল্য প্যারিসের ওপরে, আমার প্রতি অন্যায় সে-ই করেছিল আগে। তাকে তুমি কাবু করে দাও আমার হাতের নীচে, এমনভাবে যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সকল মানুষ ভয়ে কেঁপে ওঠে কোনো বন্ধুতার-হাত-বাড়ানো আতিথ্যকর্তার মন্দ করার আগে।'

বলল সে, তার দূরাবধি-ছায়া-ফেলা বল্লমের ভারসমতা ঠিকঠাক করে নিল, ছুড়ে দিল সেটা। আঘাত হানল তা প্রায়ামপুত্র প্যারিসের ঢালে, তবে ঢাল সবদিকে সুসমঞ্জস রাখা ছিল বটে। ঝলমলে ঢাল ফুঁড়ে ঢুকে গেল প্রবল বল্লম, ঊর্ধ্বাঙ্গের সুশোভিত বর্ম ভেদ করে গেল। প্যারিসের দেহের পার্শ্বদেশে তা ছিঁড়ে ফেলল তার গায়ের বহির্বাস। কিন্তু প্যারিস ঝুঁকে গেল একপাশে, এড়াল নিয়তির কালো হাত। অ্যাট্রিউসপুত্র [মেনেলাস] এই দফা হাতে টেনে নিল তার রৌপ্যখচিত তরবারি, আর শরীর উঁচুতে তুলে আঘাত হানল প্যারিসের শিরস্ত্রাণের শিংয়ে। কিন্তু তরবারি তাতে ভেঙে টুকরো হল, তিন টুকরো, না, চার; আর পড়ে গেল তার হাত থেকে। এবার বিস্তৃত আকাশপানে চেয়ে অ্যাট্রিউসপুত্র [মেনেলাস] তিক্ত চিৎকার দিল জোরে : ৩৫৫ ৩৬০

'পিতৃদেব জিউস, তোমার চেয়ে কুটিল আর দেবতা নেই কোনো। সত্যিই আমি ভাবলাম প্যারিসের শয়তানির প্রতিশোধ তবে নেওয়া শেষ হলো, কিন্তু হায় আমার হাতে তরবারি ভাঙা, আর আগে আমার বল্লম স্রেফ বৃথাই উড়ে গেছে মুঠি থেকে। আমি ব্যর্থ হলাম তাকে আঘাত হানায়।' ৩৬৫

এই কথা বলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্যারিসের গায়ে, তাকে ধরল ঘোড়ার লোমে ভরা শিরস্ত্রাণের পুরু ঝুঁটি বেড়ে দিয়ে, এবং তাকে মুচড়িয়ে টেনে নিতে

৩৭০ শুরু করল হাঁটুতে বর্মপরা গ্রিকদের দিকে। প্যারিসের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল তার কোমল গলায় জাঁকালো-নকশাতোলা ফিতা ফাঁস লেগে, ওটা সে পরেছিল শক্ত করে তার চিবুকের নীচে—শিরস্ত্রাণ মাথায় ধরে রাখার কাজে। এই দফা মেনেলাস তাকে টেনে ওখানে নিয়েই যেত ঠিক, আর অবর্ণনীয় খ্যাতি মেনেলাসের সঙ্গী হতো, যদি না জিউস-কন্যা আফ্রোদিতি দ্রুত সব দেখে নিয়ে
৩৭৫ ঐ চামড়ার ফিতে দু' টুকরো করে দিত, জবাই-দেওয়া ষাঁড়ের চামে বানানো ছিল সেটা। সুতরাং মেনেলাসের শক্ত হাতে চলে এল এক শূন্য শিরস্ত্রাণ। ওটা সে এক ঝাঁকি দিয়ে ছুড়ে দিল হাঁটুতে বর্ম-পরা গ্রিকবাহিনীর দিকে, তার বিশ্বস্ত সহযোদ্ধারা কুড়িয়ে নিল সেটা। এবার সে ফের লাফ দিয়ে গেল প্যারিসের দিকে, ব্রোঞ্জের বর্শা দিয়ে শত্রুকে বধ করার ব্যাকুল বাসনাতে। কিন্তু দেবী
৩৮০ আফ্রোদিতি তাকে ঝটতি তুলে নিয়ে গেল—দেবীদের জন্য তা কোনো কঠিন কাজ নয়—আর তাকে ঘন এক কুয়াশায় ঢেকে উড়িয়ে নিয়ে নামাল তার সুরভিত ধূপগন্ধ-ভরা শোয়ার কামরায়। এবার আফ্রোদিতি নিজে গেল হেলেনকে ডেকে আনার কাজে।

হেলেনকে পেল সে উঁচু প্রাকারের 'পরে, তার চারপাশে ভিড় করে আছে
৩৮৫ ট্রয়ের অন্য মহিলারা। দেবী হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধরল তার সুবাসিত দীর্ঘ-পোশাক, ঝাঁকাল তা ধরে, আর কথা বলল এক বৃদ্ধা মহিলা সেজে—এক উল-বোনা নারী। হেলেন যেসময় থাকত লাসেডিমনে, তখন তার জন্য এ-মহিলা উল বুনত সুন্দর করে। তাকে হেলেন ভালবাসত খুবই। তারই রূপ নিয়ে পরীতুল্য আফ্রোদিতি বলল তার কানে :

৩৯০ 'এদিকে এসো গো, প্যারিস ডাকছে তোমাকে, বলেছে ঘরে যেতে। সেখানে সে আছে শোবার ঘরে, তার নকশাখচিত বিছানার 'পরে, রূপ ঠিকরে পড়ছে তার চেহারা ও সুন্দর পোশাকের থেকে। দেখে তোমার মনেই হবে না সে এসেছে শত্রুর সাথে যুদ্ধের মাঝ থেকে, বরং লাগবে যেন সে যাচ্ছে কোনো নাচের আসরে, কিংবা এইমাত্র নেচে বুঝি থেমেছে খানিক বিশ্রাম নিতে।'

৩৯৫ এই-ই বলল আফ্রোদিতি, আর নাড়া দিল হেলেনের বুকের ভেতরের হৃদয়ের মাঝে। কিন্তু যখন হেলেনের চোখ পড়ল দেবীর অপরূপ গ্রীবা ও মোহিনী স্তনে, তার ঝলক-দেওয়া চোখে, তখন বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়ে সম্ভাষণ জানিয়ে বলল সে এই কথা :

'রহস্যময়ী দেবী, কেন তুমি চাইছ আমাকে এভাবে ধোঁকা দিতে? আমি
৪০০ নিশ্চিত তুমি আমাকে এবার নিয়ে যাবে আরও দূর কোনো দেশে, অনেক মানুষে ভরা ফ্রিজা নগরীতে কিংবা সুন্দর মিওনিয়া প্রদেশে—ওখানে তোমার প্রিয় অন্য কোনো নশ্বর মানুষ নিশ্চিত আছে। নাকি মেনেলাস আসলে জিতেছে যুদ্ধে দেবতুল্য প্যারিসের সাথে, আর এই ঘৃণ্য-আমাকে চাচ্ছে নিজ

দেশে ফিরিয়ে নিতে? এ-কারণেই কি তুমি এসেছ এখানে এসব ছলাকলা মাথায় নিয়ে? ৪০৫

'না, যাও তুমি, তোমার প্যারিসের পাশে গিয়ে বসো। দেবীর পথ ছেড়ে নশ্বর মানুষ হয়ে কোনোদিন আর পা ফেলো না অলিম্পাসে। যাও ওকে নিয়েই চিন্তিত থাকো, ওকে পাহারা দিয়ে রাখো যতদিন না সে তোমাকে ঘরণী করে, কিংবা তার রক্ষিতার মর্যাদা দেয়। আমি আর যাচ্ছি না ওর কাছে। আমার জন্য ৪১০ সেটা খুব লজ্জার হবে, ওই [কাপুরুষের] বিছানায় যদি ফের তার শয্যাসঙ্গী হই। আমাকে তখন উপহাস করবে ট্রয়ের অন্য রমণীরা! আমার বুক এমনিতেই কতো দুঃখে ভরা আছে।'

এই শুনে দেবী আফ্রোদিতি ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বলল তাকে :

'আমাকে ক্ষেপিও না দুর্ভাগা একরোখা মেয়ে। আমার রাগ বেড়ে গেলে তোমাকে ধরে ছুড়ে ফেলে দেব। যেভাবে তোমাকে ভালোবেসেছি এতদিন ৪১৫ অবিশ্বাস্যভাবে, ঠিক সেভাবেই আমার ঘৃণা পাবে তুমি। আমি তোমাকে নিয়ে এমন তিক্ত ঘৃণা জাগাব ট্রোজান ও গ্রিকদের মনে যে তুমি হতভাগ্য মৃত্যুর ফাঁদে মারা যাবে।'

এ-ই ছিল দেবীর কথা। হেলেন, জিউসের বংশজাত, তা শুনে আতঙ্কিত হলো। সে তার উজ্জ্বল, দ্যুতিমান আঙরাখা শরীরে জড়িয়ে রওনা দিল নীরবে-নিশ্চুপে। ট্রোজান রমণীরা কেউ দেখতে পেল না তাকে, দেবী তাকে পথ ৪২০ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

এবার যখন তারা পৌঁছাল প্যারিসের সুন্দর রাজপ্রাসাদে এসে, সহচরী যারা ছিল তারা তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে গেল নিজেদের কাজে। অপরূপা হেলেন, অন্যদিকে, চলে গেল তার উঁচু-ছাদের শয়ন কামরাতে। সেখানে দেবী, আমোদপ্রিয় আফ্রোদিতি, তার জন্য একটা চেয়ার নিয়ে এল, রাখল তা প্যারিসের মুখের ৪২৫ সম্মুখে। হেলেন, ঐশীবর্মধারী জিউস তনয়া, বসল সেখানে। তার দৃষ্টি তার স্বামীর দিকে নয়, অন্যদিকে, আর সে ভর্ৎসনা করল স্বামীকে এই কথা বলে :

'তো, তাহলে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছ তুমি! আহ ওখানেই কেন শেষ হলে না ঐ সাহসী পুরুষের কাছে পরাভূত হয়ে, সেই পুরুষ যে একদিন ছিল আমার ৪৩০ স্বামী? আহা, এর আগে কতবার বড়াই করেছ তুমি যে তুমিই বড় যোদ্ধা যুদ্ধদেব আইরিজের প্রিয় মেনেলাসের চেয়ে, তোমার হাতের বিশাল শক্তিতে ও তোমার বর্শা নিয়ে। যাও না তাহলে, চ্যালেঞ্জ জানাও আইরিজের প্রিয় মেনেলাসকে দেখি, তার সাথে ফের যুদ্ধে নামো, ব্যাটায় ব্যাটায় যুদ্ধ হয়ে যাক! কিন্তু না, আমি বলব ক্ষান্ত দাও, পীতকেশ মেনেলাসের সঙ্গে আর যুদ্ধে নেমো না, তোমার বাতুলতা ৪৩৫

নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে যেয়ো না ওর সাথে! নয়তো দেখা যাবে তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছ ওর বর্শার ঘায়ে।'

প্যারিস উত্তর দিল এরপরে, হেলেনকে বলল এই কথা :

'ও মেয়ে, এসব কঠিন গালাগালি করে আমার পৌরুষকে ভর্ৎসনা কোরো না যেন। এবারের মতো মেনেলাসই হারিয়েছে আমাকে অ্যাথিনার সহায়তা
৪৪০ নিয়ে। কিন্তু পরেরবার আমার হাতে সে পরাস্ত হবে; আমাদের পক্ষেও দেবদেবী আছে। বাদ দাও, চলো আমরা আনন্দে মাতি, একসাথে ভালোবাসায় শয্যাসঙ্গী হই। কোনোদিন এতখানি কামনায় ঘেরাও হইনি আমি, না, এমনকি সেদিনও না যেদিন প্রথম° তোমাকে কেড়ে আনি সুন্দর লাসেডিমন থেকে, তোমাকে নিয়ে পাল তুলি আমার সাগরচারী জাহাজবহরের, পরে ক্রানা-র দ্বীপে° তোমার সঙ্গে
৪৪৫ সঙ্গসুখে মাতি প্রেমের বিছানাতে, সেদিনও না—এখন যেমন তোমার প্রেমে [আরক্তিম] আমি, বন্দী মধুর কামবাসনার হাতে।'

প্যারিস বলল এই কথা এবং প্রথম রওনা দিল বিছানার দিকে। তার স্ত্রী এল তার পিছু। এভাবে তারা দুজনে শুলো একসাথে তাদের ফুটকি-তোলা বিছানার 'পরে।

৪৫০ অন্যদিকে মেনেলাস, অ্যাট্রিউসের ছেলে, তখন বন্য পশুর মতো ঘুরে ফিরছিল সৈন্যদের মাঝে, কোথাও তার চোখে ধরা দেবে দেবতুল্য প্যারিস, এই আশা নিয়ে। কিন্তু কোনো ট্রোজান বা তার বিখ্যাত মিত্রদের কেউ পারল না প্যারিসকে দেখিয়ে দিতে আইরিজের প্রিয়পাত্র মেনেলাসের কাছে। এমন না যে তাকে কেউ দেখতে পেলে লুকিয়ে রাখত ভালোবাসার হেতু, কারণ এরা সব তাকে ঘৃণা করত খুব, যেমন এরা ঘৃণা করে কালো মৃত্যুকে।

৪৫৫ তারপর আগামেমনন, মানুষের রাজা, বলল সকলের মাঝে, এই কথা :

'আমার কথা শোনো, ট্রোজান, দারদানিয়ান ও তাদের মিত্ররা। যুদ্ধে স্পষ্ট জিতেছে মেনেলাস, আইরিজের প্রিয় লোক। অতএব হেলেনকে তোমরা তুলে দাও গ্রিকদের হাতে, সঙ্গে দাও তার বিষয়সম্পত্তি, আর আমাদের ক্ষতিপূরণ দাও এমন পরিমাণে যেটা যথাযোগ্য হবে, যেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনে রয়ে যাবে মাপকাঠি হয়ে।'

৪৬১ এ-ই বলল অ্যাট্রিউসের ছেলে, আর গ্রিকরা তাতে উচ্চরবে সম্মতি দিল।°

টীকা

৩:৪ ওশেনাস-এর: দেখুন টীকা ১:৪২৩।

৩:৫ পিগমি: সারস ও পিগমি মানুষদের মধ্যে যুদ্ধ এক জনপ্রিয় লোককথা। এর ফলে বোঝা যায় তখনকার দিনের গ্রিসের মানুষেরা আফ্রিকার এই পিগমিদের কথা জানতো। সারসেরা গ্রিসের দক্ষিণে উড়ে যেত জোর চিৎকার তুলে আর গ্রিসের দক্ষিণে আফ্রিকার অবস্থান—এটা থেকেই হয়তো বা লোককথাটির উৎপত্তি।

৩:১৬ দেবতুল্য প্যারিস: *ইলিয়াড*-এ প্যারিস নামটি বেশিবার ব্যবহৃত হয়নি, হয়েছে বিকল্প আলেকজাণ্ডার নাম, যেমন এখানেও। কেন প্যারিসের নাম দুটি তার ব্যাখ্যা হোমার কোথাও দেননি। প্যারিস নামটি গ্রিক নয়, আর আলেকজাণ্ডার-এর উৎপত্তি সম্ভবত হিট্টাইট যুবরাজ আলাকজান্দু (Alaksandu) থেকে, যে ছিল ভিলুসার যুবরাজ। হিট্টাইট সাম্রাজ্য ছড়িয়ে ছিল এশিয়া মাইনরের বড় অংশ জুড়ে। বর্তমানে তুরস্কের যে স্থানটি ট্রয় নামে পরিচিত, সেটাও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। হিট্টাইট শাসনকাল খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ থেকে ১২০০ সাল। গবেষকদের অনুমান ভিলুসা-ই (Wilusa) হোমারের ট্রয়; তারা বলেন, এটা থেকেই এসেছে ট্রয়ের অন্য নাম Ilios (Wilios?)।

৩:২১ আইরিজের প্রিয়পাত্র: মেনেলাসের ক্ষেত্রে এটি বহুলব্যবহৃত হোমেরিক ফরমুলা নাম-বিশেষণ, হতে পারে ট্রোজান যুদ্ধের কারণের মধ্যে মেনেলাস (হেলেনের প্রাক্তন স্বামী) বিশালভাবে জড়িয়ে আছে বলেই।

৩:৫৪ আফ্রোদিতির দাক্ষিণ্য: এটা বলতে বোঝাচ্ছে প্যারিসের চেহারার আকর্ষণীয় দিকটি এবং তার মনোহারিতা (charm)।

৩:৫৭ কবে তারা পাথর ছুড়ে: মূল গ্রিকে আছে 'না হলে তুমি এতদিনে পরে থাকতে উড়ন্ত পাথরের পোশাক'। রূপকার্থে বলা এ কথার মানে কাউকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা।

৩:৫৯ তোমার এই ভর্ৎসনা যুক্তিযুক্ত বটে: প্যারিসের চরিত্রে এ-ব্যাপারটি আছে। সে যখনই দেখে যে সে কোনো সমালোচনা বা ধিক্কারের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, তক্ষুনি সে নিজের দোষ স্বীকার করে নেওয়া কোনো কথা বলে আসলে প্রতিপক্ষকে ঠাণ্ডা করে দেয়।

৩:৬৪ সুন্দর উপহারগুলি: এখানে বিখ্যাত 'প্যারিসের রায়' (Judgement of Paris)-এর কথাই বলা হচ্ছে। এ বইয়ের ভূমিকা অংশে ট্রোজান যুদ্ধের পেছনে মূল পৌরাণিক কারণ হিসেবে এই 'প্যারিসের রায়'-এর পুরো বিবরণটি রয়েছে। দেখুন 'ভূমিকা'-র চতুর্থ অংশটি।

৩:৯৮ বুকে বেশি বটে: এ পঙ্ক্তিটির দু ধরনের অনুবাদ দেখা যায় ইংরেজিতে। একটি যা এখানে বাংলায় করা হলো ('এখানে সবার থেকে দুঃখ আমারই বুকে বেশি বটে'); অন্যটি 'এই সামান্য প্রতিশোধে আমারই তো বুকে ব্যথা সব থেকে বেশি'। অর্থাৎ মেনেলাস যা হারিয়েছে (স্ত্রী হেলেনকে), তার তুলনায় ট্রোজানদের বিরুদ্ধে যে প্রতিশোধ তারা নিতে যাচ্ছে তা 'সামান্য' বা 'সীমাবদ্ধ', এমনটাই বলতে চাইছে মেনেলাস এই বিকল্প পঙ্ক্তিতে। আমি এখানে গ্রহণ করেছি সব থেকে বেশি প্রচলিত ব্যাখ্যাটি আর সেভাবেই অনুবাদ করেছি এটার।

৩:১২১ পঙ্ক্তি ১২১ থেকে ২৪৪: শুরু হলো বিখ্যাত টেইকোস্‌কোপিয়া (Teichoskopia) বা 'নগরদেওয়াল থেকে দেখা দৃশ্য' (View from the Wall)। এটা চলবে ২৪৪ সংখ্যক পঙ্ক্তি পর্যন্ত। রাজদূতদের প্রায়ামকে ডেকে আনার জন্য ট্রয়ের পথে যাত্রা থেকে তাদের ট্রয়ে পৌঁছানো পর্যন্ত সময়টুকুতে হেলেন শ্বশুর প্রায়াম ও অন্যদের দেওয়াল থেকে দেখিয়ে বা চিনিয়ে দিচ্ছে প্রধান গ্রিক বীরদের। হেলেনের সঙ্গেও (মনে রাখতে হবে তাকে নিয়েই এই যুদ্ধ) আমাদের এটাই প্রথম সাক্ষাৎ।

৩:১৪৫ সিয়ান তোরণের: ট্রয় নগরের প্রধান প্রবেশ-তোরণ। এ তোরণের ওপরের টাওয়ার থেকেই ট্রোজান নৃপতিরা দূরে মাঠে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে।

৩:১৫১ স্বচ্ছকণ্ঠ ঘুগরো পোকাদের: বুড়ো মানুষদের নরম, শুকনো গলা বোঝাতে হোমার এই ঘুগরো জাতীয় পোকার (Cicada) কথা বলেছেন। গ্রিকরা এ পোকার শব্দকে অনেক ভালোবাসতো, সে কথা তাদের কাব্যে-নাটকে বিস্তর আছে।

৩:১৬৬ বলো এবার তুমি: শুরু হলো মূল টেইকোস্‌কোপিয়া। আমরা পরিচিত হলাম আগামেমনন, অডিসিয়ুস, অ্যাজাক্স ও আইডোমেন্যুসের সঙ্গে।

৩:১৮৭ ওট্রিউসের...মিগডনকেও: আজও গবেষকরা এদের চিহ্নিত করতে পারেননি যে এরা গ্রিকপক্ষে কোন্ সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত মানুষ ছিল।

৩:১৮৭ স্যাঙ্গারিয়াস: এই নদী এশিয়া মাইনরে অবস্থিত, গিয়ে মিলেছে কৃষ্ণ সাগরে (Black Sea)।

৩:১৮৯ আমাজন রমণীরা: *ইলিয়াড*-এ এই পুরুষদের মতো শক্তিশালী নারীদের কথা বলা হয়েছে মোট দুবার (এখানে এবং ফের ৬: ১৮৬-তে)। এরা ট্রয়ের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণের জনগোষ্ঠীর জন্য হুমকি হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। *ইলিয়াড*-এর পরের কাব্য *ঈথিওপিস*-এ আমাজন নারীরা ট্রোজানদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং অ্যাকিলিস তাদের রানি পেন্থেসিলিয়াকে হত্যা করে। এদের বিষয়ে আরো দেখুন এ বইয়ের 'প্রধান চরিত্রসমূহ' অংশের 'দেবদেবী' অধ্যায়।

৩:২০৬ দূতিয়ালির কাজে: গ্রিকরা ট্রয়ে আসার পরে যুদ্ধ এড়ানোর শেষ মুহূর্তের এক চেষ্টাও করেছিল গ্রিক মেনেলাস ও অডিসিয়ুস। তারা ট্রোজান সেনাজমায়েতে হাজির হয়ে বলেছিল হেলেনকে ফেরত দিলে এই যুদ্ধ এড়ানো যাবে। ট্রোজানরা সে-কথা শোনেনি, বরং পরে আমরা জানি (১১:১৩৯-১৪০) ট্রোজান অ্যান্টিমেকাস ট্রোজানদের আহ্বান জানিয়েছিল সেই সেনা জমায়েতের মধ্যেই, তৎক্ষণাৎ, মেনেলাসকে মেরে ফেলার।

৩:২৫০ লাওমিডনের পুত্র: প্রায়ামের পিতা লাওমিডন। দেখুন টীকা ২১:৪৪১-৫৭। বংশলতিকাটি দেওয়া হলো বইয়ের শুরুতে 'প্রধান চরিত্রসমূহ' অংশের 'ট্রোজানবাহিনী ও মিত্রেরা' অধ্যায়।

৩:২৭৬ মাউন্ট আইডাতে সমাসীন শাসনকারী: দেবরাজ জিউসকে এখানে স্মরণ করা হলো ট্রয়ের স্থানীয় দেবতা হিসেবেও। *ইলিয়াড*-এ জিউস প্রায়শই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে মাউন্ট আইডায় (বা আইডা পর্বতে) বসে। এর অবস্থান ট্রয়ের দক্ষিণ-পূর্বে।

৩:২৭৮ আর তুমি [হেডিস]: এ পঙ্ক্তিতে একবচন না বহুবচনের কথা বলা হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক আছে। একবচনে 'তুমি' হলে বোঝানো হচ্ছে শুধু মৃত্যুর পরের জগতের দেবতা হেডিসের কথা; আর বহুবচনে 'তোমরা' অর্থে হেডিস ও পারসিফোনিকে (দ্রষ্টব্য ৯:৪৫৬-

৫৭)। গবেষকেরা এর বাদে এমনও বলেন যে এখানে ফিউরি দেবীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ১৯:২৫৯-৬০)।

৩:৩৩০ **পা-ঢাকা খোলক:** যোদ্ধারা তাদের হাঁটুর নীচে টিন বা চামড়ায় নির্মিত এই জিনিসটি পরতো তীর-বর্শা আর ছুড়ে মারা পাথর থেকে পা বাঁচানোর জন্য। সেইসঙ্গে তাদের বিশাল ঢালের নীচের অংশে লেগে পা ছিলে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবার স্বার্থেও।

৩:৩৩২ **লাইকাওনের:** এই লাইকাওনেরই পরে অ্যাকিলিসের হাতে নির্মম মৃত্যু হবে এবং সৃষ্টি হবে এ মহাকাব্যের অন্যতম জনপ্রিয় কয়েকটি স্তবকের (দ্রষ্টব্য ২১:৩৫-১২৭; এবং জনপ্রিয় অংশটি ২১:১০৬-১১৩)।

৩:৪৪৩ **যেদিন প্রথম:** প্যারিস হেলেনকে প্রেমের ফাঁদে ফেলার গল্পটি স্মরণ করাচ্ছে এবং হেলেনের সঙ্গে তার প্রথম দৈহিক মিলনের কথা বলছে। তাদের প্রথম মিলনটি স্পার্টায় ঘটেনি বলে আমরা জানলাম।

৩:৪৪৪ **ক্রানার দ্বীপে:** ক্রানা (kranae) শব্দটির অর্থ 'পাথুরে' বা 'শিলাময়'। এই নামে কোনো দ্বীপের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। অতএব অনুমিত হয় যে হোমার এখানে কোনো একটি পাথুরে দ্বীপের বিশেষণ হিসেবে কথাটি বলেছেন।

৩:৪৬১ **উচ্চরবে সম্মতি দিল:** গ্রিকরা, স্বাভাবিক যে, হর্ষধ্বনি তুলে আগামেমননের কথায় সায় দিল। ট্রোজানদের প্রতিক্রিয়ার কথা আমাদের জানালেন না কবি।
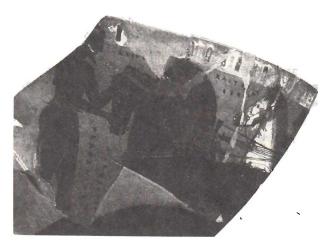
ইলিয়াডের পৃথিবীঃ অ্যাকিলিসের ঘোড়া

পর্ব - চার

শপথের লঙ্ঘন ও যুদ্ধের শুরু

অলিম্পাসে দেবরাজ জিউসের সঙ্গে গ্রিকপক্ষের দুই দেবী হেরা ও অ্যাথিনার ঝগড়া—হেরা ও অ্যাথিনা চাইছে ট্রয়ের বিনাশ—জিউস অ্যাথিনাকে ট্রয়ে পাঠাল ট্রোজানদের হাতে যুদ্ধবিরতির শপথভঙ্গের মতো হীন কাজটি ঘটাতে—অ্যাথিনা ট্রোজান প্যান্ডারাসকে রাজি করাল মেনেলাসের উদ্দেশে তীর ছুড়ে মারায়—আগামেমনন জানাল এই বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি একটাই: ট্রয়ের পতন—গ্রিক সেনানেতাদের ওপরে আগামেমননের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা—মহাকাব্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের শুরু।

বিষয়বস্তু

এ পর্বে এসে শুরু হলো ইলিয়াড-এর মহাকাব্যিক যুদ্ধের—সমস্ত নির্মমতা ও নৃশংসতার 'দ্যুতি' ছড়িয়ে। আমরা জানলাম, ট্রয়ের যুদ্ধে যোদ্ধারা আসত দুই ঘোড়ার রথে চেপে, রথ চালাত মূল যোদ্ধার কোনো রথচালক; যোদ্ধা লড়ত রথের ওপর দাঁড়িয়ে কিংবা মাটিতে নেমে; আর তার প্রধান যুদ্ধাস্ত্র বল্লম বা বর্শা, হয় তা ছোড়া হয় দূর থেকে, না হয় বিদ্ধ করা হয় কাছ থেকে। আমরা আরও জানলাম, যুদ্ধ হয় দুই ধরনের : দাঁড়ানো যুদ্ধ, যেখানে দু-পক্ষই মুখোমুখি এগিয়ে আসে বা পিছিয়ে যায়; এবং ভয়ে ছত্রভঙ্গ পলায়ন, যখন একদল ধাওয়া দেয় আর অন্যদল পালায়; যারা পালাচ্ছে তারা সাধারণত পিঠে বল্লম বিদ্ধ হয়ে মরে। পদাতিক যোদ্ধাদের উল্লেখও রয়েছে, তবে অপেক্ষাকৃত কম। আর

যুদ্ধদৃশ্য বর্ণনায় হোমার প্রায়শই ব্যবহার করেন প্রচুর 'সাদৃশ্যবাচক বাক্যালংকার বা উপমা' (ইংরেজিতে: সিমিলি)। এ-পর্বেও হোমার অ্যাকিলিসের খুনে ক্রোধ ও ক্রোধের বিকাশের পশ্চাৎপট তুলে ধরা অব্যাহত রেখেছেন। আগের পর্বের ধারাবাহিকতা মেনে তিনি এখানে ট্রোজানদের পাপবোধকে আরও গাঢ় করেছেন ট্রোজান যোদ্ধা প্যাণ্ডারাসের হাতে যুদ্ধবিরতির শপথভঙ্গ ঘটিয়ে, তার মেনেলাসকে তীর ছোড়ার মাধ্যমে। এরপর দ্বিতীয় পর্বের 'জাহাজবহরের তালিকা' ও তৃতীয় পর্বের হেলেনের গ্রিক বীরদের চিনিয়ে দেওয়ার ধারাবাহিকতায় এখানে আগামেমননের সৈন্যদল পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে আমরা চিনলাম আইডোমেন্যুস, অ্যাজাক্স, ডায়োমিডিজের মতো বীর যোদ্ধাদের; আর আগামেমনন চরিত্রটির ভেতরেও উঁকি দেওয়া হয়ে গেল আমাদের। তবে দেবরাজ জিউস যে অ্যাকিলিসের মা থেটিসকে শপথ করেছিল অ্যাকিলিসবিহীন গ্রিকবাহিনী যুদ্ধে হারতে থাকবে, বিস্ময়করভাবে তার উল্টোটাই যেন দেখে চলেছি আমরা।

সারসংক্ষেপ

১-১০৩: অলিম্পাসে দেবদেবীদের সভা; জিউস বিদ্বেষপরায়ণভাবে প্রস্তাব দিল যে প্যারিস ও মেনেলাসের মধ্যকার অনিষ্পন্ন যুদ্ধের পরে এই ট্রোজান যুদ্ধের ইতি টানা যাক। হেরা ও অ্যাথিনা ক্ষেপে গেল এ-কথা শুনে, কারণ তারা মনেপ্রাণে ট্রয়ের ধ্বংস চায়। অ্যাথিনা যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে এসে ট্রোজান যোদ্ধা প্যান্ডারাসকে কুমন্ত্রণা দিল।

১০৪-২২২: অ্যাথিনার কথায় উজ্জীবিত প্যাণ্ডারাস মেনেলাসের গায়ে তীর ছুড়ে মেরে দু বাহিনীর মধ্যকার আগের শপথ (৩: ২৪৫-৩২৩) ভঙ্গ করল। অবশ্য অ্যাথিনা তীরের গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়ে বাঁচাল মেনেলাসকে; সে আহত হলো সামান্যই।

২২৩-৪২১: যুদ্ধ শুরু হলো। আগামেমনন গ্রিক কন্টিনজেন্টগুলি পরিদর্শনে নামল—কাউকে সে প্রশংসা করছে, কাউকে জানাচ্ছে ভর্ৎসনা (২২৩-২৪৯); ক্রিটান বাহিনীর নেতা আইডোমেন্যুস পেল আগামেমননের প্রশংসা (২৫০-২৭১); দুই অ্যাজাক্সের প্রতিও আগামেমনন প্রশংসামুখর (২৭২-২৯১); বৃদ্ধ নেস্টরের সঙ্গে গঠনমূলক মতবিনিময় হলো তার (২৯২-৩২৫); এরপর সে মেনেস্থিয়াস ও অডিসিয়ুসকে গালমন্দ করল তাদের লোকেরা অলস বসে আছে বলে (৩২৬-৩৬৩); শেষে আগামেমনন বীর ডায়োমিডিজের সমালোচনা করল তার পিতার শৌর্যের সঙ্গে ডায়োমিডিজের তুলনা টেনে (৩৬৪-৪২১)।

৪২২-৪৪৫: এরপর গ্রিকরা সামনে এগোলো নীরবে, সমুদ্রের ফুলে-ফেঁপে ওঠা ঢেউয়ের মতো করে; তাদের অধিনায়কদের আদেশ মেনে। অন্যদিকে ট্রোজান ও তার মিত্রদের নানা ভাষা, উপভাষার কোলাহলকে শুনতে লাগছে ভেড়িদের ভ্যা-ভ্যা ডাকের মতো।

৪৪৬-৫৪৪: যুদ্ধ বেধে গেল ভয়াল আকারে। ট্রোজান পক্ষে দেবতা অ্যাপোলো এবং গ্রিক পক্ষে দেবী অ্যাথিনা তাড়না দিয়ে গেল যার যার সৈন্যবাহিনীকে। এই প্রথম *ইলিয়াড*-এ অগণন বীভৎস মৃত্যুদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা শুরু হলো পাঠকের।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

আগের পর্বের একই দিন (২৩তম দিন) চলছে এ-পর্বেও। পরের দুই পর্ব হয়ে সপ্তম পর্বের প্রায় শেষাবধি চলবে এই দিনটিই। ঘটনাস্থল পুরোটাই ট্রয় নগরীর সামনের সমতলে।
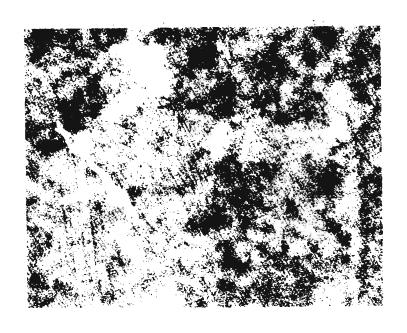
চিত্র ৬. নেস্টর। ধূসর চুলের বৃদ্ধ নেস্টরের ইতিমধ্যে তিন প্রজন্ম দেখা হয়ে গেছে। তার গায়ে কোনো বর্মসাজ পরা নেই, শুধু হাতে এক কর্তৃত্বের দণ্ড; গ্রিকবাহিনীর প্রধান উপদেশদাতা হিসেবে এ দণ্ড তাকেই মানায়। (আথেনিয়ান ফুলদানি, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ সন)।

এবার দেবতারা বসলো জিউসের পাশে, সভা শুরু করল [অলিম্পাসের] সোনার মেঝেতে। তাদের মাঝখানে রানি হিবি° পুষ্পমধু বিতরণ করে গেল। তারা সোনালি পানপাত্র হাতে একে অন্যের ভালোর অঙ্গীকার রেখে মধু পান করল ট্রোজান শহরের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে।

ক্রোনাসপুত্র [জিউস] এবার প্রয়াস নিল ব্যঙ্গ-পরিহাসে হেরাকে জ্বালানোর, বলল তাকে বিদ্বেষের সুরে : ৫

'দুজন দেবী আছে মেনেলাসের দলে—আর্গজের হেরা ও আলালকোমেনার অ্যাথিনা°। সন্দেহ নেই তারা প্রসন্নমনে এখানে বসে দেখছে সবকিছু। অন্যদিকে আমোদপ্রিয় দেবী আফ্রোদিতি সবসময় আছে প্যারিসের পাশে, তাকে রক্ষা করে চলেছে নিয়তির হাত থেকে। একটু আগেই আফ্রোদিতি বাঁচিয়ে দিল তাকে, ১০ যখন প্যারিস ভাবছিল তার মৃত্যু এসে গেছে। কিন্তু নিশ্চিতই বিজয় মেনেলাসের হলো, আইরিজের প্রিয় মেনেলাস। অতএব আসো, ভাবি, এরপরে কী ঘটতে পারে। আমরা আবার কি জাগাব অশুভ যুদ্ধের [ঢেউ], লড়াইয়ের ভয়ংকর রোল, ১৫ নাকি দুই বাহিনীর মাঝে আনবো সম্প্রীতি? তোমরা সবাই যদি [সম্প্রীতির] সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাও, সবাই যদি এতে ভালো দেখ, তাহলে রাজা প্রায়ামের শহর টিকে যেতে পারে মানুষের আবাস হিসেবে, আর মেনেলাস হেলেনকে আর্গজে ফিরিয়ে নিতে পারে।'

এ-ই বলল জিউস। তা শুনে গুনগুন করে উঠল অ্যাথিনা ও হেরা, তারা বসে ২০ ছিল পাশাপাশি আর ট্রোজানদের জন্য দুর্ভোগের ফন্দি এঁটে চলেছিল।° অ্যাথিনা বস্তুতই জিভে লাগাম দিল, বলল না কিছু। তবে পিতৃদেব জিউসের ওপর তার খুব ক্ষোভ হলো, ভয়ংকর ক্রোধ ঘিরে ধরল তাকে। অন্যদিকে হেরা পারল না বুকে জমা রাগ সামাল দিতে, সে তাকে বলে ফেলল এই কথা :

'ক্রোনাসের সবচে ভয়ংকর ছেলে, এ কি কথা বললে তুমি এই দফা? কী ২৫ করে ভাবলে তুমি আমার সকল শ্রম বৃথা যাক, কোনোই কাজে না আসুক তারা? যে ঘাম ঘেমেছি আমি এই কাজে নেমে, আহ্, আমার ঘোড়াগুলো নিয়ে যেভাবে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে গ্রিকদের ডেকে এনেছি প্রায়াম ও তার পুত্রদের শেষ দেখব বলে—[তার সব বৃথা যাবে?] তোমার যা ইচ্ছে হয় তা করো, কিন্তু নিশ্চিত জেনো আমরা বাকি যারা দেবকূলে আছি, তাদের কারও সম্মতি নেই এতে।'

৩০ তখন জিউস, মেঘ-জড়োকারী দেব, তপ্ত ক্রোধে ফুটে উঠে বলল তাকে :

'অদ্ভুত রানি! জানি না প্রায়াম ও তার পুত্রেরা তোমার কী এমন বিরাট ক্ষতি করেছিল যাতে তুমি এরকম বিরামহীন ক্রুদ্ধ হয়ে আছো ইলিয়ামের মজবুত নগরদুর্গ গুঁড়িয়ে দেবে বলে? মনে হচ্ছে যেন তুমি ফুঁড়ে ঢুকবে ঐ-শহরের তোরণ ৩৫ ও উঁচু দেয়ালগুলি, আর কাঁচা খাবে প্রায়াম ও তার পুত্রদের এবং বাকি ট্রোজানদেরও—যেন তাহলেই তোমার রাগ শান্ত হবে। যাও, তোমার মন যাতে খুশি হয় তা-ই করো। আমি চাই না এ বিবাদ সময়ের সাথে তোমার ও আমার দুজনের মাঝে বিশাল কলহের কারণ হোক কোনো।

'কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি অন্য এক কথা, তুমি সেটা মাথার মধ্যে রেখো। ৪০ যখন এমন হবে আমি খুব চাইছি কোনো শহর গুঁড়িয়ে দিতে, আর বেছে নিয়েছি এমন শহর যেখানে তোমার প্রিয় মানুষেরা থাকে, সেদিন কোনোভাবে চেষ্টা কোরো না আমার রাগ থামাবার। আমাকে আমার মতো কাজ করতে দিয়ো। কারণ এই দফা আমি, স্বেচ্ছায় তবে নারাজির সাথে, পূরণ করছি তোমার বাসনাকে। [মনে রেখো] সূর্য ও তারাভরা আকাশের নীচে এ-পৃথিবীতে যত শহর ৪৫ আছে, যত শহরে মানুষের ঘর আছে, তাদের মাঝে পবিত্র ইলিয়ামই আমার বুকে সবচে মর্যাদার আসনের বটে, এবং সেইসাথে প্রায়াম ও অ্যাশ-কাঠের সুন্দর বর্শাধারী প্রায়ামের প্রজারাও। আমার বেদী কোনোদিন হয়নি যে সবার জন্য সমান ভোজনে প্রাপ্য ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কিংবা পানীয় উপচার কি বলির পশু পোড়ানোর গন্ধের কমতি হয়েছে কোনো—হাঁ, ঐ সব পুজো [দেবতা হিসেবে] আমাদের প্রাপ্য বটে।'

৫০ এরপর তার উত্তরে বলল ষাঁড়-নয়না, রানি হেরা :

'বস্তুত তিন শহর আছে আমার চোখে প্রিয় সবচেয়ে—আর্গজ, স্পার্টা ও প্রশস্ত রাস্তাভরা মাইসিনি।° ঠিক আছে, যখনই ওরা তোমার ঘৃণার কারণ হবে, তুমি ওদের গুঁড়িয়ে দিয়ে লুট করে নিয়ো। তখন না আমি দাঁড়াব ওদের রক্ষায়, না তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হব। আর যদি ধরো আমি ক্ষুব্ধ হলাম এতে, ৫৫ যদি ধরো তোমাকে মানা করলাম ওদের ধ্বংস করা থেকে, তাতে আমার কি প্রাপ্তি হবে কোনো? কারণ তুমি আমার চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী বটে। তবু, তোমার সাজে না আমার সকল শ্রম পণ্ড করে দেওয়া, যেহেতু আমিও দেবকুলের একজন, তোমার ও আমার জন্ম-উৎস একই, আর চতুর-মন্ত্রণাদাতা ক্রোনাসের সব কন্যা° থেকে দুটি কারণে আমার মর্যাদা বেশি— ৬০ আমিই ওদের থেকে জন্মসূত্রে বড়, এবং আমি তোমার স্ত্রী, তুমি যে কিনা সব অমর দেবতার রাজা।

'তো আসো, এখন এ-বিষয়ে বিরোধ বন্ধ করি একে অপরের মাঝে। আসো আমি মানি তোমার কথা আর তুমি আমাকে মানো, তখন বাকি সব অমর

দেবতাও আমাদের পথ নেবে। এক্ষুনি তুমি অ্যাথিনাকে বলো ট্রোজান ও গ্রিকদের মধ্যকার ভয়ংকর যুদ্ধে ছুটে যেতে, বলো কৌশলে এমন করতে যেন ট্রোজানরাই ৬৫ প্রথমে বহুবিখ্যাত গ্রিকদের ওপরে চড়াও হয়ে তাদের শপথের লঙ্ঘন করে।'

এ-ই বলল হেরা, এবং মানুষ ও দেবতাদের পিতা [জিউস] করল সেইমতো। তৎক্ষণাৎ সে অ্যাথিনাকে বলল ডানাওয়ালা কথা :

'এক্ষুনি তুমি ছুটে যাও যত জোরে পারো ট্রোজান ও গ্রিকবাহিনীর মাঝে, ৭০ আর ফন্দি আঁটো কী করে ট্রোজানরাই প্রথমে শপথ ভেঙে আক্রমণ করবে ঐ বহু-বিখ্যাত গ্রিকবাহিনীকে।'

এই কথা বলে জিউস উদ্দীপিত করল অ্যাথিনাকে, যে কিনা আগে থেকেই উন্মুখ হয়ে ছিল। অলিম্পাস শিখর হতে অ্যাথিনা ছুটে নেমে গেল। যেভাবে জিউস, কূটকৌশল বিদ্যায় দড় ক্রোনাসের ছেলে, উল্কা ছুড়ে মারে নাবিকের ৭৫ জন্য সংকেতরূপে, কিংবা বিস্তৃত ছড়িয়ে থাকা সেনাদলের দিকে দীপ্তি ছড়ানো তারকা ছুড়ে মারে, তা থেকে ফুলকি ওড়ে অনেক পরিমাণে—সেভাবেই প্যালাস অ্যাথিনা ছুটে গেল পৃথিবীর দিকে, লাফিয়ে নামল সে সেনাদলের মাঝে। এ দৃশ্য দেখে ওরা সব বিস্ময়ে অভিভূত হলো, ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজানেরা ও হাঁটুতে বর্ম আঁটা গ্রিকবাহিনী। সবাই এরা বলল একে অন্যকে, পাশের জনের ৮০ দিকে তাকিয়ে চোরাচোখে :

'নিঃসন্দেহে এর মানে আবার জাগবে [ঢেউ] অশুভ যুদ্ধের, ফের লড়াইয়ের ভয়ংকর রোল পড়ে যাবে, কিংবা জিউসের কারণে দুই সেনাদলের মাঝে মৈত্রী সমাগত—জিউস, যে নিয়ন্ত্রণ করে নশ্বর মানুষের যুদ্ধবিগ্রহকে।'

এই ছিল তাদের কথা, ট্রোজান হোক কি গ্রিক! অ্যাথিনা ইতিমধ্যে ঢুকে গেল ৮৫ ট্রোজানদের ভিড়ে, এক পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়ে—লেওডোকাস, অ্যান্টিনরের ছেলে, সাহসী এক বল্লমবাজ। সে খুঁজতে লাগল দেবতুল্য প্যান্ডারাস কোথায় আছে, যদি কোথাও তার সাথে দেখা হয়ে যায়। শেষে তাকে সে পেয়ে গেল—লাইকাওনের পুত্র, তুলনারহিত ও বলিষ্ঠ গড়ন, ওখানে দাঁড়িয়ে। তার পাশে ঢাল হাতে ধরা বলশালী সেনাদের দল, এরা ইসিপাস নদীর জলধারা থেকে এসেছে তার পিছু ৯০ পিছু। অ্যাথিনা গেল প্যান্ডারাসের কাছে এবং তাকে বলল ডানাওয়ালা কথা :

'লাইকাওনের প্রজ্ঞাবান ছেলে, আমার কথায় কি রাজি হবে তুমি? আমি বলি, মেনেলাসের দিকে দ্রুত এক তীর ছোড়ার মতো সাহস কি আছে তোমার বুকে? শুধু ভাবো তাহলে সমস্ত ট্রোজানের চোখে কী নাম-যশ-খ্যাতি পাবে তুমি, বিশেষত যুবরাজ প্যারিসের থেকে। নিশ্চিত সে-ই সকলের আগে তোমাকে দেবে ৯৫ চমৎকার ঝলমলে নানান উপহার, যদি সে দ্যাখে মেনেলাস, অ্যাট্রিউসের যুদ্ধবাজ

ছেলে, লুটিয়ে পড়েছে তোমার তীরের ঘায়ে, শুয়ে আছে শোকদগ্ধ চিতার ওপরে।
১০০ নাহ্, আসো, বিখ্যাত মেনেলাসের দিকে ছোড়ো তোমার তীর এবং প্রার্থনা রাখো নেকড়ে বংশের দেবতা,° খ্যাতিমান তীরন্দাজ অ্যাপোলোর প্রতি। বলো যে তার নামে তুমি দেবে সদ্যোজাত মেষের এক পবিত্র পশুবলি, যেদিন ফিরবে তুমি নিজের বাড়িতে, পবিত্র জেলিয়া নগরে।'

এই কথা বলে অ্যাথিনা ঠিকই জিতে নিল বোকা লোকটার মন। একটুও
১০৫ দেরি না করে প্যান্ডারাস খাপমুক্ত করল তার চকচকে ধনুক, ওটা বানানো বুনো এক লাফানো ছাগলের শিঙে। ছাগলটা সে নিজে বধ করেছিল বুকে তীর মেরে, লাফ দিয়ে পাহাড়ের খাঁজ থেকে বেরিয়েছিল ওই পশু আর ওখানে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্যান্ডারাস বসে ছিল অপেক্ষা করে। ছাগলের বুকে মেরে বসল সে, ওটা পড়ে গেল পেছনের দিকে, পাথরের ফাটলের মাঝে। ওর মাথা থেকে
১১০ শিং বেরিয়েছিল ষোল-তালুর দৈর্ঘ্য° নিয়ে। পরে শিঙের কারিগর ওগুলো ঠিকঠাক করে জুড়লো একসাথে [কাঠের ধনুকের গায়ে] আর সবকিছু যত্ন নিয়ে করল মসৃণ, শেষে ছিলার ওপরে এক টুকরো সোনা জুড়ে দিল [আঁকশি রূপে]।

প্যান্ডারাস এবার মাটিতে ধনুক ঠেকিয়ে, সেখানে সেটা শক্ত করে ধরে ধনুক বাঁকাল। তার সাহসী সহযোদ্ধারা তাকে ঘিরে দিল ঢাল দিয়ে, যাতে করে গ্রিকদের যোদ্ধা সন্তানেরা তার অ্যাট্রিউসের যুদ্ধবাজ ছেলে মেনেলাসকে তীর
১১৫ মেরে আঘাত হানার আগে পায়ের ওপর লাফিয়ে উঠে তাকেই আক্রমণ না করে বসে। এরপর প্যান্ডারাস খুলল তীরগুলো রাখা তূণীরের মুখ এবং একটা তীর নিল তার থেকে। তীরটাতে পালক লাগানো, আজও তাকে ছোড়া হয়নি কোনোদিন; কালোবর্ণ ব্যথা লুকানো ঐ তীরের° মাঝে। দ্রুত প্যান্ডারাস তিক্ত এই তীর লাগাল ছিলার ওপরে, প্রার্থনা জানাল অ্যাপোলোর প্রতি—অ্যাপোলো, নেকড়ে-বংশের দেব, খ্যাতিমান তীরন্দাজ। প্যান্ডারাস বলল সে তার নামে দেবে
১২০ সদ্যোজাত মেষের এক পূত পশুবলি, সেদিন—যেদিন সে ফিরবে তার নিজের বাড়ি পবিত্র জেলিয়াতে। এবার সে ধনুকে টান দিল, একইসাথে হাতে ধরল খাঁজকাটা তীর ও ধনুকের ছিলা, ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে বানানো ছিল সেটা। টানল সে, ছিলা চলে এল তার বুকের কাছে, তীরের লোহা-বসানো মাথা ধনুকের বাঁক অবধি পৌঁছে গেল। যখন এই বিশাল ধনুক রূপ নিল বৃত্তের আকারে, তখন টং
১২৫ করে শব্দ উঠল ধনুকের গায়ে, ছিলা জোরে গেয়ে উঠল গান, আর ধারাল সেই তীর উঠল লাফিয়ে, সে উন্মুখ যে ডানা মেলে উড়ে যাবে সেনাদলের মাঝ দিয়ে।

তবে, ও মেনেলাস, তোমাকে ভুলে যায়নি পবিত্র ও অমর দেবতারা। সবার আগে জিউসের মেয়ে, অ্যাথিনা, যুদ্ধ ও লুটের নিয়ামক,° দাঁড়িয়ে গেল তোমার সামনে এসে, ঠেকাল তিক্ত সেই তীরের অভিযান। তোমার শরীরের খুব কাছ থেকে সে সরিয়ে দিল সেটা, যেভাবে মা তার মধুর ঘুমে থাকা শিশুর গা থেকে

সরায় মাছি। আর সে নিজে হাত দিয়ে তীর ঠেলে দিল কোমরবন্ধনীর সোনালি দু খাপ যেখানে একসাথে গাত্রবর্ণের সাথে মিলেছে যুগপৎ, সেইখানে। ধারাল তীর পড়ল সেই আটকানো-কোমরবন্ধনীর 'পরে, বন্ধনীর নকশাতোলা জমিন ভেদ করে চলে গেল, ভেদ করল যুদ্ধবর্ম ও পরনের বর্মতুল্য ঘাগরাও। ওটা ১৩৫ মেনেলাস পরেছিল চামড়ার ওপরে, উড়ে আসা তীর থেকে বাঁচার শেষ প্রতিরক্ষারূপে। তাকে মূলত ওটাই বাঁচাল অন্যসব কিছু থেকে বেশি, যদিও তীর ঢুকে গেল ওটাও ফুঁড়ে ফেলে। শেষমেশ [দেখা গেল] এই তীর যোদ্ধার গায়ের ত্বকই ছুঁয়ে গেছে শুধু, তবু তাতেই তক্ষুনি কালো রক্ত বের হলো তার ক্ষত থেকে। ১৪০

যেভাবে কারিয়ান ও মিওনিয়ান[৩] কোনো নারী ঘোড়ার গাল-ঢাকা দুই খাপ তৈরির কালে হাতির দাঁতের সাথে গাঢ় লাল রঙ মাখে, আর তা পরে মালখানায় তুলে রাখে, ঘোড়সওয়ারেরা স্বপ্ন দেখে ওগুলো পরবে একদিন, কিন্তু রাজার সম্পদ হয়ে থেকে যায় গালের খাপ দুটো, রাজারই ঘোড়ার অলঙ্কাররূপে, তার ১৪৫ রথচালকের গৌরব হয়ে—সেভাবে মেনেলাস তোমার দু উরু বেয়ে বইল রক্তধারা, তোমার সুঠাম উরু, তোমার পা ও নীচের সুন্দর গোড়ালি বেয়ে।

আগামেমনন, মানুষের রাজা, ভয়ে কেঁপে উঠল এই দৃশ্য দেখে, সে দেখল কালো রক্ত বয়ে যাচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে। মেনেলাস, আইরিজের প্রিয়, সে-ও কাঁপল থরথর। তবে যখন সে দেখল তীরের বাঁকা মাথা ও আংটা আছে তার ১৫০ ত্বকের বাইরের দিকে, তখুনি আবার সে বুকে বল ফিরে পেল। কিন্তু রাজা আগামেমনন ভারি আর্তনাদ করে বলে উঠল মেনেলাসের হাত ধরে; তার সহযোদ্ধারাও গুঙিয়ে উঠল একসাথে :

'প্রিয় ভ্রাতা, তার মানে পশুবলি দিয়ে আমার এ শপথ নেওয়া ছিল তোমার ১৫৫ মৃত্যু ডেকে আনারই কাজে! সে কারণেই তবে আমি তোমাকে পাঠালাম একা, গ্রিকদের মধ্য থেকে বেছে, একা লড়তে ট্রোজানদের সাথে! ওরা তোমাকে আঘাত হেনেছে, ওরা বিশ্বাসের অঙ্গীকার মাড়িয়েছে পায়ে। তবে ভেড়ার রক্ত ও নির্ভেজাল মদের পানীয় উপচার এবং সেই সাথে হাতে হাত রেখে, তাতে বিশ্বাস রেখে করা অঙ্গীকার পুরো বৃথা যেতে পারে না কখনোই। যদি সাময়িকভাবে অলিম্পিয়ান ১৬০ দেবতা [জিউস] শপথের সবকিছু পূরণ না-ও করে, তবু পরে, অবশেষে সে তা পূরণ করে ঠিকই, [শপথভঙ্গকারী যারা] তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় বড় মূল্য দিয়ে—নিজেদের মাথা, নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানের মাথার বিনিময়ে। হুঁ, আমার হৃদয় ও আত্মার মাঝে আমি নিশ্চিত করে জানি, সেই দিন সমাগত যেদিন পবিত্র ইলিয়াম ধ্বংস হবে, সেইসাথে প্রায়ামের প্রজারা এবং অ্যাশকাঠের সুঠাম বর্শাধারী ১৬৫ প্রায়াম নিজেও। জিউস, ক্রোনাসের ছেলে, উঁচুতে সিংহাসনে বসা স্বর্গবাসী দেব, ওদের এ প্রতারণায় ক্রোধোন্মাদ হয়ে নিজে ওদের ওপরে কালো ঐশীবর্ম ঝাঁকাবে। সন্দেহ নেই, এর সবই হবে যথাসময়ে, যথারীতি।

'তবু কী ভয়ংকর শোকে পড়ব আমি তোমার কারণে, ও মেনেলাস, যদি
১৭০ তোমার মৃত্যু ঘটে, তোমার জীবনের কোটা পূরণ হয়ে যায়। আহা, তখন আমাকে ফিরতে হবে তৃষ্ণার্ত আর্গজে সবচে ঘৃণিত মানুষ হয়ে, কারণ গ্রিকরা তখন একটুও দেরি না করে পিতৃভূমিমুখো হবে। তখন গ্রিকনারী হেলেনকে° আমরা ফেলে যাব প্রায়াম ও ট্রোজান লোকদের দম্ভ দেখানোর কাজে, আর তোমার হাড় পচবে উর্বর মাটির নীচে, তুমি থাকবে ট্রয়ের মাটিতে শুয়ে, তোমার
১৭৫ কাজ অপূরণ রেখে। তখন গর্বোদ্ধত ট্রোজানরা মহান মেনেলাসের কবরের 'পরে লাফিয়ে লাফিয়ে বলবে এমন কথাও : "প্রতিটা ক্ষেত্রেই আগামেমননের ক্রোধের এই-ই হোক পরিণতি, এই যেমন এবার গ্রিক সেনাদল আনলো সে এখানে বিনা কাজে। আর দ্যাখো, সে তার প্রিয় বাপের দেশে পালিয়েছে শূন্য জাহাজগুলো
১৮০ নিয়ে, আর এখানে ফেলে গেছে মহান মেনেলাসের [দেহ]!" এভাবেই ভবিষ্যতে কথা বলবে তারা! আহ্ সেদিন বিশাল জমিন যেন গিলে খায় আমাকে!'

কিন্তু পীতকেশ মেনেলাস এবার কথা বলল, সান্ত্বনা দিল তাকে :

'মনে আশা-খুশি আনো, গ্রিকবাহিনীকে এভাবে শঙ্কিত কোরো না যেন। ওই
১৮৫ ধারাল তীর বেঁধেনি আমার গায়ের কোনো আসল জায়গাতে। আমার কোমরের ঝলমলে বেল্ট থামিয়ে দিয়েছে তাকে, সেই সাথে নীচের যুদ্ধবর্ম ও বর্মের সমান ঘাগরা যা তাম্রকার আমাকে গড়ে দিয়েছিল।'

তার এ-কথার জবাবে বলল রাজা আগামেমনন :

'তোমার কথাই যেন ঠিক হয় প্রিয় মেনেলাস। যাক, এখন চিকিৎসক
১৯০ দেখবে কোথায় তোমার ক্ষত, তাতে ওষুধ লাগাবে, যাতে করে তুমি মুক্তি পাও নিকষকালো ব্যথার হাত থেকে।'

এরপর আগামেমনন বলল দেবতুল্য রাজদূত ট্যালথিবিয়াসের প্রতি :

'ট্যালথিবিয়াস যাও, যত দ্রুত পারো এখানে মাকেওনকে ডেকে আনো, অতুল্য শল্যবিদ সে, অ্যাসক্লিপিয়াসের° ছেলে। সে দেখবে অ্যাট্রিউসপুত্র, যুদ্ধপ্রিয়
১৯৫ মেনেলাসের ক্ষত। তাকে ধনুর্বিদ্যায় দড় কে বা কারা যেন আঘাত হেনেছে তীর দিয়ে, কোনো ট্রোজান কিংবা কোনো লিশানসেনা হবে। সেই ব্যাটা নিজের জন্য খ্যাতি আর আমাদের জন্য দুঃখ এনেছে বটে।'

এ-ই বলল সে, তা শুনে রাজদূত করল সেইমতো। ব্রোঞ্জ-পরা গ্রিকবাহিনীর মাঝ দিয়ে সে ছুটে গেল নিজের পথ করে, তাকালো এদিক ওদিক সবদিকে যোদ্ধা
২০০ মাকেওনের খোঁজে। খুঁজে পেল সে তাকে, দাঁড়িয়ে রয়েছে একখানে, তার চারপাশে ঢাল হাতে নিয়ে সবল-সুঠাম সেনাদল, যারা তার পিছু পিছু এসেছে ট্রিকার অশ্বচারণভূমি থেকে। ট্যালথিবিয়াস গেল তার কাছে, বলল ডানাওয়ালা কথা :

'অ্যাসক্লিপিয়াসের ছেলে [মাকেওন], ওঠো তুমি। রাজা আগামেমনন
২০৫ তোমাকে ডেকেছে গ্রিক সেনানেতা যুদ্ধবাজ মেনেলাসকে একটু দেখার কাজে।

তাকে কে যেন, ধনুর্বিদ্যায় দড়, আঘাত হেনেছে তীর মেরে। কোনো ট্রোজান কি কোনো লিশান কেউ হবে। সেই ব্যাটা তার নিজের জন্য খ্যাতি ও আমাদের জন্য বেদনা এনেছে বটে।'

এ-ই বলল সে, আর মাকেওনের বুকের মাঝে হৃদয় চঞ্চল হলো খুব। তারা রওনা দিল বিশাল গ্রিকবাহিনীর ভিড়ের মধ্যে পথ কেটে। এরপর যখন তারা এল পীতকেশ মেনেলাসের কাছে, দেখা গেল আহত সে, তাকে ঘিরে গ্রিকদের সেরা　২১০ যোদ্ধারা বৃত্তাকারে জড়ো হয়ে আছে। দেবতুল্য বীর মাকেওন এল, দাঁড়াল তাদের সবার মাঝখানে, এবং একটুও দেরি না করে তীর খুলে নিল ঝট্ করে, কোমরে আটকানো বেল্টের কাছ থেকে। তার টানের সময়ে তীরের ধারালো খাঁজগুলো ভেঙে এল পেছনের দিকে।

এরপর সে ঢিলা করে দিল মেনেলাসের কোমরের ঝক্‌ঝকে বেল্ট, যুদ্ধবর্ম ও　২১৫ ঘাগরাকে; যা তাম্রকার তাকে বানিয়ে দিয়েছিল। এবার যখন সে খুঁজে পেল ক্ষতের স্থান যেখানে আঘাত হেনেছে ঐ তিক্ত তীর, রক্তটুকু সে চুষে নিল মুখে, সম্যক জ্ঞান নিয়ে তাতে ব্যথা দূর করা ভেষজ ঔষধি লাগিয়ে দিল, বহুদিন আগে কাইরন° এই ওষুধ দিয়েছিল তার পিতা অ্যাসক্লিপিয়াসকে বন্ধুতায়, সদয়চিত্ত হয়ে।

তারা যখন এভাবে ব্যস্ত রণহুঙ্কারে দড় মেনেলাসকে নিয়ে, ততক্ষণে ঢাল　২২০ হাতে ধরা ট্রোজান সেনারা এগিয়ে এসে গেছে। গ্রিকরা তাই তখন ফের পরে নিল তাদের যুদ্ধসাজ, লড়াইয়ের নেশা পুনর্বার জাগাল তাদের মনে।

এসময় তোমার আর চোখে পড়বে না যে দেবতুল্য আগামেমনন রাজা° ঝিমাচ্ছে বা আছে গুটিসুটি মেরে, কিংবা যুদ্ধে তার মন নেই কোনো। উল্টোটাই, সে এখন ব্যগ্র যুদ্ধে ঝাঁপাতে—যুদ্ধ, যেখানে মানুষ বীরত্বের খ্যাতি লাভ করে।　২২৫ আগামেমনন সঙ্গে নিল না তার ঘোড়া ও তার ব্রোঞ্জশোভিত রথ। আর অনুচর ইয়ুরিমেডোন, পাইরেয়ুসপুত্র প্টোলেমিয়াসের ছেলে, রাজার ঘোড়াগুলো নিয়ে গেল পাশে, নাকে জোরে হাওয়া তুলছিল তারা। কিন্তু আগামেমনন তাকে আদেশ দিল সোজা, বলল ঘোড়াদের রাখতে হাতের কাছে, বলা যায় না কখন এই বিশাল সেনাবাহিনীকে আদেশ দিতে দিতে তার হাতে-পায়ে ক্লান্তি চলে আসে।　২৩০ এরপর সে পায়ে হেঁটে রওনা দিল যোদ্ধাদের সারির মাঝ দিয়ে, বাহিনী সাজানোর কাজে। যখনই তার দেখা হলো কোনো গ্রিকের সাথে যে [যুদ্ধের জন্য] ব্যাকুল হয়ে আছে তার ঘোড়াদের নিয়ে, এরকম লোকদের পাশে থেমে আগামেমনন বলল উৎসাহের বাণী, আন্তরিক স্বরে :

'গ্রিক ভাইয়েরা, তোমাদের ক্ষিপ্ত পরাক্রম যেন ঝিমিয়ে না পড়ে। প্রতারক ট্রোজান সেনারা কোনো সহায়তা পাবে না পিতৃদেব জিউসের থেকে। না, ওরা　২৩৫

যারা প্রথম শপথ ভঙ্গ করে আক্রমণে গেল, তাদের পেলব মাংস যাবে নিশ্চিতই শকুনদের পেটে। অন্যদিকে আমরা তাদের নগরদুর্গ দখলে নেবার পরে আমাদের জাহাজে তুলে নেবো তাদের আদরের বউদের ও ছোট বাচ্চাদের, দেখো!'

২৪০ এর বিপরীতে যখন তার দেখা হলো এমন কারো সাথে যে কিনা পেছাচ্ছিল ঘৃণাভরা যুদ্ধের মাঠ থেকে, তাকে আগামেমনন ভালোমতো ভৎর্সনা জানাল খুব কড়া কথা বলে :

'গ্রিক তোমরা, ধনুক নিয়ে খুব লাফ মারো, মানমর্যাদাহীন সব, লজ্জাশরম নেই কোনো? কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছো এভাবে হতবুদ্ধি হয়ে হরিণের বাচ্চাদের মতো? ওই হরিণেরা বিশাল কোনো মাঠে দৌড় দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে ২৪৫ গেলে দাঁড়ায় থমকিয়ে, কারণ ওদের বুকে বল ও শৌর্য থাকে না কোনো। ওরকমই দাঁড়িয়ে তোমরা, লড়াই থেকে দূরে। নাকি প্রতীক্ষায় আছো যে ট্রোজানবাহিনী চলে আসবে ধূসর সাগরের তীরে টেনে তোলা তোমাদের মজবুত-পেছনভাগ জাহাজগুলোর কাছে, আর তোমরা তখন দেখবে ক্রোনাসপুত্র জিউস তোমাদের ওপর তার সুরক্ষার হাত বাড়িয়ে দেয় কি-না?'

২৫০ এভাবেই যোদ্ধা দলগুলোর মধ্যে হেঁটে, আদেশ দিয়ে দিয়ে, তাদের সাজাল সে সুবিন্যস্ত করে। মানুষের ভিড়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে এবার সে চলে এল ক্রিটান বাহিনীর কাছে। এরা সব যুদ্ধের সাজে সাজাচ্ছিল নিজেদের, তাদের নেতা যুদ্ধবাজ আইডোমেন্যুসকে ঘিরে। আইডোমেন্যুস দাঁড়িয়ে একদম সামনের যোদ্ধাদের মাঝে, কোনো এক বন্য শূকরের মতো, বীরোচিত। অন্যদিকে মেরাইয়োনিজ পেছনের ব্যাটালিয়নগুলো তাড়িয়ে নিচ্ছিল অগ্রভাগে। এদেরকে ২৫৫ দেখে আগামেমনন, মানুষের রাজা, মহা খুশি হলো। তৎক্ষণাৎ আইডোমেন্যুসকে বলল সে উষ্ণ উচ্চারণে :

'আইডোমেন্যুস, দ্রুতছোটা ঘোড়া নিয়ে যতো গ্রিক আছে, তাদের সকলের মাঝে তোমাকেই সবচেয়ে শ্রদ্ধা করি আমি—কি যুদ্ধে, কি অন্য কোনো কাজে, এমনকি ভোজনসভায়, যখন গ্রিকদের সেরা যোদ্ধারা সুরাপাত্রে অগ্নিবরণ মদ ২৬০ মেশায় প্রবীণদের পরামর্শসভায় লাগবে বলে। দেখা যায় অন্য দীর্ঘকেশ গ্রিকরা তাদের ভাগের মদ শেষ করেছে খেয়ে, কিন্তু তোমার বাটি সবসময়ই ভরা, যেমন আমার বাটি, যেন তুমি যখন মন চায় পান করতে পারো। আসো তবে, উজ্জীবিত হয়ে ওঠো যুদ্ধের মাঝে; দেখাও যে তুমি সে-ই যা তুমি নিজেকে দাবি করছ বহুদিন থেকে।'

২৬৫ ক্রিটানদের অধিনায়ক আইডোমেন্যুস তখন বলল তাকে এ-কথার উত্তরে :

'অ্যাট্রিউসের পুত্র, নিশ্চিত থাকো, আমি তোমার বিশ্বাসী ও অনুগত সহসঙ্গী চিরকাল, ঠিক যেভাবে শুরুতেই শপথ করেছি তোমার কাছে, দিয়েছি অঙ্গীকার। তুমি যাও অন্য সব দীর্ঘকেশ গ্রিক যোদ্ধাকে তাড়া দাও যাতে আমরা

লড়াই করি ক্ষিপ্রতা নিয়ে, যেহেতু ট্রোজানবাহিনী তাদের শপথ ভেঙেছে। এখন থেকে ওদের ভাগ্যে আছে শুধু মরণ ও দুর্দশা, কারণ ওরা শপথবাক্য ভেঙে প্রথমে গেছে আক্রমণে।' ২৭০

এ-ই ছিল তার কথা; অ্যাট্রিউসপুত্র রাজা চলল হেঁটে, বুকে তার খুশি। এবার যোদ্ধাদের ভিড়ের মাঝে হেঁটে সে এল অ্যাজাক্স-ভাইদের° কাছে—অ্যাজাক্স ও টিয়ুসার। এরা নিজেদের সাজাচ্ছিল যুদ্ধের সাজে আর এদের পেছনে চলছিল পদাতিক সৈন্যদের মেঘ। যেভাবে কোনো ছাগলপালক তার প্রহরাচৌকি থেকে দ্যাখে মেঘ ধেয়ে আসছে সাগর কালো করে, পশ্চিমের হাওয়া তাড়িয়ে আনছে তাকে, আর সে যেহেতু আছে বহুদূরে তাই তার চোখে সেই মেঘ মনে হয় পিচের চেয়ে কালো; যখন মেঘ পার হয় সাগরের বুক, সঙ্গে আনে জোরালো ঘূর্ণিবায়ু, তা দেখে তার কাঁপ ওঠে ভয়ে, সে ছাগলের পাল তাড়িয়ে নেয় কোনো গুহার ভেতরদিকে—সেভাবেই এরা, তরুণদের ঘনবদ্ধ ব্যাটালিয়নগুলি, জিউসের আশীর্বাদে পুষ্ট হয়ে ছিল অ্যাজাক্স-ভাইদের পাশে, ছুটে চলছিল উচ্চণ্ড যুদ্ধের পথে—কালোবর্ণ ব্যাটালিয়ন সব, গিজগিজ করছিল বল্লমে ও ঢালে। এ দৃশ্য দেখে রাজা আগামেমনন মুগ্ধ হলো খুব, তাদের সম্ভাষণ করে বলল সে ডানাওয়ালা কথা : ২৭৫ ২৮০

'ও অ্যাজাক্স ভাইয়েরা [অ্যাজাক্স ও টিয়ুসার], ব্রোঞ্জেমোড়া গ্রিকদের দুই নেতা, তোমাদের দুজনকে আমার মনে হয় না জাগিয়ে তোলার কিছু আছে। তোমাদের জন্য আমার নির্দেশ নেই কোনো, কারণ তোমরা নিজেরাই নিঃসন্দেহে যথেষ্ট বলেছ তোমাদের লোকদের যুদ্ধে যেতে, মহাশক্তি নিয়ে। ও জিউস পিতৃদেব, ও অ্যাথিনা, অ্যাপোলো, আহা আমাদের সব সেনার বুকে যদি থাকত এদের মতো মন-মানসিকতা! তাহলে রাজা প্রায়ামের ওই নগরী এক্ষুনি নত করতো মাথা, আমাদের হাতের নীচে দখল ও ধ্বংস হয়ে যেত।' ২৮৫ ২৯০

এই কথা বলে, তাদের ওখানে রেখে, আগামেমনন এগিয়ে গেল অন্যদের দিকে। এবার তার দেখা হল নেস্টরের সাথে, পাইলোসের স্বচ্ছকণ্ঠ বাগ্মীপুরুষ, সাজিয়ে নিচ্ছে তার সহযোদ্ধাদের। তাদের তাড়া দিচ্ছে এই সেনাপতিদের পিছু পিছু যুদ্ধে যেতে : শক্তিমান পেলাগন, অ্যালাস্টর, ক্রোমিয়াস, প্রভু হীমন ও বাইয়াস, বাহিনীর রাখাল সে লোক। নেস্টর প্রথমে সাজাল রথচালকদের, তাদের ঘোড়া ও রথগুলো নিয়ে। এবং পেছনে রাখল পদাতিক সৈন্যদল, সাহসী ও অগণন, যুদ্ধে তারা পেছনভাগের রক্ষাপ্রাচীরের মতো। আর যাদের সাহসে ঘাটতি আছে, তাদের রাখল সে মাঝখানে; যাতে করে কারো যদি লড়তে অনীহা থাকে, তবু প্রত্যেকেই যেন বাধ্য হয় লড়ে যেতে। নেস্টর প্রথমে আদেশ করল তার রথীদের, তাদের বলল ঘোড়া শাসনে রাখতে আর পাগলের মতো না ছোটাতে ভিড়ের মাঝ দিয়ে :° ২৯৫ ৩০০

'তোমাদের কেউ যেন নিজের অশ্বচালনা ও শৌর্যে ভরসা করে ব্যাকুল না হয় ট্রোজানদের সাথে যুদ্ধে লড়তে একা, অন্য সবার সামনে চলে গিয়ে।
৩০৫ কেউ যেন মাঠ ছেড়ে না দেয়, কারণ তাতে পুরো বাহিনীই দুর্বল হয়ে যাবে। আর যখনই তোমরা কেউ নিজের রথ নিয়ে দেখবে শত্রুর রথের পাশে চলে গেছ, তখন শত্রুকে সোজা বল্লমে আঘাত হেনে বোসো, জেনো ওটাই সত্যিকার শ্রেষ্ঠতম যুদ্ধকৌশল আছে। ওভাবেই দূরের অতীতে পূর্বপুরুষেরা গুঁড়িয়ে দিত শহর ও নগরপ্রাকারগুলি, ওরকমই চেতনা, মন-মানসিকতা বুকের মাঝে নিয়ে।'

৩১০ এভাবেই বৃদ্ধ নেস্টর, তার অতীত দিনের যুদ্ধ অভিজ্ঞতা বিতরণ করে করে, তাড়িয়ে নিচ্ছিল সৈন্যদের সামনের দিকে। তাকে দেখে রাজা আগামেমননের খুশি বেড়ে গেল, সে তাকে সম্ভাষণ করে বলল ডানাওয়ালা কথা :

'প্রবীণ জনাব, কী খুশি না হতাম যদি তোমার বুকের মধ্যে যে বল, হাত ও পায়ের কাজে যদি তার প্রতিফলন হতো, যদি তোমার শক্তি হতো ক্ষয়হীন!
৩১৫ কিন্তু না, নচ্ছাড় বৃদ্ধ বয়স দ্যাখো তোমাকে চেপে ধরেছে সুকঠিনভাবে। আহ্ তুমি শুধু যদি পারতে তোমার বয়স বাহিনীর অন্য কোনো যোদ্ধাকে দিয়ে দিতে, আর সেভাবে যদি ফের পারতে তরুণদের দলে যোগ দিতে!'

অশ্বচালক—জেরেনিয়ার নেস্টর—তখন তার কথার উত্তর দিল :

'অ্যাট্রিউসের ছেলে, আমিও সত্যি চাই আহা যদি ফের হতে পারতাম সেই সেদিনের মতো, যেদিন আমার হাতে খুন হলো দেবতুল্য এরিয়ুথেলিয়ন।° কিন্তু
৩২০ দেবতারা মানুষকে দেয় না সবকিছু, সব ভালো, একসাথে। তখন বয়সে যুবা ছিলাম আমি, আর আজ বয়স আমাকে চেপে ধরে আছে। তারপরও, এসব সত্ত্বেও, আমি আজও থাকি আমার রথীদের সাথে, তাদের সামনে ঠেলি আমার কথা ও মন্ত্রণা দিয়ে। বুড়োদের করার আছেই বা কী ওটুকু ব্যতীত? বল্লম-উঠানো তো শুধু নবীনদেরই সাজে, আমার চেয়ে বয়সে তরুণ যারা, যাদের
৩২৫ নিজের শক্তিতে ভরসা আছে।'

এ-ই ছিল তার কথা, তা শুনে অ্যাট্রিউসপুত্র হাঁটা দিল সামনের দিকে, মনে তার খুশি। এবার তার সাথে দেখা হল অশ্বচালক মেনেস্‌থিয়ুসের, সে পেটেঅসের ছেলে, দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে ঘিরে আছে আথেনিয়ান যোদ্ধারা, রণহুঙ্কার দিতে খুব পারদর্শী তারা। তাদের নিকটে আছে অডিসিয়ুস, হাজার
৩৩০ বুদ্ধির রাজা, সঙ্গে তার সেফালিনিয়ান সৈন্য দল, কোনোভাবেই দুর্বল নয় এরা, এরাও দাঁড়িয়ে আছে অলসের মতো। যুদ্ধে যাবার ডাক এখনও পৌঁছেনি এই বাহিনীর কানে, এরা শুধু দেখেছে যে ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজান ব্যাটালিয়নগুলি ও গ্রিকবাহিনী মাত্র শুরু করেছে নড়েচড়ে ওঠা। তাই এরা দাঁড়িয়ে এভাবে, অপেক্ষায় আছে গ্রিক সেনাদের অন্য কোনো দল

অগ্রসর হবে ট্রোজানদের দিকে আর তখনই যুদ্ধ শুরু হবে। এ দৃশ্য দেখে ৩৩৫
আগামেমনন, মানুষের রাজা, তাদের ভর্ৎসনা করল, সম্ভাষণ জানিয়ে বলল
তার ডানাওয়ালা কথা :

'ও জিউসের স্নেহপুষ্ট রাজা পেটেঅসের ছেলে। আর তুমি, ও অডিসিয়ুস,
বদ মতলবে দড়, কূটকৌশলমনা। কেন তোমরা গুটি মেরে আলাদা দাঁড়িয়ে,
কেন অপেক্ষা অন্যেরা আগে যাক তাই? যথাযোগ্য হতো যদি তোমরা দুজন ৩৪০
দাঁড়াতে সবার অগ্রভাগে, যুদ্ধের তাপ মোকাবিলা করে। কোনো ভোজসভা হলে,
যখন আমরা গ্রিকরা প্রবীণদের সম্মানে ভোজনের আয়োজন করি, তোমাদের
দুজনকেই সবার আগে দাওয়াত দিই আমি। তখন তো তোমরা কী খুশি খাও
পোড়ানো মাংস ও মধুর মতো মদ, যতক্ষণ পারো। কিন্তু এই বেলা? কী মজা, ৩৪৫
পাশে দাঁড়িয়ে দেখছ সবকিছু। দশ ব্যাটালিয়ন গ্রিক তাদের নির্দয় ব্রোঞ্জ নিয়ে
লড়াইয়ে সামনে গেলে তবেই কি [তোমরা লড়বে নাকি]?'

তখন ভ্রুর নীচ থেকে রাগী দৃষ্টি হেনে বহু-চাতুরীর অডিসিয়ুস জবাব
দিল তাকে :

'অ্যাট্রিউসপুত্র [আগামেমনন], তোমার দাঁতের বেড়া ভেঙে এ কী কথা ৩৫০
বেরিয়ে এল [আমাদের দিকে]? কী করে বললে তুমি আমরা যুদ্ধে ঢিলাঢালা,
যখন আমরা গ্রিক সেনাদল তীব্র যুদ্ধে ফেটে পড়ছি ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজানদের
সাথে? ঠিক আছে, এ-ই যদি তুমি চাও, এই যদি হয় তোমার বাসনা, তাহলে
অপেক্ষা করো, টেলেমেকাসের পিতা এই আমাকে দেখবে তুমি লড়ছি ঘোড়া-
বশে-আনা ট্রোজানদের সবচে সামনের যোদ্ধাদের সাথে। হুঁ, তোমার এসব কথা
ফাঁকা হাওয়া ছাড়া আর কিছু নয় বটে।' ৩৫৫

এরপর রাজা আগামেমনন বলল তাকে স্মিত হাসি দিয়ে। সে বুঝে গেছে
অডিসিয়ুস ক্ষিপ্ত হয়েছে, তাই সে ফিরিয়ে নিল তার কথা, এই বলে :

'জিউস-বংশজাত লেয়ারটিজের ছেলে, অডিসিয়ুস, নানা বুদ্ধিতে পাকা,
আমি তোমাকে বিরাট গালাগালি করছি না কোনো, তোমাকে আদেশও দিচ্ছি না।
আমি ভালোমতো জানি, তোমার বুকের মাঝখানে ঐ হৃদয়ে আছে আমার প্রতি ৩৬০
সহানুভূতি-মায়া, আমাদের একের প্রতি অন্যের একইরকম শ্রদ্ধা-সম্মান আছে।
নাহ্, আসো, যদি কোনো কটুবাক্য বিনিময় হয়ে থাকে, আমরা এখনই তা
মিটমাট করে নেব। দেবতারা ওসব যেন বাতাসে মিলিয়ে দেয়।'

এ কথা বলে আগামেমনন তাদের ওইখানে রেখে অন্যদের কাছে গেল।
এবার দেখা হল তার গর্বিতমনা ডায়োমিডিজের[৫] সাথে, টাইডিয়ুসপুত্র সে, দাঁড়িয়ে ৩৬৫
রয়েছে তার জোড়া-দেওয়া রথ ও ঘোড়াগুলির সাথে। তার পাশে দাঁড়ানো
স্থেনেলাস, কাপানিয়ুসের ছেলে। তাকে দেখেও আগামেমনন করল ভর্ৎসনা, তার
উদ্দেশে বলল এই ডানাওয়ালা কথা :

'ওহ খোদা, তুমিই কিনা সেই যুদ্ধবাজ, ঘোড়া-পোষ-মানানো
৩৭০ টাইডিয়ুসের ছেলে? কেন ভয়ে গুটি মেরে আছ, কেন তাকিয়ে আছ রণাঙ্গনে অন্য বাহিনীদের দিকে? টাইডিয়ুস, তোমার পিতা, নিশ্চিতই এমন ভয়ে জড়সড় হতো না কোনোদিন, বরং তার সহযোদ্ধাদের থেকে অনেক সামনে গিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হতো। তাকে যারা দেখেছে যুদ্ধের খাটুনির মাঝে, এমনই বলে তারা। আমার সাথে তার দেখা হয়নি কোনোদিন, কোনোদিন
৩৭৫ দেখিনি আমি তাকে, কিন্তু লোকে বলে সে-ই ছিল সবার চেয়ে সেরা। একবার সে মাইসিনি এসেছিল ঠিকই, কোনো শত্রু হয়ে নয় বরং মাইসিনির অতিথি হিসেবে। তার সাথে ছিল দেবতুল্য পলিনাইসিজ। তারা ছিল সৈন্য জোগাড়ের কাজে, কারণ সে সময় তারা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল পবিত্র থিবজ্-এর নগরদেওয়ালের° প্রতিপক্ষ হয়ে। তাই তারা আমাদের একান্ত মিনতি করছিল যেন তাদের দেওয়া হয় বিখ্যাত কিছু মিত্র সেনা। মাইসিনির লোকেদের মন
৩৮০ ছিল তাদের সে প্রার্থনা পূরণের দিকে; তারা রাজি হলো তাতে, যেমন চাওয়া হলো তাদের কাছ থেকে।

'কিন্তু জিউস আমাদের মন ঘুরিয়ে দিল কিছু অশুভ সংকেত দিয়ে। অতএব তারা চলে গেল মাইসিনি ছেড়ে, পথে পৌঁছাল নদী অ্যাসপ্সের তীরে, সেখানে ঘাসের মাঝে ছিল ঘন নলখাগড়ার ঝোপ। এ-জায়গা থেকে গ্রিকরা টাইডিয়ুসকে পাঠাল শহরে এক বার্তা নিয়ে। সে তার পথে ফের রওনা দিল, তার দেখা হল
৩৮৫ অনেক ক্যাড্মাস° সন্তানের সাথে। তারা ছিল ভোজে, শক্তিমান ঈটিওক্লিজের বাড়ির সীমানাতে। তখন, যদিও এক বহিরাগত সে, তবু ঘোড়াচালক টাইডিয়ুস ভয় পেল না কোনো, যদিও এতজন ক্যাডমিয়ানের মাঝে সে ছিল একা একেবারে। বরং সে তাদের চ্যালেঞ্জ দিল শক্তি পরীক্ষায়, আর অতি সহজেই হারিয়ে দিল সবাইকে
৩৯০ এক এক করে, কারণ অ্যাথিনা ভালোভাবে তার পক্ষে ছিল।

'এতে ক্ষেপে গেল ঘোড়া-বশে-আনা ক্যাডমিয়ান লোকেরা, তারা ক্রুদ্ধ হলো খুব। এবার যখন টাইডিয়ুস রওনা দিল তার ফিরতি পথে, তারা জড়ো করল পঞ্চাশজন লোক, অতর্কিতে এক মহা আক্রমণ করবে বলে। এদের ছিল দুই নেতা : মিঅন, হীমনের ছেলে, হীমন দেবতাদের সমতুল্য একজন; আর
৩৯৫ অটোফোনাসপুত্র পলিফন্টেস, যুদ্ধে অবিচলিত বীর। কিন্তু টাইডিয়ুস এদের জন্যও নিয়ে এল এক লজ্জাকর ইতি। তার হাতে মৃত্যু হলো এদের প্রত্যেকের, শুধু একজন ছাড়া। তাকে সে ফিরতে দিল নিজের বাড়িতে—দেবতাদের সংকেতে সম্মান রেখে, সে মিঅনকে যেতে দিল থিবজ্-এর পথে।

'এমনই মানুষ ছিল ঈটোলিয়ার টাইডিয়ুস। তাতে কী? তার ঔরসে জন্ম
৪০০ নেওয়া ছেলে, তুমি কিছুই পাওনি তার সমর-ক্ষমতার, শুধু জমায়েতে কথা বলার কাজেই তুমি তার থেকে ভালো।'

এ-ই ছিল তার কথা, তবে দৃঢ়চিত্ত ডায়োমিডিজ তার উত্তর দিল না কোনো। শ্রদ্ধাভাজন রাজার তিরস্কার সে মেনে নিল বিনা বাক্যব্যয়ে। কিন্তু স্থেনেলাস, মহান কাপানিয়ুসের ছেলে, জবাব দিল তার :

'অ্যাট্রিউসপুত্র, রাজা, তুমি সব সত্য জানো। সেটাই বলো, মিথ্যে বোলো না কোনো। আমরা আমাদের পিতাদের চেয়ে যুদ্ধে অনেক গুণে ভালো। সাত- ৪০৫ তোরণের থিবজ্ আমাদেরই হাতে দখল হয়েছিল। দুর্বল এক দল নিয়ে আমরা লড়েছি অনেক বেশি শক্তিশালী দেওয়ালের সাথে, ভরসা রেখেছি দেবতাদের সংকেত ও জিউসের সহযোগিতায়। অন্যদিকে, আমাদের পিতৃকুল হাওয়া হয়ে গেছে তাদের বেপরোয়া বোকামির হেতু। সুতরাং বলছি তোমাকে, আমাদের মেপো না আমাদের পিতাদের সমান করে।'[৩] ৪১০

তখন প্রকাণ্ড ডায়োমিডিজ তার ভ্রুর নীচ থেকে এক রাগী দৃষ্টি হেনে বলল তাকে :

'বন্ধু স্থেনেলাস, থামো, আমার কথা শোনো। আগামেমনন, গ্রিক সেনাদলের প্রধান রাখাল, যদি হাঁটু বর্মে-ঢাকা গ্রিকদের যুদ্ধে যেতে তাড়া দেয়, তাতে আমি তার দোষ দেখি না কোনো। গ্রিকরা যদি ট্রোজানদের মেরে পবিত্র ইলিয়াম দখলে নিতে পারে, তাহলে সেটার গৌরব তারই তো হবে। আর যদি ৪১৫ গ্রিকরা কতল হয়ে যায়, সেটার লজ্জা আর বিশাল বেদনাও তার ঘাড়েই যাবে। নাহ্, আসো, আমরা দুজনে বরং ভাবি যুদ্ধের উন্মত্ত পরাক্রম নিয়ে।'

বলল সে, এবং বর্ম পরে তার রথ থেকে লাফিয়ে নামল নীচে। যুদ্ধবাজ ডায়োমিডিজের পা ফেলা থেকে ব্রোঞ্জের ভয়ংকর ঝনঝন উঠল তার বুকের ৪২০ কাছে, এমনই এক দৃশ্য যে তা দেখে সবচে সাহসী মানুষের বুকেও ভয়ের কাঁপুনি উঠে যাবে।

যেভাবে কোনো সশব্দ সাগরতটে ধ্বনি তোলে সাগরের ফুলে ওঠা জল, পশ্চিমা বায়ুর বাড়ি খেয়ে সাগরতটে ফেটে পড়ে তারা ঢেউয়ের পরে ঢেউ হয়ে; দূর সাগরে ঢেউগুলো প্রথমে জড়ো হয় চূড়ার আকারে, কিন্তু তারপর ভেঙে পড়ে মাটিতে সজোরে গজরিয়ে, এবার ধনুকের মতো উঁচু হয়ে উঠে পিছিয়ে যায়, চূড়ার ৪২৫ আকার নেয়, আর অন্তরীপের দুই পাশে ফুলে উঠে সাগরের নোনা জল ছিটায় সম্মুখে—ঠিক সেভাবে সেদিন গ্রিক ব্যাটালিয়নগুলি সামনে এগোলো, দলের পরে দল, অন্তহীন সেনার বাহিনী এগোলো যুদ্ধের মাঝে। প্রত্যেক সেনাপতি আদেশ দিল তার নিজের বাহিনীকে, বাহিনীর বাকিরা সব সামলে এগোলো নীরবে। [এই দৃশ্য দেখে] তোমার মনে হবে না যে তাদের—যারা এত বিশাল সংখ্যায় সামনে চলেছে—বুকের মাঝে কণ্ঠ আছে কোনো। সবাই তারা নীরব ছিল যার যার ৪৩০

অধিনায়কের ভয়ে। প্রতিটা লোকের গা থেকে, যখন তারা এগোচ্ছে সারির পরে সারি, ঝলক দিচ্ছিল কারুকার্য করা শরীর ঢাকা বর্মগুলি।

অন্যদিকে ট্রোজানবাহিনী ভেড়িদের মতো। যেভাবে ভেড়িগুলো, সংখ্যায় অগণন, দল বেঁধে দাঁড়ায় কোনো মহাধনীর উঠোনে, তাদেরকে দোয়ালে তারা সাদা দুধ দেয়, আর যেভাবে তারা বিরামহীন ভ্যা-ভ্যা ডাক তোলে কাছেই
৪৩৫ ভেড়াদের ডাক শুনে—সেভাবেই ট্রোজানদের কলরব উঠল চারদিকে, বিস্তৃত বাহিনীর সবটুকু জুড়ে। তাদের মুখের কথা এক নয়, ভাষাও এক নয়; তাদের ভাষাতে মিশে আছে অনেক উপভাষা, কারণ বাহিনীগুলি নানা জায়গা থেকে ডেকে আনা।

এই ট্রোজানবাহিনীকে তাড়া দিচ্ছিল আইরিজ,° যুদ্ধ-দেবতা। আর গ্রিকদের
৪৪০ অ্যাথিনা, দীপ্ত-নয়না দেবী। সেইসঙ্গে ছিল সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্ব-কলহের দেবী; সে ক্রোধে ফুঁসছিল অবিরাম, সে মানুষ-জবাই-দেওয়া আইরিজের বোন ও মিত্র সহযোগী। [বিবাদের এই দেবী] প্রথমে খানিক পিছিয়ে নেয় মাথা, কিন্তু তারপরে সেটা ঠেকায় আসমানের দ্বারে, তখন তার পা মাড়ায় জমিন। সে-ই তো এখন অশুভ কলহ ছড়াল দু বাহিনীর মাঝে, সেনাদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে
৪৪৫ যেতে; মানুষের গোঙানি তাতে বাড়তে লাগল বহুগুণে।

এবার দুই দল এসে পড়ল একসাথে, একস্থানে একত্রিত হলো। তারা প্রচণ্ড বেগে ঢাল বল্লম নিয়ে, বর্মে-ঢাকা যোদ্ধাদের উন্মত্ততা নিয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়ল একে অন্যের 'পরে। তাদের ঢালের স্ফীত মাঝখানের ভাগ ধাক্কা খেল পরস্পরের সাথে, বিশাল এক আওয়াজ উঠল তাতে। তখন দু দিকেই শোনা গেল মহা
৪৫০ আর্তনাদ, যারা হত্যাকারী তাদের বিজয়ী চিৎকার, আর যারা হত হলো তাদেরও গোঙানি—পৃথিবীর মাটি রক্তে ভেসে গেল। যেভাবে শীতের স্রোতধারা পাহাড় বেয়ে নেমে আসে নীচে, ঐ ওপরে তাদের বিশাল উৎসমুখ থেকে এসে মেলে যেখানে মিলেছে দুই উপত্যকা, আর গভীর গিরিসংকটের কাছে মিশে যায় প্রচণ্ড বানের মোহনাতে, তখন যেভাবে দূরে কোথাও পর্বতের মাঝে রাখাল শুনতে
৪৫৫ পায় সেই জলের বজ্রনাদ—সেভাবে যুদ্ধে উপনীত হওয়া এ দুই বাহিনীর থেকে উঠল তীব্র গর্জন ও হাঙ্গামার ধ্বনি।

সবার প্রথমে অ্যান্টিলোকাসের° হাতে বধ হলো পুরো বর্মে গা ঢাকা কোনো ট্রোজান সেনানী, তাদের একেবারে সম্মুখভাগে যুদ্ধরত যোদ্ধা এক—ভালো মানুষ একেপোলাস, থ্যালিসিয়াসের ছেলে। প্রথমে অ্যান্টিলোকাস তাকে আঘাত হানে তার শিরস্ত্রাণের শিংয়ে, ওটার মাথায় ছিল ঘোড়ার-কেশ শোভা; তারপর তার
৪৬০ কপালে সে চালিয়ে দেয় নিষ্ঠুর বল্লম যার অগ্রভাগ ঢুকে যায় হাড় ভেদ করে।

অন্ধকার নেমে আসে তার দুই চোখে, তার পতন হয় কোনো দেওয়ালের মতো— এ বিশাল যুদ্ধের মাঠে।

একেপোলাস নীচে পড়তেই প্রভু এলেফিনর ধরে ফেলে তার পা। এলেফিনর কালকোডনের ছেলে এবং বড়-মন আবানটিজদের নেতা। সে চাইছিল একেপোলাসকে সে টেনে নেবে বর্শা-বল্লমের এই ঝড়ের নীচ থেকে, যত দ্রুত পারা যায় তার বর্ম খুলে নেবে এই বাসনা ছিল তার মনে। কিন্তু তার ৪৬৫ সে প্রয়াস খুব ক্ষণস্থায়ী হলো, মহাত্মা আজিনর° দেখে ফেলল তার এই মরদেহ টেনে নেওয়া। এলেফিনর ঝুঁকতেই তার শরীরের পাশের যে অংশ বর্ম থেকে উন্মুক্ত হয়ে ছিল, সেখানে আজিনর আঘাত হানল তাকে, বর্শার ব্রোঞ্জের আগা দিয়ে। এলেফিনর হাত-পা ছেড়ে দিল, তার আত্মা বিদায় নিল শরীরের থেকে। তার দেহ নিয়ে ট্রোজান ও গ্রিকদের মাঝে পড়ে গেল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ এক কাড়াকাড়ি। ৪৭০ নেকড়ের মতো তারা ভয়ংকর ঝাঁপ দিল একজন আরেকজনের গায়ে, মানুষ মানুষকে ঘোরাতে লাগল লাটিমের মতো করে।

তখন টেলামন অ্যাজাক্স সজোরে মারল অ্যান্থিমিয়নপুত্র অবিবাহিত যুবক সিমোয়িসিয়াসের° গায়ে। অনেকদিন আগে তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল সিমোয়িস নদীর পাড়ে, এই মহিলা ফিরে যাচ্ছিল মাউন্ট আইডার থেকে, বাবা-মায়ের সাথে ৪৭৫ সে মাউন্ট আইডাতে গিয়েছিল তাদের ভেড়ার পাল দেখবে বলে। এ হেতু লোকে এই ছেলেকে ডাকতো সিমোয়িসিয়াস নামে। তার প্রিয় পিতা-মাতা যে আদরে বড় করেছে তাকে, আর হলো না তার সেই ঋণ শোধ দেওয়া। তার জীবনের আয়ু, মহাত্মা অ্যাজাক্সের বল্লমের ঘায়ে, খুবই সংক্ষেপ হলো; পতন হলো তার। যখন যাচ্ছিল সে সামনে, সেনাদের অগ্রভাগে, তার বাম বুকে স্তনাগ্রের পাশে আঘাত ৪৮০ এল, সোজা কাঁধের মাঝ দিয়ে ঢুকে গেল ব্রোঞ্জের বর্শাখানি। সে লুটাল নীচে মাটির ধুলায়, কালো পপলার গাছের মতো, যে গাছ বেড়ে ওঠে কোনো জলার নিম্নপ্রদেশে; এর কাণ্ড পত্রপল্লবহীন, কিন্তু ওপরে মাথার কাছ থেকে ছড়িয়ে গেছে শাখা-প্রশাখা; রথ বানানোর কারিগর তার উজ্জ্বল কুঠার দিয়ে এই গাছ কেটে নীচে ফেলে কাঠ বাঁকিয়ে সুন্দর রথের চাকা বানাবে বলে; আর সেটা পড়ে থাকে ৪৮৫ নদীর কিনারে কাঠ পাকা হওয়ার কাজে—সেভাবে অ্যাজাক্স, জিউস বংশজাত, বধ করল সিমোয়িসিয়াসকে, সে অ্যান্থিমিয়নের ছেলে।

এবার রাজা প্রায়ামের ছেলে, ঊর্ধ্বাঙ্গে উজ্জ্বল বর্মপরা অ্যান্টিফাস, সেনাদের ভিড়ের মাঝ দিয়ে তার ধারাল বল্লম ছুড়ে দিল অ্যাজাক্সের দিকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো ৪৯০ সেটা, তবে লাগল গিয়ে লেউকাসের কুঁচকির কাছে; অডিসিয়ুসের ভালো এক সহযোদ্ধা ছিল লেউকাস, মৃতদেহ টেনে অন্য পাশে নিয়ে যাওয়ার কাজে সে ব্যস্ত ছিল খুব। অতএব তার মুঠি থেকে পড়ে গেল সিমোয়িসিয়াসের দেহ, সে পড়ল গিয়ে ঐ ল্যাশেরই ওপরে।

তার মৃত্যুতে অডিসিয়ুসের বুক ফুঁসে উঠল বিশাল ক্রোধে-রাগে। সে
৪৯৫ আগুন-ঝরা ব্রোঞ্জ শরীরে চাপিয়ে দৃঢ় পায়ে ছুটে গেল সামনের যোদ্ধাদের মাঝ দিয়ে। এল শত্রু সেনাদের কাছাকাছি, ওখানেই অবস্থান নিল, আর তীক্ষ্ণ চোখে চারদিক দেখে তার উজ্জ্বল বর্শা ছুড়ে দিল। ট্রোজানরা লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল এই যোদ্ধার ছুড়ে মারা বর্শার থেকে। তবে তার বর্শার ওড়া ব্যর্থ হলো না; প্রায়ামের অবৈধ পুত্র ডিমোকোন ঘায়েল হলো তাতে। সে প্রায়ামের ডাকে
৫০০ এসেছিল অ্যাবাইডস থেকে, তার দ্রুতছোটা ঘোড়ার পাল ফেলে রেখে। তাকে অডিসিয়ুস সহযোদ্ধার মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে বর্শার আঘাত হানল কপালের পাশে। তার কপালের একপাশ থেকে অন্যপাশে বেরিয়ে গেল ব্রোঞ্জের বর্শার মাথা। অন্ধকার ঘিরে ধরল তার চোখ, পড়ে গেল সে ধুম শব্দ তুলে, তার দেহের ওপরে বর্মের আওয়াজ হলো ঠুং-ঠাং করে।

৫০৫ এ দৃশ্য দেখে মহান হেক্টর ও তার সর্বাগ্রের যোদ্ধাদের দল মাঠ ছেড়ে দিল। গ্রিকরা জোরে চিৎকার দিয়ে টেনে নিল মৃতদেহগুলি, তারা আরও সামনে ঝাঁপিয়ে চলে এল। দেবতা অ্যাপোলো পারগামাস° থেকে নীচে তাকিয়ে দেখল সবকিছু, তার ভেতরে ক্ষোভ জন্ম নিল। সে চিৎকার করে বলল ট্রোজান সেনাদের প্রতি:

'জাগো! জেগে ওঠো তোমরা ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজানবাহিনী। গ্রিকদের
৫১০ সাথে যুদ্ধ মাঠ ছেড়ে দিয়ো না কোনোমতে! তাদের শরীর না বানানো পাথরে, না লোহা দিয়ে। তাদের যদি আঘাত করতে পারো, দেখবে তাদের মাংসে এমন কিছু নেই যা ব্রোঞ্জের কেটে বসা ঠেকিয়ে দিতে পারে। নাহ্! সেইসাথে মোহিনীকেশ থেটিসের ছেলে অ্যাকিলিসও তো আজ নেই ওদের পাশে। তার তিক্ত ক্ষোভ বুকে লালন করে সে বসে আছে জাহাজবহরের কাছে।'

নগরদুর্গ থেকে এই ছিল ভয়ংকর দেবতার কথা। অন্যদিকে গ্রিকদের
৫১৫ তাড়িয়ে নিয়ে চলল দেবরাজ জিউসের মেয়ে, মহামহিম ট্রাইটনের বংশজাত° [দেবী অ্যাথিনা]। সে ঘুরে ফিরল পুরো সৈন্যদলের মাঝে, কাউকে পেছনে পড়তে দেখলেই তাড়াবার কাজে।

এরপর আমারিনসিয়ুসের পুত্র ডাইওরিজ ধরা পড়ল নিয়তির জালে। তার ডান পায়ে গোড়ালির কাছে আঘাত হানল এক পাথর, খাঁজ-কাটা। থ্রেশানদের
৫২০ নেতা ছুড়ে মেরেছে ওটা; তার নাম পাইরোয়াস, সে ইমব্রাসাসের ছেলে, এসেছে ঈনাস থেকে। এই নিঠুর পাথর পুরো চূর্ণ করে দিল ডাইওরিজের পায়ের দুই মোটা শিরা ও হাড়গুলো। ডাইওরিজ পড়ে গেল পেছনের দিকে, মাটিতে, ধুলায়; আর সে দু-হাত বাড়াল তার প্রিয় সহযোদ্ধাদের দিকে, অতিকষ্টে শ্বাস ফেলে বাঁচার আকুতিতে। কিন্তু তাকে যে আঘাত হেনেছে সে দৌড়ে এল, পাইরোয়াস,
৫২৫ নাভির পাশে বর্শা ঢুকিয়ে গভীর ক্ষত করল তাকে। তার পেটের নাড়িভুঁড়ি সবেগে বেরিয়ে এল মাটির ওপরে, আর অন্ধকার নেমে এল তার চোখে।

পাইরোয়াস এবার লাফিয়ে উঠতেই দেখা গেল ঈটোলিয়ার থোয়াস তাকে বিদ্ধ করেছে বর্শা ছুড়ে—তার স্তনাগ্রের উপরভাগে বুকের জমিনে। ব্রোঞ্জ গেঁথে রইল তার ফুসফুসে। থোয়াস চলে এল কাছে, বুক থেকে টেনে তুলল বিশাল বর্শাকে। এবং তার ধারালো তরবারি বের করে ওখানেই, পেটের ওপরে, পুরো　৫৩০
মেরে দিল সেটা, তার জীবন কেড়ে নিল। তবু থোয়াস পারল না তার বর্ম খুলে নিতে, কারণ ইতিমধ্যে পাইরোয়াসের চারপাশে দাঁড়িয়ে গেছে তার সহযোদ্ধাগণ, থ্রেশান সেনারা, যারা মাথার মাঝখানে চুল বড় রাখে। এরা দীর্ঘ সব বর্শা মুঠিতে ধরে দাঁড়িয়েছে, তাই থোয়াস যতই বড় যোদ্ধা কি শক্তিমান কি রাজতুল্য হোক, তাকে পেছাতেই হলো। তারা তাকে তাড়িয়ে দিল ওইখান থেকে; সে ভয়ে কেঁপে　৫৩৫
উঠে মাঠ ছেড়ে দিল।

অতএব দুজনে, পাইরোয়াস ও ডাইওরিজ ধুলায় পড়ে থাকল শরীর ছড়িয়ে, একজন আরেকজনের পাশে, একজন থ্রেশানদের নেতা ও অন্যজন ব্রোঞ্জ-পরা এপিয়ান সেনাপতি। তাদের মৃতদেহের পাশে আরও অনেক অন্যদেরও দেহ, একইরকম বিদ্ধ বিক্ষত।

তখন আর কেউ নেই যে এ-যুদ্ধে ঢুকবে আর একে কিনা হালকাভাবে নেবে। তখনও যদি কেউ থাকে যে আহত হয়নি বর্শার আঘাতে বা ধারাল　৫৪০
ব্রোঞ্জের ঘায়ে, তখনও যদি কেউ ওভাবে ঘুরতে পারে সেনাদলের মাঝে, বুঝতে হবে তাকে দেবী প্যালাস অ্যাথিনা রক্ষা করছিল হাত ধরে, বর্শার বৃষ্টি থেকে এই দেবী তাকে রেখেছিল প্রহরা দিয়ে। কারণ সেদিন, বস্তুতই, অগণন ট্রোজান ও গ্রিক সেনা, একইরকম পড়ে থাকল ধুলোয় মুখ রেখে, একজন অন্যজনের পাশে শরীর ছড়িয়ে দিয়ে।　৫৪৪

টীকা

৪:২ **রানি হিবি**: তারুণ্যের দেবী ও দেবতাদের পরিচারিকা।

৪:৮ **আর্গজের...অ্যাথিনা**: আর্গজে হেরার বিশাল ও বিখ্যাত ভক্তকুল ছিল। কিন্তু বিয়োশা-র আলালকোমেনায় দেবী অ্যাথিনার বড়সড় কোনো পূজো হতো কি-না তা নিশ্চিত করে বলা যায়নি।

৪:২১ **ট্রোজানদের জন্য...চলেছিল**: হেরা ও অ্যাথিনার ট্রয়ের ওপরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল বিখ্যাত 'প্যারিসের রায়'কে কেন্দ্র করে। এ বিষয়ে *ইলিয়াডেই* স্পষ্ট উল্লেখ আছে ২৪তম পর্বে (২৪:২৫-৩০)। 'প্যারিসের রায়'-এর বিবরণ থাকল এ বইয়ের ভূমিকা অংশে, '*ইলিয়াডের* আগে ও পরে: ট্রোজান মহাকাব্য চক্র—সিপ্রিয়া'য়।

৪:৫১-৫২ **আর্গজ...মাইসিনি**: দেবী হেরা এখানে দেবরাজ জিউসের সঙ্গে রাজি হচ্ছে এ বিষয়ে যে, জিউস যদি হেরার প্রিয়তম তিন শহর—আর্গজ, স্পার্টা ও মাইসিনি—ভবিষ্যতে গুঁড়িয়ে দেয়, সে তাতে কোনো আপত্তি জানাবে না। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, ট্রোজান যুদ্ধের পরে মাইসিনিয়ান যুগের ইতি ঘটে ডোরিয়ান আক্রমণে এই তিন শহর ধ্বংস হওয়ার মধ্য দিয়ে, আর হোমার এখানে সেটারই ইঙ্গিত করছেন।

৪:৫৯ **ক্রোনাসের সব কন্যা**: জিউসের পিতা ক্রোনাসের কন্যা হিসেবে হেরা জিউসের বোনও বটে। সে একইসঙ্গে জিউসের স্ত্রী (দেখুন ১৪:২৯৫-২৯৬)।

৪:৯০ **ইসিপাস নদীর জলধারা**: ইসিপাস নদীর উল্লেখ দেখুন দ্বিতীয় পর্বে (২:৮২৪-৮২৭)।

৪:১০১ **নেকড়ে-বংশের দেবতা**: অ্যাপোলোর উপাধি এখানে মূলে আছে 'Lykegenes' হিসেবে। এর অর্থ হতে পারে 'আলোর-বংশজাত' (Light-born); নেকড়ে-বংশজাত (Wolf-born); কিংবা 'লিশায় জন্ম হওয়া' (Lycian-born), যে লিশাতেই জন্ম প্যান্ডারাসের, যাকে অ্যাথিনা এখানে রাজি করালো মেনেলাসকে তীর মারতে। প্যান্ডারাসের পিতার নাম 'লাইকাওন', যা অ্যাপোলোর 'Lykegenes' নামের সঙ্গে মেলে। যাই হোক, অধিকাংশ প্রধান ইংরেজি অনুবাদ মোতাবেক 'নেকড়ে-বংশের দেবতা' রাখা হলো।

৪:১১০ **ষোল-তালুর দৈর্ঘ্য**: ছাগলের শিংয়ের দৈর্ঘ্য এখানে বলা হচ্ছে 'ষোল তালুর'। এক তালুতে প্রায় তিন ইঞ্চি, সে হিসেবে 'ষোল তালু'তে হয় আটচল্লিশ ইঞ্চি বা চার ফুট। এটা অতিরঞ্জন। চার ফুট দৈর্ঘ্যের ধনুক আকারে বেশি বড় হয়ে যায়।

৪:১১৮ **কালোবর্ণ ব্যথা...তীরের**: হোমার তীরকে তেতো তীর, তিক্ত তীর ইত্যাদি বলেছেন, আর এখানে বলছেন 'কালোবর্ণ ব্যথার' তীর। গবেষকদের অনুমান, ঐ যুগে তীরের আগায় বিষ মাখানো থাকতো বলেই এমন বলা হয়েছে, যদিও *ইলিয়াড*-এ কোথাও এই বিষের উল্লেখ নেই, তবে *অডিসিতে* আছে।

৪:১২৮ **অ্যাথিনা, যুদ্ধ...নিয়ামক**: অ্যাথিনার এই ফরমুলা বিশেষণটি (মূল গ্রিকে 'ageleie') নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউই নিশ্চিত নন এর সত্যিকারের অর্থ নিয়ে। সাধারণভাবে ধরা হয় 'ageleie' মানে 'she who brings in the spoils', অর্থাৎ 'সেই নারী/দেবী যে যুদ্ধে লুটের মাল দান করে বা বেটে দেয়' নিজের পক্ষকে।

৪:১৪১ **কারিয়ান ও মিওনিয়ান:** মিওনিয়ান বা কারিয়ান হস্তশিল্প বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বিশেষ কিছুর সন্ধান পাননি, যদিও মাইসিনিয়ান যুগের কবরের ভেতরে পশ্চিম এশিয়াটিক হাতির দাঁতের নানা জিনিস পাওয়া গেছে।

৪:১৭৩ **গ্রিকনারী হেলেনকে:** মূলে আছে 'আর্গিব হেলেন' বা 'আর্গজের হেলেন'। অধিকাংশ ইংরেজি অনুবাদক আর্গজ ও আর্গিবকে গ্রিসের প্রতিশব্দ হিসেবেই দেখেছেন। লক্ষণীয় বিষয় যে পুরো *ইলিয়াড*-এর কোথাও হেলেনকে 'ট্রয়ের হেলেন' (Helen of Troy) বলা হয়নি।

৪:১৯৪ **অ্যাসক্লিপিয়াসের:** হোমারে অ্যাসক্লিপিয়াস এক সাধারণ নশ্বর মানুষ। কিন্তু ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ থেকে গ্রিসে (বিশেষত এপিডোরাস অঞ্চলে) অ্যাসক্লিপিয়াসের পূজো শুরু হয় চিকিৎসকদের নানা সংঘ বা দল-উপদলের মূল দেবতা হিসেবে।

৪:২১৮ **কাইরন:** অন্য সব বুনো ও অসভ্য সেন্‌টোরদের (অর্ধ-পশু, অর্ধ-মানব এক প্রাণী) ভিড়ে কাইরন নামের সেন্‌টোরটি ব্যতিক্রম। সে থাকতো মাউন্ট পেলিয়নে এবং সে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিয়েছিল অ্যাসক্লিপিয়াস ও অ্যাকিলিসকে (দ্রষ্টব্য ১১:৮৩১)।

৪:২২৩ **পঙ্‌ক্তি ২২৩-৪২১:** শুরু হলো আগামেমনের সৈন্যদল পরিদর্শন, যাকে গ্রিকে বলা হয় এপিপোলেসিস (Epipolesis)। যেমন তৃতীয় পর্বে 'টেইকোস্‌কোপিয়া', তেমনই এক সুন্দর, পরিকল্পিত, বাঁধা-ধরা অধ্যায় এটা। হোমার এখানে আমাদের বিখ্যাত কিছু গ্রিক বীরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই মহাকাব্য পাঠে সামনে এগোনোর জন্য প্রধান বীরদের বিষয়ে এবং তাদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা পাঠকের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আগামেমনন এখানে প্রশংসা করেছে আইডোমেনুস; অ্যাজাক্স ভাইদ্বয় ও নেস্টরের; আর সমালোচনা করেছে মেনেস্‌থিয়ুস, অডিসিয়ুস ও ডায়োমিডিজের।

৪:২৭৩ **অ্যাজাক্স-ভাইদের:** এ অংশটুকুর (পঙ্‌ক্তি ২৭৩ ও পঙ্‌ক্তি ২৮৫) অনুবাদ সমস্যাসংকুল। মূল গ্রিকে আছে 'Aiantes', অর্থাৎ দুই অ্যাজাক্স। অতএব আপনি ভাববেন এখানে বোঝানো হচ্ছে সালামিস থেকে আসা টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স বা বড় অ্যাজাক্সকে (অন্যতম প্রধান গ্রিক বীর) এবং লোক্রিয়ার ছোট অ্যাজাক্সকে। কিন্তু দুই জায়গা থেকে আসা দুই অ্যাজাক্সের সেনাদল একত্রে দাঁড়িয়ে থাকে কী করে? অতএব 'Aiantes' কথার অর্থ এখানে হতে পারে একই পিতার ঔরসে জন্ম নেওয়া দুই ভাই—টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স ও টিয়ুসার। সেটাই ধরে নেওয়া হলো বাংলা অনুবাদে।

৪:৩০০-৩০২ **ভিড়ের মাঝ দিয়ে:** রথের লড়াইয়ের কথা বলা হচ্ছে এখানে। তখনকার যোদ্ধারা রথে চেপে আসতো, যুদ্ধ শুরু হতেই যোদ্ধা রথ থেকে মাটিতে নামতো। সে সময় রথচালক রথ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো যোদ্ধার পাশেই, কারণ বলা যায় না কখন পলায়নের বা সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। একাদশ পর্বে, আবারও নেস্টরের মুখেই, আমরা রথীদের যুদ্ধের কথা জানবো (১১:৭৩৬-৭৪৮)। *ইলিয়াড*-এ সারি বাঁধা রথের লড়াইয়ের প্রসঙ্গটি এই মোট দুবার এসেছে। দুবারই আমরা জানলাম যে রথচালকেরা সাধারণত রথে দাঁড়িয়ে থেকে যুদ্ধ করত না।

৪:৩১৯ **দেবতুল্য এরিয়ুথেলিয়ন:** এরিয়ুথেলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের দীর্ঘ বিবরণ আমরা নেস্টরের মুখেই শুনবো সপ্তম পর্বে (৭:১৩৬-১৫৬)।

৪:৩৬৫-৪০০ **ডায়োমিডিজের:** ডায়োমিডিজ যদিও এখানে আর্গজের বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে, সে আসলে ঈটোলিয়ার বীর টাইডিয়ুসের ছেলে। টাইডিয়ুস ও কাপানিয়ুস (ডায়োমিডিজের বন্ধু

স্থেনেলাসের পিতা) দক্ষিণ গ্রিসের সাত বিখ্যাত বীরের দুইজন, যারা ট্রোজান যুদ্ধের আগে থিবজ্ শহরের উপরে আক্রমণ চালায় (সে কাহিনীর প্রচলিত নাম: 'The Seven Against Thebes')। আগামেমনন এখানে তার বক্তৃতায় সেই বিখ্যাত যুদ্ধের কথাই বলছে। মহাকাব্যের ট্রোজান চক্রে (Trojan Cycle of Epics) এই কাহিনীর জমজমাট বিবরণ পাওয়া যায়। অতি সংক্ষেপে কাহিনীটি এরকম: ঈডিপাসের দুই পুত্র ইটোক্লিজ ও পলিনাইসিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে যায় কে থিবজ্-এর রাজা হবে তা নিয়ে। পলিনাইসিজ ছয় বীরকে জড়ো করে (অর্থাৎ তাকে সহ মোট সাতজন) থিবজ্ শহর আক্রমণে যায়, শহর অবরুদ্ধও করে ফেলে, কিন্তু শেষে গিয়ে হেরে যায় তারা। থিবজ্ শহরের সাত তোরণের একটির সামনে মারা যায় এ দু ভাই, ঈডিপাসের দুই সন্তান। *ইলিয়াড*-এ বেশ কয়েকবার এই যুদ্ধটির উল্লেখ আছে।

৪:৩৭৯ **থিবজ্-এর নগরদেওয়ালের:** উপরের টীকাতেই এই যুদ্ধের ('Seven Against Thebes') কথা কিছুটা বলা হলো। *ইলিয়াড* আগের যুগের, আগের প্রজন্মের, বীরদের লড়াই করা এই যুদ্ধকে সবসময়ই উল্লেখ করেছে এক বিশাল ও মহান কিন্তু বিপর্যয়কর যুদ্ধ হিসেবে।

৪:৩৮৫ **ক্যাড্মাস:** ক্যাডমাস্ বা ক্যাডমিয়ান থিবজের অধিবাসীদের নাম। তাদেরকে এই নামে ডাকার কারণ, পুরাণে আছে থিবজ্ শহরের প্রতিষ্ঠাতা ছিল ক্যাডমাস নামের একজন।

৪:৪০৬-৪১০ **থিবজ্...পিতাদের সমান করে:** স্থেনেলাস এখানে বলছে আগের যুগে থিবজ্ দখলে নিতে ব্যর্থ হওয়া সেই সাত বীরের সন্তানেরা (Sons of the Seven বা অন্য নামে Epigonoi) কীভাবে পরে থিবজ্ দখল করে সে কথা। স্থেনেলাস ও ডায়োমিডিজ এই Epigonoi-দের দুজন; অন্য একজন য়ুরাইয়ালাস, মিসিসটিয়ুজের পুত্র (দ্রষ্টব্য ২:৫৬৫)। থিবজ্ শহরের ওপরে চালানো এই দ্বিতীয়, এবং সফল, অভিযানটির বিষয়ে পুরাণে বা ইতিহাসে প্রায় কিছুই জানা যায় না। এদের পিতাদের অভিযান ছিল যতটা বিখ্যাত, এটা ততটাই অজ্ঞাত ও খ্যাতিহীন।

৪:৪৩৯ **আইরিজ:** যুদ্ধদেবতা আইরিজ *ইলিয়াড*-এ ট্রোজান পক্ষে রয়েছে। আইরিজের উৎস গ্রিসে নয়, সে থ্রেশান। গ্রিকদের দিকে যুদ্ধের মূল দেবতা (দেবী) চিরকালই অ্যাথিনা, আইরিজ নয়।

৪:৪৫৭ **অ্যান্টিলোকাস:** নেস্টরের তরুণ পুত্র।

৪:৪৬৬ **মহাত্মা আজিনর:** অ্যান্টিনরের পুত্র, ট্রোজান। *ইলিয়াড*-এ আজিনর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছে। সে কোনো গ্রিক প্রতিপক্ষকে হত্যা করা প্রথম ট্রোজান (যার কথা এখানে বলা হচ্ছে)। পরে তাকে আমরা (১১তম থেকে ১৬তম পর্বে) সবসময়েই দেখব ট্রোজান নেতাদের সঙ্গে; এবং শেষে ২০তম পর্বে তারই পুত্র মারা যাবে অ্যাকিলিসের হাতে (২০:৪৭৪)।

৪:৪৭৪ **সিমোয়িসিয়াসের:** অ্যাজাক্স এ অংশে (৪৭৪-৪৮৯) খুন করল সিমোয়িসিয়াসকে। কবির সৃজনী ক্ষমতার অদ্ভুত স্মারক এই চরিত্রটি। এই তরুণের জন্ম সিমোয়িস নদীর পাড়ে, সেই নদীর নামে তার নাম; আর তার পিতার নাম অ্যান্থিমিয়ন (যার অর্থ 'flowery' বা ফুলে-ভরা, হোমেরিক কাব্যে নদীর তীরের চির পরিচিত এক বিশেষণ)। সে যখন মারা যায়, সে মাটিতে পড়ে কোনো পপলার গাছের মতো করে (৪৮২), যে গাছ বেড়ে ওঠে কোনো পানির পাশে (৪৮২)। সিমোয়িসিয়াসের ব্যক্তিগত 'নদী' বিষয়ক ইতিহাস এবং এই উপমার মধ্যে কী সুন্দর পারস্পরিক যোগাযোগ!

৪:৫০৭ **পারগামাস:** ট্রয়ের সবচেয়ে উঁচু অংশ। গ্রিকরা কোনো শহরের এই অংশটিকে অ্যাক্রোপলিস-ও (acropolis) বলতো।

৪:৫১৫ **ট্রাইটনের বংশজাত**: মূলে আছে Tritogenia, যা দেবী অ্যাথিনার জন্য প্রযোজ্য এক হোমেরিক ফরমুলা বিশেষণ। এর অর্থ নিয়ে মহাবিতর্ক আছে। আধুনিক গবেষকদের মতে, এর অর্থ 'সমুদ্র-জাত' (Sea-born)। কিন্তু অ্যাথিনার জন্ম, পুরাণ অনুসারে, জিউসের মাথা থেকে (৫:৮৭৫)। রবার্ট ফ্যাগলস্ এ শব্দটির অনুবাদ করেছেন: 'Third-born of the Gods' (Tri অর্থ তৃতীয় ধরে নিয়ে)। গবেষকদের আরও ভিন্নমত আছে যে এই নামের যোগাযোগ আছে লিবিয়ার ট্রাইটোনিস হ্রদের সঙ্গে, আবার বিয়োশার ট্রাইটন নদীর সঙ্গেও। আধুনিক আরেক ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে, এর অর্থ 'genuine daughter of Zeus' বা 'জিউসের সত্যিকারের কন্যা' (গ্রিক শব্দটি 'Tritopateres' অর্থাৎ 'পিতার সত্যি মেয়ে')।

ইলিয়াডের পৃথিবী: জিউস ও তার প্রতীকী পাখি ঈগল

পর্ব - পাঁচ

ডায়োমিডিজের বীরগাথা

দেবী অ্যাথিনার উৎসাহ ও প্রেরণায় যুদ্ধে ফেটে পড়ে গ্রিক বীর ডায়োমিডিজ—ট্রোজান প্যান্ডারাসকে হত্যা করে সে, আহত করে ঈনিয়াসকে—দেবী আফ্রোদিতি ঈনিয়াসকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে, কিন্তু নিজে আহত হয় ডায়োমিডিজের হাতে—যুদ্ধদেব আইরিজ তাড়না দেয় ট্রোজানদের—অ্যাপোলো সারিয়ে তোলে ঈনিয়াসকে—ঈনিয়াস যুদ্ধে ফেরে—দেবী অ্যাথিনা ও হেরা সাহায্য দিয়ে যায় গ্রিকদের—ডায়োমিডিজ আঘাত করে যুদ্ধদেব আইরিজকেও।

বিষয়বস্তু

এ-পর্বের পুরোটাই যুদ্ধের বিভীষিকা দিয়ে ভরা। একদিকে গ্রিক বীর ডায়োমিডিজের চোখধাঁধানো লড়াই, অন্যদিকে দেবদেবীদের সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ। এ দীর্ঘ পর্বটির বর্ণনা-কাঠামোতে আছে প্রচণ্ডতা ও ঔজ্জ্বল্যের ছাপ—এর গতি, দৃশ্য, পরিস্থিতি পাল্টে যাচ্ছে বারবার। কাব্যিক সুষমা, উপমা ও ভিজুয়াল ডিটেলের বিস্ময়কর প্রাচুর্যের কারণে এটি ইলিয়াড-এর অন্যতম জনপ্রিয় পর্বের অভিধা লাভ করেছে। ভয়ংকর ঘটনা যে এখানে দেবী অ্যাথিনা নশ্বর মানুষ ডায়োমিডিজকে উৎসাহ দিচ্ছে দেবদেবীকে আক্রমণ করে বসার। ডায়োমিডিজ আফ্রোদিতি ও আইরিজকে আক্রমণের পরে এমনকি অ্যাপোলোর মতো বড় দেবতাকেও মারতে উদ্যত। কিন্তু এটা করে সে আমাদের আরও স্পষ্টভাবে

দেখিয়ে দিল যে মানুষ ও অমর দেবতারা এক নয় কোনোভাবেই, এ-দুয়ের দূরত্ব অমোচনীয়। আহত আফ্রোদিতিকে কোলে নিয়ে সারিয়ে তোলার সময় তার মা ডাইওনি স্পষ্ট ঘোষণা দিল, ডায়োমিডিজের মতো দেবতাদের বিরুদ্ধে লাগতে আসা নশ্বর মানুষেরা যুদ্ধ থেকে ঘরে ফিরে তাদের সন্তানকে কোলে নিতে পারবে না। আর অ্যাপোলো যে মারাত্মক চিৎকার করে ডায়োমিডিজকে সাবধান করে দিল দেবতাদের সঙ্গে পাল্লা না দিতে, তাতে নশ্বর ও অবিনশ্বরের ফারাকের স্পষ্টতা আমাদের হঠাৎ জাগিয়ে তুলল যেন। ডায়োমিডিজ এ পর্বে যুদ্ধে-অনুপস্থিত অ্যাকিলিসের বিকল্প হয়ে ওঠার শক্তি-সাহস দেখালেও, দেবতাদের সাপেক্ষে তার তুচ্ছতা লক্ষ্যণীয় বটে। আর আগের পর্বে ট্রোজানরা যে পাপ করেছে পবিত্র শপথের লঙ্ঘন করে (প্যান্ডারাস মেনেলাসকে তীর মেরে), এ-পর্বে তার শাস্তি পেয়ে গেল ট্রোজানবাহিনী—ডায়োমিডিজের হাতে মৃত্যু হলো প্যান্ডারাসের।

সারসংক্ষেপ

১-৯৪: দেবী অ্যাথিনার উৎসাহে ডায়োমিডিজ শুরু করল তার আগ্রাসন, মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে সে তার তাণ্ডব চালাল কোনো নদীর বানের মতন।

৯৫-১৬৫: প্যান্ডারাস তাকে তীর মেরে আহত করলেও, অ্যাথিনার কাছ থেকে পাওয়া ঐশ্বরিক শক্তিতে ডায়োমিডিজ অব্যাহত রাখল তার আক্রমণ।

১৬৬-২৩৯: ঈনিয়াস যোগ দিল প্যান্ডারাসের সঙ্গে, দুজনে একত্রে মিলে পরিকল্পনা করল যে কী করে ডায়োমিডিজকে থামানো যায়।

২৪০-৩৬২: এ-দুজন ডায়োমিডিজের দিকে চড়াও হতে গেলে, সামনে এগিয়ে গেল ডায়োমিডিজ; মারা গেল প্যান্ডারাস; সেইসঙ্গে ঈনিয়াসের কটিদেশে পাথর মেরে ভয়ংকর আঘাত হানল ডায়োমিডিজ; আফ্রোদিতি এগিয়ে এল তার পুত্র ঈনিয়াসকে বাঁচাতে; ডায়োমিডিজ আঘাত করল দেবী আফ্রোদিতিকেও।

৩৬৩-৪৩০: যুদ্ধদেব আইরিজ আফ্রোদিতিকে নিয়ে চলল অলিম্পাসে; আফ্রোদিতির মা ডাইওনি মেয়েকে সান্ত্বনা-শুশ্রূষা দিল। অ্যাথিনা ও হেরা জিউসের সাথে মিলে মশকরা করল আফ্রোদিতিকে নিয়ে যে, তার দক্ষতার জায়গা প্রেম ও কামনা, যুদ্ধের মাঠ নয়।

৪৩১-৫১৮: ডায়োমিডিজ চেষ্টা করল দেবতা অ্যাপোলোকে আক্রমণের; অ্যাপোলো তাকে শাসাল এবং পিছু হটতে বলল। অ্যাপোলো ঈনিয়াসকে উদ্ধার করল চাতুরীর মাধ্যমে, অবশেষে অ্যাপোলো যুদ্ধদেব আইরিজকে বলল ডায়োমিডিজের মত্ততা থামিয়ে দিতে। ঈনিয়াস, এখন ফের সুস্থ, ফিরে গেল যুদ্ধের মাঠে।

৫১৯-৮৪৫: ট্রোজানরা ধীরে ধীরে যুদ্ধে নিজেদের হারানো জায়গাটুকু পুনরুদ্ধার করা শুরু করল। কিন্তু অ্যাথিনা ও হেরা মিলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করল যে তারা যুদ্ধদেব আইরিজকে থামাবে। জিউসের অনুমতি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকল এ দুই দেবী; অ্যাথিনা চড়ে বসল ডায়োমিডিজের রথে।

৮৪৬-৯০৯: দেবীর প্ররোচনায় ডায়োমিডিজ আঘাত হানল যুদ্ধদেব আইরিজের ওপরেও। আইরিজ চিৎকার দিল নয়-দশ হাজার মানুষের চিৎকারের সমান তীব্রতা

নিয়ে এবং ফেরত গেল অলিম্পাসে। জিউস আইরিজের প্রতি তার ঘৃণার প্রকাশ ঘটালেও সারিয়ে তুলল তাকে; হেরা ও অ্যাথিনা তাদের মিশন সফলভাবে শেষ করে ফিরে গেল অলিম্পাসে।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

২৩তম দিনের যুদ্ধই চলছে এ-পর্ব জুড়ে। ঘটনাস্থল, আগের পর্বের মতো, ট্রয় নগর এবং সাগরসৈকতে দাঁড় করিয়ে রাখা গ্রিক জাহাজবহরের মাঝখানের বিশাল সমতল।

চিত্র ৭. আহত ঈনিয়াস। পেছনে বাঁয়ে দাঁড়ানো ঈনিয়াসের মা উন্মুক্তবক্ষা দেবী আফ্রোদিতি। চিকিৎসক ঈনিয়াসের পায়ের থেকে কেটে বের করছে তীর বা বর্শার আগা। ঈনিয়াস অবিচলিত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার বল্লম ধরে, পাশে তার তরবারি, বুকে বর্ম পরা। সঙ্গের ছেলেটিই ভার্জিলের *ঈনিদ* মহাকাব্যে হবে তার পুত্র, অ্যাসকানিয়াস। পেছনে দাঁড়ানো ট্রোজান যোদ্ধারা। (পম্পেইতে পাওয়া ফ্রেস্‌কো, খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতক।)

এবার টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজকে সাহস ও শক্তি দিল দেবী প্যালাস অ্যাথিনা, যাতে সে সকল গ্রিকের মাঝে সর্বসেরা প্রমাণিত হয়, যেন লাভ করে মহিমান্বিত খ্যাতি। তার শিরস্ত্রাণ ও বর্মে অ্যাথিনা উদ্দীপিত করে দিল এক অন্তহীন শিখা। যেভাবে ফসল কাটার কালে জ্বলে আকাশের তারা, ওশেনাসের স্রোতধারায় অবগাহন করে যেভাবে অন্য তারাদের থেকে জ্বলে সে বেশি উজ্জ্বল হয়ে°— ৫
সেভাবেই এক অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিল দেবী তার মাথা আর কাঁধে, তাকে ঠেলে দিল যুদ্ধের দামামার মাঝে, যেখানে লড়াইয়ের বিশৃঙ্খলা প্রকট ছিল সবচেয়ে।

ট্রোজানদের মাঝে এক লোক ছিল, নাম ডাইরিজ, ধনী ও মহৎ, হেফিস্টাস দেবতার যাজক ছিল সে। তার ছিল দুই পুত্র—ফিজুস ও আইডিয়াজ, এরা ১০
দুজনই সবরকম যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এ দুজন দল থেকে নিজেদের আলাদা করে নিয়ে, রথে চড়ে, আক্রমণ করে বসল ডায়োমিডিজের 'পরে। ডায়োমিডিজ তখন ঘোড়া থেকে নেমে, ছিল মাটির ওপরে। এরপরে যখন দু পক্ষ এল কাছাকাছি, একপক্ষ আরেকটার বিরুদ্ধে আক্রমণে, প্রথমে ফিজুস ছুড়ে দিল তার বহুদূর-ছায়া-ফেলা বর্শাখানি। কিন্তু তার বর্শার সুচালো মাথা চলে ১৫
গেল টাইডিয়ুসপুত্রের বাঁ-কাঁধের ওপর দিয়ে, আঘাত করতে ব্যর্থ হলো তাকে। এবার টাইডিয়ুসপুত্র ছুটে এল তার ব্রোঞ্জ হাতে, তার হাত থেকে বর্শার দ্রুত ধেয়ে যাওয়া অনর্থক হল না বটে।

ফিজুসের বুকে, দুই স্তনাগ্রের মাঝে, আঘাত হানল সে। তাকে ছুড়ে ফেলল রথ থেকে নীচে। আইডিয়াস নিজেও লাফিয়ে নেমে গেল সুন্দর রথটি পেছনে ২০
ফেলে রেখে। তার সাহস হলো না ভাইয়ের মরদেহ প্রতিরক্ষা দিতে। নাহ্, কালো নিয়তির থাবা এড়াতে পারতো না সে-ও, যদি [দেবতা] হেফিস্টাস তাকে না রাখত পাহারা দিয়ে, না বাঁচাতো তাকে রাতের অন্ধকারে মুড়ে। হেফিস্টাস আসলে নিশ্চিত করল যেন তার বৃদ্ধ যাজক [দুই পুত্র হারিয়ে] দুঃখশোকে শেষ না হয়ে পড়ে। যা হোক, মহাত্মা টাইডিয়ুসের ছেলে এদের ঘোড়াগুলো চালিয়ে নিয়ে ২৫
গেল, সহযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিল ঘোড়া সুগোল জাহাজের কাছে নিয়ে যেতে।

যখন গর্বিত-মন ট্রোজানবাহিনী দেখল ডাইরিজের দু ছেলের একজন পালাচ্ছে [ভয়ে] এবং অন্যজন রথের পাশে নিহত, নিথর—তারা হতাশ ও আতঙ্কিত হলো। তখন অ্যাথিনা, দীপ্ত-নয়না দেবী, ক্ষুব্ধ যুদ্ধদেব আইরিজের হাত ধরে বলল তার কানে, এই কথা : ৩০

'আইরিজ, আইরিজ, নশ্বর মানুষের সর্বনাশ তুমি, নগরদেওয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়া রক্তমাখা দানো—আমাদের এখন কি উচিত না ট্রোজান ও গ্রিকদের নিজেদের যুদ্ধ নিজেদের চালিয়ে নিতে দেওয়া, পিতৃদেব জিউসকেই ঠিক করতে দেওয়া যে কে পাবে যুদ্ধজয়ের গৌরব ও খ্যাতি? চলো আমরা দুজন মাঠ ছেড়ে যাই, জিউসের ক্রোধ এড়াই।'

৩৫ এ-ই বলল দেবী, আর বিক্ষুব্ধ আইরিজকে নিয়ে গেল যুদ্ধের মাঠ থেকে। তাকে সে বসিয়ে রাখল স্কামান্দার নদীর বালুময় তটে।

এর ফলে, গ্রিকদের হাতে মার খেয়ে পালাতে লাগল ট্রোজান যোদ্ধারা। গ্রিকদের প্রতিটি নেতা মানুষ হত্যা করল নিজে। প্রথমে মানুষের রাজা আগামেমনন রথ থেকে ফেলে দিল হ্যালিজোনদের নেতা লোকটিকে, নাম তার

৪০ মহান ওডিয়াস। ওডিয়াসই পালাচ্ছিল সবার আগে; তখন আগামেমনন বিদ্ধ করল তাকে তার পিঠে, দু-কাঁধের মাঝে, বল্লম ছুঁড়ে। বল্লম বেরিয়ে গেল সোজা তার বুকের মাঝ দিয়ে। সে মাটিতে পড়ল ধপ্ করে, তার বর্ম ঠনঠন করে পড়ল তারই গায়ের ওপরে।

এরপরে ফিসটাস খুন হলো আইডোমেন্যুসের হাতে। সে এসেছিল মিওনিয়ার উর্বরা টার্নি দেশ থেকে। যখন সে চড়ে বসছিল তার রথে, আইডোমেন্যুস,

৪৫ বল্লমবাজ নামে খ্যাত, তাকে তখন বিদ্ধ করল দীর্ঘ বল্লমের এক ঝটকায়, তার ডান কাঁধ বরাবর মেরে। সে পড়ে গেল রথ থেকে এবং জঘন্য অন্ধকার মুড়ে দিল তার চোখ। আইডোমেন্যুসের অনুচরেরা বর্ম খুলে নিল তার শরীরের থেকে।

এরপরে স্ট্রোফিয়াসের পুত্র স্কামান্ড্রিয়াস, বুনো জন্তু শিকারে ধূর্তবুদ্ধি খুব,

৫০ হত হলো অ্যাট্রিউসপুত্র মেনেলাসের ধারালো বর্শার ঘায়ে। সে ছিল শক্তিশালী শিকারি পুরুষ, দেবী আর্টেমিজ নিজে তাকে শিখিয়েছে পাহাড়ি জঙ্গলে বেড়ে ওঠা বুনো জন্তু বধ করা। তবে তীরন্দাজ সেই আর্টেমিজ আজ এল না তার কোনো কাজে, কিংবা অতীতে ধনুর্বিদ্যায় দক্ষতার তার যে উৎকর্ষ ও খ্যাতি ছিল, সে সবও কাজে এল না কোনো।

৫৫ অ্যাট্রিউসপুত্র মেনেলাস, যার বল্লমে অনেক খ্যাতি—স্কামান্ড্রিয়াস পালাচ্ছিল তার সামনে দিয়ে। তাকে মেনেলাস ঘায়েল করল তার দু-কাঁধের মাঝে, পিঠে, বল্লমের এক ঝটকা মেরে, আর সেটা চালিয়ে দিল অন্যপাশে তার বুক ভেদ করে। সুতরাং সে পড়ে গেল মুখ সামনে দিয়ে, তার দেহের ওপর যুদ্ধবর্ম আওয়াজ তুলল ঠনঠন করে।

এরপরে মেরাইয়োনিজ বধ করল ফেরেক্লাসকে, সে টেকটনের ছেলে,

৬০ টেকটন হারমনের ছেলে। হারমনের হাত দক্ষ ছিল নানা বিচিত্র জটিল জিনিস

তৈরি করায়; প্যালাস অ্যাথিনা তাকে ভালবাসত অন্য যে কোনো মানুষের চেয়ে বেশি। প্যারিসের জন্য সে-ই বানিয়ে দিয়েছিল সুঠাম জাহাজগুলি—ওরাই তো উৎস সব অশুভের, সকল ট্রোজানের সব সর্বনাশের, এমনকি তার নিজেরটারও—হায়! সে দেবতাদের দৈববাণী বিষয়ে জানত না কিছু! মেরাইয়োনিজ ধাওয়া করল তার পিছু। যখন সে ধরে ফেলল তাকে, সে আঘাত করল তার ডান ৬৫ নিতম্বের মাঝে, বল্লমের আগা চলে গেল সোজা তার তলপেটে বড় হাড়ের নীচে মূত্রথলি পার হয়ে। ফেরেক্লাস জোর গোঙানি দিয়ে বসে গেল তার হাঁটুর 'পরে, আর মৃত্যু ঘিরে ধরল তাকে।

আর পিডিয়াস, অ্যান্টিনরের ছেলে, বধ হলো মেজিসের হাতে। সত্যি বলতে পিডিয়াস ছিল অ্যান্টিনরের অবৈধ সন্তান, যদিও দেবীতুল্য থিয়ানো তাকে পেলে বড় করেছিল মহা যত্ন নিয়ে ঠিক তার নিজের বাচ্চাদের মতো করে, ৭০ স্বামীকে খুশি করতেই এমনটা করেছিল সে। ফাইলিয়ুসপুত্র মেজিস, বল্লমবাজরূপে খ্যাত, পিডিয়াসের নিকটে চলে এল, তাকে ঘায়েল করল ধারাল বর্শা তার মাথার পেছনে মোটা শিরায় হেনে। ব্রোঞ্জের আগা বেরিয়ে এল তার দন্তপাটি হয়ে—গোড়া থেকে জিভ কেটে নিয়ে। এভাবে পড়ল সে ধুলোর ওপরে, দাঁত দিয়ে কামড়ে থাকল ব্রোঞ্জের শীতলতা। ৭৫

এবার ইউয়িমনের ছেলে য়ুরিপিলাসের হাতে বধ হলো হিপসিনর, দেবতুল্য এক লোক। তার পিতা ডোলোপাইওন, মহান হৃদয়ের; তাকে বানানো হয়েছিল স্কামান্দার নদীর যাজক; আর গাঁয়ের লোকেরা মান্য করত তাকে দেবের মতন। এরই ওপরে য়ুরিপিলাস, ইউমিয়নের উজ্জ্বল ছেলে, ছুটে এল তার তরবারি নিয়ে। হিপসিনর পালাচ্ছিল তার সামনে দিয়ে, মাঝ পথে তাকে য়ুরিপিলাস আঘাত হানল কাঁধে, তার ভারি বাহু কেটে উপড়ে নিল। ৮০ এই বাহু, রক্তে পুরো মাখা, পড়ল মাটিতে গিয়ে। হিপসিনরের চোখে নেমে এল কালো মৃত্যু ও শক্তিমান নিয়তির গ্রাস।

এভাবেই বিশাল যুদ্ধে প্রাণপাত করতে লাগল তারা একসাথে। আর টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজ বিষয়ে তুমি বলতে পারবে না যে দুই সৈন্যদলের মাঝে সে আসলে ছিল কোন্ দিকে—ট্রোজানদের সাথে, নাকি গ্রিকদের দিকে?° ৮৫ কারণ সে ওই বিরাট সমতলে ঘুরে ফিরছিল ঝড়ো হাওয়ার মতন করে, যেন শীতের মুষলধার বৃষ্টির ধারা, যার ছুটে চলা বানের সামনে পড়ে ভেঙে যায় বাঁধ, যাকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় ঘন-বেড়া-দেওয়া বাঁধগুলো, একইরকম ব্যর্থ হয় ফলে-ভরা আঙুর বাগানের প্রতিরক্ষা দিতে বানানো দেওয়াল; যখন জিউসের ৯০ বৃষ্টি এই বান তাড়িয়ে নিয়ে চলে, তখন কেউই বুঝতে পারে না এর হঠাৎ ধেয়ে

আসা; এর সামনে দলে দলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় মানুষের নানা সুন্দর সৃষ্টিসম্ভার— ঠিক সেভাবে ট্রোজানদের ঘনবদ্ধ ব্যাটালিয়নগুলি ছত্রভঙ্গ হচ্ছিল টাইডিয়ুসপুত্রের তাড়া খেয়ে। তারা সংখ্যায় অত বেশি ছিল ঠিকই, তবু তারা পারল না এক ডায়োমিডিজের সামনে দাঁড়াতে।

৯৫ কিন্তু যখন প্যান্ডারাস,° লাইকাওনের মহান সন্তান, দেখল ডায়োমিডিজ আগুন ঝরাচ্ছে সমতল জুড়ে, সামনে তাড়িয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে ব্যাটালিয়নগুলি, তৎক্ষণাৎ সে টাইডিয়ুসপুত্রের দিকে নোয়াল তার বাঁকা ধনুক, এবং নিখুঁত নিশানায় তীর মেরে আঘাত হানল সামনে ছুটতে থাকা এই যোদ্ধার গায়ে—তার ডান কাঁধে, ঊর্ধ্বাঙ্গ-বর্মের আচ্ছাদনের 'পরে। এই আচ্ছাদন ভেদ ১০০ করে তিক্ত তীর চলে গেল সোজা নিজ পথে, বর্ম ভরে গেল রক্তের ছিটায়। প্যান্ডারাস, লাইকাওনের মহিমান্বিত ছেলে, এবার হাঁক দিল জোরে :

'জাগো, উন্নতচিত্ত ট্রোজানবাহিনী, তোমরা অশ্বচালকেরা! গ্রিকদের সেরা যে-জন সে আহত হয়েছে; আমার বিশ্বাস বেশিক্ষণ পারবে না সে এই তীর সয়ে যেতে, মানে যদি সত্যি জিউসপুত্র প্রভু অ্যাপোলোই আমাকে লিশা° থেকে এখানে ১০৫ তাড়িয়ে এনে থাকে।'

এই বলল সে বিরাট জাঁক করে। কিন্তু কথা হল, তার ক্ষিপ্র সে তীরে মারা যায়নি ডায়োমিডিজ, শুধু পেছনে হটেছে, তারপর হেঁটে দাঁড়িয়েছে তার ঘোড়া ও রথের সামনের দিকে, সেখানে নিয়েছে অবস্থান। এরপর ডায়োমিডিজ বলল তার রথচালক কাপানিয়ুসের ছেলে স্থেনেলাসের প্রতি :

'ওঠো, জলদি, কাপানিয়ুসের ভালো ছেলে, রথ থেকে নামো, আমার কাঁধ ১১০ থেকে টেনে মুক্ত করো ঐ তিক্ত তীর।'

এ-ই বলল সে। স্থেনেলাস লাফ দিয়ে নামল রথ থেকে, মাটিতে দাঁড়াল তার পাশে, এবং তার কাঁধের মাংস থেকে সোজা টেনে বের করল ঐ দ্রুতছোটা তীর। রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হতে লাগল তার ঘন-বুনোটে তৈরি বহির্বাস থেকে। এরপর ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কারে দক্ষতা বড়, প্রার্থনা জানাল [অ্যাথিনার প্রতি] :

১১৫ 'শোনো আমার কথা ঐশীবর্ম পরা চির-অক্লান্ত° জিউসের মেয়ে! যদি কোনোদিন তুমি যুদ্ধের উচ্চণ্ড অগ্নির মাঝে সহৃদয় বিবেচনা থেকে দাঁড়িয়ে থাকো আমার পিতার পাশে, তাহলে সেরকম এখন আমার ওপরেও দয়াপরবশ হও, অ্যাথিনা, দেবী তুমি। আমার প্রার্থনা রাখো, আমাকে এই লোককে বধ করতে দাও, তাকে আনো আমার বর্শার সীমানার মাঝে। সে আমাকে মেরেছে আমি তাকে দেখতে পাওয়ার আগে, এবং এখন দম্ভ করছে খুব, ঘোষণা দিচ্ছে আমি ১২০ নাকি আর বেশিক্ষণ সূর্যের উজ্জ্বল আলো দেখব না চোখে।'

এ-ই বলল ডায়োমিডিজ প্রার্থনা রেখে। প্যালাস অ্যাথিনা শুনতে পেল সেটা। ডায়োমিডিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে দেবী তুলে নিল ভার, তার পা এবং

হাত হালকা করে দিল। এবার অ্যাথিনা চলে এল তার পাশে, বলল তাকে ডানাওয়ালা কথা :

'ডায়োমিডিজ, এখন তুমি উপযুক্ত সাহসের সাথে পারবে ট্রোজানদের মুখোমুখি হতে। কারণ তোমার বুকে আমি ভরে দিলাম তোমার পিতার বল, ১২৫ সেই অকুতোভয় বল যা ছিল আগে অশ্বারোহী, ঢাল-আন্দোলিত-করা টাইডিয়ুসের বুকে। আমি সেইসাথে তোমার দৃষ্টি থেকে কুয়াশাও সরালাম— আগে ওরা তোমার দু-চোখ ঢেকে ছিল; সরালাম যাতে করে তুমি আলাদা করতে পারো মানুষ ও দেবদেবী। অতএব এখন যদি এখানে কোনো দেবতা আসে, তোমাকে পরীক্ষায় ফেলে, তুমি কোনোভাবে ঐ অমর দেবতাদের কারো সাথে মুখোমুখি লড়াই কোরো না যেন, তবে শুধু আফ্রোদিতি ছাড়া। ১৩০ আফ্রোদিতি, জিউসের মেয়ে, যদি যুদ্ধে ঢোকে, তাকে তুমি আঘাত কোরো ধারালো ব্রোঞ্জের এক ঘায়ে।'

এই কথা বলে বিদায় নিল অ্যাথিনা, দীপ্ত-নয়না দেবী। ডায়োমিডিজ, *টাইডিয়ুসের ছেলে, আবার ফিরে এল একদম সম্মুখের যোদ্ধাদের মাঝে, মিশে* গেল তাদের সাথে। আগেও তার বুকে একান্ত বাসনা ছিল সে লড়বে ট্রোজানদের বিপরীতে, আর এখন নিঃসন্দেহে তিনগুণ বেশি প্রচণ্ডতা নিয়ে সেই বাসনা ঘিরে ১৩৫ ধরল তাকে। যেভাবে কোনো সিংহ আহত হয় মাঠে চরা রাখালের ঘায়ে, রাখাল তার লোমে-ভরা ভেড়ার পাল পাহারা দেবার কালে সেই সিংহ বেড়া পার হয়ে লাফিয়ে ভেতরে ঢোকার প্রয়াস নিলে রাখাল আহত করে তাকে, কিন্তু বধ করতে ব্যর্থ হয়, তখন দেখা যায় সে বরং সিংহের মত্ততা আরও বাড়িয়ে তুলেছে; এবার রাখাল সিংহকে আর বাধা দিতে পারে না কোনো, সিংহ বেড়া ভেঙে ভেতরে চলে ১৪০ আসে, আর ভেড়াগুলো, সব অরক্ষিত তারা, পালায় ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে, এরা সব একটা আরেকটার 'পরে গাদা হয়ে পড়ে এবং সেই সিংহ প্রচণ্ড রোষে লাফিয়ে চলে যায় উঁচু বেড়া পার হয়ে—সেভাবেই রোষ ও ক্ষিপ্ততা নিয়ে শক্তিমান ডায়োমিডিজ হামলা চালাল ট্রোজানদের 'পরে।

এবার হত্যা করল সে ট্রোজানবাহিনীর দুই নেতা অ্যাসটিনোয়াস ও হিপাইরনকে। একজনকে মারল সে স্তনাগ্রের ওপরে, তার ব্রোঞ্জের আগাওয়ালা ১৪৫ বল্লম ছুঁড়ে; এবং আরেকজন ঘায়েল হলো তার বিশাল তলোয়ারে; কাঁধের পাশে, কাঁধ ও বক্ষ সংযোগকারী হাড়ে লাগল তার, কাঁধ পুরো কেটে পড়ে গেল তার গলা ও পিঠ থেকে।

ওদের সে ওখানে ফেলে রেখে ধাওয়া করল আবাস ও পলিআইডাসের পেছন পেছন। এরা বৃদ্ধ ইয়ুরিডামাসের দুই ছেলে, ইয়ুরিডামাস এক স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতা।

১৫০ কিন্তু এরা যখন ট্রয়ের পথে রওনা দিয়েছিল, বৃদ্ধ নিশ্চিত এদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেনি কোনো—শক্তিমান ডায়োমিডিজের হাতে এদের মৃত্যু হলো।

এবার ডায়োমিডিজ জানথাস ও থুনকে ধাওয়া দিল। এরা দুজনেই ফিনোপস্-এর ছেলে, দুজনেই তার অনেক আদরের। তাদের পিতা এখন বৃদ্ধবয়সের ভারে কাবু, তার ধনসম্পদের ভার দিয়ে যাবার মতো আর কোনো

১৫৫ পুত্রের জন্ম দেয়নি সে বুড়ো।° ডায়োমিডিজ মৃত্যু ঘটাল এদের দুজনেরই, প্রিয় জীবন কেড়ে নিল দুজনের থেকে, শুধু এদের পিতার জন্য সে রেখে দিল নিদারুণ শোক ও বিলাপ। এরা যুদ্ধ থেকে কোনোদিন ফিরে এলে, তাদের সে স্বাগত জানাবে তেমনটা আর তার ভাগ্যে হলো না; আর এদের অন্য আত্মীয়-পরিজন ভাগ করে নিল তার ধনসম্পদ যা ছিল।

ডায়োমিডিজের পরের শিকার দারদানিয়ান প্রায়ামের দুই ছেলে—একেমন

১৬০ ও ক্রোমিয়াস, তারা দুজনে ছিল একই রথে। যেভাবে কোনো সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্য চারণভূমিতে ঘাস খেতে থাকা গবাদি পশুর পালে, ঘাড় ভাঙে কোনো বকনা বাছুরের কি কোনো ষাঁড়ের—সেভাবেই টাইডিয়ুসের ছেলে দুজনকেই তাদের রথ থেকে ঠেলে ফেলে দিল নির্মম ধাক্কা মেরে, যদিও তারা বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। আর এর পরে শরীর থেকে সে খুলে নিল তাদের যুদ্ধবর্মগুলি।

১৬৫ এ দুজনের ঘোড়া ডায়োমিডিজ দিল তার সহযোদ্ধাদের হাতে, জাহাজের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে।

ঈনিয়াস° দেখল কীভাবে ডায়োমিডিজ যোদ্ধাবাহিনীর মাঝে নিয়ে আসছে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। সে যুদ্ধের মাঠে বর্শার বিশাল বৃষ্টি উপেক্ষা করে রওনা দিল দেবতুল্য প্যান্ডারাসের খোঁজে, তাকে কোথাও খুঁজে পাবে, এই আশা নিয়ে। শেষে লাইকাওনপুত্রকে সে খুঁজে পেল, মহান ও পরাক্রমশালী। ঈনিয়াস দাঁড়াল

১৭০ তার মুখের সম্মুখে, তাকে বলল এই কথা :

'প্যান্ডারাস, কোথায় তোমার ধনুক আর ডানাওয়ালা তীর, তোমার খ্যাতি —এখন কোথায়? এ দেশের কেউ নেই তোমার সমান, লিশাতেও কেউ নেই যে বলতে পারে ধনুর্বিদ্যায় সে তোমার থেকে ভালো। অতএব আসো, জিউসের প্রতি প্রার্থনা রেখে দু-হাত ওপরে তোলো। আর তীর ছুড়ে মারো ওই লোকটার দিকে। যে-ই হোক না কেন সে, দ্যাখো কীভাবে তার করতলগত হয়ে যাচ্ছে

১৭৫ সবকিছু, কীভাবে বস্তুত ট্রোজানদের জন্য সে আনছে বহু দুর্দশা, কীভাবে সে আমাদের অনেক ভালো যোদ্ধার ঢিলা করছে হাঁটু। এমন নয় তো যে সে কোনো দেবতা হবে, যে দেবতা রেগে আছে ট্রোজানদের 'পরে, হতে পারে তার প্রতি পশুবলির ঘাটতির থেকে আমাদের ওপরে ক্ষেপে আছে! মানুষের ওপরে ক্ষেপে যাওয়া দেবতাদের ভার নিদারুণ ভারি।'

লাইকাওনের মহিমান্বিত ছেলে, প্যান্ডারাস, তখন বলল তাকে :

'ঈনিয়াস, ব্রোঞ্জে-মোড়া ট্রোজানদের উপদেষ্টা তুমি। আমার হিসেবে, ১৮০
সবকিছু বিচার করে, বলতে পারি ওই লোক টাইডিয়ুসের বলশালী পুত্রই হবে।
তার বর্ম ও চূড়া-ওঠানো শিরস্ত্রাণ দেখে, এবং তার ঘোড়াগুলো দেখে, আমার
ধারণা আমি তাকে চিনি। যদিও আমি নিশ্চিত নই কোনো দেবতা আছে কিনা
তার ছদ্মবেশে। তবে আমি যাকে ভাবছি সে যদি সে-ই হয়, মানে ডায়োমিডিজ,
টাইডিয়ুসের বলশালী ছেলে, তবু বলতে হয়, তার এই ক্ষিপ্ততায় নিশ্চিত ১৮৫
দেবকুলের কারো সাহায্য-সহযোগিতার হাত আছে। অমর দেবদেবীর কেউই
তার থেকে একপাশে সরিয়ে নিয়েছে আমার সে দ্রুতগামী তীর, এমনকি তার
গায়ে সেই তীর পড়া সত্ত্বেও। আমি অনেক আগেই তার দিকে তীর মেরেছিলাম,
আঘাত হেনেছিলাম তার ডান কাঁধে, ঊর্ধ্বাঙ্গ-বর্মের আচ্ছাদন ভেদ করে সেই
তীর পরিষ্কার চলে গিয়েছিল। আমার ধারণা ছিল এতে করে তাকে আমি বুঝি
পাঠিয়ে দিলাম হেডিসের° মৃত্যুর-দেশে। কিন্তু না, তাকে বধ করা হলো না ১৯০
আমার। অতএব, সন্দেহ নেই, সে কোনো ক্রুদ্ধ দেবতাই হবে।

'আর এখন আমার হাতের কাছে নেই কোনো ঘোড়া, নেই কোনো রথ
যাতে চড়তে পারি আমি। ওদিকে লাইকাওনের বিশাল বাড়িতে আমি জানি আছে
এগারোটি সুন্দর রথ—নতুন বানানো, নতুন সাজসজ্জা করা, ওপরে কাপড় ছড়িয়ে
ঢেকে রাখা। এদের প্রতিটির পাশে আছে জোতার জন্য ঘোড়া, তারা সব খেয়ে ১৯৫
যাচ্ছে সাদা যব ও রাইশস্য দানা। হায়, আমি যখন ট্রয়ের পথে রওনা হই তখন
বৃদ্ধ বল্লমবাজ লাইকাওন আমাকে আমাদের ঐ সুনির্মিত ঘরে বারবার একই
কথা বলেছিল, দিয়েছিল একই উপদেশ। সে বলেছিল আমি যেন যুদ্ধে নামি
ঘোড়ায় বা রথে চড়ে, যেন ওভাবেই ট্রোজানদের নেতৃত্ব দিই যুদ্ধের প্রচণ্ডতার ২০০
মাঝে। কিন্তু তার কথা শুনলাম না আমি, যদি শুনতাম তাহলে কতো ভালো
হতো! ঘোড়াদের রেহাই দিলাম আমি [এই ভেবে যে] মানুষের এ মহা ভিড়ের
মাঝে আবার না ওদের খাদ্যে ঘাটতি পড়ে, ওরা আহা সবসময়েই পেটপুরে
খেতে অভ্যস্ত কিনা!

'তাই ওদের রেখে পায়ে হেঁটেই ট্রয় আসি আমি, শুধু আমার ধনুকের ওপরে
ভরসা করে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এই ধনুর্বিদ্যা আমার কাজে আসবে না খুব ২০৫
বেশি। এরই মধ্যে তো আমি দুবার তীর ছুড়েছি দুই সেরা যোদ্ধার দিকে—
টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজ ও অ্যাট্রিউসপুত্র মেনেলাস। দুবারই ভালো মতো
আঘাত হেনেছি বটে, দুবারই নিশ্চিত রক্ত ঝরিয়েছি ওদের দেহ থেকে, কিন্তু
আসলে এতে স্রেফ ওদের আরও জাগিয়েছি বেশি করে। না, বলতেই হয়, মন্দ
ভাগ্য নিয়েই গোঁজ থেকে আমার বাঁকা ধনুক তুলেছিলাম আমি সেদিন, যেদিন
আমার ট্রোজানদের দেবতুল্য হেক্টরের সেবায় নিয়ে আসি সুন্দর ইলিয়ামে। তবে ২১০
যদি আমি কোনোদিন ফিরতে পারি নিজ দেশে, ফের নিজ চোখে দেখতে পারি

প্রিয় দেশ, আমার স্ত্রী ও সেই বিশাল উঁচু-ছাদ রাজপ্রাসাদ, তখন যদি আমি এই ধনুক নিজের হাত দিয়ে তক্ষুনি না ভাঙি আর না ছুড়ে দিই গনগনে আগুনের
২১৫ মাঝে, তাহলে যেন বাইরের কেউ এসে তৎক্ষণাৎ আমার মাথা কেটে নেয় ধড় থেকে। এ ধনুক কোনো কাজেরই নয়—ফালতু, হাওয়ার মতো মূল্যহীন ওটা!'

ঈনিয়াস, ট্রোজানদের নেতা, তখন তাকে বলল এর প্রত্যুত্তরে :

'নাহ্, এভাবে বোলো না। পরিস্থিতির উন্নতি ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ আমরা দুজন রথ ও ঘোড়াগুলো নিয়ে ওই লোকের মুখোমুখি না হই, যুদ্ধে নেমে না দেখি কিসে তৈরি সে। নাহ, আসো, আমার রথে চড়ো, তাহলে তোমার
২২০ দেখাও হবে যে ট্রস-এর এরা° কেমনতরো ঘোড়া, কতটা এরা জানে সমতলে কী করে ছুটতে হয় এদিকে ওদিকে, আক্রমণের কিংবা পলায়নের কালে। যদি জিউস টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজকেই দিতে থাকে বিজয় গৌরব, তখন ওরা
২২৫ আমাদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনবে [ট্রয়] নগরীতে। আসো, অতএব, হাতে নাও চাবুক ও উজ্জ্বল লাগাম, অন্যদিকে আমি রথ থেকে নেমে লড়াইয়ে যাই; কিংবা তুমি নিজে অপেক্ষা করো ওই লোক কখন আক্রমণে আসে, আর আমি ঘোড়া পাহারা দিয়ে রাখি।'

তখন লাইকাওনের দ্যুতিময় ছেলে [প্যান্ডারাস] উত্তর দিল তাকে :

২৩০ 'ঈনিয়াস, তোমার লাগাম তুমিই হাতে রাখো, তোমার ঘোড়া তোমার চালানোই ভালো। ধরো আমাদের পালাতে হলো টাইডিয়ুসপুত্রের থেকে, তখন ঘোড়াগুলো এই বাঁক-নেওয়া রথ ভালো সামলাবে যদি রথচালক ওদের চেনাজানা হয়ে থাকে। আমি চাই না ওরা ভীত হয়ে দৌড়াক পাগলের মতো, আর তোমার কণ্ঠ শুনতে না পেয়ে আমাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক যুদ্ধের মাঠে—তখন তাহলে
২৩৫ উদ্ধতমন টাইডিয়ুসের ছেলে লাফিয়ে উঠবে আমাদের ওপরে, খুন করবে দুজনকেই এবং তোমার একখুরের° ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যাবে। নাহ, তুমিই চালাও তোমার নিজের রথ, নিজের ঘোড়া। আর অন্যদিকে আমি আমার ধারাল বল্লম হাতে নিয়ে দেখছি কী করে এ লোকের আক্রমণ সামলাতে পারি।'

এই কথা বলে তারা চড়ে বসল তাদের জাঁকাল-সাজানো রথে, ব্যগ্র মনে
২৪০ দ্রুতছোটা ঘোড়া চালাল টাইডিয়ুসপুত্রের দিকে। স্থেনেলাস, কাপানিয়ুসের মহিমান্বিত ছেলে, দেখল তাদের, সে তৎক্ষণাৎ টাইডিয়ুসপুত্রকে বলল ডানাওয়ালা কথা :

'ডায়োমিডিজ, টাইডিয়ুসের ছেলে, বড় প্রিয় আমার কাছে তুমি। দেখছি যে দুই পরাক্রমশালী যোদ্ধা আসছে এইদিকে, তোমার সাথে লড়ার ব্যগ্র বাসনা নিয়ে,
২৪৫ ওদের শক্তি মাপ-পরিমাপহীন। একজন ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী খুব, নাম প্যান্ডারাস, তার চেয়ে বড় কথা সে নিজের গর্ব করতে পারে লাইকাওনের ছেলে বলে। অন্যজন ঈনিয়াস, তারও গর্ব আছে অতুল্য অ্যাঙ্কাইসিসের ছেলেরূপে, আর তার

মা দেবী আফ্রোদিতি নিজে। নাহ্, আমরা পেছাই চলো আমাদের রথে চড়ে, তোমাকে মিনতি করি এভাবে [রথ থেকে মাটিতে নেমে] ক্ষিপ্ত হয়ে উঠো না আর সম্মুখভাগের এসব যোদ্ধাদের মাঝে, না হলে তোমার প্রিয় জীবনটা যাবে।' ২৫০

তখন ভ্রূর নীচ থেকে রাগী দৃষ্টি হেনে শক্তিমান ডায়োমিডিজ জবাব দিল তাকে :

'আমাকে পালানোর কথা বলবে না কখনোই। আমার ধারণা তুমি রাজি করাতে পারবে না আমাকে। আমার রক্তে নেই যুদ্ধে থেকে সটকে পড়া কিংবা গুটি মেরে যাওয়া। আমার শক্তি ও দম এখনও অটুট-অটল। আর রথে চড়ারও আমার ইচ্ছে নেই কোনো; যেভাবে আছি সেভাবেই ওদের মুখোমুখি হবো। ২৫৫ প্যালাস অ্যাথিনা আমাকে ভয় পেয়ে ভাগতে দেবে না ওদের কাছ থেকে। আর ওই দুই লোক, ওদের ব্যাপারে, বলতে পারি ওদের দ্রুতগামী ঘোড়া ব্যর্থ হবে আমাদের থেকে ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, বেশি হলে একজনমাত্র পালাতে সক্ষম হবে।

'তোমাকে বলছি অন্য আরেক কথা, সেটা মনে রেখো ভাল করে। যদি এমন হয় অ্যাথিনা, মন্ত্রণাদাত্রী দেবী, আমাকে বিজয়মুকুট দিল দুজনকেই কতল ২৬০ করে, তখন তুমি এখানে এই দ্রুতগামী ঘোড়াগুলো রেখে, লাগাম রথের কানায় শক্ত করে বেঁধে, ছুটে যেয়ো ঈনিয়াসের ঘোড়াগুলির দিকে, ওদের চালিয়ে নিয়ে যেয়ো ট্রোজানদের থেকে দূরে হাঁটুতে বর্ম-পরা গ্রিকবাহিনীর কাছে। তোমাকে বলি, ওই ঘোড়ারা সেই একই জাতের ঘোড়া যেগুলি দূর থেকে বজ্রচমক হানা ২৬৫ জিউস ট্রসকে দিয়েছিল তার পুত্র গানিমিডের° ক্ষতিপূরণরূপে। অতএব ওরা প্রভাতের ও সূর্যের আলোর নীচে পৃথিবীর সবচে সেরা ঘোড়া বটে। ওদের পাল থেকে একদা অ্যাঙ্কাইসিস, মানুষের রাজা, চুপেচাপে তার ঘোড়ীদের দিয়ে নতুন বংশবৃদ্ধি করে, লাওমিডন কিছুই টের পায় না এসবের।° এরই থেকে জন্ম নেয় ছয়টি শাবক, অ্যাঙ্কাইসিস-প্রাসাদে। চারটি সে নিজে রাখে, পেলে বড় করে তার ২৭০ আস্তাবলে, আর দুটো সে দেয় পুত্র ঈনিয়াসের হাতে—ঈনিয়াস, বিশৃঙ্খলার ফন্দি আঁটা বীর। আমরা যদি এই দুই ঘোড়া জিতে নিতে পারি, তাহলে বোঝো কী মহাখ্যাতি আমাদের হবে।'

এভাবে তারা কথা বলল একে অপরের সাথে, আর ততক্ষণে কাছে চলে এল অন্য দুজনে, তাদের দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়ে। প্যান্ডারাস, লাইকাওনের ২৭৫ মহিমময় ছেলে, প্রথম বলল কথা ডায়োমিডিজের প্রতি :

'মহান রাজা টাইডিয়ুসের ছেলে, যুদ্ধবাজ শক্তহৃদয় ডায়োমিডিজ তুমি, সন্দেহ নেই আমার দ্রুতছোটা তীর, তিক্ত সে তীর, তোমাকে ঘায়েলে ব্যর্থ হয়েছে। আমি ফের প্রয়াস নেব বল্লম দিয়ে, হতে পারে এবার তাতে ঘায়েল হবে তুমি।'

২৮০ এই কথা বলে সে তার বল্লম দোলাল এদিকে-ওদিকে, আর ছুড়ে দিল এই দূর অবধি ছায়া ফেলা অস্ত্রখানি। তা গিয়ে আঘাত হানল টাইডিয়ুসপুত্রের ঢালের ওপরে। ব্রোঞ্জের মাথা ঢাল ফুঁড়ে সোজা চলে গেল, পৌছে গেল উর্ধ্বাঙ্গের বর্মের কাছে। তখন তাকে নিয়ে লাইকাওনের মহিমান্বিত ছেলে [প্যান্ডারাস] বলল জোরে চিৎকার করে :

'পরিষ্কার বল্লম তোমার পেট ফুঁড়ে গেছে। আমার ধারণা আর বেশিক্ষণ ২৮৫ টিকবে না তুমি! কী এক যশখ্যাতি তুমি আমাকে দিলে তবে।'

তখন চেহারায় কোনো ভয়-আতঙ্ক না নিয়ে শক্তিমান ডায়োমিডিজ বলল তাকে, জবাব দিল তার :

'লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছে, পারোনি, আঘাত লাগেনি। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমরা দুজন ততক্ষণ ক্ষান্ত দেবে না যতক্ষণ কমপক্ষে একজন লুটিয়ে না পড়ছ নীচে, এবং যুদ্ধদেব আইরিজকে তৃপ্ত করছ রক্তবন্যা দিয়ে—আইরিজ, শক্ত চামড়ার ঢাল হাতে ধরা যোদ্ধা দেবতা।'

২৯০ এই কথা বলে ডায়োমিডিজ ছুড়ে মারল তার বর্শাখানি। অ্যাথিনা বর্শাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল প্যান্ডারাসের নাকের ওপর দিকে, তার চোখের পাশে। বর্শা চলে গেল তার সাদা দন্তপাটি ভেদ করে। এই একরোখা ব্রোঞ্জ তার জিভ ছিঁড়ে নিল একদম গোড়া থেকে, বর্শার মাথা বেরিয়ে এল চিবুকের নীচের পাশ দিয়ে। সে পড়ে গেল তার রথ থেকে। তার বর্ম, উজ্জ্বল ও দ্যুতিমান, ঠুনঠান ২৯৫ পড়ল তার গায়ের ওপরে, আর তার দ্রুতচারী ঘোড়াগুলি কেঁপে সরে গেল একপাশে। তার শক্তি ও আত্মা সেখানেই ছেড়ে গেল তাকে।

এবার ঈনিয়াস লাফিয়ে নামল ঢাল ও দীর্ঘ বল্লম হাতে নিয়ে। তাকে ভয় ঘিরে ধরেছে যে গ্রিক সেনারা তার কাছ থেকে প্যান্ডারাসের মৃতদেহ কেড়ে নেবে। এই মৃতদেহের 'পরে ঈনিয়াস দাঁড়াল আত্মশক্তিতে আস্থাশীল এক সিংহ ৩০০ হয়ে; বল্লম উঁচিয়ে রাখল সামনের দিকে, আর তার ঢাল ঠিকভাবে সুসমঞ্জস ধরা ছিল চারপাশে। ব্যগ্র সে যে-ই লাশ কেড়ে নিতে আসবে তাকে খুন করবে বলে; ভয়-জাগানো এক হুঙ্কারে সে চারপাশ কাঁপিয়ে দিল।

এবার টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজ একটা পাথর হাতে নিল কী বিশাল দক্ষতায়! এখনকার নশ্বর লোকেরা দুজনে মিলেও ওই পাথর তুলতে ব্যর্থ হবে, আর সে ৩০৫ একাই কতো হালকাভাবে তুলে ফেলল সেটা। এই দফা ঈনিয়াসকে সে আঘাত হানল তার কটিদেশে, যেখানে উরু এসে মেশে নিতম্বের জোড়ায়, শ্রোণিদেশের কোটর বলে লোকে একে ডাকে। ভেঙে গেল তার এই কোটর বা খাঁচা, ছিঁড়ে ফেটে গেল মাংসপেশী-হাড়ের-সাথে-জোড়া দুই মোটা শিরা। দাঁতালো পাথর ছিঁড়ে নিয়ে গেল তার গায়ের ত্বক। যোদ্ধা ঈনিয়াস পড়ে গেল হাঁটুর ওপরে, মাটিতে তার বলিষ্ঠ ৩১০ এক হাত রেখে শরীর ঠেকাল সে। কালো রাত ঘিরে এল তার দুই চোখে।

ওখানেই মানুষের রাজা ঈনিয়াস শেষ হয়ে যেত যদি না সে তক্ষুনি পড়ত জিউসের মেয়ে আফ্রোদিতির চোখে। আফ্রোদিতি তার মা, তাকে সে গর্ভে ধরে অ্যাঙ্কাইসিসের ঔরসে, যখন একদিন অ্যাঙ্কাইসিস যত্ন নিচ্ছিল নিজের গবাদি পশুদের। প্রিয় পুত্রের চারপাশে আফ্রোদিতি মেলে দিল তার সাদা দুই বাহু এবং তার উজ্জ্বল কাপড়ের ভাঁজ সে ছড়িয়ে দিল ছেলের সামনের দিকে, ৩১৫ ছুটে আসা তীর-বর্শা থেকে আশ্রয়রূপে, যেন কোনো গ্রিকসেনা দ্রুতগামী ঘোড়া চড়ে ব্রোঞ্জের বল্লম ছুড়ে না দিতে পারে ঈনিয়াসের বুকে, না পারে তার জীবন কেড়ে নিতে।

এভাবে আফ্রোদিতি প্রিয় পুত্রকে যুদ্ধের মাঠ থেকে নিয়ে যেতে ব্যস্ত যখন, কাপানিয়ুসের ছেলে স্থেনেলাস ভুলল না কী আদেশ তার জন্য রেখে গিয়েছিল ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কারে দড় বীর। সে তার নিজের একখুরের ঘোড়াগুলো যুদ্ধের ৩২০ মত্ততা থেকে দূরে রেখে, রথের কানায় লাগাম শক্ত করে বেঁধে, ছুটে গেল ঈনিয়াসের অপরূপ-কেশরের দু ঘোড়ার দিকে, ওদের চালিয়ে সামনে নিয়ে গেল—ট্রোজানদের থেকে হাঁটু বর্মে-ঢাকা গ্রিক সেনাদলের দিকে। সে ওদের তুলে দিল প্রিয় সহযোদ্ধা দিয়িপিলাসের হাতে, তাকে সে মূল্য দিত তার যুবক বয়সী অন্য ৩২৫ যে কারও থেকে বেশি, কারণ মনের দিক থেকে সে ছিল তার নিজেরই মতন। তাকে সে বলল ঘোড়া নিয়ে চলে যেতে সুগোল জাহাজের পাশে। স্থেনেলাস এরপরে চড়ল তার নিজের রথে, হাতে নিল উজ্জ্বল লাগাম, তৎক্ষণাৎ ছুটাল তার শক্ত-খুর ঘোড়া টাইডিয়ুসপুত্রকে খুঁজে নেবার ব্যাকুল কামনাতে।

ডায়োমিডিজ এদিকে তার নির্দয় ব্রোঞ্জ হাতে নিয়ে ধাওয়া করেছে ৩৩০ আফ্রোদিতির° পিছে। সে বুঝে ফেলেছে আফ্রোদিতি এক দুর্বলচিত্ত দেবী, মানুষের সমরের মাঠ যারা দাপিয়ে রাখে সে রকম কোনো সাহসী দেবী নয়; না, সে অ্যাথিনার মতো নয়, কিংবা নয় [যুদ্ধদেবী] ইনাইয়োর° মতো—ওরা দুই নগর-বিধ্বংসী দেবী। বিশাল ভিড়ের মধ্যে পিছু নিয়ে যখন সে আফ্রোদিতির মুখোমুখি হলো, মহাত্মা টাইডিয়ুসপুত্র তখন তার ধারাল বল্লম তুলে লাফিয়ে উঠল দেবীর ৩৩৫ দেহের ওপরে, আহত করল তার হাতের কমনীয় তালু। বল্লমের মাথা ঢুকে গেল গ্রেইস দেবীদের নিজ হাতে বানিয়ে দেওয়া তার অক্ষয় কাপড় কেটে, তালুর ওপরে কবজির মাংস অভ্যন্তরে। তক্ষুনি দেবীর অক্ষয় রক্ত বেরুলো সেখান থেকে, এ-রক্তের নাম আইকর, এ-রক্ত বয় পবিত্র দেবদেবীর দেহের শিরায়। ৩৪০ দেবকুলের কেউ না খায় কোনো রুটি, না পান করে আগুনজ্বলা মদ; তাই তারা রক্তহীন, তাই তাদের অমর বলা হয়।

আফ্রোদিতি এক জোর চিৎকার দিয়ে হাত থেকে ছেড়ে দিল নিজের ছেলেকে; কিন্তু ফিবাস অ্যাপোলো ধরে ফেলল তাকে, তার বাহুতে নিয়ে নিল, তাকে রক্ষা করল এক নীল-কালো মেঘে ঢেকে, যাতে গ্রিকদের কেউ দ্রুতগামী ঘোড়া চড়ে কোনো ৩৪৫

ব্রোঞ্জের বর্শা ছুড়ে মারতে না পারে তার বুকে, না পারে তার জীবন কেড়ে নিতে। তবে দেবীর উদ্দেশে ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কারে দড়, বলল জোরে হুঙ্কার ছেড়ে :

'আফ্রোদিতি, জিউসের মেয়ে, যুদ্ধ ও লড়াই থেকে দূরে থাকো। এই কি যথেষ্ট না যে তুমি দুর্বল মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে ছলনা করাও? আমার বিশ্বাস
৩৫০ যুদ্ধে ঢুকতে তুমি যদি গোঁ ধরো, তবে আজ থেকে যুদ্ধের কথা শুনে তোমার কাঁপ উঠে যাবে, এমনকি যদি বহু দূর থেকে শোনো, তবু।'

এই ছিলো তার কথা। আফ্রোদিতি চলে গেল হতবুদ্ধি হয়ে, সে ব্যথায় কাতর। দেবী আইরিস, ঘূর্ণিবাত্যার মতো তার গতি, তাকে ধরে নিয়ে গেল সেনাদঙ্গল থেকে। ব্যথায় পাথর সে, তার ফর্সা দেহখানি কালো। এসময় দেখল
৩৫৫ সে আইরিজ, উচ্চণ্ড যুদ্ধদেবতা, যুদ্ধক্ষেত্রের বাঁয়ে বসে আছে। তার বর্শাখানি এক মেঘের 'পরে ঠেকনা দিয়ে রাখা, পাশে তৈরি তার দুই দ্রুতচারী ঘোড়া। তখন আফ্রোদিতি সেখানে বসে গেল হাঁটু মুড়ে, তাৎক্ষণিক তার প্রিয় ভাইয়ের কাছে মিনতি জানিয়ে চাইল সে তার মাথায় সোনার সাজ পরা ঘোড়া :

'প্রিয় ভাই, আমাকে বাঁচাও, তোমার ঘোড়া দুটো দাও। আমি অলিম্পাসে
৩৬০ যাব যেখানে অমর দেবকুলের বাড়ি। এক আঘাত থেকে ভীষণ ব্যথায় আছি আমি। নশ্বর এক লোক, টাইডিয়ুসের ছেলে, আমাকে আঘাত দিয়েছে, মনে হয় এখন লড়বে সে স্বয়ং পিতৃদেব জিউসেরও সাথে।'

এ-ই ছিল তার কথা। শুনে আইরিজ তাকে দিল তার ঘোড়া, তাদের মাথার-সাজ সোনায় নির্মিত। আফ্রোদিতি চড়ে বসল রথে, তার বুকে ভীষণ ব্যথা; তার
৩৬৫ পাশে চড়ে আইরিস দেবী লাগাম হাতে নিল। ঘোড়া দুটো যেন যাত্রা শুরু করে, তাই সে ওদের পিঠে মারল চাবুকের বাড়ি। এবার স্বচ্ছন্দে, নির্ভার সামনে চলা শুরু করল দুই ঘোড়া। সোজা তারা চলে এল দেবকুলের বাসস্থানের কাছে, উঁচু অলিম্পাসে। সেখানে আইরিস, ঘূর্ণিবায়ুর তার পা, দ্রুতচারী দেবী, থামাল ঘোড়া দুটো; রথের জোয়াল থেকে তাদের মুক্তি দিয়ে দিল, তাদের সামনে রাখল
৩৭০ দেবরাজ্যের অমৃত বিচালি যতো। সুন্দরী আফ্রোদিতি এবার নিজেকে ছুড়ে দিল তার মা ডাইওনির° পা-র কাছে। ডাইওনি তার কন্যাকে জড়িয়ে নিল দুই বাহুর মাঝে, হাত দিয়ে শরীর বুলাল তার, এবং বলল তাকে :

'আদরের মেয়ে, স্বর্গবাসী পুত্রদের° কোন্ জন তোমার সাথে এই আচরণ করল এরকম স্বেচ্ছাচারীর মতো, যেন বা তুমি সবার সামনে বসে রত ছিলে কোনো বদ কাজে?'

৩৭৫ হাস্যপ্রিয় আফ্রোদিতি° তখন জবাব দিল তাকে :

'টাইডিয়ুসের ছেলে, ডায়োমিডিজ, ভীষণ দাম্ভিক, আঘাত করেছে আমার গায়ে। কারণ আমি আমার প্রিয় ছেলে ঈনিয়াসকে বের করে নিয়ে আসছিলাম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। সে তো আমার কাছে সব মানুষের চেয়ে অনেক বেশি প্রিয়।

এখন [মা] এই ভয়ংকর যুদ্ধ ট্রোজান ও গ্রিকদের মধ্যকার কোনো যুদ্ধ নয় আর!
নাহ, গ্রিকরা এখন লড়ছে অমর দেবদেবীদেরও সাথে!' ৩৮০

ডাইওনি, ঐশ্বরিক দেবী, তখন জবাব দিল তাকে :°

'আমার আদরের মেয়ে, ধৈর্য ধরো, সহ্য করে যাও তোমার দুঃখব্যথা। অলিম্পাসে বাস করে এমন আরও অনেক দেবদেবী একে অন্যকে নিদারুণ দুঃখ দিতে গিয়ে দুর্দশা সয়েছে মানুষের হাতে। যেমন আইরিজ, অনেক ভুগতে হলো তাকে যখন ওটাস ও বলশালী এফিয়ালটিস, আলিয়াসের দুই সন্তান তারা,° ৩৮৫ আইরিজকে বাঁধল নিষ্ঠুর শেকলের মাঝে, আর ব্রোঞ্জে তৈরি এক পাত্রে তাকে ভরে ওভাবেই রেখে দিল তেরো মাস ধরে। ওভাবেই হয়তো যুদ্ধে এই চিরঅতৃপ্ত দেব আইরিজের লীলা সাঙ্গ হতো, যদি আলিয়াসপুত্রদের সৎমা সুন্দরী এরিবিয়া হারমিসকে না বলত তাদের এই কর্মের কথা। হারমিস আইরিজকে ৩৯০ নিয়ে গেল সংগোপনে। তার তখন ভীষণ করুণ দশা; সেই নিদারুণ শেকলের ঘায়ে জান যাবার হাল।

'হেরাকেও একইরকম ভুগতে হয়েছিল যখন অ্যাম্ফিট্রিয়নের মহা শক্তিশালী ছেলে হেরাক্লিস তাকে আঘাত করল এক তিন-কাঁটার তীরে, তার ডান স্তনের 'পরে—তাতে তাকেও সইতে হলো এমন এক ব্যথা যার উপশম ছিল না কোনো।

'বিরাটকায় হেডিসকেও° বাকি সবার মতো দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল যখন ৩৯৫ এই একই লোক, ঐশীবর্ম পরা জিউসের ছেলে হেরাক্লিস, তাকে আঘাত করেছিল এক তিক্ত তীরে, পাইলোসে মৃতদের মাঝে; তার ফলে তাকে সইতে হলো এক তীব্র ব্যথা। হেডিস তখন গেল জিউসের প্রাসাদে, উঁচু অলিম্পাসে। তার বুকে শোক, ব্যথায় দেহ বিদ্ধ, কাতর। তার বিরাটাকার কাঁধে ঢুকে বসে ছিল ওই তীর, বেদনাজর্জর করে দিচ্ছিল তার আত্মাকে। যাই হোক, পেয়িওন° ৪০০ চিকিৎসক তার ঘায়ে লাগিয়ে দিল ওষুধি মলম, সারিয়ে দিল তাকে; কারণ, যা-ই বলো, সে তো আর ছিল না মরণশীলদের ধাঁচে গড়া কেউ। পশুতুল্য নির্দয় লোক ছিল [এই হেরাক্লিস], হানাহানি রক্তপাতে লোভ, নিজের মন্দ কাজ নিয়ে সে বিচলিত ছিল না একটুও। আহ্ কীভাবে অলিম্পাসবাসী দেবদেবীকেও সে জ্বালাত তার তীরের ঘায়ে!

'এখন যদি বলতে হয় তোমার বিষয়ে—অ্যাথিনা, দীপ্ত-নয়না দেবী এই ৪০৫ [ডায়োমিডিজ] লোকটিকে লাগিয়েছে তোমার পেছনে। কী যে বোকা সেই লোক! টাইডিয়ুসের এই ছেলে, ডায়োমিডিজ, জানে না সেই নশ্বর মানুষের জীবন কত ছোট, যে মানুষ লাগতে আসে অমর দেবকুলের সাথে! তার সন্তানেরা তার হাঁটুর কাছে জড়ো হবে না,° যেভাবে তারা হয় যখন কোনো যোদ্ধা ঘরে ফেরে যুদ্ধ ও ভয়ংকর সংঘাতের দিন শেষে। আহা, টাইডিয়ুসের ছেলে, যতই শক্তি থাক তার, ৪১০

কী হবে যদি তোমার চেয়ে শক্তিমান দেবদেবী কেউ তার সঙ্গে লড়ে? তখন দেখা যাবে ইজিয়ালিয়া,° তার স্ত্রী, আদ্রাসটাসের বুদ্ধিমতী মেয়ে, বহুদিন ধরে দীর্ঘ বিলাপধ্বনি করে রাতে ঘুম ভাঙাবে বাড়ির লোকেদের, বিলাপ করবে সে তার বিবাহিত স্বামীর মৃত্যু নিয়ে, তার স্বামী গ্রিকদের সেরা এবং সে নিজে
৪১৫ অবিচল স্ত্রী ঘোড়া-বশে-আনা ডায়োমিডিজের!'

বলল ডাইওনি এবং তার দুই হাত দিয়ে মুছে দিল আফ্রোদিতির বাহুর আইকর। ক্ষত সেরে গেল, নিদারুণ ব্যথা দূরীভূত হলো।

অ্যাথিনা ও হেরা এতক্ষণ দেখছিল তাকে। এবার তারা চাইল ক্রোনাসপুত্র জিউসকে খোঁচা মেরে কথা বলে রাগিয়ে দেবে। দুজনের মাঝে দীপ্ত-নয়না দেবী
৪২০ অ্যাথিনাই প্রথমে বলল কথা :

'জিউস পিতৃদেব, আমি যা বলছি সে কথা শুনে তুমি কি রেগে যাবে আমার ওপরে? আফ্রোদিতি নিঃসন্দেহে আবার লেগে গেছে কাজে, সে প্রলুব্ধ করছে গ্রিক মেয়েদের ট্রোজান পুরুষদের কাছে যেতে, জানোই তো সে ট্রোজানদের কত বেশি ভালোবাসে। সুন্দর পোশাক পরা গ্রিক কোনো মেয়ের হাত বুলাতে বুলাতে, আফ্রোদিতি মেয়েটির [কাপড় বাঁধার] সোনালি পিনে কী সুন্দর ডলে দেয় তার
৪২৫ কমনীয় হাত [আর বলে এগিয়ে যেতে]।'

এ-ই ছিল তার কথা। তা শুনে মানুষ ও দেবকুলের পিতা জিউস স্মিত হেসে দিল, সোনালি আফ্রোদিতিকে ডাকল তার দিকে, বলল :

'বাছা আমার! যুদ্ধের বিষয়-আশয় তোমার জন্য নয়। নাহ্, তুমি বরং বিয়েশাদী, কাম-প্রেম নিয়েই থাকো। যুদ্ধের এসব ব্যাপার ছাড়ো ক্ষিপ্রগতি
৪৩০ আইরিজ ও অ্যাথিনার হাতে।'

যখন তারা একে অন্যকে বলছিল এ-সকল কথা, তখন ওদিকে ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কারে পাকা, লাফিয়ে উঠল ফের ঈনিয়াসের 'পরে। সে ভালোমতো জানত যে দেবতা অ্যাপোলো নিজে এখন রক্ষা করছে তাকে, নিজের বাহু দিয়ে ঈনিয়াসকে ঢেকে। কিন্তু ডায়োমিডিজের এই মহান দেবতাকে নিয়েও
৪৩৫ ভয় ছিল না কোনো। তখনও ব্যাকুল সে ঈনিয়াসকে বধ করে তার বিখ্যাত বর্ম শরীর থেকে খুলে নেবে বলে। তিনবার° সে লাফিয়ে উঠল ঈনিয়াসের 'পরে, ভয়ংকর বাসনা তার তাকে খুন করবার, এবং তিনবারই অ্যাপোলো ফিরতি ধাক্কা মেরে তার ঝলমলে ঢাল সরিয়ে দিল একপাশে। কিন্তু চতুর্থবার যেই ডায়োমিডিজ ছুটে এল তার ওপরে কোনো অতিমানবের মতো, তখন ভয়ংকর

এক চিৎকার দিয়ে বলল তাকে অ্যাপোলো, তীরন্দাজ-দেব :

'টাইডিয়ুসের ছেলে, কী করছ তা ভাবো, ক্ষান্তি দাও! দেবতাদের সমান ৪৪০
হওয়ার ইচ্ছা যদি থাকে, তা ছাড়ো! অমর দেবতারা ও পৃথিবীর মাটিতে হাঁটা মানব সন্তানেরা কখনোই এক জিনিস নয়।'

এ-ই বলল সে। তা শুনে টাইডিয়ুসের ছেলে একটু সরে গেল পেছনের দিকে, এড়াল দূর থেকে তীর ছোঁড়া অ্যাপোলোর ক্রোধ। অ্যাপোলো এবার ঈনিয়াসকে ভিড়ের মাঝ থেকে নিয়ে গেল পবিত্র পারগামাসে,° যেখানে মন্দির ৪৪৫
আছে তার। সেখানে, মন্দিরের ভেতরের মহা পূণ্যস্থানে, লেটো° ও তীরন্দাজ আর্টেমিজ ঈনিয়াসকে সারিয়ে তুলল, এবং তাকে মহিমা দিল আরও।

ইতিমধ্যে অ্যাপোলো, রুপালি ধনুকের দেব, ঈনিয়াসের এক অবিকল প্রতিরূপ বানাল—চেহারায় ও বর্মে, দুই বিচারেই। এই অলীক শরীর ঘিরে ৪৫০
ট্রোজান ও দেবতুল্য গ্রিক সেনাগণ একে অন্যকে কোপ মারতে লাগল তাদের ষাঁড়ের চামড়ায় গড়া ঢালের ওপরে, একজন আরেকজনের বুকে—বৃত্তাকার সেসব ঢাল, তাতে পতপত করছিল শোভাবর্ধনের পালক আর সুতো। এসময় ফিবাস অ্যাপোলো বলল মহাক্ষিপ্ত হয়ে থাকা আইরিজের প্রতি :

'আইরিজ, আইরিজ, নশ্বর মানুষের সর্বনাশকারী, তুমি নগরপ্রাকার ভাঙা ৪৫৫
রক্তমাখা দেব। এখনও কি এই যুদ্ধে ঢুকবে না তুমি, আর উঠিয়ে নেবে না এই লোককে এখান থেকে? টাইডিয়ুসের ছেলে সে, এখন সে লড়বে যেন স্বয়ং পিতৃদেব জিউসেরও সাথে! প্রথমে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে আঘাত করে আফ্রোদিতিকে, তার কব্জির মাঝে; পরে আমার ওপরেও ধেয়ে আসে যেন অতিমানব কোনো।'

এই কথা বলে অ্যাপোলো উড়ে গিয়ে বসল পারগামাসের উঁচু চূড়ার 'পরে। ৪৬০
ভয়াল আইরিজ ঢুকল ট্রোজানবাহিনীর মাঝে, তাড়া দিল সেনাদের। সে ছদ্মবেশ নিল থ্রেশানদের নেতা দ্রুতছোটা আকামাসের চেহারা নিয়ে। জিউসের স্নেহপুষ্ট প্রায়ামপুত্রদের এবার ডাক দিল সে, বলল তাদের :

'হে প্রায়ামের পুত্রগণ, এবং প্রায়াম, জিউসের স্নেহপুষ্ট রাজা, আর কতক্ষণ তোমরা তোমাদের সেনাদের গ্রিকদের হাতে এভাবে কতল হতে দেবে? যতক্ষণ ৪৬৫
গ্রিকরা চলে না আসছে আমাদের শহরের মজবুত তোরণ পর্যন্ত, ততক্ষণ? দ্যাখো একজন লুটিয়ে পড়েছে, যাকে আমরা সম্মান দিই দেবতুল্য হেক্টরের সমান—সে ঈনিয়াস, মহানুভব অ্যাঙ্কাইসিসের ছেলে। নাহ, আসো, আমাদের মহান এ-সহযোদ্ধাকে রক্ষা করি যুদ্ধের হট্টগোল থেকে।'

এই বলে সে প্রতিটি মানুষের মনে জাগাল শক্তি ও যোদ্ধাচেতনা। এসময় ৪৭০
সারপিডন কঠোর ভর্ৎসনা করল দেবতুল্য হেক্টরের, এই কথা বলে :

'হেক্টর, কোথায় গেল তোমার সেই আগেকার তেজ? আগে তুমি বলেছিলে, কোনো বাহিনী বা মিত্রসেনা ছাড়া একাই তুমি পারো নগর বাঁচাতে,

শুধু তোমার ভগ্নিপতিদের ও ভাইদের সহায়তা নিয়ে। কই, আমি তো এখন
৪৭৫ দেখছি না ওদের কাউকেই, কোনোখানে। ওরা গুটি মেরে জড়সড় যেমন কুকুর হয় সিংহের সামনে গিয়ে। আমরাই কিনা করে যাচ্ছি যুদ্ধ, আমরা যারা তোমাদের মিত্র হয়ে এসেছি এইখানে।

'আমাকেই ধরো। আমি মিত্রবাহিনীর লোক, এসেছি বহু দূর থেকে—লিশার অবস্থান বহু দূরে জানথাসের জলাবর্তের পাড়ে। সেখানে আমি রেখে এসেছি
৪৮০ আমার প্রিয় বউ ও শিশুপুত্রটিকে, আর আমার প্রভূত ধনসম্পদ যা কিনা অভাবী যে কোনো মানুষের কাছে বিরাট আকাঙ্ক্ষার বটে। তা সত্ত্বেও দেখ, আমি লিশানদের কীভাবে যুদ্ধে নামার তাড়া দিয়ে চলি, এবং কীভাবে নিজেও ব্যগ্র হয়ে আছি প্রতিপক্ষের সাথে লড়ব বলে, যদিও এখানে আমার কাছে এমন কিছু নেই যা গ্রিকরা কেড়ে বা তাড়িয়ে নিতে পারে।

৪৮৫ 'অন্যদিকে তুমি স্রেফ দাঁড়িয়েই আছ। তোমার সেনাদের বলছ না এমনকি বুখে দাঁড়ানোরও কথা, তাদের স্ত্রীদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যও যদি হয়। সাবধান [হয়ে যাও], নয়তো তুমি এবং তারা দেখবে ধরা পড়ে গেছ এক সব-ফাঁদে-ফেলা শণের বুনানিতে, দেখবে শত্রুদের হাতে পরিণত হচ্ছো লুট ও গণিমতের মালে। ওরা এখন যে কোনোদিন দেখো গুঁড়িয়ে দেবে তোমাদের বহু-মানুষে-ভরা এ
৪৯০ নগরীকে। তোমার ওপরেই আজ, দিন রাত, এসবের যত্নের ভার। আর তোমার বহুখ্যাত মিত্র নেতাদেরও তোমার উচিত অনুরোধ করা যেন তারা নিঃশঙ্ক-নির্ভীক মাটি কামড়ে থাকে। আমি চাই তুমি ওদের হাতে তিরস্কৃত হওয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখো।'

এই ছিল সারপিডনের কথা, তা হেক্টরের বুকে বিঁধল কাঁটার মতো হয়ে। তৎক্ষণাৎ সে, বর্ম-পরিহিত, লাফিয়ে নীচে নামল তার রথ থেকে। তার দুই
৪৯৫ ধারালো বল্লম আন্দোলিত করে সে ছুটে গেল সৈন্যদলের সর্বত্র—চারদিকে; সৈন্যদের তাড়া দিল লড়াই করার, যুদ্ধের ভয়ংকর বজ্রনিনাদ জাগাল তাদের মনে। সুতরাং ঘুরে দাঁড়াল তারা, অবস্থান নিল মুখ গ্রিকদের দিকে রেখে। কিন্তু গ্রিকরা ঘনবদ্ধ সারিবদ্ধ হয়ে রয়ে গেল ওখানেই, পালাল না তারা। যেভাবে শস্যমাড়াইয়ের মেঝের চারদিকে হাওয়া এসে উড়িয়ে নেয় তুষ কিংবা খোসা,
৫০০ যখন লোকেরা শস্য চালে কিংবা ঝাড়ে, আর ওই বয়ে যাওয়া হাওয়ার দমকের মাঝে যেভাবে মোহিনীকেশ ডিমিটার° তুষ আলাদা করে নেয় শস্যকণা থেকে, তুষের পাহাড় জমে সাদা হয়—সেভাবে এখন ধুলোর মেঘপুঞ্জের নীচে সাদা হলো গ্রিকদের মাথা আর কাঁধ; যোদ্ধাদের মাঝ থেকে তাদের ঘোড়ার খুরের আঘাতে সেই মেঘ—যেই আবার যুদ্ধ শুরু হলো—উঠে গেল পিতলরঙ আকাশের
৫০৫ দিকে। রথচালকেরা এবার চাকা ঘুরাল বৃত্তাকার ঢঙে, তাদের শক্তিমান হাত তারা [ঝাঁকি মেরে] ছুড়ে দিল সোজা সামনের দিকে।

তবে ততক্ষণে আইরিজ, উন্মত্ত যুদ্ধদেব, ট্রোজানদের সাহায্যে আসবার হেতু সর্বত্র ধেয়ে গিয়ে যুদ্ধের মাঠে রাতের পর্দা টেনে দিল। এভাবেই সে পূরণ করল সোনালি তরবারির ফিবাস অ্যাপোলোর অনুরোধ। অ্যাপোলো যখনই দেখল প্যালাস অ্যাথিনা, গ্রিকদের প্রধান সহায়তাকারী, বিদায় নিয়েছে, তখনই ৫১০ সে আইরিজকে বলেছিল ট্রোজানদের আবার জাগাতে। এরপর অ্যাপোলো নিজেই ঈনিয়াসকে ফেরত পাঠাল তার মন্দিরের পবিত্র পূণ্যস্থান থেকে, সেনাদলের এই রাখালের বুকে সে নতুন করে দিল সাহস আর বল। ঈনিয়াস ফের জায়গা নিল তার সহযোদ্ধাদের মাঝে, যারা তাকে এইভাবে বীরবিক্রমী সাহসে ফুঁসে উঠে জীবিত ও সুস্থ ফিরে আসতে দেখে আনন্দিত হলো। তবে ৫১৫ এমন না যে তাকে তারা জিজ্ঞেস করতে পারল কোনোকিছু, কারণ যুদ্ধের শ্রমে-ঘামে তাদের মুখের রা চলে গেছে, যে যুদ্ধ জাগিয়েছে অ্যাপোলো, রুপালি ধনুকের দেব, আর আইরিজ, নশ্বর মানবের জন্য সর্বনাশ, এবং বিরামহীন দুর্বার ক্রোধের দেবী মিলে।

অন্যপাশে, গ্রিকদের দিকে, যুদ্ধে তাদের জাগ্রত করে যাচ্ছিল দুই অ্যাজাক্স, অডিসিয়ুস ও ডায়োমিডিজ মিলে। এমনিতেও এরা ট্রোজানদের ৫২০ আক্রমণ ও হিংস্রতা দেখে ভয়ে গুটিয়ে যাবার মতো নয়; অতএব এরা মাঠ ধরে রাখল দৃঢ় ও অটলভাবে, ঠিক মেঘেদের মতো, যে মেঘে ক্রোনাসপুত্র জিউস শান্ত আবহাওয়ার দিনে স্থির ঢেকে দেয় পর্বতের মাথা, আর তখন ঘুমিয়ে পড়ে উত্তুরে হাওয়ার মত্ততা, সেইসাথে অসংযত অন্য হাওয়ারাও, যারা তীক্ষ্ণ ঝাপটায় বয়ে যায়, ছায়াছায়া মেঘ ছড়িয়ে দেয় এদিকে ওদিকে— ৫২৫ সেভাবেই গ্রিকযোদ্ধারা প্রতিরোধ করে গেল ট্রোজানদের অবিচলিতভাবে, ভয়ে পালাল না তারা। আর আগামেমনন, অ্যাট্রিউসের ছেলে, পুরো বাহিনী জুড়ে ছুটে গেল বহু আদেশ দিতে দিতে :

'বন্ধুরা আমার, পুরুষ হও। বুকে পরাক্রম রাখো, তীব্র যুদ্ধের মাঝে [ভয় পেলে] একে অন্যকে লজ্জা করে চলো। যখন যোদ্ধাদের লজ্জার ভয় থাকে, তখন ৫৩০ তারা বাঁচে বেশি, বধ হয় কম। জেনো পালানোর মধ্যে নেই কোনো যশ, নেই কোনো সাহসের পরিচয়।'

বলল সে, আর বল্লম ছুড়ল জোর বেগে, আঘাত হানল সম্মুখের এক যোদ্ধার গায়ে। এ ছিল মহাত্মা ঈনিয়াসের সহযোদ্ধা, পারগাসাসের ছেলে, ডিকুন তার নাম। ডিকুনকে ট্রোজান সেনারা শ্রদ্ধা-সম্মান করত খুব, যেমনটা তারা করে প্রায়ামের পুত্রদের, কারণ ডিকুন সেনাদের অগ্রভাগে দ্রুত লড়াইয়ে ভালো ছিল ৫৩৫ বেশ। রাজা আগামেমনন বল্লমের আঘাত দিল তাকে, তার ঢালে। ঢাল ব্যর্থ হলো

বল্লম ঠেকিয়ে দিতে, ব্রোঞ্জ চলে গেল সোজা ঢাল ভেদ করে। তার পরনের বেল্ট ফুঁড়ে তলপেটের মাঝে আগামেমনন ঢুকিয়ে দিল সেটা। ডিকুন মাটিতে পড়ে
৫৪০ গেল ধুপ শব্দ তুলে, তার দেহের ওপরে বর্মের আওয়াজ উঠল ঠুং ঠাং করে।

এর জবাব দিল ঈনিয়াস দুই সেরা গ্রিক যোদ্ধা খুন করে—ক্রিথন ও ওরসিলোকাস, ডায়োক্লিজের° দুই ছেলে। এদের পিতা থাকত সুরক্ষিত ফিরা° নগরীতে, জ্ঞানে ও সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল এই লোক। তার বংশ এসেছিল আলফিয়াস
৫৪৫ নদী থেকে, এই নদী পাইলোসের অঞ্চল জুড়ে বয়ে যেত প্রশস্ত ধারায়। এই নদী প্রথম জন্ম দিল ওরসিলোকাসের, অসংখ্য প্রজার রাজা হলো সে একদিন। ওরসিলোকাসের ঔরসে জন্ম নিল ডায়োক্লিজ, মহান-হৃদয়ের, যুদ্ধের নানা রকম ও প্রকারে পারদর্শী খুবই। এবার যখন তার এই যমজ দু ছেলে—ক্রিথন ও
৫৫০ ওরসিলোকাস—বয়ঃপ্রাপ্ত হলো, তারা অন্য গ্রিকদের সাথে কালো জাহাজে চড়ে রওনা দিল ঘোড়ার জন্য খ্যাত ইলিয়ামের পথে, দুই অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন ও মেনেলাসের সম্মান রক্ষা করবে বলে। কিন্তু [ইলিয়ামের] ওই মাটিতেই তাদের সব থেমে গেল, মৃত্যুর ধ্বংসলীলার ফাঁদে ধরা পড়ল তারা। যেভাবে সিংহদের
৫৫৫ এক জোড়া বড় হয় মায়ের আদরে পর্বতশীর্ষে কোনো ঘন বনের গাছপালার মাঝে, আর তারা [বড় হলে] গবাদিপশু ও মোটাতাজা ভেড়া ধরে, মানুষের খামারবাড়িতে প্রলয় চালায় এবং একদিন নিজেরাই বধ হয় ধারালো ব্রোঞ্জধারী মানুষদের হাতে—সেভাবে এরা দুই ভাই পরাভূত হলো ঈনিয়াসের হাতের নীচে, পতিত হলো উঁচু-
৫৬০ লম্বা ফার গাছের মতো করে।

এদের পতন দেখে [যুদ্ধদেব] আইরিজের প্রিয় মেনেলাসের মনে মায়া হলো, সে গটগট হেঁটে গেল সামনের যোদ্ধাদের মাঝে, পরনে তার আগুনঝরা ব্রোঞ্জপোশাক ও হাতে বল্লম আন্দোলিত। যুদ্ধদেব আইরিজ [চালাকি করে] তার মনোবল জাগিয়ে তুলেছিল, যাতে সে মারা পড়ে ঈনিয়াসের হাতের নীচে। কিন্তু
৫৬৫ অ্যান্টিলোকাস,° মহাত্মা নেস্টরের ছেলে, দেখে ফেলল তাকে, সে জলদি চলে এল অগ্রভাগের যোদ্ধাদের মাঝে। তার খুব ভয় হলো সেনাদলের এই প্রধান রাখালের আবার না পতন ঘটে, আর তাতে তাদের সব কষ্ট না পুরো ব্যর্থ হয়ে পড়ে। এখন এরা দুজন—মেনেলাস ও ঈনিয়াস—তাদের হাত সামনে তুলে, একে অন্যের দিকে যার যার ধারাল বর্শা উঁচিয়ে লড়াইয়ে ব্যগ্র হলো। তখন
৫৭০ অ্যান্টিলোকাস এসে গেল তার বাহিনীর এই রাখালের কাছে, শরীরের পাশে। যদিও ঈনিয়াস দ্রুতছোটা এক যোদ্ধা ছিল, তবু এ দুজনকে একসাথে দৃঢ় ভঙ্গিমায় পাশাপাশি দেখে সে মাঠ ছেড়ে দিল। অতএব তারা—মেনেলাস ও অ্যান্টিলোকাস—মৃতদেহগুলো টেনে নিল গ্রিকবাহিনীর দিকে, সহযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিল দুই দুর্ভাগার মরদেহ। এরপরে নিজেরা তারা আবার ফিরে এল যুদ্ধে,
৫৭৫ সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝে।

এ দুজন এই দফা বধ করল পিলিমিনিজকে, যুদ্ধদেব আইরিজের সমকক্ষ ছিল সে, ছিল মহাত্মা প্যাফ্লাগোনিয়ান ঢালধারীদের নেতা। তখনও সে স্থির দাঁড়িয়ে যখন অ্যাট্রিউসপুত্র, বল্লম-চালানোয় খ্যাত মেনেলাস, বল্লম ঢুকিয়ে দিয়েছে তার গায়ে, আঘাত করেছে তাকে কাঁধ ও বুকের সংযোগকারী হাড়ে। অন্যদিকে অ্যান্টিলোকাস আঘাত হানল মাইডনের ওপরে, সে ছিল পিলিমিনিজের অনুচর ও ৫৮০ তার রথের চালক, অ্যাটিম্‌নিয়াসের সুশীল সন্তান। একখুরের ঘোড়াগুলো অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছিল এই লোক, তখন অ্যান্টিলোকাস তার দিকে ছুড়ে দিল একটা পাথর, সেটা পুরো লাগল গিয়ে তার কনুইয়ের 'পরে। তখন লাগামগুলি, ওরা সব হাতির-দাঁতে সাজানো শুভ্রবরণ, পড়ে গেল তার হাত থেকে নীচের ধুলায়। এবার অ্যান্টিলোকাস লাফিয়ে উঠল তার ওপরে, তরবারি চালিয়ে দিল তার কপালের পাশে। দমবন্ধ শ্বাস নিয়ে মাইডন পড়ে গেল তার মজবুত রথ ৫৮৫ থেকে সোজা মাথা নীচের দিকে দিয়ে, ধুলায় তার মাথা ও কাঁধ রেখে। দীর্ঘসময় সে দাঁড়িয়ে থাকল ওভাবেই, কারণ সে পড়েছে গভীর বালুর 'পরে। অবশেষে তার ঘোড়া দুটো লাথি মারল তাকে এবং তার দেহ ফেলে দিল মাটিতে, ধুলায়। অ্যান্টিলোকাস তখন ঘোড়াদুটো চাবুক মেরে নিয়ে গেল গ্রিক সেনাদলের কাছে।

এবার সৈন্যদের সারির ভেতরে হেক্টরের চোখ পড়ল এই দুজনের দিকে। ৫৯০ সে জোরে চিৎকার দিয়ে ছুটে গেল ওদের ওপরে, তার পিছু পিছু এল ট্রোজানদের শক্তিশালী ব্যাটালিয়নগুলি। যুদ্ধদেব আইরিজ এদের নিয়ে এল; সেইসাথে রানি [যুদ্ধদেবী] ইনাইয়ো, সে নিয়ে এল যুদ্ধের নিঠুর দামামাকে। আইরিজ হাতে ঘোরাচ্ছিল বিরাট আকারের এক বল্লম, সে চলছিল এই একবার হেক্টরের সামনে, এই একবার পেছনের দিকে। তাকে দেখে ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কারে পারদর্শী ৫৯৫ খুব, ভয়ে উঠল কেঁপে। যেভাবে কোনো লোক বিশাল সমতল ধরে সফরের কালে অসহায়ের মতো থেমে যায় দ্রুত-প্রবাহিত কোনো নদীর সামনে এসে, ঐ নদী যাচ্ছে সাগরে, এবং তার ঢেউয়ের ফেনা উপচে উঠতে দেখে লোকটি শুরু করে পেছন পথে ফেরা—সেভাবে ডায়োমিডিজ, টাইডিয়ুসের ছেলে, মাঠ ছেড়ে দিল, বলল গ্রিকবাহিনীর উদ্দেশে : ৬০০

'বন্ধুরা, দেবতুল্য হেক্টরকে নিয়ে আমরা সর্বদা কী বিস্মিত, কী অবাক থাকি, তাকে ভাবি বল্লমবাজ ও অকুতোভয় যোদ্ধারূপে! হায় রে বোকারা! দ্যাখো সর্বদা তার পাশে আছে কোনো না কোনো দেবদেবী, যে কিনা তাকে রক্ষা করে বিনাশের থেকে। যেমন এখন আইরিজ আছে তার পাশে এক নশ্বর মানুষের ছদ্মবেশ নিয়ে। তাই ট্রোজানদের দিকে মুখ রেখে মাঠ ছেড়ে দাও, হাঁটো ৬০৫ পেছনদিকে। দেবতাদের সাথে যুদ্ধে ক্ষেপে ওঠার মানে হয় না কোনো।'

এ-ই বলল সে। এবার ট্রোজানরা চলে এল তাদের খুব কাছে। তখন হেক্টর বধ করল দুই যোদ্ধাকে, তারা দুজনই লড়াইয়ে পারদর্শী বড়—মেনেসথিজ ও

অ্যাঙ্কিয়ালাস, দুজনে ছিল একই রথে। এদের পতন দেখে টেলামন অ্যাজাক্সের
৬১০ মনে মায়া হল খুব। সে কাছে এগিয়ে এসে, ওখানে দাঁড়িয়ে, তার উজ্জ্বল বল্লম
ছুড়ে আঘাত হানল অ্যামফাইয়াসের 'পরে, অ্যামফাইয়াস সেলাগাসের ছেলে,
বাড়ি পিসাসে। সে ছিল জ্ঞানে ও সম্পদে ধনী, প্রচুর ভুট্টা ক্ষেত ছিল তার, কিন্তু
নিয়তি তাকে নিয়ে আসে প্রায়াম ও তার পুত্রদের মিত্র হতে। টেলামন অ্যাজাক্স
৬১৫ তাকে মারল বেল্টের মাঝে, দূরাবধি-ছায়া-ফেলা বল্লম গেঁথে রইল তার
তলপেটে, সে পড়ে গেল ধুপ আওয়াজ তুলে। তখন মহিমান্বিত অ্যাজাক্স ছুটে
গেল তার দিকে, তার গায়ের থেকে বর্ম খুলে নেবে বলে। এর প্রত্যুত্তরে
ট্রোজানরা বর্শার বৃষ্টি ঝরাল তার 'পরে, সবই ধারাল ও চকচকে বর্শা ছিল। তার
ঢাল সামাল দিল অনেক বর্শাই। যা-ই হোক সে, টেলামন অ্যাজাক্স, তার
৬২০ গোড়ালি মৃতদেহের 'পরে রেখে [মৃতদেহ থেকে] টেনে বার করল নিজের ব্রোঞ্জের
বল্লম। কিন্তু সে ব্যর্থ হলো তার কাঁধের থেকে একইরকমভাবে সুন্দর বর্মের
বাকিটুকু টেনে খুলে নিতে, কারণ তখন তাকে পুরো চেপে ধরেছে উড়ে আসা
ক্ষেপণাস্ত্রগুলি। আর তা ছাড়া গর্বোদ্ধত ট্রোজানদের শক্ত প্রতিরক্ষা দেখে সে
ভয় পেয়ে গেল। তারা তাকে ঘিরে ফেলেছিল অনেক সংখ্যায়, তাদের হাতের
৬২৫ বল্লমে পরাক্রমশালী হয়ে। অ্যাজাক্স যতই দীর্ঘদেহী, শক্তিমান ও রাজসিক হোক
না কেন, তারা সহযোদ্ধার দেহ তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। টেলামন
অ্যাজাক্স মাঠ ছেড়ে দিল ভয়ে কেঁপে।

এভাবেই তারা, দুই যোদ্ধাবাহিনী, বিশাল এ যুদ্ধে শ্রান্ত-ক্লান্ত হলো। তখন
ট্লেপলেমাস, হেরাক্লিসের ছেলে, সাহসী ও দীর্ঘদেহী এক সেনা, অপ্রতিরোধ্য
নিয়তির ফাঁদে পড়ে জেগে উঠল দেবতুল্য সারপিডনের বিপরীতে। যখন
৬৩০ এরা দুইজনে একে অন্যের দিকে ছুটে চলে এসেছে কাছাকাছি, একজন
মেঘজড়োকারী জিউসের ছেলে, অন্যজন তার নাতি,° তখন ট্লেপলেমাসই বলল
প্রথমে এই কথা :

'সারপিডন, লিশানদের উপদেষ্টা তুমি, কেন তুমি এসেছ এখানে, ভয়ে গুটি
মেরে পড়ে থাকতে কি? তুমি তো মহা অজ্ঞ যুদ্ধ বিষয়ে। যারা বলে তুমি
৬৩৫ ঐশীবর্মধারী জিউস বংশজাত, মিথ্যাবাদী তারা। তারা কি দেখে না তুমি সেসব
যোদ্ধা থেকে কতো নিম্নগোত্রের যারা সেই দূর অতীতে জিউসের বংশে জন্ম
নিয়েছিল? লোকে বলে, কতো অন্যরকম ছিল মহাশক্তিমান হেরাক্লিস, আমার
পিতা; যুদ্ধে কতো দৃঢ় ও অবিচলিত সিংহের হৃদয় ছিল তার। একবার সে
৬৪০ এসেছিল এই রাজ্যে লাওমিডনের মাদি ঘোড়াগুলো° নেবে বলে, এসেছিল মাত্র
ছয়খানা জাহাজ সাথে করে এবং খুব ছোট এক সেনাদল নিয়ে। তারপরও সে

দখল করে লুটে নেয় ইলিয়াম নগর, তার রাস্তাগুলো শূন্য করে দেয়। কিন্তু তোমার হৃদয় কাপুরুষের, এবং তোমার লোকেরা তাদের জীবনের শেষ দাগে আছে। আমি কোনোভাবেই মনে করি না তোমার লিশা থেকে এখানে আসার ফলে ট্রয়বাসীদের কোনো প্রতিরক্ষা হলো। হতে পারে তুমি নিজে শক্তি রাখ ৬৪৫ কিছু, তবু তুমি আমারই হাতে পরাভূত হয়ে হেডিসের মৃত্যুপুরীর দ্বার পার হবে!'

সারপিডন, লিশানদের নেতা, তাকে বলল উত্তরে :

'ট্লেপলেমাস—ওই লোক, হেরাক্লিস, সন্দেহ নেই পবিত্র ইলিয়াম গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, [কিন্তু তা] এক মহৎ রাজার বোকামির হেতু। রাজা লাওমিডন হেরাক্লিসের সেবার মূল্য শোধ করেছিল কঠিন কথায় তাকে গালমন্দ করে। যে ৬৫০ মাদি ঘোড়াগুলো সে নিতে এসেছিল ওই বহুদূর থেকে, রাজা তা দিল না তাকে। তবে তোমার জন্য আমি মনে করি, এখানে আমার হাতেই লেখা হবে তোমার মৃত্যু ও কালো নিয়তির গাথা। আমার বল্লমে পরাস্ত হয়ে আমাকে দেবে তুমি যশ-খ্যাতি আর তোমার আত্মা যাবে হেডিসের মৃত্যুর দেশে, ভালো ঘোড়াদের জন্য [যে হেডিসের] খ্যাতি।'

এ-ই বলল সারপিডন, আর ট্লেপলেমাস তার অ্যাশ-কাঠের বল্লম তুলল ৬৫৫ উঁচুতে। একই সময়ে দুজনেরই হাত থেকে ছুটে গেল দীর্ঘ বল্লম। সারপিডন আঘাত করল তাকে গলার মাঝখানে, নির্মম বল্লমের আগা সোজা ঢুকে গেল তার গলার ভেতরে, তার চোখে নেমে এল রাত্রের আঁধার, সে আঁধার ঘিরে ফেলল তাকে। অন্যদিকে ট্লেপলেমাসও তাকে তার দীর্ঘ বল্লমে আঘাত হেনেছিল বাম উরুর ৬৬০ 'পরে—বল্লমের আগা ভয়ংকরভাবে সেখানে ঢুকে গেল, আঁচড় দিল হাড়ে। তবে আপাতত সারপিডনের পিতা, জিউস দেবরাজ, বাঁচাল তাকে মৃত্যুর হাত থেকে।

দেবতুল্য সারপিডনের মহানুভব সহযোদ্ধাগণ তাকে উঠিয়ে নিল যুদ্ধ থেকে। দীর্ঘ বল্লম তার শরীরের সাথে হেঁচড়ে এসে তাকে ওজনের ভারে ডুবিয়ে দিচ্ছিল যেন। তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে কেউই দেখল না সেটা, ভাবল না তার উরু থেকে ৬৬৫ এই অ্যাশকাঠের বল্লম সরিয়ে নিতে হবে, যাতে করে সে দাঁড়াতে পারে পায়ের ওপরে—তার দেখভাল করতে গিয়ে তারা এতটাই ব্যতিব্যস্ত ও ঝামেলায় ছিল।

অন্যদিকে হাঁটু বর্মে-ঢাকা গ্রিকগণ ট্লেপলেমাসকে নিয়ে গেল যুদ্ধের মাঠ থেকে। দেবতুল্য অডিসিয়ুস, তার সর্বসহা মন, দেখল সবকিছু, তার অন্তরে ক্রোধ পুঞ্জীভূত হলো। তার হৃদয় ও আত্মায় এই ভাবনা খেলা করল যে সে কি ৬৭০ জোর-বজ্রচমকের প্রভু জিউসপুত্র সারপিডনকে ধাওয়া দেবে, নাকি লিশান বাহিনীর আরও অনেকের জান নেওয়াই তার জন্য ভালো হবে। কিন্তু মহানুভব অডিসিয়ুসের ভাগ্যে ছিল না তার ধারাল ব্রোঞ্জ দিয়ে জিউসের বলশালী পুত্রকে ৬৭৫ হত্যা করা। তাই অ্যাথিনা [সারপিডনের থেকে] তার মন ঘুরিয়ে দিল লিশান বাহিনীর সৈন্যদের দিকে। সেখানেই, তক্ষুনি, সে বধ করল সিরানাস, অ্যালাসটর

ও ক্রোমিয়াসকে; সেইসাথে আলকান্দার, হেলিয়াস, প্রিটানিস ও নোয়িমনকেও। দেবতুল্য অডিসিয়ুস নিশ্চিত খুন করত আরও আরও লিশান যোদ্ধাকে, যদি ৬৮০ ঝলকানো শিরস্ত্রাণ পরা মহান হেক্টর দ্রুতই না দেখে ফেলত তাকে। আগুনঝরা ব্রোঞ্জ পরা হেক্টর দীর্ঘ ও সবল পায়ে গেল সম্মুখভাগের যোদ্ধাদের দিকে, গ্রিকদের মধ্যে আছড়াল আতঙ্কের বোধ। জিউসপুত্র সারপিডন খুশি হলো হেক্টরকে দেখে, তাকে বলল সে বিলাপের সুরে :

'প্রায়ামপুত্র হেক্টর, গ্রিকদের জন্য লুটের মাল হয়ে এখানে পড়ে থাকতে ৬৮৫ চাই না আমি। আমাকে উদ্ধার করো, রক্ষা করো। যদি প্রয়োজন হয়, আমি জীবন দিতে রাজি তোমার শহরে গিয়ে। মনে হচ্ছে আমি বুঝি ফিরতে পারব না প্রিয় পিতৃভূমির কাছে, পারব না প্রিয় স্ত্রী ও শিশুপুত্রের খুশির কারণ হতে।'

এ-ই বলল সে, কিন্তু আলো-ঠিকরানো-শিরস্ত্রাণের হেক্টর উত্তরে বলল না কিছু, শুধু জলদি চলে গেল পাশ দিয়ে, ব্যগ্র সে যত দ্রুত পারা যায় গ্রিকদের ৬৯০ আঘাত ফিরিয়ে দেবে, অনেকের জান নেবে। এবার দেবতুল্য সারপিডনের মহানুভব সহযোদ্ধারা তাকে বসিয়ে দিল এক সুন্দর ওকগাছের নীচে, এ ছিল ঐশীবর্ম পরা জিউসের কাছে পবিত্র এক গাছ। ওখানে তার উরু থেকে সাহসী ৬৯৫ বীর পেলাগন, তারই প্রিয় সহযোদ্ধা, টেনে বের করল অ্যাশকাঠের বল্লম। জ্ঞান হারাল সে, তার চোখে কুয়াশা ঘন হয়ে এল। তবে সে ফের সজাগ হলো, উত্তুরে হাওয়ার দমক তার ওপর বয়ে গিয়ে ফের জীবন ফিরিয়ে দিল তাকে, যন্ত্রণায় দমবন্ধ হয়ে প্রাণশক্তি যেতে বসেছিল তার।

কিন্তু গ্রিকরা যুদ্ধদেব আইরিজের আক্রমণের মুখে এবং ব্রোঞ্জে-ঢাকা হেক্টরের ৭০০ দাপটের চোটে না পারল পালাতে কালো জাহাজগুলির দিকে, না তারা দাঁড়াল যুদ্ধ চালিয়ে যাবে বলে। বরং তারা নিয়মিতভাবে মাঠ ছেড়ে দিতে লাগল পিছু হটে, কারণ তারা শুনল যে আইরিজ রয়েছে ট্রোজানদের মাঝে। কারা তাহলে হত হলো প্রথমে ও শেষে, প্রায়ামপুত্র হেক্টর ও ব্রোঞ্জ-পরা আইরিজের হাতে? প্রথমে ৭০৫ দেবতুল্য টিয়ুথ্রাস, আর পরে ওরেস্‌টিজ, অশ্বচালক; এবং ট্রিকাস, ঈটোলিয়ার বল্লমবাজ, ও ঈনোমেয়াস; এবং হেলেনাস, ঈনোপসের ছেলে; আর ঝকমকে কোমরবন্ধনী পরা ওরেজবিয়াস, বাড়ি তার হাইলিতে, সিফাইসাস হ্রদের সীমানায়, সেখানে আর বিষয়সম্পত্তির অনেক দেখাশুনা করত সে নিজে, তার প্রতিবেশী ছিল ৭১০ বিয়োশার অন্যেরা; তাদের ছিল অতি সমৃদ্ধ, উর্বর জমি। তবে যখন দেবী, শুভ্র-বাহুর হেরা, দেখল তারা এই প্রচণ্ড সমরে কেয়ামত নিয়ে আসছে গ্রিকদের 'পরে, দেরি না করে সে অ্যাথিনাকে বলল তার ডানাওয়ালা কথা :

'ওহ কী লজ্জা! ঐশীবর্ম পরা জিউসের অক্লান্ত মেয়ে, তার মানে আমরা ৭১৫ মেনেলাসের কাছে অর্থহীন কথা দিয়েছিলাম যে যতদিন না সে গুঁড়িয়ে দেবে মজবুত দেওয়াল ঘেরা ট্রয়, ততদিন বাড়ি ফিরতে হবে না তাকে! যদি আমরা

এভাবে সর্বনাশা আইরিজকে ক্ষিপ্ত হতে দিই [তাহলে সে কথার কী মূল্য থাকে!] নাহ্, আসো, উন্মত্ত সাহস দেখানোর আমাদের দুজনেরও সময় এসে গেছে।'

এই ছিল তার কথা; দীপ্ত-নয়না দেবী অ্যাথিনা সেইমতো করতে ভুল করল না কোনো। এবার রানি হেরা, মহান ক্রোনাসের মেয়ে, এদিক ওদিক ৭২০ গেল ঘোড়াদের মাথায় সোনালি সাজ পরাবে বলে। আর হিবি দ্রুত রথের দুই পাশে লাগিয়ে দিল ব্রোঞ্জের বাঁকানো দুই চাকা, আটটা চাকার পাখি প্রতিটিতে, লোহার অক্ষদণ্ডের দু মাথায় সে লাগালো ওগুলো। এই চাকার গোলকের ভেতরভাগ তৈরি অবিনাশী সোনা দিয়ে, তার ওপরে আছে ব্রোঞ্জ-মোড়া টায়ারগুলি—পুরোটা দেখতে বিস্ময়কর বেশ। চাকার কেন্দ্রগুলো রূপায় ৭২৫ বানানো, ওরা ঘুরছিল এদিকে ও ওইদিকে; রথের মূলদেহ মোড়া ছিল সোনা ও রূপার বিনুনিতে, এর পাশ দিয়ে চলে গেছে দুখানা রেলিং। রথের দেহ থেকে সামনে বেরিয়ে ছিল এক রূপায় বানানো খুঁটি, ওটারই প্রান্তে হিবি বেঁধে দিল সোনালি জোয়াল, আর তাতে লাগিয়ে দিল সুন্দর সোনার বক্ষ-বন্ধনী। ৭৩০ হেরা এই জোয়ালের নীচে চড়াল তার দ্রুতগামী ঘোড়া, ব্যগ্র সে বিবাদ ও রণহুঙ্কারে ঝাঁপানোর লোভে।

অন্যদিকে অ্যাথিনা, ঐশীবর্মধারী জিউসের মেয়ে, তার পিতার মেঝেয় খুলে ফেলল শরীরের নরম কাপড়, জাঁকাল নকশি তোলা সেটা—নিজে সে বানিয়েছিল, নিজ হাতে নকশি তুলেছিল তাতে। ওর বদলে সে পরল মেঘ- ৭৩৫ সঞ্চারক জিউসের যুদ্ধ পোশাক; এরপর সাজাল নিজেকে বর্মে, হৃদয়বিদারক যুদ্ধের সাজে। কাঁধের ওপরে সে ছুড়ে দিল শোভাবর্ধক-সুতো ঝোলা আতঙ্ক-দিয়ে-মোড়া ঐশীবর্মটিকে। ওই বর্ম ঘিরে আছে বিশৃঙ্খলা, মুকুট হিসেবে; আর আরও আছে কলহ, পরাক্রম ও আক্রমণ; তাদের দেখে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ৭৪০ আরও আছে ভয়ংকর দানো গরগনের মাথা°—আতঙ্ক-জাগানো এবং ভয়াবহ—ঐশীবর্ম পরা জিউসের আলামতরূপে। এবার তার মাথার ওপরে অ্যাথিনা পরল শিরস্ত্রাণ, তাতে দুই শিং এবং চারখানা চূড়া, সোনায় নির্মিত, একশো শহরের যোদ্ধাদের ছবি তার গায়ে আঁকা। শেষে বসল সে জ্বলন্ত রথে চড়ে, মুঠোয় নিলো বল্লম—ভারি, বিশাল ও শক্তিশালী সেটা। ওই বল্লম দিয়ে সে পরাস্ত করে ৭৪৫ থাকে মনুষ্য-বাহিনীকে, যোদ্ধাদের, যাদের ওপরে সে ক্রুদ্ধ হয়—সে, মহাপ্রতাপশালী জনকের মেয়ে।

এবার হেরা আর দেরি না করে চাবুক মারল তার ঘোড়াদের গায়ে। স্বর্গের দ্বার তার নিজের শক্তিতেই কবজাগুলোয় গড় গড় তুলে খুলে গেল। সময়° পাহারা দিত এ দুই দরজাকে—এর হাতেই অর্পিত এ বিশাল স্বর্গ ও অলিম্পাস; এরই ৭৫০ কাজ ঘন মেঘের এই দরজা খুলে দেওয়া বা ফের বন্ধ করা। ওই দরজাপথ দিয়ে তারা দুই দেবী তাদের ঘোড়া ছুটাল চাবুকে তাড়িয়ে।

তারা দেখল জিউস, ক্রোনাসের ছেলে, অন্য দেবদেবী থেকে আলাদা একা বসে আছে অনেক শিখরে ঘেরা অলিম্পাসের সর্বোচ্চ শিখরের 'পরে। তখন
৭৫৫ হেরা, শুভ্র-বাহুর দেবী, থামাল ঘোড়াগুলি; প্রশ্ন রাখল ক্রোনাসের ছেলে পরমাত্মা জিউসের প্রতি, বলল তাকে :

'জিউস পিতৃদেব, তোমার কি কোনো রাগ হয় না আইরিজের ওপরে, তার এ ভয়ংকর কীর্তি দেখে? কত সব বড় ও ভালো গ্রিক যোদ্ধাদের সে বিনাশ করছে কী বেপরোয়াভাবে, যুক্তিহীন, আমাকে দুঃখ দিতে। আর অন্যদিকে তোমার
৭৬০ সিপ্রিয়ান [কন্যা আফ্রোদিতি] ও রুপালি ধনুকের দেব অ্যাপোলো কতো ফুর্তিতে আছে আইন থোড়াই কেয়ার করা এই উন্মাদকে এভাবে ছেড়ে দিয়ে! পিতা জিউস তুমি কি কোনোভাবে আমার ওপর রুষ্ট হবে যদি আমি আইরিজকে বেদম পিটিয়ে যুদ্ধের মাঠ ছাড়া করি?'

এর উত্তরে জিউস, মেঘ-সঞ্চারক, বলল হেরাকে :

৭৬৫ 'একটুও না। যাও, যুদ্ধ ও লুটের দেবী অ্যাথিনাকে ওর পেছনে লাগাও। অ্যাথিনা অন্য যে কারো থেকে বেশি করে জানে আইরিজকে কী করে মহা যাতনা দিতে হয়।'

এ-ই বলল সে; দেবী, শুভ্র-বাহু হেরা, করল সেইমতো। তার চাবুক দিয়ে ছুঁলো সে ঘোড়াদের, আর এই ব্যগ্র-ইচ্ছুক জোড়া উড়ে গেল মাটি ও তারাভরা আকাশের মধ্যখান দিয়ে। দূরের আবছায়ায় চোখ রেখে কোনো লোক কোনো
৭৭০ পাহারা-চৌকিতে বসে, সামনের মদকালো অতল [সাগরের] দিকে দৃষ্টি দিয়ে যতদূর অবধি দেখে, ততদূরই এক লাফে চলে দেবতাদের এই উঁচু-হেষাধ্বনিকরা ঘোড়া। এভাবে তারা যেই এল ট্রয় নামের দেশে, সেই স্থানে যেখানে সিমোয়িস ও স্কামান্দার দুই নদী এসে মিলেছে একসাথে°, সেখানে দেবী, শুভ্র-বাহু হেরা,
৭৭৫ থামাল তার ঘোড়াদুটো—ওদের সে খুলে নিল রথ থেকে, কুয়াশা মুড়ে দিল ওদের চারপাশে। আর সিমোয়িস ওদের ঘাস-খাওয়ার [কথা মনে রেখে] সেইখানে জন্ম দিল দেব-অমৃত ঘাস°। এরপর দুই দেবী ঘুঘুদের মতো লাজুক-ভীরু পায়ে রওনা দিল পথে, ব্যগ্র তারা গ্রিক যোদ্ধাদের সহায়তা দিতে।

৭৮০ এবার তারা পৌঁছে গেল সেই জায়গায় যেখানে সাহসী গ্রিকরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বলশালী ডায়োমিডিজকে ঘিরে, সে ঘোড়া-বশ-মানানো বীর। তাদের দেখতে লাগছিল মাংসভোজী সিংহ বা বুনো শূকরদের মতো, যাদের শক্তি অনিঃশেষ। সেখানে দেবী, শুভ্র-বাহু হেরা, দাঁড়াল ও চিৎকার
৭৮৫ দিল মহান-হৃদয় স্টেনটরের ব্রোঞ্জ-কণ্ঠ ধারণ করে, তার একার গলা অন্য পঞ্চাশজনের গলার সমান :

'ছি! গ্রিকরা, ধিক তোমাদের। জঘন্য তোমরা সব, শুধু দেখতেই ভালো। যতদিন দেবতুল্য অ্যাকিলিস এই যুদ্ধে ছিল, ততদিন কখনও ট্রোজানরা আসেনি

এমনকি দারদানিয়ান তোরণের° সামনে পর্যন্তও। ওরা অ্যাকিলিসের বিশাল বল্লম বিরাট ভয় পেতো। আর আজ সেই ট্রোজানরাই কিনা লড়ে যাচ্ছে তাদের শহর থেকে বহু দূরে, তোমাদের সুগোল জাহাজবহরের পাশে!' ৭৯০

এই কথা বলে হেরা জাগাল প্রতিটি মানুষের স্পৃহা ও বল। আর টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজের দিকে দ্রুত ছুটে গেল দেবী অ্যাথিনা, দীপ্ত চোখ তার। এই যুবরাজকে সে পেলো তার ঘোড়া ও রথের পাশে, তাজা হাওয়া দিয়ে জুড়াচ্ছে তার প্যান্ডারাসের তীরে বিদ্ধ ক্ষত। তার গোলাকার ঢাল কাঁধে ঝুলানোর যে ফিতে, সেটার নীচে ঘেমে এই ক্ষত ত্যক্ত করছে তাকে। এতে সে পর্যুদস্ত হয়ে গেছে, তার হাত ব্যথায় অবশ; তাই সে ওই ফিতে তুলে ধরে মুছে চলছিল কালো রক্ত যত। তখন দেবী হাত রাখল তার ঘোড়ার জোয়ালে, বলল : ৭৯৫

'টাইডিয়ুস যে ছেলের জন্ম দিয়েছে, সে বস্তুত অতি সামান্যই হয়েছে তার পিতার মতো। টাইডিয়ুস আকারে আয়তনে হয়তো ছোট ছিল, কিন্তু আহা কী এক যোদ্ধা না সে ছিল! এমনকি যখন আমি তাকে বলিনি যুদ্ধে যেতে, বলিনি দেখাতে তার শক্তির জোর, তখনও সে গেল দূত হয়ে—সঙ্গে তার একজনও গ্রিক সৈন্য নেই—থিবিতে,° থিবির অনেক যোদ্ধাদের মাঝে। আমি বললাম তাকে ওদের ওই প্রাসাদে চুপচাপ ভোজন সেরে নিতে। তবু সে তার অতীতের সেই বীরের আত্মা বুকে ধারণ করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল থিবির যুবকদের দিকে, পরাভূত করল তাদের সহজেই প্রতিটি খেলায়—আমি সবসময়ে ছিলাম তার পাশে, তাকে সহায়তা দিতে। তোমার বেলায়ও নিঃসন্দেহে আমি আছি পাশে, সতর্ক পাহারায়। আর পরিষ্কার বলছি তোমাকে, আমি বলছি তুমি ট্রোজানদের সাথে লড়ে যাও। তারপরও কিনা ওইটুকু আক্রমণ সামলাতে গিয়ে তোমার হাত-পায়ের মাঝে ক্লান্তি ঢুকে গেল? নাকি তোমাকে পেয়ে বসল এক জরাগ্রস্ত ভীতি? তাই যদি হয়, তাহলে তোমাকে বলো টাইডিয়ুসের পুত্র বলি কী করে—টাইডিয়ুস আহা বীরযোদ্ধা ঈনিয়ুসের ছেলে।' ৮০০ ৮০৫ ৮১০

এ-কথার উত্তরে প্রকাণ্ড ডায়োমিডিজ বলল তাকে :

'আমি তোমাকে চিনি, ঐশীবর্মধারী জিউসের কন্যা তুমি, দেবী। অতএব তোমার কাছে লুকাব না কিছু, তোমাকে খোলাখুলি বলব আমার কথাগুলো। কোনোভাবেই আমাকে ধরেনি কোনো জরাগ্রস্ত ভয় কিংবা কোনো ঢিলেমিতে। আমি স্রেফ কাজ করে যাচ্ছি তোমার কথামতো, যা যা তুমি বলেছ আমাকে। তুমিই বলেছ আমি যেন অন্য কোনো দেবদেবীর সাথে যুদ্ধ না করি [কেবল আফ্রোদিতি ছাড়া]। বলেছ যদি জিউসের মেয়ে আফ্রোদিতি এই যুদ্ধে আসে, তবে তাকে আমার ধারাল ব্রোঞ্জের আঘাত হানতে পারি। অতএব আমি এই বেলা নিজেই মাঠ ছেড়ে দিলাম, আর বাকি গ্রিকদের বললাম আমাকে ঘিরে এখানে জড়ো হতে। তবে দেখছি যে এখন আইরিজ এসে যুদ্ধের মাঠ কাঁপাচ্ছে খুব করে।' ৮১৫ ৮২০

৮২৫ দীপ্ত-নয়না দেবী অ্যাথিনা উত্তর দিল তাকে, এই কথা বলে :

'টাইডিয়ুসের ছেলে, ডায়োমিডিজ, আমার আত্মার আত্মীয় তুমি। আইরিজকে ভয় পাওয়ার তোমার কোনো কারণ নেই, সেই সাথে অমর দেবকুলের অন্য কাউকেও। আমি আছি না তোমার পাশে! নাহ্, আসো, তোমার একখুরের ঘোড়াগুলো ছুটাও এখনই আইরিজের দিকে, নিবিড় লড়াইয়ে তাকে ৮৩০ আঘাত হানো। ওই উচ্চণ্ড আইরিজকে ভয় পেয়ো না কোনো, ওই বদমায়েশ দুর্দশার কারণ শুধু, দুইমুখো পাজি। আমার ও হেরার সাথে তার কথা হলো, সে প্রতিজ্ঞার ভাব দেখাল যে লড়বে সে ট্রোজানদের বিপরীতে, গ্রিকদের সহায়তা দেবে। কিন্তু এখন ট্রোজানদের সাথে তার মাখামাখি, দিব্যি সে ভুলে গেছে ওইসব কথা।'

৮৩৫ এ কথা বলে অ্যাথিনা হাত দিয়ে স্থেনেলাসকে পেছনে টান দিল, ডায়োমিডিজের রথচালক এই লোক, তাকে সে ধাক্কা দিল রথ থেকে নীচে মাটির দিকে, স্থেনেলাস দুড়মুড় লাফিয়ে নামলো নীচে। এবার দেবী চড়লো রথে দেবতুল্য ডায়োমিডিজের পাশে, যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুল হয়ে। ওককাঠে বানানো রথের অক্ষদণ্ড জোরে ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল যাত্রীদের ভারে—একজন ভয়ংকর এক দেবী ও অন্যজন দেবতুল্য এক যোদ্ধা-বীর। এরপর প্যালাস ৮৪০ অ্যাথিনা হাতে নিল চাবুক ও লাগাম, এবং আইরিজের দিকে সোজা চালিয়ে দিল একখুরের ঘোড়াগুলি, জোরে। আইরিজ তখন ব্যস্ত ঈটোলিয়ানদের সেরা বীর ওকিসিয়াসের মহিমান্বিত ছেলে বিশাল পেরিফাসের শরীর থেকে যুদ্ধবর্ম খুলে নিতে। রক্ত-মাখা আইরিজ বর্ম খুলে নিচ্ছিল তার শরীর থেকে, আর অ্যাথিনা ৮৪৫ মাথায় পরে নিল মৃত্যুর টুপি,° যাতে করে অদৃশ্য এই তাকে শক্তিমান আইরিজ দেখে ফেলতে না পারে।

এবার যেই দেবতুল্য ডায়োমিডিজের দিকে চোখ পড়ল আইরিজের, নশ্বর মানুষের সে সর্বনাশা দেব, দৈত্যাকার পেরিফাসকে সে ছেড়ে দিল সেখানেই যেখানে শায়িত ছিল ওই লোক, একেবারে প্রথমে যেখানে তাকে সে হত্যা করেছিল, জীবন কেড়ে নিয়েছিল তার। এবং সে সোজা ছুটে গেল ঘোড়া-বশে- ৮৫০ আনা ডায়োমিডিজের দিকে। একে অন্যের দিকে ছুটে আসতে গিয়ে তারা দুজন যেইমাত্র কাছাকাছি হলো, আইরিজ প্রথমে উড়ে গেল তার ব্রোঞ্জের বল্লম নিয়ে, ডায়োমিডিজের ঘোড়ার লাগাম ও জোয়ালের ওপরদিক দিয়ে, ব্যাকুল সে তার জান কেড়ে নেবে বলে। কিন্তু দীপ্ত-নয়না দেবী অ্যাথিনা হাত দিয়ে ধরে ফেলল বল্লম, মাঝপথে, আর ওটা ছুড়ে দিল রথের ওপর দিয়ে হাওয়ায়, ওর ওড়া ব্যর্থ ৮৫৫ করে দিয়ে। এবার ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কার দিতে দড়, আইরিজের দিকে তেড়ে গেল তার ব্রোঞ্জের বর্শা নিয়ে, আর প্যালাস অ্যাথিনা মহা শক্তি নিয়ে বর্শা চালিয়ে দিল আইরিজের তলপেটে, নীচের দিকে, যেখানে তাকে এক ধাতব সুরক্ষা ঘাগরা

ঘিরে ছিল। ওখানেই ডায়োমিডিজ বর্শা ফুঁড়ে দিল তার, আহত করল তাকে, ছিঁড়ে দিল তার সুন্দর ত্বক; আর তখনই আবার ডায়োমিডিজ টেনে ধার করে নিল বর্শাখানি। এবার আইরিজ, ব্রোঞ্জ-পরিহিত, চিৎকার দিল ষাঁড়ের মতো করে, যেন নয় বা দশ হাজার যোদ্ধা একসাথে রণহুঙ্কার দিল যুদ্ধের মাঠে, ৮৬০ যেখানে যুদ্ধদেবতা তাদের সমরে ঠেলেছে। তৎক্ষণাৎ ভয়ের কাঁপুনি নেমে এল গ্রিক ও ট্রোজান সেনাদের মনে, একইরকম মাপে তাদের ঘিরে ধরল ভীতি। এতই ভয়ংকর ছিল আইরিজের ওই চিৎকার, চিরঅতৃপ্ত যুদ্ধদেব সে।

যেভাবে আগুনতুল্য গরমের পরে জাগে তর্জনগর্জন করা হাওয়া, তখন যেভাবে কালো অন্ধকার নামে মেঘেদের থেকে, টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজের ৮৬৫ দিকে সেভাবে তাকিয়ে জাগল ব্রোঞ্জপরা আইরিজ, মেঘেদের মাঝ দিয়ে চলল সে প্রশস্ত আসমানের পানে। দ্রুতবেগে সে চলে এল দেবতাদের প্রাসাদের কাছে, উঁচু অলিম্পাসে, বসল গিয়ে ক্রোনাসপুত্র জিউসের পাশে, হৃদয়ে অনেক ব্যথা তার। জিউসকে সে দেখাল তার অবিনশ্বর খুন বয়ে যাচ্ছে ক্ষতের কাছ থেকে, ৮৭০ আর বিলাপ করে তাকে বলল তার ডানাওয়ালা কথা :

'জিউস পিতৃদৈব, তুমি কি কুপিত নও এই বন্যতা দেখে? আমরা দেবতারা একে অন্যের চালে অবিরাম নিষ্ঠুর যাতনায় ভুগি যখনই আমরা কিনা মানুষের সাহায্যে আসি। [দেখা যায়] আমরা সবাই তোমারই সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ি, কারণ তুমি পিতা ঐ উন্মাদ ও সর্বনাশা মেয়েটির,° অ্যাথিনার, যার দুষ্ট মন চিরকাল ৮৭৫ লেগে আছে বিশৃঙ্খলা বাধানোর কাজে। অলিম্পাসবাসী অন্য সব দেবদেবী তোমার বাধ্যগত, তোমার আইন মেনে চলি আমরা প্রত্যেকে। কিন্তু তোমার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, তুমি কথায় বা কাজে [থামাও না তাকে], বরং তাকে ছেড়ে দিয়ে রাখো, স্রেফ সেই বিলয়-বিনাশিনী তোমার নিজের সন্তান বলে। ৮৮০

'এবার দেখ সে টাইডিয়ুসপুত্রকে, উদ্ধত হৃদয়ের ডায়োমিডিজ লোকটাকে, ক্ষেপিয়ে তুলেছে অমর দেবতাদের ওপরে তার ভয়ংকর ক্রোধ ঝাড়ার কাজে। ডায়োমিডিজ প্রথমে আফ্রোদিতিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহত করেছে তার কব্জির কাছে আঘাত হেনে; তার পরপরই সে ছুটে এল এমনকি আমার ওপরেও, অতিমানব এক দেবতার মতো করে। তা দেখে আমি দ্রুতপায়ে পালিয়ে এসেছি ওখান ৮৮৫ থেকে। অন্যথায় আমি ওইখানে মৃতদের বিভীষিকার স্তূপের মাঝে পড়ে থাকতাম ব্যথা ও যাতনা নিয়ে, কিংবা ব্রোঞ্জের বল্লমের ঘায়ে আহত আমাকে বেঁচে থাকতে হতো চিরকাল শক্তিহীন হয়ে।'°

তখন জিউস, মেঘ জড়োকারী, তার ভ্রূর নীচ থেকে রাগি দৃষ্টি হেনে আইরিজকে বলল এই কথা :

'দু-মুখো পাষণ্ড তুমি, একদমই আমার পাশে বসে অনুযোগের ঘ্যানঘ্যান
৮৯০ করবে না যেন। অলিম্পাসে যত দেবদেবী থাকে, তাদের সকলের মাঝে তোমাকেই সবচে বেশি ঘৃণা করি আমি। কারণ চিরকাল বিবাদ, লড়াই ও যুদ্ধ প্রিয় তোমার কাছে। তোমার মধ্যে আছে তোমার মায়ের, হেরার, সেই একই অসহ্য, উদ্দাম রূপ। আমার পক্ষে তাকে শুধু কথা দিয়ে সামলে রাখা সম্ভব নয় কোনোমতে। আমার ধারণা তার প্ররোচণাতেই তোমার এই দুর্দশা আজ।

৮৯৫ 'যা-হোক, আমি আর চাচ্ছি না তুমি এরকম যন্ত্রণায় ভোগো, কারণ আমারই সন্তান তুমি, আমারই ঔরসে তোমার মা তোমাকে গর্ভে ধরেছিল। কিন্তু তুমি যদি অন্য কোনো দেবতার সন্তান হতে, তাহলে যেরকম বিলয়বিনাশী তুমি, তাতে আরও কতকাল আগে তুমি দেখতে পড়ে আছ গম্ভীর এক গর্তের মাঝে, যেখানে রেখেছি আমি স্বর্গের বন্ধু দেবতাকে° [বন্দী করে]।'

এই কথা বলে চিকিৎসক পেয়িঅনকে জিউস বলল আইরিজকে সারিয়ে
৯০০ তোলার কাজে লেগে যেতে। পেয়িঅন তার ক্ষতে লাগিয়ে দিল ওষুধি মলম যাতে ব্যথা কমে আসে আর সুস্থ করে তুলল তাকে—এমনিতেও আইরিজ তো নিশ্চিত নশ্বর মানুষের ধাঁচে গড়া নয়। যেভাবে ডুমুরের রস দ্রুত গাঢ় করে তোলে সাদা ও তরল দুধ, তখন ওই দুধ নাড়া হলে যেভাবে তা দ্রুত দই হয়ে যায়—ততখানিই দ্রুত পেয়িঅন সারিয়ে তুলল প্রমত্ত আইরিজ যুদ্ধদেবতাকে। আর হিবি
৯০৫ তাকে গোসল করালো, ঢাকল তাকে সুন্দর কাপড়ে জড়িয়ে। এবার আইরিজ বসল ক্রোনাসপুত্র জিউসের পাশে, তার নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে।

ইতিমধ্যে দুই দেবী, আর্গজের হেরা ও বিয়োশান অ্যাথিনা, ফিরে এসেছে মহান জিউসের প্রাসাদে, নশ্বর মানুষের বিভীষিকা আইরিজের মানব-কতল
৯০৯ থামিয়ে দেওয়ার পরে।

টীকা

৫:৫ **জ্বলে সে বেশি উজ্জ্বল হয়ে:** সিরিয়াস নক্ষত্র (Sirius বা Dog Star; বাংলায় যাকে বলে লুব্ধক নক্ষত্র)। শেষ গ্রীষ্মে আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা হয়ে জ্বলে এই তারা। গ্রিকরা মনে করতো সমতল পৃথিবীর কিনার ধরে বয়ে যাচ্ছে ওশেনাস নদী, আর অধিকাংশ গ্রহ-নক্ষত্র, চাঁদ ও সূর্য ইত্যাদি ওশেনাস থেকে জাগে এবং ওশেনাসেই ডুবে যায়।

৫:৬০ **হারমনের:** হারমন এখানে এক কর্মকারের নাম। মূল গ্রিকে: টেকটন Harmonides, যার অর্থ টেকটন 'জিনিসপত্র লাগানো বা জোড়া দেবার লোকের পুত্র' (son of fitter)। কামারের নাম হিসেবে চমৎকার এক নাম বটে।

৫:৮৫ **ট্রোজানদের...দিকে:** বোঝা যাচ্ছে যে দুই সৈন্যদলের সামনের সারির যোদ্ধারা এ পর্যায়ে একত্রে হয়ে মিলেমিশে গেছে আর ডায়োমিডিজ তার মধ্যেই নিজের পথ করে নিচ্ছে।

৫:৯৫ **প্যান্ডারাস:** চতুর্থ পর্বে এই প্যান্ডারাসই মেনেলাসকে তীর ছুড়ে মেরে গ্রিক-ট্রোজান যুদ্ধ বিরতির শপথ ভঙ্গ করেছিল।

৫:১০৫ **লিশা:** এখানে এবং ১৭৩ সংখ্যক পঙ্‌ক্তিতে বলা হচ্ছে প্যান্ডারাস লিশা থেকে আগত। কিন্তু এশিয়া মাইনরের দক্ষিণে যে লিশা, যেখান থেকে এসেছে সারপিডন ও গ্লকাস, সেটি এটি নয়, কারণ প্যান্ডারাসের ঘর বলা হচ্ছে আইডা পর্বতের পাদদেশে, ট্রয়ের কাছে, এবং পঙ্‌ক্তি ২০০ ও ২০১-এ তার মানুষদের বলা হচ্ছে 'ট্রোজান'। তাই-ই বলা হয়েছে দ্বিতীয় পর্বে ট্রোজান সেনা ও জাহাজের তালিকায়ও (২:৮২৬)।

৫:১১৫ **চির-অক্লান্ত:** জিউসের মেয়ে অ্যাথিনার বিশেষণটি মূল গ্রিকে আছে 'Atrytone', যার অর্থ অজ্ঞাত কিংবা অন্ততপক্ষে বিতর্কিত। সাধারণ অর্থে ধরা হয় 'অক্লান্ত' বা 'চির-অক্লান্ত'। হোমারের ফরমুলা বিশেষণের একটি।

৫:১৪৮ **পলিআইডাসের:** স্বপ্ন-ব্যাখ্যাদাতা বা ভবিষ্যদ্বক্তা পিতার ছেলে হিসেবে ছেলেটির নামটি চমৎকার। পলিআইডাস অর্থ 'অনেক কিছু যে দেখে' (much-seeing)। ১৩তম পর্বে এই একই নামের আরেক ভবিষ্যদ্বক্তার দেখা পাবো আমরা (১৩:৬৬৩)।

৫:১৫৫ **জন্ম দেয়নি সে বুড়ো:** যুদ্ধের সময়ে বাড়িতে থেকে যাওয়া বৃদ্ধদের অবস্থা কতো করুণ ও মর্মন্তুদ হতে পারে তা হোমার খুব ভালোভাবে বুঝতেন। পুরো *ইলিয়াড* জুড়ে বৃদ্ধদের দুর্দশা বিষয়ক অনেক উল্লেখ আছে। আর ভার্জিলের *ঈনিদ* মহাকাব্যে যুদ্ধের এ দিকটাই ছাপিয়ে গেছে অন্য সব দিককে।

৫:১৬৬ **ঈনিয়াস:** ট্রোজান যোদ্ধা ও জাহাজের তালিকায় উল্লেখ ব্যতীত (২:৮১৯-৮২১) বিখ্যাত ঈনিয়াসের সঙ্গে এটাই এ মহাকাব্যে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। ট্রোজান পক্ষে হেক্টরের পরেই সে দ্বিতীয় সেরা যোদ্ধা, এবং তার মা একজন দেবী (আফ্রোদিতি), কিন্তু সে এসেছে ট্রোজান রাজ পরিবারের নিম্নদিকের এক শাখা থেকে। অতএব *ইলিয়াড*-এ তার অবস্থান কিছুটা পর্দার আড়ালেই, যদিও সে-ই মূল নায়ক ভার্জিলের মহাকাব্য *ঈনিদ* ('ঈনিয়াসকে নিয়ে একটি গান')-এর।

৫:১৯০ **হেডিসের:** মূল গ্রিকে এখানে মৃত্যুজগতের দেবতা হেডিসের বড় বা পুরো নামটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা হলো Aidoneus। বাংলায়, বিভ্রান্তি এড়াতে, হেডিস-ই রাখা হলো।

৫:২২০ **ট্রস-এর এরা:** ট্রসের ঘোড়াদের খ্যাতি কিংবদন্তী পর্যায়ের। জিউস অপরূপ সুন্দর গানিমিডকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পরে ক্ষতিপূরণ হিসেবে গানিমিডের পিতা রাজা ট্রসকে কিছু ঐশ্বরিক ঘোড়া দান করে। আরও দেখুন নীচে ২৬৮-৭০ সংখ্যক টীকায়।

৫:২৩৬ **একখুরের:** *ইলিয়াড*-এ ঘোড়াদের জন্য এটি হোমারের ফরমুলা বা গৎবাঁধা বিশেষণ। দুটি কারণে হোমার ঘোড়াকে 'একখুরের' বলতে পারেন: ১. ঘোড়ার পায়ের খুর দ্বিখণ্ডিত (cloven) নয়; ২. ঘোড়াগুলো এতোই জোরে ছুটতে পারতো যে, কাব্যিক অর্থে হোমার বলছেন, ওদের দেখে মনে হতো ওদের বুঝি একটাই পা, একটাই খুর।

৫:২৬৫-২৬৬ **গানিমিডের:** ট্রয়ের প্রথম রাজা ট্রসের তিন পুত্রের একজন ছিল গানিমিড। সে ছিল 'নশ্বর মানুষদের মাঝে দেখতে সবচেয়ে সুন্দর' (২০:২৬৯)। জিউস তাকে অপহরণ করে অলিম্পাসে নিয়ে যায় দেবতাদের মদের পেয়ালাবাহক ও মদ ঢালার পরিচারক করে।

৫:২৬৯ **টের পায় না এসবের:** গানিমিডের অপহরণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে জিউসের দেওয়া ঐশ্বরিক ঘোড়াগুলো হাতবদল হয় রাজা থেকে রাজায়: প্রথমে ট্রস, তারপর লাওমিডন, শেষে প্রায়াম। ঈনিয়াসের পিতা অ্যাঙ্কাইসিস এই রাজপরিবারেরই অংশ, তবে মূল অংশের কেউ নয়। অ্যাঙ্কাইসিস ও ঈনিয়াস যে প্রায়াম ও হেক্টরের নীচের তার উল্লেখ এখানে যেমন দেখি, তেমনই দেখবো সামনে আরও দুবার (১৩:৪৬০-৪৬১ ও ২০:১৭৯-১৮৩)।

৫:৩৩১ **আফ্রোদিতির:** মূলে আছে সাইপ্রিস (Cypris), অর্থাৎ 'the lady of Cypros'। আফ্রোদিতিরই অন্য নাম।

৫:৩৩৩ **ইনাইয়োর:** ইনাইয়ো যুদ্ধের দেবী, যেমন আইরিজ যুদ্ধ-দেবতা। লক্ষণীয় যে হোমার কোনো কোনো স্থানে আইরিজকে এনিয়ালিয়াস (Enyalios) বিশেষণে ডেকেছেন। দেবতা এনিয়ালিয়াস (বা ইনাইয়ালিয়াস) এবং দেবী ইনাইয়োর নামের মধ্যে সাদৃশ্য অবশ্যই বিদ্যমান।

৫:৩৭১ **ডাইওনির:** ডাইওনি 'জিউস' নামেরই স্ত্রী লিঙ্গবাচক রূপ। সে দেবরাজ জিউসের প্রাচীন এক স্ত্রী। গ্রিসের ডোডোনাতে তার পূজো হতো। এখানে সে আফ্রোদিতির মা।

৫:৩৭৩ **স্বর্গবাসী পুত্রদের:** মূলে আছে 'Uranian'। জিউসের দাদার নাম ছিল 'ইউরেনাস' (Ouranos)। জিউসের পুরো বংশটিই, বৃহত্তর অর্থে *ইলিয়াড*-এর সব দেবদেবীই, 'ইউরানিয়ান' দেবদেবী। বিভ্রান্তি এড়াতে 'ইউরানিয়ান' শব্দটি বাংলায় ব্যবহার না করে এ অর্থকেই বরং ফুটিয়ে তোলা হলো। 'Ouranos' অর্থ 'Heaven', আকাশ বা স্বর্গ, দুটোই।

৫:৩৭৫ **হাস্যপ্রিয় আফ্রোদিতি:** হোমারের ফরমুলা শব্দবন্ধ যে কখনো কখনো অযৌক্তিকভাবেই গৎবাঁধা তার স্পষ্ট উদাহরণ এটি। এখানে আফ্রোদিতির বর্তমান অবস্থার সঙ্গে হাসির ব্যাপারটি পুরো বেমানান; তবু হোমার সেই একই বিশেষণ 'হাস্যপ্রিয়' ব্যবহার করেছেন।

৫:৩৮১-৪০৪ **তখন জবাব দিল তাকে:** মা ডাইওনি মেয়ে আফ্রোদিতিকে শান্ত করার জন্য নশ্বর মানুষদের হাতে এর আগে দেবদেবীদের প্রহৃত হবার বা নির্যাতিত হবার যতগুলি গল্প এখানে বলল, তার একটিও কিংবদন্তী বা পুরাকথায় নেই। গবেষকদের প্রাচীনকাল থেকেই ধারণা এ গল্পগুলি কাহিনীর প্রয়োজনে হোমারের সৃষ্টিশীল আবিষ্কার।

৫:৩৮৫ **আলিয়াসের দুই সন্তান তারা**: ওটাস ও এফিয়ালটিস নামের এ-দুই ভাইয়ের উল্লেখ অন্য কোথায়ও নেই, শুধু আছে এখানে এবং *অডিসি* মহাকাব্যের ১১:৩০৫-৩২০ অংশে। সেখানে আমরা জানতে পারি, পসাইডন ছিল তাদের পিতা, তারা ছিল দুই দানব (নয় বছর বয়সেই নয় ফ্যাদম লম্বা) এবং তারা অলিম্পিয়ান দেবদেবীদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল।

৫:৩৯৫ **বিরাটকায় হেডিসকেও**: পাইলোসে যে হেরাক্লিস মৃত্যুদেবতা হেডিসকে আক্রমণ করেছিল, সে কথা শুধু এখানেই বলা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই হোমারের এই দাবিটি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে অনেক।

৫:৪০০ **পেয়িওন**: সেবা-শুশ্রূষার এই দেবতার উল্লেখ আছে শুধু এখানে এবং *অডিসির* ৪:২৩২ পঙ্‌ক্তিতে। পরবর্তীকালে গবেষকরা বলেন যে পেয়িওন ছিল দেবতা অ্যাপোলো নিজেই।

৫:৪০৯ **জড়ো হবে না**: যদিও এখানে আফ্রোদিতিকে তার মা ডায়োমিডিজের নাম উল্লেখ করে বলছে যে, দেবতাদের সঙ্গে লাগতে আসা নশ্বর মানুষেরা বেশি দিন বেঁচে থাকবে না, কিন্তু বাস্তবে ট্রোজান যুদ্ধের শেষে ডায়োমিডিজ ঠিকই ঘরে ফেরে। তবে সেখানে গিয়ে সে দেখে তার স্ত্রী অন্য একজনের সঙ্গে ঘর বেঁধেছে। তখন ডায়োমিডিজ ইতালি চলে যায়। এই যে ডায়োমিডিজকে নিয়ে পরে কিংবদন্তী বানানো, তা হয়তো এখানে তার আফ্রোদিতিকে অপমান করার ও আফ্রোদিতির মায়ের এই অভিশাপের কারণেই।

এই অংশটুকুর সঙ্গে তুলনীয় গ্রে-র বিখ্যাত '*এলিজি*': 'No Children run to lisp their sire's return / or climb his knees the envied kiss to share.'

৫:৪১২ **ইজিয়ালিয়া**: ডায়োমিডিজের স্ত্রী, আর্গজের রাজা আদ্রাসটাসের মেয়ে। ডায়োমিডিজের পিতা টাইডিয়ুসও যেহেতু আদ্রাসটাসের অন্য আরেক মেয়েকে বিয়ে করে, সে অর্থে ইজিয়ালিয়া ডায়োমিডিজের ফুফু-খালা গোত্রেরও বটে।

৫:৪৩৬ **তিনবার**: গুরুত্বপূর্ণ কোনো দৃশ্যে কাউকে মারার জন্য তিনবার লাফিয়ে ওঠা *ইলিয়াড*-এর বিখ্যাত এক ব্যাপার। ১৬তম পর্বে প্যাট্রোক্লাসও এই কাজ করে ট্রয়ের দেওয়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে গিয়ে, আর এই একই অ্যাপোলো তাকে পেছনে ঠেলে দেয় (১৬:৭০২-৭০৯)।

৫:৪৪৫ **পবিত্র পারগামাসে**: অর্থাৎ ট্রয়ে।

৫:৪৪৬ **লেটো**: অ্যাপোলো ও আর্টেমিজের মা। সে একজন দেবী। অ্যাপোলো ও আর্টেমিজ দুই যমজ ভাই-বোন।

৫:৫০১ **মোহিনীকেশ ডিমিটার**: ডিমিটার শস্যের দেবী। *ইলিয়াড*-এ তার উল্লেখ আছে মাত্র অল্প ক'বার। দেখুন এ-বইয়ের 'প্রধান চরিত্রসমূহ' অংশের 'দেবদেবী' অধ্যায়টি।

৫:৫৪২ **ডায়োক্লিজের**: ফিরার ডায়োক্লিজের উল্লেখ আছে *অডিসিতেও* (৩:৪৮৮ এবং ১৫:১৮৬)। সেখানে ডায়োক্লিজ অডিসিয়ুসের পুত্র টেলেমেকাসকে আতিথ্য প্রদান করে। তখন টেলেমেকাস যাচ্ছিল পাইলোসের নেস্টরের কাছ থেকে স্পার্টার মেনেলাসের কাছে। দুই মহাকাব্যের মধ্যে ডায়োক্লিজের মতো সামান্য এক চরিত্রের বর্ণনায় এতটা মিল দেখে বোঝা যায়, এ দুয়ের কবি চাইছিলেন যে তার কাল্পনিক চরিত্রেরা সবাই ঐতিহাসিক চরিত্র বলে প্রতিভাত হোক।

৫:৫৪২ **ফিরা:** আগামেমনন অ্যাকিলিসকে যে শহরগুলো উপঢৌকন হিসেবে দেবে বলে শপথ নেয় (৯:১৫১), তার একটি এই ফিরা। আধুনিক কালামাতা শহরটিকেই প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ফিরা বা ফিরি হিসেবে গণ্য করেন।

৫:৫৬৫ **অ্যান্টিলোকাস:** নেস্টরের তরুণ পুত্র। এখানে সে বাঁচাল রাজা মেনেলাসের জীবন। পরে ২৩তম পর্বে রথের দৌড় প্রতিযোগিতায় মেনেলাস যখন অ্যান্টিলোকাসের ওপর ক্ষোভে ফেটে পড়বে (২৩:৫৬৬-৬১৩), তখন আমাদের স্মরণ হবে এই কথা।

৫:৬৩১ **অন্যজন তার নাতি:** সারপিডন ছিল দেবরাজ জিউসের পুত্র (দ্রষ্টব্য ৬:১৯৯); আর ট্‌লেপলেমাস হেরাক্লিসের পুত্র। সে অর্থে জিউস ট্‌লেপলেমাসের দাদা।

৫:৬৪০ **লাওমিডনের মাদি ঘোড়াগুলো:** হেরাক্লিস লাওমিডনের মেয়ে হেসিওনিকে বাঁচিয়েছিল পসাইডনের পাঠানো এক সমুদ্র-দানোর হাত থেকে। লাওমিডন কথা দিয়েছিল এর পুরস্কার হিসেবে সে হেরাক্লিসকে বিখ্যাত আধা-ঐশ্বরিক ঘোড়াগুলি দেবে। যখন পরে লাওমিডন তা দিল না, তখন হেরাক্লিস ট্রয় নগর ধ্বংস করে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

৫:৭৪১ **গরগনের মাথা:** গরগনের মাথা আসলে পুরাণের মেডুসার মাথা। পারসিয়াস মেডুসাকে হত্যা করে তার মাথা কেটে নেয়। পরে সে তার রক্ষাদাত্রী অ্যাথিনাকে দেয় এই মাথা, আর অ্যাথিনা তা বসায় নিজের ঐশীবর্মের ওপরে।

৫:৭৪৮ **সময়:** স্বর্গ বলতে বোঝানো হচ্ছে অলিম্পাসকে, অর্থাৎ দেবতাদের মেঘের রাজ্যের বাসস্থানকে। এর দরোজা মেঘে নির্মিত হওয়াটা তাই অস্বাভাবিক নয়। এই মেঘদেরকে নিয়ন্ত্রিত করতো সময় (বা সিজনস্)। হেসিয়ড-এর *থিওগনি* মোতাবেক (পঙ্‌ক্তি ৯০১-৯০২) সময় (বা Seasons) হচ্ছে দেবরাজ জিউস ও রানি থেমিসের কন্যাদের নাম।

৫:৭৭৪ **মিলেছে একসাথে:** ট্রোজান যুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্রটা ছিল এক ত্রিভূজের মতো, যার এক বাহুতে ট্রয় শহরের দেওয়াল আর অন্য দু বাহুতে দুই নদী—স্কামান্দার ও সিমোয়িস, যারা আবার সমুদ্রে পৌছানোর আগে মিলেছে একসঙ্গে। বর্তমান হিসারলিক বা ট্রয়ের ভূগোল কিন্তু মেলে না এই বর্ণনার সঙ্গে।

৫:৭৭৭ **দেব-অমৃত ঘাস:** *ইলিয়াড*-এ এই 'Ambrosia' হচ্ছে দেবতাদের খাদ্য, যার কোনো যুতসই বাংলা প্রতিশব্দ নেই। এই পঙ্‌ক্তিতে 'Ambrosia'-কে বলা হয়েছে একটি উদ্ভিদ-বিশেষ। *ইলিয়াডে* এর নানারকম উল্লেখ আছে ১৯:৩৪৭-৪৮ (দেবতাদের খাদ্য হিসেবে) এবং ১৪:১৭১, ১৬:৬৭০ ও ১৯:৩৯ অংশে (অলৌকিক অন্য কিছু হিসেবে)।

৫:৭৮৯ **দারদানিয়ান তোরণের:** বিখ্যাত প্রাচীনকালের হোমার বিশেষজ্ঞ অ্যারিস্টারকাসের মতে দারদানিয়ান তোরণ সিয়ান তোরণেরই অন্য নাম, যদিও এটা হওয়া অসম্ভব নয় যে দারদানিয়ান তোরণ নামে ট্রয় নগরে ঢোকার অন্য আরেকটি তোরণ ছিল।

৫:৮০৪ **থিবিতে:** বিখ্যাত 'সেভেন এগেইনস্ট থিবজ্' কিংবদন্তীর কথাই বলা হচ্ছে। থিবজ্ এর রাজা ছিল ঈডিপাস। ঈডিপাসের পরে ভাই পলিনাইসিজকে সরিয়ে সিংহাসনে বসে তার এক ছেলে ইটোক্লিজ। পলিনাইসিজ তখন যায় আর্গজের রাজা আদ্রাসটাসের কাছে। আদ্রাসটাস পলিনাইসিজকে ফের ক্ষমতায় বসানোর জন্য থিবজের উদ্দেশে পাঠায় সাত

বীরকে। এই সাতজনেরই একজন টাইডিয়ুস (ডায়োমিডিজের পিতা) ঈটোক্লিজের কাছে এই দাবি নিয়ে পৌছায় যে তাকে সিংহাসন পলিনাইসিজের কাছে ফেরত দিতে হবে। দেখুন টীকা ৪:৩৬৫-৪০০।

৫:৮৪৫ **মৃত্যুর টুপি**: এই টুপি বা হেলমেট যে পরতো তাকে আর দেখা যেত না। এই টুপির সঙ্গে মৃত্যুদূত হেডিসের নাম জড়িত কারণ গ্রিকে হেডিস হচ্ছে Aides, যার অর্থ 'অদৃশ্য জন' (a = not, id = see)। গ্রিক লোককাহিনীর অংশ।

৫:৮৭৫ **সর্বনাশা মেয়েটির**: এখানে এবং ৮৮০ সংখ্যক পঙ্‌ক্তিতে সম্ভবত পুরাণের একটি কাহিনীর দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। পুরাণে কথিত আছে যে অ্যাথিনার জন্ম হয়েছিল তার পিতা জিউসের মাথা থেকে, অতএব তার বাবা-মা বলতে ছিল একজনই—জিউস। জিউস তার গর্ভবতী স্ত্রী মেতিসকে খেয়ে ফেলে এই ভয়ে যে, মেতিস এর পরে আবার গর্ভবতী হলে এমন এক পুত্রের জন্ম দেবে যে কিনা জিউসকে অলিম্পাসের সিংহাসনচ্যুত করবে। মেতিসকে খাওয়ার পর জিউসের মাথায় বিরাট ব্যথা হয়, তখন হেফিস্‌টাস এক কুঠার দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললে জিউসের কপাল থেকে বেরিয়ে আসে কন্যা অ্যাথিনা।

৫:৮৮৭ **শক্তিহীন হয়ে**: আইরিজ এক অমরতার দেবতা, তার মৃত্যু হওয়া সম্ভব নয়; রোগ-শোক-যন্ত্রণায় চিরকাল ভোগাও অসম্ভব। সে বিচারে এই কথাগুলি বিভ্রান্তিজনক।

৫:৮৯৮ **স্বর্গের বহু দেবতাকে**: মূলের আক্ষরিক অনুবাদে হয় 'উজ্জ্বল আকাশের দেবতাদেরকে' (ইংরেজিতে 'gods of the bright sky')। এরই সত্যিকারের অর্থ 'Sons of Heaven (Ouranos)', যে-কারণে আগেই বলেছি যে অলিম্পিয়ান দেবদেবীদের 'Uranian gods' বলা হতো। আর এ অংশটিতে স্বর্গ দেবতা Ouranos-এর সত্যিকারের পুত্রদের, অর্থাৎ টাইটানদের কথাই বলা হচ্ছে, যারা তাদের রাজা ক্রোনাসকে নিয়ে জিউসের হাতে বিতাড়িত হয়ে বন্দী হয়ে আছে পৃথিবীর অনেক নীচের টারটারাসে (দেখুন: ৮:১৩; ৮:৪৭৮-৪৮১)।

ইলিয়াডের পৃথিবী: মাইসিনিয়ান বর্মসাজ

পর্ব - ছয়

যুদ্ধের প্রান্তরে ও নগরে বিরতি

যুদ্ধের মাঠে গ্রিক বীর ডায়োমিডিজ ও ট্রোজান বীর গ্লকাসের বিখ্যাত সাক্ষাৎ—হেক্টরের ট্রয়ে প্রত্যাবর্তন—হেক্টরের ছোট ভাই প্যারিসকে ভৎর্সনা—মা হেকুবা ও ভাইয়ের স্ত্রী হেলেনের সঙ্গে কথাবার্তার পরে, হেক্টরের সঙ্গে তার স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকির সাক্ষাৎ—হেক্টরকে যুদ্ধ থেকে দূরে রাখতে তিন নারীরই ব্যর্থ প্রচেষ্টা—হেক্টর ও প্যারিসের যুদ্ধের মাঠে প্রত্যাবর্তন।

বিষয়বস্তু

এ-পর্ব শুরু হতেই দেখা যায় যুদ্ধের মোড় ভালোভাবেই গ্রিকদের পক্ষে ঘুরে গেছে। ট্রোজান পক্ষের দেবতা আইরিজ ডায়োমিডিজের হাতে আহত হয়ে ট্রোজানদের ফেলে রেখে গেছে তাদের নিজ যুদ্ধদক্ষতা ও ভাগ্যের কাছে; আর গ্রিক পক্ষের দুই দেবী, হেরা ও অ্যাথিনা, আইরিজকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে এখন খুশি মনে অবসরে। দেবদেবীদের হস্তক্ষেপমুক্ত এ-পর্বে যুদ্ধের কুশীলব মানুষরাই। হেক্টর ট্রয় নগরে ফিরল মহিলাদের বলতে যে তারা যেন দেবী অ্যাথিনার মন জয় করতে তার উদ্দেশে পুজা-অর্চনা দেয়, যাতে করে ডায়োমিডিজকে থামানো সম্ভব হয়। এ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে দু

পক্ষের দুই প্রধান যোদ্ধা ডায়োমিডিজ ও গ্লকাসের বিখ্যাত সাক্ষাৎটি হলো, যা একটু পরে, পাঠককে অবাক করে দিয়ে, বন্ধুত্বে রূপ নিল। পর্বের বাকিটুকুর ঘটনাস্থল ট্রয় নগর—যেখানে আমরা ট্রয়ের সর্বনাশপীড়িত জনগণের জীবন প্রত্যক্ষ করলাম। হেক্টরের সঙ্গে দেখা হলো তিন নারীর—মা হেকুবা, ছোট ভাইয়ের স্ত্রী হেলেন ও নিজ স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকির। যুদ্ধ সাধারণ মানুষের জীবনে, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জীবনে, কী প্রভাব ফেলে তা হোমার অসম্ভব মায়ায় ফুটিয়ে তুললেন এ-অংশে। আমরা হেক্টরকেও চিনলাম ব্যক্তি মানুষ হিসেবে; জানলাম তার এ-যুদ্ধে লড়ার কারণের কথা। শেষে ট্রয় শহরের সিয়ান তোরণের ওপরে বিখ্যাত 'হেক্টর-অ্যান্ড্রোমাকি সাক্ষাৎ' ঘটল। স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাতের এই বেদনাবিধুর দৃশ্যে মানুষের দেশের প্রতি কর্তব্য ও পরিবারের প্রতি দায়িত্বের মধ্যকার দ্বন্দ্ব চিরস্মরণীয়ভাবে ফুটে উঠল যখন হেক্টরের শিরস্ত্রাণ ভয় পাইয়ে দিল তার নিজের শিশু সন্তানকেই। স্ত্রীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে হেক্টর রওনা দিল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে, আর স্ত্রী ফিরে গেল তার ঘরে। কিন্তু হেক্টর যেমন তাকে নির্দেশ দিয়েছে ঘরে গিয়ে নারীভৃত্যদের ঘরের কাজ করার কথা বলতে, তা না করে অ্যান্ড্রোমাকি তাদের বলল হেক্টরের জন্য বিলাপ শুরু করতে, যদিও হেক্টর তখনও জীবিত। আমরা বুঝলাম, সামনেই ধেয়ে আসছে ট্র্যাজেডি : হেক্টরের মৃত্যু আসন্ন।

সারসংক্ষেপ

১-৭১: দেবদেবীরা যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে যেতেই গ্রিকরা যুদ্ধে শক্ত অবস্থানে চলে গেল, তারা ট্রোজান সেনাব্যূহ ভেঙে এগিয়ে যেতে লাগল। আগামেমনন ও নেস্টর গ্রিকদের বলল কোনো ক্ষমা না দেখাতে।

৭২-১১৮: হেক্টরের ভাই হেলেনাস, সে একজন দৈবজ্ঞও, হেক্টর ও ঈনিয়াসকে বলল ট্রোজান সৈন্যদের জাগিয়ে তুলতে; এরপর সে হেক্টরকে আরও বলল ট্রয়ে ফিরে গিয়ে ট্রয়ের মহিলাদের দেবী অ্যাথিনার উদ্দেশে পুজো-উৎসর্গ করার আদেশ দিতে। ট্রোজানরা এবার শক্ত হয়ে দাঁড়াল যুদ্ধের মাঠে; হেক্টর ফিরে গেল ট্রয়ে।

১১৯-২৩৬: দু পক্ষের দুই বড় যোদ্ধা, ডায়োমিডিজ ও গ্লকাস, দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়বে বলে সামনে এগোলো। ডায়োমিডিজ গ্লকাসকে জিজ্ঞাসা করল সে মানুষ নাকি দেবতাদের কেউ (১১৯-৪৩), গ্লকাস তার বংশের পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরল (বেলেরোফোনের কাহিনী: ১৪৪-২১১), ডায়োমিডিজ স্মরণ করল তাদের দুই পরিবারের মাঝে আগের এক বন্ধনের কথা এবং প্রস্তাব দিল যে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধে না লড়ে বরং উপহার বিনিময় করুক। ডায়োমিডিজ যা পেল, তার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর উপহারই পেল গ্লকাস ।

২৩৭-২৮৫: হেক্টর শহরে ফিরলে মহিলারা তাকে ঘিরে ধরল তাদের স্বজনদের কথা জিজ্ঞেস করতে। তার সাক্ষাৎ হলো তার মা হেকুবার সঙ্গে; হেকুবা ব্যর্থ হলো হেক্টরকে যুদ্ধে ফেরত যাওয়া থেকে রুখতে।

২৮৬-৩১১: হেকুবা ও অন্য মহিলারা অ্যাথিনার মন্দিরে গিয়ে পুজো দিল; দেবী অ্যাথিনা তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করল না।

৩১২-৩৬৮: হেক্টর ছোট ভাই প্যারিসকে খুঁজতে লাগল। তাকে সে দেখল শোবার ঘরে অস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছে; প্যারিসকে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরত যেতে বলল হেক্টর; প্যারিসের স্ত্রী হেলেন হেক্টরকে বসতে বলল।

৩৬৯-৫০২: হেলেনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে হেক্টর তার স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকিকে খুঁজতে গেল; তাকে সে ঘরে পেল না, পেল সিয়ান তোরণের ওপরে। বেদনাদীর্ণ কিছু বাক্যবিনিময়ের পরে হেক্টর বিদায় নিল তার স্ত্রী ও শিশু সন্তানের কাছ থেকে। অ্যান্ড্রোমাকি ঘরে ফিরে গিয়ে এমনভাবে বিলাপ করতে লাগল যেন হেক্টর মারা গেছে।

৫০৩-৫২৯: প্যারিস দৌড়ে হেক্টরকে ধরে ফেলল; তারপর দু ভাই একসঙ্গে চলল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

ইলিয়াড-এর ২৩তম দিনই চলছে এখনও। ঘটনাস্থল প্রথমে ট্রয় নগরের সামনের সমতলে সিমোয়িস ও স্কামান্দার নদীর মাঝখানের যুদ্ধক্ষেত্র, পরে ট্রয় নগর।

চিত্র ৮. হেক্টর ও অ্যান্ড্রোমাকি। হেক্টর বিদায় জানাচ্ছে স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকি ও একমাত্র শিশুপুত্র অ্যাস্‌টায়ানাক্সকে। অ্যান্ড্রোমাকি বসা একটি চেয়ারে, কানে তার দুল, গলায় হার। ছেলেটির গোড়ালিতে সাপের আকারের একটি ব্রেসলেট, যেমন তার মায়ের হাতেও; সে ধরতে চাইছে তার পিতার ঝলমলে শিরস্ত্রাণ। হেক্টরের বাঁ হাতে ধরা ঢাল ও বর্শা। (দক্ষিণ ইতালিয়ান মদ-মিশ্রণ বাটি, খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০-৩৬০ সন)

এভাবে ট্রোজান ও গ্রিকদের ভয়ংকর এ-লড়াই পড়ে থাকল তাদের নিজেদেরই হাতে আর সমতলে যুদ্ধের ঢেউ একবার এদিকে জাগল, তো একবার ওদিকে। একদিকে সিমোয়িস নদী ও অন্যদিকে জানথাসের° স্রোতস্বিনীর মাঝখানে, যোদ্ধারা একে অন্যকে নিশানা করে ছুড়ে মারল তাদের ব্রোঞ্জ-মোড়া অসংখ্য বল্লম।

টেলামনপুত্র অ্যাজাক্স, গ্রিকদের রক্ষাদেওয়াল, সে-ই প্রথমে ভাঙল ট্রোজান ৫ ব্যাটালিয়নের বেড়া। তার সহযোদ্ধাদের জন্য সে নিয়ে এল মুক্তির খানিকটা আলো। আঘাত করল সে থ্রেশানদের প্রধান যোদ্ধাকে, ইয়ুসোরাসের ছেলে আকামাস তার নাম, সাহসী পুরুষ এক, লম্বাও বটে। অ্যাজাক্স তাকে মারল তার শিরস্ত্রাণের শিঙে, তা ঘেরা ছিল ঘোড়ার লোমের পুরু ঝুঁটি দিয়ে। তার কপালে সে ঢুকিয়ে দিল বল্লমের ফলা, তাতে করে ব্রোঞ্জের আগা ভেদ করে গেল হাড়, ১০ আর অন্ধকার ঘিরে এল তার চোখে।

এরপর রণহুঙ্কারে দড় ডায়োমিডিজের হাতে কতল হল অ্যাক্সাইলাস, টিয়ুথ্রাসের ছেলে, বাড়ি যার সুনির্মিত আরিজ্‌বি-তে। এ মানুষটির মধ্যে যথেষ্ট সারবত্তা ছিল, সকলেই যথেষ্ট ভালোবাসতো তাকে: তার বাড়ি ছিল মহাসড়কের পাশে, সেখানে সবাইকে আতিথ্যদানে নাম ছিল তার। তবে তাদের কেউ, ১৫ একজনও, আজ তার পাশে নেই তার শত্রুকে ঠেকাতে, মর্মান্তিক বিলয় থেকে তাকে রক্ষার কাজে। ডায়োমিডিজ কেড়ে নিল তাদের দুজনের প্রাণ, তার ও তার অনুচর ক্যালিসিয়াসের, যে ছিল তার রথের চালক। এরা দুজনেই অস্ত গেল পৃথিবীর নীচে।

এরপর য়ুরাইয়ালাস শেষ করল ড্রিমাস ও ওফেলটিয়াসকে, পরে ছুটল সে ২০ ঈসিপাস ও পিডাসাসের পিছে। এরা দুজন জন্ম নিয়েছিল ঝর্ণার-পরী আবারবারিয়ার° পেটে, অতুল্য বিউকোলিয়নের ঔরসে। এই বিউকোলিয়ন ছিল মহান লাওমিডনের ছেলে, তার সবচে বড় ছেলে, যদিও তার মা তাকে পৃথিবীতে এনেছিল গোপনে, বিয়ে বহির্ভূতভাবে। বিউকোলিয়ন তার পশুর পাল চরাচ্ছিল মাঠে, তখন তার দেখা হল পরীর সাথে, সহবাস হলো; পরে এই পরী গর্ভবতী ২৫ হয়ে জন্ম দিল যমজ পুত্রের। কিন্তু মিসিজটিয়ুসের ছেলে য়ুরাইয়ালাস তাদের প্রতিরোধ ভেঙে দিয়ে, কেটে নামিয়ে দিল তাদের তরুণ উজ্জ্বল বাহুগুলি; এবং তাদের কাঁধ থেকে খুলে নিল শরীরের বর্মসম্ভার।

আর যুদ্ধে একরোখা পোলিপিটিজের হাতে খুন হলো অ্যাস্টাইয়ালাস। এরপর অডিসিয়ুসের হাতে, তার ব্রোঞ্জের বর্শার আঘাতে, ঘায়েল হলো ৩০

পিডাইটিজ, বাড়ি তার পারকোটি। টিয়ুসার শেষ করল আরেটায়নকে, দেবতুল্য ছিল এই লোক। এবং অ্যান্টিলোকাস, নেস্টরের ছেলে, তার ঝকমকে বর্শা দিয়ে মৃত্যু উপহার দিল অ্যাবলিরাস নামের যোদ্ধাটিকে। আর আগামেমনন, মানুষের রাজা, জান নিল ইলেটাস-এর, সে থাকত খাড়াপাহাড়ের পিডাসাসে,° সুন্দর-
৩৫ স্রোতস্বিনী স্যাটনিয়োইসের তীরে। যোদ্ধা লিয়িটাসের হাতে এরপর প্রাণ গেল ফিলাকাসের, পালাচ্ছিল সে তার সামনে দিয়ে; এবং ইউরিপিলাস টেনে দিল মেলানথিয়াসের জীবনের ইতি।

অন্যদিকে মেনেলাস, রণহুঙ্কারের রাজা, আড্রাসটাসকে জীবন্ত ফেলল ধরে। এ লোকের দুই ঘোড়া ভয় পেয়ে সমতলে ছোটার কালে আটকে গেল
৪০ ঝাউগাছের শাখে, সেখানে জড়িয়ে পেঁচিয়ে তার বাঁক নেওয়া রথ ঘোড়া-জোড়া-দণ্ডের শেষপ্রান্তে ভেঙে টুকরো হলো। তাদের প্রভু, আড্রাসটাস, গড়িয়ে পড়ে গেল চাকার পাশটাতে, মাথা খাড়া নীচের দিকে করে, ধুলোতে মুখ দিয়ে। মেনেলাস দাঁড়াল এসে তার পাশে, অ্যাট্রিউসপুত্র সে, হাতে তার বহু দূর ছায়া ফেলা বল্লম। এবার আড্রাস্টাস তার হাঁটু ধরল জড়িয়ে, মিনতি
৪৫ জানাল তাকে :

‘অ্যাট্রিউসপুত্র তুমি, আমাকে জীবন্ত নাও, বিনিময়ে যথাযোগ্য মুক্তিপণ গ্রহণ করো। আমার সম্পদশালী পিতা, তাঁর প্রাসাদে রয়েছে কতো ধনসম্পদ—তামা, সোনা ও পেটানো লোহার কতোকিছু। ওসবের থেকে আমার পিতা তোমাকে
৫০ দেবে অগণন মুক্তিপণ, যদি সে শোনে আমি জীবিত আছি গ্রিকদের জাহাজে।’

এ-ই বলল সে, চাইল মেনেলাসের বুকে যে হৃদয় আছে তাকে গলাবে; আর দ্যাখো, মেনেলাস প্রায় তাকে [জীবন্ত] তুলে দিচ্ছিল তার অনুচরের হাতে, গ্রিকদের দ্রুতছোটা জাহাজবহরের দিকে নিয়ে যেতে। কিন্তু তখনই আগামেমনন এল দৌড় দিয়ে, তাকে ভর্ৎসনা জানাল এই কথা বলে :

৫৫ ‘ও মেনেলাস, কোমল-হৃদয়, এই লোকদের নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হচ্ছো কেন তুমি? ট্রোজানরা কি তোমার বাড়িতে তোমাকে দেখিয়েছিল এরকম কোনো বড় দয়া?° না, ওদের একজনকেও আমরা পালাতে দেব না ধ্বংস-বিপর্যয় ও আমাদের হাতের মহাশক্তির থেকে; না, এমনকি যে মানবসন্তান এখনও আছে তার মায়ের পেটে, তাকেও নয়। সেও পালাতে পারবে না। এরা সবাই
৬০ একসাথে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ইলিয়ামের বুক থেকে, কারো শোকগাথা গাওয়া ব্যতিরেকে, কোনো চিহ্ন না রেখে।’

এই ছিল যোদ্ধার কথা, তাতে তার ভাইয়ের মন ঘুরে গেল, কারণ তার মন্ত্রণাতে ধীশক্তি ছিল। মেনেলাস যোদ্ধা আড্রাস্টাসকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল তার কাছ থেকে, নিজের হাত দিয়ে; আর রাজা আগামেমনন আঘাত হানল তার পাঁজরের 'পরে, সে পড়ে গেল পেছনের দিকে [পিঠের ওপরে]। এবার

অ্যাট্রিউসের ছেলে পা রাখল তার বুকের ওপর, হাতে টেনে নিল তার ৬৫
অ্যাশকাঠের বল্লম। তখন নেস্টর চিৎকার দিল, বলল গ্রিকদের জোরে :

'আমার বন্ধুরা, গ্রিক যোদ্ধাগণ, যুদ্ধদেব আইরিজের অনুচর বাহিনী! এখন যেন তোমাদের কেউ পেছনে না থেকে যায় লুটের বাসনা নিয়ে, পরে জাহাজে সবচে বেশি ধনসম্পদ নিয়ে ফেরার অভিলাষে। না, এখন সময় কতলের। সেটা শেষ হলে পরে, শান্তিমতো, তোমরা বর্ম খুলে নিয়ো লাশের গা থেকে; সমতলে ৭০
পড়ে থাকা নির্জীব লাশগুলোর থেকে।'

এই কথার মাধ্যমে সে জাগাল প্রতিটি মানুষের শক্তি ও চেতনাকে।

তখন মনে হলো, আইরিজের প্রিয় ট্রোজানরা যেন গ্রিকদের তাড়া খেয়ে আবার চলে যাবে ইলিয়াম অবধি, তাদের নিজেদের দুর্বলতার হাতে পরাস্ত হয়ে। [তা-ই হতো] যদি প্রায়ামের ছেলে হেলেনাস, দৈবজ্ঞদের মাঝে সবচেয়ে বড়, না ৭৫
আসতো ঈনিয়াস ও হেক্টরের কাছে, তাদেরকে না বলতো এই কথা :

'ঈনিয়াস ও হেক্টর, অন্যসব ট্রোজান ও লিশান যে কারো থেকে তোমাদের দুজনেরই কাঁধে রয়েছে যুদ্ধের বৃহত্তম বোঝা, কারণ যুদ্ধে বলো, মন্ত্রণায় বলো, যে কোনো উদ্যোগে তোমরা দুজনই সেরা। এবার তোমরা দাঁড়াও শক্ত হয়ে, বাহিনীর এদিক-ওদিক সবদিকে গিয়ে নগরতোরণের আগে থামাও ওদের, নতুবা ৮০
ওরা ছুটে পালিয়ে নিজেদের ছুঁড়ে দেবে যার যার নারীর আলিঙ্গনে; তখন ওদের শত্রুবাহিনীর কী আনন্দই না হবে! কিন্তু তোমরা যদি আমাদের সব ব্যাটালিয়ন [একসাথে] জাগিয়ে তুলতে পারো, তখন নিশ্চিত আমরা সবাই থেকে যাব এইখানে, লড়ে যাব গ্রিকদের সাথে, যতই ভয়াবহ ক্লান্ত আমরা হই না কেন [তাতে কী], কারণ প্রয়োজন শক্ত হয়ে চেপে বসেছে আমাদের ঘাড়ে। ৮৫

'অন্যদিকে হেক্টর, তুমি চলে যাও [ট্রয়] শহরের পথে, ওখানে গিয়ে কথা বলো তোমার মায়ের সাথে, আমারও মা সে। তাকে বলো শহরের উঁচুতে আছে যে দীপ্ত-নয়না দেবী অ্যাথিনার মন্দির, সেখানে জড়ো করতে বয়স্কা মহিলাদের। আর যখন সে চাবি দিয়ে খুলবে ঐ পবিত্র গৃহের দরোজা, তখন যেন সে তার হিসেবে তার সবচে সুন্দর যে পোশাক—তার বাড়ির সবচে দীর্ঘ পোশাক যেন ৯০
হয় ওটা, আর যেন হয় তার নিজের কাছে প্রিয়তম—ওটাই যেন সে রাখে মোহিনীকেশ অ্যাথিনার হাঁটুর ওপরে। তারপর যেন সে প্রতিজ্ঞা করে বারোখানা একবছুরে বকনা-বাছুর, যারা আজও খায়নি লাঠির তাড়া, অ্যাথিনার মন্দিরে বলি দেবে—শুধু বিনিময়ে যেন দেবী একটু দয়া রাখে এই শহরের প্রতি, ট্রোজান বধূদের ও তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের প্রতি; যেন সে পবিত্র ইলিয়াম থেকে দূরে ৯৫
রাখে ঐ টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজ লোকটাকে, বুনো বল্লমবাজ সে, অরাজকতার

হিংস্র উদ্ভাবক। আমার হিসাবে বস্তুত সে-ই নিজেকে প্রমাণ করেছে সবচে পরাক্রমশালী গ্রিক রূপে। আমরা কখনো অ্যাকিলিসকেও এতটা ভয় পাইনি এভাবে—অ্যাকিলিস, সে জনতার নেতা আর লোকে বলে দেবীর গর্ভে জন্ম
১০০ নেওয়া বীর। না, এই ডায়োমিডিজের মত্ততা পরিমাপহীন, শক্তিতে তার সাথে পাল্লা দেয় এমন কেউ নেই।'

এ-ই বলল হেলেনাস, হেক্টর সব বিচারেই মান্য করল তার ভাইয়ের কথাগুলি। তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে নামল সে, বর্মপরিহিত, তার রথ থেকে মাটির ওপরে, এবং ধারালো দুই বল্লম উঁচিয়ে গেল সৈন্যদলের মাঝ দিয়ে সবখানে—
১০৫ তাদের তাড়া দিল যুদ্ধে লড়বার, তাদের জাগিয়ে তুলল লড়াইয়ের মারাত্মক নিনাদের মাঝে। এর ফলে তারা ঘুরে দাঁড়াল একসাথে, গ্রিকদের দিকে মুখ করে দৃঢ় অবস্থান নিল। গ্রিকরা মাঠ ছেড়ে দিল, ক্ষান্ত দিল তাদের হননের মচ্ছবে। ট্রোজানদের এই নবপ্রচেষ্টায় একসাথে জাগা এতই ভালোভাবে হল যে গ্রিকরা ভাবল নিশ্চিত তারাভরা আকাশের থেকে কোনো অবিনশ্বর দেব কিংবা দেবী
১১০ নীচে নেমে এসেছে ট্রোজানদের সহায়তা দিতে। হেক্টর এবার জোরে চিৎকার দিল, বলল ট্রোজানদের দিকে ডাক ছেড়ে:

'ট্রোজানবাহিনী, গর্বিত বুক তোমাদের, আর অনেক খ্যাতিমান মিত্রগণ—পুরুষ হও, বন্ধুরা আমার, তোমাদের প্রচণ্ড পরাক্রমের কথা মনে আনো। এই ফাঁকে আমি যাচ্ছি ইলিয়ামে, আমাদের মন্ত্রণাদাতা প্রবীণেরা যারা আছে এবং আমাদের স্ত্রীগণ, তাদের বলতে যে দেবতার প্রতি যেন তারা প্রার্থনা রাখে,
১১৫ তাদের উদ্দেশে যেন পশুবলির শপথ জানায়।'

এই কথা বলে দীপ্যমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর বিদায় নিল। [যখন সে হেঁটে যাচ্ছে] তার ঢালের গোলাকার উঁচু অংশ থেকে কালো চামড়া বাড়ি খাচ্ছিল তার গোড়ালি ও ঘাড়ে, সেই চামড়া যা দিয়ে তার গোলাকার ঢালের বাইরের প্রান্তটা মোড়া।

এবার গ্লকাস, হিপোলোকাসের ছেলে, ও টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজ
১২০ একসাথে পৌঁছাল দু বাহিনীর মাঝের জায়গাতে, যুদ্ধে নামতে ব্যাকুল হয়ে। এরা দুজন যখন এরপর একজন অন্যজনের দিকে হেঁটে এল কাছাকাছি, ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কারে পারদর্শী বীর, প্রথমে বলল এই কথা:

'কে তুমি বিশালদেহী, নশ্বর মানুষদের মাঝে কী তোমার নাম? আমি তো আজ অবধি কখনোই তোমাকে দেখিনি যুদ্ধের মাঠে, যেখানে মানুষেরা মহিমা
১২৫ অর্জন করে। কিন্তু এখন এই তুমি তোমার ভয়শূন্যতা থেকে চলে এসেছ অন্য সবার থেকে সামনের দিকে—আমার দীর্ঘদূর-ছায়া-ফেলা বল্লমের মুখোমুখি

হতে। হাহ্, আমার করুণা হয় সেইসব [পিতাদের] প্রতি যাদের সন্তানেরা আমার শক্তির সামনাসামনি হলো।

'কিন্তু যদি তুমি স্বর্গ থেকে নামা অমর দেবদেবীর কেউ হয়ে থাকো, তাহলে স্বর্গীয় ওদের সঙ্গে লড়ার আমার ইচ্ছা নেই কোনো। নাহ্, এমনকি ড্রাইয়াসের ছেলে, মহা শক্তিশালী লাইকারগাস,° সে-ও স্বর্গের দেবদেবীর সাথে ১৩০ লড়তে নেমে বাঁচেনি বেশিদিন। সে একবার ক্ষ্যাপাটে দেবতা ডাইয়োনাইসাসের সেবিকাদের° নাইসার° পবিত্র পাহাড় চূড়া থেকে তাড়িয়ে নামিয়েছিল নীচে। তখন নরহত্যাকারী লাইকারগাসের ষাঁড়-তাড়ানো লাঠির বাড়ি খেয়ে ওদের হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায় দেবতাদের স্মারক-দণ্ডগুলি। তারপর পালাল ডাইয়োনাইসাস, ১৩৫ ডুব দিল সমুদ্রের লবণ ঢেউয়ের নীচে, সেখানে সমুদ্র-পরী থেটিস তাকে বুকে টেনে নিল। তার বুকের মাঝে আতঙ্কে ভরা ছিল তার মন, লাইকারগাসের হুমকিতে বিশাল ভয় চেপে ধরেছিল তাকে। কিন্তু শান্তিতে হাত-পা ছেড়ে জীবন কাটানো দেবদেবীরা বড় ক্রুদ্ধ হলো লাইকারগাসের প্রতি, আর ক্রোনাসপুত্র জিউস তাকে অন্ধ করে দিল। এরপরে আর বেশি দিন বাঁচেনি সে, কারণ অমর দেবকূল তাকে ঘৃণা করত খুব। অতএব আমার ইচ্ছা নেই আশীর্বাদপুষ্ট ১৪০ দেবতাদের সঙ্গে লড়বার।

'কিন্তু যদি তুমি হয়ে থাকো মানুষের কেউ, যারা কিনা চষা মাঠের শস্য-ফল খায়, তাহলে কাছে আসো। ধ্বংসের সীমানায় তোমাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেব আমি।'

গ্লকাস, হিপোলোকাসের মহিমান্বিত ছেলে, তখন জবাব দিল তাকে :

'টাইডিয়ুসের মহাত্মা সন্তান, আমার বংশপরম্পরার তুমি খোঁজ নিতে ১৪৫ চাও কেন? পাতাদের প্রজন্মগুলো যেমনতরো, তেমনই তো মানুষের বংশগুলি।° যদি পাতাদের কথা বলো, হাওয়ায় কতো পাতা মাটিতে ছড়ায়, কিন্তু জঙ্গলে দ্যাখো গাছেরা কুঁড়িতে ফেটে পড়ে; যখন আসে বসন্তের কাল, তখন তারা জন্ম দেয় নতুন পাতার। মানুষের [বংশপরম্পরা] তেমনই ধরনের: এক প্রজন্ম বেড়ে ওঠে ও অন্যটি বিদায় নেয়। যাই হোক, যদি সত্যিই জানতে চাও তাহলে ১৫০ শোনো, জানতে পারবে আমার বংশলতিকার কথা। অধিকাংশ লোক অবশ্য তা এরই মধ্যে জানে।

'এক শহর আছে আর্গজের কেন্দ্রস্থলের কাছে, নাম ইফিরে,° ঘোড়াদের চারণভূমি সেটা। সেখানে বাস করতো সিসিফাস,° মানুষের মাঝে কলাকৌশলে সবচেয়ে দড়, ঈয়োলাসপুত্র সে। তার এক ছেলে হলো—নাম গ্লকাস। আর গ্লকাসই একদিন জন্ম দিল অনন্য বেলেরোফোনের।° ১৫৫

'বেলোরোফোনকে দেবতারা দিল রূপ, দিল চমৎকার পৌরুষ, কিন্তু প্রিটাস° মনে মনে ফন্দি আটল তার বিপদ ঘটানোর, তাকে তাড়িয়ে দিল সে আর্গিবদের

বাসভূমি থেকে। তার ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি, শক্তিও, কারণ বেলোরোফোনকে জিউস প্রিটাসের রাজত্বের আজ্ঞাধীন বানিয়েছিল। প্রিটাসের বউ, সুন্দরী আন্‌টিয়া
১৬০ আসলে পাগল ছিল বেলোরোফোনের কামনাতে, গোপন প্রেমে তার সঙ্গে বিছানায় যাবে বলে। কিন্তু কোনোভাবে আন্‌টিয়া পেরে ওঠেনি প্রজ্ঞাবান বেলোরোফোনের মন গলাতে, কারণ তার মন ছিল সুচরিত্রের ছাপ দিয়ে ভরা। সুতরাং আন্‌টিয়া বানাল এক মিথ্যা কাহিনী, সে রাজা প্রিটাসকে বলল এই কথা: "প্রিটাস, হয় তুমি নিজে মরো, না হয় বেলোরোফোনকে মারো। সে পণ করেছে
১৬৫ প্রেমের নাম করে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার সাথে শোবে।"

'এই ছিল আন্‌টিয়ার কথা, তা শুনে রাজার বুক মহাক্রোধে ভরে গেল। সে কোনোমতে নিজেকে থামাল তাকে হত্যা করা থেকে, তার মন অতখানির ভার নিতে অসমর্থ হলো। কিন্তু সে বেলোরোফোনকে পাঠাল লিশায়, আর তার হাতে দিল সর্বনাশা বার্তা এক—ভাঁজ করা কাঠের ফলকে খোদাই করা নানা সংকেত,°
১৭০ তার অর্থ [ইঙ্গিত] ছিল ভয়াবহ। রাজা তাকে ওগুলো বলল তার স্ত্রীর পিতার হাতে দিতে—সোজা কথা, যাতে করে বেলোরোফোন কতল হয়ে যায়।

'বেলোরোফোন রওনা দিল লিশার পথে, দেবতাদের আশীর্বাদ ও পাহারায় ঘিরে। এবার যখন সে পৌঁছাল লিশা-তে, জানথাস° নদীর স্রোতধারার কাছে, বিশাল লিশার রাজা উদার হৃদয়ে সম্মান দেখাল তাকে। নয়দিন° ধরে রাজা তার খাতিরযত্ন করল খুব, [নয়দিনে] নয়খানা ষাঁড় জবাই দিল। যা-হোক, যখন এল
১৭৫ গোলাপি-আঙুলওয়ালা দশম দিনের ভোর, তখন রাজা তাকে প্রশ্ন করল সবিস্তারে, দেখতে চাইল সে কী বার্তা এনেছে তার মেয়ের স্বামী প্রিটাসের কাছ থেকে। এবার যখন রাজা বেলোরোফোনের থেকে পেল তার জামাইয়ের অশুভ বার্তাটি, সে আদেশ দিল যে তাকে প্রমত্ত কাইমিরাকে° বধ করতে হবে। কাইমিরা
১৮০ —সামনের দিকে সিংহের আকার তার, পেছনের দিক সরীসৃপের, মাঝখানটা ছাগলের, আর ভয়ংকরভাবে সে ছেড়ে চলেছে প্রজ্বলন্ত আগুনের বিশাল নিঃশ্বাস। কিন্তু বেলোরোফোন দেবতাদের সংকেতে বিশ্বাস রেখে কতল করল তাকে। এরপর তাকে বলা হল বিখ্যাত সোলিমাইদের° সাথে লড়বার কথা— লড়ল সে, তার ভাষ্যমতে ওটাই ছিল তার যোদ্ধাপুরুষদের সাথে লড়া সবচেয়ে
১৮৫ প্রবল লড়াই। এরপর, তৃতীয়ত, বধ করল সে আমাজনদের°—নারী ওরা, তবে পুরুষের সমতুল্য বটে।

'ওখান থেকে যখন সে ফিরে আসছিল, এবার রাজা তার বিরুদ্ধে আঁটল আরেক ধূর্ত বুদ্ধির ফাঁদ। বিশাল লিসার নানা জায়গা থেকে রাজা বেছে নিল সবচে সাহসী লোকদের; ওরা বসল বেলোরোফোনকে অতর্কিতে আক্রমণের জন্য ওঁত পেতে। কিন্তু ঘরে ফেরা হল না এদের একজনেরও—কারণ অতুল্য
১৯০ বেলোরোফোন খুন করল তাদের সব কয়টাকে। এবার রাজা জেনে গেল

বেলোরোফোন এসেছে কোনো দেবতার বীর বংশধর হয়ে। সে তাকে রেখে দিল সেখানে [লিশায়], এবং তার হাতে তুলে দিল নিজের কন্যাকে, সেইসাথে তাকে দিল তার পুরো রাজত্বের অর্ধেকটুকু। তাছাড়া লিশানরাও তাকে অর্পণ করল তাদের শ্রেষ্ঠতর জমির অংশবিশেষ—সুন্দর আঙুরবাগান ও চাষের জমি ছিল সেইগুলো, তাকে সেসবের মালিক করা হলো।　১৯৫

'আর সেই মেয়ে যুদ্ধংদেহী স্বামী বেলোরোফোনের ঔরসে জন্ম দিল তিন সন্তান: আইসান্দার, হিপোলোকাস ও লেওডামাইয়া। লেওডামাইয়ার সাথে শয্যায় গেল মহান মন্ত্রণাদাতা জিউস, আর সে জন্ম দিল সারপিডনের, সেই দেবতুল্য যোদ্ধার যে ব্রোঞ্জের বর্ম দিয়ে ঢাকা। কিন্তু সময় এল বেলোরোফোনেরও দেবতাদের ঘৃণা কুড়ানোর।° তখন সে বস্তুত একা ঘুরে ফিরল　২০০ আলিয়ান সমভূমির° 'পরে, কুঁড়ে খেতে লাগল সে নিজেরই আত্মা, দূরে রাখল নিজেকে মানুষের চলা সকল পথের থেকে। আইরিজ, যুদ্ধের চিরঅতৃপ্ত দেব, তার পুত্র আইসান্দারকে বধ করল বিখ্যাত সোলিমাইদের সাথে যুদ্ধের কালে। আর আর্টেমিজ, সোনালি বলগার দেবী, রাগে কুপিত হয়ে মেরে ফেলল° তার কন্যা লেওডামাইয়াকে।　২০৫

'[থাকলো] হিপোলোকাস শুধু। আমায় জন্ম দিল সে। আমি জানাচ্ছি তোমাকে—আমি তারই বংশজাত। সে আমাকে পাঠাল ট্রয়ের দেশে, আমাকে বলে দিল চিরকাল সবচেয়ে সাহসী থাকার কথা, বলল সবার চেয়ে বিশিষ্ট হতে, আর কোনোদিন লজ্জা বয়ে না আনতে আমার পূর্বপুরুষদের সুনামের 'পরে—ওরা ছিল ইফিরে ও বিস্তৃত লিশার সবচেয়ে মহান সব লোক।　২১০

'এই আমার বংশলতিকা, এই রক্ত থেকেই আমার [জন্ম ও] উত্থান।'

এ-ই ছিল তার কথা; তা শুনে ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কারে পারঙ্গম বীর, অনেক খুশি হলো। সে তার বল্লম পুঁতল পুষ্টিদায়ী ধরণীর মাঝে, আর ভদ্রোচিত স্বরে বলল এই জনতার রাখালের প্রতি :

'নিশ্চিত, অতীতের হিসেবে, তুমি আমার পিতার বাড়ির বন্ধুপ্রতিম° লোক।　২১৫ মহান ইনিয়ুস [আমার পিতামহ] অতীতে একবার অতুল্য বেলোরোফোনের খাতিরযত্ন করেছিল তার প্রাসাদে, তাকে সেখানে রেখেছিল মোট কুড়ি দিন। তাছাড়া, এরপরে, তারা একে অন্যকে দিয়েছিল নানা সুন্দর উপহার, বন্ধুত্বের চিহ্নরূপে। ইনিয়ুস তাকে দেয় এক কোমরবন্ধনী, রক্তরাঙা তার রঙ; আর বেলোরোফোন তাকে দেয় সোনার পানপাত্র একখানি, দু-হাতলওয়ালা, যেটা　২২০ আমি এখানে আসবার কালে রেখে এসেছি আমার প্রাসাদে। তবে আমার পিতা টাইডিয়ুসের কথা যদি বলো, আমার মনে নেই কিছু, কারণ সে যখন ঘর ছাড়ে তখন আমি নেহায়েতই শিশু, সেই যখন গ্রিক সেনাদল নিশ্চিহ্ন হলো থিবজের যুদ্ধমাঠে। অতএব এখন থেকে আমি আর্গজে তোমার প্রিয় অতিথি-বন্ধু হয়ে

২২৫ থাকলাম, আর আমার জন্য তুমি লিশা-তে, মানে যদি আমি কোনোদিন বেড়াতে যাই ওই লোকেদের দেশে।

'সুতরাং আসো এই জনদঙ্গলের মাঝে আমরা বর্জন করি একে অন্যকে বর্শার আঘাত দেওয়া। আমার জন্য আরও বহু ট্রোজান ও তাদের নামজাদা মিত্রেরা আছে হত্যার নিমিত্তে, অর্থাৎ যাকেই দেবতারা আমার হাতে তুলে দেবে এবং আমার দ্রুতগতির পা যাকেই পারবে পাকড়াতে। তেমনই তোমার জন্য আছে

২৩০ অনেক গ্রিক, তোমার কতলের কাজে, যাকেই তুমি পারো। আসো আমরা দুজন আমাদের বর্ম বিনিময় করি একে অন্যের সাথে, যেন এখানে যারা আছে তারা সবাই বোঝে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের কাল থেকে পরস্পর বন্ধু হয়ে আছি।'

এভাবে তাদের কথা শেষ হবার পরে, তারা দুজনেই লাফিয়ে নামল তাদের রথ থেকে। তারা দৃঢ়মুঠি ধরল একে অন্যের হাত এবং শপথ নিল পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের। কিন্তু সে-সময়ে জিউস, ক্রোনাসের ছেলে, গ্লকাসের বুদ্ধি ভোঁতা

২৩৫ করে দিল, তাই সে টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজের সাথে বদলে নিল নিজের বর্মসাজ, সোনা দিয়ে দিল ব্রোঞ্জের বিনিময়ে, একশত গরুর দাম দিয়ে বিনিময়ে পেল মাত্র নয় গরুর দাম।

ইতিমধ্যে হেক্টর পৌঁছে গেল সিয়ান তোরণে, ওক গাছের কাছে। তাকে ঘিরে দৌড়ে এল ট্রোজান সেনাদের স্ত্রী, কন্যাগণ; তাকে জিজ্ঞেস করল তাদের ছেলে, ভাই বন্ধু, পরিবার ও স্বামীদের কুশলের কথা। তার উত্তরে সে তাদের

২৪০ বলল তারা যেন প্রত্যেকে, একে একে, দেবতাদের প্রতি প্রার্থনা রাখে, কারণ অনেকের কপালেই দুঃখশোক বরাদ্দ আছে।

এবার হেক্টর এল প্রায়ামের সুন্দর প্রাসাদে, ঝকঝকে স্তম্ভ দিয়ে সাজানো তার সম্মুখভাগ, ভেতরে আছে পঞ্চাশখানা° চকচকে পাথরে বানানো ঘর, একটা

২৪৫ আরেকটার সংলগ্ন হয়ে। ওখানেই প্রায়ামের পুত্রেরা ঘুমাতে যায় তাদের বিবাহিত বউ পাশে নিয়ে। আর প্রায়ামের কন্যাদের জন্য আছে ওই ঘরগুলোর উল্টোদিকে, অন্দর-আঙ্গিনার ভেতরেই, বারোটি চকচকে পাথরে-বানানো ছাদ দেওয়া ঘর, এরাও লাগানো একটা আরেকটার সাথে। ওখানে প্রায়ামের জামাতারা ঘুমায়

২৫০ তাদের সম্মানিত স্ত্রীদের সাথে।

সেখানে হেক্টরের কাছে এল তার উদার-হৃদয় মা [হেকুবা], লেইওডিসিকে সঙ্গে নিয়ে। [এই মেয়ে] তার কন্যাদের মধ্যে দেখতে সবচে অপরূপা। হেকুবা হেক্টরের হাত দৃঢ় জড়িয়ে ধরে বলল তাকে :

'বাছা! কেন তুমি তীব্র যুদ্ধ ফেলে রেখে এখানে এসেছ? তাহলে নিশ্চিত

২৫৫ গ্রিক সন্তানেরা—ওদের নামের প্রতি আমার অভিশাপ—তোমাদের প্রচণ্ড চেপে

ধরেছে যুদ্ধে, আমাদের শহর ঘিরে, তাই তোমার মন বলেছে এখানে আসবার কথা, এসে নগর দেওয়ালের উঁচু থেকে জিউসের উদ্দেশে প্রার্থনার হাত উপরে ওঠাতে। একটু দাঁড়াও, তোমার জন্য আমি নিয়ে আসছি মধুর মতো মিষ্টি মদ, যেন তুমি প্রথমে জিউস ও অন্য অমর দেবদেবীর নামে উৎসর্গের মদ ঢালতে পারো। ২৬০
পরে যদি নিজেও খেতে চাও, ওখান থেকে নিয়ে খেতে পারো বটে। যখন কোনো লোক পরিশ্রমে নিঃশেষিত হয়ে যায়, তখন মদ যে কী বিশালভাবে তার শক্তি বাড়ায়! তুমিও নিশ্চয় তোমার দেশবাসীকে প্রতিরক্ষা দিতে গিয়ে নিঃশেষিত অবস্থায় আছো।'

দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের মহান হেক্টর তখন তার এ-কথার জবাব দিল :

'পূজনীয় মা, আমার জন্য আনতে হবে না মন-মধুর-করা মদ। আবার না আমি ওটা খেয়ে নেতিয়ে পড়ি আর ভুলে যাই আমার শক্তি ও পরাক্রমের কথা। ২৬৫
উপরন্তু আমার হাত যেহেতু না ধোয়া, জিউসের নামে আগুনরঙ মদ ঢালতেও তো ভয় লাগে। কারণ কেউ যখন নোংরা হয়ে আছে রক্ত ও ময়লায়, তার কোনোভাবে উচিত নয় ক্রোনাসপুত্র, অন্ধকার মেঘেদের প্রভু, জিউসের প্রতি প্রার্থনা রাখা।

'না, তুমিই বরং যাও অ্যাথিনার মন্দিরে, যুদ্ধ-লুটের দেবী সে, যাও তার কাছে পশুর মাংস পুড়িয়ে নিয়ে, তার আগে সঙ্গে জড়ো করো বয়স্কা মহিলাদের। ২৭০
আর এমন কাপড় বেছে নাও যেটা তোমার কাছে সবচে সুন্দর, তোমার ঘরে যতো পোশাক আছে তার মধ্যে দীর্ঘতম আর তোমার নিজেরও কাছে প্রিয় সবচেয়ে। ওটা নিয়ে শুভ্রকেশ অ্যাথিনার হাঁটুর ওপরে পাতো এবং তার উদ্দেশে শপথ রাখো তার মন্দিরে তুমি বলি দেবে বারোখানা একবছুরে বকনা-বাছুর যারা আজও খায়নি লাঠির কোনো তাড়া, যদি বিনিময়ে দেবী একটু দয়া রাখে ট্রয় ২৭৫
শহরের প্রতি, ট্রোজান বধূ ও তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের প্রতি, আর যদি সে পবিত্র ইলিয়াম থেকে দূরে রাখে টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজ নামের ওই বুনো বল্লমবাজ লোকটাকে, যে কিনা অরাজকতার বলশালী স্রষ্টা। তো, যাও তুমি যুদ্ধশেষে লুটপাট চালানোর দেবী অ্যাথিনার মন্দিরে। এদিকে আমি যাব প্যারিসের কাছে, তাকে ডাকতে যাব, যদিও সে আমার কথা শুনবে কিনা সন্দেহ ২৮০
আছে। আহা যদি মাটি সোজা ফাঁক হয়ে তাকে গিলে খেত! তাকে অলিম্পিয়ান [জিউস] বড় করে তুলেছে ট্রোজানদের জন্য কতো বড় এক সর্বনাশরূপে, সেইসাথে মহানুভব প্রায়াম ও তার অন্য ছেলেদের জন্যও! যদি দেখতে পেতাম প্যারিস যাচ্ছে হেডিসের মৃত্যুপুরীর পথে, তাহলেই বুঝি আমার হৃদয় সব দুঃখ ভুলে যেত।' ২৮৫

এ-ই ছিল হেক্টরের কথা। এবার তার মা গেল প্রাসাদের ভেতরে, ডাকল তার অপেক্ষমান অনুচরীদের। তারা সারা শহর জুড়ে যতো বয়স্কা বধূ আছে,

সবাইকে জড়ো করে নিল। রানি নিজে গেল নীচে সুগন্ধি ধনভাণ্ডারের ঘরে, যেখানে রাখা ছিল তার পোশাকগুলি, জমকালো নকশা তোলা, সাইডোনিয়ান
২৯০ মহিলাদের হাতের কাজে ভরা। ওদেরকে সাইডন থেকে নিয়ে এসেছিল দেবতুল্য প্যারিস নিজে তার সেই একই সফরে, বিশাল সাগরে পাল তুলে যেবার সে নিয়ে এল উচ্চবংশের হেলেন মেয়েটাকে। এ পোশাকগুলো থেকে হেকুবা একটা বেছে নিল, ওটা হাতে নিল অ্যাথিনার জন্য উপহাররূপে—নকশার বিচারে ওটা তার বাকি সব পোশাকের চেয়ে সুন্দর ও সবচে দীর্ঘ ছিল, ঝিলিক দিচ্ছিল কোনো
২৯৫ নক্ষত্রের মতো, ছিল [সিন্দুকে] অন্য সব কাপড়ের নীচে। এরপর হেকুবা রওনা হলো তার পথে, বয়স্কা বধূদের দল ঝটপট চলল তার পিছে।

যখন তারা নগর প্রাকারে, উঁচুতে এল অ্যাথিনার মন্দিরের কাছে, তাদের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দিল ফর্সা-গালের এক মেয়ে, থিয়ানো তার নাম, সিসিয়ুসের কন্যা সে, অ্যান্টিনরের বধূ, অ্যান্টিনর ঘোড়া-বশকারী [বীর]—এই
৩০০ থিয়ানোকে ট্রোজানেরা অ্যাথিনার যাজিকা বানিয়েছিল। এরপর পবিত্র সব উলু-চিৎকার দিয়ে তারা সবাই তাদের হাত ওপরে তুলল—অ্যাথিনার উদ্দেশে। ফর্সা-গাল থিয়ানো পোশাকখানি নিল, পাতল তা শুভ্রকেশ অ্যাথিনার হাঁটুর 'পরে, আর শপথ রেখে প্রার্থনা জানাল মহান জিউসের কন্যার প্রতি :

৩০৫ 'অ্যাথিনা দেবী, আমাদের নগরের পাহারাদার তুমি, দেবীকুলের মধ্যে সুন্দরীতমা। ভেঙে দাও ডায়োমিডিজের বল্লমখানি। আরও বলি, সে যেন মাথা নীচে রেখে মাটিতে পড়ে সিয়ান তোরণের সম্মুখে। আমরা এখনই তোমার মন্দিরে তোমার প্রতি বারোটা একবছুরে বাছুর বলি দেব, যে বাছুরেরা আজও কোনো লাঠির তাড়া খায়নি কখনোই—যদি কিনা তুমি একটু দয়া রাখো ট্রয় নগর
৩১০ ও ট্রোজানদের স্ত্রী ও তাদের ছোট ছোট শিশুদের প্রতি।'

এ-ই বলল থিয়ানো তার প্রার্থনাতে, কিন্তু প্যালাস অ্যাথিনা মাথা পেছনে বাঁকিয়ে না-মঞ্জুর করে দিল সেটা।

এভাবেই এ-মহিলারা প্রার্থনা করতে থাকল মহান জিউস তনয়ার উদ্দেশে। ওদিকে হেক্টর চলল তার পথে—প্যারিসের ঘরের দিকে। এই সুন্দর প্রাসাদ
৩১৫ প্যারিস নিজে বানিয়েছিল তখনকার দিনের উর্বরা-ট্রয়ের সবচে ভালো বাড়ি-নির্মাতাদের দিয়ে। ওই নির্মাতারা তার জন্য বানাল একটা শোবার ঘর, বড় বৈঠকখানা, আর একটা দরবার ঘর—শহরের উঁচুতে প্রায়াম ও হেক্টরের প্রাসাদের একদম পাশে। সেখানে ঢুকল হেক্টর, জিউসের প্রিয় সে, তার হাতে এক পাঁচ মিটার দীর্ঘ বল্লম°। তার সামনের দিকে জ্বলজ্বল করছে ওটার ব্রোঞ্জ-মোড়া
৩২০ অগ্রভাগ, আর তা বেড় দিয়ে আছে এক সোনার গোল চাকি।

প্যারিসকে পেল সে তার শয়ন কক্ষের মাঝে, মহা ব্যস্ত সে তার সুন্দর বর্ম নিয়ে, তার ঢাল, তার উর্ধ্বাঙ্গের বর্ম-সজ্জা ও তার বাঁকানো ধনুক পরীক্ষাতে।

আর গ্রিক নারী হেলেন বসে ছিল তার পরিচর্যাকারী মহিলাদের মাঝে, সে তদারক করছিল তাদের চমৎকার হাতের কাজগুলি। প্যারিসকে দেখে হেক্টর তিরস্কার জানাল, তাকে বলল লজ্জা দেওয়া কথা : ৩২৫

'অদ্ভুত মানুষ তুমি বটে! বুকের মধ্যে [ট্রোজানদের প্রতি] এই রাগ° পুষে তোমার কি কোনো লাভ হবে? তোমার মানুষেরা শহরের চারপাশে, উঁচু দেওয়াল ঘিরে, যুদ্ধের মাঝে যাচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। এই যুদ্ধ, এই শহর জুড়ে রণহুঙ্কার ইত্যাদি—সব তোমারই কারণে। তোমারই তো সবচে উচিত ক্রোধোন্মত্ত হওয়া যদি কাউকে দ্যাখো যে সে লুকাচ্ছে, পালাচ্ছে এই ঘৃণ্য ৩৩০ যুদ্ধের মাঠ থেকে। চলো এবার, নতুবা দেখবে [আমাদের] এ-শহর দাউদাউ আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে!'

তখন দেবতুল্য প্যারিস জবাব দিল তাকে এই কথা বলে :

'হেক্টর, তোমার খোঁটা ঠিকই আছে, যুক্তিসংগত, আমার যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি নয় মোটে। আমিও তোমাকে উত্তর দেব একইভাবে; কী বলি আমি তা শোনো, মনোযোগ দাও আমার কথায়। আমি আমার ঘরে এ-কারণে বসা না যে ট্রোজানদের ওপর আমার বিরাট কোনো রাগ বা ঘৃণা আছে। ৩৩৫ আমার স্রেফ মন চাইছে নিজেকে দুঃখ আফসোসে নিমজ্জিত করে দিতে। যা হোক, আমার স্ত্রী [একটু আগে] সুন্দর সুন্দর কথা বলে আমাকে রাজি করিয়েছে, বলেছে আমাকে যুদ্ধে ফিরে যেতে। আমার নিজেরও মন বলছে যে সেটাই বেশি ভালো কাজ হবে—বিজয় জিনিসটা এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের হাতে ঘোরে। তো তবে একটু দাঁড়াও, আমাকে যুদ্ধের সাজসজ্জা ৩৪০ পরে নিতে দাও। কিংবা তুমি রওনা দাও, আমি আসছি পেছনেই, আমার বিশ্বাস তোমাকে ধরে ফেলব শিগগিরই।'

এ-ই বলল সে, কিন্তু দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর তার কথার জবাব দিল না কোনো। হেলেন এবার তাকে বলল মধুর স্বরে :

'ও আমার ভাই, আমি তো কুকুর একটা, মন্দের ফন্দি-আঁটা নারী, সবার কাছে ঘৃণিত মেয়েলোক! আহা যেদিন আমার মা আমাকে প্রথম পৃথিবীতে আনে, ৩৪৫ সেদিন যদি কোনো ভয়াল ঝড়ো-হাওয়া এসে আমাকে তুলে নিয়ে যেত দূরে পর্বতে, কিংবা নিয়ে যেত জোর গজরানো সাগরের ঢেউয়ের কাছে, আর বিশাল ঢেউ তখন আমাকে ভাসিয়ে নিত দূরে—তাহলে কতো ভালো হতো, এসবের কিছু দেখতে হতো না কোনোদিন। কিন্তু যেহেতু দেবতারা কপালে এটাই রেখেছিল, এই কু-দশা, সেহেতু অন্তত আমার স্বামীটা যদি ভালো হতো, এমন কেউ হতো ৩৫০ যার এই বোধটুকু আছে যে তাকে অন্য মানুষেরা কেমন ঘৃণা করে, কেমন শাপশাপান্ত করে। কিন্তু এই লোকটার মাথায় কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, বুদ্ধি হবেও না কোনোদিন। আমার বিশ্বাস এ-কারণে তাকে একদিন বড় মূল্য দিতে হবে।

'যাক আসো, ঘরে ঢোকো, এই চেয়ারটাতে বসো ভাসুর আমার। আহা
৩৫৫ এই নির্লজ্জ আমার কারণে এবং প্যারিসের নির্বুদ্ধিতার হেতু, যুদ্ধের খাটুনি তো অন্য কারও চেয়ে তোমার ওপর দিয়েই যাচ্ছে বেশি করে। আমাদের [দুজনের] ভাগ্যে জিউস রেখেছে এক অশুভ নিয়তি: আমরা ভবিষ্যতে, ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে মানুষের গানের বিষয়ে পরিণত হবো।'

তখন তার কথার জবাবে ঝলমলে শিরস্ত্রাণের মহান হেক্টর জানালো তাকে:

৩৬০ 'আমাকে বসতে বোলো না হেলেন। জানি তুমি আমাকে অনেক ভালোবাস, তবু আমাকে বসতে রাজি করাতে পারবে না। আমি এখনই অনেক অধৈর্য হয়ে আছি; ট্রোজানরা ব্যাকুলভাবে আমার অপেক্ষায় আছে কারণ আমি নেই যুদ্ধের মাঠে। ওদের সাহায্যে যেতে হবে। নাহ, তুমি বরং ওকে তাড়া দাও, [প্যারিসকে] বলো ওর উচিত একটু ঝটপট করা, তাহলে আমি শহরের ভেতরে থাকতেই ও
৩৬৫ হয়তো ধরতে পারবে আমাকে। এখন আমি আমার নিজ বাসায় যাব, বাসার লোকদের সাথে দেখা করতে হবে—আমার আদরের বউ ও আমার শিশু পুত্রটির সাথে। কারণ কে বলতে পারে আমি কোনোদিন আর ঘরে, ওদের সান্নিধ্যে ফিরতে পারব কি-না! কে বলতে পারে, দেবতারা আমার নিয়তিতে আজই গ্রিকদের হাতে মৃত্যু রাখেনি, সে কথা!'

এই কথা বলে দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর বিদায় হলো, দ্রুত গেল তার
৩৭০ সুনির্মিত বাড়িটিতে। কিন্তু শুভ্র-বাহুর অ্যান্ড্রোমাকিকে সে খুঁজে পেল না কোনো ঘরে। অ্যান্ড্রোমাকি গেছে বাচ্চাটিকে সাথে নিয়ে, আর সুন্দর পোশাকের এক সেবিকা নারী গেছে সাথে। তারা তখন দেওয়ালের ওপরে ওখানে বসে কাঁদছে ও বিলাপ করছে খুব। হেক্টর যখন তার এই অতুল্য স্ত্রীকে খুঁজে পেল না ঘরে,
৩৭৫ সে গিয়ে দাঁড়াল ঘরের প্রবেশদ্বারে, পরিচারিকাদের বলল এই কথা :

'এদিকে আসো, পরিচারিকা মেয়েরা, আমাকে সত্যি কথা বলো। বাড়ি ছেড়ে কোথায় গেছে শুভ্র-বাহুর অ্যান্ড্রোমাকি? সে কি গেছে আমার কোনো বোনের বাসায় নাকি আমার ভাইদের সুন্দর পোশাক পরা স্ত্রীদের কাছে, নাকি অ্যাথিনার মন্দিরে যেখানে ট্রয়ের অন্য শুভ্রকেশী মহিলারা গেছে ভয়ংকর দেবীর
৩৮০ ক্রোধ উপশমের প্রয়াস নিতে?'

তখন ঘরের এক বিশ্বস্ত সেবাদাসী এই কথা বলল তাকে :

'হেক্টর, যেহেতু তুমি আমাদের সরাসরি বললে সত্য বলতে, [তাই বলি] : সে তোমার কোনো বোনের বাসায় কিংবা ভাইদের সুন্দর পোশাকপরা স্ত্রীদের কাছে যায়নি মোটে, না সে গেছে অ্যাথিনার মন্দিরে যেখানে ট্রয়ের শুভ্রকেশ অন্য
৩৮৫ মহিলারা সব গেছে ভয়াল দেবীকে শান্ত করার কাজে। অ্যান্ড্রোমাকি গেছে ইলিয়ামের বিশাল দেওয়ালের কাছে, কারণ সে শুনেছিল ট্রোজানরা যুদ্ধে খুবই চাপের মুখে আছে, বিজয় নাকি গ্রিকদের করতলে। তাই সে দ্রুত ছুটে গেছে

দেওয়ালের কাছে, এক ঘোরগ্রস্ত মানুষের মতো। তার সঙ্গে সেবিকা মেয়েটিও গেছে তোমার বাচ্চা কোলে নিয়ে।'

এই ছিল সেবাদাসীর কথা। তা শুনে হেক্টর ত্বরিতপদে বাড়ি থেকে উল্টো ৩৯০ পথে গেল, যে পথে এসেছিল সেই একই সুনির্মিত রাস্তাগুলি ধরে। এবার যখন সে এই বিশাল শহর ছাড়িয়ে পৌঁছল সিয়ান তোরণের কাছে—এখান থেকেই সে যাবে সমতলে, যুদ্ধের মাঠে—সেখানে দৌড়ে এল তার অনেক-যৌতুক-পাওয়া বউ, এল তার সঙ্গে মিলিত হতে—অ্যান্ড্রোমাকি তার নাম, সে মহান-হৃদয়ের ঈটিয়নের° মেয়ে। ঈটিয়নের বাস জঙ্গলভরা প্লাকোস পর্বতের নীচে, প্লাকোসের ৩৯৫ নীচে থিবিতে;° আর ঈটিয়ন সিলিশার মানুষদের রাজা। তারই মেয়েকে বিয়ে করেছিল ব্রোঞ্জের বর্মে সজ্জিত হেক্টর।

অ্যান্ড্রোমাকির দেখা হলো তার সাথে। তার সঙ্গে এল সেবিকা মেয়েটিও। সেবিকার বুকে ধরা হেক্টরের বাচ্চা ছেলে, নেহায়েতই শিশু; সে হেক্টরের অনেক ৪০০ ভালোবাসার পুত্রধন, ঠিক কোনো সুন্দর তারকার মতো। হেক্টর তাকে ডাকত স্কামান্দারিয়াস নামে, কিন্তু অন্যদের কাছে তার নাম অ্যাস্টাইয়ানাক্স বা শহরের প্রভু, কারণ [তার পিতা] হেক্টর একাই ছিল বিশাল ইলিয়ামের প্রতিরক্ষাদাতা।

এবার মৃদু হাসল হেক্টর, নীরবে তাকাল তার ছেলের দিকে। কিন্তু অ্যান্ড্রোমাকি চলে এল তার পাশে কেঁদে কেঁদে, তার হাত জড়িয়ে ধরল দৃঢ় করে ৪০৫ এবং তাকে বলল এই কথা :

'আহ, স্বামী আমার, তোমার এ বিক্রমই তোমার কাল হবে। তোমার কোনো দয়ামায়া নেই অবোধ এই শিশুটার প্রতি, আর না আছে এই হতভাগা আমার ওপরে যে কিনা শীঘ্র বিধবা হবে। কারণ দেরি নেই যে গ্রিকবাহিনী তোমার ওপরে চড়াও হয়ে কতল করবে তোমাকে। কিন্তু আমার জন্য তোমাকে ৪১০ হারানোর পরে কবরে যাওয়াই বেশি ভালো হবে, কারণ জীবনে আর কোনোদিন আমি কোনো আরাম পাব না। যখন তুমি তোমার নিয়তির হাতে শেষ হয়ে গেছ, তখন দুর্দশা ছাড়া আমার আর কী থাকে?

'আমার না আছে বাবা বেঁচে, না আছে সম্মাননীয় মাতা। আমার পিতাকে মেরেছে অ্যাকিলিস, যখন সে সিলিশানদের জনবহুল ঐ শহর পুরো গুঁড়িয়ে দিল ৪১৫ —উঁচু তোরণের ঐ থিবি। তার হাতে ঈটিয়ন খুন হলো; তবে অ্যাকিলিস তার বর্ম খুলে নেয়নি, কারণ তার বুকে ঈটিয়নের জন্য শ্রদ্ধাবোধ ছিল কিছু। সে ঐ বর্মসজ্জিত রেখেই দাহ করল তার শব, জাঁকাল অলঙ্কৃত বর্ম সাজ ছিল তার; পরে তার ওপরে বানানো হলো এক সমাধিস্তূপ ঢিবি। ওটার চারপাশে পর্বতের পরীরা—ঐশীবর্মধারী জিউসের কন্যা ওরা—রোপণ করল এলম্ গাছের চারা। ৪২০

'আর আমাদের বাড়িতে ছিল যে আমার সাত ভাই, সেই একই দিনে তারাও সবাই পৌঁছে গেল হেডিসের মৃত্যুর দেশে। কারণ তাদেরও খুন করল দ্রুতপায়ের

দেবতুল্য অ্যাকিলিস এসে। তারা তখন ব্যস্ত ছিল তাদের পা-টেনে-চলা গবু ও তাদের শুভ্র-লোম ভেড়াগুলি নিয়ে। আর আমার মা, অরণ্যানীভরা প্লাকোস
৪২৫ পর্বতের নীচে সে ছিল রানি, তাকে অ্যাকিলিস এখানে নিয়ে এল অন্য সব লুটের মালের সাথে, কিন্তু পরে মুক্ত করে দিল সীমাহীন এক মুক্তিপণ নিয়ে। এরপরে মা তার পিতার বাড়িতে মারা গেল তীরন্দাজ আর্টেমিজের হাতে।

'না, হেক্টর, তুমিই আমার বাবা, তুমিই আমার রানি মাতা, তুমিই আমার
৪৩০ ভাই, এবং আমার সুপুরুষ স্বামী। আসো, দয়া করো আমার প্রতি, এখানে এই কেল্লাতেই থাকো; তা যদি না করো তবে তোমার ছেলে এতিম হয়ে যাবে, আর তোমার স্ত্রী বিধবা হবে। আর সেনাদলের ব্যাপারে বলি, ওদের থাকতে বলো ওই বুনো ডুমুর গাছের° পাশে, কারণ [শত্রুর জন্য] দেওয়াল বেয়ে ওঠা ওখানেই সহজ সবচে, দেওয়ালও ওখানে আক্রমণের কাছে উন্মুক্ত বটে। এরই মধ্যে
৪৩৫ তিনবার° ওখানে ওদের সবচে সাহসী যোদ্ধারা এসেছে দুই অ্যাজাক্সের সাথে; আরও এসেছে বহু-বিখ্যাত আইডোমেন্যুস ও অ্যাট্রিউসের দুই ছেলে [আগামেমনন, মেনেলাস] ও টাইডিয়ুসের পরাক্রমশালী পুত্র [ডায়োমিডিজ]; তারা সবাই প্রয়াস নিয়েছে ওখান দিয়ে শহরে ঢোকার। হতে পারে বিখ্যাত কোনো দৈবজ্ঞানী লোক তাদের বলেছে [ওখানে আসতে], কিংবা তাদের নিজেদের ভাবনা থেকেই বারবার তারা এসেছে ওই জায়গাতে।'

৪৪০ তখন তাকে জবাব দিল ঝলমলে শিরস্ত্রাণের মহান হেক্টর :

'অ্যান্ড্রোমাকি, আমি ভেবেছি এ সবকিছু নিয়ে। কিন্তু কী ভয়ানক লজ্জায়ই না আমি পড়ব ট্রোজান ও ট্রোজানদের মাটি-ঘেঁসটে-চলা পোশাক পরা স্ত্রীদের সম্মুখে, যদি আমি কাপুরুষের মতো যুদ্ধ থেকে সটকে চলে আসি। আমার মন পারবে না সেই ভার নিতে, কারণ নিজেকে আমি গড়ে
৪৪৫ তুলেছি অসমসাহসী বীর হিসেবেই, যুদ্ধে ট্রোজানদের সবচে সামনের কাতারে থাকতেই। সর্বদা চেষ্টা করে গেছি আমার পিতার ও আমার নিজের জন্য মহান খ্যাতি অর্জনের।

'তবে আমি হৃদয় ও আত্মা দিয়ে একথা খুব ভালো জানি : সেইদিন সমাগত যেদিন পবিত্র ইলিয়াম পরাভূত হবে, সেইসাথে ধ্বংস হবে প্রায়াম ও সুন্দর অ্যাশকাঠের বর্শাধারী প্রায়ামের প্রজাগণ। এরপরে ট্রোজানদের দুর্দশা কতোখানি
৪৫০ হবে তাতে আমি বিচলিত নই, [বিচলিত নই মা] হেকুবাকে নিয়ে, কিংবা রাজা প্রায়াম বা আমার ভাইয়েরা যারা আছে—অনেক এরা সংখ্যায়, সাহসী, আহা ওরা ওদের শত্রুদের হাতের নীচে লুটাবে ধুলোয়—তাদের নিয়েও নই, যতটা বিচলিত তোমার মর্মান্তিক ভবিষ্যৎ ভেবে। কোনো ব্রোঞ্জপরা গ্রিক এসে যখন তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে—তুমি কাঁদতে থাকবে খুব করে—আর তোমার কাছ
৪৫৫ থেকে কেড়ে নেবে সব স্বাধীনতা [সেটার কথা ভেবে।]

'তখন আর্গজে,° হতভাগা তুমি, তাঁতের মেশিন ধরে ওঠা-নামা করবে অন্য কারো হুকুমে কিংবা অবিরত পানি বয়ে আনবে মেসিয়িস বা হাইপেরিয়া [নামের কোনো নদী] থেকে, পুরো তোমার অনিচ্ছায়, স্রেফ বেঁচে থাকার প্রয়োজনের কাছে হার মেনে। আর তোমাকে কাঁদতে দেখে নিশ্চয় লোকে বলবে : "দ্যাখো, ঐ যে হেক্টরের বউ। ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজানবাহিনীতে যুদ্ধে যখন মানুষেরা ৪৬০ লড়ছিল ইলিয়ামকে ঘিরে, তখন সবচেয়ে নামজাদা ছিল ওই লোক।" এ-ই তো বলবে কেউ, তা শুনে নতুন করে ঘিরে ধরবে তোমাকে দুঃখ—আহা হেক্টরের মতো কেউ পাশে নেই, যে আমাকে মুক্ত করবে এই দাসত্বের দিন থেকে। ওহ্ আমি যেন মরে যাই, যেন স্তূপকরা মাটি আমার লাশ লুকিয়ে রাখে—ওই ওরা তোমাকে দাসত্বের মাঝে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাই তুমি চিৎকার ৪৬৫ করছ সেটা শোনার আগে।'

এ কথা বলে দ্যুতিমান হেক্টর দু-হাত বাড়িয়ে দিল তার সন্তানের দিকে। কিন্তু শিশুটি কেঁদে কুঁকড়ে ফের ঢুকে গেল তার শক্ত-কাঁচুলি পরা সেবিকার বুকে। সে ভয় পেয়েছে তার পিতার পোশাক-আশাক দেখে, আতঙ্কিত হয়েছে ব্রোঞ্জ শিরস্ত্রাণে, এর চূড়ায় ঘোড়ার-লোম দেখে, সে খেয়াল করেছে ওটা দুলছে ৪৭০ বাতাসে শিরস্ত্রাণের সবচে উঁচু থেকে। এই দৃশ্য দেখে জোরে হাসিতে ফেটে পড়ল তার প্রিয় বাবা, তার রানির মতো মা। তৎক্ষণাৎ দ্যুতিমান হেক্টর মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুলে নিল, রাখল তা মাটিতে, ঝকমক করছিল সেটা। এবার সে চুমু খেল তার শিশুপুত্রকে, তাকে বাহুতে নিয়ে দোলালো খানিক, আর প্রার্থনা রাখল জিউস ও অন্য দেবতাদের নামে : ৪৭৫

'জিউস ও তোমরা অন্য দেবতারা, এই প্রার্থনা মঞ্জুর করো যেন আমার সন্তান, আমারই মতন, নিজেকে প্রমাণ করে ট্রোজানদের মাঝে সর্বসেরা রূপে, শক্তিতে ওরকমই হয় পরাক্রমধারী আর যেন সে ইলিয়াম শাসন করে বিরাট ক্ষমতার সাথে। আর কোনোদিন যখন সে ফিরবে যুদ্ধ থেকে, তখন যেন লোকে তাকে নিয়ে বলে: "তার বাবার চেয়ে আরও বেশি ভালো হয়েছে এই ছেলে"। ৪৮০ যেন সে শত্রুর রক্তমাখা বর্মসজ্জা নিয়ে ঘরে ফেরে, সেই শত্রু যাকে সে বধ করেছে নিজে, আর তা দেখে যেন তার মায়ের বুক খুশিতে বড় হয়ে ওঠে।'

এই কথা বলে হেক্টর তার শিশুকে দিল তার প্রিয় বধূর হাতে। অ্যান্ড্রোমাকি তাকে নিল তার সুগন্ধী বুকের মাঝে, সে হাসছিল কেঁদে কেঁদে। তার স্বামীর বুক ভরে উঠল মায়ার এই দৃশ্য দেখে, সে তার হাত বুলিয়ে দিল স্ত্রীর গায়ে, তাকে ৪৮৫ বলল এই কথা :

'বউ আমার, তোমাকে মিনতি করি কোনোভাবে বুকে এত বেশি বেদনা নিয়ো না। আমার নিয়তি ছাড়া আর কেউ নেই যে আমাকে পাঠাতে পারে হেডিসের মৃত্যুপুরীর কাছে। তবে আমি জানি এমন একজনও নেই যে

কোনোদিন পেরেছে নিজের মৃত্যু এড়াতে—হোক সে কাপুরুষ, হোক সে কোনো
৪৯০ বীর; যখন একবার জন্মেছে [মৃত্যু হবেই তার বটে]। নাহ্, তুমি বাসায় যাও, নিজের কাজকর্ম করো গিয়ে, তাঁত ও সুতাকাটার টাকু ওইসব নিয়ে ব্যস্ত থাকো, আর তোমার দাসীদের বলো তাদের কাজে মন দিতে। যুদ্ধ পুরুষের কাজ। ইলিয়ামবাসী সব পুরুষের কাজ এটা, তবে আমার জন্য সবচেয়ে বেশি।'

এ-ই বলল দীপ্যমান হেক্টর, হাতে তুলে নিল ঘোড়ার লোমের চূড়াওয়ালা
৪৯৫ তার শিরস্ত্রাণ। তার প্রিয় বধূ তক্ষুনি রওনা দিল বাড়ির পথে। প্রায়ই সে তাকাচ্ছিল পেছনের পানে, ঝরাচ্ছিল বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা। শীঘ্র সে পৌছাল মানুষ-জবাই-দেওয়া হেক্টরের সুনির্মিত প্রাসাদে, সেখানে পেল তার অনেক নারীভৃত্যকে। তাদের সকলের মাঝে অ্যান্ড্রোমাকি জাগাল বিলাপের রোল।
৫০০ এভাবেই তারা হেক্টরের নিজের ঘরে তাকে নিয়ে বিলাপ করল সে জীবিত থাকতেই;° কারণ তারা ভেবে নিল হেক্টর আর যুদ্ধ থেকে, গ্রিকদের শক্তি ও প্রবল হাতের থেকে, নিজেকে বাঁচিয়ে ফিরবে না কখনোই।

প্যারিসও তার উঁচু বাড়িতে বেশি দেরি করল না। সে ঝটপট তার দ্যুতিময় বর্ম পরে নিল, সেটা ব্রোঞ্জের নকশা শোভিত, আর তার পায়ের দ্রুততায় বিশ্বাস
৫০৫ রেখে জোরে ছুটে চলল শহরের মাঝ দিয়ে। আস্তাবলে থাকা কোনো ঘোড়া জাবনাপাত্র থেকে পেট ভরে খেয়ে যেভাবে গলার দড়ি ছিঁড়ে খুরে শব্দ তুলে দৌড়ে যায় সমতলে মহোল্লসিত মনে—চায় স্নান সেরে নেবে সুন্দর-প্রবাহিত নদীর কাছে গিয়ে; সে উঁচুতে তুলে ধরে মাথা, ঘাড়ের চারপাশে তার কেশর ভাসে ঢেউ তুলে;
৫১০ নিজের রূপে সে ভাস্বর হয় নিজে এবং তার হাঁটু তাকে ক্ষিপ্র বয়ে নিয়ে চলে তার আস্তানায়, ঘোড়ীদের চারণভূমির কাছে°—সেভাবে প্যারিস, প্রায়ামের ছেলে, গটগট নেমে এল উঁচু পারগামাস থেকে। ঝলমলে সূর্যের মতো সে তার বর্মে ঠিকরাচ্ছিল খুব, হাসছিল মনের সুখে জোরে, তার দ্রুতচলা পা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে।
৫১৫ এরপর দ্রুতই সে ধরে ফেলল তার ভাই দেবতুল্য হেক্টরকে। হেক্টর যেইমাত্র রওনা করেছে ওই জায়গা থেকে—যেখানে তার সাথে তার স্ত্রীর অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হলো—তখনই। দেবতুল্য প্যারিসই প্রথম বলল কথা:

'ভাই, আমি নিশ্চয় আমার লম্বা বিলম্বে তোমাকে দেরি করিয়ে দিয়েছি তোমার জলদির মাঝে, নিশ্চয়ই আসিনি যথা সময়মতো, মানে যখন তুমি আসতে বলেছিলে?'

৫২০ এর উত্তরে তাকে বলল দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর, এই কথা :

'অদ্ভুত মানুষ তুমি বটে। ঠাণ্ডা মাথার কোনো লোক নেই যে যুদ্ধে তোমার পারদর্শিতাকে দেখতে পারে হালকা করে, কারণ তুমি বীরবিক্রম, সন্দেহ নেই কোনো। কিন্তু নিজের ইচ্ছাতেই তুমি খুব ঢিলেঢালা, কোনো উদ্বেগ নেই কিছু নিয়ে। তাই আমার বুকের মাঝে হৃদয় বিষণ্ণ হয়, যখন আমি অন্য ট্রোজানদের মুখ থেকে তোমাকে নিয়ে লজ্জাকর কথা শুনি—তারা তোমার কারণে আছে কী শোচনীয় কষ্টের মাঝে। ৫২৫

'যাক চলো, আমরা যাই। পরে এসবের মীমাংসা করা যাবে, ট্রয়ের মাটি থেকে আমাদের হাতে হাঁটুতে বর্মপরা গ্রিকরা বিতাড়িত হবার পরে; অর্থাৎ স্বর্গবাসী চিরায়ত দেবতাদের সম্মানে আমাদের প্রাসাদে মদমিশ্রণ-বাটি থেকে মদ উজাড় করে আমরা স্বাধীনতা অর্জনের যে পুজা-নিবেদন দেব, সে প্রার্থনা যদি জিউস মঞ্জুর করে।' ৫২৯

টীকা

৬:৩ **জানথাসের:** স্কামান্দার নদীরই অন্য নাম। ট্রয়ের যুদ্ধক্ষেত্রের দু পাশে বয়ে যাচ্ছে দুই নদী—জানথাস ও সিমোয়িস।

৬:২২-২৩ **ঝর্নার-পরী আবারবারিয়ার:** আবারবারিয়া ও বিউকোলিয়নের ব্যাপারে অন্য কোনোকিছুরই উল্লেখ গ্রিক পুরাণ বা লোককথার আর কোথাও নেই। এই লাওমিডন যদি রাজা লাওমিডনই হয়ে থাকে, তাহলে বিউকোলিয়ন ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের অবৈধ বড় ভাই।

৬:৩৪ **পিডাসাসে:** এর অবস্থান ট্রোয়াড অঞ্চলের দক্ষিণে। লেলেজিসরা এই শহর প্রতিষ্ঠ করে (২১:৮৬-৮৭) এবং অ্যাকিলিস শহরটা গুঁড়িয়ে দেয় (২০:৯২)।

৬:৫৭ **এরকম কোনো বড় দয়া:** না, মেনেলাসকে আসলেই প্যারিস কোনো দয়া দেখায়নি। সে মেনেলাসের বাড়ির অতিথি হয়েও তার বউ হেলেনকে নিয়ে ভেগে গিয়েছিল। মতান্তরে প্যারিস হেলেনকে ঐ বাড়িতে প্রথমে ধর্ষণ করে এবং পরে অপহরণ করে। এমন মতও আছে যে, হেলেন স্বেচ্ছায় ভেগে যায় প্যারিসের সঙ্গে।

৬:১৩০ **লাইকারগাস:** লাইকারগাস ছিল থ্রেইসের রাজা। সে প্রয়াস নিয়েছিল তার দেশ থেকে সে নতুন প্রবর্তিত বাখিক (Bacchic; দেখুন ইউরিপিদিসের বিখ্যাত নাটক *Bacchae* বা *বাখাই*) ধর্মকে তাড়াবে। সে যে ডাইয়োনাইসাসের সেবিকাদের তাড়ায়, ষাঁড় তাড়ানো লাঠির বাড়ি মারে এবং তার ভয়ে দেবতা ডাইয়োনাইসাস সমুদ্রের অতলে থেটিসের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়—এ সবই হয়তো বিখ্যাত গ্রিক দেবতা ডাইয়োনাইসাসের ভক্তকুলের মুখে শুনেছিলেন হোমার। ডাইয়োনাইসাস—আনন্দ-ফুর্তি ও মদ্যপানের অনেক জনপ্রিয় দেবতা—ছিল অলিম্পাসের প্রধান বারো দেবদেবীর একজন এবং তার বিশাল মুরিদগোষ্ঠী (cult) ছিল তখনকার গ্রিসে।

৬:১৩২ **সেবিকাদের:** মূলে আছে মিয়েনাদ (Maenads), যার আক্ষরিক অর্থ 'পাগলিনী'। এরা ছিল দেবতা ডাইয়োনাইসাসের মহিলা ভক্তকুল।

৬:১৩২ **নাইসার:** দেবতা ডাইয়োনাইসাসের জন্মস্থান। এর ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়নি; ধারণা করা হয় গ্রিসের পূবের কোথাও।

৬:১৪৬ **মানুষের বংশগুলি:** মানুষের জীবনের স্বল্প মেয়াদ ও তাৎপর্যহীনতা নিয়ে *ইলিয়াড*-এর অন্যতম বিখ্যাত একটি পঙ্ক্তি এটি।

৬:১৫২ **ইফিরে:** *ইলিয়াড*-এ ইফিরে বা এফিরা নামের শহর আছে বেশ কয়েকটি। গবেষকদের অভিমত, এই ইফিরে বর্তমানের কোরিন্থ।

৬:১৫৩-১৫৪ **সিসিফাস:** এই সেই বিখ্যাত গ্রিক পুরাণের নশ্বর সিসিফাস যে অনেক চেষ্টা করেছিল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার। পরে দেবতারা তাকে শাস্তিস্বরূপ এক পাহাড় বেয়ে বড় এক পাথর বারবার উপরে ঠেলে দেওয়ার কাজ দেয়। যতবারই পাথরটা উপরে তুলে সে ভাবে যে তার কাজ শেষ হয়েছে, ততবারই পাথর গড়িয়ে যায় নীচে, এবং আবার তাকে করতে হয় একই কাজ। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৌশলী ও ধূর্ত বুদ্ধির এ লোকটি অনন্তকাল এই অর্থহীন কাজটি করে চলেছে। হোমার *ইলিয়াড* বা *অডিসির* কোথাও সিসিফাসের এই বিখ্যাত গল্পটি বলেননি।

৬:১৫৫ **বেলেরোফোনের:** মূল গ্রিক নাম Bellerophontes। সে আমাদের কাছে বিখ্যাত তার ধৃষ্টতাপূর্ণ এক আচরণের জন্য। তার ঘোড়া পেগাসাসকে নিয়ে সে চেষ্টা করেছিল স্বর্গের কাছে পৌঁছাবে। *ইলিয়াড*-এ এই গল্পটি বলা হয়নি।

৬:১৫৬ **প্রিটাস:** রাজা প্রিটাসকে (গবেষকদের অনুমান, সে ছিল আর্গজের রাজা) নিয়ে হেসিয়ড-এর 'নারীদের তালিকা'য় (Catalogue of Women) এই কথা আছে যে তার কন্যারা যৌনতার ব্যাপারে নীতিহীন ছিল। যেমন এই গল্পে তার স্ত্রী।

৬:১৬৯ **নানা সংকেত:** *ইলিয়াড*-এর অনেক বিখ্যাত একটি পঙ্‌ক্তি। এটাই এ মহাকাব্যে একমাত্র উল্লেখ যে হোমারের সময়ে লিখনের (writing) প্রচলন ছিল।

৬:১৭৩ **জানথাস:** এই জানথাস নদী ট্রয়ের জানথাস নয়। এটি লিশা শহরের পাশে একই নামের অন্য এক নদী।

৬:১৭৪ **নয়দিন:** তখনকার দিনে অতিথিকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই খাদ্য, আশ্রয় ও বিনোদন দেওয়া হতো। তাই বলে নয়দিন ধরে সেটা দেওয়া একটু বেশিই হয়ে যায়। তবে এখানে রাজার মেহমানের কথা বলা হচ্ছে বলে একটু ছাড় দিয়েই দেখতে হবে।

৬:১৭৯ **কাইমিরা:** হোমারে উল্লিখিত একের অধিক জন্তুর মিলে সৃষ্ট একমাত্র আজব জন্তু (অবশ্য সেন্‌টোরদের বাদ দিয়ে, যদিও সেন্‌টোরদের কোনো অর্ধ-ঘোড়া অর্ধ-মানব সংক্রান্ত বিবরণ হোমার দেননি)।

৬:১৮৩ **সোলিমাইদের:** ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসের ভাষ্যমতে সোলিমাইরা ছিল লিশার আদি অধিবাসী।

৬:১৮৫ **আমাজনদের:** দেখুন টীকা ৩:১৮৯।

৬:২০০ **দেবতাদের ঘৃণা কুড়ানোর:** হোমার আমাদের বলেননি যে কেন বেলেরোফোনকে দেবতাদের ঘৃণা কুড়াতে হয়েছিল। হতে পারে ইকারুস যেভাবে সূর্যের কাছে উড়ে যেতে গিয়ে ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস থেকে তার ডানা সৌরতাপে পুড়িয়ে ফেলে, সেভাবে বেলেরোফোনও তার ঘোড়া পেগাসাসকে নিয়ে স্বর্গে পৌঁছাতে চেয়ে দেবতাদের ঘৃণা ও অভিশাপ কুড়ায়। লোককথা মোতাবেক, দেবরাজ জিউস তার ওপরে কুপিত হয় এবং তাকে পৃথিবীর মাটিতে যাযাবরের মতো ঘুরে ফিরতে হয়।

৬:২০১ **আলিয়ান সমভূমির:** এর অবস্থান কোথায় তা কেউ নির্দিষ্ট করে জানে না; কিন্তু 'আলিয়ান' শব্দের মধ্যে ভবঘুরের ব্যঞ্জনা আছে। বেলেরোফোনের ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গে তাই এ-নামের সাদৃশ্য রয়েছে। হেরোডোটাসের মতে এই সমভূমি ছিল লিশার পূর্বে, সিলিশায়।

৬:২০৫ **মেরে ফেলল:** আর্টেমিজ সবসময়েই মনুষ্য নারীদের হঠাৎ হঠাৎ মৃত্যুর জন্য দায়ী এক দেবী ছিল। কেন নারীদের ওপরে তার রাগ, তার বর্ণনা কোথাও স্পষ্টভাবে নেই।

৬:২১৫ **বন্ধুপ্রতিম লোক:** মূলে আছে 'এক্সিনোস', যার অর্থ ইংরেজিতে 'Guest-friend', বাংলায় 'অতিথি-বন্ধু'। সেই দূর-অতীতে চল ছিল কোনো অচেনা মানুষকে ঘরে থাকতে দেবার, খাদ্য ও বিনোদন দুইই সহ। কিন্তু অতিথির জন্য তো ব্যাপারটা ভয়ংকর বিপদজনকও হতে পারতো। তাই প্রচলন হয় নিরাপত্তামূলক প্রথা 'অতিথি-বন্ধু'র। কেউ কারও আতিথ্য গ্রহণ করে অন্য কারও

বাড়িতে এক রাত কাটালেই তারা বংশ পরম্পরায় 'অতিথি-বন্ধু' হয়ে যেত। পরবর্তী সব প্রজন্ম পূর্বপুরুষদের এই বন্ধুত্বের কথা মনে রাখতো, যেমন ঘটবে এখানে।

৬:২৪৪ **পঞ্চাশখানা:** প্রায়ামের পুত্রসংখ্যার প্রথাগত যোগফল পঞ্চাশ। সে ছিল পূবের, এশিয়া মাইনরের রাজা; তাই তাদের সন্তান সংখ্যা অনেক বেশি ধরে নেওয়াটা গ্রিস বা ইতালিতে ছিল কুসংস্কারের মতো। *ইলিয়াড*-এ প্রায়ামের বাইশটি পুত্র ও দুই জামাতার নাম রয়েছে।

৬:৩১৯ **পাঁচ মিটার দীর্ঘ বল্লম:** মূলের অর্থ দাঁড়ায় 'এগারো কিউবিট দীর্ঘ'। এগারো কিউবিট হয় ষোলো ফুট বা পাঁচ মিটার। ঝটকা মারার বল্লম হিসেবে এই দৈর্ঘ্য মোটামুটি ঠিক থাকলেও, দূরে ছুড়ে মারার বল্লমের জন্য অনেক বেশি দৈর্ঘ্যের হয়ে যায়।

৬:৩২৬ **এই রাগ:** প্যারিসের রাগের কী কারণ থাকতে পারে তা নির্ধারণ করা একটু কঠিন বটে। হতে পারে হেলেনকে চুরি করে এনে সে ট্রোজানদের ভাগ্যে এক বৃহৎ শক্তির দেশের বিপরীতে যুদ্ধ নিয়ে এসেছে বলে তার ওপরে ট্রয়বাসীর যে রাগ বা ঘৃণা, তার থেকেই প্যারিসের মনেও সৃষ্টি হয়েছে তার দেশবাসীর ওপরে ঘৃণার।

৬:৩৯৫ **ঈটিয়ন:** সিলিশান থিবির মানুষদের রাজা।

৬:৩৯৬ **থিবিতে:** এই-থিবি ট্রোয়াড অঞ্চলের থিবি; এর সঙ্গে পুরাণের বিখ্যাত গ্রিক থিবজ্ শহরের কোনো সম্পর্ক নেই। সিলিশান এই থিবজের অবস্থান ছিল লেসবোস্ দ্বীপের উল্টো দিকে।

৬:৪৩৩ **বুনো ডুমুর গাছের:** একই ডুমুর গাছটির কথা আছে ১১:১৬৭ এবং ২২:১৪৫ অংশে।

৬:৪৩৫ **তিনবার:** *ইলিয়াড*-এর অন্য কোথাও ট্রয়ের দেওয়ালের ওপরে এই তিন দফা আক্রমণের উল্লেখ নেই। হতে পারে এটা ঘটেছিল যুদ্ধের প্রথম থেকে নবম বছরের মধ্যে কোনো এক সময়ে, কিংবা—যেমনটা গবেষকদের অভিমত—অ্যান্ড্রোমাকি এখানে মিথ্যা বলছে।

৬:৪৫৬ **আর্গজে:** আর্গজ বলতে এ স্থানে পুরো গ্রিসকে বোঝানো হচ্ছে। তবে অন্য অধিকাংশ সময়েই আর্গজ বলতে বোঝায় পেলোপনেসি প্রদেশকে বা সেখানকার বিখ্যাত আর্গজ শহরটিকে।

৬:৫০১ **জীবিত থাকতেই:** যেভাবে তারা জীবিত হেক্টরকে নিয়ে বিলাপ করে তাতে অধিকাংশ পাঠকেরই মনে হবে, আমার নিজেরও যেমন হয়েছিল, যে এটাই বুঝি হেক্টর-অ্যান্ড্রোমাকি শেষ সাক্ষাৎ। কিন্তু তা নয়। হেক্টর ট্রয়ে আবার ফিরবে ৭:৩১০ অংশে; তবে অষ্টম পর্বের শুরু থেকে হেক্টর আর ট্রয়ে আসবে না, একেবারে শেষে মৃতদেহ হয়ে না আসা পর্যন্ত।

৬:৫১১ **ঘোড়ীদের চারণভূমির কাছে:** এখানে ৫০৫ থেকে ৫১১ পঙ্ক্তিতে মহোল্লসিত কোনো অশ্বের দৌড় দেবার ও স্নানে যাবার যে চমৎকার দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হলো, ঠিক একই বর্ণনা আমরা পাবো হেক্টরের প্রত্যাবর্তনের সময়ে (১৫:২৬৩-২৬৮)। হোমারের ফরমুলা বা গৎবাঁধা দৃশ্য নির্মাণের এটি একটি জনপ্রিয় উদাহরণ।

পর্ব - সাত

অ্যাজাক্স ও হেক্টরের লড়াই

অ্যাপোলো ও অ্যাথিনার পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্রোজান বীর হেক্টর ও গ্রিক বীর অ্যাজাক্সের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন—মেনেলাসকে হেক্টরের বিরুদ্ধে লড়া থেকে নিবৃত্ত করল আগামেমনন—হেক্টর ও অ্যাজাক্স দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু—যখন রাত নেমে এল, হেক্টর তখন হারছে; ফলাফলহীন লড়াইয়ের শেষে দুজনের উপহার বিনিময়—সৈকতে গ্রিক শিবিরের সামনে রক্ষাদেওয়াল ও পরিখা নির্মাণের পরিকল্পনা—ট্রোজানদের শান্তি প্রস্তাব গ্রিকদের প্রত্যাখ্যান—দু দলের শবদেহ সৎকার—গ্রিকদের রক্ষাপ্রাচীর ও পরিখা নির্মাণ।

বিষয়বস্তু

যুদ্ধের মাঠে হেক্টর ও প্যারিসের ফিরে আসাটা কিছু তাৎক্ষণিক ও ছোটখাট ট্রোজান বিজয় নিশ্চিত করল। কিন্তু গ্রিক পক্ষের দেবী অ্যাথিনা ও ট্রোজান পক্ষের দেবতা অ্যাপোলো সম্মত হলো যে হেক্টর ও কোনো গ্রিক বীরের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটানো হবে, এবং এভাবে থামানো হবে সর্বব্যাপী এই লড়াই। হেক্টর দ্বন্দ্বযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুড়ল গ্রিকদের প্রতি এবং বলল যে বিজয়ী যোদ্ধা পরাজিতের মৃতদেহ সৎকারের জন্য ফেরত দেবে। মহাকাব্যের শেষদিকে যখন অ্যাকিলিসের হাতে হেক্টরের মৃতদেহ লাঞ্ছিত হতে থাকবে, তখন আমাদের মনে পড়বে তার এই আহ্বানের কথা। এর আগের প্যারিস-মেনেলাস দ্বন্দ্বযুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর লড়াই এটা। আগেরবারের বিজয়ী মেনেলাস

এবারও লড়তে চাইল, কিন্তু তাকে থামাল তার ভাই রাজা আগামেমনন, নতুবা নিশ্চিত হেক্টরের হাতে মারা পড়ত সে। শেষমেশ দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামল হেক্টর ও অ্যাজাক্স; জিতছিল অ্যাজাক্সই, কিন্তু রাত নেমে আসার অজুহাতে দু পক্ষের দূতেরা যুদ্ধ থামিয়ে দিল। পরের দিন সকালে ট্রোজানরা শান্তি চুক্তিতে যেতে চাইল হেলেনের বিষয়সম্পত্তি ইত্যাদি ফেরত দেবার কথা বলে। গ্রিকরা তা প্রত্যাখ্যান করলেও দু পক্ষের মৃত যোদ্ধাদের শবদেহ সৎকারের জন্য সাময়িক যুদ্ধবিরতি এল। যুদ্ধবিরতির এই ফাঁকে গ্রিকরা সৈকতের ওপরেই, তাদের জাহাজবহর ও শিবির ঘিরে, গড়ে তুলল এক রক্ষাপ্রাচীর ও পরিখা। শেষ হলো যুদ্ধের প্রথম পর্ব, দাফন হলো প্রথম নিহতদের দেহ, আর আমরা দেখছি, জিউসের পরিকল্পনা মোতাবেক এখনও চলছে না কিছুই—উল্টো, যুদ্ধে গ্রিকরাই সুবিধা করছে বেশি। অ্যাকিলিস এখনও যুদ্ধের মাঠে অনুপস্থিত। তবে তার পরের সবচেয়ে বড় গ্রিক যোদ্ধা অ্যাজাক্সকে সামনে নিয়ে এসে এবং তার অনুপস্থিতিতে পরিখা ও দেওয়াল নির্মাণের মাধ্যমে গ্রিক প্রতিরক্ষার কিছুটা ব্যবস্থা করে দিয়ে হোমার গ্রিকবাহিনীর অ্যাকিলিসশূন্য থাকাটাকে এক ধরনের ভারসমতা দিতে চাইলেন বুঝি।

সারসংক্ষেপ

১-৪২: হেক্টর ও প্যারিস ঢুকল যুদ্ধের মাঠে; অ্যাথিনা ছোঁ মেরে নেমে এল গ্রিকদের সহায়তা দিতে; অ্যাপোলো তার কাছে গেল। দুজনে সিদ্ধান্ত নিল আজকের মতো তারা যুদ্ধ থামাবে।

৪৩-৯১: হেলেনাস হেক্টরকে অভয় দিল যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে কোনো গ্রিক বীরকে চ্যালেঞ্জ জানানোর এখনই সময়। অ্যাথিনা ও অ্যাপোলো গাছের ডালে বসে দেখতে লাগল সব।

৯২-২০৫: মেনেলাস হেক্টরের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। কিন্তু আগামেমনন ভাইকে নিরুৎসাহিত করল হেক্টরের বিরুদ্ধে লড়া থেকে। নেস্টর অন্য গ্রিকদের ভর্ৎসনা জানাল তারা হেক্টরের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসছে না দেখে। শেষে নয়জন গ্রিক যোদ্ধা আগ্রহ দেখাল লড়াই করার। লটারিতে অ্যাজাক্সের নাম উঠল হেক্টরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রতিপক্ষ হিসেবে।

২০৬-৩১২: হেক্টর ও অ্যাজাক্সের মধ্যে তীব্র লড়াই চলল। সন্ধ্যার আঁধার নামতেই দু পক্ষের রাজদূতেরা লড়াই বন্ধ করিয়ে দিল; দুই যোদ্ধা উপহার বিনিময় করল নিজেদের মাঝে।

৩১৩-৩৬৪: নেস্টর মৃতদেহের সৎকারের জন্য যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব রাখল। নেস্টর আরও জানাল গ্রিক শিবিরের প্রতিরক্ষার স্বার্থে তার পরিখা ও দেওয়াল নির্মাণের পরিকল্পনার কথা। ট্রোজানরা প্যারিসকে বলল হেলেনকে মেলেনাসের কাছে ফিরিয়ে দিতে; প্যারিস তা প্রত্যাখ্যান করল।

৩৬৫-৪১১: ট্রোজান পক্ষ থেকে গ্রিকদের জানানো হলো, হেলেনকে নয়, তবে হেলেনের ধনসম্পদ ও তার অতিরিক্ত আরও কিছু ট্রোজানরা দিতে রাজি। গ্রিকরা তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে না জানিয়ে দিল। দুই পক্ষ সম্মত হলো সাময়িক যুদ্ধবিরতি দিতে।

৪১২-৪৮২: নিজেদের মৃতদের কবর দেবার পরে গ্রিকরা প্রতিরক্ষা দেওয়াল বানাল; দেবতা পসাইডন ক্ষেপে গেল তাতে। লেমনোস্ থেকে জাহাজ এল গ্রিকদের জন্য সরবরাহ নিয়ে। জিউস অশনিসংকেত দেখিয়ে বজ্রচমক দিতে লাগল বারবার।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

দ্বিতীয় পর্ব থেকে শুরু হয়েছিল যে ২৩তম দিনের, তা এই সপ্তম পর্বে এসে শেষ হলো হেক্টর ও অ্যাজাক্সের দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। পরের দিন হলো যুদ্ধবিরতির মৌখিক চুক্তি। আরও একটা দিন গেল মৃতদেহ সৎকারে; এবং শেষে আরেকটা দিন গেল গ্রিক জাহাজবহর ঘিরে দেওয়াল ও পরিখা নির্মাণে। অতএব তিন দিনের কিছু বেশি সময় জুড়ে চলল এ পর্বের কাহিনী। ঘটনাস্থলের পুরোটাই যুদ্ধের মাঠে, ট্রয়ের সমতলে। (আলেকজাণ্ডার পোপের এই হিসাবের বিপরীতে, ই.ভি. রিউয়ের মতে সপ্তম পর্বের দিনসংখ্যা মোট দুটি—২৩তম দিন ও ২৪তম দিন। অর্থাৎ পোপের মতে পরবর্তী পর্ব বা অষ্টম পর্ব ঘটেছে যুদ্ধের ২৭তম দিনে; অন্যদিকে রিউয়ের মতে অষ্টম পর্বের ঘটনা ২৫তম দিনের।)

চিত্র ৯. অ্যাজাক্স-হেক্টর দ্বন্দ্বযুদ্ধ। বাঁয়ের লোকটি অ্যাজাক্স, তার পেছনে দেবী অ্যাথিনা। অ্যাথিনার মাথায় শিরস্ত্রাণ, কাঁধে চড়ানো ঐশীবর্ম। বাম হাতে অ্যাথিনা ছুঁয়েছে অ্যাজাক্সের শিরস্ত্রাণ, শক্তি দিচ্ছে তাকে। অ্যাজাক্সের হাঁটুতে বর্ম পরা, কিন্তু পা খালি। তার হাতে সাধারণ ঢাল, তার বিখ্যাত 'টাওয়ার সদৃশ' ঢাল নয়। ডানে হেক্টর, তার পেছনে দেবতা অ্যাপোলো। অ্যাপোলোর কাঁধে তীর, ধনুক ইত্যাদি। হেক্টর এখানে নগ্ন (ধ্রুপদী সাহিত্যে যাকে বলে heroic nudity)। হেক্টরের বুকে আঘাত লেগে রক্ত বেরুচ্ছে, তাই সে পিছিয়ে গেছে, এড়াচ্ছে অ্যাজাক্সের বল্লমের শীর্ষভাগ। অ্যাজাক্সের ঢালের ওপরের দিকে, দুই যোদ্ধার মাঝখানে, বড় এক পাথরখণ্ড, যে পাথর তারা ছুড়ে মেরেছে একে অন্যের দিকে। (আথেনিয়ান মদের পেয়ালা, খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০-৪৮০ সন)

এই কথা বলে দীপ্যমান হেক্টর ঝটতি বেরিয়ে গেল তোরণপথ দিয়ে, সঙ্গে গেল তার ভাই—প্যারিস। তাদের দুজনেরই বুকে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা যুদ্ধ ও লড়াইয়ের। যেভাবে কোনো দেবতা চাতক চোখে চেয়ে থাকা নাবিকদের দেয় বায়ুপ্রবাহ, যখন নাবিকেরা সাগরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাদের চকচকে ফার কাঠের বৈঠার বাড়ি মেরে মেরে, ক্লান্তিতে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন সব শ্রান্ত-বিবস—সেভাবে এরা দুজন [সেই বায়ুর মতো] আবির্ভূত হলো তাদেরই প্রতীক্ষায় আকুল ট্রোজানদের সম্মুখে এসে। ৫

তখন এদের একজন [প্যারিস] খুন করল মেনেস্থিয়াসকে, রাজা আরিয়িথোয়াসের পুত্র সে, বাড়ি আরনি°-তে, গদাধারী আরিয়িথোয়াসের° সাথে ষাঁড়-নয়না ফাইলোমেডুসার মিলনে জন্ম হয়েছিল তার। আর হেক্টর তার ধারাল বল্লমের আঘাত হানল ঈঅনিয়ুসের ঘাড়ে, তার ব্রোঞ্জ-শিরস্ত্রাণের মজবুত নীচ দিকে; ঈঅনিয়ুস হাত-পা ছেড়ে দিল। আর হিপোলোকাসের পুত্র গ্লকাস, লিশানদের নেতা, বল্লম ছুড়ল এই উত্তুঙ্গ যুদ্ধের মাঠ ছাড়িয়ে আইফিনোয়াসের দিকে, সে ডেক্সিয়াসের ছেলে, মাত্রই সে তার দ্রুতগামী ঘোড়ীদের রথে লাফিয়ে উঠছিল। গ্লকাসের [বল্লম] বিঁধল তার কাঁধে, সে রথ থেকে নীচে পড়ে গেল আর তার হাত-পা ছেড়ে দিল। ১০ ১৫

যখন দীপ্ত-নয়না দেবী অ্যাথিনার চোখে পড়ল এসব—এই যে ট্রোজানরা গ্রিকদের মেরে যাচ্ছে যুদ্ধের উন্মত্ততার মাঝে, সে অলিম্পাস শিখর থেকে ছোঁ মেরে নেমে গেল নীচে পবিত্র ইলিয়ামে। অ্যাপোলোও জোর-পায়ে ছুটে গেল অ্যাথিনার দিকে, তার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। অ্যাপোলো পারগামাসের উঁচু থেকে তাকিয়ে ছিল নীচে, তখন সে দেখল অ্যাথিনাকে—[নিঃসন্দেহে] অ্যাপোলো চাচ্ছিল এই যুদ্ধে ট্রোজানদের বিজয়। এ-দুই দেবদেবী একে অন্যের সাথে মিলল ওক গাছের° ওখানটায় গিয়ে। তখন অ্যাথিনার উদ্দেশে জিউসের পুত্র রাজা অ্যাপোলোই বলল প্রথমে কথা : ২০

'মহান জিউসের কন্যা, এরকম ব্যাকুল হয়ে আবার তুমি কেন অলিম্পাস থেকে নেমে এলে? তোমার উদ্ধত চিন্তার কী নতুন মোড় তোমাকে পাঠাল এখানে? যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে গ্রিকদের হাতেই কি বিজয় তুলে দেবার ইচ্ছা ২৫

রাখছো মনে? এ-তো স্পষ্ট যে ট্রোজানদের নিশ্চিহ্ন হতে দেখে তোমার বিকার নেই কোনো! তবে যদি কোনোভাবে একটু শুনতে যে কী বলছি আমি, সেটাই অনেক বেশি ভালো হতো : [বলছি যে] আজকের মতো যুদ্ধ ও লড়াই চলো
৩০ এখানেই থামাই। পরে আবার অন্য কোনো দিন লড়ুক তারা, লড়ুক যতদিন ইলিয়াম দখলের লক্ষ্য না হচ্ছে অর্জিত—জানি তোমরা অমর দেবদেবী মিলে ওটারই বাসনা নিয়েছ মনে, যে গুঁড়িয়ে দেবে এই ট্রয় নগরী একসাথে।'

তার এ কথার জবাবে বলল দেবী, দীপ্ত-নয়না অ্যাথিনা :

'তাহলে তাই হোক, দূর থেকে তীর ছোঁড়া দেব। আমিও অলিম্পাস থেকে
৩৫ ট্রোজান ও গ্রিকদের মাঝে নেমে এসেছি এই একই চিন্তা নিয়ে। তবে আসো, যোদ্ধাদের যুদ্ধ থামাতে চাচ্ছ কী উপায়ে, বলো?

এর উত্তরে বলল তাকে রাজা অ্যাপোলো, জিউসের ছেলে :

'চলো আমরা গিয়ে ঘোড়া-বশে-আনা হেক্টরের বীরের চেতনা জাগিয়ে তুলি। তখন সম্ভবত সে চ্যালেঞ্জ জানাবে কোনো গ্রিক যোদ্ধাকে—দ্বন্দ্বযুদ্ধের;
৪০ ভয়াল লড়াইয়ে তার সাথে নামতে বলবে তাকে ব্যাটায় ব্যাটায়। সে সময় হাঁটুতে ব্রোঞ্জ-পরা গ্রিকযোদ্ধারা তাদের অহংকারে খোঁচা খেয়ে বাহিনীর কাউকে নিশ্চয় উদ্দীপনা দেবে দেবতুল্য হেক্টরের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে যেতে।'

এ-ই বলল অ্যাপোলো, আর দেবী, দীপ্ত-নয়না অ্যাথিনা, করল তার কথামতো। দৈবজ্ঞ হেলেনাস, প্রায়ামের প্রিয়পুত্র, মনে মনে বুঝে গেল তাদের
৪৫ এই পরিকল্পনাটুকু, দেবদেবীর এই খুশি মনে করা শলাপরামর্শের কথা। সে হেঁটে এল, দাঁড়াল হেক্টরের পাশে, আর বলল তাকে এই কথা :

'হেক্টর, প্রায়ামের ছেলে, মন্ত্রণায় জিউসের সমকক্ষ তুমি। তুমি কি দয়া করে সেই মতো করবে আমি যা এখন বলব তোমাকে? কারণ [মনে রেখো] তোমার ভাই হই আমি। যাও, ট্রোজানদের বসতে বলো আর সেই সাথে সকল
৫০ গ্রিককেও। তারপর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মারো গ্রিকদের সর্বসেরার প্রতি, তাকে বলো তোমার সাথে ব্যাটায় ব্যাটায় রক্তাক্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামবার কথা। তোমার নিয়তিতে এখনও মৃত্যু নেই, তোমার বিলয়ে পৌঁছানোর এখনও বাকি আছে—তেমনটাই আমি শুনে এলাম চির-অমর দেবতাদের আলাপে [কান দিয়ে]।'

এই ছিল তার কথা, হেক্টর তা শুনে অনেক খুশি হলো। সে দুই
৫৫ সেনাবাহিনীর মধ্যের জায়গাতে গেল, আর বল্লমের মাঝখান ধরে ট্রোজান ব্যাটালিয়নগুলি পেছনে ঠেলে দিল। তারা বসল সবাই। আগামেমননও, অন্যদিকে, বসাল পায়ে বর্মসজ্জিত গ্রিকসেনাদের। আর অ্যাথিনা ও অ্যাপোলো, রুপালি ধনুকের দেব, শকুনের চেহারা নিয়ে বসল উঁচু ওক গাছে, ঐশীবর্মপরা
৬০ পিতৃদেব জিউসের প্রিয় [ওক গাছ]। তারা আহ্লাদিত হলো নীচে যোদ্ধাদের দেখে—দলে দলে কীভাবে তারা বসেছে ঘন হয়ে, তাদের ঢাল, শিরস্ত্রাণ ও বল্লম

কীভাবে একসাথে আছে যেন খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি-লোমের মতো। যেভাবে অতল সাগরের পৃষ্ঠদেশ জুড়ে পশ্চিমা বায়ু ছড়িয়ে দেয় কলতান, নতুন ঢেউ জাগে, আর তার নীচে অতলকে দেখতে লাগে কালো, তেমনই দেখাচ্ছিল গ্রিক ও ট্রোজানদের—তারা বসে ছিল সমতলে। ৬৫

হেক্টর বলল কথা দু বাহিনীর উদ্দেশে :

'তোমরা ট্রোজানেরা আর হাঁটু বর্মে-ঢাকা গ্রিকসেনাগণ, আমার কথা শোনো, বুকের মাঝে আমার হৃদয় যা বলতে আমাকে দিচ্ছে তাড়া। ক্রোনাসের পুত্র জিউস উঁচুতে সিংহাসনে বসে আমাদেরকে দেওয়া শপথ পূরণ করেনি, বরং অশুভ অভিলাষে দু বাহিনীর জন্যই সে এক ভবিষ্যৎ রেখেছে নিয়তিনির্দিষ্ট করে— ৭০ যেদিন হয় তোমরা দখলে নেবে মজবুত প্রাকারে ঘেরা ট্রয়, কিংবা নিজেরাই পরাভূত হবে তোমাদের সমুদ্রচারী জাহাজবহরের পাশে।

'তোমাদের মাঝে আছে পুরো গ্রিকবাহিনীর সেরা যোদ্ধাগণ। তাদের মাঝ থেকে যার মন সর্বদা চেয়েছে লড়বে আমার সাথে, এখন তাকে আমি ডাকছি এইখানে, মানে তোমাদের সবার মাঝে যে বিজয়ী হতে চায় দেবতুল্য হেক্টরের ৭৫ সাথে লড়ে। আর এবারে আমি বলছি আমার ওয়াদাগুলো, জিউস থাকছে সেসবের সাক্ষী হয়ে: যদি এমন হয় সে লোক তার দীর্ঘ-ধারওয়ালা ব্রোঞ্জে আমাকে হত করে দিল, তাহলে সে আমাকে লুট করে খুলে নেবে আমার বর্ম, সেটা নিয়ে যাবে সুগোল জাহাজের কাছে, কিন্তু আমার মৃতদেহ সে ফেরত দেবে আমার বাড়িতে, যাতে করে ট্রোজান পুরুষেরা ও স্ত্রীকুল মৃত্যুতে আমাকে দিতে পারে যথাপ্রাপ্য শবের অগ্নিদাহ। কিন্তু যদি ধরো আমার হাতে সে গ্রিক ৮০ কতল হলো এবং অ্যাপোলো আমাকেই দিল জেতার গৌরব, তখন আমি তার বর্ম খুলে লুটে নেব, বয়ে নিয়ে যাব তা পবিত্র ইলিয়ামে, ঝুলাব তা অ্যাপোলোর মন্দিরের গায়ে, অ্যাপোলো—দূর থেকে আঘাত হানা দেব, আর তার মৃতদেহ আমি ফিরিয়ে দেব সুন্দর বেঞ্চিপাতা জাহাজগুলোয়, যাতে দীর্ঘকেশ গ্রিকরা তাকে কবর দিতে পারে আনুষ্ঠানিকতা সেরে, তার জন্য বিস্তৃত হেলেস্পন্টের ৮৫ তীরে সমাধিস্তূপ° বানাতে পারে। তখন ভবিষ্যতে এমন কেউ জন্ম নেবে যে একদিন, মদ-কালো সাগর ধরে তার অনেক বেঞ্চিপাতা জাহাজে পাল তুলে এসে [বলবে] : "দূর অতীতে মারা গেছে এমন একজনের সমাধিস্তম্ভ এটা, তাকে তার শৌর্য-বীর্যের কালে মহিমান্বিত হেক্টর হত্যা করেছিল।" একথাই ৯০ বলবে [ভবিষ্যতের] কোনো লোক, আর তাতে করে আমার যশ-গৌরবের ইতি হবে না কোনোদিনই।'

এ-ই ছিল তার কথা, শুনে তারা সকলেই নিশ্চুপ হলো নীরবতার মাঝে। তার [চ্যালেঞ্জ] প্রত্যাখানে তাদের লজ্জা হচ্ছিল খুব, কিন্তু তারা ভীতও ছিল তার মুখোমুখি হতে। যাই হোক, শেষে, মেনেলাস দাঁড়াল তাদের মাঝ থেকে, সে

৯৫ গালি ও কটুবাক্য দিয়ে ভর্ৎসনা করল অন্যদের। তার হৃদয় গুঙিয়ে উঠল দুঃখ-ব্যথায়, বলল সে :

'ওহ খোদা, সব তোমরা বড়াই-জাহিরে ভরা, গ্রিস দেশের মহিলাদের দল, পুরুষ নও আর! নিশ্চিত এটা ভয়ংকর ও প্রচণ্ড লজ্জার হবে যদি গ্রিকদের একজনও এখন হেক্টরের মুখোমুখি হতে না যাও তবে। না, তোমাদের প্রত্যেকে

১০০ বরং মাটি ও পানিতে পরিণত হও গিয়ে—তোমরা সবাই যারা এখানে বসে আছো লাশ হয়ে! কী কলঙ্ককর কথা! ঠিক আছে, এই লোকের বিরুদ্ধে আমি নিজেই অস্ত্র তুলে নিচ্ছি হাতে। বিজয়ের ব্যাপারটা তো মানুষ নয়, মানুষের ওপরের অমর দেবতাদের হাতে রাখা থাকে।'

এ-ই বলল মেনেলাস, তার সুন্দর বর্ম পরে নিল। আর এবার মেনেলাস, হেক্টরের হাতে ওটাই হতো তোমার জীবনের শেষ, কারণ সে ছিল তোমার

১০৫ চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী; [তা-ই হতো] যদি গ্রিক রাজারা লাফিয়ে উঠে তোমাকে ধরে না ফেলত ওইভাবে।° অ্যাট্রিউসপুত্র নিজে, সর্বস্থান শাসনকারী রাজা আগামেমনন, তোমাকে ধরল তোমার ডান হাতে, সরাসরি তোমাকে তখন বলল এই কথা :

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, জিউসের আশীর্বাদপুষ্ট মেনেলাস? তোমার এই

১১০ পাগলামির তো প্রয়োজন নেই কোনো। থামাও নিজেকে, তাতে যতই দুঃখ লাগুক না কেন। পাল্লা দিতে গিয়ে এমন কারো সাথে লড়তে যেয়ো না যে কিনা তোমার চেয়ে অনেক ভালো লড়ে। হেক্টর, প্রায়ামের ছেলে, [তেমনই একজন] যাকে এখানের সবাই ভয় পায় খুব। এমনকি অ্যাকিলিসও এই লোকের সাথে যুদ্ধ লড়বে ভেবে ভয়ে কেঁপে ওঠে; যুদ্ধ—পুরুষের গৌরব অর্জনের আসল জায়গা ওটা। তুমি তো জানো অ্যাকিলিস [যোদ্ধা হিসেবে] তোমার চেয়ে কতো বেশি

১১৫ ভালো। নাহ, আপাতত সরো, বসো গিয়ে তোমার সহযোদ্ধাদের মাঝে। হেক্টরের বিরুদ্ধে গ্রিকরা অন্য কোনো বীর খুঁজে নেবে। আর যতই ভয়শূন্য হেক্টর হোক না কেন, যতই অতৃপ্ত থাকুক যুদ্ধে লড়া নিয়ে, তবু আমার ধারণা বিশ্রামে হাঁটু ভাঁজ করতে পেরে সে-ও খুশি হবে, যুদ্ধের মত্ততা ও প্রচণ্ড লড়াই থেকে জান নিয়ে বাঁচতে পেরে আনন্দিত হবে সে-ও।'

১২০ এই ছিল যোদ্ধার কথা, তাতে তার ভাইয়ের মন ঘুরে গেল, কারণ তার পরামর্শ যথার্থই ছিল। মেনেলাস তার কথা মেনে নিল। তখন খুশি মনে তার অনুচরেরা তার কাঁধ থেকে বর্মসাজ খুলে নিল। এবার নেস্টর উঠে দাঁড়াল, গ্রিকদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলল এই কথা :

'ধিক তোমাদের! গ্রিসের জমিনে কত বড় বেদনা নেমে আসছে আজ!

১২৫ নিশ্চিত এখন বৃদ্ধ পেলিউস জোরে গুঙিয়ে উঠবে—পেলিউস, সে রথের চালক, কী ভালো মন্ত্রণাদাতা আর মারমিডনদের বাগ্মীপুরুষ। সেই একবার সে তার

নিজের বাড়িতে আমার কাছে জিজ্ঞেস করে কী খুশিতে নেচে উঠেছিল আমার কাছ থেকে প্রতিটি গ্রিকযোদ্ধার বংশলতিকা ও জন্মবৃত্তান্ত শুনে।° এখন যদি সে শোনে সেই যোদ্ধারাই হেক্টরের সামনে ভয়ে কম্পমান, তাহলে সে নিশ্চিত তার দু-হাত অমর দেবকুলের দিকে তুলে এখনই প্রার্থনা জানাবে যেন তার আত্মা বরং ১৩০ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেড়ে হেডিসের মৃত্যুপুরীর দিকে রওনা করে।

'আহ, পিতৃদেব জিউস, অ্যাথিনা ও অ্যাপোলো: শুধু যদি আমি আজ সেই তখনকার মতো তরুণ থাকতাম! সেবার দ্রুত-প্রবাহিত সেলাডনের তীরে পাইলোস ও বল্লমবাজ আর্কেডিয়ার যোদ্ধারা ফুঁসে উঠে একত্রে জড়ো হয়েছিল, লড়াই করেছিল ফাইয়ার দেয়ালের পাশে, ইয়ারদানাস নদীর স্রোতধারা ধরে। ১৩৫ ওদের উল্টো দিকে প্রধান যোদ্ধারূপে দাঁড়ানো ছিল এরয়ুথেলিয়ন°—দেবতুল্য এক লোক, তার কাঁধে রাজা আরিয়িথোয়াসের বর্মসাজ, আরিয়িথোয়াস যাকে পুরুষ লোকেরা ও সুন্দর-কাঁচুলি পরা রমণীরা ডাকত গদাধারী বলে, কারণ সে কোনো ধনুক বা দীর্ঘ বর্শা নিয়ে লড়ত না, বরং লোহার এক গদা হাতে° ভাঙতো ১৪০ ব্যাটালিয়নের প্রতিরক্ষাব্যূহ। আরিয়িথোয়াসকে লাইকারগাস° ধূর্তামি করে খুন করেছিল, শক্তি দিয়ে নয়। এক সরু জায়গায় সে হত্যা করে তাকে, যেখানে তার লোহার ঐ গদা ব্যর্থ হয় তাকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবার কাজে। তার ঐ গদা কাজে লাগাবার আগে লাইকারগাস অতর্কিতে তার ওপরে চলে আসে এবং বল্লম দিয়ে আরিয়িথোয়াসকে বিদ্ধ করে [শরীরের] মাঝ-বরাবর, সে পেছনের দিকে—মাটির ১৪৫ ওপরে—গিয়ে পড়ে। লাইকারগাস পরে তাকে লুটে নেয়, তার বর্ম খুলে নেয়, যে বর্ম তাকে দিয়েছিল আইরিজ, ব্রোঞ্জপরা যুদ্ধদেব। লাইকারগাস পরে এই বর্ম পরেই যেত যুদ্ধের ডামাডোলের মাঝে। কিন্তু যখন একদিন সে তার বাড়িতেই বৃদ্ধ হয়ে আসে, বর্মটা সে দিয়ে দেয় তার প্রিয় অনুচর এরয়ুথেলিয়নের হাতে, [যুদ্ধে] পরবার কাজে। তো, এভাবেই, আরিয়িথোয়াসের ওই বর্ম চাপিয়ে এরয়ুথেলিয়ন আমাদের সব থেকে সাহসী যোদ্ধাদের চ্যালেঞ্জ জানায়। ১৫০

'কিন্তু সবাই শোচনীয়ভাবে কাঁপতে থাকে, ভয় পেয়ে যায়। এমন কেউ ছিল না যে সেদিন সাহস করল তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের। তখন আমার অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সওয়া মন, ভেতরের সাহস থেকে, স্থির করল যে লড়বে তার সাথে, যদিও বয়সে আমি আমাদের মধ্যে ছিলাম সবচে নবীন বটে। অতএব, আমি তার সাথে লড়ি, আর অ্যাথিনা আমাকেই দেয় বিজয়গৌরব। যত লোক আমার হাতে মারা গেছে, [তার মধ্যে] সে-ই ছিল সবার চেয়ে দীর্ঘকায়, সবচে ১৫৫ শক্তিশালী। কিন্তু সেই এক বিশাল বিপুল দৈত্যাকার লোক, হাত পা ছড়িয়ে কিনা পড়ে রইল তার দেহ এদিকে ও ওদিকে মুচড়িয়ে।

'আহ যদি আজও আমি ওরকম নবীন থাকতাম, যদি একই রকম দৃঢ় শক্তি থাকত দেহে, তাহলে দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর শীঘ্রই কাউকে যুদ্ধে

আজ তার মুখোমুখি পেত। বদলে [আমি দেখছি] পুরো গ্রিকবাহিনীর তোমরা
১৬০ যারা সেরা যোদ্ধা আছ, এমনকি তাদেরও কেউ ঐকান্তিক মনে রাজি নও
হেক্টরের মুখোমুখি হতে!'

এভাবেই বৃদ্ধ জানাল সকলকে ভর্ৎসনা। তখন উঠে দাঁড়াল মোট নয়জন। সবার প্রথমে দাঁড়াল আগামেমনন, মানুষের রাজা; তার পরে, বলশালী ডায়োমিডিজ, টাইডিয়ুসের ছেলে; এরপরে দুই অ্যাজাক্স, দুজনেই শৌর্য-বীর্যের
১৬৫ ক্ষিপ্ত পোশাক পরা; এদের পরে আইডোমেন্যুস ও আইডোমেন্যুসের সহযোদ্ধা মেরাইয়োনিজ যে কিনা নরঘাতক যুদ্ধ-দেবতা আইরিজের° সমকক্ষ একজন; এদের পরে ইউরিপিলাস, ইউয়িমনের মহিমান্বিত ছেলে; আরও দাঁড়াল থোয়াস, অ্যান্ড্রিমনপুত্র সে; এবং অডিসিয়ুস, দেবতুল্য বীর।° এরা সবাই মনস্থির করেছিল যে লড়বে দেবতুল্য হেক্টরের সাথে। তখন তাদের মাঝে আবার কথা বলে উঠল
১৭০ জেরেনিয়ার নেস্টর, অশ্বচালক :

'লটারি হয়ে যাক তোমাদের প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রত্যেকের মাঝে। ওভাবেই [একজনকে] বেছে নেওয়া হোক। কোনো সন্দেহ নেই সে হাঁটুতে বর্ম-ঢাকা গ্রিকদের জন্য নিয়ে আসবে খুশি, আর তার নিজেরও লাভ, ব্যক্তিগত অর্থে, কম হবে না কোনো। মানে সে যদি বেঁচে আসতে পারে এই যুদ্ধের প্রমত্ততা ও ভয়ানক লড়াইয়ের থেকে।'

১৭৫ এ-ই বলল নেস্টর, এবং তারা প্রত্যেকেই যার যার ভাগ্য দাগ দিয়ে জমা দিল অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের শিরস্ত্রাণের মাঝে। তখন বাহিনীর সেনারা প্রার্থনায় তাদের হাত ওপরে তুলল দেবতাদের দিকে। তারা তাকাল বিশাল আকাশের পানে আর সবাই একসাথে বলল যেন মানুষ একজনই তারা :

'জিউস পিতৃদেব, মঞ্জুর করো আমাদের প্রার্থনা, যেন লটারিতে অ্যাজাক্স
১৮০ বা টাইডিয়ুসপুত্র [ডায়োমিডিজ] জেতে, কিংবা স্বয়ং সোনাতে সমৃদ্ধ মাইসিনির রাজা [আগামেমনন] নিজে।'°

এই ছিল তাদের কথা, আর জেরেনিয়ার অশ্বচালক নেস্টর তার শিরস্ত্রাণ ঝাঁকাল। তখুনি সেখান থেকে ভাগ্য লাফিয়ে উঠল তার যাকে তারা চেয়েছিল মনে মনে—অ্যাজাক্সের ভাগ্য ছিল সেটা। এক রাজদূত তা হাতে নিয়ে গেল সবখানে, সৈন্যদের ভিড় জুড়ে, এবং বাম থেকে ডানে সকল গ্রিক সেরা যোদ্ধাকে এক এক
১৮৫ করে সে দেখাল সেটা। কিন্তু তারা দেখল তাদের ভাগ্য ওঠেনি ওপরে, তারা প্রত্যেকেই না বলে দিল। কিন্তু যখন সে সেটা সেনাদলের ভিড়ের ভেতর দিয়ে অ্যাজাক্সের কাছে বয়ে নিয়ে গেল, যে অ্যাজাক্স ওতে দাগ কেটে তার ভাগ্য ছুড়ে মেরেছিল শিরস্ত্রাণের মাঝে, সেই মহিমান্বিত অ্যাজাক্স তার হাত বাড়িয়ে দিল।

রাজদূত কাছে এল এবং তার হাতে রাখল ভাগ্যটিকে—অ্যাজাক্স এক ঝলক দেখে
নিয়ে চিনল যে এটা তারই লটারির দাগ, এবং সে মনে মনে সত্যি খুব খুশি হলো।
ওই ভাগ্য-দাগ সে ছুড়ে দিল তার পায়ের পাশে, মাটিতে, আর বলল এই কথা : ১৯০
'আমার বন্ধুরা, নিশ্চিত যে ভাগ্য আমারই উঠেছে [লটারিতে]! আমার
হৃদয় তাতে মহা-আনন্দিত, কারণ আমি বিশ্বাস করি দেবতুল্য হেক্টর আমার
হাতেই পরাভূত হবে। তবে এখন আসো, আমি যখন গায়ে পরে নিচ্ছি যুদ্ধের
সাজ, তোমরা প্রার্থনা জানাও ক্রোনাসপুত্র প্রভু জিউসের প্রতি; তবে নীরবে,
নিজেদের মনে মনে, যাতে করে ট্রোজানরা জানতে না পারে ঐ প্রার্থনার কথা। ১৯৫
নাহ, তোমরা যদি চাও, তবে সজোরেই প্রার্থনা করে নিতে পারো, কারণ
এমনিতেই আমাদের অন্য কাউকে ভয় পাবার নেই কিছু। কারণ কোনো মানুষ
নেই যে কিনা জোর করে আমাকে তার ইচ্ছায় ও আমার অনিচ্ছায় পারবে
পেছনে হটাতে কিংবা তা পারবে আমার যুদ্ধদক্ষতা কম থাকার হেতু, যেহেতু
আমি জানি সালামিসে জন্ম যার, ওখানেই যার বেড়ে ওঠা, সেই আমার
যুদ্ধদক্ষতা কম নয় একটুও।'

এই-ই বলল সে; তারা সব প্রার্থনা রাখল ক্রোনাসপুত্র প্রভু জিউসের প্রতি। ২০০
তারা তাকাল ওপরে বিশাল আকাশের দিকে এবং সম্মিলিত বলল এককণ্ঠ হয়ে :
'জিউস পিতা তুমি, আইডা পর্বত থেকে শাসন করা দেব, সবচে মহিমময়,
সকলের সেরা, সানুগ্রহে বিজয় দাও অ্যাজাক্সের হাতে, যেন সে জিতে নেয়
গৌরবময় খ্যাতি। আর যদি এমন হয় যে তুমি হেক্টরকেও ভালোবাসো, তার
জন্যও রাখো মায়া, তাহলে দয়া করে দুজনকেই সমান শক্তি ও যশ দিয়ো।' ২০৫

এই ছিল তাদের কথা, আর অ্যাজাক্স নিজেকে সশস্ত্র করে নিল দ্যুতিমান
ব্রোঞ্জ পরে। তারপর যখন সে তার পুরো দেহ বর্মে ঢেকে নিল, সে সামনে
এগোলো যেভাবে আগায় বিশালদেহী আইরিজ, যখন সে যোদ্ধাদের মাঝে ঢোকে
যুদ্ধের মাঠে, যে যোদ্ধাদের কিনা ক্রোনাসের ছেলে [জিউস] একসাথে জড়ো করে
লড়বার কাজে—আত্মা-খেকো লড়াইয়ের প্রমত্ততার মাঝে। সেরকম দৈত্যাকার ২১০
অ্যাজাক্স লাফিয়ে সামনে এল—সে গ্রিকদের রক্ষাপ্রাচীর—তার নির্দয় চেহারায়
স্মিত হাসি নিয়ে। সে সামনে এগোলো তার শরীরের নীচে দু-পায়ের দীর্ঘ
পদক্ষেপে, তার দূর অবধি ছায়া ফেলা বল্লম আন্দোলিত করে। তখন গ্রিকরা তার
দিকে তাকিয়ে উল্লসিত হলো, কিন্তু ট্রোজানদের মাঝে ঢুকল আতঙ্ক, তাদের
প্রত্যেকের অঙ্গ কেঁপে উঠল [ভয়ে]। আর হেক্টরের বুকের মাঝে হৃদপিণ্ড ধড়ফড়াল ২১৫
জোরে—তবে কোনোভাবে আর সে পারল না দৌড়ে পালাতে কিংবা সেঁধিয়ে
যেতে ফের সেনাদলের ভিড়ে, কারণ সে-ই তো লড়াইয়ের এই চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিল।

এবার অ্যাজাক্স কাছে চলে এল। তার হাতে এমন এক ঢাল যা ছিল নগর-দেওয়ালের মতো°—ব্রোঞ্জের এক ঢাল, তাতে ষাঁড়ের চামড়া সাত-ভাঁজ দেওয়া।
২২০ ওটা টাইকিয়াস বানিয়েছিল অনেক শ্রম ঢেলে, সে ছিল চামড়া কারিগরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, তার বাড়ি ছিল হাইলি-তে।° সে-ই অ্যাজাক্সকে বানিয়ে দিয়েছিল এই ঝিলিক-দেওয়া ঢাল, গাট্টাগোট্টা ষাঁড়ের চামড়ার সাত পরত দিয়ে, আর তার ওপরে দিয়েছিল মুড়ে এক অষ্টম স্তর—ব্রোঞ্জের। এটাই টেলামন অ্যাজাক্স বুকের
২২৫ সামনে ধরে এল, দাঁড়াল হেক্টরের কাছাকাছি, বলল তর্জন করে :

'হেক্টর, প্রকৃতই এবার জানবে তুমি নিশ্চিত করে, ব্যাটায় ব্যাটায়, যে গ্রিকদের বাহিনীতে কী ধরনের সেরা যোদ্ধা আছে অ্যাকিলিস ব্যতিরেকে—অ্যাকিলিস, যোদ্ধাবাহিনীর সারি ভেঙেচুরে দেওয়া সিংহ-হৃদয় বীর। এই এখন সে আছে তার চঞ্চুওয়ালা সমুদ্রগামী জাহাজবহরের মাঝে, অ্যাট্রিউসপুত্র,
২৩০ সেনাবাহিনীর রাখাল, আগামেমননের ওপরে ভীষণ ক্রোধ বুকে নিয়ে। তারপরও, ওসব সত্ত্বেও, আমরা আছি তোমার মুখোমুখি হতে, হ্যাঁ, আমরা অনেকেই আছি বটে। যাক, তুমি লড়াই ও দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু করো তবে।'

তখন তাকে দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের মহান হেক্টর জবাব দিল :

'অ্যাজাক্স, জিউসের বংশজাত তুমি, টেলামনের ছেলে, সেনাদলের অধিনায়ক, কোনোভাবেই চেষ্টা কোরো না আমাকে ভয় দেখানোর, যেন বা
২৩৫ আমি কোনো দুর্বল বালক কিংবা কোনো নারী যার যুদ্ধের কাজে অভিজ্ঞতা নেই কোনো। নাহ, আমি খুব ভালোভাবে জানি যুদ্ধ ও নরহত্যার কলা ও কৌশল যতো আছে। আমার জানা আছে কীভাবে আমার শক্ত-করা চামড়ার ঢাল ঘোরাতে হয় ডানে, জানি কীভাবে তা ঘোরাতে হয় বামে, ওই ঢাল
২৪০ লড়াইয়ে ঘোরানোর কাজে আমার বিশ্বাস খুব শক্তসবল। আর আমি জানি কীভাবে দ্রুতগামী ঘোড়ী-টানা রথের তাণ্ডবের মাঝ দিয়ে [অস্ত্র হাতে] ঝাঁপিয়ে যেতে হয়; আর নিবিড় যুদ্ধে কী করে প্রমত্ত আইরিজের মতো প্রাণঘাতী নাচ নেচে পা ফেলা লাগে। তারপরও আমি—জানা সত্ত্বেও যে কেমন যোদ্ধা তুমি—চাচ্ছি না তোমাকে গোপনে আঘাত করি, যখন ধরো তুমি অন্যদিকে তাকিয়ে রয়েছ। বরং সেটা প্রকাশ্যেই করতে চাই, দেখি সেভাবে তোমাকে আঘাত দিতে পারি কি না।'

বলল হেক্টর, আর সামনে-পেছনে দোলাল তার দূর ছায়া ফেলা বল্লম, ছুড়ে
২৪৫ দিল সেটা। বল্লম আঘাত হানল অ্যাজাক্সের সাত-পর্দা ষাঁড়ের চামড়ার ভয়ংকর ঢালে, এর সর্ব-বাইরের ব্রোঞ্জের গায়ে, অষ্টম পর্দার 'পরে। ওই জেদি ও তেজী ব্রোঞ্জ ষষ্ঠ পর্দা পর্যন্ত ফুঁড়ে গেল, কিন্তু থেমে গেল সপ্তম স্তরে গিয়ে। তারপর এল জিউস-বংশজাত অ্যাজাক্সের পালা, সে ছুড়ল তার দূর অবধি ছায়া ফেলা বল্লম,
২৫০ আঘাত হানল প্রায়ামপুত্রের ঢালের ওপরে, যেটা কিনা সুসমঞ্জস ধরা ছিল

সবদিকে। উজ্জ্বল ঢাল ফুঁড়ে চলে গেল অ্যাজাক্সের প্রচণ্ড বল্লম, আর জাঁকালো নকশার ঊর্ধ্বাঙ্গ রক্ষাকারী বর্ম ভেদ করে সে তার পথ করে নিল। সোজা তার পাঁজরের পাশের বহির্বাস ছিঁড়ে গেল বল্লমে। কিন্তু হেক্টর ঝুঁকে গেল একপাশে, কালো নিয়তি এড়াল।

এভাবে এ-দুজন একই সময়ে তাদের দীর্ঘ বল্লম হাতে টেনে নিয়ে পড়ল [একে অন্যের গায়ে], হিংস্র সিংহ কিংবা বুনো শুয়োরদের মতো করে, যারা শক্তির দিক থেকে দুর্বল নয় কোনোমতে। এবার প্রায়ামপুত্র তার বল্লমের এক ঝটকায় পুরো জোর নিয়ে মারল অ্যাজাক্সের ঢালে, কিন্তু ব্রোঞ্জ ব্যর্থ হলো ওটা ফুঁড়ে চলে যেতে, এর আগা গেল বেঁকে। এরপর অ্যাজাক্স ঝাঁপিয়ে এল হেক্টরের দেহের গোলাকার বর্মখানির 'পরে, বল্লম সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। তার আক্রমণে টলমল করে উঠল হেক্টর। এমনকি তার ঘাড় ছুঁয়ে গেল বল্লম, গভীরভাবে কেটে দিল [ঘাড়], কালো রক্ত ঝলকে বেরুলো তাতে। ২৫৫ ২৬০

তবে তাতে করে দ্যুতিমান-শিরস্ত্রাণের হেক্টর যে লড়াই ছেড়ে দিল এমনটা নয়—সে শুধু পিছিয়ে গেল একটুখানি এবং তার দৃঢ় হাতে আঁকড়ে ধরল মাটিতে পড়ে থাকা একখণ্ড পাথর—কালো রঙ, খাঁজ-কাটা ও বিশাল আকারের। ওটা দিয়ে সে আঘাত হানল অ্যাজাক্সের ভয়ংকর সাত-পর্দা ষাঁড় চামড়ার ঢালে, সোজা ঢালের মাঝখানে গোলাকার স্ফীত স্থানটিতে। ব্রোঞ্জ ঝনঝনিয়ে উঠল জোরে ঢালের চারপাশ জুড়ে। এবার অ্যাজাক্সের পালা। সে উঁচুতে তুলল আরও বিশাল পাথরের খণ্ড এক, ওটা ঘুরিয়ে মারল ছুড়ে, পাথরের মধ্যে শরীরের অপরিমেয় শক্তি ঢেলে দিয়ে। এই যাঁতার পাথরের মতো শিলাখণ্ড দিয়ে সে হেক্টরের গোলাকার ঢাল ফেঁড়ে পাথর ঢুকিয়ে দিল ভেতরমুখো করে। হেক্টরের দুই হাঁটু আর পারল না সামলাতে। সে পড়ে গেল তার পিঠের ওপরে, তার ঢালের নীচে জড়সড় হয়ে। কিন্তু অ্যাপোলো দ্রুতবেগে আবার উঠাল তাকে দুই পায়ে। ২৬৫ ২৭০

এবার তারা তাদের তরবারি দিয়ে নিবিড় লড়াইয়ে আঘাত করে যেত একে অন্যকে যদি রাজদূতেরা, জিউস ও মানুষের বার্তাবাহকেরা, না ঢুকে পড়ত ঐ লড়াইয়ের মাঝে—ট্রোজানদের দিক থেকে একজন এবং ব্রোঞ্জ-মোড়া গ্রিকদের একজন, ট্যালথাবিয়াস ও আইডিয়াস, প্রজ্ঞাবান মানুষ দুজনই। তাদের দণ্ডদুটো তারা তুলে ধরল এ-দুজনের মাঝে। তখন রাজদূত আইডিয়াস, প্রজ্ঞাপূর্ণ মন্ত্রণায় দড়, বলল এই কথা : ২৭৫

'প্রিয় পুত্রেরা, আর লড়াই নয়, আর যুদ্ধ নয় কোনো। তোমরা দুজনেই মেঘ-সঞ্চারক জিউসের প্রিয়, দুজনেই বল্লমযোদ্ধা বটে, তা আমরা আসলে সকলেই জানি বটে। তাছাড়া এখন রাতও নেমেছে আমাদের 'পরে। রাতের আদেশের কাছে সমর্পণই ভালো কাজ হবে।' ২৮০

তার এ কথার উত্তরে বলল টেলামন অ্যাজাক্স :

'আইডিয়াস, এ কথাগুলো হেক্টরকেই বলতে বলো, কারণ সে-ই নিজে থেকে
২৮৫ চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিল লড়বে আমাদের সব সেরা যোদ্ধার সাথে। তাকেই বলতে হবে প্রথমে এখন। আর আমি খুশিমনে নিশ্চিত করব সেইমতো, সে যা বলে।'

তখন তার উদ্দেশে বলল দীপ্যমান-শিরস্ত্রাণের মহান হেক্টর :

'অ্যাজাক্স, দেবতা তোমাকে দিয়েছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গুণাবলি, শক্তিমত্তা, হ্যাঁ, এবং প্রজ্ঞাও। তোমার ঐ বল্লম হাতে তুমি সকল গ্রিকের মাঝে সর্বোত্তম
২৯০ বটে। আসো এখন আজকের মতো ক্ষান্ত দিই লড়াই ও সংঘর্ষ থেকে। এর পরে আবার লড়াই করা যাবে [অন্য কোনোদিন], যতক্ষণ অবধি দেবতা বিচার করছে আমাদের দুজনের এবং বিজয় অর্পণ করছে হয় এইদিকে না হয় অন্যদিকে। যা হোক, রাত নেমে এসেছে আমাদের ওপরে, রাতের আদেশের কাছে সমর্পণ ভালো কাজ হবে। তাহলে তুমি পারবে জাহাজের পাশে সব
২৯৫ গ্রিকের মনে খুশি এনে দিতে, বিশেষ করে তোমার আত্মীয় ও সহযোদ্ধা যারা আছে [তাদের মনের মাঝে]। আর আমি রাজা প্রায়ামের বিশাল শহর জুড়ে পারব খুশি দিতে ট্রোজান পুরুষ ও পেছনে-ঘসটে-চলা বড় পোশাক পরা ট্রোজান নারীদের যারা আমার হেতু দলবেঁধে জড়ো হয়ে চলে যাবে দেবদেবীদের কাছে, তাদের ধন্যবাদের প্রার্থনা পেশ করার কাজে। কিন্তু আসো আমরা দুজনেই একজন আরেকজনকে দিই ভালো কোনো উপহার, যাতে করে
৩০০ গ্রিকরা ও ট্রোজানরা একইভাবে বলতে পারে: "এই দুজন আসলেই লড়েছিল আত্মা-খেকো লড়াইয়ের স্পৃহা নিয়ে, কিন্তু তার পর নিজেদের মাঝে তারা মিটিয়ে ফেলেছিল সব এবং বন্ধুত্ব নিয়েই আলাদা হয়েছিল।"'

তার এই কথা যখন বলা শেষ হলো, হেক্টর নিয়ে এল এক রৌপ্য-খচিত তরবারি, খাপ ও সুন্দর-বানানো তরবারির বেল্টসহ এবং সেটা দিল তাকে।
৩০৫ অন্যদিকে অ্যাজাক্স তাকে দিল তার উজ্জ্বল রক্তবর্ণ বেল্টখানি।

এভাবে তারা গেল যার যার পথে। অ্যাজাক্স গেল তার গ্রিকবাহিনীর দিকে, আর হেক্টর ফিরে গেল ট্রোজানদের ভিড়ে। এ দৃশ্যে ট্রোজানরা খুশি হলো খুব, যখন তারা দেখল হেক্টর ফিরেছে জীবিত, অক্ষত যোগ দিয়েছে তাদের সাথে, বেঁচে এসেছে অ্যাজাক্সের মত্ততা ও অজেয় হাত থেকে। তারা তাকে শহরে নিয়ে গেল।
৩১০ তাদের প্রায় বিশ্বাসই হচ্ছে না যে সে বেঁচে আছে। অন্যদিকে অ্যাজাক্সকে নিয়ে যাওয়া হলো হাঁটুতে বর্ম-পরা গ্রিকদের দেবতুল্য রাজা আগামেমননের কাছে, তারা খুশিতে উদ্বেল তার বিজয় নিয়ে। যখন পৌঁছাল তারা অ্যাট্রিউসপুত্রের আস্তানাতে, তখন মানুষের রাজা আগামেমনন এক ষাঁড় জবাই দিল, পাঁচ-বছুরে এক পুরুষ ছিল
৩১৫ সেটা; [ওটা উৎসর্গ করা হলো] ক্রোনাসপুত্র জিউসের নামে, শক্তিতে যে সর্বসেরা।

ষাঁড়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিল তারা, পরিপাটি করে নিল, এর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটা হলো, তারপর তারা মাংস টুকরো করল বুদ্ধিমত্তা দিয়ে, সেগুলো গাঁথল শিকে, আগুনে ঝলসে নিল যত্ন করে, পরে সব টুকরো টেনে বার করল শিক থেকে। এবার যখন পরিশ্রমে ক্ষান্ত দিল তারা, খাবার তৈরি করে নিল, তখন ভোজন শুরু হলো তাদের সকলের। সবার জন্য সমান এ ভোজনে, সবাই যার যার প্রাপ্য ভাগ　৩২০
পেল। আর অ্যাজাক্সের সম্মানে অ্যাট্রিউসের যোদ্ধা ছেলে, সর্বস্থান শাসনকারী আগামেমনন, তাকে দিল শিরদাঁড়ার মাংসের অবিচ্ছিন্ন, দীর্ঘ টুকরোখানি।

তাদের ক্ষুধা ও পানীয়ের বাসনা তৃপ্ত হলে পরে, সবার প্রথমে বৃদ্ধ লোকটি তাদের উদ্দেশে শুরু করল তার মন্ত্রণার জাল বোনা। সে নেস্টর, যার প্রজ্ঞা এর আগেও সবসময় দেখা গেছে সেরা। সে মনে সদুদ্দেশ্য নিয়ে জমায়েতের প্রতি　৩২৫
জানাল সম্ভাষণ, বলল তাদের মাঝে :

'অ্যাট্রিউসপুত্র রাজা ও গ্রিকবাহিনীর অন্য যুবরাজগণ, দ্যাখো, অনেক অনেক দীর্ঘকেশ গ্রিক এখন মৃত। তাদের কালো রক্ত প্রমত্ত আইরিজ, যুদ্ধদেবতা, ছড়িয়ে দিয়েছে সুন্দর-প্রবাহিত স্কামান্দার নদীর দুই তীরে, আর তাদের আত্মা ইতিমধ্যে নেমে গেছে হেডিসের মৃত্যুপুরীর দিকে। অতএব ভালো হয় যে তোমরা　৩৩০
ভোর হলে গ্রিকদের এই যুদ্ধের বিরতি ঘোষণা করো। তখন আমরা মৃতদেহগুলো ষাঁড় ও খচ্চরের বাহনে তুলে চাকা ঘুরিয়ে নিয়ে আসব এইখানে। তারপর জাহাজবহর থেকে কিছু দূরে দাহ করব ওগুলো যাতে করে প্রত্যেকে তাদের হাড়গোড় নিয়ে যেতে পারে° তাদের সন্তানদের কাছে, বাড়িতে, মানে যেদিন আমরা আবার ফিরব আমাদের পিতৃভূমির কাছে। আর চিতার পাশে চলো আমরা　৩৩৫
বানাব একটাই সমাধিস্তূপের ঢিবি, সমতল থেকে মাটি নিয়ে, সবার জন্য একখানি। আর ওখানে দ্রুত গড়ে তুলব এক উচ্চ দেওয়াল,° আমাদের জাহাজ ও আমাদের নিজেদের জন্য প্রতিরক্ষারূপে। সেখানে আরও চলো বানাব একসাথে দৃঢ়-জোড়া-লাগে এমন দরজাপথ, যেন ওই দুই পাল্লার মাঝ দিয়ে রথ　৩৪০
চালিয়ে নেবার পথ থাকে। আর এর বাইরের দিকে, পাশে, আমরা খুঁড়ব এক গভীর পরিখা মতো যা বাধা দেবে ও দূরে রাখবে রথ আর পদাতিক বাহিনীকে, মানে যদি কোনোদিন দেখা যায় দাম্ভিক ট্রোজানেরা যুদ্ধে আমাদের ওপর চেপে এসেছে বিশাল পরিমাণে।'

এ-ই বলল নেস্টর, সকল নৃপতি তাতে সম্মতি দিল।

এর মাঝে, অন্যদিকে, ট্রোজান লোকেরাও ইলিয়ামের নগরদুর্গে প্রায়ামের　৩৪৫
প্রাসাদ-তোরণের পাশে° জমায়েত হলো। সে এক ভীতিময় ও অস্থির জনসমাবেশ ছিল। এদের মাঝে জ্ঞানী অ্যান্টিনরই প্রথম বলল কথা, এই বলে :

'আমার কথা শোনো তোমরা ট্রোজান, দারদানিয়ান° ও অন্য মিত্ররা যারা আছো, আমি তা-ই বলছি যা আমার বুকের ভেতরের হৃদয় আমাকে বলতে

৩৫০ বলছে। আসো তোমরা এই বেলা, চলো গ্রিক হেলেনকে তার ধনসম্পদসহ ফেরত দিয়ে দিই অ্যাট্রিউসপুত্রদের কাছে, ওসব নিয়ে যাক তারা। আমরা এখন যে লড়াই লড়ছি তা তো আমাদের বিশ্বাসের শপথের সাথে প্রতারণার পরই।° তাই আমি এমন কোনো আশা দেখি না যে আমাদের লড়ে কোনো লাভ হবে, কোনো কাজ হবে আমার [প্রস্তাবমতো] যদি কাজ না করো তবে।'

যখন শেষ হলো তার এই কথা, বসে পড়লো অ্যান্টিনর। এবার সবার ৩৫৫ মাঝে উঠে দাঁড়াল দেবতুল্য প্যারিস, মোহিনীকেশ হেলেনের পতি। সে জবাব দিল, অ্যান্টিনরকে বলল তার ডানাওয়ালা কথা :

'অ্যান্টিনর, এই যা বললে তুমি তাতে খুশি হতে পারছি না আমি কোনোমতে। তুমি জানো যে কীভাবে এর চেয়ে ভালো কোনো পরামর্শ কী করে আওড়ানো যেত। তবে তুমি যা বললে তা যদি বস্তুতই মন থেকে বলে থাকো, তাহলে বুঝতে হবে নিশ্চিত দেবতারা নিজেরা এসে তোমার জ্ঞানবুদ্ধি ৩৬০ দিয়েছে লোপ করে।

'যা হোক, আমি এখন বলব এই ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজান জমায়েতের প্রতি, আর সোজাসুজিই বলব যা বলার আছে: আমার স্ত্রীকে আমি ফেরত দেব না। তবে আর্গজ থেকে যে সকল ধনসম্পদ নিয়ে এসেছি আমি আমাদের দেশে, ওর সব আমি ফিরিয়ে দিতে রাজি আছি, এমনকি সে-সবের সাথে আমার নিজের ভাণ্ডার থেকে কিছু যোগ করে দিতেও রাজি আছি বটে।'

৩৬৫ যখন শেষ হলো তার কথা বলা, সে উপবিষ্ট হলো। এবার সবার মাঝ থেকে উঠে দাঁড়াল প্রায়াম, দারদানাসপুত্র সে, যে কিনা মন্ত্রণা দিতে দেবতাদের সমকক্ষ এক রাজা। সে পূর্ণ সদুদ্দেশ্য নিয়ে ভাষণ দিল তাদের জমায়েতের প্রতি, বলল তাদের মাঝে :

'আমার কথা শোনো তোমরা ট্রোজান, দারদারিয়ান ও অন্য মিত্ররা যারা আছো। আমি তা-ই বলছি যা আমার বুকের ভেতরের হৃদয় আমাকে বলতে ৩৭০ বলেছে। এখনকার মতো তোমরা শহরে গিয়ে তোমাদের রাতের খাওয়া সেরে নাও, এর আগের অন্য সবসময়ের মতো। আর খেয়াল রেখো পাহারা দেবার কথা, প্রত্যেকেই সজাগ থেকো। ভোর হলে আইডিয়াস যাবে সুগোল জাহাজবহরের কাছে—অ্যাট্রিউসের দুই ছেলে আগামেমনন ও মেনেলাসকে এই কথা জানাতে, মানে এই যা বলল প্যারিস, যার কারণে শুরু হয়েছে এ কলহ-৩৭৫ বিবাদ। অধিকন্তু আইডিয়াস তাদের আরও বলতে পারে এই প্রজ্ঞাবান কথাটুকু: অর্থাৎ গ্রিকরা রাজি আছে কি না ঘৃণাভরা যুদ্ধের থেকে বিরতি দিতে, যতক্ষণ আমরা আমাদের মৃতদেহগুলোর দাহ শেষ করছি ততক্ষণ অবধি। এরপর আমরা আবার যুদ্ধে যেতে পারি যতক্ষণ না দেবতা তার বিচার শেষ করছে আমাদের দুই বাহিনীকে নিয়ে, আর যতক্ষণ বিজয় দিচ্ছে একদলের বা অন্য দলের হাতে।'

এই ছিল তার কথা, ট্রোজানরা ভালোমতো শুনল তা, তৎক্ষণাৎ করল তার কথামতো। এরপর তারা রাতের খাবার খেয়ে নিল পুরো বাহিনী মিলে, দলে ৩৮০ দলে পাহারা দিয়ে। ভোরে আইডিয়াস চলল তার পথে, সুগোল জাহাজবহরের কাছে। সেখানে সে দেখল গ্রিকরা, যুদ্ধদেব আইরিজের অনুচর এরা, আছে আগামেমননের জাহাজের পশ্চাদ্ভাগের দিকে দরবারের জায়গাতে। এই উঁচু-গলার রাজদূত অবস্থান নিল তাদের মাঝখানে, বলল তাদের :

'অ্যাট্রিউসের পুত্র ও তোমরা গ্রিকবাহিনীতে আছো অন্য নৃপতি ও যুবরাজ ৩৮৫ যারাঃ প্রায়াম ও অন্যান্য রাজাতুল্য ট্রোজান আমাকে বলেছে তোমাদের প্রতি এই ঘোষণা জানাতে—মানে যদি এই বার্তা তোমাদের ইচ্ছার সাথে মেলে, তোমাদের মনঃপুত হয়। ঘোষণাটা এসেছে প্যারিসের থেকে, যার হেতু লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল। প্যারিস যা যা সম্পদ এনেছিল তার সুগোল জাহাজবহরে ভরে ট্রয়ের দেশে—আহ্ ওই ঘটনা ঘটাবার আগে যদি সে নিশ্চিহ্ন ৩৯০ হয়ে যেত!—এর সবই সে এখন রাজি আছে ফেরত দিয়ে দিতে, এমনকি সেগুলোর সাথে নিজের ভাণ্ডার থেকেও কিছু সম্পদ যোগ করে। কিন্তু সে বলে দিয়েছে মহিমান্বিত মেনেলাসের বিয়ে করা স্ত্রীকে সে ফেরত দেবে না, যদিও সত্যি ট্রোজানরা তাকে বলেছিল তা দিতে। অধিকন্তু তারা সবাই বলেছে আমাকে যে আমি তোমাদের দিই এই প্রস্তাবটিওঃ তোমরা রাজি হবে কি না এই ঘৃণাভরা যুদ্ধে ততক্ষণ বিরতি দিতে, যতক্ষণ আমরা আমাদের মৃতদেহগুলোর ৩৯৫ শেষ করছি দাহ। এরপরে আমরা আবার যুদ্ধে যেতে পারি যতক্ষণ না দেবতা বিচার শেষ করছে আমাদের দুই বাহিনীর, বিজয় দিচ্ছে একদলের বা অন্য দলের হাতে।'

এ-ই বলল সে, শুনে তারা সবাই চুপ হলো নীরবতার মাঝে। শেষমেশ তাদের মাঝে বলে উঠল ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কারে দড় বীর :

'আমাদের কেউ প্যারিসের কাছ থেকে ধনসম্পদ নেব না, নাহ্, হেলেনকেও ৪০০ নয়। এটা জানা কথা, এমনকি সেও জানে এই কথা যার বুদ্ধি নেই একটুও, যে এখন ধ্বংসের রজ্জু ঝুলে আছে ট্রোজানদেরই মাথার 'পরে।'

এ-ই বলল সে, আর সকল গ্রিকসন্তান চিৎকার দিল জোরে, ডায়োমিডিজের কথায় সম্মতি দিয়ে—ডায়োমিডিজ, সে ঘোড়া-বশ-মানানো বীর।

তারপর আইডিয়াসের উদ্দেশে বলে উঠল রাজা আগামেমনন : ৪০৫

'আইডিয়াস, নিশ্চিত তুমি নিজেই তো শুনলে গ্রিকদের যা বলার আছে, আর তারা তোমার প্রস্তাবের কী উত্তর দিল। তারা যা বলল তাতে আমার নিজেরও সম্মতি আছে বটে। কিন্তু মৃতদেহের সৎকার বিষয়ে আমার কোনো আক্রোশ নেই যদি তোমরা সেগুলো দাহ করো। কারণ মৃতদেহের 'পরে কোনো মানুষের কোনো আক্রোশ থাকা সঙ্গত নয় মোটে। মানুষ একবার মারা গেলে

৪১০ ভালো হয় দ্রুত তার দেহ আগুনের সান্ত্বনার কাছে সঁপে দেওয়া। তবে আমাদের শপথে জিউসকে সাক্ষী মানা হোক, সে দেবী হেরার বজ্র-নিনাদ তোলা স্বামী।'

এই কথা বলে আগামেমনন তার রাজদণ্ড তুলে ধরল সকল দেবদেবী যেন দেখতে পায় সেইভাবে। আর আইডিয়াস ফিরে গেল পবিত্র ইলিয়ামের পথে। ওখানে তারা তখন ছিল এক সাথে বসে—ট্রোজান ও দারদানিয়ানগণ, সব। তারা ৪১৫ জমায়েতে জড়ো হয়ে ছিল যেন এক দেহ হয়ে, অপেক্ষায় ছিল আইডিয়াস কখন ফেরে। ফিরল সে, দাঁড়াল তাদের মাঝে, তার বার্তা জানাল। তারপর তারা যত দ্রুত পারা যায় প্রস্তুতি নিল দুটো কাজই সম্পন্ন করার—কিছু লোক মৃতদেহ জড়ো করবে, আর অন্যেরা যাবে বন থেকে কাঠ কেটে আনার কাজে। অন্যদিকে গ্রিক জনগণ দ্রুত ছুট দিল তাদের বেঞ্চিপাতা জাহাজগুলো থেকে—কেউ কেউ ৪২০ মৃতদেহ বয়ে আনার কাজে, আর অন্যেরা কাঠ জোগাড়ের খোঁজে।

সূর্য তখন সবে শুরু করেছে সমতলে আলো ফেলা,° মাত্র উঠেছে সে মৃদু-বহমান, গভীর-প্রবাহিত ওশেনাস থেকে। সূর্য উঠে গেল স্বর্গের দিকে, যখন কিনা দুই বাহিনী মিলল একসঙ্গে এসে। তখন কঠিন হলো [মৃতদেহের] মুখ দেখে মানুষটাকে চেনা। যা হোক, পানি দিয়ে তারা মৃতের শরীরের থেকে ধুয়ে ৪২৫ নিল রক্ত—জমাটবাধা। তারপর তাদের তুলল চার-চাকার গাড়িগুলো ভরে, পুরোটা সময় চোখের জল ফেলে ফেলে। কিন্তু মহান প্রায়াম তার লোকেদের মানা করেছে জোরে বিলাপ করা থেকে।° অতএব নীরবে তারা লাশগুলো জড়ো করল চিতার 'পরে, তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হলো বেদনাতে। যখন সব লাশ আগুনে পোড়ানো শেষ হলো, তারা রওনা দিল পবিত্র ইলিয়ামের পথে। একইভাবে, ৪৩০ অন্যদিকে, হাঁটুতে বর্ম-পরা গ্রিক সেনাদল জড়ো করল মৃতদেহ চিতার ওপরে, তাদের হৃদয় বিদীর্ণ বেদনাতে; আর যখন আগুনে পোড়ানো শেষ হলো মৃতদেহগুলো, তারা চলল নিজ পথে, সুগোল জাহাজবহরের দিকে।

কিন্তু পরদিন যখনও ভোর হতে বাকি,° যখনও রাত রয়েছে আলো ও আঁধারের মাঝে, তখন ওখানে চিতার চারপাশে জড়ো হলো গ্রিকবাহিনীর কিছু ৪৩৫ নির্বাচিত লোক। তারা এর চারপাশে বানাল এক একক সমাধিস্তূপ ঢিবি, সমতল থেকে মাটি নিয়ে, সবার জন্য একখানই। আর ওখানে তারা বানাল এক দেওয়াল—এক উঁচু আত্মরক্ষা-বাঁধ—তাদের জাহাজগুলি ও তাদের নিজেদের জন্য প্রতিরক্ষারূপে। আর একই স্থানে তারা বানাল একসাথে-দৃঢ়-জোড়া-লাগে এমন দরজাপথ, যেন ওই দু পাল্লার মাঝ দিয়ে রথ চালানোর পথ থাকে। এবং ৪৪০ এর বাইরের দিকে, একেবারে পাশে, তারা খুঁড়ল এক গভীর পরিখা মতো, প্রশস্ত ও বড়; আর সেখানে পুঁতে দিল সুচালো আগাওয়ালা সব লাঠি।

এভাবে তারা, দীর্ঘকেশ গ্রিক সেনাগণ, পরিশ্রম করে গেল। আর দেবতারা, বজ্রচমকের প্রভু জিউসের পাশে বসে, বিস্ময় নিয়ে দেখতে লাগল ব্রোঞ্জে শরীর-ঢাকা গ্রিকদের এই বিশাল কাজ। এদের মাঝ থেকে পসাইডন, পৃথিবী কাঁপানো যার কাজ, প্রথম বলে উঠল কথা : ৪৪৫

'পিতা জিউস, এখন কি ঐ সীমানাহীন পৃথিবীতে নশ্বর মানুষদের মাঝে একজনও নেই যে আমাদের অবিনশ্বরদের জানাবে তার পরিকল্পনা ও মনোবাঞ্ছাটুকু? তুমি কি দেখছ না এই এখন আবার দীর্ঘকেশ গ্রিকগণ তাদের জাহাজ রক্ষা করবে বলে এক দেওয়াল বানাল আর এর আয়তন ঘিরে খুঁড়ল কতো বড় গর্ত একখানি, কিন্তু দেবতাদের নামে কোনো সম্মানের পশুবলি দেওয়া ৪৫০ ব্যতিরেকে? নিশ্চিত এই দেওয়ালের খ্যাতি ছড়িয়ে যাবে দূরাবধি, যত দূর যায় ভোরের আলো, আর মানুষেরা [তখন] ভুলে যাবে আমার ও ফিবাস অ্যাপোলোর অনেক শ্রমে বানানো সেই দেওয়ালের কথা, যা যোদ্ধা লাওমিডনের জন্য বানিয়েছিলাম আমরা দুজনে একসাথে।'°

তখন মহা বিচলিত জিউস, মেঘমালা-জড়োকারী, বলল তার প্রতি :

'ওহ্! মাটি-কাঁপানো দেবতা তুমি, বিরাট শক্তিশালী, কী বললে এই কথা! ৪৫৫ অন্য কোনো দেবতাকে ওই দেওয়াল নিয়ে ভীত হতে দাও, যে কিনা তোমার চেয়ে হাতে ও শক্তিতে অনেক নাজুক। আর তুমি, তোমার খ্যাতি নিশ্চিত ছড়িয়ে যাবে দূরাবধি, যতদূর ভোরের আলো যেতে পারে। তাছাড়া, দীর্ঘকেশ গ্রিকরা যেদিন তাদের জাহাজ নিয়ে ফিরে যাবে তাদের প্রিয় পিতৃভূমির পথে, তখন তুমি ৪৬০ যেয়ো, গিয়ে ভেঙে দিয়ো ঐ দেওয়াল, সোজা সেটা ঝাঁটিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়ো লবণাক্ত সাগরের মাঝে, এবং ফের বিশাল সৈকত ভরে দিয়ো বালু দিয়ে—এভাবে গ্রিকদের এই মহাপ্রাচীর তুমি হাওয়া করে দিয়ো।'°

এভাবে আলাপ চালাতে লাগল তারা, একজন অন্যজনের সাথে, আর সূর্য ডুবে গেল। শেষ হলো গ্রিকদের কাজ। তারা তাদের ছাউনি জুড়ে জবাই দিল কিছু ষাঁড় ৪৬৫ ও রাতের খাওয়া সেরে নিল। লেম্‌নোস থেকে অনেক জাহাজ আগেই এসেছিল ওখানে মদ নিয়ে, ওগুলো পাঠিয়েছিল ইয়ুনিয়াস,° জ্যাসনের ছেলে, হিপ্‌সিপিলি যাকে গর্ভে ধরেছিল জ্যাসনের ঔরসে°—জ্যাসন, সেনাদলের রাখাল ছিল ওই লোক। শুধু অ্যাট্রিউসের দুই ছেলে আগামেমনন ও মেনেলাসের জন্য ইয়ুনিয়াস ৪৭০ লোক দিয়ে পাঠাল মদ উপহার, মোট একহাজার মাপ। অন্যদিকে, দীর্ঘকেশ গ্রিকরা ওই একই জাহাজ থেকে মদ কিনে নিল—কেউ ব্রোঞ্জের দামে, কেউ চকচকে লোহার, কেউ পশুর চামড়া কিংবা কেউ [জ্যান্ত] গবাদিপশুর বিনিময়ে, আর কেউ

৪৭৫ কেউ ক্রীতদাসের মূল্য দিয়ে। এভাবে তারা নিজেদের জন্য আয়োজন করল এক মহা জাঁকালো ভোজের। সুতরাং সারা রাত চলল দীর্ঘকেশ গ্রিকদের ভোজন আর পান। অন্যদিকে শহরে ট্রোজান ও তাদের মিত্রগণ করল একই কাজ।

কিন্তু সারা রাত্রিভর জিউস, মন্ত্রণাদাতা, এদের সবার জন্য এঁটে গেল অশুভের পরিকল্পনা যত আছে—ভয়ংকর বজ্রচমক দিয়ে দিয়ে। তখন ফ্যাকাশে ভীতি ঘিরে ধরল তাদের চেহারা ও মনে, তারা তাদের পেয়ালাগুলি থেকে মাটির
৪৮০ ওপরে মদ উপচে পড়তে দিল [দেবতার তুষ্টির উদ্দেশে]। একজন মানুষেরও সাহস হলো না যে মদ পান করে, যতক্ষণ কিনা সে ক্রোনাসপুত্র সর্বশক্তিমান জিউসের উদ্দেশে মদ-নিবেদন না করল এইভাবে।

৪৮২ তারপর তারা শুয়ে পড়ল বিশ্রাম নিতে, দু-চোখে নিদ্রার উপহার গ্রহণ করে।

টীকা

৭:৯ আরনি: বিয়োশা প্রদেশের একটি শহর। একই আরনির উল্লেখ আছে জাহাজবহরের তালিকায়, বিয়োশান কন্টিনজেন্টের বিবরণের মধ্যে (২:৫০৭)।

৭:৯ আরিয়িথোয়াস: গদাধারী আরিয়িথোয়াসের বিষয়ে আমরা আরও জানব একটু পরেই, এ পর্বেরই ১৩৬-১৪৬ পঙ্‌ক্তিতে।

৭:২২ ওক গাছের: এই ওক গাছটি ট্রয়ের সিয়ান তোরণের কাছেই রয়েছে (৬:২৩৭) ট্রোজান সমতলের এক উল্লেখযোগ্য চিহ্ন (ল্যান্ডমার্ক) হিসেবে।

৭:৪৪ দৈবজ্ঞ হেলেনাস: হেক্টরের ভাই, গণকের ক্ষমতাসম্পন্ন একজন।

৭:৫৯ শকুনের চেহারা নিয়ে: দেবদেবীরা পাখির আকার নিয়ে থাকে, আরও উদাহরণ ১৪:২৯০। *অডিসি*-তে এটা ঘটে বেশ কয়েকবার।

৭:৮৬ তীরে সমাধিস্তূপ: হোমারের সময়ে ট্রয়ের কাছে সমুদ্র উপকূলে এক বিশাল টিবি থাকার ব্যাপারটি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খননের মাধ্যমে আবিষ্কার করেছেন।

৭:১০৬ ধরে না ফেলতে ওইভাবে: গ্রিক নেতারা মেনেলাসকে বিশেষভাবে প্রতিরক্ষা দেয় কারণ মেনেলাস যুদ্ধে নিহত হলে তাদের ট্রয় অভিযানের মূল কারণ বা উদ্দেশ্যটাই হারিয়ে যাবে (আরও দেখুন টীকা ৫:৫৬৫)। আর আগামেমনন তাকে আগলে রাখে ব্যক্তিগত কারণে, যেহেতু মেনেলাস তার ছোট ভাই।

৭:১২৮ বংশলতিকা ও জন্মবৃত্তান্ত শুনে: নেস্টর ও অডিসিয়ুস ফিথাইয়াতে পেলেউসের বাড়িতে গিয়েছিল অ্যাকিলিসকে যুদ্ধে টানতে (দেখুন ১১:৭৬৯-৭৯০)।

৭:১৩৬ এরিয়ুথেলিয়ন: নেস্টর এরিয়ুথেলিয়নের সঙ্গে তার বিখ্যাত দ্বন্দ্বযুদ্ধটির কথা স্মরণ করছিল এর আগেও (দেখুন ৪:৩১৯)।

৭:১৪০ লোহার এক গদা হাতে: আরিয়িথোয়াস সম্বন্ধে বেশি কিছু জানতে পারেননি গবেষকরা। তার অস্ত্র ছিল একটা বিশাল লোহার গদা, যা অস্ত্র হিসেবে ছিল অস্বাভাবিক। কিছু দস্যুতার লোককথায় এ জাতীয় অস্ত্রের দেখা পাওয়া যায়।

৭:১৪১ লাইকারগাস: এই লাইকারগাস ৬:১৩০-এ উল্লিখিত থ্রেইসের রাজা লাইকারগাস নয়; সে আর্কাডিয়ার রাজা।

৭:১৬৬ যুদ্ধ-দেবতা আইরিজের: মূল গ্রিকে এখানে আছে আইরিজের অন্য পোশাকি নামটি—এনিয়ালিয়াস বা ইনাইয়ালিয়াস। দেখুন টীকা ৫:৩৩৩।

৭:১৬২-১৬৮ দেবতুল্য বীর: এই অংশটিতে রয়েছে অ্যাকিলিসের অনুপস্থিতিতে যারা ছিল গ্রিক পক্ষের প্রধান যোদ্ধা, তাদের নামের তালিকা।

৭:১৭৯-১৮১ রাজা [আগামেমনন] নিজে: অ্যাকিলিসের অনুপস্থিতিতে প্রধান তিন গ্রিক যোদ্ধার নাম উল্লেখ করা হলো এখানে, যোদ্ধার শৌর্য ও দক্ষতার ক্রমানুসারে—অ্যাজাক্স, ডায়োমিডিজ ও আগামেমনন। *ইলিয়াড*-এর পথ পরিক্রমায় দেখা যাবে এরা তিনজন অ্যাকিলিসের সমান মাপের

যোদ্ধা না হলেও অন্তত হেক্টরকে সামলানোর জন্য যথেষ্ট এদের প্রত্যেকেই। ১১:৩৬০-এ আমরা দেখব হেক্টর ডায়োমিডিজের তুলনায় নীচের স্তরের যোদ্ধা আর ১১তম পর্বের ১৮৬ পঙ্‌ক্তি থেকে দেখব যে সে আগামেমননের সঙ্গেও পেরে উঠছে না। আর সপ্তম পর্বে অ্যাজাক্সের সামনে তো হেক্টরকে মনে হবে অনেক কাঁচা এক যোদ্ধা। অ্যাকিলিসের তুলনায়, তার মানে, ট্রোজান পক্ষের সেরা বীরটি গ্রিক পক্ষের পঞ্চম সেরার সমতুল্য কিছু। হোমারের গ্রিক জাতীয়তাবাদী পক্ষপাত এতেই সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে আমাদের চোখে।

৭:২০২ **আইডা পর্বত থেকে:** আইডা পর্বত বা মাউন্ট আইডার অবস্থান ট্রয় নগরের দক্ষিণ-পূর্বে। জিউস প্রায়শই এখানে বসে দূরে সমতলে ট্রোজান যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করে।

৭:২১৯ **এক ঢাল ছিল যা নগর-দেওয়ালের মতো:** *ইলিয়াড*-এ কবি টেলামনিয়ান অ্যাজাক্সের ঢালের উল্লেখ করতে গিয়ে তার এই ফরমুলা বা গৎবাঁধা বিশেষণটি মোট তিনবার ব্যবহার করেছেন (এখানে, এবং ১১:৪৮৫ ও ১৭:১২৮ অংশে)। এই বিশাল ঢাল, দৈর্ঘ্যে আট ফুটের মতো, বাস্তবে ব্যবহৃত হতো *ইলিয়াড*-এর সময়ের আগেরকালে। এই ঢাল যোদ্ধার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো দেহকেই ঢেকে রাখতো। প্রয়োগিক অর্থে, এই ঢাল ধরা মানে যোদ্ধা একটা পুরো দেওয়াল বয়ে নিয়ে চলছে তার সঙ্গে এবং লড়াই করছে সেই দেওয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে, ট্রোজান যুদ্ধের দুশো বছর আগে ব্যবহৃত হতো এ-ধরনের ঢাল। হোমারের ফরমুলা বাক্যাংশের নাছোড়বান্দা চরিত্র এর ফলে পরিষ্কার হয়।

৭:২২১ **হাইলিতে:** সম্ভবত বিয়োশা প্রদেশের হাইলি নগর, যার কথা হোমার দ্বিতীয় পর্বে বলেছেন বিয়োশান কন্টিনজেন্টের পূর্ণ বিবরণ দিতে গিয়ে (২:৪৯৯-৫০০)।

৭:২৫১ **অ্যাজাক্সের প্রচণ্ড বল্লম:** পুরো দ্বন্দ্বযুদ্ধটিতে অ্যাজাক্স শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হেক্টরের চেয়ে অনেক ভালো লড়েছে। দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর যোদ্ধা সে-বিষয়ে সামান্য সন্দেহ থাকারও অবকাশ রাখেননি কবি।

৭:৩৩৪ **তাদের হাড়গোড় নিয়ে যেতে পারে:** এই পঙ্‌ক্তি দুটিকে সাধারণভাবে ধরা হয় *ইলিয়াড*-এ পরবর্তী কালের সংযোজন হিসেবে কারণ হোমারের সময়ে যুদ্ধ মৃত যোদ্ধার হাড়-গোড় বা ছাই বাড়িতে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো চল ছিল না বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

৭:৩৩৭ **গড়ে তুলব এক উচ্চ দেওয়াল:** সমুদ্র-উপকূলের এই গ্রিক দেওয়ালের নির্মাণের ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি, যেমন প্রাচীন যুগে তেমন আধুনিক কালেও। থুসিডাইডিজের অভিমত যে গ্রিকরা এই দেওয়াল নির্মাণ করেছিল ট্রোজান যুদ্ধের একদম শুরুতে; আর অ্যারিস্টোটল বলেন, এই দেওয়াল 'কবির সৃষ্টি'। যা-ই হোক না কেন, এই দেওয়াল পরে, ১২তম পর্বে গিয়ে, এক বড় ভূমিকা রাখবে গ্রিক প্রতিরক্ষায়। কবি এখানে দেওয়ালটি নির্মাণের কথা বলে আমাদের ১২তম পর্বের লড়াইয়ের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন।

৭:৩৪৬ **প্রায়ামের প্রাসাদ-তোরণের পাশে:** প্রায়ামের প্রাসাদের বাইরে, ট্রয় শহরের অ্যাক্রোপলিসে বা সুউচ্চতম সুরক্ষিত স্থানটিতে।

৭:৩৪৮ **ট্রোজান, দারদানিয়ান:** ট্রোজানদেরকে সম্ভাষণ জানানোর দুটি ভিন্ন নাম, দুটি ভিন্ন পন্থা। ট্রয়ের বর্তমান রাজা প্রায়ামের পাঁচ পুরুষ আগে জিউসের পুত্র দারদানাস থেকে আরম্ভ হয়েছিল ট্রোজান জাতির।

৭:৩৫২ **প্রতারণার পরই:** প্রবীণ অ্যান্টিনর এখানে ট্রোজানদের বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছে। তার এই কথা তৃতীয় পর্বের শপথ সম্পর্কিত, যে শপথ নেওয়া হয়েছিল মেনেলাস ও প্যারিসের মধ্যেকার দ্বন্দ্বযুদ্ধের আগে, এবং পরে ট্রোজান প্যান্ডারাস যে শপথের সঙ্গে প্রতারণা করেছিল (চতুর্থ পর্বের শুরুতে)।

৭:৪২১ **সমতলে আলো ফেলা:** একই ভোরবেলার কথা। গ্রিক শিবিরে আইডিয়াসের যাওয়াটা ঘটে অনেক ভোরে।

৭:৪২৭ **বিলাপ করা থেকে:** সম্ভবত এ কারণে যে অতিরিক্ত শোকপ্রকাশ ও বিলাপের ফলে মনের জোর কমে যাবে, যোদ্ধাচেতনার ক্ষতি হবে।

৭:৪৩৩ **ভোর হতে বাকি:** এটা নতুন এক ভোর, যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় দিন।

৭:৪৫২-৪৫৪ **আমরা দুজনে একসাথে:** দেখুন ২১:৪৪১-৪৫৭ যেখানে পসাইডন দাবি করছে যে সে একাই বানিয়েছিল এই দেওয়াল, আর তখন অ্যাপোলো লাওমিডনের গবাদিপশুদের দেখাশোনা করছিল। দেবতাদের হাতে ট্রয়ের পুরানো নগর দেওয়ালের নির্মাণের এই কাহিনী প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননে প্রাপ্ত ট্রয়-৬ শহরের বিশাল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মিলে যায়। সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ট্রয় ৭ক-এর (কিছু প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে যা রাজা প্রায়ামের এবং ট্রোজান যুদ্ধের ট্রয়) চাইতে বেশি শক্তিশালী ছিল।

৭:৪৬১-৪৬৩ **মহাপ্রাচীর তুমি হাওয়া করে দিয়ো:** গ্রিকরা ট্রয় ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে দেওয়ালের এই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কাহিনী বিস্তারিত বলা আছে ১২:১৩-৩৩ অংশে। কবি মনে হয় তার সময়কালে এই দেওয়ালের অনুপস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন।

৭:৪৬৬-৪৬৭ **ইয়ুনিয়াস:** ট্রয়ের কাছের এক বিশাল দ্বীপ লেমনোস্। এর রাজা ইয়ুনিয়াস যুদ্ধচলাকালীন ব্যবসা-বাণিজ্য করার দিকেই মন দিয়েছিল—সে গ্রিকদের সঙ্গে বাণিজ্য চালাতো, যুদ্ধবন্দির কেনাবেচায় জড়িত ছিল। একই ইয়ুনিয়াসের কথা আমরা শুনব ২১:৪১ এবং ২৩:৭৪৬ অংশে।

৭:৪৬৮ **জ্যাসনের ঔরসে:** একই ইয়ুনিয়াসের সঙ্গে যে বিখ্যাত 'জ্যাসন এবং আরগোনট্স্' পুরাণ কাহিনীর যোগাযোগ আছে, তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। এই পুরাণ ট্রোজান পুরাণ চক্র (epic cycle) থেকে পুরো আলাদা এক চক্রের। জ্যাসন ও তার সঙ্গী আরগোনট্স্রা কৃষ্ণ সাগরে (Black Sea) যাওয়ার পথে কিছু দিনের জন্য লেমনোস্ দ্বীপে অবস্থান করেছিল। তখন লেমনোসে থাকতো স্রেফ নারীরা, যেহেতু সব পুরুষকে হত্যা করা হয়েছিল। জ্যাসন নিজে ছিল রানি হিপ্সিপিলির মেহমান। তাদের সেই পরিচয় থেকে জন্ম নেবে ইয়ুনিয়াস আর জ্যাসনের পুত্র হয়েই সে হাজির হবে ট্রোজান যুদ্ধের কাহিনীতে—ব্যাপারটা পাঠকের মনে ঐতিহাসিক সত্যের এক অদ্ভুত বোধ তৈরি করে।

ইলিয়াডের পৃথিবী: অ্যাপোলো ও আর্টেমিজ

পর্ব - আট

অসমাপ্ত যুদ্ধ

দেবতাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ওপর জিউসের নিষেধাজ্ঞা—জিউসের প্রণোদনায় হেক্টর গ্রিকদের তাড়িয়ে নিল তাদের নতুন বানানো রক্ষাপ্রাচীরের পেছনদিকে—দেবী হেরা ও অ্যাথিনা গ্রিকদের সহায়তা দিতে গেল, কিন্তু তাদের থামাতে জিউস পাঠাল বার্তাবাহক দেবী আইরিসকে—রাত নামল বলে হেক্টরকে থামাতে হলো তার বিজয় অভিযান—সমতলে রাতের পাহারা চালু করল ট্রোজান বাহিনী।

বিষয়বস্তু

অশনি সংকেত দেওয়া বজ্রপাতের মধ্য দিয়ে ভয়াল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রেখে শেষ হয়েছিল সপ্তম পর্ব। এখন, অষ্টম পর্বে, জিউস অ্যাকিলিসের মা দেবী থেটিসকে প্রথম পর্বে দেওয়া তার শপথ পূরণের পথে অগ্রসর হলো—তার শপথ ছিল যে অ্যাকিলিসের অনুপস্থিতিতে যুদ্ধে ট্রোজানরা জিতবে এবং তার ফলে আগামেমনন অ্যাকিলিসকে অপমান করার পরিণতি হাড়ে হাড়ে টের পাবে। এই পর্বে একটা দিনের পুরোটা জুড়ে চলল যুদ্ধ, দেবতারাও সক্রিয় হলো তাতে—জিউস আয়োজন করে দিচ্ছে ট্রোজান বিজয়ের, আর গ্রিক পক্ষের দেবীরা চাইছে জিউসের অভিলাষ পণ্ড করে দিতে। দুপুর পর্যন্ত দু পক্ষেরই সাফল্য প্রায় সমান সমান, কিন্তু তারপর জিউস তার সোনালি দাড়িপাল্লা তুলে ধরতেই দেখা গেল গ্রিকদের ভাগ্য নীচের দিকে ঝুলে গেছে—ঠিক

যেভাবে ২২তম পর্বে, হেক্টর বনাম অ্যাকিলিস দ্বন্দ্বযুদ্ধে, এই একই পাল্লা হেক্টরের জন্য নীচে ঝুলে যাবে। হেক্টর, এই পর্বে, জিউসের অনুপ্রেরণায় ডায়োমিডিজ ও টিয়ুসারকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল সদ্য বানানো গ্রিক দেওয়ালের পেছন পর্যন্ত। দেবীরা আসতে চাইল গ্রিকদের সাহায্যে, কিন্তু জিউস হুমকি দিল তাদের; তখন তারা পিছু হটল এই উপসংহারে পৌঁছে যে নশ্বর মানুষের কারণে জিউসকে চটানোর কোনো মানে হয় না। রাতে প্রথমবারের মতো ট্রোজানরা শহর রক্ষার কাজে শহরে ফিরে না গিয়ে সমতলে পাহারা দেওয়া শুরু করল। হেক্টর পরের দিন গ্রিকদের পরাস্ত করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। নিঃসীম নীরবতার এক আবহ তৈরি করে শেষ হলো এ পর্বটি—রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে সমতল জুড়ে জ্বলছে পাহারার জন্য ট্রোজানদের জ্বালানো অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড। চমৎকার এক উপমায় হোমার ফুটিয়ে তুললেন এই স্বচ্ছ, সুন্দর, ঝামেলাহীন নীরবতার ছবি, যা পরের পর্বের শুরুতে (৯:৪) অন্য এক উপমার সরাসরি বিপরীত—সে উপমায় গ্রিকদের আবেগগত প্রতিক্রিয়া বলছে বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামার কথা। ইলিয়াড-এ উপমার এরকম বিপরীতমুখী-জোড়ের দেখা পাওয়া যায় অনেকবার। সবকিছুর পরও, অষ্টম পর্ব পুরো ট্রোজান বিজয়ের ছবি তুলে ধরে না। কবির নিজের গ্রিকবাহিনীর প্রতি দেশপ্রেমিক পক্ষপাত বরং এখনও এ ধারণাই দেয় যে গ্রিকরাই সেরা এবং তারাই আসলে জিতছে। ট্রোজানদের জন্য বিজয়ের এই দিনটি হঠাৎ রাত নামার মাধ্যমে যেভাবে ঝটপট শেষ হয়ে যায়, সে কারণে বোধ হয় এই পর্বের প্রাচীন নাম 'অসমাপ্ত যুদ্ধ' বা 'অসমাপ্ত ট্রোজান বিজয়াভিযান'।

সারসংক্ষেপ

১-৫২: [২৭তম দিন; মূল লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিন] জিউস দেবতাদের শাসাল যে যুদ্ধে তারা কেউ নাক গলাতে পারবে না; এরপর সে নিজে আইডা পর্বতে চলে গিয়ে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করতে লাগল নীচে তাকিয়ে।

৫৩-১৯৭: মধ্য দিন পর্যন্ত দু পক্ষই সমানে সমান; এরপর জিউস সরাসরি শুরু করল ট্রোজানদের জিতিয়ে দেওয়া। নেস্টরকে বাঁচাতে এগিয়ে এল ডায়োমিডিজ, তারপর দুজনে একত্রে আগাল হেক্টরের বিপরীতে; কিন্তু জিউস বজ্র ছুড়ে থামিয়ে দিল তাদের এই অগ্রসর হওয়া। ডায়োমিডিজকে উপহাস করে হেক্টর সামনে এগোলো ট্রোজানদের তাড়া দিতে দিতে।

১৯৮-২৫২: হেরা ক্রুদ্ধ; পসাইডনকে গ্রিকদের সহায়তা দিতে রাজি করানোয় ব্যর্থ হলো সে। আগামেমনন তার বাহিনীকে প্রণোদনা দিল লড়াইয়ের। গ্রিকরা প্রার্থনা রাখল জিউসের উদ্দেশে; তাদের প্রতি মঞ্জুর হলো সাময়িক শ্বাসফেলার বিরতি।

২৫৩-৩৩৪: ডায়োমিডিজ প্রতি-আক্রমণে গেল। অ্যাজাক্সের ঢালের পেছনে লুকিয়ে টিয়ুসার বেশ কজন ট্রোজানকে হত্যা করল; এই সামান্য গ্রিক সাফল্যের পরে হেক্টর আহত করল টিয়ুসারকে।

৩৩৫-৪৩৭: গ্রিকরা হেক্টরের তাড়ার মুখে বাধ্য হলো পরিখা পার হয়ে নতুন বানানো প্রতিরক্ষা দেওয়ালের পেছন পর্যন্ত পিছু হটে যেতে। হেরা ও অ্যাথিনা পরিকল্পনা

নিল গ্রিকদের উদ্ধার করতে যাবে, কিন্তু জিউস তাদেরকে দেখে ফেলল আইডা পর্বত থেকে; সে দেবী আইরিসকে পাঠাল তাদের থামাতে।

৪৩৮-৪৮৩: জিউস ঘোষণা দিল যে এখন ট্রোজানরাই জিততে থাকবে যতক্ষণ না অ্যাকিলিসের সবচেয়ে কাছের বন্ধু প্যাট্রোক্লাস মারা যাচ্ছে হেক্টরের হাতে।

৪৮৪-৫৬৫: রাত নামতে গ্রিকরা অবশেষে রেহাই পেল এই দিনভর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের থেকে। হেক্টর হতাশ হলো যুদ্ধ থেমে যাওয়ায়; তবে পরের দিনের যুদ্ধে জেতা নিয়ে সে প্রচণ্ড আশাবাদী; সে বাহিনীকে বলল সমতলে অনেক অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে রাতের পাহারা দিয়ে যেতে। ট্রোজানরা রাত কাটাল গ্রিক প্রতিরক্ষাব্যূহের সামনেই, সবসময়ের মতো শহরে ফিরে গিয়ে নয়।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

ইলিয়াড-এর ২৭তম দিনের পুরোটাই নিয়ে নিল এই পর্ব। মূল যুদ্ধ শুরু হবার দ্বিতীয় দিন এটা। ঘটনাস্থল (দেবতাদের অংশগুলিতে আসমানের অলিম্পাস দেবরাজ্য ব্যতীত) সমুদ্র উপকূলে গ্রিক শিবিরের সামনের মাঠ। আলেকজান্ডার পোপ-এর হিসাবে এটি ২৭তম দিন; অন্যদিকে ই.ভি. রিউয়ের গণনা মোতাবেক এটি ২৫তম দিন।
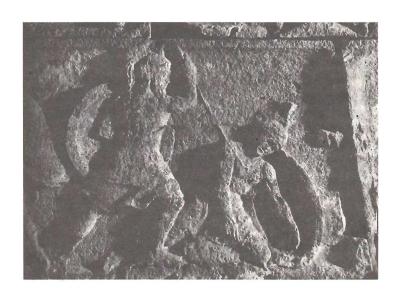
চিত্র ১০. ট্রোজান ও গ্রিকরা লড়ছে হাতে হাতে। ট্রোয়াড অঞ্চলের লিশার এক কবরগাত্রে খোদিত এই ছবিতে দুই বাহিনীর দু যোদ্ধা লড়ছে দ্বন্দ্বযুদ্ধে। বাঁয়ের যোদ্ধা মাত্রই তার প্রতিপক্ষের বুকে বল্লম বিঁধিয়েছে, মারা যাচ্ছে ডানের জন। এদের হাতে বৃত্তাকার ঢাল, মাথায় ঘোড়ার কেশরের শিরস্ত্রাণ। (লিশা, তুরস্ক, চুনাপাথরের রিলিফ, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০ সন)

এবার জাফরান-পোশাক পরা ভোর সারা পৃথিবীর সবটা জুড়ে যেই ছড়িয়ে গেল, বজ্রপাত-ছোড়া জিউস অনেক চূড়ায় ভরা অলিম্পাসের সর্বোচ্চ শিখরে দেবকুলের সকলকে ডাকল সমাবেশে। তাদের জমায়েতের উদ্দেশে ভাষণ দিল সে নিজে, আর সব দেবদেবী শুনল মন দিয়ে:

'আমার কথা শোনো তোমরা সব দেবদেবী যারা আছ, আমি বলছি তা-ই যা আমার বুকের মাঝে হৃদয় আমাকে বলতে বলছে। কোনো দেবী কিংবা দেবতা চেষ্টা কোরো না আমি যা বলছি তার গতিরোধের বা আমার কথা ভেস্তে দেবার। বরং তোমরা সকলে আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ো, যাতে আমি খুব দ্রুত এই যুদ্ধের শেষ ঘটাতে পারি। দেবদেবীর মধ্য থেকে যাকেই আমি দেখব চাচ্ছ ওখানে গিয়ে হয় ট্রোজানদের বা গ্রিকদের সহায়তা দিতে, তাকেই আমার চাবুক খেয়ে ফিরে আসতে হবে অলিম্পাসে। কিংবা আমি তাকে ধরে ছুড়ে দেব ঘোর-আঁধারের টারটারাসে, দূরে, বহু দূরে, যেখানে পৃথিবীর নীচে রয়েছে সবচেয়ে গভীর গহ্বর, যার দরোজা বানানো লোহা দিয়ে আর যার প্রবেশ-পথের চৌকাঠ ব্রোঞ্জের। [সেই জায়গা] হেডিসের মৃত্যুপুরী থেকে ততখানিই নীচে যতখানি স্বর্গ আছে পৃথিবীর উপরের দিকে।° তখন তোমরা বুঝবে আমি সব দেবতার থেকে কতো বেশি পরাক্রমশালী।

'নাহ, আসো, চেষ্টা করেই দেখো তোমরা দেবতারা, তাহলেই বুঝবে [কী বলছি আমি]। যাও, স্বর্গের সাথে বেঁধে কোনো সোনার শেকল নামিয়ে দাও,° তারপর সকলে মিলে, সব দেবদেবী মিলে ওটা ধরো [টানো], তবু তোমরা পারবে না স্বর্গ থেকে জিউসকে টেনে মাটিতে নামাতে—জিউস, উপদেষ্টা সবার ওপরের—তা যতই পরিশ্রম করো না কেন। কিন্তু আমি যদি দৃঢ়চিত্তে মনস্থির করি, তাহলে তোমাদের সবাইকে টেনে তুলতে পারি একেবারে পৃথিবী ও সমুদ্র সহকারে। তারপরে ঐ শেকল আমি বাঁধব অলিম্পাসের এক শৃঙ্গ বেড় দিয়ে, অতএব তোমরা [পৃথিবী ও সাগর] তখন ঝুলে থাকবে শূন্যের মাঝে। অতখানিই আমি সব দেবতা ও মানুষ থেকে ওপরের জেনো।'

এ-ই ছিল তার কথা, তারা সবাই [তা শুনে] চুপ হলো নীরবতার মাঝে, তার কথায় বিস্মিত হলো, কারণ ততখানিই কর্তৃত্বব্যঞ্জক সুরে সে তার ভাষণ দিল জমায়েতের প্রতি। কিন্তু শেষমেশ তাদের মাঝে কথা বলে উঠল দীপ্ত-নয়না দেবী অ্যাথিনা এসে:

'আমাদের সকলের পিতা, ক্রোনাসপুত্র তুমি, সকল প্রভুর ওপরে রয়েছো। হ্যাঁ, আমরা নিজেরা সবাই ভালো করে জানি তোমার শক্তির বশ্যতা স্বীকার [করতেই হবে]। তবু তারপরও, আমাদের মায়া হচ্ছে গ্রিক বল্লমধারীদের নিয়ে যারা এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর পূর্ণতা ঘটাবে এক অশুভ নিয়তির। তা-ও,
৩৫ নিশ্চিত আমরা নিজেদের দূরে রাখব যুদ্ধের থেকে, মানে যেভাবে বললে তুমি। তবে গ্রিকদের আমরা স্রেফ একটু মন্ত্রণা দেব যাতে করে তাদের লাভ হয় কিছু, যাতে করে তারা সকলেই তোমার ক্রোধের কারণে নিশ্চিহ্ন না হয়ে পড়ে।'

তখন স্মিত হাসি নিয়ে অ্যাথিনাকে বলল জিউস, মেঘ-সঞ্চারক :

'মন প্রফুল্ল করো প্রিয় মেয়ে আমার, ট্রাইটনের বংশজাত [অ্যাথিনা]। আমি
৪০ আসলে একদম ঐকান্তিকভাবে বলিনি কোনো কথা, মনে মনে তোমার ওপর সদয়ই রয়েছি।'

এই কথা বলে জিউস তার রথের নীচে সাজ পরাল তার ব্রোঞ্জের-খুরের ঘোড়াদের। ওরা দ্রুতবেগে উড়তে পারে ওদের প্রবহমান সোনালি কেশর নিয়ে। আর সে নিজে দেহের চারপাশ ঢেকে নিল সোনা দিয়ে, এবার হাতে ধরল তার সুন্দর সোনায় গড়া চাবুক, আর চড়ে বসল রথে। এবার সে ঘোড়াগুলো ছুঁলো
৪৫ চাবুক দিয়ে, ওদের যাত্রা শুরু করার খোঁজে। এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জোড়া ছুটে গেল সামনের দিকে—পৃথিবী ও তারাভরা আকাশের মাঝখান দিয়ে। জিউস পৌঁছে গেল আইডা পর্বতে—অনেক ঝরনায় ভরা, বুনো পশুদের মাতা এ পর্বতের গারগারাস শৃঙ্গের° কাছে; সেখানেই তার আবাস, এবং তার সুবাসিত বেদী। ওখানে পৌঁছে মানুষ ও দেবতাদের পিতা থামাল তার ঘোড়া, ওদেরকে রথ থেকে
৫০ মুক্ত করে দিল, ওদের ঢেকে দিল ঘন কুয়াশা ছড়িয়ে। এরপর নিজে সে বসল পর্বতশৃঙ্গগুলির মাঝখানে, আপন মহিমায় মহোল্লসিত হয়ে, নীচে ট্রোজানদের শহর ও গ্রিক জাহাজবহরের দিকে চোখ রেখে।

ওদিকে দীর্ঘকেশ গ্রিকরা তাদের তাঁবুতে বসে ঝটপট সেরে নিল খাওয়াদাওয়া, তারপর শরীরে বর্ম পরে উঠে দাঁড়াল তারা। একইভাবে,
৫৫ অন্যদিকে, ট্রোজানবাহিনী পুরো শহরজুড়ে নিজেদের সশস্ত্র করে নিল। তারা সংখ্যায় কম বটে, তবু স্রেফ প্রয়োজনের তাগিদে—তাদের বাচ্চা ও স্ত্রীদের দিকটা মনে রেখে—ব্যাকুল তারা যুদ্ধে লড়ে যেতে। সব তোরণ খুলে দেয়া হলো, সেনাদল সামনে বেরোলো দ্রুত, পদাতিক বাহিনী ও রথচালকেরা—সব একসাথে; আর মহা হট্টগোলের আওয়াজ উঠল চারদিকে। এরপর দু বাহিনী
৬০ একসাথে হলো, এক জায়গায় এসে। তখন তাদের ঢাল, বল্লম আর ব্রোঞ্জে বুক-ঢাকা যোদ্ধাদের ক্ষিপ্রতার বিস্ফোরণে সংঘর্ষ শুরু হলো। মাঝখানে-স্ফীত ঢালগুলি

একটা আরেকটার সাথে বাড়ি খেলো, আর আওয়াজ উঠল ভয়ংকর। চারদিকে যেমন শোনা গেল গোঙানির আওয়াজ, তেমনই হত্যাকারীর বিজয়ের উল্লাস ও কতল হওয়া মানুষের আর্তচিৎকার—পৃথিবী রক্তে ভেসে গেল। ৬৫

এরপর পুরো সকালবেলা জুড়ে এবং দিনের পবিত্র আলো যতক্ষণ আরও তীব্র হচ্ছিল ততক্ষণ দু দিক থেকেই চলল বল্লমের আঘাতের জের। মানুষেরা সমানে ঢলে পড়ছিল নীচে, জমিনের 'পরে। কিন্তু সূর্য যেই উঠে এল মধ্য গগনে, তখন বস্তুতই পিতৃদেব উঁচুতে তুলে ধরল তার সোনার পাল্লাটিকে,° ওটার দুইদিকে সে বসাল শোচনীয় মৃত্যুর দুই নিয়তিকে—একদিকে ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজানদের নিয়তি ও ৭০ অন্যদিকে ব্রোঞ্জ-মোড়া গ্রিকদের। তারপর সে পাল্লার মাঝখানে ধরে তুলে ধরল সেটা—[দেখা গেল] গ্রিকদের মওতের দিন নীচের দিকে ঝুঁকে আছে। এভাবেই গ্রিকদের নিয়তি নির্দিষ্ট হয়ে গেল পুষ্টিদায়ী মাটির ওপরে ঢলে পড়ার কাজে, আর ট্রোজানদের নিয়তি উঠে গেল বিস্তৃত স্বর্গের দিকে। এরপর সে নিজে আইডা পর্বত ৭৫ থেকে জোরে বজ্রপাত ঘটাল, গ্রিকবাহিনীর দিকে পাঠাল এক প্রজ্জলিত বজ্রচমকানি। তা দেখে গ্রিকদের ঘিরে ধরল বিস্ময়ের বোধ, সবাইকে পেয়ে বসল বিবর্ণ ভীতি।

তখন না আইডোমেন্যুস, না আগামেমনন আর পারল দৃঢ়চিত্তে মাঠ ধরে রাখতে; না পারল দুই অ্যাজাক্স, যারা যুদ্ধদেব অ্যাইরিজের অনুচর ছিল। জেরেনিয়ার নেস্টরই শুধু° সেখানে রয়ে গেল, গ্রিকদের অভিভাবক সে, তবে সে যে স্বেচ্ছায় ৮০ রইল তা নয়, বরং তার ঘোড়া ভয়ানক আহত হয়েছিল বলে। দেবতুল্য প্যারিস, মোহিনীকেশ হেলেনের প্রভু, ঘোড়াটিকে আঘাত করল এক তীরে—সেটা বিঁধল তার মাথার চূড়ায় যেখানে ঘোড়াদের করোটিতে গজায় সর্বাধিক কেশরের গোছা, আর যেটা ঘোড়ার শরীরের সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা বটে। সুতরাং যন্ত্রণায় বিদ্ধ সেই ঘোড়া লাফিয়ে উঠল উঁচুতে যখন তীর ডুবে গেল তার মগজের মাঝে। সে ৮৫ ব্রোঞ্জের ওপরে গড়িয়ে মুচড়িয়ে তালগোল পাকিয়ে দিল অন্য ঘোড়া ও রথ মিলে।°

বৃদ্ধ নেস্টর তখন লাফিয়ে সামনে এল ঘোড়াকে বেঁধে রাখা দড়ি তরবারি দিয়ে কেটে কেটে। ইতিমধ্যে হেক্টরের দ্রুতগামী দু ঘোড়া সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার মাঝ দিয়ে ছুটে চলে এল—রথের সাহসী চালক হেক্টর নিজে। বৃদ্ধ নেস্টর নিশ্চিত ওখানে তখনই তার জীবন হারাত, যদি না ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কারে পারদর্শী ৯০ বীর, দ্রুত দেখে ফেলত তাকে। সে প্রচণ্ড এক চিৎকার দিয়ে গর্জে উঠল জোরে, অডিসিয়ুসের সাহায্য প্রার্থনা করে :

'জিউস-বংশজাত লেয়ারটিজের ছেলে, নানা কলাকৌশলে দড় অডিসিয়ুস তুমি, কোথায় পালাচ্ছ পিঠ পেছন দিকে রেখে, ভিড়ের মধ্যে এক কাপুরুষের মতো? এমন যেন না হয় যে তোমার পালাবার কালে কেউ তোমার পিঠে গেঁথে ৯৫ দেবে তার বল্লম। নাহ্, মাঠ ছেড়ো না কোনোমতে, চলো আমরা এই বুনো যোদ্ধাকে নেস্টরের কাছ থেকে পেছনে ঠেলে দিয়ে আসি।'

এই ছিল তার কথা, কিন্তু অনেক-সহ্যক্ষমতাধারী দেবতুল্য অডিসিয়ুস ঠিকভাবে শুনতে পেল না তাকে। সে দ্রুত যেতে লাগল গ্রিকদের সুগোল জাহাজের দিকে। তবে টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজ, যদিও একা, ছিল সর্বাগ্রের
১০০ লড়াকুদের মাঝে মিশে, সে দাঁড়িয়ে গেল নিলিউসের ছেলে বৃদ্ধ লোকটির ঘোড়ার সামনে এসে; আর তার প্রতি সম্ভাষণ রেখে বলল এই ডানাওয়ালা কথা :

'বৃদ্ধ জনাব, নিশ্চিতই তরুণ যোদ্ধারা তোমাকে চেপে ধরেছে খুব। তোমার শক্তি কমে গেছে, আর শোচনীয় বৃদ্ধকাল এখন তোমার ওপরে সমাগত; সেইসাথে তোমার অনুচর যে আছে সে দুর্বল এক লোক, এবং তোমার
১০৫ ঘোড়াগুলো মন্থরগতি বড়। না, আমার রথে উঠে আসো, তাহলে দেখতে পাবে ট্রয়ের ঘোড়া° কেমন প্রকৃতির, কতো দক্ষ তারা সমতলে এদিকে বা ওদিকে দ্রুত ছুটে যেতে—হোক তা আগ্রাসনের কিংবা পলায়নের কালে। এই সেদিন আমি ওদের কেড়ে নিয়েছি ঈনিয়াসের থেকে, মানুষকে ছত্রভঙ্গ পলায়নে ঠেলে দেওয়া ঘোড়া এরা। এখন আমাদের দুই অনুচর মিলে দেখে রাখবে তোমার ঘোড়া, অন্যদিকে তুমি ও আমি এই দুটো নিয়ে সোজা চালিয়ে যাব ঘোড়া-পোষ-মানানো
১১০ ট্রোজানদের দিকে। তখন হেক্টর [ভালো করে] জেনে যাবে আমার বল্লমও আমার হাতে কতখানি উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে।'

এই বলল ডায়োমিডিজ; ঘোড়সওয়ার, জেরেনিয়ার নেস্টর, কাজ করল সেইমতো। এভাবে তাদের দুই অনুচর, সাহসী স্থেনেলাস ও বীরতুল্য ইয়ুরিমেডোন° দায়িত্ব নিল নেস্টরের ঘোড়া দেখে রাখবার। এবার তারা দুজন
১১৫ চড়ল ডায়োমিডিজের রথে। নেস্টর তার হাতে উজ্জ্বল লাগামটি নিল, ঘোড়াদের ছুঁলো চাবুক দিয়ে, তারপর তারা দ্রুতবেগে চলে এল হেক্টরের কাছে। হেক্টর তাদের দিকে তেড়ে আসতেই টাইডিয়ুসপুত্র তার দিকে বল্লম ছুড়ে দিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সেটা; তবে ঠিকই হেক্টরের অনুচর, তার রথের চালক ঈনিওপিয়ুস—মহান
১২০ হৃদয়ের থিবিয়াসের পুত্র সে—ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরে থাকতেই ধরাশায়ী হলো। বল্লম আঘাত হানল তার বুকে, স্তনাগ্রের পাশে। রথ থেকে সে পড়ে গেল বাইরে, মাটির ওপর, তার দ্রুতপায়ের ঘোড়াগুলো সরে গেল এক পাশে। তার আত্মা ও বল ত্যাগ করল তাকে।

হেক্টরের আত্মা তার রথচালকের মৃত্যু দেখে ভয়ানক বিষাদে মেঘাচ্ছন্ন
১২৫ হলো। যদিও সে দুঃখ করল তার সহযোদ্ধাকে নিয়ে, তবু তাকে সেখানেই ফেলে রেখে সে খুঁজতে গেল রথের অন্য কোনো সাহসী চালক। তার দুই ঘোড়াকে বেশিক্ষণ থাকতে হলো না চালকবিহীন, কারণ তৎক্ষণাৎ হেক্টর সাহসী আর্কেপ্টলেমাসকে পেয়ে গেল, আইফিটাসের পুত্র সে। হেক্টরের কথায় এই লোক চড়ে বসল তার দ্রুতপায়ের ঘোড়ার পেছনে, হেক্টর তার হাতে তুলে দিল রথের লাগাম।

তখন [ট্রোজানদের ওপর] নেমে আসত ধ্বংস, আর অমোচনীয় ক্ষতির শিকার হতো তারা, তাড়া খেয়ে তাদের ঢুকতে হতো ইলিয়ামে যেভাবে খোঁয়াড়ে ঢোকে ভেড়া, যদি না দ্রুত সবকিছু নজরে আসত মানুষ ও দেবতাদের পিতা জিউসের। সে ভয়ংকর বজ্রপাত ঘটাল আর তার উজ্জ্বল বিদ্যুচ্চমকের ফলা ছুড়ে দিল নীচে পৃথিবীর দিকে, ডায়োমিডিজের ঘোড়াদের পাশে। জ্বলন্ত সালফারের ভীতিজনক এক শিখার চমকানি হলো। তাই দেখে দুই ঘোড়া আতঙ্কে পাথর হয়ে গুঁটি মেরে গেল রথের নীচ দিকে। এবার নেস্টরের হাত থেকে পিছলে পড়ল উজ্জ্বল লাগাম, তার বুকে দানা বেঁধে বাড়ল ভীতি, আর সে বলল ডায়োমিডিজের প্রতি : ১৩০ ১৩৫

'টাইডিয়ুসের ছেলে, আসো এবার, তোমার এক-খুরের ঘোড়াদের পেছনে ঘুরিয়ে এখনই পালাও। দেখতেই তো পাচ্ছ যে জিউসের কাছ থেকে আসা বিজয় তোমার জন্য নয়। এই বেলা জিউস, ক্রোনাসের ছেলে, আজকের মতো জয়ের মহিমা সদয় হয়ে দিয়ে রেখেছে ওই ট্রোজানদের হাতে। পরে কোনোদিন সে তা আমাদেরও দেবে, যদি তার ইচ্ছা থাকে। তবে কোনো মানবসন্তান কোনোভাবেই পারে না জিউসের আকাঙ্ক্ষা ভেস্তে দিতে, যত বড় বীর সে হোক না কেন। কারণ বাস্তবিক জিউস সবার চেয়ে বহুগুণ বেশি শক্তি রাখে।' ১৪০

তার কথার উত্তরে বলল তাকে ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কার দিতে পারদর্শী বীর : ১৪৫

'হ্যাঁ, বৃদ্ধ জনাব, তুমি যা বললে তার সব ঠিক আছে, নিশ্চিতই। তবে এতে আমার হৃদয় ও আত্মা ভরে যাচ্ছে বিরাট বিষাদে, কারণ হেক্টর এখন কোনোদিন ট্রোজানদের জমায়েতে বলে বসবে এই কথা : "টাইডিয়ুসপুত্র পালিয়ে গিয়েছিল আমার সামনে থেকে, সোজা ভেগে গিয়েছিল জাহাজবহরের দিকে।" এভাবেই একদিন সে দম্ভ দেখাবে। আহ্ সেদিন যেন বিশাল মাটি আমার জন্য ফাঁক হয়ে যায়!' ১৫০

তার কথার জবাবে তাকে বলল ঘোড়সওয়ার, জেরেনিয়ার নেস্টর :

'ওহ্ মরণ, যুদ্ধংদেহী টাইডিয়ুসের ছেলে, এ কী কথা বললে তুমি! হতে পারে হেক্টর তোমাকে ডাকল কাপুরুষ ও দুর্বল নামে, তবু ট্রোজান বা দারদানিয়ানরা তার কথা বিশ্বাস করবে না জেনো। এমনকি দাম্ভিক ও ঢাল-হাতে-ধরা ট্রোজানদের স্ত্রীরা, যাদের বলশালী স্বামীদের তুমি নিক্ষেপ করেছ ধুলোয়, তারাও বিশ্বাস করবে না তার কথা।' ১৫৫

এ-ই বলল নেস্টর, আর তার এক-খুরের ঘোড়াগুলো ঘুরাল ফের ঐ হট্টগোলের মাঝ দিয়ে পালানোর উদ্দেশে। তখন ট্রোজান সেনারা এবং হেক্টর বিশাল চিৎকার তুলে তাদের দিকে ছুড়তে লাগল বর্শার বৃষ্টি, গোঙানি নিয়ে আসা বর্শা সে-সব। এবার সব ছাপিয়ে গর্জে উঠল দ্যুতিময় শিরস্ত্রাণের হেক্টর, জোরে : ১৬০

'ডায়োমিডিজ, টাইডিয়ুসের ছেলে, দ্রুতছোটা ঘোড়া নিয়ে চলা গ্রিকরা সম্মানের বিচারে তোমাকেই সবার ওপরে রাখে—রাখে মর্যাদার আসনে, তোমার

জন্য ভাল মাংস ও মদপূর্ণ পেয়ালা বরাদ্দ করে। কিন্তু এখন তারা দেখ তোমাকে কীরকম অশ্রদ্ধা জানায়। দেখে মনে হচ্ছে তুমি কোনো মেয়েমানুষের চেয়ে ভালো কিছু নও। যাও, ভাগো, কাপুরুষ পুতুল কোথাকার! জেনে রেখো, আমি পিছু
১৬৫ হটব বলে তুমি আমাদের দেয়াল টপকাবে আর আমাদের নারীদের ধরে নিয়ে যাবে তোমার জাহাজের দিকে, সেটা হচ্ছে না কোনোদিন। অমনটা ঘটার আগেই আমি তোমার বিনাশ ঘটিয়ে দেব!'

এ-ই বলল হেক্টর। তা শুনে টাইডিয়ুসপুত্রের মন এই চিন্তায় দ্বিধান্বিত হলো—তার ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে তার কি উচিত নয় হেক্টরের মুখোমুখি লড়াই করা? তিনবার তার হৃদয় ও আত্মা এ ভাবনায় এদিক-ওদিক হলো আর
১৭০ তিনবারই° আইডা পর্বত থেকে মন্ত্রণাদাতা জিউস গর্জে উঠল বজ্রপাতে—ট্রোজানদের কাছে এটা ছিল যুদ্ধের মোড় ঘুরে গিয়ে তাদের জন্য বিজয়ের ইঙ্গিতসূচক। তখন হেক্টর জোরে চিৎকার দিয়ে বলল ট্রোজানদের প্রতি :

'হে ট্রোজান, লিশান ও দারদানিয়ানগণ যারা নিবিড় দ্বন্দ্বযুদ্ধ ভালোবাসো—পুরুষ হও বন্ধুরা, নিজেদের বুকে ক্ষিপ্ত পরাক্রম নিয়ে আসো। আমার বিশ্বাস
১৭৫ ক্রোনাসপুত্র জিউস ঐকান্তিক মনেই চাচ্ছে আমাকে বিজয় ও বিরাট যশ দিতে, আর গ্রিকদের দিতে দুর্দশা শুধু। বোকা ওরা, কীরকম যত্ন দিয়ে দ্যাখো বানিয়েছে ওই রক্ষাপ্রাচীর; দুর্বল সেটা, কোনো কাজেরই নয় মোটে। ওই দেওয়াল আমাদের শক্তির সামনে টিকবে না দেখো। আর আমাদের ঘোড়া সহজেই লাফিয়ে পার হবে ওদের খোঁড়া পরিখাও। তারপর আমি যখন পৌঁছাব
১৮০ সুগোল জাহাজবহরের কাছাকাছি, তখন তোমরা মনে কোরো সর্বগ্রাসী আগুনের কথা, ভুলো না সেটা, কারণ আগুনেই আমি পোড়াব জাহাজগুলি, অধিকন্তু গ্রিকদের বধ করব তাদের জাহাজের পাশে, ওরা তখন বিক্ষিপ্তচিত্ত থাকবে ধোঁয়ার হেতু।'

এই কথা বলে হেক্টর ডাকল তার ঘোড়াদের, বলল তাদের উদ্দেশে :
১৮৫ 'জানথুস, আর তুমি পোদারগোস, এবং আইথন ও দেবতুল্য ল্যাম্‌পোস,° এবার আমাকে শোধ দাও তোমাদেরকে দেওয়া মহান-হৃদয় ঈটিয়নের মেয়ে অ্যান্ড্রোমাকির অজস্র আদর ও যত্নের, যে তোমাদের সামনে রাখত মধু-মাখা গম এবং তাতে মিশিয়ে দিত মদ° যেন যখনই মন চায় তোমরা খেতে পার। [এসবই
১৯০ করত সে] আমাকে খেতে দেওয়ারও আগে, আমি, যে তার বলশালী স্বামী। নাহ, তোমরা এইবেলা ধেয়ে যাও, যেন আমরা কেড়ে নিতে পারি নেস্টরের ঢাল। ওটার খ্যাতি পৌঁছে গেছে স্বর্গ অবধি, গুজব আছে যে ওর সবটাই সোনায় বানানো, হাতল ও ঢাল দুই-ই। সেইসাথে দেখো যেন ঘোড়া-বশে-আনা ডায়োমিডিজের কাঁধ থেকে খুলে নিতে পারি ঘন-নকশা করা তার বুকের বর্মটি,
১৯৫ যা তাকে শ্রম ঢেলে হেফিস্টাস বানিয়ে দিয়েছিল। এ দুটো জিনিস যদি আমাদের

দখলে নেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে আশা আছে গ্রিকরা আজ রাতেই পালাবে তাদের দ্রুতচারী জাহাজগুলিতে চড়ে।'

এ-ই বলল হেক্টর বড়াইয়ের সুরে আর রানি হেরার তাতে ক্রোধ জাগ্রত হলো। সে তার সিংহাসনে শরীর কাঁপিয়ে, উঁচু অলিম্পাসে রীতিমতো কাঁপন তুলে দিল, বলল শক্তিমান দেব পসাইডনের প্রতি এই কথা : ২০০

'ওহ্ কী লজ্জা! তুমি পৃথিবী-ঝাঁকানো শক্তিশালী দেব, তোমার বুকের ভেতরে যে হৃদয় আছে সেখানে কোনো কি মায়া নেই এই নিশ্চিহ্ন হতে থাকা গ্রিকদের প্রতি? ওরাই তো তোমার সম্মানে হেলিসি ও ঈজি-তে° প্রচুর ও সুন্দর নানা উপহার নিয়ে আসে আর তখন তুমি ওদের প্রতি বিজয়ের শুভকামনাই জানিয়ে থাকো জানি। এখন আমরা গ্রিকদের পক্ষে থাকা সব দেবদেবী মিলে ২০৫ যদি ট্রোজানবাহিনীকে হারিয়ে দিতে পারি, পারি দূরাবধি-দেখা জিউসকে ঠেকিয়ে দিতে—ওহ্, তখন সে বিড়ম্বনায় পড়ে ওখানে বসে থাকবে একা আইডা পর্বতের 'পরে।'

এই কথা শুনে বিচলিত হলো ভূ-কম্প ঘটানো প্রভু [পসাইডন], সে বললো হেরাকে :

'হেরা, কথাবার্তায় কী যে বেপরোয়া তুমি, কী বললে এসব কথা! আমি চাইব না আমাদের সবাই এভাবে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যাক ক্রোনাসপুত্র জিউসের সাথে, ২১০ কারণ [আমি জানি] সে অন্য সবার থেকে অনেক বেশি পরাক্রম রাখে।'

এভাবে কথা বলতে লাগল তারা একজন অন্যজনের সাথে। সেসময় দেয়াল ও পরিখার সীমানার মাঝখানের জায়গাটুকু জুড়ে, একেবারে জাহাজ অবধি পুরো মাঠ ভরে গেছে রথ ও ঢালধারী গ্রিক সৈন্যদলে, সব একসাথে জড়ো তারা। তাদের ওভাবে খোঁয়াড়বদ্ধ করেছে প্রায়ামপুত্র হেক্টর, [যুদ্ধদেব] ২১৫ আইরিজের সমকক্ষ বীর, যেহেতু জিউস আজ তার ভাগ্যেই রেখেছে মহিমা ও যশ। আর সত্যি সে তখন লেলিহান অগ্নিতে জ্বালিয়ে দিত ওসব সুঠাম জাহাজ, যদি রানি হেরা আগামেমননের মনে না উসকে দিত নিজ থেকে লড়বার ক্ষুধা, দ্রুত গিয়ে গ্রিকদের তাড়না দেবার অভিলাষ। আগামেমনন ছুটল তাঁবু ও গ্রিক ২২০ জাহাজবহরের পাশ দিয়ে, বলিষ্ঠ হাতে তার বিশাল রক্তরঙ আলখাল্লা জড়িয়ে। সে দাঁড়াল এসে অডিসিয়ুসের কালো বিশাল কাঠামোর জাহাজের পাশে। এ-জাহাজের অবস্থান ঠিক মাঝখানে যাতে করে চিৎকারের শব্দ দু দিকেই পৌঁছাতে পারে°—অর্থাৎ টেলামনপুত্র অ্যাজাক্সের তাঁবু ও সেইসাথে অ্যাকিলিসের শিবিরেও। এরা দুজন [অ্যাজাক্স ও অ্যাকিলিস] যার যার সুঠাম জাহাজ টেনে ২২৫ রেখেছে সবচেয়ে দূর প্রান্তসীমায়, কী বিশ্বাস এদের নিজেদের শৌর্য ও হাতের

শক্তিতে! ওখানে পৌঁছে সে [আগামেমনন] এক গগনভেদী হাঁক দিল, চিৎকার দিয়ে বলল গ্রিকদের প্রতি :

'ধিক তোমাদের, হে গ্রিকসেনাদল! জঘন্য লোক তোমরা সব, শুধু দেখতেই যা একটু আছ! কোথায় গেল আমাদের সেসব বড়াই, ঐ যে আমরা নিজেদের
২৩০ দাবি করেছিলাম সবচে সাহসী হিসেবে? যখন লেম্‌নোসে ঐ যে আমরা খুব দেমাগি ভঙ্গিতে°—খাড়া-শিং ষাঁড়ের মাংস প্রচুর খেতে খেতে আর পানপাত্র কানায় কানায় ভরে মদ গিলবার কালে—বলেছিলাম প্রত্যেকে যুদ্ধের মাঠে এক একজন দাঁড়াব একশোজন, হাহ্, দুইশোজন ট্রোজানের মুখোমুখি হয়ে! আর এখন কিনা সব লোক মিলে আমরা স্রেফ ওদের একজনেরই সাথে লড়তে অক্ষম, মানে
২৩৫ হেক্টরের সাথে, যে কিনা শীঘ্র গনগনে আগুনে পোড়াবে দেখো আমাদের জাহাজ।

'জিউস পিতৃদেব, তুমি কি এরকম আর কোনোদিন কোনো শক্তিশালী রাজাকে বিভ্রান্ত করেছ এতখানি বিভ্রান্তি দিয়ে,° এভাবে কেড়ে নিয়েছ তার সুউচ্চ খ্যাতি আর যশ? কই, আমি তো নিশ্চিত বলতে পারি আমার বেঞ্চিপাতা জাহাজ, এখানে আসবার সেই দুদর্শা ভরা সফরের পথে, কখনো তোমার কোনো সুন্দর
২৪০ বেদী অগ্রাহ্য করেনি। তোমার সবগুলো বেদীতে আমি, মজবুত-দেওয়াল ঘেরা ট্রয় ধ্বংসের ঐকান্তিকতা থেকে, পুড়িয়েছি ষাঁড়ের চর্বি ও রান। তাই যদি হয় তবে জিউস তুমি পূর্ণ করে দাও আমার শুধু এই প্রার্থনাখানি—অন্তত আমরা যেন গোপনে ভেগে পালিয়ে বাঁচতে পারি; [দয়া করে] এভাবে তুমি গ্রিকদের কতল হতে দিয়ো না ট্রোজানদের হাতে।'

২৪৫ এ-ই বললো আগামেমনন। পিতৃদেব জিউসের দয়া হলো তার কান্না দেখে। জিউস মাথা নেড়ে সদয়ে ইঙ্গিত জানাল যে তার বাহিনীকে বাঁচানো হবে, বিলুপ্ত হবে না তারা। তৎক্ষণাৎ জিউস পাঠিয়ে দিল এক ঈগল পাখি—ডানাওয়ালা যত পাখি আছে তার মধ্যে দৈবজ্ঞানে সবচেয়ে দড়—যার বাঁকানো নখরে ধরা এক হরিণশাবক, কোনো এক দ্রুতছোটা হরিণের ছানা। এই পাখি শাবকটি ফেলল
২৫০ জিউসের মনোরম বেদীর পাশে, যেখানে গ্রিকরা সমস্ত-আগামসংকেতের-প্রভু° জিউসের প্রতি পশুবলিদান সারে। যখন তারা দেখল যে এই পাখি এসেছে স্বয়ং জিউসের থেকে, তাদের ফের মনে পড়ল যুদ্ধকৌশলের কথা, তারা ট্রোজানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নব উদ্দীপনা নিয়ে।

এবার গ্রিকদের মাঝে, সংখ্যায় তারা অগণন, দেখা গেল কেউ নেই যে বলতে পারে সে টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজের আগে নিজের দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে পরিখা
২৫৫ পার হয়েছিল, ট্রোজানদের সাথে যুদ্ধে নেমেছিল ব্যাটায়-ব্যাটায়। অন্য সকলের আগে নিঃসন্দেহে ডায়োমিডিজই প্রথম হত্যা করেছিল শিরস্ত্রাণ পরিহিত কোনো

ট্রোজান যোদ্ধাকে। এজেলেয়াস নাম ছিল তার, সে ছিল ফ্রাদ্‌মনের ছেলে। যেই না এজেলেয়াস পালানোর হেতু ঘোরাল তার ঘোড়াদুটি, যেই সে ঘুরল, অমনি ডায়োমিডিজ তার পিঠে দু-কাঁধের মাঝ বরাবর চালিয়ে দিল তার বল্লম, বুক ফুঁড়ে ওপাশে বেরিয়ে গেল সেটা। এজেলেয়াস পড়ে গেল তার রথের বাইরের দিকে, ২৬০ আর তার দেহের ওপরে ঝনঝন করে পড়ল বর্ম ইত্যাদি।

ডায়োমিডিজের পরে [পরিখা পার হয়ে] গেল অ্যাট্রিউসের পুত্রদ্বয়, আগামেমনন ও মেনেলাস। তাদের পরে দুই অ্যাজাক্স, প্রচণ্ড শৌর্যের পোশাকে সজ্জিত তারা; এবং তাদের পরে আইডোমেন্যুস ও মেরাইয়োনিজ, তার সহচর, সমকক্ষ সে মানুষ-কতলকারী যুদ্ধদেবতার। এদের পরে গেল ইউরিপিলাস, ২৬৫ ইউয়িমনের দ্যুতিময় ছেলে; আর টিয়ুসার গেল নবম° হিসেবে, পেছনে-বাঁকানো ধনুক ঠিক-ঠাক টেনে সে জায়গা নিল টেলামনপুত্র অ্যাজাক্সের ঢালের নীচভাগে। অ্যাজাক্স যেই না তার ঢাল সরাচ্ছে একপাশে, এই যোদ্ধা তখনই উঁকি মেরে দেখে নিচ্ছে কতোটা সুযোগ আছে তীর ছুড়ে ভিড়ের কাউকে ঘায়েল করার। তারপর যেইমাত্র তার তীরে জায়গায় দাঁড়িয়ে ঝরে পড়ছে কেউ, প্রাণ দিচ্ছে ২৭০ ওখানেই, টিয়ুসার তখন আবার লুকাচ্ছে নিজেকে—যেভাবে কোনো শিশু লুকায় মায়ের কোলে—আশ্রয় নিচ্ছে সে অ্যাজাক্সের কাছে গিয়ে, এবং অ্যাজাক্স তার ঝলমলে ঢাল দিয়ে ফের ঢেকে রাখছে তাকে।

ট্রোজানদের মধ্যে কারা কারা প্রথমে কতল হলো অতুল্য টিয়ুসারের হাতে? প্রথমে অরসিলোকাস এবং অরমেনাস ও ওফেলেস্‌টেস, ডেইটর ও ক্রোমিয়াস ২৭৫ এবং দেবতুল্য লাইকোফন্টেস আর এমোপাওন, সে পলিঅ্যামোনের ছেলে, আর মেলনিপ্পাস। এদের সকলকে—একজনের পরে একজন—টিয়ুসার ঝরিয়ে দিল পুষ্টিদায়ী মাটির ওপরে। এইভাবে তাকে [শত্রু নিধনে] দেখে আগামেমনন, মানুষের রাজা, অনেক খুশি হলো, মানে যেভাবে সে তার শক্তিমান ধনুকে ট্রোজানবাহিনীতে আনছিল ব্যাপক ধ্বংস ও ক্ষতি। আগামেমনন এগিয়ে এল, দাঁড়াল তার পাশে, তার উদ্দেশে বলল এই কথা : ২৮০

'টিয়ুসার, প্রিয় আমার, টেলামনপুত্র তুমি, সেনাদলের নেতা, এভাবেই তীর ছুড়ে যাও। যদি এভাবে চালিয়ে যেতে পার, তাহলে গ্রিকদের জন্য তুমি হবে মুক্তির আলো, আর তোমার পিতা টেলামনের জন্য হবে মহিমার হেতু। সে তোমাকে পেলে বড় করেছে যখন তুমি শিশু ছিলে; আর যদিও তুমি ছিলে তার অবৈধ সন্তান, টেলামন তোমাকে পেলেছে তার নিজের বাড়িতেই। তার জন্য—যদিও সে রয়েছে অনেক দূরে—তাহলে তুমি নিয়ে আসো সুনাম সম্মান। ২৮৫ তাছাড়া, আমি তোমার প্রতি এই ঘোষণা রাখলাম, জেনো এর অন্যথা হবে না

কোনোদিন : যদি ঐশীবর্ম বয়ে চলা জিউস ও অ্যাথিনা আমার প্রতি সদয় হয়ে কোনোদিন আমাকে ট্রয়ের সুনির্মিত নগরদুর্গ গুঁড়িয়ে দিতে দেয়, তাহলে আমার নিজের পরেই তোমার হাতে আমি তুলে দেব প্রথম সম্মান: হয় একটা তেপায়া,° ২৯০ না হয় রথসহ দুই ঘোড়া, কিংবা কোনো নারী, যে তোমার সঙ্গে উঠবে একই বিছানায়, একসাথে শোবে।'

তার এ কথার উত্তরে বলল অতুল্য টিয়ুসার :

'অ্যাট্রিউসের সবচে মহিমান্বিত পুত্র হে তুমি, আমি যখন নিজেই চলছি নিজেরই ইচ্ছাতে তখন আমাকে আর এভাবে তাড়াচ্ছ কেন, কী দরকার? কখনো, ২৯৫ যতক্ষণ শক্তি আছে আমার শরীরে, থামিনি আমি। সেই তখন থেকে, যখন আমরা ওদের তাড়ালাম ট্রয়ের দিকে, সেই তখন থেকেই আমি ওঁত পেতে আছি আমার ধনুক নিয়ে ওদের কতল করার কাজে। এই আমার আটখানা লম্বা-কাঁটার তীর মারা শেষ হলো, সবগুলিই বিঁধেছে দ্রুতছোটা তরুণ যোদ্ধাদের গায়ে। কেবল এক পাগলা কুকুরকেই কিনা এখনও ঘায়েল করা বাকি রয়ে গেল।'

৩০০ বলল সে, আর সোজা হেক্টরের দিকে ধনুকের ছিলা থেকে ছুড়ে দিল আরেকখানি তীর। হেক্টরকে বধ করতে তার হৃদয় আকুল। এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সেটা, বদলে তার তীর বুকে নিয়ে ঘায়েল হলো অনন্য গর্জিথিয়ন, প্রায়ামের বীরপুত্র, যার মা সুন্দরী কাস্টিয়ানাইরা, ইসাইমি° থেকে আসা প্রায়ামের বধূ, ৩০৫ গড়নে-চেহারায় দেবীদের মতো। গর্জিথিয়ন তার মাথা একপাশে নুইয়ে দিল ঠিক এক পপিগাছের মতো, যা কিনা বাগানে ফলের ভারে ও বসন্তের বর্ষার ভারে নুয়ে আসে—সেভাবেই তার মাথা তার শিরস্ত্রাণের ভারে নুয়ে গেল একদিকে।

ফের আবার টিয়ুসার সোজা হেক্টরের দিকে ধনুকের ছিলা থেকে ছুড়ল ৩১০ আরেকখানা তীর, তার হৃদয় আকুল তাকে বধের বাসনায়। কিন্তু আরও একবার সে ব্যর্থ হলো তীর হেক্টরের শরীরে লাগাতে, কারণ অ্যাপোলো তীরের [গতিপথ] ঘুরিয়ে দিল একপাশে। তবে হেক্টরের রথের সাহসী চালক, যুদ্ধে উদ্যত আর্কেপ্‌টলেমাস ঘায়েল হলো তাতে, বুকে, স্তনাগ্রের পাশে। সে রথ থেকে নীচে পড়ে গেল আর দ্রুতপায়ের ঘোড়াগুলো একপাশে সরে গেল পেছনের দিকে। ৩১৫ সেখানেই তার আত্মা ও শরীরের বল ছেড়ে গেল তাকে। হেক্টরের নিজের আত্মা তার রথচালকের প্রতি ভয়ানক বিষাদে মেঘাচ্ছন্ন হলো। তবু সে তাকে, সহযোদ্ধার জন্য মন ব্যথিত হলেও, ওখানে শুইয়ে রেখে দিল। এবার সে তার ভাই সেব্রায়োনিজকে ডাক দিল, সে ছিল কাছেই কোথাও, তাকে হেক্টর বলল ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিতে। সেব্রায়োনিজ শুনতে পেল তাকে, কাজ করল ৩২০ তার কথামতো। আর হেক্টর নিজে এক ভয়ানক চিৎকার দিয়ে তার দ্যুতিমান রথ থেকে লাফিয়ে নামল মাটিতে, হাতে একটা পাথর তুলে সোজা মারল টিয়ুসারের দিকে, তার হৃদয় আদেশ দিল তাকে আঘাত হানার।

তখন টিয়ুসার তার তূণ থেকে মাত্র টেনে নিয়েছে এক সুচালো-আগা তীর, সে সেটা বসিয়েছে ধনুকের ছিলায়। যখন সে তীর টানছে পেছনের দিকে, দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর তখনই তাকে আঘাত হানল তার ঘাড়ের পাশে　৩২৫ যেখানে এক সংযোগকারী হাড় [মানুষের] গলা ও বুককে আলাদা করেছে, মানবদেহের ভয়ংকরতম স্থান সেটা বটে। সে স্থানে অনেক ব্যগ্রতায় লক্ষ্য ঠিক করে নিয়ে হেক্টর তাকে আঘাত হানল সেই খাঁজ-খাঁজ পাথর দিয়ে। সে গুঁড়িয়ে দিল টিয়ুসারের মোটা পেশিতন্তু, কব্জির কাছে তার হাত নিঃসাড় হয়ে এল। হাঁটু ভাঁজ করে টিয়ুসার বসে পড়ল নীচে, রইল সেখানেই, ধনুক পড়ে গেল তার হাত থেকে। অ্যাজাক্সের চোখে পড়ল তার এই ভাইয়ের পড়ে যাওয়া। দৌড়ে এল　৩৩০ সে, দাঁড়াল ভাইয়ের দু পাশে দু-পা রেখে, তাকে ঢেকে দিল ঢালের আড়ালে। তখন দুই বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা তার দেহের ওপরে নুয়ে এসে—এরা মিসিস্‌টিয়ুস, একিয়াসের ছেলে, ও দেবতুল্য অ্যালাস্টর—টিয়ুসারকে বয়ে নিয়ে গেল সুগোল জাহাজের দিকে, সেসময় গোঙাচ্ছিল সে খুবই।

এবার আরো একবার অলিম্পিয়ান [জিউস] ট্রোজানদের বুকে জাগাল বল,　৩৩৫ তারা গ্রিকদের তাড়িয়ে সোজা নিয়ে গেল গভীর পরিখার কাছে। হেক্টর, নিজের শক্তিতে মহোল্লসিত, চলল সকলের অগ্রভাগে। যেভাবে কোনো শিকারি ডালকুত্তা অতি দ্রুত ধেয়ে যায় কোনো বুনো শুকর বা সিংহের দিকে, পেছন থেকে খাবলে ধরে হয় তার নিতম্ব কিংবা পার্শ্বদেশ, আবার খেয়ালও রাখে পশুটা তার ওপর ঘুরে আসে কি না—সেভাবে হেক্টর চেপে ধরল দীর্ঘকেশ　৩৪০ গ্রীকবাহিনীকে। একদম পেছনে পড়ে যাচ্ছে যে সৈন্য, সে-ই মারা পড়ছিল হেক্টরের হাতে; ওরা পালাচ্ছিল ভয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে। এভাবে তারা সুচালো আগাওয়ালা অসংখ্য লাঠি এড়িয়ে পরিখা পার হলো, ইতিমধ্যে তাদের অনেকেই মারা গেছে ট্রোজানদের হাতে। তারা শেষে থামল তাদের জাহাজের পাশে এসে, সেখানেই অবস্থান নিল, একে অন্যকে ডাকাডাকি করল খানিক আর　৩৪৫ সবাই, প্রত্যেকে, যার যার হাত তুলে সকল দেবতার উদ্দেশে জানাল আকুল প্রার্থনা। কিন্তু হেক্টর তার মোহিনী-কেশর ঘোড়াদের নিয়ে একবার ঘুরছে এদিক, একবার ওদিকে। তার চোখ দেখতে লাগছিল গরগনের চোখ° যেন, কিংবা আইরিজের—নশ্বর মানুষের মৃত্যুদূত আইরিজ।

তাদের এই দশা দেখে শুভ্র-বাহুর দেবী হেরা দয়াপরবশ হলো। তৎক্ষণাৎ　৩৫০ সে অ্যাথিনার উদ্দেশে বলল এই ডানাওয়ালা কথা :

'ধিক্! ধিক! ঐশীবর্মপরা জিউসের মেয়ে তুমি! আমাদের দুজনের কি এই মৃত্যুর মাঝে বিনাশ হতে থাকা গ্রিকদের নিয়ে আর ভাবনাচিন্তার কিছু নেই,

অন্তত শেষবারের মতো? ওরা কি তাহলে এক অশুভ নিয়তিরই আজ্ঞা পূরণ
৩৫৫ করে যাবে আর বিলুপ্ত হবে স্রেফ এক একক মানুষের ক্রোধের ঘূর্ণিতে, মানে প্রায়ামপুত্র হেক্টরের? দ্যাখো সে কীভাবে গজরাচ্ছে এতবড় সেনাদলকে তুড়ি মেরে, দ্যাখো কতো ধ্বংস সে ডেকে এনেছে এরই মাঝে।'

তখন হেরাকে বলল দেবী, দীপ্ত-নয়না অ্যাথিনা, এই কথা :

'হ্যাঁ, সত্যি, আমি অবশ্যই চাই এই ব্যাটা শক্তি ও জীবন হারাক, তার নিজ দেশের মাটিতেই কতল হোক সে গ্রিকদের হাতে। কিন্তু আমার পিতা [জিউস]
৩৬০ মনে সব অশুভ পরিকল্পনা এঁটে ক্রোধে টগবগ। কী যে নিষ্ঠুর সে, চিরকালই বদ, আমার পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে দড়। দ্যাখো সে একটুও মনেই রাখেনি কীভাবে আমি কতোবার তার পুত্র হেরাক্লিসকে বাঁচিয়েছি যখন য়ুরিস্থিউসের দেওয়া [শ্রমসাধ্য] কাজগুলো সামলাতে হেরাক্লিসের প্রাণবায়ু প্রায় নির্গত হয়েছিল। সে [হেরাক্লিস] স্বর্গের পানে চেয়ে যখনই বিলাপ জানাত, তখনই জিউস স্বর্গ থেকে
৩৬৫ আমাকে পাঠাত তাকে সাহায্য করবার কাজে। ইস্ আমি যদি আমার বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারতাম যে একদিন এইসব হবে, মানে যখন য়ুরিস্থিউস হেরাক্লিসকে পাঠাল মৃত্যুপুরীতে, নরকের দারোয়ান হেডিসের কাছে, এরেবাসের গহ্বর থেকে জঘন্য মৃত্যুদেব [হেডিসের] ডালকুত্তা ধরে আনার কাজে—তাহলে তখন [এমন ব্যবস্থা করতাম যে] হেরাক্লিসের আর স্টিক্স নদীর ওই উঁচু থেকে পড়া স্রোত থেকে পালিয়ে বাঁচা লাগত না বটে।

৩৭০ 'আর সেই জিউসই কিনা এখন আমাকে ঘৃণা করে, সে এখন থেটিসের দেওয়া বুদ্ধি রূপ দিচ্ছে বাস্তবে। কেন? থেটিস তাকে চুমু খেয়েছে হাঁটুতে, হাত দিয়ে তার চিবুক ধরেছে, আর অনুনয় করেছে যেন জিউস শহর-নগর লুটকারী অ্যাকিলিসকে মর্যাদা দেয়। তবে নিশ্চিত সেদিন আবার আসবে যেদিন জিউস ফের আমাকে ডাকবে তার প্রিয়তম দীপ্ত-নয়না নামে। যাক, এখন তুমি তৈরি হও
৩৭৫ আমাদের দুজনের জন্য একখুরের ঘোড়াদের নিয়ে। সেই ফাঁকে আমি ঐশীবর্মপরা জিউসের প্রাসাদ হয়ে আসি, যুদ্ধের জন্য শরীর বর্মে ঢেকে। আমি দেখতে চাই প্রায়ামপুত্র, দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর, আমাদের দুজনকে যুদ্ধের মাঠে দেখে কি খুশি হয়, নাকি তার ট্রোজানরা গ্রিক জাহাজের পাশে ঝরে পড়ে
৩৮০ কুকুর ও শিকারি পাখিদের উদর ভরায় নিজেদের গায়ের মাংস ও চর্বি দিয়ে।'

এ-ই বলল সে, শুভ্র-বাহুর দেবী হেরা কাজ করল সেইমতো। এই রানিতুল্য দেবী, মহান ক্রোনাসের মেয়ে, ছুটল এদিকে-ওদিকে, মাথায় সোনালি সাজ পরা ঘোড়াদের গাড়িতে জুতবার কাজে। অন্যদিকে অ্যাথিনা, ঐশীবর্মপরা জিউসের
৩৮৫ মেয়ে, তার নরম গাউন গা থেকে খুলে ফেলল পিতার [প্রাসাদের] মেঝের ওপরে, ওগুলো জাঁকাল নকশা তোলা, তার নিজের বানানো, নিজের হাতে কাজ করা। বদলে পরল সে মেঘ-জড়োকারী জিউসের যুদ্ধের আঁটসাঁট জামা, আর ঐ

অশ্রুসিক্ত যুদ্ধে যোগ দেবে বলে নিজেকে বর্মে সাজাল। এরপর সে চড়ে বসল অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত রথে, হাতে ধরল তার ওজনদার, বিশাল ও মজবুত বল্লম, যা দিয়ে সে ছিঁড়েফেড়ে ফেলে মানুষের, যোদ্ধাদের সারি, মানে যাদের ওপরে তার রাগ ৩৯০ আছে—সে যে মহাশক্তিধর এক জনকের মেয়ে। এবার হেরা দ্রুত চাবুক দিয়ে ছুঁলো ঘোড়াদের আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বর্গের দরোজা গুঙিয়ে উঠল কবজার ওপরে। সময়° পাহারা দেয় ঐ দরজাকে, সময়ের হাতেই সঁপে দেওয়া আছে বিশাল আকাশ ও অলিম্পাস, তারই কাজ ঘন মেঘদল সরিয়ে খুলে দেওয়া কিংবা ৩৯৫ আবার লাগানো। ওই দরোজাপথ দিয়ে অ্যাথিনা ও হেরা সুচালো চাবুকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল তাদের ঘোড়াগুলি।

কিন্তু পিতা জিউস যখন তাদের দেখে ফেলল আইডা [পর্বত] থেকে, সে ফুঁসে উঠল ক্রোধে। তৎক্ষণাৎ সে সোনালি-ডানার আইরিসকে° ওদের কাছে পাঠাল একটা বার্তা বয়ে নেওয়ার কাজে :

'ওঠো, যাও, দ্রুত-পা আইরিস! ওদের ফেরাও, দেখো ওরা কোনোভাবে আমার সামনে না আসে যেন। আমার সাথে যুদ্ধে নামা ওদের জন্য ভালো হবে না ৪০০ একদমই। তবে আমার যা বলার তা বলে দিচ্ছি বটে, আর নিশ্চিত আমার এ-কথার অন্যথা হবে না কোনো: ওদের রথের দ্রুতচারী ঘোড়াদের আমি খোঁড়া করে দেব, আর ওদের ছুড়ে ফেলব রথ থেকে, টুকরো করে ফেলব ঐ রথ। দশটা বৃত্তাকার বছরেও ওরা সারাতে পারবে না আমার বর্মের আঘাতে সৃষ্টি হওয়া ক্ষত। দীপ্ত-নয়না ৪০৫ [আমার মেয়েটি] তখন টের পাবে নিজের পিতার বিরুদ্ধে লড়ার ফল কাকে বলে! তবে হেরার প্রতি আমার না আছে বিরাট বিদ্বেষ, না আছে ক্রোধ, কারণ আমি যা-ই নিয়ম জারি করি তা ভেস্তে দিতে চেষ্টা করা জানি তার স্বভাবের দোষ!'

এ-ই বলল জিউস আর ঝোড়ো-পায়ের আইরিস ছুটে গেল তার বার্তা নিয়ে. বেরিয়ে গেল সে আইডা পর্বতমালা থেকে উঁচু অলিম্পাস অভিমুখে। ৪১০ উঁচু-নিচুঁ শত ভাঁজ অলিম্পাসের একদম প্রথম জোড়া-দরজার এক পাটে তার দেখা হলো ঐ দুজনের সাথে, থামাল সে ওদের আর ওদের উদ্দেশে বলল জিউসের বার্তাখানি :

'তোমরা দুজনে যাচ্ছ কোথায়? তোমাদের বুকের ভেতরে রাখা হৃদয় পাগল হলো কেন এবং কিসে? ক্রোনাসের পুত্র [জিউস] চাচ্ছে না তোমরা গ্রিকদের কোনো সহায়তা দাও। এই কথা বলে সে হুমকি দিয়েছে তোমাদের, আর তার ৪১৫ কথার নড়চড় হবে না যেন : তোমাদের রথের দ্রুতছোটা ঘোড়াদের সে খোঁড়া করে দেবে, আর তোমাদের দুজনকে ছুড়ে মারবে রথ থেকে, টুকরো টুকরো করবে ঐ রথ। তার বজ্র তোমাদের [শরীরের] যেখানে আঘাত হানবে সেটার ক্ষত দশটা চক্রাকার বছরেও সারাতে সক্ষম হবে না তোমরা দুজনে জেনো। এইভাবে দীপ্ত-নয়না [অ্যাথিনা] তুমি টের পাবে নিজের পিতার বিরুদ্ধে লড়ার ফল কাকে ৪২০

বলে। অন্যদিকে হেরার প্রতি জিউসের না আছে বিশাল কোনো ক্ষোভ, না আছে ক্রোধ, কারণ সে যে নিয়মই জারি করে তা ভেস্তে দিতে চাওয়া তো হেরার মজ্জাগত চিরকাল। তবে তোমাকে সবচেয়ে বেপরোয়া বলতেই হবে, উদ্ধত আর লজ্জাহীন তুমি, মানে যদি তুমি সত্যিই সাহস দেখাও তোমার ঐ বিরাট বল্লম জিউসের বিরুদ্ধে তোলার।'

৪২৫ এ কথাগুলো বলে দ্রুত-পা আইরিস চলে গেল। এবার হেরা কথা বলল অ্যাথিনার সাথে :

'ওহ কী লজ্জা! ঐশীবর্মপরা পরিহিত জিউসের কন্যা তুমি—কী লজ্জার কথা! নিশ্চিত আমি আর চাচ্ছি না আমরা দুজন জিউসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাই নশ্বর মানুষদের হেতু। মরুক গে ওদের যে মরার আর বাঁচুক যে বাঁচার, যার ভাগ্যে যা ৪৩০ আছে তাই হবে। আর জিউস, তার নিজের মনে যে বুদ্ধি আসে সে হিসেবেই বরং সিদ্ধান্ত নিক, ঠিক করুক ট্রোজান ও গ্রিকদের বিষয়ে [যা করার সেটা]।'

এই কথা বলে সে উল্টোদিকে ঘোরাল তার একখুরের ঘোড়াদের। তখন সময় ঐ মোহিনীকেশরের ঘোড়াদের জোয়াল খুলে নিল, অমৃতভরা জাবনাপাত্রের ৪৩৫ সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধল তাদের, এবং উজ্জ্বলরঙ প্রবেশ-দেওয়ালের গায়ে ঠেকা দিয়ে রাখল রথখানি। দুই দেবী বসল গিয়ে সোনার সিংহাসনে, অন্য দেবদেবীর মাঝে, দুজনের মন ব্যথিত-বিপর্যস্ত বড়।

ইতিমধ্যে জিউস পিতৃদেব তার মজবুত চাকার রথ ও ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেছে আইডা [পর্বতমালা] থেকে অলিম্পাসের দিকে। সে এসে পৌঁছাল ৪৪০ দেবদেবীর মজলিসে। বিখ্যাত ভূ-কম্প সৃষ্টিকারী [পসাইডন] নিজে জিউসের ঘোড়াদের জোয়াল খুলে নিল, সেইসাথে রথটি রাখল রথের জায়গাতে, ওটার 'পরে সে একখণ্ড কাপড় বিছিয়ে দিল। আর জিউস, যার বজ্রকণ্ঠ জন্ম নেয় বহুদূরে, নিজে বসল তার সোনায় বানানো সিংহাসনে, বিশাল অলিম্পাস কেঁপে উঠল তার পায়ের তলায়। শুধু অ্যাথিনা ও হেরা বসে আছে আলাদা হয়ে ৪৪৫ জিউসের থেকে, তার উদ্দেশে তারা বলল না কিছু, প্রশ্নও করল না কোনো। কিন্তু জিউস তো জানতই কী ঘটেছে। এবার মুখ খুলল সে এই কথা বলে :

'তোমরা দুজনে এমন ব্যথিত কেন অ্যাথিনা ও হেরা? নিশ্চিত তোমরা দুজন যুদ্ধের মাঠে—যেখানে মানুষ খ্যাতি অর্জন করে—ট্রোজানদের মেরে মেরে শেষ করে ক্লান্ত হও নাই; ওহ্ দেখছি তো ওদের প্রতি কী বিশাল তোমাদের ঘৃণা! অন্যদিকে আমার কথা বললে বলতে হয়, কিছুই পরোয়া করি না আমি, জানি ৪৫০ তো কী শক্তি রাখি আমি, আর কতোখানি অদম্য আমার দুই হাত। এই অলিম্পাসের সব দেবদেবী মিলেও আমাকে পারবে না [আমার] পথ থেকে সরাতে

কোনোমতে। কিন্তু তোমরা দুজনে, তোমাদের দ্যুতিমান হাত ও পায়ে তো কাঁপন উঠে গেল যুদ্ধ কী তা দেখারও আগে, যুদ্ধের নির্মম ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করবারও আগে ! আমি যা বলার সাফ-সাফই বলছি, আর আমার কথা বস্তুত যা বলি তা-ই ঘটে থাকে জেনো। [আজ] যেই না আমার বজ্র আঘাত হানত তোমাদের 'পরে, ৪৫৫ তখন আর তোমাদের রথে চড়ে কোনোদিন ফেরা হতো না এই অলিম্পাসে, যেখানে অমর দেবদেবীরা থাকে।'

এই ছিল জিউসের কথা, তা শুনে গজগজ করে কিছু বলল অ্যাথিনা ও হেরা [নিজেদের মাঝে]। এরা বসেছে তার কাছাকাছি আর বদ বুদ্ধি এঁটে চলেছে ট্রোজানদের নিয়ে। অ্যাথিনা আসলেই নীরব রয়ে গেল, বলল না কিছু, ক্ষুব্ধ সে পিতা জিউসের 'পরে, তীব্র ক্রোধ ঘিরে ধরেছে তার মনে। কিন্তু ৪৬০ হেরার বুক ব্যর্থ হলো ক্রোধ পুষে রাখার কাজে, সে বলল তার [জিউসের] উদ্দেশে এই কথা :

'ক্রোনাসের সবচে ভয়ংকর ছেলে, এ কী কথা বললে তুমি? আমরা তো নিজেরাই ভালো করে জানি তুমি শক্তিতে একটুও দুর্বল নও। তবে আমাদের মায়া হচ্ছে গ্রিক বল্লমবাজদের নিয়ে, যারা এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, পূর্ণতা ঘটাবে ৪৬৫ এক অশুভ নিয়তিরই। তারপরও, নিশ্চিত আমরা নিজেদের দূরে রাখব যুদ্ধের থেকে, যেমনটা চাচ্ছ তুমি। তবে কথা হলো গ্রিকদের আমরা সামান্য বুদ্ধি ও মন্ত্রণা দেব শুধু, যাতে করে তাদের কিছুটা লাভ হয়, যাতে করে তারা সদলবলে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায় স্রেফ তোমার ক্রোধের হেতু।'

এবার তার কথার উত্তরে তাকে বলল জিউস, মেঘ-সঞ্চারক :

'কাল ভোরবেলা তুমি ষাঁড়-নয়না রানি হেরা দেখবে, যদি তোমার দেখার ৪৭০ আগ্রহ থাকে, যে ক্রোনাসের সবচেয়ে শক্তিশালী ছেলে [এই আমি জিউস] গ্রিক বল্লমবাজদের বিশাল বাহিনীতে কীভাবে এর চেয়েও বেশি শোচনীয় ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আসি। কারণ পরাক্রমশালী হেক্টর ততদিন যুদ্ধ থেকে বিরত হবে না যতদিন পেলিউসের দ্রুত-পায়ের ছেলে [অ্যাকিলিস] না জেগে উঠছে ফের তার জাহাজের পাশে—সেদিন, যেদিন জাহাজবহরের পশ্চাদভাগে গ্রিকরা ভয়ানক ৪৭৫ বিপর্যস্ত হয়ে লড়বে মৃত প্যাট্রোক্লাসের[৫] দেহ ঘিরে ।

'দৈববাণীতে এভাবেই ভাগ্য স্থির করে দেওয়া আছে। আর তোমার ব্যাপারে বলি, তোমার ক্রোধে আমার কিছুই যায় আসে না, এমনকি যদি তুমি পৃথিবী ও সমুদ্রের সর্ব নীচের বিন্দুতেও চলে যাও, যেখানে বাস করে আইয়াপেটাস ও ক্রোনাস,[৬] তারা সূর্যদেব হাইপেরিয়নের রশ্মির আনন্দ ও মৃদুবায়ুর সুখবঞ্চিত ৪৮০ হতভাগা, তাদের চারধারে শুধু অন্ধকার ও গভীর টারটারাস। যদি চাও তোমার ঘোরাঘুরির মাঝে একদম ঐ অবধি চলে যাও না তুমি, তবু তোমার রাগে বিচলিত হচ্ছি না আমি। কারণ তোমার চেয়ে নিলর্জ্জ কুত্তী আর নেই।'

এ-ই বলল জিউস। শুভ্র-বাহুর দেবী হেরা উত্তরে কথা বলল না একটাও।
৪৮৫ তারপর সূর্যের উজ্জ্বল বাতি ডুবে গেল ওশেনাসের মাঝে, শস্যদানকারী চষা জমিনের ওপরে সে টেনে এঁকে দিয়ে গেল কালো রাত। [আজ] দিনের আলোর এই গত হওয়া ট্রোজানরা চায়নি মোটেই, কিন্তু ওদিকে গ্রিকদের জন্য রাতের আঁধার এল তাদের তিন-দফা-প্রার্থনার স্বাগতম জবাবরূপে।

তখন দ্যুতিমান হেক্টর ট্রোজানদের জড়ো করল একসাথে। সে সকলকে
৪৯০ নিয়ে গেল জাহাজের ওখান থেকে দূরে ঘূর্ণায়মান নদীর পাশে এক খোলা জায়গায়, যেখানে মাটিতে মৃতদেহ পড়ে নেই কোনো। তারা তাদের রথ থেকে নেমে দাঁড়াল মাটিতে পা রেখে, তারা শুনবে জিউসের প্রিয় হেক্টর তাদের কী কথা বলে। হেক্টরের হাতে এক বল্লম, দৈর্ঘে তা এগারো কিউবিট,° তার সামনে জ্বলজ্বল করছে বল্লমের চোখা ব্রোঞ্জে-মোড়া মাথা, সেটার চারদিক ঘেরা আছে
৪৯৫ এক সোনার বলয় দিয়ে। ওই বল্লমে হেলান দিয়ে হেক্টর ট্রোজানদের উদ্দেশে বলল তার কথা :

'আমার কথা শোনো তোমরা ট্রোজান, দারদানিয়ান ও অন্য মিত্রেরা। আমার আশা ছিল জাহাজবহর আর যত গ্রিক আছে সব ধ্বংস করে দিয়ে তবেই [আজ] ফিরব ফের হাওয়া-কুলকুল ইলিয়ামে। কিন্তু আঁধার নেমে এল বড়
৫০০ তাড়াতাড়ি। অন্য কোনো কিছু থেকে বরং ওটার কারণেই এই দফা রক্ষা পেল গ্রিকবাহিনী এবং সাগর সৈকতে টেনে রাখা তাদের জাহাজ। অতএব এখনকার মতো আসো কালো রাতের মর্জিমতো চলি, আমাদের রাতের খাওয়া তৈরিতে নামি। তোমরা রথ থেকে তোমাদের মোহিনী-কেশর ঘোড়াগুলো আলগা করে নাও, ওদের সামনে ছুড়ে দাও খড়-বিচালি ইত্যাদি। তারপর চটজলদি শহরের
৫০৫ থেকে নিয়ে আসো ষাঁড় ও মোটাতাজা ভেড়া আর হাতে তুলে নাও বাড়ি থেকে আনা মধু-মাখা মদ এবং রুটি। এছাড়া আনো পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঠ যেন সারা রাত ধরে, খুব ভোর পর্যন্ত, আমরা জ্বালাতে পারি অনেক আগুন, যেন ওই আলো পৌঁছে যায় স্বর্গ অবধি। নতুবা দীর্ঘকেশ গ্রিকের দল রাতের সুযোগ
৫১০ নিয়ে ঝটতিপড়তি পালিয়ে যাবে সাগরের প্রশস্ত পিঠ ধরে। নাহ্, ওদেরকে জাহাজে উঠতে দেওয়া চলবে না কোনো লড়াই ব্যতিরেকে, ওরকম আয়েশের সাথে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে প্রতিটি গ্রিক এমনকি বাড়ি ফিরেও ভাববে তার প্রতি আমাদের ছোড়া অস্ত্রখানি নিয়ে, জাহাজে লাফিয়ে ওঠার কালে কীভাবে সে কোনো তীর বা চোখা-মাথা বল্লমে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল সেই কথা—
৫১৫ যাতে করে অন্যেরা ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজানদের বিরুদ্ধে কোনোদিন অশ্রুমাখা যুদ্ধে আসার আগে ভয়ে কেঁপে ওঠে। সেই সাথে রাজদূতেরা, জিউসের প্রিয়

তারা, সারা শহর জুড়ে ঘোষণা জানাবে যে তরুণ বালকের দল ও কপালের পাশে শুভ্রকেশ বৃদ্ধেরা আজ রাতে তাঁবু খাটাবে দেবতারা আমাদের জন্য পুরো শহর ঘিরে যে প্রাকার বানিয়েছে° তার 'পরে। অন্যদিকে আমাদের রমণীদের দল ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে রাখবে আগুন বড়সড়। সেইসাথে একনিষ্ঠ পাহারারও তোমরা ৫২০ ব্যবস্থা কোরো, যাতে করে সেনাবাহিনী দূরে আছে বলে অতর্কিতে কোনো সেনাদল শহরে না ঢুকে যেতে পারে। মহান-হৃদয়ের ট্রোজানগণ, এই তবে থাকলো আমার নির্দেশ, মেনে চলো এটা।

'তাহলে, আপাতত এখনকার মতো এই থাকল আমার দরকারি, সতর্ক আদেশ। এতেই চলবে। আরও যা বলার আছে তা আমি বলব কাল ভোরে, ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজানদের উদ্দেশে। আমি অনেক আশা নিয়ে প্রার্থনা রাখছি ৫২৫ জিউস ও অন্য দেবতাদের কাছে যেন তারা এখান থেকে তাড়ায় মরণ-দেবী প্ররোচিত ওই কুকুরগুলোকে, মরণের দেবী ওদের এখানে এনেছে কালো জাহাজে ভরে ভরে। যাক, এখন রাতের মতো যার যার খেয়াল নিজেকেই রাখতে হবে আমাদের। আর দিনের শুরুতে, ভোর যখন হবে, তখন বর্ম সজ্জিত হয়ে আমরা ৫৩০ ওদের সুগোল জাহাজবহরের পাশে তীব্র যুদ্ধের ডাক দেব। তখন আমি জানব টাইডিয়ুসের ছেলে শক্তিমান ডায়োমিডিজ আমাকে জাহাজের কাছ থেকে ফের [ট্রয়ের] দেওয়ালের কাছে তাড়িয়ে দেয়, নাকি আমি তাকে আমার ব্রোঞ্জে কতল করে তার রক্তমাখা বর্ম-অস্ত্র নিয়ে হাঁটা দিতে পারি। আগামিকালই সে জানবে সে কতো বড় বীর, আমার বল্লমের ধেয়ে আসা এড়ানোর যোগ্যতা সে কতোখানি ৫৩৫ রাখে। না, আমার ধারণা, কাল সূর্য ওঠার কালে বল্লমের এক আঘাতে হত হয়ে সে পড়ে থাকবে সবার অগ্রভাগে, আর তার অনেক সহযোদ্ধাও একইভাবে পড়ে থাকবে তার চারপাশ ঘিরে। হায়, শুধু যদি আমি নিশ্চিত জানতাম যে আমিও অ্যাথিনা ও অ্যাপোলোর মতো চিরকাল চিরযুগ অমর থেকে যাব° আর তাদের ৫৪০ মতোই সম্মানে সম্মানিত হব—মানে, যতখানি নিশ্চিত করে জানি কাল দিনটা গ্রিকদের জন্য কী ভীষণ সর্বনাশা হবে!'

জমায়েতের প্রতি এই ছিল হেক্টরের ভাষণ, তা শুনে ট্রোজানরা সম্মতির জোর চিৎকার দিল। তারা তাদের ঘর্মাক্ত ঘোড়াদের ছাড়াল জোয়ালের নীচ থেকে, চামড়ার দড়িতে বাঁধলো ওদের; প্রত্যেকে, যার যার রথের পাশটাতে। আর শহর থেকে তারা চটজলদি নিয়ে এল ষাঁড় ও মোটাতাজা ভেড়া, সাথে ৫৪৫ রাখল বাড়ি থেকে আনা মধু-ভরা মদ আর রুটি। শুধু তা-ই নয়, তারা জড়ো করল পর্যাপ্ত কাঠ। [আর অমর দেবদেবীর প্রতি তারা রাখল নিখুঁত পশুবলি, যেন তাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয়ে যায়]° । তখন হাওয়া সমতল থেকে খাদ্যের সুবাস পৌঁছে দিল স্বর্গ অবধি, এক মিষ্টি সুবাস। [কিন্তু সেই ভোজনে যোগ দিল না পবিত্র ৫৫০ দেবদেবীর কেউ। সেসবের প্রতি তাদের কারো আগ্রহ নেই কোনো, কারণ পবিত্র

ইলিয়াম তাদের কাছে গভীর ঘৃণারই কিছু বটে, সেইসাথে প্রায়াম ও অ্যাশকাঠের মজবুত বর্শাধারী প্রায়ামের লোকেরাও।[°]

এভাবেই তারা রাতভর বসে রইল যুদ্ধের পরিখা-রেখা ধরে, মন তাদের বিশাল সব ভাবনায় আলোড়িত, আর তাদের জ্বালানো অগ্নিকুণ্ড জ্বলতে থাকল
৫৫৫ অনেক সংখ্যায়। যেভাবে আসমানে নক্ষত্ররাজি উর্ধ্বাকাশে বায়ু স্থির থাকার কালে সুস্পষ্ট জ্বলে দ্যুতিময় চাঁদের চারপাশে, তৎক্ষণাৎ চোখের সীমানায় যেভাবে জেগে ওঠে সমস্ত পর্বতের চূড়া, উঁচু সব অন্তরীপ ও বনের ফাঁকাটুকু, এবং তখন যেভাবে আরও ঝকঝকে, পরিশুদ্ধ বায়ু বানের মতো নেমে আসে স্বর্গের থেকে, দৃশ্যমান হয়ে ওঠে আকাশের সব তারা, এবং তাই দেখে রাখালের মনে ফুর্তি
৫৬০ জাগে—সেভাবেই জাহাজবহর ও জানথাসের নদীস্রোতের মাঝখানে অগণন জ্বলছিল ইলিয়ামের সামনের দিকে ট্রোজানদের জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডগুলি। সমতলে এইভাবে এক হাজার অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল দাউ দাউ করে। তার প্রতিটি ঘিরে, প্রজ্জ্বলিত সেই আগুনের আভায়, তারা বসল পঞ্চাশজন করে। তখন তাদের সব ঘোড়া সাদা বার্লি ও রাইশস্য চিবুতে চিবুতে দাঁড়িয়ে থাকল রথগুলির পাশে,
৫৬৫ অপরূপ-সিংহাসনে বসা প্রভাত কখন আসে সেই প্রতীক্ষাতে।[°]

টীকা

৮:১৩-১৬ ঘোর আঁধারের টারটারাসে...পৃথিবীর উপরের দিকে: পৃথিবীর নীচে আছে মৃত্যুপুরী হেডিস, এবং তারও নীচে টারটারাস। হেসিয়ডের *থিওগনি* মোতাবেক টারটারাসে বন্দী আছে জিউসের শত্রুরা, যেমন ক্রোনাস (জিউসেরই পিতা) ও টাইটান। ১৫ ও ১৬ নং পঙ্‌ক্তিতে কবি বলতে চাইছেন যে টারটারাস পৃথিবীর ততটাই নীচে, যতোটা উপরে পৃথিবী থেকে 'উঁচু আসমান' (স্বর্গ)। এখানে অলিম্পাসের উপরের আকাশের কথা বলা হচ্ছে।

৮:১৯ সোনার শেকল নামিয়ে দাও: একটু ধাঁধার মতো এই অনুষঙ্গটি। এখানে মনে হচ্ছে অলিম্পাস যেন আছে উঁচু আকাশের কোথাও ঝুলন্ত অবস্থায়। কিন্তু *ইলিয়াড*-এর অন্যত্র অলিম্পাস এক উঁচু পর্বত ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

৮:৪৮ গারগারাস শৃঙ্গের: মাউন্ট আইডার মাঝখানের ও সবচেয়ে উঁচু শিখর।

৮:৬৯ তার সোনার পাল্লাটিকে: জিউসের এই পাল্লার কথা রূপক অর্থে বলা হয়েছে ১৬:৬৫৮ এবং ১৯:২২৩ অংশে, আর এটাই বাস্তবিক অর্থে বলা হলো এ অংশে এবং ২২:২০৯-১২ পঙ্‌ক্তিতে। এখানে পাল্লায় মাপা হলো অ্যাকিলিস ও হেক্টরের নিয়তি। ১৬তম ও ১৯তম পর্বে এই পাল্লা দিয়ে ফের ব্যক্তি মানুষের নিয়তি নয় বরং দুই বাহিনীর নিয়তি ওজন করা হবে। মানুষের ভাগ্য বা নিয়তির মাপ ঠিক করার সিদ্ধান্তটি জিউসের নয়। এখানে 'সুনির্দিষ্ট মানব নিয়তি'কে জিউস স্রেফ এক রূপকের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছে মাত্র।

৮:৮০ নেস্টরই শুধু: নেস্টর হোমারের প্রিয় চরিত্রগুলোর একটি। এখানে বর্ণনার মধ্যে হালকা এক হাস্যরস আছে। গ্রিকদের সেরা বীরেরা সব পালিয়েছে, কিন্তু শুধু নেস্টর রয়ে গেছে মাঠে—সে যে থাকতে চেয়েছে তা নয়, তার ঘোড়া ভয়ানক আহত হয়েছে তাই সে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে!

৮:৮৬ ঘোড়া ও রথ মিলে: প্যারিস যে ঘোড়াটিকে তীরে বিদ্ধ করল সেটি রথের-জোয়ালে বাঁধা দুই ঘোড়ার একটিও নয়, বরং তৃতীয় এক ঘোড়া যা দড়িতে বাঁধা অবস্থায় ছুটছে রথের পাশে পাশে (ইংরেজিতে এই ঘোড়াকে বলে trace-horse)। *ইলিয়াড*-এ ট্রেইস হর্সের দেখা পাওয়া যায় শুধু এখানে এবং ১৬তম পর্বের দু-জায়গায় (১৫২-১৫৪ ও ৪৬৭-৪৭৫)। এরকম তৃতীয় কোনো ঘোড়া কীভাবে রথের সঙ্গে সোজা দৌড়াতে পারে কিংবা যুদ্ধে এদের কাজ কী, তা পরিষ্কার নয়।

৮:১০৬ ট্রয়ের ঘোড়া: পঞ্চম পর্বে ঈনিয়াসের কাছ থেকে ডায়োমিডিজ যে ঘোড়াগুলো নিয়েছিল, তাদের কথা বলা হচ্ছে। পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো জাতের ঘোড়া ছিল ট্রয়ের ঘোড়া (৫:২৬৫-২৭২)।

৮:১১৩-১১৪ সাহসী স্থেনেলাস ও বীরতুল্য ইয়ুরিমেডোন: স্থেনেলাস নিজেই একজন বীর। সে তার বন্ধু ডায়োমিডিজের রথচালক। অন্যদিকে ইয়ুরিমেডোন নেস্টরের রথচালক, তাৎপর্যে স্থেনেলাসের নীচের। ইয়ুরিমেডোনকে আমরা আবার দেখব ১১:৬১৯ পঙ্‌ক্তিতে।

৮:১৬৯-১৭০ তিনবার তার...তিনবারই: এ-ধরনের পরিস্থিতিতে *ইলিয়াড*-এ 'তিন'ই টিপিক্যাল সংখ্যা। কোনো মানুষ যখন নিয়তি বা দেবদেবীদের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে কোনো চেষ্টা করে, সে সেটা তিনবার করে (দেখুন ১৬:৭০২-৭০৯)।

৮:১৮৫ **জানথুস...দেবতুল্য ল্যাম্পোস:** হোমারে চার-ঘোড়ার রথ নেই বলেই এখানে যে হেক্টর চারটি ঘোড়াকে ডাকছে তাতে হোমারবিদেরা অনেক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন (স্রেফ ১১:৬৯৮ পঙ্ক্তিতে রথচালনা প্রতিযোগিতাতে এরকম চারঘোড়ার আরেকটি উল্লেখ আছে।) তবে অন্যতম প্রধান হোমারবিদ অ্যারিস্টারকাসের মতে, এখানে দুটি ঘোড়ার কথাই বলা হয়েছে। পঙ্ক্তি ১৮৬ ও ১৯১-এ ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি দ্বৈত (dual) প্রকৃতির। তাই গবেষকদের ধারণা, চার ঘোড়ার ব্যাপারটি পরবর্তীকালের অন্য কারও সংযোজন। লক্ষণীয় যে, এই নামগুলি গ্রিসে ঘোড়ার ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যবহৃত নাম বটে।

৮:১৮৯ **মিশিয়ে দিত মদ:** ঘোড়াকে মদ খাওয়ানোর এই কথাটি নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এগুলো কোনো বড় বীরের ঘোড়া, সাধারণ ঘোড়া নয়। গবেষকেরা এমন প্রমাণও হাজির করেছেন যে বিশেষ যত্ন দরকার এমন ঘোড়াকে আসলেই মদ পান করানো হতো।

৮:২০৩ **হেলিসি ও ঈজি-তে:** উত্তর পেলোপনেসির হেলিসিতে দেবতা পসাইডনের বিরাট ভক্তকুল ছিল। এটাই ছিল আগামেমননের রাজত্ব, যার কথা বলা হয়েছে ২:৫৭৫ পঙ্ক্তিতে। আর ঈজি ঈজিয়ান সাগরের নীচের কোনো স্থানের নাম বলে অনুমিত। নিখুঁতভাবে এর অবস্থান চিহ্নিত করা যায়নি। হতে পারে পৌরাণিক কোনো স্থানের বেশি কিছু নয় এই ঈজি।

৮:২২৪ **শব্দ দু দিকেই পৌঁছাতে পারে:** একই কথা বলা হয়েছে ১১:৫-৯ অংশেও। অ্যাজাক্স ও অ্যাকিলিস গ্রিকদের মধ্যে সবচেয়ে বীর দুই যোদ্ধা বলে তারা গ্রিক জাহাজবহরের দুই দূর প্রান্তে তাদের শিবির গাড়তে ভয় পায়নি। আর অডিসিয়ুস প্রখর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বলেই তার তাঁবু গেড়েছে গ্রিক জাহাজবহর রেখার ঠিক মাঝখানের অংশে।

৮:২৩১ **আমরা খুব দেমাগি ভঙ্গিতে:** গ্রিকরা গ্রিসের সমস্ত প্রদেশ ও অঞ্চল থেকে লেম্‌নোসে থেমেছিল আউলিস থেকে ট্রয়ের পথে যাত্রা শুরু করে। তখন শুধু ফিলোক্‌টিটেস সেখানে থেকে যায়, কারণ তাকে সাপে কেটেছিল। ফিলোক্‌টিটেসের ঘটনাটি কিছুটা বিস্তারিত আছে ২:৭১৬-৭২৫ অংশে।

৮:২৩৬-২৩৭ **এতখানি বিভ্রান্তি দিয়ে:** হোমারের ধারণায় 'আতি' (Ate) বা বিভ্রান্তি / বিভ্রম যখন মানুষের ওপর চড়ে বসে, তখন সাময়িকভাবে মানুষের বিচারবুদ্ধি লোপ পায়, এবং মানুষ পুরো অস্বাভাবিক কোনো কাজ করে বসে। এখানেও 'আতি'-র কথাই বলা হয়েছে। সাধারণত জিউসই 'আতি'-কে পাঠায় মানুষের কাছে। প্রথম পর্বে আগামেমনন অ্যাকিলিসের প্রতি যে আচরণ করে, তা 'আতি'-র প্ররোচণাতেই জিউস করেছিল বলে জানায়। এর পরিণতি এখন জিউসের কাছে পরিষ্কার হচ্ছে (দেখুন ১৯:৮৬-৮৯)।

৮:২৫০ **সমস্ত-আগামসংকেতের-প্রভু:** জিউস দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন বা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা দেবতা। সে শুভ বা অশুভ দুটোরই পূর্বলক্ষণ জানাতে পারে।

৮:২৬৬ **টিয়ুসার গেল নবম:** তীরন্দাজ টিয়ুসার, টেলামনিয়ান অ্যাজাক্সের সৎ ভাই, এখানে নবম বীর হিসেবে আছে কারণ তার আরেস্তিয়া (বীরগাথা) একটু পরেই শুরু হতে যাচ্ছে। সাধারণত তালিকায় এই স্থানটিতে থাকে অডিসিয়ুস (দেখুন ৭:১৬৮ ও ১০:২৩১ পঙ্ক্তি)। সম্ভবত হোমার এখানে ইচ্ছা করেই অডিসিয়ুসকে তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন, কারণ অডিসিয়ুস (এ পর্বের ৯৩-৯৯ নং পঙ্ক্তিতে) ডায়োমিডিজের চিৎকারে কোনো মনোযোগ না দিয়ে জাহাজবহরের দিকে চলে গিয়েছিল।

৮:২৮৯ **তেপায়া:** বহুবার *ইলিয়াড*-এ উল্লেখ আছে এই তেপায়ার। তিন পা বিশিষ্ট একটা ধাতব কাঠামো, যার নীচে, মাঝখানে, আগুন ধরানো হয় আর উপরে রাখা হয় রান্নার কড়াই। তখনকার দিনে এটা শুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় এক বস্তুই ছিল না, ছিল আভিজাত্যের স্মারক ও কাউকে উপহার হিসেবে দেওয়ার এক অমূল্য জিনিস এবং সেইসাথে নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কারও বটে।

৮:৩০৪ **ইসাইমি:** আজও এ স্থানটির অবস্থান সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি।

৮:৩৪৮ **গরগনের চোখ:** গরগন এক স্ত্রীলিঙ্গের দানো যার দৃষ্টি মানুষকে পাথরে রূপান্তরিত করে দিত। গরগণের মাথা, দুই বিস্ফারিত চোখ সহ, ছিল এক ভয়াল আতঙ্কজাগানো বস্তু। ৫:৭৪১ পঙ্‌ক্তিতে এটা জিউসের ঐশীবর্মের (aegis) ওপরে এক নকশা এবং ১১:৩৬ পঙ্‌ক্তিতে আগামেমননের ঢালের ওপরেও একই জিনিস হিসেবে এসেছে।

৮:৩৬২-৩৬৯ **আমি কতোবার...বাঁচা লাগত না বটে:** *ইলিয়াড*-এ শ্রেষ্ঠতম গ্রিক বীর হেরাক্লিসের (লাতিনে যার নাম হারকিউলিস) উল্লেখ এসেছে বহুবার। এদেরকে একত্রে মেলালে হেরাক্লিস সম্বন্ধে ভালোই এক ধারণা ফুটে ওঠে। তিনভাগে ভাগ করা যায় *ইলিয়াড*-এ হেরাক্লিস প্রসঙ্গটিকে: ১. থিবজে তার জন্মের কাহিনী (১৪:৩২৩-২৪, ১৯:৯৬-১৩৩); মাইসিনির রাজা ইয়ুরিসথিয়ুসের হাতে তার দাসত্ব (৮:৩২৬-৩৬৯, ১৫:৬৩৯-৪০); এবং তাকে যে শ্রমের কাজগুলি করতে দেওয়া হয়েছিল, তার বর্ণনা। মোট বারোটি শ্রমসাধ্য কাজের মধ্যে কেবল একটিরই উল্লেখ আছে *ইলিয়াড*-এ, এখানে। মৃত্যুপুরী থেকে, এরেবাসের (পৃথিবীর নীচের পৃথিবী) অতল থেকে, তাকে মৃত্যুদেব হেডিসের ডালকুত্তা সেরবেরোস্‌কে ধরে আনতে হয়েছিল। অ্যাথিনার সাহায্য নিয়ে হেরাক্লিস মৃত্যুকে জয় করতে সক্ষম হয়, মৃত্যু-পরবর্তী জগতের স্টিক্স নদী পার হয়, তারপর সেরবেরোস্‌কে চুরি করে ওই জগত থেকে ফিরে আসে। এখন অ্যাথিনা বলছে যে, সে জিউসের আজ্ঞাবলেই হেরাক্লিসকে ঐ সাহায্য করেছিল। তার এই স্বীকারোক্তির পেছনে উদ্দেশ্য এটাই যে সে চায় দেবী হেরা জিউসের ওপরে আরও ক্রোধান্বিত হোক। এর ফলে দু দেবীর সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হোক, এটাও অ্যাথিনার মনোবাঞ্ছা। ২. প্রায়ামের পিতা লাওমিডনের প্রতারণার জবাবে হেরাক্লিসের ট্রয় আক্রমণ ও শহরটিকে ধ্বংস করে দেওয়ার কাহিনী (৫:৬৪০-৬৪২, ২০:১৪৫-১৪৮; ১৪:২৫০-২৫৬, ১৫:২৬-৩০)। ৩. পাইলোস শহরের ওপরে হেরাক্লিসের আক্রমণ (৫:৩৯২-৪০৪, ১১:৬৮৯)।

৮:৩৯৪ **সময়:** সময় (দি সিজনস্) দেবরাজ জিউস ও থেমিসের কন্যা (দ্রষ্টব্য হেসিয়ডের *থিওগনি*, ৯০১-৯০২ পঙ্‌ক্তি)।

৮:৩৯৮ **আইরিস:** এই দেবী স্বর্গীয় বার্তাবাহক, সবসময়েই জিউসের হয়ে অন্য কোনো দেবদেবী বা মানুষকে জিউসের বার্তা পৌছে দেবার জন্য প্রস্তুত। *ইলিয়াড*-এ দেবী আইরিসই মূল স্বর্গীয় বার্তাবাহক হিসেবে আছে; আর *অডিসি*-তে এ কাজের জন্য আছে হারমিস।

৮:৪৭৬ **প্যাট্রোক্লাসের:** প্রথম পর্বের পরে এটাই গ্রিক বীর ও অ্যাকিলিসের প্রিয়তম বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের প্রথম উল্লেখ।

৮:৪৮০ **আইয়াপেটাস ও ক্রোনাস:** এ দুজন যেখানে বাস করে সে স্থানের নাম টারটারাস (দেখুন ৮:১৩-১৬ পঙ্‌ক্তির টীকা)। আইয়াপেটাস দেবতা প্রমিথিউসের পিতা, এক অবাধ্য টাইটান; আর ক্রোনাস জিউসের পিতা, সে তার পুত্র জিউসের হাতে পরাজিত হয়ে টারটারাসে বন্দি।

৮:৪৯৩ **এগারো কিউবিট:** দেখুন ৬:৩১৯ নং পঙ্‌ক্তির টীকা।

৮:৫১৮-৫১৯ **দেবতারা...প্রাকার বানিয়েছে:** ট্রয়ের এই দেওয়াল দেবতাদের বানানো, যেহেতু প্রথমবার এটা বানিয়েছিল দুই দেবতা পসাইডন ও অ্যাপোলো মিলে (৭:৪৫২)।

৮:৫৩৮-৫৪০ **হায় শুধু যদি...অমর থেকে যাব:** কোনো নশ্বর মানুষ যে এভাবে চিন্তা করতে পারছে বা অমর থেকে যাবার এই ভাবনাকে মাথায় স্থান দিতে পারছে, তা আসলেই এক বিপদজনক ধৃষ্টতা বা দুঃসাহস। হেক্টরের মধ্যে প্রায়শই এরকম বিচারবুদ্ধির দীনতা লক্ষ্য করা যায়।

৮:৫৪৮ ও ৫৫০-৫৫৩ **তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরের পঙ্‌ক্তিসমূহ:** *ইলিয়াড*-এর অধিকাংশ গ্রিক পাণ্ডুলিপিতে এ পঙ্‌ক্তিগুলি নেই। ছদ্ম- প্লেটোনিক (pseudo-Platonic) সংলাপ 'Second Alcibiades' (দ্বিতীয় আলসিবিয়াদেস)-এর পৃষ্ঠা ১৪৯-এ এই পঙ্‌ক্তিগুলো 'হোমার থেকে' উদ্ধৃত করা হয়েছে, কোথাও বলা হয়নি যে এদের উৎস '*ইলিয়াড* থেকে'। প্রথম দিককার কোনো সম্পাদক এগুলিকে *ইলিয়াড*-এ স্থান দেন; কিন্তু বর্তমান যুগের সম্পাদকেরা (এবং গবেষকেরা) সাধারণত তা দেন না। তবে পঙ্‌ক্তি হিসেবে এগুলি তেমন কোনো আপত্তিজনক বা অগ্রাহ্য করার মতোও কিছু নয়, কিন্তু এদেরকে ছাড়া পুরো অংশটা নিঃসন্দেহে আরও 'কম কথায় বেশি বলা'-র গুণে গুণান্বিত হতো।

৮:৫৫৪-৫৬৫ **এভাবেই তারা রাতভর...কখন আসে সেই প্রতীক্ষাতে:** যুক্তিসঙ্গত কারণেই অষ্টম পর্বের এই শেষ অংশটি অনেক বিখ্যাত ও অনেক জনপ্রিয়। অত্যাশ্চর্য এক সাধারণ ভঙ্গিমায় হোমার এখানে ট্রোজানদের জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডগুলোকে তুলনা করেছেন পরিষ্কার আকাশে মিটমিট করে জ্বলা তারাদের সঙ্গে, যখন ট্রোজান ঘোড়াগুলি যার যার রথের পাশে দাঁড়িয়ে প্রভাতের আগমনের প্রতীক্ষা করে যাচ্ছে বার্লি ও রাইশস্য চিবুতে চিবুতে। এ-দৃশ্যটির 'চিরন্তনতা' বা 'আবহমানতার' কথা বলেছেন অনেক হোমারবিদ এবং সকলেই এক বাক্যে এর সরল-সাধারণ কিন্তু অপরূপ কাব্যিকতার প্রশংসা করেছেন।

পর্ব - নয়

অ্যাকিলিসের কাছে দূত প্রেরণ

নেস্টরের প্রস্তাবে আগামেমনন অ্যাকিলিসের কাছে তিন গ্রিককে পাঠাল দূত হিসেবে—অ্যাকিলিসের তাঁবুতে হাজির হলো তিন দূত: অডিসিয়ুস, ফিনিক্স ও অ্যাজাক্স—অডিসিয়ুসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল অ্যাকিলিস, বলল পরের দিনই সে দেশে ফিরে যাবে—ফিনিক্সের প্রস্তাব শুনে অ্যাকিলিস জানাল সে ভেবে দেখবে দেশে ফিরে যাবে কি না—অ্যাজাক্সের প্রস্তাবের উত্তরে অ্যাকিলিস জানাল ট্রোজানরা জাহাজবহর আক্রমণ না করা পর্যন্ত সে যুদ্ধে ফিরবে না।

বিষয়বস্তু

অতিবিখ্যাত এই নবম পর্বে মহাকাব্যটির মূল থিম 'অ্যাকিলিসের ক্রোধ'-এর ওপরে প্রথমবারের মতো নানা দিক থেকে আলো ফেলা হলো। এ পর্বটির শক্তি নিহিত এর নিজস্ব স্বয়ংসম্পূর্ণতায়। আগের পর্বে গ্রিকদের আপাত পরাজয়ের পরে এই পর্বে তিন দূত পাঠানো হলো অ্যাকিলিসের কাছে, তাকে ক্রোধ পরিহার করে যুদ্ধে নামতে রাজি করানোর জন্য। অ্যাকিলিস মনে মনে চাইছিল এমনটাই—যে রাজা আগামেমনন তার কাছে নত হোক। সেটাই হলো, তিন দূত আলাদা আলাদা অ্যাকিলিসের কাছে মিনতি জানাল তার ক্রোধ বর্জনের। কিন্তু যেভাবে অ্যাকিলিস তিনজনের প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করল, যে শক্তিশালী আলঙ্কারিক বক্তৃতা রেখে সে বুঝিয়ে দিল 'বীর'-এর সংজ্ঞা কী,

বীরের জন্য 'যশ-মর্যাদা'র অর্থ কী—তার ভাষিক প্রচণ্ডতা ইলিয়াড-এ বিরল। এ পর্বে বিশেষভাবে লক্ষ করার বা উপভোগ করার মতো অংশগুলি হচ্ছে: ১. যেভাবে অ্যাকিলিস বীরের ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলল (৩১৪-৩৬৩ এবং ৪০০-৪২০); ২. যেভাবে সে পরিষ্কার জানিয়ে দিল বীরের শীঘ্র মৃত্যু কাপুরুষের দীর্ঘ, খ্যাতিহীন জীবনের চেয়ে ভালো (৪১০-৪১৬); ৩. যেভাবে তিন দূতের মিনতির উত্তরে, তিনটি আলাদা ভাষণে, আস্তে আস্তে সে দেশে ফিরে যাওয়া নিয়ে নিজের অবস্থানের পরিবর্তন করল (৪৫৯-৪৬১, ৬১৮-৬১৯ ও ৬৫০-৬৫৩); ৪. যে স্পষ্টতা এবং আবেগ ও বিশ্বাসের তীব্রতা নিয়ে সে তার ভাষণ তিনটি দিল, বিশেষ করে ৩৩৬-৩৪১ এবং ৩৭৪-৩৯২; ৫. ফিনিক্স যেভাবে তার বক্তৃতায় মেলেয়গারের চমৎকার কাহিনী তুলে ধরল (৫২৯-৬০৫)। ক্রোধের কারণেই অ্যাকিলিস এ পর্বে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিল তিন দূতকে; তার উদ্দেশে ক্ষতিপূরণ হিসেবে রাজা আগামেমননের দেওয়া বিশাল উপঢৌকনের প্রস্তাবও সে প্রত্যাখ্যান করল ক্রোধ থেকেই, এমনকি রাজা ব্রাইসিয়িস মেয়েটিকে—যাকে প্রথম পর্বে অ্যাকিলিসের কাছ থেকে রাজা কেড়ে নেয় বলেই এ ক্রোধের জন্ম—স্পর্শ না করেই তার কাছে ফিরিয়ে দেবে বলার পরেও ক্রোধ ত্যাগ করল না অ্যাকিলিস। একেই বলা হয় 'খুনে ক্রোধ' যা এ পর্ব থেকেই অবমুক্ত করে দিল এক গাদা ট্র্যাজিক ঘটনার, যার অন্তিমে গিয়ে এ-মহাকাব্য তার ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছাবে যখন ১৬তম পর্বে হেক্টরের হাতে মারা যাবে অ্যাকিলিসের প্রিয়তম বন্ধু প্যাট্রোক্লাস।

সারসংক্ষেপ

১-৮৮: অশ্রুসিক্ত রাজা আগামেমনন গ্রিকদের জানাল যে তারা এই যুদ্ধে জিতবে না, অতএব গ্রিসে ফেরত যাওয়াই ভালো হবে। ডায়োমিডিজ তা শুনে ক্ষুব্ধ হলো; নেস্টর রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা বলল।

৮৯-১১৪: নেস্টর জানাল অ্যাকিলিসের কাছ থেকে ব্রাইসিয়িস মেয়েটিকে কেড়ে নেওয়া রাজা আগামেমননের ভুল ছিল।

১১৫-১৮১: রাজা তার ভুল স্বীকার করল; অ্যাকিলিসের জন্য বিশাল ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব রাখল সে; নেস্টর অ্যাকিলিসের কাছে দূত পাঠানোর পরিকল্পনা করল।

১৮২-২০৪: অডিসিয়ুস, অ্যাজাক্স ও ফিনিক্স—সঙ্গে দুই রাজদূত—রওনা দিল অ্যাকিলিসের ডেরার দিকে।

২০৫-৪২৯: অডিসিয়ুস তার বক্তৃতা রাখল (২০৫-৩০৬); চোখ-ধাঁধানো এক প্রতি-উত্তরে অ্যাকিলিস প্রত্যাখ্যান করল অডিসিয়ুসের প্রস্তাব (৩০৭-৪২৯)।

৪৩০-৬০৫: ফিনিক্সের আরজি; মেলেয়গারের কাহিনী বলে অ্যাকিলিসকে সাবধান করে দিল ফিনিক্স।

৬০৬-৬১৯: অ্যাকিলিস ফিরিয়ে দিল ফিনিক্সের প্রস্তাব। উল্টো ফিনিক্সকে বলল রাতটা তার তাঁবুতে কাটাতে, যেন সকালে ফিনিক্স তার সঙ্গে গ্রিস ফেরত যেতে পারে।

৬২০-৬৬৮: অ্যাকিলিস তার কাছে আসা দূতদের প্রতি ইঙ্গিত করল চলে যাওয়ার। অ্যাজাক্স নিন্দা জানাল অ্যাকিলিসের এই গোঁয়ার্তুমির। অ্যাকিলিস মানল

অ্যাজাক্সের কথা, কিন্তু আগামেমননের প্রতি তার ক্রোধ এত বেশি যে নিজের মূল অবস্থান থেকে সরল না অ্যাকিলিস।

৬৬৯-৭১৩: দূতেরা ফেরত চলে এল। মিশন ব্যর্থ হওয়ায় গ্রিক শিবিরে হতাশা; সার্বিক সেই হতাশার মধ্যে ডায়োমিডিজের উদ্দীপনা-জাগানো ভাষণ।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

নবম ও দশম পর্বের পুরোটা ঘটে এক সন্ধ্যায় ও রাতে—*ইলিয়াড*-এর ২৭তম দিনের সন্ধ্যা ও রাত এটা (ই.ভি. রিউয়ের হিসাবে ২৬তম দিনের ঠিক আগের সন্ধ্যা ও আগের রাত)। ঘটনাস্থল ঈজিয়ান সাগর তীরের গ্রিক শিবির।

চিত্র ১১. অ্যাকিলিসের কাছে গ্রিক দূতেরা। ছবির মাঝখানের ডানদিকে ছাগের চামড়ায় ঢাকা চেয়ারে বসে আছে অ্যাকিলিস, তার মাথা ঢাকা শোকের কাপড়ে. শোক থেকেই সে ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে আছে। তার হাতে কাঠের গ্রন্থিওয়ালা একটি দণ্ড। তার বিপরীতেই বসা অডিসিয়ুস, চিরাচরিত ভঙ্গিমায়—পিঠে ঝুলিয়ে রাখা তার হ্যাট, হাতে দুটি জ্যাভেলিন। অডিসিয়ুসের পেছনে দাঁড়ানো বৃদ্ধ ফিনিক্স। ছবির একদম ডানে প্যাট্রোক্লাস দণ্ডে ভর দিয়ে ঝুঁকে দেখছে। ছবিতে আরেক দূত অ্যাজাক্স অনুপস্থিত। (আথেনিয়ান ফুলদানি, খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ সন)

এভাবেই চলল ট্রোজানদের পাহারা। কিন্তু এক অবাক-করা আতঙ্ক—সঙ্গী সে শীতল ভয়ের—চেপে ধরল গ্রিকদের। তাদের মধ্যে যারা সেরা ছিল, [যুদ্ধে পরাজয়ে] অসহনীয় বিষাদের শিকার হলো তারা। যেভাবে দুই বায়ুর টানে জেগে ওঠে মাছে-ভরা সাগরের তলা, থ্রেইস থেকে আসা উত্তর ও পশ্চিমের বায়ু° হঠাৎ চলে আসে, আর তৎক্ষণাৎ অন্ধকার ঢেউগুলো একটু পিছিয়ে জাগে চূড়ার আকার নিয়ে, সাগরের নোনা জল জুড়ে ছুড়ে দেয় অসংখ্য সমুদ্রশৈবাল—সেভাবে গ্রিকদের হৃদয় তাদের যার যার বুকের ভেতর খানখান হলো। ৫

অ্যাট্রিউসপুত্র [আগামেমনন], হৃদয় তার আহত বিশাল বেদনায়, এদিক ওদিক হেঁটে হেঁটে স্পষ্ট-কণ্ঠ রাজদূতদের আদেশ দিল প্রত্যেককে নাম ধরে ডেকে দরবারস্থলে জড়ো করে নিতে, তবে নিষেধও করল জোরে চিৎকার দিয়ে যেন তাদের না ডাকা হয়। এই পরিশ্রমের কাজে নিজেই রাজা নেমে গেল প্রথম দলের সাথে। গ্রিকরা এসে বসল দরবারের মাঠে, ভয়ানক বিচলিত তারা। আগামেমনন দাঁড়াল—কাঁদছে সে,° যেভাবে কোনো কালো জলের ঝরনা খাড়া কোনো শৈলচূড়া বেয়ে নীচমুখো ঢেলে দেয় কালো বর্ণ জলের স্রোত, সেভাবে। এরপর আগামেমনন গভীর গোঙানি তুলে বলল গ্রিকদের উদ্দেশে, এই কথা : ১০ ১৫

'বন্ধুরা আমার, গ্রিক নেতা ও শাসকেরা, ক্রোনাসের পুত্র মহান জিউস আমাকে ফাঁদে ফেলেছে এক নিদারুণ মতিবিভ্রমের। নিষ্ঠুর দেবরাজ! এর আগে আমার প্রতি সে শপথ করেছিল, মাথা ঝুঁকিয়ে রাজি হয়েছিল যে আমি যদ্দিন না গুঁড়িয়ে দিচ্ছি মজবুত দেওয়ালঘেরা ট্রয় নগর, তদ্দিন ঘরে ফিরব না। কিন্তু এখন সে পরিকল্পনা এঁটেছে এক নিঠুর ছলনার, আমাকে বলছে যে আমি কলঙ্ক নিয়ে, আমার লোকদের সিংহভাগ হারিয়ে, যেন আর্গজে ফিরি। মনে হচ্ছে পরম শক্তিধর জিউস খুশি তবে এমন ঘটলেই! হায়, সে-ই তো গুঁড়িয়ে দিয়েছে কতো কতো শহরের চূড়া, আর ভবিষ্যতে দেবে আরও কতো [শহরের]; কারণ তার ক্ষমতা সবার ওপরের।° সুতরাং আসো, আমি যা বলছি তোমরা সেইমতো করো: চলো আমরা আমাদের জাহাজগুলোয় চড়ে প্রিয় পিতৃভূমিতে পালিয়ে চলে যাই,° কারণ আর আশা নেই প্রশস্ত-সড়কের ট্রয় নগর কোনোদিন আমাদের করতলগত হবে।' ২০ ২৫

এ-ই বলল সে; শুনে তারা সব নিশ্চুপ হলো নীরবতার মাঝে। দীর্ঘ সময়
৩০ তারা, গ্রিক সন্তানেরা, বেদনাহত হয়ে নীরব থেকে গেল। কিন্তু অবশেষে তাদের মাঝ থেকে বলে উঠল ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কার দিতে যে দড়:

'অ্যাট্রিউসপুত্র, আমি শুরু করব তোমার নির্বোধ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। এখানেই, ও রাজা, এই জমায়েতের মাঠে [সেটা করব আমি] যেমনটা কিনা রীতিসম্মত। তুমি তাতে কোনোভাবে ক্রুদ্ধ হয়ো না যেন।

'এই সেদিন তুমি গ্রিক সেনাদের সামনে আমার সাহস নিয়ে বলেছিলে
৩৫ অপমানকর কথা।° তুমি বলেছিলে আমি কোনো যোদ্ধা নই, স্রেফ এক কাপুরুষ লোক। তবে প্রতিটা গ্রিক, তরুণ কিংবা বৃদ্ধ, প্রত্যেকেই জানে এই সবকিছু। তোমার ব্যাপারটা হলো, অসৎ-মন্ত্রণাদাতা ক্রোনাসপুত্র [জিউস] তোমাকে যা দিয়েছে তা আধাআধিই দিয়েছে বেশি হলে। ওই রাজদণ্ড দেওয়ার মাধ্যমে সে তোমাকে দিয়েছে সবার ওপরের সম্মান ঠিকই, কিন্তু সাহস সে দেয়নি তোমাকে আর সাহসের মাঝেই আছে শক্তিমত্তার সবচে বড় পরিচয়। অবাক করা রাজা
৪০ তুমি, তুমি কি সত্যি মনে করো গ্রিক সন্তানেরা আসলেই যুদ্ধের যোগ্য নয় এবং কাপুরুষ তারা, যেমন কিনা বললে এখনই? নাহ্, তোমার যদি মন ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে, তবে তুমি ফেরো গিয়ে। পথ তোমার সামনেই পড়ে আছে, আর তোমার জাহাজগুলো দাঁড়িয়ে আছে সাগরের পাশে, ঐ অনেক জাহাজ যেগুলি মাইসিনি থেকে এসেছে তোমার পিছু পিছু। কিন্তু অন্য দীর্ঘকেশ
৪৫ গ্রিক যারা আছে, তারা থাকবে এখানেই যতদিন না আমরা নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছি ট্রয় নগর। নাহ্, যাক, ওরাও পালিয়ে যাক যার যার জাহাজে চড়ে প্রিয় পিতৃভূমির দিকে। তবু আমরা দুজন—স্থেনেলাস ও আমি—লড়ে যাব যতদিন না অর্জিত হয় ট্রয় নিয়ে আমাদের লক্ষ্যগুলি। হ্যাঁ, আমরা এখানে এসেছি স্বর্গের [দেবতাদের] আশীর্বাদ নিয়ে।'

৫০ এভাবেই বলল সে তার কথা। তা শুনে গ্রিক সন্তানেরা প্রত্যেকেই জোর হর্ষধ্বনি দিল, ঘোড়া-বশে-আনা ডায়োমিডিজের কথায় অবাক ও উদ্বেলিত হয়ে। এবার তাদের মাঝে উঠে দাঁড়াল ও কথা বলল নেস্টর, অশ্বচালক :

'টাইডিয়ুসের ছেলে [ডায়োমিডিজ], যুদ্ধে অন্য সব মানুষের চেয়ে তুমি শক্তিশালী বটে আর মন্ত্রণা দেবার কাজে তোমার বয়সী অন্য যে কারো চেয়ে
৫৫ ভালো। সকল গ্রিকের মাঝে একজনও নেই যে খাটো করে দেখবে তোমার কথা, কিংবা মুখ খুলবে সে-কথার বিপক্ষে চলে গিয়ে। কিন্তু তুমি বাকি রেখেছ তোমার কথার উপসংহার টানা। ঠিক আছে, কারণ বয়সে এখনও তরুণ তুমি, আমার ছেলের বয়সী হয়তো হবে, আমার সর্বকনিষ্ঠ ছেলের বয়সী বেশি হলে। তারপরও বলব গ্রিক রাজাদের প্রতি যা বললে তুমি, তাতে যথেষ্ট প্রজ্ঞার ছাপ ছিল, দেখলাম যা বললে তা মোটামুটি ন্যায়সঙ্গতই ছিল বটে। যাই হোক, যেহেতু

আমি নিজে তোমার চেয়ে বয়সে বড়, তাই এবার আমাকে বলতে দাও। পুরো ৬০
ব্যাপারটা নিয়ে খোলাসা বলতে পারব আমি, কারণ এমন কেউ নেই আমার
কথার প্রতি অশ্রদ্ধা জানাবে, না, এমনকি প্রভু আগামেমননও নয়।

'আমি আগামেমননকে বলব সে ভাইহীন, ধর্মহীন, ঘরহীন এক লোক যে
কিনা তার নিজের লোকেদের মধ্যে ভয়ংকর কলহ-বিবাদ ভালোবাসে। যাক,
এখনকার মতো, কালো রাতের হাতেই নিজেদের সঁপে দেওয়া যাক, চলো রাতের ৬৫
খাবার তৈরিতে নেমে যাই। দেখো দেওয়ালের বাইরে খোঁড়া পরিখা বেড় দিয়ে যেন
পাহারাদারেরা থাকে একটু পরে পরে। এই কাজের ভার আমি দিচ্ছি তরুণদের
ওপরে। কিন্তু এর বাদে অ্যাট্রিউসপুত্র [আগামেমনন] তুমি, তুমি নেতৃত্বের ভার
নাও, কারণ আমাদের মাঝে পদবিতে তুমিই সকলের রাজা। [তোমাকে বলি]
তুমি প্রবীণদের জন্য একখানা ভোজের আয়োজন করো, সেটাই ঠিক পদক্ষেপ ৭০
হবে, আর তোমার জন্য মানানসইও হবে বটে। তোমার তাঁবুগুলো মদের সম্ভারে
ভরা। থ্রেইস থেকে গ্রিক জাহাজ প্রতিদিন তোমার জন্য প্রশস্ত সাগর পাড়ি দিয়ে
[মদ] এনে দেয়। যেহেতু তুমি এতগুলি মানুষের রাজা, সবার আদর-আপ্যায়নের
ভার বর্তায় তোমারই ওপরে। আর যখন [এভাবে] আমাদের সবাইকে একসাথে
জড়ো করবে তুমি, তখন তোমার উচিত হবে শুধু তারই কথা শোনা যে তোমাকে ৭৫
সবচেয়ে ভালো উপদেশ দেবে। নিঃসন্দেহে সব গ্রিকের এখন প্রয়োজন ভালো
ও নিবিড় উপদেশ, কারণ দেখছ তো কীভাবে শত্রুরা আমাদের জাহাজবহরের
একেবারে কাছে তাদের অসংখ্য পাহারার আগুন জ্বালিয়েছে। ওটা দেখে কার
ভালো লাগে বলো? আজকের রাত্রি হয় আমাদের বাহিনীর বিনাশ ঘটাবে, না হয়
টিকিয়ে রাখবে [এই অভিযান]।'

এই ছিল তার কথা, তারা শুনল তা মন দিয়ে, কাজ করল সেইমতো।
তৎক্ষণাৎ প্রহরীরা গায়ে বর্ম চাপিয়ে রওনা দিল, তাদের নেতৃত্বে থ্রাসিমিডিজ, ৮০
নেস্টরের ছেলে, জনতার রাখাল। আরও নেতৃত্বে ছিল আস্কালাফাস ও
ইয়ালমেনাস, যুদ্ধদেব আইরিজের দুই ছেলে; মেরিওনেস, আফারিয়ুস ও
দিয়িপিরুস; এবং ক্রিয়নের পুত্র দেবতুল্য লাইকোমিডিজ। প্রহরীদের কাপ্তান ছিল
মোট এই সাতজন; আর তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একশো তরুণ গেল হাতে দীর্ঘ ৮৫
বল্লম নিয়ে। গেল তারা, অবস্থান নিল পরিখা ও দেওয়ালের মাঝখানে। সেখানে
আগুন জ্বালাল, আয়োজন করল যার যার রাতের খাবারের।

কিন্তু অ্যাট্রিউসপুত্র [আগামেমনন] সকল প্রবীণ গ্রিককে একসাথে জড়ো
করল তার তাঁবুতে, তাদের আপ্যায়ন করল এমন এক ভোজে যাতে হৃদয় তৃপ্ত ৯০
হয়। তারা সবাই হাত বাড়াল সামনে বেড়ে দেওয়া ভালো ভালো খাবারের দিকে.

আর যেই তাদের খাদ্য ও পানীয়ের বাসনা তৃপ্ত হলো, তখন প্রথমে বৃদ্ধ [নেস্টর] শুরু করল তাদের উদ্দেশে মন্ত্রণার জাল বোনা—এই নেস্টরের উপদেশই অতীতে দেখা গেছে প্রমাণ হয়েছে সেরা বলে। সে এই জমায়েতের প্রতি
৯৫ সদুদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য রাখল তার, বলল তাদের এই কথা :

'অ্যাট্রিউসের সবচে মহামহিম ছেলে, আগামেমনন, মানুষের রাজা : তোমাকে দিয়ে শুরু করছি আমি, শেষ করব তোমাকে দিয়েই। কারণ তুমি রাজা অনেক মানুষের, আর জিউস রাজদণ্ড ও বিচারের ভার সানুগ্রহে সঁপেছে তোমারই হাতে, তাই তোমার লোকেদের পক্ষে বিচারবিবেচনা করার কাজ তোমারই ঘাড়ে
১০০ আছে। অতএব সবচে বেশি তোমারই দরকার কথা বলা ও কথা শোনা। আর অন্য কেউ যদি তার হৃদয়ের তাড়না থেকে আমাদের সকলের ভালো চেয়ে কিছু বলতে চায়, তবে তোমার উচিত তার সে ইচ্ছা পূরণ করা। সে যা-ই বলা শুরু করুক না কেন, তাকে তো নির্ভর করতে হবে তোমার ওপরেই। যাক, আমার যা বলা সবচে উচিত মনে হয়, এবার তা বলছি আমি। আমি বাদে অন্য আর
১০৫ কেউ এর চে' ভালো কিছু ভাবতে পারবে মনে করি না কোনোমতে। এ-ভাবনা আসলে আমার মাথায় ঘুরছে সেই সেদিন থেকে আজকে অবধি, যেদিন তুমি, জিউস বংশজাত রাজা, ক্রুদ্ধ অ্যাকিলিসের তাঁবু থেকে কেড়ে নিলে তরুণী ব্রাইসিয়িস মেয়েটিকে আর চললে নিজ পথে—কোনোভাবেই আমরা কেউ চাইনি সেটা। আর আমি, আমার নিজের কথা যদি বলি, তৎক্ষণাৎ প্রয়াস নিলাম তোমাকে থামানোর। কিন্তু তুমি চললে তোমার রাজকীয় মেজাজের মাপে;
১১০ সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধাকে, যাকে স্বয়ং অমর দেবতারা সম্মান করেছে, তুমি অসম্মান করে বসলে তার যুদ্ধে-পাওয়া-ধন কেড়ে নিয়ে, দখলে রেখে দিয়ে। যা হোক, আসো আমরা ভেবে দেখি কী করে সেই ভুলের সংশোধন করা যায়, আর কীভাবে তার মন গলানো যায় ভালো সব উপঢৌকন দিয়ে, আর অমায়িক কথাবার্তা বলে।'

এবার তার এই কথার জবাবে তাকে বলল আগামেমনন, মানুষের রাজা :
১১৫ 'বৃদ্ধ জনাব, আমার মতিবিভ্রমের যে কথা ব্যক্ত করলে তুমি, তা সঠিক বটে। অন্ধ ছিলাম আমি, তা নিজেই অস্বীকার করছি না একটুও। যাকে জিউস হৃদয় থেকে ভালোবাসে, সে লোকের মূল্য একাধিক সেনাদলের মূল্যের সমান—এখন যেমন সে লোকটির সম্মান রেখেই জিউস ধ্বংস করছে পুরো গ্রিক জাতিটিকে! যাক, আমার অন্ধত্বের কথা স্বীকার করে নিয়ে, দুর্ভাগা বাসনার হাতে
১২০ নিজেকে সঁপে দেওয়ার ভুল মেনে নিয়ে আমি ভুল সংশোধনে রাজি আছি, অ্যাকিলিসকে দিতে রাজি আছি অগণন ক্ষতিপূরণ। তোমাদের সবার সামনে আমি জানাচ্ছি তাকে কী কী মহিমান্বিত উপঢৌকন দেব: আগুন ছোঁয়নি এমন সাতখানা তেপায়া; দশ ট্যালেন্ট ওজনের সোনা; দীপ্তি ছড়ানো বিশটি কড়াই;

ঘোড়দৌড় জেতা বারোটি শক্তিশালী ঘোড়া, যারা তাদের দ্রুততার বলে জিতেছে
প্রতিযোগিতার মাঠে। সেই মানুষের তো যুদ্ধে-লুণ্ঠিত মালের অভাব হবে না, ১২৫
অমূল্য স্বর্ণ-ভাণ্ডারেরও কমতি হবে না তার, যে কিনা পাচ্ছে ততটা সম্পদ যতটা
আমাকে পুরস্কার হিসেবে জিতে এনে দিয়েছে আমার একখুরের অশ্বদল। আমি
তাকে আরও দেব সাতজন নারী, যারা হাতের কাজে নিখুঁত দক্ষতা রাখে—
লেসবোস-এর নারী তারা। যেদিন অ্যাকিলিস সুনির্মিত লেসবোস দখল করেছিল,
আমি এই সাত মেয়ে বেছে নিই যুদ্ধে লুণ্ঠিত মালভাণ্ডার থেকে,° এরা রূপের ১৩০
বিচারে যে কোনো নারীর ওপরের বটে। এদের আমি তুলে দেব তার হাতে,
আর এদের মধ্যেই থাকবে সেই মেয়েটিও যাকে কেড়ে নিয়েছিলাম আমি, অর্থাৎ
ব্রাইসিউজের কন্যা যে মেয়ে। অধিকন্তু আমি এক বিরাট শপথের দিব্য করে
বলছি যে আমি কখনো যাইনি ঐ মেয়ের বিছানায়, কোনো ফষ্টিনষ্টি করিনি তার
সাথে যেমনটা কিনা মানবজাতের স্বভাবে আছে, অর্থাৎ যেমনটা নারী-পুরুষের
মাঝে ঘটে। এইসব উপঢৌকন অবিলম্বে অ্যাকিলিসের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ১৩৫
আর যদি এরপরে দেবতারা আমাদের প্রায়ামের বিশাল শহর [ট্রয়] গুঁড়িয়ে দেবার
ক্ষমতা দান করে, তখন অ্যাকিলিস আসুক আমাদের সাথে, যখন আমরা গ্রিকরা
ভাগ করে নেব যুদ্ধের লুণ্ঠিত মাল। তখন সে গাদা করে তার জাহাজ ভরে নিক
সোনা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে, সেইসাথে নিজের জন্য বেছে নিক আরও বিশ ট্রোজান
রমণীকে, যারা রূপের বিচারে থাকবে গ্রিকনারী হেলেনের পরই। আর যদি আমরা ১৪০
ফিরি গ্রিক আর্গজে, সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ঐ দেশ, তখন অ্যাকিলিস আমার
জামাতা হবে। আমি তাকে ততটা সম্মান দেব, আমার পুত্র অরেসটিজকে° যতটা
দিয়ে থাকি—অনেক আদরের পুত্র সে আমার, তাকে বড় করেছি যাবতীয়
প্রাচুর্যের মাঝে। আর আমার সুনির্মিত প্রাসাদে আছে তিন কন্যা আমার—
ক্রাইসোথেমিজ, লেইওডিসি, ও আইফিয়ানাসা।° এদের মাঝ থেকে পেলিউসের ১৪৫
ঘরে অ্যাকিলিস নিয়ে যাক যাকেই তার মনে ধরে, কোনো কনে-যৌতুক না
দিয়েই° নিয়ে যাক তাকে। বরঞ্চ আমি তাকে দেব প্রচুর যৌতুক, যতটা কিনা
কোনোদিন কোনো লোক দেয়নি নিজের কন্যাদানের সাথে। তাকে আরও দেব
মনুষ্য-বসতি ভরা সাতটি শহরঃ কারডামিলি, এনোপি ও ঘাসে-ঢাকা হাইরি; ১৫০
পবিত্র ফিরি ও দীর্ঘ পশুচারণভূমির অ্যান্থিয়া; অপূর্ব ঈপিয়া আর দ্রাক্ষালতা-
ঢাকা পিডাসাস।° এগুলি সব সাগরের কাছের শহর, বালুময় পাইলোসের দূরতম
সীমানায় অবস্থান, আর এগুলির প্রতিটিতে থাকে এমন মানুষেরা যারা ভেড়ার
পালে ও গরু-ষাঁড়ে মহা ধনী, এমন মানুষ যারা অ্যাকিলিসকে প্রভূত উপহার
দিয়ে সম্মান জানাবে যেন সে দেবতা কোনো; এবং তার রাজদণ্ডের নীচে ১৫৫
নিজেদের সঁপে দিয়ে, তার বিধিবিধান মেনে চলে, তারা নিজেদের জন্য আনবে
সমৃদ্ধি আরও।

'এই সব কিছু আমি তার জন্য করতে রাজি আছি যদি সে তার ক্রোধের ইতি টানে। আমার বিরোধিতা করা ত্যাগ করতে হবে তাকে। [তোমরা জেনো যে] মৃত্যুদেব হেডিস ত্যাগ করা, ছেড়ে দেওয়া এসবে অক্ষম ও একরোখা, তাই সব দেবতাদের মাঝে নশ্বর মানুষেরা তাকেই ঘৃণা করে সব থেকে বেশি। হ্যাঁ,
১৬০ আমার কাছে অ্যাকিলিস নিজেকে করুক সমর্পণ, কারণ রাজা হিসেবে আমার পদবি তার ওপরের, আর বয়সেও তার বড় আমি, জন্মেছি তার আগে।'

এবার জবাব দিল রথচালক, জেরেনিয়ার নেস্টর :

'অ্যাট্রিউসের সর্বাধিক মহিমান্বিত ছেলে, আগামেমনন, মানুষের রাজা: যুবরাজ অ্যাকিলিসিকে যেসব উপহার দেবার প্রস্তাব দিলে তুমি, কেউ নেই যে তা
১৬৫ উপেক্ষা করতে পারে। আসো এবার তাহলে আমরা এক্ষুনি কজন বাছাই করা দূত পাঠাই পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের তাঁবুটিতে। আর হ্যাঁ, আমি যাদের বাছাই করে নেব, তাদের এই দায়িত্ব পালনে রাজি হতে হবে। আমি প্রথমে বলব ফিনিক্সের° নাম, জিউসের প্রিয় সে, সে-ই হবে দলনেতা। সেই সাথে বিশালদেহী অ্যাজাক্স ও দেবতুল্য অডিসিয়ুস যাবে। আর রাজদূতদের মধ্য থেকে তাদের সাথে ওডিয়াস
১৭০ ও য়ুরিবাটিজ যাবে। হেই, আমাদের হাত ভেজাবার জন্য কেউ পানি নিয়ে আসো, সবাইকে কেউ চুপ হতে বলো পবিত্র নীরবতার মাঝে। আমরা এখন প্রার্থনা রাখব জিউসের প্রতি, ক্রোনাসের পুত্র সে, যাতে আমাদের প্রতি তার সহমর্মিতা থাকে।'

এই ছিল নেস্টরের কথা, সবার কাছেই তা ভালো লাগল শুনে। তখন রাজদূতেরা তাদের হাতে পানি ঢেলে দিল, আর তরুণ যারা আছে তারা পানীয়
১৭৫ দিয়ে সব মিশ্রণ-বাটি ভরে দিল কানায় কানায়। তা নিয়ে তারা সবার কাছে গেল ঘুরে ঘুরে, আর প্রতিটা পেয়ালায় মদ ঢালল কয়েক ফোঁটা করে—দেবতাদের উদ্দেশে। দেবতাদের প্রতি এই মদ ঢালা ও মন ভরে মদপান শেষে তারা রওনা দিল অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের তাঁবু থেকে। রথচালক, জেরেনিয়ার নেস্টর,
১৮০ প্রত্যেকের দিকে পলকে তাকিয়ে, বিশেষ করে অডিসিয়ুসের দিকে, ভালোমতো তাদের বুঝিয়ে দিল সবকিছু, যেন তারা পেলিউসের অতুল্য পুত্র অ্যাকিলিসের মন জয়ের জন্য সর্বোচ্চটুকু করে।

এবার এরা দুজন° চলল জোর কল্লোলিত সাগরের তটরেখা ধরে। এরা মনে মনে আওড়াল পৃথিবী-ধরে-রাখা ধরণী কাঁপানো দেবতা [পসাইডনের] প্রতি বহু তাৎক্ষণিক প্রার্থনা যা আছে, যেন তারা সহজে জিতে নিতে পারে ইয়াকাস বংশের° এ পুত্রটির মহান হৃদয়।

১৮৫ তারা পৌঁছাল মারমিডনদের তাঁবু ও জাহাজবহরের কাছে। দেখল সেখানে অ্যাকিলিস তার আত্মা জুড়িয়ে নিচ্ছে এক স্বচ্ছ-সুর বীণায় সুর তুলে—সুন্দর,

জাঁকাল নকশা করা এক বীণা, তাতে লাগানো রূপার সংযোগদণ্ড একখানা। এটা অ্যাকিলিস নিয়েছে ঈটিয়নের শহর ধ্বংস করে পাওয়া লুটের মাল থেকে। ওতেই আত্মার শান্তি মেটাচ্ছিল সে, গাইছিল যোদ্ধাদের বীরত্বগাথা বিষয়ক গান। তার উল্টোদিকে বসা ছিল শুধু প্যাট্রোক্লাস, নীরবে, অপেক্ষায় সে যে কখন ইয়াকাস ১৯০ বংশের ছেলেটি তার গান শেষ করে।

এরা দুজন এগিয়ে এল কাছে; দেবতুল্য অডিসিয়ুস নেতৃত্বে রয়েছে। এরা থামল তার মুখের সামনে এসে। অ্যাকিলিস লাফিয়ে দাঁড়াল ভারি অবাক হয়ে, তার হাতে ধরা বীণা; আর যে-আসনে সে বসে ছিল তা ছেড়ে এগিয়ে গেল এদের দিকে। আগত মানুষদের দেখে প্যাট্রোক্লাসও দাঁড়াল একইভাবে। এবার ১৯৫ দ্রুত-পা অ্যাকিলিস সম্ভাষণ জানাল দুজনের প্রতি, বলল এই কথা :

'স্বাগত—সত্যিই আমার বন্ধু তোমরা, যারা এখানে এসেছ! নিশ্চয় কোনো জরুরি প্রয়োজন আছে যে তোমরা এখানে, তোমরা যারা গ্রিকদের মাঝে সবচেয়ে প্রিয় আমার, তা সে আমি যত ক্রুদ্ধই থাকি না কেন।'

এই বলে দেবতুল্য অ্যাকিলিস তাদের নিয়ে গেল তাঁবুর ভেতরে, বসালো তাদের গদি-আঁটা আসনের 'পরে, সেগুলির ওপরে রক্তরং চাদর বিছানো ছিল। ২০০ অবিলম্বে অ্যাকিলিস বলল খুব কাছে বসে থাকা প্যাট্রোক্লাসের প্রতি :

'মেনিশাসের ছেলে, আরও বড় একখানা পেয়ালা বসাও এইখানে। একটু কড়া করে মদ বানাও আর প্রত্যেকের জন্য দাও এক পেয়ালা করে। আমার প্রিয়তম মানুষ এই এরা, আজ আমার ছাদের নীচে।'

এই ছিল তার কথা। প্যাট্রোক্লাস প্রিয় সহযোদ্ধার কথামতো করল সবকিছু। ২০৫ সে আগুনের আলোর ভেতরে ছুড়ে দিল একখানা মাংসের-ট্রে, ওর ওপরে রাখল এক ভেড়ার পেছনভাগ, পুরুষ্ট এক ছাগ এবং এক বড় শূকরের নিতম্বের নিম্নভাগ, চর্বিতে ভরপুর। অটোমেডন অ্যাকিলিসের জন্য এগুলো ধরে থাকল তার হাতে আর দেবতুল্য অ্যাকিলিস লেগে গেল মাংস কাটায়। সে যত্ন করে ফালি করল সব মাংস আর শিকে বিঁধল খণ্ডগুলি। তখন মেনিশাসের ছেলে ২১০ [প্যাট্রোক্লাস], দেবতাদের সমান একজন, আগুন তাতিয়ে দিল আরও ওপরের দিকে। কিন্তু আগুন জ্বলে জ্বলে নিভে এলে পরে, আগুনের শিখা ঝিমিয়ে এলে পরে, সে জ্বলন্ত কয়লা ছড়িয়ে দিল আর তার ওপর রাখল শিকগুলি। ঠেকনার গায়ে সে এবার বসাল সব শিক আর পবিত্র নুন ছিটিয়ে দিল মাংসের টুকরোর 'পরে। এভাবে প্যাট্রোক্লাসের যখন মাংস ঝলসানো শেষ, বারকোশের ওপরে সে ২১৫ রাখল ওদের। এবার সে নিয়ে এল রুটি, টেবিলের ওপরে সুন্দর ডালায় জলদি রাখল ওইগুলি। তখন অ্যাকিলিস ব্যস্ত মাংস [ভাগ করা] নিয়ে। অ্যাকিলিস নিজে গিয়ে বসল অডিসিয়ুসের উল্টো দিকে, অন্য দেওয়ালের পাশে, আর তার সহযোদ্ধা প্যাট্রোক্লাসকে আদেশ দিল দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ জানাবার।

২২০ প্যাট্রোক্লাস, ধর্মাচার মেনে, আগুনে ছুড়ে দিল প্রথম পোড়া টুকরোগুলি। এবার তারা হাত বাড়াল তাদের সামনে পড়ে থাকা, প্রস্তুত, উপাদেয় খাদ্যের দিকে। তবে যেই তাদের খাদ্য ও পানীয়ের বাসনা নিবৃত্ত হলো, অ্যাজাক্স মাথা নাড়ল ফিনিক্সের উদ্দেশে। দেবতুল্য অডিসিয়ুস ধরে ফেলল এই সংকেত, একটা পেয়ালা সে মদে পূর্ণ করে অ্যাকিলিসের প্রতি শুভকামনা জানাল এই বলে :

২২৫ 'তোমার সুস্বাস্থ্য, ও অ্যাকিলিস! সমান ভাগে দেওয়া ভোজে আমাদের কমতি হয়নি কোনো, না অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের তাঁবুতে, না এখন তোমার এইখানে। কারণ এখানে আমাদের হৃদয় তৃপ্ত হওয়ার মতো খাদ্য-খাবার প্রচুর আছে। তবে মজাদার ভোজ বিষয়ক কিছু নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই—নাহ্, জিউস-প্রতিপালিত তুমি [অ্যাকিলিস], আমাদের সামনে আজ দেখছি চরম বিনাশ, আমরা সন্ত্রস্ত বড়। সন্দেহ আছে—যতক্ষণ না তুমি গায়ে চড়াচ্ছ তোমার ২৩০ পরাক্রমের সাজ—আমরা রক্ষা করতে পারব কি ঐ বেঞ্চিপাতা জাহাজগুলি, নাকি তারা নিশ্চিহ্ন হবে। জাহাজবহর ও প্রাচীরের একদম কাছে তেজস্বী-হৃদয় ট্রোজানবাহিনী ও তাদের দূরাবধি খ্যাতিমান মিত্রগণ শিবির গেড়েছে, পুরো বাহিনী জুড়ে জ্বালিয়েছে অগ্নিকুণ্ড বহু। ওদের বিশ্বাস ওদের আর ঠেকাবার ক্ষমতা ২৩৫ কারও নেই, ওরা আমাদের কালো জাহাজবহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই। আর ক্রোনাসপুত্র জিউস তার বজ্রচমক ডানদিকে ছুড়ে ওদের প্রতি দিচ্ছে অনুকূল সংকেত। হেক্টর তাই বিজয়োল্লসিত, প্রচণ্ড গজরাচ্ছে সে নিজের শক্তিতে। জিউসের সংকেতে বিশ্বাস রেখে সে কোনো শ্রদ্ধা-সম্মান না রাখছে মানুষের প্রতি, না দেবদের। ওহ্, কী প্রবল এক পাগলামি পেয়ে বসেছে তাকে! তার ২৪০ প্রার্থনা যত দ্রুত সম্ভব উদয় হোক পবিত্র ভোর, তখন—সে ঘোষণা রেখেছে—আমাদের জাহাজগুলির পেছনের দিকে খুঁটির মাথায় সর্বোচ্চ যে চূড়াগুলি আছে সেগুলি সে কুপিয়ে কেটে নেবে, আর সর্বগ্রাসী আগুনে সোজা পোড়াবে জাহাজবহর, এবং ওসবের মাঝখানে কচুকাটা করবে গ্রিকদের যারা তখন ধোঁয়ার কারণে থাকবে হতবিহ্বল খুব। আমার বুকের মাঝে সবচেয়ে বড় ভয় এই-ই: ২৪৫ মনে হচ্ছে দেবতারা তার দম্ভোক্তিগুলো বাস্তবে রূপ দেবে, আর তখন আমাদের নিয়তি হবে এখানে ট্রয়ে—ঘোড়া-চড়ে-বেড়ানো আর্গজ থেকে বহু দূরে – নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া শুধু।

'নাহ্, ওঠো এবার, মানে যদি এই শেষবেলায় এসেও মনে মনে চাও যে ট্রোজানদের যুদ্ধ-নিনাদ থেকে বাঁচাবে গ্রিক সন্তানদের, যারা দেহে-মনে ক্লান্ত বিরাট। এর পরে তোমার নিজেরই খুব আক্ষেপ হবে, সর্বনাশ একবার ঘটে ২৫০ যাবার পরে যেহেতু তার প্রতিকার নেই কোনো। খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগে তুমি একটু ভেবে দ্যাখো কী করে সম্ভব গ্রিকদের সেই সর্বনাশা দিন থেকে দূরে রাখা। প্রিয় বন্ধু আমার, তোমার পিতা পেলিউস নিশ্চিত এটাই আদেশ

দিয়েছিল তোমাকে সেদিন, যেদিন সে তোমাকে ফিথাইয়া থেকে পাঠাল আগামেমননের কাছে : "পুত্র আমার, যদি অ্যাথিনা ও হেরা চায় তো তোমাকে ওরা শক্তি দেবে জানি। কিন্তু তুমি তোমার বুকের ভেতরে তোমার গর্বিত ২৫৫ মনোভাব লাগাম দিয়ে রেখো, কারণ অমায়িক মানসিকতাই সব থেকে ভালো। আর নিজেকে দূরে রেখো কলহের থেকে, সে অনিষ্টের পরিকল্পনাকারী—তাহলেই দেখবে তোমাকে তরুণ ও প্রবীণ সকল গ্রিক কীভাবে আরও বেশি শ্রদ্ধা করে।"

'তোমার প্রতি এসবই ছিল ঐ বৃদ্ধ মানুষটির কথা, কিন্তু তুমি সেসব ভুলে গেলে। ছাড়ো এবার, এই এখনও যদি পারো, নিজেকে ছাড়িয়ে নাও তোমার ২৬০ তেতো ক্রোধ থেকে। তোমার জন্য আগামেমনন উপযুক্ত উপঢৌকনের ঘোষণা দিয়েছে, মানে যদি তুমি তোমার ক্রোধ এইবার পরিহার করো। নাহ্ আসো, আমি কী বলি তা শোনো। আমি তোমাকে বলব সব উপঢৌকনের কথা যা আগামেমনন তার শিবিরে প্রতিজ্ঞা রেখেছে তোমাকে দেবে বলেঃ আগুন ছোঁয়নি এমন সাতটা তেপায়া; দশ ট্যালেন্ট ওজনের সোনা; দীপ্তি ছড়ানো বিশখানা ২৬৫ বিশাল কড়াই; ঘোড়দৌড়ে জেতা বারোটি শক্তিমান ঘোড়া, যারা তাদের দ্রুততার জোরে পুরস্কার জিতেছে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতাতে। সেই লোকের তো যুদ্ধে-লুণ্ঠিত জিনিসের অভাব হবে না, দামী স্বর্ণভাণ্ডারেরও কমতি হবে না কোনো, যে কিনা ততখানি সম্পদ পাবে যতখানি আগামেমননকে জিতে এনে দিয়েছে তার অশ্বদল, তাদের ক্ষিপ্রতার গুণে। আর আগামেমনন তোমাকে আরও দেবে সাতজন নারী, যারা নিখুঁত হাতের কাজে দক্ষ বড়, যারা লেসবোসের মেয়ে। ২৭০ যেদিন তুমি নিজে দখল করেছিলে সুনির্মিত লেসবোস, সে [আগামেমনন] এদের বেছে নিয়েছিল লুণ্ঠিত ভাণ্ডার থেকে, এরা রূপের বিচারে অন্য সব নারী থেকে ওপরের বটে। এদের সে তুলে দেবে তোমার হাতে, আর এদের মধ্যে থাকবে সেই মেয়েটিও যাকে সে সেদিন কেড়ে নিয়ে গেছে, অর্থাৎ ব্রাইসিউজের কন্যাটিও। অধিকন্তু আগামেমনন এক বিরাট শপথ নেবে, তার দিব্য করে জানাবে যে সে কখনো যায়নি ঐ মেয়ের বিছানাতে, কোনো নষ্টামি করেনি তার ২৭৫ সাথে, যেমনটা কিনা—ও রাজা—নারী ও পুরুষের মধ্যে ঘটা স্বাভাবিক বটে। এসব উপহার অবিলম্বে তোমার হাতে তুলে দেওয়া হবে। আর এরপর যদি দেবতারা আমাদের প্রায়ামের বিশাল শহর গুঁড়িয়ে দিতে দেয়, তখন তুমি সেখানে—যখন আমরা গ্রিকরা ভাগাভাগি করব লুণ্ঠিত মাল—যেয়ো, সোনা ও ব্রোঞ্জ জড়ো করে ভরে নিয়ো তোমার জাহাজ, সেই সাথে নিজের ভোগে বেছে ২৮০ নিয়ো বিশ ট্রোজান সুন্দরী যারা গ্রিক হেলেনের পরই সর্বাপেক্ষা রূপসী নারী। আর যদি আমরা ফিরতে পারি গ্রিক আর্গজে, সবচে সমৃদ্ধশালী ঐ দেশ, তখন তুমি আগামেমননের জামাতা হবে, সে তোমাকে মর্যাদা দেবে অরেসটিজের সমান সমান—অরেসটিজ, অনেক ভালোবাসার পুত্র সে তার, যাবতীয় প্রাচুর্যে ২৮৫

লালিত। আগামেমননের সুগঠিত প্রাসাদে রয়েছে তার তিন কন্যাসন্তান—ক্রাইসোথেমিজ, লেইওডিসি ও আইফিয়ানাসা। এদের মাঝ থেকে তুমি [তোমার পিতা] পেলিউসের ঘরে নিয়ে যেতে পারো যাকেই তোমার ভালো লাগে—কোনো কনে-যৌতুক প্রদান ছাড়াই, উল্টো তোমাকে আগামেমনন দেবে প্রচুর ভালো
২৯০ যৌতুক, যতখানি আজ অবধি কেউ কাউকে দেয়নি তার কন্যার সাথে। আর সে তোমাকে দেবে মানুষে-ভরা সাতটি শহর : কারডামিলি, এনোপি ও হাইরি, ঘাসে-আচ্ছাদিত; পবিত্র ফিরি ও গভীর পশুচারণভূমি আবৃত অ্যান্‌থিয়া; অপূর্ব ঈপিয়া ও দ্রাক্ষালতা-ঢাকা পিডাসাস। সাগরের নিকটবর্তী সব শহর এগুলি,
২৯৫ বালুময় পাইলোসের দূরতম সীমায় অবস্থিত; সেখানে থাকে ভেড়ার পালে ও গরু-ষাঁড়ে ধনী মানুষেরা, এমন মানুষ যারা তোমাকে মর্যাদা জানাবে প্রভূত উপহার দিয়ে, যেন তুমি দেবতা কোনো, আর তোমার রাজদণ্ডের নীচে থেকে তারা তোমার আদেশ নির্দেশের পূর্ণতা ঘটাবে সমৃদ্ধি অর্জনের সাথে। এই সব কিছু আগামেমনন এনে দেবে তোমার উদ্দেশে, শুধু যদি তুমি তোমার ক্রোধের
৩০০ ইতি টানো। কিন্তু যদি অ্যাট্রিউসপুত্রের প্রতি তোমার ভয়ংকর ঘৃণা অনেক বেশি হয়ে থাকে, সে এবং তার এসব উপহারেরও বেশি, তাহলে অন্তত বাকি গ্রিকদের প্রতি দয়া তো থাকবে তোমার, নাকি? শিবির থেকে শিবির জুড়ে তারা আজ ভয়ানক দুর্ভোগে আছে। তারা সবে তোমাকে সম্মান দেবে এতটাই যেন তুমি কোনো দেব। নিশ্চিত তুমি তাদের চোখে লাভ করবে বিশাল মহিমা; কারণ এখন তুমি সোজা হেক্টরকেই খুন করতে পারো,° যেহেতু সে তার সর্বনাশা
৩০৫ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে চলে এসেছে তোমার অতি কাছে—হুঁ, তার বিশ্বাস জাহাজে চড়ে এখানে আসা গ্রিকদের মাঝে তার সমকক্ষ একজনও নেই।'

তখন এর জবাবে তাকে বলল দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস :

'জিউস-বংশজাত লেয়ারটিজের ছেলে, অনেক ছলাকলায় দড় অডিসিয়ুস তুমি। দেখছি যে এখন সত্যি দরকার আমার কথাগুলি সোজাসাপটা বলা—মানে
৩১০ আমি যেভাবে দেখছি এসব, আর যেভাবে আমি চাই সব সম্পন্ন হোক, যাতে করে এখানে আমার এই পাশে ও ওই পাশে তোমরা মিলে বসে এই নিরন্তর বকবকানি না চালাও আর। আমি সেই লোককে ততখানি ঘৃণা করি যতটা করি হেডিসের মৃত্যুপুরীর দরজাকে, যে লোক মনের ভেতরে লুকিয়ে রাখে এক কথা আর মুখে বলে এক।° নাহ, আমাকে বলতেই হচ্ছে সেই কথা যেটা আমার ধারণায় সবচেয়ে উত্তম [বলা] :

৩১৫ 'আমি মনে করি অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন কিংবা গ্রিকরা কেউ সফল হবে না আমার মনজয়ের কাজে। কারণ আমার কাছে এটা এখন সাফ যে শত্রুর সাথে বিরতিহীন যুদ্ধ করে যাওয়ার বিনিময়ে কোনো ধন্যবাদ পাওয়ার আশা

বৃথা। দেখেছি যে, যে লোক ঘরে বসে থাকে আর যে সর্বোচ্চটুকু দিয়ে যুদ্ধ করে যায়, তাদের প্রাপ্য ভাগ একই হয়, কাপুরুষ ও সাহসীর সম্মান একই হয়ে থাকে। এবং অলস ও অনেক পরিশ্রমী—দুজনেরই কাছে মৃত্যু ঐ একইভাবে ৩২০ আসে। এসবের থেকে আমার তো লাভ হয়নি কোনো—এই যে আমি সর্বদা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে গিয়ে বুকে কতো ব্যথা সয়ে গেছি। যেভাবে কোনো পাখি ঠোঁটে করে খাদ্যকণা যা খুঁজে পায় তা আনে তার ডানাহীন পাখি-বাচ্চার কাছে, কিন্তু নিজের ভাগ্যে রাখে শুধু না খেয়ে থাকা, আমিও তেমনই—যখন আমি বহু রাতের পরে রাত নির্ঘুম পার করে গেছি, রক্তাক্ত একেকটা দিন পার ৩২৫ করেছি যুদ্ধের মাঝে, শত্রু-সেনাদের সাথে লড়ে গেছি অন্যের স্ত্রীদের হেতু।[৩]

'এই উর্বরা ট্রয় দেশ জুড়ে, জেনে রাখো, বারোটি মনুষ্য-শহর আমি ধ্বংস করেছি জাহাজে চড়ে গিয়ে আর এগারোটি পায়ে হেঁটে। এদের সবকটা থেকে আমি নিয়েছি অনেক ভালো সব লুটের জিনিস, এবং সবকিছু সর্বদা এনে ৩৩০ দিয়েছি অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের হাতে। সে কিন্তু যুদ্ধে যায়নি, থেকে গেছে তার দ্রুতছোটা জাহাজবহরের পাশে। তবে মালগুলি সে নিয়েছে ঠিকই—এর ছোট একটা অংশ শুধু দিয়েছে ভাগ করে, আর সিংহভাগ রেখেছে নিজের কাছে। যা কিছু সে সেরা যোদ্ধা ও রাজাদের দিয়েছে পুরস্কাররূপে, সেগুলো তাদের কাছে ঠিকঠাক নিরাপদেই আছে। কিন্তু গ্রিকদের মাঝে একা শুধু ৩৩৫ আমারই পুরস্কার সে নিয়েছে কেড়ে—আমার স্ত্রীকে, আমার হৃদয়ের প্রিয়তমাকে[৪] জোর করে রেখেছে নিজের কাছে। বেশ, যাক সে শুয়ে থাকুক [ব্রাইসিয়িসের] পাশে, আনন্দ যা নেবার নিক।

'কিন্তু বলো গ্রিকদের কেন অতি অবশ্যই যুদ্ধ বাধাতে হবে ট্রোজানদের সাথে? কেন সে জড়ো করেছে ও এখানে নিয়ে এসেছে তার সৈন্যবাহিনী, এই অ্যাট্রিউসপুত্র, কেন? এটা কি শুধু মোহিনীকেশ হেলেনের জন্যই নয়? তার মানে নশ্বর মানুষদের মাঝে শুধু কি এই অ্যাট্রিউসপুত্রেরাই আছে যারা তাদের ৩৪০ স্ত্রীদের ভালোবাসে? না, প্রত্যেক ভালো ও সংবেদনশীল লোকই ভালোবাসে তার স্ত্রীকে, সে সযত্নে হৃদয়ে লালন করে তাকে। তেমনই আমি আমার হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে ভালোবেসেছিলাম ব্রাইসিয়িস মেয়েটিকে, হতে পারে সে আমার বল্লমে জয় করা সামান্য এক যুদ্ধবন্দীই ছিল, তবু। কিন্তু এখন, এটুকু দেখার পরে যে আগামেমনন আমার বাহুবন্ধন থেকে আমার পুরস্কার কেড়ে নিয়ে গেছে, প্রতারণা করেছে আমার সাথে—কোনো প্রশ্নই আসে না তার আমাকে লোভ দেখাবার; আমি তাকে খুব ভালোভাবে চিনি। আমাকে রাজি ৩৪৫ করানোর ক্ষমতা তার নেই।

'না, অডিসিয়ুস, তোমাকে ও অন্য যুবরাজদের সাথে নিয়ে আগামেমননই ভেবে বের করুক কীভাবে জাহাজগুলি সে বাঁচাবে সর্বগ্রাসী আগুনের হাত থেকে।

বস্তুত আমার সাহায্য ছাড়াই সে তো অনেক কিছু করতে পেরেছে। জানি তো, এক দেওয়াল বানিয়েছে আর তার পাশে খুঁড়েছে গর্ত মতো কিছু, প্রশস্ত ও বেশ
৩৫০ বড়, আর তার মধ্যে সে পুঁতে দিয়েছে অনেক সুক্ষ্ম-আগার লাঠি। হায়, তাতেও সে পেরেছে কি মানুষ-জবাই-দেওয়া হেক্টরের প্রতাপ আটকাতে? হাহ্, যদ্দিন আমি ছিলাম যুদ্ধের মাঠে, গ্রিকদের সাথে, হেক্টর তো কখনো ভাবেনি ট্রয়ের দেওয়াল ছেড়ে দূরে এইখানে যুদ্ধে লড়ার কথা। তখন তো সে কেবল সিয়ান তোরণ আর ওই ওক-গাছ অবধিই আসার সাহস পেত—যদিও একবার আমার জন্য সে অপেক্ষা করেছিল একা দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়বে বলে° আর পরে কোনোমতে
৩৫৫ বেঁচেছিল আমার আক্রমণের হাত থেকে।

'কিন্তু এখন আর আমার কোনো ইচ্ছা নেই দেবতুল্য হেক্টরের সাথে লড়াই করার। আগামিকাল আমি পশুবলিদান দেব জিউস ও অন্যসব দেবতার নামে, আর আমার জাহাজবহরে মাল তুলে জাহাজ নামাব সাগরে। তখন দেখবে তোমরা সকলে, যদি দেখার ইচ্ছা থাকে, যদি সেই দেখার ব্যাপারে আগ্রহ থাকে
৩৬০ কোনো, যে আমার জাহাজবহর খুব ভোরে পাল তুলে পাড়ি দিচ্ছে মাছে-ভরা হেলেস্পন্ট প্রণালী, এবং সেই জাহাজগুলোয় মানুষেরা পরিশ্রমী হাতে দাঁড় টেনে যাচ্ছে আগ্রহী মনে। আর যদি ভূমিকম্প-আনা বিখ্যাত দেব [পসাইডন] আমাকে দেয় নির্বিঘ্নে সাগরপাড়ির ভাগ্যটুকু, তাহলে তৃতীয় দিনেই আমি পৌঁছে যাব অনেক-উর্বরা ফিথাইয়ার° জমিনের কাছে। ওখানে আমার প্রভূত ধনসম্পদ ছেড়ে আমি এখানে এসেছিলাম অপয়া-অলক্ষুণে পথ পাড়ি দিয়ে। আর এখন এখান
৩৬৫ থেকে যা কিছু নিয়ে যাব তাতে আমার সম্পদের বৃদ্ধিই হবে আরও: সোনা ও লাল ব্রোঞ্জ, কমনীয়-কাঁচুলি পরা নারী ও ধূসর রং লোহা—মানে যা কিছু আমার ভাগে এসেছে সাধারণভাবে। কিন্তু আমার আসল পুরস্কার যা সে আমাকে দিয়েছিল, তা সে ফিরিয়ে নিয়েছে নিজের উদ্ধত অহংকার থেকে, ঐ আগামেমনন, অ্যাট্রিউসের ছেলে।

'তোমরা সবাই প্রকাশ্যে বলো গিয়ে তাকে, বলো আমি যা যা বললাম সব,
৩৭০ যাতে অন্য সব গ্রিকও তার প্রতি সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, মানে যদি সে অন্য কোনো গ্রিককেও একদিন ঠকানোর আশা পোষণ করে থাকে। আমি সাফ সাফ দেখছি যে তার পরনে নির্লজ্জতার পোশাক চিরকালই। তারপরও আমার মুখের দিকে তাকানোর সাহস তার নেই, যদিও, দ্যাখো, তার মুখখানা ঠিক কুকুরের মতো। তার সঙ্গে মিলে আমি না করব কোনো মন্ত্রণা, না কোনো কাজ; কারণ চরমভাবে
৩৭৫ আমাকে ধোঁকা দিয়েছে ওই লোক, পাপ করেছে আমার প্রতি। আর কোনোদিন সে আমাকে গলাতে পারবে না তার কথা দিয়ে; অতীতে সে যা করেছে তা-ই যথেষ্ট বটে। নাহ, চুলায় যাক সে তার ইচ্ছেখুশি মতো। আমি তো দেখছি মন্ত্রণাদাতা জিউস কীভাবে তার বোধবুদ্ধি সব কেড়ে নিয়েছে পুরোপুরি।

'তার ওসব উপহার ঘৃণা করি আমি, আমার কাছে ও সবের মূল্য একটা চুলের সমান। তার এখন যা সম্পদ আছে, যদি সে আমাকে সেটার দশগুণ, না, ৩৮০ বিশগুণও দেয়, কিংবা তার সাথে যোগ করে অন্যখান থেকে পাবে এমন আরও কিছু, কিংবা আরকোমেনোস-এর ভাণ্ডারে ঢোকা সব সম্পদ, কিংবা যা যায় মিশরের থিবজ্-এ, যেখানে মানুষের বাড়িতে সম্পদ রাখা আছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে°—থিবজ্, সেই একশত তোরণের শহর যার প্রতিটা তোরণের মাঝ দিয়ে যেতে পারে দুইশো মানুষ, তাদের রথ ও ঘোড়াগুলিসহ—নাহ্, সে যদি আমাকে বালি ও ধুলোর সমসংখ্যায় উপহারও দেয়, তারপরও আগামেমনন ৩৮৫ আমাকে রাজি করাতে পারবে না, যতদিন না সে আমার হৃদয়-ক্ষত-করা এই অবমাননার মূল্য পুরোপুরি দিচ্ছে শোধ।

'আমি অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না, সেই মেয়ে যদি সোনালি আফ্রোদিতির সাথে রূপের পাল্লায় নামার মতো হয় তবু, কিংবা সে যদি হাতের কাজে উজ্জ্বলনেত্র দেবী অ্যাথিনার সমকক্ষ ৩৯০ হয়ে থাকে, তবু তাকে বিয়ে করব না আমি। আগামেমনন বরং পছন্দ করে নিক অন্য কোনো গ্রিক যুবক, যে কিনা পদবিতে তার সমান কেউ, আর আমার চেয়ে রাজতুল্য বেশি। যদি দেবতারা আমাকে রক্ষা করে আর আমি বাড়ি ফিরতে পারি, তাহলে, আমি নিশ্চিত, পেলিউস নিজে গিয়ে আমার জন্য কনে আনবে খুঁজে। হেলাস° ও ফিথাইয়া জুড়ে অনেক গ্রিক কুমারী মেয়ে ৩৯৫ আছে, ওরা শহর সুরক্ষা দেওয়া গোত্রপতিদের মেয়ে—এদের মধ্য থেকে আমি যাকে খুশি বেছে নিয়ে পারব আমার প্রিয় বধূ করে নিতে। বহুবার এমন হয়েছে যে আমার গর্বোন্নত মন চেয়েছে ওখানেই কাউকে বিয়ে করে স্ত্রী বানাই, বানাই লাগসই জীবনসঙ্গী কোনো, আর বৃদ্ধ পেলিউসের অর্জিত ধনসম্পদ ভোগের খুশি নিই। ৪০০

'আমার চোখে আজ এমন কিছু নেই যার মূল্য জীবনের সমান হতে পারে—এমনকি সব সম্পদ যা লোকে বলে একদিন ইলিয়াম নগরীর ছিল, মানুষে-ভরা ঐ নগরদুর্গের ছিল আগের সেই শান্তির দিনে, গ্রিক সন্তানেরা এখানে পা রাখার আগে; কিংবা সেই সবকিছু যা পাহাড়ি পাইথো-তে° তীরন্দাজ ফিবাস অ্যাপোলো ৪০৫ আগলে রেখেছে তার মার্বেল-নির্মিত প্রবেশদ্বার অভ্যন্তরে। আক্রমণ করে লুটে তো নেওয়াই যায় গবাদিপশু ও মোটা ভেড়ার পাল; নিজের করে নেওয়াই যায় অনেক তেপায়া, বাদাম রঙ বহু ঘোড়া। কিন্তু যদি কোনো মানুষের জান একবার বেরিয়ে যায় তার দাঁতপাটির দরোজাপথ দিয়ে, তাকে আর ফেরানো যায় না কোনো আক্রমণ করে, কোনো লুটতরাজে জিতে।

'আমার মা, থেটিস, রুপালি-পা দেবী, বলেছে যে দুই নিয়তি আমাকে টেনে ৪১০ নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর অনিবার্য ধ্বংসের দিকে° : যদি আমি এখানে থেকে যাই আর

লড়ে যাই ট্রোজানদের শহরের পাশে, তাহলে আমি হারাব আমার ঘরে-ফেরা, কিন্তু [সেক্ষেত্রে] আমার খ্যাতি হয়ে থাকবে অক্ষয়; আর যদি আমি ফিরে যাই আমার পিতৃভূমির কাছে, তাহলে হারাব আমার মহিমান্বিত খ্যাতি, তবে
৪১৫ [সেক্ষেত্রে] আমার জীবন দীর্ঘায়ু হবে, মৃত্যুর অনিবার্য ধ্বংস অকালে আসবে না আমার সন্নিকটে।

'হাহ্! আমি তোমাদের সবাইকে উৎসাহ দেব পাল তুলে বাড়ি ফিরে যেতে। কারণ দেখছি যে উঁচু ইলিয়াম জয়ের লক্ষ্য তোমাদের অর্জনের আর আশা নেই কোনো, যেহেতু জিউস, দূরব্যাপী বজ্রচমক তোলা দেব, তার নিজ হাত বাড়িয়ে
৪২০ দিয়েছে ইলিয়ামের ওপরে, সেখানের লোকেরা এখন সাহসে পরিপূর্ণ আছে।

'অতএব তোমরা ফিরে চলে যাও তোমাদের পথে। আমার বার্তা জানিয়ে দাও গ্রিক গোত্রপতিদের কাছে, যেহেতু [সেটা জানা] ঐ প্রবীণদের অধিকারের মধ্যে পড়ে—যাতে করে তারা তাদের মনে এর চেয়ে ভালো অন্য কোনো পরিকল্পনা এঁটে নিতে পারে, এমন কোনো কিছু যা কিনা বাঁচাবে তাদের
৪২৫ জাহাজগুলি, আর সুগোল-জাহাজের পাশে থাকা গ্রিকবাহিনীকে। আমার তীব্র ক্রোধের কারণে, এই যে পরিকল্পনা তারা এঁটেছে তাতে আমি দেখছি কোনো ফল লাভ হবার নয়। তবে ফিনিক্স থেকে যাবে এখানে আমাদের সাথে, এখানে ঘুমাবে সে [আজ রাতে], যাতে করে আগামি দিন আমার জাহাজে সে সাথে আসতে পারে প্রিয় পিতৃভূমি যাবার যাত্রায়, মানে যদি সে সেটা চায়। তাকে আসতে বাধ্য করব না আমি।'

৪৩০ এ-ই বলল সে, তারা সবাই তা শুনে নীরবতায় নিশ্চুপ হলো। তারা অত্যন্ত বিস্মিত হলো তার কথা শুনে, কারণ অত্যধিক প্রচণ্ডতা নিয়ে সে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের। কিন্তু অবশেষে তাদের মাঝে কথা বলে উঠল ফিনিক্স, প্রবীণ অশ্বচালক; ফেটে পড়ল সে কান্নার মাঝে, কারণ গ্রিকদের জাহাজবহর নিয়ে তার মধ্যে আতঙ্ক প্রবল :

'মহামহিম অ্যাকিলিস, তুমি যদি সত্যি মনস্থির করে থাকো বাড়ি ফিরে
৪৩৫ যাবে, আর আমাদের দ্রুতচারী জাহাজবহর সর্বগ্রাসী আগুন থেকে বাঁচাবার তোমার সত্যি যদি কোনো আগ্রহ না থাকে, যদি ক্রোধ তোমার হৃদয় অতখানিই অধিকার করে রাখে, তাহলে আদরের বাছা আমার, আমি কী করে এখানে পড়ে থাকব তোমাকে ছাড়া, একদম একা? বৃদ্ধ রথচালক পেলিউস আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিল সেদিন, যেদিন সে তোমাকে পাঠায় ফিথাইয়া থেকে
৪৪০ আগামেমননের কাছে। সেদিন স্রেফ এক শিশু ছিলে তুমি, অশুভ যুদ্ধ বিষয়ে তখনও জানো না কিছুই; জানো না কী করে যুক্তি-তর্ক করতে হয় জমায়েতে, যেখানে মানুষেরা বিশিষ্টতা লাভ করে। এ-কারণে সে আমাকে পাঠায় তোমাকে

এসব শিক্ষা-দীক্ষা দিতে, যেন তুমি এক বাগ্মী পুরুষ ও একইসাথে কাজেরও লোক হয়ে ওঠো। সেহেতু, আদরের বাছা, আমার ইচ্ছা নেই এখানে তোমাকে ছেড়ে একা পড়ে থাকা; নাহ্, এমনকি যদি কোনো দেবতা শপথ করে আমার　৪৪৫ থেকে আমার বার্ধক্য তুলে নেবে, আমাকে দেবে যৌবনের বল, মানে যেমনটা আমি ছিলাম যেদিন প্রথম সুন্দর মেয়েদের দেশ হেলাস ছাড়ি—তবুও নয়।

'আমি পালিয়েছিলাম আমার পিতা, ওরমেনাসের ছেলে, অ্যামিনটরের সাথে ঝগড়া করে। আমার ওপর সে মহা খেপেছিল তার মোহিনীকেশ রক্ষিতার কারণে; ওকেই চাইত সে সর্বদা, এবং অসম্মান করত তার স্ত্রী, অর্থাৎ আমার মাকে। মা　৪৫০ তাই অনবরত আমার হাঁটু ধরে আমাকে অনুনয় জানাত আমি যেন ঐ মহিলার সঙ্গে গিয়ে শুই, যাতে করে ঐ মহিলা বুড়োটাকে [পিতাকে] আর পছন্দ না করে। আমি মা-র কথা শুনলাম, করলাম তার কথামতো, কিন্তু অবিলম্বে আমার পিতা সে কথা জেনে গেল, প্রচণ্ড গালমন্দ করল আমাকে। তারপর সে জঘন্য দেবী এরিনিয়েস°-এর উদ্দেশে প্রার্থনা রাখল যেন আমার ঔরসজাত কোনো পুত্র　৪৫৫ কোনদিন তার হাঁটুতে না বসতে পারে। দেবতারা পূর্ণ করল তার অভিশাপ—পাতালপুরের দেব জিউস ও ভয়ংকর পারসিফোনি, দুজনই।

['আমি তখন পরিকল্পনা আঁটি নিজের পিতাকে ধারাল ব্রোঞ্জের আঘাতে বধ করব বলে। কিন্তু অমর দেবতাদের একজন সেই ক্রোধ থেকে আমাকে নিবৃত্ত করে, সে বোঝায় তাহলে কী বলবে লোকে এবং কীভাবে তারা ভর্ৎসনা জানাবে—অর্থাৎ কেন আমার উচিত হবে না গ্রিকদের মাঝে পিতৃ-হন্তারক রূপে　৪৬০ পরিচিত হওয়া।]°

'এরপরে আর আমার বুকের মাঝে হৃদয় কোনোভাবে সায় দিল না ক্ষুব্ধ পিতার ঘরে একদিনও থাকার। আমার বন্ধুরা ও পরিবার পরিজন, স্বাভাবিক, আমাকে অনেক অনুরোধ করল ও বাড়িতেই থেকে যেতে। অনেক মোটাতাজা　৪৬৫ ভেড়া ও বাঁকা শিং, পা-টেনে-চলা গরু জবাই দিল তারা, সেইসাথে চর্বিতে ভরা অনেক শূকর টানটান বেঁধে ঝলসাল হেফিস্টাসের আগুনশিখায়,° আর প্রচুর মদ খাওয়া হলো বৃদ্ধ লোকটার বহু দীর্ঘপাত্র খালি করে।

'নয় রাত ধরে, সারারাত, তারা ঘুমাল আমার শরীরের পাশে; পালা করে　৪৭০ আমাকে পাহারা দিয়ে গেল। তারা আগুন নিভতে দিল না একবারও—একটা আগুন জ্বলল মজবুত দেওয়াল ঘেরা উঠোনের দহলিজে, অন্যটা আমার ঘুম-ঘরের দরজার বাইরে বারান্দাতে। তারপর যখন আমার ওপরে এল দশমরাত্রির ঘন অন্ধকার, আমি ভেঙে ফেললাম ঘরের নিবিড়-লাগানো দরজার বাধা, সহজে　৪৭৫ লাফিয়ে পার হলাম উঠোনের পাশের দেওয়াল—পাহারাদার ও ক্রীতদাসীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে। এরপর আমি পালাতে লাগলাম হেলাসের বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে—দূর থেকে দূরে। শেষে পৌঁছালাম অনেক উর্বরা ফিথাইয়ার দেশে, ভেড়ার পালের

মাতা সেই দেশ—এলাম রাজা পেলিউসের কাছে। সে আমাকে দ্বিধাহীন চিত্তে
৪৮০ বরণ করে নিল, সযত্নে লালন করল যেভাবে কোনো পিতা তার একমাত্র পুত্রকে করে, অনেক-আদরের পুত্র যে তার বিশাল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী হবে। আমাকে ধনী বানাল পেলিউস, আমার হাতে তুলে দিল অনেক মানুষ। আমি ঘাঁটি গাড়লাম ফিথাইয়ার সর্বদূরের সীমানাতে, ডোলোপিয়ান মানুষদের° শাসক হলাম আমি।

৪৮৫ 'এরপর আমি তোমাকে বড় করে তুলি, ও দেবতুল্য অ্যাকিলিস, আজ তুমি যা সেইরূপে। তোমাকে ভালোবেসে ফেললাম হৃদয়ের থেকে—তুমি তখন অন্য কারো সাথে যেতে চাইতে না কোনো ভোজে, কিংবা বাড়িতে কোনো মাংস মুখে তুলতে না, যতক্ষণ না আমি তোমাকে হাঁটুতে বসিয়ে প্রথমে তোমার জন্য স্বাদু টুকরোগুলি কেটে তা খাইয়ে দিচ্ছি ও মদের পেয়ালা তুলে ধরছি তোমার
৪৯০ ঠোঁটে। প্রায়ই হতো যে তুমি আমার বুকের ঢিলে জামা ভিজিয়ে দিচ্ছ মুখ থেকে লালা ঝরিয়ে মদ ফেলে, তোমার শিশুতোষ অসহায়ত্ব ছিল সেটা। এভাবে তোমার জন্য অনেক কষ্ট করেছি, অনেক শ্রম দিয়েছি, কারণ আমি জানতাম দেবতারা আমাকে আমার শরীর থেকে জাত কোনো পুত্রসন্তান দেবে না কোনোদিন। নাহ্, তোমাকেই আমি চেয়েছি আমার পুত্র বানাতে, ও দেবতুল্য
৪৯৫ অ্যাকিলিস, যাতে করে তুমি একদিন আমাকে রক্ষা দিতে পারো লজ্জাকর ধ্বংসলীলা থেকে। সুতরাং অ্যাকিলিস, তোমার গর্বোন্নত মেজাজের লাগাম টেনে ধরো। নির্মম হৃদয়ের হওয়া তোমার সাজে না কোনোমতে। না, এমনকি দেবতারাও তো নত হয় [কখনও কখনও], যদিও তাদের মূল্য, সম্মান ও শক্তি আমাদের থেকে কতো বেশি। মানুষেরা সানুনয় প্রার্থনা রেখে—ধূপ-ধুনা জ্বালিয়ে
৫০০ কি শ্রদ্ধাশীল মানত রেখে কি তাদের উদ্দেশে মদ ঢেলে কি পশুবলির সুবাস ছড়িয়ে—দেবতাদের হৃদয়কে ক্রোধমুক্ত করে, যখন কিনা কোনো মানুষ নীতিভ্রষ্ট হয়, পাপ করে থাকে।

'মহান জিউসের "প্রার্থনা" নামের কন্যারা আছে, খুঁড়িয়ে চলে তারা, চামড়া কুঁচকানো এবং ট্যারাচোখা। সর্বদাই তারা চলে বিনাশের পিছুপিছু। তবে বিনাশ
৫০৫ বেশি শক্তিশালী, দ্রুতপায়ে ছোটে, দৌড়ের কালে প্রার্থনাদের ফেলে এগিয়ে যায় সবসময়, যায় ওদের আগে আগে আর সারা পৃথিবীর সবটা জুড়ে মানুষের পতন ঘটিয়ে চলে। তখন প্রার্থনারা আসে পেছনে, চায় পতনের ক্ষত সারিয়ে তুলবে তারা। জিউসের এই কন্যারা কাছে এলে যে মানুষ তাদের সম্মান করে, তাকে তারা অনেক আশীর্বাদ দেয়, আর যখন সে মানুষ মিনতি রাখে, সেটা শোনে
৫১০ তারা। কিন্তু যে লোক তাদের অগ্রাহ্য করে একগুঁয়ের মতো, তাদের প্রত্যাখ্যান করে থাকে, প্রার্থনারা তাকে ছেড়ে নিজ পথে যায়। তারা তখন প্রার্থনা রাখে ক্রোনাসপুত্র জিউসের প্রতি, যেন বিনাশ এরপরে সেই লোককে ধরে, এতখানিই ধরে যেন তার ধ্বংস হয়, যেন তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় চড়া মাশুল দিয়ে।

'নাহ্, অ্যাকিলিস, তোমাকেও জিউসের এই কন্যাদের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে, একই সম্মান যা খুব উঁচু-শির মানুষদেরও নত হয়ে দেখাতে হয়েছে। এমন যদি হতো যে অ্যাট্রিউসপুত্র তোমাকে এই উপহারগুলির প্রস্তাব না দিত, ৫১৫ এরপরেও আরও উপহারের প্রতিশ্রুতি না দিত, বরং আজও থাকত তোমার ওপর ভয়ংকর রেগে, তাহলে নিশ্চিত জেনো আমি তোমাকে বলতাম না তোমার ক্রোধ দূরে ঠেলে গ্রিকদের সাহায্য দিতে—সেটার প্রয়োজন যত বড়ই হতো না কেন। কিন্তু সে তো বলছে অবিলম্বে তোমাকে এতগুলি উপঢৌকন দেবে, প্রতিজ্ঞা করছে সামনে আরও বেশির, আর এখানে যোদ্ধাদের পাঠিয়েছে তোমার ৫২০ প্রতি আবেদন রাখার কাজে, পুরো গ্রিকবাহিনীর থেকে বেছে বেছে সেরাদের সে পাঠিয়েছে, যারা একইসাথে তোমার কাছেও বাকি সকল গ্রিকের চেয়ে বেশি প্রিয় বটে। তাদের বার্তাকে তুমি অবজ্ঞা কোরো না, তাদের এই এখানে আসাকে [অগ্রাহ্য কোরো না]—যদিও এর আগে পর্যন্ত কেউ নেই যে তোমাকে দুষতে পারে তোমার ক্রোধের হেতু।

'দূর অতীতকালেও বিষয়টা একইরকম ছিল—বীরদের বিখ্যাত সব কাহিনী ৫২৫ আমাদের শোনা আছে, কীভাবে তাদের কারও ওপরে চড়ে বসত এরকম ভয়ানক ক্রোধ। কিন্তু তাদের মন জয় করা যেত উপঢৌকন দিয়ে, যুক্তি দিয়ে অনুনয় করে তাদের সরানো যেত [একগুঁয়ে] অবস্থান থেকে। বহু আগের এক কাহিনী আমার মনে আছে, নতুন কোনো কাহিনী নয় এটা। মনে আছে কীভাবে তা ঘটেছিল। তোমাদের সে কাহিনী বলব আমি, তোমরা তো সব আমার বন্ধু লোকই।

'তখন কুরিটিজদের[৩] যুদ্ধ চলছিল ঈটোলিয়ানদের সাথে, ক্যালিডন শহরের চারপাশে, একদল হত্যা করছিল অন্য দলের লোকদের। ঈটোলিয়ানরা রক্ষা ৫৩০ করে যাচ্ছিল তাদের সুন্দর ক্যালিডন নগর আর কুরিটিজরা চাচ্ছিল যুদ্ধে একে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে। [এ-সবের শুরু হয়েছিল কারণ] সোনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেবী আর্টেমিজ তার ক্রোধ থেকে ঈটোলিয়ানদের প্রতি পাঠিয়েছিল এক মহামারী—যেহেতু [ক্যালিডনের রাজা] ঈনিয়ুস তার প্রাচুর্যেভরা ফলবাগানের জমি থেকে ফসলতোলার দিনে প্রথম-ফলফলাদি উৎসর্গ করেনি তাকে। অন্য সব দেবদেবীর প্রতি দেওয়া হয়েছিল পশুবলিদান ইত্যাদি, শুধু ৫৩৫ মহান জিউসের এ কন্যার প্রতিই ঈনিয়ুস দেয়নি কিছু—হতে পারে সে ভুলে গিয়েছিল, হতে পারে দিতে চায়নি সে। যেটাই ঘটুক, তার মন নিশ্চিত ভয়াবহ বিভ্রান্তির ফাঁদে পড়েছিল।

'তখন তীরন্দাজ-দেবী, জিউসের সন্তান [আর্টেমিজ] অনেক ক্রুদ্ধ হলো। ঈনিয়ুসের উদ্দেশে সে পাঠাল এক হিংস্র বন্য শূকর, তার দীর্ঘ সাদা দাঁত। সেই শূকর অনেক ধ্বংস নিয়ে এল, ঈনিয়ুসের ফলবাগান দিল ছিন্নভিন্ন করে। উপড়ে ৫৪০ ফেলল সে বহু উঁচু গাছ, এগুলি ছুড়ে দিল মাটির ওপর, হাহ, শেকড়বাকড় ও

আপেলের কুঁড়ি—সব সহ। কিন্তু মেলেয়গার, ঈনিয়ুসের ছেলে, অনেক শহর থেকে শিকারী ও ডালকুত্তা জড়ো করে এই শূকর হত্যা করল অবশেষে; একে বধ করা
৫৪৫ সামান্য কজন লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না, এতই প্রকাণ্ড ছিল তার দেহ। ঠিকই অনেক মানুষকে শূকরটি পাঠাল নিদারুণ চিতার আগুনের কাছে। কিন্তু এ-শূকরের দেহ নিয়েই দেবী [আর্টেমিজ] মহা হট্টগোল, চিৎকার চেঁচামেচি বাধিয়ে দিল—অর্থাৎ কুরিটিজ ও মহাত্মা ঈটোলিয়ানদের মাঝে কে পাবে তার মাথা আর কে তার মোটা লোমে ঢাকা চামড়া—এই নিয়ে। যা হোক, যতক্ষণ মেলেয়গার—যুদ্ধদেব
৫৫০ আইরিজের প্রিয় ছিল সে—লড়ে গেল, ততক্ষণ কুরিটিজদের দুর্দশার অন্ত থাকল না কোনো। নগর-দেওয়ালের বাইরে কুরিটিজরা ব্যর্থ হচ্ছিল মাঠ ধরে রাখার কাজে, যদিও সংখ্যায় অনেক ছিল তারা। কিন্তু যেই ক্রোধ ঢুকল মেলেয়গারের অন্তরে—সেই ক্রোধ যা অন্যদেরও বুকে ঢুকে হৃদয় স্ফীত করে, এমনকি যদি
৫৫৫ তারা প্রজ্ঞাবানও হয়—তার প্রিয় মা অ্যালথিয়ার বিরুদ্ধে জন্ম নেওয়া ক্রোধ, সে [যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে] তার বাসায় চলে গেল বিবাহিত স্ত্রী সুন্দরী ক্লিওপেট্রার কাছে।

'ক্লিওপেট্রা° সুন্দর-গোড়ালির নারী, ইউনিয়াসের মেয়ে মারপেসা ও আইডাস-এর কন্যা ছিল। আইডাস তখন ছিল পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে শক্তিশালী লোক; সে তার ধনুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাজা ফিবাস অ্যাপোলোর 'পরে,
৫৬০ তার স্ত্রী, সুন্দর গোড়ালির ওই মেয়ে [মারপেসার] সম্মান রক্ষা করবে বলে। পরে ক্লিওপেট্রার পিতা ও সম্মাননীয় মাতা তাদের বাড়িতে ক্লিওপেট্রার নতুন নাম দিল হ্যালসিওন, কারণ মারপেসা, তার মা, অনেক দুর্ভোগ সয়েছে শোকাতুর হ্যালসিওন-পাখির মতো করে, যখন ফিবাস অ্যাপোলো, দূর থেকে তীর ছোড়া দেব, তাকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে আলাদা করেছিল তার সন্তান [ক্লিওপেট্রা] থেকে।

৫৬৫ 'এই ক্লিওপেট্রারই পাশে শুয়ে মেলেয়গার তার তেতো ক্রোধ লালন করছিল—ক্রোধ এ কারণে যে তার মা তাকে অভিশাপ দিয়েছে। তার মা অ্যালথিয়া দেবতাদের কাছে প্রার্থনা রেখেছিল শোকে—কারণ তার ছেলে মেলেয়গার তার [অ্যালথিয়ার] ভাইকে হত্যা করেছিল। তাছাড়াও অ্যালথিয়া সন্তাপে নিজের হাত দিয়ে বারবার বাড়ি মারল পুষ্টিদায়ী মাটির ওপরে, ডাকল
৫৭০ মৃত্যুদেব হেডিস ও ভয়ংকর পার্সিফোনিকে, হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে তার বুকের ভাঁজগুলি ভেজালো চোখের জলে—সে প্রার্থনা করল যেন দেবতারা তার পুত্রের মৃত্যু ঘটায়। এরিবাসে বসে তার প্রার্থনা শুনল অন্ধকারে হাঁটা দেবী এরিনিয়েস, নিষ্করুণ কৃপাহীন তার মন।

'এবার আর দেরি হলো না যে ঈটোলিয়ানরা তাদের তোরণের ওপাশে শুনতে পেল শত্রুপক্ষের মহা হট্টগোল, শুনল শত্রুরা ক্রমাগত বাড়ি মারছে নগর দেওয়ালের 'পরে। তখন মেলেয়গারের প্রতি অনুনয় জানাল ঈটোলিয়ান
৫৭৫ প্রবীণেরা, তার কাছে পাঠাল দেবদেবীর সেরা যাজকদের বেছে বেছে, যেন সে

বাসা থেকে বের হয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়। তারা সেই সাথে তাকে অঙ্গীকার জানাল বিশাল উপঢৌকনের। তারা তাকে বলল সুন্দর ক্যালিডন সমতলের যে স্থান সবচে সমৃদ্ধ, সেখান থেকে মেলেয়গার বেছে নিতে পারে ভালো দেখে পঞ্চাশ একর, এর আধা হবে আঙুর-ফলানো মাটি আর বাকি আধা খোলা চাষজমি— দুটোই মেপে নেওয়া হবে সমতল জমি থেকে। আর বৃদ্ধ রথচালক ঈনিয়ুস ৫৮০ ঐকান্তিক তাকে মিনতি জানাল, তার উঁচু-ছাদ ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে, জোড়-দেওয়া দরজা ঝাঁকিয়ে সে অনুনয় করল নিজ পুত্রের প্রতি। একইরকম ঐকান্তিকভাবে মিনতি জানাল তার বোনেরা, এবং তার সম্মানিত মাতা, কিন্তু সে তাদের প্রত্যাখ্যান করল আরও বেশি করে। এরপর তার সঙ্গীসাথীরা, যারা তার ৫৮৫ সবচে ঘনিষ্ঠ ও সবচে প্রিয়জন ছিল, তারাও অনুনয় জানাতে এল। কিন্তু তারপরও তারা পারল না তার বুকের মাঝে হৃদয় গলাতে।

'এরপরেই তার ঘরে ভয়ংকর বাড়ি পড়া শুরু হলো। কুরিটিজরা উঠে যেতে লাগল নগর দেওয়ালের ওপরে। এই বিখ্যাত শহরে তারা আগুন ধরিয়ে দিল। তখন তার সুন্দর-কাঁচুলিপরা বউ [ক্লিওপেট্রা] মেলেয়গারকে মিনতি জানাল ৫৯০ বিলাপধ্বনি করে, তাকে জানাল অধিকৃত শহরের বাসিন্দাদের ভাগ্যে কী সর্বনাশ ঘটে থাকে—পুরুষদের জবাই দেওয়া হয়, শহর ভস্ম করা হয় আগুন দিয়ে, আর শিশু ও নীচু-কাঁচুলি আবৃত মেয়েদের বন্দী হতে হয় ভিনদেশীদের হাতে। এই অশুভ গল্প শুনে এবার তার চেতনা জাগ্রত হলো, সে বাইরে এল, গায়ে চাপাল ৫৯৫ তার দীপ্যমান বর্মবেশ। এভাবেই সে ঈটোলিয়ানদের বাঁচাল সর্বনাশের দিন থেকে—তার ব্যক্তিগত অনুভূতি [ক্রোধ] এভাবে দূরে ঠেলে। তবে এর পরে তারা আর ঐ অজস্র, সুন্দর উপঢৌকনগুলো দিল না তাকে—সে তাদের মহা বিপর্যয় থেকে অবশেষে বাঁচাল কোনো উপঢৌকন ব্যতিরেকে।

'কিন্তু, বন্ধু, তুমি মেলেয়গারের মতো করে চিন্তা কোরো না, দেখো কোনো ৬০০ দেবতা যেন তোমাকে ঐ পথে ঠেলে দিতে না পারে। একবার যদি জাহাজবহরে ওরা আগুন দিয়ে দেয়, তখন জাহাজবহর রক্ষা করা কঠিনতর হবে। নাহ্, আসো, এখনও উপঢৌকনগুলি তোমার পাওয়ার সুযোগ আছে, আর এখনও গ্রিকরা তোমাকে দেবতার সম্মান দিতে রাজি। কিন্তু যদি তুমি মানুষের সর্বনাশ আনা যুদ্ধে পরে যোগ দাও যখন কিনা আর উপঢৌকন থাকবে না কোনো, তখন তোমার সম্মানও আর এতটা থাকবে না, যদি তুমি যুদ্ধে জিততে পারো তা-ও।' ৬০৫

তার কথার জবাবে এবার বলল দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস :

'ফিনিক্স, বৃদ্ধ জনাব, আমার পিতা তুমি, জিউস লালিতঃ আমার কোনো প্রয়োজন নেই এই সম্মানের।° আমার বিশ্বাস, আমি এমনিতেই জিউসের আজ্ঞা বলে সম্মানিত। আর সে সম্মান বাঁকা-চঞ্চু জাহাজগুলির পাশে ততদিন আমার

৬১০ থাকবে যতদিন আমার বুকে আছে শ্বাস এবং দুই হাঁটু সচল আছে। সেই সাথে অন্য একটা কথা আমি বলব তোমাকে, তুমি সেটা ভালোমতো মনে রেখো। এই কান্না ও দুঃখের গান গেয়ে আমার চেতনাকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস নিয়ো না— এগুলো করছো তুমি ঐ যোদ্ধার, ঐ অ্যাট্রিউসপুত্রের সুনজর পাবে বলে। তোমার শোভা পায় না তার দলে ভেড়া। এমন করলে যে তোমাকে সযত্নে হৃদয়ে লালন করি, সেই তোমাকে আমি ঘৃণা করা শুরু করে দেব। বরং তোমার উচিত হবে

৬১৫ তাকে আঘাত করা, যে আমাকে আঘাত করেছে—কেবল সেভাবে তুমি পারবে আমার সমান রাজা হতে,° অন্তত আমার অর্ধেক সম্মানের ভাগিদার হতে।

'বাকিরা আমার এই বার্তা নিয়ে চলে যাক, কিন্তু তুমি থাকো এখানেই, নরম গদিতে শরীর এলিয়ে দাও। তারপর দিনের শুরু হলে আমরা আলাপ করে ঠিক করে নেব যে আমাদের দেশে ফিরে যাব, নাকি থাকব এইদেশে।'

৬২০ বলল অ্যাকিলিস, নীরবে প্যাট্রোক্লাসের দিকে ভুরু নাচিয়ে ইশারা জানাল ফিনিক্সের জন্য একটা পুরু গদি বিছিয়ে দিতে, যাতে করে অন্যরা শীঘ্র ভাবে এই তাঁবু থেকে বিদায় হওয়ার কথা। কিন্তু এবার তাদের মাঝ থেকে কথা বলে উঠল অ্যাজাক্স, টেলামনের দেবতুল্য ছেলে, সে বলল এই কথা :

'লেয়ারটিজের জিউস-বংশজাত ছেলে, হাজার-বুদ্ধির অডিসিয়ুস, চলো আমার রওনা হই। কারণ আমার ধারণা আমাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা

৬২৫ আমরা এখানে এসে পূরণে ব্যর্থ হলাম। আর আমাদের কর্তব্য এখন দ্রুত গিয়ে গ্রিকবাহিনীকে এই বার্তা জানানো, যদিও এটা শুভ বার্তা নয়—তারা নিশ্চিত বসে আছে এটা শোনার অপেক্ষায়। অ্যাকিলিস তার গর্বোদ্ধত হৃদয় ক্রোধে মুড়ে আছে। কী নিষ্ঠুর লোক! তার সহযোদ্ধারা, যারা তাকে ভালোবেসে জাহাজবহরের

৬৩০ মাঝে অন্য সবার চেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়েছে, তাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা নেই কোনো—কী দয়ামায়াহীন সে দ্যাখো! মানুষ তো তার ভাইয়ের কিংবা তার মৃত পুত্রের খুনীর হাত থেকেও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে থাকে। খুনী তখন বিরাট মূল্য দেবার বিনিময়ে তার সেই নিজ দেশেই বাস করে চলে; আর অন্যদের হৃদয় ও

৬৩৫ গর্বিত মেজাজ ক্ষতিপূরণ নেওয়ার কারণে সংযত হয়ে আসে।°

'কিন্তু তুমি [অ্যাকিলিস]! হায়, দেবতারা তোমার বুকের মাঝে হৃদয় এতখানি অনমনীয় ও বদ বানিয়ে দিল স্রেফ এক মেয়ের হেতু! আমরা এখানে তোমাকে দিচ্ছি সাত-সাতটি মেয়ে, অতুলনীয় সুন্দরী তারা, সেই সাথে অন্য অনেক উপহার! নাহ্, মনটাকে একটু দয়ালু করো, তোমার এই ঘরের প্রতি

৬৪০ সম্মানটুকু রাখো, কারণ আমরা এসেছি তোমারই ছাদের নীচে গ্রিকবাহিনীর প্রতিনিধি হয়ে। আর আমরা চাই যত গ্রিকই থাকুক, তাদের সকলের চেয়ে তোমারই ঘনিষ্ঠজন ও প্রিয়জন থেকে যেতে।'

তার কথার উত্তরে এবার ত্বরিত-পায়ের অ্যাকিলিস বলল তাকে :

'অ্যাজাক্স, জিউসের বংশজাত, টেলামনের ছেলে, সেনা অধিনায়ক তুমি। এই যা কিছু বললে তুমি, তার সব প্রায় আমার মনের কথা। কিন্তু আমার বুক ৬৪৫ ক্রোধে স্ফীত হয় যখন আমি ভাবি ঐ ঘটনাটা নিয়ে, কীভাবে অ্যাট্রিউসপুত্র অন্য সব গ্রিকের সামনে আমার ওপরে হানলো অপমান, যেন বা আমি নিজের অধিকারহীন উদ্বাস্তু লোক কোনো।

'যা হোক, যাও তোমরা, আমার বার্তা জানিয়ে দাও গিয়ে। আমি খুব শীঘ্র রক্তাক্ত যুদ্ধে প্রবেশের কথা ভাবছি না আর, অন্তত যতক্ষণ না প্রাজ্ঞ-মন প্রায়ামের ৬৫০ ছেলে, দেবতুল্য হেক্টর, অন্য গ্রিকদের কতল করে করে জাহাজগুলি অগ্নিশিখায় কলঙ্কিত করতে আসছে এইখানে—মারডিনদের এই তাঁবু ও তাদের জাহাজবহরের কাছে। আর আমার বিশ্বাস, হেক্টর যুদ্ধের জন্য যতই ব্যগ্র হোক, আমার তাঁবু ও আমার কালো জাহাজের কাছে এসে সে ঠিক থেমে যাবে।' ৬৫৫

এ-ই বলল সে, আর তারা প্রত্যেকে হাতে নিল একটা করে দু-হাতলওয়ালা কাপ। এরপর দেবতাদের উদ্দেশে মদ ঢালা শেষ হলে তারা ফেরত চলল জাহাজের রেখা ধরে তাদের পথে, অডিসিয়ুস দুজনের অগ্রভাগে।

অন্যদিকে প্যাট্রোক্লাস তার সহচর ও যুদ্ধে পাওয়া ক্রীতদাসীদের আদেশ দিল অবিলম্বে ফিনিক্সের জন্য পুরু গদি বিছিয়ে দিতে। তারা করল সেইমতো, বিছালো ৬৬০ গদির বিছানা একখানা—যেমনটা সে বলেছে—আর তাতে রাখল ভেড়ার লোমে বানানো আসন, একটা কম্বল ও তাতে বোনা নরম চাদর। ওখানে বৃদ্ধ তার শরীর ছেড়ে দিল, অপেক্ষা করতে লাগল স্বর্গীয় লাল-রঙ প্রভাতের। অ্যাকিলিস শুলো তার সুনির্মিত তাঁবুর একদম ভেতরের দিকে। তার পাশে শুলো এক মেয়ে যাকে সে এনেছে লেসবোস থেকে, ফোরবাসের কন্যা সে, গোলাপি-গালের ডাইয়োমিডি ৬৬৫ নাম। আর প্যাট্রোক্লাস শুলো তাঁবুর অন্য কোনায়, একইভাবে তার পাশেও আছে সুন্দর-কাঁচুলির আইফিস মেয়েটি, যাকে দেবতুল্য অ্যাকিলিস প্যাট্রোক্লাসকে দান করে দিয়েছে রাজা ইনাইয়ুসের শহর, উঁচু স্কাইরোস,° দখলে নেবার পরে।

এবার অন্যেরা যখন পৌঁছাল অ্যাট্রিউসপুত্রের কুটিরের ওখানে, গ্রিক সন্তানেরা উঠে দাঁড়াল এদিকে ওদিকে, সোনালি পেয়ালা উঁচুতে তুলে ধরে তাদের ৬৭০ স্বাস্থ্য কামনায়। সেইসাথে তারা শুরু করে দিল তাদেরকে প্রশ্নে জর্জরিত করা। মানুষের রাজা আগামেমননই করল প্রথম প্রশ্নটা :

'আসো, আমাকে বলো এবার, অডিসিয়ুস, অনেক প্রশংসা তোমার, গ্রিকদের মহান যশগৌরব তুমি। বলো তার কি ইচ্ছা আছে জাহাজবহর সর্বগ্রাসী

৬৭৫ আগুন থেকে রক্ষা করার, নাকি না বলে দিয়েছে সে, আর ক্রোধ এখনও দখল করে আছে তার গর্বোদ্ধত মন?'

জীবনে অনেক কিছু সওয়া দেবতুল্য অডিসিয়ুস উত্তর দিল তাকে :

'অ্যাট্রিউসের সবচেয়ে মহিমান্বিত ছেলে, আগামেমনন, মানুষের রাজা: অ্যাকিলিস আসলেই চাইছে না তার ক্রোধ মিটিয়ে নিতে। বরং আরও বেশি ক্রোধোন্মত্ততায় ভরে গেছে তার মন। সে তোমাকে ও তোমার উপঢৌকনগুলি—
৬৮০ সব প্রত্যাখ্যান করেছে। সে বলেছে গ্রিকদের সাথে শলাপরামর্শ করে তুমি নিজেই ঠিক করো কীভাবে বাঁচাবে জাহাজ ও গ্রিক সৈন্যদের। অন্যদিকে নিজের বিষয়ে সে হুমকি রেখেছে যে দিনের আলো ফুটতেই সে নোনা সাগরে নামাবে তার বেঞ্চিপাতা বাঁকানো জাহাজগুলি। হ্যাঁ, সে আমাদের অন্যদেরও মন্ত্রণা দিয়েছে পাল তুলে যার যার বাড়ি ফিরে যেতে। কারণ সে দেখছে না যে উঁচু ইলিয়াম
৬৮৫ জয়ের লক্ষ্য অর্জনের তোমার আর কোনো আশা আছে, কারণ দূর থেকে বজ্রচমক-তোলা জিউস ভালোমতো ওই নগরের ওপরে বাড়িয়ে রেখেছে তার হাত, ওখানকার মানুষদের মন ভরে রেখেছে সাহস দিয়ে। এসবই বলেছে অ্যাকিলিস। আমার সাথে অন্য যারা ছিল তারাও তোমাকে বলবে এই একই কথা, মানে যারা গিয়েছিল আমার পিছু পিছু, অ্যাজাক্স ও দুই রাজদূত, দুজনই
৬৯০ যথেষ্ট সুবিবেচক লোক। তবে বৃদ্ধ ফিনিক্স তার ওখানেই শুয়ে পড়েছে বিশ্রাম নিতে। কারণ অ্যাকিলিস তাকে বলেছে সেটাই, বলেছে সে যেন তার জাহাজে চড়ে কাল তার সাথে যায় তাদের প্রিয় পিতৃভূমির দিকে, অবশ্য যদি ফিনিক্স সেটা চায়। জোর করে তাকে সাথে নেবার অ্যাকিলিসের কিছু নেই।'

এ-ই বলল অডিসিয়ুস, এবং তারা সবাই নীরবতার মাঝে নিশ্চুপ হয়ে গেল।
৬৯৫ তার কথা শুনে তারা যথেষ্ট বিস্মিত হল, কারণ জমায়েতের উদ্দেশে বলা তার কথাগুলিতে শক্তি ছিল বেশ। দীর্ঘক্ষণ তারা, গ্রিক সন্তানেরা, দুঃখ-শোকে নীরব রয়ে গেল। কিন্তু অবশেষে তাদের মাঝ থেকে কথা বলল ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কারে পারদর্শী বড় :

'অ্যাট্রিউসের সর্বাধিক দ্যুতিময় পুত্র তুমি আগামেমনন, মানুষের রাজা। তোমার কখনো উচিত হয়নি পেলিউসের অতুল্য পুত্রটিকে এভাবে মিনতি জানানো, কিংবা তাকে এত অগণন উপঢৌকনের প্রস্তাব রাখা। এসব ছাড়াই তো
৭০০ তার ঔদ্ধত্য অনেক। এখন তুমি এসব করে তার ঔদ্ধত্য বরং আরও বাড়িয়েই দিলে। বরঞ্চ আসো আমরা এখন তার দিকে আর মনোযোগ না দিই—চলে গেলে সে যাবে, থাকলে থাকবে। নিশ্চিত আবার সে যুদ্ধে নামবে যখন তার বুকের মাঝে হৃদয় তাকে নামতে বলবে, এবং কোনো দেবতা জাগিয়ে তুলবে তাকে।

'থাক, আসো সবাই, আমি বলছি কী করতে হবে। সবাই আমার কথা
৭০৫ মেনো। আপাতত এখন সবাই যার যার মতো নিদ্রা যাও গিয়ে, যেহেতু তোমাদের

হৃদয় তুষ্ট হয়েছে মাংস ও মদে—শক্তি ও সাহস তো ওসব থেকেই আসে। তবে যখনই সুন্দর গোলাপি-আঙুলওয়ালা ভোর সমাগত হবে, অবিলম্বে তুমি [আগামেমনন] তোমার লোকজন এবং সব রথ জাহাজবহরের সামনে বিস্তারণ কোরো, ওদের জাগিয়ে তুলো আর নিজে লড়াই কোরো সবার অগ্রভাগে।'

এ-ই বলল সে, আর সকল রাজা সম্মতি দিল তাতে। তারা বেশ অবাক ৭১০ হয়েছে ঘোড়া-পোষ-মানাতে পারদর্শী ডায়োমিডিজের কথা শুনে। এরপর তারা দেবতাদের উদ্দেশে মদ ঢেলে নিয়ে যে যার কুটিরে চলে গেল আর ওখানে বিছানায় শরীর ছেড়ে দিয়ে ঘুমের উপহার বরণ করে নিল। ৭১৩

টীকা

৯:৫ থ্রেইস...পশ্চিমের বায়ু: থ্রেইস প্রদেশ থেকে উত্তরা ও পশ্চিমা বায়ুর বয়ে আসার এই উল্লেখের কারণে ভূগোলবিদেরা *ইলিয়াড*-এর কবির জন্মস্থান হিসেবে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলকে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে এই বায়ুপ্রবাহের বিচারে হোমার গ্রিসের মূল ভূখণ্ডের কেউ হতে পারেন না।

৯:১৪ কাঁদছে সে: আগামেমননের এই কান্নার দৃশ্যটি তাকে অ-বীরসুলভ এক চরিত্রে পরিণত করেছে। গ্রিকদের হারতে থাকার কারণে সম্মানহানি থেকে কাঁদছে সে।

৯:২৩-২৫ মনে হচ্ছে পরম শক্তিধর...সবার ওপরের: এই পঙ্‌ক্তিগুলি আছে ২:১১৬-১১৮ অংশেও।

৯:২৬-২৭ চলো আমরা...পালিয়ে চলে যাই: আগামেমননের টিপিক্যাল কৌশল। আগে ২:১৩৯-১৪১ অংশে সে একই কথা বলেছিল সেনাবাহিনীর মনোবলের পরীক্ষা নিতে। কিন্তু এখানে এবং ১৪:৭৪-৮১ অংশে সে আন্তরিকভাবেই বলছে এই কথা। তবে তার প্রস্তাব কখনোই বাস্তবায়িত হয় না।

৯:৩৫ অপমানকর কথা: আগামেমনন এর আগে (৪:৩৭০-৪০০) ডায়োমিডিজকে জনসমক্ষে বকাবকি করেছিল যুদ্ধে সামনের ভাগের সেনাদের মধ্যে না থাকার জন্য। তখন ডায়োমিডিজ যদিও রাজার মুখে মুখে কোনো কথা বলেনি, তবু এখানে তার এই কথার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে সে তখন ঠিকই ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

৯:১২৯-১৩০ যেদিন অ্যাকিলিস...মালভাণ্ডার থেকে: অ্যাকিলিস পরে (এ পর্বের ৩২৮-৩২৯ নং পঙ্‌ক্তি) আমাদের বলে যে সে ট্রয়ের আশেপাশের তেইশটি শহরে লুটতরাজ চালিয়েছে। তার লেসবোসে এই আক্রমণ (লেসবোস ট্রয়ের দক্ষিণে অবস্থিত বৃহত্তম দ্বীপ) ওই তেইশটির অন্তর্গত অবশ্যই।

৯:১৪২ আমার পুত্র অরেসটিজকে: *ইলিয়াড*-এ আগামেমননপুত্র অরেসটিজের এটাই একমাত্র উল্লেখ। কবি যেভাবে তার নামটি বলছেন, তাতে বোঝা যায় কবির এরকমই অনুমান যে আমরা অরেসটিজকে চিনি ও জানি। অন্য মহাকাব্য *অডিসি*তে দেখা যায় এই আগামেমননই ট্রয় যুদ্ধে জয়ের শেষে গ্রিসে ফিরে খুন হয় এবং পরে তার পুত্র অরেসটিজ পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেয়।

৯:১৪৫ ক্রাইসোথেমিজ...আইফিয়ানাসা: এখানে আগামেমননের দুই বিখ্যাত কন্যা ইলেকট্রা ও আইফিগেনিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়নি। অনেকে বলেন, আইফিগেনিয়াই আইফিয়ানাসার অন্য নাম। কিন্তু গ্রিকবাহিনী ট্রয়ের উদ্দেশে আউলিস থেকে যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে আগামেমনন যে তার কন্যা আইফিগেনিয়াকে দেবতাদের মনতুষ্টির জন্য বলি দিয়েছিল, তা হোমারের না জানা থাকে কী করে?

৯:১৪৭ কনে-যৌতুক না দিয়েই: হোমারের সময়ে বিয়েতে দুটো প্রথারই চল ছিল: একটি, কনের পিতা বরপক্ষকে দিত কনে-যৌতুক; অন্যটি, বরপক্ষ দিত কনেপক্ষকে। কনে সাধারণত বরের বাড়িতে চলে যেত, যদিও এর ব্যতিক্রমও হতো অনেক সময়ে। (আরও দেখুন ১১:২৪৩)।

৯:১৫০-১৫২ মনুষ্য-বসতি ভরা...ঢাকা পিডাসাস: এখানে উল্লিখিত এই শহরগুলি সব আগামেমননের রাজত্ব মাইসিনির বাইরের। এদের সাতটিরই অবস্থান গ্রিসের দক্ষিণ উপকূলের মাঝামাঝি অংশে—মেসেনিয়ায়। এদের রাজা যদি কেউ হয়ে থাকে তো, তা নেস্টর; আগামেমনন নয়। তাই সে কীভাবে তার নিজের রাজত্বের অংশ নয় এমন সব শহর অন্যকে উপহার দেবে, সে বিষয়ে গবেষকেরা আজও একমত হতে পারেননি।

৯:১৬৭ প্রথমে বলব ফিনিক্সের: অ্যাকিলিসের শিক্ষক ও পারিবারিক অভিভাবক ফিনিক্সের *ইলিয়াড*-এ এটাই প্রথম আবির্ভাব। অবশ্য এ পর্বেরই ১৮৩ নং পঙ্‌ক্তির দ্বৈত (dual) ক্রিয়াপদ ফিনিক্সের উপস্থিতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

৯:১৮২ এবার এরা দুজন: মূল গ্রিক অনুসারে এখানে হয় 'তারা' (they), কিন্তু এই 'তারা' বহুবচনে নয়, দ্বৈত ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এর ফলে বোঝা যাচ্ছে নেস্টর যদিও তিন দূতের কথা বলল—ফিনিক্স, অডিসিয়ুস ও অ্যাজাক্স—কিন্তু দূত আসলে মাত্র দুজন। 'দ্বৈত' বোঝাচ্ছে পঙ্‌ক্তি ১৮৩, ১৮৫, ১৯২, ১৯৭ ও ১৯৮-তে; আর বহুবচনে বলা হচ্ছে একবার ১৮৬-তে এবং তারপর ১৯৮ নং পঙ্‌ক্তি পরবর্তী সব পংক্তিতেই। খুবই বিভ্রান্তিকর বিষয় এটা। দূত কি তিনজন ছিল, নাকি দুজন—এ প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয়নি। বহুরকম তত্ত্ব আছে এই বিভ্রান্তির উত্তরে। কেউ কেউ বলেন, আদিতে দূত ছিল দুজনই, আর সেই 'দুই' রয়ে গেছে মৌখিক কবিতার (oral poetry) পরবর্তীকালের রূপটিতেও; আবার অন্যেরা বলেন যে অডিসিয়ুস ও অ্যাজাক্সই হচ্ছে মূল দূত, আর স্রেফ তাদের সঙ্গে রয়েছে ফিনিক্স ও দুই রাজদূত (ওডিয়াস ও য়ুরিবাটিজ)। কিন্তু গবেষকরা এমনও বলেন যে, ফিনিক্স যেহেতু অ্যাকিলিসের সামনে বিরাট এক ভাষণ রাখছে, তাই দূত হিসেবে তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায়ই নেই; এখানে বরং স্রেফ এটুকু ধরে নিতে হবে যে সে অন্য দুই দূত (অডিসিয়ুস ও অ্যাজাক্স) থেকে হেঁটে সামনে এগিয়ে গিয়েছিল।

৯:১৮৪ ইয়াকাস বংশের: মূলে আছে Aiakides। ইয়াকাস (Aiakos) অ্যাকিলিসের দাদা, অর্থাৎ রাজা পেলিউসের পিতা। ইয়াকাস ছিল মারমিডনদের প্রথম রাজা।

৯:১৮৮ ঈটিয়নের শহর ধ্বংস করে: ঈটিয়ন হেক্টরের শ্বশুর, অর্থাৎ অ্যান্ড্রোমাকির পিতা। সে ছিল ট্রয়ের পাশের থিবি (Thebe) শহরের রাজা (দেখুন ৬:৪১৪-৪২৮)।

৯:৩০৪ হেক্টরকেই খুন করতে পারো: অডিসিয়ুস এখানে চেষ্টা করছে অ্যাকিলিসের মনের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বীরের সম্মান অর্জনের মোহ জাগাতে।

৯:৩১২-৩১৪ আমি সেই লোককে...মুখে বলে এক: অ্যাকিলিস এ-কথা বলে অডিসিয়ুসকে এক হাত নিল। গ্রিকপক্ষের অন্য প্রধানেরাও অডিসিয়ুসের বুদ্ধি বা ধূর্তামির ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ, যদিও সেনাবাহিনীতে তার গুরুত্বকে সবাই বোঝে, তাকে যথাযথ মর্যাদা ও মূল্যও দেয়। এখানে ৪:৩৩৯ পঙ্‌ক্তিতে আগামেমননের অডিসিয়ুসকে ভর্ৎসনা করার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কৌতূহলী পাঠকদের অন্য মহাকাব্য *অডিসি*-র ১১:৩৬৩-৩৬৪ অংশটুকুও দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে, যেখানে অডিসিয়ুসকে 'মিথ্যাবাদী ও প্রতারক' বলা হয়েছে।

৯:৩২৬ অন্যের স্ত্রীদের হেতু: পরাজিত শত্রুদের স্ত্রীরা *ইলিয়াড*-এ সবসময়েই যুদ্ধে জিতে পাওয়া বিরাট পুরস্কার হিসেবে চিহ্নিত। এ মহাকাব্যে বহুবার বলা হয়েছে যে ট্রোজানরা আসলে লড়ছে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতিরক্ষা দিতেই। অ্যাকিলিসের এ-কথার অন্য অর্থও হতে পারে: সম্ভবত

সে এখানে 'অন্যের স্ত্রীদের' বলতে বোঝাচ্ছে মেনেলাসের স্ত্রী হেলেনকে এবং তার প্রেয়সী/ক্রীতদাসী ব্রাইসিয়িসকেও, যার স্বামীকে অ্যাকিলিস যুদ্ধে খুন করেছে (দেখুন ৯:৩৩৫-৩৪৩)।

৯:৩৩৭ **আমার স্ত্রীকে, আমার হৃদয়ের প্রিয়তমাকে:** অ্যাকিলিস ব্রাইসিয়িসকে নিজের স্ত্রী ও হৃদয়ের প্রিয়তমা বলল ৩৩৭-৩৪৩ পংক্তিতে তার চমৎকার যুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেই। ব্রাইসিয়িস অ্যাকিলিসের স্ত্রী নয়; কিন্তু অ্যাকিলিস তাকে স্ত্রী হিসেবে তুলে ধরল প্যারিস কর্তৃক মেনেলাসের স্ত্রী হেলেনকে দখলে নেবার মতো একই অপরাধে আগামেমননকে দায়ী করার জন্যই, যেহেতু আগামেমনন দখলে নিয়েছে অ্যাকিলিসের ক্রীতদাসী ব্রাইসিয়িসকে। অ্যাকিলিসের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতেই হয়।

৯:৩৫৪ **একা দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়বে বলে:** অ্যাকিলিসের সঙ্গে হেক্টরের আগের এই সাক্ষাতের কথা *ইলিয়াড*-এর অন্য কোথাও নেই। তবে ২২:৫-৩৬৬ অংশে অ্যাকিলিস বনাম হেক্টরের চূড়ান্ত লড়াইয়ের এক আগাম দৃশ্যবর্ণনাই যেন কবি করে রাখলেন এখানে।

৯:৩৬৩ **ফিথাইয়ার:** ফিথাইয়ার অবস্থান গ্রিসের দক্ষিণ থেসালিতে। অ্যাকিলিসের বাড়ি এখানে।

৯:৩৮২-৩৮৪ **কিংবা আরকোমেনোস-এর...সবচেয়ে বেশি পরিমাণে:** মাইসিনিয়ান যুগে আরকোমেনোস ছিল অন্যতম সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী এক শহর; আর হোমেরিক মহাকাব্যে মিশরীয় থিবজ্ বা সাধারণ অর্থে পুরো মিসরকেই (Egypt) বারবার স্মরণ করা হয়েছে এর সম্পদ ও প্রাচুর্যের জন্য। অনেক গবেষকই অবশ্য মনে করেন, এখানে উল্লিখিত আরকোমেনাস ও থিবজ্ নামের দুটি শহরই *ইলিয়াড* গীতিকাব্যে আদিতে ছিল গ্রিসের বিয়োশা প্রদেশের দুই বিখ্যাত শহর; পরে 'থিবজ্' হয়ে যায় 'মিশরের থিবজ্' যা ছিল মিশরের প্রাচীন রাজধানী। গবেষকদের ধারণা, মূল পঙ্ক্তির এই পরিবর্তনটা ঘটে হোমার-উত্তর কালে, যখন পরবর্তী চারণকবিরা গ্রিক থিবজের 'সেভেন এগেইনস্ট থিবজ্' লোককথায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরকে আর অ্যাকিলিসের জন্য সম্পদ ও প্রাচুর্যের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে ইতস্তত করা শুরু করেন।

৯:৩৯৫ **হেলাস:** হেলাসই শেষমেশ পুরো গ্রিসের অন্য নাম হয়ে দাঁড়ায়। তবে হোমারের সময়ে হেলাস বলতে থেসালির এক অংশকেই বোঝানো হচ্ছে (২:৬৮৩)।

৯:৪০৫ **পাহাড়ি পাইথো-তে:** ডেলফি-র প্রাচীন নাম পাইথো। আমরা সবাই ডেলফির দৈববাণীর (Oracle of Delphi) কথা জানি। দেবতা অ্যাপোলোর ওই দৈববাণীই ছিল মূল কারণ যে-জন্য ডেলফিতে পূজা-উৎসর্গের ওরকম পাহাড় জন্মেছিল।

৯:৪১০-৪১১ **দুই নিয়তি...মৃত্যুর অনিবার্য ধ্বংসের দিকে:** নিজের 'দুই নিয়তি' প্রসঙ্গে এ কথা বলছে অ্যাকিলিস। ১:৩৫২ পঙ্ক্তিতে এবং অন্য আরও কিছু স্থানে অ্যাকিলিস দাবি করছে যে তার নিয়তিতে আছে স্বল্পায়ু এক জীবন। এখানে সে অবশ্য বলছে যে তার পক্ষে এখনও সম্ভব স্বল্পায়ু কিন্তু বীরের খ্যাতিতে ভরা জীবন এবং দীর্ঘায়ু কিন্তু খ্যাতি-মর্যাদাহীন জীবনের মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়া। এটাই *ইলিয়াড*-এ অ্যাকিলিসের 'বিখ্যাত বাছাই' ('Famous Choice of Achilles')। এর পরে অ্যাকিলিসের সর্বনাশা বাছাই (বীরের মৃত্যুর স্বল্পায়ু জীবন) প্রসঙ্গে *ইলিয়াড*-এ আর কিছু বলা হবে না, কেবল ১৬:৫০-৫১ পঙ্ক্তিতে অ্যাকিলিস স্পষ্ট অস্বীকার করবে যে, তার মা থেটিস তাকে তার 'দুই নিয়তি' বিষয়ে কখনও সাবধান করেনি।

৯:৪৫৪-৪৫৫ **তারপর...দেবী এরিনিয়েস**: মৃত্যুর পরের জগতের 'ফিউরি' দেবীরা (এরিনিয়েস) তাদেরকে শাস্তি দেয় যারা নিজ পিতামাতার প্রতি মন্দ আচরণ করে থাকে। হেডিস (এখানে পাতালপুরের দেব জিউস বা 'Zeus of the underworld') ও পারসিফোনি মৃত্যুর পরের ওই পাতালের দেবদেবী। প্রতিশোধ নিতে সিদ্ধহস্ত এই দেবদেবীর উল্লেখ আবার দেখব আমরা, তবে বিপরীত ক্রমে, সামনে মেলেয়গারের কাহিনীটিতে (৫৬৯-৫৭২)।

৯:৪৫৮-৪৬১ **তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরের চার পঙ্ক্তি**: এই পঙ্ক্তিগুলি *ইলিয়াড*-এর অক্সফোর্ড পাণ্ডুলিপিতে নেই। প্লুটার্ক তার 'মোরালিয়া ২৬' (Moralia 26) এবং 'মোরালিয়া ৭২-খ'-তে এবং 'কোরিওলেনাসের জীবন' (Life of Coriolanus, পঙ্ক্তি ৩২)-এ এই পঙ্ক্তিগুলির উল্লেখ করেছেন। প্লুটার্কের দাবি আলেকজান্দ্রিয়ান হোমারবিদ অ্যারিস্টারকাস এ লাইনগুলিকে *ইলিয়াড* থেকে 'বাদ' দিয়েছিলেন। তবে অ্যারিস্টারকাসের মতো বিদগ্ধ হোমারবিদ *ইলিয়াড*-এর পাণ্ডুলিপিতে এমনি এমনি এত বড় একটা পরিবর্তন আনবেন, তা অনেকেরই বিশ্বাস হয় না। বরং এটাই সম্ভাব্য যে এই চারটি পঙ্ক্তি *ইলিয়াড*-এ প্রাচীনকালের এক বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ সংযোজন ছিল মাত্র; তা এ অর্থে যে ফিনিক্স এখানে রাজার প্রতি অ্যাকিলিসের চ্যালেঞ্জকে সহানুভূতির চোখে দেখছে, আবার একইসঙ্গে তাকে অনুরোধ জানাচ্ছে প্রবীণদের কথা শুনতে।

৯:৪৬৭ **হেফিস্টাসের আগুনশিখায়**: এর সোজা অর্থ আগুন। হেফিস্টাস আগুনের দেবতা।

৯:৪৮৪ **ডোলোপিয়ান মানুষদের**: হোমারে ডোলোপিয়ান জাতির উল্লেখ স্রেফ এই একবারই আছে। এরা আসলে কারা ছিল তা নির্ণয় করা যায়নি।

৯:৫৫৭ **ক্লিওপেট্রা**: হোমার বিশেষজ্ঞদের মতে মেলেয়গারের কাহিনীতে ক্লিওপেট্রার ভূমিকা তা-ই, যা কিনা *ইলিয়াড*-এর কাহিনীতে প্যাট্রোক্লাসের। তারা তাই মনে করেন ক্লিওপেট্রা (Kleopatra) নামটি প্যাট্রোক্লাস (Patro-klos) নামেরই উল্টোদিক থেকে গড়া একটি রূপ (Klos-patro = Kleopatra)। তাদের দাবি, এ দুই নামের একটি অন্যটির সাপেক্ষে এক আবিষ্কার। ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ: এটা যদি মেনে নেওয়া হয় তো মানতে হয় যে *ইলিয়াড*-এর প্লট অতীতের এক 'মেলেয়গারিস' (Meleagris) প্লট থেকে উদ্ভূত আর প্যাট্রোক্লাস চরিত্রটি তাই ক্লিওপেট্রার আদলে হোমারের আবিষ্কার; কিংবা মেলেয়গারের স্ত্রীর এই নামটি হোমারের এক হালকা চালের ও লঘু সৃষ্টি। অনেকে দ্বিতীয় এই অনুমানই সত্য বলে মানেন এ-কারণে যে ক্লিওপেট্রার এখানে অন্য এক নামও আছে—হ্যালসিওন (৫৬২)।

৯:৫২৯-৫৯৯ **তখন কুরিটিজদের যুদ্ধ...কোনো উপঢৌকন ব্যতিরেকে**: মেলেয়গারের কাহিনীটির সময়কাল *ইলিয়াড*-এর বা ট্রোজান যুদ্ধের আগের। ফিনিক্স এখানে অ্যাকিলিসকে তার ক্রোধ বর্জন করার যৌক্তিকতা দেখাতে এই কাহিনীর উল্লেখ করেছে। পুরো কাহিনীটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মেলেয়গারের ক্রোধের সঙ্গে বর্তমানের অ্যাকিলিসের ক্রোধের এখানে তুলনা টানা হচ্ছে, অ্যাকিলিসকে বলা হচ্ছে যে খুব বেশি দেরিতে ক্রোধ পরিহার করলে সেনাবাহিনীর বাকিদের সবার কাছ থেকে মর্যাদা ও সম্মান এবং রাজা আগামেমননের প্রতিশ্রুত উপহারগুলি না-ও মিলতে পারে, যেমন ঘটেছিল মেলেয়গারের ভাগ্যে। আর ক্লিওপেট্রার ভূমিকা (এর উপরের টীকাতেই বলা হয়েছে যে তার নাম ও ভূমিকার সঙ্গে বর্তমানে প্যাট্রোক্লাসের ভূমিকাটির মিল আছে) ফিনিক্সের মিনতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ঐতিহাসিকদের কাছে এটা পরিষ্কার নয় যে কখন মেলেয়গারের লোককথামূলক কাহিনীটি (এক মা তার ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছে,

তারপর সেখানে আরও আছে অগ্নিমশাল ও বুনো শূকরের কথা) এক বীরের বীরত্বগাথায় পরিণত হলো (অর্থাৎ কুরিটিজ বনাম ঈটোলিয়ান মানুষদের যুদ্ধ উপাখ্যানে)। তেমনই আমরা জানি না ফিনিক্স এই গল্পকে তার এখনকার প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য, অর্থাৎ অ্যাকিলিসের পরিস্থিতির সমান্তরালে খাড়া করার জন্য, কীভাবে ও কতোটুকু বদলে নিয়েছে।

৯:৬০৮ **প্রয়োজন নেই এই সম্মানের:** অর্থাৎ অডিসিয়ুসের ভাষণে বলা রাজা আগামেমনন প্রতিশ্রুত উপঢৌকনসমূহের।

৯:৬১৬ **আমার সমান রাজা হতে:** এই পঙ্‌ক্তির অর্থ এটা নয় যে ফিনিক্স কখনো অ্যাকিলিসের সমান রাজা হতে পারবে। এর অর্থ বরং খুব বেশি হলে এরকম: 'তুমি যা কিছু চাও তা পেতে পারো, কেবল যদি তুমি আমার পক্ষে থাকো।'

৯:৬৩১-৬৩৫ **মানুষ তো তার ভাইয়ের...সংযত হয়ে আসে:** অ্যাজাক্স এখানে তখনকার দিনের গ্রিসের একটি প্রথার কথাই বলছে, যে প্রথা অনুযায়ী কোনো খুনি তার হাতে নিহত মানুষের পরিবারকে যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিজের খুনের জন্য মাফ পেয়ে যেত। এর পরে সেই খুনি সে সমাজেই ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায়, বিপদের বা প্রতিশোধের ভয়মুক্ত হয়ে, বাস করতে পারতো।

৯:৬৬৮ **স্কাইরোস:** ইয়ুবিয়ার পূর্বে ঈজিয়ান সাগরের একটি দ্বীপ।

৯:৭০২ **আবার সে যুদ্ধে নামবে:** ডায়োমিডিজের এই কথার মধ্য দিয়ে তার নিজস্ব বিশ্বাসের এক পরিষ্কার ছবি আমরা পেয়ে যাই: দূতদের খালি হাতে ফিরে আসার পরেও সে বিশ্বাস করছে না যে অ্যাকিলিস তার হুমকির বাস্তবায়ন করবে। বরং তার বিশ্বাস অ্যাকিলিস ঠিকই গ্রিকদের মাঝে যুদ্ধে ফিরে আসবে।

পর্ব - দশ

ডোলোনেইয়া

আগামেমনন ও মেনেলাসের চোখে ঘুম নেই গ্রিকদের নিয়ে শঙ্কার কারণে—শলাপরামর্শসভায় সিদ্ধান্ত হলো যে ডায়োমিডিজ ও অডিসিয়ুস গুপ্তচরবৃত্তির কাজে ট্রোজান শিবিরে যাবে—গ্রিক এ দুই গুপ্তচরের হাতে ট্রোজান গুপ্তচর ডোলোন নিহত—ট্রোজান-মিত্র থ্রেশান সেনাবাহিনীতে অডিসিয়ুস ও ডায়োমিডিজের ধ্বংসলীলা।

বিষয়বস্তু

দশম পর্ব, ডোলোনের উপাখ্যান বা 'ডোলোনেইয়া' যার প্রথাগত নাম, পুরো ইলিয়াড-এ এক অদ্বিতীয় অবস্থানের দাবি রাখে। এ পুরো পর্বটির পূর্ণাঙ্গ শুরু ও শেষের চক্রটি নিজের ৫৭৯টি লাইনের মধ্যেই আবর্তিত; অর্থাৎ একে এই মহাকাব্য থেকে একদম হাওয়া করে দেওয়া যায় মহাকাব্যটির কাহিনী ও বিন্যাসের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করেই। এ-পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলিই বাকি ইলিয়াড-এর আগেও নেই, পরেও নেই। দশম পর্ব মূল ইলিয়াড-এর অংশ নয় বরং একটি পরবর্তীকালীন সংযোজন—এই যে হোমেরিক পণ্ডিতদের বিশ্বাস, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এ-বইয়ের শেষে, পর্বভিত্তিক পাঠ-পর্যালোচনা অংশে।

পাঠকপ্রিয়তার বিচারে যথেষ্ট জনপ্রিয় এবং জমজমাট এর আখ্যান, উত্তেজনাময় মুহূর্ত বা সাসপেন্স আর মানবিক করুণাজাগানো পরিস্থিতি ও রক্তপাতের ছড়াছড়ি, সব

‘জনপ্রিয়’ বিচারেই এটি ইলিয়াড-এর আকর্ষণীয় একটি পর্ব, সন্দেহ নেই। পুরো পর্বের ঘটনাকাল এক রাত, ২৭তম দিনের গভীর রাত। গ্রিকবাহিনী উদ্বিগ্ন আগামিকাল কী হবে তা নিয়ে। শেষে তাদের দুই বীর গেল প্রথমবারের মতো সমতলে তাঁবু গাড়া ট্রোজান শিবিরের দিকে—উদ্দেশ্য গুপ্তচরবৃত্তি। অন্যদিকে হেক্টরও গ্রিক জাহাজবহরে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে পাঠাল ডোলোন নামে এক সৈন্যকে। শুরু থেকেই ডোলোন বীরসুলভ কোনো চরিত্র নয়—তার চেহারা ভালো নয়, অধিকন্তু পাঁচ বোনের পরিবারে সে একমাত্র ভাই। গ্রিক গুপ্তচরদের হাতে ধরা পড়ে সে হড়হড় করে বলে দিল যা-ই জানতে চাইল গ্রিকরা, কিন্তু তা-ও সে বাঁচাতে পারল না নিজের জীবন। এরপরে দুই গ্রিক রক্তবন্যা বইয়ে দিল ট্রোজান-মিত্র থ্রেশানদের শিবিরে—খুন হলো থ্রেশানদের রাজা ও আরও বারো জন। পুরো পর্বটির চরিত্র নাটকের দুই অঙ্কের মাঝখানে ঘটা ‘মধ্যরঙ্গ’গুলির মতো। আর ‘ডোলোন’ এক ট্র্যাজিক ও পাঠকের-মায়াজাগানো চরিত্র নিঃসন্দেহে। লক্ষণীয় যে এ পর্বে অধিকাংশ নামকরা বীরেরা সব পশুর চামড়া গায়ে পরে আছে; পর্বটির আপাত পাশবিকতারই রূপক যেন সেটা।

সারসংক্ষেপ

১-১৭৯: নিদ্রাহীন রাজা আগামেমনন গেল নেস্টরের সঙ্গে দেখা করতে, পথিমধ্যে তার দেখা হলো ভাই মেনেলাসের সাথে। গ্রিক নেতারা পরিখার পাশে জড়ো হলো পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও পরবর্তী করণীয় নিয়ে কথা বলতে।

১৮০-২২৬: নেস্টর স্বেচ্ছাসেবক চাইল, যে কিনা রাতের আঁধারে ট্রোজান শিবিরে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে যেতে রাজি হবে। রাজি হলো ডায়োমিডিজ, কিন্তু তার শর্ত যে সাথে অন্য কাউকে দিতে হবে।

২২৭-২৯৮: অনেকেই আগ্রহ দেখাল ডায়োমিডিজের সঙ্গে যেতে, কিন্তু সে বেছে নিল সবচেয়ে যোগ্য লোকটিকেই—ধূর্তবুদ্ধির অডিসিয়ুস। দুজনে রওনা দিতেই দেবী অ্যাথিনা পাঠাল এক মঙ্গলসূচক আলামত।

২৯৯-৩৮৯: ট্রোজান শিবিরে হেক্টরও চাইছে কোনো ট্রোজান গ্রিক জাহাজবহরের কাছে গিয়ে গুপ্তচর হয়ে দেখে-শুনে আসুক সব কিছু। ডোলোন নামের একজন রাজি হলো এই দুঃসাহসী কাজে, কারণ হেক্টর শপথ নিল যে গুপ্তচরকে অ্যাকিলিসের ঘোড়া দুটি দেওয়া হবে পুরস্কার হিসেবে। পথিমধ্যে ঐ দুই গ্রিক দেখে ফেলল তাকে, ধরেও ফেলল এবং ট্রোজানদের থেকে তাকে আলাদা করে, ভয় দেখিয়ে, জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করল।

৩৯০-৪৬৪: প্রাণ বাঁচাতে ডোলোন বলে দিল যে থ্রেশান রাজা রিসাস মাত্র এসেছে তার রুপা ও সোনায় বানানো রথ ও দুর্দান্ত সাদা ঘোড়াদের নিয়ে। ডোলোনের থেকে অন্য অনেক কিছু জেনে নেওয়া শেষে ডোলোনকে হত্যা করল গ্রিক দুজন।

৪৬৫-৫১৪: ডায়োমিডিজের হাতে রাজা রিসাস ও বারো জন সহযোদ্ধার ঘুমের মধ্যেই নির্মম মৃত্যু; অডিসিয়ুস পালালো ঘোড়াগুলি নিয়ে। অ্যাথিনার মন্ত্রণায় দুজনেই রওনা দিল নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে।

৫১৫-৫৭৯: দেবতা অ্যাপোলো সতর্ক করে দিল রাজা রিসাসের চাচাত ভাইকে; সে তখন ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল ট্রোজানদের। ডায়োমিডিজ ও অডিসিয়ুসের নিরাপদে গ্রিক শিবিরে বীরোচিত প্রত্যাবর্তন।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

আগের পর্বের সেই একই রাত চলছে এ পর্বেও—আলেকজান্ডার পোপের হিসাবে *ইলিয়াড* শুরু হওয়ার পর থেকে ২৭তম দিনের রাত্রি এটা; আর ই.ভি. রিউয়ের হিসাবে ২৫তম। ঘটনাস্থল সমুদ্র উপকূলে ও সমতলে দুই বাহিনীর দুই শিবির।
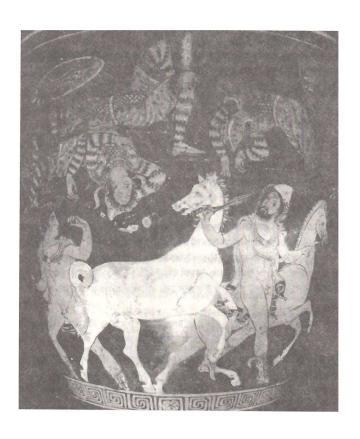
চিত্র ১২. রাজা রিসাস হত্যাকাণ্ড। ডানদিকে নগ্ন অডিসিয়ুস (ধ্রুপদী সাহিত্যে যাকে বলে heroic nudity) একটা বড় বস্ত্র গায়ে পরে, মাথায় টুপি চাপিয়ে। তরবারি আন্দোলিত করে সে ধরে নিয়ে যাচ্ছে রিসাসের অতুল্য দুই ঘোড়া। বাঁয়ে দাঁড়ানো ডায়োমিডিজ। উপরে তিন সদ্য মৃত থ্রেশান সৈন্য, শরীর তাদের মোচড়ানো। (দক্ষিণ ইতালিয়ান পানির জগ, খ্রিস্টপূর্ব ৩৬০ সন)

[১-৩২]

এবার জাহাজের পাশে গ্রিক বাহিনীর অন্যান্য গোত্রপতিগণ রাতভর ঘুমাবে বলে শুয়ে পড়ল, নরম ঘুমের হাতে পরাস্ত হলো তারা। কিন্তু আগামেমনন—অ্যাট্রিউসপুত্র, সেনাবাহিনীর রাখাল—মধুর নিদ্রায় যেতে ব্যর্থ হলো, কারণ তার মনের ভেতরে বাগ্‌যুদ্ধ চলছিল বহু কিছু নিয়ে।

যেভাবে মোহিনীকেশ দেবী হেরার স্বামী [জিউস] বজ্রের চমক দিয়ে পূর্বাভাস দেয় ৫
কোনো অবর্ণনীয় তুমুল বর্ষণ কিংবা শিলাঝড় কিংবা তুষারপাতের, তুষারফলক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে মাঠ জুড়ে; কিংবা পূর্বাভাস দেয় তিক্ত যুদ্ধের চওড়া মুখ হাঁ করে খুলে যাওয়ার—সেভাবে আগামেমনন বারবার গুঙিয়ে উঠল তার বুকের গভীর প্রদেশ
থেকে, তার হৃদয় দেহের ভেতরে উঠল কেঁপে কেঁপে। যতবার সে তাকাল ট্রোজান ১০
সমতলের দিকে, ততবার সে চমকে উঠল ইলিয়ামের সম্মুখে জ্বলতে থাকা অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড দেখে, আর বাঁশি ও শিঙার আওয়াজে, মানুষের হট্টগোলে। কিন্তু যতবারই তাকাল সে জাহাজবহর ও গ্রিক সেনাশিবিরের দিকে, ততবার সে তার মাথার চুল
ছিঁড়তে লাগল টেনে টেনে একদম গোড়া থেকে—আকাশে বাস করা জিউসের প্রতি ১৫
নিবেদন রেখে। তার মহান হৃদয় যন্ত্রণায় কাতরাল প্রচণ্ডরকম। আর তার কাছে এটাই সবচে ভালো পরিকল্পনা বলে মনে হলো যে, এখন প্রথমে সে যাবে নিলিয়ুসপুত্র নেস্টরের কাছে। তার আশা, সম্ভব হলে নেস্টরের সাথে মিলে কোনো ভালো ফন্দি
আঁটা যাবে, যাতে করে অশুভকে গ্রিকবাহিনীর কাছ থেকে দূরে তাড়ানো সম্ভবপর হয়। ২০
অতএব উঠে বসল সে, বুকের কাছে পরে নিল তার জোব্বা, চকচকে পায়ের তলায় বেঁধে নিল সুন্দর চটি, এরপরে গায়ে চড়াল এক সিংহের তামাটে চামড়া—জ্বলজ্বলে এবং বিরাট—যেটা তার পা অবধি পৌঁছাল; আর হাতের মুঠিতে নিল তার বল্লম।

একইরকম মেনেলাসও কেঁপে কেঁপে উঠছিল ভয়ে—তার চোখের পাতায়ও ২৫
ঘুম এসে বসল না কোনোমতে। তার ভয় দুর্দশা চেপে ধরবে গ্রিক লোকেদের যারা কিনা তার কারণে সাগরের প্রশস্ত পথ পার হয়ে ট্রয়ে এসেছে, বুকের মাঝে পুষছে তীব্র যুদ্ধের অভিপ্রায়। প্রথমে সে তার চওড়া কাঁধ ঢেকে নিল এক চিতার
চামড়ায়, ছোপ ছোপ পশুচর্ম ছিল সেটা; তারপর উঠিয়ে মাথায় পরে নিল এক ৩০
ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ, আর তার দৃঢ় হাতের মুঠিতে নিল একটি বল্লম। এরপর রওনা দিল সে তার ভাই আগামেমননকে [ঘুম থেকে] ওঠাবে বলে—তার ভাই সমস্ত

গ্রিকের শক্তিশালী শাসক; জনতা তাকে সম্মান করে কোনো দেবতার মতো।
তাকে পেল সে কাঁধের ওপরে নিজ সুন্দর বর্ম চাপাতে ব্যস্ত অবস্থায়, জাহাজের
৩৫ পশ্চাদভাগের কাছে। আগামেমনন খুশি হলো তার ভাই এসেছে দেখে।
আগামেমননের উদ্দেশে প্রথম বলল মেনেলাস, রণহুঙ্কারে পারদর্শী বড় :

'ভাই আমার, কেন তুমি নিজেকে এভাবে সাজাচ্ছ যুদ্ধসাজে? তুমি কি
তোমার সহযোদ্ধাদের কাউকে ঘুম থেকে ওঠাবে, তাকে ট্রোজানদের ওপর
গুপ্তচরবৃত্তির দায়িত্ব দেবে নাকি? নাহ্, আমি ভয়ংকর ভীত যে কেউ তোমার
৪০ জন্য এ-কাজের দায়িত্ব নিতে চাইবে না—চাইবে না এই অবিনাশী রাতে একা
গিয়ে শত্রুদের ওপরে গোয়েন্দাগিরি করে। যে-ই যাক, তাকে হতে হবে খুব
সাহসী হৃদয়ের কেউ।'

তখন তার কথার জবাবে বলল প্রভু আগামেমনন :

'ও মেনেলাস, জিউস-লালিত। আমাদের দুজনের দরকার আছে, তোমার ও
আমার, দুজনে মিলে এক চতুর বুদ্ধি আঁটবার, যা রক্ষা করবে ও বাঁচিয়ে রাখবে
৪৫ গ্রিকদের এবং তাদের জাহাজবহর, বিশেষত যখন দেখছি যে জিউসের মন
অন্যদিকে ঘুরে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে তার হৃদয় হেক্টরের পূজা-উৎসর্গের দিকেই
ঝুঁকে গেছে, আমাদের দিকে নয়। আমি কখনও দেখিনি, কখনও অন্য কাউকে
বলতেও শুনিনি, যে কেবল একা এক লোক একদিনে এতগুলি ভয়ংকর ঘটনার জন্ম
দিতে পারে, যেভাবে দিয়েছে হেক্টর, জিউসের প্রিয়, যেভাবে সে গ্রিক সন্তানদের
৫০ ওপর নিয়ে এসেছে ধ্বংস স্রেফ নিজের শক্তিতে—কারণ সে তো কোনো দেবী
কিংবা দেবতার প্রিয়পুত্র নয়। আমার ধারণা, যা সে করল তা গ্রিকদের জন্য দুঃখ
হয়ে থাকবে বহু বহু কাল। ওহ্, সে কত বেশি সর্বনাশ ঘটাল আজ গ্রিকদের।

'যাক, তুমি এখন যাও, জলদি দৌড়ে যাও জাহাজবহরের দাগ ধরে এবং
অ্যাজাক্স ও আইডোমেন্যুসকে এখানে ডেকে আনো। আমি যাচ্ছি দেবতুল্য
৫৫ নেস্টরের কাছে—তাকে তুলব ঘুম থেকে। দেখি সে চায় কিনা পবিত্র দায়িত্বরত
প্রহরীদের দলের ওখানে যেতে, তাদের কাজ বুঝিয়ে দিতে। তার কথাই তারা
শুনবে অন্য যে কারো থেকে বেশি, যেহেতু তার নিজের ছেলে ঐ প্রহরীদের
কাপ্তান—সে এবং মেরাইয়োনিজ, আইডোমেন্যুসের সহচর। [বিশেষ করে]
তাদের দুজনের হাতেই আমরা সঁপেছি এ কাজের মূল ভার।'

৬০ তখন তার উদ্দেশে জবাবে জানাল মেনেলাস, রণহুঙ্কারে দড় :

'ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে এগুলো বলে কী করার আদেশ ও কাজ দিচ্ছ
তুমি? আমি কি ওখানে থেকে যাব অ্যাজাক্স ও আইডোমেন্যুসের সাথে, অপেক্ষা
করব যতক্ষণ না তুমি আসো, নাকি ওদের তোমার আদেশ ভালোমতো বুঝিয়ে
দেওয়া হলে দৌড়ে ফিরে আসব তোমার এখানেই?'

আগামেমনন, মানুষের রাজা, তার কথার জবাব দিল এই বলে :

'ওখানেই থেকে যেয়ো তুমি, না হলে দেখা যাবে আমরা পথিমধ্যে হারিয়ে ৬৫
ফেলেছি একে অন্যকে। কারণ পুরো গ্রিক আস্তানা জুড়ে বহু বহু পথ চলে গেছে। তবে তুমি যেদিকেই যাও, তোমার হাঁক ছেড়ো, সৈন্যদের বোলো সজাগ থাকতে। প্রত্যেককে ডেকো তার বংশ ও পিতার নাম ধরে, প্রত্যেককে তার প্রাপ্য সম্মান দিও, গর্বোদ্ধত হয়ো না বুকের মাঝে। বরং আমাদের যা কাজ আছে তা যেন আমরা করি দুজনে মিলে—কারণ দেখে মনে হচ্ছে জিউস ৭০
আমাদের জন্মের কালে আমাদের ভাগ্যে রেখেছিল দুর্দশার বোঝা।'

এই কথা বলে সে তার ভাইকে পাঠাল তার আদেশ পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়ে, আর নিজে সে রওনা হলো বাহিনীর রাখাল নেস্টরের উদ্দেশে। তাকে পেল সে তার নরম বিছানায়, তার কুটির ও তার কালো জাহাজের পাশে। তার শরীরের পাশে পড়ে আছে জাঁকাল নকশা করা বর্ম, তার ঢাল, দুটি বল্লম ৭৫
ও দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণ। তার পাশে আরও পড়ে আছে তার চকমকে কোমরবেষ্টনী, যেটা এই বৃদ্ধ কোমরে জড়ায় যখন সে সজ্জিত হয় মানুষের-সর্বনাশ-আনা যুদ্ধের সাজে, তারপর নেতৃত্ব দেয় নিজের লোকেদের—শোচনীয় বৃদ্ধ বয়সের কাছে হার মানার লোক নেস্টর নয়। নেস্টর উঠল তার কনুইয়ে ৮০
ভর দিয়ে, মাথা তুলল তার, আর কথা বলল অ্যাট্রিউসপুত্রের প্রতি, তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল এই বলে :

'কে তুমি যে একা একা চলেছ জাহাজগুলির পাশে পুরো শিবির জুড়ে এই রাতের অন্ধকারে, যখন অন্য নশ্বর মানুষেরা ঘুমিয়ে রয়েছে? তুমি কি খুঁজছ তোমার কোনো হারানো খচ্চর, নাকি তোমার সহসঙ্গীদের? কথা বলো, চুপ করে থেকে আমার কাছে এসো না যেন। কী দরকারে এলে তুমি?' ৮৫

তখন আগামেমনন, মানুষের রাজা, উত্তরে বলল এই :

'নেস্টর, নিলিউসের ছেলে, গ্রিকদের মধ্যে মহান মহিমার—তুমি তো আগামেমননকে চেনো, অ্যাট্রিউসপুত্র সে, যাকে অন্য সবার থেকে বেশি কাজ দিয়েছে জিউস, বিরতিবিহীন, মানে যতদিন আমার বুকে আছে শ্বাস এবং হাঁটু ৯০
রয়েছে সচল। আমিই ঘুরে বেড়াচ্ছি, কারণ মধুর ঘুম আমার চোখে এসে বসছে না কোনোমতে—যুদ্ধ আমার জন্য বিরাট বিপত্তির, সেই সাথে গ্রিকদের দুর্দশাও। মারাত্মক ভয়ে আছি আমি গ্রিকদের নিয়ে। আমার মনও এখন সুদৃঢ় নয়, যেন আমাকে কেউ ছুড়ে চলেছে এদিকে ওদিকে, আর আমার হৃদয় লাফিয়ে বেরিয়ে আসছে বুকের মাঝ থেকে। আমার সুপ্রসিদ্ধ হাত ও পা দুটো ৯৫
কাঁপছে দেহের ভারের নীচে। কিন্তু যেহেতু তোমার চোখেও দেখছি না নিদ্রা এসেছে, তাই তুমিও যদি কিছু করতে চাও তো আসো। চলো আমরা যাই প্রহরীদের কাছে, দেখি গিয়ে ওরা শ্রম ও ঝিমুনির হেতু ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি, পুরো ভুলে গিয়েছে কি পাহারা দেবার কথা। শত্রুরা কাছেই অস্থায়ী শিবির ১০০

গেড়েছে। আমরা জানি না তাদের ইচ্ছা কী আছে, তারা এই রাতের বেলাই যুদ্ধ লড়তে দৃঢ়সংকল্প কিনা।'

এবার তার কথার জবাবে বলল রথচালক, জেরেনিয়ার নেস্টর :

'অ্যাট্রিউসের সর্ব মহিমান্বিত পুত্র, মানুষের রাজা, আগামেমনন তুমি। জেনে রাখো মন্ত্রণাদাতা জিউস নিশ্চিত হেক্টরের সকল পরিকল্পনা—মানে এখন সে যা
১০৫ কিছুর আশা করে আছে—তার সবই পূরণ করবে না। নাহ, আমার বিশ্বাস সে আমাদের থেকেও বেশি বিপত্তিতে থাকবে যদি অ্যাকিলিস একবার তার মন ঘোরায় ঐ প্রচণ্ড ক্রোধ থেকে। যাই হোক, আমি খুশিমনে তোমার পিছু যাব। তবে আসো আমরা অন্যদেরও জাগিয়ে তুলি—টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজকে, তার বল্লমের
১১০ বিশাল খ্যাতি; আর অডিসিয়ুস, দ্রুতগামী অ্যাজাক্স° ও সেইসঙ্গে ফাইলিয়ুসের বীরপুত্র মেজিসকে°ও। সেইসাথে আমি চাই অন্য কেউ যাক, ডেকে আনুক ঐ দুজনকেও—দেবতুল্য অ্যাজাক্স, টেলামনের ছেলে, আর রাজা আইডোমেন্যুসকে, কারণ দুজনেরই জাহাজ আছে সব থেকে দূরে, একদমই আমাদের হাতের কাছে নয়। তবে মেনেলাসকে বকা দেব আমি, যদিও সে আমার প্রিয় আর আমি তাকে
১১৫ শ্রদ্ধা করি, তবু; তুমি যদি আমার ওপর রাগান্বিত হয়ে ওঠো তবু আমি কী ভাবছি তা লুকাবো না একটুও। কারণ দ্যাখো সে কেমন ঘুমাচ্ছে আর তোমাকেই কাজ করে যেতে হচ্ছে একা একা। তার উচিত ছিল উঠে অন্য সেরা যোদ্ধাদের সাথে নিয়ে কাজে নামা, ওদের অনুরোধ করা [হাত বাড়ানোর]। কারণ এখন অসহনীয় এক প্রয়োজন আমাদের সকলকে চেপে ধরেছে বটে।'

তার কথার উত্তরে বলল মানুষের রাজা আগামেমনন, এই কথা :

১২০ 'বৃদ্ধ জনাব, অন্য কোনো সময় আমি নিজেই তোমাকে বলব তাকে ভর্ৎসনা জানাতে, যেহেতু দেখছি যে সে প্রায়শই ঢিলাঢালা, পরিশ্রমে ইচ্ছুক নয় মোটে। তবে তা এ কারণে নয় যে সে অলস কিংবা ভাবনাচিন্তাহীন, বরং এ জন্য যে সে সর্বদাই তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, অপেক্ষা করে আমার নেতৃত্বের। কিন্তু আজ সে জেগে উঠেছে এমনকি আমারও আগে, এসেছে আমার কাছে, আর আমি
১২৫ নিজে তাকে পাঠিয়েছি ওদের ডেকে আনার কাজে, ঐ যাদের কথা এখনই বললে তুমি। যাক, চলো আমরা দুজন যাই। ওদেরকে আমরা পাব তোরণের ওখানে, প্রহরীদের মাঝে। কারণ ওখানেই সকলকে জড়ো হতে আদেশ দিয়েছি আমি।'

এবার তার কথার জবাবে বলল রথচালক, জেরেনিয়ার নেস্টর :

'তাই যদি হয় তাহলে তার [মেনেলাসের] প্রতি গ্রিকদের কেউই ক্ষুব্ধ
১৩০ হবে না, অমান্য করবে না তাকে যখন সে অন্য কাউকে তাড়া দেবে, কিংবা আদেশ জানাবে।'

এই কথা বলে নেস্টর তার বুকের কাছে জোব্বা পরে নিল, চকচকে পায়ের নীচে বেঁধে নিল সুন্দর চটি। আর শরীর জুড়ে বেঁধে নিল রক্তবর্ণ আলখাল্লা

একখানা, দুভাঁজের ও চওড়া সেটা, ওটার পিঠ নরম পুরু লোমে ঢাকা। আর সে মুঠিতে ধরল এক বিশাল বল্লম, আগা তার ধারাল ব্রোঞ্জের। এইবার চলল সে ব্রোঞ্জের-বর্মপরা গ্রিকদের জাহাজবহরের মাঝ দিয়ে। ১৩৫

এবার প্রথমে অডিসিয়ুসকে—মন্ত্রণায় সে জিউসের সমকক্ষ একজন—ঘুম থেকে তুলল রথচালক, জেরেনিয়ার নেস্টর। সে ডাকল তাকে। অবিলম্বে সেই ডাক প্রতিধ্বনিত হলো অডিসিয়ুসের মনে। সে বেরিয়ে এল তার তাঁবু থেকে, বলল তাদের উদ্দেশে এই কথা : ১৪০

'এ কী কথা যে তোমরা একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছ জাহাজের পাশে, পুরো শিবির জুড়ে, এই অবিনশ্বর রাতে? কী এত বিশাল প্রয়োজন পড়ল তোমাদের ?'

তখন তার কথার জবাব দিল রথচালক, জেরেনিয়ার নেস্টর :

'লেয়ারটিজের জিউস-বংশজাত ছেলে, হাজার-বুদ্ধির অডিসিয়ুস তুমি, ক্ষুব্ধ হয়ো না [আমাদের প্রতি]। দেখছ না বিশাল দুর্দশা চেপে বসেছে গ্রিকদের কাঁধে? নাহ্, আসো আমরা অন্যদেরও উঠাই ঘুম থেকে যাদের সঙ্গে আমাদের শলাপরামর্শের দরকার আছে—আমরা পালিয়ে যাব নাকি লড়ে যাব, এই বিষয় নিয়ে।' ১৪৫

এ-ই বলল সে, আর অনেক ছলা-কৌশলে পাকা অডিসিয়ুস তার কুটিরে চলে গেল। কাঁধের ওখানে সে চড়াল এক জমকালো নকশাকরা ঢাল, হাঁটা দিল তাদের পেছন দিকে। এবার তারা এল টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজের কাছে। তাকে তারা পেল তার তাঁবুর বাইরের দিকে, সঙ্গে বর্ম-যুদ্ধাস্ত্র এসব নিয়ে আছে। তার চারপাশে তার সহসঙ্গীগণ মাথার নীচে ঢাল রেখে রয়েছে নিদ্রায়, তবে তাদের বর্শাগুলি মাটিতে পুঁতে রাখা, ওগুলি খাড়া হয়ে আছে সুচালো আগার 'পরে, আর দূর অবধি ব্রোঞ্জ ঝলকাচ্ছে ঠিক পিতৃদেব জিউসের বজ্রচমকের মতো। কিন্তু যোদ্ধা ডায়োমিডিজ নিজে নিদ্রারত, তার পিঠের নীচে বিছানো মাঠে চরা ষাঁড়ের চামড়া, মাথার নীচে এক উজ্জ্বল গালিচা টেনে পাতিয়ে রাখা। তার পাশে এগিয়ে গেল রথচালক, জেরেনিয়ার নেস্টর। সে উঠাল তাকে, পা দিয়ে গুঁতো মেরে চাঙ্গা করে দিল, জাগিয়ে তুলল ও মুখের ওপর বকা ঝাড়ল এই বলে : ১৫০ ১৫৫

'ওঠো, টাইডিয়ুসের ছেলে, কেন তুমি ঘুমাচ্ছ সারা রাত ধরে? তুমি কি জান না যে ট্রোজানরা ঘাঁটি গেড়েছে সমতলের উঁচু জায়গাতে, জাহাজবহরের কাছাকাছি, আর তাদের থেকে আমাদের দূরত্ব খুব বেশি নয়?' ১৬০

এ-ই বলল সে। ডায়োমিডিজ তক্ষুনি দ্রুত লাফিয়ে উঠল নিদ্রা থেকে। সে তাকে জানাল সম্ভাষণ, বলল এই ডানাওয়ালা কথা :

'বৃদ্ধ জনাব, তুমি সত্যি শক্ত লোক, কাজ থেকে বিরাম নাও না কোনো।
১৬৫ অন্য কমবয়সী গ্রিক সন্তানেরা কি নেই যারা বাহিনীর সর্বত্র গিয়ে জাগাবে প্রতিটি রাজাকে এক এক করে? ওহ, বৃদ্ধ জনাব, তোমার সাথে পারা দায়!'

এরপর ঘোড়সওয়ার, জেরেনিয়ার নেস্টর, জবাব দিল তাকে :

'নাহ্, আসলেই বন্ধু, যা বললে তুমি খারাপ বলোনি। সত্যি তো আমার
১৭০ রয়েছে অতুল্য সব ছেলে, আছে অনেক লোক, যাদের যে কেউ গিয়ে অন্যদের ডেকে আনতে পারে। কিন্তু গ্রিকরা পর্যুদস্ত এক মহা প্রয়োজনের হাতে। বিষয়টা এখন সকল গ্রিকের জন্য রয়েছে ঠিক ক্ষুরের আগায়—হয় বেঁচে থাকা, না হয়
১৭৫ শোচনীয় মৃত্যুবরণ। অতএব যাও, জলদি গিয়ে দ্রুতগামী অ্যাজাক্সকে উঠাও, সেই সাথে ফাইলিয়্যুসপুত্র মেজিসকেও। আমার চেয়ে বয়সে ছোট তুমি, তাই যদি কাজটা করো দয়া করে।'

এই ছিল নেস্টরের কথা। তখন ডায়োমিডিজ এক সিংহের চামড়া চাপিয়ে নিল কাঁধে, জ্বলজ্বলে এবং বিরাট, সেটা পৌঁছাল তার পা অবধি গিয়ে। আর সে হাতের মুঠিতে নিল তার বল্লম, তারপর চলল তার পথে। ঘুম থেকে সে
১৮০ ওঠাল ঐ দুই যোদ্ধাকে, তাদের সাথে নিয়ে এল। এবার যখন তারা একসাথে প্রহরীদের কাছে গেল, দেখল তারা জড়ো হয়ে আছে একদল হয়ে। প্রহরীদের একজন নেতাকেও তারা পেল না নিদ্রারত, দেখল সবাই অস্ত্র নিয়ে জেগে বসে আছে। যেভাবে কুকুরেরা খামারবাড়িতে কষ্টদায়ক পাহারা দিয়ে যায় ভেড়ার দলের, বিশেষত যখন তারা শুনতে পায় কোনো অদম্য বন্য পশু নেমে এসেছে
১৮৫ পাহাড়ি জঙ্গল বেয়ে, আর তাকে ঘিরে মহা হট্টগোল চলে মানুষ ও কুকুরের, [এবং তখন] যেভাবে তাদের ঘুম হাওয়া হয়ে যায়—সেভাবে প্রহরীদের চোখের পাতা থেকে, এই অশুভ রাত্রিজুড়ে পাহারা দিয়ে দিয়ে, মধুর নিদ্রা অপসৃত হয়ে গেছে। কারণ তাদের ঘন ঘন ঘাড় ঘোরাতে হচ্ছিল সমতলের দিকে, দেখতে হচ্ছিল যে ট্রোজানরা এসে পড়ল কিনা। তাদের এভাবে দেখে বৃদ্ধ নেস্টর
১৯০ অনেক খুশি হলো। সে তাদের উৎসাহ জোগাল, সম্ভাষণ দিয়ে তাদের প্রতি বলল তার ডানাওয়ালা কথা :

'প্রিয় সন্তানেরা, ঠিক আছে, এটাই ঠিক আছে। তোমাদের পাহারা চালিয়ে যাও। কাউকে যেন ঘুম না ধরে দেখো, নয়তো আমরা হয়ে যাব শত্রুদের উৎসবের হেতু।'

এটা বলে নেস্টর ঝটপট চলে গেল পরিখা পার হয়ে, তার পেছনে গেল
১৯৫ গ্রিক নৃপতিরা, যাদের ডেকে আনা হয়েছে মন্ত্রণাসভায়। তাদের সাথে গেল মেরাইয়োনিজ ও নেস্টরের চমৎকার ছেলেটিও, কারণ তাদেরকেও রাজারা এই পরামর্শ-সভায় বলেছে যোগ দিতে। তারা সব গেল খুঁড়ে রাখা পরিখা পার হয়ে ওইপাশে, সকলে বসল এক খোলা জায়গায়, যেখানকার মাটিতে কোনো পতিত

হওয়া মানুষের মৃতদেহ নেই। এই সেই জায়গা যেখান থেকে বলশালী হেক্টর ২০০
গ্রিকদের কতল করে করে—রাতের আঁধার তাকে ঘিরে ধরলে পরে—ফিরে চলে
গেছে। সেখানে বসল তারা নীচে [মাটিতে], কথা বলল একে অন্যের সাথে।
এবার তাদের মাঝ থেকে প্রথমে বলে উঠল রথচালক, জেরেনিয়ার নেস্টর :

'তো, একজনও কি নেই যে তার দুর্বিনীত সাহসে বিশ্বাস রেখে উদ্ধতমনা
ট্রোজানদের কাছে যাবে, দেখবে যে শত্রুদের মধ্যে দলছুট কাউকে বধ করা যায় ২০৫
কি-না। কিংবা অন্তত ট্রোজানদের মধ্যে কী কানাঘুষা চলছে তা আসবে শুনে,
বুঝে আসবে কী শলাপরামর্শ চলছে ওদের—মানে তারা কি এই এত দূরে
জাহাজবহরের পাশেই রয়ে যাবে, নাকি গ্রিকদের এভাবে গুঁড়িয়ে দিতে পেরেছে
বলে আবার ফেরত যাবে তাদের শহরের মাঝে? এসব জেনে নিয়ে সে লোক যদি ২১০
জখমহীন অবস্থায় ফিরতে পারে আমাদের কাছে, তাহলে স্বর্গের নীচে থাকা
সকল মানুষের মাঝে তার বিশাল খ্যাতি হবে এবং তার জন্য রাখা থাকবে এক
দারুণ উপহার: জাহাজগুলির নেতা হয়ে আছে যতজন যুবরাজ, তারা প্রত্যেকে
তাকে দেবে একটি করে কালো ভেড়ি, যার স্তনের কাছে এখনও তার মেষশাবক ২১৫
ঝুলে আছে—এই সম্পদ পাবার সাথে অন্য কিছুর তুলনা চলে না জেনো। আর
সেইসাথে তাকে সবসময় আমাদের ভোজসভা ও মদের-আসরে ডাকা হবে।'

এ-ই বলল নেস্টর। শুনে তারা সব চুপ হলো নীরবতার মাঝে। তখন
তাদের মাঝ থেকে কথা বলল ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কারে পারদর্শী বীর :

'নেস্টর, আমার হৃদয় ও গর্বোন্নত মন আমাকে তাড়া দিচ্ছে কাছের ঐ ২২০
শত্রুদের শিবিরে ঢোকার, ঐ ট্রোজান শিবিরে। তবে যদি অন্য আরেকজন আমার
সহযাত্রী হয়, তাহলে স্বস্তি বাড়ে, আত্মবিশ্বাসও বাড়ে বটে। যখন দুজন একসাথে
যায়, একজন অন্যজনের আগে দেখতে পায় কিসে সুবিধা বাড়ে। অন্যদিকে যদি
কেউ সেই চিন্তা একা একা করে, তার চিন্তার দৌড় সীমাবদ্ধ থাকে, তার কৌশল ২২৫
দুর্বলতর হয়।'

এ-ই বলল ডায়োমিডিজ। শুনে অনেকেই ইচ্ছা জানাল তার সাথে যাবে
বলে। এই ইচ্ছুকদের দলে ছিল দুই অ্যাজাক্স, যুদ্ধদেব আইরিজের অনুচর
তারা; ছিল মেরাইয়োনিজ; ছিল নেস্টরের নিজের পুত্রটিও;° ছিল অ্যাট্রিউসের
ব্যাটা মেনেলাস, বল্লমে যার খ্যাতি খুব; আরও ছিল অবিচল অডিসিয়ুস, সেও ২৩০
চাইছে চুপিসারে ঢুকবে ট্রোজানদের ভিড়ে, তার বুকের মাঝে তো সর্বদাই
আছে দুঃসাহসী চেতনা এক। এবার তাদের মাঝে কথা বলে উঠল
আগামেমনন, মানুষের রাজা :

'টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজ, আমার হৃদয়ের ঘনিষ্ঠজন। তুমি তোমার সহযাত্রী
হিসেবে তাকেই বেছে নাও যাকে তুমি চাও। একদম সেরারাই এখানে নিজ থেকে ২৩৫

ইচ্ছা দেখিয়েছে, তোমার সাথে যেতে ব্যগ্র এরা অনেকেই। তবে তুমি যেন শ্রদ্ধাবোধ থেকে যে ভালো হয় তাকে ফেলে, তোমার সহসঙ্গী হিসেবে নিয়ো না যে খারাপ হয় তাকে—এই বেলায় কোনো ভক্তিশ্রদ্ধা, কোনো বংশপরিচয়, এমনকি সে অন্যদের থেকে বেশি রাজাতুল্য কি না, এসব যেন কাজ না করে তোমার মনে।'

২৪০ এই ছিল আগামেমননের কথা। এটা বলল সে ভয়ে, পীতকেশ [ভাই] মেনেলাসের কথা মাথায় রেখে। তাদের সকলের মাঝে আবার কথা বলল ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কার দিতে দড় :

'[আগামেমনন] যদি সত্যিই তুমি বলো যে আমি নিজ থেকে নিজের সহযাত্রী বেছে নিই, তাহলে দেবতুল্য অডিসিয়ুসের নাম আমি ভুলি কী করে? তার হৃদয় ও গর্বোন্নত মন অন্য সবার থেকে সবধরনের শ্রমে ও কাজে ব্যগ্রতর বেশি; আর

২৪৫ প্যালাস অ্যাথিনাও তাকে খুব ভালোবাসে।° এই লোক যদি যায় আমার সাথে, তাহলে আমরা দুজনে এমনকি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকেও ফিরতে পারব বেঁচে, কারণ অন্য যে কারো থেকে বুদ্ধিমত্তায় অডিসিয়ুস বেশি পাকা।'

এই দফা তার উদ্দেশে কথা বলল অডিসিয়ুস, জীবনে অনেক কিছু সওয়া দেবতুল্য লোক :

'টাইডিয়ুসপুত্র, আমার এত বেশি প্রশংসা কোরো না, তেমনি ব্যর্থতাগুলি

২৫০ নিয়েও দুষো না। গ্রিকদের উদ্দেশে কথা বলছ তুমি, আর তারা সবাই আমাকে জানে। নাহ, চলো আমরা যাই, কারণ নিশ্চিত রাত শেষ হতে চলেছে, ভোর চলে আসছে কাছে। দ্যাখো, তারাগুলি এগিয়ে গেছে সামনের দিকে; রাতের দুই প্রহর শেষ, শুধু তৃতীয় প্রহরটিই আমাদের জন্য বাকি আছে।'

এ-কথার শেষে তারা দুজনে গায়ে পরে নিল তাদের ভয়ংকর বর্ম ইত্যাদি।

২৫৫ থ্রাসিমিডিজ, লড়াইয়ে দৃঢ়সংকল্প বীর, টাইডিয়ুসপুত্র [ডায়োমিডিজকে] দিল এক দুই-ধারী তরবারি—কারণ ডায়োমিডিজ নিজেরটা ফেলে এসেছে তার জাহাজের ওইখানে। সেই সঙ্গে তাকে সে দিল একখানি ঢাল। ডায়োমিডিজ মাথায় পরে নিল ষাঁড়ের চামড়ার এক শিরস্ত্রাণ, যাতে শিং নেই ও ঝুঁটি নেই কোনো—এমন এক শিরস্ত্রাণ যাকে বলে মাথা-ঢাকা টুপি, যা কিনা শক্তপোক্ত তরুণেরা পরে মাথা রক্ষার কাজে।

২৬০ মেরাইয়োনিজ অডিসিয়ুসকে দিল ধনুক, তূণ ও একটি তরবারি আর তার মাথার ওপরে সে বসিয়ে দিল চামড়ার তৈরি এক শিরস্ত্রাণ : শক্ত টেনে আঁটা অনেক চামড়ার ফিতা এর ভেতরটা রেখেছে মজবুত করে, আর বাইরে এক বন্য শূকরের সাদা ঝিলিক দেওয়া দাঁত বসানো আছে ঘন করে এই পাশে ও ওই পাশে, নিখুঁত

২৬৫ বুদ্ধিমত্তার সাথে করা এই কাজ। শিরস্ত্রাণের ভেতরে মাঝখানে বসানো পশমি এক বস্ত্রবিশেষ।° অটোলিকাস একদিন ওরমেনাসপুত্র অ্যামিন্টরের মজবুত বানানো

ঘরে ঢুকে এই শিরস্ত্রাণ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল এলেয়ন থেকে। এরপর অটোলিকাস এটা দেয় সিথিরার অ্যাম্‌ফিদামাসের হাতে, বলে তাকে এটা স্কানডাইয়াতে নিয়ে যেতে। আর অ্যাম্‌ফিদামাস তা দেয় মোলাসকে, অতিথির জন্য উপহাররূপে; পরে মোলাস তা দিয়ে দেয় তার নিজপুত্র মেরাইয়োনিজকে ২৭০ মাথায় পরবার কাজে; আর এখন পরানোর পরে, দ্যাখো, ওটা ঢেকে আছে অডিসিয়ুসের মাথা।°

এভাবে এরা দুজন গায়ে ভয়জাগানো বর্ম চড়িয়ে নিয়ে রওনা দিল তাদের পথে, সব সেরা যোদ্ধাকে রেখে গেল আগের জায়গায়। তখন তাদের উদ্দেশে প্যালাস অ্যাথিনা তাদের ডান দিকে পাঠাল এক শুভসংকেত—একটি সারস। সেটা চলল তাদের পথ ধরে কাছাকাছি ঘেঁষে। তারা যদিও রাতে আঁধারের হেতু ২৭৫ দেখতে পেল না পাখিটিকে, তবে এর তীক্ষ্ণ-তীব্র ডাক শুনল ঠিকই। অডিসিয়ুস এই পাখি-সংকেত পেয়ে খুশি হলো, প্রার্থনা রাখল অ্যাথিনার প্রতি :

'আমার কথা শোনো হে ঐশীবর্মপরা জিউস-সন্তান, আমার সকল ও সবধরনের কাজে তুমি সর্বদাই দাঁড়িয়েছ পাশে। আমি যেখানেই গেছি আমার ওপরে নজর রেখেছ তুমি। এখন আবার আমাকে দাও তোমার ভালোবাসা, ২৮০ অ্যাথিনা, যতটা কিনা দাওনি কখনো আগে। নিশ্চিত করো যে আমরা ফিরে আসব জাহাজবহরের কাছে ভালো সুনাম-সুখ্যাতি নিয়ে—এমন বড় কোনো কাজ সম্পাদন করে যা ট্রোজানদের জন্য দুঃখ-যাতনা এনে দেবে।'

রণহুঙ্কারে পারদর্শী ডায়োমিডিজও প্রার্থনা জানাল এই বলে :

'এবার আমার কথাও শোনো জিউসের সন্তান, অ্যাট্রাইটোন° তুমি। আমার সাথে আসো যেভাবে তুমি এসেছিলে আমার পিতা দেবতুল্য টাইডিয়ুসের পিছু পিছু ২৮৫ থিবজ্ নগরীতে, যখন সে সেখানে গেল গ্রিকবাহিনীর দূত হয়ে।° এসোপাস নদীর তীরে সে রেখে আসে ব্রোঞ্জ-পরা গ্রিক সেনাদল, আর ওখানে ক্যাডমিয়ানদের জন্য নিয়ে যায় এক শান্তির বারতা। কিন্তু ফেরার পথে সে, স্বর্গীয় দেবী, তোমার সাথে পরিকল্পনা করে কিছু ভয়াবহ ঘটনা ঘটানোর।° তখন তুমি সানন্দমনে দাঁড়িয়ে ২৯০ থেকেছিলে তার পাশে। সেভাবে এখন তুমি নিজের ইচ্ছা থেকে দাঁড়াও আমার পাশে এসে, আমাকে রক্ষা করো। বিনিময়ে আমি তোমাকে দেব একটা এক-বছুরে বকনা বাছুরের বলি, যার চওড়া ভুরু, যে এখনও নামেনি কাজে এবং যাকে কেউ এখনও বাঁধেনি জোয়ালের নীচে। সেই বাছুর আমি তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ দেব তার শিং সোনা দিয়ে মুড়ে° দেবার পরে।'

এ-ই বলল তারা তাদের প্রার্থনায়। প্যালাস অ্যাথিনা শুনল সবই। এবার ২৯৫ মহান জিউস কন্যার প্রতি তাদের প্রার্থনা শেষ হলে তারা চলল তাদের পথে

ঠিক দুটি সিংহের মতন কালো রাত্রির মাঝ দিয়ে—হত্যাযজ্ঞ, লাশ, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও কালো খুন পার হয়ে।

নাহ্, ওদিকে হেক্টর যে গর্বিত ট্রোজানদের ঘুমাতে দিয়েছে তাও নয়। সে
৩০০ ডেকেছে তার সকল সেরাদের, যতজন নেতা ও শাসক আছে ট্রোজান জাতির—সকলকেই। এরা সবাই একত্রিত হলে পরে হেক্টর ফন্দি আঁটল এক চতুর কাজের, বলল এই কথা :

'কেউ কি এখানে আছে যে আমার জন্য একটা কাজ করার শপথ নেবে, আর সেটা সম্পন্ন করে উপহার নেবে? নিশ্চিত তার পুরস্কার জমকালো হবে। আমি তাকে
৩০৫ একটি রথ দেব, আর দুটি উঁচু ধনুকের-মতো-বাঁকানো গ্রীবার ঘোড়া—গ্রিকদের দ্রুতছোটা জাহাজের পাশে পাওয়া সর্বসেরা ঘোড়াই হবে এরা। এগুলি আমি দেব তাকে যে সাহস দেখাবে—আর নিজের জন্য অর্জন করবে যশ-খ্যাতি—দ্রুতচারী জাহাজবহরের কাছে যেতে, গুপ্তচরের মতো গিয়ে বুঝে নিতে ঐ দ্রুতগামী জাহাজগুলো আগের মতই পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে কিনা। নাকি এতক্ষণে আমাদের
৩১০ শত্রুরা, আমাদের হাতে পরাস্ত হয়ে, নিজেদের মধ্যে আঁটছে পালানোর পরিকল্পনা, আর চরম ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত হয়ে রাতের পাহারা দেবার কথা মাথায়ই আনছে না?'

এই ছিল হেক্টরের কথা। তা শুনে তারা সবাই নীরবতার মাঝে নিশ্চুপ হলো। কিন্তু ট্রোজানদের মাঝে ছিল ডোলোন° নামের একজন, দেবতুল্য
৩১৫ রাজদূত ইউমিডিজের পুত্র সে—সোনায় ধনী এক লোক, ব্রোঞ্জেও ধনী। তাকে দেখতে লাগে না আকর্ষণীয় মোটে, কিন্তু সে যথেষ্টই দ্রুতপায়ের, আর পাঁচ বোনের মধ্যে সে একটাই ভাই।° এই লোক এবার কথা বলল ট্রোজানবাহিনী ও হেক্টরের উদ্দেশে :

'হেক্টর, আমার হৃদয় ও গর্বোন্নত চেতনা আমাকে তাড়া দিচ্ছে দ্রুতচারী
৩২০ জাহাজবহরের কাছে যেতে, গিয়ে গোয়েন্দার মতো সব জেনে নিতে। কিন্তু আসো, আমার অনুনয়টুকু শোনো—তোমার রাজদণ্ড ওপরে তুলে আমাকে শপথ করো যে নিশ্চিতই তুমি আমাকে দেবে ঐ ঘোড়াগুলি এবং ঐ রথ, যা কিনা ব্রোঞ্জের জাঁকাল নকশা করা, পেলিউসের অতুল্য পুত্র [অ্যাকিলিস] যাতে চড়ে। দেখবে আমি কোনো অকাজের গোয়েন্দা হব না, তোমার আশাকে ভাঁওতা দেব
৩২৫ না কোনো। আমি সোজা চলে যাব গ্রিক শিবিরে, একেবারে আগামেমননের জাহাজ অবধি যাব, যেখানে, আমার বিশ্বাস, গ্রিক সেরা যোদ্ধারা মন্ত্রণাসভা করে যাচ্ছে পালিয়ে যাবে নাকি লড়াই চালাবে, এই নিয়ে।'

এ-ই বলল সে, আর হেক্টর তার হাতে রাজদণ্ড তুলে নিল। ডোলোনের প্রতি সে শপথ জানাল এই কথা বলে :

'আমি সাক্ষী রাখছি স্বয়ং জিউসের নামে, জোর বজ্রচমকতোলা হেরার স্বামী সে। নিশ্চিত থাকো ঐ দু ঘোড়ায় অন্য কোনো ট্রোজান চড়বে না কখনোই, শুধু ৩৩০ চড়বে তুমি। এ-ই আমার ঘোষণা যে ওদের পিঠে চড়ে তুমি অবিরত অনেক যশ-খ্যাতি অর্জন করে যাবে।'

এই কথা বলে হেক্টর শপথ নিল—এমন শপথ যা পূরণ হবে না কোনোদিন—আর জাগিয়ে তুলল ডোলোনের মন। অবিলম্বে সে [ডোলোন] তার কাঁধে ঝুলিয়ে নিল বাঁকানো ধনুক, এরপর নিজেকে ঢাকল এক ছাই-রঙ নেকড়ের চামড়া দিয়ে। এবং সে মাথায় পরে নিল এক নেউলের চামড়ায় বানানো টুপি, ৩৩৫ হাতের মুঠিতে নিল এক ধারাল জ্যাভেলিন আর রওনা দিল তার পথে—নিজ বাহিনীর থেকে দূরে, জাহাজবহরের দিকে। কিন্তু তার নিয়তিতে নেই যে সে ঐ জাহাজের ওখান থেকে ফের ফিরতে পারবে কোনোমতে, পারবে হেক্টরের জন্য খবর এনে দিতে।

যাই হোক, ডোলোন যখন একবার ছেড়ে এল ঘোড়া ও মানুষের দঙ্গল, যথেষ্টই ব্যগ্র হয়ে সে চলল সামনের দিকে, নিজ পথে। অডিসিয়ুস, জিউস বংশজাত, তার বিষয়ে সচেতন হল। সে কাছে আসতেই, বলল সে ৩৪০ ডায়োমিডিজের প্রতি :

'তাকাও, ডায়োমিডিজ! শিবির থেকে কে যেন আসছে এইদিকে। জানি না তার কাজ আমাদের জাহাজগুলির ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করা, নাকি দু-চারটা লাশের বর্ম ইত্যাদি হাতিয়ে নিয়ে যাওয়া। তবে প্রথমে ওকে আমরা আমাদের পেরিয়ে যেতে দেব, সমতলে, অল্পখানিক। তারপরে ওর ওপর ছুটে পড়ব গিয়ে, দ্রুত ৩৪৫ পেড়ে ফেলব ওকে। কিন্তু যদি সে দৌড়ে আমাদের দুজনকে পরাস্ত করে তার পায়ের দ্রুততার বলে, তখন তুমি তাকে ট্রোজান শিবির থেকে দূরে [আমাদের] জাহাজের দিকেই ঠেলে দেবে তার পেছনদিকে বর্শা ছুড়ে মেরে, অর্থাৎ কোনোমতে সে যেন তার শহরের [ট্রিয়ের] দিকে পালিয়ে যেতে না পারে।'

এই কথা বলে তারা দুজন পথের পাশে পড়ে থাকা বহু লাশের মাঝে শুয়ে পড়ল টানটান হয়ে। কিন্তু ডোলোন নির্বোধের মতো তাদের পার হয়ে দ্রুত চলে ৩৫০ গেল। এবার যখন সে ততটা দূরে গেল যতটা দূরে খচ্চরেরা একদিনে যেতে পারে জমি চাষ করে করে—ওরা ষাঁড়ের চেয়ে ভালো হয় গভীর পতিত জমিতে জোড়-দেওয়া লাঙল টেনে নেবার কাজে—তখন এ দুজন ছুট দিল তার দিকে। এদের শব্দ শোনার পরে ডোলোন দাঁড়িয়ে পড়ল, কারণ মনে মনে সে ভেবেছে ওরা বুঝি ট্রোজানদের মাঝ থেকে আসা বন্ধুই হবে, যারা কিনা আসছে তাকে ৩৫৫ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, কারণ [হয়তো] হেক্টর সেনাশিবির গুটিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত

নিল। কিন্তু যখন তারা আছে পরস্পর মাত্র এক বল্লম-ছোড়া দূরে, কিংবা দূরত্ব আরও কম হবে, ডোলোন বুঝে গেল এরা শত্রুপক্ষের লোক। সে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষিপ্রতায় প্রস্তুত করে দ্রুত ছুটল পলায়নে। তারা দুজনও বিদ্যুৎগতিতে ছুটল
৩৬০ পেছনে, তাকে ধরবে বলে। যেভাবে দুই ধারাল তীক্ষ্ণ-দাঁত ডালকুত্তা—শিকারে দক্ষ ওরা—ছুটে যায় বনের মাঝে কোনো হরিণী কিংবা খরগোশের নিবিড় পিছু পিছু, আর বেচারি খরগোশ সর্বদাই চেঁচিয়ে দৌড়াতে থাকে তাদের সম্মুখভাগে—সেভাবে টাইডিয়ুসপুত্র ও নগর ধ্বংসকারী বীর অডিসিয়ুস ডোলোনকে বিচ্ছিন্ন করে দিল তার বাহিনীর থেকে। তারা নির্মমভাবে তাড়া করতে থাকল তাকে
৩৬৫ ধরার উদ্দেশে। তবে যখন সে জাহাজগুলির দিকে ছুটে পালাতে পালাতে প্রায় এবার চলে এল প্রহরীদের মাঝখানে, তখন নিশ্চিত অ্যাথিনা বিশেষ শক্তি দিল টাইডিয়ুসপুত্রকে, যাতে করে ব্রোঞ্জের-বর্মপরা অন্য গ্রিকদের কেউ দম্ভ করতে না পারে যে টাইডিয়ুসপুত্রের আগেই সে [ডোলোনকে] প্রথম আঘাত হেনেছিল, আর টাইডিয়ুসপুত্রের আঘাত একটু দেরিতে এসেছিল। বলশালী এই ডায়োমিডিজ ডোলোনের ওপর ছুটে গেল বল্লম তুলে ধরে, জোরে বলল তাকে :

৩৭০ 'দাঁড়াও, নতুবা আমার বল্লম পৌঁছে যাবে তোমার কাছে। তখন আমার বিশ্বাস আমার হাতে তোমার মহাধ্বংস থেকে বাঁচার বেশি সময় পাবে না তুমি।'

বলল ডায়োমিডিজ, আর ছুড়ে দিল তার বল্লম, কিন্তু ইচ্ছে করেই ওটা লাগাল না ডোলোনের গায়ে। তার ডান কাঁধের ওপর দিয়ে গেল চকচকে বল্লমের ফলা, গেঁথে পড়ল মাটিতে। ডোলোন দাঁড়িয়ে পড়ল স্থির, আতঙ্কগ্রস্ত,
৩৭৫ তোতলাচ্ছে খুব আর ভয়ে বিবর্ণ চেহারা, দাঁতপাটি তার মুখের ভেতরে ঠকঠক আওয়াজ তুলল। তারা দুজন হাঁপাতে হাঁপাতে এল তার ওপরে, ধরল তার দুই হাত। সে কান্নায় ফেটে পড়ে বলল তাদের, এই কথা :

'আমাকে জীবন্ত বন্দী করো, আমি নিজের মুক্তিপণ নিজেই দেব। আমার বাড়িতে আছে অনেক ব্রোঞ্জ, সোনা ও শ্রম দিয়ে গড়ে-পিটে বানানো লোহার
৩৮০ ভাণ্ডার। ওখান থেকে নিয়ে আমার পিতা তোমাদের অগুনতি মুক্তিপণ দেবে, যদি সে শোনে আমি বেঁচে আছি গ্রিক জাহাজবহরের মাঝে।'

তার কথার উত্তরে তখন হাজার-বুদ্ধির অডিসিয়ুস বলল তাকে :

'মন প্রফুল্ল করো, ভাবনার মধ্যে মৃত্যুর কথা আনার দরকার নেই।° এখন আসো, আমি যা জিজ্ঞেস করি তার উত্তর করো, সত্যি কথা বোলো। কোথায়
৩৮৫ চলেছ তুমি একা এই রাতের অন্ধকারে, নিজের বাহিনী ছেড়ে আমাদের জাহাজের এদিকে, যখন কিনা অন্য নশ্বর মানুষেরা সব ঘুমিয়ে আছে? তোমার উদ্দেশ্য কি দু-চারটে লাশের কাপড় খুলে এটা-সেটা চুরি করা? নাকি হেক্টর তোমাকে পাঠিয়েছে সুগোল জাহাজবহরের কাছে গিয়ে গোয়েন্দাগিরির কাজে? নাকি তুমি নিজেই এসেছ নিজের মনের তাগিদ থেকে?'

এবার ডোলোন তার জবাব দিল, তার হাত-পা সব কাঁপছিল দেহের কাঠামোর নীচে : ৩৯০

'অনেক আশা দিয়ে মোহমুগ্ধ করে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব কেড়ে নিয়েছে হেক্টর। আমাকে সে শপথ করেছে দেবে পেলিউসের রাজসিকপুত্র [অ্যাকিলিসের] একখুর ঘোড়া দুটি এবং জমকালো ব্রোঞ্জে গড়া তার নকশাতোলা রথ। সে আমাকে বলেছে এই বেগবান কালো রাতের মাঝ দিয়ে হেঁটে শত্রুর কাছাকাছি যেতে, গুপ্তচর হয়ে দেখতে যে দ্রুতচারী জাহাজগুলি আগের মতো পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছে নাকি শত্রুরা আমাদের হাতে পরাভূত হয়ে পালাবার বুদ্ধি আঁটছে একসাথে মিলে? চরম ক্লান্তিতে নিঃশেষিত হয়ে রাতের পাহারা দেবার কথা ভুলে গেছে কি তারা?' ৩৯৫

এবার তার দিকে হেসে° হাজার-চাতুরীর অডিসিয়ুস উত্তর দিল : ৪০০

'হ্যাঁ, সাফ দেখতে পাচ্ছি তোমার মন বিরাট সব পুরস্কারের বাসনাতে আছে, সোজা ইয়াকাসের যুদ্ধংদেহী নাতি [অ্যাকিলিসের] ঘোড়া পাবার শখ তার! হাহ্, কিন্তু ওদের সামলানো বা চালানো তো নশ্বর মানুষের কাজ নয় কোনো। শুধু অ্যাকিলিসই তা পারে কারণ এক দেবী-মাতা গর্ভে ধরেছিল তাকে। যাহোক, আসো, আমাকে বলো যা জিগ্যেস করি, আর সত্যি কথা বোলো অবশ্যই তুমি। এই যখন এদিকে রওনা হলে, তখন শেষে কোথায় ছিল হেক্টর, বাহিনীর রাখাল? তার যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম কোথায় রাখা আছে, কোথায় আছে ঘোড়াগুলি? কীভাবে সাজানো আছে প্রহরীদের পাহারা, সেই সাথে ট্রোজান সেনাদের ঘুমানোর বন্দোবস্তের নকশা কেমন? আর তারা নিজেদের মাঝে কী শলাপরামর্শ চালাচ্ছে এখন—এই এত দূরে জাহাজবহরের পাশেই তারা থেকে যাবে, নাকি গ্রিকদের নাকাল করতে পেরেছে তাই শিবির গুটিয়ে শহরে যাবে ফিরে?' ৪০৫ ৪১০

এবার ইউমিডিজপুত্র ডোলোন উত্তর দিল তাকে;

'সত্যি তোমাকে সবকিছুর দিলখোলা জবাব দেব আমি। হেক্টর তার উপদেষ্টাদের নিয়ে পরামর্শসভা করছে দেবতুল্য ইলাসের সমাধির° পাশে, সব হট্টগোল থেকে দূরে। আর প্রহরীদের নিয়ে যে প্রশ্ন করলে তুমি, ও যোদ্ধা-বীর, কোনো বিশেষ প্রহরা নেই শিবির পাহারায় কিংবা বাইরে চোখ রাখার কাজে। ট্রোজানদের জ্বালানো বহু পাহারা-অগ্নিকুণ্ডের পাশে° লোকেরা বসে আছে—নির্ঘুম সজাগ থাকতে বলা হয়েছে তাদের, বলা হয়েছে একে যেন অন্যকে তারা পাহারায় উৎসাহ দিয়ে চলে। তবে মিত্রবাহিনী যত আছে, যারা এসেছে অন্য অনেক ভূখণ্ড থেকে, তারা সব ঘুমে; নৈশ-পাহারার ভার তারা রেখেছে ট্রোজানদের কাঁধে, যেহেতু তাদের সন্তান কিংবা বউয়েরা তাদের কাছ থেকে বহুদূরে আছে।' ৪১৫ ৪২০

তার কথার উত্তরে বলল অডিসিয়ুস, হাজার-চাতুরীর বীর :

'তোমার কথা একটু ব্যাখ্যা করো। মিত্রবাহিনীর ওরা কি ঘুমাচ্ছে ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজানদের সাথে একইস্থানে, নাকি আলাদা কোথাও গিয়ে? আমাকে
৪২৫ বিশদ করে বলো যেন বুঝতে পারি।'

তাকে উত্তরে বলল ডোলোন, ইউমিডিজের ছেলে :

'তোমার উত্তরগুলি আমি একইরকম অকপটে দেব, নিশ্চিত থেকো। কাইরিয়ান ও পিয়োনিয়ানরা তাদের বাঁকানো ধনুক নিয়ে আছে ওখানে সাগরের পাশে; একইস্থানে আরও আছে লেলেজিজ, কাউকোনিজ, ও দেবতুল্য পেলাসজান
৪৩০ সৈন্যদল। আর থিমব্রার দিকে থাকার জায়গা হয়েছে লিশান ও গর্বোদ্ধত মিশান বাহিনীর, সেই সাথে ফ্রিজানদের, যারা যুদ্ধ করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে, এবং মিয়োনিয়ানদেরও,° যারা রথে চড়ে লড়ে।

'কিন্তু কেন তুমি আমাকে এসব খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করছ নিবিড় জেরা করে? তোমার পরিকল্পনা যদি হয়ে থাকে ট্রোজানবাহিনীতে অনুপ্রবেশ করা, তাহলে দ্যাখো—ঐ ওখানে রয়েছে থ্রেশান বাহিনী, নবাগত ওরা, শিবির গেড়েছে
৪৩৫ সবচেয়ে বাইরের দিকে। ওদের সাথে আছে ওদের রাজা রিসাস, ইয়ুনিয়ুসের ছেলে।° তারই আছে আমার আজ অবধি দেখা সবচে সুন্দর ঘোড়া, সবচে শক্তিশালী। তুষারের চেয়ে সাদা ওরা, গতিতে হাওয়ার সমান। তার রথ বুদ্ধিমত্তার সাথে বানানো সোনা ও রূপা দিয়ে। সাথে করে সে এনেছে সোনায় বানানো বর্মসাজ, আকারে বিশাল, দেখার মতো বিস্ময়কর বটে। ঐ ধরনের বর্ম
৪৪০ নশ্বর মানুষের গায়ে মানায় না মোটে, শুধু অমর দেবতাদের মানায় সেটা।

'যাক, এখন আমাকে নিয়ে চলো তোমাদের দ্রুতচারী জাহাজের কাছে, কিংবা এখানে আমাকে নিষ্ঠুরভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে যাও। তারপর তোমরা যেতে পারো, গিয়ে যাচাই করে নিতে পারো আমি তোমাদের যা বলেছি তা সত্য
৪৪৫ বলেছি কি-না।'

এবার ভুরুর নীচ থেকে রাগী দৃষ্টি হেনে তাকে বলল মহাশক্তিধর ডায়োমিডিজ এই কথা :

'নাহ, ডোলোন, যদিও আমাদের ভালো ভালো সংবাদ দিলে তুমি, তবু একবার যখন আমাদের হাতে এসেই পড়েছ, মনে আর পালানোর চিন্তা এনো না যেন। আর আমরা যদি এখন তোমাকে ছেড়ে দিই, চলে যেতে দিই, তাহলে
৪৫০ আবার পরে কোনোদিন তুমি আসবে গ্রিকদের দ্রুতছোটা জাহাজবহরের কাছে—হয় আমাদের ওপরে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে, না হয় খোলা ময়দানে লড়াই করবে বলে। কিন্তু যদি আমার হাতের নীচে ধরাশায়ী হয়ে মৃত্যুবরণ করো, তাহলে আর গ্রিকদের জন্য সর্বনাশ হয়ে উঠতে পারবে না কোনোদিন তুমি।'

বলল সে, আর ডোলোন তার মজবুত হাত দিয়ে প্রয়াস নিল মিনতি জানাতে
৪৫৫ সে তার [বন্দিকর্তার] চিবুক ছোঁবে। কিন্তু ডায়োমিডিজ তার ওপর লাফিয়ে উঠল

তরবারি নিয়ে, সোজা বিরাট আঘাত হানল তার গলার মাঝখানে। তার বড় দুই পেশিতন্তুই তাতে কাটা গেল, মাথা নীচে ধুলোর সাথে এক হয়ে মিশে গেল, যদিও তখনও সে কথা বলছিল। এবার ঐ মাথা থেকে তারা খুলে নিল নেউলের চামড়ার টুপি, নেকড়ের চামড়াও, সেই সাথে পেছনে-বাঁকানো ধনুক ও দীর্ঘ বল্লম। দেবতুল্য অডিসিয়ুস এসব তার হাতে নিয়ে উঁচুতে তুলে ধরল অ্যাথিনার ৪৬০ উদ্দেশে, অ্যাথিনা, যুদ্ধে লুটের মাল বণ্টনকারী দেবী। তারপর সে প্রার্থনা রাখল এই কথা বলে :

'আনন্দে মাতো দেবী এইসব পেয়ে। অলিম্পাসে যত অমর দেবদেবী আছে, তার মাঝে তোমার কাছেই আমরা ফের জানাচ্ছি সাহায্যের আবেদন। আমাদের তুমি নিয়ে চলো থ্রেশানদের ওখানে, ওদের ঘোড়া ও ঘুমানোর জায়গার কাছে।'

এ কথা বলে অডিসিয়ুস লুটের মাল মাথার ওপর উঁচুতে তুলে নিয়ে রাখল ৪৬৫ এক ঝাউগাছের ঝাড়ের 'পরে। এরপর সে হাত ভরে নলখাগড়া ও ঝাউয়ের ফলন্ত ডালপালা জড়ো করে একটা চিহ্ন দিল এমন এক স্থানে, যেটা পরে পরিষ্কার বোঝা যাবে—যাতে করে তারা দুজন যখন বেগবান কালো রাত্রি ধরে ফিরে আসবে, তখন জায়গাটি সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে।

এবার দুজনে এগিয়ে গেল তারা অস্ত্রশস্ত্র ও কালো রক্তের মাঝ দিয়ে। পথ পরিক্রমায় দ্রুতই তারা পৌঁছে গেল থ্রেশান যোদ্ধাদের কাছে। থ্রেশানরা সব ৪৭০ ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত হয়ে নিদ্রামগ্ন ছিল। ওদের সুন্দর যুদ্ধের সাজ শরীরের পাশে মাটির ওপরে রাখা, তিন সারিতে সাজানো-গুছানো ছিল বেশ। আর প্রতিটি মানুষের খুব কাছে তার ঘোড়াগুলি ছিল দুই-জোয়ালে বাঁধা। রিসাস শুয়ে ছিল ওদের কেন্দ্রটিতে—তার দ্রুতচারী দুই ঘোড়া শরীরের পাশেই লাগামে বেঁধে রাখা ছিল তার রথের চাকার সবচে উঁচু স্থানের সাথে। তাকে অডিসিয়ুসই প্রথমে ৪৭৫ দেখল, আর সে ডায়োমিডিজকেও দেখাল সেটা :

'দ্যাখো ডায়োমিডিজ, ওখানে—ওই সেই লোক আর ওই তার ঘোড়া, যাদের কথা আমাদের বলেছে আমাদের হাতে নিহত ডোলোন। আসো এখন, তোমার পরাক্রম ও শক্তি দেখাও। তোমাকে একদম মানাচ্ছে না এভাবে নিজের অস্ত্র নিয়ে অলস দাঁড়িয়ে থাকা। নাহ্, ঘোড়াগুলি জোয়াল থেকে খোলো! না হয়, ৪৮০ আমি ঘোড়া দেখি আর তুমি এদিকে মানুষ মারা শুরু করো।'

এ-ই বলল সে, আর দীপ্তনয়না দেবী অ্যাথিনা ডায়োমিডিজের বুকে দিল শক্তির নিঃশ্বাস। সে শুরু করল শত্রু বধ করা—এপাশে আর ওইপাশে। [মৃত্যু আসন্ন] ওদের গলা থেকে—যখন ওরা তরবারির আঘাতে কাটা পড়ছে—উঠল বীভৎস গোঙানি, মাটি লাল হলো রক্তের রঙে। যেভাবে কোনো সিংহ

৪৮৫ রাখালহীন ভেড়ার কিংবা ছাগের পালের ওপরে চলে আসে, খুনের বাসনা নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ওদের 'পরে, সেভাবে থ্রেশান যোদ্ধাদের ওপর, ওপর থেকে নীচ দিকে, ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে গেল টাইডিয়ুসের ছেলে, থামল মোট বারোজন হত্যার শেষে। এবার [নিহতদের] যার ওপরেই তরবারির শেষ আঘাত করবে বলে টাইডিয়ুসপুত্র দাঁড়াচ্ছে এসে, তাকেই হাজার বুদ্ধির অডিসিয়ুস পেছনদিক ৪৯০ থেকে পা ধরে টেনে সরিয়ে দিচ্ছিল একপাশে। অডিসিয়ুসের ভাবনা এটাই যে যেন সুন্দর-কেশরের ঘোড়াগুলি স্বাচ্ছন্দ্যে এই জায়গা পার হতে পারে, যেন মৃতদেহ মাড়িয়ে চলতে গিয়ে ওরা ভয়ার্ত না হয়ে পড়ে, কারণ এ সমস্ত ঘোড়া এসবে তখনও অভ্যস্ত নয়। এবার টাইডিয়ুসপুত্র এল রাজা [রিসাসের] কাছে, ৪৯৫ সে হলো তেরোতম ব্যক্তি যার মধু-মিষ্টি জীবন [ডায়োমিডিজ] কেড়ে নিল; ঘন শ্বাস ফেলল সে মৃত্যুর আগে। সেই রাতে, অ্যাথিনার ফন্দি মোতাবেক, ইয়ুনিয়ুসের ছেলে রিসাসের মাথার ওপরে এক দুঃস্বপ্ন এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।°

ইতিমধ্যে অবিচলিত অডিসিয়ুস আলগা করে নিয়েছে একখুরের ঘোড়াদের। ৫০০ ওদের সে একত্রে বেঁধেছে লাগাম দিয়ে এবং ধনুকের বাড়ি মেরে মেরে চালিয়ে নিয়ে গেছে ভিড়ের কাছ থেকে। তার মাথায় এটা এলোই না যে জাঁকাল নকশা করা রথ থেকে উজ্জ্বল চাবুকটা হাতে তুলে নেয়া যেত। দেবতুল্য ডায়োমিডিজের দিকে শিস দিয়ে ইঙ্গিত দিল সে [এখানে আসার]। কিন্তু ডায়োমিডিজ থাকল ওখানেই, ভাবছে এরপরে আর কী মারাত্মক বেপরোয়া কাজ করা যেতে পারে। সে কি রথটা—যার ৫০৫ মধ্যে আছে জাঁকাল নকশা করা যুদ্ধের বর্মসাজ—টেনে নিয়ে যাবে হাতল ধরে, নাকি ওটা উঁচুতে তুলে বয়ে নিয়ে যাবে [দুই হাতে], নাকি সে বরং আরও কিছু থ্রেশানের জীবন নিয়ে নেবে? এসব যখন ভাবছে সে মনের ভেতরে, তখন অ্যাথিনা চলে এল কাছে, বলল দেবতুল্য ডায়োমিডিজের উদ্দেশে :

'এবার সুগোল জাহাজবহরের দিকে ফেরার কথা ভাবো তুমি মহাত্মা ৫১০ টাইডিয়ুসের ছেলে। না হলে হয়তো বা তোমাকে পরে ওই পথে পড়িমরি পালিয়ে যেতে হবে, কারণ অন্য কোনো দেবতা ট্রোজানদের জাগিয়ে তুলতে পারে।'

এ-ই বলল সে। যখন কথা বলছে সে, ডায়োমিডিজ বুঝল এই কণ্ঠ দেবী অ্যাথিনারই। দ্রুত সে চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। অডিসিয়ুস ওদেরকেও বাড়ি মারল তার ধনুক দিয়ে।° এরপর তারা টগবগ ছুটল গ্রিকদের দ্রুতচারী জাহাজবহরের পথে।

৫১৫ কিন্তু এসব কিছুই নজর এড়াল না রুপালি ধনুকের দেব অ্যাপোলোর। যখন সে দেখল অ্যাথিনা টাইডিয়ুসপুত্রের দেখভাল করছে খুব, দেখে অ্যাথিনার ওপর

ক্রুদ্ধ হয়ে অ্যাপোলো ঢুকল ট্রোজান সেনাদের ভিড়ে। ঘুম থেকে জাগাল সে থ্রেশানদের উপদেষ্টা এক ব্যক্তিকে—হিপোকোন্ তার নাম, সে রাজা রিসাসের মহতী চাচাত ভাই হয়। হিপোকোন লাফ দিয়ে উঠল ঘুম থেকে। যখন সে দেখল দ্রুতচারী ঘোড়া রাখার জায়গা শূন্য পড়ে আছে, আর মানুষেরা বীভৎস রক্তের বানে ভেসে দম-বন্ধ-হবে-হবে মতো শ্বাস টানছে জোরে, সে গোঙানির চিৎকার দিল জোরে, তার সহযোদ্ধাদের ডাকল নাম ধরে। ট্রোজানদের মাঝে এবার উঠল হট্টগোলের রব, তারা একসাথে ছুটে আসার ফলে অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেল। ওই ভয়ংকর দৃশ্যের দিকে তাকাল তারা, দেখল কী বিভীষিকাময় কাজ সম্পন্ন করে ওই যোদ্ধা দুজন চলে গেছে সুগোল জাহাজবহরের দিকে। ৫২০ ৫২৫

এবার তারা দুজন যখন পৌঁছাল সেই জায়গায় যেখানে তারা হেক্টরের গুপ্তচর বধ করেছে আগে, তখন অডিসিয়ুস, জিউসের প্রিয়, ঘোড়া থামাল আর টাইডিয়ুসপুত্র মাটিতে লাফিয়ে নেমে অডিসিয়ুসের হাতে দিল রক্তমাখা লুটের মালগুলি। তারপর আবার সে ঘোড়ায় চড়ে বসে চাবুক দিয়ে ছুঁলো ওদের পিঠ। ঘোড়াগুলি তখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ঢঙে ছুট লাগাল সুগোল জাহাজবহরের দিকে, কারণ ওখানে পৌঁছানোর জন্য ব্যাকুল ছিল তারা। ৫৩০

ঘোড়ার শব্দ প্রথম গেল নেস্টরের কানে। তা শুনে নেস্টর বলল এইকথা :

'বন্ধুরা আমার, গ্রিকদের নেতা ও শাসকেরা : আমার কি ভুল হতে পারে, নাকি ঠিক বলছি আমি? নাহ্, আমার হৃদয় ডাক দিচ্ছে আমাকে বলার। আমার কানে আঘাত দিচ্ছে দ্রুত-পা ঘোড়াদের আগমনধ্বনি। এর মানে কি এই যে অডিসিয়ুস ও বীর ডায়োমিডিজ এখানে একখুরের ঘোড়াদের চালিয়ে আনছে সোজা ট্রোজানদের থেকে নিয়ে! কিন্তু আমি ভয়ংকর ভীত এই ভেবে—আবার না গ্রিকদের সেরা এই সাহসী দুজন কোনো বিপদে পড়ে গেল, ট্রোজানরা না আবার যুদ্ধের ডাক ছেড়ে ওদের করল ধাওয়া!' ৫৩৫

নেস্টরের কথা পুরো শেষ হয়নি তার আগে এসে পৌঁছাল তারা দুইজনে। লাফ দিয়ে মাটিতে নামল তারা; অন্য সবাই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে অভ্যর্থনা জানাল তাদের হাততালি দিয়ে ও অমায়িক কথা বলে। রথচালক, জেরেনিয়ার নেস্টর, ছিল প্রথমজন যে প্রশ্ন রাখল তাদের উদ্দেশে : ৫৪০

'আসো, আমাকে বলো এবার তুমি অডিসিয়ুস, অনেক প্রশংসা করতে হয় তোমার, গ্রিকদের মহান যশগৌরব তুমি। বলো কীভাবে তোমরা দুজন এই ঘোড়াগুলি নিলে? ট্রোজানদের ভিড়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে কি করেছ এই কাজ? নাকি পথে সাক্ষাৎ হওয়া কোনো দেব তোমাদের দিয়েছে এগুলি [উপহাররূপে]? কী বিস্ময়কর দেখতে ওরা, লাগছে সূর্যের রশ্মির মতো যেন। আমি তো ৫৪৫

ট্রোজানদের সাথে সর্বদাই লিপ্ত হচ্ছি সমরে—কোনোদিনও আমি ভাবি না যে
থেকে যাই জাহাজবহরের পাশে, যদিও যোদ্ধা হিসেবে স্রেফ এক বৃদ্ধ লোক
৫৫০ আমি—তবু আজ অবধি আমি দেখিনি এরকম কোনো ঘোড়া, কল্পনাও করিনি যে
এগুলোর মতো ঘোড়া হতে পারে। নাহ্, আমার ধারণা কোনো দেবতার সাথে
দেখা হয়েছে তোমাদের আর সে তোমাদের দিয়েছে এইগুলি, কারণ তোমরা
দুজনেই মেঘ-সঞ্চারক জিউসের প্রিয় লোক, সেই সাথে ঐশীবর্মপরা জিউসের
মেয়ে জ্বলজ্বলে-চোখ দেবী অ্যাথিনারও।'

এর জবাবে হাজার-বুদ্ধির অডিসিয়ুস বলল তাকে :

৫৫৫ 'নিলিউসপুত্র নেস্টর তুমি, গ্রিকদের মহান যশগৌরবের, নেতা। কোনো
দেবতা যদি চায় তবে সহজেই সে এর চেয়েও বেশি ভালো ঘোড়া দিতে পারে
আমাদের, যেহেতু দেবতারা আমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি শক্তি রাখে। তবে
তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলি: এই ঘোড়াগুলি, বৃদ্ধ জনাব, থ্রেইস থেকে একদম
নতুন এসেছে। সাহসী ডায়োমিডিজ খুন করেছে এদের প্রভুকে, আর তাকে ছাড়া
৫৬০ তার আরও বারো সহযোদ্ধাকেও, মানে যারা সবচে সেরা ছিল। আর তেরোতম°
হিসেবে আমরা ওদের এক তথ্য-সংগ্রাহক কতল করেছি জাহাজের পাশে, যাকে
হেক্টর ও অন্য পদস্থ ট্রোজানেরা পাঠিয়েছিল আমাদের শিবিরের 'পরে
গুপ্তচরবৃত্তির কাজে।'

এ-ই বলল সে, তারপর একখুরের ঘোড়াগুলি চালিয়ে নিয়ে গেল পরিখার
৫৬৫ ওপর দিয়ে [লাফ মেরে]। জয়োল্লোসিত সে, আনন্দে মেতে তার সাথে গেল
বাকি গ্রিকরাও। এবার যখন তারা পৌঁছাল টাইডিয়ুসপুত্রের সুনির্মিত চালায়,
ঘোড়াদুটি সুঠাম চামড়ার ফিতে দিয়ে তারা বাঁধল জাবনাপাত্রের সাথে, যেখানে
দাঁড়িয়ে থেকে ডায়োমিডিজের নিজের দ্রুত-পা ঘোড়াগুলো খাচ্ছিল মধু-মিষ্টি
৫৭০ গম। আর ডোলোনের রক্তমাখা যুদ্ধ-লুটের মাল অডিসিয়ুস রাখল তার জাহাজের
পশ্চাদভাগের 'পরে, যতক্ষণ কিনা অ্যাথিনার জন্য তারা আয়োজন করে নিতে
পারছে কোনো পবিত্র উৎসর্গ বা বলি।

এবার তারা নিজেরা দুজন নেমে গেল সাগরের জলে, ধুয়ে নিল প্রচুর ঘাম
যা তাদের জঙ্ঘা, উরু ও ঘাড়ের কাছে ছিল। সাগরের ঢেউ এসে অফুরন্ত ঘাম
৫৭৫ চামড়ার ওপর থেকে ধুয়ে দেবার পরে, তাদের হৃদয় ফের তরতাজা হলো। তারা
হেঁটে ঢুকল ঝকঝকে গোসলখানায়,° সারলো গোসল। এরপর এ দুজন গোসল
শেষ করে, গায়ে ভালোভাবে অলিভের তেল মেখে, বসল রাতের খাবার সেরে
নিতে; এবং মদে পূর্ণ এক মিশ্রণ-বাটি থেকে মধু-মিষ্টি মদ ঢেলে উৎসর্গ রাখল
৫৭৯ তা অ্যাথিনার উদ্দেশে।

টীকা

১০:১১০ **দ্রুতগামী অ্যাজাক্স:** এই অ্যাজাক্সকে ডাকা হয় 'ছোট অ্যাজাক্স' নামে (টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স হচেছ 'বড় অ্যাজাক্স' বা মূল বীর অ্যাজাক্স)। এই অ্যাজাক্স ওয়িলিয়ুসের পুত্র এবং ক্ষিপ্রগতির দৌড়বিদ। একই ফরমুলা বিশেষণ (swift-footed) প্রযোজ্য অ্যাকিলিসের ক্ষেত্রেও। এই অ্যাজাক্স আক্রমণাত্মক এক লড়াকুও (১৪:৫২০-৫২২)।

১০:১১১ **বীরপুত্র মেজিসকেও:** মেজিস অন্যতম প্রধান গ্রিক বীর, যদিও *ইলিয়াড*-এ সে প্রধান গ্রিক বীরদের মতো শৌর্য-বীর্যের প্রদর্শন ঘটাতে পারেনি। তার পিতা ফাইলিয়ুস (২:৬২৫-৬৩০)।

১০:২২৯ **নেস্টরের নিজের পুত্রটিও:** থ্রাসিমিডিজ। তার তারুণ্যের কারণেই সে যে-কোনো বীরত্বব্যঞ্জক কাজে উৎসাহী।

১০:২৪৫ **প্যালাস অ্যাথিনাও তাকে খুব ভালোবাসে:** প্যালাস অ্যাথিনা অডিসিয়ুসকে ভালোবাসে কথাটির মানেই হলো অডিসিয়ুস একজন সফল মানুষ। সে প্রজ্ঞাবান ও সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতায় উঁচু স্তরের, তাই গ্রিকদের সফলতার দেবী তাকে বিশেষ সাহায্য করে থাকে। এই দেবী একইরকম সাহায্য করে ডায়োমিডিজ ও অ্যাকিলিসকেও, আর অতীতে করতো ডায়োমিডিজের পিতা টাইডিয়ুসকে।

১০:২৬১-২৬৬ **চামড়ার তৈরি এক...বস্ত্রবিশেষ:** খ্রিস্টপূর্ব পনের শ শতকের পরে বন্য-শূকরের দাঁত বসানো শিরস্ত্রাণের ব্যবহার কমে আসে। কবি যে ব্রোঞ্জ যুগের এক শিরস্ত্রাণের এরকম নিখুঁত বর্ণনা দিচেছন, তা উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়। হয়তো তিনি লোককাব্যের শতবর্ষ প্রাচীন এক ঐতিহ্য থেকে এই বর্ণনাটি পেয়েছিলেন, যদিও মূল গ্রিকের এ-অংশটিতে ভাষার প্রাচীনতার কোনো লক্ষণীয় ছাপ নেই। গবেষকদের বিশ্বাস বরং এমন যে, কবি কোথাও এর কোনো ছবি কিংবা এই শিরস্ত্রাণের টিকে থাকা কোনো নিদর্শন স্বচক্ষে দেখেছিলেন।

১০:২৬৬-২৭১ **অটোলিকাস একদিন...অডিসিয়ুসের মাথা:** কবি এই আকর্ষণীয় শিরস্ত্রাণটির হাত বদলের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিচ্ছেন। বিয়োশা প্রদেশের ঈওন থেকে শুরু করে এটা ঘুরে এলো সিথিরা (ক্রিট ও ল্যাকোনিয়ার মাঝখানে), তারপর ওখান থেকে ক্রিট (মেরাইয়োনিজের ঘর যেখানে)। অটোলিকাস ছিল অডিসিয়ুসের নানা।

১০:২৮৪ **অ্যাট্রাইটোন:** দেবী অ্যাথিনার জন্য ব্যবহৃত হোমারের ফরমুলা বা গৎবাঁধা বিশেষণ, যার অর্থ আজও বিতর্কিত। সম্ভাব্য অর্থ 'অক্লান্ত' (দেখুন ২:১৫৭)।

১০:২৮৬ **গ্রিকবাহিনীর দূত হয়ে:** আগামেমনন ডায়োমিডিজকে একই ঘটনার কথা বলেছিল ৪:৩৮২-৩৯৮ পঙ্ক্তিতে।

১০:২৮৫-২৯০ **আমার সাথে আসো...ভয়াবহ ঘটনা ঘটানোর:** থিবজ্ শহরে আর্গজ থেকে মূল সেনাবাহিনী যাওয়ার আগে টাইডিয়ুসের এই দূত হয়ে সেখানে গমনের গল্পটি আরও ভালোভাবে আছে ৪:৩৮২-৩৯৮ অংশে; এর ফের উল্লেখ আছে ৫:৮০৩-৮০৮ অংশেও। যে 'ভয়াবহ ঘটনা'র কথা বলা হচ্ছে সেটি টাইডিয়ুস ঘটিয়েছিল তার ফেরার পথে, অতর্কিতে তার ওপরে আক্রমণের জন্য ওঁত পেতে থাকা ক্যাডমিয়ানদের (থিবজ্ শহরের অধিবাসীদের নাম) একজনকে ছাড়া বাকি সবাইকে হত্যা করে। এসোপাস দক্ষিণ বিয়োশার এক নদীর নাম।

১০:২৯৪ শিং সোনা দিয়ে মুড়েঃ কোনো পশুবলিকে উচ্চতর মহিমা দেবার জন্য তখনকার দিনে কখনো কখনো বলির পশুর শিংয়ে সোনার গুঁড়ো ছড়ানো হতো। অন্য মহাকাব্য *অডিসি*তে এর এক চমৎকার বর্ণনা আছে ৩:৪৩২-৪৩৮ পঙ্‌ক্তিতে।

১০:৩১৪ ডোলোনঃ এই চরিত্রটি কেবল *ইলিয়াড*-এর দশম পর্বেই উপস্থিত, অন্য কোথাও নয়। 'ডোলোন' নামের অর্থ 'গোপন' বা 'অলক্ষিত'।

১০:৩১৭ সে একটাই ভাইঃ এটা যতটুকু না ডোলোনের জীবনকথা, তার চেয়ে বেশি তার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। ডোলোন স্পষ্টতই নিজেকে যতটা সে বাস্তবে নয়, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেউ হিসেবে ভাবে। সম্ভবত পাঁচ বোনের একটাই ভাই হওয়ার কারণে সে বোনদের অতি আদরে 'উচ্ছন্নে' গেছে, কিংবা পাঁচ বোনের পরিমণ্ডলে বড় হয়ে তার মধ্যে 'পুরুষালি সাহসের' অভাব ঘটেছে।

১০:৩৮২ এবং ৪০০ মৃত্যুর কথা আনার দরকার নেই এবং তার দিকে হেসেঃ অডিসিয়ুস ডোলোনকে বলছে যে তার মৃত্যু নিয়ে ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই; এর পরে আবার ৪০০ নং পঙ্‌ক্তিতে সে হাসছে ডোলোনের দিকে তাকিয়ে। প্রথমে তার ডোলোনের প্রতি এই সহানুভূতিসূচক কথা এবং পরে তার হাসি, আর শেষে গিয়ে ডায়োমিডিজের হাতে ডোলোনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড—সবটা মিলে অডিসিয়ুস আমাদের কাছে ফুটে ওঠে এক শীতল, ধূর্ত ও নির্মম যোদ্ধা হিসেবে। 'হাজার চাতুরীর অডিসিয়ুস' (৪০০) কথাটার আক্ষরিক সাক্ষাৎ লাভ করি আমরা।

১০:৪১৫ ইলাসের সমাধিরঃ ট্রোজান সমতলে ইলাসের সমাধিস্তম্ভ একটি সুপরিচিত স্থাপনা (বা ল্যান্ডমার্ক)। দেখুন ১১:১৬৬ পঙ্‌ক্তি। ইলাস ছিল ট্রয়ের বর্তমান রাজা প্রায়ামের দাদা (২০:২১৫-২৪১)। রাজা ইলাসের হাতেই ট্রয় বা ইলিয়াম নগরের পত্তন ঘটে।

১০:৪১৮ বহু পাহারা-অগ্নিকুণ্ডের পাশেঃ এই পাহারা-অগ্নিকুণ্ডগুলির কথাই বলা হয়েছিল ৮:৫৫৪ পঙ্‌ক্তিতে। এ পঙ্‌ক্তির মূল কথা হচ্ছে, ট্রোজানরা ঠিকই রাতের পাহারা দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের মিত্রবাহিনীরা নয়।

১০:৪২৮-৪৩২ কাইরিয়ান...মিয়োনিয়ানদেরওঃ যে নয়টি জাতির কথা এখানে বলা হয়েছে তার সঙ্গে মোটামুটি ভালোই মিলে যায় ২:৮৪০-৮৭৭ অংশে ট্রোজান মিত্রবাহিনীগুলির তালিকায় উল্লিখিত এগারো মিত্রদেশের তালিকাটি। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া মাইনর থেকে আসা বাহিনীগুলি (পেলাসজান, মিশান, ফ্রিজান, মিয়োনিয়ান, কাইরিয়ান ও লিশান) একদমই মেলে; শুধু আরও দূরবর্তী স্থান থেকে আসা বাহিনীদের ক্ষেত্রেই এই তালিকা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পর্বের তালিকায় আছে ইউরোপিয়ান থ্রেশান, সিকোনিয়ান ও পিয়োনিয়ান বাহিনী, সেই সঙ্গে আছে কৃষ্ণ সাগর অঞ্চল থেকে আসা প্যাফ্লাগোনিয়ান ও হ্যালিজনরা। তাদের পরিবর্তে এখানে যোগ হয়েছে লেলেজিজ ও কাউকোনিজ বাহিনীদ্বয়, যাদের কথা দ্বিতীয় পর্বে বলা নেই। অবশ্য *ইলিয়াড*-এ পরে এদের আবার উল্লেখ আছে (লেলেজিজ ২০:৯৬; কাউকোনিজ ২০:৩২৯)। গবেষকদের মতে, লেলেজিজরা এসেছিল ট্রোয়াড অঞ্চলের দক্ষিণ থেকে, আর কাউকোনিজরা এশিয়া মাইনরের কোনো একটি অংশ থেকে।

১০:৪৩৫-৪৩৬ ওদের সাথে আছে...ইয়ুনিয়ুসের ছেলেঃ গবেষকদের মতে, রিসাস নামটি সত্যিই একটি থ্রেশান নাম। *ইলিয়াড*-এর প্রাচীন বিশ্লেষকরা বলছেন, রিসাসকে নিয়ে আরও দুটো গল্প চালু আছে; ওই দুই গল্প হয় *ইলিয়াড*-এর এই দশম পর্ব থেকে অনুপ্রাণিত, না হয় ওই দুই গল্পের কথা

ইলিয়াড-এর কবির জানা ছিল বলেই তিনি রিসাসকে তার মহাকাব্যে জায়গা দিয়েছেন। একটা গল্প মতে, রিসাস ট্রয়ে আসে দেরিতে, এবং সে এতো ভালো লড়ে যে হেরা তাকে হত্যা করার জন্য পাঠায় ডায়োমিডিজ ও অডিসিয়ুসকে। অন্য গল্পটি এমন: এক দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী মতে, রিসাস নিজে এবং তার ঘোড়াগুলো অজেয় ও অমর হবে যদি তারা ট্রয়ের স্কামান্দার নদীর পানি পান করতে পারে; কিন্তু তার ট্রয়ে আগমনের রাতেই ডায়োমিডিজ ও অডিসিয়ুসের হাতে মৃত্যুবরণের কারণে আর সেই পানি পান করা হয়ে উঠল না। ইউরিপিদিসের ট্র্যাজেডি *রিসাস* (Rhesus) *ইলিয়াড*-এর কোনো চরিত্র ও ঘটনাকে প্লট বানিয়ে সৃষ্ট একমাত্র টিকে থাকা প্রাচীন সাহিত্যকর্ম।

১০:৪৯৮ **দুঃস্বপ্ন এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল:** এর আগে দ্বিতীয় পর্বের টীকায় (২:২০) বলা হয়েছে যে স্বপ্নে আসা কোনো চরিত্র সাধারণত স্বপ্ন দেখতে থাকা মানুষটির মাথার ওপরে এসে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রেও এই অবস্থানের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে এখানে 'দুঃস্বপ্নকে' রূপক অর্থে দেখা হয়েছে বলে অধিকাংশ গবেষকের অভিমত। ডায়োমিডিজ নিজেই রিসাসের জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে হাজির হয়েছিল সে রাতে।

১০:৫১৪ **বাড়ি মারল তার ধনুক দিয়ে:** সাধারণত ধরা হয়ে থাকে যে অডিসিয়ুস ও ডায়োমিডিজ মৃত থ্রেশানদের মাঝে তাদের রথটা ফেলে রেখে (৪৩৮, ৫০১) ঘোড়ার পিঠে চড়ে ট্রোজান শিবির ত্যাগ করেছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, ডায়োমিডিজ রথই রথ ঘোড়ায় জুড়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল যদিও কবি সেটার উল্লেখ করেননি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রথ যদি সঙ্গে জোড়াই থাকবে, তাহলে আরোহী ঘোড়ার পিঠে উঠবে কেন? আবার যদি রথ সঙ্গে না যাবে, তাহলে দুটো ঘোড়া বাঁধা অবস্থায় (দেখুন পঙ্ক্তি ৫০০) দৌড়াবে কী করে? শেষ প্রশ্নটির উত্তরে প্রাচীন বিশ্লেষকদের অভিমত, এই দুটো ঘোড়া একসঙ্গে বাঁধা থেকেও দৌড়াতে পারঙ্গম ছিল। যা-ই হোক, ব্যাপারটি বিভ্রান্তিকর।

১০:৫৬০ **আর তেরোতম:** অর্থাৎ রাজা রিসাসকে বাদ দিয়ে। রিসাসের বাহিনীর বারো এবং ডোলোন মিলে তেরোজন, এই অর্থে।

১০:৫৭৬ **ঝকমকে গোসলখানায়:** মূল গ্রিক শব্দটি 'আসামিন্‌থুস' বা বাথটাব। তিন হাজার বছর আগে বাথটাবের প্রচলন নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। 'বাথটাব' শব্দটি *ইলিয়াড*-এ কেবল এখানেই আছে, কিন্তু পানি গরম করে তাতে স্নানের উল্লেখ আছে আরো দু জায়গায় (১৮:৩৪৬ এবং ২৩:৪০)। অনুবাদে, অনেক ইংরেজি অনুবাদের মতোই, বাথটাব উপেক্ষা করে স্রেফ গোসলখানা রাখা হলো।

ইলিয়াডের পৃথিবী: 'প্যারিসের রায়'

পর্ব - এগারো

আগামেমননের বীরগাথা

আগামেমনন সব তছনছ করে দিচ্ছে যুদ্ধের মাঠে; পালাল ট্রোজানরা—আহত হলো আগামেমনন; যুদ্ধে ফিরল হেক্টর—প্যারিসের হাতে ডায়োমিডিজ আহত—অডিসিয়ুসও আহত হলো—গ্রিক চিকিৎসক মাকেওন আহত—সত্যিকারের বিপদের মুখে গ্রিকবাহিনী—নেস্টর প্যাট্রোক্লাসকে অনুরোধ করল অ্যাকিলিসের বর্ম পরে যুদ্ধে যোগ দিতে।

বিষয়বস্তু

ইলিয়াড-এর *প্লটের জন্য এই পর্বটি গুরুত্বপূর্ণ দুটি কারণে। এক. এ-পর্বেই প্রধান কজন গ্রিক সেনাপতি আহত হলো—আগামেমনন, ডায়োমিডিজ ও অডিসিয়ুস; এতে করে তরান্বিত হলো ট্রোজানদের বিজয়। দুই. পর্বের শেষদিকে প্যাট্রোক্লাসের প্রতি যুদ্ধে যোগদানের অনুরোধ রেখে নেস্টর ক্ষেত্র প্রস্তুত করল ১৬তম পর্বে প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর, এবং সে পথ ধরেই অ্যাকিলিসের যুদ্ধে প্রত্যাবর্তনের। গ্রিক অধিনায়কদের আহত হওয়ার আগে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম আগামেমননের অতুলনীয় বীরত্বকে। এর আগে যুদ্ধের মাঠে আগামেমননের যে অপুরুষোচিত শৌর্য আমরা দেখি (৯: ৯-২৮, ১০: ৩-১৬), তার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল এবার। পঞ্চম পর্বে ডায়োমিডিজের বীরগাথার সমান মহত্বপূর্ণ এক বীরত্ব দেখাল আগামেমনন। সপ্তম পর্বে আমরা জেনেছিলাম গ্রিক*

সেনাবাহিনী অ্যাকিলিসের অনুপস্থিতিতে আগামেমননকে তাদের তিন সেরা যোদ্ধার একজন হিসেবে দেখে (৭: ১৭৯-৮০); এবার তার প্রমাণ দিল আগামেমনন। তবে যুদ্ধে গ্রিকরা ট্রোজানদের অপেক্ষা সেরা, পাঠকের এই অনুভূতি হ্রাস পেতে থাকে প্রধান গ্রিক বীরদের একে একে আহত হওয়ার মধ্য দিয়ে। ট্রোজানরা আরও একবার—নবম পর্বের আগে তাদের সেই বীরত্বব্যঞ্জক আগ্রাসনের মতোই, যার ফলে অ্যাকিলিসের কাছে যুদ্ধে ফেরার মিনতি জানাতে দূত পাঠিয়েছিল আগামেমনন—যুদ্ধে গ্রিকদের উপর এক হাত নেয় এই পর্বে এসে। হোমার এখানে মূলত যৌক্তিক ভিত্তি নির্মাণ করছেন সামনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডিগুলির—প্যাট্রোক্লাস মারা যাবে অ্যাকিলিসের বর্ম গায়ে চাপিয়ে যুদ্ধে নেমে, অ্যাকিলিস বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে তাই যুদ্ধে ফিরবে এবং হেক্টরের মৃত্যু ঘটবে অ্যাকিলিসের হাতে। এ-পর্বেই ইলিয়াড-এর অন্যতম বিভীষিকাময় ও রক্তাক্ত যুদ্ধের দেখা পাই আমরা, এর বয়ানের মধ্যে মিশে আছে যুদ্ধের ভয়াল অশনির সমস্ত ছবি। এ-পর্বের দিনটির শেষ হবে একদম ১৮তম পর্বের শেষে গিয়ে যখন আমরা দেখব গ্রিক প্রতিরক্ষা দেওয়াল ভেঙে পড়েছে, আগুন দেওয়া হয়েছে তাদের জাহাজে, মারা গেছে প্যাট্রোক্লাস—এটাই প্রথম পর্বে অ্যাকিলিসের মা থেটিসকে দেওয়া দেবরাজ জিউসের শপথের পূরণ; অর্থাৎ তা-ই হলো যা চাইছিল অ্যাকিলিস, কিন্তু যা সে চায়নি তা-ও হবে তার সেই চাওয়া পূরণের মধ্য দিয়েই—তার মানে, তার নিজের মৃত্যু (যা অবশ্য ইলিয়াড-এর অংশ নয়)। অ্যাকিলিস ও থেটিসের ইচ্ছার রূপকথাসুলভ পূরণ হওয়ার ব্যাপারটা মোড় ঘুরে চলে যাবে অবর্ণনীয় ট্র্যাজেডির দিকে।

সারসংক্ষেপ

১-৬৬: জিউস কলহের দেবীকে পাঠাল গ্রিক সেনাশিবিরে। আগামেমনন সশস্ত্র হয়ে নিল এবং গ্রিকদের নেতৃত্ব দিল যুদ্ধে। হেক্টর সামনে আগাল ট্রোজানদের নিয়ে।

৬৭-২১৭: শুরুতে গ্রিকরা ভেঙে দিল ট্রোজান প্রতিরক্ষা-ব্যূহ; জিউস হেক্টরকে সাবধান করে দিল আগামেমননের মুখোমুখি না হওয়ার ব্যাপারে।

২১৮-২৮৩: কবি আবাহন জানাল স্মৃতির দেবী মিউজের প্রতি; আগামেমননের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের তালিকা পেশ হলো। তার শেষ শিকার কোওন আহত করল তাকে।

২৮৪-৩০৯: আগামেমননকে আহত হয়ে মাঠ ছাড়তে দেখে হেক্টর আক্রমণে গেল।

৩১০-৪০০: অডিসিয়ুস ও ডায়োমিডিজ দাঁড়িয়ে গেল হেক্টরের মোকাবিলায়; ডায়োমিডিজের আক্রমণে হত বা আহত হলো না হেক্টর। প্যারিস তীর ছুড়ে আহত করল ডায়োমিডিজকে।

৪০১-৫৯৫: অডিসিয়ুস লড়ছে একাই; কিন্তু শেষমেশ আহত হলো সে-ও। মেনেলাস ও অ্যাজাক্স এল অডিসিয়ুসকে উদ্ধার করতে। অডিসিয়ুসকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিল মেনেলাস। অ্যাজাক্স নিজে পিছু হটার আগে হত্যা করল বেশ কজন ট্রোজানকে।

৫৯৬-৬১৭: আহত হয়ে জাহাজে ফেরা গ্রিকদের দূর থেকে দেখল অ্যাকিলিস; সে প্যাট্রোক্লাসকে পাঠাল খোঁজ নিতে।

৬১৮-৮০৩: প্যাট্রোক্লাস এল নেস্টরের কুটিরে; নেস্টর তখন তার সেই বিখ্যাত পেয়ালা থেকে মদ পান করছে। নেস্টর প্যাট্রোক্লাসকে পরিস্থিতির বর্ণনা দিল, সেইসাথে তার বৃদ্ধ বয়সের স্বভাবমতো যৌবনের বীরত্বের গল্প শোনাল এবং প্যাট্রোক্লাসকে বলল যে তার উচিত হয় অ্যাকিলিসকে যুদ্ধে ফিরতে রাজি করানো, না হয় অ্যাকিলিসের বর্ম পরে মারমিডন সেনাদের নিয়ে নিজেই যুদ্ধে যোগ দেওয়া।

৮০৪-৮৪৮: অ্যাকিলিসের তাঁবুতে ফেরার পথে প্যাট্রোক্লাসের দেখা হলো আরেকজন আহত গ্রিক যোদ্ধা ইউরিপিলাসের সঙ্গে; তার আঘাত সারিয়ে তুলতে ব্যস্ত হলো প্যাট্রোক্লাস।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

ইলিয়াড-এর শুরু থেকে নিয়ে ২৮তম দিন এটা। এই একই দিন চলবে একেবারে ১৮তম পর্বের একাংশ অবধি। এ-দিনটি মূল যুদ্ধের তৃতীয় দিন। [ই.ভি. রিউয়ের হিসাবে *ইলিয়াড*-এর ২৬তম দিনের ঘটনা বিধৃত হয়ে আছে এ-পর্বে।] ঘটনাস্থল ট্রয় নগরীর সামনের বিস্তৃত সমতলে ইলাস-এর সমাধিস্তম্ভের কাছের যুদ্ধক্ষেত্র।

চিত্র ১৩. নেস্টরের কাপ। গ্রিসের মাইসিনি প্রদেশের এক কবর থেকে ১৮৭৬ সালে হেইনরিখ শ্লিয়েমান খনন করে বের করেন খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠদশ শতকের এই অত্যাশ্চর্য নিখাদ-সোনায় নির্মিত কাপটি। *ইলিয়াড*-এর একাদশ পর্বে উল্লিখিত নেস্টরের কাপের সঙ্গে এর মিল অনেক। বলা যায় যে, এরও আছে চারটি হাতল, আর নীচে দুটো ঠেকনা (support), এবং হাতলে বসে কিছু খাচ্ছে দুই ঘুঘু, যদিও এখানে এরা ফ্যালকন বা বাজ। (মাইসিনি, গ্রিস, খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ শতক)

এবার প্রভাত° তার বিছানা ছাড়ল যেখানে সে শুয়েছিল মহান টিথোনাসের পাশে—এখন অমর দেবদেবী ও মরণশীল [মানুষদের] জন্য সে আনবে দিনের আলো। জিউস দ্বন্দ্ব-কলহের দেবীকে পাঠাল গ্রিকদের দ্রুতছোটা জাহাজবহরের কাছে, ভয়ংকর দেবী সে, হাতে নিয়ে চলেছে যুদ্ধের অশুভলক্ষণ। সে অবস্থান নিল অডিসিয়ুসের কালো জাহাজের পাশে। বিশাল কাঠামো সেটার, আছে ৫
[সৈকতের] ঠিক মাঝ বরাবর, যেন চিৎকার দিলে তা শোনা যায় দু দিকের দুই প্রান্ত থেকে—টেলামনপুত্র অ্যাজাক্সের কুটির ও [অন্য প্রান্তে] অ্যাকিলিসের তাঁবু থেকে। এরা দুজন তাদের সুঠাম জাহাজগুলি, নিজেদের বীরত্ব ও হাতের শক্তিতে বিশ্বাস রেখে, টেনে তুলে রেখেছে সর্বদূরের দুই প্রান্তের দিকে। সেখানে দাঁড়াল দেবী, ভয়ংকর বিশাল এক চিৎকার ছাড়ল জোরে, যুদ্ধের কর্ণবিদারী ডাক ছিল ১০
ওটা। সেই ডাক দিয়ে প্রতিটি গ্রিকের মনে সে [দেবী] দিল যুদ্ধে লড়ার পরাক্রম ও অবিরত লড়ে যাবার বল। শিগগির তাদের কাছে যুদ্ধই বেশি মধুর বলে মনে হলো সুগোল জাহাজে চড়ে প্রিয় পিতৃভূমিতে ফিরে যাবার চেয়ে।

অ্যাট্রিউসপুত্র [আগামেমনন] জোরে হাঁক দিল। গ্রিকদের সে আদেশ দিল ১৫
যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম পরে নিতে; তাদের মাঝে সে নিজেও পরল তার দীপ্যমান ব্রোঞ্জের বর্মসাজ। প্রথমে সে পায়ে পরল হাঁটুর নীচে পরার বর্ম ইত্যাদি—ওগুলি দেখতে সুন্দর ছিল বড়, গোড়ালির গাঁটের ওখানটা ছিল রূপো দিয়ে গড়া। এরপর সে বুকের কাছে পরল তার ঊর্ধ্বাঙ্গ বাঁচানো যুদ্ধবর্ম; সিনিরাস একদিন তাকে সেটা দিয়েছিল বন্ধুত্বের স্মারকরূপে। দূরে সাইপ্রাসে বসে সিনিরাস বিরাট ২০
জনশ্রুতি শুনেছিল গ্রিকরা জাহাজে চড়ে পাল তুলে চলেছে ট্রয়ের পথে; তখন আগামেমননকে সে বুকের এই বর্মটি দেয় রাজাকে খুশি করবার কাজে। এ বর্মে আছে অনেক বন্ধনী—গাঢ়-নীল এনামেলের দশখানি, বারোটি সোনার ও বিশটি টিনের। এর দু পাশ থেকে তিনটি করে গাঢ়-নীল এনামেল সাপ পেঁচিয়ে উঠে ২৫
গেছে গলার খোলা দিকে, ঠিক যেভাবে ক্রোনাসপুত্র [জিউস] রংধনু° চড়িয়ে দেয় মেঘের ওপরে, মরণশীল মানুষের জন্য সংকেত করে।

এরপরে কাঁধের ওপরে আগামেমনন ঝুলিয়ে নিল তার তরবারি। ওটার গায়ে ঝলকাচ্ছে সোনার গজাল, আর ওটা ধরে রাখা খাপ রুপোয় বানানো, তাতে লাগানো কাঁধে-ঝোলানোর সোনার বাঁধুনি। এরপর রাজা হাতে তুলল তার ৩০
জমকালো ঘন নকশাতোলা বীরোচিত ঢাল, [এত বড় যে] তার ভেতরে কোনো

যোদ্ধা আশ্রয় নিতে পারে শরীরের দু পাশ ঢেকেই—অপূর্ব ঢাল এক সেটা, ওর ওপরে ঘোরানো আছে ব্রোঞ্জের দশটি বৃত্ত, তার ওপর টিন দিয়ে গড়া সমুন্নত কারুকার্য কুড়িখানি, সাদা রঙে ঝলকাচ্ছে ওসব, আর মাঝখানে [কেন্দ্রে] রয়েছে
৩৫ গাঢ়-নীল স্ফীত অলঙ্করণ এক। সেখানে মুকুট সদৃশ হয়ে বসে আছে গরগনের মাথা, বিভীষিকা-জাগানো তার রূপ, আগুনচোখে তাকিয়ে আছে ভয়ংকরভাবে, তার দুইপাশে আছে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা।° এই ঢাল থেকে ঝুলছে—ঢাল বয়ে নেওয়ার কাজে—রূপোর নকশা করা এক চওড়া বাঁধুনি, তার ওপর মোচড় দিয়ে আছে গাঢ়-নীল এক সাপ, একটাই ঘাড় থেকে বেরুনো এর তিনটে করে মাথা
৪০ ঘুরে চলে গেছে এদিকে ও ওইদিকে।

এবার মাথার ওপরে আগামেমনন পরে নিল শিরস্ত্রাণ—তাতে শিং আছে দুটি, হালকা উঁচু [স্ফীত] কারুকার্য আছে চারখানি, আছে ঘোড়ার-কেশরের এক ঝুঁটি, যার ওপর ভাগে পালক নুয়ে নুয়ে পড়ছে ভয়ংকরভাবে। এবার সে হাতে নিল তার দুটি প্রকাণ্ড বল্লম, এদের আগা ব্রোঞ্জে ছোঁয়ানো, ধারাল; এই ব্রোঞ্জের জেল্লা তার দেহের কাছ থেকে পৌঁছে যাচ্ছিল সোজা স্বর্গ অবধি। [উত্তরে]
৪৫ অ্যাথিনা ও হেরা বজ্রচমকে উঠল জ্বলে জ্বলে, সম্মান দেখাল স্বর্ণ-সমৃদ্ধ মাইসিনির রাজার প্রতি।

এবার প্রতিটি যোদ্ধা যার যার রথচালককে নির্দেশ দিল তার ঘোড়াদের পরিখার পাশে লাগাম পরিয়ে ভালোভাবে, ছিমছাম, দাঁড় করিয়ে রাখার। কিন্তু নিজেরা তারা পায়ে হেঁটে, বর্মসাজে সজ্জিত, দ্রুত ছুটল সামনের দিকে। প্রভাতের
৫০ এই ক্ষণে এক অনির্বাপণীয় চিৎকার জেগে উঠল ওপরের দিকে [তাদের কণ্ঠ থেকে]। রথচালকদের অনেকখানি আগে তারা যুদ্ধসাজে দাঁড়িয়ে গেল পরিখার দাগ ধরে। তবে রথচালকেরা তখন তাদের সামান্যই পিছে আছে। তাদের মাঝে ক্রোনাসপুত্র [জিউস] ছড়িয়ে দিল এক অশুভ মহা হট্টগোল। ওপরের স্বর্গ থেকে সে নীচের দিকে পাঠাল রক্তে মাখানো শিশিরের কণা, কারণ তার অভিলাষ সে
৫৫ অনেকানেক বীরের মাথা আজ হেডিসের মৃত্যুপুরীতে ছুড়ে দেবে।

ট্রোজানদের দিকেও একইরকম—তারা জড়ো হয়েছে সমতলের উঁচু জায়গাতে, দাঁড়িয়ে আছে মহান হেক্টর, অতুল্য পলিডামাস ও ঈনিয়াসকে ঘিরে; ট্রোজানরা এদের দেবতার মতো সম্মান করে। তাদের মাঝে আরও আছে অ্যান্টিনরের তিন ছেলে—পলিবাস, দেবতুল্য আজিনর ও তরুণ আকামাস,
৬০ তাদের দেখাচ্ছে অবিনশ্বরদের মতো। তাদের সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে হেক্টর, হাতে তার গোলাকার ঢাল, শরীরের দু পাশ তাতে সুসমঞ্জস ঢেকে রাখা। যেভাবে মেঘের

মাঝ থেকে ঝিলিক মারে কোনো অমঙ্গলের তারা,° চিকচিক জ্বলে, আর আবার ডুবে যায় অন্ধকার মেঘের পেছনের দিকে—সেভাবে হেক্টর এই মাথা তুলছে সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝে, আবার এই সবচে পেছনের ভাগে আদেশ দিয়ে চলেছে তাদের। শরীর পুরো ব্রোঞ্জে ঢাকা সে ঝলকাচ্ছে পিতৃদেব ঐশীবর্মপরা জিউসের বিদ্যুচ্চমকের মতো। ৬৫

ঠিক যেভাবে শস্যকাটা লোকেরা কোনো ধনীর গম বা যব ক্ষেতের দু প্রান্ত থেকে শস্য কেটে সাফ করে করে ধেয়ে আসতে থাকে একে অপরের দিকে, তাদের মুঠো থেকে বৃষ্টির মতো পড়ে কাটা অংশগুলি—সেভাবে ট্রোজান ও গ্রিকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল একে অন্যের 'পরে, শুরু করল হত্যালীলা। কোনো পক্ষেরই ৭০ ভাবনাতে নেই ধ্বংসকর পলায়নের কথা। যুদ্ধে [দু পক্ষেরই] মাথার সংখ্যা সমান সমান; চাপে তারা দুর্বার উন্মত্ত হলো নেকড়েদের মতো। সেদিকে তাকিয়ে এবার খুশি হলো দ্বন্দ্ব-কলহের দেবী, যন্ত্রণার আর্তনাদ তোলা যার কাজ। দেবকুলের মধ্যে একা সে-ই ছিল এই যুদ্ধে তখন; অন্য দেবদেবীরা ছিল না যুদ্ধের মাঠে,° ৭৫ তারা ছিল শান্তিতে যার যার প্রাসাদে। অলিম্পাসের ভাঁজে ভাঁজে তাদের সবার জন্য বানানো আছে একটি করে সুন্দর প্রাসাদ। এরা সবাই দুষছিল ক্রোনাসপুত্র [জিউসকে], কালো মেঘের প্রভু সে। কারণ জিউস চাইছিল ট্রোজানদের দেবে যুদ্ধজয়ের মহিমা ও খ্যাতি। তবে এই দেবদেবীদের নিয়ে পিতৃদেব জিউসের মাথাব্যথা ছিল না কোনোই। অন্যদের থেকে দূরে বসে সে ট্রোজান শহরের দিকে ৮০ চোখ রেখে গ্রিক জাহাজ ও ব্রোঞ্জের ঝলকানি এবং হত্যাকারীদের ও নিহতদের দেখে দেখে জয়ধ্বনি করছিল তার আপন মহিমাতে।

সারা সকাল জুড়ে, পবিত্র দিন বাড়তে থাকার এই ক্ষণে, দু পক্ষেরই বল্লম ও তীর আঘাত হানতে লাগল সবদিকে। মানুষেরা ঝরে পড়তে থাকল ৮৫ [নির্বিচারে]। কিন্তু যে সময়ে এসে কোনো কাঠুরে পাহাড়ি-অরণ্যের ফাঁকা জায়গায় তার [মধ্য-সকালের] খাবার বানায়, যখন তার দুই বাহু ক্লান্ত হয়ে পড়ে উঁচু গাছ কেটে ফেলে দিতে দিতে, তার আত্মা পরিশ্রান্ত হয়, মধুর খাদ্যের বাসনা তার হৃদয়ে জেঁকে বসে, [দিনের] সেই সময় এলে গ্রিকরা তাদের সহযোদ্ধাদের ডাক দিয়ে ডেকে ডেকে পরাক্রমের সাথে ভেঙে দিল শত্রুর প্রতিরক্ষা-ব্যূহ। ৯০

তাদের মাঝ থেকে প্রথমে ছুটে গেল আগামেমনন, কতল করল বিয়িনর নামের যোদ্ধাটিকে, ট্রোজান বাহিনীর সে ছিল রাখাল। তার পরে আগামেমনন [কতল করল] তারই সহযোদ্ধা ওয়িলিয়ুসকেও, সে ছিল ঘোড়ার চালক। ওয়িলিয়ুস লাফিয়ে নেমেছিল রথ থেকে, দাঁড়িয়ে পড়েছিল আগামেমননের মুখোমুখি, কিন্তু যেই সে রাজার দিকে ছুটে আসতে উদ্যত হলো, আগামেমনন ৯৫ ধারাল বর্শা দিয়ে আঘাত হানল তার কপালের 'পরে। তার ব্রোঞ্জের ভারি শিরস্ত্রাণ ঠেকাতে পারল না বর্শার আগ্রাসন, বর্শা চলে গেল সেটা ভেদ করে, হাড় ফুঁড়ে;

তার মাথার সব ঘিলু ছিটকে পড়ল শিরস্ত্রাণ অভ্যন্তরে। এভাবেই আগামেমনন তার উন্মত্ততা থামিয়ে দিল।

আগামেমনন, মানুষের রাজা, দুজনেরই দেহ ফেলে রাখল মাটির ওপরে;
১০০ তাদের নগ্ন বুক ঝলকাচ্ছে কারণ সে তাদের বহির্বাস নিয়েছে খুলে। এবার আগামেমনন গেল আইসাস ও অ্যান্টিফাসকে কতলের কাজে, দুজনই রাজা প্রায়ামের ছেলে, একজন জারজ ও অন্যজন বিয়ে থেকে জন্ম নেওয়া। এরা দুজন ছিল একই রথে: জারজ সন্তান [আইসাস] ধরে ছিল ঘোড়ার লাগাম, এবং মহিমান্বিত অ্যান্টিফাস তার পাশে থেকে যুদ্ধ করছিল। এ দুজনকে
১০৫ আগে একবার অ্যাকিলিস বন্দী করে আইডা পর্বতের সরু উচ্চভূমি থেকে—ওরা তখন ভেড়া চরাচ্ছিল। এদের অ্যাকিলিস বেঁধেছিল উইলো গাছের তাজা ঝুরি দিয়ে, কিন্তু পরে ছেড়ে দিয়েছিল মুক্তিপণ নিয়ে। তবে এবার অ্যাট্রিউসপুত্র, সর্বস্থানের শাসক, আগামেমনন আইসাসকে আঘাত দিল বল্লম ছুড়ে মেরে—বুকে, স্তনাগ্রের ওপর দিকটাতে। আর অ্যান্টিফাসকে সে তরবারি দিয়ে কানের পাশে মারল জোরে, ফেলে দিল রথ থেকে। আগামেমনন এরপর
১১০ তাড়াতাড়ি ওদের দুজনের গা থেকে খুলে নিল সুন্দর যুদ্ধ-সাজ। সে এদের ভালোভাবে চেনে কারণ সে আগে এদের দেখেছে দ্রুতচারী জাহাজবহরের পাশে, যখন [সেই অতীতে একবার] দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস এদের ধরে আনে আইডা পর্বত থেকে।

যেভাবে কোনো সিংহ সহজেই কোনো ত্বরিত হরিণীর ছোট ছানাদের—
১১৫ ওদের গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ে—তার শক্তিশালী দাঁতে ধরে চূর্ণ করে দেয়, তাদের নবীন জীবন কেড়ে নেয় তাদের কাছ থেকে, আর মা হরিণ, যদিও রয়েছে খুব কাছে কোথাও, ব্যর্থ হয় তাদের সাহায্য দিতে কারণ ভয়ংকর ভীতি তাকেও গ্রাস করে ধরে, দ্রুত সে ছুটে পালায় ঘন ঝোপঝাড় ও বনভূমি পার হয়ে, ঘাম ঝরাতে ঝরাতে ছোটে উর্ধ্বশ্বাসে এই প্রকাণ্ড পশুর হানা থেকে বাঁচার তাড়নাতে—
১২০ সেভাবেই ট্রোজানদের কেউই এদের দুজনকে বিনাশ থেকে পারল না রক্ষা দিতে। বরং তারা নিজেরাই ছুটে পালাতে লাগল গ্রিকদের আগ্রাসন থেকে।

আগামেমনন এরপরে চড়াও হলো পাইসান্দার ও যুদ্ধে অবিচল হিপোলোকাসের ওপরে। এরা দুজনেই ছিল প্রজ্ঞাবান-মন অ্যান্টিমেকাসের ছেলে। অ্যান্টিমেকাস [অতীতে একদিন] প্যারিসের কাছ থেকে সোনা ও উজ্জ্বল
১২৫ সব উপহার ঘুষ পাবে বলে ট্রোজানদের বুদ্ধি দিয়েছিল হেলেনকে [তার আগের স্বামী] পীতকেশ মেনেলাসের কাছে ফেরত না দিতে। তারই দু ছেলেকে এবার আগামেমনন হানল আঘাত—এরা দুজনে ছিল এক রথে, একসাথে মিলে চেষ্টা করছিল দ্রুতগামী ঘোড়া সামলে চালানোর, কারণ তাদের হাত থেকে উজ্জ্বল লাগাম পিছলে পড়ে গিয়েছিল, দুটি ঘোড়াই অতএব ছুটছিল পাগলা হয়ে। কিন্তু

আগামেমনন, অ্যাট্রিউসের ছেলে, এদের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক সিংহের মতন, আর এরা দুজন রথ থেকে কাকুতিমিনতি জানাল তার প্রতি : ১৩০

'অ্যাট্রিউসপুত্র তুমি, আমাদের জীবন্ত ধরো, আর মূল্যবান মুক্তিপণ গ্রহণ করো। [আমাদের পিতা] অ্যান্টিমেকাস তার প্রাসাদে জমিয়ে রেখেছে অনেক ব্রোঞ্জ, সোনা ও লোহার ভাণ্ডার, লোহাগুলি বহু শ্রমে পিটিয়ে বানানো। ওই ভাণ্ডার থেকে আমাদের পিতা তোমাকে দেবে অগুনতি মুক্তিপণ যদি সে শোনে আমরা গ্রিক জাহাজের ওখানে জীবন্ত রয়েছি।' ১৩৫

এভাবে নম্র সুরে তারা দুজন বিলাপের মতো বলল রাজার উদ্দেশে, কিন্তু প্রত্যুত্তরে যে কণ্ঠ তারা শুনল তা নম্র ছিল না কোনোভাবে :

'যদি তোমরা দুজন বস্তুতই যুদ্ধংদেহী অ্যান্টিমেকাসের পুত্র হয়ে থাকো, তাহলে [জেনে রাখো] একবার সে ট্রোজানদের জমায়েতে—যেবার মেনেলাস সেখানে গিয়েছিল অডিসিয়ুসের সাথে, দূত হয়ে°—মেনেলাসকে খুন করতে ১৪০ বলেছিল ওখানেই, তক্ষুনি। বলেছিল তাকে গ্রিকদের কাছে ফেরত যেতে দেওয়া যাবে না একদমই। এখন নিশ্চিত পিতার সে জঘন্য আচরণের মূল্য তোমাদের শোধ দিতে হবে।'

বলল আগামেমনন, আর পাইসান্দারের বুকে বল্লমের আঘাত হেনে তাকে ছুড়ে দিল রথ থেকে নীচে। সে পেছনদিকে পড়ে গেল মাটিতে পিঠ দিয়ে। এবার হিপোলোকাস রথ থেকে লাফিয়ে নেমে এলে তাকে সে বধ করল মাটির ওপরেই। ১৪৫ তরবারির কোপে সে কেটে নিল তার দুই বাহু, এবং মাথা ছিন্ন করে দিল। সমবেত মানুষের ভিড়ে তার ধড়খানি গড়াতে লাগল কোনো গোল পাথরের মতো।

এদের দেহ ওখানে ফেলে রেখে আগামেমনন চলল সেদিকে যেখানে ব্যাটালিয়নগুলি আছে ছত্রভঙ্গ, গোলমেলে পরিবেশে। তার সাথে চলল হাঁটুতে বর্মপরা অন্য গ্রিকরাও। পদাতিক সেনারা অন্য পদাতিক সেনাদের—আগে তাড়া ১৫০ মেরে, পরে পালানোর পথে—খুন করে চলেছে একে একে, তেমনই অশ্বারোহী সেনারা অন্য অশ্বারোহী সেনাদের, তাদের নীচে সমতলভূমি থেকে ঘোড়ার বজ্রতুল্য খুরের আঘাতে প্রতিঘাতে জাগছে ধুলোর মেঘ—চারিদিকে সেনারা ব্রোঞ্জে ব্রোঞ্জে নিয়ে আসছে কেয়ামত। আর রাজা আগামেমনন পুরোটা সময় ছুটে চলেছে শত্রুর পিছু, তার হত্যালীলা জারি রেখে ও গ্রিকদের এগিয়ে যেতে তাড়া দিয়ে দিয়ে।

যেভাবে কোনো দাউদাউ আগুন ঘিরে ধরে কোনো ঘন বনের বৃক্ষরাজি, ১৫৫ আর পাক-খাওয়া হাওয়া আগুন ছড়িয়ে দেয় সবদিকে, উপড়ানো বৃক্ষগুলি আগুনের আক্রমণে হুড়মুড়িয়ে পড়ে—সেভাবে অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের আঘাতের নীচে একে একে পড়তে লাগল ট্রোজানদের মাথা, পলায়নের কালে। অসংখ্য ঘোড়ারও, তাদের ধনুকের মতো বাঁকানো উঁচু ঘাড়, একই ভাগ্য হলো। ঘোড়াগুলো শূন্য রথ নিয়ে দুদ্দাড় করে পড়ল যুদ্ধের সৈন্যব্যূহ ধরে। রথের ওপর ১৬০

তখন অতুল্য রথচালকেরা নেই, তারা মাটিতে পড়ে আছে তাদের স্ত্রীদের নয়, বরং শকুনের প্রিয় বস্তু হয়ে।

কিন্তু হেক্টরকে জিউস আড়াল করে রাখল তীর-বল্লম, ধুলো, মানুষ-জবাই, রক্ত ও দাঙ্গার থেকে। ওদিকে অ্যাট্রিউসপুত্র ধেয়েই চলেছে [শত্রুর পিছে], প্রচণ্ড
১৬৫ ডাক ছেড়ে তাড়িয়ে নিচ্ছে গ্রিকবাহিনীকে। ট্রোজানরা চলল সুদূর অতীতের দারদানাসপুত্র ইলাস-এর সমাধি° পেরিয়ে সমতলের মাঝ দিয়ে; বুনো ডুমুরের গাছ° পার হয়ে ছুটে গেল তারা, চাইল শহরে ঢুকবে কোনোভাবে। সর্বদাই হাঁক ছেড়ে ছুটছে অ্যাট্রিউসপুত্র [আগামেমননও], তার অজেয় দুই হাত জমাট রক্তের ছিটে দিয়ে মাখা।

১৭০ এবার ট্রোজানরা যখন পৌঁছাল সিয়ান তোরণ ও ওকগাছের° কাছে, তারা থেমে দাঁড়াল, অপেক্ষায় থাকল বাকিদের আসার। তখনও অনেকে ধাওয়া খেয়ে ছুটছে সমতল ধরে, ছত্রভঙ্গ হয়ে। যেভাবে কোনো সিংহ গবাদিপশুদের ওপর রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে এসে তাদের ছত্রভঙ্গ করে ছড়িয়ে দেয় চারদিকে, শুধু একটার নিয়তিতে থাকে নিছক মরণ; ওটার ঘাড় সে প্রথমে ধরে
১৭৫ তার শক্তিশালী দাঁতে, ভেঙে ফেলে ঘাড় ও এর পরে রক্ত খায় লোভীর মতন, খায় নাড়িভুঁড়ি সব—সেভাবে রাজা আগামেমনন, অ্যাট্রিউসের ছেলে, ট্রোজানদের ধেয়ে চলল গায়ে গায়ে। সর্বদাই সে বধ করছে সবচে পিছিয়ে পড়া লোকটাকে, বাকিরা তখন তাড়া খেয়ে বিশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণে আছে। অনেকেই পড়ে গেল তাদের রথ থেকে—হয় মুখ মাটিতে রেখে, নয়তো পিঠের
১৮০ 'পরে, অ্যাট্রিউসপুত্রের হাতের আঘাতে। কারণ সে তার সামনে ও চারপাশে উন্মত্ত হয়ে উঠল বল্লম নিয়ে। সে যখন প্রায় পৌঁছে গেছে ট্রয় ও এর উঁচু দেয়ালের নীচে, বস্তুত তখনই মনুষ্য ও দেবকুলের পিতা [জিউস] নেমে এল স্বর্গ থেকে, এসে বসল অনেক-ঝরনার আইডা পর্বতের শীর্ষদেশে; একখানি বজ্র সে ধরে আছে হাতে। অবিলম্বে সে সোনালি-ডানাওয়ালা দেবী আইরিসকে
১৮৫ পাঠাল তার বার্তা নিয়ে :

'যাও এখনই ক্ষিপ্রগতি আইরিস, হেক্টরকে গিয়ে বলো আমার এই কথা। যতক্ষণ সে দেখছে যে আগামেমনন, গ্রিকবাহিনীর রাখাল, বেপরোয়া উন্মত্ততায় আছে সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝে, নির্বিচারে কেটে চলেছে ট্রোজান যোদ্ধাদের, ততক্ষণ আমি চাই সে [হেক্টর] নিজে আগে না বাড়ুক, বরং তার অন্য সেনাদের
১৯০ বলুক শত্রুর সাথে এই প্রচণ্ড যুদ্ধে লড়ে যেতে। কিন্তু আগামেমনন যখন কোনো বর্শায় বিদ্ধ হয়ে বা কোনো তীরে গেঁথে রথে লাফিয়ে উঠে যাবে, তখন আমি হেক্টরকে দেব মানুষ খুনের শক্তি ও বল। [সে তখন] মানুষের পরে মানুষ হত্যা

করে যাবে, যতক্ষণ না পৌঁছাবে সুন্দর বেঞ্চিপাতা [গ্রিক] জাহাজবহরের কাছে, আর পবিত্র আঁধার নামবে সূর্য ডুবে গিয়ে।'

এই ছিল তার কথা। তা শুনে বায়ুর মতো ক্ষিপ্র, ত্বরিতগতি আইরিস করল সেইমতো। সে আইডার পর্বত থেকে নীচে নেমে এল পবিত্র ইলিয়ামে। সেখানে সে পেল যুদ্ধংদেহী প্রায়ামের ছেলে দেবতুল্য হেক্টরকে, [দেখল] সে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার জোড়া-দেওয়া রথে। দ্রুত-পা আইরিস কাছে এল তার, তাকে বলল এই কথা: ১৯৫

'হেক্টর, প্রায়ামের ছেলে, বুদ্ধিতে জিউসের সমকক্ষ তুমি। পিতা জিউস আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে এই বার্তাটুকু দিতে: যতক্ষণ তুমি দেখছ যে আগামেমনন, গ্রিকবাহিনীর রাখাল, সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝে বেপরোয়া উন্মত্ত আছে, মেরে কেটে চলেছে সারি সারি ট্রোজান যোদ্ধাকে, ততক্ষণ তুমি নিজে দূরে থেকো যুদ্ধ করা থেকে। তবে তোমার বাহিনীর অন্যদের তাড়া দিয়ে যেয়ো শত্রুর সাথে এই প্রচণ্ড সমরে লড়ে যেতে। কিন্তু যেইমাত্র এক বর্শার আঘাতে বিদ্ধ হয়ে বা তীরে গেঁথে আগামেমনন লাফ দিয়ে চড়বে তার রথে, তখনই জিউস তোমাকে দেবে মানুষের পরে মানুষ হত্যার বল, যতক্ষণ না তুমি পৌঁছাচ্ছ সুন্দর বেঞ্চিপাতা জাহাজবহরের কাছে, আর যতক্ষণ পবিত্র আঁধার নামছে সূর্য ডুবে গিয়ে।' ২০০ ২০৫

এই কথা বলে চলে গেল দ্রুত-পা আইরিস দেবী। হেক্টর, বর্মপরিহিত, রথ থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে এল। সে তার দুই ধারাল বল্লম আন্দোলিত করে হেঁটে গেল বাহিনীর সবদিকে, সবাইকে তাড়া দিল যুদ্ধ করে যেতে, জাগাল যুদ্ধের নির্মম কোলাহল। এর ফলে ট্রোজানরা ঘুরে দাঁড়াল নব উদ্যমে। তারা এবার দাঁড়িয়ে গেল গ্রিকদের দিকে মুখ রেখে, এবং গ্রিকরাও, তাদের বিপরীতে, ব্যাটালিয়নগুলির জনবল বাড়িয়ে নিল। এভাবে যুদ্ধের উদ্দেশে সেজে নিল দুই দল, তারা অবস্থান নিল একে অন্যের বিপরীতে। তাদের মাঝ থেকে আগামেমনন প্রথমে ছুটে গেল সম্মুখপানে, সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লড়ে যাবে অন্য সবার সামনে থেকে। ২১০ ২১৫

আমাকে এখন বলো তোমরা অলিম্পাসবাসী মিউজ দেবী যারা আছো,° বলো যে ট্রোজানদের বা তাদের বিখ্যাত মিত্রবাহিনীর মধ্য থেকে কারা কারা প্রথমে আগামেমননের মুখোমুখি হয়েছিল? ২২০

প্রথমে ছিল ইফিডামাস,° অ্যান্টিনরের ছেলে, দীর্ঘদেহী সাহসী এক লোক, সে বেড়ে উঠেছিল ভেড়ার পালের মাতৃভূমি অতি-উর্বরা থ্রেইস প্রদেশে। সিসিয়ুস ছিল তার মায়ের পিতা, সিসিয়ুসের ঔরসে জন্ম হয়েছিল তার মা ফর্সা-গাল থিয়ানোর। কিন্তু যখন ইফিডামাস যশ-গৌরব-আনা যুবক বয়সে পৌঁছাল, সিসিয়ুস চাইল তাকে নিজের কাছে রেখে দেবে, তাই সে তার হাতে তুলে দিল ২২৫

নিজের কন্যাটিকে।° কিন্তু এই নতুন বর বাসর ঘর ফেলে রেখে যাত্রা করল গ্রিকরা আসার গুজবের পিছু পিছু—বারোটি চঞ্চুওয়ালা জাহাজের পাল তুলে সে রওনা
২৩০ দিল, সুঠাম জাহাজগুলি পারকোটি-তে রেখে পায়ে হেঁটে পৌঁছাল ইলিয়ামে। সে লোকই এখন সামনে দাঁড়িয়ে অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের।

তারা দুজন একে অন্যের দিকে ধেয়ে এসে যেইমাত্র কাছাকাছি হলো, অ্যাট্রিউসপুত্রের বল্লম লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে উড়ে গেল একপাশে। ইফিডামাস বর্শা দিয়ে তাকে বিদ্ধ করল উর্ধ্বাঙ্গের বর্মের নীচে কোমরবন্ধনীর কাছে। দেহের সব ভার
২৩৫ দিয়ে, নিজের বলশালী হাতের ওপরে বিশ্বাস রেখে ইফিডামাস বল্লমের আঘাতে চেপে ধরল তাকে। কিন্তু ঝলমলে কোমরবন্ধনী ভেদ করতে সে ব্যর্থ হলো—বর্শার আগা বন্ধনীর রূপোর সাথে ধাক্কা খেয়ে বরং বেঁকে গেল সিসার মতো করে। এবার সর্বস্থান-শাসনকর্তা আগামেমনন বর্শা আঁকড়ে ধরল তার হাত দিয়ে, সিংহের মতো উন্মত্ত হয়ে সে বর্শা টেনে নিল নিজের শরীরের দিকে, ইফিডামাসের হাত থেকে কেড়ে নিল সেটা। এরপর তার তরবারি দিয়ে সে
২৪০ ইফিডামাসের গলা কেটে নিল; তৎক্ষণাৎ ঢিলা ও নিথর হয়ে এল তার দেহখানি।

এভাবেই পতন হলো তার। সে চলে গেল তামাটে রং ঘুমের ভেতরে—অসুখী যৌবন তার, বিয়ে করা বউ থেকে কতো দূরে, নিজের দেশবাসীকে সাহায্য করতে এসে। আহা! বউয়ের সাথে কোনো আনন্দই উপভোগ করা ভাগ্যে হল না তার, যদিও বউকে অনেক কিছু সে দিয়েছিল° [যৌতুকরূপে]। তাকে সে দিয়েছিল একশত গরু, শপথ করেছিল পরে ছাগল ও ভেড়া মিলে আরও এক
২৪৫ হাজার দেবে—তার রাখালেরা এগুলো পালতো অগণ্য সংখ্যায়। আর এখন অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন তার যুদ্ধসাজ খুলে নিয়ে হেঁটে গেল গ্রিক সেনাদের মাঝ দিয়ে [ইফিডামাসের] জমকালো বল্লম হাতে তুলে।

কিন্তু যখন অ্যান্টিনরের সবচেয়ে বড় ছেলে কোওন, যোদ্ধাদের মধ্যে সর্বসেরা একজন, দেখল কী ঘটে গেছে, ভাইয়ের পতনের ভয়াবহ শোক ঘিরে ধরল তার
২৫০ দৃষ্টিকে। সে তার বল্লম নিয়ে আস্তে অবস্থান নিল একপাশে, দেবতুল্য আগামেমননের চোখ এড়িয়ে গিয়ে। সে বর্শা সোজা বিদ্ধ করল আগামেমননের বাহুতে, কনুইয়ের নীচে। বর্শার উজ্জ্বল মাথা মাংস ভেদ করে চলে গেল একেবারে। এতে থরথর করে কেঁপে উঠল আগামেমনন, মানুষের রাজা। কিন্তু তাতে কী, সে
২৫৫ যুদ্ধ ও লড়াই থেকে সরে যাওয়ার বদলে বরং তার বায়ু-লালিত বল্লম হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কোওনের 'পরে। কোওন সেসময় ব্যগ্র হয়ে টানছিল ইফিডামাসের পা—সে তার নিজের ভাই, একই পিতার ঔরসে জন্ম তারও—আর সাহায্যের জন্য ডাকছিল অন্য সেরা যোদ্ধাদের। এভাবে ভিড়ের মাঝ দিয়ে যখন সে টেনে নিচ্ছিল ভাইয়ের মৃতদেহ, আগামেমনন তাকে আঘাত করল ব্রোঞ্জের আগাওয়ালা বল্লমের
২৬০ এক ঝটকা মেরে। সেটা বিঁধল কোওনের ঢালের স্ফীত কারুকার্যকরা স্থানের নীচে;

সে তার হাত পা ছেড়ে দিল। তারপর আগামেমনন গেল তার কাছে এবং ইফিডামাসের দেহের ওপরে কেটে ফেলে দিল কোওনের মাথা। এভাবেই তাহলে অ্যান্টিনরপুত্রেরা অ্যাট্রিউসপুত্র রাজার হাতের নীচে তাদের নিয়তির মাপ সম্পন্ন করে নিল, নেমে গেল হেডিসের মৃত্যুপুরীর দিকে।

আগামেমনন তার বল্লম, তরবারি ও বিশাল পাথরখণ্ড নিয়ে অন্য যোদ্ধাবাহিনীকেও বিধ্বস্ত করে চলল ততক্ষণ অবধি যতক্ষণ তার আঘাতের স্থান থেকে বেরুচ্ছিল উষ্ণ রক্তধারা। কিন্তু যখন [হাতের] সেই ক্ষতস্থান শুকিয়ে এল, থেমে গেল রক্ত বের হওয়া, তখন তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যথা কাতর করে দিল অ্যাট্রিউসের এই পরাক্রমশালী পুত্রটিকে। যেভাবে ধারাল বেদনার তীর আঘাত হানে সন্তান প্রসবকালে কোনো মহিলাকে, তীক্ষ্ণ ভেদ-করে-যাওয়া বেদনার তীর যা ইলিথিয়ারা, প্রসববেদনার দেবীগণ,° পাঠিয়ে থাকে—তারা হেরার কন্যা, তাদের হাতে আছে তিক্ত বেদনার থলি—সেভাবে ধারাল ব্যথা চড়াও হল অ্যাট্রিউসের বিশাল পুত্রের 'পরে। তখন সে লাফিয়ে উঠল তার রথে, চালককে বলল সুগোল জাহাজবহরের দিকে রথটি চালিয়ে যেতে। কারণ তার হৃদয় নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছিল। এক গগনভেদী চিৎকার দিল সে এবার, বলল গ্রিকবাহিনীকে: ২৬৫ ২৭০ ২৭৫

'বন্ধুরা আমার, গ্রিক নেতা ও শাসকেরা, দেখো সমুদ্রগামী জাহাজবহরের কাছ থেকে যেন যুদ্ধের ভয়াল দামামা দূরে রাখতে পারো। মন্ত্রণাদাতা জিউস আমাকে আর সারাদিন যুদ্ধ চালাতে দিল না ট্রোজানদের সাথে।'

এ-ই বলল সে, তার রথচালক চাবুক মেরে মোহিনীকেশরের ঘোড়াদের নিয়ে চলল সুগোল জাহাজের পথে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই ঘোড়াজোড়া টগবগ চলল সামনের দিকে—ফেনায় ভরে উঠল তাদের বুক, শরীরের নীচে তাদের পেট ধুলোয় আচ্ছন্ন হলো, যখন তারা এইভাবে আহত রাজাকে নিয়ে চলল যুদ্ধের মাঠ থেকে। কিন্তু যেই হেক্টর দেখল আগামেমনন চলে গেছে, সে জোর চিৎকার দিয়ে বলল ট্রোজান ও লিশানদের উদ্দেশে : ২৮০ ২৮৫

'হে ট্রোজান, লিশান ও দারদানিয়ানগণ, যারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে পারদর্শী বড়: পুরুষ হও তোমরা সকলে, বন্ধুরা আমার, যুদ্ধের প্রচণ্ড পরাক্রম হৃদয়ে জাগ্রত করো। ওদের সেরা যোদ্ধা বিদায় নিয়েছে, ক্রোনাসপুত্র জিউস আমাকে দিতে যাচ্ছে বিরাট যশখ্যাতি। নাহ, তোমাদের একখুরের ঘোড়া সোজা চালিয়ে যাও বীর গ্রিকদের দিকে, জিতে নাও বিজয়গৌরব!' ২৯০

এই কথা বলে সে চাঙ্গা করে তুলল প্রতিটি মানুষের শক্তি ও মন-মানসিকতা। যেভাবে কোনো শিকারি তার সাদা বড় দাঁত ডালকুত্তাগুলি ছেড়ে দেয় কোনো বন্য শূকর বা সিংহের ওপরে—সেভাবে প্রায়ামপুত্র হেক্টর, যুদ্ধদেব আইরিজের সমকক্ষ বীর, নশ্বর মানুষের সর্বনাশ [ডেকে আনা নেতা], মহাত্মা

২৯৫ ট্রোজানদের ছেড়ে দিল গ্রিকদের ওপরে। আর সে নিজে তার অকুতোভয় মন নিয়ে গটগট করে চলল সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝে। যুদ্ধের মাঝে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তীব্রগতির এক ঝোড়ো হাওয়ার মতো, যে হাওয়া ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে নেমে আসে আর চাবুক মেরে ঝড় তোলে ধূম্রবরণ অতল সাগরের জলে।

জিউস যখন হেক্টরকে এই বিজয়গৌরব দিল, তখন কারা কারা প্রথমে নিহত ৩০০ হল প্রায়ামপুত্র হেক্টরের হাতে আর কারাই বা শেষে? প্রথমে অ্যাসিয়াস এবং অটোনোয়াস ও ওপাইটিজ; [পরে] ডোলোপস্, সে ক্লিটিয়াসের ছেলে, আর ওফেল্‌টিয়াস ও অ্যাজেলেইয়াস; এবং ঈসিম্‌নাস, ওরাস ও লড়াইয়ে অবিচল হিপোনোয়াস। গ্রিক নেতাদের মাঝে এদের প্রথমে বধ করল সে, পরে ঝাঁপিয়ে ৩০৫ পড়ল আরও অনেকের ওপরে। যেভাবে পশ্চিমা বায়ু তাড়িয়ে নেয় উজ্জ্বল দখিনা বায়ুর থেকে আসা মেঘদল, প্রচণ্ড ঝড়ের আকার নিয়ে ওদের মারতে থাকে জোরে, তখন ফুলে ফেঁপে ওঠা বহু ঢেউ সামনে গড়িয়ে যায় আর দূর-অবধি-ঘোরা হাওয়ার দমকের নীচে ফেনাগুলি উঁচুতে উঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে—সেভাবে হেক্টরের হাতে গ্রিকবাহিনীর অনেকের মাথা কেটে পড়ল নীচে।

৩১০ তখন বস্তুত কেয়ামতই নেমে আসত, প্রতিবিধান অসম্ভব এমন সব কাণ্ড ঘটে যেত, গ্রিকরা আসলেই পালাতে পালাতে ছুটে পড়িমরি পড়তো তাদের জাহাজের ওপরে, যদি না অডিসিয়ুস ডাকত টাইডিয়ুসের ছেলে ডায়োমিডিজকে এই কথা বলে :

'টাইডিয়ুসপুত্র, কী ঘটল আমাদের যে আমরা নিজেদের প্রচণ্ড পরাক্রমের কথা ভুলে বসলাম? নাহ, আসো এদিকে বন্ধু আমার, দাঁড়িয়ে যাও আমার পাশে ৩১৫ এসে। কারণ কী যে লজ্জার হবে যদি দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর সত্যি জাহাজগুলি দখল করে বসে।'

তার কথার উত্তরে শক্তিমান ডায়োমিডিজ বলল এই কথা :

'কোনো সন্দেহ নেই আমি দাঁড়াব তোমার পাশে, সয়ে যাব যা কিছু আসে। কিন্তু তাতে সামান্য লাভ হবে শুধু, কারণ মেঘ-সঞ্চারক জিউস পরিষ্কার চাচ্ছে ট্রোজানদেরই বিজয়গৌরব দেবে, আমাদের নয়।'

৩২০ বলল ডায়োমিডিজ আর থিম্‌ব্রিয়াসকে টেনে তার রথ থেকে মাটিতে ফেলে দিল, বল্লম ছুড়ে গেঁথে দিল তার বাম বুকে। অডিসিয়ুস মারল মোলাইঅনকে, ঐ যুবরাজের [থিম্‌ব্রিয়াসের] দেবতুল্য অনুচর এই লোক। এদের মৃতদেহ ওখানে ফেলে রেখে—হায় এরা এ দুজনের যুদ্ধ করা চিরতরে থামিয়ে দিয়েছে—দুই বীর ছুটে চলল পুরো বাহিনী জুড়ে, ধ্বংসলীলা নিয়ে এল। যেভাবে দুটি বন্যশূকর উদ্ধত হৃদয় নিয়ে ৩২৫ ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারি ডালকুত্তাদের 'পরে—সেভাবে তারা দুজন ঘুরে দাঁড়াল

ট্রোজানদের বিপরীতে, বধ করতে লাগল তাদের। দেবতুল্য হেক্টরের আক্রমণের মুখে পালিয়ে যাওয়া থেকে খানিক খুশির বিরতি মিলল গ্রিকদের এভাবে।

এরপর তারা দুজন চড়াও হলো এক রথের ওপরে। সেখানে ছিল দুই লোক, তাদের বাহিনীর মধ্যে সেরা, পারকোটির মেরোপস্-এর দুই ছেলে। মেরোপস্ খ্যাত ছিল দৈবগণনায় যে কারো চেয়ে নিখুঁত হিসেবে। সে চেষ্টা করেছিল যেন ৩৩০ তার পুত্রেরা ট্রয় যুদ্ধে না যায়, যুদ্ধ—মানুষের দুর্দশার হেতু। কিন্তু এই দু ছেলে কোনোভাবে শুনল না তার কথা, কারণ কালো মৃত্যুর নিয়তি তাদের ঠেলে দিচ্ছিল সামনের দিকে। টাইডিয়ুসের ছেলে ডায়োমিডিজ, যার বল্লমের আছে অনেক খ্যাতি, এই দুজনের আত্মা ও জীবন কেড়ে নিল এবং তাদের গায়ের থেকে খুলে নিল অপরূপ যুদ্ধসাজগুলি। অন্যদিকে অডিসিয়ুসের হাতে হিপোডামাস ও ৩৩৫ হিপাইরোকাস খুন হলো।

এবার ক্রোনাসপুত্র [জিউস] আইডা পর্বত থেকে নীচে তাকিয়ে যুদ্ধের প্রভুত্ব দু-দলের জন্যই মোটামুটি সমান করে দিল। তারা খুন করতে লাগল একে অন্যকে। টাইডিয়ুসের ছেলে আহত করল পিঅনপুত্র যোদ্ধা আগাস্ট্রোফাসকে তার নিতম্বের ওপরে—বল্লমের এক জোরে আঘাত দিয়ে। এই লোক পারল না পালিয়ে যেতে, কারণ তার ঘোড়াগুলি সে পেল না পাশে। আগাস্ট্রোফাসের ৩৪০ হৃদয় আসলে কিসে যেন অন্ধ হয়ে ছিল, তাই সে তার অনুচরকে বলেছিল ঘোড়া দূরে রেখে দিতে; তারপরে সে সর্বাগ্রের যোদ্ধাদের মাঝে উন্মত্ততা নিয়ে ছুটছিল দুই পায়ে। এতেই জীবন গেল তার অবশেষে।

কিন্তু হেক্টর সৈন্যসারির মাঝে ওই দুজনকে দেখে ফেলল দ্রুত। সে চিৎকার করে ছুটে গেল ওদের ওপরে, তার পিছু গেল ট্রোজান ব্যাটালিয়নগুলি। তাকে দেখে ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কারে পারদর্শী বড়, ভয়ে কাঁপল থরথর করে। তক্ষুনি ৩৪৫ সে কাছেই থাকা অডিসিয়ুসকে বলল এই কথা :

'আমাদের দুজনের দিকে সর্বনাশ আসছে গড়িয়ে, কারণ পরাক্রমশালী হেক্টর এসে গেছে। যাহোক, আসো, আমরা শক্ত হয়ে দাঁড়াই যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আর ওর আক্রমণ প্রতিহত করি।'

বলল সে, আগুপিছু করে নিল তার দূর অবধি ছায়া ফেলা বর্শাখানি, ছুড়ে দিল সেটা। যে লক্ষ্য ছিল তার, তাতে তা লাগল ঠিকই। আঘাত হানল সে ৩৫০ হেক্টরের মাথায়, শিরস্ত্রাণের ওপর দিকে, কিন্তু [বর্শার] ব্রোঞ্জকে পাশে ঠেলে দিল [শিরস্ত্রাণের] ব্রোঞ্জ; বর্শার আগা পৌঁছুতে পারল না তার ফর্সা ত্বকের কাছে, কারণ সেটার গতি বাধাপ্রাপ্ত হলো ত্যর ঝুঁটিওয়ালা শিরস্ত্রাণের তিন-ভাঁজে, ফিবাস অ্যাপোলো এই শিরস্ত্রাণ দান করেছিল তাকে।°

হেক্টর পেছনে লাফিয়ে চলে গেল বিস্ময়করভাবে, মিলে গেল ভিড়ের
৩৫৫ ভেতরে। সে বসে পড়ল হাঁটুর ওপরে, তার বলশালী হাত মাটিতে ঠেকিয়ে ঝুঁকে পড়ে থাকল ওভাবেই। তার দু-চোখ ঘিরে নামল রাতের আঁধার। টাইডিয়ুসপুত্র তখন তার ছুড়ে মারা বর্শা কোথায় পড়েছে,° দূরে সর্বাগ্রের যোদ্ধাদের মাঝে উড়ে গিয়ে কোন্ স্থানে মাটিতে গেঁথে গেছে, তা খুঁজতে ব্যস্ত ছিল। সেই ফাঁকে হেক্টর আবার জ্ঞান ফিরে পেল, লাফিয়ে উঠল তার রথে, সেটা চালিয়ে নিয়ে গেল ভিড়ের
৩৬০ মাঝ দিয়ে। এভাবে সে এড়াতে সক্ষম হলো তার কালো নিয়তিকে। পরাক্রমশালী ডায়োমিডিজ তখন বর্শা নিয়ে ধেয়ে গেল তার দিকে, বলল তাকে :

'কুকুর তুমি, আরও একবার বেঁচে গেলে মৃত্যুর হাত থেকে, তবে সর্বনাশ এবার তোমার একদমই কাছে এসে পড়েছিল। কিন্তু ফের এক দফা ফিবাস অ্যাপোলো বাঁচাল তোমাকে—হ্যাঁ, বর্শা ছোড়াছুড়ির মাঝে তুমি যখনই ঢোকো, [আমি জানি] তখনই তুমি এই দেবতার কাছে মিনতি জানাও! যাক, নিশ্চিত
৩৬৫ জেনো, এরপরে আবার যখন তোমার সাথে দেখা হবে, আমি তোমাকে শেষ করে দেব—শুধু যদি কোনো দেবতা এসে আমাকে একটু সহায়তা করে, তোমাকে যেমন করে থাকে। তবে এখনকার মতো আমি যাচ্ছি অন্যদের খুন করার কাজে, যাকেই ধরতে পারি গিয়ে।'

এ-ই বলল ডায়োমিডিজ, আর গায়ের বর্ম খুলে নিতে গেল মৃত পিঅনপুত্রের, যার বল্লমের ছিল খ্যাতি। কিন্তু প্যারিস, মোহিনীকেশ হেলেনের
৩৭০ স্বামী, একটা তীর তাক করল গ্রিকবাহিনীর রাখাল টাইডিয়ুসপুত্রের দিকে। সে হেলান দিয়ে ছিল ইলাসের জন্য জনতার বানিয়ে দেওয়া সমাধির থামে—ইলাস দারদানাসের ছেলে, দূর অতীতের ট্রোজান জনতার নেতা। ডায়োমিডিজ যখন ব্যস্ত বীর আগাস্‌ট্রোফাসের উর্ধ্বাঙ্গের দীপ্যমান বর্ম তার বুক থেকে এবং ঢাল তার কাঁধ থেকে খুলে নেবার কাজে, সেইসঙ্গে তার ভারি শিরস্ত্রাণটাও, তখনই
৩৭৫ প্যারিস ধনুকের ছিলায় টান দিল, আঘাত হানল তাকে। এই তীর বিনা কারণে উড়ে গেল না তার হাত থেকে। তা গিয়ে লাগল ডায়োমিডিজের ডান পায়ের পাতায়, সোজা ঢুকে বেরিয়ে গেল পায়ের অন্যপাশ দিয়ে, গেঁথে গেল মাটির ভেতরে। প্যারিস এক খুশির হাসি দিয়ে লাফিয়ে বেরুল তার লুকানোর গুহা থেকে, আস্ফালন করে বলল এই কথা :

৩৮০ 'লাগিয়েছি তোমাকে! আমার তীর এমনি এমনি ওড়েনি! আহ শুধু যদি তোমার তলপেটে পারতাম ওটাকে লাগাতে, আর ওভাবেই তোমার জীবন নিয়ে নিতে! তাহলে ট্রোজানদের—যারা এখন তোমার সামনে কাঁপে যেভাবে সিংহের সামনে এসে কাঁপে কোনো ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করা ছাগ—বিরাম মিলত তাদের দুর্দশার থেকে।'

উত্তরে ডায়োমিডিজ একটুও ভয় না পেয়ে বলল তাকে :

'সস্তা ধনুর্বিদ,° গালাগালের বড় গলা, কোঁকড়ানো চুল নিয়ে কেমন গর্বিত, ৩৮৫ মেয়েদের দেখে যেন চোখ দিয়ে গিলে খাও তুমি! ওহ্ শুধু যদি তুমি একবার আমার সাথে বর্ম পরে লড়তে ব্যাটায় ব্যাটায়, তবে দেখতে তোমার এই ধুনক, ওই দ্রুত-ওড়া তীর কতো ফালতু, কতো মূল্যহীন! আর এখন আমার পায়ের সামান্য এক পাতা ছুঁয়ে কী আস্ফালনই না করে যাচ্ছ তুমি। হুহ, তোমাকে নিয়ে আমার ততখানি মাথাব্যথা, যতখানি হতো কোনো মেয়েছেলে বা কোনো বুদ্ধিহীন শিশু আমাকে আঘাত দিলে পরে। কোনো কাপুরুষ ও কোনো ফালতু লোকের ৩৯০ ছোড়া তীর কাউকে ঘায়েল করে কী করে? অন্যদিকে নিশ্চিত জেনো আমি যখন বর্শা ছুড়ে মারি, তা যদি কাউকে ধরো অল্প ছোঁয়, তবু সে বর্শা দেখিয়ে দেয় তার জাতের পরিচয়, ওতেই তৎক্ষণাৎ মরে সেই লোক। তখন বিলাপে বিলাপে ছিন্ন হয় তার বউয়ের দুই গাল, তার সন্তানেরা পিতৃহীন হয়, আর সে—মাটি রক্তে লাল করে দিয়ে—পচে মরে, দেখা যায় তাকে ঘিরে নারীদের চেয়ে শকুনের ৩৯৫ সংখ্যা বেশি হয়।'

এ-ই বলল ডায়োমিডিজ, আর বল্লমে খ্যাতিমান অডিসিয়ুস তার কাছে এগিয়ে এল, [প্রতিরক্ষা ঢাল হয়ে] দাঁড়াল তার সামনের দিকে। ডায়োমিডিজ অডিসিয়ুসের পেছনে বসল উঠে, নিজ পায়ের পাতা থেকে টেনে বের করল তীক্ষ্ণ তীর। কঠিন এক ব্যথা ছড়িয়ে গেল তার দেহের মাংস জুড়ে। এবার সে তার রথে লাফ দিয়ে উঠে রথচালককে আদেশ দিল সুগোল জাহাজবহরের দিকে যেতে, কারণ তার হৃদয় তখন আহত বেদনায়। ৪০০

এবার অডিসিয়ুস, বিখ্যাত বল্লমবাজ, একা হয়ে পড়ল একেবারে। গ্রিকদের একজনও এখন নেই তাকে সাহায্যের কাজে, তাদের সবাই ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে [পালিয়েছে]। প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় পড়ে সে স্বগতোক্তি করল তার নিজ বীর চৈতন্যের সাথে :

'হায় দুর্দশা আমার, কী আছে এখন আমার নিয়তিতে? কী মারাত্মক অবমাননা হবে যদি আমি ট্রোজানদের ভিড়ে ভয় পেয়ে পালাই এখন। কিন্তু ৪০৫ তারচে-ও খারাপ হবে যদি আমি একা ধরা পড়ি, কারণ ক্রোনাসপুত্র [জিউসের] কারণে অন্য গ্রিকরা সব বিক্ষিপ্ত পালিয়ে চলে গেছে। কিন্তু আমার মন এভাবে তর্ক করছে কেন আমার নিজের সাথে? আমি তো জানি যারা যুদ্ধের মাঠ থেকে ভাগে তারা কতো কাপুরুষ হয়; অন্যদিকে যে কিনা লড়াইয়ে সর্বসেরা, সে তো নিশ্চিত সাহসের সাথে তার মাঠ ধরে রাখে—হয় সে নিজে খুন হয়, না হয় ৪১০ অন্যকে খুন করে।'°

এভাবে যখন অডিসিয়ুস ভাবনাচিন্তা করে চলেছিল তার হৃদয় ও মনে, সেই ফাঁকে ঢালবাহী ট্রোজানদের দল এসে পড়ল ওইখানে, ঘিরে দাঁড়াল তাকে কেন্দ্র করে। তারা আসলে নিজেদের জন্য সর্বনাশ ছাড়া আর আনেনি কিছুই। যেভাবে

ডালকুত্তার দল ও শক্তিমান তরুণেরা কোনো বুনো শুয়োরকে—সে ঝোপজঙ্গল
৪১৫ থেকে লাফিয়ে বের হলে—চেপে ধরে এই পাশ এবং ওই পাশ থেকে, তার বাঁকানো চোয়ালের মাঝে সাদা দীর্ঘ দাঁতে সে শান দিতে থাকে, আর তারা দু পাশ থেকেই ঝাঁপিয়ে আসে তার 'পরে, তখন তার কড়মড় করা দাঁতের আওয়াজ কানে আসে; তবু যত ভয়ংকরই হোক না সেই শুয়োর, তারা তার আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে মাঠ ছেড়ে দেয় না কোনোমতে—সেভাবেই জিউসের প্রিয় অডিসিয়ুসকে ট্রোজানরা চেপে ধরল চারপাশ থেকে।

৪২০ প্রথমে অডিসিয়ুস তার তীক্ষ্ণ বর্শা নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে ওপর থেকে আঘাত হানল অতুল্য ডিওপাইটিজের ঘাড়ে। এরপরে সে হত্যা করল থুওন ও এনোমাসকেও। কারসিদামাস তখন লাফ দিয়ে নামল রথ থেকে, কিন্তু অডিসিয়ুস তাকে তার সমুন্নত ঢালের নীচে নাভির কাছে মারল বর্শার ছুরি, সে পড়ে গেল
৪২৫ ধুলোর মাঝে, হাতের তালু দিয়ে আঁকড়ে ধরল মাটি। এদের এভাবে ফেলে রেখে অডিসিয়ুস এবার চড়াও হলো হিপাসাসের ছেলে কারোপস্-এর 'পরে, বল্লমের এক ঝটকা মারল তাকে। কারোপস্ ছিল সম্পদশালী সোকাসের ভাই। তাকে সাহায্য দিতে সোকাস, এক দেবতুল্য লোক, এগিয়ে অডিসিয়ুসের খুব কাছে এসে অবস্থান নিল, বলল তাকে এই কথা :

৪৩০ 'অনেক প্রশংসিত অডিসিয়ুস তুমি, ফন্দিফিকির ও পরিশ্রমে চিরঅতৃপ্ত লোক। আজ হয় তুমি হিপাসাসের দু ছেলেকেই মেরে আস্ফালন জানাবে—এরকম দুজন যোদ্ধাকে খুন করে ও তাদের গায়ের বর্ম খুলে নিয়ে—না হয় আমার বর্শার ঘায়ে নিজের জীবন হারাবে।'

এই কথা বলে সোকাস আঘাত হানল অডিসিয়ুসের ঢালে, ঢাল তার
৪৩৫ শরীরের সব পাশে সুসমঞ্জস ধরে রাখা ছিল। প্রকাণ্ড বর্শা এই উজ্জ্বল ঢাল ভেদ করে চলে গেল, অডিসিয়ুসের ঊর্ধ্বাঙ্গের জাঁকাল নকশা করা বর্ম পার হয়ে আগাল, তার শরীরের পাশের মাংস ছিঁড়ে নিল। তবে প্যালাস অ্যাথিনা ব্যবস্থা নিল যাতে বর্শা এই যোদ্ধার নাড়িভুঁড়ি ফুঁড়ে না যেতে পারে। আর অডিসিয়ুস বুঝে গেল বর্শা তার কোনো প্রাণনাশক স্থানে হানেনি আঘাত। সে শরীর পেছন দিকে টেনে সোকাসের প্রতি বলল এই কথা :

৪৪০ 'আহ হতভাগা, এখন নিশ্চিত তোমার ভাগ্যে রাখা আছে সমূহ বিনাশ। সন্দেহ নেই তুমি আমাকে থামিয়েছ ট্রোজানদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আজ এখানে তোমার জন্য আছে মৃত্যু ও কালচে নিয়তি—আমার বল্লমের হাতে পরাভূত হয়ে তুমি আমাকে দেবে যশ-খ্যাতি আর তোমার জীবন
৪৪৫ দেবে হেডিসের করপুটে, কুলীন ঘোড়ার কারণে বিখ্যাত° মৃত্যুদেব সে।'

বলল অডিসিয়ুস। শুনে সোকাস ঘুরে গেল, পালাতে শুরু করে দিল। যখন সে ঘুরছে, ততক্ষণে অডিসিয়ুস বল্লম গেঁথে দিয়েছে তার দু-কাঁধের মাঝে, পিঠে,

এবং সেটা চালিয়ে দিয়েছে তার বুক ফুঁড়ে। দুম করে সে মাটিতে পড়ে গেল, তখন দেবতুল্য অডিসিয়ুস তার দেহের ওপরে বিজয়োল্লাস করল এই বলে :

'আহ সোকাস, যুদ্ধংদেহী ও ঘোড়া-বশে-আনা হিপাসাসের ছেলে! মৃত্যু তো তোমার ওপর চলে এল যথেষ্ট তাড়াতাড়ি, তুমি ওর থেকে পালালে না দেখি। হায়রে হতভাগা, তোমার পিতা ও রানিতুল্য মাতা তোমার মৃত্যুতে চোখ দুটো বুজিয়েও দেবে না আর, বরং কাঁচা-মাংস-খাওয়া পাখিরা° তোমাকে ছিঁড়ে খাবে, ওরা তোমার চারপাশে বসে ডানা ঝাপটাবে কী ঘনঘন আর জোরে। অন্যদিকে, আমি মারা গেলে দেবতুল্য গ্রিকরা ঠিকই আমাকে গোর দেবে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে।' ৪৫০ ৪৫৫

এই কথা বলে সে যুদ্ধবাজ সোকাসের বিশাল বর্শা টান দিয়ে খুলে আনল তার গায়ের মাংস ও সমুন্নত ঢালের কাছ থেকে। যখন সেটা বের হল, রক্ত বেরুল ফিনকি দিয়ে; তা দেখে বিষাদাক্রান্ত হলো অডিসিয়ুসের মন। ওদিকে উদ্ধত-মন ট্রোজানরা দেখে ফেলল রক্ত ঝরছে অডিসিয়ুসের গা থেকে; তারা ভিড়ের মাঝে একজন অন্যকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল, সকলে একসাথে ছুটল তার দিকে। অডিসিয়ুস একটু পিছিয়ে গেল, চিৎকার দিয়ে ডাকল সহযোদ্ধাদের। তিনবার সে চিৎকার দিল ততটা জোরে যতটা জোর ধরতে পারে কোনো মানুষের মাথা। তিনবারই মেনেলাস, যুদ্ধদেব আইরিজের প্রিয়, শুনল তার ডাক। তৎক্ষণাৎ সে হাতের কাছে থাকা অ্যাজাক্সকে জানাল : ৪৬০

'জিউস-বংশোদ্ভূত অ্যাজাক্স, টেলামনপুত্র তুমি, বাহিনীর কাপ্তান। অবিচল হৃদয় অডিসিয়ুসের ডাক বাজছে আমার কানে। শুনে মনে হচ্ছে যেন এ উত্তুঙ্গ যুদ্ধের মাঠে ট্রোজানরা তাকে কেটে ফেড়েই ফেলেছে, যেহেতু সে একা তাই তারা শক্তিতে হারিয়েছে তাকে। নাহ আসো, আমরা ছুটে যাই সেনাদের মাঝ দিয়ে। তাকে সাহায্য করাই এখন সবচে বড় কাজ বটে। আমার ভয় তাকে যদি ট্রোজানদের মাঝে এভাবে একা ফেলে রাখি, তাহলে সে যতবড় বীর হোক না কেন, কোনো অশুভ ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তখন গ্রিকদের জন্য কতো বড় ক্ষতি হয়ে যাবে!' ৪৬৫ ৪৭০

এই কথা বলে সে পথ দেখাল, আর দেবতাদের সমকক্ষ অ্যাজাক্স গেল তার পিছু পিছু। জিউসের প্রিয়পাত্র অডিসিয়ুসকে তারা খুঁজে পেল, দেখল তার চারপাশে ট্রোজান সেনাদল ঘিরে আছে। যেভাবে পাহাড়ে তামাটে শেয়ালের দল ঘিরে থাকে শিংওয়ালা আহত হরিণের দেহ, যাকে ধনুকের ছিলা থেকে তীর ছুড়ে বিদ্ধ করেছে কোনো লোক; হরিণটা পালাতে পেরেছে সেই লোকের হাত থেকে, দ্রুত ছুটে পালিয়েছে যতক্ষণ তার রক্ত উষ্ণ প্রবাহিত ছিল আর ত্বরিতগতি ছিল হাঁটু, কিন্তু যখন অবশেষে দ্রুত-ওড়া তীর পরাভূত করে দিল তাকে, তখন মাংসাশী শেয়ালেরা পর্বতে ছায়াঢাকা জঙ্গলের মাঝে ছিঁড়েফেড়ে ফেলল হরিণটিকে; কিন্তু ৪৭৫

৪৮০ দ্যাখো দেবতা এবার ওদের ওপর নিয়ে এল এক সিংহ, শেয়ালেরা ছত্রভঙ্গ পালাল তা দেখে, এবার সিংহ গোগ্রাসে খেতে লাগল হরিণের দেহ—ঠিক সেভাবে সংখ্যায় অনেক ও সাহসী ট্রোজান সেনাদল যুদ্ধংদেহী ধূর্ত-বুদ্ধির অডিসিয়ুসকে ঘিরে ধরল খুব করে। আর এই যোদ্ধা তার বল্লম হাতে সামনে এগোতে এগোতে কোনো মতে এড়িয়ে চলল তার নির্মম কেয়ামতের দিন। তখন অ্যাজাক্স কাছে চলে এল,
৪৮৫ সে হাতে ধরে আছে তার ঢাল, যা আকারে নগর দেওয়ালের মতো বড়।° সে দাঁড়াল অডিসিয়ুসের পাশ ঘেঁষে। ট্রোজানরা এবার পালাল বিক্ষিপ্ত হয়ে, একজন এদিকে তো একজন ওইদিকে। তখন যুদ্ধমনা মেনেলাস অডিসিয়ুসকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল এই ভিড় থেকে এবং একসময় মেনেলাসের অনুচর ঘোড়া চালিয়ে রথ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। এবার অ্যাজাক্স চড়াও হলো
৪৯০ ট্রোজানদের ওপরে, বধ করল প্রায়ামের জারজ সন্তান ডোরিক্লাসকে এবং তার পরে প্যান্ডোকাসকে মারল জোরে এক ঝটকাতে; আর একইভাবে লাইসান্ডার, পাইরাসাস ও পিলারটিজকেও। যেভাবে জিউসের ঘোর বৃষ্টির হেতু শীতকালে পর্বতের ওপর থেকে স্রোত নেমে এলে বন্যায় ফুলে ফেঁপে উঠে নদী ধেয়ে আসে সমতলের দিকে, চলার পথে সাথে আনে শুকনো ওক ও অসংখ্য পাইন গাছের
৪৯৫ দেহ আর সাগরে ছুড়ে দেয় বহু কাঠের গুঁড়ি—সেভাবে মহিমান্বিত অ্যাজাক্স সেদিন সমতল জুড়ে তুমুল ঝড় তুলে মাতল ঘোড়া ও মানুষ হত্যায়।

হেক্টর তখনও এসবের জানে না কিছুই। কারণ সে লড়ছিল স্কামান্দার নদী তীরে, যুদ্ধের মাঠের সর্ব বাম দিকে, যেখানে যোদ্ধাদের কাটা মাথা মাটিতে
৫০০ পড়ছিল সবচে বেশি ঝুরঝুর করে, অনির্বাপণীয় চিৎকার চেঁচামেচি জেগে উঠছিল মহান নেস্টর ও যুদ্ধবাজ আইডোমেন্যুসকে ঘিরে। হেক্টর ছিল এদের মাঝখানে, ভয়ংকর ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছিল তার বল্লম ও অশ্বচালনায় পারদর্শিতা দিয়ে—তরুণ গ্রিকদের ব্যাটালিয়নগুলি সে বিধ্বস্ত করে চলেছিল।

কিন্তু তারপরও দেবতুল্য গ্রিকরা মাঠ ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না একদমই,
৫০৫ যতক্ষণ না প্যারিস—মোহিনীকেশ হেলেনের স্বামী—গ্রিকবাহিনীর রাখাল মাকেওনকে° থামাল তার বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধ করা থেকে। তাকে সে এক তিন-কাঁটার তীর মেরে আঘাত করল ডান কাঁধে। তখন গ্রিকগণ, তাদের নিঃশ্বাসে শৌর্যের ছোঁয়া, শংকিত হলো তাকে নিয়ে। তারা ভয় পেল যে যুদ্ধের মোড় ট্রোজানদের দিকে এই ঘোরার সময়ে তারা আবার না তাকে হত্যা করে বসে।
৫১০ অবিলম্বে আইডোমেন্যুস বলল দেবতুল্য নেস্টরের প্রতি :

'নেস্টর, নিলিউসের পুত্র তুমি, গ্রিকদের মহা গৌরবের ধন। আসো, তোমার রথে চড়ে বসো, সাথে মাকেওনকে নিয়ে তোমার একখুরের দ্রুতগামী

ঘোড়া ছোটাও জাহাজবহরের দিকে। তার মতো চিকিৎসক যে আহতের দেহ থেকে তীর কেটে বের করে ও যাতনার উপশম দেয় ভেষজ মলম দিয়ে, তার মূল্য অন্য অনেক মানুষের যোগফলের চেয়ে বেশি।' ৫১৫

এ-ই বলল সে। ঘোড়সওয়ার, জেরেনিয়ার নেস্টর, কাজ করল সেইমতো। অবিলম্বে সে চড়ে বসল রথে, তার পাশে উঠল মাকেওন, অ্যাস্কিলিপিয়াসের ছেলে, চিকিৎসক হিসেবে অ্যাস্কিলিপিয়াসের সমকক্ষ কেউ নেই। নেস্টর চাবুক দিয়ে ছুঁয়ে দিল তার ঘোড়াদের। তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে টগবগিয়ে চলল সুগোল জাহাজবহরের দিকে, কারণ ওখানে পৌঁছুতে খুব ব্যগ্র ছিল তারা। ৫২০

কিন্তু সেব্রায়োনিজ[৩] দেখল যে ট্রোজানরা তাড়া খেয়ে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় আছে। সে দাঁড়িয়ে ছিল হেক্টরের পাশে, তার রথের ওপরে; এবং সে হেক্টরের উদ্দেশে বলল এই কথা :

'হেক্টর, আমরা দুজন এখানে বিষাদময় যুদ্ধের বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে গ্রিকদের সাথে ছেলেখেলা করে চলেছি বটে। অন্যদিকে বাকি ট্রোজানরা, ঘোড়া ও মানুষ, সকলেই দ্যাখো তাড়া খেয়ে ছত্রভঙ্গ, বিভ্রান্ত আছে। তাদের তাড়াচ্ছে ৫২৫ অ্যাজাক্স, টেলামনের ছেলে, তাকে সহজেই চিনতে পারছি আমি তার কাঁধে ঝোলানো ঐ চওড়া ঢাল দেখে। নাহ, চলো আমরাও ঘোড়া ও রথ নিয়ে ওইখানে যাই, যেখানে অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক সেনার দল এক অশুভ প্রতিযোগিতা ও পাল্লায় মেতে হত্যা করছে একে অন্যকে, তাদের অনির্বাপণীয় চেঁচামেচি উঠে চলেছে আকাশের দিকে।' ৫৩০

এই কথা বলে সে কর্কশ-শিসতোলা চাবুক মেরে তাড়া দিল সুন্দর-কেশরের ঘোড়াদের। তারা সেই চাবুক খেয়ে দ্রুতগামী রথ উড়িয়ে নিয়ে চলল ট্রোজান ও গ্রিকদের মাঝ দিয়ে, মাড়িয়ে চলল মৃতদেহ ও বহু ঢাল। রথের নিচে যে অক্ষদণ্ড আছে তা ভরে গেল রক্তের ছিটায়, রথের চাকার গোল কাঠামোরও একই হাল ৫৩৫ হলো, ঘোড়ার খুর ও টায়ারের থেকে রক্ত ছিটে ছিটে গিয়ে মেখে গেল সব। হেক্টর তখন প্রবল ব্যগ্র যে সে ঢুকবে যোদ্ধাদের ভিড়ে, লাফিয়ে পড়বে, গুঁড়িয়ে দেবে সবকিছু। এরপর যদিও সে গ্রিকদের প্রতি পাঠাল যুদ্ধের অশুভ উচ্চনাদ, নিজের বল্লমকে প্রায় কোনো বিরামই দিল না, তবু শুধু অন্য সব যোদ্ধার ওপরেই ৫৪০ সে চড়াও হলো এই বল্লম, তরবারি ও বিশাল পাথরগুলি নিয়ে—টেলামনপুত্র অ্যাজাক্সের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে গেল। [কারণ জিউস তার ওপরে ক্ষুব্ধ হয়, যদি কেউ লড়ে তার চেয়ে কোনো ভালো যোদ্ধার সাথে।][০]

এবার পিতা জিউস, উঁচুতে সিংহাসনে বসা, অ্যাজাক্সকে বাধ্য করল পেছনে হটে যেতে। সে দাঁড়িয়ে গেল হতবুদ্ধি হয়ে, পিঠে চড়িয়ে নিল তার ষাঁড়ের ৫৪৫ চামড়ায় তৈরি সাত-ভাঁজের ঢাল, এবং ভিড়ের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে মাঠ ছেড়ে দিল ঠিক কোনো বন্য পশুর মতো—সবসময় সে ঘুরে দেখছে চারপাশে,

ধীরে পেছোচ্ছে এক পা এক পা করে। যেভাবে কোনো তামাটে রং সিংহ গবাদিপশুর পালের কাছ থেকে তাড়া খায় কুকুর ও গাঁয়ের লোকের হাতে, তারা
৫৫০ সারা রাত পাহারা দিয়ে দিয়ে ঐ সিংহকে থাবা দিতে দেয় না তাদের পালের সবচেয়ে মোটাতাজা গরুর ওপরে, কিন্তু তবু মাংসের বাসনায় সিংহটি ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে আসে, তবে তাতে তার লাভ হয় না কোনো, কারণ শক্ত হাতে ছোড়া তীর দল বেঁধে উড়ে আসে তার দিকে, জ্বলজ্বলে মশালগুলিও আসে, আর যতই সে ব্যগ্র হোক না কেন, ওগুলির সামনে ভয় পেয়ে সে পিছিয়ে যায় আর ভোর
৫৫৫ এলে সটকে পড়ে দুঃখী হৃদয় নিয়ে—সেভাবে অ্যাজাক্স ট্রোজানদের সামনে থেকে হৃদয়ে চাপা ক্ষোভ ভরে, পুরো তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, পিছিয়ে চলে এল। কারণ সে অনেক বেশি শঙ্কিত ছিল গ্রিকদের জাহাজগুলি নিয়ে।

যেভাবে কোনো গাধা ভুট্টাক্ষেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার কালে তাকে চালানো
৫৬০ বালকদের কথা না মেনে ভুট্টাক্ষেতে ঢোকে, নষ্ট করে উঁচু শস্যের গাছ—এক অলস গাধা যার পাঁজরের পাশে অনেক লাঠি ভাঙা হয় মেরে মেরে, বালকেরা তাকে প্রায় মুগুর দিয়ে মারে, কিন্তু তাদের শক্তি যেহেতু কম তাই তারা ব্যর্থ হয় তাকে তাড়িয়ে নিতে অন্তত যতক্ষণ না তার ভরছে পেট—ঠিক সেভাবে গর্বোদ্ধত ট্রোজান বাহিনী ও তাদের অন্য দেশ থেকে আসা মিত্রেরা টেলামনপুত্র বিশালদেহী
৫৬৫ অ্যাজাক্সকে আঘাত করে চলল তার ঢালের ওপর বল্লম ছুড়ে মেরে, অনবরত তার ওপরে চড়াও হয়ে। মাঝে মাঝে অ্যাজাক্স তার উন্মত্ত সাহসের কথা মনে করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল বেশ, দূরে সরিয়ে রাখছিল ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজান ব্যাটালিয়নগুলি, তবে পরক্ষণেই আবার সে ঘুরে যাচ্ছিল পালাবে বলে। এভাবেই সে তাদের ঠেকাল দ্রুতচারী জাহাজবহরের দিকে যাওয়া থেকে; নিজে সে একা
৫৭০ দাঁড়িয়ে গেল ট্রোজান ও গ্রিকদের মাঝে, উন্মত্ত লড়াই করে করে। শক্ত হাতে তার দিকে কতো বর্শা ছোড়া হলো, সেগুলির কোনোটা তার গায়ে উড়ে এসে তার বিশাল ঢালে গেঁথে গেল আর অনেকগুলিই, তার ফর্সা শরীরের কাছে পৌঁছানোর আগে, মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেল মাটিতে ঢুকে গিয়ে—বর্শাগুলি ব্যগ্র ছিল তার মাংসের স্বাদ নেবে বলে।°

৫৭৫ যখন ইউরিপিলাস, ইউয়িমনের মহিমান্বিত ছেলে, দেখল অ্যাজাক্স বিপর্যস্ত তীর-বল্লমের বৃষ্টির হাতে, সে এসে দাঁড়াল তার পাশে এবং তার চকচকে বল্লম ছুড়ে আঘাত হানল ফসিয়াসপুত্র এপিসাওনের গায়ে, এই লোক ছিল বাহিনীর রাখাল। আঘাত লাগল এপিসাওনের যকৃতে, মধ্যচ্ছদার নীচে; তৎক্ষণাৎ হাঁটু
৫৮০ ভেঙে এল তার। ইউরিপিলাস চড়াও হলো তার 'পরে, তার কাঁধ থেকে খোলা শুরু করল বর্মসাজ। কিন্তু যখন দেবতুল্য প্যারিস দেখল সে খুলে নিচ্ছে এপিসাওনের বর্ম, তখুনি ইউরিপিলাসের দিকে সে ধনুক টান টান করে তাকে গেঁথে দিল এক তীরে,° তার ডান উরুর ওপরে। তীরের দণ্ড ভেঙে গেল তার উরুর

মাঝে, কিন্তু উরু বেদনায় ঠিকই ভারি হয়ে এল। তখন সে কালচে নিয়তি এড়াতে
নিজেকে পেছন দিকে গুটিয়ে নিয়ে ঢুকে গেল সহযোদ্ধাদের ভিড়ের ভেতর, ৫৮৫
গগনভেদী এক চিৎকার দিয়ে উঠল জোরে, গ্রিকদের ডাক দিল এইভাবে :

'বন্ধুরা আমার, গ্রিকদের নেতা ও শাসকেরা। ঘোরো তোমরা, ঘুরে দাঁড়াও,
নির্মম কেয়ামতের দিনটা তোমরা তাড়াও অ্যাজাক্সের কাছ থেকে। সে মহাপীড়িত
হয়ে আছে তীর ও বল্লমে। আমার আর মনে হচ্ছে না সে পালাতে পারবে এই
বিষাদমাখা যুদ্ধের মাঠ থেকে। নাহ্, দাঁড়াও তোমরা শত্রুর সামনে গিয়ে, ৫৯০
টেলামনপুত্র মহান অ্যাজাক্সকে ঘিরে।'

এ-ই বলল আহত ইউরিপিলাস। তারা এল, দাঁড়াল তার খুব কাছ ঘেঁষে।
তাদের ঢাল তারা হেলিয়ে রেখেছে কাঁধের 'পরে, তাদের বল্লম রয়েছে উঁচু করা।
এবার তাদের দিকে অ্যাজাক্স অগ্রসর হলো। সহযোদ্ধাদের ভিড়ের কাছে যখন
সে পৌঁছাল, ঘুরল সে, ঘুরে দাঁড়াল [শত্রুর দিকে]। ৫৯৫

এভাবে তারা দাউদাউ আগুনের মতো লড়াই করে গেল। অন্যদিকে
নিলিউসের ঘোড়াগুলো, ঘামে গোসল হয়ে, নেস্টরকে নিয়ে চলল যুদ্ধের মাঠ
থেকে, সাথে নিয়ে গেল বাহিনীর রাখাল মাকেওনকেও। দ্রুতপায়ের দেবতুল্য
অ্যাকিলিস দেখল তাকে, বুঝল ঘটেছে কিছু। অ্যাকিলিস দাঁড়িয়ে ছিল তার
বিশাল কাঠামোর জাহাজের পশ্চাদ্ভাগের কাছে, দৃষ্টি রাখছিল যুদ্ধের চরম শ্রম- ৬০০
পরিশ্রম ও অশ্রুভেজা বিশৃঙ্খলার দিকে।° অবিলম্বে বলল সে তার সহযোদ্ধা
প্যাট্রোক্লাসের উদ্দেশে, জাহাজের পাশ থেকে তাকে ডাক দিয়ে। তা শুনল
প্যাট্রোক্লাস। তৎক্ষণাৎ সে নিজের কুটির থেকে চলে এল, তাকে দেখতে লাগছিল
যুদ্ধদেব আইরিজের মতো। এই শুরু হলো প্যাট্রোক্লাসের অশুভ নিয়তির খেলা।
মেনিশাসের পরাক্রমশালী ছেলে [প্যাট্রোক্লাস] বলল প্রথমে: ৬০৫

'আমাকে কেন ডেকেছ, অ্যাকিলিস? তোমার কী দরকারে আসতে পারি আমি?'

তার প্রশ্নের উত্তরে বলল অ্যাকিলিস, দ্রুতপায়ের বীর :

'মেনিশাসের দেবতুল্য ছেলে, আমার বুকের অনেক কাছের একজন তুমি।
এ-মুহূর্তে আমার বিশ্বাস গ্রিকরা আমার হাঁটুর কাছে এসে বসে মিনতি জানাবে,°
কারণ এক অসহনীয় প্রয়োজন চেপে ধরেছে তাদের বেশ করে। কিন্তু তুমি ৬১০
এখনই যাও, জিউসের প্রিয় প্যাট্রোক্লাস, নেস্টরকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো সে
কাকে বয়ে আনল আহত অবস্থায় যুদ্ধের মাঠ থেকে। পেছন থেকে দেখতে
আমার অবশ্য তাকে লেগেছে অ্যাস্কিলিপিয়াসের ছেলে মাকেওনের মতো। কিন্তু
আমি তো আর লোকটার চোখ দেখিনি, কারণ ঘোড়াগুলো তীরবেগে চলে গেছে
আমার পাশ দিয়ে, সামনে ছুটে গেছে ব্যগ্রতা নিয়ে।' ৬১৫

এই ছিল তার কথা। প্যাট্রোক্লাস তার প্রিয় সহযোদ্ধার কথায় কান দিল, সে গ্রিকদের কুটির ও জাহাজবহরের পাশ ধরে চলল দৌড় দিয়ে।

এবার অন্য দুজন [নেস্টর ও মাকেওন] যখন পৌছুল নিলিউসপুত্র নেস্টরের কুটিরে, তারা রথ থেকে নেমে পা রাখল পুষ্টিদায়ী মাটির ওপরে।
৬২০ এবং ইয়ুরিমেডোন, নেস্টরের অনুচর, বৃদ্ধ নেস্টরের ঘোড়াগুলি খুলে নিল রথ থেকে। ওই দুজন এবার দাঁড়াল সাগরের তটে হাওয়ার দিকে মুখ রেখে, তারা শুকিয়ে নিল তাদের বহির্বাসের ঘাম, এরপরে ঢুকল কুটিরে গিয়ে, বসল চেয়ারের 'পরে। মোহিনীকেশের হেকামিডি তাদের জন্য পানীয় বানিয়ে নিয়ে এল; বৃদ্ধ নেস্টর এই মেয়েকে তুলে এনেছে টেনেডস থেকে, যেদিন
৬২৫ অ্যাকিলিস টেনেডস দখল করে,° সে ছিল বীরোচিত-মন আরসিনোয়াসের মেয়ে। গ্রিকরা বেছে বেছে তাকে দিয়েছিল নেস্টরের হাতে, কারণ মন্ত্রণা দেবার কাজে নেস্টর অন্য সবার থেকে ভালো।

মেয়েটি প্রথমে তাদের দুজনের সামনে এক টেবিল পেতে দিল—সুন্দর, পা-গুলো গাঢ় নীল, চকচকে পালিশ করা; তার ওপর সে বসাল ব্রোঞ্জের পেয়ালা
৬৩০ একখানি, তাতে রাখল পেঁয়াজ, তাদের পানীয়ের মসলা হিসেবে; আরও রাখল সবুজ-হলদে মধু ও পবিত্র যবে বানানো রুটি। এগুলির পাশে সে রাখল অপূর্ব দেখতে পেয়ালা° একখানি, বুড়ো লোকটা তা নিয়ে এসেছে তার বাড়ি থেকে—পেয়ালাটি খচিত উঁচু উঁচু করা সোনা দিয়ে। এর হাতল রয়েছে মোট চারখানি, প্রতিটার গায়ে দুই পাশে একটা করে ঘুঘু, তারা খেয়ে যাচ্ছে [মুখোমুখি], আর
৬৩৫ তার নীচে পেয়ালার ঠেকনা দুটি করে।° এই পেয়ালা যখন ভরা থাকে, তখন খুব কম লোকই পারে টেবিল থেকে তুলতে সেটা, কিন্তু বৃদ্ধ নেস্টর তা পারে তৎক্ষণাৎ, অতি সহজেই। সেই পেয়ালায় মেয়েটি—দেখতে সে দেবীদের মতো—তাদের জন্য পানীয় বানাল: তাতে সে ঢালল প্রামনিয়ান মদ, ব্রোঞ্জের তৈরি কাটারিতে গুঁড়ো করে কেটে তার মধ্যে দিল ছাগ-দুগ্ধে বানানো পনির, পরে
৬৪০ ওর ওপর ছড়ালো সাদা যব গুঁড়ো।° এভাবে পানীয় তৈরি করার পরে, সে তাদের বলল তা পান করে নিতে।

এবার তাদের দুজনের পান শেষ হলে, রোদে-পোড়া তৃষ্ণার নিবারণ হলে, তারা মজে গেল গল্প-কাহিনীতে, একজন আরেকজনকে শুরু করল [গল্প] বলা। দ্যাখো, তখনই প্যাট্রোক্লাস এসে দাঁড়াল দরজায়, সে দেবতুল্য এক লোক।
৬৪৫ তাকে দেখে বৃদ্ধ নেস্টর লাফ দিয়ে উঠল তার চকচকে চেয়ারের থেকে। সে হাত ধরল তার, নিয়ে এল ঘরের ভেতরে, বসতে বলল তাকে। কিন্তু প্যাট্রোক্লাস, বিপরীত দিকে দাঁড়িয়েই থেকে, তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল এই কথা বলে :

'আমি বসতে পারব না বৃদ্ধ জনাব, তুমি জিউস-লালিত, তুমি রাজি করাতেও পারবে না আমাকে। আমাকে যে এখানে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছে কাকে তুমি আহত অবস্থায় কুটিরে নিয়ে এলে, সেই লোক যেমন সম্মানিত তেমন আতংক-জাগানিয়াও বটে। যাক, আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি সে মাকেওন, বাহিনীর রাখাল। আমি এখন এই বার্তা বয়ে নিয়ে ফিরে যাব, বলব অ্যাকিলিসকে এ-কথা। বৃদ্ধ জনাব, তুমি জিউস-প্রতিপালিত, তুমি তো ভালো করেই জানো অ্যাকিলিস কোন্ ধাতুতে গড়া, কেমন ভয়ংকর লোক, এবং নির্দোষ কাউকেও সে কীভাবে দোষ দিয়ে বসবে দ্রুত।' ৬৫০

উত্তরে বলল রথচালক, জেরেনিয়ার নেস্টর : ৬৫৫

'এখন অ্যাকিলিস কেন মায়া দেখাচ্ছে গ্রিক সন্তানদের প্রতি? তারা কতো কতো জন তো ঘায়েল হয়েছে ছুড়ে-দেওয়া তীর বল্লমে। সে তো একদমই জানে না গ্রিকশিবির জুড়ে কতোখানি বিপদ নেমেছে আজ। আমাদের সেরা যোদ্ধারা জাহাজের পাশে পড়ে আছে তীরে বিদ্ধ হয়ে কিংবা ছুড়ে-দেওয়া বল্লমের ঘায়ে আহত অবস্থায়। ঘায়েল হয়েছে টাইডিয়ুসপুত্র প্রকাণ্ড ডায়োমিডিজ; বল্লমের আঘাতে আহত এখন অডিসিয়ুস, যার নিজেরই খ্যাতি বল্লমবাজরূপে; সেই সাথে [আহত] আগামেমননও; আহত ইউরিপিলাসও নিজের উরুতে তীর বিদ্ধ হয়ে, আর আমার পাশে এই লোক যাকে আমি নিয়ে এসেছি যুদ্ধের মাঠ থেকে, সেও আহত ধনুকের ছিলা টান করে ছোড়া এক তীরে। তারপরও অ্যাকিলিস—যত বড় বীরই সে হোক না কেন—গ্রিকদের জন্য কোনো উদ্বেগ নেই তার, নেই দয়ামায়া কোনো। সে কি অপেক্ষা করে আছে তখনকার জন্য যখন আমরা গ্রিকরা সম্ভবমত সব করার পরেও, সাগরের পাশে রাখা আমাদের জাহাজবহর গনগনে আগুনে পুড়ে শেষ হবে এবং আমরা একে একে প্রত্যেকে খুন হব? আহ আমার শক্তি আর আগের মতো নেই, তখন আমার হাত-পা কতো নমনীয় ছিল! ৬৬০ ৬৬৫

'ইস্ যদি আমি সেই আগের মতো যুবক থাকতাম, যদি আমার শক্তি থাকত সেই তখনকার মতো যখন ঈলিয়ান[°] ও আমাদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেল গবাদি পশু তোলার ঝটিকা-হামলা নিয়ে। আমার হাতে মারা গেল আইটিমনয়ুস, হিপাইরোকাসের সুন্দর ছেলে, ইলিস-এ[°] ছিল তার ঘর। [ওদের কাজের] সমুচিত জবাব হিসেবে আমাদের ধরা পশুগুলি নিয়ে আমি যখন আসছি চলে, তখন সে আমাকে বাধা দিল পশুর দখল নেবে বলে। আর আমি আমার হাতের এক বল্লম ছুড়ে ঘায়েল করলাম তাকে, সে ছিল সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের মাঝে একজন। সে পড়ে গেল, তার সাথে থাকা গাঁয়ের লোকেরা পালিয়ে গেল ভয়ে। আমরা তখন সমতল থেকে বিশাল এক যুদ্ধ-লুট একসাথে জড়ো করে রওনা দিলাম। তাতে ছিল পঞ্চাশটি গরুর পাল, ততগুলি ভেড়ারও পাল, ততগুলি শূকরেরও, আর ততগুলিই চরে-বেড়ানো ছাগলের; সেইসাথে ছিল দেড়শত ৬৭০ ৬৭৫

৬৮০ বাদামি রঙ ঘোড়া—সবগুলো মাদি, অনেক কটার স্তনের কাছে ঘুরছিল অশ্বশাবকেরা। এইসব চালিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে আমরা রাতে এসে ঢুকলাম পাইলোসে—নিলিউসের পাইলোস—নগরপ্রাকারের মাঝ দিয়ে। নিলিউসের হৃদয় খুশি হল দেখে যে আমার মতো বাচ্চা এক ছেলে [প্রথমবার] যুদ্ধে গিয়ে এতগুলি লুটের মাল দখলে নিয়েছে।

৬৮৫ 'যখন ভোর হলো, রাজদূতেরা উচ্চস্বরে ঘোষণা দিল যারই কোনো কিছু পাওনা আছে সুন্দর ইলিসের লোকেদের কাছে, তারা যেন এগিয়ে আসে। পাইলোসের নেতারা তখন জড়ো হলো একসাথে, লুটের মাল অনেক ভাগে ভাগ করল তারা, কারণ আসলেও অনেকেরই নানা কিছু পাওনা ছিল ঈপিয়ানদের কাছে। বস্তুত আমরা তখন যারা পাইলোসে থাকি, তারা সংখ্যায় ছিলাম কম ও ৬৯০ উৎপীড়িতও ছিলাম বটে। কারণ এর আগের বছরগুলোয় হেরাক্লিস এসে আমাদের উৎপীড়ন করেছিল, আমাদের যারা যারা সাহসী লোক ছিল, তাদের সে বধ করেছিল। যেমন অতুল্য নিলিউসের ছেলে ছিলাম আমরা মোট বারোজন, এর মধ্যে বেঁচে ছিলাম আমি একজনই, বাকিরা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে ব্রোঞ্জে শরীর-মোড়া ঈপিয়ান লোকেরা—স্বভাবে তারা ছিল গর্বোদ্ধত— ৬৯৫ স্বেচ্ছাচারীর মতো আমাদের বিরুদ্ধে সর্বনাশের ফন্দি এঁটে যেত।

'ওই লুটের মাল থেকে বৃদ্ধ নিলিউস নিজের জন্য নিয়েছিল গবাদিপশুর এক পাল আর ভেড়ার বিশাল এক পালও। সে বেছে নিয়েছিল তিনশটা করে পশু, সেই সাথে তাদের রাখালদেরও। কারণ সুন্দর ইলিসের লোকদের কাছে তার যে অনেক পাওনা ছিলো বাকি: আমাদের পুরস্কার-জেতা চারটি ঘোড়া, ৭০০ তাদের রথসহ° [নিলিউস] ইলিসে পাঠিয়েছিল ঘোড়ার রেসে, একটা তেপায়া° জেতার পাল্লায় ওরা দৌড়াবে বলে। কিন্তু অজিয়াস,° ঈপিয়ান মানুষের রাজা, ঘোড়াগুলি আটকে রেখে দিল ওখানেই, শুধু চালকদের ফেরত পাঠাল—ওরা ফিরল ঘোড়াদের জন্য বিলাপ করে করে। এসব কারণে, অজিয়াসের কাজ ও কথা দু কারণেই, বৃদ্ধ নিলিউস মহাক্রুদ্ধ হয়ে ছিল, তাই সে বর্ণনার অতীত এক ক্ষতিপূরণ বেছে নিল [লুটের মাল থেকে]। বাকিটা সে দিল তার প্রজাদের ৭০৫ এমনভাবে ভাগাভাগি করে নিতে যাতে, তার জানামতে, একজনও লোক না থাকে যে কিনা ঠকল সমান ভাগ পাওয়া থেকে।

'এভাবেই আমরা ব্যস্ত হলাম মাল-বণ্টন নিয়ে, আর শহরের নানা স্থানে চলল দেবতাদের প্রতি উৎসর্গ প্রদান। কিন্তু তৃতীয় দিনে ঈপিয়ানরা—অনেক মানুষ ও এক-খুর বিশিষ্ট অশ্বদল—খুব দ্রুতগতিতে এল একসাথে। তাদের মাঝে ৭১০ ছিল দুই মোলাইওনিজ ভাইও, যুদ্ধসাজ পরা, যদিও তখন তারা নিতান্তই বাচ্চা বয়সী, উন্মত্ত লড়াইয়ের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তো, আমাদের ওখানে ছিল থ্রিওয়েসা নামে এক শহর, উঁচু পাহাড়ের মাথায় আলফিয়াস নদীর তীরে

অবস্থিত—বালুময় পাইলোসের সর্বনীচের সীমানাতে। ওখানেই তারা শিবির গাড়ল, দৃঢ়সংকল্প যে ওই শহর গুঁড়িয়ে দেবে পুরোপুরি। এবার যখন তারা চষে ফেলেছে পুরো সমতল, আমাদের কাছে রাতে অ্যাথিনা অলিম্পাস থেকে নেমে ৭১৫ এল এই বার্তা দিতে যে আমরা যেন যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে নিই। পাইলোসে যাদের সে জড়ো করেছিল [এই যুদ্ধের জন্য], তারা এমন না যে যুদ্ধে অনিচ্ছুক ছিল কোনো, বরং তারা প্রচণ্ড ব্যগ্রই ছিল যুদ্ধে যেতে। কিন্তু নিলিউস চাইল না আমি যুদ্ধসাজে সশস্ত্র হই। সে লুকিয়ে রাখল আমার ঘোড়াদের, কারণ তার বিশ্বাস আমার তখনও সমরবিদ্যার জ্ঞান হয়নি কোনো। তা সত্ত্বেও আমি আমাদের ঘোড়সওয়ারদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রমাণিত হই, যদিও আমি লড়ি পায়ে ৭২০ হেঁটে—কারণ অ্যাথিনা এমন করেই সেই যুদ্ধ সাজায়।

'ওখানে এক নদী ছিল মিনিয়িঅস নামে, আরিনির° কাছে গিয়ে সাগরে পড়তো এই নদী। আমরা সেখানেই ভোর হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকি, আমরা মানে পাইলোসের ঘোড়সওয়ারেরা। আর সারা রাত ধরে ঐ স্থানে স্রোতের মতো আসতে থাকে পদাতিক সৈন্যেরা। তারপর [ভোর হলে] আমরা যুদ্ধসাজে সেজে, ৭২৫ ঝটিকা গতিতে, দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাই আলফিয়াসের পবিত্র জলস্রোতের কাছে। সেখানে আমরা জিউসের প্রতি—শক্তিতে সে সবার ওপরের—সুন্দর সব পশুবলি সারি; সেইসাথে আলফিয়াসের জন্য দিই একখানা ষাঁড়, পসাইডনের জন্যও একখানি; তবে জ্বলজ্বলে-চোখ দেবী অ্যাথিনার উদ্দেশে পালের থেকে নিয়ে দিই এক বকনা-বাছুর। এরপর আমরা পুরো সেনাবাহিনী জুড়ে রাতের ৭৩০ খাওয়া সেরে নিয়ে নদীর জলস্রোতের পাশে ঘুমাতে চলে যাই, প্রত্যেকে যার যার যুদ্ধসাজ পরে।

'ইতিমধ্যে উঁচু-মনা ঈপিয়ানগণ শহরের সবখান জুড়ে নিয়োজিত হয়ে গেছে। উন্মত্ত তারা, চাইছে শহর গুঁড়িয়ে দেবে পুরোপুরি। কিন্তু তা ঘটার আগেই তারা দেখল যুদ্ধদেব আইরিজের প্রচণ্ড কেরামতি কাকে বলে: সূর্য যেই উজ্জ্বল হয়ে পৃথিবীর ওপরে দাঁড়াল, আমরা জিউস ও অ্যাথিনার প্রতি প্রার্থনা ৭৩৫ সেরে যুদ্ধে নামলাম। এবার যখন পাইলিয়ান ও ঈপিয়ানদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলো, প্রথম মানুষটি বধ হল আমার হাতেই, আমিই নিয়ে নিলাম তার একখুরের ঘোড়াগুলি। সে ছিল বল্লমবাজ মুলিয়াস, বিয়ের হেতু সে হয়েছিল অজিয়াসের ছেলে, কারণ সে স্ত্রী করে নেয় তার [অজিয়াসের] সবচেয়ে বড় কন্যাটিকে, ৭৪০ মোহিনীকেশ আগামিডি তার নাম—বিস্তৃত মাটি জুড়ে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠা সকল ভেষজ উদ্ভিদের জ্ঞান রাখত ওই মেয়ে।° মুলিয়াস যেই না আমার দিকে আসে, আমি তাকে ব্রোঞ্জের তীক্ষ্ণ-আগার বল্লম দিয়ে আঘাত হানি। সে লুটিয়ে পড়ে ধুলোর মাঝে। এরপর আমি লাফ দিয়ে উঠি তার রথে, অবস্থান নিই সর্বাগ্রের লড়াকুদের দলে। তখন উদ্ধত-মন ঈপিয়ানেরা—মুলিয়াসের পতন হয়েছে ৭৪৫

দেখে—পালাচ্ছে একজন এদিকে তো আরেকজন ওইদিকে, কারণ মুলিয়াস ছিল তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর নেতা, লড়াইয়ে সর্বসেরা। কিন্তু আমি ওদের ওপর লাফ দিয়ে পড়ি এক কালচে ঘূর্ণিঝড়ের মতো করে। মোট পঞ্চাশটি রথ কেড়ে নিই আমি,° আর প্রতিটির দুজন করে চালক আমার বল্লমে বিদ্ধ হয়ে
৭৫০ তাদের দাঁত মাটিতে কামড়ে পড়ে। সত্যি বলতে আমি মোলাইওনিজ দু ভাইকেও—শরীরে অ্যাক্টরের রক্ত ওদের—সেদিন খুন করতে পারতাম যদি না তাদের পিতা, বিস্তৃত জমিনের শাসক ভূকম্প-তোলা দেব [পসাইডন], তাদের এক ঘন কুয়াশায় ঘিরে বাঁচিয়ে নিয়ে যেত যুদ্ধের মাঠ থেকে।°

'হ্যাঁ, সেদিন জিউস পাইলোসের মানুষের হাতে তুলে দিয়েছিল বিশাল শক্তি ও বল। আমরা শত্রুদের তাড়িয়ে বেড়ালাম বিস্তৃত সমতল জুড়ে, মানুষগুলো
৭৫৫ কতল করে করে আর তাদের অপূর্ব সব যুদ্ধসাজ গাদা করে নিয়ে। শেষমেশ ঘোড়া চালিয়ে আমরা পৌঁছাই বিউপ্রাসিয়ন এসে, সে এক গমে সমৃদ্ধ প্রদেশ; পৌঁছাই ওলেনিয়ান শিলাখণ্ডের কাছে, এবং সেই স্থানে যাকে ডাকা হয় অ্যালেসিয়াম পাহাড় নামে।° সেখান থেকে দেবী অ্যাথিনা আমাদের বাহিনীকে পাঠাল ফিরতি পথে। তখন আমি আমার শেষ লোকটাকে হত্যা করি, তাকে ওখানে ফেলে রাখি। আমরা, আকিয়ানরা, এবার দ্রুতছোটা ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরি
৭৬০ বিউপ্রাসিয়ন থেকে পাইলোসে, সবাই তখন দেবতাদের মধ্যে জিউসকে দেয় মহিমা আর মানুষের মধ্যে দেয় তা এই নেস্টর লোকটিকে।

'এই ছিলাম আমি, যোদ্ধাদের মাঝে যদি কোনোদিন থেকে থাকি কিছু, তো ছিলাম অমনই বটে। কিন্তু দ্যাখো অ্যাকিলিস তার পরাক্রম থেকে শুধু নিজের জন্যই লাভ খোঁজে। নাহ, আমার বিশ্বাস, সে পরে গিয়ে তিক্ত বিলাপই করবে শুধু, তবে তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে, ততক্ষণে গ্রিকরা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।
৭৬৫ আহ্, বন্ধু আমার, আমি নিশ্চিত [তোমার পিতা] মেনিশাস যেদিন তোমাকে ফিথাইয়া থেকে পাঠায় আগামেমননের কাছে, সেদিন সে তোমাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিল। আমরা দুজন সেদিন সেই বাড়িতেই ছিলাম, আমি ও দেবতুল্য অডিসিয়ুস। বাড়ির বড় ঘর থেকে আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম সব, সে তোমাকে কী উপদেশ দিচ্ছিল, তা-ও। আমরা এসেছিলাম [ফিথাইয়াতে] পেলিউসের সুনির্মিত
৭৭০ বাড়িটিতে, উদ্দেশ্য ছিল গ্রিসের উদার জমিন জুড়ে ঘুরে ঘুরে সৈন্য সংগ্রহ করা। তখন ওই বাড়িতে আমরা পেলাম যোদ্ধা মেনিশাস ও তোমাকে, আর তোমার সাথে ছিল অ্যাকিলিস। বৃদ্ধ পেলিউস, রথের চালক, তখন বজ্রবিদ্যুৎ ছোড়া জিউসের উদ্দেশে উঠোনের ঘেরা জায়গায় পোড়াচ্ছিল এক ষাঁড়ের মোটা উরু। পেলিউস তার হাতে ধরে ছিল একটা সোনার কাপ, পশু পুড়িয়ে উৎসর্গের সাথে
৭৭৫ সে দেবতার নামে ঢালছিল জ্বলন্ত মদও। তোমরা দুজন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে ষাঁড়ের মাংস নিয়ে, আর দ্যাখো তখনই দরজার কাছে হাজির হলাম অডিসিয়ুস ও আমি।

অ্যাকিলিস অতি অবাক হয়ে লাফিয়ে দাঁড়াল। সে আমাদের হাতে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল, বসতে বলল, আমাদের সামনে রাখল প্রচুর খাদ্যখাবার যেমন কিনা অতিথির প্রাপ্য থাকে। তবে যখন আমাদের পেটভরে ভোজন ও পান শেষ হলো, ৭৮০ আমিই কথা বললাম প্রথমে। বললাম অ্যাকিলিস ও তুমি যেন আমাদের সঙ্গে যোগ দাও, আর তোমরা দুজনে তাতে অনেক আগ্রহী ছিলে বটে। তোমাদের পিতা দুজন তোমাদের তখন কতো উপদেশ দিল। বৃদ্ধ পেলিউস তার ছেলে অ্যাকিলিসকে বলল সর্বদা সবচেয়ে সাহসী থাকার কথা, বলল অন্য সবার চেয়ে যুদ্ধে শ্রেষ্ঠতা দেখাতে। তখন মেনিশাস, অ্যাক্টরের ছেলে, তোমাকে এই আদেশ দিয়েছিল: "পুত্র ৭৮৫ আমার, বংশের হিসেবে অ্যাকিলিস তোমার থেকে মহত্তম বটে, কিন্তু বয়সে তুমি তার চেড়ে বড়।° যদিও শক্তিতে সে তোমার অনেক ওপরের, তবু তোমার দায়িত্ব থাকে তাকে ভালো বুদ্ধি, ভালো মন্ত্রণা ও পথনির্দেশনা দেওয়া। তার নিজের ভালোর জন্যই সে শুনবে তোমার কথা।"

'এই ছিল তোমার প্রতি বুড়ো লোকটার নির্দেশনামা। কিন্তু হায় তুমি তা ৭৯০ ভুলে গেছ! তারপরও, এখনও, তুমি পারো যুদ্ধংদেহী অ্যাকিলিসের সাথে কথা বলে দেখতে যে সে তোমার কথা শোনে কিনা। কে জানে, দেবতার আশীর্বাদে দেখা যাবে তোমার জোরাজুরিতে তুমি ফের তার যুদ্ধচেতনা জাগাতে সক্ষম হলে! বন্ধুর প্ররোচণা সবসময়ই কাজের জিনিস। তবে যদি এমন হয় যে কোনো দৈববাণী হেতু একান্ত গোপনে সে [যুদ্ধ] এড়াচ্ছে, অর্থাৎ এমন কোনো কথা যা তার রানিতুল্য মা জিউসের থেকে শুনে বলেছে তাকে,° তাহলে সে অন্তত যুদ্ধে ৭৯৫ তোমাকে পাঠাক, আর তখন তোমার পেছনে যাক মারমিডন বাহিনীর বাকি সৈন্যেরা। তখন হতে পারে তুমিই প্রমাণিত হবে গ্রিকদের জন্য মুক্তির আলোকরূপে! আমি বলি, সে [অ্যাকিলিস] তার সুন্দর বর্মখানি যুদ্ধের মাঠে পরার জন্য তোমাকে দিয়ে দিক, এই আশায় যে তাতে করে ট্রোজানরা তোমাকেই ধরে নেবে অ্যাকিলিসরূপে, সুতরাং তারা লড়াই করা থেকে দূরে থেকে যাবে। যুদ্ধমনা গ্রিক সন্তানেরা তখন শ্বাস ফেলতে পারবে একটুখানি—আহা তারা যে ৮০০ কতো ক্লান্ত এখন! কারণ [জানো তো] যুদ্ধের মাঠে শ্বাস ফেলার স্থান কতোখানি কম। আর তুমি—যে কিনা ক্লান্ত নও—দ্রুতই পারবে যুদ্ধ-করে-ক্লান্ত ট্রোজানদের তাড়িয়ে শহরে ফেরত পাঠাতে এই জাহাজ ও তাঁবুর কাছ থেকে।'

এ-ই বলল নেস্টর, আর প্যাট্রোক্লাসের বুকের ভেতর স্পন্দিত করে দিল তার হৃদয়খানি। প্যাট্রোক্লাস জাহাজের রেখা ধরে দৌড়ে ছুটে গেল ইয়াকাস ৮০৫ বংশের ছেলে অ্যাকিলিসের দিকে। দৌড়াতে দৌড়াতে প্যাট্রোক্লাস যখন এসে পৌছাল দেবতুল্য অডিসিয়ুসের জাহাজবহরের কাছে—যেখানে রয়েছে গ্রিকদের জমায়েতের জায়গাটি, বিচারের রায় দেবার দরবারস্থল, সেইসাথে বানানো আছে

তাদের দেবদেবীদের বেদী—তখন তার দেখা হলো ইউরিপিলাসের সাথে, সে
৮১০ জিউসের বংশজাত ইউয়িমনের ছেলে। তার উরুতে একটা তীর গাঁথা হয়ে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছিল যুদ্ধের মাঠ থেকে। তার মাথা ও ঘাড়ের কাছ থেকে স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছিল ঘাম এবং তার শোচনীয় ক্ষত থেকে কালচে রক্ত বেরুচ্ছিল ফিনকি দিয়ে; তারপরও তার মন ছিল অবিচলিত, অটল। তার এই দশা দেখে মেনিশাসের বীরপুরুষ ছেলে [প্যাট্রোক্লাসের] মায়া হলো খুব, সে
৮১৫ বিলাপের মতো করে তার উদ্দেশে বলল ডানাওয়ালা কথা :

'আহ হতভাগা গ্রিক পুরুষেরা, নেতারা ও শাসকেরা। এই তবে ছিল তোমাদের নিয়তিতে লেখা, এইভাবে প্রিয়জন ও প্রিয় পিতৃভূমি থেকে দূরে তোমরা তোমাদের সাদা চর্বি দিয়ে উদরপূর্তি করাবে ট্রয়ের দ্রুতছোটা কুকুর দলের? নাহ্ আসো ইউরিপিলাস, জিউস-প্রতিপালিত যোদ্ধা তুমি, আমাকে বলো
৮২০ যে প্রকাণ্ড হেক্টরকে গ্রিকদের এখনও কি থামানোর কোনো আশা আছে? নাকি তারা এখন তার বল্লমের নীচে খুন হয়ে হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?'

আহত ইউরিপিলাস তাকে বলল তার এই কথার উত্তরে :

'জিউস-বংশজাত প্যাট্রোক্লাস, গ্রিকদের প্রতিরক্ষার আর আশা নেই কোনো। তারা এখন গাদা হয়ে পড়ে থাকবে তাদের কালো রঙ জাহাজের কাছে।
৮২৫ কারণ আগে যারা ছিল সবচে সাহসী, তারা নিশ্চিত এখন জাহাজের মাঝে শুয়ে আছে তীরে বিদ্ধ হয়ে কিংবা ট্রোজানদের হাতে-ছোড়া-বল্লমে আহত অবস্থাতে। তাদের [ট্রোজানদের] শক্তি নিয়মিত বেড়েই চলেছে। কিন্তু তুমি অন্তত আমাকে বাঁচাও। আমাকে নিয়ে যাও আমার কালো জাহাজের কাছে, আমার উরু থেকে কেটে বার করো তীর, উষ্ণ জলে উরু থেকে ধুয়ে দাও কালো খুন আর ওতে
৮৩০ ছড়িয়ে দাও [ব্যথা] উপশমের শক্তি রাখে এমন দয়ালু ভেষজ ঔষধ কোনো। লোকে বলে তুমি নাকি এই চিকিৎসা শিখেছ অ্যাকিলিসের কাছ থেকে, যাকে এসব শিখিয়েছে কাইরন,° সেন্টোরদের মধ্যে সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ জন। আমাদের চিকিৎসক দুজন—পোডালাইরিয়াস ও মাকেওন, এদের মাঝে আমার ধারণা মাকেওন আহত হয়ে পড়ে আছে তাঁবুর মাঝে, ভালো কোনো ডাক্তার এখন তার
৮৩৫ নিজেরই দরকার। অন্যজন [পোডালাইরিয়াস] সমতলে ট্রোজান ও যুদ্ধদেব আইরিজের মাতাল আক্রমণ সয়ে চলেছে এই বেলা।'

তখন তাকে আবার বলল মেনিশাসের বীর সন্তান [প্যাট্রোক্লাস] :

'কীভাবে সবকিছু এমন হয়ে গেল? কী করব আমরা এখন, হে যোদ্ধা ইউরিপিলাস? আমি যাচ্ছি যুদ্ধবাজ অ্যাকিলিসের কাছে এক বার্তা নিয়ে। তা
৮৪০ তাকে দেওয়ার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে জেরেনিয়ার নেস্টর, গ্রিকদের প্রধান অভিভাবক যেই জন। তা হোক, তবু আমি তো তোমাকে এরকম শোচনীয় হালে ফেলে রেখে যেতে পারি না কোনোমতে।'

বলল সে, আর বুকের নীচে বেড় দিয়ে ধরল বাহিনীর রাখাল এই লোকটিকে, তাকে ধরে নিয়ে গেল তার কুটির অভ্যন্তরে। ইউরিপিলাসের অনুচর যখন দেখল তাদের, সে মাটিতে ষাঁড়ের চামড়া বিছিয়ে দিল। এবার প্যাট্রোক্লাস তাকে শোয়ালো টান টান আর একটা ছুরি দিয়ে তার উরু থেকে কেটে নিল অতি-তীক্ষ্ণ মাংসভেদী তীর, কালো রক্ত উষ্ণ জলে ধুয়ে দিল ক্ষতস্থান থেকে, ৮৪৫
আর এর ওপর ছোঁয়াল তেতো শেকড় একখানা। শেকড় সে দু-হাতের মাঝে নিয়ে এবার ডলে গুঁড়ো করে দিল—এই শেকড়ে যন্ত্রণার উপশম হয় বটে। এটা দূর করে দিল ইউরিপিলাসের সব বেদনাকে, [তার] ক্ষতস্থান শুকিয়ে আসা শুরু হলো, বন্ধ হলো রক্ত বের হওয়া। ৮৪৮

টীকা

১১:১ প্রভাত: প্রভাত নিজে একজন দেবী। তার স্বামী নশ্বর মানব টিথোনাস।

১১:২৬ ক্রোনাসপুত্র রংধনু: আবহাওয়ার দেবতা হিসেবে জিউস মেঘ ও রংধনুদের দায়িত্বপ্রাপ্ত দেব।

১১:৩৫-৩৭ সেখানে মুকুট...বিশৃঙ্খলা: ঢালের মাঝখানে গরগনের ভয়াল মুখ খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের পরের শিল্পকলার এক পরিচিত দৃশ্য। সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলাকে এখানে ব্যক্তিকরণ (personification) করা হয়েছে। আমরা একইরকম জিনিস দেখেছি ৫:৭৩৮-৭৪২ পঙ্‌ক্তিতে অ্যাথিনার ঐশীবর্মের বেলায়।

১১:৬২ কোনো অমঙ্গলের তারা: সিরিয়াস (sirius) নক্ষত্র। দেখুন টীকা ৫:৫।

১১:৭৫ যুদ্ধের মাঠে: জিউস অন্য সব দেবদেবীকে নিষেধ করে দিয়েছিল যুদ্ধে নামা থেকে (৮:৭-১৬)।

১১:১৩৯-১৪০ যেবার মেনেলাস...দূত হয়ে: একই দূতপ্রেরণের কথা বলা হয়েছে আগেও (৩:২০৫-২২৪)। এখানে কবি আমাদের জানালেন যে প্যারিস অ্যান্টিমেকাসকে উৎকোচ দিয়েছিল (পঙ্‌ক্তি ১২৫) যাতে করে হেলেনকে গ্রিকদের কাছে ফেরত দিতে না হয়।

১১:১৬৬ ইলাস-এর সমাধি: টীকা ১০:৪১৫ দ্রষ্টব্য।

১১:১৬৭ বুনো ডুমুরের গাছ: এই ডুমুর গাছটির উল্লেখ আছে ৬:৪৩৩ এবং ২২:১৪৫ পঙ্‌ক্তিতেও। এটাই ট্রোজান দেওয়ালের সবচেয়ে স্পর্শকাতর বা বিপদসংকুল অংশ।

১১:১৭০ সিয়ান তোরণ ও ওকগাছের কাছে: দেখুন টীকা ৭:২২।

১১:২১৮ মিউজ দেবী যারা আছো: দেখুন টীকা ১:১ (দ্বিতীয়টি) এবং টীকা ২:৪৮৪।

১১:২২১ ইফিডামাস: অ্যান্টিনরের চতুর্থ পুত্র। বাকি তিনজনের কথা বলা হয়েছে ৫৯-৬০ পঙ্‌ক্তিতে। ২৪৮ নং পঙ্‌ক্তির কোওন তার *ইলিয়াড*-এ উল্লিখিত পঞ্চম পুত্র। কোওনই অ্যান্টিনরের সবচেয়ে বড় ছেলে।

১১:২২৭ নিজের কন্যাটিকে: সিসিয়ুসের কন্যা মানে ইফিডামাসের খালা। নিজের মেয়ের সঙ্গে নিজের নাতিকে বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে রাজা সিসিয়ুসের নাতিকে নিজের রাজত্বে রেখে দেওয়ার তীব্র ইচ্ছারই প্রকাশ ঘটেছিল।

১১:২৪৩ যদিও বউকে...দিয়েছিল: দেখুন টীকা ৯:১৪৭।

১১:২৭০ প্রসববেদনার দেবীগণ: এই দেবীরা—নাম ইলিথিয়া—হেরার কন্যা, কারণ হেরা বিবাহেরও দেবী। দেখুন এ-বইয়ের 'প্রধান চরিত্রসমূহ' অংশের 'দেবদেবী' অধ্যায়।

১১:৩৫৩ ফিবাস অ্যাপোলো...করেছিল তাকে: অ্যাপোলোর হেক্টরকে এই শিরস্ত্রাণ প্রদান আক্ষরিক অর্থে নেবার কিছু নেই। অ্যাপোলো যেহেতু ছিল ট্রয়ের রক্ষাকর্তা দেবতা, তাই স্বাভাবিক যে সে প্রধান ট্রোজান যোদ্ধা হেক্টরেরও প্রতিরক্ষাদাতাই হবে। হেক্টরের ব্যাপারে কবির সবচেয়ে বেশিবার ব্যবহৃত ফরমুলা বিশেষণটি হচ্ছে: 'ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ পরা হেক্টর', আর এখানে এই শিরস্ত্রাণই বাঁচালো তাকে। এ দুটো বিষয় একত্রে হিসাবে নিয়ে কবি বলছেন যে দেবতা হেক্টরকে শিরস্ত্রাণটা 'দান করেছিল'।

১১:৩৫৭ **বর্শা কোথায় পড়েছে:** যোদ্ধারা বর্শা কারও দিকে ছুড়ে মারার পরে সেদিকেই দ্রুত ছুটে যেত নিজের বর্শা পুনরুদ্ধার করবার স্বার্থে।

১১:৩৮৫ **সস্তা ধনুর্বিদ:** পরিষ্কার যে এটা অপমানসূচক অর্থে বলা। *ইলিয়াড*-এ তীর এক দুর্বল অস্ত্র, অন্তত বল্লমের বিপরীতে। তাছাড়া তীর ছোড়া হয় দূর থেকে, যেখানে বল্লমের লড়াই চলে সামনাসামনি। তাই তীর-ধনুকের মর্যাদা কিছুটা কম।

১১:৪০৪-৪১০ **হায় দুর্দশা আমার...অন্যকে খুন করে:** বিখ্যাত বক্তৃতা বা স্বগতোক্তি। যুক্তিবাদী মানুষ অডিসিয়ুস এখানে নিজের সঙ্গে যুক্তির লড়াই করে শেষে বীরসুলভ সিদ্ধান্তেই উপনীত হলো। কবি যেন এখানে অডিসিয়ুসের আগের অতি-সাবধানী আচরণের (৮:৯৮-৯৯) ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিলেন। প্রধান গ্রিক বীরদের মর্যাদা দান করা *ইলিয়াড*-এর কবির অন্যতম বড় উদ্দেশ্য। এ পর্বের ৪৪০-৪৪৫ পঙ্‌ক্তিগুলোয় অডিসিয়ুসের বীরত্বের ভালোই পরিচয় পাই আমরা। আহত অবস্থায়ও সে স্রেফ নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে সোকাসকে ভয় পাইয়ে দেয়।

১১:৪৪৫ **কুলীন ঘোড়ার কারণে বিখ্যাত:** এটা মৃত্যুদেব হেডিস প্রসঙ্গে হোমারের ব্যবহৃত একটি ফরমুলা বা গৎবাঁধা বিশেষণ (দেখুন মহাকাব্যের পঙ্‌ক্তি ৫:৬৫৪)।

১১:৪৫৩ **কাঁচা-মাংস-খাওয়া পাখিরা:** যুদ্ধদৃশ্যে ভরপুর এই পর্বে শকুন-শকুনী পাখিদের বিভীষিকাময় কর্মটি নিয়ে এটা তৃতীয়বারের মতো উল্লেখ (দেখুন মহাকাব্যের পঙ্‌ক্তি ১৬২ ও ৩৯৫)।

১১:৪৮৫ **আকারে নগর দেওয়ালের মতো বড়:** দেখুন টীকা ৭:২১৯।

১১:৫০৬ **মাকেওনকে:** মাকেওন গ্রিকবাহিনীর প্রধান চিকিৎসক বা সার্জন। দেখুন মহাকাব্যের ২:৭২৯-৭৩৩।

১১:৫২১ **সেব্রায়োনিজ:** হেক্টরের আগের দুই রথচালক মারা যাওয়ার পরে সেব্রায়োনিজ তার রথের চালক হয় (৮:৩১৮)। কবি ১১তম ও ১২তম পর্বে সেব্রায়োনিজকে আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে দিতে থাকেন পরে ১৬তম পর্বে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি নিয়ে আমাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করবার জন্য।

১১:৫৪২-৫৪৩ **তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরের পঙ্‌ক্তি:** এই পঙ্‌ক্তিটি অধিকাংশ প্রধান গ্রিক পাণ্ডুলিপিতে নেই, কিন্তু আজকাল এটিকে তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরে দেওয়ার প্রথা চালু হয়েছে। এ পঙ্‌ক্তিটির উল্লেখ আছে অ্যারিস্টোটলের রেটোরিক (Rhetoric 1387a35), প্লুটার্কের মোরালিয়া (Moralia 24c), এবং ছদ্ম-প্লুটার্কে (Pseudo-Plutarch-এর *Life of Homer* গ্রন্থের ২:১৩২ লাইনে)। সন্দেহ নেই এ পঙ্‌ক্তিটি পরে সংযোজন করা হয় হেক্টর কেন অ্যাজাক্সের মুখোমুখি হলো না তার ব্যাখ্যা হিসেবে।

১১:৫৪৪-৫৭৪ **এবার পিতা জিউস...স্বাদ নেবে বলে:** অ্যাজাক্সকে মহিমান্বিতকরণ প্রত্যক্ষ করলাম আমরা। সে গ্রিকদের প্রধান প্রতিরক্ষাদাতা; সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝে যুদ্ধ না করে তার কাজ প্রতিরক্ষায় বা ডিফেন্সে। হোমার দুটো মহাকাব্যিক উপমার (simile) মাধ্যমে অ্যাজাক্সের এই অনন্য ভূমিকাটি এখানে দারুণভাবে চিত্রায়িত করলেন।

১১:৫৮৩ গেঁথে দিল এক তীরে: এই পর্বে প্যারিসের আক্রমণের শিকার হলো যে পাঁচ গ্রিক, ইউরিপিলাস তার মধ্যে তৃতীয়জন (এর আগে দেখুন পঙ্‌ক্তি ৩৬৯ ও ৫০৬)। *ইলিয়াড* শেষ হবার পরে প্যারিসের নিক্ষেপ করা তীরেই অ্যাকিলিস মারা যাবে (২২:৩৫৯)। অনেক গবেষকই মনে করেন যে হেক্টর *ইলিয়াড*-এর প্রধান ট্রোজান বীর হতে পারে, কিন্তু মানুষের মুখে ট্রোজান যুদ্ধের উপাখ্যানে বীর হিসেবে প্যারিসের অবস্থান হেক্টরের উপরে ছিল। মনে রাখতে হবে, *ইলিয়াড*-এ হেক্টর প্যাট্রোক্লাসকে ছাড়া (তা-ও এক দেবতা ও এক মানুষের সাহায্য নিয়ে) আর কোনো নামী গ্রিককে হত্যা করতে পারেনি।

১১:৫৯৯-৬০১ অ্যাকিলিস দাঁড়িয়ে ছিল...বিশৃংখলার দিকে: যুদ্ধই অ্যাকিলিসের জীবন, তাই সে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকলেও তার মন পড়ে আছে যুদ্ধের মাঠেই। নিজে যেতে না পেরে অতএব সে নেস্টরের কাছে প্যাট্রোক্লাসকে পাঠাল যুদ্ধের খোঁজখবর নিতে।

১১:৬০৯ গ্রিকরা আমার হাঁটুর...মিনতি জানাবে: এই লাইনটি আমাদের মহা সমস্যায় ফেলে দেয়। নবম পর্বে গ্রিক দূতেরা যেহেতু অ্যাকিলিসের প্রতি সনির্বন্ধ মিনতিই জানিয়েছে, সেহেতু তার এখন এ-কথা বলবার কী মানে থাকতে পারে? এ কারণেই হোমারবিদদের অনেকের ধারণা নবম পর্বটি *ইলিয়াড*-এ পরবর্তী কালের সংযোজন। আবার এমনও হতে পারে যে অ্যাকিলিস যেহেতু ক্রুদ্ধ, তাই সে বারবার চাইছে গ্রিকরা তার কাছে এসে যুদ্ধে যোগদানের মিনতি জানাক।

১১:৬২৫ টেনেডস দখল করে: আমাদের মনে পড়ে ৯:৩২৮-৩২৯ পংক্তিদুটোর কথা যখন অ্যাকিলিস বড়াই করে জানায় ট্রয়ের আশেপাশের অন্যান্য শহর গুঁড়িয়ে দেওয়ার কথা।

১১:৬৩২ অপূর্ব দেখতে পেয়ালা: এটাই নেস্টরের বিখ্যাত পেয়ালা বা কাপ যাকে খ্যাতি দিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। প্রথমে মাইসিনির এক কবর খনন করে পাওয়া গেছে এক সোনার পেয়ালা। পরে আরও কৌতূহলোদ্দীপক পেয়ালাটি (সাধারণ এক মাটির পেয়ালা) পাওয়া গেছে ইসকিয়াতে (Ischia), যা প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০-৭০০ সালের। ওই পেয়ালায়, ধারণা করা হয়, লেখা আছে: 'আমিই নেস্টরের পেয়ালা' ('I am Nestor's cup')। মাটির এই পেয়ালা এবং নেস্টরের এই সোনানির্মিত পেয়ালার মধ্যে কোনো মিল যদিও নেই, তবু এই লেখাটুকুর কারণে সেই পেয়ালা এখন জাদুঘরে ইতিহাসের অমূল্য অংশ। গ্রিক লিখনকলার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের রূপ ফুটে উঠেছে এই লেখার মধ্যে। *ইলিয়াড* প্রথম কবে প্যাপিরাসে লেখা হয়েছিল তা নিরূপণে অনেক সাহায্যে এসেছে 'আমিই নেস্টরের পেয়ালা' লেখাটুকু।

১১:৬৩৫ *ঠেকনা* দুটি করে: সম্ভবত পেয়ালার হাতলেরই অংশ এ দুটো '*ঠেকনা*' (two feet)। কিন্তু পেয়ালাটির নিখুঁত নকশা বা আকারটি কল্পনা করা কষ্টকর বটে। মূল গ্রিকে না আছে '*ঠেকনা*', না আছে 'feet' শব্দটি। গ্রিক শব্দটি 'পিথ্‌মিন', যা বহুবচনে একটি বিশেষ্য, এবং যার অর্থ পেয়ালার 'ফাঁকা তলা' বা পেয়ালার 'নীচের দুই তলা'। অধিকাংশ ইংরেজি অনুবাদে এটিকে পেয়ালার 'পা' বা '*ঠেকনা*' করা হয়েছে, কারণ তাতেই এ জটিল বস্তুটি বিষয়ক বোধগম্যতা কিছুটা হলেও বাড়ে।

১১:৬৩৮-৬৪০ তাতে সে ঢালল...সাদা যব গুঁড়ো: হতে পারে যে মদ, পনির ও যবের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই পানীয়টি তরল এক পরিজ (porridge) জাতীয় পানীয়। অন্য মহাকাব্য *অডিসিতে* (১০:২৩৪-২৩৫) অডিসিয়ুসের সঙ্গীদেরকে একই পানীয় দেওয়া হয়, তবে চতুর্থ উপাদান মধু মিশিয়ে। মধু অবশ্য এখানেও আছে (৬৩১)।

১১:৬৭১ **ঈলিয়ান:** ঈপিয়ানদের সমার্থক নাম ঈলিয়ান কেবলমাত্র এখানেই ব্যবহৃত হয়েছে।

১১:৬৭৩ **ইলিস-এ:** এর অবস্থান পেলোপনেসির উত্তর-পশ্চিমে।

১১:৬৯৯-৭০০ **আমাদের পুরস্কার জেতা...রথসহ:** চার-ঘোড়ার রথের *ইলিয়াড*-এ এটাই একমাত্র নিশ্চিতকর উল্লেখ, যদিও তা যুদ্ধ প্রসঙ্গে নয়, রথের দৌড় প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে। দেখুন টীকা ৮:১৮৫।

১১:৭০০ **তেপায়া:** দেখুন টীকা ৮:২৮৯।

১১:৭০১ **অজিয়াস:** অজিয়াস ছিল ইলিসের রাজা। তার আস্তাবল সাফ করার কাজটি ছিল পুরাণের হেরাক্লিসের বারোটি শ্রমসাধ্য কাজের একটি। তার নাতি *ইলিয়াড*-এ বিউপ্রাসিয়ন ও ইলিস থেকে আগত চতুর্থ বাহিনীর অধিনায়ক ছিল (দেখুন ২:৬২৩-৬২৪)।

১১:৭২১ **আরিনির:** আরিনির উল্লেখ আছে দ্বিতীয় পর্বে গ্রিক জাহাজবহরের তালিকাতে ঠিক পাইলোসের পরেই (২:৫৯১)। এর সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান আজও খুঁজে বের করা যায়নি।

১১:৭৪১-৭৪২ **মোহিনীকেশ আগামিডি...ওই মেয়ে:** মেয়েটির নাম (Agamede) ও ভেষজ উদ্ভিদের বিশেষ জ্ঞান আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় বিখ্যাত ডাইনি মিডিয়া-র (Media) কথা। কিন্তু এ দুয়ের মাঝের যোগাযোগ বের করাটা মুশকিলের।

১১:৭৪৮-৭৪৯ **মোট পঞ্চাশটি...নিই আমি:** নেস্টরের এই কথার মধ্যে হয় অতিরঞ্জন আছে, যেমন বুড়ো বয়সে থাকা আস্বাভাবিক নয়, না হয় আছে তার স্মৃতির সমস্যা। পঞ্চাশটি রথে থাকা দুজন করে মানুষ, অর্থাৎ মোট একশোজনকে হত্যা করা অতিরঞ্জনই বটে। এ পঙ্‌ক্তিতেই 'দুজন করে চালক' বলতে বোঝানো হচ্ছে একজন চালক ও একজন যোদ্ধার জোড়া।

১১:৭৫২-৭৫৩ **তাদের পিতা...যুদ্ধের মাঠ থেকে:** মোলাইওনিজ ভাইদের, বোঝা যাচ্ছে, পিতা এক দেবতা (পসাইডন) এবং মাতা নশ্বর নারী। কিন্তু ৭৫১ নং পঙ্‌ক্তিতেই আছে যে তারা নশ্বর অ্যাক্টরের পুত্রও। একইসঙ্গে কারো মানুষ ও দেবতার সন্তান হওয়াটা *ইলিয়াড*-এ অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। হেরাক্লিসও একই সঙ্গে মানুষ অ্যামফিট্রিয়ন ও দেবতা জিউসের সন্তান।

১১:৭৫৬-৭৫৮ **বিউপ্রাসিয়ন...পাহাড় নামে:** দ্বিতীয় পর্বে জাহাজবহরের তালিকায় এই সবগুলি নামই আছে ইলিসের কনটিন্‌জেন্টের বর্ণনার সময়ে (২:৬১৫-৬১৭)।

১১:৭৮৭ **তার চেয়ে বড়:** এই আমরা জানলাম যে প্যাট্রোক্লাস বয়সে অ্যাকিলিসের চাইতে বড়, যদিও প্যাট্রোক্লাসকে আগলে রাখার ব্যাপারে অ্যাকিলিসের আচরণ দেখে আমাদের উল্টোটাই সত্য বলে মনে হবে।

১১:৭৯৩-৭৯৫ **তবে যদি এমন...শুনে বলেছে তাকে:** এটা নবম পর্বে গ্রিক তিন দূতের কাছে অ্যাকিলিসের বলা 'দুই নিয়তি'র বাছাইয়েরই পরোক্ষ-উল্লেখ (দেখুন মহাকাব্যের ৯:৪১০-৪১১ এবং এ সংক্রান্ত টীকা)। কিন্তু অন্যদিকে ১৬তম পর্বে সে সরাসরি অস্বীকার করলো যে তার মা তাকে বলেনি কিছুই (১৬:৫০-৫১)।

১১:৮৩২ **কাইরন:** বেশ কিছু প্রাচীন গ্রিক টেক্সটে আছে যে সেন্‌টোর (অর্ধমানব ও অর্ধপশু এক জন্তু) কাইরন ছিল অ্যাকিলিসের শিক্ষক সমতুল্য। সেনটোররা বিপজ্জনক, কিন্তু কাইরন নামের এই সেনটোরটি ব্যতিক্রম। দেখুন টীকা ১:২৬৮ ও ৪:২১৮।

ইলিয়াডের পৃথিবী: অ্যাকিলিস ও সেন্‌টোর কাইরন

পর্ব - বারো

হেক্টর ঝড় তুলল গ্রিক দেওয়ালে

দেবতারা আলোচনা করছে সৈকতের কাছে গড়া গ্রিক দেওয়ালের ধ্বংস হওয়া নিয়ে—রথে চড়ে নয়, পায়ে হেঁটে পরিখা পার হতে রাজি হলো হেক্টর—পলিডামাসের পিছু হটার উপদেশ প্রত্যাখ্যান করল হেক্টর—ট্রোজানরা আক্রমণ করল গ্রিক দেওয়াল—ট্রোজান সারপিডন গুঁড়িয়ে দিল দেওয়ালের এক অংশ—অ্যাজাক্স ও টিয়ুসার সারপিডনকে থামানোর প্রয়াস নিল—হেক্টর ভেঙে দিল দেওয়ালের এক প্রবেশমুখ, ট্রোজানরা ঢুকে পড়ল ভেতরে—গ্রিকরা ঘুরে পালাতে লাগল জাহাজের দিকে।

বিষয়বস্তু

গ্রিকরা, আগের পর্বে তাদের তিন প্রধান যোদ্ধার আহত হওয়ার কারণে, এ-পর্বে আগ্রাসনে নয়, বরং আছে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে। ট্রোজানরা আক্রমণ চালাল নতুন বানানো গ্রিক দেওয়ালের ওপরে (সপ্তম পর্বের শেষভাগে বানানো হয়েছিল এই দেওয়াল)। এ-পর্বের কাহিনী এ-পর্বেই শেষ; এর অন্তিমে আমরা দেখি হেক্টর এক প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে ধাক্কা মেরে গ্রিক শিবিরে ঢোকার প্রধান প্রবেশপথের দরজা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এখন আর গ্রিকবাহিনী ও ট্রোজানদের মাঝখানে কিছু নেই, কোনো বাধা নেই; আছে শুধু একদল

হতোদ্যম গ্রিকসেনা। হোমার কৌশলে ট্রোজানবাহিনীকে, গ্রিক দেওয়াল জুড়ে, মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করে দেন (৮৬-১০৪), যাতে করে পুরো দেওয়াল ধরে চলে আক্রমণ এবং অন্যান্য ভাগের তীব্র লড়াইতে গ্রিকসেনারা ব্যস্ত থাকার কারণে দেওয়ালের মাঝখানের মূল অংশটা কিছুটা প্রতিরক্ষাহীন হয়ে পড়ে। হলোও তাই, ঐ মাঝখানের অংশ দিয়েই ঢুকে পড়ল ট্রোজানবাহিনী। এ-পর্বটির বিষয়বস্তু গ্রিক প্রতিরক্ষা দেওয়ালকে কেন্দ্র করে আবর্তিত বলেই এ-পর্বের প্রথাগত নাম 'টেইকোমাকিয়া' যার ইংরেজি দাঁড়ায়—'Battle at the Wall'। আগের পর্বে গ্রিক বীরদের আহত হওয়া এবং এ-পর্বে গ্রিক দেওয়ালের প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়া, দুয়ে মিলে অ্যাকিলিসের অনুপস্থিতিতে, ট্রয় অবরোধে আসা গ্রিকবাহিনী নিজেই এখন অবরুদ্ধ। গ্রিকদের জন্য এই দেওয়াল ট্রোজানদেরকে দশ বছরব্যাপী গ্রিকদের হাত থেকে রক্ষা দিয়ে যাওয়া ট্রয় নগরীর বিখ্যাত উঁচু দেওয়ালের সমার্থক। এ-পর্বের স্মরণীয় অংশ এর অসংখ্য কাব্যিক উপমা (epic simile) আর ট্রোজান বীর সারপিডনের মহতী ভাষণ (৩১০-৩২৮)।

সারসংক্ষেপ

১-৩৩: যুদ্ধ পৌঁছাল জাহাজবহর বেড় দেওয়া গ্রিক প্রতিরক্ষা দেওয়াল অবধি। কবি জানালেন শিগগিরই এই দেওয়ালের পতন হবে।

৩৪-৮৭: গ্রিকরা পিছু হটে অবস্থান নিল দেওয়ালের পেছনে। ট্রোজান ঘোড়াগুলি প্রশস্ত পরিখা পার হতে পারছে না ভয়ে। পলিডামাস হেক্টরকে বলল ঘোড়া ফেলে বরং পায়ে হেঁটে বা দৌড়ে পরিখা পার হওয়া যাক, হেক্টর সম্মতি দিল তাতে।

৮৮-১৭৪: একমাত্র এইসিয়াস থেকে গেল রথে। সে দেখল গ্রিক শিবিরের মূল প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত; তখন সে আক্রমণে গেল রথ নিয়ে। গ্রিক লেয়নটিয়ুজ ও পলিপিটিজ তার আক্রমণ ঠেকাল।

১৭৫-১৯৪: কবি, প্রথম পুরুষে, ঘোষণা করলেন যে তার পক্ষে কঠিন কাজ গ্রিক দেওয়ালে ট্রোজানদের এই আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া।

১৯৫-২৫০: হেক্টরের বাহিনী সামনে আক্রমণে যাবে, এমন সময় একটা দৈব-আলামত ট্রোজানদের মনে ভীতি ছড়িয়ে দিল। পলিডামাস সে আলামতের ঋণাত্মক এক ব্যাখ্যা দিল; হেক্টর তা প্রত্যাখ্যান করে জানাল, 'একমাত্র একটা আলামতই সেরা—নিজের দেশের জন্য লড়ে যাওয়া।'

২৫১-৩২৮: যুদ্ধ ঘনীভূত হলো—দুই অ্যাজাক্স লড়ছে গ্রিকদের প্রতিরক্ষায়। ট্রোজানদের দিকে, গ্লকাসের উদ্দেশে সারপিডন তার বিখ্যাত বক্তৃতাটি রাখল।

৩২৯-৪৪১: গ্রিকরা রুখে দাঁড়িয়েছে। আহত হলো ট্রোজান গ্লকাস। সারপিডন দেওয়ালের ওপর ভাগ ভেঙে দিয়ে ট্রোজানদের জন্য পথ করে দিল; অ্যাজাক্স ও টিয়ুসার থামাল তাকে।

৪৪২-৪৭১: হেক্টর বিশাল এক পাথরখণ্ড হাতে তুলে বাড়ি মারল মূল দরজায়। দরজা খুলে গেলে ভেতরে ঢুকল হেক্টর; ট্রোজানরা এল তার পিছু পিছু। গ্রিকবাহিনী পালাল জাহাজের দিকে।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

ইলিয়াড-এর ২৮তম দিন চলছে এই পর্বেও। ঘটনাস্থল ট্রয়ের সমতল এবং সমুদ্রতীরে গ্রিক শিবিরের কাছাকাছি স্থান।
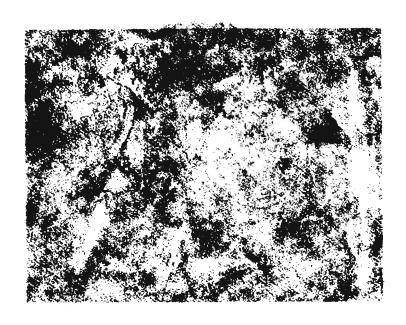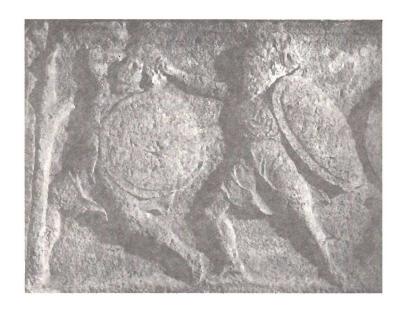
চিত্র ১৪. ট্রোজান ও গ্রিক যোদ্ধারা যুদ্ধরত। হাতে গোলাকার ঢাল ধরা দুই যোদ্ধা এখানে লড়ছে। এক যোদ্ধা অন্যের চুল টেনে ধরেছে। বোঝাই যাচ্ছে বাঁয়ের তরুণ যোদ্ধাটি পালাচ্ছিল তখন। আরও বাঁয়ের গাছটি সম্ভবত ট্রোজান সমতলের সেই ওক গাছ যার উল্লেখ *ইলিয়াড*-এ আছে বারকয়েক। (তুরস্কের লিশা-র এক যুবরাজের কবরগাত্র, খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০ সন)

[১-৩২]

কুটিরের মাঝে বসে মেনিশাসের বীর পুত্র [প্যাট্রোক্লাস] যখন শুশ্রূষা দিচ্ছে আহত ইউরিপিলাসকে, তখন অন্যেরা—গ্রিক ও ট্রোজানেরা—লড়ে যাচ্ছে দল বেঁধে। দেখে মনে হচ্ছিল না গ্রিকদের পরিখা ও এর উপরের দিকে গড়া প্রশস্ত দেওয়াল আর বেশিক্ষণ পারবে তাদের প্রতিরক্ষা দিতে। এই দেওয়াল তারা বানিয়েছে জাহাজবহরের রক্ষাপ্রাচীর রূপে, আর দেওয়াল ধরে খুঁড়েছে পরিখা; কিন্তু তারা ৫
এজন্য দেবতাদের উদ্দেশে দেয়নি কোনো মহিমময় পশুবলি যাতে করে দেবতারা দেওয়ালের ভেতর দিক জুড়ে রক্ষা করে যাবে তাদের দ্রুতছোটা জাহাজবহর ও প্রভূত যুদ্ধ-লুটের মাল। দেওয়াল যেহেতু তারা বানিয়েছিল অমর দেবতাদের শুভকামনা ছাড়াই, তাই [আশ্চর্য কী] যে তা বেশিদিন টিকে থাকল না। যতদিন হেক্টর বেঁচে ছিল, এবং অ্যাকিলিস তার ক্রোধ পুষে ছিল আর রাজা প্রায়ামের শহর ১০
যতদিন লুণ্ঠিত হয়নি নির্মমভাবে—ততদিন অক্ষত থাকল গ্রিকদের এই বিশাল দেওয়াল। কিন্তু যখন ট্রোজানদের সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধারা নিহত হল, গ্রিকদের অনেকেও হল তাই—তাদের কিছু যোদ্ধা নিহত হয়েছিল, কিছু বেঁচেও গিয়েছিল—এবং যখন দশম বছরে প্রায়ামের শহর ধ্বংস হল, আর গ্রিকরা তাদের জাহাজে চড়ে ১৫
ফিরে গেল প্রিয় পিতৃভূমির দিকে, তখন পসাইডন ও অ্যাপোলো শলাপরামর্শ করে ঠিক করল তারা এই দেওয়াল ভাসিয়ে দেবে আইডা পর্বত থেকে সাগরে গিয়ে পড়া সব নদীর শক্তি একত্রে জড়ো করে—রিসাস, হেপ্‌টাপোরাস, ক্যারিসাস ও ২০
রোডিয়াস নদী, সেই সাথে গ্রিনিকাস, ঈসিপাস, ঐশ্বরিক স্কামান্দার ও সিমোয়িস,° যাদের তীরে ধুলোয় লুটিয়েছিল ষাঁড়ের চামড়ার বহু ঢাল, বহু শিরস্ত্রাণ ও আধা-ঐশ্বরিক মানুষের জাতি।

[সেদিন যখন এল] তখন ফিবাস অ্যাপোলো এ-সমস্ত নদীর মুখ একত্র করে দিল, তারপর দীর্ঘ নয় দিন ধরে সে তাদের বন্যাকে চালাল ঐ দেওয়াল অভিমুখে; ২৫
অন্যদিকে জিউস অঝোর বৃষ্টি ঝরিয়েই গেল বিরতিহীনভাবে যাতে করে সে দ্রুত দেওয়াল ভাসিয়ে দিতে পারে লোনা সাগরের জলে। সেইসাথে ভূ-কম্প আনা দেব [পসাইডন] তার ত্রিশূল হাতে ধরে এই মহাস্রোতের পথ ঠিক করে দিল, ঢেউয়ের সাথে ভাসিয়ে নিয়ে গেল গ্রিকদের শ্রমে গড়া কাঠের গুঁড়ি ও পাথরের ভিত্তিরূপে যা যা অবশিষ্ট ছিল, সব। এভাবে সে হেলেস্‌পন্টের প্রচণ্ড স্রোতের পাশের তটরেখা ৩০
আবার সমান বানাল এবং আবার—দেওয়াল ভাসিয়ে নেওয়া শেষ হলে—বিশাল সৈকত ঢেকে দিল বালু দিয়ে। তারপর নদীগুলির মুখ সে ঘুরিয়ে দিল তাদের

পুরাতন পথে, যে পথের ওপরে নদীগুলি এর আগে—আদি থেকে—ঢেলে দিত তাদের সুন্দর-প্রবাহিত জল।°

বস্তুত এমনটা পসাইডন ও অ্যাপোলো একদিন ঘটাবে ভবিষ্যতে।
৩৫ এখনকার মতো, যুদ্ধ ও যুদ্ধের কোলাহল দাউ দাউ জ্বলে উঠল মজবুত-বানানো দেওয়ালের চারপাশে। এর টাওয়ারের আড়কাঠগুলি বল্লমের আঘাতে তুলল ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। গ্রিকরা, জিউসের চাবকানিতে পরাস্ত হয়ে, গুটি মেরে থাকল তাদের সুগোল জাহাজের কাছে; জড়োসড়ো হয়ে থাকল হেক্টরের ত্রাসে—হেক্টর, মানুষকে ভয়ে দিগ্‌বিদিক করে দেওয়ার শক্তিমান পরিকল্পনাকারী। সে আগের
৪০ মতোই লড়ে যাচ্ছিল যেন সে ঘূর্ণিবায়ু কোনো। যেভাবে কোনো বুনো শূকর বা সিংহ ডালকুত্তা ও শিকারিদের মাঝে চক্রাকারে ঘোরে তার শক্তির মহোল্লাস থেকে, তারা তখন নিজেদের সারি বেঁধে সাজিয়ে নেয় কোনো দেওয়ালের মতো, দাঁড়ায় ঐ পশুর বিরুদ্ধে গিয়ে, তাদের হাত থেকে ছুড়ে দেয় জ্যাভেলিনের
৪৫ বর্ষাঘাত, তবু পশুটির অকুতোভয় বুকে জাগে না কোনো ভয়, জাগে না কোনোভাবে পালানোর ইচ্ছা কোনো, এবং তার সে সাহসের কারণেই পরে তার সর্বনাশ আসে;° বারবার ঘুরে আসে সে, দ্যাখে মানুষের সারি ছিঁড়ে বেরুনোর কোনো পথ পাওয়া যায় কিনা, আর যেদিকেই সে তেড়ে যায়, সেদিকেই মানুষের দেওয়াল পিছিয়ে সরে সরে যেতে থাকে—সেভাবে হেক্টর ছুটতে লাগল তার দলের ভিড় ঠেলে, সহযোদ্ধাদের মিনতি জানাল, তাড়া দিল পরিখা পার হতে।
৫০ কিন্তু তার দ্রুত-পা ঘোড়াগুলি নিজেরা সে সাহস দেখাল না। পরিখার একদম কিনারাতে গিয়ে তারা জোরে হ্রেষাধ্বনি দিল কারণ ঐ পরিখা এত প্রশস্ত ছিল যে তাদের মনে ভয় ঢুকে গেল°—ওটা সহজ নয় এক লাফে পার হওয়া, সহজ নয় ওটার মধ্য দিয়ে ছোটা। কারণ পরিখার এধারে ওধারে, দুধারেই সীমানারেখা
৫৫ ধরে ছিল উঁচু বাঁধ মতো; তার ওপর ছিল সুচালো লাঠি পোতা, ঘনবদ্ধ ও বড় বড়, গ্রিক সন্তানেরা ওগুলি পুঁতে রেখেছিল [আগেভাগে]—শত্রুর বিরুদ্ধে এক মহা প্রতিরক্ষা ছিল ওই লাঠিগুলি। অতএব [জানা কথা] চাকাওয়ালা রথ টানা কোনো ঘোড়া সহজে পারবে না ওই পরিখা পার হতে; কিন্তু পদাতিক সেনা যারা, তারা পরিখা পেরুনো সম্ভব ভেবে ব্যগ্র ছিল সেই প্রয়াস নিতে।
৬০ তখন পলিডামাস দাঁড়াল সাহসী হেক্টরের পাশে, বলল এই কথা :
'হেক্টর এবং তোমরা অন্য যারা ট্রোজান নেতারা ও মিত্রেরা আছ: আমাদের দ্রুতছোটা ঘোড়া নিয়ে পরিখা পার হতে চাওয়া স্রেফ বোকামিই হবে। ওটা পার হওয়া ভয়ানক কঠিন কাজ, কারণ ওর মধ্যে চোখা সব লাঠি বসানো আছে
৬৫ আর পাশেই আছে গ্রিক দেওয়াল। ওই পরিখায় নেমে যুদ্ধ করা রথচালকদের

জন্য একেবারে অসম্ভব বটে, কারণ ভেতরে জায়গাটা সরু—তাই আমার ধারণা আমরা ওখানে হতাহতই হব শুধু। যদি ঐ আকাশে বজ্র-হাঁকা জিউস তার ক্ষোভ থেকে চায় আমাদের শত্রুদের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটাবে, সত্যি আমাদের ট্রোজানদের সাহায্য করার যদি ইচ্ছা থাকে তার, তাহলে আমি অবশ্যই চাই তা এখানেই এখুনি ঘটুক; চাই গ্রিকরা আর্গজ থেকে দূরে, নাম-পরিচয়হীন নিশ্চিহ্ন ৭০ হোক এখানেই আজ। কিন্তু যদি ধরো তারা চড়াও হলো আমাদের ওপরে, আর আমরা তাড়া খেয়ে পালাচ্ছি ধরো জাহাজের কাছ থেকে, আর তখন আটকে গেলাম ওদের খোঁড়া ঐ পরিখার ভেতর, তাহলে আমার বিশ্বাস আমাদের একজনও—গ্রিকরা নবোদ্যমে ঘুরে দাঁড়ানোর পরে—বেঁচে থাকবে না সে খবরটুকু [ট্রিয়] নগরে পৌঁছে দিতে।

'অতএব আসো, আমি যেভাবে যেভাবে বলি তোমরা সব করো সেই ৭৫ মতো। আমাদের অনুচরেরা ঘোড়াগুলি পাহারা দিক পরিখার কাছে, আর আমরা বর্মসাজ পরে নিয়ে পায়ে হেঁটে চলো এক দল বেঁধে যাই হেক্টরের পিছে। একবার গ্রিকরা ধ্বংসের শেকলে বাঁধা পড়লে পরে, তখন আর [ওরা] পারবে না আমাদের সামনে দাঁড়াতে এসে।'

এ-ই বলল পলিডামাস। তার প্রজ্ঞাবান মন্ত্রণায় হেক্টর বেশ খুশি হলো। ৮০ তৎক্ষণাৎ সে পুরো বর্মসাজ পরে লাফিয়ে মাটিতে নামল রথ থেকে। এমন না যে এরপর বাকি ট্রোজানরা তাদের রথেই থেকে গেল দল বেঁধে—না, তারা যখন দেখল দেবতুল্য হেক্টর মাটিতে নেমেছে, তারাও লাফ দিল নীচে। তখন প্রত্যেকে যার যার রথচালককে আদেশ দিল তার ঘোড়া ভালোভাবে দেখে রাখতে পরিখার ৮৫ পাশে; আর তারা ভাগ ভাগ হয়ে সাজাল নিজেদের, বিন্যস্ত হলো মোট পাঁচ দলে,° অনুসরণ করল তাদের নেতাদের। কেউ গেল হেক্টর ও অতুল্য পলিডামাসের সাথে—এরাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি, সবচে সাহসীও, সবচে দৃঢ়সংকল্প যে দেওয়াল ভেঙে ঢুকে যাবে, লড়বে সুগোল জাহাজবহরের পাশে। এদের পেছনে ৯০ তৃতীয় প্রধান হিসেবে সেব্রায়োনিজ গেল, কারণ হেক্টর তার রথের ভার দিয়েছে অন্য আরেকজনের হাতে, যে ছিল সেব্রায়োনিজ থেকে কিছুটা দুর্বল বটে। দ্বিতীয় দলের নেতা হলো প্যারিস, আলকাথোয়াস ও আজিনর। তৃতীয়টির হেলেনাস ও দেবতুল্য ডিয়িফোবাস—প্রায়ামের দুই ছেলে; তৃতীয় একজনও ছিল এদের সাথে, যোদ্ধা এইসিয়াস, সে হারটাকাসের ছেলে, তার আগুনরঙ বিশাল ঘোড়াগুলি তাকে ৯৫ নিয়ে এসেছিল সেলিয়িস নদীর° পাড়ের আরিজবি থেকে। চতুর্থ দলের নেতা ছিল ঈনিয়াস, অ্যাঙ্কাইসিসের বীর বিক্রমী ছেলে; তার সাথে ছিল অ্যান্টিনরের দুই পুত্র আরকেলোকাস ও আকামাস, দুজনেই সব ধরনের যুদ্ধে পারঙ্গম বড়। আর ১০০ সুপ্রসিদ্ধ মিত্রদের নেতা ছিল সারপিডন, সে তার সহযোদ্ধা করে বেছে নিল গ্লকাস ও যুদ্ধবাজ অ্যাস্টেরোপিয়াসকে, কারণ এদের দুজনকে তার মনে হয়েছিল তার

নিজের পরেই অন্য সবার থেকে সাহসী হিসেবে, তবে সকলের মাঝে নিঃসন্দেহে সে নিজেই ছিল সর্বসেরা। এরা সব মিলে ঘনবদ্ধ হলো এক সাথে, তাদের নিখুঁত-
১০৫ বানানো ষাঁড়ের চামড়ার ঢাল সামনে নিয়ে তারা সোজা ছুটে গেল গ্রিকদের দিকে, প্রচণ্ড ব্যগ্র হয়ে—এই বিশ্বাসে যে কোনোকিছু তাদের এখন আর থামাতে পারবে না কালো জাহাজবহরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে।

বাকি ট্রোজান ও তাদের দূরাবধি-খ্যাতিমান মিত্রেরা সকলেই মেনে চলল ক্রটিবিচ্যুতিহীন পলিডামাসের উপদেশ, শুধু হারটাকাসের ছেলে মানুষের নেতা
১১০ এইসিয়াস ছাড়া। সে চাইল না তার ঘোড়া সে ওখানে রেখে যাবে তার অনুচর রথচালকের হাতে; বরং ঠিক করল সে তার রথ ও সবকিছু সাথে নিয়ে যাবে দ্রুতচারী জাহাজের কাছে। বোকা ছিল সে! তার কপালে ছিল না যে সে এড়াতে পারবে তার অশুভ নিয়তিকে, পারবে ঘোড়া আর রথে মহিমান্বিত হয়ে জাহাজের
১১৫ কাছ থেকে বায়ুসঞ্চারিত ইলিয়ামে ফিরে যেতে। নাহ্, তার আগেই ডিউক্যালিয়নের অত্যুজ্জ্বল ছেলে আইডোমেন্যুসের বল্লমের রূপ নিয়ে এক অপয়া নিয়তি ঘিরে ধরল তাকে।[৫] এইসিয়াস ছুটে গেল জাহাজবহরের বাম প্রান্তের দিকে, যেখানে গ্রিকরা সমতল থেকে ঘোড়া ও রথ নিয়ে সাধারণত ফিরে আসে। সে-প্রান্তের মাঝ দিয়ে
১২০ এইসিয়াস চালিয়ে দিল তার ঘোড়া আর রথ। তোরণপথের কাছে গিয়ে সে দেখল দরজাগুলি বন্ধ করা নেই, দীর্ঘ খিড়কিও নামানো নেই বটে, বরং গ্রিকরা এগুলো পুরো হাট করে খুলে রেখে আছে যাতে যুদ্ধের মাঠ থেকে জাহাজের দিকে পালানো তাদের কোনো সহযোদ্ধা সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। ওই তোরণ দিয়েই, নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করে, এইসিয়াস চালাল তার ঘোড়া, তার পেছনে কর্ণবিদারী রব
১২৫ তুলে এল তার সৈন্যেরা। তারা ধরে নিয়েছিল গ্রিকরা আর তাদের পারবে না ঠেকাতে, অতএব তারা সোজা চড়াও হবে কালো জাহাজের 'পরে।

নির্ঘাত বোকা ছিল তারা! তোরণের কাছে তাদের সাক্ষাৎ হলো দুই যোদ্ধার সাথে—বল্লমবাজ লাপিথ জাতির সবচে পরাক্রমশালী উদ্ধতমনা দুইজন, একজন
১৩০ বলিষ্ঠ পলিপিটিজ, পাইরিথোয়াসের ছেলে, অন্যজন লেয়নটিয়ুজ, যুদ্ধদেব আইরিজের সমকক্ষ বীর—আইরিজ, মানুষের সর্বনাশ আনা দেব। এ দুজন উঁচু তোরণের সামনে দাঁড়িয়েছিল পর্বতের গায়ে সুউচ্চ-চূড়াওয়ালা ওক গাছের মতো করে, যে গাছ দিনের পরে দিন সর্বদাই সয়ে যায় বৃষ্টি ও হাওয়া, তার বিশাল ও
১৩৫ দীর্ঘ শেকড়ে শক্ত প্রোথিত থেকে। সেভাবে এরা দুজন বাহুর শক্তিতে আস্থা রেখে দীর্ঘদেহী এইসিয়াসের আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে গেল, পালাল না তারা। তাদের শত্রুরা [বাকি ট্রোজানরা] এবার সোজা ছুটে এল সুনির্মিত দেওয়ালের কাছে, শুকনো ষাঁড়-চামড়ার ঢাল হাতে উঁচুতে তুলে, জোর চিৎকার দিয়ে তারা এসে অবস্থান নিল রাজা এইসিয়াসকে ঘিরে—আইয়ামেনুস, অরেস্তেস,

এইসিয়াসপুত্র আডামাস এবং থুওন ও ঈনোমেয়াস।° লাপিথরা তখন খানিকক্ষণ ১৪০
দেওয়ালের ভেতরে থেকেই জাগাতে চাইল হাঁটুতে বর্ম-পরা গ্রিকদের—
জাহাজবহর বাঁচানোর লড়াইয়ে নামার কাজে। তবে যখন তারা দেখল ট্রোজানরা
ছুটে আসছে দেওয়ালের দিকে আর [তা দেখে] গ্রিকরা মহাচিৎকার করে পালাচ্ছে
দলে দলে, তখনই এ দুজন [পলিপিটিজ ও লেয়নটিয়ুজ] বাইরে বেরিয়ে এল।
তারা তোরণপথের সম্মুখভাগে লড়াইয়ে নেমে গেল এক জোড়া বুনো শূকরের ১৪৫
মতো, যারা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের দিকে আসা মানুষ ও কুকুরের তুমুল
কোলাহলতোলা ভিড়ের মুখোমুখি হয়ে, দু দিক থেকেই তেড়ে তেড়ে এসে গুঁড়িয়ে
দেয় চারপাশের যতো বৃক্ষ আছে, একদম গোড়া থেকে কেটে দেয় সব, তখন
দেখা যায় তাদের দীর্ঘ দাঁতের কড়মড় কাকে বলে, মানে যতক্ষণ না কেউ তাদের
আঘাত হানছে ও জীবন নিচ্ছে কেড়ে—সেভাবেই শত্রুর দিকে মুখ রেখে, শত্রুর ১৫০
বল্লমের আঘাত সহ্য করে, ঝনঝন করে উঠল এ দুজনের বুক আগলে রাখা
উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ। এরকম প্রচণ্ড লড়াই-ই করছিল তারা নিজেদের শক্তিতে ও
দেওয়ালের ওপরে থাকা সেনাদের প্রতি আস্থা রেখে। [দেওয়ালের] ওপরের ওরা
সুনির্মিত টাওয়ারগুলি থেকে—তাদের নিজেদের জীবন বাঁচাবে এবং কুটির ও
দ্রুতছোটা জাহাজবহরের রক্ষা দেবে তাই—পাথরখণ্ড ছুড়ে চলেছিল, ১৫৫
তুষারফলকের মতো সেই পাথর টানা এসে পড়ছিল মাটির ওপরে। ঠিক কোনো
প্রবল প্রবাহিত হাওয়া অন্ধকার মেঘ তাড়িয়ে নিতে নিতে যেভাবে, দ্রুত আর ঘন,
তুষারকণা ঢেলে দেয় মহাপুষ্টিদায়ী মাটির ওপরে—সেভাবে গ্রিক ও ট্রোজান দু
দলের হাত থেকে ছুটে যাচ্ছিল বর্শা ও তীর, সেইসাথে বিশাল সব গোল পাথরের
আঘাত খেয়ে রূঢ় আওয়াজ তুলে বেজে উঠছিল শিরস্ত্রাণ ও সমুন্নত ঢালগুলি। ১৬০
এবার এইসিয়াস, হারটাকাসের ছেলে, গোঙানির এক চিৎকার দিল, চাপড় দিল
নিজের দুই উরুর ওপরে আর বিশাল রোষ-ক্ষোভ নিয়ে বলে উঠল এই কথা :

'জিউস পিতৃদেব, তাহলে নিশ্চিত যে তুমিও ভয়ংকর ভালবাসো মিথ্যা কথা
বলা! আমি একদম ভাবিনি গ্রিক যোদ্ধারা আমাদের প্রচণ্ডতা ও অপ্রতিরোধ্য হাত ১৬৫
রুখে দেবে। কিন্তু তারা ক্ষিপ্র-কোমরের বোলতা বা মৌমাছিদের মতো—যারা
তাদের চাক গড়েছে কোনো পাথুরে পথের পাশে, ঠিক করেছে ছেড়ে যাবে না
তাদের কোটরের মতো ঘর, বরং ওখান থেকেই শিকারিদের দূরে হটিয়ে রক্ষা
দিয়ে যাবে তাদের বাচ্চাদের—ওদের মতোই এই মানুষেরা, যদিও তারা মাত্র ১৭০
দুজন, একদম স্থিরসংকল্প যে তোরণপথ ছাড়বে না যতক্ষণ মারছে [আমাদের]
কিংবা মরছে নিজেরাই।'

এ-ই বলল সে, কিন্তু তার এ কথায় কোনো বিকার হলো না জিউসের মনে।
কারণ জিউস ঠিক করে রেখেছিল হেক্টরকেই সানুগ্রহে যশখ্যাতি দেবে। অন্য
ট্রোজানরা সেসময় অন্যসব দরজাপথে যুদ্ধ করছিল। ১৭৫

কিন্তু আমার জন্য—হায়, যেন বা আমি দেবতা কোনো!—কঠিন কাজ এই সবকিছুর কাহিনী বলে যাওয়া, কারণ পাথুরে দেওয়ালের সবটা জুড়ে তখন জ্বলে উঠেছিল এক আগুন—অবাক করা গনগনে। বিরাট ওই দুর্দশায় পড়ে গ্রিকরা বাধ্য হচ্ছিল যে করে হোক জাহাজ বাঁচাতে, আর যেসব দেবদেবী যুদ্ধে গ্রিকদের
১৮০ সহায়তাকারী ছিল, তারা হৃদয়ে বিমর্ষ হচ্ছিল বড়।

যা হোক, ঐ দুই লাপিথ এবার যুদ্ধ ও লড়াইয়ে আক্রমণে গেল। বলিষ্ঠ পলিপিটিজ, পাইরিথোয়াসের ছেলে, তার বল্লম ছুড়ে মেরে শিরস্ত্রাণের গাল-ঢাকা ব্রোঞ্জ অংশ ভেদ করে ডামাসাসকে হানল আঘাত। ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ ঠেকাতে পারল না বল্লমের গতি, এর চোখা মাথা তার হাড় চূর্ণ করে দিয়ে চলে গেল, তার মাথার
১৮৫ সব ঘিলু ছিটকে পড়ল শিরস্ত্রাণ অভ্যন্তরে। এভাবেই সে থামিয়ে দিল ডামাসাসের মত্ততাকে। এরপর সে হত্যা করল আরও দু যোদ্ধাকে—পাইলন ও অরমেনাস। আর লেয়নটিয়ুজ, যুদ্ধদেব আইরিজের অনুচর, তার বর্শা ছুড়ে আঘাত হানল অ্যান্টিম্যাকাসপুত্র হিপোম্যাকাসের গায়ে, তার বেল্টের ওপরে। তারপর লেয়নটিয়ুজ
১৯০ তার খাপ থেকে ধারাল তরবারি বের করে ছুটে গেল ভিড়ের ভেতরে, দ্বন্দ্বযুদ্ধের মতো করে প্রথমে গিয়ে পড়ল অ্যান্টিফাটিজের ওপরে; বেচারা উল্টোদিকে পিঠ দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এবার মেনন, আইয়ামেনুস ও অরেস্তেস—লেয়নটিয়ুজ পরপর এদের ধরাশায়ী করে ফেলল মহাপুষ্টিদায়ী মাটির 'পরে।

১৯৫ লাপিথরা যখন এরপর মৃতদের দেহ থেকে খুলে নিচ্ছে জমকালো বর্মসাজ, তখনও পলিডামাস ও হেক্টরের সাথে যাওয়া তরুণ যোদ্ধারা—এদের দলটাই সবচে সংখ্যায় বড়, সবচে সাহসী, এবং দেওয়াল ভেঙে জাহাজে আগুন দিতে সবচে বদ্ধপরিকর—পরিখার পাশে খাড়া হয়ে ইতস্তত করে যাচ্ছে কী করবে তা ভেবে। কারণ তারা যখন পরিখা পার হতে প্রস্তুত, তখন একটা পাখি উড়ে
২০০ এসেছিল তাদের ওপরে, অনেক উঁচুতে ওড়া এক ঈগলপাখি, যেটা উড়ছিল বাঁ-দিকের সেনাদলের ওপর চক্রাকারে। এর বাঁকানো নখরে ছিল এক রক্ত-লাল, দৈত্যাকার সাপ, তখনও জ্যান্ত ও সংগ্রামরত, সাপটা ভুলে যায়নি তার লড়াকু স্বভাব। এবার সাপটা মোচড় দিয়ে পেছনমুখো গেল, তারপর ঈগলকে ছোবল দিল গলার পাশে বুকে আর এক সময় ঈগলপাখি ব্যথায় বিদ্ধ হয়ে তাকে ছুড়ে
২০৫ দিল মাটির দিকে, ফেলে দিল বাহিনীর ভিড়ের মাঝখানে, আর নিজে জোর চিৎকার তুলে হাওয়ার দমক ধরে উড়ে চলে গেল।

ট্রোজানরা থরথর করে উঠল ভয়ে যখন তারা দেখল তাদের মাঝখানে এক মোচড়াতে-থাকা সাপ—ঐশীবর্মধারী জিউস থেকে আসা অশুভ ইঙ্গিত—পড়ে
২১০ আছে। বস্তুত তখন পলিডামাস সাহসী হেক্টরের কাছে চলে এল, বলল তাকে :

'হেক্টর, সৈন্যদের দরবারগুলোয় আমি তোমাকে ভালো উপদেশ দিই, তবু তুমি আমাকে বকাবকি করো। অবশ্য এটা ঠিক যে সাধারণ জনতা থেকে আসা

কারও তোমার উল্টোটা বলা ঠিক নয়—তা মন্ত্রণাসভায় হোক কিংবা যুদ্ধের মাঠে, বরং সর্বদাই তার উচিত তোমার কর্তৃত্ব বাড়িয়ে যাওয়া। তারপরও আমি এখন তোমাকে তা-ই বলব, যা আমি সেরা বলে মনে করি: চলো, আমরা আর গ্রিকদের ২১৫ সাথে জাহাজ দখলের হেতু লড়াইয়ে না আগাই। আমার বিশ্বাস আমি জানি তাহলে কী ঘটবে আজ। দেখলামই তো কীভাবে এই পাখি উড়ে এল ট্রোজানদের 'পরে; যখন তারা সবে পরিখা পার হবে বলে ব্যাকুল-প্রস্তুত, [হঠাৎ] অনেক উঁচুতে উড়ে এল এই ঈগল, বাঁ-দিকের সেনাদলের ওপর ঘুরল চক্রাকারে। এর বাঁকানো নখরে ছিল এক রক্ত-লাল, দৈত্যাকৃতি সাপ, তখনও জ্যান্ত; কিন্তু পাখিটি ২২০ তার নিজ বাসায় পৌঁছানোর বহু আগে সাপটাকে সোজা ফেলে দিল—নিজের ওড়ার পথ শেষ করল না সে, খাবার বয়ে নিল না তার বাচ্চাদের কাছে। সেই একইভাবে আমরা যদি আজ আমাদের মহাশক্তি দিয়ে তোরণপথ ও গ্রিক দেওয়াল ভেঙে সামনেও যাই, আর যদি গ্রিকরা পিছুও হটে, [তবু আমার ধারণা] আমরা জাহাজের ওখান থেকে একই পথ ধরে ফিরতে পারব না সুন্দরভাবে। ২২৫ অনেক ট্রোজান সেনাকে আমাদের পেছনে ফেলে আসতে হবে, পরে যাদের গ্রিকরা নিজেদের জাহাজবহর রক্ষা করতে গিয়ে জবাই করবে ব্রোঞ্জের কোপে। ওই আলামতের এমনই ব্যাখ্যা করবে দেখো যে কোনো দৈবজ্ঞানী, যার পরিষ্কার জ্ঞান আছে অশুভ আলামত নিয়ে আর যার প্রতি আস্থা আছে অন্য সবার।'

তখন দীপ্যমান-শিরস্ত্রাণ পরা হেক্টর তার ভুরুর নীচ থেকে রাগী দৃষ্টি হেনে ২৩০ বলল তাকে :

'পলিডামাস, তুমি যা বললে তা আমি পছন্দ করতে পারছি না একটুও। তুমি জানো এর চেয়ে ভালো কিছু বলতে পারতে তুমি। তবে যা বললে তা তুমি যদি ঐকান্তিকভাবে বলে থাকো, তাহলে আমি বলব নিশ্চিত দেবতারা তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব খুইয়ে দিয়েছে, কারণ দেখছি যে তুমি আমাকে বলছ জোর বজ্রচমক-তোলা জিউসের মন্ত্রণাকেই ভুলে যেতে। জিউস নিজে আমাকে প্রতিজ্ঞা ২৩৫ করেছিল একটা জিনিসের এবং মাথা নেড়ে তা নিশ্চিতও করেছিল। কিন্তু তোমার কথামতো আমাদের কিনা লম্বা-ডানাওয়ালা পাখিদের প্রতিই বিশ্বাস রাখতে হবে। আমার ওতে সামান্য আস্থা নেই, বিন্দুমাত্র মাথাব্যথাও নেই কোনো—ওরা [পাখিরা] ডানদিকে উড়ল, নাকি উড়ল ভোর ও সূর্যের দিকে, নাকি উড়ে গেল বাঁয়ের গাঢ় অন্ধকার অভিমুখে,° তাতে। নাহ আসো, আমরা শুধু মহান জিউসের ২৪০ মন্ত্রণার ওপরেই আস্থা রাখি, সে-ই সমস্ত নশ্বর ও অবিনশ্বরদের প্রভু।

'একমাত্র একটা আলামতই সেরা—নিজের দেশের জন্য লড়ে যাওয়া। কিন্তু তোমার কিসের ভয় যুদ্ধ ও লড়াই নিয়ে? কারণ আমরা বাকিরা যদি দলবেঁধে জবাইও হয়ে যাই গ্রিক জাহাজের পাশে, তবু তোমার তো মারা যাওয়ার ভয় ২৪৫ থাকার কথা নয়, যেহেতু তোমার হৃদয় না শত্রুর মোকাবিলায় অবিচল, না

লড়াইয়ে ইচ্ছুক। তবে যাই হোক, তুমি যদি নিজেকে যুদ্ধ থেকে দূরে রাখো এবং অন্য কাউকে ওসব কথা বলে রাজি করাও একই কাজে, তাকেও যুদ্ধ থেকে বিরত করো, তাহলে [জেনে রাখো] একটুও দেরি না করে আমার বল্লম তোমাকে
২৫০ আঘাত হেনে তোমার জীবন নিয়ে নেবে।'

এ-ই বলল হেক্টর আর নেতৃত্ব দিল সামনে থেকে। অন্য সবাই তার পিছে পিছে গেল এক বিস্ময়কর হট্টগোল তুলে। আইডা পর্বতমালা থেকে জিউস—বজ্র-ছোড়া দেব—তখন পাঠাল এক হাওয়ার দমক, সেই হাওয়ার জাগানো ধুলো সোজা এসে পড়ল জাহাজবহরের গায়ে। এভাবে সে [জিউস] হতবুদ্ধি করে দিল
২৫৫ গ্রিকদের মন, এবং মহিমাদানের অঙ্গীকার রাখল ট্রোজানবাহিনী ও হেক্টরের প্রতি।

জিউসের এমত সংকেতে বিশ্বাস রেখে, আস্থা রেখে নিজেদের বলে, ট্রোজানরা এবার চাইল গ্রিকদের মহাপ্রাচীর গুঁড়ো করে দেবে। তারা পরিখার সামনের আত্মরক্ষামূলক বাঁধ ভেঙে দিল, অস্ত্রছোড়ার ছিদ্রওয়ালা জায়গাগুলি ভেঙে নীচে ফেলে দিল এবং গ্রিকরা যেসব আড়কাঠ প্রথমে মাটিতে পুঁতেছে
২৬০ টাওয়ারগুলির জন্য ঠেকনা করে, সেগুলি তারা তুলে ফেলল চাপ দিয়ে। তারা আশা করছিল এসব ঠেকনা উৎপাটন করে তারা গ্রিকদের দেওয়াল ভেঙে দেবে। তবে গ্রিকরা তখনও পথ ছেড়ে দিতে, মাঠ ছেড়ে দিতে, রাজি নয় কোনোমতে। বরং তারা অস্ত্রছোড়ার ছিদ্রওয়ালা জায়গার ফাঁকগুলি ঢেকে দিল ষাঁড়ের-চামড়ার ঢাল দিয়ে, আর সেখান থেকেই দেওয়ালের দিকে আসতে থাকা শত্রুর উদ্দেশে ছুড়তে লাগল [তীর ও বল্লম]।

২৬৫ দুই অ্যাজাক্স সর্বত্র ছুটে ছুটে যেতে লাগল দেওয়াল ধরে। সৈন্যদের তাড়া দিচ্ছিল তারা, জাগিয়ে তুলছিল গ্রিকদের শক্তি ও বল। কাউকে তারা বলল নম্র কথা; অন্য যাকেই দেখল যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে মাঠ ছেড়ে দিচ্ছে গ্রিকদের, তাকে ভর্ৎসনা জানাল এই কঠিন কথা বলে :

'বন্ধুরা, যারা যুদ্ধে গ্রিকদের মাঝে আছো সর্বসেরা, কিংবা যারা আছো
২৭০ মাঝামাঝি অবস্থানে, কিংবা যারা আছো আরও নীচে দুর্বলতর, হ্যাঁ, সব মানুষই যুদ্ধে সমান হবে তা সম্ভব নয়—শোনো, এখন আমাদের সকলকেই কাজে নামতে হবে। আমার বিশ্বাস, তোমরা নিজেরাও তা ভালোমতো জানো। যুদ্ধের এই ডাক শোনার পরে এখন আর কেউ যেন জাহাজের কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা না করে। বরং তোমরা সকলে এগিয়ে চলো, একজন আরেকজনকে সে কাজে তাড়া
২৭৫ দিতে থাকো এই আশা বুকে নিয়ে যে অলিম্পিয়ান জিউস—বজ্রচমকের প্রভু—আমাদের শক্তি দেবে শত্রুর আক্রমণ ঠেকিয়ে দিতে; পরে আরও দেবে তাদেরকে [ট্রয়] নগরীতে ফেরত তাড়ানোর বল।'

এরকম এরা দুজন উদ্দীপনার চিৎকার ছেড়ে জাগিয়ে তুলল গ্রিকদের। যেভাবে কোনো শীতের দিনে তুষারফলক পড়ে ঘন হয়ে, যখন মন্ত্রণাদাতা জিউস নিজেকে উদ্ভাসিত করে তুষারফলকে, মানুষকে দেখায় তার এই তীরের মহিমা— ২৮০ সে হাওয়াকে আনে স্থবির করে, বিরামহীন ফেলে যায় তুষারফলক যতক্ষণ না তাতে ঢেকে যায় উঁচু পর্বতের সব চূড়া ও উঁচু অন্তরীপগুলি, সেইসাথে ঘাসে-মোড়া সমতল ভূমি ও মানুষের চমৎকার কর্ষিত জমি, আর ধূসর সাগরের সৈকত ও পোতাশ্রয় জুড়ে তুষারের চাদর ছড়িয়ে পড়ে, এবং ঢেউ এসে এর গায়ে আছড়ে পড়ে গলিয়ে দেয় একে; সমস্ত কিছুই মুড়ে থাকে ওপর থেকে নামা এই চাদরের ২৮৫ নীচে, মানে যখন জিউসের ভারি এই তুষারঝড় আসে—সেভাবেই দু দিক থেকে এদের ছোড়া পাথরখণ্ড উড়ে আসতে লাগল ঘন এবং দ্রুত, কোনোটা ট্রোজানদের দিকে, কোনোটা ট্রোজানদের থেকে গ্রিকদের দিকে—বিরতিহীনভাবে। দেওয়ালের পুরোটা জুড়ে উঠল [ছোড়া পাথরের] বিশাল আওয়াজ।

এতকিছুর পরেও ট্রোজানবাহিনী ও হেক্টর পারত না দেওয়ালের দ্বার ও এর ২৯০ দীর্ঘ খিড়কি গুঁড়িয়ে দিতে, যদি মন্ত্রণাদাতা জিউস তার নিজ পুত্র সারপিডনকে না জাগাতো গ্রিকদের বিপরীতে, যেভাবে কোনো সিংহ চড়াও হয় বাঁকা-শিং গবাদিপশুর 'পরে, [সেইভাবে]। অবিলম্বে সারপিডন শরীরের সামনে ধরল তার ঢাল, তার দেহের সবদিকে সুসমঞ্জস রেখে। ব্রোঞ্জ হাতুড়িতে পিটিয়ে বানানো এক অপরূপ ঢাল সেটা, ব্রোঞ্জের কামার তা হাতুড়িতে পিটিয়ে গড়েছে; এর ভেতরপাশে ২৯৫ সেলাই করে দিয়েছে অনেক ষাঁড়ের চাম আর এর কাঠামোর বাইরের গোলে জুড়ে দিয়েছে অনেক সোনার ফিতে। এটাই সামনে ধরে, দুটি বল্লম আন্দোলিত করে, সারপিডন ছুটল তার পথে কোনো পাহাড়ে-পরিপুষ্ট সিংহের মতন করে, যে সিংহ বহুদিন মাংস পায়নি কোনো, তাই তার গর্বিত মন তাকে বলেছে এমনকি সুরক্ষিত ৩০০ কোনো খামারবাড়ি গিয়ে ভেড়ার পালের 'পরে আক্রমণ করবার কথা; তারপর সিংহ যদিও দেখল রাখালেরা সেখানে কুকুর ও বর্শা নিয়ে ভেড়াদের পাহারায় আছে, তবু ভেড়ার পালে আক্রমণ না করে সেখান থেকে পালানোর কথা সে ভাবল না একটুও; তখন হয় সে লাফিয়ে পড়ল পালের ওপরে, ধরল একটাকে, ৩০৫ না হয় কোনো দ্রুত হাতে-ছোড়া বর্শার প্রথম আক্রমণে নিজেই ঘায়েল হল— সেরকম দেবতুল্য সারপিডনের যুদ্ধ-চেতনা তাকে দেওয়ালের কাছে ছুটে যেতে তাড়া দিল, তাকে [উদ্দীপিত করল] তীর-বল্লম ছোড়ার ছিদ্রওয়ালা জায়গাগুলি গুঁড়িয়ে দিতে। অবিলম্বে বলল সে হিপোলোকাসের ছেলে গ্লকাসের প্রতি :

'গ্লকাস, বলো তো কেন আমরা দুজন লিশা-তে অন্য সবার থেকে বেশি ৩১০ পাই সম্মানের আসন, মাংসের সবচে ভালো অংশ, পরিপূর্ণ মদের কাপ, আর

কেন অন্য সবাই আমাদের দিকে তাকায় দেবতাদের দিকে তাকানোর মতো করে? কেন সেই সাথে জানথাসের তীর ধরে আমাদের রয়েছে বিরাট জমিজমা— সুন্দর এক ফলবাগানের জমি, এবং গম-জন্মানো কৃষি-ভূমি? এ সবকিছুর হেতু
৩১৫ আমাদের ওপরে এখন দায়িত্ব পড়ে সর্বাগ্রের লিশান যোদ্ধাদের মাঝে দাঁড়ানোর, আগুন-জ্বলা এ যুদ্ধ মোকাবিলা করার, যেন বুকে ঢাল-পরা লিশানদের কেউ তখন বলে: "নাহ্, লিশা শাসন করা এ দুজন আমাদের এই দুই রাজা, যারা মোটাতাজা ভেড়ার মাংস খায়, বাছাই করা মধু-মিষ্টি মদ পান করে, তারা তো
৩২০ দেখি আসলেই মহিমাশূন্য লোক নয় কোনো। নাহ্, তাদের পরাক্রম যথেষ্ট আছে বটে, দ্যাখো তারা লড়ে যাচ্ছে সবচে সামনের লিশানদের মাঝে।"

'আহ বন্ধু, যদি এই যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়ে ধরো আমরা চিরদিন পারতাম চিরতরুণ ও অমর থেকে যেতে, তাহলে আমি নিজেও লড়তাম না সর্বাগ্রের
৩২৫ সেনাদের মাঝে আর তোমাকেও পাঠাতাম না যুদ্ধে—যুদ্ধ, যেখানে পুরুষেরা মহিমা লাভ করে। কিন্তু দ্যাখো, যা-ই বলো না কেন মৃত্যুর যমদূতেরা আমাদের ওপর ঝুলে আছে, অগণন যমদূত যাদের হাত থেকে পালাতে পারবে না নশ্বর কোনো লোক, পারবে না তাদের এড়িয়ে যেতে। সুতরাং চলো আমরা এখন সামনে ধেয়ে যাই—চলো হয় মহিমা দিই অন্যকে, না হয় অন্যে আমাদের দিক।'

এ-ই বলল সারপিডন। গ্লকাস তা শুনে ঘুরে চলে গেল এমনটা নয়, সে
৩৩০ [তার কথায়] অসম্মতি জানাল না কোনো। তারা দুজন বিশাল লিশান সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়ে সোজা সামনে এগোলো। তাদের আগাতে দেখে মেনেস্‌থিয়ুস, পেটেঅসের ছেলে, কেঁপে উঠল ভয়ে,° কারণ তারা যাচ্ছিল দেওয়ালের যে অংশ মেনেস্‌থিয়ুস পাহারা দিচ্ছিল সেইদিকে আর সঙ্গে বয়ে আনছিল ধ্বংস ও বিনাশ। সে তখন ভয়ে তাকাল গ্রিক দেওয়ালের দিকে, আশা যে নেতাদের কাউকে চোখে পড়বে তার, যে এসে তার সহযোদ্ধাদের ওপর থেকে তাড়াবে সর্বনাশ। দুই
৩৩৫ অ্যাজাক্সকে দেখতে পেল সে, যুদ্ধে চিরঅতৃপ্ত তারা, দাঁড়িয়ে ওইখানে; এবং টিয়ুসার—মাত্র সে এসেছে তার কুটির থেকে—রয়েছে পাশেই। তবে তার কণ্ঠ কেউ শুনবে এমন চিৎকার দেওয়া কোনোভাবে সম্ভব ছিল না তার, কারণ হট্টগোল ছিল সত্যি তুমুল। আঘাত-পাওয়া ঢাল ও ঘোড়ার-কেশর লাগানো চূড়াওয়ালা শিরস্ত্রাণ মিলে বিরাট আওয়াজ উঠছিল স্বর্গের দিকে। আর
৩৪০ তোরণপথের ব্যাপারে বলতে হয়—সবগুলো দরজা বন্ধ করা ছিল। শত্রুরা [ট্রোজানরা] দাঁড়াল এগুলোর সামনে এসে, চেষ্টা করল জোর করে ভাঙবে দরজা, তারপর ভেতরে ঢুকে যাবে। দেরি না করে মেনেস্‌থিয়ুস অ্যাজাক্সের কাছে রাজদূত থুটেস্‌কে পাঠাল এই বার্তা দিয়ে :

'যাও, দেবতুল্য থুটেস্, দৌড়ে যাও তুমি, গিয়ে অ্যাজাক্সকে ডাকো। কিংবা দুই অ্যাজাক্সকেই ডাকো, তাহলে সবচে ভালো হবে, কারণ আমি দেখছি শীঘ্রই

এখানে ধেয়ে আসছে চরম বিপর্যয়। এখানে আমাদের ওপর চেপে ধরেছে লিশান ৩৪৫
নেতারা, যারা আগে প্রমাণ রেখেছে প্রচণ্ড যুদ্ধে তাদের তীব্রতার। কিন্তু তাদের
ওখানেও যদি দ্যাখো যুদ্ধ ও লড়াই জেগে উঠেছে খুব, তাহলে অন্তত টেলামনের
ছেলে বীর অ্যাজাক্স একা যেন আসে এবং দেখো তার সাথে আরও যেন আসে
টিয়ুসার, দক্ষ ধনুর্বিদ।' ৩৫০

এই ছিল তার কথা। রাজদূত তা শুনল, করল সেইমতো। সে দৌড়ে গেল ব্রোঞ্জ-পরা গ্রিকদের দেওয়ালের পাশ দিয়ে; এল দুই অ্যাজাক্সের কাছে, দাঁড়াল তাদের পাশে এবং বলল সোজাসুজি :

'তোমরা অ্যাজাক্স দুইজন, ব্রোঞ্জ-পরা গ্রিক দুই নেতা। জিউস-লালিত পেটেঅসের প্রিয়পুত্র [মেনেস্থিয়ুস] তোমাদের সামান্য খানিকের জন্য হলেও ৩৫৫ যেতে বলছে ওইখানে, যুদ্ধের মেহনতের মুখোমুখি হতে। ভালো হয় যদি দুজনেই যাও, সেটাই সবচে ভালো হবে, কারণ ওদিকে ভয়াবহ বিপর্যয় শীঘ্র আসছে ধেয়ে। ওখানে লিশান নেতারা আমাদের সৈন্যদের 'পরে চেপে বসেছে জোরে, ওরা অতীতে প্রমাণ রেখেছে প্রচণ্ড যুদ্ধে তাদের হিংস্রতার। তবে যদি এখানেও ৩৬০ যুদ্ধ ও লড়াই চলছে ধরো খুব তীব্রতা নিয়ে, তাহলে অন্তত টেলামনপুত্র বীর অ্যাজাক্স যেন একা যায় ওইখানে এবং তার সাথে যেন আরও যায় টিয়ুসার, যার ধনুকে পারদর্শিতা বড়।'

এ-ই বলল সে; টেলামনপুত্র বিশাল অ্যাজাক্স করল সেইমতো। অবিলম্বে সে ওয়িলিয়ুসের পুত্র [ছোট অ্যাজাক্সের] উদ্দেশে বলল ডানাওয়ালা কথা : ৩৬৫

'অ্যাজাক্স, তোমরা দুজন, তুমি ও বলশালী লাইকোমিডিজ, দাঁড়াও এখানেই, গ্রিকদের তাড়া দাও জোর লড়াই করে যেতে। আমি যাচ্ছি ওইদিকে লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে। ওদের ভালোমতো সহায়তা দিয়ে শীঘ্রই আবার এখানে ফেরত আসছি আমি।'

এই কথা বলে টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স রওনা দিল, তার সাথে গেল তার ৩৭০ নিজের ভাই টিয়ুসার, একই পিতার ঔরসে জন্ম তার। তাদের সঙ্গী হলো প্যান্‌ডাইঅন, সে বয়ে আনল টিয়ুসারের বাঁকানো ধনুক। এবার তারা দেওয়ালের ভেতরের দিক ধরে চলল জোরে, পৌঁছালো গর্বিত-মন মেনেস্থিয়ুসের স্থানটিতে। দেখল সেখানে সৈন্যরা বিরাট চাপে আছে, শত্রুপক্ষ এক কালো ঘূর্ণিবায়ুর মতো উঠে যাচ্ছে তীর-বর্শা ছোড়ার ছিদ্রওয়ালা জায়গার দিকে, লিশান বাহিনীর শক্তিশালী নেতা ও শাসক তারা—তারা সব একসাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ৩৭৫ হয়েছে, রণহুঙ্কার শোনা যাচ্ছে চারদিকে।

এবার টেলামনপুত্র অ্যাজাক্সের হাতেই প্রথমে মারা গেল কেউ—সে সারপিডনের সহযোদ্ধা উদ্ধতমন এপিক্লিজ ছিল। তাকে অ্যাজাক্স আঘাত করল এক প্রকাণ্ড খাঁজকাটা পাথর মেরে; ওটা পড়ে ছিল দেওয়ালের ভেতর পাশে ৩৮০

অস্ত্র-ছোড়ার ছিদ্রওয়ালা জায়গার ওখানে এক স্তূপের সবচেয়ে ওপরের ভাগে। এখনকার দিনের একজনও নশ্বর লোক, এমনকি সে যদি তার তারুণ্য ও শক্তির সর্বশীর্ষেও থাকে, ওই পাথর সহজে তুলতে পারবে না দুই হাত দিয়ে। কিন্তু অ্যাজাক্স ওটা উঁচুতে তুলে মারল ছুড়ে, টুকরো করে দিল এপিক্লিজের চার-শিংওয়ালা শিরস্ত্রাণ, তার মাথার সব হাড় একসাথে চূর্ণ করে দিল। এপিক্লিজ
৩৮৫ কোনো [ঝাঁপ-দেওয়া] ডুবুরির মতো পড়ে গেল উঁচু টাওয়ার থেকে, তার আত্মা ছেড়ে গেল তার হাড়গোড়। আর টিয়ুসার আঘাত হানল গ্লকাসের গায়ে, সে হিপোলোকাসের বলিষ্ঠ সন্তান। গ্লকাস তেড়ে আসছিল তাদের দিকে; তখন উঁচু দেওয়াল থেকে টিয়ুসার তীর ছুড়ল একখানি, সে দেখতে পেয়েছিল গ্লকাসের বাহু অনাবৃত হয়ে আছে। এভাবেই গ্লকাসকে টিয়ুসার বিরত করে দিল যুদ্ধ থেকে।
৩৯০ গ্লকাস চুপিসারে লাফিয়ে নেমে গেল দেওয়াল থেকে, যাতে করে গ্রিকদের কেউ দেখতে না পায় সে আঘাত পেয়েছে, আর তার প্রতি দম্ভভরে আস্ফালন না জানাতে পারে।

সারপিডন যখনই বুঝল যে গ্লকাস লড়াই ছেড়ে গেছে, বিমর্ষতা ঘিরে ধরল তাকে। তবু সে ভুলল না তার যুদ্ধের-বাসনা, বরং তার বল্লম সে নিশ্চিত লক্ষ্য নির্ধারণ করে, প্রবল ঠেলে ঢুকিয়ে দিল থেস্টরপুত্র আলক্‌মেয়নের দেহে, এবং
৩৯৫ আবার তা বের করল টেনে। আলক্‌মেয়ন বল্লমের সাথে তাল রেখে পড়ে গেল মাথা সামনে দিয়ে, তার দেহের চারপাশে ঝনঝন করে উঠল ব্রোঞ্জে-নকশা-তোলা বর্মসাজ। এবার সারপিডন তার শক্ত হাতে ধরল অস্ত্র-ছোড়ার ছিদ্রওয়ালা জায়গাটিকে, টান দিল—এর পুরোটাই খুলে পড়ল তাতে। এভাবে দেওয়ালের উপরের ভাগ অনাবৃত হয়ে গেল, সারপিডন সক্ষম হলো অন্য অনেকের জন্য পথ
৪০০ করে দিতে। কিন্তু এবার অ্যাজাক্স ও টিয়ুসার তার বিপক্ষে একই সময়ে এল। টিয়ুসার এক তীর মেরে আঘাত হানল সারপিডনের বুকে শরীর-রক্ষাকারী যে ঢাল সেটার চকচকে ঘাড়ে-ঝোলানো বেল্টের 'পরে, কিন্তু জিউস তার নিজ পুত্রের ওপর থেকে নিয়তির কালো থাবা সরিয়ে নিয়ে গেল। সে [জিউস] চাইল না সারপিডন এই জাহাজবহরের পশ্চাদ্ভাগে জীবন হারাক। তখন অ্যাজাক্স লাফ দিয়ে চড়ল তার 'পরে, সারপিডনের ঢালে প্রবল ধাক্কা মেরে বল্লম ঢুকিয়ে দেবে বলে, কিন্তু বল্লমের
৪০৫ মাথা ঢাল ভেদ করে যেতে ব্যর্থ হলো। তবে তার এই আক্রমণে সারপিডন চক্কর খেয়ে গেল ঠিকই। ফলে অস্ত্র-ছোড়ার ছিদ্রওয়ালা জায়গা থেকে সে অল্প পরিমাণ মাঠ ছেড়ে দিয়ে খানিক সরে এল, কিন্তু পুরো যে পিছিয়ে এল তা নয় বটে। কারণ তার মন তখনও আশান্বিত যে জয়ের মহিমা তারই হবে। সে ঘুরে গেল গোল হয়ে, দেবতা-সমতুল্য লিশানদের উদ্দেশে হাঁক দিল :

'হে লিশানেরা, তোমাদের উন্মত্ত পরাক্রমে কেন ঢিলে দিলে? আমি যত শক্তিশালী যোদ্ধা হই না কেন, আমার পক্ষে একা দেওয়াল ভেঙে জাহাজবহরের দিকে পথ করে দেওয়া কঠিন কাজই বটে। নাহ্ আসো সবাই আমার সাথে, যত বেশি সৈন্য হয় ততই উত্তম হবে।' ৪১০

এ-ই বলল সে। তখন সৈন্যদের চেপে ধরল তাদের রাজার তিরস্কার শুনবার ভীতি; তারা আরও অধিক সংখ্যায় ঘিরে দাঁড়াল তাদের মন্ত্রণাদাতা রাজার চারপাশে। আর তাদের বিপরীত দিকে, দেওয়াল অভ্যন্তরে, গ্রিকরাও তাদের ব্যাটালিয়নগুলোর শক্তি আরও বাড়িয়ে দিল—দু-বাহিনীর সামনে পড়ে রইল এখন এক বিশাল লড়াই। তখন না বলিষ্ঠ লিশানেরা পারছে গ্রিকদের দেওয়াল চূর্ণ করে জাহাজের দিকে পথ করে নিতে, না গ্রিক বর্শাধারী সেনারা পারছে দেওয়ালের কাছে চলে আসা লিশানদের ধাক্কা মেরে ঠেলে দিতে। ৪১৫ ৪২০

যেভাবে দুজন লোক জমি মাপামাপির লাঠি হাতে নিয়ে কোনো একই জমির সীমানাচিহ্ন-দেওয়া পাথরের পাশে হইচই বিবাদ শুরু করে, ছোট এক টুকরো মাটির সমান অংশীদার হতে চেয়ে দুজনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে—সেভাবে অস্ত্র-ছোড়ার ছিদ্রওয়ালা সামান্য জায়গার দুপাশে এরা দু বাহিনী, ওই জায়গার দখল নেবে বলে, আঘাত হেনে চলল একজন আরেকজনের বুকে বাঁধা ষাড়ের চামড়ার ঢালে। গোল গোল ঢাল ছিল সেইগুলি, লোম-লেগে-থাকা চামড়ায় তৈরি করা, সুতো-ফিতে সব ঝাপটাচ্ছে তাতে। অনেকেই আহত হলো মাংসের ওপরে নির্মম ব্রোঞ্জের সজোর ধাক্কায়—লড়াইয়ের কালে কেউ ঘুরছে বলে তার পিঠের দিক হয়তো গেল উন্মুক্ত হয়ে, আবার অনেকেই [আহত হলো] ব্রোঞ্জ সোজা ঢাল ভেদ করে ঢুকে গেল বলে। দেওয়াল ও অস্ত্র-ছোড়ার ছিদ্রওয়ালা জায়গাগুলি জুড়ে দু দলের মানুষেরই—যেমন ট্রোজানদের, তেমন গ্রিকদেরও—রক্ত সবখানে ছিটিয়ে পড়ল খুব করে। ৪২৫ ৪৩০

তারপরও ট্রোজানরা পারল না গ্রিকদের ছত্রভঙ্গ করে পেছনে হটিয়ে দিতে। গ্রিকরা তাদের মাটি ধরে থাকল যেভাবে নিজ হাতে কষ্ট করে পোশাক বোনা কোনো সাবধানী নারী দাড়িপাল্লা হাতে ধরে দু পাল্লায় বাটখারা ও পশম রাখে, দেখে নেয় [ওজনে] সমান হলো কি না, যাতে করে সে তার বাচ্চাদের জন্য সামান্য মজুরি ঠিকঠাক আয় করতে পারে°—সেভাবে যুদ্ধ ও লড়াই [দু পক্ষের মাঝে] সমানভাবে আজ টানটান হলো, যতক্ষণ জিউস সানুগ্রহে মহিমা না দিয়ে দিল প্রায়ামপুত্র হেক্টরের প্রতি। হেক্টরই প্রথম যে লাফ দিয়ে গ্রিক দেওয়ালের ভেতরে চলে গেল আর গগণভেদী এক চিৎকার ছেড়ে জোরে বলল ট্রোজানদের উদ্দেশে : ৪৩৫

৪৪০ ‘জাগো, ঘোড়া-বশ-মানানো ট্রোজানেরা, জাগো! গ্রিকদের দেওয়াল গুঁড়িয়ে দাও, জাহাজগুলোর দিকে বিস্ময়কর-প্রজ্জ্বলন্ত আগুন ছুড়ে মারো!’

এ-ই বলল হেক্টর; তাদের তাড়া দিল সামনের দিকে। তারা সবাই কানে শুনল তার এই আহ্বান। সকলে তারা একাট্টা হয়ে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ল দেওয়ালের ওপরে, হাতে ধারাল বল্লম নিয়ে উঠতে লাগল পরিখার সামনের বাঁধ বেয়ে। হেক্টর ৪৪৫ তার হাতে আঁকড়ে টেনে আনল পাথরখণ্ড এক, যেটা পড়ে ছিল তোরণের সম্মুখে—তলার দিকে চওড়া কিন্তু ধারাল হয়ে এ-পাথর উঠে গেছে ওপরের দিকে। আজকালকার নশ্বর মানুষেরা দুজন একত্রে মিলেও, এমনকি তারা যদি সবচে শক্তিশালী হয় তবু, সহজে এই পাথর মাটি থেকে তুলতে পারবে না গাড়ির ওপরে। কিন্তু হেক্টর কতো সহজে একাই তুলে ধরে দোলাল সেটা; চতুর-মন্ত্রণাদাতা ৪৫০ ক্রোনাসের ছেলে [জিউস] ওটা তার জন্য অমনই হালকা করে দিয়েছিল।

যেভাবে কোনো রাখাল সহজেই বয়ে নিয়ে যায় কোনো ভেড়ার লোমসম্ভার, এক হাতে ধরে ওই লোম, ওদের ওজন সামান্যও বোঝা বলে মনে হয় না তার কাছে—সেভাবে হেক্টর পাথর হাতে তুলে সোজা নিয়ে এল দরজাগুলির কাছে। ঘন-জোড়-দেওয়া, শক্ত আঁটা তোরণপথ, ওই দরজাতেই আটকানো ছিল—দুই ৪৫৫ দ্বার ছিল তার, উঁচু, আর দুটো আড়কাঠ দুদিক থেকে এসে দ্বার দুটো ধরে রেখেছিল ভেতরের দিকে, সেইসাথে একটা হুড়কায় বন্ধ করা ছিল ওগুলো। হেক্টর সেখানে পৌঁছাল, দাঁড়াল কাছে গিয়ে। তারপর মাটিতে পা সংহত করে নিয়ে, সজোরে [পাথরটা] সে মারল দুই দ্বারের মাঝ বরাবর ছুড়ে—দুই পা ফাঁক করে দাঁড়ানো ছিল সে, যেন তার এই মারার জোর কম না হয় কোনোভাবে। ৪৬০ সে ভেঙে ফেলল দুটো কবজাই, আর পাথরের নিজের ওজনই পাথরটাকে ভেতরে ফেলে দিল। দু পাশের দরজাই জোরে উঠল গুঙিয়ে, আড়কাঠ ওদের রাখতে পারল না ধরে; পাথরের ছুটে আসার প্রচণ্ড ধাক্কায় দরজাগুলি আলাদা টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল এদিকে ও ওইদিকে।

মহামহিম হেক্টর এবার লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল, তার চেহারা হঠাৎ নামা কোনো রাত্রির মতো।° ভয়ংকর ব্রোঞ্জে শরীর আবৃত হয়ে সে ঝলক দিচ্ছিল বেশ, ৪৬৫ হাতে ধরে ছিল দুখানা বল্লম। দেবতারা ছাড়া অন্য কেউ, তার সাথে দেখা হওয়া অন্য কেউই, তাকে থামাতে পারত না একবার তার দরজাপথ দিয়ে ওভাবে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ার পরে। আর এখন, তার দু-চোখে আগুন জ্বলজ্বল, সে গোল হয়ে ঘুরে দাঁড়াল জনতার দিকে—ট্রোজানদের উদ্দেশে দেয়াল পেরিয়ে চলে আসার আহ্বান জানাল জোরে। তারা তার এই আহ্বানে সাড়া দিল। অবিলম্বে তাদের কেউ কেউ উঠে গেল দেওয়ালের গা বেয়ে, অন্যেরা শক্তিশালী দুই দ্বারের মাঝ দিয়ে বানের মতো ভেতরে ঢুকে গেল। গ্রিকবাহিনী তাড়া খেয়ে ছত্রভঙ্গ পালাল সুগোল ৪৭১ জাহাজবহরের দিকে। জেগে উঠল বিরতিবিহীন এক তুমুল কোলাহল।

টীকা

১২:২০-২১ রিসাস...সিমোয়িসঃ আটটি নদীর নামের এই তালিকা নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক, দুধরনের গবেষকেরাই বিস্তর বলেছেন। প্রথম চারটি নদীকে আজও নিশ্চিত করে চিহ্নিত করা যায়নি; গ্রিনিকাস ও ঈসিপাস আজও বয়ে যাচ্ছে ট্রোয়াড অঞ্চলের পূবে; এবং স্কামান্দার ও সিমোয়িস নদী দুটিকে খুঁজে পাওয়া গেছে ট্রয়ের (বর্তমান তুরস্কের হিসারলিক) কাছেই।

১২:৪-৩৩ এই দেওয়াল তারা...সুন্দর-প্রবাহিত জলঃ কৌতূহলোদ্দীপক এক তথ্য। অ্যারিস্টটল দাবি করেছেন যে এখানে কবি আসলে বুদ্ধি করে ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেন যে কেন তার জীবনকালে এই দেওয়ালের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। দেখুন টীকা ৭:৩৩৭।

১২:৪৬-৪৭ তার সে সাহসের...সর্বনাশ আসেঃ এই উপমায় হেক্টরের মৃত্যুর পরিষ্কার পূর্বাভাস লুকানো আছে। এখানে আমাদেরকে অবশ্য পঙ্ক্তি ১৫০-এ একইরকম পশু-বিষয়ক আরেকটি উপমার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। ঐ উপমাতে কোনো পূর্বাভাস জাতীয় কিছু নেই।

১২:৫০-৫৩ কিন্তু তার দ্রুত-পা...ভয় ঢুকে গেলঃ এটা পরিষ্কার যে ঘোড়াগুলো যদি রথটানা ঘোড়া হয় তাহলে ওদের পক্ষে পরিখা লাফিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয়, আর যদি রথবিহীন হয়, তাহলে হয়তো তারা লাফ দিয়ে পরিখা পেরোতে পারবে। কিন্তু বিষয় হচ্ছে, *ইলিয়াড*-এ কোনো যোদ্ধারই ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করার কোনো কথা বা দৃশ্য নেই। সেখানে যোদ্ধারা লড়ে রথে চড়ে (একমাত্র ব্যতিক্রম দশম পর্বে দুই গ্রিক বীর রাতের অভিযান শেষে ঘোড়ার পিঠে করে ফেরত আসে গ্রিক শিবিরে)।

১২:৮৬ বিন্যস্ত হলো মোট পাঁচ দলেঃ এর প্রথম তিনটি দল ট্রোজানদের নিয়ে গঠিত। চতুর্থটি তাদের প্রতিবেশি দারদানিয়ান বাহিনী, আর শেষেরটি মিত্রসেনাদের নিয়ে গড়া একমাত্র দল। এ বিষয়টি কিছুটা বিভ্রান্তিকর, কারণ *ইলিয়াড*-এর অন্যত্র এই ইঙ্গিত আছে যে (২:১২৩-১৩৩) ট্রোজানদের চাইতে তাদের মিত্রবাহিনীর আকার বড় ছিল।

প্রতিটি দলে তিনজন করে মোট পনেরজন নেতার কথা বলা হয়েছে এখানে। এদের অর্ধেকই মারা যাবে *ইলিয়াড*-এর দ্বিতীয় অর্ধে। বেঁচে থাকবে কেবল তারা যাদের কথা উল্লেখ আছে *ইলিয়াড*-উত্তর কিংবদন্তীগুলোয়, যেমন প্যারিস ও ঈনিয়াস। ১৬:৩৪২ পঙক্তিতে মেরাইয়োনিজের হাতে একজন আকামাসকে মারা যেতে দেখি আমরা; সে-ই এ পর্বের ১০০ নং পঙক্তির আকামাস কি-না, নাকি একই নামের অন্য কেউ, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দুরুহ।

১২:৯৫-৯৬ যোদ্ধা এইসিয়াস...সেলিয়িস নদীরঃ দ্বিতীয় পর্বের ৮৩৫-৮৩৯ সংখ্যক পঙক্তি দ্রষ্টব্য।

১২:১১২-১১৭ বোকা ছিল সে...ঘিরে ধরল তাকেঃ ১৩তম পর্বে পঙক্তি ৩৮৩-৩৯৩ অংশে এইসিয়াসের মৃত্যুর স্পষ্ট পূর্বসংকেত।

১২:১৩৯-১৪০ রাজা এইসিয়াসকে...ঈনোমেয়াসঃ এইসিয়াস ও তার পাঁচ সঙ্গীর সকলেই সামনের যুদ্ধগুলোয় নিহত হবে। আইয়ামেনুস ও অরেস্তেসের মৃত্যু আমরা দেখবো এ পর্বেই (পঙক্তি ১৯৩-১৯৪), আর অন্যদেরটা ১৩তম পর্বে। আডামাস এইসিয়াসপুত্রই, যদিও ১৭:৫৮৩-তে আমরা এইসিয়াসের অন্য আরেক পুত্রের কথা জানবো।

১২:২৪০ বাঁয়ের গাঢ় অন্ধকার অভিমুখে: অর্থাৎ সূর্যাস্তের দিকে বা পশ্চিম দিকে। মনে রাখতে হবে যে গ্রিক শিবির ছিল হেলেস্পন্টের দক্ষিণ উপকূলে, অতএব ট্রোজানবাহিনীর মুখ উত্তরদিকে ছিল। তাই পশ্চিম তাদের বাম দিকে বটেই।

১২:৩৩১-৩৩২ মেনেসৃথিয়ুস...কেঁপে উঠল ভয়ে: আথেনিয়ান বাহিনীর নেতা মেনেস্থিয়ুস *ইলিয়াড*-এ সত্যি এক অনুল্লেখযোগ্য, অনাকর্ষণীয় চরিত্র এবং ভীতু ধরনের সেনানায়ক।

১২:৪৩৩-৪৩৬ যেভাবে নিজ হাতে...আয় করতে পারে: দাড়িপাল্লা প্রসঙ্গে হোমারের এই সাধারণ মানুষদের জীবন থেকে নেওয়া উপমাটিতে বাড়তি তথ্য এক নারী কিভাবে তার সন্তানদের জন্য মজুরি আয় করে তা এখানে উল্লিখিত তুলনাটির জন্য প্রাসঙ্গিক নয় ঠিকই, কিন্তু তা মানুষের জীবন সংগ্রাম বিষয়ে কবির মায়া বা সহানুভূতিকেই ফুটিয়ে তোলে। *ঈনিদ* মহাকাব্যে ভার্জিল (*ঈনিদ* ৮: ৪০৮-৪১৩) এই উপমাটিকেই টেনে আরও বাঙ্ময় করে ফুটিয়ে তুলেছেন পরবর্তীকালে।

১২:৪৬৩-৪৬৪ তার চেহারা...রাত্রির মতো: হেক্টরের হোরা এই যে হঠাৎ নামা রাত্রির মতো, এর দুটো সমান্তরাল একই প্রকাশ আছে হোমারে। অ্যাপোলো এর আগে 'রাত্রির মতন' নেমে এসেছিল গ্রিক জাহাজবহরের কাছে (১:৪৭); আর *অডিসি* মহাকাব্যে হেরাক্লিস ভূত বা আত্মাদের মধ্যে দিয়ে তার ধনুক তাক করে হেঁটে যায় একইরকম 'অন্ধকার রাতের মতন' (*অডিসি*—১১:৬০৬)।

পর্ব - তেরো

জাহাজবহরে আক্রমণ

দেবতারা যুদ্ধে যোগ দেবে না এই বিশ্বাসে জিউস তাকাল অন্যদিকে—পসাইডন এ সুযোগে গ্রিকদের নতুন করে উজ্জীবিত করল—অ্যাজাক্স হেক্টরকে তাড়িয়ে দিল সাময়িকভাবে—পসাইডনের উৎসাহে আইডোমেন্যুস নেতৃত্ব দিল গ্রিক প্রতি-আক্রমণের—হেক্টর ট্রোজানদের আবার জাগাল, আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল আক্রমণে।

বিষয়বস্তু

১৩ ও ১৪তম পর্বে ইলিয়াড-এর প্লট পাঠকের প্রত্যাশিত পথে না গিয়ে উল্টো পথে হাঁটল যেন। এর আগের পর্বের শেষে ট্রোজানরা গ্রিক দেওয়াল ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেছে, অতএব তখন তাদের শুধু জাহাজে আক্রমণ করাটাই বাকি ছিল। ঠিক এসময় কবি জানালেন, যুদ্ধ থেকে জিউসের মনোযোগ এখন অন্যত্র সরে গেছে। এই সুযোগে গ্রিকরা যুদ্ধে নবোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্রোজানদের তাড়িয়ে দিল জাহাজবহরের কাছ থেকে। ১৫তম পর্বে গিয়েই কেবল ট্রোজানরা আবার সামনে এগোবে। গ্রিকদের এই প্রতি-আক্রমণের পেছনে দেবতাদের হাতই মুখ্য—এই পর্বে জিউস (যে দেবতা যা কিছু ঘটে তার সবকিছুর জন্যই দায়ী) সাময়িকভাবে দৃষ্টি সরাল অন্যত্র; আর ১৪তম পর্বে দেবী হেরা জিউসকে কামনার ফাঁদে ফেলে দূরে রাখবে যুদ্ধের মাঠ থেকে। যুদ্ধ থেকে জিউসের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই তখন গ্রিকপক্ষের শক্তিধর দেবতা পসাইডন গ্রিকদের সাহায্যে যা কিছু করার তা করতে সক্ষম হবে। এ পর্বে পসাইডন গ্রিকদের

সহায়তা দিচ্ছে প্রচ্ছন্নভাবে; কিন্তু এর পরের পর্বে—জিউস যখন হেরার সঙ্গে বিছানায়—সে তা করবে প্রকাশ্যে। লক্ষণীয় যে, পর্ব ১১ ও ১২-তে ট্রোজানদের সাফল্য প্রথম পর্বে অ্যাকিলিসের মা থেটিসকে দেওয়া জিউসের শপথের পূরণ—অর্থাৎ ট্রোজানরা এমনভাবে জিততে থাকবে যে, গ্রিকবাহিনী যুদ্ধে অ্যাকিলিসের অভাব টের পাবে হাড়ে হাড়ে, এবং তখন তাকে সেরা গ্রিকযোদ্ধার সম্মান দিয়ে যুদ্ধে ফিরিয়ে আনার মিনতি জানাবে। নবম পর্বে অ্যাকিলিস শেষমেশ গ্রিক দূতদের জানায় যে সে যুদ্ধে ফিরবে কেবল তখনই, যখন হেক্টর তার জাহাজে আগুন দেবে। ১২তম পর্বে এসে হেক্টর তার সৈন্যদের গ্রিকজাহাজে এই আগুন ধরিয়ে দেওয়ারই স্পষ্ট আহ্বান রেখেছিল (১২: ৪৪০-৪৪১)। ঠিক এরকম একটা সময়ে কেবল হোমারের মতো শক্তিশালী কবির পক্ষেই সম্ভব হেক্টরের গ্রিক জাহাজবহর আক্রমণকে আরও হাজার দুয়েক লাইন পিছিয়ে দেওয়া, শ্রোতা/পাঠকের প্রত্যাশার পূরণকে আপাতত ঝুলিয়ে রাখা। এ-পর্বে আমরা পাই আইডোমেন্যুসের বীরগাথার সাক্ষাৎ, যেমনটা আগে পেয়েছি ডায়োমিডিজ ও আগামেমননের। এ-পর্ব থেকে ট্রোজানদের যে পরাজয়ের শুরু হলো, তা আবার মোড় ঘুরবে ১৫তম পর্বে তাদের জিউস-উদ্দীপিত সাফল্যের মধ্য দিয়ে; অতএব ১৬তম পর্বে অ্যাকিলিসের প্রতি প্যাট্রোক্লাসের যুদ্ধে ফেরার আবেদন তখন আরও নাটকীয় মাত্রা পাবে। একদিকে পর্ব ১১ ও ১২ এবং অন্যদিকে পর্ব ১৪ ও ১৫-র মাঝখানে এই ১৩তম পর্বটি দাঁড়িয়ে আছে ১৬তম পর্বের মহা-ট্র্যাজেডির জন্য জরুরি এক প্রেক্ষাপট হয়ে।

সারসংক্ষেপ

১-৫৮: জিউসের দৃষ্টি ট্রোজান সমতল থেকে সরে গেছে দেখামাত্র গ্রিকপক্ষের দেবতা পসাইডন যুদ্ধে নাক গলাল।

৫৯-১৫৪: নতুন সাহস বুকে নিয়ে যুদ্ধে নামতে দেরি করল না গ্রিকরা।

১৫৫-১৬৮: গ্রিক বীর মেরাইয়োনিজের বল্লম ভেঙে গেল, সে ফিরে এল গ্রিক শিবিরে।

১৬৯-২০৫: গ্রিকরা আগ্রাসনে; কিন্তু ট্রোজানদের হাতে নিহত হলো দেবতা পসাইডনের নশ্বর নাতি অ্যামফিম্যাকাস।

২০৬-৩২৯: শোকাহত দেবতার উদ্দীপনায় গ্রিক বীর আইডোমেন্যুস সাজল যুদ্ধের সাজে; তার সঙ্গে দেখা হলো নিজ বাহিনীর মেরাইয়োনিজের, যে তাঁবুর দিকে আসছিল বল্লম বদলে নিতে। তারা একত্রে যুদ্ধে যোগ দিল সৈন্যসারির বাম দিকে।

৩৩০-৩৬০: জিউসের ইচ্ছা ও পসাইডনের ইচ্ছা দাঁড়িয়ে গেল ঠিক বিপরীতমুখী অবস্থানে; তীব্র আকার ধারণ করল যুদ্ধ।

৩৬১-৪৫৪: আইডোমেন্যুসের বীরগাথার শুরু। তার হাতে মারা পড়তে লাগল ট্রোজানরা; ট্রোজানদের নিয়ে ঠাট্টা-পরিহাস করল সে।

৪৫৫-৫২৫: ট্রোজান ঈনিয়াস ও ডিয়িফোবাস একসঙ্গে মিলে আইডোমেন্যুসকে বাধ্য করল পিছু হটতে। ডিয়িফোবাসের হাতে মারা গেল যুদ্ধদেব আইরিজের পুত্র, কিন্তু আইরিজের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল সেটা।

৫২৬-৬৭২: গ্রিক মেরাইয়োনিজের হাতে ডিয়িফোবাস আহত; পর পর কিছু বিজয়ের মাধ্যমে গ্রিকবাহিনী ধরে রাখল তাদের এ-দিনকার বিজয়।

৬৭৩-৮৩৭: সৈন্যব্যূহের মাঝখানে লড়াই করতে থাকা হেক্টর নাজেহাল হতে লাগল গ্রিকদের তীর-বর্শার বৃষ্টিতে। পলিডামাস হেক্টরকে উপদেশ দিল অন্য ট্রোজান নেতাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে নেওয়ার। ভাই প্যারিস হেক্টরকে জানাল বাম দিকে যুদ্ধ করা অনেক ট্রোজান মৃত বা আহত হয়েছে; হেক্টর পুনরুজ্জীবিত করল তার বাহিনীকে। অ্যাজাক্সের নেতৃত্বে গ্রিকরা প্রতিহত করল হেক্টরের আক্রমণ।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

১১তম পর্বে শুরু হওয়া *ইলিয়াড*-এর ২৮তম দিন এখনও চলছে। ঘটনাস্থল ঈজিয়ান সাগরের হেলেস্‌পন্ট প্রণালীর সাগর সৈকতে ঘাঁটি গাড়া গ্রিকশিবির ও কিছুটা সামনে তাদের নতুন-বানানো প্রতিরক্ষা দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থান।
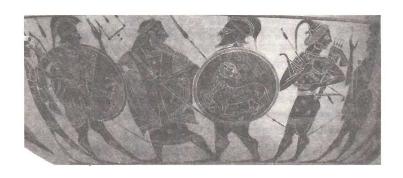
চিত্র ১৫. ক্যালকাসের ছদ্মবেশে দেবতা পসাইডন। দুই অ্যাজাক্সের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দৈবজ্ঞের ত্রিশূল হাতে ধরা পসাইডন যুদ্ধে নামতে তাড়না দিচ্ছে গ্রিকদের। একদম বাঁয়ে ছোট অ্যাজাক্স বা লোক্রিয়ান অ্যাজাক্স। আর পসাইডনের মুখোমুখি বড় অ্যাজাক্স বা টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স। অ্যাজাক্সের হাতে তার টাওয়ার-সদৃশ ঢাল নয়, বরং আছে এক বৃত্তাকার ঢাল যেটিতে এক ভেড়ার ছবি আঁকা। এই অ্যাজাক্সের পেছনে তার তীরন্দাজ ভাই টিয়ুসার। টিয়ুসারের পেছনে এক অনামা যোদ্ধা, যার পেছনে দেখা যাচ্ছে আরেকজনের পা ও ঢালের একটুখানি। (আথেনিয়ান মদের পেয়ালা, খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ সন)

এখন জিউস, ট্রোজানদের ও হেক্টরকে জাহাজের কাছে নিয়ে আসার পরে, সকল যোদ্ধাকে ওখানে ছেড়ে রাখল [যুদ্ধের] বিরামহীন খাটুনি ও দুর্দশা সয়ে যেতে এবং সে নিজে তার উজ্জ্বল চোখ সরাল অন্যদিকে, তাকাল দূরে—থ্রেশান অশ্ব-খামারিদের দেশ পানে; আর মিশানদের ওদিকে—যারা হাতাহাতি লড়াইয়ে পারঙ্গম খুব; এবং কুলীন হিপিমোলজাইদের বাসভূমির দিকে—যারা মাদি ৫ ঘোড়ার দুধ পান করে; আর অ্যাবিয়াইদের দেশের ওদিকে—যারা মানুষের মধ্যে সবচে সভ্য মানসিকতার বটে।° সে তার উজ্জ্বল দৃষ্টি আর একদমই দিল না ট্রয়ের দিকে, কারণ তার মনে এ বিশ্বাস° ছিল যে অমর দেবদেবীর কেউই কাছে আসবে না ট্রোজানদের বা গ্রিকদের কোনো সহায়তা দিতে।

কিন্তু ভূ-কম্প তোলা [পসাইডনের] নজর এড়ালো না এসব কিছুই। সে অরণ্য- ১০ ভরা সামোথ্রেইসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের° উচ্চতায় বসে বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখছিল যুদ্ধ ও লড়াই। কারণ সেখান থেকেই পরিষ্কার দেখা যায় আইডা পর্বতের সব; স্পষ্ট দেখা যায় প্রায়ামের ট্রয় নগরী ও গ্রিকদের জাহাজবহর। সাগর থেকে সে উঠে আসার পরে, ওখানে বসে গ্রিকদের জন্য তার দয়া হচ্ছিল খুব, কারণ তারা মার ১৫ খাচ্ছিল ট্রোজানদের হাতে; তাই মহাক্রোধে সে ফুঁসছিল জিউসের প্রতি। অবিলম্বে পসাইডন নেমে এল বন্ধুর পাহাড়চূড়া থেকে, লম্বা লম্বা দ্রুত পদক্ষেপে সামনে এগোলো; উঁচু পর্বতমালা ও অরণ্যানী কেঁপে কেঁপে উঠল পসাইডন যখন যাচ্ছিল তার অবিনশ্বর পায়ে হেঁটে। তিনটা দীর্ঘ পদক্ষেপ নিল সে, আর চতুর্থ পদক্ষেপে ২০ পৌঁছে গেল লক্ষ্যে তার—ঈজিতে,° যেখানে সাগর অতলে গড়া আছে তার বিখ্যাত প্রাসাদ—সোনালি ও ঝলমলে, যা কিনা কোনোদিনও ধ্বংস হবার নয়। সেখানে পৌঁছে সে তার রথের নীচে জুতে দিল তার দুই ব্রোঞ্জ-খুর ঘোড়া—ওরা ত্বরিত উড়তে পারে, ওদের রয়েছে ঢেউ-তোলা সোনার কেশর। সে তার শরীর ঢেকে নিল সোনার পোশাকে, হাতে ধরল সুন্দর-বানানো সোনার চাবুক, পা রাখল রথে, ২৫ আর ঢেউয়ের ওপর রথ ছুটিয়ে রওনা দিল শেষে। সাগরের অতলে সাগর-দানোরা তার চলার পথের নীচে সব দিকে লম্ফঝম্প শুরু করে দিল, কারণ তারা ভালোমতোই চিনতো তাদের প্রভুকে। তার সামনে সাগর খুশিতে দু পাশে সরে গেল, আর সে পথের মাঝ দিয়ে বেগবান টগবগ চলল ঘোড়াদুটি; রথের ব্রোঞ্জে- বানানো অক্ষদণ্ড জলের নীচে ভিজল না একটুও। সেভাবেই বল্গিত ভঙ্গিমায় তেজি ৩০ ঘোড়াগুলি গ্রিকদের জাহাজের কাছে নিয়ে এল তাদের প্রভুকে।

গভীর সাগরের তলদেশে আছে এক প্রশস্ত গুহা,° টেনেডস দ্বীপ ও উঁচু-নীচু ইমব্রোসের মাঝামাঝি। সেখানে পসাইডন, মাটি কাঁপানো দেব, থামাল তার ৩৫ ঘোড়া, খুলে নিল ওদেরকে রথ থেকে, ওদের সামনে ছড়িয়ে দিল চিবানোর জন্য অমৃত-অমর বিচালি, আর সোনার দড়িতে বেঁধে দিল ওদের পাগুলি। ওই দড়ি ওরা না পারবে ছিঁড়তে, না ঢিলা দিতে, অর্থাৎ তারা যেখানে আছে সেখানেই স্থির থাকবে তাদের প্রভুর ফেরা অবধি। এরপর সে [পসাইডন] নিজে গেল গ্রিকবাহিনীর দিকে।

ওখানে ট্রোজানেরা সবাই মিলে এক দেহ হয়ে, অগ্নিশিখা বা ঝড়ের ঝাপটার ৪০ মতো প্রচণ্ডতা নিয়ে যাচ্ছিল প্রায়ামপুত্র হেক্টরের পিছু পিছু। কণ্ঠে তাদের জোর হুঙ্কার ও চিৎকার, আর মনে বিশ্বাস যে তারা গ্রিক জাহাজবহর দখল করে নেবে, আর ওখানেই জবাই দেবে সবচে সাহসী গ্রিক যোদ্ধাদের। কিন্তু তখন পসাইডন—পৃথিবীকে হাতে-তোলা দেব, পৃথিবীতে ভূ-কম্প আনা দেব—অতল সাগর থেকে উঠে এসে মনস্থির করল সে ক্যালকাসের রূপ ধারণ করে, ক্যালকাসের চেহারা ও অক্লান্ত কণ্ঠ নকল করে, গ্রিকদের উৎসাহ জোগাবে। ৪৫ প্রথমে সে কথা বলল দুই অ্যাজাক্সের প্রতি, যদিও তারা দুজনে—নিজেরাই—যুদ্ধে খুব ব্যগ্র হয়ে ছিল :

'হে অ্যাজাক্স দুজন, তোমরা দুজন মিলে গ্রিকদের রক্ষা করতে পারো যদি তোমরা তোমাদের শক্তিতে বিশ্বাস রাখো, যদি কোনো শীতল ছত্রভঙ্গ-পিছু-হটার কথা স্থান না দাও মনে। অন্যত্র আমার কোনো ভয় নেই ট্রোজানদের ৫০ অজেয় হাত নিয়ে; যদিও তারা বিশাল দলে দলে বেয়ে উঠেছে আমাদের মহা প্রাচীর, তবু [আমি জানি] মজবুত বর্মে হাঁটু-ঢাকা গ্রিকবাহিনী তাদের সকলকে সর্বত্র থামিয়ে দেবে ঠিকই। নাহ্, আমার অবাক-করা ভয়টুকু বরং এই স্থান নিয়ে, আমরা না আবার এখানে কোনো অশুভ কিছুর চক্করে পড়ে যাই, কারণ এখানেই ঐ পাগলা-লোক [হেক্টর] নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে কোনো অগ্নিশিখার মতো করে; হ্যাঁ, হেক্টর যে নিজেকে বড়াই করে পরাক্রমশালী জিউসের পুত্ররূপে। ৫৫ আহ, শুধু যদি কোনো দেবতা এসে তোমাদের দুজনের মনে এ-বিশ্বাসটুকু ঢুকিয়ে দিত যে তোমরা এখানেই দৃঢ় দাঁড়িয়ে থাকো, অন্যদেরও একই কাজ করতে বলে দাও, আর তাহলেই তোমরা পারবে হেক্টরকে তার ব্যগ্রতা সত্ত্বেও দ্রুতচারী জাহাজ থেকে পেছনে হটিয়ে দিতে, এমনকি যদি অলিম্পিয়ান [জিউস] স্বয়ং তাকে সামনে ঠেলে দেয় তবু, [তাহলে কতো ভালোই না হতো]।

এই কথা বলে পৃথিবী হাতে-ধরা ও ভূ-কম্প আনা দেব [পসাইডন] তার ৬০ লাঠি দিয়ে মারল দুজনকে এবং তাদের বুক ভরে দিল শৌর্য ও শক্তিতে, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে উঠিয়ে নিল সব ভার—দুই পা ও ওপরের দু-হাত, সবটা থেকে। আর সে নিজে এক দ্রুত-ডানার বাজের মতো করে—যে পাখি ঝটপট

সামনে উড়ে যায়, খুব উঁচু পাহাড়ের শিলার ওপরে স্থির ভেসে থাকে, তারপর ছোঁ মেরে ছুটে যায় সমতলের দিকে অন্য কোনো পাখিকে তাড়া করবে বলে— তাদের কাছ থেকে ত্বরিত দূরে উড়ে গেল; সে পসাইডন, ভূ-কম্প আনা দেব। ৬৫ দুজনের মধ্যে প্রথমে ওয়িলিয়ুসপুত্র দ্রুতগতি [ছোট] অ্যাজাক্স চিনতে পারল দেবতাকে। তৎক্ষণাৎ বলল সে টেলামনপুত্র অ্যাজাক্সের প্রতি :

'অ্যাজাক্স, দেখেছ অলিম্পাসবাসী দেবতাদের কেউ একজন দৈবজ্ঞ [ক্যালকাসের] চেহারা নিয়ে আমাদের দুজনকে বলে গেল জাহাজের পাশে লড়ে যেতে। না, সে আমাদের ভবিষ্যদ্বক্তা, পাখি দেখে সব সংকেত ব্যাখ্যাকারী ক্যালকাস ছিল না মোটে। আমি তাকে সহজে দেখেই চিনেছি। সে যখন চলে ৭০ যাচ্ছিল, তখন পেছন থেকে তার পায়ের পাতা ও পায়ের ছাপ দেখে আমি বুঝে গেছি; দেবতাদের চেনা সহজ কাজই বটে। আর দ্যাখো, আমাদের বুকের মাঝে হৃদয়ও কেমন যুদ্ধে যেতে ও লড়তে এখন আরও বেশি আকুল-অধীর। সেইসাথে নীচে আমার দুই পা ও ওপরে দুই হাত, তারা রীতিমতো উসখুশ করছে [যুদ্ধ] শুরু করবে বলে।' ৭৫

তার কথার জবাবে বলল টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স :

'একইরকম আমারও—আমার অজেয় দুই হাত ছটফট করছে বল্লম আঁকড়ে ধরবে বলে। আমার শক্তি উঠেছে জেগে। আমার পা দুটো শরীরের নীচে আকুল দ্রুত ছুটে যেতে। আমি ব্যগ্র হয়ে আছি প্রয়োজনে একা লড়তে প্রায়ামপুত্র হেক্টরের সাথে—হেক্টর, যে অবিরাম ফুঁসে চলেছে খুব।' ৮০

এভাবেই তারা দুজন কথা বলল একে অন্যের সাথে। দেবতা তাদের হৃদয়ে যুদ্ধের যে প্রচণ্ডতা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে তাতে তারা আহ্লাদিত ছিল বড়। ইতিমধ্যে পৃথিবী হাতে-ধরা দেব জাগিয়ে তুলেছে অন্য গ্রিকদেরও, যারা দ্রুত-ছোটা জাহাজের পাশে আছে পেছনের দিকে, চেষ্টা করছে মুক্ত বাতাসে মন তরতাজা করে নিতে। নিষ্ঠুর পরিশ্রমে তাদের হাত-পা সব এসেছে ঢিলে হয়ে, আর তাদের হৃদয়ে এটা ৮৫ দেখে দুঃখ জেগেছে খুব যে ট্রোজানরা কীভাবে বিশাল সংখ্যায় উঠে পড়ছে প্রকাণ্ড দেওয়ালের 'পরে। আহ্, ট্রোজানদের তাকিয়ে দেখে তাদের ভুরুর নীচ থেকে অশ্রু গড়ালো, কারণ তারা ভাবেনি যে আর তারা পারবে বিনাশ এড়িয়ে যেতে।

কিন্তু এখন ভূ-কম্প তোলা দেব স্বচ্ছন্দে যাচ্ছে তাদের মাঝ দিয়ে, জাগিয়ে তুলছে বিশেষত শক্তিশালী ব্যাটালিয়নগুলি। প্রথমে গেল সে টিয়ুসারের কাছে, ৯০ এরপরে লিয়িটাস—তাদের সে তাড়া দিল; সেইসাথে যোদ্ধা পিনেলিওস, থোয়াস ও ডিয়িপিরাস, আর রণহুঙ্কারের প্রভু মেরাইয়োনিজ ও অ্যান্টিলোকাসকেও। এদের উদ্দেশে বলল সে, তাড়না দিল তার ডানাওয়ালা কথা বলে :

'ধিক তোমাদের, গ্রিক যোদ্ধারা, স্রেফ বাচ্চা খোকা সব! জাহাজ রক্ষার ৯৫ কাজে আমি বিশ্বাস রেখেছিলাম তোমাদের লড়াইয়ের ওপরে। কিন্তু যদি তোমরা

এখন পিছিয়ে যাও যুদ্ধের নির্মমতা দেখে, তাহলে নিশ্চিত [বলব] আমাদের জন্য সেই দিন এসে গেছে যেদিন আমরা নিশ্চিহ্ন হব ট্রোজানদের হাতের নীচে। ওহ্, কী লজ্জা! আমি আমার চোখ দিয়ে যা দেখতে পাচ্ছি তা যে আশ্চর্য খুবই। এমন
১০০ ভয়াবহ কিছু কখনও দেখতে হবে বলে ভাবিনি আমি—হাহ্, ট্রোজানরা কিনা এগিয়ে আসছে আমাদের জাহাজের দিকে! অতীতে ওরা ছিল স্রেফ ভীত-সন্ত্রস্ত হরিণের মতো, যে হরিণ বনের ভেতরে শুধু শিকার হতে জানে শেয়াল, চিতা ও নেকড়েদের হাতে; ওরা জানে ওদের ভীরুতা নিয়ে লক্ষ্যহীন ঘোরাঘুরি শুধু, আর ওদের ভেতরে লড়াইয়ের ক্ষুধা থাকে না কোনো। আগেকার দিনে ওরকমই
১০৫ করত ট্রোজানরা; কোনদিনও গ্রিকদের শক্তি ও হাতের মুখোমুখি হতে, তাদের সামনে দাঁড়াতে রাজি হতো না তারা, না, এক মুহূর্তের জন্যও নয়। কিন্তু দ্যাখো, এখন তারা তাদের শহর থেকে দূরে লড়ে যাচ্ছে সুগোল জাহাজবহরের পাশে—এর সবই আমাদের নেতার হীনতা ও আমাদের সেনাদের ঢিলেমির হেতু, যারা নেতার সাথে কলহের কারণে ইচ্ছে হারিয়ে ফেলেছে দ্রুতছোটা জাহাজ বাঁচানোর,
১১০ বরং খুন হয়ে চলেছে তাদের [ট্রোজানদের] মাঝে পড়ে। কিন্তু যদি সত্যি এমনটা হয়েও থাকে যে এসবের কারণ অ্যাট্রিউসের যোদ্ধাপুত্র সর্বস্থানের শাসক আগামেমনন নিজে, যেহেতু সে বিরাট অমর্যাদা করেছিল পেলিউসের দ্রুতপায়ের পুত্রের প্রতি, তারপরও এমন তো কোনোভাবে হতে পারে না যে আমরা যুদ্ধে মাঠ ছেড়ে দেব। নাহ, যে ভুল আমরা করেছি তার দ্রুত প্রতিকার করি চলো।
১১৫ ভালোমানুষের হৃদয় নিজেকেই শুধরে নেয় নিজে। তোমাদের মতো প্রচণ্ড সাহসীদের এভাবে ঢিলে দিয়ে থাকা শোভা পায় না আর, তোমরা যারা বাহিনীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সব। যুদ্ধে মাঠ ছেড়ে দিচ্ছে বলে আমি তার সাথে ঝগড়া বাধাবো না যে কিনা এমনিতেই অনর্থ এক লোক; কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে সত্যি বুকের মাঝে অনেক ক্ষেপে আছি আমি। তোমরা যতো দুর্বলেরা, শীঘ্র তোমাদের এই
১২০ শিথিলতা থেকে ডেকে আনবে আরও বড় সর্বনাশ। নাহ্, আসো তোমরা প্রত্যেকে মনে গেঁথে নাও লজ্জা ও ভর্ৎসনার বোধ। দ্যাখো এখন যে যুদ্ধ জেগেছে তা খুব প্রচণ্ডই বটে—হেক্টর, রণহুঙ্কারে পারদর্শী বড়, সে লড়ে যাচ্ছে জাহাজবহরের পাশে। প্রচণ্ড শক্তি রাখে ওই লোক, আর দ্যাখো সে ইতিমধ্যে ভেঙে দিয়েছে তোরণদ্বার ও তাদের লম্বা আড়কাঠ।'

১২৫ এভাবেই পৃথিবী বেষ্টন-করা দেব তার আদেশসূচক কথা দিয়ে জাগালো গ্রিকদের; দুই অ্যাজাক্সকে ঘিরে তাদের ব্যাটালিয়নগুলি অবস্থান নিল। তারা এতটাই শক্তি ও পরাক্রম রাখে যে স্বয়ং যদি যুদ্ধদেব আইরিজের দেখা হতো তাদের সাথে, আইরিজ তাদের অবজ্ঞা করার মতো পেত না কোনো কিছু; একই জিনিস ঘটত যদি সেটা অ্যাথিনাও হতো—অ্যাথিনা, সেনাদের তাড়না দেওয়া

দেবী। এবার তাদের মাঝ থেকে বেছে নেওয়া সবচে সাহসীরা দাঁড়াল ট্রোজানদের ও দেবতুল্য হেক্টরের আগ্রাসনের মুখে। বল্লমের পরে বল্লম তাদের　১৩০
জন্য বেড়া হয়ে গেল, ঢালের গায়ে ঢুকে গেল অন্য ঢাল, শিরস্ত্রাণের 'পরে থাকল শিরস্ত্রাণ আর মানুষের ওপরে মানুষ। এবং এই সৈন্যেরা যেই নাড়াচ্ছে তাদের মাথা, উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণের খাঁজে চড়ানো ঘোড়ার-কেশরের ঝুঁটি একটা লেগে যাচ্ছে অন্যটার সাথে—এতটাই ঘনবদ্ধ দাঁড়ানো তাদের সারিগুলি, একটা আরেকটার পাশাপাশি; আর যখন তারা আন্দোলিত করছে তাদের বলিষ্ঠ হাতে ধরা বল্লম, একটা [বল্লম] উঠে যাচ্ছে অন্যটার গায়ে। তাদের মনে কোনো　১৩৫
দোনোমনা নেই, তারা উৎসুক ও অধীর যুদ্ধে নামবে বলে।

এরপর ট্রোজানরা আগালো একসাথে একদল হয়ে, তাদের নেতৃত্বে আছে হেক্টর। তারা ঠেলে সামনে এল এক বিরাট পাথরের মতো, যাকে শীতের বৃষ্টিতে ফুলে-ফেঁপে ওঠা নদী কোনো উঁচু খাড়া পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে ঠেলে দেয় নীচে; সে নদীর অবর্ণনীয় বান সেই ক্রূর পাথরের ভিত্তিমূল উড়িয়ে দিয়ে থাকে; পাথরটি উঁচুতে ওঠে লাফ দিয়ে, উড়ে উড়ে চলে, বনের গাছেরা এর নীচে যায়　১৪০
চূর্ণ হয়ে, এরপর সে পাথর দ্রুত গড়িয়ে চলে নীচমুখো পথে, থামে না যতক্ষণ সমান সমতলে পৌঁছাচ্ছে এসে; তারপর যতই গড়িয়ে যেতে ব্যগ্র থাক সে, তার গড়ানোর শেষ হয় অবশেষে—সেভাবে হেক্টর কিছুক্ষণ শঙ্কা জাগাল সে সহজেই সাগরের দিকে তার যাওয়ার পথ করে নেবে, যাবে গ্রিকদের তাঁবু ও জাহাজবহরের মাঝ দিয়ে, যেতে যেতে মানুষ মারবে যতো পারে। কিন্তু যখন সে সামনে এল ঘনবদ্ধ ব্যাটালিয়নের, তাকে থামতে হলো এদের মুখোমুখি,　১৪৫
কাছাকাছি এসে। গ্রিক সন্তানেরা তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে তার দিকে প্রবল ঝুঁকে এল তরবারি ও দুই-ধারী বল্লম নিয়ে, এভাবে তারা তাকে হটিয়ে দিল তাদের থেকে পেছনের দিকে। হেক্টর মাঠ ছেড়ে দিল, টলমল করছিল সে; তবে এক গগনভেদী চিৎকার দিয়ে জোরে সে বলল ট্রোজানদের প্রতি:

'ট্রোজান, লিশান ও দারদারিয়ান যোদ্ধারা যারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে পারদর্শী খুব,　১৫০
আসো, দাঁড়িয়ে যাও আমার পাশে এসে! গ্রিকরা আমাকে ঠেকাতে পারবে না বেশিক্ষণ, যদিও তারা নিজেদের সাজিয়ে নিয়েছে এক দেওয়ালের মতো করে। নাহ্, আমার বিশ্বাস, আমার বল্লমের ঘায়ে তাদের মাঠ ছাড়তে হবে—যদি এটা সত্যি হয়ে থাকে যে আমাকে এখানে তাড়িয়ে এনেছে সবচেয়ে উপরের দেবতা, জোর-বজ্রচমক-তোলা হেরার স্বামী [জিউস] নিজে।'

এই কথা বলে হেক্টর উদ্দীপিত করে দিল প্রতিটি মানুষের শক্তি ও　১৫৫
যুদ্ধচেতনাকে। এবার তাদের মাঝ থেকে বিশাল আস্থা বুকে নিয়ে বড় পদক্ষেপে

এল ডিয়িফোবাস, প্রায়ামের ছেলে। তার সামনে সে ধরে আছে শরীরের সবদিকে খুব সুসমঞ্জস রাখা ঢাল। চপল চরণে সামনে এগোলো সে, আসতে লাগল ঢালের পেছনে সুরক্ষিত থেকে। মেরাইয়োনিজ তার দিকে তাক করল চকচকে বল্লম, ছুড়ল সেটা। লক্ষ্য ব্যর্থ হলো না, বল্লম আঘাত হানল ষাঁড়ের-চামে বানানো
১৬০ ডিয়িফোবাসের ঢালে, যেটা সবদিকে ভালোমতো সুসমঞ্জস করে ধরা ছিল। তবে বল্লম ব্যর্থ হলো ঢাল ভেদ করে যেতে। নাহ, তার আগে বল্লমের দীর্ঘ দণ্ড ভেঙে গেল আগার পেছন দিকে। ডিয়িফোবাস তার সামনে ধরে রেখেছিল ষাঁড়ের-চামড়ার এই ঢাল, যুদ্ধংদেহী মেরাইয়োনিজের বল্লম দেখে তার হৃদয়ে ভয় ঢুকেছিল [আগে থেকে]। যোদ্ধা [মেরাইয়োনিজ] এবার গুটিসুটি ঢুকে গেল
১৬৫ সহযোদ্ধাদের ভিড়ে, বিস্ময়কর ক্রোধ ঘিরে ধরল তাকে—প্রথমত জয় পেল না বলে, দ্বিতীয়ত সে তার বল্লম ভেঙে ফেলেছে তাই। এবার সে রওনা দিল গ্রিকদের কুটির ও জাহাজের দিকে, তার কুটিরে ফেলে আসা আরেকটা দীর্ঘ বল্লম আনবে বলে।

তবে অন্যেরা যুদ্ধ চালিয়ে গেল এবং এক অনিবারণীয় চিৎকার উঠল জেগে।
১৭০ টেলামনপুত্র টিয়ুসার প্রথমজন, যে বধ করল কাউকে এসে। ঘোড়ার মালিকানায় ধনী মেন্টরের পুত্র ইমব্রিয়াস খুন হলো তার হাতে, গ্রিক সন্তানেরা আসার আগে অবধি সে থাকত পিডিঅন-এ। প্রায়ামের বিবাহ-বহির্ভূত জন্ম নেওয়া কন্যা মিডেসিকাস্‌টিকে সে স্ত্রী করেছিল; কিন্তু যখন এল গ্রিকদের দুই পাশে দাঁড় টানা বাঁকানো জাহাজ, সে ফিরে এল ইলিয়ামে। ট্রোজান যোদ্ধাদের মাঝে সর্বসেরা
১৭৫ একজন ছিল সে, থাকত প্রায়ামের প্রাসাদেই। প্রায়াম তাকে মর্যাদা দিত ততখানি, যতটা দেয় সে নিজের সন্তানদের। তাকেই আঘাত হানল টেলামনপুত্র [টিয়ুসার] তার কানের নীচে, তার দীর্ঘ বল্লম জোরে ঢুকিয়ে দিয়ে, এবং আবার সেটা টেনে বের করে নিয়ে। এভাবে ইমব্রিয়াসের পতন হলো এক অ্যাশগাছের মতো করে, যে-গাছ কোনো পর্বতচূড়ায় থাকে এবং তাকে দেখা যায় অনেক দূর থেকে, সব
১৮০ দিক থেকে; তারপর ব্রোঞ্জের আঘাতে তাকে কেটে নেওয়া হলে সে তার কোমল পাতাসম্ভার নিয়ে পড়ে মাটির ওপরে—সেভাবেই পড়ল ইমব্রিয়াস আর তার চারপাশে ঝনঝন করে উঠল ব্রোঞ্জের জাঁকাল নকশা করা তার বর্মসাজ। টিয়ুসার ছুটে গেল তার বর্মসাজ খুলে নিতে খুব ব্যাকুল হয়ে; কিন্তু হেক্টর, যখন সে ছুটছিল, তার দিকে মারল তার উজ্জ্বল বর্শা ছুড়ে। তবে টিয়ুসার হেক্টরের দিকে নিয়মিত তাকিয়ে ছিল বলে একটুর জন্য বর্শা এড়াল; কিন্তু বর্শা গিয়ে বিঁধল
১৮৫ অ্যামফিম্যাকাসের° বুকে, যখন সে ঢুকছিল যুদ্ধের মাঠে; অ্যামফিম্যাকাস কেটেটাসের ছেলে, আর কেটেটাস অ্যাক্টরের ছেলে। ধুম শব্দ করে সে মাটিতে পড়ে গেল আর তার দেহের ওপরে বর্মসাজ ঝনঝন উঠল বেজে। তখন হেক্টর জোরে ছুটে গেল এই বীরমনা অ্যামফিম্যাকাসের মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুলে নেবে

তাই, সেটা তার কপালের দু পাশে সাঁটা ছিল। হেক্টরকে ছুটতে দেখে অ্যাজাক্স
দ্রুত শরীর বাঁকিয়ে ঝুঁকে এল তার চকচকে বল্লম নিয়ে, তবে কোনোভাবেই সে ১৯০
পারল না হেক্টরের দেহ ছুঁতে কারণ তার পুরোটাই ঢাকা ছিল ভয়ংকর ব্রোঞ্জের
মাঝে। কিন্তু অ্যাজাক্স হেক্টরের ঢালের সমুন্নত অলঙ্কৃত অংশে লাগাতে পারল
ঠিকই, পারল তাকে বিশাল শক্তিতে জোর ধাক্কা দিয়ে পেছনে ঠেলে দিতে; ফলে
হেক্টর পেছনমুখো যেতে যেতে মাঠ ছেড়ে দিল দুই মৃতদেহের ওখান থেকে;
গ্রিকরা লাশ দুটো টেনে নিয়ে গেল। অ্যাথেনিয়ান বাহিনীর নেতা স্টিকিয়াস ও ১৯৫
দেবতুল্য মেনেস্‌থিয়াস অ্যামফিম্যাকাসকে ধরে নিয়ে গেল গ্রিকবাহিনীর কাছে;
অন্যদিকে ইমব্রিয়াসকে দুই অ্যাজাক্স এসে তুলে নিল, তাদের হৃদয় ক্ষিপ্ত পরাক্রমে
হিংস্র হয়ে আছে। যেভাবে দুটি সিংহ তীক্ষ্ণ-দাঁত ডালকুত্তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে
নেয় কোনো ছাগ, তাকে তাদের চোয়ালে ধরে মাটি থেকে উঁচুতে তুলে বয়ে নিয়ে ২০০
যায় ঘন ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে—সেভাবে অ্যাজাক্স নামের এ দুই যোদ্ধা
ইমব্রিয়াসকে উঁচুতে তুলে ধরে নিয়ে গেল দূরে, বর্মসাজ খুলে নিল তার শরীর
থেকে। ওয়িলিয়ুসের পুত্র [ছোট] অ্যাজাক্স এবার ইমব্রিয়াসের নরম ঘাড় থেকে
কেটে নিল মাথা—সে ক্রোধোন্মত্ত অ্যামফিম্যাকাস খুন হয়েছে বলে—তারপর
দোল খাইয়ে সেটা গড়িয়ে ছুড়ে দিল ভিড়ের ভেতরে, কোনো বলের মতো করে।
মাথাটা গড়িয়ে ধুলোর মাঝে পড়ল ঠিক হেক্টরের পায়ের সামনে এসে। ২০৫

যখন পসাইডন দেখল তার পুত্রের পুত্র [অ্যামফিম্যাকাস] পতিত হয়েছে
সর্বনাশা যুদ্ধের মাঠে, সে নিশ্চিতই ভয়ংকর ক্রোধোন্মাদ হলো বুকের ভেতরে।
গ্রিক তাঁবু ও জাহাজবহর ধরে সে চলল গ্রিকদের জাগ্রত করবে বলে; আর
ট্রোজানদের জন্য সে ফন্দি আঁটল মহা দুর্দশার। পথে তার সাথে দেখা হয়ে গেল
আইডোমেন্যুসের, যার খ্যাতি বল্লমবাজরূপে। আইডোমেন্যুস° আসছিল এক ২১০
সহযোদ্ধার যত্ন নেবার শেষে, যে কিনা যুদ্ধে কিছুক্ষণ আগে ক্ষান্ত দিয়ে ফিরে
গিয়েছিল হাঁটুতে ধারাল ব্রোঞ্জের বিরাট ক্ষত নিয়ে। তার সহযোদ্ধারা তাকে বয়ে
নিয়ে গিয়েছিল আর আইডোমেন্যুস তার দায়িত্ব দিয়ে এল চিকিৎসকদের হাতে।
তারপর আইডোমেন্যুস যাচ্ছিল তার কুটিরের দিকে, তার প্রবল ইচ্ছা ছিল আবার
যুদ্ধে ফিরবে এরপরই। সেসময় প্রভু, পৃথিবী-ঝাঁকানো-দেব [পসাইডন], ২১৫
অ্যান্ড্রিমনের পুত্র থোয়াসের রূপ ধরে—অ্যান্ড্রিমন ছিল পুরো প্লায়ুরন ও খাড়া
ক্যালিডন° জুড়ে ঈটোলিয়ানদের রাজা, জনতা তাকে সম্মান দিত কোনো দেবতার
মতো—বলল তাকে :

'আইডোমেন্যুস, ক্রিটানদের মন্ত্রণাদাতা তুমি, তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি
এখন কোথায় গেল সেই হুমকিগুলি যা দিয়ে গ্রিক সন্তানেরা ট্রোজানদের মনে
শঙ্কা জাগিয়েছিল?' ২২০

তখন আইডোমেন্যুস, ক্রিটানদের নেতা, জবাব দিল তাকে :

'ও থোয়াস, আমি যদ্দুর বুঝতে পারছি কোনো একজন মানুষকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়। আমরা সবাই যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষই বেশ। একইসাথে জেনো, আমাদের একজনও নেই যে কিনা দোনোমনা করছে ভীত বলে, বা আতঙ্কে
২২৫ নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে সর্বনাশা লড়াইয়ের থেকে। তাই, আমার ধারণা, এসব নিশ্চয় ক্রোনাসপুত্রের কাজ। তাকে—শক্তিতে সে সবার ওপরের—এ ব্যাপারটা মহা আনন্দ দিচ্ছে যে গ্রিকরা আর্গজ থেকে বহু দূরে এইখানে এসে নামহীন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তবে থোয়াস, যেহেতু আমি অতীতে দেখেছি তুমি যুদ্ধে একনিষ্ঠ খুব, সেইসাথে অন্যদেরও—যাকেই দ্যাখো যুদ্ধ থেকে গুটাচ্ছে নিজেকে—তাড়না দিতে জানো, তাই বলব এখন তুমি থেমে যেয়ো না
২৩০ কোনোভাবে, বরং প্রতিটা লোককে তাড়া দিয়ে চলো।'

পসাইডন, পৃথিবী-ঝাঁকানো দেব, তাকে উত্তর দিল :

'আইডোমেন্যুস, আজকের এই দিনে যে লোক ইচ্ছা করে দূরে থাকছে যুদ্ধ থেকে, সে যেন কোনোদিন ট্রয় থেকে ঘরে না ফেরে, যেন সে এখানেই পরিণত হয় কুকুরদের খেলার সামগ্রীতে। ওঠো এখন, তোমার বর্মসাজ নাও, আমার
২৩৫ সাথে চলো। যদিও আমরা স্রেফ দুজনেই আছি, তারপরও যদি সত্যি আমরা কোনো কাজে আসতে চাই, তাহলে এখন প্রয়োজন হবে আমাদের দুজনের একসাথে কাজ করা। শৌর্য আসে একসাথে কাজ করা থেকে, যদি যোদ্ধারা অথর্ব হয়ে থাকে তবু সত্য এ কথা; আর আমরা দুজন তো ভালোমতই জানি কীভাবে লড়তে হয় এমনকি সেরাদেরও সাথে।'

এ-ই বলল দেবতা, তারপর আবার ফিরে গেল মানুষের সংগ্রামের মাঝে।
২৪০ আইডোমেন্যুস যেই পৌঁছালো তার মজবুত কুটিরে গিয়ে, সে শরীরে চাপিয়ে নিল তার সুন্দর বর্মসাজ, দুটি বল্লম নিল হাতে। তারপর সে চলল তার পথে ঠিক ক্রোনাসপুত্র [জিউসের] বজ্রচমকের মতো, যেটা জিউস হাতে আঁকড়ে নেয়, তারপর ঘোরায় দীপ্তিমান অলিম্পাস থেকে, নশ্বর মানুষের প্রতি সংকেত রেখে; এর রশ্মিগুলি উজ্জ্বল ঝলকায় চারদিকে। সেভাবেই আইডোমেন্যুসের ব্রোঞ্জ তার
২৪৫ দৌড়ের কালে ঝলকাল তার বুকের ওপর দিকে।

আইডোমেন্যুস তখনও কুটিরের কাছেই যখন তার দেখা হলো তার সাহসী অনুচর মেরাইয়োনিজের সাথে, সে এদিকে আসছিল নিজের জন্য একখানা ব্রোঞ্জের বর্শা নেবে বলে। বলশালী আইডোমেন্যুস বলল তাকে :

'মেরাইয়োনিজ, মোলাসের ছেলে, দ্রুতপায়ের তুমি, আমার প্রিয়তম
২৫০ সহযোদ্ধা, কেন তুমি এদিকে এলে যুদ্ধ ও লড়াই ছেড়ে? তুমি কি আহত, কোনো তীরের আগা তোমাকে ব্যথা দিয়েছে কি? নাকি তুমি যাচ্ছিলে আমার কাছেই কোনো বার্তা নিয়ে? আমার নিজের কথা যদি বলি, আমি দৃঢ়সংকল্প তাঁবুতে বসে থাকব না আর, লড়াইয়ে যাব এক্ষুনি।'

তখন তার উদ্দেশে প্রজ্ঞাবান মেরাইয়োনিজ উত্তর দিল :

'আইডোমেন্যুস, ব্রোঞ্জ-পরা ক্রিটানদের মন্ত্রণাদাতা, আমি যাচ্ছি একটা বর্শা নেব বলে, মানে যদি তোমার কুটিরে একটাও থেকে থাকে। আমার নিজের যেটা ছিল, তা আমি ভেঙে ফেলেছি অতি-উদ্ধত ডিয়িফোবাসের ঢালে ছুড়ে মেরে।' ২৫৫

তার জবাবে বলল তাকে আইডোমেন্যুস, ক্রিটানদের নেতা :

'বর্শাই যদি তোমার চাওয়া হয়, তাহলে তুমি একটা কেন, বিশটা পাবে দাঁড়িয়ে আছে আমার তাঁবুর উজ্জ্বল প্রবেশপথের দেওয়ালের গায়ে। ট্রোজানদের বর্শা ওইগুলিঃ আমি লুটে নিয়েছি আমার হাতে নিহতদের থেকে। আমি বিশ্বাস করি না শত্রুর সাথে দূরে দাঁড়িয়ে লড়াই করায়; তাই আমার আছে অনেক বর্শা, মাঝখানে-সমুন্নত ঢাল, শিরস্ত্রাণ ও উর্ধবাঙ্গ রক্ষাকারী উজ্জ্বল দ্যুতিময় যুদ্ধবর্মের সংগ্রহ।' ২৬০ ২৬৫

তখন প্রত্যুত্তরে প্রজ্ঞাবান মেরাইয়োনিজ বলল তাকে :

'আহ্, আমার নিজের তাঁবুতে ও আমার কালো জাহাজেও আছে ট্রোজানদের থেকে নেওয়া অনেক লুটের মাল, কিন্তু ওগুলো সব এখন আমার থেকে দূরে। আমার বিশ্বাস আমি নিজেও ভুলিনি যুদ্ধের পরাক্রম, বরং লড়াইয়ের মাঠে দাঁড়িয়েছি সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝে, যেখানে মানুষেরা—যখনই যুদ্ধের সংঘাতের তাণ্ডব ওঠে—মহিমা লাভ করে। হতে পারে অন্য কোনো ব্রোঞ্জ-পরা গ্রিক আমার লড়াইয়ের কথা জানে না ভালোমতো, কিন্তু আমার বিশ্বাস তা অন্তত তুমি ঠিকই জানো।' ২৭০

তার কথার জবাব দিল আইডোমেন্যুস, ক্রিটানদের নেতা :

'আমি জানি যুদ্ধের শৈলীতে কেমন পাকা লোক তুমি। সেকথা আমাকে বলার কি দরকার আছে কোনো? যদি আমাদের সেরা যোদ্ধাদের এখন জাহাজের পাশে বেছে নিয়ে বলা হয় অতর্কিত আক্রমণে যেতে—মানুষের সাহসের সেরা পরীক্ষা জেনো তখনই হয়ে যাবে; কে কাপুরুষ আর কে পরাক্রম রাখে তা তাতেই আসবে স্পষ্ট আলোর নীচে। যে কাপুরুষ তার গাত্রবর্ণ সর্বদাই রঙ বদল করে, তার বুকের মাঝে মন তাকে থাকতে দেয় না স্থির-অচঞ্চল হয়ে, বরং সে অস্থির হয়ে বারবার এ হাঁটু থেকে ও হাঁটু, এ পা থেকে ও পা করতে থাকে, তার হৃদপিণ্ড বুকের মাঝে জোরে ধক্ ধক্ করে কারণ সে খালি মৃত্যুকে দেখে, এবং তার দাঁতপাটি মুখের ভেতরে ঠকঠক বাজে। কিন্তু যে সাহসী তার গায়ের রঙ বদলায়না মোটে, সে বিরাট ভয়ও পায় না যোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণের মাঝে একবার নিজের জায়গা নেবার পরে, বরং সে প্রার্থনা করে যেন তখুনি সে ঢুকতে পারে দুর্ভাগ্য-ভরা যুদ্ধের মাঝে। তো, সেরকম পরিস্থিতিতেও, আমি বলতে পারি, কোনো লোক নেই যে কিনা তোমার সাহস ও দু-হাতের শক্তিতে কোনো ২৭৫ ২৮০ ২৮৫

খুঁত খুঁজে পাবে। আর যদি এমনও ঘটে যে তুমি যুদ্ধের সংগ্রামের মাঝে বিদ্ধ হলে কোনো তীরে, কিংবা কোনো বল্লমের প্রবল আঘাত পেলে, তবু নিশ্চিত তোমার ঘাড় বা পিঠে ওই তীর-বর্শা পড়বে না পেছন দিক থেকে এসে। নাহ, ওটা পড়বে
২৯০ তুমি যখন সর্বাগ্রের সেনাদের সাথে গলাগলি মিলে আগাচ্ছ সামনের দিকে—পড়বে তোমার বুকে কিংবা পেটে। থাক্ আসো, আর আমরা এখানে ইতস্তত না ঘুরি, বকবক না করি বাচ্চাদের মতো করে। নয়তো দেখা যাবে কেউ কেউ [আমাদের ওপরে] ক্ষেপে উঠেছে ভয়ংকর রাগে। তুমি বরং যাও [আমার] তাঁবুতে, হাতে তুলে নাও কোনো প্রকাণ্ড বল্লম গিয়ে।'

২৯৫ এ-ই বলল আইডোমেন্যুস। মেরাইয়োনিজ, দ্রুতগামী আইরিজের সমকক্ষ বীর, চটজলদি তাঁবু থেকে তুলে নিল এক ব্রোঞ্জের বল্লম, আর মনে যুদ্ধের বিরাট বাসনা নিয়ে চলল আইডোমেন্যুসের পিছু। যেভাবে আইরিজ, নশ্বর মানুষের সর্বনাশ বয়ে আনা দেব, ছুটে যায় যুদ্ধের মাঠে, তার পেছনে যায় তার পুত্র, বিশৃঙ্খলা° তার নাম, একইরকম সাহসী ও নির্ভীক, তাকে দেখে যোদ্ধারা পালায়
৩০০ লেজ তুলে, এমনকি যারা ধৈর্যশীল-মন যোদ্ধা তারাও; এ দুজন যেভাবে নিজেদের সশস্ত্র করে নিয়ে ছুটে যায় থ্রেইস থেকে এফিরা কিংবা বীরোচিত ফ্লেজানদের° দলে যোগ দেবে বলে, এবং তারা শোনে না দু পক্ষের কারোই প্রার্থনা বরং মহিমা দেয় হয় এ দল না হয় ও দলের হাতে—সেভাবে মেরাইয়োনিজ ও আইডোমেন্যুস, মানুষের নেতা তারা, ছুটে গেল লড়াইয়ের
৩০৫ মাঠে, দীপ্যমান শিরস্ত্রাণ মাথায় পরে নিয়ে।

এবার মেরাইয়োনিজই প্রথম বলল কথা আইডোমেন্যুসের প্রতি :

'ডিউক্যালিয়নের ছেলে তুমি, কোন্ দিকটা দিয়ে তুমি যুদ্ধে ঢোকার জন্য ব্যগ্র আছ বলো? পুরো বাহিনীর ডানদিক, নাকি মাঝখান, নাকি তা বাম দিকই হবে? আমার ধারণা, দীর্ঘ-কেশ গ্রিকরা নিশ্চিত বামদিকে লড়াইয়েই সব থেকে
৩১০ ব্যর্থ হচ্ছে বেশি।'

তখন আবার তাকে আইডোমেন্যুস, ক্রিটানদের নেতা, প্রত্যুত্তর দিল :

'জাহাজবহরের মাঝামাঝি অন্যরা আছে জাহাজের প্রতিরক্ষা দিতে—দুই অ্যাজাক্স আছে, গ্রিকদের মাঝে ধনুর্বিদ্যায় সব থেকে দড় টিয়ুসার আছে, যে
৩১৫ আবার এমনকি দ্বন্দ্বযুদ্ধেও ভালো। প্রায়ামপুত্র হেক্টরকে এরাই তার যুদ্ধের খায়েশ মিটিয়ে দেবে যতই যুদ্ধে সে ব্যগ্র হোক না কেন; যদিও সে বলিষ্ঠ লোক খুবই। যতই যুদ্ধের জন্য উচ্চণ্ড থাকুক হেক্টর, তার জন্য কঠিন হবে এদের শক্তির মোকাবিলা করা, এদের অজেয় হাতকে হার মানিয়ে জাহাজে আগুন দেওয়া, যদি না ক্রোনাসপুত্র [জিউস] নিজে এসে দ্রুতচারী জাহাজগুলির 'পরে ছুড়ে দেয়
৩২০ কোনো জ্বলন্ত মশাল। মহান টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স কোনো মানুষের কাছেই হার মানার নয়, কোনো নশ্বর মানুষের কাছে নয় যে কিনা দেবী ডিমিটারের শস্য-রুটি

খায়, আর যে মানুষকে কাটা যায় ব্রোঞ্জ দিয়ে বা চূর্ণ করা যায় বড় পাথর মেরে। নাহ, এমনকি অ্যাকিলিসের কাছেও—যে অ্যাকিলিস যোদ্ধাদের সারি ভেঙে যেতে দক্ষ খুব—অ্যাজাক্স হার মানবে না, অন্তত দ্বন্দ্বযুদ্ধে° তো নয়ই; তবে পায়ের দ্রুততায়, অবশ্য, কোনো মানুষ নেই যে অ্যাকিলিসের সমকক্ষ আছে। তাই ৩২৫ আমরা দুজন, যেরকম বললে তুমি, চলো বাহিনীর বাম দিক দিয়ে ঢুকি। তাহলে অচিরেই আমাদের জানা হয়ে যাবে আমরা কি যশখ্যাতি দিতে যাচ্ছি অন্য কাউকে, নাকি অন্য কেউ আমাদের।'

এ-ই বলল সে; এবং মেরাইয়োনিজ, দ্রুতছোটা যুদ্ধদেব আইরিজের সমান একজন, তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল, এসে পৌছাল বাহিনীর কাছে ঠিক সেইখানে যেখানে আইডোমেনিয়্যুস যেতে নির্দেশ দিয়েছে তাকে।

এবার যখন ট্রোজানরা দেখল আইডোমেন্যুস কোনো অগ্নিশিখার মতো শক্তি ৩৩০ নিয়ে হাজির হয়েছে এসে, সে নিজে এবং তার অনুচর, দুজনেই জাঁকাল নকশার বর্মসাজে ঢাকা—তারা বাহিনী জুড়ে একজন অন্যকে করল শুরু ডাকাডাকি, সবাই একসাথে মিলে ধেয়ে গেল আইডোমেন্যুসের দিকে। সেইসাথে জাহাজবহরের পশ্চাদ্ভাগে জাগল সংঘর্ষ—মানুষেরা একসাথে মহাযুদ্ধে নামার তাণ্ডব। যেভাবে হাওয়ার দমক আসে ঘন ঘন যখন জোরে ঘূর্ণিবায়ু বয়ে যায়, তেমন এক দিনে যখন পথের ওপর জমে ওঠে ধুলোর পাহাড়, হাওয়া বিভ্রান্তের মতো জাগিয়ে ৩৩৫ তোলে ধুলোর বিশাল বড় মেঘ—সেভাবে তারা সব একসাথে লড়াইয়ে জড়াল, বাহিনী জুড়ে মহাব্যগ্র হয়ে উঠল কে কাকে খুন করবে ধারাল ব্রোঞ্জে তা নিয়ে। আর যুদ্ধের মাঠ, যা নশ্বর মানুষদের কাছে মৃত্যু নিয়ে আসে, শক্ত লোমের মতো খাড়া খাড়া হয়ে থাকল দীর্ঘ সব বল্লমের আগার হেতু, তারা ওগুলি ধরে ছিল মাংস ছিঁড়ে-ফেড়ে নেবে বলে। দীপ্যমান শিরস্ত্রাণগুলি থেকে ব্রোঞ্জের ঝলক ৩৪০ ঠিকরে পড়ে সবার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে এল। সেইসাথে আছে নতুন চকচকে পালিশ করা ঊর্ধ্বাঙ্গের বর্ম ও ঝলমলে যতো ঢাল। দু বাহিনী এভাবে এগোলো [একে অন্যের দিকে] বিভ্রান্ত, এলোমেলো হয়ে। যুদ্ধের সংগ্রামের এই চেহারা দেখে যে মানুষ বিমর্ষ না হয়ে বরং আনন্দ নিতে পারে—বলতেই হবে তার হৃদয় পাথরের মতো শক্ত বটে।

এভাবে ক্রোনাসের দুই শক্তিধর ছেলে [জিউস ও পসাইডন] দুই আলাদা ৩৪৫ দলের পক্ষ নিল, তারা নশ্বর যোদ্ধাদের জন্য তৈরি করে দিল দুদর্শার শোচনীয় পটভূমি। জিউসের মনে ছিল ট্রোজানবাহিনী ও হেক্টরকে [আপাতত] বিজয় দেবে,

[পরে] এভাবেই দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিসকে দেবে যশ এবং খ্যাতি। তবে গ্রিকবাহিনী ইলিয়ামের সামনে পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, এমনটা অবশ্য জিউসের
৩৫০ চাওয়া ছিল না মোটে; সে শুধু চাইছিল থেটিস ও তার অটলমনা পুত্রকে বিজয়গৌরব দেবে। অন্যদিকে পসাইডন চুপিসারে ছাই-রঙা সাগর থেকে উঠে গেল গ্রিকদের মাঝে, তাদের তাড়না দিল বহু। সে এটা দেখে বিমর্ষ ছিল যে গ্রিকরা হেরে যাচ্ছে ট্রোজানদের হাতে, এবং [তাই] পসাইডন জিউসের প্রতি ক্রোধোন্মাদ হলো। বস্তুত তারা দুজনে ছিল এক জাতি ও একই পিতামাতা থেকে
৩৫৫ আসা—কিন্তু জিউস জ্যেষ্ঠ ছিল দুজনের মাঝে, জ্ঞানীও ছিল বেশি। তাই পসাইডন এড়িয়ে চলল [গ্রিকদের] প্রকাশ্যে সহায়তা দেওয়া, বরং সে গোপনে জাগিয়ে তুলতে লাগল তাদের—পুরো বাহিনী জুড়ে, মানুষের ছদ্মবেশ নিয়ে। এভাবে এ দুজন প্রচণ্ড সংগ্রাম ও পক্ষপাতহীন এ যুদ্ধের রশিতে দু প্রান্ত থেকে গিঁট দিয়ে দিল, দু বাহিনীর ওপরেই সে রশি টান দিল জোরে, আর তার গিঁট
৩৬০ এমনতরো ছিল যাকে যাবে না ছিন্ন করা বা খোলা; তবে সে গিঁট নিজে কিন্তু ঢিলা করে দিচ্ছিল বহু মানুষের হাঁটু।

এবার আইডোমেনুস,° যদিও তার চুলে ছোপ ছোপ সাদার ছাপ পড়ে গেছে, ডাকল গ্রিকদের; আর ট্রোজানদের ওপর চড়াও হয়ে তাদের বাধ্য করল পলায়নে। খুন করল সে ক্যাবিসোস থেকে আসা ওথ্রিয়নিউসকে, বেচারা ট্রয়ে একরকম বেড়াতেই এসেছিল। যুদ্ধের গুজব শুনে সদ্য আগতদের সে ছিল
৩৬৫ একজন, আর প্রায়ামের সবচে রূপসী মেয়ে ক্যাসান্ড্রার পাণিপ্রার্থনা করেছিল। সাথে করে সে নিয়ে আসেনি প্রণয়ের কোনো উপঢৌকন, তবে শপথ করেছিল অনেক বড় কাণ্ড ঘটাবে—ট্রয় দেশ থেকে গ্রিক সন্তানদের সে তাড়াবেই, যতই তারা এখানে থাকতে চাক না কেন। প্রায়াম রাজি হয়ে তাকে কথা দিয়েছিল তার কন্যাকে তার হাতে তুলে দেবে, সে বিষয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতিও দিয়েছিল। অতএব ওথ্রিয়নিউস প্রায়ামের প্রতিজ্ঞায় আস্থা রেখে নামল লড়াইয়ের মাঠে।
৩৭০ কিন্তু আইডোমেনুস উজ্জ্বল বর্শা তাক করল তার দিকে, ছুড়ে দিল; আর যখন সে বড় পা ফেলে যাচ্ছে গর্বিত পদক্ষেপে, আইডোমেনুস আঘাত হানল তাকে। ব্রোঞ্জের যে ঊর্ধ্বাঙ্গ-ঢাকা বর্ম সে পরে ছিল তা কাজে এল না খুব কোনো। বর্শা বিঁধে থাকল তার পেটের মাঝখানে, পড়ে গেল সে ধুম শব্দ করে। আইডোমেনুস জয়োল্লাসে মাতল তার শরীরের 'পরে, বলল এই কথা :

'ওথ্রিয়নিউস, সমস্ত নশ্বর মানুষের মাঝে তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাব
৩৭৫ সব থেকে বেশি, যদি তুমি আসলেই করে দেখাতে পারো যা তুমি করার প্রতিজ্ঞা করেছিলে দারদানিয়ান প্রায়ামের কাছে। সেও বিনিময়ে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করেছিল তার নিজের মেয়েটাকে দেবে। আহ্, আমরাও তো তোমার প্রতি একই প্রতিজ্ঞা করতে রাজি আছি এবং তা পূরণেরও শপথ জানাচ্ছি এই—যাও,

তোমাকে দেব অ্যাট্রিউসপুত্র [আগামেমননের] সবচেয়ে রূপবতী কন্যাটিকে, আর্গজ থেকে তাকে নিয়ে আসব এইখানে যেন তুমি এখানেই তাকে বিয়ে করতে পারো—তবে স্রেফ যদি তুমি আমাদের সাথে যোগ দাও, সহায়তা করো জনবহুল ৩৮০ ইলিয়াম গুঁড়িয়ে দেবার কাজে। নাহ্, আমাদের সাথে আসো, এই বিয়ে নিয়ে সমুদ্রচারী জাহাজবহরের পাশে আমাদের সাথে তোমার চুক্তি হয়ে যাক। তুমি নিশ্চিত দেখবে যে কনের সাথে প্রণয়ের যৌতুক দেওয়ার বিষয়ে আমরা অতো কঠোরমনা নই।'

এ কথা বলে আইডোমেন্যুস ওথ্রিয়নিউসকে নিষ্ঠুর লড়াইয়ের মাঝ দিয়ে টেনে নিয়ে গেল পা ধরে। কিন্তু এইসিয়াস চলে এল ওথ্রিয়নিউসকে সহায়তা দিতে। সে চলছিল পায়ে হেঁটে, পেছনে ছিল তার দুই ঘোড়া; তার অনুচর যে ৩৮৫ কিনা তার রথচালকও বটে, সে লোক ঘোড়াদুটি টেনে আনছিল তার পেছনে পেছনে, ফলে ঘোড়ার নিঃশ্বাস [অনবরত] পড়ছিল এইসিয়াসের কাঁধে। তার বুকের ভেতরে সে পণ নিয়ে ছিল আইডোমেন্যুসকে মারবে [বল্লম ছুড়ে], কিন্তু প্রতিপক্ষ তার চেয়ে ছিল বেশি ক্ষিপ্রগতি। আইডোমেন্যুস তাকে তার চিবুকের নীচে গলার মাঝে আঘাত হানল বল্লম ছুড়ে, ব্রোঞ্জ ভেতরে ঢুকে সোজা বেরিয়ে গেল [অন্য পাশ দিয়ে]। এইসিয়াস পড়ে গেল যেভাবে কোনো পর্বতের মাঝে কোনো ওক বা পপলার গাছ বা কোনো উঁচু পাইন ঝরে পড়ে যখন কোনো ৩৯০ কাঠমিস্ত্রি শান দেওয়া কুড়ালের ঘায়ে ওদের ফেলে দেয় জাহাজ তৈরির কাঠ লাগবে বলে—সেভাবে এইসিয়াস তার ঘোড়া ও রথের সামনে পড়ে থাকল হাত-পা ছড়িয়ে, গোঙানি তুলল জোরে আর আঁকড়ে ধরল রক্তমাখা ধুলো। তার রথচালক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে হারাল আগের বুদ্ধিশুদ্ধি যা ছিল—তার সাহস হলো না ঘোড়া পেছনে ফিরিয়ে শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে চলে যেতে। এ-সময় ৩৯৫ অ্যান্টিলোকাস, লড়াইয়ে একনিষ্ঠ একজন, বল্লম তাক করল তার দিকে, বিদ্ধ করে দিল তাকে শরীরের মাঝ বরাবরে। তার পরা ব্রোঞ্জের যুদ্ধবর্ম কাজে এল না খুব কোনো, বল্লম বিদ্ধ হয়ে থাকল তার পেটের মাঝখানে। অতিকষ্টে শ্বাস টেনে সে পড়ে গেল মজবুত রথ থেকে; আর অ্যান্টিলোকাস, মহাত্মা নেস্টরের ৪০০ ছেলে, ঘোড়াগুলি ট্রোজানদের থেকে চালিয়ে নিয়ে গেল হাঁটু বর্মে-ঢাকা গ্রিকদের বাহিনীর মাঝে।

তখন ডিয়িফোবাস, এইসিয়াসের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে, আইডোমেন্যুসের একেবারে কাছে চলে এল, চকচকে বর্শা ছুড়ে মারল তাকে লক্ষ্য করে। তবে আইডোমেন্যুস তার দিকে অটল তাকিয়ে ছিল বলে এড়াতে সক্ষম হলো ব্রোঞ্জের বর্শাটিকে। নিজেকে সে লুকিয়ে নিল তার গোলাকার ৪০৫ সবদিকে-সুসমঞ্জস ধরা ঢালের পেছনভাগে, এই ঢাল সে সর্বদা নিয়ে চলত সাথে। এটা বুদ্ধি করে বানানো ছিল ষাঁড়ের চাম ও দীপ্যমান ব্রোঞ্জ দিয়ে, এবং

এর গায়ে লাগানো ছিল দণ্ড দুইখানি। এরই নীচে সে বসে গেল গুটিসুটি মেরে, ব্রোঞ্জের বর্শা উড়ে গেল তার ওপর দিয়ে—বর্শা ঢালের সাথে ঘসা খেয়ে কর্কশ
৪১০ আওয়াজ তুলল তার ঢালে। তবে ডিয়িফোবাসের ভারি,হাতের থেকে এই বর্শা একদম বিনা কারণে যায়নি উড়ে। সেটা আঘাত হানল জনতার রাখাল হিপাসাসপুত্র হিপসিনরের মধ্যচ্ছদার নীচের যকৃতে, সাথে সাথে হিপসিনরের দু-হাঁটু ঢলে এল। ডিয়িফোবাস তার দেহের ওপরে মাতল ভয়ংকর এক জয়োল্লাসে, বলল চিৎকার করে জোরে :

'হাহ্, এখন নিশ্চিত এইসিয়াসের মৃতদেহ প্রতিশোধের স্বাদ পেল! না,
৪১৫ আমার ধারণা এখন হেডিসের মৃত্যুপুরীতে—হেডিস, নরকের শক্তিমান দারোয়ান —যাওয়ার পথে খুশিতে ভরা থাকবে তার মন, কারণ দ্যাখো তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি দিয়ে দিলাম সহচর একজন!'

এ-ই বলল সে আর তার এই উল্লাসের হেতু গ্রিকদের ওপরে বিষাদ নেমে এল এবং তা সবচেয়ে বেশি নাড়া দিল যুদ্ধংদেহী অ্যান্টিলোকাসের মন। সে-ও বিমর্ষ হলো খুব, তবু সে ভুলে গেল না তার প্রিয় সহযোদ্ধার কথা। দৌড়ে গেল
৪২০ সে, দাঁড়াল তার লাশের ওপরে দু পাশে দু পা দিয়ে, আর তাকে ঢেকে দিল তার ঢাল দিয়ে। তখন দুই বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা ঝুঁকে এল নীচ দিকে—মিসিসটিয়ুস, সে একিয়াসের ছেলে, আর দেবতুল্য অ্যালাসৃটর। তারা হিপসিনরকে বয়ে নিয়ে গেল সুগোল জাহাজবহরের দিকে, তখনও গোঙাচ্ছিল সে খুব।

কিন্তু আইডোমেন্যুস তাঁর উন্মত্ত পরাক্রমে ঢিল দেয়নি কোনো। তার ইচ্ছে
৪২৫ একটাই—হয় সে কোনো ট্রোজানকে রাতের আঁধার দিয়ে মুড়ে দেবে, কিংবা গ্রিকদের ওপর থেকে ধ্বংস হটাতে গিয়ে নিজেই মরে পড়ে যাবে। এবার জিউস-লালিত ঈসায়িটিজের প্রিয় পুত্র, যোদ্ধা আলকাথোয়াস—সে জামাতা-পুত্র ছিল অ্যাঙ্কাইসিসের, বিয়ে করেছিল তার সবচে বড় মেয়েটিকে, হিপোডামাইয়া ছিল
৪৩০ যার নাম,° যাকে তার পিতা ও রানিতুল্য মাতা তাদের বাড়িতে অনেক আদরে পেলেছিল, কারণ এই মেয়ে ছিল তার বয়সী অন্য সব মেয়ের চেয়ে রূপে ও হাতের কাজে ও বুদ্ধিতে বড়, অতএব বিশাল ট্রয়ের সেরা পুরুষটিই বিয়ে করেছিল তাকে—হ্যাঁ, এই আলকাথোয়াসকেই পসাইডন ধরাশায়ী করালো আইডোমেন্যুসের হাতে। তার উজ্জ্বল দু-চোখে পসাইডন লেপে দিল সম্মোহনের
৪৩৫ জাদু, অতএব জালবন্দী হয়ে গেল তার দ্যুতিমান হাত আর পা, ফলে না সে পারল পেছনের দিকে পালিয়ে যেতে, না পারল বর্শা এড়াতে। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল সে স্থির-অনড় হয়ে, যেভাবে কবরের পাথরফলক দাঁড়িয়ে থাকে, কিংবা কোনো উঁচু পাতাভরা গাছ। তখনই যোদ্ধা আইডোমেন্যুস সোজা তার বুকের মাঝখানে এক জোর ঝটকায় তার বর্শা ঢুকিয়ে দিল, তার শরীর জুড়ে থাকা
৪৪০ ব্রোঞ্জের জামা ছেদ করে দিল। এতদিন ওই জামা তার কাছ থেকে মৃত্যুকে

রেখেছিল দূরে, কিন্তু এখন যেই বর্শা তাকে ছিন্ন করে গেল, সেটা বেজে উঠল কর্কশ আওয়াজ তুলে। আলকাথোয়াস পড়ে গেল ধুম শব্দ করে, বর্শা বিঁধে রইল তার হৃদপিণ্ডের মাঝে; এবং তখনও তাতে স্পন্দন ছিল বলে বর্শার পেছনের ভাগ কাঁপতে থাকল ধকধক করে। তবে এ-সময় আইরিজ, শক্তিমান যুদ্ধদেব, সাঙ্গ করে দিল এর মত্ত উত্তেজনা। আইডোমেন্যুস এবার তার শরীরের 'পরে　৪৪৫
ভয়ংকর এক উল্লাসে মেতে চিৎকার দিল জোরে :

'ডিয়িফোবাস, খুব যে দম্ভ করছিলে তুমি একজনকে মেরে, আমরা এখন কি ঐ একজনের বিনিময়ে তিনজন [ট্রোজান] খুন হওয়াকে ধরে নেব সত্যি সব যথাযথ শোধবোধ হয়ে গেল বলে? না, বন্ধু, তুমি নিজেও দাঁড়িয়ে যাও, আর আমার মুখোমুখি হও দেখি। তাহলেই তুমি বুঝে যাবে এই এখানে [ট্রয়ে] আসা জিউসের কীরকম এক পুত্র আমি! জিউস শুরুতে মাইনোসের জন্ম দিয়েছিল　৪৫০
তাকে ক্রিটের পাহারাদার করে, পরে মাইনোস নিজে এক পুত্রের জন্ম দেয়, অতুল্য ডিউক্যালিয়ন তার নাম; ঐ ডিউক্যালিয়নের ঔরসে জন্মাই আমি বিশাল ক্রিটের বহু মানুষের প্রভু হয়ে। এখন জাহাজগুলি আমাকে এখানে এনেছে তোমার ও তোমার বাবার ও অন্য ট্রোজানদের জন্য সর্বনাশরূপে।'[০]

এ-ই বলল সে, আর ডিয়িফোবাসের মন দ্বিধান্বিত হলো—সে কি মাঠ ছেড়ে　৪৫৫
দেবে, তারপর গর্বিতমন ট্রোজানদের থেকে কাউকে সহযোদ্ধা হিসেবে খুঁজে নেবে, নাকি আইডোমেন্যুস কিসে গড়া তা নিজে একাই দেখবে পরখ করে? এসব ভেবে তার মনে হলো সবচে ভালো কাজ হবে বরং ঈনিয়াসকে খুঁজে বের করা। তাকে পেল সে দাঁড়িয়ে আছে বাহিনীর একদম শেষ দিকে। ঈনিয়াসের রাগ দেবতুল্য প্রায়ামের ওপরে, কারণ যোদ্ধাদের মধ্যে সে যদিও ছিল খুব সাহসী　৪৬০
একজন, তবু প্রায়াম তাকে সম্মান দিত না তিল পরিমাণও। ডিয়িফোবাস কাছে এল, তার উদ্দেশে বলল ডানাওয়ালা কথা :

'ঈনিয়াস, ট্রোজানদের উপদেষ্টা তুমি। নিশ্চিত এখন তোমার ওপরে দায়িত্ব বর্তায় তোমার বোনের স্বামীকে সাহায্য দেওয়ার, অবশ্য যদি নিজ আত্মীয়ের জন্য তোমার দুঃখ-পীড়া থেকে থাকে কোনো! না, আসো আমার সাথে, চলো আমরা আলকাথোয়াসকে সহায়তা করি। সে তো অন্য কিছু নয়, স্বয়ং তোমারই বোনের স্বামী। আর তুমি যখন ছোট এক শিশু ছিলে, তার বাড়িতে সে তোমাকে　৪৬৫
পেলে বড় করেছিল। তাকে, তোমাকে বলি শোনো, হত্যা করেছে আইডোমেন্যুস নামের বল্লমে খ্যাত লোক।'

এ-ই বলল সে, জাগিয়ে তুলল ঈনিয়াসের বুকের ভেতরের মন। আইডোমেন্যুসকে খুঁজতে সোজা ছুটে গেল ঈনিয়াস, মনে তার যুদ্ধের উদগ্র বাসনা। তবে আইডোমেন্যুস এতে কোনো ছোট শিশুর মতো করে আতঙ্কিত হলো না　৪৭০
একটুও। সে দাঁড়িয়ে থাকল দৃঢ় হয়ে যেভাবে কোনো পাহাড়ের নিঃসঙ্গ কোনো বন্য

শূকর নিজের শক্তিতে আস্থা রেখে দাঁড়িয়ে যায় তার দিকে ধেয়ে আসা মানুষের বিরাট ও কোলাহলমুখর জটলার বিপরীতে; শূকরটি তার পিঠের লোম খাড়া করে, তার দু-চোখে আগুন জ্বলজ্বল করে, সে তার দীর্ঘ দাঁত শান দেয়, ব্যগ্র থাকে সে
৪৭৫ কুকুরের ও মানুষের দলকে তাড়াবে বলে—সেভাবেই আইডোমেন্যুস, বল্লমে খ্যাতিমান, দৃঢ় দাঁড়িয়ে গেল; তার দিকে ছুটে আসা, [আলকাথোয়াসকে] সাহায্য দিতে আসা ঈনিয়াসকে সে মাঠ ছেড়ে দেবে না কোনোমতে। সে ডাকল তার সঙ্গীসাথীদের; তার ভরসা অ্যাসকালাফাস, আফারিয়ুস, ডিয়িপিরাস, মেরাইয়োনিজ ও অ্যান্টিলোকাস—সব এরা রণহুংকারে পারদর্শী বড়। এদেরকে আইডোমেন্যুস
৪৮০ তাড়না দিল খুব করে, বলল ডানাওয়ালা কথা :

'এই দিকে, বন্ধুরা, আমার সহায় হও। আমি একা। দ্রুতপায়ের ঈনিয়াস ধেয়ে আসছে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে খুব যে সে ধেয়ে আসছে আমারই দিকে। যুদ্ধে সে মানুষ কতলের ভালই পরাক্রম রাখে, আর তারুণ্যের ফুলফোটা বয়স তার, যে-বয়সে শক্তি সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে। যেমনটা কিনা আমাদের মনের
৪৮৫ গতি সমান স্তরে আছে, যদি আমাদের দুজনের বয়সও সেরকম একই সমান হতো, তাহলে নিশ্চিত এক্ষুনি হয় বিজয় হতো তার, না হয় আমার।'

এ-ই বলল সে, এবং তারা সবাই বুকের মাঝে একই চেতনা নিয়ে, তাদের ঢাল কাঁধে হেলিয়ে রেখে, পাশাপাশি দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আইডোমেন্যুসকে ঘিরে। এবার তাদের বিপরীত দিকে ঈনিয়াস ডেকে উঠল তার সহযোদ্ধাদের
৪৯০ উদ্দেশে; তার ভরসা ডিয়িফোবাস, প্যারিস ও দেবতুল্য আজিনরের ওপরে। তার পাশাপাশি এরাও ট্রোজানদের নেতা; সেনার বাহিনী এদের পেছনেই আছে। যেভাবে ভেড়ার পাল তাদের নেতা-ভেড়াটির পেছন পেছন ছুটে চারণভূমি থেকে যায় পানির দিকে আর রাখাল [তা দেখে] মনে মনে খুশি হয় খুব—সেভাবে ঈনিয়াসের হৃদয়ও তার বুকের মাঝে পুলকিত হলো যখন সে দেখল তার পেছনে
৪৯৫ আসছে বাহিনীর একদল।

এবার তারা আলকাথোয়াসের লাশের দখল নিয়ে, তাদের দীর্ঘ বল্লম হাতে ধরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। তারা দু বাহিনী একে অন্যের দিকে বর্শা তাক করল, ব্রোঞ্জের বর্ম তাদের বুকের ওপর বেজে উঠল ভয়ানক আওয়াজ করে।
৫০০ কিন্তু দুই পরাক্রমশালী বীর—ঈনিয়াস ও আইডোমেন্যুস, যুদ্ধদেব আইরিজের সমকক্ষ দুজনেই—নির্দয় ব্রোঞ্জে একে অন্যের মাংস ফেড়ে ফেলার বাসনায় ছাপিয়ে গেল বাকি সব যোদ্ধাকে।

ঈনিয়াস প্রথমে বর্শা ছুড়ে দিল আইডোমেন্যুসের দিকে। কিন্তু সে নিয়মিত তাকিয়ে ছিল তার দিকে, তাই এড়াতে সক্ষম হলো ব্রোঞ্জের বর্শার আগ্রাসন। ঈনিয়াসের বর্শা পাশ দিয়ে উড়ে মাটিতে গেঁথে কাঁপতে লাগল থরথর করে, ওটা তার
৫০৫ সবল হাতের থেকে উড়ল অতএব বিনা কারণেই। আইডোমেন্যুস এবার বর্শা ছুড়ল

আর ঈনোমেয়াসকে করল ঘায়েল। সোজা সেটা বিদ্ধ হলো তার পেটের মাঝখানে, ভেঙে দিল তার ঊর্ধ্বাঙ্গের বর্মের পাত, তার নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে এল ব্রোঞ্জের চারপাশ জুড়ে। পড়ে গেল সে ধুলোর মাঝে, হাতের তালু দিয়ে আঁকড়ে ধরল মাটি। আইডোমেন্যুস লাশের থেকে টেনে বার করে নিল দূরাবধি-ছায়া ফেলা বর্শাটিকে, তবে ব্যর্থ হলো একইভাবে তার সুন্দর বর্মসাজ কাঁধ থেকে খুলে নিতে, কারণ উড়ে　৫১০
আসা বর্শা ও তীর ভারি চাপের মধ্যে ফেলে দিল তাকে। তার পায়ের জোড়াগুলি আর আগের মতো দৃঢ় নেই ক্ষিপ্র ধেয়ে যাবার কাজে, যাতে করে সে ছুটে যেতে পারে নিজের ছোড়া বর্শার দিকে কিংবা পারে এড়াতে অন্যেরটাকে। তার দু পা তাকে যুদ্ধের মাঠ থেকে আর ক্ষিপ্রবেগে বয়ে নিয়ে যেতে পারে না বলে, দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্য থেকেই সে তার বিনাশের নির্দয় দিনটিকে কোনোমতে প্রতিহত করে গেল।　৫১৫

এবার এক পা এক পা করে যেই আইডোমেন্যুস যাচ্ছে পেছনের দিকে, ডিয়িফোবাস তার চকচকে বর্শা ছুড়ে মারল তাকে তাক করে। কোনো সন্দেহ নেই তার প্রতি ডিয়িফোবাস সর্বদাই পুষে চলেছিল এক অবিরাম ঘৃণা। তবে এবারও তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, বর্শা আঘাত হানল এনিয়ালিয়ুসের পুত্র° অ্যাসকালাফাসের গায়ে। তার কাঁধ ভেদ করে গেল প্রকাণ্ড বর্শাখানি, সে লুটিয়ে পড়ল ধুলোর মাঝে, তালুতে আঁকড়ে ধরল মাটি। প্রবল-কণ্ঠের ভয়ংকর　৫২০
আইরিজ, যুদ্ধদেব, তখনও কিছুই জানে না উত্তুঙ্গ যুদ্ধের মাঠে তার নিজ পুত্রের এই পতন নিয়ে। সে বসে ছিল অলিম্পাসে, সোনালি মেঘের নীচে সর্বোচ্চ শিখরের 'পরে— জিউসের ইচ্ছার হাতে অন্য অমর দেবদেবীর মতো একইরকম বন্দী ও যুদ্ধে নামা থেকে নিষেধপ্রাপ্ত হয়ে।　৫২৫

এবার অ্যাসকালাফাসের মৃতদেহ নিয়ে তারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। ডিয়িফোবাস খুলে ছিঁড়ে নিল অ্যাসকালাফাসের দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণ। কিন্তু মেরাইয়োনিজ, ক্ষিপ্র যুদ্ধদেব আইরিজের সমতুল্য একজন, চড়াও হলো ডিয়িফোবাসের ওপরে; সে বল্লম দিয়ে আঘাত হানল তার হাতে এবং ঐ ঝুঁটিওয়ালা শিরস্ত্রাণ ডিয়িফোবাসের হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল ঝনাৎ শব্দ　৫৩০
তুলে। মেরাইয়োনিজ ফের ডিয়িফোবাসের ওপর লাফিয়ে পড়ল শকুনের মতো করে, ডিয়িফোবাসের ঊর্ধ্ববাহু থেকে টেনে বের করে নিল তার প্রকাণ্ড বল্লম, তারপর পিছিয়ে ঢুকে গেল সহযোদ্ধাদের জটলার ভিড়ে। এসময় পোলাইটিজ, ডিয়িফোবাসের নিজের ভাই, তাকে ধরল তার কোমর বেড় দিয়ে, তাকে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল মর্মযাতনাভরা যুদ্ধের মাঠ থেকে; শেষে তারা পৌঁছাল লড়াই　৫৩৫
ও যুদ্ধের মাঠের পেছন দিকে যেখানে ডিয়িফোবাসের দ্রুতচারী ঘোড়া দুটি দাঁড়িয়ে ছিল তার রথচালক ও জাঁকালো অলঙ্কৃত রথের সাথে—তার ফেরার প্রতীক্ষাতে। এরা তাকে নিয়ে গেল [ট্রয়] নগরীতে—ব্যথায় ভীষণ বিমর্ষ হয়ে ডিয়িফোবাস গোঙাচ্ছিল খুব, তার বাহুর তাজা ক্ষত থেকে রক্ত বয়ে যাচ্ছিল বেগে।

৫৪০ কিন্তু বাকি যারা আছে, তারা যুদ্ধ করে চলছিল; এক অনিবারণীয় চিৎকার তাই উঠছিল জেগে। এবার ঈনিয়াস চড়াও হলো আফারিয়ুসের ওপরে, সে ছিল ক্যালিটরের ছেলে, সে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ঈনিয়াসের মুখোমুখি। ঈনিয়াস তাকে ধারাল বল্লমে বিদ্ধ করল তার কণ্ঠদেশে, তার মাথা একপাশে নুয়ে এল, ঢাল ও সেই সাথে শিরস্ত্রাণ পড়ল তার গায়ের ওপরে, আর মৃত্যু—যা কিনা আত্মাকে

৫৪৫ বিনাশ করে—ঝরে পড়ল তাকে ঘিরে। অন্যদিকে অ্যান্টিলোকাস অনুকূল সময়ের অপেক্ষায় থেকে শেষে চড়াও হলো থুওনের ওপর। থুওন যেই এদিকে পিঠ দিয়ে ঘুরে গেল, সে তাকে আঘাত করল বর্শা শরীরে জোরে ঢুকিয়ে দিয়ে; পুরো কেটে ফেলল তার সেই শিরা যেটা [মানুষের] নিতম্বের কাছ থেকে একদম স্কন্ধ অবধি টানা চলে গেছে।° এই শিরা সে ছিন্ন করে দিল পুরোপুরি। থুওন ধুলোয় পিঠ দিয়ে পড়ে গেল তার প্রিয় সহযোদ্ধাদের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে রেখে। কিন্তু

৫৫০ অ্যান্টিলোকাস তার ওপরে লাফ দিয়ে এল, তারপর চারপাশে চকিত চোখ রেখে তার কাঁধ থেকে খুলে নিতে লাগল বর্মসাজ। ট্রোজানরা ইতিমধ্যে ঘিরে ধরল তাকে; তারা তার বিশাল, উজ্জ্বল ঢালে অস্ত্রের ধাক্কা মারতে লাগল এ পাশ ও ওই পাশ থেকে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হলো নির্দয় ব্রোঞ্জ দিয়ে অ্যান্টিলোকাসের ঢাল ফুঁড়ে তার নরম মাংসে এমনকি কোনো ছোঁয়া দিতে; কারণ পসাইডন, পৃথিবী-

৫৫৫ ঝাঁকানো দেব, অনেক উড়ন্ত তীর-বর্শার মাঝখানে প্রবলভাবে প্রতিরক্ষা দিয়ে চলছিল নেস্টরের এই পুত্রটিকে।° তারপরও শত্রু সেনাদল অ্যান্টিলোকাসকে ঘিরেই রয়ে গেল। সে অনবরত ঘুরতে লাগল তাদের মাঝখানে; তার বল্লমের বিশ্রাম ছিল না কোনো। বিরামহীন সে বল্লম ঘুরিয়ে তাদের মোকাবিলা করে গেল, মনে মনে তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল বল্লম ছুড়ে দেবে কোনো শত্রুসেনার গায়ে, কিংবা শত্রুর দিকে ছুটে যাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে।

৫৬০ এবার অ্যান্টিলোকাস যখন তার বর্শা তাক করেছে শত্রুবাহিনীর দিকে, এইসিয়াসপুত্র অ্যাডামাস উল্টো তার একেবারে কাছে থেকে চড়াও হলো তার 'পরে, ধারাল ব্রোঞ্জের এক জোর ঝটকা মেরে সে আঘাত হানল অ্যান্টিলোকাসের ঢালের ঠিক মাঝখানে। কিন্তু পসাইডন, কৃষ্ণ-কেশ দেব, অ্যাডামাসের বল্লমের আগা অকার্যকর করে দিল, তাকে দিল না অ্যান্টিলোকাসের জীবন কেড়ে নিতে। বল্লমের এক অর্ধেক থেকে গেল

৫৬৫ সেখানেই, অ্যান্টিলোকাসের ঢালে গেঁথে থাকল কোনো আগুনে-পোড়া দণ্ডের মতো হয়ে; আর বাকি অর্ধেক পড়ে থাকল মাটিতে। অ্যাডামাস তার নিয়তি এড়িয়ে শেষে ফেরত যেতে লাগল তার সহযোদ্ধাদের ভিড়ের মাঝে। কিন্তু যখন যাচ্ছে সে, তখন মেরাইয়োনিজ তার পিছু নিল, ছুড়ে দিল তার বল্লম, মারল তাকে জননাঙ্গ ও নাভির মাঝখানে, সেই জায়গায় যেখানে যুদ্ধে মরার ব্যাপারটা হতভাগা নশ্বরদের জন্য আসে সবচেয়ে ব্যথা ও বেদনার হয়ে। ওখানেই সে

বিদ্ধ করল তার বল্লম, আর অ্যাডামাস তাকে বিদ্ধ করা বল্লমের ওপর ঝুঁকে পড়ে মোচড়াতে লাগল এক ষাঁড়ের মতন, যে ষাঁড়কে রাখালেরা পাহাড়ে উইলো গাছের ডালে প্যাঁচ দিয়ে বেঁধেছে ও টেনে নিয়ে যাচ্ছে জোর করে। সেটার মতোই অ্যাডামাস, ঘায়েল হবার পরে, কিছুক্ষণ মোচড়াল; তবে খুব বেশিক্ষণ নয়, কারণ যোদ্ধা মেরাইয়োনিজ কাছে চলে এসে তার গায়ের থেকে টেনে বার করে নিল বল্লম, অন্ধকার ঘিরে এল তার দুই চোখ জুড়ে। ৫৭০ ৫৭৫

এরপর দ্বন্দ্বযুদ্ধে হেলেনাস তার বিশাল থ্রেশান তরবারি দিয়ে আঘাত হানল ডিয়িপিরাসের কপালের পাশে, ছিঁড়ে ফেলল তার শিরস্ত্রাণ; সেটা তার মাথা থেকে ছিটকে পড়ল মাটির ওপরে। তারপর সেটা যখন গড়াচ্ছিল যোদ্ধাদের পায়ের মাঝ দিয়ে, একজন গ্রিক তা তুলে নিল হাতে। ডিয়িপিরাসের দুই চোখে রাতের আঁধার নেমে এসে আলিঙ্গনে নিল তাকে। ৫৮০

এ দৃশ্য দেখে অ্যাট্রিউসপুত্র মেনেলাস, রণহুঙ্কারে সে পাকা বড়, খুব শোকাহত হলো; বড় পা ফেলে সে এগিয়ে গেল যোদ্ধা যুবরাজ হেলেনাসের দিকে ধারাল বল্লম আন্দোলিত করে; আর হেলেনাস তার ধনুকের মাঝখান ধরে ছিলায় টান দিল—দুজনে একই সাথে ছুড়ে দেবে অস্ত্র যার যার, একজন তার ধারাল-আগার বল্লম এবং অন্যজন ছিলা থেকে তীর। প্রায়ামপুত্র [হেলেনাস] তীর দিয়ে এবার আঘাত হানল মেনেলাসের বুকে, তার ঊর্ধ্বাঙ্গের বর্মের পাতে, তিক্ত তীর তাতে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল। যেভাবে কোনো বড় মাড়াইখানায় চওড়া ডালা থেকে কালো-খোসা মটরশুঁটি বা ছোলার ডাল শস্যমাড়াইকারীর হাতের দক্ষতায় লাফ দিয়ে ওঠে শিস তোলা বাতাসের গায়ে—সেভাবে মহামহিম মেনেলাসের ঊর্ধ্বাঙ্গের বর্মে লেগে একপাশে ছিটকে ফিরে এল হেলেনাসের তেতো তীর, উড়ে গেল দূরে। এবার অ্যাট্রিউসপুত্র মেনেলাস, রণহুঙ্কারে দক্ষ সে খুব, ছুড়ল তার বল্লম, লাগাল তা হেনেলাসের হাতে যেখানে সে চকচকে ধনুক ধরে ছিল। ব্রোঞ্জের বল্লম সোজা তার হাত ফুঁড়ে চলে গেল, লাগল ধনুকের গায়ে। তখন হেনেলাস পিছু হটে ঢুকে পড়ল সহযোদ্ধাদের জটলার মাঝে, এড়াল তার নিয়তিকে—তার হাতখানা শরীরের পাশে ঝুলতে লাগল নীচমুখো হয়ে, সেখানে গেঁথে থাকা অ্যাশকাঠের বল্লম তখন ছেঁচড়ে চলেছে তার পিছু পিছু। মহাত্মা আজিনর এসে ঐ বল্লম টেনে বার করে নিল হেলেনাসের হাত থেকে, তার হাত বেঁধে দিল ভেড়ার লোমের অনেক প্যাঁচানো একখানা খণ্ড দিয়ে, হাত ঝুলিয়ে রাখার শিকলি ছিল ওটা, আজিনরের অনুচর ওটা বয়ে চলছিল সাথে করে—জনতার রাখাল আজিনর। ৫৮৫ ৫৯০ ৫৯৫ ৬০০

এবার পাইসান্দার সোজা চড়াও হলো মেনেলাসের ওপরে। তবে বলতেই হবে এক অশুভ নিয়তি পাইসান্দারকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল মৃত্যুর প্রান্তের দিকে—এই ভয়াল সংগ্রামে তুমি মেনেলাস তাকে খুন করবে বলে। তারা

কাছাকাছি এল একজন অন্যজনের দিকে আগাতে আগাতে; অ্যাট্রিউসপুত্রের
৬০৫ লক্ষ্য ব্যর্থ হলো, তার বল্লম চলে গেল একপাশ দিয়ে; আর পাইসান্দার বর্শা ছুড়ে
আঘাত হানল মহামহিম মেনেলাসের ঢালে, তবে সে পারল না ব্রোঞ্জ সোজা
ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে, কারণ মেনেলাসের চওড়া ঢাল থামিয়ে দিল এর গতি,
বর্শার দণ্ড ভেঙে গেল আগার পেছনদিকে। পাইসান্দার অবশ্য বর্শা মারতে পেরে
খুশি ছিল খুব, জয়ের আশা করেছিল এই লোক। এবার অ্যাট্রিউসপুত্র তার
৬১০ রৌপ্যখচিত তরবারি হাতে টেনে নিল, চড়াও হলো পাইসান্দারের ওপরে।
পাইসান্দার তার ঢালের পেছন থেকে হাতে তুলে নিল ভালো ব্রোঞ্জের সুন্দর
কুঠার° একখানা, ওটা বসানো ছিল অলিভ-কাঠের এক লম্বা ও চকচকে দণ্ডের
শীর্ষভাগে। এবার তারা একই সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল একে অন্যের 'পরে।
পাইসান্দার আসলেই আঘাত হানল মেনেলাসের শিরস্ত্রাণের শিং-এ, তাতে ছিল
৬১৫ ঘোড়ার-কেশরের একখানা ঝুঁটি, [আঘাত লাগল গিয়ে] ঐ ঝুঁটির গোড়ার সবচে
উপরের অংশটাতে। এদিকে মেনেলাসও তাকে আঘাত করে বসেছে যখন সে
আসছিল তার দিকে; আঘাত লাগল পাইসান্দারের কপালে, নাকের ওপরের
জোড়াটাতে। আওয়াজ তুলে ভেঙে গেল তার হাড়, তার দুই চোখের গোলক,
পুরো রক্তমাখা তারা, পড়ল পায়ের সামনে ধুলোর ওপরে°—নুয়ে এল তার দেহ,
পতন হলো তার। মেনেলাস তার বুকের ওপরে পা রেখে, তার অস্ত্রসজ্জা সব
খুলে নিল, আর বিজয়োল্লাসে বলল এই কথা :

৬২০ 'এভাবে, নিশ্চিত এভাবে তোমরা বিদায় নেবে দ্রুতচারী ঘোড়া ছোটানো
গ্রিকদের জাহাজবহরের কাছ থেকে। তোমরা, দাম্ভিক ট্রোজানেরা, এখনও যুদ্ধের
ভয়াল গর্জনের জন্য লোভী ও অতৃপ্ত হয়ে আছো! হ্যাঁ, অন্যকে অপমান ও
অবমাননা করার গুণের তোমাদের অভাব নেই কোনো—আমাকে অপমান করেছ
যেমন। তোমরা পিশাচ কুকুরেরা, তোমাদের মনে জিউসের নির্মম ক্রোধ নিয়ে ভয়
ছিল না কোনো, জিউস যে বজ্রের আওয়াজ তোলে জোরে, যে অতিথিপরায়ণতার
৬২৫ দেব, যে কিনা একদিন ধ্বংস করে দেবে তোমাদের উঁচু [ট্রয়] নগরীকে। কারণ
তোমরা সাগরপথ ধরে লম্পটের মতো নিয়ে এলে আমার বিবাহিত বধূটিকে আর
সেইসাথে আমার অনেক সম্পদ; হায়, তোমরা যারা কিনা ছিলে তার [হেলেনের]
ঘরের মেহমান। এখন ঐ তোমরাই মহা ব্যগ্র আমাদের সমুদ্রচারী জাহাজবহরে
সর্বভূক আগুন ছুড়ে দিতে, খুন করতে গ্রিক যোদ্ধাদের। নাহ, তোমাদের যুদ্ধের
৬৩০ খায়েশ একদিন থামিয়ে দেওয়া হবে, যতই তোমরা ব্যগ্র হও না কেন! জিউস
পিতৃদেব, মানুষ তো সত্যি বলে যে প্রজ্ঞার বিচারে তুমি অন্য সবার থেকে বড়,
সব মানুষ ও সব দেবতার চেয়ে; তারপরও এ সবকিছু আসছে তোমারই কাছ
থেকে। হায় কীভাবে পক্ষ নিচ্ছ তুমি এই লম্পট-হিংস্রদের, এই ট্রোজানদের,
৬৩৫ যাদের বেপরোয়া মত্ততা দুর্বহ বটে, যারা কখনোই তৃপ্ত হয় না ভয়াল যুদ্ধের

কোলাহল পান করে। মানুষের তো একসময় তৃপ্তি মেটে সবকিছুতেই—ঘুম, প্রেম, মধুর সংগীত ও সুন্দর নাচে। অন্য সকলে তৃপ্তি মেটায় নিশ্চিত এসবেই, যুদ্ধে নয়, কিন্তু ট্রোজানরা দ্যাখো ক্ষুধার্ত—অতৃপ্ত তারা যুদ্ধ ও সমরে।"[০]

এই কথা বলে অতুল্য মেনেলাস পাইসান্দারের দেহ থেকে খুলে নিল রক্তাক্ত বর্মসাজ। সেটা সে দিল তার সহযোদ্ধাদের দিকে, আর নিজে ফিরে গেল ফের, যোগ দিতে গেল সর্বাগ্রের যোদ্ধাদের মাঝে। ৬৪০

সেখানে [পুরো যাওয়ার আগেই] তার ওপর লাফিয়ে পড়ল রাজা পিলিমেনিজের[০] ছেলে হারপ্যালিয়ন এসে। এই লোক তার প্রিয় পিতার পেছন পেছন এসেছিল ট্রয় নগরীতে যুদ্ধ করবে বলে, কিন্তু তার আর ফেরা হলো না প্রিয় পিতৃভূমির কাছে। সে অ্যাট্রিউসপুত্রের ঢালের মাঝখানে সোজা, একেবারে কাছ থেকে, ঢুকিয়ে দিতে চাইল তার বল্লম; কিন্তু ব্যর্থ হলো এই ব্রোঞ্জ ঢাল ভেদ করিয়ে নিতে, এবং তৎক্ষণাৎ সে নিয়তি এড়িয়ে প্রয়াস নিল তার সহযোদ্ধাদের জটলায় ফেরত চলে যাবে। চকিত চোখে সে তাকাতে লাগল সব দিকে, তার ভয় যে কেউ না আবার ব্রোঞ্জের আঘাত হানে তার গায়ে। কিন্তু যখন সে পেছাচ্ছে অমন করে, মেরাইয়োনিজ তার দিকে ছুড়ে দিল এক ব্রোঞ্জের-আগাওয়ালা তীর। সেটা বিদ্ধ হলো তার ডান নিতম্বের 'পরে, তীর সোজা চলে গেল তার মূত্রথলি ভেদ করে, আর বের হলো ওপাশে হাড়ের নীচ দিয়ে। হারপ্যালিয়ন বসে পড়ল ওখানেই তার প্রিয় সহযোদ্ধাদের বাহুর আলিঙ্গনে, এবং তার নিঃশ্বাসে বের হয়ে গেল জীবনবায়ু। সে হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে থাকল কোনো কীটের মতো করে; কালো রক্তের বান বয়ে গেল তার দেহ থেকে, মাটি ভিজে জবজবে হলো। উন্নত-মনা প্যাফ্লাগোনিয়ানরা তার শুশ্রূষা করল খুব; এবার তারা তাকে রথে তুলে নিয়ে চলে গেল পবিত্র ইলিয়ামের পথে। তারা ব্যথিত-বিমর্ষ ছিল বড়, আর তাদের সাথে এল হারপ্যালিয়নের পিতা—অশ্রু ঝরিয়ে। তার মৃত পুত্রের রক্তের দাম নেওয়া হলো না তার [কোনোদিন]। ৬৪৫ ৬৫০ ৬৫৫

হারপ্যালিয়নের মৃত্যুতে প্যারিস ভয়ানক ক্রোধোন্মাদ হলো মনে, কারণ অনেক প্যাফ্লাগোনিয়ানের মাঝে সে-ই তার বন্ধু-অতিথি ছিল। তার [মৃত্যুর] কারণে রাগে প্যারিস ব্রোঞ্জের-আগাওয়ালা এক তীর মারল ছুড়ে। সেখানে ছিল ইয়ুকিনর নামে এক লোক, দিব্যদ্রষ্টা পলিআইডাসের ছেলে, ধনী ছিল সে এবং বীরপুরুষও বটে; বাড়ি ছিল কোরিন্থ প্রদেশে। সে তার জাহাজে উঠেছিল এ-কথা ভালোমতো জেনে যে কী ভয়ংকর নিয়তি তার অপেক্ষায় আছে, কারণ অনেকবার তার বৃদ্ধ জনক, ভালো মানুষ পলিআইডাস, তাকে বলেছিল : হয় সে মারা যাবে নিজের বাড়িতে এক ভয়াবহ অসুখের থেকে, না হয় মরবে গ্রিকদের জাহাজের মাঝে ট্রোজানদের হাতে খুন হয়ে। এরপর সে ট্রয়ে এসে একই সঙ্গে এড়াল গ্রিকদের বিশাল যুদ্ধ-জরিমানা[০] এবং ওই ঘৃণ্য অসুখ, সেই যাতনা যাতে তার মন ৬৬০ ৬৬৫ ৬৭০

পুড়তো [অসুখে ভুগলে পরে]। তাকে প্যারিস আঘাত হানল চোয়ালের নীচে, কানের নীচ দিকে। তৎক্ষণাৎ তার আত্মা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেড়ে গেল, জঘন্য অন্ধকার অধিকার করে নিল তাকে।

এভাবেই তারা লড়ে গেল প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নির মতো। কিন্তু হেক্টর, জিউসের
৬৭৫ প্রিয় বড়, তখনও জানে না, তখনও শোনেনি যে জাহাজবহরের বাঁ দিকে তার সেনারা এভাবে বধ হচ্ছে গ্রিকদের হাতে। আসলে গ্রিকরা শীঘ্রই বিজয়গৌরব পেয়ে যেত, কারণ দ্যাখো কীরকম শক্তি দিয়ে পসাইডন, পৃথিবী মুঠিতে-তোলা ও ভূ-কম্প আনা দেব, গ্রিকদের তাড়না দিচ্ছিল, এবং পাশাপাশি নিজের শক্তিও যোগ করছিল তাদের সাহায্যে এসে। নাহ্, হেক্টর লড়ে যাচ্ছিল ঠিক সেখানে যেখানে প্রথমে সে লাফিয়ে ঢুকেছিল তোরণপথ ও দেওয়াল অভ্যন্তরে,
৬৮০ তারপর গ্রিক ঢাল-তোলা যোদ্ধাদের ঘনবদ্ধ সারি ভেঙে দিয়েছিল; যেখানে ছিল [ওয়িলিয়ুসপুত্র] অ্যাজাক্স ও প্রোটেসিলেয়াসের জাহাজগুলি, ওদের তুলে রাখা হয়েছিল ছাই-রঙা সাগরের সৈকত ধরে। ওগুলির অনতিদূরে দেওয়াল বানানো ছিল অন্য যেকোনো জায়গা থেকে নীচু করে,° আর ওখানেই, অন্য সবখান থেকে বেশি ওখানেই, গ্রিক যোদ্ধারা ও তাদের ঘোড়াগুলি লড়াই করে যাচ্ছিল সর্বোচ্চ উন্মত্ততা নিয়ে।

৬৮৫ ওখানে লড়ে যাচ্ছিল বিয়োশান ও আইয়োনিয়ানেরা, তাদের দীর্ঘ জোব্বা আসছিল পেছন পেছনে; আরও ছিল লোক্রিয়ান, ফিথাইয়ান ও দীপ্যমান এপিয়ান বাহিনীর লোক। জাহাজের ওপর হেক্টরের চড়াও হওয়া থামাতে অনেক কষ্ট করছিল তারা, ব্যর্থ হচ্ছিল দেবতুল্য হেক্টরকে জোর ধাক্কা মেরে তাদের কাছ থেকে হটিয়ে দিতে, কারণ হেক্টর ছিল কোনো আগুনের শিখা। অ্যাথিনিয়ানদের
৬৯০ থেকে বাছাই করা যোদ্ধারাও ছিল ওইখানে; তাদের নেতৃত্বে ছিল মেনেস্‌থিয়ুস, পেটেঅসের ছেলে, তার পেছনে ছিল ফাইডাস, স্টিকিয়াস ও বীর বাইয়াস। আর এপিয়ানদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল ফাইলিয়ুসপুত্র মেজিস, সেই সাথে অ্যামফিয়ন ও ড্রেইশাস। ফিথাইয়ানদের সর্বাগ্রে ছিল মেডন ও পোডারসিস, লড়াইয়ে অবিচল বীর। ওই মেডন ছিল দেবতুল্য ওয়িলিয়ুসের জারজ সন্তান, অর্থাৎ
৬৯৫ অ্যাজাক্সের ভাই; তবে সে থাকত ফিলাসিতে, তার নিজ পিতৃভূমি থেকে দূরে, কারণ সে খুন করেছিল° তার সৎ-মা এরিয়োপিসের এক আত্মীয়কে, এই এরিয়োপিস ছিল ওয়িলিয়ুসের বউ। অন্যজন, পোডারসিস, ছিল আইফ্রিকাসের ছেলে, যে নিজে ছিল ফিলাকুসের ছেলে। এরাই তাদের বর্মসাজ গায়ে পরে সর্বাগ্রে লড়ছিল মহাত্মা ফিথাইয়ান বাহিনীর মাঝে, লড়ে যাচ্ছিল বিয়োশানদের
৭০০ সাথে মিলে—জাহাজবহরের প্রতিরক্ষা দিতে।

অ্যাজাক্স, ওয়িলিয়ুসের ক্ষিপ্রগতি ছেলে, কোনোভাবেই আর নড়ছিল না টেলামনপুত্র অ্যাজাক্সের পাশ থেকে; না, এক মুহূর্তের জন্যও নয়। যেভাবে কোনো পতিত জমিতে মদ-কালো রঙ দুই ষাঁড় একইরকম মনমানসিকতা নিয়ে কষ্ট করে যায় জোড়-দেওয়া লাঙল *ঠেলে ঠেলে*, আর তাদের শিং-এর গোড়া থেকে স্রোতধারার মতো চুইয়ে পড়ে ঘাম, তারা খেটে যায় পতিত জমি বেয়ে, ৭০৫ লাঙল চষে চষে শেষে পৌঁছায় জমির প্রান্তসীমায়, আর এতটা সময় তাদের একে অন্যের থেকে আলাদা রাখে স্রেফ [কাঁধের] চকচকে জোয়াল—সেভাবে দুই অ্যাজাক্স একসাথে অবস্থান নিল, থাকল একে অন্যের পাশে, খুব কাছাকাছি। টেলামনপুত্র অ্যাজাক্সের পেছনে বস্তুতই ছিল তার সহযোদ্ধাদের দল, অনেক বীরপুরুষ সেনা। যখনই ক্লান্তি ও ঘাম ফুটছিল তার হাত পায়ে, তারা তার কাছ ৭১০ থেকে নিয়ে নিচ্ছিল তার ঢাল। কিন্তু ওয়িলিয়ুসের বীরপুত্র [অ্যাজাক্সের] পেছনে ছিল না কোনো লোক্রিয়ান বাহিনী, কারণ তাদের মনে দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপযুক্ত দৃঢ়তার কমতি ছিল বেশ। তাদের ছিল না কোনো ঘোড়ার-কেশরের পুরু ঝুঁটিওয়ালা ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ, সেই সাথে ছিল না বৃত্তাকার ঢাল বা অ্যাশকাঠে বানানো বল্লম। ৭১৫ তারা স্রেফ ধনুক ও ভেড়ার লোমে পেঁচিয়ে বানানো গুলতিতে আস্থা রেখে অ্যাজাক্সের সাথে চলে এসেছিল ইলিয়ামে। সেগুলি দিয়েই তারা ট্রোজানদের দিকে ঘন ঘন মারছিল তীর, প্রয়াস নিচ্ছিল তাদের ব্যাটালিয়নগুলি ভেঙে দিতে। অতএব সামনের দিকে ছিল জাঁকালো অলঙ্কৃত যুদ্ধসাজ পরা যোদ্ধারা, তারা লড়ছিল ট্রোজানদের ও ব্রোঞ্জের কঠোরতা নিয়ে যুদ্ধ করা হেক্টরের সাথে। আর ৭২০ পেছনের দিকে ছিল এরা [লোক্রিয়ানরা], আড়াল থেকে এরা লুকিয়ে মেরে যাচ্ছিল তীর; তাতে করে ট্রোজানরা, তীরের বৃষ্টিতে বিভ্রান্ত হয়ে, ভুলে বসছিল তাদের লড়াইয়ের ক্ষুধা।

এ পর্যায়ে ট্রোজানদের আসলেই শোচনীয়ভাবে জাহাজ ও তাঁবুর কাছ থেকে মাঠ ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসতে হতো হাওয়াসঞ্চারিত ইলিয়ামে, যদি না পলিডামাস আসতো সাহসী হেক্টরের কাছে আর বলত এই কথা : ৭২৫

'হেক্টর, তোমাকে কথা বলে ও উপদেশ দিয়ে রাজি করানো কঠিন কাজ বটে। যেহেতু তোমাকে দেবতা যুদ্ধের কাজে অন্য সবার থেকে দক্ষতা দিয়েছে বেশি, তাই তোমার ধারণা শলাপরামর্শ বিষয়েও তুমি অন্যদের থেকে বেশি প্রজ্ঞা রাখো। কিন্তু কোনোভাবে এটা সম্ভব না যে তুমি অন্যদের থেকে সব কিছুতেই সেরা হবে। একজনকে দেবতা যুদ্ধের কাজে দক্ষতা দিয়েছে তো আরেকজনকে ৭৩০ দিয়েছে নৃত্যকলায়, অন্য আরেককে বীণা বাজানোতে ও গানে। তেমনি জিউস, যার কণ্ঠ দূর থেকে ভেসে আসে, অন্য কারো বুকে দিয়েছে বোঝাপড়ার মন; আর

তা থেকে অনেক মানুষই লাভবান হয়ে থাকে, অনেককেই রক্ষা করে সেই লোক, এবং তা [কীভাবে করতে হয়] তা সে নিজেই সবচে ভালো করে জানে। যা হোক,
৭৩৫ আমি তা-ই বলব যা আমার কাছে সব থেকে উচিত বলে মনে হচ্ছে এইবেলা। দ্যাখো, তোমার চারদিক জুড়ে যুদ্ধের আগুনজ্বলা বৃত্তটিকে দ্যাখো। গর্বিতমনা ট্রোজানেরা দ্যাখো দেওয়াল পেরিয়ে আসার পরে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছে একা তাদের অস্ত্র হাতে নিয়ে; আর কেউ কেউ লড়ে যাচ্ছে, অনেকের বিরুদ্ধে অল্প-কজন তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জাহাজবহরের পাশে। নাহ্, আপাতত পিছু হটি
৭৪০ চলো, আর চলো আমাদের সবচে সাহসী যোদ্ধাদের এইখানে ডাকি। তখন আমরা সব বুদ্ধি-পরামর্শ বিবেচনায় নিয়ে দেখব কী করা যায়—আমরা কি চড়াও হবো ঐ অনেক বেঞ্চিপাতা জাহাজবহরের 'পরে এই ভাবনা নিয়ে যে দেবতা বিজয় আমাদেরকেই দিতে চায়, নাকি আমরা বরং জাহাজের এখান থেকে পিছু হটবো অক্ষত থেকে? আমার নিজের কথা যদি বলি, আমি বস্তুত ভয়ে আছি গ্রিকরা বোধ
৭৪৫ হয় আমাদেরকে গতকালের ঋণের° শোধ দিয়ে দেবে। আমি দেখছি জাহাজবহরের পাশে তাদের এক বীর আছে যার যুদ্ধ-ক্ষুধা অতৃপ্ত রয়ে গেছে খুব এবং যে, আমার ধারণা, আর নিজেকে এভাবে যুদ্ধের মাঠ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবে না পুরোপুরি।'

এ-ই বলল পলিডামাস। তার প্রজ্ঞাবান পরামর্শ হেক্টরের ভালো লাগল যথেষ্ট পরিমাণে। তৎক্ষণাৎ সে বর্মসাজ পরা অবস্থায়, রথ থেকে নামল মাটিতে
৭৫০ এবং তার উদ্দেশে বলল তার ডানাওয়ালা কথা :

'পলিডামাস, তুমি এখানে সবচে সাহসী যোদ্ধাদের জড়ো করে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি যাচ্ছি ওইদিকে লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে। আমি তাড়াতাড়ি ফের ফিরে আসব যেইমাত্র সেনাদের আমার ভালোমতো আদেশ-নির্দেশ দেওয়া শেষ হবে।'

এ-ই বলল হেক্টর এবং ছুটল সামনের দিকে। তাকে দেখতে লাগল এক
৭৫৫ তুষার-ঢাকা পর্বতের মতো।° জোরে চিৎকার দিয়ে সে উড়ে যেতে লাগল ট্রোজানবাহিনী ও মিত্রসেনাদের মাঝ দিয়ে। তারা সব হেক্টরের কণ্ঠে আদেশ শুনে, সকলে ও প্রত্যেকে, এবার দ্রুত ছুটে গেল প্যানথোয়াসপুত্র হৃদয়বান পলিডামাসের কাছে। আর হেক্টর ধেয়ে চলল সর্বাগ্রের সেনাদের ভিড় ঠেলে, সে খুঁজছে ডিয়িফোবাস ও বীর যুবরাজ হেলেনাসকে, সেই সাথে এইসিয়াসপুত্র
৭৬০ অ্যাডামাসকেও, যে এইসিয়াস নিজে হারটাকাসের ছেলে। তার মনে আশা তাদের সে ঠিক খুঁজে পাবে। কিন্তু সে তাদের পেল ঠিকই, তবে হয় আহত না হয় সর্বনাশা মৃত্যুমুখে পতিতরূপে। তারা কেউ কেউ পড়ে আছে গ্রিক জাহাজবহরের পশ্চাদ্ভাগে, গ্রিকদের হাতে নিহত হয়ে; আর কেউ [ট্রয়] নগরীর প্রাকারের ভেতর ফিরে চলে গেছে, হয় তীরে বিদ্ধ হয়ে, না হয় বল্লমের ঝটকায় আহত অবস্থাতে।

কিন্তু একজনকে সে শীঘ্রই পেয়ে গেল অশ্রুভরা যুদ্ধের বাম দিকটাতে। সে দেবতুল্য প্যারিস, মোহিনীকেশ হেলেনের স্বামী; সে তাড়না দিয়ে যাচ্ছিল তার সহযোদ্ধা বাহিনীকে, উৎসাহ দিচ্ছিল তাদের খুব লড়ে যেতে। হেক্টর তার পাশে এসে বলল তাকে লজ্জা দেওয়া কিছু কথা :　৭৬৫

'দুষ্ট প্যারিস, দেখতে কী সুদর্শন, নারী সান্নিধ্যের জন্য পাগল, প্রতারক কোথাকার! আমাকে বলো তুমি কোথায় ডিয়িফোবাস, কোথায় বীর যুবরাজ হেলেনাস এবং এইসিয়াসপুত্র অ্যাডামাস, যে এইসিয়াস হারটাকাসের ছেলে। হ্যাঁ, আমাকে আরও বলো যে কোথায় ওথ্রিয়নিউস? এখন তো মনে হচ্ছে উঁচু ইলিয়াম পুরোপুরি, উঁচু থেকে নীচু অবধি, ধ্বংসে ডুবে গেছে। এখন তোমার নিজেরও সম্পূর্ণ বিনাশ নিশ্চিত জেনো।'　৭৭০

এরপর দেবতুল্য চেহারার প্যারিস জবাবে বলল তাকে :

'হেক্টর, তুমি সবসময়েই দোষ দাও এমন লোকের যার কিনা দোষ নেই কোনো। হতে পারে অন্য কোনো সময়ে আমি হয়তো নিজেকে দূরে রাখতাম যুদ্ধের থেকে, তবে এখন না। কারণ আমার মা পুরোপুরি কাপুরুষ করে জন্ম দেয়নি এই আমাকে। যখন থেকে তুমি তোমার সহযোদ্ধাদের জাগালে জাহাজের পাশে যুদ্ধে নামতে বলে,° তখন থেকে আমরা আছি এইখানে, গ্রিকদের সাথে লড়ে যাচ্ছি অবিরাম গলাগলি করে। তবে যে সঙ্গীদের কথা জানতে চাইলে তুমি, তারা সব মৃত এখন। শুধু ডিয়িফোবাস ও যুবরাজ হেলেনাস° যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে চলে গেছে, দুজনই দীর্ঘ বল্লমের ঘায়ে বাহুতে আহত; ক্রোনাসপুত্র [জিউস] তাদের থেকে মৃত্যুকে কোনোমতে দূরে রেখে [তাদের বাঁচিয়েছে]। যাক, এখন আমাদের পথ দেখাও তুমি। যেখানে তোমার হৃদয় ও মন তোমাকে যেতে বলে, যাও। আমাদের ব্যাপারে বলি, আমরা আকুল-অধীর হয়ে রওনা দেব তোমার পিছু পিছু। আমার বিশ্বাস, আমাদের সাহসের কোনোভাবে কোনো কমতি নেই, মানে আমাদের যতক্ষণ শক্তি আছে দেহে—আর দৈহিক শক্তির অতিরিক্ত তো লড়তে পারে না কোনো লোক, মন তার লড়ার জন্য যতই উন্মুখ থাক না কেন।'　৭৭৫　৭৮০　৭৮৫

এ-ই বলল যোদ্ধা, আর জিতে নিল তার ভাইয়ের মন। তারা রওনা দিল সেইদিকে যেখানে যুদ্ধ ও উত্তুঙ্গ কোলাহল সবচে উন্মত্ত আকার নিয়েছে—যেখানে লড়ে যাচ্ছে সেব্রায়োনিজ ও অতুল্য পলিডামাস এবং ফ্যালসিজ ও ওরথিয়াস, সেইসাথে দেবতুল্য পলিফিটিজ, পালমিস ও অ্যাসকানিয়াস এবং মরিস, দুজনেই তারা হিপোটিয়নের ছেলে, এসেছে অনেক-উর্বরা অ্যাসকানিয়া° থেকে গতকাল ভোরে—তাদের বন্ধুদের সহায়তা দিতে; আর এখন জিউস তাদের তাড়না দিয়েছে লড়াইয়ে নামার। এরা সবাই যুদ্ধে নেমেছে কোনো ভয়ানক বাতাসের ঝোড়ো বাত্যার মতো, যা পিতৃদেব জিউসের বজ্রে তাড়িত হয়ে লুটিয়ে পড়ে পৃথিবীর ভূমির ওপরে, অবাক নিনাদ তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে　৭৯০　৭৯৫

লবণ সাগরের মাঝে, যার চলার পথ জুড়ে ঐ সশব্দ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলা সাগরে জেগে ওঠে অগণন ঢেউ, ঐ ঢেউয়ের পিঠ হয় উঁচু-ধনুকের মতো বাঁকা, তারা ফেনায় সফেদ হয়, এক দলের পরে তারা আসে আরেক দল বেঁধে—
৮০০ সেভাবে ট্রোজানরা এল ঘনবদ্ধ সারি বেঁধে, এক দলের পরে আরেক দল, তারা ঝলক দিচ্ছিল ব্রোঞ্জের, আসছিল তাদের নেতা হেক্টরের পিছে পিছে—হেক্টর প্রায়ামের ছেলে, যুদ্ধদেব আইরিজের সমান একজন, সে তো নশ্বর মানুষের সর্বনাশ বটে। বুকের সামনে সে রেখেছিল তার শরীরের সবদিকে সুসমঞ্জস ধরে রাখা ঢাল, পুরু চামড়ায় তৈরি করা সেটা, যার ওপর প্রচুর ব্রোঞ্জের পরত
৮০৫ বসানো ছিল, আর তার কপালের দু পাশে দুলছিল দীপ্যমান শিরস্ত্রাণের ঝুঁটি। সবদিকে যাচ্ছিল সে বড় পা ফেলে—এপাশে আবার ওইপাশে, পরখ করে নিচ্ছিল শত্রুদের ব্যাটালিয়নের জোর; ঢালের পেছনে শরীর ঢেকে আগাতে আগাতে দেখে নিচ্ছিল তারা তার কাছে হার মানে কি-না। তবে গ্রিকদের বুকের ভেতরের মন দুর্বল করে দিতে তখনও সে ব্যর্থ রয়ে গেল। এবার অ্যাজাক্স এগিয়ে এল বিশাল পদক্ষেপে, সে-ই প্রথম হেক্টরকে জানাল চ্যালেঞ্জ :

৮১০ 'পাগল বটে তুমি, কাছে আসো। কেন চাচ্ছ এভাবে অনর্থক গ্রিকদের ভয় দেখাতে, বলো? তোমাকে বলি, আমরা একদম যুদ্ধের ব্যাপারে মূর্খ লোক নই; স্রেফ জিউসের ভয়াল চাবুকেই আমরা গ্রিকরা যা একটু বিপর্যস্ত আছি, ওটুকুই। নিশ্চিত তুমি, আমার ধারণা, আশা করে আছো আমাদের জাহাজবহর লুটে নেবে। তবে আরও নিশ্চিত থাকো, আমাদেরও হাত তৈরি আছে ওদের প্রতিরক্ষা
৮১৫ দিতে। ওরকম কিছু ঘটার অনেক আগে তোমার জনবহুল [ট্রয়] নগর আমাদের হাতের নীচে অধিকৃত হবে, আমরা গুঁড়িয়ে দেব ওকে। আর তোমার কথা যদি বলি, জেনে রাখো সেদিন সমাগত যেদিন পালাবার কালে তুমি প্রার্থনা জানাবে পিতা জিউস ও অন্য অমর [দেবদেবীর] প্রতি, যেন তারা তোমার মোহিনীকেশ ঘোড়াগুলো বাজপাখির চেয়ে দ্রুতগামী করে দেয়, যেন সেভাবে ওরা তোমাকে
৮২০ সমতল জুড়ে ধুলো ওড়াতে ওড়াতে নিয়ে যেতে পারে নগরীর দিকে।'

অ্যাজাক্স যখন বলছিল এইসব কথা, তখন একটা পাখি উড়ে গেল তার ডান থেকে বাম দিকে অনেক উঁচুতে, এক ঈগলপাখি। এই দৃশ্য দেখে গ্রিক সেনাদল চিৎকার দিল জোরে, তাদের মন বেজায় খুশি হলো এই শুভ-আলামত পেয়ে। কিন্তু মহিমান্বিত হেক্টর বলল প্রত্যুত্তরে° :

'অ্যাজাক্স, নির্বোধের মতো কথা বলো তুমি, বাগাড়ম্বর জানো দেখি বেশ।
৮২৫ কী যে আবোলতাবোল বলে গেলে! আহা আমি যদি শুধু আজকের মতো নিশ্চিত করে বলতে পারতাম জীবনের বাকি দিনগুলোয় আমি হব ঐশীবর্মধারী জিউসের ছেলে, আর রানি হেরা হবে আমার মা, আমার মর্যাদা হবে অ্যাথিনা ও অ্যাপোলোর সমান সমান°—যদি তা বলতে পারতাম এই এতখানি নিশ্চিত করে

যতখানি নিশ্চিত বলতে পারছি যে আজ গ্রিকদের জন্য আসবে মহা-সর্বনাশ,
তোমাদের সকলের ও প্রত্যেকের জন্য আসবে সেটা, আর ওদের মাঝে আজ
তুমিও খুন হবে যদি তুমি সাহস দেখাও আমার দীর্ঘ-বল্লমের সামনে দাঁড়ানোর! ৮৩০
ঐ বল্লম আজ ছিঁড়ে-ফেড়ে নেবে তোমার শাপলার মতো সাদা গায়ের চামড়া যা
আছে; তারপর তুমি গ্রিকদের জাহাজবহরের মাঝখানে পতিত হয়ে, পরে উদর
ভরাবে ট্রয়ের কুকুর ও পাখিদের তোমার চর্বি ও গায়ের মাংস দিয়ে।'

এ-ই বলল হেক্টর, আর পথ দেখাল বাকিদের। বাকিরা সবাই তার পেছনে
চলল এক বিস্ময়কর শোরগোল তুলে, সেনার বাহিনী তার পেছনদিকে চিৎকার
করে গেল। তাদের বিপরীত দিকে গ্রিক সেনারাও এর উত্তরে চিৎকার দিল। ৮৩৫
তারা ভোলেনি তাদের পরাক্রম, তারা তৈরি সেরা ট্রোজান যোদ্ধাদের আগ্রাসনের
মুখোমুখি হতে। এবার দুই বাহিনীর উচ্চ কলরব উঠে গেল মেঘের ওপরের
বাতাস অবধিও, এমনকি জিউসের সূর্যকিরণেরও কাছে। ৮৩৭

টীকা

১৩:৩-৭ থ্রেশান...মানসিকতার বটে: থ্রেশানরা ছিল হেলেস্‌পন্ট প্রণালীর ইউরোপিয়ান দিকের সমতলে বাস করা যাযাবর জাতি; এখানে উল্লিখিত মিশানরা আগে বলা মধ্য এশিয়া মাইনর থেকে আসা ট্রোজানমিত্র মিশান নয় (২:৮৫৮), বরং এরা উত্তরের এক উপজাতি। হিপোমোলজাই অর্থ 'মাদি ঘোড়ার দুধ দোওয়া লোক'; অ্যাবিয়াই অর্থ 'হিংসাবর্জিত মানুষ'। হোমারের দৃষ্টিতে অ্যাবিয়াইরা সবচে সভ্য মানুষ কারণ প্রাচীনকালে গ্রিকরা বিশ্বাস করতো যে মানুষ যত আদিম জীবন্ যাপন করে তত সভ্য ও ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকে। হিপোমোলজাই ও অ্যাবিয়াইদের ভৌগোলিকভাবে চিহ্নিত করা যায়নি, তবে তাদের মূল বৈশিষ্ট্য তাদের নামের মধ্যেই পরিষ্কার।

১৩:৮ তার মনে এ বিশ্বাস: জিউস এর আগে (৮:৭-১৬) দেবদেবীদের স্পষ্ট নিষেধ করে দিয়েছিল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে। জিউসের তাই বিশ্বাস যে তার কথার নিশ্চয়ই কেউ অবাধ্য হবে না।

১৩:১১ সামোথ্রেইসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের: সামোথ্রেইস ট্রয়ের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এক দ্বীপ।

১৩:২১ ঈজিতে: দেখুন টীকা ৮:২০৩।

১৩:৩২ গভীর সাগরের...প্রশস্ত গুহা: এটা সাগরের নীচের কোনো গুহার ব্যাপারে যতটা না সত্যিকারের তথ্য, তার চেয়ে বেশি কবির দৈব জ্ঞানের প্রদর্শন যে তিনি এমনকি সাগরতলে কী আছে না আছে তার খোঁজও জানেন। আরও দেখুন ২৪:৭৭-৮৬।

১৩:১৭৩ পিডিঅন-এ: পিডিঅনের কোনো ভৌগোলিক খোঁজ আজও মেলেনি।

১৩:১৮৫ অ্যামফিম্যাকাসের: অ্যামফিম্যাকাস ইলিস থেকে আসা বাহিনীর নেতা (২:৬২০), *ইলিয়াড*-এ মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ এক গ্রিক চরিত্র। তার পিতা মোলাইনিজ দুই যমজের একজন, যাদের পিতা দেবতা পসাইডন, যদিও একইসঙ্গে এক নশ্বর মানুষও তাদের পিতা, সে মহাবীর অ্যাক্টর। দেখুন টীকা ১১:৭৫২-৭৫৩।

১৩:২১০ আইডোমেন্যুস: এই পর্বে আইডোমেন্যুসের আরেস্তিয়া (বীরগাথা) দেখব আমরা। এখন তিন প্রধান গ্রিক বীর যেহেতু আহত (আর অ্যাকিলিস যুদ্ধ থেকে দূরে আছে), তাই কবির জন্য এটাই সুযোগ প্রথম স্তরের ঠিক নীচের কোনো বীরের শৌর্য দেখানোর। আইডোমেন্যুস বয়সে প্রবীণ। তার ক্রিটান বাহিনী ট্রয়ে আসা তৃতীয় বৃহত্তম বাহিনী, তারা এসেছে আশিটি জাহাজ নিয়ে (২:৬৫২)।

১৩:২১৬-২১৭ পুরো প্লায়ুরন ও খাড়া ক্যালিডন: পশ্চিম গ্রিসে অবস্থান এই ক্যালিডনের।

১৩:২৯৮-২৯৯ তার পেছনে যায়...বিশৃঙ্খলা: বিশৃঙ্খলাকে (কিছু ইংরেজি অনুবাদে শব্দটি Panic এবং Terror হিসেবেও আছে) এখানে দেবতার ওপরে ভর করিয়ে ব্যক্তিকরণ (personification) করা হয়েছে। হেসিয়ডের *থিওগনি*-তে সে আইরিজের পুত্র হিসেবে চিহ্নিত (*থিওগনি*—৯৩৪ নং পঙ্‌ক্তি)।

১৩:৩০১-৩০২ থ্রেইস থেকে...ফ্লেজানদের: প্রাচীনকাল থেকেই এটা প্রথাগত বিশ্বাস যে আইরিজ এসেছে থ্রেইস থেকে। এফিরান ও ফ্লেজানরা সম্ভবত বাস করতো উত্তর গ্রিসের থেসালিতে।

১৩:৩২৪ অন্তত দ্বন্দ্বযুদ্ধে: হোমেরিক যোদ্ধার সামনে যুদ্ধ আছে দু ধরনের: এক. দ্বন্দ্বযুদ্ধ (duel বা close combat) যেখানে দুজন যোদ্ধা একে অপরের বিপক্ষে লড়ে, আর অন্যেরা তখন দর্শক হয়ে

থাকে। এটাই বেশি প্রাণান্তকর ও বিপজ্জনক যুদ্ধ, যেখানে কোনো একজন (কিংবা দুজনই) মারা যাবে। দুই. বাহিনীর যুদ্ধ, যেখানে এক বাহিনী তাড়া করছে আরেক বাহিনীকে। দ্বিতীয় এই যুদ্ধের সময়ে ভেতরে ভেতরে কিন্তু চলতে পারে ভিন্ন ভিন্ন দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় এই যুদ্ধ বা 'বাহিনীতে বাহিনীতে সাধারণ যুদ্ধ'-র জন্য দরকার পায়ের ক্ষিপ্রতা, যার কথা বলা হচ্ছে এর পরের পঙক্তিতেই।

১৩:৩৬১-৫১৫ **এবার আইডোমেন্যুস...কোনোমতে প্রতিহত করে গেল:** এটাই গ্রিক বীর আইডোমেনুসের দীর্ঘ আরেস্তিয়া (বীরগাথা)। তার হাতে এখানে মারা পড়ল তিন প্রধান গ্রিক যোদ্ধা: ওথ্রিয়নিউস; এইসিয়াস যাকে আমরা চিনি গত পর্ব থেকেই (১২:১০৮-১৭৪); এবং ঈনিয়াসের বোনের স্বামী আলকাথোয়াস। শেষে দেখা যায় প্রবীণ আইডোমেন্যুস ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে মাঠ ছাড়ে (৫১৩-৫১৫)।

১৩:৪২৭-৪৩০ **যোদ্ধা আলকাথোয়াস...হিপোডামাইয়া ছিল যার নাম:** আলকাথোয়াস এক প্রধান ও উচ্চবংশীয় ট্রোজান বীর, সন্দেহ নেই। ঈসায়িটিজ তার পিতার নাম; এই ঈসায়িটিজের কথা আমরা আগেই জেনেছি (দেখুন টীকা ২:৭৯৩)। তার সমাধিটি ট্রয় সমতলের একটি ল্যান্ডমার্ক। হিপোডামাইয়া অ্যাঙ্কাইসিসের মেয়ে, অর্থাৎ বীর ঈনিয়াসের বোন। তার কথা *ইলিয়াড*-এ অন্য কোথায়ও আর না থাকলেও, অন্যান্য গ্রিক কাব্য-মহাকাব্যে ভালোমতোই আছে।

১৩:৪৫০-৪৫৪ **জিউস শুরুতে মাইনোসের...সর্বনাশরূপে:** আইডোমেন্যুস ব্যাখ্যা করছে যে কী হিসেবে বা কিভাবে সে জিউসের পুত্র (পঙক্তি ৪৫৩)। মাইনোস ছিল নোস্‌সোসের (Knossos) পৌরাণিক রাজা।

১৩:৫১৮ **এনিয়ালিয়ুসের পুত্র:** দেখুন টীকা ৫:৩৩৩।

১৩:৫৪৮-৫৪৯ **সেই শিরা যেটা...টানা চলে গেছে:** সম্ভবত মেরুদণ্ডের ভেতরকার মজ্জাকে বোঝানো হচ্ছে। তবে আধুনিক হোমারবিদরা ও চিকিৎসকেরা বলছেন এটা কাল্পনিক এক শিরা, বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই। রক্তপ্রবাহী প্রধান নালী বা শিরাগুলো চামড়ার ঠিক নীচে থাকে না যে তাদের এভাবে ছিন্ন করা যায় পুরোপুরি (৫৪৯), তা-ও পেছন থেকে মারা বল্লমের ঘায়ে।

১৩:৫৫৪-৫৫৬ **কারণ পসাইডন...নেস্টরের এই পুত্রটিকে:** দেবতার পসাইডনের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল নেস্টরের রাজ্য পাইলোসের। পসাইডন নিলিউসের পিতা, অতএব অ্যান্টিলোকাসের দাদার বাবা।

১৩:৬১২ **ব্রোঞ্জের সুন্দর কুঠার:** কুঠারকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে আমরা দেখি কেবল এখানে এবং পরে ১৫তম পর্বে (১৫:৭১১)।

১৩:৬১৭-৬১৮ **তার দুই চোখের...ধুলোর ওপরে:** আঘাতের ক্ষত নিয়ে হোমারের বর্ণনা সাধারণত বাস্তবসম্মত কিংবা তার যথেষ্ট কাছাকাছি; কিন্তু কোনো কোনো স্থানে তা উদ্ভট ও অসম্ভব, যেমন এখানে। এরই পুনরাবৃত্তি আছে পরে ১৬:৭৪১ পঙক্তিতে। চোখ আসলে কোনোভাবেই মাথা থেকে আলাদা খুলে মাটিতে পড়তে পারে না।

১৩:৬২০-৬৩৯ **এভাবে, নিশ্চিত এভাবে...যুদ্ধ ও সমরে:** মেনেলাসের এই ভাষণে আছে ট্রোজানদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও তিক্ততা এবং সেইসঙ্গে এই অসহায়ত্বের প্রকাশও যে সেই জঘন্য ট্রোজানরাই কিনা এখন জিতছে। আতিথ্যসেবার যে রীতি বা প্রথা তা ট্রোজানদের হাতে লজ্ঘিত হবার সে-ই

সবচেয়ে বড় শিকার, তারা তার স্ত্রী হেলেনকে হয় জোর করে বা ফুঁসলিয়ে তারই ঘর থেকে তুলে নিয়ে গেছে। তাই মেনেলাস একদমই বুঝতে পারছে না যে অতিথিসেবার দেবতা (God of hospitality) স্বয়ং জিউস কেন ট্রোজানদের পক্ষ নিচ্ছে, তাদেরকে কেন ধ্বংস করছে না।

১৩:৬৪৪ **রাজা পিলিমেনিজের:** দেখুন ৫:৫৭৬-৫৮৯ পঙ্ক্তিগুলি।

১৩:৬৭০ **গ্রিকদের বিশাল যুদ্ধ-জরিমানা:** এটাই *ইলিয়াড*-এ যেসব গ্রিক তরুণ ট্রোজান অভিযানে যেতে রাজি হয়নি তাদের ওপর ধার্য করা জরিমানার একমাত্র স্পষ্ট উল্লেখ। এর পরোক্ষ উল্লেখ অবশ্য আবার আছে ২৩:২৯৬-২৯৭ অংশে।

১৩:৬৮৩ **জায়গা থেকে নীচু করে:** এই নীচু দেওয়াল আর ১২তম পর্বে ট্রোজানদের ভেঙে দেওয়া গ্রিক প্রতিরক্ষা দেওয়াল এক নয়। সম্ভবত এখানে এবং ১৪তম পর্বের ৩২ নং পঙ্ক্তিতে হোমার দশ বছর আগে গ্রিকরা আসার পরপরই গড়া কোনো প্রতিরক্ষা দেওয়ালের কথা বলছেন।

১৩:৬৯৬ **কারণ সে খুন করেছিল:** মেডনের এই একই উপাখ্যানের কথা আবার আছে ১৫তম পর্বে (১৫:৩৩৩-৩৩৬)।

১৩:৭৪৫ **গতকালের ঋণের:** অর্থাৎ অষ্টম পর্বের গ্রিক পরাজয়ের কথা বলা হচ্ছে।

১৩:৭৫৫ **তুষার-ঢাকা পর্বতের মতো:** উডম্যান হেক্টরকে পর্বতের সঙ্গে তুলনা করাটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যায়, যে একই হেক্টরকে আবার হোমার যুদ্ধসৌকর্যের বিচারে প্রধান গ্রিক বীরদের অনেক নীচে রাখছেন সবসময়েই। সম্ভবত এই উপমা তার দীর্ঘদেহী শারীরিক গড়নের কথা মাথায় রেখেই, অন্য কোনো অর্থে নয়।

১৩:৭৭৭-৭৭৮ **যখন থেকে তুমি...যুদ্ধে নামতে বলে:** 'যখন থেকে' অর্থে এ-পর্বের ১৫০-১৫৪ পঙ্ক্তির হেক্টরের তাড়নাটির কথা বলা হচ্ছে।

১৩:৭৮০ **শুধু ডিয়েফোবাস ও যুবরাজ হেলেনাস:** ডিয়িফোবাস যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে গেছে এ পর্বেরই ৫২৬-৫৩৯ পঙ্ক্তিতে; আর হেলেনাস গেছে ৫৯৩-৬০০ পঙ্ক্তিতে।

১৩:৭৯২ **অ্যাস্‌কানিয়া:** অ্যাস্‌কানি হ্রদের পাশের এলাকা; অবস্থান মর্মর সাগরের পাশে।

১৩:৮২৩ **হেক্টর বলল প্রত্যুত্তরে:** ঈগলপাখি দেখে গ্রিকরা খুশি, কিন্তু হেক্টর তাতে বিচলিত নয়, কারণ আমরা আগেই জেনেছি পাখি দেখে করা ভবিষ্যদ্বাণীতে বা কোনো আলামতে হেক্টরের তেমন কোনো আস্থা নেই (দেখুন ১২:২৩৭-২৪০)। তা ছাড়া, কী ঘটতে যাচ্ছে বা কী ঘটতে পারে তার বিচার করার দক্ষতা, আমরা দেখি যে, হেক্টরের বরাবরই কম।

১৩:৮২৫-৮২৭ **আহা আমি যদি...অ্যাপোলোর সমান সমান:** দেখুন টীকা ৮:৫৩৮-৫৪০। আমাদের মনে রাখতে হবে যে অ্যাকিলিস বা ঈনিয়াস বা অন্য আর কারও কারও মতো হেক্টর কোনো দেব বা দেবীর পুত্র নয়। অতএব তার এ-ধরনের উচ্চাশা নশ্বর মানুষ হিসেবে আসলেই ধৃষ্টতা বা বিপদজনক কল্পনা।

পর্ব - চৌদ্দ

জিউসকে হেরার প্রতারণা

নেস্টর ও তিন আহত গ্রিক অধিনায়কের মধ্যে আলোচনা—হেরা জিউসকে কামনার ফাঁদে ফেলে ঘুম পাড়িয়ে দিল—নিদ্রাদেব তখন জানাল যে পসাইডন নির্বিঘ্নে এবার গ্রিকদের সহায়তা দিতে পারে—পসাইডন উজ্জীবিত করল গ্রিকদের—অ্যাজাক্সের ছুড়ে মারা পাথরে হেক্টর আহত—গ্রিকদের হাতে মারা গেল অনেক ট্রোজান সেনা।

বিষয়বস্তু

১৩তম পর্বে ইলিয়াড-এর প্লট যে উল্টোপথে হাঁটা শুরু করেছিল, তা অব্যাহত থাকল এই পর্বেও। জিউস এখানে যুদ্ধ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন, অতএব ট্রোজানরা এখানে হারছে আরও বড় আকারে। পর্বের শুরুতে নেস্টর দেখল গ্রিক দেওয়ালের পতন হয়েছে, গ্রিকরা দৌড়াচ্ছে বিভ্রান্তের মতো। নেস্টর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করল তিন প্রধান গ্রিকের সঙ্গে, আর আমরাও তিনজন ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের গ্রিককে চিনলাম যেন—আগামেমনন হতাশ, ট্রয় থেকে পালিয়ে যেতে উদগ্রীব; অডিসিয়ুস তেজি ও ঠাণ্ডা-মাথার; ডায়োমিডিজ গোঁয়ারের মতো সাহসী ও আশাবাদী। এরপরই ট্রোজানদের সাহায্য করা থেকে বিরত রাখতে ভয়ংকর এক ফন্দি আঁটল হেরা—আফ্রোদিতিকে মিথ্যা কথা বলে, নিদ্রাদেবকে উৎকোচ প্রদান করে সে তার স্বামী জিউসকে তার প্রতি লালসার ফাঁদে ফেলে পরে ঘুম পাড়িয়ে দিল। জিউসকে হেরার প্রতারণার এই বিখ্যাত

অংশটুকু বেশ চমৎকারভাবে বলা, খুব পরিশীলিত এক শৈল্পিক সূক্ষ্মতায় গড়া, যেখানে হোমারের রসবোধের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে আমাদের। জিউস যখন তার নারী শিকারের তালিকা দিতে থাকে নিজের স্ত্রীকেই, তখন মুচকি না হেসে পারা যায় না। যা-হোক, হেরার পরিকল্পনা দারুণভাবে সফল হলো—ঘুমিয়ে পড়ল জিউস এবং সেই সুযোগে যুদ্ধের মাঠে প্রকাশ্যে ঢুকে পড়ে গ্রিকদের পক্ষে তাণ্ডব চালাল পসাইডন; যুদ্ধের মোড় ঘুরে গ্রিকদের স্পষ্ট বিজয় শুরু হলো; এক পর্যায়ে হেক্টরকে পাথর মেরে মারাত্মক আহত করে দিল অ্যাজাক্স। এ-পর্বে ট্রোজানদের এরকম পরাজয়, পসাইডনের সাহায্য নিয়ে গ্রিকদের এমন বিজয়, এ-সব ছাপিয়ে আছে হেরার ছলনার ওই অংশটুকু, প্রাচীনকাল থেকেই যা সাধারণভাবে ইলিয়াড-*এর সবচেয়ে আনন্দভরপুর অংশ বলে বিখ্যাত। সূক্ষ্ম হাস্যরস ও প্রচ্ছন্ন যৌনতার ছোঁয়া দিয়ে গড়া ওই অংশটুকুতে যে হালকা ব্যাপারটি আছে, তা নীচে, পৃথিবীর মাটিতে, যুদ্ধের রক্তাক্ত ও বিষাদময় বাস্তবতা থেকে পুরো আলাদা।*

সারসংক্ষেপ

১-৬৩: নেস্টর তার কুটিরে মাকেওনের শুশ্রূষা করছিল। যুদ্ধের হট্টগোল শুনে সে বাইরে এল; তার সঙ্গে দেখা হলো আহত ডায়োমিডিজ, অডিসিয়ুস ও আগামেমননের।

৬৪-৮১: তারা বুঝল জাহাজবহরের ওপর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। আগামেমনন প্রস্তাব দিল জাহাজগুলি সৈকতের ওপর থেকে টেনে পানিতে নামিয়ে ওখানেই নোঙর করে রাখা হোক।

৮২-১৫২: অডিসিয়ুস ও ডায়োমিডিজ, দুজনই এটার বিরুদ্ধে কথা বলল। পসাইডন আগামেমননকে যুদ্ধে লড়ে যেতে উৎসাহ দিল।

১৫৩-২৯১: হেরা চাচ্ছে না পসাইডনের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ জিউস দেখে ফেলুক। হেরা তাই জিউসকে কামনার ফাঁদে ফেলে গভীর ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার ফন্দি আঁটল: সে আফ্রোদিতিকে মিথ্যা কথা বলে তার কাছ থেকে নিল পুরুষকে কামনায় বশীভূত করবার মোহিনী জাদু, আর নিদ্রাদেবকে ঘুষ দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেল আইডা পর্বতে।

২৯২-৪০১: হেরাকে জিউস দেখামাত্র কামবাসনায় কাতর হলো; মিলন হলো তাদের মাঝে। তখন পসাইডনকে নিদ্রাদেব জানাল যে জিউস গভীর ঘুমে চলে গেছে। পসাইডন এবার নির্বিঘ্নে জাগিয়ে তুলল গ্রিকদের; গ্রিকরা যথোপযুক্ত যুদ্ধসাজ বণ্টন করল তাদের শক্তিশালী ও দুর্বল যোদ্ধাদের মাঝে।

৪০২-৪৩৯: হেক্টর তার বল্লম তাক করল অ্যাজাক্সের দিকে; অ্যাজাক্স এক পাথর ছুড়ে মেরে অজ্ঞান করে দিল হেক্টরকে। ট্রোজানরা তাদের নেতাকে কোনোভাবে উদ্ধার করে নিয়ে গেল জানথাস নদীর কাছে।

৪৪০-৫০৭: হেক্টরের অনুপস্থিতিতে গ্রিকরা এখন সুবিধাজনক অবস্থায়। গ্রিক পিনিলিয়সের হাতে ট্রোজান আইলিয়নিয়ুসের বর্বর হত্যাকাণ্ড দেখে চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ট্রোজানবাহিনী।

৫০৮-৫২২: কবি সঙ্গীত ও স্মৃতির দেবী মিউজদের আহ্বান জানাল গ্রিকদের হাতে নিহত ট্রোজানদের তালিকা পেশ করার।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

১১তম পর্বে শুরু হওয়া *ইলিয়াড*-এর ২৮তম দিন চলছে এখনও। ঘটনাস্থল সমুদ্র সৈকতের গ্রিকশিবির, ট্রয় সমতলের যুদ্ধক্ষেত্র, দেবদেবীদের বাসস্থান অলিম্পাস এবং আইডা-পর্বতের শীর্ষদেশ যেখানে নেমে এসে যুদ্ধ দেখছিল জিউস।

চিত্র ১৬. জিউস ও হেরার বিয়ে। সিসিলির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের সেলিনাসে পাওয়া গেছে এই খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের স্থাপত্যটি। সেলিনাসেই ছিল দেবী হেরার বিশাল মন্দির। এখানে অর্ধনগ্ন দেবরাজ জিউস বসে আছে এক পাথরের ওপরে, তার ডান হাতে সে ধরে আছে হেরার বাঁ হাতের কবজি। হেরার এক স্তন উন্মুক্ত, সে নিজেকে শারীরিকভাবে নিবেদনের জন্যই মাথা থেকে সরাচ্ছে কাপড়। (ইতালির সিসিলির সেলিনাসে পাওয়া স্থাপত্য, খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ সন)

/

যুদ্ধের মহা ডামাডোল নেস্টরের কানে গেল, যদিও সে ছিল মদ্যপানে রত।°
অ্যাসক্লিপিয়াসের পুত্রকে সে বলল তার ডানাওয়ালা কথা :

'দেবতুল্য মাকেওন তুমি একটু চিন্তা করে বলো, এখন কী করা উচিত আমাদের? হ্যাঁ, সত্যি জাহাজের পাশে শক্তিমান তরুণ যোদ্ধাদের চিৎকার আরও জোরালো হচ্ছে দেখি। যাক, তুমি যেখানে আছো সেখানে বসে থাকো, আগুনবরণ ৫ মদ পান করে যাও যতক্ষণ মোহিনীকেশ হেকামিডি এসে পানি গরম করে ব্যবস্থা নেয় তোমার উষ্ণ গোসলের, ক্ষত থেকে ধুয়ে দেয় জমাট খুন। আমি দ্রুত যাচ্ছি সবকিছু দেখা যায় এমন কোনো স্থানে,*দেখতে যে কী চলছে এসব।'

এ-ই ছিল নেস্টরের কথা। এরপর সে হাতে তুলে নিল তার পুত্রের মজবুত-বানানো ঢাল, এই পুত্রটি ঘোড়া-পোষ-মানানো থ্রাসিমিডিজ, তার ঢাল পড়ে ছিল ১০ তাঁবুর মাঝে, ব্রোঞ্জে চকচকে; আর থ্রাসিমিডিজ নিজে নিয়ে গিয়েছিল তার পিতার ঢালখানি। এবার নেস্টর আঁকড়ে ধরল এক শক্তিশালী বল্লম, যার আগা ধারাল ব্রোঞ্জের, তারপর দাঁড়াল তাঁবুর বাইরে এসে। তৎক্ষণাৎ যে দৃশ্য সে দেখল তা লজ্জার বটে: গ্রিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটছে খুব, উদ্ধতমনা ট্রোজানরা তাদের তাড়িয়ে চলেছে, সেইসাথে গ্রিক দেওয়ালের পতন ঘটেছে। যেভাবে বিশাল সাগর উত্থিত ১৫ ও পতিত হয় ঢেউয়ের শব্দহীন স্ফীতির সাথে, শিস-তোলা হাওয়া দ্রুত ছুটে আসার জানায় অস্পষ্ট আলামত, আর ঢেউ সামনে ভাঙে না, গড়িয়ে যায় না এই পাশে কিংবা ওই পাশে যতক্ষণ না জিউসের থেকে নেমে আসে কোনো স্পষ্ট হাওয়ার দমক—সেভাবে বৃদ্ধ লোকটি ভেবে চলল, তার মন দ্বিধান্বিত এই দিকে, ফের ওই দিকে; ভাবল সে কি ছুটে যাবে দ্রুতচারী ঘোড়া ছোটানো ২০ গ্রিকদের ভিড়ে, নাকি যাবে অ্যাট্রিউসপুত্র, বাহিনীর রাখাল, আগামেমননের কাছে? ভেবে ভেবে তার মনে হলো ওটাই ভালো হবে যদি সে খুঁজতে যায় অ্যাট্রিউসপুত্রকে। অন্যরা এ সময়ে চালিয়ে যাচ্ছে লড়াই, জবাই করছে একে অন্যকে। তারা তরবারি ও দু-ধারী বল্লমে যখন ঘায়েল করছে এ ওকে, তখন ২৫ নিঠুর ব্রোঞ্জের ঝনঝন আওয়াজ উঠল তাদের দেহ জুড়ে।

পথিমধ্যে নেস্টরের দেখা হল জিউস-লালিত রাজাদের সাথে। তারা আসছিল জাহাজের কাছ থেকে, সবাই আহত [ট্রোজানদের] ব্রোঞ্জের ঘায়ে—টাইডিয়ুসপুত্র [ডায়োমিডিজ], অডিসিয়ুস ও অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন। লড়াইয়ের মাঠ থেকে বেশ দূরে তাদের জাহাজ তুলে রাখা হয়েছে ছাই-রঙা ৩০

সাগর সৈকতে।° এই প্রথম-আসা জাহাজবহর তারা তুলে রেখেছিল সমতলে সবচে সামনের সারিতে, আর এদের পেছনভাগেই ঐ দেওয়াল বানিয়েছিল তারা।° কারণ সৈকত যদিও চওড়া ছিল বেশ, তারপরও সব জাহাজ রাখার মতো যথেষ্ট ছিল না তা। তখন গ্রিকবাহিনীকে স্থান সংকটে পড়ে জাহাজ রাখতে
৩৫ হয়েছিল সারিতে সারিতে, সামনে-পেছনে করে, আর এভাবেই পুরো সৈকতের প্রশস্ত দেহ—অন্তরীপের এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি°—ভরে গিয়েছিল জাহাজে জাহাজে। রাজারা, সুতরাং, যুদ্ধ ও সংগ্রামের কী অবস্থা তা দেখবে বলে, সব এক দেহ হয়ে যাচ্ছিল সমতলের দিকে, প্রত্যেকে যার যার বল্লমে ঝুঁকে—তাদের বুকের ভেতরে হৃদয় খুব শোকাহত ছিল। এসময় বৃদ্ধ নেস্টরের দেখা হলো
৪০ তাদের সাথে, নেস্টরকে দেখে এই গ্রিকদের বুকের মাঝে মন আরও আশঙ্কিত হলো। তখন রাজা আগামেমনন গলার জোর বৃদ্ধি করে বলল তাকে :

'ও নেস্টর, নিলিউসের পুত্র তুমি, গ্রিকদের বিরাট গৌরবের। কেন তুমি মানুষের-সর্বনাশ ঐ যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে এদিকে এসেছ? আমার ভয় হচ্ছে প্রকাণ্ড হেক্টর সত্যি ট্রোজানদের জমায়েতে ভাষণের কালে যা বলেছিল, আমাদের তখন
৪৫ যা যা হুমকি দিয়েছিল, তার সব আবার না সত্যি হয়ে যায়। [সে বলেছিল] যতক্ষণ না সে জাহাজবহর পোড়াচ্ছে আগুনে, আর জবাই করছে সকল গ্রিকসেনা, ততক্ষণ সে জাহাজের কাছ থেকে ফিরবে না ইলিয়ামে। ওটাই তার ঘোষণা ছিল, আর এখন তার সব ঘটে চলেছে বাস্তবে। ওহ কী কেয়ামত এল! নিশ্চিত হাঁটু বর্মে-ঢাকা বাকি গ্রিকরাও আমার প্রতি মনে মনে ক্রোধে ফুঁসছে খুব,
৫০ ঠিক অ্যাকিলিসের মতো করে, তাই তাদের কোনো ইচ্ছা দেখছি না জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে লড়াই চালানোর।'

তখন তাকে প্রত্যুত্তরে বলল রথচালক জেরেনিয়ার নেস্টর :

'হ্যাঁ, আসলেই, ও সবই বাস্তবে ঘটে চলেছে এখন আমাদের এইখানে, স্বয়ং আকাশে বজ্র-তোলা জিউসও আর কিছু পারবে না উল্টাতে। কারণ দ্যাখো,
৫৫ দেওয়াল ভেঙে মাটিতে মিশেছে; আহা, আমাদের কী আস্থা ছিল ওটা অবিনাশী এক বাধা হয়ে রক্ষা দেবে আমাদের ও আমাদের জাহাজবহরের! আর শত্রুরা দ্রুতচারী জাহাজের পাশে লড়ে যাচ্ছে অবিরাম, কোনো শেষ হচ্ছে না ঐ লড়াইয়ের। এখন তুমি যত ভালো করে তাকাও না কেন, তবু বলতে পারবে না গ্রিকরা কোন্ দিক থেকে যে পালাচ্ছে ছত্রভঙ্গ হয়ে—এতই হযবরল অবস্থা এ
৬০ হানাহানির; সেইসাথে যুদ্ধের আর্তনাদ দ্যাখো উঠে চলেছে স্বর্গের দিকে। কিন্তু আসো আমরা ভেবে বের করি কীভাবে এখন কী করা যেতে পারে, মানে ভাবনায় যদি আদৌ কাজ হয় কোনো। আমার উপদেশ থাকবে আমাদের আর যুদ্ধে না প্রবেশের, কারণ আহত মানুষের পক্ষে যুদ্ধ করে যাওয়া সম্ভবপর নয়।'

তার এ কথার উত্তরে এবার তাকে বলল আগামেমনন, মানুষের রাজা :

'নেস্টর, আমাদের যোদ্ধারা দ্যাখো লড়ে যাচ্ছে জাহাজের পশ্চাদভাগে। ৬৫
মজবুত-বানানো ঐ দেওয়াল আমাদের কাজেই আসেনি কোনো; একই কথা পরিখার ক্ষেত্রেও—আহ কি পরিশ্রম করেই না গ্রিকরা খুঁড়েছিল সেটা, মনে মনে আশা করেছিল ঐ পরিখা তাদের জাহাজ ও তাদের নিজেদের রক্ষার কাজে এক অবিনাশী বাধা হবে। আমি ভাবছি, কী আনন্দই না হবে শক্তিতে শ্রেষ্ঠতম জিউসের এ দৃশ্য দেখে যে গ্রিকরা এখানে, ওই আর্গজ থেকে বহু দূরে এসে, ৭০
নামহীনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অতীতে যখন জিউস খুব আগ্রহ নিয়ে গ্রিকদের সাহায্য করছিল, তখনই আমি জেনে গিয়েছিলাম এটা; আর এখনও জানছি সেই একই কথা যখন সে মহিমা ও যশ দিয়ে চলেছে আমাদের শত্রুবাহিনীকে। তাদের সে এতখানিই যশগৌরব দিচ্ছে যে তারা যেন কোনো পবিত্র দেবতার দল, অন্যদিকে আমাদের শক্তি ও আমাদের হাত সে রেখে দিয়েছে বেঁধে। নাহ্, আসো, আমি যেমন বলি তেমন করো, সবাই আমার কথা মানো। চলো আমরা ৭৫
পানিতে নামাই সমুদ্রের কাছে প্রথম সারিতে টেনে তোলা ঐ জাহাজবহর, ওদের সবকটা চলো উজ্জ্বল লবণ সাগরে নামাই, তারপর নোঙর-পাথর দিয়ে ওদের পানিতেই নোঙর করে ভাসিয়ে রাখি যতক্ষণ না শাশ্বত রাত্রি নেমে আসে—মানে যদি রাত্রির কথা শুনে ট্রোজানরা আদৌ তখন যুদ্ধ থামায়। এর পরে চলো আমরা নামাবো বাকি সব জাহাজও যতো আছে। আমি সত্যি মনে করি ধ্বংস থেকে পালানোর মাঝে লজ্জা কিছু নেই, এমনকি তা যদি রাতের বেলায়ও হয়, তবু। ৮০
কোনো মানুষ যদি ধ্বংস থেকে বরং ভাগে ও পালায়, তা অন্তত বন্দী হবার থেকে তো ভালো।'[৩]

তখন ভুরুর নীচ থেকে রাগী দৃষ্টি হেনে তার উদ্দেশে বলল অডিসিয়ুস, নানা ছলাকলায় দড় :

'অ্যাট্রিউসপুত্র, এ কীরকম কথা বের হলো তোমার দাঁতের বেড়া পার হয়ে! অভিশপ্ত লোক তুমি বটে! আহ ভালো হতো তুমি যদি অন্য কোনো মানমর্যাদাহীন বাহিনীর নেতা হতে, রাজা না হতে আমাদের—আমরা, যাদের জিউস দিয়েছে ৮৫
কিশোর বয়স থেকে বার্ধক্য অবধি, একেবারে মৃত্যু অবধি, শোচনীয় যুদ্ধের সুতো-গুটি ঘুরিয়ে যাবার কাজ; আমাদের প্রত্যেককে সে দিয়েছে সেটা। সত্যি কি এ-ও সম্ভব যে তুমি চাইছ ট্রোজানদের প্রশস্ত সড়কে-ভরা নগরী ছেড়ে যেতে, যে নগরের জন্য আমাদের সইতে হল এত মারাত্মক সব দুঃখ-ব্যথা? চুপ থাকো তুমি, নয়তো অন্য কোনো গ্রিক শুনে ফেলবে তোমার কথা। এ এমন সব কথা ৯০
যা আদৌ মুখ থেকে বের করবে না কেউ—বিশেষত এমন কেউ যার মনে এটুকু বিবেচনা আছে যে কী কথা বলা ঠিক, আর যে কিনা রাজদণ্ডধারী রাজা এবং যার প্রতি আনুগত্য জানিয়েছে এক বিশাল সেনাদল, যেমনটা তোমাকে প্রভু মেনে জানিয়েছে গ্রিকরা। কিন্তু এখন যা বেরুল তোমার মুখ থেকে, যা তুমি আমাদের

বললে এমন সময়ে এসে যখন কিনা যুদ্ধ ও লড়াই ঘিরে ধরেছে আমাদের
৯৫ চারদিক থেকে, তাতে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধিকে ঘৃণা করা ছাড়া আমার অন্য কোনো পথ নেই আর। [তুমি বললে] আমাদের বেঞ্চিপাতা জাহাজবহর লবণ সাগরে নামিয়ে দিতে—হাহ্, ট্রোজানরা এখনই জয়ী হয়ে আছে, আর তখন তো তারা যে বিজয় চায় তার চে-ও বেশি পেয়ে যাবে; আমাদের ওপর নেমে আসবে চরমতম ধ্বংস যাকে বলে। কারণ গ্রিকরা তখন, একবার জাহাজ লবণ সাগরে
১০০ নামিয়ে দেওয়া হলে, আর চাইবে না যুদ্ধ করে; [তখন] তারা সর্বদাই তাকিয়ে থাকবে অন্যদিকে মুখ করে, নিজেদের সরিয়ে নেবে লড়াইয়ের মাঠ থেকে। তখন, হে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, তখন বুঝবে তোমার উপদেশ আমাদের জন্য কী সর্বনাশ বয়ে আনে!'

তার কথার উত্তরে বলল আগামেমনন, মানুষের রাজা :

'অডিসিয়ুস, তুমি আমার হৃদয় হুলবিদ্ধ করে দিলে তোমার কঠোর ভর্ৎসনা
১০৫ দিয়ে। মানলাম। আমি গ্রিকসন্তানদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুন্দর বেঞ্চিপাতা জাহাজ সাগরে টেনে নামানোর তাড়া দিচ্ছি না আর। এখন যদি এমন কেউ থাকে, বয়সে হোক তরুণ কিংবা বুড়ো, যার মাথায় আমারটার চেয়ে ভালো কোনো মন্ত্রণা আছে, তা সে দিক; আমি তাকে স্বাগত জানাব।'

এবার তাদের মাঝ থেকে কথা বলে উঠল ডায়োমিডিজ, রণহুঙ্কার দিতে পারদর্শী বীর :

১১০ 'সেই মানুষ কাছেই রয়েছে, তাকে খুঁজতে আমাদের সময় ব্যয়ের দরকার নেই। মানে যদি তোমরা রাজি থাকো তার কথা শুনতে, আর যদি তোমাদের কেউ কোনোভাবে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ না হও স্রেফ আমি তোমাদের সবার থেকে বয়সে ছোট বলে। নাহ, বংশের বিচারে—বলে রাখি তোমাদের—আমিও এসেছি এক ভালো পিতার ঔরস থেকে, টাইডিয়ুস নাম তার, সে এখন থিব্‌জে উঁচু করে
১১৫ জড়ো করা মাটির নীচে ঢাকা আছে।° অতীতে পোরথিয়ুসের ঔরসে জন্মেছিল তিন অতুল্য পুত্রসন্তান। তারা থাকতো প্লিউরন ও উঁচু ক্যালিডনে—অ্যাগ্রিয়াম, মেলাস ও তৃতীয়জন ছিল অশ্বচালক ঈনিয়ুস, আমার পিতার পিতা, বীরত্বে তাদের মাঝে সে-ই ছিল সর্বসেরা। সে থেকে গেল সেখানেই কিন্তু আমার পিতা ঘুরতে ঘুরতে গেল আর্গজে, ওখানেই থিতু হলো, কারণ আমার ধারণা এমনটাই ইচ্ছা ছিল
১২০ জিউস ও অন্য দেবতাদের।° ওখানে সে বিয়ে করল আড্রাস্‌টাসের এক কন্যাকে, বাস করতে লাগল অনেক প্রাচুর্য ভরা এক বাড়িতে; তার ছিল গমশস্য-ফলা জমি প্রচুর পরিমাণে, আর তার চারপাশে অনেক ফলের বাগান, অনেক ভেড়াও ছিল; সেইসাথে বল্লমের দক্ষতায় সে ছাড়িয়ে গেল অন্য গ্রিকদের। এর সব
১২৫ তোমাদের আগে থেকেই শোনা আছে, তোমরা ভালোমতো জান আমি সত্যি

বলছি কি-না। অতএব এখন যদি আমার উপদেশ ভাল কিছু হয়ে থাকে, তবে তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না এই অজুহাতে যে আমি ভীরু লোক এবং বংশগতভাবে দুর্বলচিত্তের। আসো, আমরা যুদ্ধের মাঠে যাই। যদিও আহত আমরা [তবু চলো], কারণ যাওয়াটা অনেক দরকার। ওখানে যাওয়ার পরে আমরা নিজেদের যুদ্ধ থেকে, তীর-বর্শার নাগাল থেকে দূরে রাখব, কারণ দৈবক্রমে যদি　১৩০
আঘাতের ওপরে ফের আঘাত আসে! তবে অন্যদের আমরা ঠিকই তাড়া দেব, পাঠাব যুদ্ধের মাঠে, তাদের যারা এতক্ষণ অবধি নিজেদের ক্রোধকে আশকারা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধ থেকে দূরে, লড়াইয়ে নামেনি।'

এ-ই বলল সে। তারা তৎক্ষণাৎ শুনল তার কথা, করল সেই মতো। যাওয়ার জন্য রওনা দিল তারা, মানুষের রাজা আগামেমনন থাকল তাদের নেতৃত্বে।

বিখ্যাত পৃথিবী-ঝাঁকানো দেব [পসাইডনের] চোখ এড়াল না এসব কিছুই।　১৩৫
সে এক বুড়ো লোকের ছদ্মবেশ ধরে গেল তাদের কাছে, হাত বাড়িয়ে ধরল অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের ডান হাতখানি, তাকে উদ্দেশ্য করে বলল এই ডানাওয়ালা কথা :

'অ্যাট্রিউসপুত্র, আমার সত্যি ধারণা যে অ্যাকিলিসের সর্বনাশা হৃদয় তার বুকের ভেতর এখন মহা খুশিতে আছে গ্রিকদের এই জবাই ও ছত্রভঙ্গ হওয়া　১৪০
দেখে। তার সত্যি কোনো বিবেচনা নেই, না, একটুও নয়। মরুক সে, কোনো দেবতা তাকে খোঁড়া করে দিক। কিন্তু তোমার ওপরে পবিত্র দেবতারা জেনো একদম ক্রোধান্বিত নয়। আমার বিশ্বাস ট্রোজান নেতা ও শাসকেরা একদিন বিস্তৃত সমতলে ধুলোর ঝড় তুলে [পালিয়ে যাবে], তুমি নিজ চোখে দেখবে তারা　১৪৫
ভাগছে জাহাজবহর ও গ্রিক তাঁবু থেকে শহরের দিকে।'

এই কথা বলে পসাইডন সমতলভূমি ধরে ছুটে যেতে যেতে চিৎকার দিল জোরে। তার ঐ চিৎকার নয় হাজার কিংবা দশ হাজার যোদ্ধার চিৎকারের সমান হবে, যারা [যেসব যোদ্ধারা] যুদ্ধদেব আইরিজের লড়াইয়ে যোগ দিয়ে রণহুঙ্কার ছাড়ে। ওরকম জোর চিৎকার ছাড়ল দেবতা—পৃথিবী-ঝাঁকানো দেব—তার বুকের　১৫০
মাঝ থেকে; প্রত্যেক গ্রিকযোদ্ধার মনে সে ঢুকিয়ে দিল বিরাট শক্তি ও বল যেন তারা বিরামহীন যুদ্ধ ও লড়াই করে যেতে পারে।

এসময়° সোনার সিংহাসনের দেবী হেরা অলিম্পাসের এক শিখরে দাঁড়িয়ে পসাইডনকে দেখল ওইখান থেকে, সাথে সাথে চিনে ফেলল তাকে। সে তার নিজের ভাই এবং তার স্বামীরও ভাই বটে—দেখল সে ব্যস্ত চলেছে যুদ্ধের মাঠ　১৫৫

জুড়ে, যেখানে মানুষেরা যশগৌরব অর্জন করে। হেরার হৃদয়ে খুশি জাগল এই দৃশ্য দেখে। এবং সে দেখতে পেল জিউস বসে আছে অনেক-ঝরনাভরা আইডা পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ায়। [এই দেখে] তার মনে জিউসের প্রতি অনেক ঘৃণা হলো।

এরপর সে, ষাঁড়-নয়না রানি হেরা, ভাবতে লাগল কী করে ঐশীবর্মধারী
১৬০ জিউসের মন সে ছলনায় ভুলাতে পারে। তার মনে হলো এই পরিকল্পনাটাই সম্ভবত সেরা হবে: সে নিজেকে অপরূপ রূপে সাজিয়ে নিয়ে আইডা পর্বতে যাবে, আর তখন জিউসের মন তার পাশে শোয়ার বাসনায় পূর্ণ হবে, প্রেম ও কামনায় জিউস তার দেহ করবে আলিঙ্গন, তখন হেরা তার চোখের পাতা ও ধূর্ত মনের
১৬৫ ওপর ঢেলে দেবে এক উষ্ণ ও কোমল নিদ্রাকে।

এরপর হেরা রওনা দিল তার শয়নকক্ষের দিকে। এই কক্ষ তার জন্য বানিয়ে দিয়েছে তার প্রিয়পুত্র হেফিস্টাস, দরজার থামে লাগিয়ে দিয়েছে শক্ত দরজা দুটি আর এক গোপন হুড়কা বসিয়েছে সেইখানে যাতে করে অন্য কোনো দেবদেবী তা খুলতে না পারে। ওই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল হেরা, তারপর বন্ধ করল
১৭০ দ্যুতিমান দরজা দুটি। প্রথমে অমর সুগন্ধি তেলে সে তার কমনীয় দেহ থেকে সাফ করল সব দাগ, তার পোষাকে ভালোমতো লেপে দিল তেল।° অমর, পেলব ও দারুণ সুরভিত তেল ছিল ওটা। এই ছিল তার সুগন্ধি পোশাক; তা যদি সামান্যও ঝাঁকানো হতো জিউসের ব্রোঞ্জের মেঝেওয়ালা প্রাসাদে, তবু সেই সৌরভ পৌঁছে
১৭৫ যেত স্বর্গ থেকে মর্ত্য অবধি। এই তেল সে লাগাল তার দুর্দান্ত শরীরে, ওটা দিয়ে আঁচড়াল তার চুল, হাত দিয়ে বিনুনি কাটল দ্যুতিমান চুলে—তার অজর মাথার থেকে স্রোতধারার মতো ওই চুল অপরূপ, মৃত্যুহীন সৌন্দর্য নিয়ে নেমে গেল। এরপর সে নিজেকে ঢাকল এক অক্ষয় পোশাকে, সেটা তাকে অ্যাথিনা চতুর দক্ষতা দিয়ে বানিয়ে দিয়েছে তার ব্যবহারে, সেটার ওপরে তুলেছে নকশি অনেক।
১৮০ হেরা তার স্তনের ওপর এই পোশাক বসাল সোনার পিন গেঁথে। তার কোমরে সে পরে নিল একশত শোভাময়-সুতো ঝোলা কাঁচুলি একখানা, এবং তার ফুটো করা কানের লতিতে সে পরে নিল দুল, তার প্রতিটিতে তিন গোছা কর্ণালঙ্কার, অঢেল শোভা ছড়িয়ে ঝলক দিচ্ছিল তারা। এরপরে এই উজ্জ্বল দেবী তার মাথা ঢাকল এক নেকাব দিয়ে; অতি সুন্দর নতুন বানানো নেকাব, ঝলমল করছে পুরোদমে,
১৮৫ রঙ তার সূর্যের আলোর মতো সাদা। এরপর তার চকচকে পায়ে সে বাঁধল তার সুন্দর স্যান্ডেলজোড়া। এভাবে সে নানা অলঙ্কার, নানা জিনিস দিয়ে তার শরীর সাজিয়ে নেবার পরে বেরুল শয়নকক্ষ থেকে; আর দেবী আফ্রোদিতিকে ডেকে অন্য দেব-দেবী থেকে আসতে বলল একপাশে, বলল তাকে এই কথা :

১৯০ 'আদরের বাচ্চা আমার, আফ্রোদিতি, আমাকে বলো তুমি কি শুনবে আমার কথা, আমি যা বলব রাখবে তা? নাকি আমার ওপর রাগ থেকে না বলে দেবে, যেহেতু আমি সাহায্য করছি গ্রিকবাহিনীকে আর তুমি ট্রোজানদের?'

তখন উত্তরে বলল আফ্রোদিতি, জিউসের মেয়ে, এই কথা :

'হেরা, রানিতুল্য দেবী, মহান ক্রোনাসের কন্যা তুমি, বলো যা আছে তোমার মনে। আমার হৃদয় আমাকে বলছে তোমার কথা যেন রাখি, অর্থাৎ যদি আমার রাখার ক্ষমতা থেকে থাকে, অর্থাৎ যদি ওটা রাখা [বা পূর্ণ করার] মতো কোনো কথা হয়।' ১৯৫

রানি হেরা এবার তাকে বলল মনের মাঝে প্রতারণা নিয়ে :

'আফ্রোদিতি, আমাকে তুমি এখনই দাও প্রেম ও কামনা, যা দিয়ে তুমি সব অমর দেবদেবী ও নশ্বর মানুষকে বশীভূত করো। কারণ আমি রওনা হচ্ছি মহা-পুষ্টিদায়ী পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যাব বলে, যাব ওশেনাসের কাছে, যার থেকে জন্ম নিয়েছে সকল দেবতা, আর যাব মা টেথিসের কাছে। তারা দুজন আমাকে কতো আদর-স্নেহ দিয়ে পেলেপুষে বড় করেছিল তাদের প্রাসাদে, সেই তখন যখন তারা আমাকে নিল দেবী রিয়ার কাছ থেকে, যখন দূরাবধি বজ্র-তোলা জিউস তার পিতা ক্রোনাসকে ঠেলে দিল পৃথিবীর নীচে, ফসলহীন সাগরের নীচে—বন্দী করে। তাদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমি, উদ্দেশ্য তাদেরকে নিজেদের মধ্যকার এই অনিঃশেষ কলহ থেকে মুক্ত করে দেব। কতো দীর্ঘ দিন হয়ে গেছে তারা একে অন্যের থেকে দূরে আছে; বিয়ের বিছানা থেকে, ভালোবাসা-কামনা থেকে দূরে আছে, কারণ তাদের হৃদয় জুড়ে জেগে আছে পরস্পরের প্রতি রাগ। আহ আমি যদি কথা বলে এ দুজনের মনকে রাজি করাতে পারি, পারি আবার তাদের একসাথে বিয়ের বিছানায় এনে প্রেম ও কামনায় একাকার করে দিতে, তাহলে চিরদিনের জন্য আমি পাব তাদের ভালোবাসা, তাদের সম্মানের যোগ্য হব।'[৩] ২০০ ২০৫ ২১০

তখন তাকে প্রত্যুত্তরে বলল হাস্য-প্রিয় দেবী আফ্রোদিতি :

'আমার পক্ষে অসম্ভব তোমার অনুরোধ রক্ষা না করা, আর তা ঠিকও দেখায় না কোনোভাবে। কারণ শত হলেও তুমি সর্বশক্তিমান জিউসের বাহুবন্ধনে শোও, তুমি তার শয্যাসঙ্গিনী।'

এ-ই বলল আফ্রোদিতি, এবং তার বুকের ওখান থেকে খুলে আনল নকশা-তোলা, সেলাই করা, জাদুবলে বানানো এক চামড়ার ফিতে। তার সবধরনের মোহিনী শক্তি বসানো আছে এতে: আছে প্রেম, আছে বাসনা, আছে ফষ্টিনষ্টি-চপলতা, এমন সব মনভুলানো ছলাকলা যাতে বুদ্ধিনাশ হয় এমনকি প্রাজ্ঞজনেরও। ওটা সে রাখল হেরার হাতে, এবং তার উদ্দেশে বলল এই কথা : ২১৫

'নাও এই নকশা-তোলা চামড়ার ফিতে, রাখো ওটা তোমার স্তনের মাঝে। এ এক যাদু-বলে বানানো জিনিস যাতে সবধরনের মোহিনীশক্তি বসানো আছে। আমার বিশ্বাস তোমাকে তোমার হৃদয়ে যে-বাসনাই আছে তা অপূর্ণ রেখে আর ফিরতে হবে না এইখানে।' ২২০

এ-ই বলল আফ্রোদিতি। শুনে স্মিত হাসলো ষাঁড়-নয়না রানি হেরা, হাসিমুখে ওই ফিতা সে বাঁধল তার বুকের মাঝখানে। এবার আফ্রোদিতি, জিউসের মেয়ে, চলে গেল তার প্রাসাদে। কিন্তু হেরা অলিম্পাসের শিখর ছেড়ে
২২৫ তীর বেগে নেমে গেল নীচে; প্রথমে পা রাখল পাইয়িরিয়া ও অপূর্ব ইমাথিয়ায়, পরে উড়ে গেল ঘোড়া-পালা থ্রেশানদের তুষারঘেরা পর্বতের, এমনকি ওদের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের ওপর দিয়ে, তবে তার পা মাটি ছুঁলো না কখনোই। এবার মাউন্ট এইথোস থেকে চলল সে ঢেউয়ে স্ফীত সাগরপৃষ্ঠ ধরে, পৌঁছাল লেম্‌নোসে,
২৩০ দেবতুল্য থোয়াসের দেশে।° ওখানে তার দেখা হল নিদ্রাদেবের সাথে, সে মৃত্যুর ভাই।° হেরা তার হাত আঁকড়ে ধরে তাকে বলল এই কথা :

'নিদ্রাদেব, তুমি সব মানুষ ও সব দেবদেবীর প্রভু। আগেও তুমি যেমন আমার কথা শুনেছ, একইভাবে আজকেও যা বলি তা শুনো, আমি জীবনভর
২৩৫ তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে। জিউসের উজ্জ্বল দুচোখ তার ভুরুর নীচে আজ—যেই না আমি তার পাশে ভালোবাসায় শোবো—তুমি আমার জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিয়ো। তোমাকে আমি [তাহলে] উপহার দেব একটা সোনায় বানানো সুন্দর সিংহাসন, কোনোদিন ক্ষয় হবে না সেটা। আমার নিজ পুত্র হেফিস্‌টাস যার ধনুকের মতো বাঁকানো দুই পা, সে তার দক্ষতা দিয়ে ওটা বানিয়ে দেবে,
২৪০ আর ওর নীচে তুমি যাতে পা রাখতে পারো তাই সে জুড়ে দেবে পা-দানি একখানা। তুমি বড় দল নিয়ে আনন্দ-ভোজনের কালে তোমার চকচকে দুই পা রাখতে পারবে ওই পা-দানির 'পরে।'

তখন মধুর নিদ্রা প্রত্যুত্তরে বলল তাকে এই কথা :

'হেরা, বয়োজ্যেষ্ঠা দেবী, মহান ক্রোনাসের মেয়ে। অন্য যে কোনো শাশ্বত
২৪৫ দেবতাকে আমি হয়তো সহজে ঘুম পাড়াতে পারি, হ্যাঁ এমনকি ওশেনাস নদীর স্রোতধারাকেও, যার থেকে জন্ম সব দেব-দেবতার। কিন্তু ক্রোনাসপুত্র জিউসের কথা যদি বলো, না, আমি যাব না তার কাছে, তাকে ঘুমও পাড়াব না যতক্ষণ না সে নিজ থেকে আমাকে বলছে এই কথা। তোমার জন্য এর আগে একবার এক কাজ করতে গিয়ে আমার শিক্ষা হয়ে গেছে, ওই যেদিন জিউসের মহান পুত্র
২৫০ উদ্ধত হেরাক্লিস ট্রোজানদের শহর গুঁড়িয়ে দিয়ে পাল খাটাল ইলিয়ামের থেকে। ওদিন সত্যি আমি ঐশীবর্মপরা জিউসের মন প্রতারণার ফাঁদে ফেলেছিলাম তার চার পাশে মধুর [নিদ্রা] হয়ে নিজেকে ঢেলে দিয়ে। তখন তুমি তার পুত্র হেরাক্লিসের বিরুদ্ধে তোমার মনে নানা সর্বনাশা ফন্দি এঁটে নিলে, অতল সাগরের পৃষ্ঠদেশে জাগালে নিষ্ঠুর হাওয়ার দমক আর হেরাক্লিসকে তুলে নিয়ে গেলে জনবহুল
২৫৫ কোহ্‌সে, তার সব বন্ধুবান্ধব থেকে দূরে। কিন্তু যখন জিউস জাগল ঘুম থেকে, সে ক্রোধান্বিত হলো। তার প্রাসাদ থেকে দেবতাদের সে ছুড়ে ফেলতে লাগল এদিকে-ওদিকে, আর আমাকে খুঁজল বিশেষ করে। সে নিশ্চিত সেদিন আমাকে

স্বর্গ থেকে সোজা ছুড়ে মারত সাগরের দিকে, তখন চিরতরে হারিয়ে যেতাম আমি যদি না রাত্রিদেবী এসে বাঁচাত আমাকে—রাত্রি, যে বশীভূত করে দেবদেবী ও মানবদের। আমি পালাবার পথে রাত্রির কাছে গিয়ে মিনতি জানাই, তখন জিউস নিজের ক্রোধ সংযত করে। কারণ ত্বরিতগতি রাত্রির প্রতি তার অপছন্দ কিছু করা নিয়ে জিউসের মনে ছিল শ্রদ্ধামিশ্রিত ভীতি। এখন আবার তুমি আমাকে বলছ অমন কোনো কিছু করতে, যা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয় কোনোভাবে।'° ২৬০

নিদ্রাকে তখন আবার বলল ষাঁড়-নয়না রানি হেরা :

'নিদ্রাদেব, কেন তুমি এসব ভাবনা আনছ মনে? তোমার কি ধারণা জিউস, দূরাবধি বজ্র-হানা দেব, তার নিজ পুত্র হেরাক্লিসের বিষয়ে যতটা ক্রুদ্ধ হয়েছিল ততটা ক্রুদ্ধ হবে ট্রোজানদের সাহায্য দেওয়া নিয়ে? নাহ্, আসো, আমার কথায় রাজি হও, আমি তোমাকে সুখ ও সৌন্দর্যদায়িনী তিন তরুণী দেবী-বোনের একজনকে দেব, তুমি তাকে বিয়ে করে স্ত্রী বানাবে। [দেব পাসিথিয়াকে, জীবনভর যার প্রতি কামে জর্জর থাকবে তুমি।]'° ২৬৫

এ-ই বলল হেরা, শুনে নিদ্রাদেব খুশি হয়ে গেল, বলল প্রত্যুত্তরে : ২৭০

'আসো তবে, তাহলে আমাকে অলঙ্ঘনীয় স্টিক্স নদীর জলের° নামে শপথ করে বলো। এক হাতে অনেক-পুষ্টিদায়ী পৃথিবীকে ধরো, অন্য হাতে ঝিকিমিকি সাগরকেও ধরো; পৃথিবীর নীচে ক্রোনাসের সাথে যেসব দেবতা আছে, তারাও সকলে সাক্ষী থাকুক আমাদের দুজনের মাঝে। তুমি শপথ রাখছ যে আমাকে দেবে ওই তিন-বোনের মাঝে তরুণীতমা পাসিথিয়া মেয়েটিকে, যাকে জীবনভর কামনা করে আসছি আমি।' ২৭৫

এ-ই বলল নিদ্রাদেব; শুভ্র-বাহু দেবী হেরা করল সেইমতো। যেভাবে বলল নিদ্রাদেব, সেভাবে হেরা শপথ নিল টারটারাসের নীচে থাকা সব দেবতাদের নাম ধরে, যাদেরকে ডাকা হয় টাইটান নামে।° এবার যখন তার শপথ নেওয়া, শপথবাক্য পাঠ করা শেষ, তারা দুজন লেম্নোস ও ইমব্রোস° শহর ছেড়ে কুয়াশার পোশাক পরে আগাল সামনের দিকে, চলল তাদের পথে আশুবেগে। তারা পৌছাল অনেক ঝরনাভরা আইডা পর্বতে—বুনো পশুদের মাতা আইডা—পৌছাল লেকটোসে। তারা দুজন প্রথমে সাগর পেছনে ফেলে চলল শুকনো জমিনের ওপর দিয়ে, তাদের পায়ের নীচে কেঁপে কেঁপে উঠল জঙ্গলের গাছের মাথাগুলি। এখানে নিদ্রাদেব থামল যেন সে জিউসের চোখে না পড়ে; সে চড়ে বসল এক খুব লম্বা ফার গাছে। তখনকার দিনে আইডা পর্বতে জন্মানো উচ্চতম গাছ ছিল ওটা, কুয়াশার ভেতর থেকে বেড়ে সে গাছ স্বর্গ ছুঁয়ে ছিল।° ওটার ওপর বসল সে ফারের শাখাপ্রশাখায় নিজেকে পুরো ঢেকে, আর ছদ্মবেশ নিল এক শিস-তোলা পাহাড়ি পাখির যাকে দেবতারা ডাকতো [ব্রোঞ্জ-কণ্ঠ] কালসিস নামে আর মানুষেরা ঈগল-পেঁচা সাইমিন্‌ডিস নামে।° ২৮০ ২৮৫ ২৯০

ইতিমধ্যে হেরা দ্রুত উঠে গেল গারগারাসে, উঁচু আইডা পর্বতের চূড়া সেটা; আর জিউস, মেঘ-সঞ্চারক, দেখল তাকে। তাকে দেখামাত্র বাসনায় বন্দী হলো জিউসের কৌশলী মন, ঠিক সেই অতীত দিনের মতো যখন তারা প্রথমে বিছানায় যেত, তারপর তাদের প্রিয় বাবা-মা'র দৃষ্টি এড়িয়ে একসাথে খুব মাততো প্রেমের খেলায়। জিউস দাঁড়াল সামনে গিয়ে, তার উদ্দেশে বলল এই কথা :

২৯৫

'হেরা, কী উদ্দেশ্যে তুমি অলিম্পাস থেকে এখানে নেমে এলে? কোথায় তোমার ঘোড়া, কোথায় তোমার রথ, মানে যাতে চড়ে এলে তুমি?'

৩০০ তখন মনে ছলাকলা নিয়ে রানি হেরা বলল তাকে :

'আমি যাচ্ছি মহা-পুষ্টিদায়ী পৃথিবীর শেষ প্রান্তের দিকে, ওশেনাসের কাছে, যার থেকে জন্ম হয়েছে সকল দেবের; যাচ্ছি মা টেথিসের কাছে। তারা দুজন আমাকে কতো আদর-স্নেহ দিয়ে পেলেপুষে বড় করেছিল তাদের প্রাসাদে। তাদের সাথে দেখা করব বলে যাচ্ছি আমি; দুজনের মধ্যকার অনিঃশেষ কলহ থেকে মুক্ত করব তাদের এবার। কতো দীর্ঘ দিন হয়ে গেছে তারা একে অন্যের থেকে দূরে আছে, বিয়ের বিছানা ও প্রেম-কাম থেকে দূরে আছে, কারণ তাদের হৃদয় জুড়ে জমেছে ক্রোধ। আর আমার ঘোড়া আছে অনেক ঝরনাভরা আইডার পাদদেশে, সেই ঘোড়াগুলি যারা আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে শুষ্ক জমিন ও সাগরের জলের ওপর দিয়ে। আর আমি এখানে অলিম্পাস থেকে এসেছি তোমার কারণে, কারণ পরে তুমি যদি আমার ওপর রুষ্ট হও তোমাকে না জানিয়ে জল-উচ্ছলিত ওশেনাসের প্রাসাদে গেলাম বলে।'

৩০৫

৩১০

প্রত্যুত্তরে তাকে বলল জিউস, মেঘ-জড়োকারী :

'হেরা, ভবিষ্যতে যে কোনো সময় তুমি যেতে পারো ঐ জায়গাতে। কিন্তু এখন চলো আমরা দুজন বিছানায় যাই, একসাথে প্রেমের খেলায় মাতি। আগে কোনোদিন কোনো দেবী বা কোনো নশ্বর নারীর প্রতি বাসনা আমাকে এভাবে ভাসিয়ে নেয়নি, এভাবে বশীভূত করেনি আমার বুকের ভেতরের মন—নাহ্ তখনও না, যেবার আমি প্রেমে পড়লাম ইক্সাইয়নের স্ত্রীর, যে জন্ম দিয়েছিল মন্ত্রণায় দেবতাদের সমকক্ষ পাইরিথোয়াসের; এমনকি অ্যাক্রিসিয়াসের মেয়ে, সুন্দর গোড়ালির দানেয়িও নয়, যে পরে জন্ম দিল যোদ্ধাদের মাঝে সর্বসেরা পারসিয়ুসের; এমনকি দূরাবধি খ্যাতিমান ফিনিক্সের কন্যাও নয়, যে আমার ঔরসে গর্ভে ধরে মাইনোস ও দেবতুল্য রাদামান্‌তিসকে; কিংবা সেমেলি অথবা থিবজের আলক্‌মেনাও নয়, যে আলক্‌মেনা জন্ম দেয় হেরাক্লিসের, অকুতোভয় হৃদয়ের পুত্র সে ছিল তার, এবং সেমেলি জন্ম দেয় ডাইয়োনিসাসের, নশ্বর মানুষের জন্য সে পরমানন্দের দেব; কিংবা যেবার আমি প্রেমে পড়ি মোহিনীকেশ রানি ডিমিটারের, বা মহিমময়ী লেটোর; কিংবা তোমারও, আজ পর্যন্ত তোমারও—আহ্, কখনোই তোমার জন্য এতটা বাসনা ও মধুর কামনা আমাকে ঘিরে ধরেনি আগে।'

৩১৫

৩২০

৩২৫

তখন মনে প্রতারণা নিয়ে রানি হেরা বলল তার উদ্দেশে :

'ক্রোনাসের সবচে ভয়ংকর পুত্র তুমি, এ কী কথা বললে এখন? তুমি যদি ৩৩০
এখন বাসনা করো আমার সাথে শোবে, আইডা পর্বত চূড়াতেই মিলনে রত
হবে—আহা, এখানে তো সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায় সবদিক থেকে। তখন
শাশ্বত দেবতাদের কেউ যদি আমাদেরকে দেখে ফেলে আমরা শুয়ে আছি, পরে
গিয়ে তা বলে দেয় অন্য সব দেবতাকে? তা হলে নিশ্চিত আমি এ বিছানা থেকে
উঠে আর তোমার প্রাসাদে ফিরতে পারব না—ছি! কী লজ্জার এক ব্যাপারই না ৩৩৫
তা হবে! কিন্তু তুমি যদি সত্যি মিলিত হতে চাও, তোমার হৃদয়ের যদি ওটাই
পরম বাসনা হয়ে থাকে, তবে তোমার তো শয়নকক্ষ আছেই একখানা যেটা
তোমাকে গড়ে দিয়েছে তোমারই প্রিয়পুত্র হেফিস্‌টাস নিজে, আর ওই দরজার
থামে লাগিয়ে দিয়েছে দু-পাল্লার মজবুত দরজাও। চলো আমরা ওখানে যাই,
ওখানেই শুই, যেহেতু বিছানায় শোওয়া এখন বাসনা তোমার।' ৩৪০

এবার জিউস, মেঘ-সঞ্চারক, তার কথার উত্তরে বলল তাকে :

'হেরা, কোনো দেবতা কিংবা মানুষ আমাদের মিলন দেখে ফেলবে কি না
তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ো না। আমি আমাদের দেহ মুড়ে দেব মেঘ দিয়ে, এক সোনালি
মেঘে, যার ফাঁক দিয়ে এমনকি সূর্য হেলিওস্‌ও—যার আলো সকলের চেয়ে বেশি
তীক্ষ্ণ দেখার ক্ষমতা দিয়েছে তাকে—আমাদের দেখতে পাবে না জেনো।' ৩৪৫

এই কথা বলে ক্রোনাসপুত্র তার স্ত্রীকে বাহুতে জড়িয়ে নিল; আর তাদের
নীচে ঐশ্বরিক মাটি নতুন-জন্ম-হওয়া ঘাস গজিয়ে দিল, সেই সাথে জন্ম দিল
শিশির-দিয়ে-ভেজা জলপদ্মের, ক্রোকাস ফুল ও হায়াসিন্‌থের—পুরু ও নরম,
ওরা মাটি থেকে নিজেদের শরীর রাখল তুলে। এদের ওপরেই ওরা শুলো দুজন
অপূর্ব ও সোনালি এক মেঘের মাঝে মুড়ে, আর সেই মেঘ থেকে পড়তে লাগল ৩৫০
শিশিরের ঝিকিমিকি বিন্দুগুলি।

এভাবে ঘুমিয়ে গেল পিতা, গারগারাসের চূড়ায় নিথর নীরব হয়ে তার
বাহুতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে; তাকে জয় করে নিল নিদ্রা ও প্রেম। তখন মধুর
নিদ্রাদেব দৌড়ে ছুটে গেল গ্রিকদের জাহাজের কাছে, পৃথিবী-ঝাঁকানো ও হাতে- ৩৫৫
ধরা দেব [পসাইডনকে] এই বার্তা দেবে বলে। সে এল তার পাশে, বলল তাকে
ডানাওয়ালা এই কথা :

'পসাইডন, তুমি এখন মন দিতে পারো গ্রিকদের সাহায্য করায়, তাদের
সানুগ্রহে বিজয়গৌরব দেবার কাজে—যদিও তা সামান্য সময়ের জন্যই, মানে
যতক্ষণ জিউস নিদ্রায় আছে। তার শরীর আমি মুড়ে দিয়েছি নরম নিদ্রা দিয়ে,
হেরা তাকে ছলনায় ভুলিয়ে তাকে নিয়ে শুয়েছে প্রেমের বিছানাতে।' ৩৬০

এ-ই বলল নিদ্রাদেব এবং [ওখান থেকে] সে রওনা হলো মহিমান্বিত মানুষের নানা জাতির দিকে; পসাইডনকে সে মুক্ত করে দিল আরও ভালোভাবে গ্রিকদের সাহায্যে আসবার কাজে। তৎক্ষণাৎ পসাইডন লাফিয়ে পড়ল সর্বাগ্রের সেনাদলের মাঝে, বলল চিৎকার করে :

'গ্রিকগণ, আমরা কি আরও একবার প্রায়ামপুত্র হেক্টরের হাতে বিজয় তুলে
৩৬৫ দিতে যাচ্ছি নাকি, যাতে করে সে জাহাজবহর দখল করে যশগৌরব পেতে পারে? তা-ই তো বলছে সে, দম্ভ দেখাচ্ছে যে সেরকমই হবে, কারণ অ্যাকিলিস বুকে ক্রোধ নিয়ে অলস বসে আছে সুগোল জাহাজের পাশে। তবে অ্যাকিলিসের অভাব বেশি বোধ করতে হবে না আমাদের, স্রেফ যদি আমরা নিজেদের জাগাতে পারি একে অন্যকে সাহায্য করার কাজে। অতএব আসো, আমি যেভাবে বলি
৩৭০ সেভাবে করতে সম্মত হও। চলো আমরা সশস্ত্র হয়ে নিই বাহিনীর সবচে সেরা ও সবচে বড় ঢালগুলি পরে, মাথা ঢেকে নিই জাজ্বল্যমান সব শিরস্ত্রাণে, সেইসাথে হাতে নিই সবচে দীর্ঘ বল্লমগুলি, তারপর আগাই সামনের দিকে। আমি থাকব তোমাদের নেতৃত্বে। আমার বিশ্বাস হেক্টর, প্রায়ামের ছেলে, যতই
৩৭৫ ক্ষিপ্ত-উন্মত্ত সে হোক না কেন, [আমাদের সামনে] বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না। তোমাদের যারা যারা যুদ্ধের মাঠে দৃঢ় ও একরোখা, কিন্তু কাঁধে নিয়ে আছ ছোট কোনো ঢাল, তারা তা দিয়ে দাও দুর্বলতর কোনো যোদ্ধার কাছে আর নিজেরা বড় কোনো ঢাল তুলে নাও।'

এ-ই বলল সে। তারা আগ্রহ নিয়ে শুনল তার কথা, করল সেইমতো। রাজারা নিজেরাও, যদিও আহত, সাজিয়ে নিল সৈন্যবাহিনীকে—টাইডিয়ুসপুত্র
৩৮০ [ডায়োমিডিজ], অডিসিয়ুস ও অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন তারা। এই রাজারা পুরো বাহিনীর মধ্যে ঘুরে ঘুরে যুদ্ধসাজ বদলাবদলির কাজ সম্পন্ন করে নিল—যারা ভালো যোদ্ধা তারা পেল ভাল বর্ম, খারাপ বর্ম দেওয়া হলো খারাপ যোদ্ধাদের হাতে।° এবার তাদের শরীর দীপ্যমান ব্রোঞ্জে আবৃত করা শেষ হলে, তারা রওনা দিল পৃথিবী-ঝাঁকানো দেব পসাইডনকে নেতৃত্বে রেখে। পসাইডনের শক্তিশালী হাতে
৩৮৫ ধরা ছিল ভয়ংকর দীর্ঘ-ফলা তলোয়ার যা দেখতে লাগছিল বিদ্যুৎচমকের মতো। নিষ্ঠুর এ যুদ্ধে তার সাথে লাগার মতো কেউ নেই, তাকে দেখে মানুষেরা আতঙ্কে সরে যায় দূরে।

অন্যদিকে, এদের বিপরীতে, মহিমান্বিত হেক্টর তখন সাজিয়ে নিচ্ছিল ট্রোজান বাহিনীকে। এবার আসলেই যুদ্ধের সবচে ভয়ংকর হানাহানির রশি
৩৯০ টানটান হলো কালো-কেশ পসাইডন ও মহিমান্বিত হেক্টরের হাতে—একজন লড়ছে গ্রিকদের পক্ষে, অন্যজন ট্রোজানদের নেতা। দু বাহিনী যেই প্রকাণ্ড এক

শোরগোল তুলে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো, সাগরের জল তরঙ্গিত হয়ে উঠে এল গ্রিকদের কুটির ও জাহাজবহরের কাছে। উত্তরাবায়ুর প্রচণ্ড দমক যখন সাগরের ঢেউকে অতলের থেকে জাগিয়ে তোলে, ঢেউ বিরাট গর্জন করে আছড়ে পড়ে ৩৯৫ সাগরসৈকতে, কিংবা যখন পর্বতের ফাঁকা স্থানে বিরাট গর্জনে গনগনে আগুন ঝড় তুলে লাফ দিয়ে ওঠে, বনজঙ্গল পুড়িয়ে দিতে চায়, কিংবা যখন ওক গাছের উঁচু চূড়ায় জোরে গর্জন ছাড়ে হাওয়া, যখন হাওয়ার গর্জনের উন্মত্ততা সবচেয়ে বেশি জোরে থাকে—এদের কারোরই গর্জন তবু ততটা জোরের হয় না, যতটা ছিল ট্রোজান ও গ্রিকদের। তারা একে অন্যের ওপর চড়াও হয়ে হুঙ্কার দিচ্ছিল ৪০০ কী ভয়ংকরভাবে!

মহিমান্বিত হেক্টর প্রথমে তার বল্লম ছুড়ে দিল অ্যাজাক্সের দিকে, অ্যাজাক্স তার দিকে ঘুরেছিল তার মুখোমুখি হতে। হেক্টরের লক্ষ্য ব্যর্থ হলো না, বল্লম লাগল অ্যাজাক্সের বুকে যেখানে দুটো চামড়ার ফিতে—একটা ঢালের ও অন্যটা রৌপ্যখচিত তরবারির—বুকের ওপর আড়াআড়ি একত্রে মিলেছে গিয়ে; এগুলি ৪০৫ তার দেহের কোমল মাংসকে রক্ষা দিচ্ছিল। হেক্টর প্রচণ্ড ক্ষেপে গেল [এই দেখে যে] তার দ্রুতগামী অস্ত্র এভাবে অহেতুক হাত থেকে উড়ে গেল; সে নিয়তি এড়িয়ে পিছিয়ে ঢুকে গেল সহযোদ্ধাদের জটলার ভিড়ে। যখন ওভাবে পেছাচ্ছে হেক্টর, বিশাল টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স তাকে আঘাত হানল এক পাথর ছুড়ে; অনেক পাথর ওইখানে পড়েছিল দ্রুতচারী সব জাহাজের ঠেকনা হয়ে, ৪১০ লড়াইয়ের কালে ওগুলো গড়াচ্ছিল মানুষের পায়ের ধাক্কায়। এরই একটা উঁচুতে তুলে অ্যাজাক্স মারল হেক্টরের বুকে, তার ঢালের বহির্বৃত্তের 'পরে, গলার খুব কাছে। এ আঘাত হেক্টরকে ঘুরিয়ে দিল লাটিমের মতো, সে টলমল বৃত্তাকারে ঘুরল কয়েকবার করে। যেভাবে পিতৃদেব জিউসের বজ্রচমকের ঘায়ে কোনো ওকগাছ শিকড়সুদ্ধ উপড়ে পড়ে, আর ওখান থেকে সালফারের ৪১৫ মারাত্মক গন্ধ ভক্ করে ওঠে, তখন নিশ্চিত যে-লোক কাছে গিয়ে ওই জিনিস দেখে, তার ভেতরের সব সাহস দূরীভূত হয়, কারণ মহান জিউসের বজ্রপাত সত্যি ভয়ংকর হয়ে থাকে—সেভাবে বলশালী হেক্টর উপড়ে পড়ল মাটির ধুলোয়। বল্লম তার হাত থেকে পড়ে গেল, তার ঢাল আছড়ে পড়ল তারই শরীরের 'পরে, পাশাপাশি শিরস্ত্রাণও, এবং তার ব্রোঞ্জের নকশা করা বর্মসাজ ৪২০ ঠনঠান বেজে উঠল দেহের চারপাশে।

গ্রিক সন্তানেরা জোরে চিৎকার দিল [এই দৃশ্য দেখে], তারা দৌড়ে এল। তাদের মনে আশা হেক্টরকে তারা টেনে নিয়ে যাবে; তারা বর্শা ছুড়তে লাগল বৃষ্টির মতো করে—কিন্তু [ট্রোজান] বাহিনীর এ-রাখালকে বর্শা ঢুকিয়ে বা ছুড়ে মেরে আঘাত হানতে পারল না কেউই। তারা তা পারার আগেই সবচে সাহসীরা সামনে দাঁড়িয়ে গেল তার পাহারায় এসে—পলিডামাস, ঈনিয়াস ও দেবতুল্য ৪২৫

আজিনর, এবং সারপিডন, লিশানদের নেতা, সেইসাথে অতুল্য গ্লকাসও। বাকিদের মাঝেও এমন কেউ নেই যে তাদের নেতাকে করল অবহেলা, বরং তারা তাদের গোল ঢাল রাখল তার সামনের দিকে। এবার এই সহযোদ্ধারা তাকে উঠিয়ে বাহুতে তুলে যুদ্ধের শ্রম-ঘাম থেকে বয়ে নিয়ে গেল তার
৪৩০ দ্রুতছোটা ঘোড়াদের কাছে। ঘোড়াগুলো যুদ্ধ ও লড়াইয়ের মাঠের পেছনদিকে তাদের রথচালক ও জাঁকাল অলঙ্কৃত রথের সাথে মিলে দাঁড়িয়ে ছিল হেক্টরেরই ফেরার অপেক্ষাতে। রওনা দিল ওরা তাকে নিয়ে—তখনও গোঙাচ্ছে সে খুব—শহরের দিকে।

এবার যখন তারা স্বচ্ছ-প্রবাহিত নদী, ঘূর্ণমান জানথাসের পারাপারের অগভীর জায়গাটিতে° এল—অমর জিউস এই নদীর পিতা—হেক্টরের লোকেরা
৪৩৫ তাকে রথ থেকে ধরে নামাল মাটিতে, তার ওপর ছিটাল পানি। হেক্টরের সংজ্ঞা ফিরে এল, সে চোখ খুলে তাকাল ওপরের দিকে; তারপর হাঁটুতে ভর দিয়ে যেই দাঁড়াতে গেল, কালো রক্তবমি হলো তার। আরও একবার সে পেছনদিকে ঢলে পড়ল মাটির ওপরে, তার দুই চোখ ঢাকা পড়ে গেল কালো রাতের মাঝে, কারণ সেই আঘাত তখনও চূর্ণ করে দিচ্ছিল তার চেতনা ও মন।

৪৪০ গ্রিকরা যেই না দেখল হেক্টর বেরিয়ে গেছে, তারা আরও বেশি করে চড়াও হলো ট্রোজানদের 'পরে, আরও বেশি জেগে উঠল যুদ্ধের বাসনাতে। প্রথমে ওয়িলিয়ুসের ছেলে দ্রুতছোটা অ্যাজাক্স তার চোখা-আগা বল্লম জোরে ঢুকিয়ে আঘাত হানল স্যাটনিয়াসকে, সে ঈনোপ্সের ছেলে; এক অতুল্য জলপরী তাকে
৪৪৫ গর্ভে ধরেছিল ঈনোপ্সের ঔরসে, যখন ঈনোপ্স স্যাটনিওইস নদীর পাড়ে চরাচ্ছিল তার গবাদিপশুর পাল। ওয়িলিয়ুসপুত্র অ্যাজাক্স, বল্লমবাজ নামে খ্যাত, এ লোকেরই কাছে এল, আঘাত হানল তার শরীরের পার্শ্বদেশে। স্যাটনিয়াস পড়ে গেল পেছনের দিকে, তাকে ঘিরে ট্রোজান ও গ্রিকদের সুতীব্র লড়াই শুরু হলো। এসময় পান্থোয়াসপুত্র পলিডামাস, বল্লম উঁচানো বীর, এল তাকে
৪৫০ উদ্ধারের কাজে। সে বল্লম ছুড়ে আঘাত হানল আরিয়িলিকাসপুত্র প্রোথোয়িনরের ডান কাঁধে। প্রকাণ্ড বল্লম চলে গেল তার কাঁধ ফুঁড়ে; সে লুটাল ধুলোয়, তার হাতের তালু দিয়ে আঁকড়ে ধরল মাটি। পলিডামাস তার শরীরের 'পরে মেতে উঠল ভয়ংকর বিজয়োল্লাসে, বলল চিৎকার করে জোরে :

'হাহ্, আমার ধারণা আরও একবার পানথোয়াসের গর্বিত পুত্রের শক্ত হাত
৪৫৫ থেকে অহেতুক ওড়েনি বল্লম। নাহ্, তা গ্রিকদের একজনের মাংসে ঢুকে গেছে। আমার বিশ্বাস আমার এ বল্লমের ওপর ভর করে সে ব্যাটা হেডিসের মৃত্যুপুরীতে নেমে যাবে।'

এ-ই বলল সে। তার এই দম্ভোক্তি গ্রিকদের মনে বিষাদ নিয়ে এল। অন্য সবার চেয়ে তা খোঁচা দিয়ে বেশি জাগিয়ে তুলল অ্যাজাক্সের মন, সে টেলামনের যুদ্ধংদেহী ছেলে—ওই লোক [প্রোথোয়িনর] হত হয়েছিল তারই একেবারে ৪৬০ পাশে। সে তার চকচকে বর্শা দ্রুত ছুড়ে মারল পলিডামাসের দিকে, তখন পলিডামাস যাচ্ছিল পেছনের দিকে। পলিডামাস এক পাশে লাফিয়ে গিয়ে তার কালো নিয়তি এড়াল। বদলে বর্শায় বিদ্ধ হলো অ্যান্টিনরপুত্র আরকেলোকাস, কারণ দেবতারা তার মৃত্যুর পরিকল্পনা নিয়ে রেখেছিল। বর্শা আঘাত করল তার মাথা ও ঘাড়ের সংযোগস্থানে গিয়ে, মেরুদণ্ডের সবচে ওপরের সন্ধিস্থল ৪৬৫ সেটা। তার দুই মোটা মাংসতন্তুই কাটা পড়ল বর্শার ঐ ঘায়ে, এবং যখন সে পড়ল মাটিতে, তার মাথা, মুখ ও নাক মাটি ছুঁলো তার দু পা ও হাঁটু মাটিতে পৌঁছানোর আগে। এবার অ্যাজাক্সের পালা এল অতুল্য পলিডামাসকে লক্ষ্য করে হাঁক দিয়ে বলবার :

'একটু ভাবো পলিডামাস, আমাকে সত্যি করে বলো প্রোথোয়িনরের মৃত্যুর ৪৭০ বিনিময়ে এ লোকের [আরকেলোকাসের] মৃত্যু হওয়া উপযুক্ত জবাব হলো নাকি? তাকে তো আমার দেখে নীচু ধরনের লোক বলে মনে হয়নি কোনো, মনে হয়নি সে নীচু-বংশের কেউ—হাহ্ বরং মনে হলো সে ঘোড়া-পোষ-মানানো অ্যান্টিনরের কোনো ভাই হবে, কিংবা তার কোনো ছেলে। কারণ গড়নে-চেহারায় তাকে দেখতে অ্যান্টিনরের মতোই বেশি লাগে।'

এ-ই বলল সে, যদিও ভালোমতো সে জানতো যে নিহত লোকটি কে। ৪৭৫ তখন বিষাদ ঘিরে ধরল ট্রোজানদের বুকে। এসময় আকামাস তার ভাই আরকেলোকাসের লাশের দু পাশে দাঁড়াল দু পা রেখে, এবং তার বল্লমের এক ঝটকার ঘায়ে শেষ করল বিয়োশান যোদ্ধা প্রোমাকাসকে। প্রোমাকাস চাচ্ছিল আকামাসের নীচ থেকে লাশটির দু পা ধরে টেনে নিয়ে যাবে। এবার আকামাস তার লাশের 'পরে [উঠে এসে] ভয়ংকর বিজয়োল্লাস শুরু করে দিল, বলল জোরে চিৎকার করে :

'তোমরা গ্রিকরা—হাহ্, ধনুক নিয়ে গর্জন করো খুব,° হুমকিধামকির তৃষ্ণা তোমাদের মেটে না কখনও! এখন দ্যাখো, যুদ্ধের খাটুনি ও দুর্দশা শুধু আমাদের ৪৮০ ভাগ্যেই নেই, তোমাদের ভাগ্যেও আছে এ লোকের মতো একইভাবে খুন হওয়া। দ্যাখো কীভাবে তোমাদের প্রোমাকাস নিদ্রা গেল আমার বর্শার কাছে পরাভূত হয়ে; আমার ভাইয়ের রক্তের দাম একদমই বেশিক্ষণ রাখতে পারলে না বাকি। হ্যাঁ, এ-কারণেই পরিবারের কাউকে বাড়িতে রেখে আসতে চায় যে কোনো মানুষ—যে কিনা তার কাছ থেকে দূরে রাখবে সর্বনাশ।' ৪৮৫

এ-ই বলল সে, তার দম্ভোক্তি ও উল্লাস দেখে গ্রিকদের ওপর নেমে এল দুঃখ বিষাদ। তার এসব কথা অন্য কারো চেয়ে বেশি জাগাল যুদ্ধংদেহী পিনিলিয়সের

মন। সে ছুটে গেল আকামাসের দিকে, আকামাস যুবরাজ পিনিলিয়সের এই আক্রমণ রুখে দাঁড়াতে ব্যর্থ হলো। পিনিলিয়স ঘ্যাঁচ করে বর্শা ঢুকিয়ে দিল
৪৯০ আইলিয়নিয়ুসের গায়ে, সে ফোরবাসের ছেলে—ফোরবাস গবাদিপশুর পালে ধনী, তাকে দেবতা হারমিস অন্য সব ট্রোজানের থেকে বেশি ভালোবাসতো বলে° ধনী ও সম্পদশালী করে দিয়েছিল; ফোরবাসের ঔরসে আইলিয়নিয়ুসের মা এই একটাই মাত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। পিনিলিয়স তাকে মারল তার ভুরুর নীচে চোখের গোড়ার কাছে, সোজা বের করে দিল তার অক্ষিগোলক। বর্শা পরিষ্কার
৪৯৫ চলে গেল আইলিয়নিয়ুসের চোখ ও ঘাড়ের পশ্চাদ্দিকের মোটা মাংসতন্তুর মাঝ দিয়ে, সে ঢলে পড়ল তার দু-হাত বাড়িয়ে। এবার পিনিলিয়স তার ধারাল তরবারি টেনে নিয়ে কোপ মারল তার ঘাড়ের মাঝখানে, মাটিতে কেটে ফেলে দিল তার শিরস্ত্রাণসহ মাথা, তখনও প্রকাণ্ড বর্শাখানা দাঁড়িয়ে আছে তার চোখের কোটরে গেঁথে। পিনিলিয়স ওই কাটা মাথা উঁচুতে তুলে ধরল কোনো কাণ্ডের
৫০০ আগায় পোস্তফলের মতো করে, আর তা দেখাতে লাগল ট্রোজানদের দিকে; দম্ভভরে বলল এই কথা :

'তোমরা ট্রোজানেরা, তোমাদের বলি—রাজাতুল্য আইলিয়নিয়ুসের প্রিয় বাবা ও মাকে গিয়ে বলো তাদের বাড়িতে বিলাপের আসর বসিয়ে দিতে। হাহ্, আলিজিনরপুত্র প্রোমাকাসের বউও তার প্রিয় স্বামীর ফিরে আসার খুশিটি পাবে না, অর্থাৎ যেদিন আমরা গ্রিক তরুণেরা ট্রয়-ভূমি থেকে একদিন চলে যাব
৫০৫ জাহাজে পাল তুলে।'

এ-ই বলল সে, তাতে ট্রোজানদের হাত-পায়ে ভয়ের কাঁপুনি ধরে গেল। তারা প্রত্যেকে চারপাশে তাকাতে লাগল চরম বিনাশ কী করে এড়ানো যায় তা দেখে নিতে।

আমাকে এখন বলো দেবী মিউজেরা,° তোমাদের যাদের ঘর অলিম্পাসে, বলো বিখ্যাত পৃথিবী-ঝাঁকানো দেব যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার পরে গ্রিকদের
৫১০ মাঝে কে প্রথম নিহত যোদ্ধাদের থেকে রক্তাক্ত লুটের মাল কেড়ে নিয়েছিল? নিশ্চিত প্রথমে ছিল অ্যাজাক্স, টেলামনের ছেলে। সে বর্শা ঢুকিয়ে দিয়েছিল হারটিয়াসের গায়ে যে ছিল জারটিয়াসের ছেলে, সিংহহৃদয় মিশান বাহিনীর° নেতা; অ্যান্টিলোকাস বর্মসাজ খুলে নিয়েছিল ফালসিজ ও মারমেরাসের; মেরাইয়োনিজ হত্যা করেছিল মোরিস ও হিপোটিয়নকে; আর টিয়ুসার জবাই দিয়েছিল
৫১৫ প্রোথোওন ও পেরিফিটিজ নামের দুই যোদ্ধার। এরপর অ্যাট্রিউসপুত্র বর্শা ঢুকিয়ে দিয়েছিল হিপেরিনর-এর° শরীরের পাশে, সে ছিল বাহিনীর রাখাল একজন। ব্রোঞ্জ তাকে ছিঁড়ে ঢুকে যেতে তার নাড়িভুঁড়ি বেগে বের হয়ে এল; তার আত্মা

তড়িঘড়ি ছুটে বেরুল হা-করা ক্ষতের মাঝ থেকে, আর অন্ধকার ঢেকে দিল তার দুই চোখ। তবে ওয়িলিয়ুসের দ্রুতগামী পুত্র [ছোট] অ্যাজাক্সের হাতেই সবচেয়ে ৫২০ বেশি লোক খুন হয়েছিল: একবার জিউস কোনো বাহিনীকে পলায়নের পথে ঠেলে দিলে, অ্যাজাক্সের মতো আর কেউ নেই যে পারতো ছত্রভঙ্গ-ছোটা মানুষের মাঝে পায়ের ওরকম দ্রুততা নিয়ে ধেয়ে যেতে।° ৫২২

টীকা

১৪:১ মদ্যপানে রত: প্রাচীনকালের হোমারবিদেরা নেস্টরের এই মদ্যপান করাকে ভালোভাবে নেননি। তাদের হিসেবে, এত সম্মাননীয় এক বৃদ্ধ মানুষকে যুদ্ধের উত্তুঙ্গ মুহূর্তে মদপানে ব্যস্ত দেখিয়ে হোমার ঠিক কাজ করেননি। প্রকৃতপক্ষে হোমার নেস্টর চরিত্রটিকে অনেক পছন্দ করতেন এবং তাকে নিয়ে টুকটাক মজা তিনি পুরো মহাকাব্য জুড়েই করেছেন। ১১:৬৩৫-৬৩৬ পঙ্‌ক্তিতে নেস্টরের তিনি যে বাড়াবাড়িরকমের প্রশংসা করলেন, তার সঙ্গেও মদপানেরই যোগ ছিল।

১৪:৩১ সাগর সৈকতে: ছোট এক সৈকতে প্রায় বারো শত জাহাজ কীভাবে রাখা হয় তার যে বর্ণনা এর পরের কয়েকটি লাইনে আছে, তা থেকেই বিখ্যাত হোমারবিদ অ্যারিস্‌টারকাসের ধারণা এই যে, পুরো ধনুকাকার সৈকত জুড়ে জাহাজগুলি সারি সারি করে রাখা হয় 'থিয়েটার' স্টাইলে, অর্থাৎ স্কুলের বেঞ্চের মতো সরলরেখায় নয়, বরং পুরোনো ধাঁচের সিনেমা-থিয়েটারের হালকা অর্ধবৃত্তাকার আয়োজনে।

১৪:৩৩ ঐ দেওয়াল বানিয়েছিল তারা: সম্ভবত এখানে দশ বছর আগে, প্রথম ট্রয় আগমনের পরপর, বানানো দেওয়ালটির কথা বলা হচ্ছে (দেখুন ১৩:৬৮৩), সপ্তম পর্বে বানানো দেওয়ালটির কথা নয়।

১৪:৩৬ অন্তরীপের...মাথা অবধি: গবেষকদের অভিমত, অন্তরীপটির এ মাথা থেকে ও মাথার মধ্যে দূরত্ব ছিল প্রায় পাঁচ মাইল। এই জায়গাটুকুতেই রাখা ছিল বারো শত জাহাজ এবং আরও ছিল এক লক্ষ সৈন্যের বসবাসের ব্যবস্থা।

১৪:৭৪-৮১ নাহ, আসো...তো ভালো: এই নিয়ে আগামেমনন মোট তিন দফা বলল যে যুদ্ধ বাতিল করে ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো হবে। প্রথমবার ২:১৩৯-১৪১ অংশে এবং দ্বিতীয়বার ৯:২৬-২৮য়ে। প্রথমবারটি বাদ দিয়ে পরের দু বারে আগামেমনন ঐকান্তিকভাবেই চাচ্ছিল দেশে ফেরত যাবে। সে যে আদর্শ কোনো সেনাপ্রধান ছিল না, তার এ-জাতীয় প্রস্তাব সেটারই প্রমাণ।

১৪:১১৪-১১৫ টাইডিয়ুস...মাটির নীচে ঢাকা আছে: ডায়োমিডিজের পিতা টাইডিয়ুস লোককথা ও পুরাণের বিখ্যাত 'থিবজ্ অভিযানে সাত বীর' (The Seven Against Thebes) শীর্ষক যুদ্ধাভিযানে সাতজনের একজন ছিল, এবং সেখানেই তার মৃত্যু জয়। দেখুন টীকা ৪:৩৬৫-৪০০ এবং টীকা ৪:৩৭৯।

১৪:১১৫-১২০ অতীতে পোরথিয়ুসের...জিউস ও অন্য দেবতাদের: কোনো এক ভয়ংকর ঈটোলিয়ান উপাখ্যানের পরোক্ষ-উল্লেখ রয়েছে এই পঙ্‌ক্তিগুলোয় যা ডায়োমিডিজ স্পষ্ট করে খুলে বলছে না। দৃশ্যত টাইডিয়ুস এমনি এমনি আর্গজে গিয়ে থিতু হয়নি, বরং সে তার চাচাদের একজনকে খুন করে সেখানে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

১৪:১৫৩-৩৫১ এসময়...ঝিকিমিকি বিন্দুগুলি: এই ১৯৮ লাইনের দীর্ঘ অংশটুকুর নাম 'জিউসকে প্রতারণা' বা 'জিউসকে হেরার প্রতারণা'। *ইলিয়াড*-এর অন্যতম জনপ্রিয় ও বিখ্যাত এক অংশ এটা, যে বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে এ-বইয়ের 'পাঠ-পর্যালোচনা' অংশে এবং পর্বটি শুরুর আগের 'বিষয়বস্তু' অংশেও।

১৪:১৭১ তার পোষাকে...দিল তেল: মূল গ্রিক টেক্সটের পাঠোদ্ধার প্রায় অসম্ভব। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীনকালে মাইসিনিয়ান প্রথা ছিল পোশাকে সুগন্ধি তেল লাগানো।

১৪:২০০-২১১ যাব ওশেনাসের কাছে...সম্মানের যোগ্য হব: বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির এক অস্বাভাবিক পুরাণের কথা বলা হচ্ছে এখানে। এ অংশটুকু মোতাবেক সমুদ্র-দেবতা ওশেনাস ও দেবী টেথিস ছিল ব্রহ্মাণ্ডের আদি পিতা-মাতা, যা ধ্রুপদী গ্রিক পুরাণের সঙ্গে মেলে না। হেরা এখানে নিজেকে বৈশ্বিক স্তরের শান্তিপ্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে ফুটিয়ে তুলছে, যদিও তার আসল ইচ্ছা জিউসকে প্রতারিত করা ও তার শাসনকে অস্থিতিশীল করা।

১৪:২২৫-২৩০ প্রথমে পা রাখল...থোয়াসের দেশে: হেরা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে গিয়ে শেষে লেম্‌নোসে পৌঁছাল তার এই যে বিবরণ এখানে আছে তা গবেষক ও পাঠকদের কাছে, মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে, অস্বাভাবিক এক পথ পরিক্রমা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শেষ বিচারে এই পথ বেছে নেওয়া দারুণ যৌক্তিক এক কাজই বটে। হেরা এই পথ ধরে গেল স্রেফ সাগরের পানি পথ এড়িয়ে যতটা পারা যায় জমিন ধরে ওড়ার স্বার্থে, যেমন করতো নাবিকেরা—গভীর পানি পথ এড়িয়ে জাহাজ বা নৌকা চালাতে চাইতো অগভীর অংশের এবং মাটির কাছাকাছি থেকে।

১৪:২৩০ দেবতুল্য থোয়াসের দেশে: এই থোয়াস লেম্‌নোসের রাজা, ঈটোলিয়ান রাজা থোয়াস নয়। সে হিপসিপিলির পিতা (৭:৪৬৯)।

১৪:২৩১ সে মৃত্যুর ভাই: নিদ্রা ও মৃত্যুর এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক। ১৬:৬৮২-তেও এরা দুজন একত্রে কাজ করবে, মৃত সারপিডনকে বয়ে নিয়ে যাবে তার বাড়িতে। কেন নিদ্রার বাস লেম্‌নোসে তা কোথাও বলা হয়নি।

১৪:২৪৮-২৬৩ তোমার জন্য এর আগে...সম্ভব নয় কোনোভাবে: হেরাক্লিসের ট্রয় নগর ধ্বংসের বিষয়টি জানতে দেখুন টীকা ৫:৬৪০। হেরাক্লিস ট্রয় ছাড়ার পরে তার ভাগ্যে কী ঘটল জিউস তার বিশদ বিবরণ দেবে পরের পর্বে (১৫:২৪-২৮ পঙ্‌ক্তিতে।) হেরাক্লিসের প্রতি হেরার শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিষয়ে জানতে দেখুন টীকা ৮:৩৬২-৩৬৯ এবং টীকা ১৯:৯৫-১৩৪।

১৪:২৬৯ তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরের পঙ্‌ক্তি: এটি *ইলিয়াড*-এ হোমার-উত্তর কালের সংযোজন বলে গবেষকদের স্থির বিশ্বাস। মূলে ছিল ২৭৫-২৭৬ সংখ্যক পঙ্‌ক্তিটি, যার অনুকরণে এই সংযোজনটি ঘটানো হয়।

১৪:২৭১ স্টিক্স নদীর জলের: মৃত্যু-পরবর্তী জগতের নদী স্টিক্স। দেখুন টীকা ৮:৩৬২-৩৬৯।

১৪:২৭৮-২৭৯ টারটারাসের নীচে থাকা...টাইটান নামে: দেখুন টীকা ৮:১৩-১৬।

১৪:২৮০ ইমব্রোস: ইমব্রোসের অবস্থান ট্রোজান সমতল ও লেম্‌নোসের মাঝখানে। লেক্‌টোস (২৮৪) আইডা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এক শৈল-অন্তরীপ (promontory)।

১৪:২৮৬-২৮৮ সে চড়ে বসল...স্বর্গ ছুঁয়ে ছিল: স্বর্গ অর্থে হোমার এখানে পৃথিবীর মাটির কাছের আকাশের ওপরের আকাশকে (stratosphere) বুঝিয়েছেন। ওই আকাশের হাওয়া স্বচ্ছ এবং মেঘ কুয়াশামুক্ত। বাস্তবে ওই আকাশ ছোঁয়া ফার গাছ হওয়া সম্ভব নয়। হোমার এখানে কাব্যিক ঢঙে বলতে চাইছেন যে ফার গাছটির মাথা পাহাড়ের পাশের কুয়াশার স্তরের ওপরে স্বচ্ছ শূন্যে ছিল।

১৪:২৯০-২৯১ **যাকে দেবতারা ডাকতো...সাইমিনৃডিস নামে:** মানুষ ও দেবদেবীরা একই বস্তু বা প্রাণীকে যে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে এমন উদাহরণ *ইলিয়াড*-এ মোট তিনটি আছে: ২:৮১৩-৮১৪, এখানে, এবং ২০:৭৪-এ। কালসিস নামটি পুরাণের এক মেয়ের থেকে নেওয়া যে কিনা পেঁচায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

১৪:২৯৫ **প্রিয় বাবা-মা'র দৃষ্টি এড়িয়ে:** মানুষের পৃথিবীর সাধারণ-স্বাভাবিক এক ছবি এখানে দেবদেবীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। পার্থক্য এটাই যে জিউস ও হেরা একইসঙ্গে ভাই-বোনও (১৮:৩৫৬), অতএব তাদের দুজনের একই বাবা-মা।

১৪:৩৭১-৩৮৩ **চলো আমরা সশস্ত্র...খারাপ যোদ্ধাদের হাতে:** যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় বর্মসাজের এই বদলাবদলি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে এ-বইয়ের পাঠ-পর্যালোচনা অংশে। কিছুটা অবাস্তব ও কিছুটা সৈন্যবাহিনীর ঐক্য ও সংহতিবিরোধী বটে এই কাজটি। তবে আধুনিক গবেষকেরা বলেন, মহাকাব্যের রচয়িতা কোনো কবিকে সবসময় বাস্তবতার মধ্যেই তার আইডিয়াকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলে না।

১৪:৪৩৩-৪৩৪ **জানথাসের পারাপারের অগভীর জায়গাটিতে:** জানথাস নদীর এরকম কোনো স্থানের কথা আগে বলা হয়নি। এরকম কোনো উল্লেখ কোথায়ও নেই যে ট্রয় নগর থেকে গ্রিক শিবিরের কাছে যেতে হলে জানাথাস (বা স্কামান্দার) নদী পার হতে হতো। এই পংক্তিগুলিই আবার আছে ২১:১-২ ও ২৪:৬৯২-৬৯৩ অংশে। সম্ভবত এ জায়গাটি নদী পার হওয়ার জন্য নয়, বরং এটা ছিল দীর্ঘ যাত্রাপথে স্রেফ একটু জিরোবার ও ঘোড়াকে পানি খাওয়াবার (২৪:৩৫০) এক জায়গা।

১৪:৪৭৯ **ধনুক নিয়ে গর্জন করো খুব:** দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়া যোদ্ধাদের তরফ থেকে দূর থেকে যুদ্ধ করা ধর্নুবিদদের নিয়ে অপমানসূচক কথা। দেখুন টীকা ১১:৩৮৫।

১৪:৪৯১ **হারমিস...বেশি ভালোবাসতো বলে:** হারমিস ছিল গবাদিপশুর পালের দেবতা, একইসাথে ধনসম্পদেরও। ফোরবাস ধনী লোক ছিল, এ কথার অর্থই তাই দাঁড়ায় যে দেবতা হারমিস তাকে পছন্দ করতো।

১৪:৫০৮ **দেবী মিউজেরা:** দেখুন টীকা ২:৪৮৪। একই আহবান আছে ১১:২১৮-২২০ এবং ১৬:১১২-১১৩ পঙ্‌ক্তিতেও।

১৪:৫১২ **মিশান বাহিনীর:** এই মিশানরা বাস করতো ট্রয়ের পুবদিকে।

১৪:৫১৬ **হিপেরিনর-এর:** পরে (১৭:২৪ পঙ্‌ক্তিতে) মেনেলাস স্মরণ করবে হিপেরিনরকে এখন হত্যা করার কথা। সেসময় তার সঙ্গে দেখা হবে হিপেরিনরের ভাই ইয়ুফোরবাসের। হিপেরিনর, অতএব, প্যানথোয়াসের ছেলে, অর্থাৎ পলিডামাসেরও ভাই।

১৪:৫২০-৫২২ **তবে ওয়িলিয়ুসের...ধেয়ে যেতে:** এই অ্যাজাক্স আকারে ছোট এবং দ্রুতগামী, তাই ধাওয়ার ক্ষেত্রে খুব কার্যকরী এক যোদ্ধা। অন্য অ্যাজাক্সের (বড় অ্যাজাক্স বা টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স, যে কিনা অন্যতম প্রধান গ্রিক বীর) দক্ষতা, পক্ষান্তরে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে বা হাতাহাতি লড়াইতে। ২:৫৩০ নং পঙ্‌ক্তিতে ছোট অ্যাজাক্সের বল্লম ছোড়ার দক্ষতারও প্রশংসা করা হয়েছে।

পর্ব - পনেরো

গ্রিকবাহিনী কোণঠাসা

জিউস গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠে ট্রোজানদের পতন দেখে বুঝল হেরা তাকে কতবড় ধোঁকা দিয়েছে—জিউসের পক্ষে দেবী আইরিস গিয়ে পসাইডনকে আদেশ দিল যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যেতে—অ্যাপোলো সারিয়ে তুলল হেক্টরকে এবং ভেঙে দিল গ্রিক দেওয়াল—ট্রোজানরা আবার গ্রিকদের কোণঠাসা করে ফেলল জাহাজবহরের ওখানে।

বিষয়বস্তু

আমরা এর আগে দেখেছি ১১ ও ১২তম পর্বের ট্রোজান বিজয় পুরো উল্টে গিয়েছিল ১৩ ও ১৪তম পর্বে এসে, যেখানে দেবতা পসাইডন ও দেবী হেরার প্রত্যক্ষ সহায়তা নিয়ে যুদ্ধে আবার স্পষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে চলে গিয়েছিল গ্রিকরা। ১৪তম পর্বের শেষে ট্রোজানরা শিকার হলো নির্বিচার হত্যালীলার, হেক্টর আহত তখন মারাত্মকভাবে। কিন্তু হোমারের মূল লক্ষ্য গ্রিকদের এতখানিই পরাজিত করা যাতে করে অ্যাকিলিসের বন্ধু প্যাট্রোক্লাস যুদ্ধে প্রবেশ করে, হেক্টরের হাতে মারা যায় এবং অ্যাকিলিসের যুদ্ধে ফেরার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তা-ই হলো এই ১৫তম পর্বে—আগের দু পর্বে দেবতাদের হস্তক্ষেপ কাহিনীর পাঠক-প্রত্যাশিত যাত্রাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, আর এখানে কাহিনী আবার ফিরে এল ১২তম পর্বের শেষের ট্রোজান বিজয়ের পুরোনো গতিধারায়। এ পর্বটিকে স্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: এক, শুরুতে জিউস ঘুম থেকে জেগে উঠে

বুঝতে পারল সে হেরার ধোঁকার শিকার হয়েছে; ট্রোজানরা যুদ্ধে হারছে চরমভাবে। তখন নিজের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল জিউস, শাসাল হেরাকে, এমনকি ভবিষ্যদ্বাণীও করল যে কীভাবে তার নিজপুত্র সারপিডন ও অ্যাকিলিসের বন্ধু প্যাট্রোক্লাস যুদ্ধে মারা যাবে; তারপর মরবে হেক্টর এবং শেষে ট্রয়ের পতন ঘটবে। ইলিয়াড-এর তিন ভাগের শেষ ভাগে এসে ট্র্যাজেডির তীব্রতা প্রত্যক্ষ করার জন্য, অতএব, তৈরি হয়ে নিল পাঠকের মন। দুই. জিউস যখন কর্তৃত্বে রয়েছে, তখন নশ্বর মানবের ভাগ্যে কী হয় তা দেখলাম আমরা—মাঠ ছাড়তে হলো গ্রিকপক্ষের দেব পসাইডনকে, ট্রোজানপক্ষের দেবতা অ্যাপোলো গুঁড়িয়ে দিল গ্রিকদের প্রতিরক্ষা দেওয়াল, হেক্টর উদ্যত হলো প্রথম কোনো গ্রিক জাহাজে আগুন দিতে। নবম পর্বে আমরা জেনেছিলাম, হেক্টর জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিতে এলেই কেবল অ্যাকিলিস চিন্তা করবে যুদ্ধে প্রত্যাবর্তনের। হোমার-বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ এ-পর্বটিকে বিশৃংখলাপূর্ণ ও এর কিছু ঘটনাকে পুনরাবৃত্তিমূলক বললেও, পাঠকের সাধারণ অভিমত এটাই যে ১৫তম পর্বটি ছোট ছোট কিছু ঘটনার নিখুঁত ও যুক্তিযুক্ত বিবরণ নিয়ে (যেমন লাইন ৩০৬-৩২৭-এ ট্রোজান বিজয়, ৩৫২-৩৬৬-তে পরিখা ও দেওয়ালে তাদের দলবদ্ধ আক্রমণ এবং ৬১৫-৬৫২ অংশে হেক্টরের বিজয়ের সূচনা) ইলিয়াড-এর অন্যতম সেরা একটি পর্ব। এ-পর্বটি পাঠের আরেক বিশেষ আকর্ষণ এতে অসাধারণ সব মহাকাব্যিক উপমার (epic simile) ছড়াছড়ি, যেমন লাইন ৬১৮-৬৩৬-এর মধ্যেই পরপর তিনটি।

সারসংক্ষেপ

১-৪৬: জিউস জাগল ঘুম থেকে, বুঝল কী ঘটে গেছে, শাসাল হেরাকে। হেরা কৌশলী মিথ্যা বলে দিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে পসাইডন গ্রিকদের পক্ষে যা করছে তা স্রেফ তার নিজ বিবেচনাতেই করছে, এতে হেরার কোনো হাত নেই।

৪৭-১৪১: জিউস হেরাকে ফেরত পাঠাল অলিম্পাসে, বলল দেবী আইরিস ও অ্যাপোলোকে আইডা পর্বতে পাঠাতে। হেরা অলিম্পাসে ফেরত গিয়ে জিউসের মনোভাবের কথা দেবতাদের জানানোর পাশাপাশি এটাও জানাল যে যুদ্ধদেব আইরিজের পুত্র অ্যাসকালাফাস নিহত হয়েছে। আইরিজ চাইল তক্ষুনি সে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবে; অ্যাথিনা কোনোমতে থামাল তাকে।

১৪২-২৮০: আইরিস ও অ্যাপোলো গেল আইডা পর্বতে। জিউস আইরিসকে পাঠাল যুদ্ধের মাঠে পসাইডনের কাছে; আইরিস পসাইডনকে রাজি করাল জিউসের কথামতো যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে। জিউস অ্যাপোলোকে পাঠাল আহত হেক্টরকে সারিয়ে তুলতে; হেক্টরের নবোদ্যম ভয় ধরালো গ্রিকদের মনে।

২৮১-৩৪২: থোয়াসের উপদেশ মোতাবেক অধিকাংশ গ্রিক সৈন্য পিছু হটল, আর সেরা গ্রিক যোদ্ধারা চেষ্টা করল ট্রোজান আক্রমণের গতি কমাতে।

৩৪৩-৩৬৬: হেক্টর তাড়না দিল ট্রোজানদের। দেবতা অ্যাপোলো অনায়াসে লাথি মেরে ভেঙে দিল গ্রিক দেওয়াল, যেভাবে কোনো বাচ্চা ছেলে সাগরসৈকতে বালুর দুর্গ ভাঙে।

৩৬৭-৪০৪: যুদ্ধ তীব্র হয়ে উঠল একেবারে গ্রিক জাহাজের পাশে; প্যাট্রোক্লাস তা শুনতে পেয়ে রওনা দিল অ্যাকিলিসকে এই বিপদের কথা বলে যুদ্ধে নামতে রাজি করানোর উদ্দেশ্যে।

৪০৫-৬৭৩: যুদ্ধ এবার জাহাজের ওখানে পৌঁছে গেছে; লড়াই আরও তীব্র ও উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

৬৭৪-৭৪৬: অ্যাজাক্স জাহাজ থেকে জাহাজে লাফিয়ে লাফিয়ে দীর্ঘ বর্শা দিয়ে ঠেকিয়ে চলছে ট্রোজানদের। হেক্টর একটা জাহাজের গায়ে হাত রেখে ট্রোজানদের আহ্বান জানাল আগুন-মশাল নিয়ে আসতে। বোঝা যাচ্ছে যে, বেশিক্ষণ ট্রোজানদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না অ্যাজাক্স।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

এ-পর্বেও *ইলিয়াড* শুরু হওয়ার পরের ২৮তম দিন চলছে। ঘটনাস্থল হেলেসপন্টের সৈকতে ঘাঁটি গাড়া গ্রিকশিবির, একটু সামনে বানানো তাদের প্রতিরক্ষা দেওয়াল ও পরিখার স্থল, অল্প সময়ের জন্য জানথাস নদীর তীর যেখানে হেক্টর আহত এবং সেই সঙ্গে অলিম্পাস দেবরাজ্য ও আইডা পর্বত যেখানে ঘুম থেকে উঠল জিউস।

চিত্র ১৭. হেক্টরের যুদ্ধসাজ পরিধান। হেক্টর তার পিতা প্রায়াম (বাঁয়ে) ও মাতা হেকুবার (ডানে) উপস্থিতিতে যুদ্ধসাজে সেজে নিচ্ছে। তার পায়ে সে পরেছে পা-ঢাকা খোলক, আর এখন জামার ওপর দিয়ে গায়ে চড়াচ্ছে বুক ঢাকা বর্ম। তার মা, এক তরুণী, ডান হাতে ধরে আছে হেক্টরের বিখ্যাত শিরস্ত্রাণ। হেক্টরের ঢালে নকশা করা স্যাটার (বনদেবতা), আর ঢাল ঠেকানো তার মায়ের পায়ের সঙ্গে। বাঁয়ে বৃদ্ধ প্রায়াম, তার মাথায় টাক, হাতে বাঁকানো একটি দণ্ড; সে ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছে। (আথেনিয়ান জগ. খ্রিস্টপূর্ব ৫১০ সন)

পিছু-হটা ট্রোজানরা চোখা চোখা লাঠি ও পরিখা পার হয়ে—তাদের বহু লোক গ্রিকদের হাতের নীচে তখন পরাভূত—থামল এসে তাদের রথের পাশে, দাঁড়াল ওইখানে। তাদের গায়ের রঙ ভয়ে হলদে-সবুজ, তারা আতঙ্কগ্রস্ত খুব। এ সময় জিউস আইডা পর্বতশৃঙ্গে সোনালি সিংহাসনের দেবী হেরার পাশে জেগে উঠল ৫ ঘুম থেকে; তারপর লাফ দিয়ে উঠল নিজ পায়ে, দাঁড়াল, দেখল ট্রোজান ও গ্রিকদের—দেখল যে ট্রোজানরা পালাচ্ছে ছত্রভঙ্গ হয়ে আর গ্রিকরা তাদের তাড়িয়ে চলেছে পেছন থেকে [ধাওয়া দিয়ে], আর তাদের মাঝে দেবতা পসাইডন আছে। জিউস আরও দেখল হেক্টর সমতলের ওখানে শুয়ে আছে, তাকে ঘিরে বসা তার সহযোদ্ধারা, সে টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে বহু কষ্ট করে, মন তার ১০ বিক্ষিপ্ত-বিমূঢ়, রক্তবমি হচ্ছে তার, কারণ গ্রিকবাহিনীর কোনো দুর্বলতম যোদ্ধার হাতে আঘাত লাগেনি তার। হেক্টরকে এ-অবস্থায় দেখে মানুষ ও দেবতাদের পিতা [জিউসের] মায়া হলো খুব; সে তার ভুরুর নীচ থেকে কড়া দৃষ্টি হেনে বলল হেরাকে এই কথা :

'হেরা, তুমি শুধরাবে না কখনোই। তোমার ভয়াল ছলাকলার চক্করে পড়ে হেক্টরকে লড়াই থেকে বিরতি নিতে হলো, ট্রোজানদের পালাতে হলো ছত্রভঙ্গ ১৫ হয়ে। আমি সত্যি জানি না কী করব তোমাকে নিয়ে—তোমার এ জঘন্য ষড়যন্ত্রের প্রথম পুরস্কারটি যেন তুমিই পাও, তাই তোমাকে চাবকে ছাল তুলে দেব কি না। তুমি কি ভুলে গেছ সেই যেবার আমি তোমাকে ঝুলালাম স্বর্গের থেকে, দু-পায়ে বাঁধলাম দুটো কামারের নেহাই, আর তোমার হাতের কব্জি বাঁধলাম এক সোনালি ও অভঙ্গুর শেকল দিয়ে, সেই কথা? ওভাবে তুমি ঝুলে ২০ থাকলে মেঘের মাঝে, উপরের হাওয়ায়, আর উঁচু অলিম্পাস জুড়ে দেবতারা কী রকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, কিন্তু কারোরই সাহস হলো না তোমার কাছে গিয়ে বাঁধন খুলে দেয়। নাহ্, যে-ই সে প্রয়াস নিল, আমি তাকে ধরে ছুড়ে দিলাম [স্বর্গে] প্রবেশ-দ্বারের মাঝ দিয়ে, আর যখন সে পড়ল মাটিতে, তার শ্বাস তখন যায় যায় মতো।°

'তবে এতকিছুর পরেও আমি শান্তি পেলাম না কোনো। দেবতুল্য ২৫ হেরাক্লিসের জন্য বিরামহীন এক ব্যথা আমাকে দিল না শান্ত হতে। তুমি উত্তরাবায়ুর সাথে যোগসাজশে মিলে ওর [উত্তরাবায়ুর] হাওয়ার দমকগুলো

কবজায় নিলে, তারপর শয়তানি বুদ্ধি করে ওই হাওয়ার সাহায্যে হেরাক্লিসকে অশান্ত সাগরের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে এলে জনবহুল কোহ্সে। তখন আমি তাকে রক্ষা করি ওই জায়গা থেকে, ফিরিয়ে আনি ঘোড়া-চরানো আর্গজ দেশে—
৩০ অবশ্য ততদিনে অনেক ভোগান্তি গিয়েছিল তার ওপর দিয়ে।°

'তোমাকে এখন ফের আমি মনে করালাম ঐ সব কথা, যেন তুমি তোমার ফন্দিফিকির ছাড়ো, যেন তুমি বোঝো আমার সাথে বিছানায় ঐ প্রেমের খেলায় মেতে তোমার লাভ হয়নি খুব কোনো। আহ্, কীভাবে তুমি বাকি দেবতাদের [অলিম্পাসে] ছেড়ে আমার সাথে শুলে, আমাকে ধোঁকা দিলে কতখানি!'

এ-ই বলল জিউস। আর ষাঁড়-নয়না রানি হেরা তা শুনে কেঁপে উঠল ভয়ে।
৩৫ সে জিউসের উদ্দেশে বলল তার ডানাওয়ালা কথা :

'আমার সাক্ষী হোক পৃথিবী ও তার ওপরের উঁচু চওড়া আকাশ আর নীচের দিকে বওয়া° স্টিক্স নদীর জল—পবিত্র দেবকুলের জন্য এর চে বড় ও এর চে ভয়ংকর শপথ নেই কোনো। সেইসাথে [আরও সাক্ষী হোক] তোমার পবিত্র মাথা ও আমাদের দুজনের শোয়ার বিছানা, আমাদের বিয়ের প্রেমের-বিছানাও। অন্তত
৪০ ওই জিনিসের নামে আমি মিথ্যা শপথ রাখব না কখনোই জেনো। পৃথিবী-ঝাঁকানো দেব পসাইডন এই যে ট্রোজানদের ও হেক্টরের মহা ক্ষতি করে বিজয় তুলে দিচ্ছে তাদের শত্রুদের হাতে, এতে আমার হাত নেই কোনো। নাহ্, আমার ধারণা, তার নিজের মনই তাকে প্ররোচিত করছে এই কাজে, দিচ্ছে তাড়না। কারণ যখন সে দেখেছে গ্রিকরা তাদের জাহাজের পাশে আছে ভয়াবহ চাপে, ওদের জন্য তার সম্ভবত মায়া হয়েছিল। আমি নিশ্চিত তাকে [দেখা হলে]
৪৫ উপদেশ দেব যে তুমি, অন্ধকার মেঘের প্রভু, তাকে যেদিকে যাবার পথ নির্দেশ করো, সে যেন সেদিকেই যায় শুধু।'

এ-ই বলল হেরা। তা শুনে হাসল মানুষ ও দেবতাদের পিতা, তার কথার জবাব দিল তাকে এই ডানাওয়ালা কথা বলে :

'ও ষাঁড়-নয়না রানিতুল্য হেরা। এখন থেকে অমর দেবতাদের মাঝে তুমি
৫০ যখন বসবে আমার মনের একই ভাবনা নিজের মনে নিয়ে, তখন জেনে রেখো পসাইডন, যতো অনিচ্ছাই থাক তার মনে, আর দেরি করবে না তার মন বদলাতে; সে চলবে আমার ও তোমার মনমতো। যা হোক, তুমি যা বললে তা যদি পুরো সত্য হয়, তাহলে এখন যাও দেবকুলের দরবারে, দেবী আইরিসকে
৫৫ এখানে ডেকে আনো, সেইসাথে ধনুকের জন্য খ্যাত দেবতা অ্যাপোলোকেও। আইরিস ব্রোঞ্জ-পরা গ্রিকবাহিনীর মাঝে গিয়ে পসাইডনকে বলবে যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত দিতে, ফিরে যেতে নিজের প্রাসাদে; আর ফিবাস অ্যাপোলোর কাজ হবে হেক্টরকে জাগানো ও যুদ্ধে ফেরত আনা, তার দেহে শ্বাস দিয়ে শক্তি ফেরানো
৬০ এবং এখন যে ব্যথা ও বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার মন, তা তাকে ভুলিয়ে

দেওয়া। হেক্টর তখন নিশ্চিত গ্রিকদের তাড়িয়ে পিছে ঠেলে দেবে আরও একবার, ওদের মাঝে জাগিয়ে তুলবে এক নির্জীব ভীতি, যেন ওরা অবশেষে পালাতে পালাতে গিয়ে পড়ে পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের অনেক-বেঞ্চিপাতা জাহাজবহরের গায়ে। এরপর অ্যাকিলিস তার বন্ধু-সহযোদ্ধা প্যাট্রোক্লাসকে পাঠাবে যুদ্ধের মাঠে, আর মহান হেক্টর তখন প্যাট্রোক্লাসকে ইলিয়ামের সামনে খুন করবে তার বল্লম দিয়ে। অবশ্য প্যাট্রোক্লাস এর আগে অনেক [ট্রোজান] তরুণের জীবন কেড়ে নেবে, তার মধ্যে থাকবে আমার নিজপুত্র দেবতুল্য সারপিডনও।° এরপরে প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে হেক্টরকে খুন করবে দেবতুল্য অ্যাকিলিস। সেটা ঘটবার পর থেকে আমি এমন ঘটাব যেন ট্রোজানরা শুধু তাড়া খেয়ে পালায় জাহাজবহরের থেকে, পালায় অনবরত, যতক্ষণ না অবশেষে অ্যাথিনার পরিকল্পনামতো° গ্রিকরা উঁচু ইলিয়াম দখল করে। ৬৫ ৭০

'তবে ওসব ঘটার আগে, এখনকার মতো, আমি আমার রাগ ছাড়ছি না কোনোমতে। অন্য অমর দেবদেবী কাউকেই আমি দেব না গ্রিকদের আর একটুও সহায়তা দিতে—কারণ আমি চাই পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের মনের বাসনা পূর্ণ হোক আগে। একদম প্রথমে, যেদিন দেবী থেটিস আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরে প্রার্থনা রেখেছিল আমি যেন শহর-বিনাশকারী-বীর অ্যাকিলিসকে মর্যাদা দিই, সেদিন এমনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি, মাথা নুয়ে সম্মতিও দিয়েছিলাম তাকে।' ৭৫

এ-ই বলল জিউস, শুভ্র-বাহু দেবী হেরা কাজ করল সেইমতো। সে আইডা পর্বত থেকে রওনা দিল উঁচু অলিম্পাসের দিকে। যেভাবে দ্রুততা নিয়ে ছুটে চলে কোনো লোকের চিন্তাস্রোত যে লোক কিনা ঘুরেছে পৃথিবীর নানা দেশে, যেভাবে সে তার মনের প্রজ্ঞা দিয়ে ভাবে, 'আহ্ আমি যদি পারতাম ওখানে যেতে কিংবা সেখানে যেতে', এমনই আরও কতো ইচ্ছা জাগে সে লোকের মনে—সেভাবেই দ্রুত উড়ে গেল রানি হেরা, ব্যগ্রতা-ব্যাকুলতা নিয়ে। তারপর উঁচু অলিম্পাসে এসে সে দেখল অমর দেবতারা সব একসাথে হয়েছে জিউসের প্রাসাদে; তাকে দেখে লাফিয়ে উঠল সকলেই, তাকে তারা স্বাগত জানাল তাদের যার যার পানপাত্র সামনে বাড়িয়ে দিয়ে। সে অন্যদের পানপাত্র নিল না তার হাতে, নিল শুধু ফর্সা-গাল থেমিসের° পাত্রখানি, কারণ থেমিসই প্রথমে কাছে দৌড়ে এসে তার উদ্দেশে বলেছিল এই ডানাওয়ালা কথা : ৮০ ৮৫

'হেরা, কী কারণে তুমি এখন এখানে এলে? তোমাকে দেখতে লাগছে বিহ্বল-বিচলিত। দেখে মনে হয় সত্যি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে ক্রোনাসপুত্র জিউস, যে তোমার স্বামী।' ৯০

তখন তাকে জবাব দিল দেবী, শুভ্র-বাহু হেরা :

'দেবী থেমিস, আমাকে ওসব জিজ্ঞাসা কোরো না তুমি। নিজেই তো তুমি জানো কোন্ ধরনের মন-মরজি জিউসের, কতখানি দেমাগি ও অনমনীয়
৯৫ সে হতে পারে। নাহ্, এখনই তুমি দেবতাদের প্রাসাদে সবার-জন্য-সমান ভোজের আয়োজন করো। তখন অন্য দেবদেবীর সাথে মিলে তুমি শুনবে কী ভয়াল সব পরিকল্পনার জিউস ঘোষণা রেখেছে। যদি কোনো দেবতার এখনও ইচ্ছা থেকে থাকে খুশি মনে ভোজে মন দেবে, তাহলে বলে রাখি: এ খবর শুনে কোনোভাবে তাদের মনে আর খুশি থাকবে না কোনো, হোক সে নশ্বর মানব কিংবা দেবদেবী।'

১০০ যখন রানি হেরার শেষ হলো এই কথা বলা, সে তার আসনে উপবিষ্ট হলো, জিউসের প্রাসাদজুড়ে বিচলিত হয়ে উঠল দেবতাদের মন। হেরা ঠিকই হাসল ঠোঁট টিপে, কিন্তু তার কালো ভুরুর ওপরের কপালে তখনও ফুটে আছে উদ্বেগের ছায়া। সে মহা ক্রোধ ও রোষ নিয়ে বলল তাদের সকলের প্রতি :

'বোকা, কী বোকা আমরা যে আমাদের নির্বুদ্ধিতা থেকে ক্ষেপে উঠেছি
১০৫ জিউসের সাথে! আমরা তো আসলে এখনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে তার কাছে যাব, হয় কথা দিয়ে বা জোর খাটিয়ে তাকে থামাব তার ইচ্ছাখুশিমতো কাজ করা থেকে। কিন্তু সে তো বসে আছে একা আলাদা হয়ে। আমরা কী ভাবছি তা নিয়ে তার ভ্রুক্ষেপ নেই কোনো, আমাদের এসবে কোনো পাত্তা নেই তার। কারণ সে জানে সমস্ত অমর দেবদেবীর মাঝে সে-ই পরিষ্কার সর্বসেরা, পরাক্রম ও শক্তির দিক থেকে। অতএব তোমাদের যে কারো প্রতি সে যে কোনো মারাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে
১১০ দিক না কেন, তা তোমাদের মেনে নিতে হবে। যেমন আমি এখন জানি যুদ্ধদেব আইরিজের জন্য কতো দুর্দশা ও ভোগান্তি আছে; তার পুত্র অ্যাসকালাফাস যাকে শক্তিমান আইরিজ নিজের সন্তান হিসেবে দেখে থাকে, মানুষের মাঝে তার সর্বাধিক প্রিয় সেই ছেলে মারা গেছে যুদ্ধের মাঠে।'[৩]

এ-ই বলল সে; তখন আইরিজ তার শক্ত সবল উরু চাপড়াল হাতের তালু দিয়ে, তারপর বিলাপ করে বলল এই কথা :

১১৫ 'আমাকে এখন তোমরা, ওহ তোমরা যারা অলিম্পাসে বাস করো, তারা আর তাহলে দোষ দিয়ো না কোনো, যদি এখন আমি গ্রিক জাহাজের কাছে যাই এবং পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ তুলি। হতে পারে তখন আমারও নিয়তি হবে জিউসের বজ্রচমকের ঘায়ে পতন হওয়া, মৃত সৈন্যদের মাঝে পড়ে থাকা রক্ত ও ধুলোয়।'

এ-ই বলল আইরিজ, এবং সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলাকে[৪] আদেশ দিল তার ঘোড়া
১২০ জুড়বার কাজে, সেইসাথে নিজে পরে নিল উজ্জ্বল চকচকে বর্মসাজ। তখন নিশ্চিত আরও বড়, আরও বেদনাদায়ক তিক্ততা ও রাগারাগি ঘটে যেত জিউস

ও অন্য অমর দেবতাদের মাঝে, যদি অ্যাথিনা দেবকুলের সবার পক্ষে সন্ত্রস্ত হয়ে লাফিয়ে না উঠত তার উপবিষ্ট হওয়া সিংহাসন থেকে, আর যদি সে দৌড় না দিত দরজাপথ ধরে এবং আইরিজের মাথা থেকে টেনে খুলে না নিত শিরস্ত্রাণ, কাঁধ থেকে ঢাল, আর তার বিশাল হাতের থেকে ব্রোঞ্জের বল্লম কেড়ে নিয়ে ১২৫ সরিয়ে না রাখত একপাশে এবং শেষে কড়া কথা বলে ভর্ৎসনা না জানাত উন্মত্ত আইরিজের প্রতি :

'পাগল হয়েছ তুমি? বুদ্ধিশুদ্ধি সব গেছে! তুমি আর নিজের হুঁশজ্ঞানের মধ্যে নেই নাকি! কানে তো গেছে সব কথা, কিন্তু কী লাভ হলো তাতে? তোমার বোধশক্তি ও লজ্জা-শরমের অনুভূতি সব মনে হয় বিদায় নিয়েছে! তুমি কি শোনোনি শুভ্র-বাহু দেবী হেরা কী বলল এখনই, সে তো মাত্র এসেছে ১৩০ অলিম্পিয়ান জিউসের কাছ থেকে? তুমি কি চাও তোমার কপালে যা যা ভোগান্তি ও শাস্তি আছে, তার সব পূরণ করে শোকাহত হয়ে, বাধ্য হয়ে ফিরবে অলিম্পাসে এবং তারপর আমাদের বাকিদের জন্য বুনে দেবে শোচনীয় দুর্দশার বীজ? কারণ [জেনে রেখো] জিউস তখন উদ্ধতমনা ট্রোজান বা গ্রিকদের কোনো তোয়াক্কা না ১৩৫ করে সোজা ফিরে আসবে অলিম্পাসে আমাদের কাছে; আমাদের ওপর সহিংস হয়ে উঠবে নিশ্চিত, হাত তুলবে একে একে সকলের গায়ে—যে দোষী তারও গায়ে, যে নির্দোষ তারও। অতএব আমি তোমাকে বলি তোমার পুত্রের মৃত্যুর ক্ষোভ ত্যাগ করো। [মনে রেখো] আজকের আগে কতো কতো মানুষ—তারা তোমার পুত্রের থেকেও পরাক্রমে ও হাতের শক্তিতে বড় ছিল—খুন হয়ে গেছে, ১৪০ ভবিষ্যতেও আবার খুন হবে। আমাদের পক্ষে সব মানবের কুল-বংশ সন্তানসন্ততি রক্ষা করা খুব কঠিন কাজ বটে।'

এ-ই ছিল অ্যাথিনার কথা। এটা বলে সে অগ্রপশ্চাদবিবেচনাহীন যুদ্ধদেব আইরিজকে বাধ্য করল তার সিংহাসনে বসে যেতে। এবার হেরা অ্যাপোলোকে ডাকল প্রাসাদের বাইরে যেতে বলে, সেই সাথে ডাকল আইরিসকেও, সে অমর দেবতাদের বার্তাবাহক দেবী। তাদের উদ্দেশে হেরা বলল তার ১৪৫ ডানাওয়ালা কথা :

'জিউস তোমাদের দুজনকে আদেশ দিয়েছে যত দ্রুত পারো আইডা পর্বতে যেতে। ওখানে পৌঁছাবার পরে, জিউসের সামনে দাঁড়ানোর পরে, তোমরা সেইমতো কোরো যা তোমাদের সে করতে আদেশ করে।'

এই কথা বলে রানি হেরা আবার ভেতরে ফিরে গেল, উপবিষ্ট হলো তার সিংহাসনে। ঐ দুজন লাফিয়ে উঠল পায়ে, উড়ে চলল তাদের গন্তব্যের দিকে। ১৫০ তারা পৌঁছাল অনেক-ঝরনার আইডাতে, এই পর্বত বন্য পশুদের মাতা; আর সেখানে তারা দূরাবধি বজ্রচমক-ছোড়া জিউসকে পেল—দেখল সে বসে আছে

গারগারাসের সর্বোচ্চ চূড়ায়, তাকে মুকুটের মতো ঘিরে আছে এক সুবাস-ছড়ানো মেঘ। এরা দুজন এবার জিউসের সম্মুখে এল, সে মেঘ-সঞ্চারক।
১৫৫ এদের দেখে জিউসের মনে রাগ হলো না কোনো, কারণ এরা তার প্রিয় স্ত্রীর [হেরার] কথা শুনেছে চটজলদি করে। এবার প্রথমে সে আইরিসের প্রতি বলল তার ডানাওয়ালা কথা :

'যাও, এক্ষুনি যাও দ্রুতগামী আইরিস, যাও দেবতা পসাইডনের কাছে আমার এই বার্তা নিয়ে; তাকে মিথ্যা বার্তা দিয়ো না কোনো। তাকে বোলো যুদ্ধ
১৬০ ও লড়াই থেকে ক্ষান্তি দিয়ে দেবতাদের সাথে যোগ দিতে, কিংবা উজ্জ্বল সাগরে ফিরে যেতে। বোলো সে যদি আমার কথা না শোনে, এই কথা হালকাভাবে নেয়, তখন সে যেন তার মন ও হৃদয় দিয়ে ভাবে যে যত শক্তিই তার থাক না কেন, আমার আক্রমণ সামলানোর শক্তি তার নেই। কারণ আমি পরিষ্কার জানি
১৬৫ আমি তার চেয়ে বহুগুণ বেশি শক্তিশালী, বয়সেও তার বড়। হাহ্, কিন্তু সে মনে মনে একদম দ্বিধা করে না নিজেকে আমার সমান বলে ধরে নিতে, যদিও [সে দ্যাখে যে] অন্য দেবতারা সব আমারই ভয়ে কাঁপে।'

এ-ই বলল জিউস; হাওয়ার পা-ওয়ালা ক্ষিপ্রগতি আইরিস কাজ করল তার কথামতো। সে আইডা পর্বত থেকে ঝাঁপ দিল পবিত্র ইলিয়ামের দিকে। যেভাবে
১৭০ তুষার কিংবা বরফজমা শিলাঝড় মেঘমালা থেকে ঝরে ঝরে পড়ে উত্তরাবায়ুর ঝাপটার আক্রমণে—এ বায়ুর জন্ম মেঘের ওপরের নির্মল হাওয়ায়—সেভাবে দ্রুতবেগে আশুগতি আইরিস নীচ দিকে উড়ে গেল খুব ব্যগ্র হয়ে। সে এবার কাছে এল খ্যাতিমান পৃথিবী-ঝাঁকানো দেবতার, তাকে বলল এই কথা :

'ও পৃথিবী হাতে-তোলা দেব, ও কালো-কেশ দেবতা, তোমার জন্য একটা
১৭৫ বার্তা আছে, আমি ঐশীবর্মধারী জিউসের থেকে বার্তা নিয়ে এখানে এসেছি। সে তোমাকে বলেছে যুদ্ধ ও লড়াই থেকে ক্ষান্তি দিয়ে, দেবতাদের জটলাতে গিয়ে যোগ দিতে, অথবা ফিরে যেতে উজ্জ্বল সাগরের জলে। তুমি যদি তার কথা না শোনো, যদি তা হালকাভাবে নাও, তাহলে সে হুমকি দিয়েছে সে নিজে আসবে এখানে, লড়বে তোমার সাথে, তোমার শক্তির সাথে তার শক্তির পাল্লা দেবে। তবে
১৮০ সে তোমাকে সাবধান করেছে [তখন] তার হাতের সীমানা থেকে দূরে থাকবার, কারণ সে স্পষ্ট জানে তার শক্তি তোমার চেয়ে বহুগুণে বেশি এবং সে বয়সেও বড়। তবে তুমি যে মনে মনে নিজেকে তার সমান ভাবতে একটুও দ্বিধা করো না, যদিও তুমি জানো অন্য সব দেবতা তার ভয়ে কাঁপে—সেটাও সে জানে।'

তখন ভীষণ রাগান্বিত হয়ে খ্যাতিমান ভূ-কম্প তোলা দেব বলল আইরিসকে প্রত্যুত্তরে :

১৮৫ 'খুব বাড়াবাড়ি এটা! হতে পারে জিউস মহাশক্তিমান। তবে আমাকে, যে কিনা মর্যাদায় তার সমকক্ষ, তাকে জোর খাটিয়ে তার ইচ্ছার কাছে আমার

ইচ্ছাকে নত করতে বলা—এ তার ভয়ানক ঔদ্ধত্যের পরিচয় বটে। কারণ আমরা মোট তিন ভাই, ক্রোনাসের ঔরসে রিয়ার গর্ভে জন্ম তিনজনেরই—জিউস ও আমার, আর তৃতীয়জন হেডিস, মাটির নীচে মৃত্যুপুরীর দেব। আমাদের মাঝে পৃথিবী তিন ভাগে ভাগ করে দেওয়া আছে, প্রত্যেককে দেওয়া আছে রাজত্ব যার যার। যখন আমাদের ভাগ্য লটারিতে ঝাঁকানো হলো—আমাকে দেওয়া হলো ১৯০ ছাইরঙ লবণ সাগর, হেডিস জিতে নিল [মৃত্যুপুরীর] গাঢ় অন্ধকার, আর জিউস পেল মেঘমালা ও উপরের নির্মল উজ্জ্বল বায়ুর মাঝে বিস্তৃত স্বর্গের দখল; কিন্তু পৃথিবী ও উঁচু অলিম্পাস তো থেকে গেল আমাদের তিনজনেরই সমান অধিকারে।° সুতরাং আমি জিউসের ইচ্ছামতো পথে হাঁটতে পারব না, একটুও না। তাকে বলো, যতোই শক্তিশালী সে হোক না কেন, সে যেন তাকে বরাদ্দ তৃতীয় অংশটুকু নিয়ে শান্তিমতো থাকে; যেন তার হাতের শক্তি দিয়ে আমাকে ১৯৫ ভয় দেখাতে না আসে। হুঁহ, আমি যেন বা কাপুরুষ দেব কোনো! তার জন্য ভাল হয় সে যদি তার ওসব সহিংস হুমকিধামকি নিজ পুত্র কন্যাদের, তার ঔরসে জন্ম নেওয়া সন্তানদের ওপর ব্যবহার করে, কারণ ওরা বাধ্য তার দেওয়া যে কোনো আদেশ মান্য করায়।'

তারপর হাওয়ার পা-ওয়ালা ক্ষিপ্রগতি দেবী আইরিস জবাবে বলল পসাইডনের প্রতি : ২০০

'ও কালো-চুল, পৃথিবী হাতে-ধরা দেব, তুমি কি সত্যি চাও আমি জিউসের কাছে তোমার এই কঠোর ও বশ্যতা অস্বীকার করা বার্তা পৌঁছে দিই? নাকি তুমি তোমার মন বদলাবে একটু হলেও? যারা ভালো তাদের মন পরিবর্তন হয়। তুমি তো জানো কীভাবে সর্পকেশী তিন দেবী [ফিউরিরা] সবসময় প্রথম জন্ম যার তার পক্ষ নেয়।'°

তখন আবার তাকে উত্তরে বলল পসাইডন, পৃথিবী-ঝাঁকানো দেব : ২০৫

'দেবী আইরিস, তুমি যা বললে তা বলেছ যথেষ্ট সুবিবেচনা নিয়ে। কোনো বার্তাবাহক যখন যথাযথ চিন্তা করে কথা বলে, তা নিশ্চিত এক প্রশংসনীয় কাজ হয় বটে। কিন্তু আমার হৃদয় ও আত্মায় মারাত্মক দুঃখ জাগে যখন জিউস ওরকম কড়া কথা বলে গালমন্দ করে তার সমান অংশীদারি পাওয়া একজনকেও, যাকে নিয়তি সমান ভাগ দিয়েছে বেটে। যা হোক, এখনকার ২১০ মতো আমি, আমার ক্ষোভ ও বিরাগ সত্ত্বেও, তার কাছে হার মানলাম। কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি অন্য এক কথাও আমি, আর এই হুমকি সরাসরি আমার হৃদয় থেকে আসা: যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও যুদ্ধ-লুটের মাল জড়োকারী অ্যাথিনার ইচ্ছার বিপরীতে, সেইসাথে হেরা, হারমিস ও দেবতা হেফিস্টাসেরও ইচ্ছার উল্টো দিকে গিয়ে জিউস উঁচু ইলিয়াম নগরীর প্রতি করুণা দেখায়, ওই ২১৫ নগর গুঁড়িয়ে দিতে অরাজি থেকে যায়, আর গ্রিকদের বিশাল বিজয় দিতে

অস্বীকার করে, তাহলে সে যেন এটুকু শুনে রাখে—তখন আমাদের দুজনের মধ্যেকার তিক্ততার উপশম ঘটবে না কোনোমতে।'

এই কথা বলে পৃথিবী-ঝাঁকানো দেব গ্রিকবাহিনীকে ছেড়ে গেল; গেল সাগরের সন্নিকটে, ঝাঁপ দিল জলে। গ্রিক যোদ্ধারা তার অভাব বোধ করতে শুরু করল খুবই।

২২০ এরপর জিউস, মেঘ-সঞ্চারক, বলল অ্যাপোলোর প্রতি :

'প্রিয় ফিবাস, যাও এখন, ব্রোঞ্জে শরীর ঢাকা হেক্টরকে খুঁজে বের করো। পৃথিবী হাতে-ধরা ও ভূ-কম্প তোলা দেব [পসাইডন] এতক্ষণে চলে গেছে পবিত্র সাগরের মাঝে, সে এড়িয়েছে আমার ভয়ংকর রাগ। আমরা দুজন যদি লড়াইয়ে নামতাম, তাহলে নিশ্চিত অন্য সব দেবতা শুনতে পেত সেটা, এমনকি তারাও ২২৫ যারা ক্রোনাসের সাথে বাস করে নীচের পৃথিবীতে।° তবে সন্দেহ নেই এটা আমাদের দুজনেরই জন্য ভালো হলো, আমার ও তার নিজের জন্যও—মানে যতই সে ক্রুদ্ধ থাক, এই যে সে আমার সাথে লড়াইয়ে না নেমে আমার বশ্যতা মেনে নিল। কারণ উল্টোটা হলে এ মীমাংসায় আসতে বহু ঘাম ঝরাতে হতো।

'এখন আসো, তোমার হাতে নাও এই বহু-ফিতে-ঝোলা ঐশীবর্মখানি,° এটা ২৩০ ঝাঁকাও প্রচণ্ড জোরে যাতে করে গ্রিক যোদ্ধারা পালায় যুদ্ধের মাঠ ছেড়ে। আর তোমার কথা যদি বলি—তুমি যে কিনা তীর ছোড়ো দূর থেকে—তুমি গিয়ে মহামহিম হেক্টরের যত্ন নাও; ততক্ষণ অবধি তার শরীরে জাগিয়ে তোলো বিশাল শক্তি ও বল, যতক্ষণ না গ্রিকবাহিনী দৌড়ে পালিয়ে ফেরত যাচ্ছে তাদের জাহাজ ও হেলেস্‌পন্টের কাছে। তার পর থেকে আমি নিজে ঠিক করব কী বলা ও কী ২৩৫ করা যেতে পারে, যাতে করে গ্রিকদের তাদের যুদ্ধের খাটুনি থেকে কিছু শ্বাস ফেলার সময় লাভ হয়।'

এ-ই বলল সে; অ্যাপোলো তার পিতার আদেশ উপেক্ষা করল না কোনোমতে। সে এক বাজের মতো করে—চটপট ঘুঘু হত্যাকারী পাখি এই বাজ, ডানাওয়ালা জীবের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতির—উড়ে গেল আইডা পর্বতমালা থেকে নীচ দিকে। সে খুঁজে পেল যুদ্ধংদেহী প্রায়ামের পুত্রকে, ২৪০ দেবতুল্য হেক্টর তার নাম। তখন হেক্টর আর শোয়া অবস্থায় নেই, সে উঠে বসে আছে, নতুন করে ফিরে পেতে শুরু করেছে তার জ্ঞান, তাকে ঘিরে থাকা সহযোদ্ধাদেরও চিনতে পারছে একটু একটু করে। তার কষ্ট করে শ্বাস টানা ও ঘাম ঝরা থেমে গেছে, কারণ ঐশীবর্মধারী জিউসের আজ্ঞা পুনরুদ্ধার করে দিয়েছে তার শক্তি ও বল। দূর থেকে তীর ছোঁড়া দেব অ্যাপোলো এবার গেল তার সন্নিকটে, বলল :

'হেক্টর, প্রায়ামের ছেলে, কেন তুমি বাকিদের থেকে এখানে আলাদা বসে আছ এরকম নিস্তেজ, ম্রিয়মান হয়ে? এমন কি যে তোমার ঝামেলা হয়েছে কোনো?' ২৪৫

তখন দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর, তার শক্তি সব নিঃশেষিত, বলল তাকে :

'কোন্ দেবতা তুমি প্রভু, আমাকে মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করছো এই কথা? তুমি কি শোনোনি কীভাবে রণহুঙ্কার দিতে পারদর্শী অ্যাজাক্স আমাকে বুকে মেরেছে এক পাথর দিয়ে, ঐ যখন আমি তার সহযোদ্ধাদের কতল করছিলাম গ্রিক জাহাজবহরের পশ্চাদভাগে? তারপর সে থামিয়ে দিয়েছে আমার প্রচণ্ড ২৫০ পরাক্রম। সত্যি বলতে আমি কোনোমতে, জীবনের শ্বাস অতিকষ্টে টেনে টেনে, ধরে নিয়েছিলাম আজ মৃতদের সাথে যাচ্ছি মিলিত হতে, নেমে যাচ্ছি হেডিসের মৃত্যুপুরীর দিকে।'

তখন তাকে বলল দেবতা অ্যাপোলো যে তীর ছোড়ে দূর থেকে :

'হেক্টর, এখন সাহস রাখো মনে। ক্রোনাসপুত্র জিউস তোমাকে সহায়তা দিতে আইডা পর্বত থেকে পাঠিয়েছে এক বিরাট সাহায্যকারী দেবতাকে, পাঠিয়েছে তোমার পাশে দাঁড়াতে তাকে, তোমাকে প্রতিরক্ষা দিতে। আমিই ২৫৫ সে দেবতা, সোনালি তরবারির ফিবাস অ্যাপোলো আমি, যে তোমাকে রক্ষা করবে আগেও করেছে যেমন, রক্ষা করবে তোমাকে ও তোমার উঁচু নগরদুর্গকেও। অতএব আসো এখন, তোমার অসংখ্য রথচালককে বলো তাদের দ্রুতচারী ঘোড়া সুগোল জাহাজের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে। আমি তাদের আগে গিয়ে রথ চলার জন্য পুরো পথ বাধাহীন করে দেব, আর গ্রিক যোদ্ধাদের ২৬০ ভাগাবো তাড়া দিয়ে দিয়ে।'

এই কথা বলে অ্যাপোলো বিরাট শক্তি ও বলের ফুঁ দিয়ে দিল জনতার রাখাল হেক্টরের বুকে। যেভাবে আস্তাবলে দাঁড়ানো কোনো ঘোড়া জাবনাপাত্র থেকে পেট পুরে যব খেয়ে তার গলার রশি ছিঁড়ে বের হয়ে আসে, তারপর সমতল ধরে ছুটে যায় মাটিতে খুরের বাড়ি মেরে মেরে, কারণ তার অভ্যাস ২৬৫ সুন্দর-প্রবাহিত নদীটিতে নেমে স্নান করার; এরপর যেভাবে মাথা উঁচুতে তুলে, গ্রীবায় কেশর ভাসিয়ে নিয়ে, নিজের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে চপল চরণে সে ধেয়ে যায় ঘোড়ীদের চারণভূমি ও বিচরণক্ষেত্রের দিকে—সেভাবে দেবতার কণ্ঠ শোনার পরে হেক্টর দ্রুত চালাল তার হাঁটু এবং পা, রথচালকদের তাড়া দিল জোরে। ২৭০

যেভাবে গাঁয়ে বাস করা মানুষেরা তাদের কুকুর নিয়ে কোনো শিংওয়ালা হরিণ বা কোনো বন্য ছাগলকে দ্রুতবেগে ধাওয়া করে, তখন পশুটি রক্ষা পায় কোনো বড় পাথর বা কোনো ছায়াঘেরা ঝোপঝাড়ের হেতু, দেখা যায় ওই লোকদের ভাগ্যে নেই তাকে খুঁজে পাওয়া; তখন তাদের শোরগোল শুনে যেভাবে দাড়িওয়ালা কোনো সিংহ এসে দাঁড়ায় তাদের পথের মাঝে, এরপর পড়িমরি ২৭৫ তারা [হরিণ বা ছাগল ধরার] পণ সত্ত্বেও সব পেছন ঘুরে দৌড়ে পালায়—ঠিক

সেভাবে গ্রিকরা প্রথম কিছুক্ষণ একসাথে একদল হয়ে তরবারি ও দু-ধারী বল্লমের আঘাত হেনে গেল শত্রুসেনাদের 'পরে। কিন্তু যখন তারা দেখল হেক্টর বাহিনীর সারির মাঝ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ওপরে ও নীচ দিকে, তারা সব আতঙ্কগ্রস্ত হলো,
২৮০ তাদের সাহস ও যুদ্ধচেতনা [বুক থেকে] লুটিয়ে এল পায়ের কাছে।

তখন তাদের মাঝে কথা বলে উঠল থোয়াস, অ্যান্ড্রিমনের ছেলে। ঈটোলিয়ান যোদ্ধাদের মাঝে সে-ই ছিল সর্বসেরা, যেমন দক্ষ সে বল্লম ছুড়ে দিতে তেমন দ্বন্দ্বযুদ্ধেও ভালো। সেই সাথে খুব কম গ্রিকই ছিল যে তাকে হারাতে পারত জমায়েতে, এই তরুণ তর্কযুদ্ধে লড়বার কালে। বুকে সদিচ্ছা নিয়ে
২৮৫ থোয়াস কথা বলে উঠল জমায়েতের প্রতি, বলল তাদের মাঝে :

'ঐ দ্যাখো তোমরা সবাই! চোখের সামনে এ কী বিশাল আশ্চর্য এক জিনিস দেখছি আমি! আবার সে উঠেছে জেগে, এড়াতে পেরেছে তার নিয়তিকে—হ্যাঁ, আমি হেক্টরের কথা বলছি তোমাদের! কোনো সন্দেহ নেই আমরা প্রত্যেকে মনে মনে ধরে নিয়েছিলাম সে মারা গেছে টেলামনপুত্র
২৯০ অ্যাজাক্সের হাতে। কিন্তু দ্যাখো, কোনো দেবতা নিশ্চয় তাকে ফের উদ্ধার করেছে, জীবিত রেখেছে। এই হেক্টর সত্যি ঢিলা করে দিয়েছে কতো কতো গ্রিকের হাঁটু এবং আমার ধারণা সে এখন আবার দেবে। কারণ তার আবার এরকম সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝে যুদ্ধের ব্যাকুলতা নিয়ে দাঁড়ানো, সশব্দ-বজ্রগর্জন তোলা, জিউসের ইচ্ছা ব্যতীত ঘটেনি কোনোমতে। অতএব আসো,
২৯৫ আমি যা বলি তা করো, আমার কথা মানো। চলো আমরা সৈন্যের বড় বাহিনীকে বলি জাহাজে ফেরত যেতে। আর আমরা যারা নিজেদের বাহিনীর সেরা যোদ্ধা বলে দাবি করি, তারা চলো দাঁড়িয়ে যাই দৃঢ় অবস্থান নিয়ে। তার প্রথম আক্রমণ রুখে চলো তাকে ঠেলে হটাই হাতের সামনে আমাদের বল্লম বাড়িয়ে ধরে। আমার ধারণা যতই উচ্চণ্ডতা থাকুক হেক্টরের বুকে, সে ঠিকই ভয় পাবে গ্রিকবাহিনীর দলের মাঝে প্রবেশে।'

৩০০ এ-ই বলল সে। তারা শুনল আগ্রহ নিয়ে, করল সেইমতো। যে সব বীর ছিল অ্যাজাক্স ও যুবরাজ আইডোমেন্যুসের ঠিক নীচে, সেইসাথে টিয়ুসার, মেরাইয়োনিজ ও যুদ্ধদেব আইরিজের সমকক্ষ মেজিসের নেতৃত্বের অধীনে, তারা ডাকল সেরা যোদ্ধাদের, গঠন করল এক ঘনবদ্ধ লড়াকুর সারি। তারা সংকল্পবদ্ধ যে মুখোমুখি হবে হেক্টর ও ট্রোজান বাহিনীর। তবে তাদের পেছনদিকে সাধারণ
৩০৫ ও গণ যে সৈন্যবাহিনী আছে, তা ফেরত গেল গ্রিক জাহাজবহরের দিকে।

এবার ট্রোজানরা সামনে এগোলো ঘনবদ্ধ একদল হয়ে; হেক্টর তাদের নেতৃত্বে, এগোচ্ছে সে লম্বা দীর্ঘ পদক্ষেপে। তার সামনে আছে ফিবাস

অ্যাপোলো; এই দেবতার কাঁধ মোড়া আছে মেঘ দিয়ে, হাতে সে ধরে আছে উদ্বেলিত ঐশীবর্মখানি, কিনার ঘিরে বাধা ঝালরটালরে তা দেখাচ্ছে ভয়ংকর, ঝলকাচ্ছে উজ্জ্বল খুব। কর্মকার হেফিস্টাস ওটা জিউসকে গড়ে দিয়েছে বহনের কাজে; মানুষ যেন ভয়ে পালায় তাকে দেখে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে। ঐ ঐশীবর্ম ৩১০ হাতে ধরে অ্যাপোলো ট্রোজানবাহিনীকে সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

কিন্তু গ্রিকরা তাদের ধেয়ে আসা প্রতিহত করল ঘন যূথবদ্ধ হয়ে; দু পাশ থেকেই জেগে উঠল তীক্ষ্ণ রণহুঙ্কার। ধনুকের ছিলা থেকে লাফিয়ে উঠতে লাগল তীর, সাহসী হাতে ছুড়ে মারা অজস্র বল্লম উড়ে গেল। কোনোটাতে বিদ্ধ হলো যুদ্ধে চটপটে তরুণ যোদ্ধাদের দেহ, তবে অধিকাংশ তীর-বল্লমই গায়ের ফর্সা ৩১৫ ত্বকে পৌঁছানোর আগে পড়ল মাঝপথে, মাটিতে গেঁথে গেল—মাংস খুবলে খাবে বলে উদগ্রীব ছিল ওরা [ওই তীর-বল্লমগুলি]।

যতক্ষণ ফিবাস অ্যাপোলো ঐশীবর্ম তার হাতে অনড় ধরে ছিল, ততক্ষণ দু দিকের তীর-বল্লম যার যার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে লাগল ঠিকই, অতএব পতন হতে লাগল বহু মানুষেরই। তবে যখন সে সোজা তাকাল দ্রুতচারী- ৩২০ ঘোড়াছোটানো গ্রিকদের চোখে চোখ রেখে এবং তার ঐশীবর্ম ঝাঁকাল, সেইসাথে এক প্রচণ্ড চিৎকার দিল জোরে, তখন সে তাদের বুকের মাঝে হৃদয় [আতঙ্কে] স্তম্ভিত করে দিল, তারা একদম ভুলে গেল তাদের উন্মত্ত শক্তির কথা। যেভাবে দুই বন্য পশু কালো রাত্রির আঁধারের মাঝে হঠাৎ চড়াও হয়ে কোনো গবাদিপশুর পাল বা ভেড়ার বিরাট পালকে ধাওয়া করে মহা গোলমালে ফেলে দিয়ে, [ঘটনাচক্রে] দেখা যায় তাদের আশেপাশে কোনো রাখালও তখন নেই—সেভাবে ৩২৫ গ্রিকরা পালাল শক্তিহীন ছত্রভঙ্গ হয়ে; কারণ অ্যাপোলো নিজে তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিল ভীতি। ট্রোজানদের ও হেক্টরকে সে এভাবে বিজয়গৌরব দিল।

এরপর ট্রোজানরা এইভাবে যখন ভেঙে দিল গ্রিক প্রতিরক্ষাব্যূহ, তখন মানুষ মানুষকে খুন করতে লাগল বিরামহীন বেগে। হেক্টর হত্যা করল স্টিকিয়াস ও আরসেসিলেয়াসকে, তারা একজন ব্রোঞ্জের-পোশাক পরা ৩৩০ বিয়োশান নেতা, অন্যজন উদ্ধতমনা মেনেস্থিয়াসের বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা এক। আর ঈনিয়াস হত্যা করে বর্মসাজ লুটে নিল মেডন° ও আইয়েসাসের। এই মেডন আসলে ছিল দেবতুল্য ওয়িলিয়ুসের জারজ সন্তান, অর্থাৎ অ্যাজাক্সের সৎ ভাই। তবে সে থাকত তার পিতৃভূমি থেকে দূরে ফিলাসি-তে,° কারণ সে তার সৎ মা এরিওপিসের—অর্থাৎ ওয়িলিয়ুসের স্ত্রীর—ভাইকে খুন করেছিল। অন্যদিকে ৩৩৫ আইয়েসাস ছিল অ্যাথিনিয়ানদের অন্যতম অধিনায়ক, তাকে ডাকা হতো স্ফেলাসের ছেলে বলে, যে স্ফেলাস নিজে ছিল বুকোলাসের ছেলে। এছাড়া পলিডামাস খুন করল মিসিসটিয়ুসকে; পোলাইটিজের হাতে যুদ্ধের সামনের ভাগে মারা পড়ল একিয়াস; আর দেবতুল্য আজিনর বধ করল ক্লোনিয়াস নামের ৩৪০

যোদ্ধাকে। সেইসাথে যখন ডিয়িওকাস সর্বাগ্রের যোদ্ধাদের মাঝ থেকে পলায়নরত, প্যারিস তাকে মারল পেছন দিক থেকে তার কাঁধের গোঁড়ায়, ব্রোঞ্জ সোজা তার কাঁধ ফুঁড়ে চলে গেল।

এরপরে যখন ট্রোজানরা এই নিহতদের বর্মসাজ নিচ্ছে খুলে, গ্রিকরা তখন ছুটল দিগ্বিদিক—এদিকে ও ওইদিকে। তারা নিজেদের ছুড়ে দিচ্ছিল চোখামাথা ৩৪৫ লাঠি ও পরিখার ভেতরে, যে পরিখা তারা নিজেরাই খুঁড়েছিল। শেষমেশ তারা বাধ্য হলো দেওয়ালের পেছনে আশ্রয় নিতে। এ সময় হেক্টর জোরে চিৎকার দিল, বলল ট্রোজানবাহিনীকে :

'তোমরা সবাই এসব রক্তমাখা লুটের মাল ফেলে রেখে বরং জোরে ধেয়ে যাও জাহাজবহরের দিকে! আমি যদি কাউকে দেখি জাহাজের দিকে না গিয়ে যাচ্ছো অন্যদিকে, তাহলে ওখানেই সোজা আমি মেরে ফেলব তাকে। তার ৩৫০ পরিবারের নারী ও পুরুষেরা তার লাশ পোড়ানোর প্রাপ্য আনুষ্ঠানিকতাটুকুও সারতে পারবে না, বরং কুকুরেরা তার দেহ ছিঁড়ে-ফেড়ে টুকরো করবে আমাদের শহরের সম্মুখে।'

এ-ই বলল হেক্টর, আর কাঁধ নীচমুখো দোল দিয়ে সে চাবুক মারল তার ঘোড়াদের; তারপর ট্রোজান যোদ্ধাদের সারি ধরে [সৈন্যদের] ডাক দিতে লাগল জোর চিৎকার করে। তারা সব অশ্বচালকরা এক শোর তুলে, এক বিরাট চিৎকার দিয়ে, তাদের রথটানা ঘোড়া সামনে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল হেক্টরের সাথে।

৩৫৫ তাদের সামনের দিকে ফিবাস অ্যাপোলো অনায়াসে লাথি মেরে ভেঙে দিল গভীর পরিখার তীর। এভাবে সে পরিখার মাঝখানে বানাল এক উঁচু ঢিবিমতো, তৈরি করে দিল এপাশ থেকে ওপাশে যাওয়ার দীর্ঘ ও চওড়া এক সেতুসদৃশ পথ; সেটা ততটা চওড়া যতটা দূর যায় কোনো ছুড়ে-মারা বল্লম, যখন কোনো লোক নিজের শক্তি পরীক্ষার হেতু বল্লম ছোড়ে। এবার ওই পথ দিয়ে ট্রোজানরা ৩৬০ স্রোতের মতো এল সারির পর সারি বেঁধে, তাদের সামনে অ্যাপোলো চলল তার অমূল্য ঐশীবর্ম হাতে। কতো সহজে না সে ভেঙে দিল গ্রিক দেওয়াল—যেভাবে কোনো বালক ছেলে তার ছেলেমানুষি দিয়ে সাগরের তীরে বালুর কেল্লা বানিয়ে পরে তা ভেঙে দেয় বালু চারদিকে ছিটিয়ে দিয়ে, খেলবার ছলে তা একবার বানায় আর আবার ভাঙে তার হাত ও পা দিয়ে, ও তীরন্দাজ অ্যাপোলো, তুমিও ৩৬৫ সেভাবেই অনায়াসে গুঁড়িয়ে দিলে গ্রিকদের বিশাল শ্রম ও ঘামে গড়া এই দেওয়াল, তাদের উসকে দিলে ছত্রভঙ্গ পলায়নে।

গ্রিকরা অবশেষে থামল এসে তাদের জাহাজবহরের পাশে, দাঁড়াল সেখানে। তারা একে অন্যকে ডাকতে লাগল নাম ধরে, এবং তাদের হাত সকল দেবদেবীর

প্রতি উঁচুতে তুলে তারা সকলে ও প্রত্যেকে জানাতে লাগাল ঐকান্তিক প্রার্থনা।
জেরেনিয়ার নেস্টর, গ্রিকদের রক্ষাকারী বীর, সবচে তীব্র প্রার্থনা জানাল। সে ৩৭০
তার দু-হাত তারাভরা আকাশের দিকে বাড়িয়ে বলল এই কথা :

'ও জিউস পিতৃদেব, যদি কোনোদিন আমাদের কেউ গমশস্য-ফলা আর্গজে তোমার উদ্দেশে পুড়িয়ে থাকি ষাঁড় বা ভেড়ার চর্বিভরা পুরুষ্টু কোনো রান, এই প্রার্থনা করে থাকি যেন দেশে ফিরতে পারি এবং যদি তখন তুমি সে প্রার্থনায় মাথা নেড়ে জানিয়ে থাকো সম্মতি, তাহলে সেটা এখন স্মরণে আনো হে অলিম্পিয়ান দেব আর আমাদের থেকে দূরে রাখো এই নির্দয়া কেয়ামতের ৩৭৫
দিনটিকে। গ্রিকদের এভাবে তুমি পরাভূত হতে দিয়ো না ট্রোজানদের হাতে।'

এ-ই বলল সে তার প্রার্থনায়। মন্ত্রণাদাতা জিউস জোরে বজ্রধ্বনি করল এরপরই; তার কানে গেছে নিলিউসের বৃদ্ধ পুত্রের প্রার্থনাটুকু।

কিন্তু ট্রোজানরা যখন শুনল ঐশীবর্ম-বয়ে-চলা জিউসের বজ্রপাত, তারা আরও বেশি যুদ্ধ-ক্ষুধা নিয়ে চড়াও হলো গ্রিকবাহিনীর ওপরে, আরও বেশি করে। ৩৮০
যেভাবে হাওয়ার প্রচণ্ড তাড়া খেয়ে চওড়াপথ সাগরের বিরাট উত্তাল ঢেউ—ওই হাওয়ার কারণে মূলত সাগরের ঢেউ ফুলেফেঁপে উঠে থাকে—কোনো জাহাজের দু পাশের রক্ষাবেষ্টনীর গায়ে ফেটে পড়ে, সেভাবে ট্রোজানরা বিশাল চিৎকার তুলে ফেটে পড়ল দেওয়ালের 'পরে। তারা সেখানে চালিয়ে নিয়ে গেল তাদের সব রথ, এবং জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে শুরু করল নিবিড় দ্বন্দ্বযুদ্ধ এক: ট্রোজানরা ৩৮৫
রথে থেকে তাদের দু-ধারী বল্লম নিয়ে, আর গ্রিকরা তাদের কালো জাহাজের গা বেয়ে ওঠার পরে জাহাজের ডেক থেকে হাতে লম্বা জোড়া-দেওয়া বিশেষ এক বর্শা নিয়ে, যার অগ্রভাগ সুচালো ব্রোঞ্জে নির্মিত আর যা তাদের জাহাজে হাতের কাছেই রাখা ছিল কোনোদিন নৌযুদ্ধে লাগতে পারে বলে।°

এদিকে প্যাট্রোক্লাস—যতক্ষণ গ্রিক ও ট্রোজানরা লড়ে যাচ্ছিল দ্রুতচারী ৩৯০
জাহাজের থেকে দূরে দেওয়ালের পাশে—বসে ছিল দয়ালুমন ইউরিপিলাসের কুটিরে; সে তার মন ভালো করে দিচ্ছিল নানা কথা বলে। সেইসাথে তার শোচনীয় ক্ষতে, তার কালো ব্যথা-যন্ত্রণা তাড়াবে তাই, দিচ্ছিল মলম লেপে।°
কিন্তু যখন সে দেখল ট্রোজানরা ছুটে এসেছে দেওয়ালের ওপরে আর গ্রিকরা মহা ৩৯৫
চিৎকার ছেড়ে পালাচ্ছে দিগ্বিদিক, সে জোরে গুঙিয়ে উঠল, তার দু উরুতে বাড়ি মারল হাতের তালু দিয়ে, বিলাপের ধ্বনি তুলে বলল এই কথা :

'ইউরিপিলাস, যতই আমাকে তোমার দরকার হোক না কেন, কোনোভাবে আমি আর পারব না এখানে থাকতে তোমার সাথে। কারণ দ্যাখো এক মহাযুদ্ধ ৪০০
উঠেছে জেগে। নাহ, তোমার কথা যদি বলি, তোমার অনুচর যে আছে সে-ই

বরং চেষ্টা করুক তোমাকে আরাম দেবার। আমাকে জলদি যেতে হবে অ্যাকিলিসের কাছে, তাকে তাড়না দিতে হবে যেন সে যুদ্ধে যোগ দেয়। কে জানে হয়তো আমি কোনো দেবতার সাহায্য নিয়ে, হয়তো আমার জোরাজুরি দিয়ে সফল হব তার যোদ্ধাচেতনা জাগিয়ে তোলার কাজে! বন্ধুর প্ররোচনা যথেষ্ট কার্যকরী এক জিনিস বটে।'

৪০৫ এ কথা বলা শেষ হতে প্যাট্রোক্লাস রওনা দিল দ্রুতপায়ে।

ইতিমধ্যে গ্রিকবাহিনী শক্তভাবে ট্রোজান আগ্রাসন ঠেকিয়ে দিয়েছে। তবে তাদের পারেনি জাহাজের ওখান থেকে পুরো পেছনে হটাতে, যদিও সংখ্যায় ট্রোজানরা কম ছিল। ট্রোজানরাও ব্যর্থ হয়েছে গ্রিক ব্যাটালিয়ন ভেঙে দিয়ে তাদের তাঁবু ও জাহাজের কাছে পৌঁছে যেতে। কোনো দক্ষ ছুতারের হাতে—যে ৪১০ কিনা অ্যাথিনার নির্দেশনা নিয়ে যে কোনো কাঠের কাজ খুব ভাল পারে—যেভাবে ছুতারের দড়ি জাহাজ বানানোর কাঠ একদম সোজা বসায় ঠিকঠাক করে, তেমনই এ যুদ্ধ ও লড়াইকে টানটান করে টেনে ধরা হলো দু বাহিনীর মাঝে। এরা কেউ একটি জাহাজ ঘিরে লড়ছিল তো অন্য কেউ অন্য জাহাজ। কিন্তু ৪১৫ হেক্টর সোজা এগিয়ে গেল বিখ্যাত অ্যাজাক্সের দিকে। এ দুজন যুদ্ধের শ্রমের কাজে ঘাম ঝরাচ্ছিল এক নির্দিষ্ট জাহাজ কেন্দ্র করে। তবে না হেক্টর পারছিল অ্যাজাক্সকে হটিয়ে জাহাজে আগুন ছুড়ে দিতে, না অ্যাজাক্স পারছিল হেক্টরকে শক্তির জোরে হটাতে পেছন দিকে, কারণ তার [হেক্টরের] পেছনে ছিল এক দেবতার তাড়া। এবার মহিমান্বিত অ্যাজাক্স মারল ক্যালিটরকে, সে ক্লিটিয়াসের ৪২০ ছেলে। সে যখন আগুন নিয়ে যাচ্ছিল জাহাজের কাছে, বল্লম আঘাত হানল তার বুকে; সে পড়ে গেল ধুপ শব্দ করে, অগ্নিমশাল তার হাত থেকে নীচে পড়ে গেল। যখন হেক্টর দেখল তার চাচাত ভাই [ক্যালিটর] চোখের সামনে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে কালো জাহাজের সম্মুখভাগে, সে ট্রোজান ও লিশানদের ডাক দিল এক জোর চিৎকার তুলে :

৪২৫ 'ট্রোজান, লিশান ও দারদানিয়ান যারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে দক্ষ সেনা আছো, শোনো এই সরু জায়গায় তোমরা যুদ্ধ থেকে মাঠ ছেড়ো না কোনোমতে। নাহ, বরং উদ্ধার করো ক্লিটিয়াসপুত্রকে, না হলে গ্রিকরা তার বর্মসাজ খুলে নেবে, যেহেতু এখন সে পড়ে গেছে জাহাজবহরের ভিড়ে।'

এ কথা বলে হেক্টর অ্যাজাক্সের দিকে ছুড়ল তার উজ্জ্বল বল্লম; লক্ষ্য ব্যর্থ ৪৩০ হলো, বল্লম লাগল মাস্টরের ছেলে লাইকোফ্রনের গায়ে। সে ছিল সিথিরা থেকে আসা অ্যাজাক্সের এক অনুচর, থাকত অ্যাজাক্সেরই সাথে, যেহেতু পবিত্র সিথিরায় সে এক মানুষ খুন করেছিল। তাকেই হেক্টর, যখন সে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাজাক্সের

কাছে, ধারালো ব্রোঞ্জ দিয়ে মারল কানের ওপরে মাথার দিকে। সে জাহাজের পশ্চাদভাগ থেকে নীচে ধুলোয় পড়ে গেল পিঠ মাটির দিকে দিয়ে; তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ৪৩৫ সব শিথিল হয়ে এল। অ্যাজ্যাক্স কেঁপে উঠল, বলল তার ভাইটিকে :

'প্রিয় টিয়ুসার, দ্যাখো, আমাদের বিশ্বস্ত সাথীকে হত্যা করা হলো— মাস্টরের ছেলেটিকে, যে সিথিরা থেকে এসে থাকত আমাদের সাথে, যাকে বাড়িতে আমরা ততখানিই সম্মান দিতাম যতটা দিই নিজেদের প্রিয় বাবা এবং মাকে। তাকে মেরে ফেলেছে উদ্ধতমনা হেক্টর। এখন কোথায় গেল তোমার ৪৪০ দ্রুত মৃত্যু নিয়ে আসা তীরসম্ভার, আর কোথায় সে ধনুক যা ফিবাস অ্যাপোলো তোমাকে দিয়েছিল?'

এ-ই বলল অ্যাজাক্স। টিয়ুসার শুনে কাজ করল সেইমতো। সে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে, হাতে তার পিঠ-বাঁকানো ধনুক এবং এক তূণ যাতে অনেক তীর রাখা। অবিলম্বে টিয়ুসার তীর মারা শুরু করল ট্রোজানদের দিকে। তার তীর লাগল ক্লাইটাসের দেহে, সে পাইসিনরের চমৎকার ছেলে, ৪৪৫ পলিডামাসের সহচর, যে পলিডামাস নিজে পানথোয়াসের চমৎকার ছেলে বটে। ক্লাইটাস ঘোড়ার লাগাম ধরে ছিল তার হাতে, কষ্ট ছিল ঘোড়াদের নিয়ে; ওদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেদিকে যেদিকের অধিকাংশ ব্যাটালিয়ন পালাচ্ছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে। তার আশা ছিল এভাবে সে খুশি করবে হেক্টর ও ট্রোজান যোদ্ধাদের। কিন্তু ভয়াল বিপর্যয় তার ওপরে এসে পড়তে দেরি হলো না কোনো, কেউই পারল না সে বিপর্যয় তার থেকে দূরে ঠেলে দিতে, যদিও তেমনটা মনে মনে ৪৫০ চাইছিল সকলেই বটে। ক্লাইটাসের ঘাড়ের পেছনে বিঁধল ওই গোঙানিভরা তীর, সে পড়ে গেল রথ থেকে, তার ঘোড়াগুলি এ দৃশ্য দেখে সরে গেল একপাশে, শূন্য রথ তখন শব্দ তুলল ঝমঝম করে। যুবরাজ পলিডামাস দ্রুতই দেখে ফেলল এটা। সে অন্য যে কারো চলে আসার আগে লম্বা পা ফেলে গেল ঘোড়াদের কাছে, ওদের তুলে দিল অ্যাস্টিনোয়াসের হাতে—এই লোক প্রটিয়েইঅনের ৪৫৫ ছেলে। পলিডামাস শক্ত করে তাকে বলে দিল ঘোড়া রাখতে কাছাকাছি আর নজর রাখতে নিজের চারপাশে। এরপর পলিডামাস নিজে ফিরে গেল, যোগ দিল তার সর্বাগ্রের সেনাদের সাথে।

তখন টিয়ুসার আরেকটি তীর টান দিল ব্রোঞ্জে শরীর-মোড়া হেক্টরকে লক্ষ্য করে। তার এই তীর পারত হেক্টরকে গ্রিক জাহাজের পাশে যুদ্ধ করা থেকে ছুটি দিয়ে দিতে, যদি তা লাগত তার গায়ে। এই তীর হেক্টরের জীবন কেড়ে নিতে ৪৬০ পারত তার মহা শক্তিমত্তা প্রদর্শনের এই দিনে। কিন্তু টিয়ুসারকে দেখে ফেলল জিউসের প্রজ্ঞাবান মন, জিউস হেক্টরকে পাহারা দিচ্ছিল। জিউস টেলামনপুত্র টিয়ুসারের বিজয়গৌরব কেড়ে নিল। যখন টিয়ুসার ধনুকের ছিলায় টান দিয়ে হেক্টরের দিকে তীর তাক করছিল, জিউস তখন ভেঙে দিল তার ওই সুন্দর

ধনুকের মোচড় দিয়ে দিয়ে বানানো ছিলাটিকে; অতএব ব্রোঞ্জে-ভারি তার তীর
৪৬৫ একপাশে উড়ে গেল, ধনুক পড়ে গেল হাত থেকে। এবার টিয়ুসার কেঁপে উঠল ভয়ে, বলল তার ভাই [অ্যাজাক্সের] প্রতি :

'দ্যাখো ভাই, নিশ্চিত কোনো ঐশ্বরিক কেউ পুরো পণ্ড করে দিচ্ছে আমাদের যুদ্ধের সব কলা ও কৌশল! সে আমার হাত থেকে ফেলে দিয়েছে ধনুক, ভেঙে দিয়েছে নতুন মুচড়ে বানানো ছিলা যা আমি ধনুকে বাঁধলাম আজ
৪৭০ সকালেই, যাতে করে [ওই ছিলা] আমার ঝাঁকে ঝাঁকে ছুড়ে দেওয়া তীরের ধাক্কা সহ্য করতে পারে।'

তখন বিশালদেহী টেলামন অ্যাজাক্স জবাব দিল তাকে :

'প্রিয় ভাই, তোমার ধনুক ও দ্রুত-ওড়া তীর ওখানেই ফেলে রাখো যেখানটায় আছে। কারণ স্পষ্ট যে কোনো দেবতা গ্রিকদের ওপরে বিদ্বেষ পুষে অর্থহীন করে দিয়েছে ওগুলি। বরং তোমার হাতে তুমি কোনো দীর্ঘ বল্লম তুলে নাও, কাঁধে বেঁধে নাও ঢাল, তারপর লড়ে যাও ট্রোজানদের সাথে; বাকি
৪৭৫ লোকদের জাগিয়ে তুলতে থাকো। যদি ওরা আমাদের হারাতেও পারে, তবু নিশ্চিত আমরা কোনো লড়াই ছাড়া ওদের দেব না আমাদের সুন্দর বেঞ্চিপাতা জাহাজবহরের দখল নিয়ে নিতে। নাহ্, চলো আমরা আমাদের যুদ্ধ-ক্ষুধা জাগিয়ে তুলি।'

এ-ই বলল সে। তখন টিয়ুসার তার কুটিরে রেখে এল তার ধনুক; সে কাঁধে
৪৮০ পরে নিল এক চার-ভাঁজ ঢাল, এবং শক্ত মাথায় চাপাল এক মজবুত শিরস্ত্রাণ, তাতে ঘোড়ার কেশরের ঝুঁটি; ওপর থেকে ওই ঝুঁটি দুলছিল কী ভয়ংকরভাবে। সেইসাথে সে হাতে নিল এক বীরোচিত বল্লম, তার আগা ধারাল ব্রোঞ্জের। তারপর সে চলল তার পথে, দ্রুত ছুটে দাঁড়াল গিয়ে অ্যাজাক্সের পাশে।

কিন্তু যখন হেক্টর দেখল টিয়ুসারের তীরসম্ভার অর্থহীন অকাজে পড়ে আছে,
৪৮৫ সে ট্রোজান ও লিশানদের ডাকল জোর চিৎকার দিয়ে :

'তোমরা যারা ট্রোজান, লিশান ও দারদারিয়ানরা আছো বাহুযুদ্ধে দক্ষতা নিয়েঃ পুরুষ হও বন্ধুরা আমার, বুকে জাগাও প্রবল পরাক্রম এখানে সুগোল জাহাজবহরের পাশে। আমি নিজ চোখে দেখেছি কীভাবে জিউস ওদের এক সেরা যোদ্ধার তীর-ধনুক দিয়েছে অকেজো করে। জিউস যখন কোনো মানুষকে
৪৯০ সহায়তা দেয়, তা খুব সহজে বোঝা যায়—যাদের সে সানুগ্রহে বিজয়ের গৌরব দান করে, তারা যেমন বোঝে, তেমনি বোঝে তারাও যাদের সে দুর্বল করে দেয়, দেয় না প্রতিরক্ষা কোনো। ঠিক যেভাবে এখন সে দুর্বল করে দিচ্ছে গ্রিকদের প্রচণ্ডতা, আর সাহায্য করছে আমাদের। নাহ্, তোমরা সব দল বেঁধে একসাথে লড়ে যাও জাহাজের পাশে। আর যদি কারও নিয়তি নির্ধারিত মৃত্যু
৪৯৫ ঘটে তীর বা বল্লমের ঘায়ে, মরুক সে। কারণ দেশের জন্য লড়াই করে মৃত্যুতে

আক্ষেপের কিছু নেই। তার স্ত্রী ও সন্তানেরা ভবিষ্যতে থাকবে সবরকম নিরাপত্তার মাঝে; তার বাড়ি ও জমিজমা যা আছে তা ক্ষতির স্বীকার হবে না কোনো—অবশ্য সেজন্য গ্রিকদের আগে জাহাজে পাল তুলে প্রিয় পিতৃভূমিতে ফিরে যেতে হবে।'

এ কথা বলে হেক্টর উজ্জীবিত করে দিল প্রতিটি লোকের শক্তি ও যোদ্ধাচেতনাকে। অন্য পাশে অ্যাজাক্স চিৎকার করে বলল তার সহসঙ্গীদের : ৫০০

'ধিক তোমাদের, গ্রিক যোদ্ধারা! এটুকু এখন নিশ্চিত যে হয় আমরা পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব, না হয় জাহাজের থেকে বিপর্যয় হটিয়ে বাঁচাব নিজেদের। তোমরা কি সত্যি ভাবছ দীপ্যমান শিরস্ত্রাণ পরা হেক্টর একবার জাহাজ দখল করে নিলে তোমরা সবাই পায়ে হেঁটে যার যার পিতৃভূমি যাবে? তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না কীভাবে হেক্টর তাড়া দিচ্ছে তার সব বাহিনীকে? দেখতে তো পাচ্ছ কী উন্মত্ততা তার জাহাজ পোড়াবার। হাহ্, সে তার লোকদের নাচতে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছে না কোনো—জানাচ্ছে লড়াইয়ে নামার।'আমাদের কথা যদি বলো, বলতে হয় এর চে ভালো কোনো মন্ত্রণা, কোনো কৌশল নেই: আমাদের হাত ও শক্তি-সাহস দিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাদের মুখোমুখি হতে হবে। শোনো, জাহাজের পাশে আমাদের চেয়ে খারাপ লোকদের সাথে নির্মম লড়াইয়ে ধুঁকে ধুঁকে ধ্বংস হওয়ার চেয়ে, অনেক ভালো হয় তুমি মরবে নাকি বাঁচবে এ সিদ্ধান্ত একবারে পাকাপাকি স্থির করে নেওয়া।' ৫০৫ ৫১০

এ-ই বলল সে, আর প্রত্যেকের মাঝে সঞ্জীবিত করে দিল শক্তি ও সঠিক মানসিকতা। এবার হেক্টর হত্যা করল পেরিমিডিজপুত্র স্কেডিয়াসকে, সে ছিল ফোশানদের নেতা; অ্যাজাক্স বধ করল লাওডামাসকে, অ্যান্টিনরের চমৎকার পুত্র সে, পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক ছিল; আর পলিডামাসের হাতে খুন হলো ওটাস, সে এসেছিল সিলিনি থেকে, ফাইলিয়ুসপুত্র মেজিসের বন্ধু ছিল সে, মেজিস ছিল উদ্ধতমনা ইপিয়ানদের নেতা। যখন মেজিস দেখল এ-দৃশ্য, সে চড়াও হলো পলিডামাসের 'পরে, কিন্তু পলিডামাস দ্রুত সরে গেল তার নাগালের থেকে, অতএব ব্যর্থ হলো মেজিসের প্রয়াস, কারণ অ্যাপোলো সর্বাগ্রের সৈন্যদের মাঝে পান্‌থোয়াসপুত্রকে এভাবে দিল না পরাভূত হতে। কিন্তু মেজিস বল্লম ঢুকিয়ে আঘাত হানল সোজা ক্রিজমাসের বুকে। ক্রিজমাস পড়ে গেল ধুম আওয়াজ তুলে, আর মেজিস শুরু করল তার কাঁধ থেকে বর্মসাজ খুলে লুটে নেওয়া। তবে যখন সে ব্যস্ত সেই কাজে, ডোলোপস্ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার 'পরে—সে একজন দক্ষ বল্লমবাজ, লাওমিডনের নাতি, এবং ল্যামপাসের ছেলেদের মধ্যে সবচে শক্তিমান, খুব দক্ষ প্রবল পরাক্রম দেখানোর কাজে। এবার তার সাথে মেজিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হলো। ডোলোপস্ চড়াও হলো মেজিসের ওপরে, তার বল্লম ঝটকায় মারল মেজিসের ঢালের মাঝখানে, তবে তার সুকৌশলে গড়া ৫১৫ ৫২০ ৫২৫

৫৩০ উর্ধ্বাঙ্গের বর্ম বাঁচাল তাকে, কারণ তাতে ধাতব পাত লাগানো ছিল। মেজিসের পিতা ফাইলিয়ুস ওই বর্ম একদিন নিয়ে আসে এফিরা-র° থেকে, সেলিইস নদীর পাড়ের এফিরা শহর—ওখানে তার এক অতিথি-বন্ধু, ইয়ুফিটিজ, মানুষের রাজা, তাকে ওটা দিয়েছিল যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর হানা থেকে প্রতিরক্ষার কাজে [পরিধানের হেতু], আর এখন ওটাই তার পুত্রের শরীর থেকে মৃত্যুকে দূরে রাখতে সক্ষম ৫৩৫ হল। মেজিস প্রত্যুত্তরে তার অ্যাশকাঠের বল্লম ছুড়ে দিল ডোলোপসের ঘোড়ার-কেশরের ঝুঁটিওয়ালা ব্রোঞ্জ শিরস্ত্রাণের সবচেয়ে উপরের পাতে। তাতে কাটা পড়ল ঘোড়ার-কেশরের ঝুঁটি; ওই ঝুঁটির পুরোটাই—পালকগুলো নতুন টকটকে লাল রঙে রাঙানো ছিল বলে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল—পড়ল ধুলোতে গিয়ে। এরপর কিছুক্ষণ ডোলোপস্ দৃঢ় অবস্থান নিয়ে লড়ে গেল মেজিসের সাথে, বিজয়ের ৫৪০ আশা ছিল তার মনে। কিন্তু পরে যুদ্ধবাজ মেনেলাস এল মেজিসকে সাহায্য দিতে, দাঁড়াল তার শরীরের পাশে বল্লম নিয়ে। মেনেলাসকে দেখেনি ডোলোপস্। মেনেলাস এবার পেছন থেকে ডোলোপস্‌কে মারল তার কাঁধে, ঐ বল্লম ক্ষিপ্ততা নিয়ে সামনে ধেয়ে গিয়ে ডোলোপসের বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল, সে পড়ে গেল মুখ মাটিতে দিয়ে। তখন মেজিস ও মেনেলাস তার কাঁধ থেকে ব্রোঞ্জের বর্মসাজ খুলে নেওয়ার প্রয়াস নিল।

৫৪৫ কিন্তু হেক্টর ডাক দিল তার আত্মীয়-পরিজনদের, প্রত্যেককে এক এক করে। প্রথমে সে ভর্ৎসনা জানাল প্রকাণ্ড মেলানিপাসকে, সে হিকেটাওনের ছেলে। এর আগে মেলানিপাস পরিকোটিতে চরাতো তার পা-টেনে-চলা গবাদিপশুর দল; তখনও গ্রিকরা আসেনি এখানে। কিন্তু যখন গ্রিকদের বাঁকা-চঞ্চু জাহাজবহর ৫৫০ এসে গেল, সে ফিরে গেল ইলিয়ামে, ট্রোজানদের মাঝে সর্বসেরা একজন হলো। প্রায়ামের প্রাসাদেই বাস করত সে, প্রায়াম তাকে মর্যাদা দিত তার নিজের সন্তানদের মতো করে। তাকেই ভর্ৎসনা জানাল হেক্টর, তার নাম ধরে ডেকে বলল এই কথা :

'মেলানিপাস, আমরা কি সত্যি কর্তব্যকাজে এতখানি অমনোযোগী হব? তোমার হৃদয়ে কি সত্যি তোমার পরিবারের মানুষ খুন হওয়া নিয়ে কষ্ট নেই ৫৫৫ কোনো? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না ওরা কীভাবে ব্যস্ত হয়েছে ডোলোপসের যুদ্ধসাজ খুলে নিতে? নাহ, তুমি আসো আমার সাথে। আমাদের পক্ষে আর দূরে থেকে গ্রিকদের সাথে লড়া সম্ভব নয়। এখন আমরা খুন করব ওদের, না হয় ওরা পুরোপুরি দখলে নেবে উঁচু ট্রয়, তারপর খুন করবে তার অধিবাসীদের।'

এ কথা বলে হেক্টর পথ দেখাল, আর অন্যজন [মেলানিপাস], দেবতুল্য এক ৫৬০ লোক, তার পিছু পিছু গেল। তখন প্রকাণ্ডদেহী টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স তাড়না দিল গ্রিকদের, বলল এই কথা :

'বন্ধুরা আমার, পুরুষ হও সকলে, হৃদয়ের মাঝে কিছু লজ্জাশরম রাখো। এ প্রচণ্ড যুদ্ধে তোমার কাজ দেখে অন্যজন কী বলে, সেই লজ্জার বোধটুকু চিন্তায় রাখো। যোদ্ধারা যখন অসম্মানকে ভয় পায়, তখন জেনো রক্ষা পায় বেশি লোক, নিহত হয় কম। ভয় পেয়ে পালানোর মধ্যে জেনো না আছে কোনো নিরাপত্তা, না কোনো সম্মান।'

এ-ই বলল সে। গ্রিকরা এমনিতে নিজেরাই ব্যগ্র ছিল শত্রুকে তাড়াবে, ৫৬৫ কিন্তু এখন তারা অ্যাজাক্সের কথা হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে জাহাজগুলি ঘিরে ফেলল এক ব্রোঞ্জের বেড়া তৈরি করে। তবে জিউস তখনও ট্রোজানদের তাড়না দিচ্ছিল আক্রমণে যেতে। তখন মেনেলাস, রণহুঙ্কার দিতে দড়, অ্যান্টিলোকাসকে প্রেরণা দিল এই বলে :

'অ্যান্টিলোকাস, গ্রিকদের মাঝে তোমার চেয়ে তরুণ আর কেউ নেই, তেমনি পায়ের দ্রুততা ও লড়াইয়ের পারদর্শিতায়ও তোমার চেয়ে ভালো কেউ ৫৭০ নেই বটে। দ্যাখো তো তুমি সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনো ট্রোজান সেনা খুন করতে পারো কি না?'

এ-ই বলল মেনেলাস এবং আবার ফিরে চলে গেল। তবে অ্যান্টিলোকাসকে জাগ্রত করে দিতে সফল হয়েছিল এই লোক। অ্যান্টিলোকাস সর্বাগ্রের যোদ্ধাদের মাঝ থেকে লাফ দিয়ে সামনে বেরুলো, তার চারপাশ দেখে নিল ভাল করে, তারপর ছুড়ে দিল উজ্জ্বল বর্শা তার। যখন সে বর্শা ছুড়ছে, তখন ট্রোজানরা পেছনে সরে গেল সংকুচিত হয়ে। তার বর্শা দেখা গেল বিনা কারণে ওড়েনি, তা ৫৭৫ আঘাত হানল হিকেটাওনপুত্র টগবগে-মন মেলানিপাসের দেহে। যখন সে ঢুকছিল যুদ্ধের মাঠে, বর্শা বিঁধল তার স্তনাগ্রের পাশে বুকে; সে পড়ে গেল ধুপ শব্দ করে, অন্ধকার এসে মুড়ে দিল তার দুই চোখ। অ্যান্টিলোকাস সাঁ করে লাফিয়ে পড়ল তার ওপরে, যেভাবে কোনো ডালকুত্তা তীর বেগে ছুটে চড়াও হয় ৫৮০ কোনো আহত হরিণশিশুর 'পরে, যে হরিণছানা তার ডেরা থেকে লাফিয়ে বেরুবার কালে আহত হয়েছে কোনো শিকারির নিখুঁত তাক করা তীরে, তারপর দিয়েছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢিলে করে—সেভাবে অ্যান্টিলোকাস, যুদ্ধে একনিষ্ঠ একজন, লাফিয়ে পড়ল তোমার ওপরে, ও মেলানিপাস, তোমার বর্মসাজ খুলে নিতে আকুল-অধীর হয়ে।

তবে দেবতুল্য হেক্টর এ-সময় দেখে ফেলল তাকে; সে লড়াইয়ের মাঝ দিয়ে দৌড়ে এল তার মুখোমুখি হতে। অ্যান্টিলোকাস, যদিও চটপটে যোদ্ধা ৫৮৫ সে, হেক্টরের আক্রমণের বিপরীতে দাঁড়াল না, বরং পালাল কোনো বুনো পশুর মতো, যে পশু কোনো অকাণ্ড ঘটিয়েছে, হয় মেরে ফেলেছে কোনো ডালকুত্তা কিংবা কোনো গরু চরানোর রাখাল ছেলেকে, আর এখন পালিয়ে যাচ্ছে লোকজন একত্রে জড়ো হওয়ার আগে—সেভাবেই পালাল নেস্টরের ছেলে। ট্রোজানরা ও

৫৯০ হেক্টর বিস্ময়কর এক চিৎকার তুলে তাকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো ছুড়ে চলল তাদের গোঙানিমাখা বর্শা ও তীর। তবে অ্যান্টিলোকাস পৌঁছে গেল তার সহযোদ্ধাদের জটলার মাঝে, ঘুরল ও দাঁড়িয়ে অবস্থান নিল।

ট্রোজানরা এবারে মাংসখেকো সিংহদের মতো করে ধেয়ে গেল, চড়াও হলো জাহাজবহরের 'পরে। তারা পূর্ণ করছিল জিউসের মনোবাঞ্ছা, যে জিউস সর্বদা বিরাট শক্তি জাগ্রত করে দিচ্ছিল তাদের দেহ আর মনে; অন্যদিকে ৫৯৫ গ্রিকদের থেকে বিজয়গৌরব ছিনিয়ে নিয়ে তাদের হৃদয় পানি করে দিচ্ছিল নিয়তই; ট্রোজানদের উজ্জীবিত করে যাচ্ছিল খুব। জিউসের মনে ঠিক করা ছিলই যে সে প্রায়ামপুত্র হেক্টরকে মহিমা দেবে, দেখবে যেন সে পারে চঞ্চুওয়ালা জাহাজবহরের দিকে অক্লান্ত ও বিস্ময়কররকম-প্রজ্জ্বলিত আগুন ছুড়ে দিতে, আর সেভাবে শতভাগ পূর্ণ করতে পারে থেটিসের অন্যায্য প্রার্থনা : মন্ত্রণাদাতা জিউস ৬০০ অপেক্ষা করছিল সেই ঘটনারই, যে সে তার দুচোখ ভরে দেখবে কোনো গ্রিক জাহাজ পুড়ছে তীব্র আলো ছড়িয়ে দিয়ে। ওটা একবার হয়ে যাওয়ার পরে তার ইচ্ছা ছিল ট্রোজানদের ফিরিয়ে দেবে জাহাজবহরের থেকে এবং তখন গ্রিকদেরই বিজয়মহিমা দেবে। এ পরিকল্পনা মনে নিয়ে জিউস প্রায়ামপুত্র হেক্টরকে তাড়না দিচ্ছিল সুগোল জাহাজবহর আক্রমণে, যদিও [ততক্ষণে] হেক্টর নিজেই° অধীর হয়ে পড়েছিল একই কাজ করবে বলে। সে ফুঁসে উঠছিল আইরিজের মতো ৬০৫ করে—আইরিজ বল্লম আন্দোলিত করা যুদ্ধদেব; কিংবা সেই সর্বগ্রাসী আগুনের মতো যা দুর্বার ফেটে পড়ে পাহাড়ের গায়ে কোনো গভীর বনের ঝোপঝাড়ের মাঝে। হেক্টরের মুখের পাশ দিয়ে বের হলো ফেনা, তার ভয়জাগানো ভুরুর নীচ দিয়ে দুই চোখ জ্বলে উঠল গনগন। আর যখন হেক্টর যুদ্ধে ঝাঁপালো, তার কপালের দু পাশে ভয়ংকর দুলে উঠল তার শিরস্ত্রাণ, কারণ উঁচু আসমানে বসা ৬১০ জিউস নিজেই ছিল তার সহায়তাকারী, তাকে সে সানুগ্রহে দিয়ে রেখেছিল মহিমা ও সম্মান। শুধু তাকেই সে বেছে নিয়েছিল এক বিরাট সেনাদলের থেকে এককভাবে, যেহেতু তার জীবন ক্ষণস্থায়ীরূপে নিয়তিনির্ধারিত হয়ে ছিল। আর এরই মাঝে প্যালাস অ্যাথিনা পেলিউসপুত্র [অ্যাকিলিসের] পরাক্রমের হাতে হেক্টরের সর্বনাশ ঘটার দিনটিকে ত্বরান্বিত করে দিতে তৎপর হলো।

৬১৫ হেক্টর চাচ্ছিল সত্যি শত্রুসেনার সারি ভেঙে দেবে। যেখানেই সে দেখল ভিড় সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে সুন্দর বর্মসাজের সমারোহ, সেখানেই সে সেই চেষ্টা চালিয়ে গেল। তারপরও, অমন বুনো মত্ততা সত্ত্বেও, সে পারল না শত্রুর প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেঙে দিতে, কারণ গ্রিকরা কোনো প্রাচীরের মতো করে থাকল

যূথবদ্ধ অটল-অনড় হয়ে। যেভাবে কোনো উঁচু ও বিশাল খাড়া পাহাড় দাঁড়িয়ে
থাকে ধূসর সাগরের পাশে, নড়ে না শিস তোলা বাতাসের ঝোড়ো ঝাপটায়ও, ৬২০
এর গায়ে তরঙ্গবিক্ষোভ ছুটে এসে আছড়ে পড়লেও—সেভাবে গ্রিকরা অবিচল
ঠেকিয়ে গেল ট্রোজান আগ্রাসন, পালাল না জায়গা ছেড়ে।

অবশেষে হেক্টর চারপাশে আগুনের মতো জ্বলে উঠে চড়াও হলো গ্রিক জটলার
'পরে, ওদের গায়ে গিয়ে পড়ল কোনো প্রবল ঢেউয়ের মতো। যেভাবে মেঘের
নীচের বাতাসের তাড়া খেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠে কোনো ঢেউ আছড়ে পড়ে কোনো ৬২৫
দ্রুতগামী জাহাজের গায়ে, জাহাজ পুরো ঢেকে যায় ফেনার আড়ালে, পালের গায়ে
হাওয়ার ভয়াল ঝাপটা তর্জনগর্জন করে ওঠে, নাবিকদের হৃদয় কুঁকড়ে যায় ভয়ে,
কারণ [তারা দ্যাখে] তারা অতি অল্পের জন্য বেঁচে গেছে মৃত্যুর থেকে—সেভাবে
গ্রিকদের হৃদয় বিদীর্ণ হলো তাদের বুকের মাঝে। হেক্টর তাদের ওপর লাফিয়ে
এল যেভাবে কোনো খুনে সিংহ লাফিয়ে পড়ে কোনো বিশাল জলাভূমির নীচু ৬৩০
জমিনে চরতে থাকা গরুর পালের 'পরে, তারা থাকে অগণিত, আর তাদের মাঝে
রাখাল একজন যে জানে না বধ হওয়া বাঁকানো-শিং কোনো গরুর মৃতদেহ থেকে
কীভাবে তাড়াতে হয় বন্য পশুকে, তাই সে সবসময় হাঁটে গরুর পালের পাশে,
এই এখন পালের সবচে সামনের দিকে, এই এখন সবচে পেছনে; কিন্তু সিংহটি
ঝাঁপিয়ে পড়ে পালের মাঝামাঝি স্থানে, সাবাড় করে দেয় কোনো বকনা বাছুর, ৬৩৫
তাই দেখে বাকি সব গরু পালায় সন্ত্রস্ত হয়ে—সেরকম বিস্ময়করভাবে
গ্রিকবাহিনীর সকলে ও প্রত্যেকে হেক্টর ও পিতা জিউসের হাতে তাড়া খেয়ে ভাগল
ছত্রভঙ্গ পলায়নে, তবে হেক্টরের হাতে মারা গেল শুধু একজনই।

সে ছিল মাইসিনির পেরিফিটিজ, কোপ্রিয়ুসের প্রিয় সন্তান, যে কোপ্রিয়ুস
বলশালী বীর হেরাক্লিসের কাছে বার্তা বয়ে আনতো রাজা ইয়ুরিসথিয়ুসের কাছ ৬৪০
থেকে। এই নিম্নস্তরের পিতার ঔরসে জন্ম নিল সব রকম উৎকর্ষের বিচারে
তার থেকে ভালো এক পুত্রসন্তান, ভালো ছিল সে পায়ের দ্রুততায়, ভালো
লড়াইয়েও, আর বুদ্ধিতে ছিল মাইসিনির প্রথম সারির মানুষের অন্যতম—এই
লোকই জয়ের গৌরব তুলে দিল হেক্টরের হাতে। যখন সে ঘুরে পালাতে
যাচ্ছিল, নিজেরই বয়ে নেওয়া ঢালের কিনারায় লেগে হোঁচট খেল সে, বর্শার ৬৪৫
বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার এই ঢাল তার পা পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল দৈর্ঘ্য ও আকারে। ওতে
হোঁচট খেয়ে সে পড়ে গেল মাটিতে পিঠ দিয়ে; পতনের কালে তার কপালের
দুপাশে শিরস্ত্রাণ বেজে উঠল ভয়ংকর আওয়াজ করে। দ্রুত তা দেখে ফেলল
হেক্টর, দৌড়ে গেল, তার পাশে দাঁড়াল এবং তার বুকে ঢুকিয়ে দিল বল্লম, তার
প্রিয় সহযোদ্ধাদের সামনেই খুন করল তাকে। তারা সহযোদ্ধার মৃত্যুতে বিমর্ষ ৬৫০
হলো খুব, তবুও পারল না তাকে কোনো সহায়তা দিতে, যেহেতু তারা নিজেরাই
সন্ত্রস্ত ছিল দেবতুল্য হেক্টরের ভয়ে।

শীঘ্রই গ্রিকরা দেখল তারা পৌঁছে গেছে জাহাজের কাছে, আর তাদের [নিজেদেরকে] রক্ষা দিচ্ছে একদম প্রথম সারিতে তুলে রাখা জাহাজবহরের পশ্চাদভাগে লুকিয়ে থেকে। কিন্তু ট্রোজানরা সেখানেও ছুটে গেল। গ্রিকরা এবার
৬৫৫ বাধ্য হলো জাহাজের পশ্চাদভাগ থেকে সরে যেতে। তারা তাদের তাঁবু ও কুটিরের কাছে গিয়ে সব একত্রিত হলো—ছড়িয়ে পড়ল না শিবির জুড়ে, কারণ লজ্জা ও ভীতি তাদের বিরত করল ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে। বরং তারা চিৎকার করে একে অন্যকে ডেকে অবিরাম উৎসাহ জুগিয়ে গেল। বিশেষ করে জেরেনিয়ার নেস্টর, গ্রিকদের পাহারাদার, অন্য সবার থেকে বেশি প্রত্যেককে মিনতি জানিয়ে গেল,
৬৬০ প্রত্যেকের পিতা-মাতার নামে আবেদন রাখল সে এই কথা বলে :

'বন্ধুরা আমার, যোদ্ধাপুরুষ হও। অন্য লোক কী ভাববে তোমাকে নিয়ে সেই লজ্জা বুকে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই মনে করো যার যার স্ত্রী সন্তানের কথা, বিষয়সম্পত্তি ও পিতামাতার কথা—পিতামাতা মৃত না জীবিত, তাতে ফারাক
৬৬৫ হয় না কোনো। যদিও তারা কেউ এইখানে নেই, তবু তাদের নামে, তাদের কারণে তোমাদের আমি বলছি দৃঢ় দাঁড়িয়ে যেতে, আর না পালাতে পিছু হটে।'

এ কথা বলে নেস্টর উদ্দীপিত করে দিল সকলের বল-শক্তি ও যোদ্ধাচেতনাকে, আর অ্যাথিনা তাদের চোখ থেকে সরিয়ে দিল কুয়াশার অবাককরা মেঘটুকু।° তখন দু পাশ থেকে দিনের উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল
৬৭০ তাদের ওপরে, জাহাজের দিকে ও এই পক্ষপাতহীন যুদ্ধের মাঠে—দু দিক থেকেই। তারা রণহুঙ্কারে দড় হেক্টর ও তার সহযোদ্ধাদের দেখতে পারল এইবারে; যেমন দেখল পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লড়াই থেকে বিরত সেনাদের, তেমনই দেখল তাদের যারা লড়ে যাচ্ছিল দ্রুতচারী জাহাজবহরের পাশে।

এবার বীরোচিত-মন অ্যাজাক্স দেখল তার মন চাইছে না যুদ্ধ থেকে দূরে
৬৭৫ অলস দাঁড়ানো গ্রিক সন্তানদের সঙ্গে যোগ দিতে। সে লম্বা পা ফেলে ছুটল জাহাজের ডেকে, ওপর নীচ করে করে।° তার হাতে সে ঘোরাল এক দীর্ঘ বর্শা যা নৌ-যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর অংশগুলো পেরেক দিয়ে জোড়া দেওয়া, আর দৈর্ঘ্যে এটা বাইশ কিউবিট। যেভাবে ঘোড়াচালনায় নিপুণ কোনো লোক অনেক ঘোড়া থেকে বেছে নিয়ে চারটাকে একসঙ্গে জোড়ে, তারপর তাদের
৬৮০ দ্রুতবেগে ছুটিয়ে চলে সমতল থেকে কোনো বড় শহরের দিকে, চলে বড় উঁচু রাস্তা ধরে; তখন অনেকে অবাক তাকিয়ে তাকে দেখে, নারী ও পুরুষ সকলেই দেখতে থাকে তাকে; এবং সে লোক ঘোড়া জোরে ছুটছে ঐ অবস্থায়ই নিশ্চিত মাপমতো লাফ দিয়ে দিয়ে যায় এক ঘোড়া থেকে অন্যটার পিঠে—সেভাবে
৬৮৫ অ্যাজাক্স দ্রুতচারী জাহাজবহরের এক বেঞ্চ থেকে অন্যটাতে যেতে লাগল লম্বা পা ফেলে ফেলে। আর গ্রিকদের সে জাহাজ ও তাঁবু রক্ষা করতে বলে প্রচণ্ড চিৎকারে আদেশ দিয়ে গেল, তার কণ্ঠ তখন পৌঁছে গেল স্বর্গ অবধিও।

অন্যদিকে হেক্টরও যে বুক পুরো বর্মে-ঢাকা ট্রোজানদের জটলার ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তা নয়। যেভাবে কোনো তামাটে ঈগল সাঁ-করে ঝাঁপ দিয়ে আসে ৬৯০ কোনো নদীতীরে চরে খাওয়া ডানাওয়ালা পাখিদের 'পরে, বুনো হাঁসের বা সারসের বা দীর্ঘ-গলা রাজহাঁসের পালের 'পরে—সেভাবে হেক্টর সোজা ছুটে গেল এক কালো-গলুই জাহাজের দিকে, সোজা ঝাঁপ দিল ওটার ওপরে গিয়ে। আর জিউস পেছন থেকে তার অবিশ্বাস্য প্রকাণ্ড হাত দিয়ে হেক্টরকে ঠেলতে লাগল সামনের দিকে, তার লোকদের তাড়না দিতে লাগল তার সঙ্গে যেতে। ৬৯৫

এভাবে আবার জাহাজের পাশে শুরু হয়ে গেল তীব্র ও তিক্ত যুদ্ধ-সংগ্রাম। দু-দলই এত প্রচণ্ড লড়াই করছিল, এমনভাবে লড়াইয়ে তারা মুখোমুখি হচ্ছিল একে অন্যের, যে তোমার মনে হবে তারা বুঝি একটুও ক্লান্ত নয়, শ্রান্ত-অবসন্ন নয় একটুও। লড়াই করতে করতে এই ছিল দু-দলের মনের ভাবনা: গ্রিকরা নিশ্চিত ভাবছিল তারা সর্বনাশ এড়াতে পারবে না আর কোনোভাবে, তারা সব ৭০০ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; আর প্রতিটা ট্রোজানের বুকের মাঝে হৃদয় আশা করছিল তারা পারবে জাহাজে আগুন ধরাতে, পারবে সব গ্রিক যোদ্ধাকে কতল করে দিতে। একে অন্যের মুখোমুখি খাড়া হয়ে এই ছিল ভাবনা দু-দলেরই।

হেক্টর শেষমেশ এক সমুদ্রচরা জাহাজের পশ্চাদ্ভাগের দখল নিতে সক্ষম হলো। সুন্দর এক জাহাজ ছিল সেটা, সাগরের 'পরে দ্রুত যেতে পারে; ওতে চড়ে ৭০৫ প্রোটেসিলেয়াস ট্রয়-এ এসেছিল,° কিন্তু ওই জাহাজ আর তাকে ফিরিয়ে নিতে পারল না প্রিয় পিতৃভূমির কাছে। তার এ জাহাজ ঘিরে গ্রিক ও ট্রোজান সেনারা একে অন্যকে খুন করছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়ে; তারা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করছিল না [দেখতে যে] তীর বা বল্লম কখন উড়াল দিয়ে আসে, বরং তারা ব্যাটায় ব্যাটায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল একে অন্যের বিপরীতে। দু-দলের মনে ছিল ৭১০ চিন্তা একটাই, [দু-দলই] লড়ে যাচ্ছিল শান দেওয়া যুদ্ধ কুঠার, ছোট-কুড়াল, বিরাট তরবারি ও সেইসাথে দুই-ধারী বল্লম নিয়ে। কতো কতো সুদৃশ্য তরবারি —তাদের মুষ্টি কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা—লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপরে; কোনোটা লড়াইরত যোদ্ধাদের হাত থেকে, আর কোনোটা তাদের কাঁধ কেটে নিয়ে। কালো মাটি ভেসে গেল রক্তের বানে। ৭১৫

তখন হেক্টর ঐ জাহাজের পশ্চাদভাগের ওপর একবার হাত রেখে, সেই হাত সরাল না আর। বরং ওখানকার খুঁটি হাতের মুঠোয় ধরে ডাকল সে ট্রোজানদের চিৎকার দিয়ে জোরে :

'আগুন আনো! তারপর সবাই একসাথে এককণ্ঠ হয়ে রণহুঙ্কার তোলো জোরে! জিউস আমাদের আজ দিয়েছে সেই দিন, যেদিন অন্য সব দিনের

পাওনা চুকে যাবে। সুযোগ এসেছে ওই জাহাজ দখলের। জাহাজগুলো
৭২০ দেবতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এসেছে আমাদের এই দেশে, কতো দুর্দশা এনেছে সাথে করে। তবে সেসব জেনো আমাদের প্রবীণদের ভীরুতার কারণেই ঘটেছিল; আমি যখন জাহাজবহরের পশ্চাদভাগে লড়ব বলে মুখিয়ে উঠি, মনে আছে তারা থামাল আমাকে, বাধা দিল আমার সেনাদের। কিন্তু জিউস, দূরাবধি-বজ্র-তোলা দেব, তখন যেমন আমাদের বুদ্ধি ভোঁতা করে দিয়েছিল, আজ তেমনই সে নিজে এ কাজে তাড়না দিচ্ছে আমাদের, আদেশ দিচ্ছে
৭২৫ সামনে এগোনোর।'

এ-ই বলল হেক্টর; আর ট্রোজানরা গ্রিকদের ওপর লাফিয়ে পড়ল আরও বেশি তীব্রতা নিয়ে। অ্যাজাক্স তীর-বর্শার ছুটে আসায় বিপর্যস্ত হয়ে আর ধরে রাখতে পারছিল না নিজের অবস্থান। সে ভাবছিল মৃত্যু আসন্ন তার, এবং এই ভাবনা থেকে সে জাহাজের সুন্দর-সুসমঞ্জস ডেক ছেড়ে কিছু পথ পিছু হটে গেল, উঠে দাঁড়াল মাঝখানের সাত ফুট উঁচু এক বেঞ্চের 'পরে।° ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল
৭৩০ সে সতর্ক পাহারায়; এবং যে ট্রোজানই জাহাজে আনতে চাইল ক্লান্তিহীন আগুন-মশাল, তাকেই সে তার বর্শা দিয়ে জাহাজ থেকে দূরে ঠেলে গেল। পুরোটা সময় সে ভয়ংকর চিৎকার করে বলল গ্রিকদের :

'বন্ধুরা, গ্রিক যোদ্ধা ও যুদ্ধদেব আইরিজের অনুচরগণ: পুরুষ হও বন্ধুরা আমার, নিজের ভেতরে জাগাও প্রচণ্ড শক্তি ও বল। আমাদের কি সত্যি ধারণা
৭৩৫ যে আমাদের পেছনে কোনো সাহায্যকারী দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা আছে আরও বেশি মজবুত দেওয়াল কোনো, যার ফলে সর্বনাশ দূরে থাকবে আমাদের থেকে? নিশ্চিত জেনো, টাওয়ার দিয়ে ঘেরা কোনো শহর আশেপাশে নেই, যেখানে আমাদের পক্ষে যুদ্ধের মোড় বদলে দেবে বলে বসে আছে কোনো সেনার বাহিনী, আর তাই তাদের কারণে আমরা বুঝি বেঁচে যাব ধ্বংসের থেকে। নাহ, আমরা
৭৪০ এখানে দাঁড়িয়ে আছি ব্রোঞ্জে শরীর-মোড়া ট্রোজান মানুষে ভরা এক সমতলে; আমাদের পেছনে আছে সাগরের জল, আর আমাদের পিতৃভূমি আছে কতো কতো দূরে। অতএব মুক্তির আলো রয়েছে শুধু আমাদের নিজেদের হাতের শক্তির মাঝে; যুদ্ধে ঢিলে দিয়ে কোনো মুক্তি নেই!'

এই কথা বলে অ্যাজাক্স তার ধারাল বল্লম দিয়ে উন্মত্তের মতো ধাক্কা দিতে লাগল শত্রুসেনাদের। যখনই হেক্টরের নির্দেশমতো ট্রোজানবাহিনীর কেউ জ্বলন্ত আগুন-মশাল নিয়ে ছুটে আসছিল সুগোল জাহাজের দিকে, অ্যাজাক্স
৭৪৫ তার জন্য অপেক্ষা করে থেকে তাকে বিদ্ধ করে দিচ্ছিল তার বর্শার ঝটকা মেরে মেরে। এভাবেই জাহাজবহরের সামনেটাতে সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহত করল বারো ট্রোজান যোদ্ধাকে।

টীকা

১৫:১৮-২৪ তুমি কি ভুলে গেছ...যায় যায় মতো: হেরার শাস্তিকে এখানে সাংসারিক ঝগড়াঝাটির মতো ক্ষুদ্র পরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে, যদিও এর একটা বৈশ্বিক তাৎপর্য আছে : এটা আমাদেরকে মনে করায় অন্যান্য পুরাণকাহিনীর কথা যেখানে আকাশ-দেবতা দেখা যায় প্রভুত্ব ফলাচ্ছে মাটির-দেবীর ওপরে, উদাহরণস্বরূপ হেসিয়ডের *থিওগনি*তে জিউসের সঙ্গে গাইয়া ও তার পুত্র টাইফিয়াসের সংঘর্ষ।

১৫:২৫-৩০ তবে এতকিছুর পরেও...তার ওপর দিয়ে: হেরাক্লিসের আসলে কোহ্সে কী ভোগান্তি সইত হয়েছিল তা আমাদের অজানা। এই অংশটুকুর পরোক্ষ-উল্লেখ আমরা আগেই পেয়েছিলাম ১৪:২৪৯-২৬২ পঙ্‌ক্তিতে নিদ্রাদেবের কথার মধ্যে।

১৫:৩৭ নীচের দিকে বওয়া: স্টিক্স নদীকে ভাবা হয় কোনো উঁচু খাড়া পাহাড় থেকে ফোটায় ফোটায় পড়ার মতো করে (নিঃসন্দেহে লক্ষ কোটি ফোটা একসঙ্গে) প্রবাহিত হচ্ছে (দেখুন হেসিয়ড-এর *থিওগনি*, পঙ্‌ক্তি ৭৮১-৭৯৫)।

১৫:৬৪-৬৭ এরপর অ্যাকিলিস...দেবতুল্য সারপিডনও: পরিষ্কার ভবিষ্যদ্বাণী যে ১৬তম পর্বে কী ঘটবে।

১৫:৭১ অ্যাথিনার পরিকল্পনা মতো: এই পরিকল্পনা বোঝাতে সম্ভবত *ইলিয়াড* শেষ হয়ে যাবার পরে সেই বিখ্যাত ট্রোজান হর্সের (ট্রয়ের ঘোড়া) কথা বলা হচ্ছে, যা কিনা শেষমেশ ট্রয় যুদ্ধের ইতি টানবে। বলা হয়ে থাকে, এই ঘোড়া নির্মাণের পরামর্শ ও কিভাবে এটা বানাতে হবে সেই কর্মপদ্ধতি, সব অ্যাথিনার কাছ থেকেই এসেছিল।

১৫:৮৭ ফর্সা-গাল থেমিসের: থেমিস যা সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত তার ব্যক্তিকরণ (personification)। ঔচিত্য ও শুদ্ধতার প্রতীক এই দেবী দেবদেবীদের জমায়েতে সভানেত্রীর আসনে থাকে এবং চিরকাল তার কাজ জিউসের ক্ষমতাকে রক্ষা করা। এখানে থেমিসের উল্লেখ মানেই দেবদেবীদের মধ্যে সবকিছু আবার যে নিয়মানুবর্তী হবে তার ইঙ্গিত।

১৫:১১০-১১২ যেমন আমি এখন...গেছে যুদ্ধের মাঠে: এই কথা আইরিজকে জানিয়ে নিঃসন্দেহে হেরা ঝামেলা পাকাতে চাইছে। তবে আইরিজ যদি তার পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধের মাঠে ঢুকতো, তাহলে তাকে পক্ষবদল করতে হতো কারণ তার পুত্র অ্যাসকালাফাস লড়ছিল গ্রিকদের দলে, আর আইরিজ এ পর্যন্ত সমর্থন দিয়ে এসেছে ট্রোজানদেরকে। সেই পক্ষত্যাগ আইরিজ কতোটা করতো তা আমরা জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে সে খুবই পরিবর্তনশীল মনের এক দেবতা—এই এখন লড়ছে ট্রোজানদের পক্ষে তো এই এখন গ্রিকদের (দেখুন ৫:৮৩১-৮৩৪)।

১৫:১১৯ সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলাকে: এরা দুজন (কোনো কোনো ইংরেজি অনুবাদে Fear ও Terror, আবার কোথাও Terror ও Panic) আইরিজের সহায়তাকারী (৪:৪৪০)। 'বিশৃঙ্খলা' আসলে আইরিজের 'প্রিয় সন্তান' (১৩:২৯৯)।

১৫:১৮৭-১৯৩ আমাদের মাঝে পৃথিবী...তিনজনেরই সমান অধিকারে: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই তিন ভাগে ভাগ করে তিন দেবতার হাতে তুলে দেওয়ার গ্রিক পুরাণটির সমান্তরাল বিবরণ আছে ব্যাবিলোনিয়ার পুরাণকথায়ও।

১৫:২০৪ **তিন দেবী [ফিউরিরা]...তার পক্ষ নেয়:** ফিউরিদের দায়িত্ব ছিল পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার ব্যত্যয় ঘটানো কাউকে শাস্তি দেওয়া। সন্তানরা পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করবে (৯:৪৫৪); আর এখানে ছোট ভাই করবে বড় ভাইকে–এ-ই হচ্ছে ফিউরিদের বিধান।

১৫:২২৫ **নীচের পৃথিবীতে:** দেখুন টীকা ৮:১৩-১৬।

১৫:২২৯ **বহু-ফিতে-ঝোলা ঐশীবর্মখানি:** অস্বাভাবিকভাবে দেবরাজ জিউস এখানে তার ঐশীবর্ম দিয়ে দিচ্ছে দেবতা অ্যাপোলোকে। দেখুন টীকা ১:২০১।

১৫:৩৩২ **মেডন:** এই মেডনের ব্যাপারে ১৩:৬৯৪-৬৯৭ পঙ্‌ক্তিতে বলা আর এখানে (৩৩২-৩৩৫) বলা কথাগুলি একই। মেডনের মৃত্যু ট্রোজানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক বিজয় কারণ মেডন ছিল উত্তরাঞ্চলের গ্রিক কন্টিনজেন্টের অধিনায়ক, যার আগের অধিনায়ক ছিল ফিলোক্‌টিটেস (২:৭২৭)।

১৫:৩৩৪ **ফিলাসি-তে:** গ্রিসের থেসালি প্রদেশে এর অবস্থান।

১৫:৩৮৭-৩৮৯ **লম্বা জোড়া-দেওয়া...লাগতে পারে বলে:** তখনকার নৌযুদ্ধে ব্যবহৃত বিশেষ এই বর্শার (ইংরেজিতে pike) ছবি আছে ব্রোঞ্জ যুগের দেয়ালচিত্রে। ওই ছবিতে দেখা যায় জাহাজের সামনের দিকের বাঁকানো অংশ থেকে বাইরে বেরিয়ে আছে এই শক্ত আঁঠা দিয়ে লাগানো বিশেষ ধরনের দীর্ঘ বর্শাগুলি।

১৫:৩৯০-৩৯৪ **এদিকে প্যাট্রোক্লাস...দিচ্ছিল মলম লেপে:** এখানে কবি আমাদেরকে নিয়ে গেলেন ১১তম পর্বের শেষভাগে (১১:৮৩৭-৮৪৮) যখন প্যাট্রোক্লাস নেস্টরের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে অ্যাকিলিসের কাছে যাবার সময় থেমে দাঁড়িয়েছিল ইউরিপিলাসকে সাহায্য দেবার জন্য। কাহিনী তার ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগুচ্ছে, অতএব প্যাট্রোক্লাসকে ফের এখন অ্যাকিলিসের দিকে ছোটা দরকার। সেটাই ঘটতে দেখছি আমরা।

১৫:৫৩১ **এফিরা-র:** *ইলিয়াড*-এর তিনটি আলাদা আলাদা শহরকে এফিরা (বা ইফিরে) নামে ডাকা হয়েছে (দেখুন টীকা ৬:১৫২)। এখনকার এই এফিরের অবস্থান নিঃসন্দেহে পেলোপনেসির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ইলিস-এ।

১৫:৬০৪ **হেক্টর নিজেই:** তার মানে দেবদেবীদের সাহায্য-সহায়তা ছাড়া, কেবল নিজের শক্তিতেই। এর পরের কয়েকটি লাইনেই আছে ভয়ংকর এক হেক্টরের চিত্র যেখানে এমনকি তার মুখের পাশ দিয়ে ফেনাও বের হচ্ছে (৬০৭)। এই বন্য, সবকিছু তোড়ফোঁড় করে দেওয়া যোদ্ধার দেখা আমরা আগে পেয়েছিলাম অষ্টম পর্বে, 'পাগলা কুকুর' হিসেবে (৮:২৯৯)।

১৫:৬৬৮-৬৬৯ **অ্যাথিনা তাদের চোখ...অবাককরা মেঘটুকু:** প্রাচীন ও আধুনিক সব হোমারবিদই ঠিক ধরেছেন যে পুরো গ্রিক বাহিনীর চোখের সামনে কুয়াশা বা মেঘের উপস্থিতির কথা আমরা *ইলিয়াড*-এ এই প্রথম জানলাম। মানুষের দৃষ্টি সবসময়ই সীমাবদ্ধ। এর আগে অ্যাথিনা ডায়োমিডিজের চোখ থেকে কুয়াশা সরায় যাতে করে সে মানুষ ও দেবদেবীদের মধ্যে প্রভেদ করতে পারে (৫:১২৭-১২৮)। এখানে এখন সব গ্রিক যোদ্ধা, তা সামনের সারির হোক আর পেছনের দিকেরই হোক, হঠাৎ দেখতে পেল তাদের সামনে কত বড় বিপদ দাঁড়িয়ে আছে।

১৫:৬৭৬ **ওপর নীচ করে করে:** জাহাজের ডেকে ওপর নীচ করা বলতে কবি বোঝাচ্ছেন দুই ডেকের মাঝখানে ছোটাছুটি করা। খ্রিস্টপূর্ব ৯০০-৭০০ শতকের দেয়ালচিত্রে আমরা দেখি যে

তখনকার দিনের জাহাজে থাকতো দুটো করে হাফ-ডেক, একটি জাহাজের অগ্রভাগে, অন্যটি পেছনের দিকে।

১৫:৭০৫-৭০৬ ওতে চড়ে প্রোটেসিলেয়াস ট্রয়-এ এসেছিল: প্রোটেসিলেয়াসের মৃত্যুর কথা আমাদের বলা হয়েছিল আগেই (২:৬৯৮-৭০১)। সে ছিল ট্রয়ের মাটিতে পা রাখা প্রথম গ্রিক সেনা, এবং প্রথম নিহত গ্রিক, আর এখন তার জাহাজই প্রথম ট্রোজান আক্রমণের শিকার হচ্ছে। তার জাহাজই আসলে একমাত্র গ্রিক জাহাজ যেটাতে ট্রোজানরা আগুন লাগাতে সক্ষম হয়। যেহেতু তার জাহাজই ট্রয়ের উপকূলে প্রথম ভেড়ে, তাই স্বাভাবিক যে সে জাহাজটাই সমুদ্রসৈকত থেকে সবচেয়ে ভেতরের দিকে থাকবে এবং তাই ট্রোজানরা সেটাতেই প্রথম আগুন দিতে পারবে।

১৫:৭২৯ সাত ফুট উঁচু এক বেঞ্চের 'পরে: সাত ফুট উঁচু এই বেঞ্চিকে (কোনো কোনো অনুবাদে midship) জাহাজের ডেকে অনুমান করা কষ্টকর বটে। এটা দেখতে ঠিক কীরকম ছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কারও কারও মতে জাহাজের পশ্চাদভাগে বসা চালকের সামনে নীচের দিকে রাখা, পুরো জাহাজ বা নৌকার মাথা থেকে পেছন অবধি বসানো এক দীর্ঘ আড়কাঠের (beam) কথা বলা হচ্ছে এখানে। সেই অর্থে পঙ্ক্তিটি হওয়া উচিত: 'সাত ফুট দীর্ঘ', 'সাত ফুট উঁচু' নয়। সময়ের নিরিখে *ইলিয়াড*-এর অসংখ্য অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট বিষয়গুলোরই একটি।
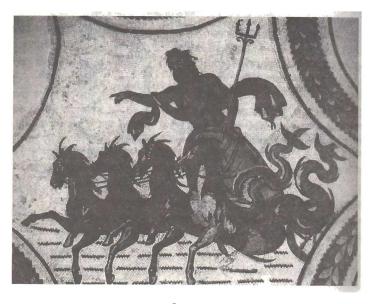
ইলিয়াডের পৃথিবী: সমুদ্রদেব পসাইডন

পর্ব - ষোলো

প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু

প্যাট্রোক্লাস অ্যাকিলিসের অনুমতি আদায় করল যে সে অ্যাকিলিসের বর্ম গায়ে চাপিয়ে যুদ্ধে যাবে—মারমিডনবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে প্যাট্রোক্লাসের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ—ট্রোজানরা গ্রিক যোদ্ধা প্রোটেসিলেয়াসের জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিল—প্যাট্রোক্লাসের হাতে মারা গেল অনেক গ্রিক—বিখ্যাত ট্রোজান বীর সারপিডনের মৃত্যু—ট্রোজানরা পালাচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যে দেবতা অ্যাপোলোর সহায়তা নিয়ে প্যাট্রোক্লাসকে হত্যা করল ইয়ুফোরবাস ও হেক্টর।

বিষয়বস্তু

১৬তম পর্বে এসে ইলিয়াড পৌঁছাল তার ক্রান্তিলগ্নে—প্রথম পর্ব থেকে ১৬তম পর্ব পর্যন্ত যেন এক ইলিয়াড, আর বাকিটুকু যেন অন্য কিছু। প্রথম পর্বে রাজা আগামেমননের সঙ্গে অ্যাকিলিসের কলহ থেকে অ্যাকিলিসের মনে যে ক্রোধের সূত্রপাত, যে কারণে সে যুদ্ধ থেকে নিজে দূরে থাকল কাহিনীর এ-পর্যন্ত, তারপরে নবম পর্বে তাকে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার মিনতি জানানো গ্রিকদূতদের তার প্রত্যাখ্যান এবং ১১তম পর্বে গ্রিকদের পরাজয় ও তাদের মূল নেতাদের আহত হওয়া—শুরু থেকে ইলিয়াড-এর এই যে প্লট, তা চূড়ান্ত এক বিন্দুতে পৌঁছাল এ-পর্বে এসে। এখানে খুন হলো অ্যাকিলিসের প্রিয়তম সহচর প্যাট্রোক্লাস। অ্যাকিলিসের এক মুহূর্তের অযৌক্তিক এক সিদ্ধান্তের কারণে মারমিডনবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধে নামল প্যাট্রোক্লাস এবং মারা গেল ট্রোজান হেক্টরের

হাতে। পাঠক হিসেবে আমরা বুঝতে পারলাম, এবার শুরু হবে অন্য এক ইলিয়াড, কারণ দেশের জন্য মায়া থেকে নয়, স্রেফ বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে এবার যুদ্ধে নামবে অ্যাকিলিস আর সেভাবে সূচনা হবে ট্রয়ের পতনের। এ-পর্বে আমরা দেখলাম প্যাট্রোক্লাসের অতুলনীয় বীরগাথা ও মৃত্যু—দুটোই। আর তারই মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি হয়ে এল পাঠকের অনেক সহানুভূতি পাওয়া ট্রোজান বীর সারপিডনের মৃত্যু। সারপিডনকে মেরে তার যোদ্ধা জীবনের শীর্ষতম গৌরব অর্জন করার পরপরই নিজের মৃত্যু হওয়ার মধ্য দিয়ে প্যাট্রোক্লাস পুরো 'যুদ্ধ' বিষয়টির দর্শন ও ধারণাকে প্রশ্নের মধ্যে ফেলে দিল। এ দুই মৃত্যু, আর পর্বের শেষদিকে সেব্রায়োনিজের মৃত্যু মিলে ইলিয়াড-এ সূচনা ঘটল চরম ট্র্যাজিক আবহের, যা মহাকাব্যের একেবারে শেষ অবধি জারি থাকবে। প্রথমবারের মতো ইলিয়াড-এর শ্রোতা বা পাঠকেরা যুদ্ধে পরাজিতের জন্য তাদের মনের মধ্যে ক্ষণিক সহানুভূতির চেয়ে বেশি কিছু একটা বোধ করা শুরু করল এ-পর্ব থেকেই। প্রাচীনকাল থেকে পর্বটির নাম 'প্যাট্রোক্লাইয়া' (যেমন দশম পর্বের নাম 'ডোলোনেইয়া'), কারণ এতে আছে তার মতো এক বীরের শুরু ও শেষের সব কাহিনী, তার প্রবল উত্থান ও করুণ পতন।

সারসংক্ষেপ

১-১০০: প্যাট্রোক্লাস অ্যাকিলিসকে জানাল যে গ্রিকরা মহাবিপদে আছে; সে অ্যাকিলিসের প্রতি মিনতি রাখল যুদ্ধে ফিরে আসার। শেষে চাপের মুখে অ্যাকিলিস প্যাট্রোক্লাসকে তার বর্ম গায়ে পরে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিল।

১০১-১৫৪: ট্রোজানরা গ্রিক যোদ্ধা প্রোটেসিলেয়াসের জাহাজে আগুন দিল; প্যাট্রোক্লাস গায়ে চাপাল অ্যাকিলিসের বর্মসাজ, তৈরি হলো যুদ্ধে যোগ দিতে।

১৫৫-২০৯: মারমিডনবাহিনীকে যুদ্ধে দুর্বার লড়াই করার আহ্বান জানাল অ্যাকিলিস; মারমিডনবাহিনীর অধিনায়কদের তালিকা পেশ করা হল।

২১০-২৫৬: তাঁবুতে অ্যাকিলিস জিউসের প্রতি প্রার্থনা জানাল প্যাট্রোক্লাসের সফলতা ও নিরাপত্তার; জিউস শুধু প্রথমটি মঞ্জুর করল।

২৫৭-৪৬১: প্যাট্রোক্লাসের, বিশেষত অ্যাকিলিসের বর্ম গায়ে পরা প্যাট্রোক্লাসের, হঠাৎ আবির্ভাবে হতচকিত, আতঙ্কিত ট্রোজানরা পরিখা পার হয়ে পিছিয়ে এল; অনেক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলো ট্রোজানবাহিনী। জিউসের পুত্র সারপিডন ব্যতিক্রম। সে দাঁড়িয়ে গেল গ্রিকদের সঙ্গে লড়বে বলে; জিউস সারপিডনকে বাঁচাবে বলে ভাবছে, কিন্তু হেরা তাতে আপত্তি জানাল। শেষমেশ জিউস রাজি হলো যে নিয়তি মোতাবেক সারপিডন মরবে, কিন্তু মৃতের যথাযথ সম্মান পাবে সে।

৪৬২-৫৪৭: সারপিডন হত্যা করল প্যাট্রোক্লাসের একটা ঘোড়া; প্যাট্রোক্লাস হত্যা করল সারপিডনকে। গ্লকাস অ্যাপোলোর উদ্দেশে প্রার্থনা রাখল শক্তি ও বলের।

৫৪৮-৬৮৩: সারপিডনের লাশকে কেন্দ্র করে তীব্র যুদ্ধ শুরু হলো; জিউস তিন দেবতাকে পাঠিয়ে সারপিডনের মরদেহ লিশাতে উড়িয়ে নিয়ে গেল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্বার্থে।

৬৮৪-৮৪২: প্যাট্রোক্লাস ট্রোজানদের ধাওয়া করে নিয়ে গেল একেবারে ট্রয়ের নগর দেওয়াল অবধি; অ্যাপোলো ভয়ংকর হুমকি দিল প্যাট্রোক্লাসকে। প্যাট্রোক্লাসের হাতে খুন হলো হেক্টরের রথচালক, গ্রিকরা তাকে নগ্ন করল। এ-সময় দেবতা অ্যাপোলো আঘাত হানল প্যাট্রোক্লাসকে; ইয়ুফোরবাস বর্শা বিদ্ধ করল তার পিঠে; আর শেষে হেক্টর তাকে ছোরা মারল পেটে।

৮৪৩-৮৬৭: মৃত্যুর আগে প্যাট্রোক্লাস হেক্টরকে জানিয়ে গেল যে হেক্টর শিগগিরই খুন হবে অ্যাকিলিসের হাতে।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

এ-পর্বেও *ইলিয়াড*-এর ২৮তম দিন চলছে, যার শুরু হয়েছিল ১১তম পর্বে এবং যা শেষ হবে ১৮তম পর্বে গিয়ে। ঘটনাস্থল সমুদ্রতীরের গ্রিক শিবির, ট্রয় সমতলের মূল যুদ্ধক্ষেত্র ও ট্রয় নগর-দেওয়ালের বাইরের দিক।

চিত্র ১৮. প্যাট্রোক্লাস ও অ্যাকিলিস। ডানদিকে অপেক্ষাকৃত তরুণ, দাড়িহীন মুখের অ্যাকিলিস একটা ব্যান্ডেজ বাঁধছে তার দাড়িওয়ালা, বয়সে কিছু বড় বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের বাহুতে। অ্যাকিলিস পুরো বর্মসাজ পরা, শুধু পায়ের খোলক ছাড়া। প্যাট্রোক্লাস ব্যথায় অন্যদিকে তাকানো, তার পিঠে ধনুক ও তূনীর, মাথায় চামড়ার টুপি। তার পায়ের সমান্তরালে আছে একটি তীর। *ইলিয়াড*-এ এরকম কোনো দৃশ্য নেই, তবে এ-দৃশ্য *ইলিয়াড* অনুপ্রাণিত নিঃসন্দেহে। (আথেনিয়ান মদের পেয়ালা, পাওয়া গেছে ইতালির ভাল্‌চিতে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতক)

এভাবেই তারা লড়াই চালিয়ে গেল সুন্দর বেঞ্চিপাতা জাহাজটিকে ঘিরে। তখন প্যাট্রোক্লাস এসে দাঁড়াল বাহিনীর রাখাল অ্যাকিলিসের পাশে, তার চোখের উষ্ণ জল ঝরাতে ঝরাতে, যেভাবে কোনো কালো জলের ঝরনা তার কালো স্রোত ঢেলে দেয় কোনো খাড়া উঁচু পাহাড়-চূড়ার গা বেয়ে নীচে। দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিসের মায়া হলো তাকে দেখে, সে বলল তার উদ্দেশে এই ডানাওয়ালা কথা : ৫

'কেন প্যাট্রোক্লাস, কেন তোমার গোসল হয়ে গেছে চোখের পানিতে? ঠিক কোনো খুকি মেয়ের মতো করে, যে তার মায়ের পাশে দৌড়াতে থাকে, বলে তাকে কোলে নিতে হবে, মা'র গাউন ধরে টান মারে, বাধা দেয় তাকে সামনে এগুতে; তারপর যতক্ষণ না মা তাকে কোলে নিচ্ছে, মা-র দিকে সে তাকিয়ে থাকে অশ্রুভরা চোখে। সেই খুকির মতো তুমি, প্যাট্রোক্লাস, চোখের জলের ফোঁটা ঝরিয়ে চলেছ। তুমি কি কিছু বলবে মারমিডন যোদ্ধাদের, নাকি বলবে আমাকে, নাকি ফিথাইয়া থেকে তোমার কাছে খবর এসেছে কোনো, যে-খবর শুধু তুমিই শুনেছ? এখনও তো লোকে বলছে যে অ্যাক্টরের পুত্র মেনিশাস বেঁচে আছে, আর এখনও মারমিডন জাতির মাঝে বেঁচে আছে ইয়াকাসের পুত্র পেলিউস—নাকি? এরাই তো সে দুজন যাদের মৃত্যুর খবরে তোমার ও আমার চরম বেদনা হবে। নাকি খুব সম্ভব তুমি কাঁদছ যেভাবে গ্রিকরা তাদের ঔদ্ধত্যের ফলে মারা পড়ছে সুগোল জাহাজের পাশে—তা দেখে? বলো আমাকে, কথা লুকিয়ো না তোমার বুকের মাঝে। বলো যাতে আমরা দুজনেই জানি কী ঘটনা ঘটেছে।' ১০ ১৫

তখন তুমি, রথচালক প্যাট্রোক্লাস, এক প্রবল গোঙানি তুলে জবাব দিলে তাকে : ২০

'ও পেলিউসের ছেলে অ্যাকিলিস, গ্রিকদের মাঝে শক্তিতে সবার ওপরের। রাগ হয়ো না [আমার কথা শুনে]। কী বিরাট এক দুঃখ-শোক গুঁড়িয়ে দিয়েছে গ্রিকদের। কোনো সন্দেহ নেই, এর আগে আমাদের মধ্যে যারা ছিল সবচে সাহসী, তারা এখন শুয়ে আছে জাহাজবহরের মাঝে তীরে বিদ্ধ বা বল্লমের-ঝটকায় ঘায়েল হয়ে। আহত হয়েছে টাইডিয়ুসের ছেলে বলশালী ডায়োমিডিজ; অডিসিয়ুস, বল্লমবাজ নামে বিখ্যাত, সে-ও আহত বল্লমের আঘাতে; আগামেমননও; সেইসাথে ইউরিপিলাসও আহত তার উরুতে তীর নিয়ে। অনেক ওষধি মলমে দক্ষতা রাখে এমন চিকিৎসক যারা আছে, তারা ব্যস্ত এদের ২৫

নিয়ে, তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে এদের ক্ষত সারানোর—কিন্তু তুমি, অ্যাকিলিস,
৩০ তারপরও অনড় রয়ে গেছ। ও বীর, সর্বনাশা পরাক্রমের বীর, যে ক্রোধ তুমি পুষে যাচ্ছ মনের ভেতরে, তেমন ক্রোধ যেন কোনোদিন আমাকে না ধরে। কী করে তুমি কাজে আসবে কোনো ভবিষ্যত প্রজন্মের যদি আজ এ লজ্জাকর ধ্বংস থেকে তুমি গ্রিকদের রক্ষাই না দিতে পারো? তোমার মনে কোনো দয়ামায়া নেই, হায়, আমার ধারণা অশ্বচালক পেলিউস তোমার পিতা ছিল না, দেবী
৩৫ থেটিস ছিল না তোমার মা, বরং ছাই-রঙ সাগর ও খাড়া-উঁচু পাহাড়ের° থেকে জন্মেছ তুমি; তাই অমন অনমনীয় হৃদয় তোমার। তবে এমন যদি হয় যে তুমি এড়াতে চাচ্ছ কোনো ঐশ্বরিক ভবিষ্যদ্বাণী আর তোমার রানিতুল্য মাতা তোমাকে জানিয়েছে জিউসের বার্তা কোনো, তাহলে অন্তত আমাকে তো আর দেরি না করে এখনই যুদ্ধে পাঠাতে পারো; পারো আমার সাথে অন্য মারমিডন যোদ্ধাদেরও যোগ দেওয়ার আদেশটুকু দিতে। তখন হতে পারে আমিই গ্রিকদের
৪০ জন্য মুক্তির আলো এনে দেব। [সেক্ষেত্রে] আমার কাঁধে চড়ানোর কাজে তুমি তোমার বর্মসাজটা আমাকে দিয়ো। তাহলে ট্রোজানরা আমাকে তুমি বলে ভুল করে যাবে, অতএব যুদ্ধ থেকে দূরে থাকবে তারা; আর তখন যুদ্ধংদেহী গ্রিকসন্তানেরা তাদের ক্লান্তির মাঝে একটু শ্বাস নেবার ফুরসত পাবে—যুদ্ধের মাঠে শ্বাস নেবার জায়গা ও সুযোগের অভাব বড়। তখন সহজে আমরা, যারা অতো ক্লান্ত নই, যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত ট্রোজানদের পারব জাহাজ ও তাঁবুর কাছ
৪৫ থেকে তাড়িয়ে শহরে ফেরত পাঠিয়ে দিতে।'

অ্যাকিলিসের প্রতি প্রার্থনা রেখে এই বলল প্যাট্রোক্লাস। আহ্ কী এক বোকা লোক সে! কারণ সে তো আসলে প্রার্থনা করল তার নিজেরই ভয়াল মরণ ও নিয়তি ডাকবার। তখন দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস, তার মন গভীর বিচলিত [এই কথা শুনে], বলল তাকে :

'ওহ প্যাট্রোক্লাস, জিউসের বংশজাত তুমি, এ তুমি কী বললে আমাকে! না
৫০ আমি জানি কোনো ঐশ্বরিক দৈববাণীর কথা যাতে আমার উচিত মন দেওয়া, না আমার রানিতুল্য মাতা আমাকে জিউসের থেকে বার্তা দিয়েছে কোনো।° নাহ, আমার মন ও আত্মা মারাত্মক বিষাদে আছে বরং এই দেখে যে আমার সমান এক লোক কিনা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল আমার পুরস্কার; শুধু এ-কারণে যে তার ক্ষমতা আমার থেকে বেশি? আমার কাছে এটা ভয়ানক দুঃখের কথা,
৫৫ বিশেষ করে যখন এর আগেও আমাকে সইতে হয়েছে বহু ব্যথা-দুর্দশা। যে মেয়েকে গ্রিক সন্তানেরা আমাকে বেছে দিয়েছিল যুদ্ধের পুরস্কাররূপে, যাকে আসলে আমি নিজেই জিতে নিয়েছি আমার বল্লম দিয়ে, এক মজবুত দেওয়াল ঘেরা শহর গুঁড়াবার পরে, তাকে রাজা আগামেমনন, এই অ্যাট্রিউসের ছেলে, কেড়ে নিয়ে গেছে আমার হাত থেকে, যেন বা আমি অধিকারবঞ্চিত উদ্বাস্তু

কোনো। যা হোক এসব সবই অতীতের কথা, আগের ঘটনা; আমাদের উচিত ৬০ এসব ভুলে যাওয়া। আমার ধারণা ছিল মানুষ চিরকাল একই ক্রোধ বুকে পুষে যেতে পারে;° আর আমি চাচ্ছিলাম অন্তত ততদিন ক্রোধের ইতি টানব না, যতদিন আমার নিজের জাহাজবহর আক্রান্ত না হচ্ছে যুদ্ধে ও যুদ্ধের চিৎকারে। তো আসো তবে, কাঁধে চড়িয়ে নাও আমার বিখ্যাত যুদ্ধসাজ, তারপর যুদ্ধপ্রিয় মারমিডনবাহিনীকে লড়াইয়ে নিয়ে যাও নেতৃত্ব দিয়ে—যেহেতু এখন সত্যি ৬৫ আমাদের জাহাজবহরকে ঘিরে ধরেছে ট্রোজানদের এক কালো মেঘ আর গ্রিকরা শত্রুবেষ্টিত হয়ে আছে সাগর সৈকতে, কোনোমতে আঁকড়ে ধরে আছে ছোট একখণ্ড মাটি। গ্রিকদের ওপর ভয়-শঙ্কাহীন ঝাঁপিয়ে পড়েছে পুরো ট্রোজান শহর, কারণ ট্রোজানরা দেখছে যে তাদের আশেপাশে কোনো আলো ঠিকরাচ্ছে না ৭০ আমার শিরস্ত্রাণের সামনের দিক থেকে।

'যদি রাজা আগামেমনন দয়া করে° যুদ্ধে আমাকে লাগাতো কাজে, তাহলে কবেই পালাতো ওরা; ওদের জলপথগুলি ভরে দিত নিজবাহিনীর মৃত লোক দিয়ে। কিন্তু এখন তারাই কিনা যুদ্ধ করে যাচ্ছে আমাদের শিবিরের সবখান জুড়ে। [আমি দেখছি] টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজের বল্লম গ্রিকদের কাছ থেকে ৭৫ ধ্বংসকে দূরে ঠেলে ক্ষেপে উঠছে না আর তার হাতে। তেমন আমি এখনও শুনিনি অ্যাট্রিউসপুত্রের গলা, শুনিনি কোনো রণহুঙ্কার বেরুচ্ছে তার ঘৃণ্য কণ্ঠ থেকে। নাহ, বরং আমার চারপাশে ভেঙে পড়ছে মানুষ-জবাই-দেওয়া হেক্টরের কণ্ঠস্বর, সে ডেকে যাচ্ছে ট্রোজানদের; আর তারা পুরো সমতল ভরে দিচ্ছে তাদের উত্তুঙ্গ কোলাহলে, লড়াইয়ে পরাভূত করে চলেছে গ্রিকদের।

'এসব সত্ত্বেও প্যাট্রোক্লাস, তোমাকে ওদের ওপর আক্রমণ চালাতে হবে ৮০ দুর্দান্ত করে। জাহাজগুলো বাঁচাতে হবে ধ্বংসের হাত থেকে, দেখতে হবে যেন ওরা জাহাজ পোড়াতে না পারে দাউদাউ অগ্নিতে; যেন আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে না পারে কাঙ্ক্ষিত ঘরে-ফেরার স্বপ্নটাকে। শোনো এখন, আমার পরামর্শের এ সারাংশ মনে গেঁথে নাও: তোমাকে বাকি সব গ্রিকের চোখে আমার জন্য বিরাট সম্মান ও যশখ্যাতি জিতে নিতে হবে, যাতে করে তারা ওই সুন্দর ৮৫ মেয়েকে আমার কাছে ফেরত পাঠায়, সেইসাথে আমাকে চমৎকার সব উপহারও দেয়। যেই তুমি ট্রোজানবাহিনীকে জাহাজ থেকে তাড়াতে সক্ষম হবে, তখনই ফিরে এসো [এইখানে]। আর যদি হেরার জোর-বজ্রধ্বনি-তোলা স্বামী [জিউস] তোমাকে দান করে বিজয়মহিমা, তবু তুমি যুদ্ধপ্রিয় ট্রোজানদের সাথে আমাকে ছাড়া একা লড়তে মনস্থির কোরো না; যদি তা করো তাহলে জেনো তুমি আমার ৯০ সম্মান কমাবে তাতে। আর তুমি যদি ট্রোজানদের বধ করে করে যুদ্ধ ও লড়াইয়ে বিজয়ের স্বাদ পেতে থাকো, তবু তোমার বাহিনী নিয়ে ইলিয়াম যেয়ো না চলে, কারণ কে জানে তখন অলিম্পাসবাসী চিরজীবী কোনো দেবদেবী যুদ্ধে তোমার

বিপক্ষে নেমে যায় কি না। হ্যাঁ, দূর থেকে তীর ছোড়া দেব অ্যাপোলো ট্রোজানদের
৯৫ জেনো খুব ভালোবাসে। এসবের বদলে, তুমি জাহাজের ওখানে গ্রিকদেরকে মুক্তির আলো দেওয়া হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমার কাছে ফিরে এসো। তখন অন্যেরা সমতলে লড়াই চালিয়ে গেলে যাক। আহ্ পিতা জিউস, অ্যাথিনা ও অ্যাপোলো, কীভাবে আমি চাই যে ট্রোজানদের মাঝে একজনও পালাতে না পারুক মৃত্যুর হাত থেকে, চাই একই জিনিস ঘটুক প্রত্যেক গ্রিকের ভাগ্যেও—কিন্তু শুধু আমরা দুজন যেন বেঁচে থাকতে পারি, যেন সেইভাবে কেবল শুধু আমরা দুজনই
১০০ পারি ট্রয়ের মাথা থেকে পবিত্র মস্তক-আবরণী° খুলে নিতে।'

এভাবে কথা বলল তারা একে অন্যের উদ্দেশে। অন্যদিকে অ্যাজাক্স উড়ে আসা তীর-বর্শায় বিপর্যস্ত হয়ে আর পারছিল না থাকতে ওইখানে—একইসাথে জিউসের ইচ্ছা ও কীর্তিমান ট্রোজানদের বর্শা নিক্ষেপে তার হাল বেহাল হলো, তার চকচকে শিরস্ত্রাণ টানা আঘাতের মুখে বিরামহীন ভয়ংকর ঝনঝন করে
১০৫ উঠল কপালের দু পাশে, এর মজবুত বানানো দু-গাল-ঢাকা পাতে বারবার পড়তে লাগল বর্শার বাড়ি। তার বাম কাঁধ দ্যুতিমান ঢাল টানা সোজা ধরে রেখে ক্লান্ত হয়ে এল। তবে ট্রোজানরা ঠিকই—যদিও তারা বর্শার আঘাত হানছিল অবিরত—ব্যর্থ হলো ঢাল অ্যাজাক্সের হাত থেকে ফেলে দিতে। পুরোটা ক্ষণ অ্যাজাক্স চরম সংকটে কাটাল কষ্ট করে শ্বাস টেনে টেনে—তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে,
১১০ শরীরের সব পাশ থেকে, প্রচুর ঘাম বয়ে গেল স্রোতের মতো করে। একটু শ্বাস ফেলার মতো কোনো বিশ্রাম মিলল না তার। সর্বত্র বিপর্যয় স্তূপ হতে লাগল আরও বিপর্যয়ের সাথে মিলে।

সঙ্গীতের দেবী তোমরা মিউজরা যারা অলিম্পাসে বাস করো, আমাকে এবার বলো কীভাবে প্রথমে গ্রিকদের জাহাজে আগুন নিক্ষেপ করা হলো।

হেক্টর চলে এল অ্যাজাক্সের কাছে, বিশাল তরবারি দিয়ে আঘাত হানল
১১৫ অ্যাজাক্সের অ্যাশকাঠের বর্শায়। এর আগার ঠিক নীচে কোটরের ওখানে লাগল আঘাত, তা বর্শার আগা পরিষ্কার কেটে বিচ্ছিন্ন করে দিল। টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স তখন বৃথাই এক আগাহীন বর্শা ঘোরাচ্ছে চারদিকে; ব্রোঞ্জের আগা তার থেকে বেশ দূরে মাটিতে পড়েছে ঠুংঠাং করে। অ্যাজাক্স তার মহাত্মা হৃদয়ের মাঝে এটা টের পেয়ে কেঁপে উঠল ভয়ে যে, দেবতারা কী করছে এসব, কীভাবে আসমানে
১২০ বজ্র হাঁকা জিউস তাদের সব যুদ্ধ-কৌশল ভেস্তে দিচ্ছে রীতিমতো আর কীভাবে ফন্দি আঁটছে ট্রোজানদের বিজয় দেওয়ার। এভাবে অ্যাজাক্স মাঠ ছেড়ে দিল তীর-বর্শায় আক্রান্ত হয়ে। তখন ট্রোজানরা দ্রুতচারী জাহাজের গায়ে ছুড়ে দিল ক্লান্তিহীন আগুন মশাল, শীঘ্র অনিবারণীয় অগ্নিশিখা লকলক করে উঠল জাহাজের

'পরে—এভাবে জাহাজের পেছনদিক পুরো ঘিরে গেল আগুনের মালায়। তখন অ্যাকিলিস তার দু উরুতে বাড়ি মেরে বলল প্যাট্রোক্লাসের প্রতি : ১২৫

'ওঠো এবার প্যাট্রোক্লাস, জিউস-বংশজাত রথচালক তুমি! আমি জাহাজের ওখানে দেখতে পাচ্ছি সর্বগ্রাসী আগুনের ছুটে আসা। আমার ভয় ওরা আমাদের জাহাজ নিয়ে নেবে, তখন পালানোর আর পথ থাকবে না কোনো! অতএব যত জলদি পারো আমার বর্মসাজ পরে নাও। আমি সৈন্য জড়ো করছি [তোমার সাথে যাবে বলে]।'

এ-ই ছিল তার কথা। তখন প্যাট্রোক্লাস দ্যুতিমান ব্রোঞ্জে নিজেকে সাজিয়ে ১৩০ নিল। প্রথমে সে হাঁটু-ঢাকা বর্ম পরল পায়ে, দেখতে খুব সুন্দর ছিল এরা, গোড়ালির কাছে ছিল রূপোর কারুকাজ; এরপর সে বুকে পরে নিল ইয়াকাসের দ্রুত-পা বংশধরের ঊর্ধ্বাঙ্গ বর্মসাজ,° জাঁকাল নকশাতোলা ওটা, তারার ফুটকিতে ভরা; আর কাঁধে চাপাল ব্রোঞ্জের রৌপ্যখচিত তরবারি, এরপরে তার ১৩৫ বিশাল ও মজবুত ঢাল। প্রকাণ্ড মাথায় সে এবার পরল সুনির্মিত শিরস্ত্রাণ, তাতে ঘোড়ার-কেশরের চূড়া, ওপরের দিকে পালক নড়ছে ভয়ংকরভাবে। এরপর সে বেছে নিল দুটো বীরোচিত বল্লম মুঠিতে ধরল ওগুলি। শুধু সে সাথে নিল না ইয়াকাসের অতুল্য নাতি অ্যাকিলিসের বল্লম—অ্যাকিলিসের সেই ১৪০ ভারি ও বিশাল ও শক্তিশালী বল্লম, যেটা উঠিয়ে ঘোরানোর সাধ্য কোনো গ্রিকের নেই, যেটা কেবল অ্যাকিলিসই ওঠাতে সক্ষম।° পেলিয়ান অ্যাশকাঠে বানানো এ বল্লম অনেকদিন আগে তার প্রিয় পিতাকে কাইরন° দিয়েছিল পেলিয়ান পর্বতের চূড়া থেকে এনে, দিয়েছিল [যাতে করে সে] যোদ্ধাদের কতল করতে পারে তা দিয়ে।

এবার প্যাট্রোক্লাস অটোমেডনকে বলল ঝটপট ঘোড়া রথে জুড়ে দিতে। ১৪৫ অটোমেডনকেই সে অ্যাকিলিসের পরে সবচে সম্মান করত বেশি। এই লোক শত্রুসেনাব্যূহ ভেঙে দিতে পারদর্শী ছিল খুব, এবং যুদ্ধে প্যাট্রোক্লাসের ডাক শুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার কাজে সে-ই তার চোখে বিশ্বস্ত ছিল সব থেকে। তার নির্দেশ পেয়ে অটোমেডন জোয়ালের নীচে জুড়ে দিল দ্রুতগামী ঘোড়া—জানথাস ও বালিয়াস; ওরা উড়ত বাতাসের বেগে, পশ্চিমা বায়ু জেফারের ঔরসে হারপি পোদার্গে নামের ঝড়-ঘোটকী এদের গর্ভে ধরেছিল ওশেনাসের স্রোতস্বিনীর ১৫০ তীরে তৃণভূমিতে ঘাস খেতে খেতে। এরপর অটোমেডন পাশের দড়িতে° জুড়ে দিল নিখুঁত এক ঘোড়া, নাম পেডাসাস; একে অতীতে অ্যাকিলিস ঈটিয়নের শহর দখল করে এখানে ধরে এনেছিল। এই ঘোড়া, যদিও নিজে নশ্বর বটে, তবু সে ঠিকই তাল রাখছিল অবিনশ্বর দু-ঘোড়ার সাথে।°

এ-সময় অ্যাকিলিস তাঁবুর ওখানে উপর-নীচ সবদিকে গিয়ে মারমিডন ১৫৫ সকল যোদ্ধাকে বর্মসাজ পরে নিতে আদেশ দিল। এরা ছুটে গেল বুনো নেকড়ের

মতো করে, যাদের হৃদয় ভরা অবর্ণনীয় ক্ষিপ্ততায়; সেই নেকড়ে যারা পাহাড়ের ওখানে বধ করেছে এক বিশাল শিংওয়ালা পুরুষ হরিণ, ছিঁড়ে-ফেড়ে ফেলেছে ওকে, এখন তাদের চোয়াল ভরে আছে লালবর্ণ খুনে, তারপর তারা একদল
১৬০ একসাথে হয়ে গেছে এক আধারঘেরা ঝরনাতে, তাদের পাতলা জিভ ওর গায়ের কালো জলে ছোঁয়াবে বলে; সে সময় তারা অনবরত ঢেকুর তুলে যাচ্ছে জমাট রক্তের, তাদের বুকের মাঝে হৃদয় নিঃশঙ্ক-নির্ভীক, আর তাদের পেট ঠেসেঠুসে ভরা—এমনই ছিল মারমিডনবাহিনীর নেতা ও শাসকেরা, এভাবেই তারা দৌড়ে
১৬৫ গেল দ্রুত-পা ইয়াকাসের নাতির পরাক্রমশালী অনুচরের চারপাশে। এবং তাদের সবার মাঝখানে দাঁড়াল যুদ্ধবাজ অ্যাকিলিস, তাড়া দিতে লাগল একই সাথে ঘোড়া ও ঢালবাহী মানুষদের।

মোট পঞ্চাশটি° দ্রুত-ছোটা জাহাজ জিউসের প্রিয়পাত্র অ্যাকিলিস নিয়ে এসেছিল ট্রয় উপকূলে। এদের প্রতিটিতে ছিল পঞ্চাশজন করে বেঞ্চিতে বসা
১৭০ যোদ্ধা, অ্যাকিলিসের সহযোদ্ধা এরা। সে [এদের মাঝ থেকে] মোট পাঁচজনের ওপর আস্থা রেখেছিল আদেশ প্রদানের, নেতা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল; আর নিজে বিশাল পরাক্রম নিয়ে এদের রাজা হিসেবে ছিল। প্রথম সারিটির নেতা ছিল ঝলমলে উর্ধ্বাঙ্গের বর্ম পরা মেনেস্থিয়াস, সে ছিল স্পারকিয়াসের ছেলে, স্পারকিয়াস ছিল জিউসের বৃষ্টিতে পুষ্ট এক নদী। পেলিউস কন্যা, সুন্দরী
১৭৫ পলিডোরা, অক্লান্ত স্পারকিয়াসের ঔরসে মেনেস্থিয়াসকে গর্ভে ধরেছিল—দেবতার সঙ্গে শোওয়া এক নারী ছিল সে, যদিও পিতৃপরিচয়ের হিসেবে পলিডোরা মেনেস্থিয়াসের জন্ম দিয়েছিল পেরিয়িরিজপুত্র বোরাসের ছেলেরূপে: কারণ বোরাস পলিডোরাকে বিয়ে করেছিল প্রকাশ্যে, জনসম্মুখে, আর তাকে [পলিডোরাকে] দিয়েছিল প্রণয়ের নানাবিধ অগণ্য যৌতুক।

এর পরের বাহিনীর নেতা ছিল যুদ্ধপ্রিয় ইয়ুডোরাস। সে ছিল অবিবাহিত
১৮০ এক নারীর সন্তান। তার মা পলিমিলা, ফাইলাসের মেয়ে, নাচে পারদর্শী এক নারী, গর্ভে ধরেছিল তাকে। মহান দেবতা হারমিস, আরগাসের হত্যাকারী, তাকে দেখে বিমোহিত হয়েছিল, যখন সে দেখল পলিমিলা নাচছে গায়িকা মেয়েদের মাঝে, আর্টেমিজের নাচের আসরে—আর্টেমিজ, সোনালি তীর মেরে চিৎকার তুলে শিকারে-ছোটা দেবী। দেরি না করে হারমিজ, দয়ালু দেবতা, বাড়ির
১৮৫ ওপরতলায় পলিমিলার শয়নকক্ষে চলে গেল, তার সাথে শুলো সংগোপনে; পরে পলিমিলা তাকে দিল এক চমৎকার ছেলে, ইয়ুডোরাস, পায়ের দ্রুততায় ও যোদ্ধা হিসেবে সকলের সেরা। যখন পরে ইলিথিয়া, প্রসববেদনার দেবী, ইয়ুডোরাসকে পৃথিবীর আলোয় নিয়ে এল, যখন এ শিশু তার দু-চোখে দেখল সূর্যের আলো,

তখন পলিমিলাকে অ্যাক্টরের বলিষ্ঠ ও শক্তিমান ছেলে একেকলিজ স্ত্রী করে তার ঘরে নিয়ে গেল বিশাল কনে-যৌতুক দেওয়ার পরে। বৃদ্ধ ফাইলাস ইয়ুডোরাসকে ১৯০ বড় করে তুলল অনেক আদর-যত্ন দিয়ে, অনেক ভালোবাসা দিল তাকে যেন বা সে তার নিজেরই সন্তান।

যুদ্ধপ্রিয় পাইসান্দার ছিল তৃতীয় বাহিনীর নেতা। সে ছিল সিমালাসের ছেলে; সমস্ত মারমিডন যোদ্ধার মাঝে বল্লমযুদ্ধে সে ছিল সবার চেয়ে সেরা—অবশ্য পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের অনুচর [প্যাট্রোক্লাসের] পরে। বৃদ্ধ রথচালক ১৯৫ ফিনিক্স ছিল চতুর্থ বাহিনীর নেতা; এবং আলসিমেডন ছিল পঞ্চমটির, সে ছিল লেয়ারসিজের অতুল্য সন্তান।

অ্যাকিলিস সমস্ত সেনাকে তাদের এই নেতাদের সাথে বাহিনী বাহিনী আলাদা সাজিয়ে বিন্যস্ত করে নেওয়ার পরে, এবার তাদের উদ্দেশে সে রাখল এক কঠোর আদেশ :

'মারমিডন যোদ্ধারা, আমি যেন তোমাদের কাউকে না দেখি ভুলে গেছ ২০০ সেইসব হুমকির কথা যেসব হুমকি তোমরা ট্রোজানদের উদ্দেশে উচ্চারণ করতে দ্রুতচারী জাহাজের পাশে—আমার ক্রোধের দিনগুলির পুরো সময় ধরে। তোমরা প্রত্যেকে আমাকে দুষতে এই কথা বলে: "পেলিউসের নিষ্ঠুর ছেলে তুমি, নিশ্চিত তোমার মা তোমাকে পিত্তরস খাইয়ে বড় করেছিল। কী নির্দয় তুমি, জোর করে সহযোদ্ধাদের ধরে রাখছ জাহাজের পাশে। নাহ, আমাদের বরং সমুদ্রচারী জাহাজে চড়ে ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো হবে, কারণ পরিষ্কার ২০৫ এক সর্বনাশা ক্রোধের বিষে ভরে গেছে তোমার হৃদয়।" এসবই তো বলতে তোমরা আমাকে নিয়ে প্রায়শই, নিজেরা যেই একসাথে হতে। আর এখন তোমাদের সামনে এসেছে যুদ্ধের বিশাল শৈলী দেখানোর দিন, ঠিক যেমন তোমরা নিজেরা খুব করে চেয়েছিল আগে। অতএব প্রত্যেকে বুকে সাহস রেখে লড়ে যাও ট্রোজানদের বিপরীতে।'

এ-ই বলল সে, প্রতিটা মানুষের মনে ত্বরান্বিত করে দিল প্রচণ্ডতা ও ২১০ যোদ্ধাচেতনাকে। তারা তাদের রাজার এই কথা শুনে বাহিনীর সারিগুলি আরও ঘনবদ্ধ করে নিয়ে এল। যেভাবে কোনো লোক কোনো উঁচু বাড়ির পাঁচিল তোলে পাথরের পর পাথর ঘনবদ্ধ সাজিয়ে নিয়ে, যেন হাওয়ার প্রচণ্ডতা বাড়িটির ক্ষতি করতে না পারে—সেভাবে তারা একসাথে সাজাল তাদের শিরস্ত্রাণ ও স্ফীত-অংশে কারুকাজ করা ঢাল পাশাপাশি; ঢালের ওপরে চেপে এল ঢাল, ২১৫ শিরস্ত্রাণের ওপরে শিরস্ত্রাণ আর মানুষের ওপরে মানুষ। তারা যেই তাদের মাথা নাড়াচ্ছে, তখন ঘোড়ার কেশরের চূড়াওয়ালা উজ্জ্বল পাত বসানো শিরস্ত্রাণগুলি লেগে যাচ্ছিল পরস্পরের সাথে। এতটাই একে অন্যের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল তারা। আর সবার সামনে দুজন দাঁড়াল তাদের বর্মসাজ পরে, প্যাট্রোক্লাস ও

অটোমেডন, দুজনের মনে সংকল্প একই—মারমিডনবাহিনীর সর্বাগ্রে থেকে তারা
২২০ ঢুকবে লড়াইয়ের মাঠে।

অ্যাকিলিস এসময় চলে গেল তার তাঁবু অভ্যন্তরে, খুলল এক সুন্দর ও জাঁকাল নকশা করা সিন্দুকের ডালা। এই সিন্দুক তাকে [তার মা] রূপালি-পা দেবী থেটিস জাহাজে তুলে দিয়েছিল সাথে নিয়ে আসবার কাজে। থেটিস ওটা ভরে দিয়েছিল বাতাসের হাত থেকে বাঁচার বহির্বাস, আলখাল্লা এইসব দিয়ে; আরও দিয়েছিল গালিচা, উলে-বোনা। ওরই ভেতরে অ্যাকিলিস
২২৫ রেখেছিল এক সুন্দর-বানানো কাপ, ওই কাপে শুধু সে একাই খেত আগুনবরণ মদ, ওর থেকে দেবতাদের সম্মানে মদ ঢালত কেবল পিতা জিউসের প্রতি, অন্য কোনো দেবদেবীর প্রতি নয়। অ্যাকিলিস এই কাপ তুলে নিল সিন্দুকের থেকে, প্রথমে তা সাফ করল গন্ধক° দিয়ে, তারপর ধুয়ে নিল অনেক পানি ঢেলে। সেই সাথে নিজের হাতও ভালো মতো ধুয়ে নিয়ে সে
২৩০ কাপে ঢালল আগুনবরণ মদ। এরপর অ্যাকিলিস আঙ্গিনার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে গিয়ে স্বর্গের দিকে মুখ তুলে প্রার্থনাতে ফেলে দিল মদ। জিউস, বজ্রচমক ছোঁড়া দেব, ঠিকই শুনতে পেল তার প্রার্থনা :

'জিউস, প্রভু তুমি ডোডোনিয়ানদের, প্রভু তুমি পেলাজজানদের, যে তুমি বাস করো বহুদূরে, শাসন করো শীতে মোড়া ডোডোনাকে। তোমাকে ঘিরে থাকে সেলায়ি দৈবজ্ঞেরা, তোমার বাণীর ব্যাখ্যাদাতা তারা, আধোয়া পায়ের ঐ
২৩৫ মানুষেরা যারা মাটিতে ঘুমায়।° তুমি আমার কথা শোনো, যেমনটা শুনেছ একবার আমি প্রার্থনা জানানোর পরে; ওটা শুনে তুমি আমার সম্মান রেখেছিলে, গ্রিকবাহিনীকে আঘাত হেনেছিলে ভয়ংকরভাবে। অতএব আরও একবার আমার প্রার্থনা পূর্ণ করে দাও। আমি নিজে সন্দেহ নেই রয়ে যাচ্ছি জাহাজের জটলার
২৪০ কাছে, কিন্তু সহযোদ্ধা [প্যাট্রোক্লাসকে] লড়াইয়ে পাঠাচ্ছি মারমিডনবাহিনীর সাথে। ও জিউস, দূরাবধি বজ্র-হানা দেব, প্যাট্রোক্লাসের সঙ্গে তুমি যশগৌরবকে সঙ্গী করে দাও, তার বুকের মাঝে হৃদয়কে সাহসী করে দাও, যাতে এমনকি হেক্টরও বুঝতে পারে আমার অনুচর কি একাই লড়ে যাবার ক্ষমতা রাখে, নাকি তার দু-হাত শুধু তখনই উন্মত্ত অজেয় হয়ে ওঠে যখন [তার
২৪৫ সাথে] আমি নিজে যুদ্ধদেব আইরিজের বিশৃঙ্খলাতে ঢুকি। সেইসাথে [শোনো], এবার প্যাট্রোক্লাস যখন ট্রোজানদের আগ্রাসন জাহাজের কাছ থেকে হটিয়ে দেবে, তখন সে যেন কোনো আঘাত ছাড়াই ফিরে আসে দ্রুতচারী জাহাজের এখানে আমার কাছে, তার সব অস্ত্র ও দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়া তার সব সহযোদ্ধাকে নিয়ে, নিরাপদে।'

এ-ই বলল অ্যাকিলিস তার প্রার্থনায়। মন্ত্রণাদাতা জিউস শুনল তার কথা,
২৫০ এর একাংশ পিতা [জিউস] মঞ্জুর করল এবং এক অংশ প্রত্যাখ্যান করে দিল।

প্যাট্রোক্লাস যে জাহাজের এখান থেকে ট্রোজানদের যুদ্ধ ও লড়াই সফলতার সাথে হটিয়ে দেবে, তা মঞ্জুর করল সে; কিন্তু সে যে যুদ্ধের মাঠ থেকে ফিরবে নিরাপদে, এই প্রার্থনায় [জিউস] অরাজি থেকে গেল।

পিতা জিউসের প্রতি মদ ঢালা ও প্রার্থনার শেষে অ্যাকিলিস ফের তাঁবুতে ফিরে গেল, কাপ ফের রেখে দিল সিন্দুকের মাঝে। এরপর বাইরে এল সে, এসে দাঁড়াল তাঁবুর সামনেটাতে, কারণ তখন তার মন চাইছে দেখতে যে ট্রোজান ও গ্রিকদের মাঝে মারাত্মক লড়াইটি কেমন করে ঘটে। ২৫৫

ইতিমধ্যে বীরোচিত-মন প্যাট্রোক্লাসের সাথে সুবিন্যস্ত সারি বেঁধে একসাথে হওয়া সেনাদল সামনে এগিয়ে গেছে, তেজোদীপ্ত মনে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ট্রোজানদের ওপরে। সোজাসুজি তারা পথের পাশের বোলতার মতো করে নির্গত হলো, যে বোলতাদের নেড়ে বালকেরা ক্ষেপিয়ে তোলে খুব, পথের পাশে ওদের চাকে গুঁতো দিয়ে দিয়ে জ্বালাতন করে; কী বোকা ওই বালকেরা! কতটা বিপদ ওরা ডেকে আনে সবার জন্যই শেষে। বোলতাদের দল, পথে হেঁটে যাচ্ছে এমন কেউ চাকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নির্বোধের মতো যদি ওদের জাগিয়ে তোলে, ওরা সব একসাথে মিলে উড়ে বেরিয়ে আসে ওদের বুকের সব সাহস একসাথে করে, প্রত্যেকে লড়ে যায় যার যার বাচ্চাকে রক্ষার কাজে—ওই বোলতাদের মতোই সাহস ও তেজস্বিতা নিয়ে মারমিডন সেনারা নির্গত হলো জাহাজের থেকে; এক অনিবারণীয় চিৎকার উঠল জেগে। প্যাট্রোক্লাস তখন তার সহযোদ্ধাদের বলল জোর হাঁক দিয়ে : ২৬০ ২৬৫

'মারমিডনেরা, তোমরা যারা সহযোদ্ধা পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের, পুরুষ হয়ো বন্ধুরা আমার, স্মরণে রেখো তোমাদের প্রবল পরাক্রম। অতখানি যেন তোমরা সম্মান বয়ে আনতে পারো পেলিউসপুত্রের প্রতি—যে নিজে এই জাহাজবহরের পাশে সকল গ্রিকের মাঝে সর্বসেরা বীর, বীর তো এমনকি আমরা নিজেরাও, দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়া তার অনুচর যারা—যতটা সম্মান আনলে পরে অ্যাট্রিউসপুত্র, সর্বস্থান শাসনকারী আগামেমনন, নিজে বুঝতে পারবে কী বিভ্রমে পড়ে সে গ্রিকদের সর্বসেরা মানুষটিকে কতো অসম্মান করেছিল।' ২৭০

একথা বলে প্যাট্রোক্লাস জাগিয়ে তুলল প্রতিটি মানুষের বল-শক্তি ও যোদ্ধাচেতনাকে। তারা ট্রোজানদের ওপর চড়াও হলো একদল বেঁধে, চারপাশে জাহাজবহর জুড়ে ভয়-জাগানো প্রতিধ্বনি হলো তাদের চিৎকারের। ট্রোজানরা যখন দেখল মেনিশাসের বীরপুত্র নিজে এবং তার হুকুমবরদার [অটোমেডন] জ্বলজ্বল করছে শরীরের বর্মসাজে, তাদের প্রত্যেকের হৃদয় কেঁপে উঠল ভয়ে, ব্যাটালিয়নগুলি নড়ে উঠল এ অনুমানে যে নিশ্চিত এবার জাহাজের পাশে ২৭৫ ২৮০

পেলিউসের দ্রুত-পা ছেলে [অ্যাকিলিস] ঝেড়ে ফেলেছে তার ক্রোধ, অবশেষে মিত্রতা বেছে নিয়েছে [আগামেমননের সাথে]। প্রতিটা ট্রোজান চারপাশে তাকাতে লাগল কীভাবে চরম বিনাশ এড়ানো যায় তা বুঝে নিতে।

প্রথমে প্যাট্রোক্লাসই উজ্জ্বল বল্লম ছুড়ে মারল সোজা ট্রোজান জটলার
২৮৫ মাঝে, যেখানে ভিড় সবচে থিকথিকে ছিল। বল্লম মারল সে গর্বিতমন প্রোটেসিলেয়াসের জাহাজের পশ্চাদভাগে;° আঘাত হানল পাইরিক্‌মিজের গায়ে, সে ছিল রথচালনায় দড় পিওনিয়ানদের নেতা, তাদের সে নিয়ে এসেছিল অ্যামিডন থেকে, প্রশস্ত-প্রবাহিত নদী অ্যাক্সিয়াসের কাছ থেকে। তাকে প্যাট্রোক্লাস মারল ডান কাঁধে, সে গোঙানি তুলে পড়ে গেল ধুলোয় পিঠ দিয়ে;
২৯০ তার চারপাশে পিওনিয়ান সহযোদ্ধারা পালাল ছত্রভঙ্গ হয়ে। তাদের নেতাকে মেরে প্যাট্রোক্লাস সবার মনে ঢুকালো আতঙ্ক বিরাট, ওই নেতা লড়াইয়ে সর্বসেরাদের একজন ছিল। এভাবে প্যাট্রোক্লাস তাদেরকে জাহাজের কাছ থেকে হটিয়ে দেওয়ার পরে নেভালো জ্বলন্ত আগুনটুকু, আধপোড়া জাহাজ পড়ে রইল ওইখানে। ট্রোজানরা অবিশ্বাস্য এক হট্টগোল তুলে দিগ্বিদিক পালাল ভয় পেয়ে,
২৯৫ গ্রিকরা তাদের সুগোল জাহাজের মাঝ থেকে বেরুতে লাগল দলে দলে, এক বিরতিহীন চিৎকার কাঁপাল চারপাশ। যেভাবে জিউস, বজ্র জড়োকারী দেব, কোনো ঘন জমাট মেঘ সরিয়ে দেয় কোনো বিশাল পর্বতের উঁচু শীর্ষ থেকে, তখন সাথে সাথে [মানুষের] চোখে পড়ে পর্বতের সবক'টি চূড়া, পাহাড়ি সব
৩০০ উপত্যকা, এবং উঁচু আকাশ থেকে হুড়মুড় নেমে আসে অসীম পরিমাণ উজ্জ্বল বিশুদ্ধ বায়ু—সেভাবে গ্রিকরা জাহাজের কাছ থেকে সরালো সর্বগ্রাসী আগুনের শিখা, তারা বিশ্রাম নিতে পারল কিছুক্ষণ, যদিও যুদ্ধে তাতে বিরতি পড়ল না কোনো। কারণ আইরিজের প্রিয় গ্রিক যোদ্ধাদের হাতে, জাহাজের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে, ট্রোজানরা তখনও ঊর্ধ্বমুখে পালায়নি দলবেঁধে; তখনও তারা
৩০৫ চাচ্ছিল টিকে থাকবে শত্রুর সাথে লড়ে, জাহাজের কাছ থেকে পিছু হটবে কেবল যদি একান্তই বাধ্য হয় তবে।

এরপর যুদ্ধ ছড়িয়ে গেলে পরে, নেতায়-নেতায় যুদ্ধে আরও মানুষ খুন হলো আরও মানুষের হাতে। প্রথমে মেনিশাসের বীর ছেলে [প্যাট্রোক্লাস] আঘাত হানল অ্যারিয়িলিকাসের উরুতে ধারাল বল্লম ছুড়ে মেরে, তখন এই লোক দূরে যাচ্ছিল পালাবে বলে। বল্লম সোজা চলে গেল অ্যারিয়িলিকাসের উরু ভেদ করে, গুঁড়ো
৩১০ করে দিল হাড়; সে মাটিতে মুখ দিয়ে পড়ে গেল ধুপ করে। যুদ্ধবাজ মেনেলাস ওদিকে থোয়াসের বুকে ঢালের নীচের অনাবৃত অংশে ঢুকিয়ে দিল বল্লম; থোয়াসের হাত-পা শিথিল হয়ে এল। অ্যামফিক্লাস ছুটে আসছিল ফাইলিয়ুসপুত্র [মেজিসের] ওপরে, কিন্তু মেজিস দেখে ফেলল তাকে, অতিদ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে নিল; সে আঘাত হানল অ্যামফিক্লাসের পায়ের ওপর দিকের অংশটাতে যেখানে

মানুষের পেশি সবচে পুরু থাকে। বল্লমের আগায় ছিঁড়ে গেল অ্যামফিক্লাসের ৩১৫
পেশিতন্তুগুলি, অন্ধকার ঢেকে দিল তার দুই চোখ।

এরপর নেস্টরের দু ছেলের একজন, অ্যান্টিলোকাস, তার ধারাল বর্শা সজোরে ঢুকিয়ে দিল অ্যাটিম্‌নিয়াসের শরীরের পাশে; বর্শা চলে গেল ত্বক ফুঁড়ে, সে পড়ল সামনে মাথা দিয়ে। ম্যারিস, তার ভাই, পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে ভাইয়ের পতন দেখে উন্মত্ত হয়ে বল্লম হাতে ধেয়ে গেল অ্যান্টিলোকাসের ৩২০
দিকে, মৃতদেহের সামনে অবস্থান নিল। কিন্তু নেস্টরের অন্য ছেলে দেবতুল্য থ্রাসিমিডিজ তার চেয়ে দ্রুতগতি ছিল; শত্রুর বর্শা আঘাত হানার আগে সে একটুও দেরি না করে শত্রুকেই মারল কাঁধে। লক্ষ্য ব্যর্থ হলো না তার, বর্শার আগায় কাটা পড়ে পেশী থেকে পুরো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ম্যারিসের বাহু, তা পুরো বিযুক্ত করে দিল তার বাহুর হাড়। ম্যারিস মাটিতে পড়ে গেল ধুপ শব্দ ৩২৫
করে, অন্ধকার ঢেকে দিল তার দুই চোখ। এভাবে এ দুজন ভাই অন্য দু ভাইয়ের হাতে শেষ হয়ে রওনা দিল এরেবাসের পথে। সারপিডনের খুব ভালো দুই সহযোদ্ধা ছিল এরা, দুজনই ছিল অ্যামিসোদারাসের বল্লমবাজ ছেলে—অ্যামিসোদারাস উন্মত্ত দৈত্য কাইমিরাকে পেলে বড় করেছিল, যে দৈত্য ছিল বহু মানুষের জন্য সর্বনাশ।

আর ওয়িলিয়ুসপুত্র অ্যাজাক্স ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্লেওবুলাসের ওপরে; সে বিভ্রান্ত ৩৩০
হয়ে পড়েছিল জটলার মাঝে, অ্যাজাক্স তাকে ধরে ফেলল জীবিত। ওখানেই তৎক্ষণাৎ অ্যাজাক্স তার খাপওয়ালা তরবারি বিদ্ধ করে দিল ক্লেওবুলাসের ঘাড়ে, শিথিল করে দিল তার শক্তি ও বল। তার খুনে উষ্ণ হলো তরবারির ধার, তার চোখ জুড়ে নেমে এল রক্তাভ মৃত্যু ও নিঠুর নিয়তি। এরপরে পিনেলিওস ও লাইকন একসাথে ছুটে গেল একে অন্যের দিকে, তাদের বল্লম ব্যর্থ হয়েছে লক্ষ্যে ৩৩৫
লাগাতে, দুজনেই বল্লম ছুড়েছিল অহেতুক। তারা এবার একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল যার যার তরবারি নিয়ে। লাইকন বিপক্ষের ঘোড়ার-কেশরের চূড়াওয়ালা শিরস্ত্রাণের শিংয়ে আঘাত করল ঠিকই, কিন্তু তাতে তার তরবারি ভেঙে গেল মুষ্টির কাছে। এবার পিনেলিওস মারল তাকে তার কানের নীচে, ঘাড়ে; পুরো তরবারি ঢুকে গেল সেইখানে, তার মাথা ঝুলে থাকল স্রেফ চামড়ায়, ঝুলে থাকল ৩৪০
এক পাশে; শিথিল হয়ে এল তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব। এবার মেরাইয়োনিজ দ্রুত বড় পা ফেলে ধরে ফেলল আকামাসকে, যেই আকামাস উঠতে গেল তার রথে। মেরাইয়োনিজ তাকে বর্শা বিদ্ধ করে দিল তার ডান কাঁধে। রথ থেকে পড়ে গেল আকামাস, তার দু-চোখে ছড়িয়ে পড়ল কুয়াশার মেঘ। এবার আইডোমেন্যুস তার নির্দয় ব্রোঞ্জ দিয়ে মারল এরিমাসের মুখে। ব্রোঞ্জের আগার বর্শা সোজা ঢুকে ৩৪৫
ওপাশে বের হয়ে এল এরিমাসের মগজের নীচ দিয়ে, ছিঁড়ে ফেড়ে দিল সব সাদা হাড়। ঝরঝর করে পড়ে গেল তার সব দাঁত, তার দু-চোখই ভরে গেল

খুনে। মুখে বিরাট হাঁ করে সে তার নাক ও মুখ থেকে সবেগে রক্ত উগরে দিল,
৩৫০ এরপর মৃত্যুর কালো মেঘ ঘিরে দিল তাকে।

এভাবেই গ্রিক নেতারা যার যার মানুষহত্যা সম্পন্ন করছিল। যেভাবে খুনে নেকড়ের দল ঝাঁপিয়ে আসে ভেড়া কিংবা শাবকের দিকে, তাদের রাখালের নির্বুদ্ধিতা হেতু তারা পাল থেকে আলাদা হয়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে গেলে যেভাবে নেকড়েরা তা দেখে নিয়ে পালের মধ্য থেকে বেছে নেয় তাদের শিকার, অবিলম্বে
৩৫৫ কমবয়সীগুলোকে তাড়া করে যেহেতু ওদের বুকে সাহস থাকে কম—সেভাবে গ্রিকরা ঝাঁপালো ট্রোজানদের ওপরে। ট্রোজানরা তখন, মনে মনে, হট্টগোল তুলে পালানোরই প্রস্তুতি নিচ্ছিল; তারা ভুলে গিয়েছিল তাদের দুর্বার সাহসের কথা।

বড় অ্যাজাক্স তখন একদম অধৈর্য তার বল্লম ব্রোঞ্জের-শিরস্ত্রাণ পরা হেক্টরের দিকে মারবে বলে। কিন্তু হেক্টর যুদ্ধশৈলীতে পারদর্শিতা হেতু তার
৩৬০ দু চওড়া কাঁধ ঢেকে রাখল ষাঁড়ের চামড়ার ঢালের পেছনে, পুরোটা সময় কান খাড়া রাখল তীর ও নিক্ষিপ্ত বল্লমের শোঁ-শোঁ আওয়াজের দিকে। সে নিঃসন্দেহে জানতো কীভাবে তার শত্রুদের পরাক্রম হেতু যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাচ্ছিল অন্যদিকে; তবু সে ওখানেই থাকল দৃঢ় হয়ে, চেষ্টা করে গেল বিশ্বস্ত সহযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা দিতে।

যেভাবে কোনো স্বচ্ছ উজ্জ্বল আবহাওয়ার পরে উঁচুতে আকাশে অলিম্পাস
৩৬৫ থেকে এক বড় মেঘ নেমে আসে, কারণ জিউস চাচ্ছে কোনো ঝড় ছড়িয়ে দিতে—সেভাবে জাহাজের কাছ থেকে জাগল চিৎকার, জাগল ছত্রভঙ্গ পালানোর শোরগোল; আর ট্রোজানরা আবার ওই পরিখা পার হয়ে [এপাশে ফিরে আসতে গিয়ে] ভজকট করে ফেলল সবকিছু। হেক্টর নিজে তার দ্রুত-পা ঘোড়াদের সহায়তা নিয়ে রথ অস্ত্র সবসহ পরিখা পার হয়ে গেল; তবে সে পেছনে ফেলে এল পরিখায় আটকে পড়া ট্রোজান সেনাদের, তারা তাদের অনিচ্ছায় গর্তের
৩৭০ গভীর ফাঁদে পড়ে গেল। আর পরিখার ভেতরে দ্রুতছোটা রথটানা ঘোড়াদের অসংখ্য জোড়া, রথের ডাণ্ডা ভেঙেচুরে ফেলে তাদের প্রভুদের সব রথ পেছনে রেখে এল। প্যাট্রোক্লাস তাদের পেছনে ছুটে গেল প্রচণ্ড চিৎকার করে গ্রিকদের ডেকে ডেকে, তার উদ্দেশ্য ট্রোজানদের জন্য কেয়ামত নিয়ে আসা। ট্রোজানরা তখন, তাদের বাহিনীর সারি একবার ভেঙে গেলে, চিৎকার ও পলায়নের হট্টগোলে ভরে দিচ্ছিল সব দিক। তাদের একখুরের ঘোড়াগুলি যখন এভাবে
৩৭৫ চেষ্টা করে যাচ্ছে জাহাজবহর ও তাঁবু থেকে পালিয়ে শহরে ফিরে যাবে, তখন উঁচুতে মেঘ অবধি উঠে গেল এক ধূলিঝড়। যেদিকেই প্যাট্রোক্লাস দেখল সবচে বেশি লোক একসঙ্গে এলোমেলো অবস্থায় আছে, সে চিৎকার দিয়ে ছুটল

সেদিকে। তার রথের অক্ষদণ্ডের নীচে মানুষ পড়তে লাগল সোজা মাথা নীচুমুখো
দিয়ে, সমানে ডিগবাজি খেতে লাগল তাদের রথগুলি। প্যাট্রোক্লাসের দ্রুত-ছোটা
ঘোড়াদের দল—পেলিউসের প্রতি উজ্জ্বল উপহাররূপে দেবতাদের দেওয়া　৩৮০
অবিনশ্বর ঘোড়া° ছিল ওরা—এক লাফে, সামনের দিকে বাধাহীন উড়ে যেতে
যেতে পরিখা পার হয়ে এল। প্যাট্রোক্লাসের হৃদয় তাকে তাড়া দিচ্ছিল শুধু
হেক্টরকে ধরবার লোভে, সে বদ্ধপরিকর ছিল তাকে আঘাত হানার, তবে হেক্টরের
দ্রুতগামী ঘোড়া ঠিকই তাকে নিয়ে যেতে লাগল সামনে, নিরাপদে।

যেভাবে হেমন্তে ফসল কাটার দিনে কোনো ঝড়ের নীচে পুরো কালোরঙ
পৃথিবী জিউসের ঢেলে দেওয়া প্রবলতম বৃষ্টিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে, যেহেতু　৩৮৫
জিউস প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়েছে মানুষের জমায়েতে শালিসির দিনে হিংসা
মনে নিয়ে অসৎ রায় দেওয়া বিচারকদের প্রতি—তারা সুবিচারকে দূরে
ঠেলেছে, একটুও ভাবেনি দেবতাদের প্রতিশোধের কথা—তখন তাদের সব
নদী যেভাবে বন্যায় ভেসে যায়, স্রোতের তোড়ে বহু পাহাড়ের পাদদেশে গর্ত　৩৯০
হয়ে খুলে যায় মাটি, তারপর স্রোত পর্বতের ওখান থেকে বিরাট গর্জনে সোজা
ধেয়ে যায় নীচে অন্ধকার সাগরের দিকে, ছুটে যায় মানুষের চাষ দেওয়া জমি
সব ধ্বংস করে দিয়ে—সেভাবে বিশাল গর্জন তুলে ট্রয়ের ঘোড়াগুলি ছুটছিল
পলায়নের পথে।

প্যাট্রোক্লাস এসময় সবচে সামনের ব্যাটালিয়নগুলি বিচ্ছিন্ন করে দিল
অন্যদের থেকে। সে তাদের জাহাজের কাছে ফিরিয়ে এনে ঘিরে ধরল, তাদের　৩৯৫
অধীর ব্যাকুলতা সত্ত্বেও যেতে দিল না শহরের দিকে; বরং জাহাজ, নদী ও উঁচু
দেওয়ালের° মাঝখানের স্থানে সে চড়াও হলো তাদের ওপর, শুরু করল
হত্যালীলা, শোধ নিতে লাগল তার বহু সহযোদ্ধা হত্যার। প্রথমে সে তার
চকচকে বর্শা দিয়ে মারল প্রোনোয়াসকে বুকে, যেখানে ঢালের পাশে তার
শরীরের একটা অংশ অনাবৃত ছিল। এভাবেই সে ঢিলা করে দিল প্রোনোয়াসের　৪০০
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব, প্রোনোয়াস পড়ে গেল ধুপ শব্দ করে। এরপর প্যাট্রোক্লাস চড়াও
হলো থেস্টরের ওপরে, সে ছিল ঈনোপ্সের ছেলে। গুটিসুটি মেরে থেস্টর বসে
ছিল তার চকচকে রথের মাঝখানে, কারণ আতঙ্ক ও ভয়ে তার বোধশক্তি লোপ
পেয়েছিল, রথের লাগাম পড়ে গিয়েছিল তার হাত থেকে। প্যাট্রোক্লাস তার কাছে
চলে এল, বল্লম দিয়ে মারল তার ডান চোয়ালের 'পরে, বল্লম ঢুকিয়ে দিল　৪০৫
দাঁতপাটির মাঝ দিয়ে। তারপর সে বল্লম উঁচু করে তুলে থেস্টরকে রথের রেলিং
ধরে টেনে নিয়ে এল, ঠিক যেভাবে কোনো লোক পাহাড়ের বাইরে বেরিয়ে আসা
কোনো শিলার ওপর বসে মাছধরার রশি ও জ্বলজ্বলে ব্রোঞ্জের বড়শি দিয়ে সাগর
থেকে কোনো পবিত্র মাছ ধরে মাটিতে টেনে নিতে থাকে—সেভাবেই প্যাট্রোক্লাস
মুখ হাঁ করা থেস্টরকে চকচকে বল্লমের মাথায় গেঁথে টেনে বার করল রথ থেকে,

৪১০ তাকে ছুড়ে ফেলল নীচে মুখ মাটির দিকে দিয়ে, আর ওখানে পড়ামাত্র থেস্টরের জীবন তাকে ছেড়ে গেল। এরপর এরিলেয়াস তার দিকে ছুটে আসতেই প্যাট্রোক্লাস এরিলেয়াসের মাথার মাঝখানে মারল তাকে এক পাথর দিয়ে, ভারি শিরস্ত্রাণের ভেতরে মাথা ভেঙে পুরো দুভাগ করে দিল। সে পড়ে গেল মাটিতে মুখ নীচে দিয়ে, জীবন-গুঁড়িয়ে-দেওয়া মৃত্যু ঢলে এল তার দেহের ওপরে।

৪১৫ এরপরে প্যাট্রোক্লাস একের পর এক বিশাল পুষ্টিদায়ী মাটির ওপর ঝরিয়ে দিল আরও কত প্রাণ—এরিমাস, অ্যামফোটেরাস ও এপাল্টেস; সেইসাথে ট্লেপোলেমাস, সে ডামাস্টোরের ছেলে, আর একিয়াস ও পাইরিস, আইফিয়ুস ও ইয়ুইপাস, এবং আরজিয়াসপুত্র পলিমিলাস।

তবে যখন সারপিডন দেখল তার বেল্টছাড়া-বহির্বাস-পরা সহযোদ্ধারা

৪২০ এভাবে মারা যাচ্ছে মেনিশাসপুত্র প্যাট্রোক্লাসের হাতের নীচে, সে জোরে চিৎকার দিল, ভর্ৎসনা জানাল দেবতুল্য লিশান সেনাদের :

'ধিক তোমাদের, লিশান যোদ্ধারা! কোথায় পালাচ্ছ তোমরা সবাই? এবার জলদি লড়াইয়ে নামো। আমি নিজে যাচ্ছি এ-লোকের সাথে লড়ব তাই, দেখব কে সেই লোক যে জিতেই চলেছে। সত্যি সে বিরাট আঘাত বয়ে এনেছে

৪২৫ ট্রোজানদের 'পরে, অনেক মহৎ যোদ্ধার হাঁটু দিয়েছে ঢিলে করে।'

বলল সারপিডন, এবং তার বর্মসাজ গায়ে পরে লাফ দিয়ে মাটিতে নামল রথ থেকে। তার উল্টো পাশে প্যাট্রোক্লাস যেই দেখল তাকে, সে-ও লাফ দিল তার রথ থেকে। যেভাবে বাঁকা বড় নখ ও বাঁক নেওয়া ঠোঁটের শকুনেরা সজোরে চেঁচিয়ে লড়াই করে কোনো উঁচু শিলাখণ্ডের 'পরে, সেভাবে এ দুজন চেঁচিয়ে

৪৩০ চেঁচিয়ে ধেয়ে গেল একে অন্যের দিকে।

আর এদের দেখে মনে দয়া হলো ঘোর-প্যাঁচের বুদ্ধিদাতা ক্রোনাসপুত্র জিউসের, সে বলল হেরাকে—হেরা, একইসঙ্গে তার স্ত্রী ও বোন :

'আমার জন্য এটা খুব দুঃখের যে আমার প্রিয়তম মানবসন্তান সারপিডনের নিয়তিই এই—সে মারা যাবে মেনিশাসপুত্র প্যাট্রোক্লাসের হাতে! বিষয়টা নিয়ে

৪৩৫ মনে মনে যেই ভাবছি আমি, আমার হৃদয় দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছে খুব। আমি কি তাকে জীবিত উঠিয়ে নেব যুদ্ধের মাঠ থেকে—হায় চোখে অশ্রু আনা যুদ্ধ!—তারপর তাকে নামাব উর্বরা লিশা-তে? নাকি মেনিশাসপুত্রের হাতের নীচে আমি তার জীবনের ইতি টেনে দেব?'

তখন উত্তরে বলল ষাঁড়-নয়না রানি হেরা :

৪৪০ 'ক্রোনাসের সবচে ভয়ংকর ছেলে, এ কী কথা বললে তুমি! সারপিডন তো এক নশ্বর মানব যার নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে কতো কতো আগে! তুমি কি সত্যি চাও তাকে মৃত্যুর বিষণ্ন বিলাপ থেকে রেহাই দেবে? যা তুমি চাও করো গিয়ে, তবে জেনো আমরা অন্য দেবদেবীরা সম্মতি দিলাম না এতে। তাছাড়া

তোমাকে বলছি অন্য আরেকটা কথা, এটা তুমি মনে গেঁথে রেখো। তুমি যদি
সারপিডনকে জীবিত তার বাড়িতে পাঠাও, তাহলে একটু ভেবো যে ভবিষ্যতে ৪৪৫
অন্য কোনো দেবতাও চাইবে তার প্রিয় পুত্রকে যুদ্ধের নিঠুর নিংড়ানি থেকে দূরে
পাঠিয়ে দিতে। প্রায়ামের বিশাল শহরের চারপাশ জুড়ে এ-মুহূর্তে লড়ে যাচ্ছে
অমর দেবতাদের কতো কতো ছেলে; তোমার এ কাজে তারা ভয়ংকর ক্ষুব্ধ-
অসন্তুষ্ট হবে। তবে সত্যি যদি সে তোমার এত প্রিয়ই হয়ে থাকে, তোমার হৃদয় ৪৫০
যদি তার জন্য এতই শোকে থাকে, তাহলে [আমি বলব] তুমি আগে তাকে যুদ্ধের
নিঠুর নিংড়ানির মাঝে মেনিশাসপুত্র প্যাট্রোক্লাসের হাতে খুন হতে দাও, এবং
পরে যখন তার শ্বাস ও জীবন বেরিয়ে যাবে তাকে ছেড়ে, তুমি মৃত্যুদেব ও
নিদ্রাদেবকে পাঠাও তাকে তুলে নিয়ে যেতে বিস্তৃত লিশার জমিনের কাছে। ৪৫৫
ওখানে তার ভাই ও পরিবারের লোকেরা তার প্রতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যথাযথ আচার
সম্পন্ন করে নেবে, বানাবে কবরের উঁচু ঢিবি, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি—এমনই তো
মৃতের প্রাপ্য [নিঃসন্দেহে]।

এ-ই বলল হেরা; মানবজাতি ও দেবতাদের পিতা অমান্য করল না তার
উপদেশ। তবে সে তার প্রিয় পুত্র সারপিডনের সম্মানে পৃথিবীতে বর্ষণ ঝরাল
রক্তমাখা বৃষ্টির ফোঁটায়।° হায়, সে যে তার নিজেরই পুত্র যাকে প্যাট্রোক্লাস কিছু ৪৬০
পরে খুন করবে ট্রয়ের অনেক-উর্বরা এই দেশে, তার নিজ পিতৃভূমি থেকে দূরে।

এবার এরা দুজন [প্যাট্রোক্লাস ও সারপিডন] যখন একে অন্যের দিকে
এগিয়ে এসে কাছাকাছি হলো, তখন প্যাট্রোক্লাসই প্রথমে বল্লম ছুড়ল বিখ্যাত
থ্রাসিমিলাসের দিকে, সে ছিল যুবরাজ সারপিডনের বীর অনুচর; আঘাত লাগল
তার তলপেটে, সে তার হাত-পা ছেড়ে দিল। সারপিডন এর পরে প্যাট্রোক্লাসের ৪৬৫
দিকে ঘুরে ছুড়ে মারল তার চকচকে বল্লম। কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হলো, বল্লম লাগল
প্যাট্রোক্লাসের ঘোড়া পিডাসাসের ডান কাঁধে,° ঘোড়াটি জোরে চিল্লিয়ে উঠে
অতিকষ্টে শ্বাস টেনে জীবনবায়ু বের করে দিল, গোঙানি দিয়ে পড়ল ধুলোয়; তার
আত্মা উড়ে গেল দেহ থেকে। অন্য দুই ঘোড়া পেছোলো একবার এপাশে আবার
ওপাশে; তাতে জোয়ালে ক্যাচক্যাচ শব্দ হলো খুব, লাগামগুলো জড়িয়ে পেঁচিয়ে ৪৭০
একাকার হলো, যেহেতু রথের দড়িতে বাঁধা ওই ঘোড়া নীচে ধুলোয় পড়ে গেছে।
কিন্তু অটোমেডন, বল্লমে যার বিশাল খ্যাতি, এর একটা প্রতিকার খুঁজে পেল:
সে তার বলিষ্ঠ উরুর পাশ থেকে লম্বা তরবারি হাতে টেনে লাফিয়ে সামনে এল,
দক্ষতার সাথে দড়ি কেটে মুক্ত করে দিল ঐ দড়ি-সংযুক্ত-ঘোড়াটিকে। এবার
অন্য দুই ঘোড়া ঠিকঠাক সোজা হয়ে নিয়ে, লাগামে টান খেয়ে কষ্ট করল কিছু; ৪৭৫
এবং দুই যোদ্ধা ফের একত্রিত হলো আত্মা-খেয়ে-ফেলা সংগ্রামের মাঝে।

সারপিডন আরেকবার ব্যর্থ হলো তার চকচকে বল্লম লক্ষ্যে লাগানোর কাজে; বল্লমের আগা উড়ে গেল প্যাট্রোক্লাসের বাম কাঁধের ওপর দিয়ে, তার গায়ে লাগল না সেটা। জবাবে প্যাট্রোক্লাস ছুটে এল ব্রোঞ্জ হাতে নিয়ে; বল্লম তার
৪৮০ হাত থেকে অহেতুক উড়ল না, আঘাত হানল তা সারপিডনের স্পন্দিত হৃদপিণ্ড যেখানে মিলেছে মধ্যচ্ছদার কাছে, সেইখানে। সারপিডন পড়ে গেল যেভাবে পর্বতের মাঝে কাঠুরেদের নতুন শান-দেওয়া কুঠারের ঘায়ে জাহাজ-বানানোর কাঠ হয়ে পড়ে কোনো ওকগাছ বা কোনো পপলার বা উঁচু পাইন—সেভাবে সে
৪৮৫ তার ঘোড়া ও রথের সামনের দিকে পড়ে থাকল হাত-পা ছড়িয়ে, জোরে গোঙাতে গোঙাতে, রক্তাক্ত ধুলো মুঠোয় আঁকড়ে ধরে। যেভাবে কোনো সিংহ কোনো গবাদিপশুর পালে ঢুকে হত্যা করে কোনো ষাঁড়—পা টেনে চলা গরুদের মাঝে সে এক আগুনবরণ, উদ্ধতমনা ষাঁড়—তারপর ষাঁড়টি গর্জন তুলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সিংহের চোয়ালের নীচে—সেভাবে প্যাট্রোক্লাসের হাতের নীচে মৃত্যুর
৪৯০ সাথে লড়তে লাগল ঢালবাহী লিশান বাহিনীর নেতা সারপিডন; সে নাম ধরে ডেকে বলল তার প্রিয় সহযোদ্ধাকে :

'প্রিয় গ্লকাস, যোদ্ধাদের মাঝে লড়াকু যোদ্ধা তুমি, এখন তোমাকে অন্য যে যে কোনো সময়ের চেয়ে বড় বল্লমযোদ্ধা ও দুর্বিনীত লড়াকু হতে হবে। তোমার মধ্যে যদি সত্যি লড়ার তেজ থাকে, তাহলে সর্বনাশা যুদ্ধই এখন তোমার
৪৯৫ একমাত্র বাসনা হোক। প্রথমে তুমি ছুটে যাও ওপর নীচে সবদিকে, গিয়ে লিশান নেতাদের তাড়া দাও সারপিডনের জন্য লড়ার। পরে নিজের ব্রোঞ্জ হাতে তুমি লড়াই কোরো আমার মৃতদেহের সুরক্ষা দিতে। [মনে রেখো] ভবিষ্যতে, চিরকাল, তোমার জীবনের প্রতিটা দিন আমি তোমার জন্য হয়ে থাকবো লজ্জা ও ভর্ৎসনার বিরাট কারণ যদি আজ গ্রিকরা, এই আমি যেখানে পড়লাম জাহাজের জটলার
৫০০ মাঝে, সেখানে আমার বর্মসাজ খুলে নিতে পারে [আমার মৃতদেহ] থেকে। নাহ, পরাক্রম নিয়ে দাঁড়াও মাটিতে, প্রতিটি সেনাকে তাড়া দাও।'

সারপিডন যখন বলছে এসব, তখন জীবনের ইতি, মৃত্যু যার নাম, মুড়ে দিল তার চোখ ও নাকের নিঃশ্বাস। প্যাট্রোক্লাস পা রাখল তার বুকে, তার শরীরের মাংস থেকে টান দিয়ে নিল বল্লম, পুরো মধ্যচ্ছদা উঠে এল বল্লমের
৫০৫ সাথে—সে একইসাথে টেনে বার করল বল্লমের আগা ও সারপিডনের আত্মাকে। মারমিডন সেনারা তার ফোঁস-ফোস নিঃশ্বাস ফেলা ঘোড়াদের ধরে থাকল দাঁড়িয়ে, ঘোড়াগুলো প্রভুর রথ থেকে মুক্ত হয়ে তখন পালাতে উদ্যত।

সারপিডনের কথা শুনে গ্লকাসকে ঘিরে ধরল মারাত্মক বেদনা ও শোক; তার হৃদয় টালমাটাল হলো, কারণ সে ব্যর্থ হয়েছে তার সাহায্যে আসার কাজে। সে
৫১০ তার নিজের অন্য হাত দিয়ে বাহু আঁকড়ে ধরে চাপ দিল জোরে, কারণ বাহুর ক্ষত যন্ত্রণা দিচ্ছিল তাকে, সেই ক্ষত যা টিয়ুসার তার সহযোদ্ধাদের সর্বনাশ থেকে

বাঁচাতে গিয়ে তীর ছুড়ে গ্লকাসকে উপহার দিয়েছিল, যখন গ্লকাস আক্রমণ হেনেছিল উঁচু দেওয়ালের ওপরে।° গ্লকাস এবার প্রার্থনা রাখল দূর থেকে তীর ছোড়া দেব অ্যাপোলোর প্রতি :

'আমার কথা শোনো, ও প্রভু, যে তুমি সম্ভবত আছো লিশার উর্বর দেশে ৫১৫ বা ট্রয় নগরীতে। যেখানেই থাকো, তুমি তো শুনতে পাও বেদনাহত মানুষের কথা। সেই বেদনাই এখন ঘিরে এসেছে আমার দেহের ওপরে। এই যে আমার এই ক্ষত, এটা মারাত্মক বটে; আমার বাহু এপাশ ও ওপাশ থেকে বিদ্ধ হচ্ছে তীক্ষ্ণ বেদনায়, থামানো যাচ্ছে না রক্ত বের হওয়া; আমার কাঁধ ভারি ও ভোঁতা হয়ে গেছে এই ক্ষতের হেতু। আমি ভালো করে ধরতে পারছি না আমার বল্লম, ৫২০ অতএব পারছি না শত্রুর সাথে লড়তে যুদ্ধের মাঠে যেতে। এদিকে মহত্তম এক মানবসন্তান মারা গেছে, সারপিডন তার নাম, সে জিউসের ছেলে—হায় জিউস তার নিজ পুত্রকেও সাহায্য করল না কোনো! যা হোক, ও প্রভু, আমার এ দুর্বিষহ ক্ষত সারিয়ে দাও, এ বেদনার উপশম করো, আমাকে শক্তি দাও যেন আমি সহযোদ্ধা লিশান সেনাদের ডেকে তাড়া দিতে পারি যুদ্ধে যাওয়ার এবং নিজে ৫২৫ পারি মৃত্যুতে পতিত [বন্ধুর] লাশ রক্ষার যুদ্ধে অংশ নিতে।'

এ-ই বলল সে তার প্রার্থনায়, ফিবাস অ্যাপোলো শুনতে পেল তার কথা। অবিলম্বে অ্যাপোলো তার ব্যথা থামিয়ে দিল, শোচনীয় ক্ষত থেকে কালো রক্ত বয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিল, আর তার বুকে দিল বল। গ্লকাস নিজের মনের ভেতর ঠিকই বুঝল কী ঘটে গেছে; সে খুশি মহান দেবতা তার প্রার্থনা দ্রুত শুনেছে বলে। ৫৩০ এবার প্রথম সে ছুটে গেল ওপর নীচ সবদিকে, লিশান নেতাদের তাড়না দিল সারপিডনের হেতু যুদ্ধে যাওয়ার; তারপর নিজে দীর্ঘ পদক্ষেপে গেল ট্রোজান সেনাদের মাঝে, গেল প্যানথোয়াসপুত্র পলিডামাস ও দেবতুল্য আজিনরের কাছে; ৫৩৫ এরপর খুঁজতে গেল ঈনিয়াস ও সেইসাথে ব্রোঞ্জে শরীর ঢাকা হেক্টরকেও। এবার হেক্টরের কাছে এসে গ্লকাস তার উদ্দেশে বলল এই ডানাওয়ালা কথা :

'হেক্টর, তুমি তো দেখি এইবেলা পুরো ভুলে গেছ তোমার মিত্রদের কথা, যারা তোমার জন্য অহেতুক জীবন বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে বন্ধুজন ও পিতৃভূমি থেকে দূরে এইখানে বসে। তারপরও তাদের সাহায্য দেবার তোমার গা নেই ৫৪০ কোনো। সারপিডন, ঢাল-হাতে-ধরা লিশানদের নেতা, মৃত এখন। আহ কীভাবে সে তার ন্যায়বোধ ও শক্তি দিয়ে লিশাকে প্রতিরক্ষা দিত! ব্রোঞ্জ-পরা যুদ্ধদেব আইরিজ তাকে প্যাট্রোক্লাসের বল্লমের নীচে খতম করেছে। নাহ, বন্ধুরা, আসো দাঁড়াও তার পাশে এসে, হৃদয়ে ক্রোধ জাগ্রত করো, যাতে করে মারমিডনেরা গ্রিকদের দ্রুতছোটা জাহাজের কাছে আমাদের তীর-বর্শার হাতে যেসব গ্রিক মারা ৫৪৫ গেছে তাদের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ হয়ে সারপিডনের বর্মসাজ খুলে না নিতে পারে, লাঞ্ছিত করতে না পারে তার মৃতদেহটিকে।'

এ-ই বলল গ্লকাস; শুনে ট্রোজানরা পুরোপুরি শোকাচ্ছন্ন হলো। সে এক দুর্বহ, নিয়ন্ত্রণঅযোগ্য শোক, কারণ সারপিডন সর্বদা ছিল তাদের শহরের
৫৫০ রক্ষাপ্রাচীর হয়ে, যদিও সে এসেছিল ভিনদেশ থেকে। তার সঙ্গে এসেছিল এক বিরাট বাহিনী, তাদের মধ্যে যুদ্ধে সে-ই ছিল সর্বসেরা। তারা এবার সোজা ব্যগ্র-অধীর হয়ে ছুটল গ্রিকদের দিকে, হেক্টর তাদের নেতৃত্বে, সে ক্রোধোন্মত্ত সারপিডনের [মৃত্যুর] হেতু। অন্যদিকে মেনিশাসপুত্র রুক্ষ-মন প্যাট্রোক্লাস তাড়া দিতে লাগল গ্রিকদের। প্রথমে বলল সে দুই অ্যাজাক্সের প্রতি, যদিও তারা
৫৫৫ নিজের থেকেই যুদ্ধে যেতে ব্যগ্র ছিল খুব :

'অ্যাজাক্স নামের তোমরা দুজন, এখন শত্রুকে তাড়ানোই তোমাদের দৃঢ়সংকল্প হোক। অতীতের যোদ্ধাদের মাঝে যেমন ছিলে তোমরা দুজন, তেমনটা হও আজ পুনর্বার, তার চেয়েও সাহসী হও আজ। দ্যাখো ঐ যে লোক প্রথম লাফ দিয়ে ঢুকেছিল গ্রিকদের দেওয়াল অভ্যন্তরে,° সেই সারপিডন এখন মাটিতে পড়ে আছে। আসো আমরা ওকে ধরি, ওর মৃতদেহ বিকলাঙ্গ করি, ওর
৫৬০ কাঁধ থেকে বর্মসাজ খুলে ওকে নগ্ন করে দিই; সেইসাথে আসো নির্দয় ব্রোঞ্জ দিয়ে খতম করি ওর যে সহযোদ্ধাই লাশ রক্ষার প্রয়াস নেবে তাকে।'

এ-ই বলল প্যাট্রোক্লাস। তারা দুজন নিজেরাই অবশ্য অধীর ছিল শত্রুকে ঠেকাবে বলে। এরপর যখন দুই সেনাবাহিনী, একদিকে ট্রোজান ও লিশানেরা, অন্যদিকে গ্রিক ও মারমিডনেরা, নিজ নিজ দলের শক্তি বৃদ্ধি করে নিল, তারা
৫৬৫ যুদ্ধে ঝাঁপাল ভয়ংকর চিৎকার দিয়ে—উদ্দেশ্য মৃত্যুমুখে পড়া ঐ লাশ দখলের জন্য লড়ে যাবে। এবার মানুষের বর্মসাজ ঠনঠন করে উঠল জোরে; তখন জিউস এ প্রচণ্ড লড়াইয়ের ওপর সর্বনাশা রাত নামিয়ে দিল, যেন তার প্রিয় পুত্রের লাশ ঘিরে যুদ্ধের প্রাণান্ত খাটুনি আরও বাড়ে।

প্রথমদিকে ট্রোজানরা সফল হলো দীপ্ত-চোখ গ্রিকদের পেছনে হটানোর
৫৭০ কাজে। তারা প্রথম যার ওপর আঘাত হানল সে মারমিডনবাহিনীর নিকৃষ্ট যোদ্ধা ছিল না কোনো, সে ছিল দেবতুল্য এপাইজুস, মহাত্মা আগাক্লিজের ছেলে। অতীতে একদিন সে ছিল জনবহুল বিউদাইয়ন রাজ্যের রাজা, কিন্তু সে তার পরিবারের ভালো একজন সদস্য হত্যা করে পালিয়ে আসে পেলিউস ও রুপালি-পা থেটিসের কাছে শরণার্থী হয়ে; তখন তারা তাকে পাঠিয়ে দেয়
৫৭৫ সৈন্যবাহিনীর-সারি-চূর্ণ-করা অ্যাকিলিসের কাছে, অ্যাকিলিসের সাথে ইলিয়াম গিয়ে ট্রোজানদের সাথে লড়বার হেতু°—ইলিয়াম, ঘোড়ার কারণে বহুখ্যাত। এ লোককেই—যেই সে হাত লাগাল সারপিডনের মরদেহে—মহান হেক্টর মাথায় মারল এক পাথর দিয়ে, ভারি শিরস্ত্রাণের ভেতর তার মাথা পুরো দ্বিখণ্ডিত করে

দিল। সে সারপিডনের লাশের 'পরে পড়ে গেল মুখ সামনে দিয়ে, আর মানবাত্মা-গুঁড়িয়ে-দেওয়া-মৃত্যু ঝরে পড়ল তার ওপরে। প্যাট্রোক্লাস শোকাহত　৫৮০
হলো সহযোদ্ধার এই খুন হওয়া দেখে; সে আক্রমণের জন্য সোজা ছুটে গেল ট্রোজানবাহিনীর সর্বাগ্রের সেনাদের দিকে ঠিক এক দ্রুত ওড়া বাজের মতো করে, যে বাজ দেখে ভয়ে পালায় দাঁড়কাক ও স্টারলিং পাখির দল—সেভাবেই সোজা তুমি, ও প্যাট্রোক্লাস, রথচালকদের নেতা, ছুটে গেলে লিশান ও ট্রোজানদের উদ্দেশে, ক্ষুব্ধ তুমি তোমার সহযোদ্ধা নিহত হয়েছে দেখে।　৫৮৫

এবার প্যাট্রোক্লাস এক পাথর মারল ইথিমেনিজের প্রিয় পুত্র স্থেনেলেয়াসের ঘাড়ে, ছিঁড়ে দিল তার মোটা পেশিতন্তু সব। প্যাট্রোক্লাসকে দেখে সর্বাগ্রের ট্রোজান যোদ্ধারা, এমনকি হেক্টরও, পিছিয়ে গেল। কেউ কোনো প্রতিযোগিতার মাঠে বা খুনে শত্রুদের চাপের নীচে কোনো যুদ্ধের মাঠে নিজের শক্তি পরখের　৫৯০
হেতু কোনো দীর্ঘ জ্যাভেলিন ছুড়ে দিলে সেই জ্যাভেলিন যতদূর যায়, ততখানিই পেছাল ট্রোজানরা, ততখানিই তাদের তাড়াল গ্রিক সৈন্যদল। প্রথম যে লোক ঘুরল এদের মুখোমুখি হয়ে, সে গ্লকাস, ঢাল-বয়ে-নেওয়া লিশানদের সেনাপতি। সে হত্যা করল ক্যালকনের প্রিয় পুত্র, উদ্ধতমন বাথিক্লিজ নামের লোকটিকে; তার বাড়ি ছিল হেলাস-এ, ধনসম্পদ ও অনন্য কিছু গুণের কারণে সে　৫৯৫
মারমিডনদের সর্বসেরা একজন ছিল। একেই গ্লকাস বল্লমের এক ঝটকা মেরে সোজা বুকের মাঝে বিদ্ধ করে দিল। বাথিক্লিজ গ্লকাসকে মারতে আসছিল, তাকে প্রায় ধরেও ফেলেছিল, তখন গ্লকাসই হঠাৎ ঘুরে গিয়ে বল্লম ঢুকিয়ে দিল [তার বুকে]। সে পড়ে গেল ধুপ শব্দ তুলে; তীব্র শোক ঘিরে ধরল গ্রিকবাহিনীকে, কারণ তাদের ভালো এক মানুষ মারা গেছে। অন্যদিকে ট্রোজানরা [এ-দৃশ্য দেখে]　৬০০
আনন্দে উদ্বেল হলো। তারা দল বেঁধে দাঁড়াল গ্লকাসকে ঘিরে। তবে গ্রিকরাও ভুলে যায়নি তাদের পরাক্রমের কথা, তারা শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন অব্যাহত রেখে গেল। মেরাইয়োনিজ খুন করল এবার এক ট্রোজান যোদ্ধাকে, সে পুরো বর্মসাজে সজ্জিত ছিল, নাম লেয়োগোনাস, ওনিটরের সাহসী সন্তান। এই ওনিটর ছিল আইডান° জিউসের যাজক একজন, মানুষ তাকে সম্মান করত ঠিক যেভাবে　৬০৫
দেবতাদের করে। একেই মেরাইয়োনিজ মারল কানের নীচ দিকে, চোয়ালের নীচে। অবিলম্বে আত্মা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেড়ে গেল, জঘন্য আঁধার ঘিরে ধরল তাকে। তখন ঈনিয়াস মেরাইয়োনিজের উদ্দেশে ছুড়ে দিল ব্রোঞ্জের বল্লম, সে আশা করেছিল ঢালের নীচে লুকিয়ে সামনে এগুনো মেরাইয়োনিজকে ঘায়েল করে দেবে। কিন্তু মেরাইয়োনিজ সোজা তার দিকে দৃষ্টি রেখে চলছিল বলে　৬১০
ব্রোঞ্জের বল্লম এড়াতে সক্ষম হলো। সে সামনে ঝুঁকে গেল, অতএব দীর্ঘ বল্লম তার পেছন দিকে মাটিতে গেঁথে গেল, বল্লমের পেছন ভাগ কাঁপতে লাগল তিরতির করে; এসময় শক্তিমান আইরিজ এসে থামিয়ে দিল এর সব উন্মাদনা।

[ঈনিয়াসের বল্লম মাটিতে গেঁথে গিয়ে কাঁপছিল তিরতির করে, দেখা গেল তার
৬১৫ বলবান হাত থেকে অহেতুক উড়েছিল এই বল্লম ।][০] তখন ঈনিয়াস মনে মনে খুব রাগান্বিত হলো, সে বলল এই কথা :

'মেরাইয়োনিজ, তুমি ভালো নাচের লোক হতে পারো, কিন্তু আমার বল্লম চিরতরে এখনই থামিয়ে দিত তোমার সব নাচ, শুধু যদি সেটা একটু লাগাতে পারতাম তোমার গায়ে।'

মেরাইয়োনিজ, বল্লমের জন্য তার খ্যাতি, জবাব দিল :

৬২০ 'ঈনিয়াস, যতই শক্তিশালী তুমি হও, তবু এটা কঠিন যে তুমি লড়াইয়ের মাঠে তোমার মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি যোদ্ধার যুদ্ধোন্মাদনা পারবে থামিয়ে দিতে। আমি জানি, তোমারও জন্ম হয়েছে নশ্বর মানবরূপে। অতএব আমি যদি ধারাল ব্রোঞ্জ ছুড়ে ধরো তোমার পেটে মারতে পারি, তখন যতই তুমি নিজের হাতের শক্তিতে আস্থা রাখো না কেন, শীঘ্র তোমাকে বিজয়গৌরব আমাকেই দিয়ে দিতে
৬২৫ হবে; আর তোমার জীবন দিতে হবে হেডিসের কাছে—হেডিস, মহিমময় অশ্বদের প্রভু [মৃত্যুদেব]।'

এ-ই বলল সে, কিন্তু মেনিশাসের স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছেলে [প্যাট্রোক্লাস] তাকে ভর্ৎসনা জানাল এই বলে :

'মেরাইয়োনিজ, বীর পুরুষ তুমি বটে, কিন্তু কেন কথা বলছ এইভাবে? বন্ধু আমার, ভেবো না অপমানসূচক কিছু কথা বললেই ট্রোজানরা সারপিডনের মৃতদেহ ছেড়ে যাবে; [জেনো] তার আগেই মাটি আরও বহু লাশ কাছে টেনে
৬৩০ নেবে। যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে হাতের শক্তির 'পরে; আর বাগ্মিতার জন্য শলাপরামর্শ সভা আছে। অতএব কোনোভাবে আমাদের শোভা পায় না কথার পরে কথা বাড়িয়ে যাওয়া; [যোদ্ধাদের] শুধু লড়াই করাই শোভা পায়।'

এ-ই বলল প্যাট্রোক্লাস, আর পথ দেখিয়ে সামনে এগুলো; মেরাইয়োনিজ, এক দেবতুল্য লোক, চলল তার পিছু পিছু। যেভাবে পাহাড়ে বনের ফাঁকা জায়গায় কাঠুরেরা কাঠ কেটে গেলে ভয়ানক শব্দ জাগে, সেই শব্দ শোনা যায়
৬৩৫ বহু দূর থেকে, সেভাবে পৃথিবীর বিস্তৃত জমিনের যোদ্ধাদের থেকে উঠল ব্রোঞ্জের ও চামড়ায় সুন্দর করে বানানো ঢালের বিরাট ঝংকার, যখন যোদ্ধারা একে অন্যের গায়ে জোরে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল তরবারি ও দুই-ধারী বর্শাগুলি। আর তখন এমন কেউ ছিল না যে সারপিডনকে ভালোভাবে চেনে, সে-ও আর চিনতে পারত দেবতুল্য এ লোকটিকে, কারণ অতখানিই তার দেহ পুরো ঢেকে
৬৪০ গিয়েছিল তীর-বর্শা, রক্ত, ধুলোয়, একেবারে মাথা থেকে পায়ের বুড়ো আঙুলের প্রান্ত অবধি। পুরোটা সময় মানুষেরা গিজগিজ করল তার লাশ ঘিরে। যেভাবে খামারবাড়িতে দুধে ভরা বালতি ঘিরে মাছি ভনভন করে, বিশেষত বসন্তের দিনে যখন বালতি উপচে পড়ে দুধে—সেভাবে তারা গিজগিজ করছিল মৃত

[সারপিডন] মানুষটির 'পরে। কিন্তু জিউস একবারও এ প্রচণ্ড সংগ্রামের থেকে
সরায়নি তার দীপ্ত চোখদুটি; সে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকল নীচে এদের দিকে, ৬৪৫
আর চিন্তা করে গেল তার হৃদয়ের মাঝে, নিজেই নিজের সাথে তর্ক করে গেল
প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু নিয়ে—মহিমান্বিত হেক্টর দেবতুল্য সারপিডনের লাশ ঘিরে
তীব্র যুদ্ধের এ-স্থানে, এখন তাকেও একইরকম তরবারি দিয়ে খুন করে তারপর
তার কাঁধ থেকে বর্মসাজ খুলে নেবে, নাকি আগে প্যাট্রোক্লাস আরও বেশি ৬৫০
লোকের জন্য যুদ্ধের চরম কষ্টকর কাজটিকে বানিয়ে তুলবে আরও শোকাবহ?
যখন এসব ভাবল সে, তার কাছে মনে হলো সবচে ভালো হয় বরং এমন
হলেই: আগে পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের বীর অনুচর [প্যাট্রোক্লাস] ট্রোজানদের
ও ব্রোঞ্জের-শিরস্ত্রাণ পরা হেক্টরকে তাড়িয়ে শহরে ফেরত পাঠাক, তাদের
অনেকের জান লুটে নিক প্রথমে। ৬৫৫

অতএব জিউস প্রথমে হেক্টরের মধ্যে জাগাল কাপুরুষের মতো পালানোর
নেশা। সে লাফ দিয়ে তার রথে উঠে রথ ঘোরাল পালিয়ে যাবে বলে, আর বাকি
ট্রোজানদেরও চিৎকার দিয়ে বলল পালানোর কথা। সে বুঝে গিয়েছিল জিউস
তার পবিত্র পাল্লাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। তখন এমনকি পরাক্রমশালী লিশান
যোদ্ধারাও মাঠ ছেড়ে দিল, তারা সকলে ও প্রত্যেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুট দিল— ৬৬০
এমনিতেও তারা দেখেছিল কীভাবে তাদের রাজা হৃদপিণ্ডে বর্শাবিদ্ধ হয়ে মাটিতে
পড়ে আছে মৃত লোকদের জমায়েতে। আসলেই ক্রোনাসপুত্র এই তীব্র লড়াইয়ের
দড়ি টানটান করে টেনে দেবার পরে বহু লোক নিহত হয়েছিল সারপিডনের লাশ
কেন্দ্র করে।

এভাবেই গ্রিকরা সারপিডনের কাঁধ থেকে খুলে নিতে পারল তার চকচকে
ব্রোঞ্জের বর্মসাজ। ওটা মেনিশাসের বীরপুত্র [প্যাট্রোক্লাস] তার সহযোদ্ধাদের ৬৬৫
হাতে দিল জাহাজবহরের কাছে বয়ে নিয়ে যেতে। তখন জিউস, মেঘ-সঞ্চারক,
বলে উঠল অ্যাপোলোর প্রতি :

'ওঠো এবার, প্রিয় ফিবাস, গিয়ে সারপিডনকে তীর-বর্শার আয়ত্ত থেকে
বাইরে নিয়ে যাও, তার কালো রক্তে ধুয়ে দাও, তারপর তাকে নিয়ে যাও দূরে,
কোনো নদীর জলে স্নান করাও তার দেহ, তার শরীর লেপে দাও অমৃত সুগন্ধি
দিয়ে, অবিনশ্বর পোশাক পরিয়ে দাও তাকে, তারপর তাকে তুলে দাও ত্বরিতগতি ৬৭০
পরিচরদের হাতে, অর্থাৎ যমজ ভাই নিদ্রাদেব ও মৃত্যুদেবকে বলো তাকে সাথে
করে নিয়ে যেতে। তারা অতিদ্রুত তাকে নিয়ে রাখবে বিস্তৃত লিশার উর্বর
জমিনের 'পরে। সেখানে তার ভাইয়েরা ও পরিবার-পরিজন তাকে কবর দেবে
উঁচু ঢিবি তুলে ও স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়ে, যেমনটা মৃতদের প্রাপ্য বটে।' ৬৭৫

এ-ই বলল জিউস; অ্যাপোলো তার পিতার কথার অবাধ্য হলো না। সে আইডার পর্বতমালা থেকে নেমে গেল যুদ্ধের মারাত্মক শোরগোলের মাঝে। অবিলম্বে সে দেবতুল্য সারপিডনকে তুলে নিল তীর-বর্শার নাগাল থেকে বাইরের দিকে এবং তাকে বহুদূরে বয়ে নিয়ে গিয়ে স্নান করালো নদীর জলধারার মাঝে,
৬৮০ তার গায়ে লেপে দিল অমৃত সুগন্ধি তেল, তার শরীর ঢেকে দিল অবিনশ্বর পোশাক দিয়ে, তারপর তাকে তুলে দিল ত্বরিতগতি দুই পরিচরের হাতে, ওরা ছিল যমজ দু ভাই—নিদ্রাদেব ও মৃত্যুদেব—যারা অতি দ্রুতবেগে সারপিডনকে বয়ে নিয়ে রাখল বিস্তৃত লিশার উর্বরা জমিনের 'পরে।

প্যাট্রোক্লাস তার ঘোড়াদের ও অটোমেডনের প্রতি চিৎকার করে আদেশ দিয়ে
৬৮৫ ধেয়ে গেল ট্রোজান আর লিশানদের দিকে। তার হৃদয় পুরোপুরি বিভ্রান্ত-অন্ধ হয়ে ছিল। আহ, কী বোকা ছিল এই লোক! কারণ সে যদি পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের নির্দেশ মেনে চলত সেদিন, তাহলে নিশ্চিত সে রক্ষা পেত কালো মৃত্যুর ভয়াল নিয়তির হাত থেকে। কিন্তু কথা হলো, জিউসের অভিপ্রায় সর্বদাই ছাপিয়ে যায় মানুষের অভিপ্রায় যা আছে। জিউস সহজে পারে কোনো পরাক্রমশালী লোককেও পলায়নে বাধ্য করে দিতে, তার বিজয় কেড়ে নিতে; আবার অন্যসময় দেখা যায়
৬৯০ সে নিজেই কিনা সেই লোককে জাগিয়ে তোলে লড়াই করে যেতে। ঐ জিউসই এখন প্যাট্রোক্লাসের বুকের মাঝে ভরে দিল যুদ্ধের মত্ততাকে।

তো, প্যাট্রোক্লাস তুমি, তোমাকে দেবতারা মৃত্যুর দিকে ডাক দেবার পরে, প্রথমে কার জান নিলে আর শেষে নিলে কার? অ্যাড্রিস্টাস প্রথমে এবং অটোনোয়াস, একেক্লাস ও মেগাসের পুত্র পেরিমাস, আর এপিস্টর ও
৬৯৫ মেলানিপাস; তারপরে এলাসাস, মুলিয়াস ও সেইসাথে পিলারটিজ—এদের খুন করল সে, আর বাকি যারা ছিল তারা প্রত্যেকে পালাতে মনস্থির করে নিল।

তখন গ্রিক সন্তানেরা উঁচু তোরণ ঘেরা ট্রয় বস্তুত প্যাট্রোক্লাসের বীরত্বের হেতুই দখল করে নিত—কারণ সে তার বল্লমে মত্ত হয়ে ঝড় তুলে যাচ্ছিল ট্রয়ের
৭০০ সামনে ও চারপাশে—যদি ফিবাস অ্যাপোলো এসে অবস্থান না নিত [ট্রয়ের] সুনির্মিত প্রাকারের ওপরে। অ্যাপোলোর মাথায় ছিল প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু ঘটানোর কথা, সে মনস্থির করেছিল ট্রোজানদের সহায়তা দেবে। তিনবার প্যাট্রোক্লাস উঠল উঁচু প্রাকারের এক কোনার ওপরে, তিনবারই অ্যাপোলো তার অমর হাত দিয়ে প্যাট্রোক্লাসের চকচকে ঢালে ধাক্কা মেরে তাকে ছুড়ে দিল নীচে। কিন্তু যখন
৭০৫ চতুর্থবারের মতো প্যাট্রোক্লাস ধেয়ে গেল কোনো দেবতার মতো করে, তখন ভয়ংকর এক চিৎকার ছেড়ে অ্যাপোলো তাকে বলল এই ডানাওয়ালা কথা :

'ফিরে যাও প্যাট্রোক্লাস, তুমি জিউসের বংশজাত! তোমার নিয়তিতে এটা নেই যে গর্বিত-মন ট্রোজানদের নগরী গুঁড়িয়ে দেবে তোমার বল্লমের ঘায়ে। নাহ্, অ্যাকিলিসের হাতেও হবে না সেটা, তোমার চেয়ে সে যদিও অনেক বড় যোদ্ধা বটে।'

এ-ই বলল সে, আর প্যাট্রোক্লাস দূর থেকে তীর ছোড়া অ্যাপোলোর ক্রোধ ৭১০ এড়াবে বলে অনেকখানি পেছনে সরে গেল।

হেক্টর তখন তার এক-খুরের ঘোড়াগুলি সিয়ান তোরণের কাছে ধরে রেখে আছে। তার মন দ্বিধাবিভক্ত এ ভাবনায় যে সে কি আবার ঘোড়া ছুটিয়ে যুদ্ধের হাঙ্গামার মাঝে যাবে, লড়াইয়ে নামবে, নাকি সে ট্রোজানবাহিনীকে বলবে দেওয়ালের ভেতরপাশে জড়ো হতে? সে যখন এসব ভাবছে মনে মনে, তখন তার কাছে এল ৭১৫ ফিবাস অ্যাপোলো এক শক্তিমান তরুণের ছদ্মবেশে। এইসিয়াসের ছদ্মবেশে সে এল, এইসিয়াস ছিল ঘোড়া-বশে-আনা হেক্টরের মামা, তার মা হেকুবার নিজের ভাই, অর্থাৎ ডাইমাসের ছেলে; সে থাকতো ফ্রিজাতে, স্যাংগারিয়াসের স্রোতধারা ঘেঁষে। তারই রূপ ধরে জিউসপুত্র অ্যাপোলো বলল হেক্টরের প্রতি : ৭২০

'হেক্টর, কেন তুমি লড়াই থেকে বিরত রয়েছ? তোমার এটা করা উচিত হচ্ছে না কোনো মতে। যতোটা আমার চেয়ে শক্তিশালী তুমি, ততটা তোমার ওপর যদি শক্তি দেখাই আমি—তাহলে খুব দ্রুতই তোমার আক্ষেপ হবে যে কেন যুদ্ধ থেকে থেমে গেলে। আসো এখনই, তোমার বলশালী-খুরের ঘোড়া ছোটাও প্যাট্রোক্লাসের দিকে, দ্যাখো তাকে হত্যা করতে পারো কিনা, দ্যাখো অ্যাপোলো ৭২৫ তোমাকে বিজয়গৌরব দেয় কিনা।'

এ-ই বলল সে, তারপর আবার ফিরে গেল, দেবতা ঢুকে গেল মানবের খাটুনির মাঝে। মহান হেক্টর তখন যুদ্ধংদেহী সেব্রায়োনিজকে আদেশ দিল ঘোড়ায় চাবুক মেরে ওদের যুদ্ধের মাঠে নিয়ে যেতে। অন্যদিকে অ্যাপোলো গেল তার পথে, সে সেনাদের জটলার মাঝে ঢুকে গ্রিকদের উদ্দেশে ছড়িয়ে দিল ভয়াল এক ভীতি, সানুগ্রহে সে বিজয়গৌরব দিল ট্রোজানদের ও হেক্টরের প্রতি। হেক্টর ৭৩০ অন্য গ্রিকদের দিকে গেল না, চেষ্টা করল না ওদের কাউকে মারবার; সে শুধু তার বলশালী-খুরের ঘোড়া চালিয়ে গেল প্যাট্রোক্লাসের দিকে। তার বিপরীত দিকে প্যাট্রোক্লাস রথ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে এল, তার বাম হাতে ধরা এক বল্লম এবং ডান হাতে একটা পাথর, খাজকাটা ও চকচকে; তার হাতের মুঠি ৭৩৫ ওতে পুরো ভরে গেছে। এবার সে নিজের শরীরের ভার ঠিকঠাক করে নিয়ে পাথর ছুড়ে দিল। ওই চোখা পাথর ব্যর্থ হল না তার শিকার ঘায়েলের কাজে, অহেতুক শূন্যে উড়ল না সেটা; পাথর আঘাত হানল হেক্টরের রথচালক, অত্যুজ্জ্বল প্রায়ামের জারজপুত্র সেব্রায়োনিজের কপালের মাঝে, তখন সেব্রায়োনিজ ঘোড়ার লাগাম ধরে ছিল। পাথর চূর্ণ করে দিল তার ভ্রূযুগল ৭৪০

একসাথে, [কপালের] হাড় পারল না একে রুখে দিতে; তার দুই চোখ খুলে পড়ল° মাটির ধুলোয়, পায়ের সামনের দিকে। সে এক ডুবসাঁতারুর মতো পড়ে গেল সুনির্মিত রথ থেকে, তার আত্মা ছেড়ে গেল তার হাড়গোড়। তখন তুমি, রথচালক প্যাট্রোক্লাস, তাকে বললে রীতিমত টিটকারি মেরে :

৭৪৫ 'হাহ, দ্যাখো তোমরা, কী ক্ষিপ্রগতি এই লোক, কী চটপটে এক ডুবুরির মতো! কোনো সন্দেহ নেই এ লোক যদি মাছে-ভরা সাগরে লাফ দিত কোনো জাহাজের থেকে, তাহলে এমনকি ঝড়ো আবহাওয়াতেও সে তলা থেকে ঝিনুক খুঁজে এনে মেটাতে পারতো অনেক মানুষের খিদে! আহা কী চটপটে এক ডুবুরির ভঙ্গিমাতেই না সে এখন পড়ল রথ থেকে সমতলে। তার মানে, বোঝা যাচ্ছে,

৭৫০ ট্রোজান যোদ্ধাদের মাঝে অ্যাক্রোব্যাটরাও আছে!'

এ কথা বলে প্যাট্রোক্লাস কোনো এক সিংহের মতো করে ছুটে গেল সেব্রায়োনিজের লাশ অভিমুখে, যে সিংহ কোনো খামারবাড়ি তছনছ করতে গিয়ে আহত হয়েছে বুকে, নিজের উদ্ধত সাহসের হেতু তার হয়েছে মরণ—সেরকম সেব্রায়োনিজের ওপর উন্মত্তের মতো লাফিয়ে পড়লে তুমি এসে, ও প্যাট্রোক্লাস।

৭৫৫ তার বিপরীতে এ-সময় হেক্টর রথ থেকে লাফিয়ে নামল মাটিতে। এ-দুজন সেব্রায়োনিজকে কেন্দ্র করে লড়াই শুরু করে দিল দুই সিংহের মতন, যারা কোনো পাহাড় চূড়ায় লড়ে মৃত এক হরিণীর দেহ নিয়ে—দুজনেই ক্ষুধার্ত, দুজনেই সমান উদ্ধত। সেরকম এ দুই রণহুঙ্কার দিতে দক্ষ বীর, একজন মেনিশাসপুত্র প্যাট্রোক্লাস,

৭৬০ অন্যজন মহান হেক্টর, সেব্রায়োনিজকে ঘিরে বদ্ধপরিকর তারা নিষ্ঠুর ব্রোঞ্জ দিয়ে একে অন্যের শরীরের মাংস ফালা ফালা করে দেবে। হেক্টর ধরল মরদেহের মাথা, ছাড়বে না তা সে কোনো মতে; ওদিকে প্যাট্রোক্লাস ধরে বসল তার দু পা, আর বাকি ট্রোজান ও গ্রিকেরা তাদের ঘিরে তীব্র যুদ্ধ-সংগ্রামে নেমে গেল।

৭৬৫ যেভাবে কোনো পর্বতে বনের ফাঁকা স্থানে পূবালী ও দখিনা বায়ু গভীর জঙ্গলের গাছ কাঁপিয়ে দেবে বলে একে অন্যের সাথে লড়ে—বিচগাছ, অ্যাশ ও মসৃণ-ছাল ওক গাছের জঙ্গল সেটা—আর গাছগুলো অবাক আওয়াজ তুলে তাদের লম্বা শাখায় শাখায় বাড়ি খায় একটা আরেকটার সাথে, তাদের ডাল ভেঙে পড়ার মড়মড় শব্দ শোনা যায় দূর থেকে—সেভাবেই ট্রোজান ও গ্রিক

৭৭০ সৈন্যেরা ঝাঁপিয়ে এল একে অপরের গায়ে, তারা মহাধ্বংস নিয়ে এল। দু পক্ষের কোনো পক্ষই সর্বনাশা পলায়নের কথা আনল না ভাবনাতে। সেব্রায়োনিজকে ঘিরে অনেক চোখামাথা বল্লম বিদ্ধ হল [যোদ্ধাদের দেহে], অনেক তীর উড়ে গেল ধনুকের ছিলা থেকে, এবং—মানুষেরা যখন লড়ছে তাকে নিয়ে—অনেক

৭৭৫ বিশাল পাথর বাড়ি খেলো অনেক ঢালের গায়ে। কিন্তু সেব্রায়োনিজ ধুলোর ঘূর্ণির মাঝে পড়ে থাকল তার শক্তিমত্তা নিয়ে কোনো শক্তিশালীর মতো, তার রথচালনাবিদ্যা ভুলে গিয়ে।

যতক্ষণ সূর্য লম্বা পা ফেলে চরে ফিরল মধ্য-গগনের গায়ে, ততক্ষণ দু পক্ষের তীর-বর্শা যার যার লক্ষ্যভেদ করে গেল, মানুষের পতন হতে লাগল দ্রুত। কিন্তু যখন সূর্য উপনীত হলো ষাঁড়দের জোয়াল খুলে ফেলার সময়টাতে, তখন সন্দেহ নেই দু পক্ষের মাঝে দেখা গেল গ্রিকরাই তাদের নিয়তিকে রীতিমতো　৭৮০
অবজ্ঞা জানিয়ে ভালো করছে বেশি। অবিলম্বে তারা বীর সেব্রায়োনিজকে টেনে নিয়ে গেল তীর-বর্শার আয়ত্ত থেকে দূরে, ট্রোজানদের যুদ্ধ-চিৎকার থেকে বহু দূরে, এবং তার কাঁধ থেকে বর্মসাজ খুলে নিল। প্যাট্রোক্লাস ধ্বংসের নিয়তি নিয়ে চড়াও হলো ট্রোজানদের ওপরে। তিন বার সে, দ্রুতগতি যুদ্ধদেব আইরিজের সমকক্ষ বীর, ভয়ংকর চিৎকার তুলে সামনে লাফ দিয়ে গেল; তিন বার সে খুন করল নয় জন করে লোক। কিন্তু যেই সে চতুর্থবারের মতো কোনো　৭৮৫
দেবতার ঢঙে ছুটে গেল সামনের দিকে, তখন প্যাট্রোক্লাস, তোমার জীবনের ইতি ফুটে উঠল স্পষ্ট হয়ে—যুদ্ধের উন্মত্ত মাঠে তোমার সাথে ফিবাস অ্যাপোলোর দেখা হলো—অ্যাপোলো, খুব ভয়াবহ এক দেব।

প্যাট্রোক্লাস দেখেনি এই হাঙ্গামার মাঝ দিয়ে ফিবাস কখন এসেছে তার কাছে, কারণ সে তার কাছে এসেছিল ঘন কুয়াশায় আবৃত হয়ে। অ্যাপোলো　৭৯০
দাঁড়াল তার পেছন দিকে এসে, আর হাতের তালু দিয়ে মারল প্যাট্রোক্লাসের পিঠ ও চওড়া ঘাড়ে। প্যাট্রোক্লাসের চোখ ঘুরে গেল লাটিমের মতো। এবার ফিবাস অ্যাপোলো তার মাথায় বাড়ি মেরে শিরস্ত্রাণ ফেলে দিল। ঐ ঝুঁটিওয়ালা, মুখোশমতো শিরস্ত্রাণ মাটিতে ঘোড়াদের পায়ের নীচে গড়িয়ে বেজে উঠল ঝনঝন করে, এর ঝুঁটির পালক রক্ত ও ধুলোয় নোংরা মাখামাখি হলো। এর আগে এই　৭৯৫
ঘোড়ার কেশর ঝুঁটির শিরস্ত্রাণকে কোনোদিন নোংরা হতে দেওয়া হয়নি ধুলোয়, অর্থাৎ যখন কিনা এটা রক্ষা দিত দেবতুল্য মানব অ্যাকিলিসের মাথা ও সুপুরুষোচিত ভুরু। কিন্তু এবার জিউস এটা হেক্টরকে দিল তার নিজের মাথায় পরবার কাজে, যদিও হেক্টরের নিজের মৃত্যুও খুব কাছাকাছিই ছিল।　৮০০
প্যাট্রোক্লাসের বল্লম—দূরাবধি-ছায়া-ফেলা, ভারি, বিশাল, শক্তিশালী ও আগায় ব্রোঞ্জ মাখা—এবার পুরোপুরি ভেঙেচুরে গেল তার নিজ হাতের মাঝে। তার কাঁধ থেকে শোভাবর্ধনের সুতো-ঝোলানো ঢাল কাঁধে-ঝোলানোর ফিতে সহ মাটিতে পড়ে গেল, আর জিউসপুত্র প্রভু অ্যাপোলো খুলে নিল তার উর্ধ্বাঙ্গের বর্মসাজ।

তখন বিহ্বল অন্ধত্ব ঘিরে ধরল প্যাট্রোক্লাসের মন; তার দ্যুতিমান হাত ও　৮০৫
পা ঢিলে হয়ে এল, সে দাঁড়িয়ে থাকল স্তব্ধ-বিমূঢ়। সে মুহূর্তে এক দারদানিয়ান এসে চোখা বর্শা দিয়ে মারল তাকে পেছনদিকে একেবারে কাছ থেকে—দুই কাঁধের মাঝখানে, পিঠে। সে ছিল ইয়ুফোরবাস, প্যানথোয়াসের ছেলে,° যে তার বয়সী অন্য সবার থেকে ভালো ছিল বল্লম-নিক্ষেপ, রথচালনা বিদ্যা ও পায়ের ক্ষিপ্রতায়। এরই মধ্যে সে বিশজন যোদ্ধাকে নীচে ফেলেছিল তাদের রথ থেকে,　৮১০

যদিও এটাই ছিল তার প্রথমবারের মতো রথে চেপে যুদ্ধে আসা, যুদ্ধ শিখতে আসা। তাহলে, রথচালক প্যাট্রোক্লাস, এ লোকই প্রথম যে তোমার দিকে বর্শা ছুড়ে মেরেছিল; তবে সে তোমাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলো। শুধু তোমার দেহের মাংস থেকে সে অ্যাশকাঠের বর্শা টেনে খুলে দৌড়ে ফেরত গেল, মিশে গেল
৮১৫ অন্য সেনাদের মাঝে। লড়াইয়ে প্যাট্রোক্লাসের মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষা করল না সে, যদিও তখন প্যাট্রোক্লাস ছিল নিরস্ত্র অবস্থাতে।

এবার প্যাট্রোক্লাস, দেবতার আঘাত ও [ইয়ুফোরবাসের] বল্লমে পরাভূত হয়ে, শুরু করল তার সহযোদ্ধাদের জটলার দিকে পিছু হটা, তার মৃত্যু এড়ানো। কিন্তু হেক্টর যখন দেখল উদ্ধত-মন প্যাট্রোক্লাস চোখা বর্শায় ঘায়েল হয়ে হটে
৮২০ যাচ্ছে পেছনের দিকে, সে সেনা-সারির মাঝ দিয়ে তার কাছে চলে এল। তারপর হেক্টর কাছ থেকে এক ঝটকা মেরে বল্লম ঢুকিয়ে দিল তার তলপেটে, পেট ফুঁড়ে চালিয়ে দিল ব্রোঞ্জ সাফসাফ। পড়ে গেল প্যাট্রোক্লাস মাটিতে ধুপ শব্দ করে, গ্রিকবাহিনীকে মুড়ে দিল ভয়াবহ শোকে। যেভাবে কোনো সিংহ এক অক্লান্ত বুনো শুয়োরকে লড়াইয়ে পরাভূত করে, তারা দুই প্রাণী ভয়হীন যোদ্ধাচেতনায়
৮২৫ লড়ে যায় কোনো পর্বতশীর্ষে এক ছোট ঝরনার দখল নিয়ে, কারণ তারা দুজনেই খেতে চায় পানি, শুয়োরটা প্রবল হাঁপায় যখন সিংহ তাকে প্রচণ্ড শক্তিতে পরাস্ত করে ফেলে—সেভাবে মেনিশাসের স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছেলে [প্যাট্রোক্লাস] অনেক মানুষ মারার পরে, প্রায়ামপুত্র হেক্টর তাকে খুব কাছ থেকে বল্লমের আঘাত হেনে তার জীবন কেড়ে নিল। এরপর তার শরীরের ওপরে চড়ে হেক্টর দম্ভোক্তির সুরে বলল তাকে এই ডানাওয়ালা কথা :

৮৩০ 'প্যাট্রোক্লাস, আমার ধারণা তুমি বিশ্বাস করেছিলে আমাদের শহর গুঁড়িয়ে দেবে, ট্রয়ের রমণীদের থেকে কেড়ে নেবে তাদের স্বাধীনতার দিন, তারপর তোমার জাহাজে করে তাদের নিয়ে যাবে তোমার প্রিয় পিতার দেশে! কী বোকা তুমি! নাহ্, তাদের প্রতিরক্ষা দিতে হেক্টরের দ্রুতছোটা ঘোড়াদের পা নিশপিশ করছিল যুদ্ধে যোগ দেবে বলে। হ্যাঁ, এই যে এখন এখানে আমি, যুদ্ধপ্রিয়
৮৩৫ ট্রোজানদের মাঝে বল্লম-নিক্ষেপে সর্বসেরা, এসেছি ট্রয়ের নারীদের কাছ থেকে কেয়ামতের দিন হটিয়ে দেব বলে। আর তোমার কথা যদি বলি, শকুনেরা এখানে তোমাকে এখন গোগ্রাসে খাবে। আহ বেচারা হতভাগা, তোমাকে এমনকি অ্যাকিলিস তার মহাবীরত্ব সত্ত্বেও কোনো সাহায্য দিতে ব্যর্থ হলো। নিশ্চয় তুমি যখন তাঁবু ছেড়ে এলে আর সে থেকে গেল, নিশ্চয় সে তোমাকে তখন বহুবার বলেছিল: "প্যাট্রোক্লাস, অশ্বচালক বীর, যতক্ষণ না তুমি মানুষ-
৮৪০ জবাই-দেওয়া হেক্টরের জামা ছিঁড়ে-ফেড়ে দিচ্ছ তার বুকের কাছটাতে, ওটা ভরিয়ে দিচ্ছ তার রক্ত দিয়ে, ততক্ষণ এখানে এই সুগোল জাহাজবহরের কাছে আমার নিকটে ফিরে আসবে না যেন।"' ওরকমই, আমার অনুমান, অ্যাকিলিস

তোমাকে বলেছিল; আর সেভাবে বোকা-বুদ্ধির এই তোমাকে প্ররোচিত করেছিল [লড়াইয়ে নামার কাজে]।'

তখন রথচালক প্যাট্রোক্লাস তুমি, তোমার সব শক্তি নিঃশেষিত, জবাব দিলে তাকে :

'এই দফা হেক্টর তুমি আসলেই প্রবল দম্ভ দেখিয়ে যেতে পারো। ক্রোনাসপুত্র জিউস ও অ্যাপোলো তোমাকে জয়ের মালা হাতে তুলে দিল, তারা ৮৪৫ আমাকে কী সহজে না হারাল, আমি জানি তারা নিজেরা এসে আমার কাঁধ থেকে বর্মসাজ খুলে নিল। যদি তোমার মতো বিশজনও আমার সত্যিকার মুখোমুখি হতে, তবু প্রত্যেকে এখানেই আমার বল্লমে কাটা পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে। নাহ, আমি মারা পড়লাম সর্বনাশা নিয়তি ও লেটোর পুত্র [অ্যাপোলোর] হাতে; আর মানুষদের মাঝে ইয়ুফোরবাসের আঘাতে। তাই আমাকে মারার ক্ষেত্রে তুমি ৮৫০ আছো তৃতীয় অবস্থানে। আরেকটা কথা আমি বলব তোমাকে, তা তুমি মনে গেঁথে রেখো: নিশ্চিত জেনো তোমার জীবনও আর বেশি দিন নেই। এরই মধ্যে তোমার মৃত্যু ও নিজের নিঠুর নিয়তি তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। বলছি যে, তুমি নিহত হবে ইয়াকাসের অতুল্য নাতি অ্যাকিলিসের হাতে।'

সে যখন বলছে এই কথা, মৃত্যুর যবনিকা তাকে মুড়ে দিল, আত্মা তার ৮৫৫ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে উড়ে রওনা দিল হেডিসের মৃত্যুপুরীর দিকে। তার আত্মা তখন বিলাপ করছিল তার নিয়তিকে নিয়ে, কারণ সে পেছনে ফেলে যাচ্ছিল তার সুপৌরুষ ও যৌবন। এরপর মহিমান্বিত হেক্টর বলল তাকে, যদিও সে তখন মৃত :

'প্যাট্রোক্লাস, কেন তুমি ভবিষ্যদ্বাণী করছ আমার শোচনীয় মৃত্যু নিয়ে? কে বলতে পারে যে মোহিনীকেশ থেটিসের পুত্র অ্যাকিলিসই বরং আমার বল্লমে ৮৬০ ঘায়েল হয়ে আমার আগে জীবন দেবে না, সে কথা?'

এই কথা বলে হেক্টর প্যাট্রোক্লাসের মরদেহের ওপরে পা রেখে ব্রোঞ্জের-আগাওয়ালা বল্লম টেনে বার করে নিল তার ক্ষত থেকে এবং তাকে [পা দিয়ে] লাথি মেরে, বল্লম-বিযুক্ত অবস্থাতে, পিঠের ওপর চিৎ করে দিল। এরপর তক্ষুনি হেক্টর তার বল্লম হাতে নিয়ে দ্রুত-পা অ্যাকিলিসের দেবতুল্য অনুচর অটোমেডনকে ধরতে গেল। সে অধীর-ব্যাকুল ছিল অটোমেডনকে মারবে ৮৬৫ তাই। কিন্তু অটোমেডনের দ্রুতপায়ের ঘোড়াগুলো ততক্ষণে তাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে—ওরা পেলিউসকে দেবতাদের দেওয়া দ্যুতিময় উপহার, ওরা অবিনশ্বর ঘোড়া। ৮৬৭

টীকা

১৬:৩৪-৩৫ অশ্বচালক পেলিউস তোমার...খাড়া-উঁচু পাহাড়ের: সমুদ্র স্ত্রী-বাচক ও পাহাড় পুরুষ-বাচক বিশেষ্য। থেটিস ছিল সাগরের দেবী, আর মানুষ পেলিউস তার নামটা পেয়েছিল পেলিয়ন পর্বত থেকে। আলঙ্কারিকভাবে সে কথাই বলা হলো এখানে।

১৬:৫০-৫১ না আমার রানিতুল্য...বার্তা দিয়েছে কোনো: নবম পর্বে অ্যাকিলিস তার অপূর্ব ভাষণে কিন্তু বলেছিল যে তার মা তাকে জানিয়েছে তার দুই নিয়তির কথা: ট্রয়ের যুদ্ধে অংশ নিলে সে পাবে বীরের মহিমা কিন্তু এক অকালমৃত্যু, আর বাড়ি ফিরে গেলে পাবে মহিমাহীন কিন্তু দীর্ঘ জীবন। তাহলে অ্যাকিলিস এখানে কেন বলছে যে তার মা তাকে বলেনি কিছুই? গবেষকদের অভিমত, মা যে তাকে এ-বিষয়ে কিছু বলেছে তা অস্বীকারের মধ্য দিয়ে অ্যাকিলিস এটাই বোঝাতে চাইছে যে, ওরকম সতর্কবার্তা মা তাকে জানালেও সেই বার্তার কারণেই সে যুদ্ধ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছে ব্যাপারটা এমন নয়।

১৬:৬০-৬২ আমাদের উচিত...পুষে যেতে পারে: অ্যাকিলিসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বেশ অবাক করা এক পঙ্ক্তি এটা। যে অ্যাকিলিসের খুনে ক্রোধ *ইলিয়াড*-এর মূল বিষয়বস্তু, সেই অ্যাকিলিস এখানে দেখা যাচ্ছে যে আদতে অনেক নরম স্বভাবের এক মানুষ। ১৯তম পর্বে আগামেমননের সঙ্গে তার মিটমাটের মধ্যে এবং ২৪তম পর্বে রাজা প্রায়ামের প্রতি তার আচরণে আমরা অ্যাকিলিসের চরিত্রের নরম দিকটার আসল প্রমাণ পাবো।

১৬:৭২ আগামেমনন দয়া করে: ঠিক এর আগের রাতেই আগামেমনন অ্যাকিলিসের কাছে তিন দূতকে যুদ্ধে ফেরার মিনতি জানাতে পাঠিয়ে এবং বিশাল ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব রেখে যখন তার 'দয়া' বা 'সহমর্মিতা'র প্রমাণ দিলো, তার পরে অ্যাকিলিসের এ-কথা বলাটা বেশ বিভ্রান্তিকর। আগামেমনন তাকে যুদ্ধের কাজে লাগানোর জন্য এর চেয়ে বেশি আর কী করতে পারতো?

১৬:১০০ পবিত্র মস্তক-আবরণী: ট্রয়ের উঁচু দেওয়ালগুলোকে এখানে তুলনা করা হয়েছে নারীর মাথা ঢাকা আবরণীর সঙ্গে, যে আবরণী ছিঁড়ে যাবে যেইমাত্র সেই নারী গ্রিকদের হাতে বন্দী হবে।

১৬:১৩৪ ইয়াকাসের...উর্ধ্বাঙ্গ বর্মসাজ: আমাদের ফের মনে করানো হলো যে প্যাট্রোক্লাস যুদ্ধে নামছে অ্যাকিলিসের বর্মসাজ পরে, তার নিজেরটা নয়।

১৬:১৪২ অ্যাকিলিসই ওঠাতে সক্ষম: আমাদেরকে এ-কথাও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হলো যে, প্যাট্রোক্লাস অ্যাকিলিসের বর্ম গায়ে চাপাতে হয়তো পারে, তবু সে অ্যাকিলিস নয়, কারণ অ্যাকিলিসের কিংবদন্তীসুলভ বল্লম হাতে তোলার সাধ্য তার নেই।

১৬:১৪৩ প্রিয় পিতাকে কাইরন: কাইরন নামের এই দয়ালু সেন্টোর (অর্ধমানব-অর্ধপশু জানোয়ার) বাস করতো পেলিয়ন পর্বতে। সপ্তম শতকের অনেক ফুলদানি ইত্যাদির পেইন্টিংয়ে আমরা কাইরনকে অ্যাকিলিসের সঙ্গে দেখতে পাই। সে অ্যাকিলিসকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিখিয়েছিল।

১৬:১৫১ অটোমেডন পাশের দড়িতে: পাশের দড়িতে জুড়ে দেওয়া তৃতীয় কোনো ঘোড়া (ইংরেজিতে যাকে বলে trace horse) বিষয়ে দেখুন টীকা ৮:৮৬।

১৬:১৫৪ অবিনশ্বর দু-ঘোড়ার সাথে: জানথাস ও বালিয়াস অ্যাকিলিসের দুই অমর ঘোড়া। অ্যাকিলিস যে এক দেবীর পুত্র সে সত্য এর মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। এই ঘোড়া দুটোর

ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতাও আছে (১৯:৪০৪-৪১৭); পসাইডন এ দুটো ঘোড়া-পেলিউসকে দেয় তার সঙ্গে থেটিসের বিয়ের সময়ে উপহার রূপে। পোদারগে ছিল 'হারপি' বা ঝড়ো হাওয়া, এবং সে যখন ঘোড়ার আকার নিয়ে মাঠে চরছিল, তখন সে গর্ভবতী হয় এই দুই ঘোড়ার ভ্রূণে। ঘোড়ারা যে বাতাসের ঔরসে গর্ভধারণ করতে পারে তা ছিল প্রাচীন পৃথিবীর এক চালু বিশ্বাস, যার কথা ভার্জিলেও পাই আমরা। এর মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে, ঝড়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া ঘোড়া অবশ্যই দ্রুততায় ঝোড়ো গতিরই হবে।

১৬:১৬৮ **মোট পঞ্চাশটি:** এখানে আমরা মারমিডনদের যে তালিকা পেলাম (১৬৮-১৯৭) তা দ্বিতীয় পর্বের জাহাজবহরের তালিকা অংশে মারমিডনবাহিনীর ভুক্তির (২:৬৮১-৬৯৪) সম্প্রসারণ। মারমিডনবাহিনীর নেতা মোট পাঁচজন, যাদের প্রত্যেকের দায়িত্বে আছে দশটি করে জাহাজ। মেনেস্থিয়াস, ইয়ুডোরাস ও পাইসান্দারের কথা কেবল এখানেই বলা হলো। তাদের সংক্ষিপ্ত পিতৃ ও মাতৃ পরিচয় আমাদের জানাচ্ছে যে কোনো দেব বা দেবী তাদের পিতা বা মাতা হতে পারে ঠিকই, কিন্তু তাদের অবস্থান অ্যাকিলিসের নীচে।

১৬:২২৮ **গন্ধক:** গন্ধক বা সালফার প্রাচীন গ্রিক সংস্কৃতিতে ছিল পবিত্র এক উপাদান যার মাধ্যমে বায়ুকে দূষণমুক্ত করা হতো এবং পরিবেশে শুদ্ধতা আনা হতো। *অডিসি* মহাকাব্যে অডিসিয়ুস সব শত্রুকে বধ করার পরে এই গন্ধক দিয়েই তার বাড়ি উপধূপিত (fumigate) করে (*অডিসি*—২২:৪৮১)।

১৬:২৩৩-২৩৫ **প্রভু তুমি ডোডোনিয়ানদের...যারা মাটিতে ঘুমায়:** জিউসের প্রতি অ্যাকিলিসের এই সশ্রদ্ধ এবং চমৎকার আবাহন তার নিজের দেশের (উত্তর গ্রিসের ফিথাইয়া) স্থানীয় দেবতা জিউসের উদ্দেশে রাখা, যে জিউস ডোডোনার (২:৭৫০) প্রাচীন পুণ্যস্থান ও দৈবজ্ঞানের দেবতা। পেলাজজান ঈজিয়ান সাগর তীরবর্তী মানুষদের এক অনেক প্রাচীন নাম—অ্যাকিলিসের নিজের রাজত্বকেও আগে বলা হয়েছে পেলাজজান আর্গজ (২:৬৮১)। আর মাটিতে ঘুমানো আধোয়া পায়ের সেলায়িরা স্থানীয় কোনো যাজকগোত্র যাদের কিনা ছিল এই অদ্ভুত ধর্মাচার বা ট্যাবু।

১৬:২৮৬ **প্রোটেসিলেয়াসের জাহাজের পশ্চাদভাগে:** দেখুন টীকা ১৫:৭০৫-৭০৬।

১৬:৩৮১ **অবিনশ্বর ঘোড়া:** দেখুন ওপরের টীকা ১৬:১৫৪।

১৬:৩৯৭ **উঁচু দেওয়ালের:** এই দেওয়াল ট্রয় নগরীর চারপাশের বিখ্যাত উঁচু দেওয়াল।

১৬:৪২৪ **দেখব কে...যে জিতেই চলেছে:** মানে সারপিডন এখনও নিশ্চিত নয় যে লোকটি প্যাট্রোক্লাস। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় পংক্তি ৫:১৭৫-এর যেখানে, ডায়োমিডিজের আরেস্তিয়া বা বীরগাথায়, একই রকম এক অনিশ্চয়তাকে লক্ষ করি আমরা।

১৬:৪৫৯-৪৬০ **পৃথিবীতে বর্ষণ...বৃষ্টির ফোটায়:** এক অস্বাভাবিক দৃশ্য বা অশুভের ইঙ্গিতসূচক কথা, যা একটু পরেই সারপিডনের মৃত্যু ঘটার জানান দিচ্ছে। বাস্তবে দক্ষিণ ইউরোপে লাল রঙ বৃষ্টি কখনোসখনো আসলেই হয় বাষ্পের মধ্যে সাহারা মরুভূমি থেকে আসা লাল বালুকণা জমে থাকার কারণে।

১৬:৪৬৭ **পিডাসাসের ডান কাঁধে:** আমরা রথের সঙ্গে দড়িতে বাঁধা তৃতীয় ঘোড়াটির (trace horse) মৃত্যু দেখলাম। তৃতীয় ঘোড়া মারা যেতেই পারে এবং হয়তো তার এই মৃত্যুদৃশ্য দেখানোর জন্যই দুই অমর ঘোড়ার সঙ্গে কবি জুড়ে দিয়েছিলেন তাকে।

১৬:৫১০-৫১৩ তার নিজের অন্য...উঁচু দেওয়ালের পরে: টিয়ুসার গ্লকাসকে আহত করেছিল ১২তম পর্বে। দেখুন ১২:৩৮৬-৩৮৯।

১৬:৫৫৭-৫৫৮ দ্যাখো ঐ যে লোক...দেওয়াল অভ্যন্তরে: বাস্তবে সারপিডন দেওয়াল ভেঙে গ্রিক শিবিরে ঢোকা প্রথম ট্রোজান ছিল না। প্রাচীন ও আধুনিক গবেষকেরা এই পঙ্‌ক্তিটি পড়ে আজও বিস্মিত। সম্ভবত কবি ভুলে গিয়েছিলেন যে এর আগে তিনি গ্রিক দেওয়াল ভেঙে ট্রোজানদের ঢোকার সময়ে কী বলেছিলেন। আসলে সারপিডন ছিল ওই দেওয়াল ভেঙে ফেলা অন্যতম ট্রোজান; তার সৃষ্টি করে দেওয়া পথ ধরে গ্রিক শিবিরের ভেতরে ঢুকেছিল অনেক ট্রোজান যোদ্ধা (দেখুন ১২:৩৯৬-৩৯৯)।

১৬:৫৭০-৫৭৬ তারা প্রথম যার...সাথে লড়বার হেতু: এই ঘটনাটির উল্লেখ *ইলিয়াড* ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রিক উপাখ্যান মিলে কেবলমাত্র এখানেই আছে। বিউদায়ন রাজ্য আসলে কোথায় ছিল তা আজও চিহ্নিত করা যায়নি। লক্ষণীয় যে কবি এখানে বলছেন অ্যাকিলিসের পিতা ও মাতা পেলিউস ও থেটিস একত্রে বাস করছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী তারা স্বামী-স্ত্রী হলেও বেশিদিন এক সঙ্গে, এক বাসায় থাকেনি; থেটিস স্বামীকে ছেড়ে সমুদ্রের অতলে চলে গিয়েছিল।

১৬:৬০৫ আইডান: 'আইডান জিউস' অর্থ মাউন্ট আইডার দেবতা জিউস। জিউস আইডা পর্বতে বসে ট্রয়ের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতো।

১৬:৬১৪-৬১৫ তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরের লাইন: আধুনিক হোমারবিদদের সবারই অভিমত যে এই পংক্তিটি *ইলিয়াড*-এ যোগ করা হয় মধ্যযুগে এবং তা ঘটে প্রাচীন টেক্সট দেখে দেখে কাগজে তুলবার সময়ে সেই কাজে নিয়োজিত লোকটির অসাবধানতাবশতঃ ভুলের কারণে। এর আগের লাইনের পরে এ লাইনটি আসলেই অর্থহীন।

১৬:৭৪১ তার দুই চোখ খুলে পড়ল: *ইলিয়াড*-এ দ্বিতীয়বার ঘটল শারীরবৃত্তীয় এই অসম্ভব ব্যাপারটি। এর আগে ঘটেছিল ১৩তম পর্বে। দেখুন টীকা ১৩:৬১৭-৬১৮।

১৬:৮০৮ ইয়ুফোরবাস, প্যানথোয়াসের ছেলে: ইয়ুফোরবাস, তার মানে, ছিল পলিডামাসের ভাই। হোমার তাকে হঠাৎই দিয়ে দিলেন প্যাট্রোক্লাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ এক গ্রিক বীরকে হত্যা করার বিশাল মহিমা। এর আগে আমরা তার ব্যাপারে কিছু শুনিনি, আর এর পরের পর্বে মেনেলাসের হাতে মৃত্যুর সময়েই আমরা আবার তার কথা শুনবো।

১৬:৮৩৯-৮৪২ প্যাট্রোক্লাস, অশ্বচালক...ফিরে আসবে না যেন: না, এটি হেক্টরের একটি ভুল অনুমান। অ্যাকিলিস কখনোই প্যাট্রোক্লাসকে এভাবে ঠেলে যুদ্ধে বা বিপদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়নি। বরং অ্যাকিলিস তাকে বারবার নানাভাবে বিপদের বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক করে দিয়েছিল, দেবতা অ্যাপোলোর হস্তক্ষেপ বিষয়ে হুঁশিয়ারি জানিয়েছিল। দেখুন মহাকাব্যের ১৬:৮৩-৯৬ অংশটুকু।

পর্ব - সতেরো

•

প্যাট্রোক্লাসের লাশ নিয়ে যুদ্ধ

প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহের পাহারায় মেনেলাস; তার হাতে ইয়ুফোরবাসের মৃত্যু—ট্রোজান আক্রমণের নেতৃত্বে হেক্টর—অ্যাকিলিসের বর্মসাজ পরা হেক্টরকে নিয়ে জিউসের করুণামিশ্রিত উপহাস—প্যাট্রোক্লাসের ঘোড়াদের কান্না—অ্যাথিনার অনুপ্রেরণায় প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ টেনে নিয়ে গেল মেনেলাস—জিউসের ঐশীবর্ম ঝাঁকানোর পরে গ্রিকদের পশ্চাদপসরণ—অ্যান্টিলোকাস অ্যাকিলিসের কাছে গেল প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুসংবাদ দিতে।

বিষয়বস্তু

এই পর্বে আগের পর্বের ধারাবাহিকতা এ-অর্থে পুরোপুরি বিদ্যমান যে ১৬তম পর্বে ইয়ুফোরবাস অ্যাপোলো ও হেক্টরের পাশাপাশি ছিল প্যাট্রোক্লাসের অন্যতম হত্যাকারী, আর এ পর্বে সে-ই খুন হলো মেনেলাসের হাতে। পুরো পর্বটি প্যাট্রোক্লাসের লাশের দখল নিয়ে ট্রোজান ও গ্রিকদের মধ্যকার কাড়াকাড়ির আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে ভরপুর। পর্বের শেষে প্রিয়তম বন্ধুর মৃত্যুর খবর পাঠানো হলো অ্যাকিলিসের কাছে, যদিও তার মৃতদেহ শেষমেশ অ্যাকিলিসের কাছে বয়ে নিয়ে যেতে গ্রিকদের এর পরের পর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। একজন মৃত বীরের লাশ নিয়ে এই প্রলম্বিত লড়াইয়ের পেছনে একটাই কারণ: অ্যাকিলিস যতো বেশি দেরি করে জানছে তার বন্ধুর মৃত্যুর খবর, ততো বেশি পাঠকের কৌতূহল বাড়ছে এ-খবর জানার পরে অ্যাকিলিসের প্রতিক্রিয়া কী হয়

তা জানার জন্য। গত পর্বের শেষে হেক্টর ছুটল অ্যাকিলিসের ঘোড়াদুটি ধরবে বলে; আর এ-পর্বে দেবতা অ্যাপোলো তাকে ছদ্মবেশে জানিয়ে দিল, এই দু ঘোড়া সামলানো তার মতো নশ্বরের কাজ নয়, ওটা কেবল অ্যাকিলিসই পারে, যার মা একজন দেবী। আমরা জেনে গেলাম হেক্টরের অবস্থান অ্যাকিলিসের নীচে আর ঘোড়াদুটো ধরতে তার ব্যর্থতার মাধ্যমে সে-কথার প্রমাণও পেয়ে গেলাম। ঘোড়ার পেছনে ছুটতে গিয়ে মূল যুদ্ধ থেকে হেক্টরের দূরে থাকারও তাৎপর্য আছে: প্যাট্রোক্লাসকে খুন করার প্রতিশোধের শিকার হতে যাচ্ছে সে শীঘ্রই, এমন একটা বোধ তাতে পর্দার আড়ালে তৈরি হচ্ছে যেন। ১৬তম পর্বেও যোদ্ধাদের মরদেহ (সারপিডন ও সেব্রায়োনিজের) নিয়ে কাড়াকাড়ি দেখেছি আমরা। কিন্তু এ-পর্বের দৈর্ঘ্যই বলে দেয় যে প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু ও তার মৃতদেহ ইলিয়াড-এর মূল কাহিনীর জন্য কতটা বিরাট তাৎপর্যবহ। এই দীর্ঘ পর্বে সিদ্ধান্তমূলক, সাফসাফ কোনো কিছুই ঘটে না বলে হোমার বিশেষজ্ঞরা এর বর্ণনার ভাঁজ খোলার মধ্যে ত্রুটি খুঁজে পেতে অভ্যস্ত—তারা বলেন, হয় এর অনেক কিছু হোমারের মৃত্যুর পরে গীতিকবিদের যোগ করা, না হয় হোমারের এ-পর্যায়ে এসে ক্লান্তি ধরে গিয়েছিল। সাধারণ পাঠকরা, অন্যদিকে, এ-পর্বটিকে ভালোবাসেন এখানে এক বীরের মরদেহ নিয়ে সৃষ্টি হওয়া ক্লান্তিকর ও ধারাবাহিক সংগ্রামের অভিঘাতটুকুর জন্য। এ-পর্বের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশ অটোমেডনের বীরগাথা এবং অ্যাকিলিসের ঘোড়াদের প্যাট্রোক্লাসের জন্য কান্না ও তাতে জিউসের প্রতিক্রিয়া।

সারসংক্ষেপ

১-১২২: মেনেলাসের হাতে প্যাট্রোক্লাসের অন্যতম খুনী ইয়ুফোরবাসের মৃত্যু। অ্যাপোলো খেপিয়ে তুলল হেক্টরকে; মেনেলাস পিছু হটল, অ্যাজাক্সকে ডাকল সাহায্যের জন্য।

১২৩-১৯৭: অ্যাজাক্স সফলভাবে প্রতিরক্ষা দিতে লাগল প্যাট্রোক্লাসের মরদেহের। গ্লকাস ভর্ৎসনা জানাল হেক্টরকে; হেক্টর প্যাট্রোক্লাসের কাছ থেকে পাওয়া অ্যাকিলিসের বর্মসাজ গায়ে পরল।

১৯৮-২৩৬: জিউস হেক্টরের আসন্ন মৃত্যু নিয়ে ভাবছে; সে সিদ্ধান্ত নিল হেক্টরকে সাময়িক শক্তি ও বিজয় দেবে।

২৩৭-৩১৮: ভীত মেনেলাস সাহায্যের জন্য আবার প্রার্থনা রাখল; জিউস প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ ঢেকে দিল কুয়াশা দিয়ে; অ্যাজাক্স মৃতদেহ রক্ষা করে চলল।

৩১৯-৪২৫: দেবতা অ্যাপোলো ভর্ৎসনা জানাল ঈনিয়াসকে, অন্যদিকে পরিস্থিতি অ্যাজাক্সের পুরো নিয়ন্ত্রণে। প্যাট্রোক্লাসের লাশ নিয়ে যুদ্ধ তীব্রতা পেল।

৪২৬-৫৪২: অ্যাকিলিসের ঘোড়াগুলি প্যাট্রোক্লাসের জন্য কাঁদল, জিউসের তাতে মায়া হলো খুব (৪২৬-৫৫)। জিউসের থেকে শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে ঘোড়াদুটি আবার চলা শুরু করল। অটোমেডন পায়ে হেঁটে ওদের প্রতিরক্ষা দিল; হেক্টর ব্যর্থ হলো ওদের জিম্মায় নিতে।

৫৪৩-৬২৫: অ্যাথিনা যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে এল রঙধনুর মতো করে; তার উপস্থিতিতে উদ্দীপিত মেনেলাস হত্যা করল পোডিজকে। অ্যাপোলো জাগাল হেক্টরকে; জিউস বজ্রচমক দিয়ে হেক্টরের প্রতি পক্ষপাত ঘোষণা করল। গ্রিকরা পালাচ্ছে জাহাজের দিকে।

৬২৬-৬৯৯: অ্যাজাক্স জিউসের কাছে প্রার্থনা রাখল কুয়াশা সরিয়ে নেওয়ার; সে মেনেলাসকে পাঠাল অ্যান্টিলোকাসকে খুঁজে বের করতে। অ্যান্টিলোকাস শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল যে প্যাট্রোক্লাস এখন নিহত এবং অ্যাকিলিসের বর্মসাজ হেক্টরের করতলগত হয়েছে। অ্যান্টিলোকাস প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে রওনা দিল অ্যাকিলিসের ডেরার উদ্দেশে।

৭০০-৭৬১: মেরাইয়োনিজকে সঙ্গে নিয়ে অবশেষে মেনেলাস প্যাট্রোক্লাসের মরদেহ যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে যেতে পারল; দুই অ্যাজাক্স তখন ঠেকিয়ে রাখছে ট্রোজান আগ্রাসন। কবি এই তীব্র সংগ্রামের বর্ণনা দিলেন মোট পাঁচটি সুন্দর মহাকাব্যিক-উপমার (epic simile) মাধ্যমে।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

এ-পর্বের ঘটনাকাল *ইলিয়াড-শুরু* হওয়ার পরে ২৮তম দিনের সন্ধ্যা। ঘটনাস্থল ট্রয় নগরের সামনের সমতল।

চিত্র ১৯. প্যাট্রোক্লাসের মরদেহ নিয়ে যুদ্ধ। বাঁয়ে বড় অ্যাজাক্সের হাতে ধরা বিয়োশান ঢাল (এরকম ঢাল বাস্তবে একটিও খুঁজে পাওয়া যায়নি)। তার প্রতিদ্বন্দ্বী সম্ভবত হেক্টর, যার হাতের ঢালে তিন দৌড়রত পায়ের ছবি (triskelis)। দুজনেরই পেছনে আছে যার যার দিকের সৈন্যেরা। প্যাট্রোক্লাসের লাশ পড়ে আছে মাঝখানে। (মদ পানের বাটি, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৩০ সন; পাওয়া গেছে গ্রিসের ফারসালোসে)

অ্যাট্রিউসপুত্র, যুদ্ধদেব আইরিজের প্রিয় মেনেলাস, জেনে গেল প্যাট্রোক্লাস যুদ্ধে মারা গেছে ট্রোজানদের হাতে। সে সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝ দিয়ে ছুটে গেল, তার মাথায় জ্বলজ্বল করছে ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ। দাঁড়াল সে প্যাট্রোক্লাসের মরদেহের পাশে; যেভাবে কোনো মা-গরু, যার এর আগে মাতৃত্বের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, ঝুঁকে দাঁড়ায় তার প্রথম-বাচ্চা বাছুরের ওপর, সখেদে, তাকে ৫ প্রতিরক্ষা দিতে—সেভাবে পীতকেশ মেনেলাস দাঁড়াল প্যাট্রোক্লাসের ওপরে, দু পাশে দুই পা রেখে। বুকের সামনে সে ধরে রাখল তার বল্লম আর শরীরের চারদিকে সুসমঞ্জস ঢাল; ব্যগ্র সে যে-ই আসবে লাশের দখল নিতে, তাকে হত্যা করবে বলে।

অতুল্য প্যাট্রোক্লাসের পতন নজর এড়ায়নি প্যান্থোয়াসপুত্র ইয়ুফোরবাসেরও, ১০ সে অ্যাশকাঠের বল্লমে পারদর্শী বড়। একদম কাছে এসে সে বলল মেনেলাসকে, আইরিজের প্রিয় মেনেলাস :

'অ্যাট্রিউসপুত্র মেনেলাস, জিউস-লালিত তুমি মানুষের নেতা, ফিরে যাও, লাশ ছেড়ে ভাগো, রক্তমাখা যুদ্ধলুটের মাল ফেলে রাখো। জেনো, আমার আগে আর কোনো ট্রোজান বা তাদের বিখ্যাত মিত্রদের কেউ পারেনি এ তীব্র লড়াইয়ের মাঠে প্যাট্রোক্লাসকে বল্লমের আঘাত দিতে। অতএব ট্রোজানদের মাঝে একা ১৫ আমারই যেন নামযশ হয়, সেইমতো করো। নয়তো আমি বল্লমের ঘায়ে পতন ঘটাব তোমার, তোমারও মধু-মিষ্টি জীবন কেড়ে নেব।'

এবার প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে পীতকেশ মেনেলাস বলল তাকে :

'ও পিতা জিউস, কারোরই উচিত নয় ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে দম্ভ দেখানো! দেখে মনে হচ্ছে চিতাবাঘের ক্ষিপ্ততা কিংবা সিংহের, বা সর্বনাশা-মন বুনো শুয়োরের ২০ ক্ষিপ্ততাও—যার বুকের ভেতরের হিংস্রতা প্রচণ্ড শক্তির সাথে ঝলকে পড়ে সবচে বেশি করে—ততখানি নয় যতটা গর্ব ও ঔদ্ধত্য আছে এই অ্যাশকাঠের বল্লম হাতে ধরা প্যান্থোয়াসের পুত্রদের। নাহ, [প্যান্থোয়াসের অন্য ছেলে] শক্তিমান হিপেরিনর, ঘোড়া-বশে-আনা বীর, আমার আগ্রাসনকে অবজ্ঞা করেছিল বলে যৌবনের কোনো মজাই আর নেওয়া হলো না তার। সে বলেছিল গ্রিকদের মাঝে ২৫ সবচে ঘৃণ্য, জঘন্য যোদ্ধাটি আমি।° অতএব, আমার মনে হয় না, সে আর তার নিজের দু পায়ে ফিরে যেতে পারল তার বাড়িতে প্রিয় স্ত্রীর কাছে, যত্নশীল পিতামাতার কাছে। তোমার জন্যও একই কথা। আমাকে চ্যালেঞ্জ জানাও যদি,

তবে আমি তোমার ক্ষিপ্ততারও ইতি টেনে দেব। আমি বলছি তোমাকে: ফিরে
৩০ যাও সৈন্যদের ভিড়ে, আমার মুখোমুখি হতে দাঁড়িয়ে থেকো না; নয়তো কোনো ভয়াল দুর্যোগ নেমে আসবে তোমার ওপরে। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে হায় সব বোকারই বুদ্ধি বাড়ে।'

এ-ই বলল সে, তবে তখনও ছুটে গেল না ইয়ুফোরবাসের দিকে। ইয়ুফোরবাস জবাব দিল :

'এবার মেনেলাস, জিউস-লালিত তুমি, তোমাকে নিশ্চিত মূল্য দিতে হবে
৩৫ আমার ভাইয়ের খুনের—তার মৃতদেহে পা রেখে দাঁড়িয়ে দম্ভোক্তি দেখানোর, তার স্ত্রীকে নতুন বানানো বাসরঘরে বিধবা বানানোর, এবং তার পিতামাতার জন্য অবর্ণনীয় শোক-দুঃখ বয়ে আনার হেতু। এসব হতভাগ্য মানুষের বিলাপের দিনে আমি তাদের জন্য কিছু শান্তি ও সান্ত্বনা নিয়ে আসতে পারি,
৪০ যদি তোমার মুণ্ডু ও বর্মসাজ তুলে দিতে পারি প্যান্থোয়াস ও রানিতুল্য ফ্রোনটিসের হাতে। যাক, ভালো যে, আমাদের শক্তির পরীক্ষা কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ে যাবে মূল লড়াইয়ে নেমে। বিজয় নাকি পালিয়ে ভাগা—কোন্‌টা কার ভাগ্যে আছে, দেখা যাবে।'

এই কথা বলে ইয়ুফোরবাস আঘাত হানল মেনেলাসের দেহের সবদিকে সুসমঞ্জস ধরে রাখা ঢালে, কিন্তু ব্রোঞ্জ তা ফুঁড়ে যেতে ব্যর্থ হলো। বল্লমের আগা
৪৫ শক্ত ঢালে বাড়ি খেয়ে বেঁকে গেল পেছনের দিকে। এবার অ্যাট্রিউসপুত্র মেনেলাসের পালা—সে বল্লম তুলে চড়াও হলো ইয়ুফোরবাসের ওপর এবং প্রার্থনা রাখল পিতা জিউসের প্রতি। ইয়ুফোরবাস যেই পেছাচ্ছে, অমনি সে ঝটকা মেরে বল্লম ঢুকিয়ে দিল তার গলার নীচদিকে—এই ঝটকার ওপর শরীরের পুরো ওজন ঢেলে দিয়ে, নিজের প্রকাণ্ড হাতের ওপর আস্থা রেখে। ইয়ুফোরবাসের নরম গলা ভেদ করে বল্লমের আগা বেরিয়ে গেল অন্যপাশ দিয়ে।
৫০ সে পড়ে গেল ধুপ শব্দ করে, তার বর্ম ঠনঠান করে উঠল দেহের ওপরে। তার চুল, গ্রেইস দেবীদের° মতো সুন্দর চুল, সোনা ও রূপা দিয়ে তা গোছা করে বাঁধা, রক্তে ভিজে জবজব হলো। যখন কোনো লোক এক ফাঁকা জায়গায়—এমন জায়গা যেখানে পানি প্রচুর আছে—কোনো বলবান জলপাই চারা যত্ন দিয়ে বড় করে তোলে, কী সুন্দর চারা সেটা, কী সুন্দর সে বাড়ে, সব দিক থেকে আসা
৫৫ হাওয়ার ঝাপটা কাঁপায় চারাটিকে, সে সাদা সাদা কুঁড়ির সৌন্দর্য নিয়ে ফেটে পড়ে, কিন্তু [একদিন] যেভাবে হঠাৎ আসে এক বিরাট ঝড়ো হাওয়া, এসে চারাটিকে উপড়ে ফেলে তার জায়গা থেকে, মাটিতে রেখে যায় ফেলে—সেভাবেই অ্যাট্রিউসপুত্র মেনেলাসের হাতে খুন হলো অ্যাশকাঠের সুন্দর বল্লম ধরা ইয়ুফোরবাস, প্যান্থোয়াসের ছেলে। এবার তার দেহ থেকে বর্মসাজ খুলে নিতে
৬০ এগোলো মেনেলাস।

যেভাবে কোনো পাহাড়ে বেড়ে ওঠা সিংহ নিজের পরাক্রমে আস্থা রেখে তৃণভূমিতে চরা গবাদিপশুর পাল থেকে ধরে সবচে সুন্দর গরুটিকে, প্রথমে তার শক্ত চোয়াল দিয়ে গরুর ঘাড় ধরে ভেঙে দেয় ঘাড়, পরে প্রবল মত্ততা থেকে চেটে খায় তার রক্ত, তার শরীরের ভেতরকার সব নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি; তাকে ঘিরে তখন কিছু দূর থেকে ডালকুত্তা ও রাখালের দল জোরে হইহই করে ওঠে, ৬৫ কিন্তু তারা সিংহটির সাথে লড়তে এগিয়ে যায় না তার দিকে, ভয়ে, কারণ বিবর্ণ এক ভীতি তাদের ঘিরে ধরে—সেভাবে কোনো ট্রোজানের বুকের মাঝে হৃদয়ে সাহস হলো না মহামহিম মেনেলাসের সাথে গিয়ে লড়ে। তখন অ্যাট্রিউসপুত্র মেনেলাস অতি সহজে ইয়ুফোরবাসের বিখ্যাত বর্মসাজ পারতো খুলে নিয়ে ৭০ যেতে, কিন্তু ফিবাস অ্যাপোলো তাকে সেই যশগৌরব দিতে অনিচ্ছুক ছিল। অ্যাপোলো সিকোনিজদের নেতা মেনটিজের° ছদ্মবেশ ধরে দ্রুতছোটা যুদ্ধদেব আইরিজের সমকক্ষ বীর হেক্টরকে জাগিয়ে তুলল মেনেলাসের বিপরীতে। তার উদ্দেশে সে বলল এই ডানাওয়ালা কথা :

'হেক্টর, তুমি বৃথাই ছুটছ এমন কিছুর পিছে, যা কখনও নাগালে পাবে না। ৭৫ বলছি যে ইয়াকাসের যুদ্ধংদেহী নাতি [অ্যাকিলিসের] ঘোড়াদের কোনো নশ্বর মানুষের পক্ষে ধরা ও চালানো অসম্ভব বটে। কেবল অ্যাকিলিসই পারে সেটা°—অ্যাকিলিস, অবিনশ্বর এক মায়ের গর্ভে জন্ম যার। অন্যদিকে এরই মধ্যে অ্যাট্রিউসের ছেলে যুদ্ধবাজ মেনেলাস দাঁড়িয়ে গেছে প্যাট্রোক্লাসের লাশের ওপর উঠে, সে হত্যা করছে সেরা ট্রোজান যোদ্ধাদের, প্যান্‌থোয়াসপুত্র ইয়ুফোরবাসের ৮০ ফুঁসে ওঠা পরাক্রম দিয়েছে থামিয়ে।'

এই কথা বলে দেবতা আবার ফিরে গেল মানুষের খাটাখাটনির মাঝে। হেক্টরের মনের গভীরে ভয়ংকর বিষাদের কালো মেঘ ছেয়ে গেল। সে নিবিড় চোখে তাকাল সেনাদের সারির দিকে, সাথে সাথে দেখল কে একজন [কার যেন] বিখ্যাত বর্মসাজ খুলে ফেলছে দ্রুত, দেখল সেই লোক মাটিতে পড়ে আছে, রক্ত ৮৫ বয়ে যাচ্ছে তার বল্লমের আঘাতের ক্ষত থেকে। তখন হেক্টর সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝ দিয়ে চলল দীর্ঘ পদক্ষেপে, দ্যুতিমান ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণে ঢাকা তার মাথা, চলল সে এক গগনভেদী চিৎকার তুলে। তাকে দেখতে লাগছিল হেফিস্‌টাসের অগ্নিশিখার মতো, যার আগুন বোজানো দুঃসাধ্য বটে। তার তীব্র-তীক্ষ্ণ চিৎকার অ্যাট্রিউসপুত্র মেনেলাসের কানেও পৌঁছাল। ভীষণ বিচলিত হয়ে মেনেলাস ৯০ নিজের বীরোচিত মনের উদ্দেশে বলল এই কথা:

'আহ, এ কী সমস্যায় পড়ে গেলাম আমি! যদি আমি এই সুন্দর বর্মসাজ ও প্যাট্রোক্লাসকে ফেলে—যে প্যাট্রোক্লাস আমার পক্ষে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আজ এখানে পড়ে আছে—চলে যাই, তাহলে ভয় আছে কোনো গ্রিক এ দৃশ্য দেখে

ফেললে পরে আমার ওপর ক্রোধান্বিত হবে। অন্যদিকে যদি আমি হেক্টর ও
৯৫ ট্রোজানদের বিপরীতে একা লড়তে যাই, তাহলে ভয় আছে ওরা ঘিরে ফেলবে আমাকে, একের বিরুদ্ধে অনেকে একসাথে মিলে। ঐ যে দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর সব ট্রোজানকে সাথে নিয়ে আসছে এইদিকে। কিন্তু আমার মন এভাবে নিজের সাথে কথা বলে যাচ্ছে কেন? যখন কোনো যোদ্ধা দেবতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে এমন কারও সাথে লড়ে যাকে দেবতারা সম্মান দিতে বদ্ধপরিকর, তখন নিশ্চিত বিশাল দুর্দশা গড়িয়ে আসে সেই যোদ্ধার 'পরে। সুতরাং কোনো
১০০ গ্রিকই ক্ষেপবে না আমার ওপর, যদি সে দ্যাখে আমি মাঠ ছেড়ে দিচ্ছি হেক্টরের সামনে পড়ে, যেহেতু [সেই গ্রিক জানে] হেক্টর লড়ছে দেবকুলের সহায়তা নিয়ে। তবে শুধু যদি আমি রণহুঙ্কার দিতে মহাপারদর্শী অ্যাজাক্সকে কোথাও খুঁজে পাই, তখন আমরা দুজন একসাথে মিলে, মনে যুদ্ধ-ক্ষুধা জাগ্রত করে, ফিরে যেতে পারব লড়াইয়ের মাঠে, এমনকি দেবতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যদি হয়। আর তখন বুঝতে পারব ঐ মৃত [প্যাট্রোক্লাসের দেহ] আমরা পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের জন্য
১০৫ বয়ে নিয়ে যেতে পারব কি না। এতো মন্দের মধ্যে ওটাই উত্তম কাজ হবে।'

মেনেলাস যখন মনে ও হৃদয়ে ভাবছে এসব কথা, ট্রোজান সেনাদের সারি এরই মাঝে এগিয়ে এসেছে; হেক্টর নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের। তখন মেনেলাস পেছনে হটে মাঠ ছেড়ে দিল, ফেলে এল প্যাট্রোক্লাসের লাশ। বারবার সে ঘুরে তাকাল কোনো কেশরভরা সিংহের মতো করে, যাকে কুকুর ও মানুষেরা
১১০ গবাদিপশুর পালের কাছ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বর্শা ছুড়ে ও চিৎকার তুলে; সিংহটার বুকের মাঝে সাহসী হৃদয়ে শীতল ভয় ঢুকে গেছে, তাই মহা অনিচ্ছাতে সে ফিরে যাচ্ছে খামারবাড়ির আঙিনা পেছনে রেখে—ওরকমই পীতকেশ মেনেলাস চলে গেল প্যাট্রোক্লাসকে ছেড়ে। যখন সে পৌছাল সহযোদ্ধাদের জটলার মাঝে, ঘুরে দাঁড়াল সে, এদিকে ওদিকে তাকিয়ে খুঁজল অ্যাজাক্সকে,
১১৫ বিশালদেহী টেলামন পুত্রটিকে। শীঘ্র অ্যাজাক্সের ওপর চোখ পড়ল তার; অ্যাজাক্স ছিল পুরো যুদ্ধের মাঠের একদম বাম দিকে, উজ্জীবিত করছিল সহযোদ্ধাদের, তাদের তাড়না দিচ্ছিল লড়াই করে যেতে, যেহেতু ফিবাস অ্যাপোলো তাদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল এক বিস্ময়কর ভীতি। মেনেলাস দৌড়ে অ্যাজাক্সের কাছে গেল, তাকে বলল এই কথা :

১২০ 'অ্যাজাক্স, প্রিয় বন্ধু আমার, এই দিকে আসো! প্যাট্রোক্লাস মারা গেছে। চলো তাড়াতাড়ি করি, যেন অন্তত তার মৃতদেহ ফেরত নিয়ে যেতে পারি অ্যাকিলিসের কাছে—তার নগ্ন মৃতদেহ। [আর জেনো] তার বর্মসাজ আছে দ্যুতিময় শিরস্ত্রাণের হেক্টরের কাছে।'

এ-ই বলল সে, যুদ্ধংদেহী অ্যাজাক্সের মনকে জাগাল। অ্যাজাক্স বড় পা ফেলে চলল সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝ দিয়ে, তার সাথে চলল পীতকেশ মেনেলাস।

ইতিমধ্যে হেক্টর প্যাট্রোক্লাসের গা থেকে তার সুনামখ্যাত বর্মসাজ খুলে চেষ্টা করছে লাশ টেনে নিয়ে যেতে। তার ইচ্ছা সে প্যাট্রোক্লাসের ঘাড় থেকে মাথা ধারাল ব্রোঞ্জে কেটে নেবে, তারপর ধড় টেনে নিয়ে তুলে দেবে ট্রয়ের কুকুরদের হাতে।° কিন্তু অ্যাজাক্স তার টাওয়ার-সদৃশ ঢাল° হাতে ধরে কাছে চলে এল। হেক্টর [তা দেখে] মাঠ ছেড়ে দিল, পেছনে হটে মিশে গেল সহযোদ্ধাদের জটলাতে, লাফ দিয়ে উঠল তার রথে; আর সে প্যাট্রোক্লাসের সুন্দর বর্মসাজ ট্রোজানদের হাতে দিল শহরে নিয়ে যেতে—ওতে করে তার বিরাট নামযশ হবে।　১২৫ ১৩০

অ্যাজাক্স এবার মেনিশাসপুত্র [প্যাট্রোক্লাসকে] ঢাকল তার চওড়া ঢাল দিয়ে, আর ওখানে দাঁড়াল যেমন করে কোনো সিংহ দাঁড়ায় তার শাবকদের সামনে এসে—সিংহ যখন তার বাচ্চাগুলিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, পথিমধ্যে শিকারীরা এসে পড়ে, তখন সে তার শক্তিমত্তার মহোল্লাস তুলে ভুরুর চামড়ার ভাঁজ একসাথে নামিয়ে আনে দুই চোখ ঢেকে—সেরকম অ্যাজাক্স দাঁড়াল যোদ্ধা প্যাট্রোক্লাসের লাশের দু পাশে দু পা রেখে; এবং তার নিকটে দাঁড়াল অ্যাট্রিউসপুত্র, যুদ্ধদেব আইরিজের প্রিয় মেনেলাস, বুকে বিরাট দুঃখ পুষে।　১৩৫

তখন গ্লকাস, হিপোলোকাসের ছেলে, লিশানদের নেতা, তার ভুরুর নীচ থেকে রাগী দৃষ্টি হেনে হেক্টরকে তিরস্কার জানাল কিছু কঠিন কথা বলে :　১৪০

'হেক্টর, চেহারায় কী সুন্দর কিন্তু যুদ্ধে কতো না অথর্ব তুমি। সত্যি বলতে কী, তোমার যে বীরের খ্যাতি আছে, তা অনর্থক খ্যাতি, দৌড়ে ভাগা কারো খ্যাতির মতো। এক্ষুনি তুমি ভেবে নাও কী করে শুধু ইলিয়ামে জন্ম নেওয়া সেনাদের মাধ্যমে তুমি বাঁচাবে তোমার শহর আর ঘর। কারণ [আজ থেকে] তোমার শহরের পক্ষ নিয়ে অন্তত লিশান সেনাদের একজনও লড়তে যাবে না গ্রিকদের সাথে, যেহেতু আমার দেখা হয়ে গেছে যে শত্রুর সাথে লড়ার, বিরামহীন লড়ে যাবার বিপরীতে [তোমাদের] কৃতজ্ঞতা বোধ নেই কোনো। এ যুদ্ধের চাপের মাঝে বলো কী করে তুমি কোনো সাধারণ যোদ্ধাকে বাঁচাবে, যখন কিনা হৃদয়হীন এই তুমি তোমার একদার অতিথি,° তোমার বন্ধু সারপিডনকেই ফেলে রেখে এসেছ গ্রিকদের হাতে, তাদের শিকারের মাংস ও লুটের মাল হতে°—যে সারপিডন বহুবার তোমার প্রতি মহা আনুগত্যের প্রমাণ রেখে গেছে, তার জীবদ্দশায় সেবা করে গেছে তোমার ও তোমার শহরের! আর এখন তোমার এটুকু সাহস নেই তাকে কুকুরের খাদ্য হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর? অতএব এখন, লিশান সেনাদের ওপর আমার যদি কোনো প্রভাব　১৪৫ ১৫০

১৫৫ থেকে থাকে, তবে বলে রাখছি—আমরা ফিরে যাচ্ছি বাড়ির পথে, ট্রয়কে রেখে যাচ্ছি শতভাগ ধ্বংসে বিলীন হওয়ার হাতে। আহ ট্রোজানদের মাঝে এখন যদি থাকত সাহস দুর্বিনীত, থাকত নির্ভয় পরাক্রমের চিহ্ন কোনো, যেমনটা মানুষের থাকে নিজের দেশের জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে ঘাম ফেলে লড়বার কালে, তাহলে নিশ্চিত এখনই আমরা পারতাম প্যাট্রোক্লাসকে ইলিয়ামে টেনে নিয়ে যেতে।
১৬০ আর এ লোককে, এ লাশকে যদি যুদ্ধের মাঠ থেকে একবার টেনে এনে সোজা রাজা প্রায়ামের বিখ্যাত শহরে নিয়ে যাওয়া যেত, তখন নিশ্চিত গ্রিকরা সাফসাফ ফেরত দিতে বাধ্য হতো সারপিডনের বিখ্যাত বর্মসাজ, সেইসাথে আমরা পারতাম সারপিডনের মরদেহ ফিরিয়ে আনতে ইলিয়ামে।° ওরকমই এক মহান লোকের অনুচর ছিল প্যাট্রোক্লাস, সে নিজে এখন মৃত; ওই লোক [অ্যাকিলিস]
১৬৫ গ্রিকদের জাহাজবহরের পাশে সেরা যোদ্ধা সবচেয়ে, সে নিজে আর বাহু-যুদ্ধে লড়া তার অনুচরগণ।

'কিন্তু তোমার সাহসে কুলাল না বীরোচিত মন অ্যাজাক্সের সামনে দাঁড়াতে, শত্রুর রণহুঙ্কারের মাঝে তার চোখে চোখ রেখে তার মুখোমুখি হতে বা তার দিকে ধেয়ে যেতে—কারণ [তুমি জানো] সে তোমার চেয়ে ভালো যোদ্ধা বটে।'

এ-কথায় ভুরুর নীচ থেকে রাগী দৃষ্টি হেনে গ্লকাসকে বলল হেক্টর, দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণ পরা বীর :

১৭০ 'গ্লকাস, তোমার মতো একজন মানুষ এভাবে অতি উদ্ধতের মতো কথা বলে কী করে? বন্ধু, আমার সত্যি ধারণা ছিল যে উর্বরা জমিনের লিশার মানুষদের মাঝে তুমিই জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় সবার থেকে সেরা। কিন্তু এখন তোমার প্রজ্ঞার নিকুচি করি আমি! দেখলাম তো কী বললে তুমি, বললে আমার নাকি বিশালদেহী অ্যাজাক্সের সামনে দাঁড়ানোর মতো সাহস নেই কোনো। যা বলি,
১৭৫ শুনে রাখো: আমি না ভয় পাই যুদ্ধে, না রথচলার মহা হট্টগোলে। তবে ঐশীবর্মপরা জিউসের ইচ্ছাই এখানে সবচে বড় কথা, সে-ই পারে কোনো সাহসী যোদ্ধাকেও পলায়নে বাধ্য করে দিতে, অতি সহজে তার বিজয় কেড়ে নিতে;, আবার অন্য কোনো সময়ে দেখা যায় এই একই দেবতা তাকে তাড়না দিচ্ছে লড়াইয়ে নামার। নাহ, বন্ধু আমার, এইদিকে আসো, দাঁড়াও আমার পাশে এসে;
১৮০ দ্যাখো আমি কী করতে পারি, দ্যাখো আমি আজ সারাদিন ভীতুর মতোই কাজ করি কি না, যেমন বলছ তুমি; নাকি আমি কিছু গ্রিক যোদ্ধাকে—যতই বীরত্ব দেখাতে মুখিয়ে থাক তারা—পারি মৃত প্যাট্রোক্লাসের লাশ রক্ষার লড়াই থেকে স্তব্ধ করে দিতে।'

এ কথা বলে হেক্টর চিৎকার দিল জোরে, চিল্লিয়ে বলল ট্রোজানদের উদ্দেশে :

'ট্রোজান, লিশান ও দারদানিয়ানেরা যারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে দক্ষ বড়, পুরুষ হও
১৮৫ বন্ধুরা আমার, যুদ্ধের মত্ত সাহস বুকে জাগ্রত করো। আমি অতুল্য অ্যাকিলিসের

সুন্দর বর্মসাজ চাপাচ্ছি গায়ে, যেটা বলশালী প্যাট্রোক্লাসকে খুন করার পরে আমি খুলে নিয়েছি তার দেহ থেকে।'

এ কথা বলে দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর যুদ্ধের উন্মত্ত মাঠ ছেড়ে গেল, শুরু করল দৌড়। দ্রুত পায়ে সে ছুটল তার সহসঙ্গীদের পিছু, আর দ্রুতই তাদের ধরে ফেলল বটে, কারণ তারা বেশি দূর যায়নি তখনও—তারা পেলিউসপুত্র [অ্যাকিলিসের] সুনামখ্যাত বর্মসাজ বয়ে নিয়ে চলছিল [ট্রয়] শহরের পথে। এরপর হেক্টর অশ্রু-ধোয়া যুদ্ধের মাঠ থেকে দূরে বসে তার বর্মসাজ বদলে নিল। সে তার নিজের সাজটি দিল যুদ্ধপ্রেমী ট্রোজানদের হাতে, সেটা পবিত্র ইলিয়ামে নিয়ে যেতে; আর সে গায়ে পরে নিল পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের অমর বর্মসাজ, যেটা স্বর্গীয় দেবতারা দিয়েছিল তার পিতা পেলিউসের হাতে;° পরে পেলিউস যখন নিজে বৃদ্ধ হয়, ওটা সে দান করে তার পুত্রকে। কিন্তু পিতার বর্মসাজে সজ্জিত থেকে পুত্র অ্যাকিলিসের আর বুড়ো বয়সে পৌঁছানো হলো না কোনোদিন। ১৯০ ১৯৫

যখন জিউস, মেঘ-সঞ্চারক, দূর থেকে হেক্টরকে দেখল সে গায়ে পরছে পেলিউসের দেবতুল্য পুত্রের যুদ্ধসাজ, মাথা ঝাঁকাল জিউস, বলল তার নিজের মনের প্রতি : ২০০

'আহ বেচারা, হতভাগা! তোমার কোনো ধারণা নেই তুমি হায় মৃত্যুর কতো কাছে আছো। তাই তুমি কী সুন্দর গায়ে পরছ এক রাজাতুল্য মানুষের অবিনাশী সাজ, যে মানুষের সামনে এলে অন্যরা সব কাঁপে। তার বন্ধুকে খুন করেছ তুমি, সে লোক ছিল বড়ই দয়ালু মন বীরপুরুষ এক। নাহ্‌, তার মাথা ও কাঁধ থেকে বর্মসাজ খুলে নিয়ে তুমি ঠিক করোনি মোটে।° যা হোক, আপাতত এখনকার মতো আমি তোমাকেই বিশাল শক্তি দান করে যাব, এভাবে তোমার কাজের ক্ষতিপূরণ দেবে তুমি—কোনোভাবে আর তুমি যুদ্ধের মাঠ থেকে ফিরতে পারবে না ঘরে, [তোমার স্ত্রী] অ্যান্ড্রোমাকি তোমার হাত থেকে কোনদিনও গ্রহণ করতে পারবে না পেলিউসপুত্রের এই সুনামখ্যাত সাজ।' ২০৫

এ-ই বলল ক্রোনাসের ছেলে, তার কালো ভুরু নুইয়ে এ-কথা চূড়ান্ত করে দিল।

হেক্টরের দেহে বর্মসাজ ঠিক মাপমতো হলো; আর আইরিজ, ভয়ংকর যুদ্ধংদেহী দেব, প্রবেশ করল তার সত্তার ভেতরে, তার হাত-পা সব ভরে গেল সাহস ও শক্তিতে। তারপর এক জোর চিৎকার তুলে হেক্টর রওনা দিল, খুঁজে নিল তার বিখ্যাত মিত্রদের, আর সবার দৃষ্টির সামনে দাঁড়াল এসে—ঝলমল করছিল সে পেলিউসের উন্নতমন পুত্রের বর্মসাজ পরে। বাহিনীর সারির মাঝে উপর-নীচ করে কথা বলল সে প্রত্যেকের সাথে, উজ্জীবিত করল তাদের একে একে: মেস্থলিজ, গ্লকাস, মেডন ও থারসিলোকাস, সেইসাথে অ্যাস্টেরোপিয়াস, ডাইসিনর ও ২১০ ২১৫

হিপোথোয়াস, ফোরসিস, ক্রোমিয়াস এবং এনোমাস, যে পাখি দেখে ভবিষ্যত বলায় দড়। এদের জাগাল সে, এদের উদ্দেশে বলল ডানাওয়ালা কথা :

২২০ 'আমার কথা শোনো হে আমাদের [ট্রয়ের] চারপাশে থাকা অগণন মিত্রসেনার দল! তোমাদেরকে তোমাদের নিজের শহর থেকে এখানে আমি এ কারণে জড়ো করিনি যে আমি চাচ্ছিলাম, বাসনা করছিলাম কোনো বিশাল সেনাবাহিনী গড়বার। আমার চাওয়া ছিল তোমরা নিজেরা নিজেদের আগ্রহ থেকে ট্রোজানদের স্ত্রী ও তাদের ছোট বাচ্চাদের বাঁচাবে ঐ যুদ্ধবাজ গ্রিকদের হাত

২২৫ থেকে। এ ইচ্ছা মনে নিয়ে আমি আমার দেশের মানুষের সম্পদ নষ্ট করে চলেছি তোমাদের খাদ্য ও উপঢৌকন জোগান দিতে গিয়ে—যাতে করে তোমাদের প্রত্যেকের শক্তি ও সাহস বাড়ে। অতএব তোমরা সকলে ঘুরে সোজা ছুটে যাও শত্রুর দিকে—হয় মরো, না হয় বাঁচো; কারণ যুদ্ধের সাথে ঢলাঢলির তেমনই নিয়তি। আর তোমাদের মাঝে যে-ই পারবে মৃত প্যাট্রোক্লাসকে টেনে ঘোড়া-

২৩০ বশে-আনা ট্রোজানদের কাছে নিয়ে যেতে, পারবে অ্যাজাক্সকে বশ্যতা স্বীকার করাতে, তাকে আমি দিয়ে দেব অর্ধেক যুদ্ধে-পাওয়া-ধন, বাকি অর্ধেক মাত্র রাখব নিজের কাছে—অতএব তার মহিমা ও যশ আমার নিজেরটার সমান হবে।'

এ-ই বলল হেক্টর। তা শুনে তারা শরীরের সব ওজন নিয়ে সোজা ধেয়ে গেল গ্রিকদের দিকে, তাদের বল্লম হাতে উঁচু করে ধরা, আর বুকে হৃদয়ের মাঝে

২৩৫ অনেক আশা যে তারা টেলামনপুত্র অ্যাজাক্সের হাতের নীচ থেকে টেনে আনবে লাশটিকে। ওহ, কী বোকা ছিল তারা! প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ নিয়ে [এ লড়াইয়ে] অ্যাজাক্স হায় তাদের কতজনের যে জীবন কেড়ে নেবে! অ্যাজাক্স এবার বলল রণহুঙ্কারে পারদর্শী মেনেলাসের উদ্দেশে:

'মেনেলাস, জিউস-লালিত বন্ধু আমার, আমি আর আশা করি না এমনকি

২৪০ আমরা দুজনও পারব এ যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরে যেতে। আমার সবচে বড় ভয় এই না যে, মৃত প্যাট্রোক্লাসের দেহ শীঘ্র ট্রয়ের কুকুর ও শকুনদের উদর ভরাবে। আমার আসল ভয়, কোনো বড় বিপর্যয় নেমে আসছে আমার ও তোমার জীবনের ওপরে, কারণ দ্যাখো যুদ্ধের এক বড় মেঘ, হেক্টর তার নাম, কেমন ঘিরে ধরছে আমাদের চারপাশের সবকিছু, চরম বিনাশ দ্যাখো পরিষ্কার আমাদের সামনে হাজির। আসো

২৪৫ এখন, জোরে ডাকো সেরা গ্রিক যোদ্ধাদের, কেউ না কেউ তো তা শুনতে পাবে!'

এ-ই বলল সে; মেনেলাস, রণহুঙ্কার দিতে পারদর্শী বীর, করল তার কথামতো। সে এক গগনবিদারী চিৎকার ছেড়ে ডাকল গ্রিকদের :

'বন্ধুরা, নেতারা ও গ্রিক শাসকেরা! তোমরা যারা অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন ও মেনেলাসের পাশে বসে জনগণের টাকায় মদ পান করো,° যারা চালাও যার

২৫০ যার নিজের গোত্রকে, যাদের সম্মান ও মহিমা আসে জিউসের থেকে—সেই সেরাদের প্রত্যেককে একে একে বলা আমার জন্য খুব কঠিন বটে। [তাই

সকলকে একসাথে বলি] যুদ্ধের সংগ্রাম দাউ দাউ জ্বলে উঠছে আমাদের সবাইকে ঘিরে। নাহ, প্রত্যেকে অগ্রসর হও; আমি নাম ধরে বলব না কাউকেই। আর প্রত্যেকের বুকে ক্রোধ জাগ্রত হোক এই ভাবনায় যে, প্যাট্রোক্লাস শীঘ্র খেলার বস্তু হতে যাচ্ছে ট্রয়ের কুকুরদের কাছে!' ২৫৫

এ-ই বলল সে; এবং ওয়িলিয়ুসের ছেলে দ্রুতগতি অ্যাজাক্স পরিষ্কার শুনল তার কথা। সে-ই প্রথম লড়াইয়ের মাঝ দিয়ে দৌড়ে এল মেনেলাসের কাছে। তারপরে এল আইডোমেন্যুস ও মেরাইয়োনিজ, আইডোমেন্যুসের অনুচর, সে যুদ্ধদেব আইরিজের সমকক্ষ লোক, মানুষ কতলকারী বীর। বাকিদের কথা যদি বলি, যারা এদের পরে এসে গ্রিকদের যুদ্ধে যেতে তাড়া দিয়েছিল—হাহ্, কে ২৬০ আছে যার পক্ষে সম্ভব এতগুলো নাম মনে রাখা?

যা হোক, ট্রোজানরা এগিয়ে এল ঘনবদ্ধ এক দল হয়ে, হেক্টর তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। যেভাবে কোনো জিউস-থেকে-আসা নদীর প্রকাণ্ড ঢেউ মোহনাতে গর্জে ওঠে সাগরের ঢেউয়ের বিপরীতে, আর লবণ-সাগরের পানি গর্জন তোলে তাতে ধাক্কা খেয়ে, তখন দু পাশে বাইরে বের হয়ে আসা সৈকত জুড়ে প্রতিধ্বনি ওঠে— ২৬৫ সেভাবেই গর্জে ওঠা আওয়াজে এগিয়ে আসছিল ট্রোজানেরা। কিন্তু গ্রিকরা দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেনিশাসপুত্র [প্যাট্রোক্লাসকে] ঘিরে, তাদের মনে দৃঢ়সংকল্প একটাই; তারা চারপাশে বেড়া তুলে রেখেছিল তাদের ব্রোঞ্জের ঢালসম্ভার দিয়ে। তাছাড়া ক্রোনাসপুত্র [জিউস] তাদের উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ঘিরে ছড়িয়ে দিয়েছিল ঘন অন্ধকার,° কারণ এর আগে যখন মেনিশাসপুত্র [প্যাট্রোক্লাস] জীবিত ছিল, ছিল ২৭০ ইয়াকাসের নাতি [অ্যাকিলিসের] অনুচর, জিউস তাকে অপছন্দ করত না একটুও; বরং জিউসের মনে খুব বিরাগ জন্মাল এই ভাবনায় যে প্যাট্রোক্লাস ট্রয়ে তার শত্রুদের কুকুরগুলোর খেলার বস্তু হয়ে যাবে। অতএব জিউস প্যাট্রোক্লাসের সহযোদ্ধাদের জাগিয়ে তুলল তার মৃতদেহ আগলানোর কাজে।

প্রথমে ট্রোজানরা ক্ষিপ্র-চোখ গ্রিকদের তাড়িয়ে দিল জোরে; গ্রিকরা মৃতদেহ ২৭৫ ফেলে রেখে সব পালাল ভয়ে। তবে গর্বোদ্ধত ট্রোজানরা, শত চেষ্টা সত্ত্বেও, তাদের বল্লমে হত্যা করতে পারল না কোনো গ্রিককেই; তারা শুধু মৃতদেহটি টেনে নেওয়া শুরু করে দিল। কিন্তু গ্রিকরা ওখান থেকে দূরে থাকল না খুব বেশিক্ষণ। কারণ শীঘ্র অ্যাজাক্স তাদের নব উদ্যমে একত্র করে নিল—অ্যাজাক্স, চেহারায় ও যুদ্ধের কাজে পেলিউসের অতুল্য পুত্র অ্যাকিলিসের পরই বাকি ২৮০ গ্রিকদের মাঝে সর্বসেরা। সে সর্বাগ্রের যোদ্ধাদের মাঝ দিয়ে সোজা ধেয়ে গেল ঠিক কোনো বুনো শূকরের শক্তি নিয়ে, যে শূকর পর্বতের ওপরে বনের মাঝে ফাঁকা জায়গায় চক্রাকারে ঘুরে ছত্রভঙ্গ করে দেয় ডালকুত্তা ও স্বাস্থ্যবান তরুণ

ছেলেদের, অতি সহজেই—সেভাবে মহিমান্বিত অ্যাজাক্স, দ্যুতিমান টেলামনের
২৮৫ ছেলে, ট্রোজানদের মাঝে ঢুকে পড়ে সহজে ছত্রভঙ্গ করে দিল ট্রোজান ব্যাটালিয়নগুলি। তারা প্যাট্রোক্লাসের লাশের দু দিকে অবস্থান নিল, মনে তাদের এ উচ্চাশা যে তারা তাকে মাটিতে হিঁচড়ে তাদের শহরে নিয়ে যাবে এবং জিতে নেবে যশখ্যাতি।

হিপোথোয়াস, পেলাসজান লিথাসের নামকরা ছেলে, প্যাট্রোক্লাসের দু গোড়ালির গাঁটে, মাংসপেশিতে, তার তরবারির বেল্ট বেঁধে উন্মত্ত যুদ্ধের মাঠ
২৯০ দিয়ে খুব টেনে নিয়ে যাচ্ছিল লাশটিকে, খুশি করার চেষ্টা করছিল হেক্টর ও অন্য ট্রোজানদের। কিন্তু দ্রুত সর্বনাশ নেমে এল তার 'পরে, কোনো সহযোদ্ধা শত চেষ্টা করেও রক্ষা করতে পারল না তাকে। টেলামনপুত্র [অ্যাজাক্স] দলের ভেতর থেকে তার দিকে ঝাঁপিয়ে এসে, একেবারে কাছ থেকে আঘাত হানল তার শিরস্ত্রাণের গাল-ঢাকা ব্রোঞ্জ অংশটাতে। ঘোড়ার-কেশরের চূড়াওয়ালা-শিরস্ত্রাণ
২৯৫ বল্লমের আগায় ভেঙেচুরে গেল, চূর্ণ হলো অ্যাজাক্সের প্রকাণ্ড বল্লম ও পেশিবহুল হাতে। তার ঘিলু রক্তে মাখামাখি হয়ে সবেগে বেরিয়ে এল ক্ষত থেকে, বল্লমের আগার কোটর বেয়ে। তৎক্ষণাৎ হিপোথোয়াসের ক্ষিপ্রতার অবসান হলো। তার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল বীরোচিত-মন প্যাট্রোক্লাসের পা, পড়ে থাকল
৩০০ ওখানেই, আর সে পড়ল পায়ের পাশে, মৃতদেহের 'পরে মুখ দিয়ে—উর্বরা জমিনের লারিসা থেকে বহু দূরে। তার আর প্রিয় পিতামাতাকে শোধ করা হলো না তাকে পেলে বড় করার ঋণ, কারণ গর্বোদ্ধত-মন অ্যাজাক্সের বল্লমে হত হয়ে তার জীবনকাল খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

এবার হেক্টরের পালা এল। সে তার চকচকে বল্লম ছুড়ে দিল অ্যাজাক্সের
৩০৫ দিকে। কিন্তু যেহেতু তার দিকেই অ্যাজাক্স টানা দৃষ্টি রেখে ছিল, সে অল্পের জন্য এড়াতে সক্ষম হলো ব্রোঞ্জের আগার বল্লমটিকে। হেক্টরের বল্লম লাগল গিয়ে স্কেডিয়াসের কাঁধ ও বুকের সংযোগহাড়ের মাঝখানের নীচে। স্কেডিয়াস ছিল মহাত্মা আইফিটাসের ছেলে, ফোশান যোদ্ধাদের মাঝে সর্বসেরা; বিখ্যাত প্যানোপিয়ুসে ছিল তার বাড়ি এবং সে ছিল অনেক মানুষের রাজা। বল্লমের
৩১০ আগা বাধাহীন চলে গেল তার দেহ ফুঁড়ে, বেরিয়ে এল তার কাঁধের নীচ দিয়ে। সে মাটিতে পড়ে গেল ধুপ শব্দ করে, তার বর্মসাজ ইত্যাদি ঠনঠান করে উঠল তাকে ঘিরে।

এবার অ্যাজাক্সের পালা এলে সে বিদ্ধ করল ফোরসিসের দেহ। ফোরসিস ছিল ফিনোপ্সের যুদ্ধবাজ ছেলে। যখন সে দাঁড়িয়ে হিপোথোয়াসের শরীরের দু পাশে দু পা দিয়ে, বল্লম লাগল তার পেটের মাঝখানে, যুদ্ধবর্মের পাত ভেঙে
৩১৫ ঢুকে গেল। ব্রোঞ্জের আঘাতে স্রোতের মতো বেরিয়ে এল তার নাড়িভুঁড়ি, সে হাত দিয়ে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকল ধুলোর মাঝখানে। ট্রোজানবাহিনীর সম্মুখভাগের

যোদ্ধারা, এমনকি বিখ্যাত হেক্টরও, এবার পিছু হটে গেল। গ্রিকরা এক তীব্র চিৎকার দিয়ে ফোরসিস ও হিপোথোয়াসের মৃতদেহ টেনে নিয়ে গেল, শুরু করল তাদের কাঁধ থেকে বর্মসাজ খুলে ফেলা।

এক্ষণে ট্রোজানরা আরও একবার যুদ্ধপ্রিয় গ্রিকদের হাতে তাড়া খেয়ে, নিজেদের ভীরুতার কাছে পরাভূত হয়ে, নিশ্চয় পালাত ইলিয়ামে গিয়ে; আর ৩২০ গ্রিকরা তাদের শক্তি ও ক্ষমতার হেতু এমনকি জিউসের বেটে দেওয়া নিয়তিকে ছাড়িয়ে গিয়ে বিজয়গৌরব জিতে নিত। কিন্তু সে সময় অ্যাপোলো নিজে এসে উজ্জীবিত করে দিল ঈনিয়াসের মন। অ্যাপোলো এল এপিটাসের ছেলে রাজদূত পেরিফাসের চেহারা নিয়ে—ঈনিয়াসের বৃদ্ধ পিতা [অ্যাঙ্কাইসিসের] প্রাসাদে রাজদূতের কাজ করে করে সে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, ঈনিয়াসের জন্য তার মনে মায়া ৩২৫ ছিল প্রগাঢ়। তারই রূপ ধরে জিউস-পুত্র অ্যাপোলো বলল ঈনিয়াসের প্রতি :

'ঈনিয়াস, কোনো দেবতার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে তুমি তো রক্ষা করতে পারবে না উঁচু ইলিয়াম নগরী, যদিও আমি সত্যি দেখেছি অন্য মানুষেরা স্রেফ নিজেদের শক্তি ও সাহসে আস্থা রেখে, তাদের পৌরুষ ও বাহিনীর সংখ্যায় বিশ্বাস রেখে, ঠিকই পেরেছে নিজেদের দেশকে রক্ষা দিতে, এমনকি জিউসের ৩৩০ অভিলাষের বিরুদ্ধে গিয়েও। আর আমাদের ক্ষেত্রে তো জিউসই চায় বিজয় গ্রিকদের না দিয়ে আমাদের দিতে। তারপরও এ কী তোমাদের সীমাহীন ভীতি, এ কী রকম যুদ্ধ এড়ানো!'

এ-ই বলল সে; ঈনিয়াস ভালোমতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে চিনে ফেলল অ্যাপোলোকে, যে তীর ছোড়ে দূর থেকে। ঈনিয়াস জোরে চিৎকার করে বলল হেক্টরের প্রতি :

'হেক্টর এবং ট্রোজান ও মিত্রদের অন্য নেতা যারা আছো, বলো কী লজ্জার ৩৩৫ হবে যদি যুদ্ধপ্রিয় গ্রিকদের তাড়া খেয়ে আমাদের ভাগতে হয় ইলিয়ামে, নিজেদের ভীরুতার কাছে হার মেনে! এমনকি এই এক্ষুনি একজন দেবতা আমার কাছে এল, দাঁড়াল, বলল জিউস—সর্বোচ্চ মন্ত্রণাদাতা—যুদ্ধে আমাদের পক্ষে আছে। সুতরাং চলো আমরা সোজা ধেয়ে যাই গ্রিকদের দিকে, যাতে করে তাদের ৩৪০ জন্য কঠিন হয় প্যাট্রোক্লাসের লাশ নিয়ে জাহাজবহরে ফিরে যাওয়া।'

এ-ই বলল ঈনিয়াস, আর লাফিয়ে সামনে চলে এল, সর্বাগ্রের সেনা যারা ছিল তাদেরও অনেক সামনের দিকে; দাঁড়াল সেখানে। ট্রোজানরা নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে অবস্থান নিল গ্রিকদের দিকে মুখ রেখে। এবার ঈনিয়াস তার বল্লমের এক ঝটকায় আঘাত হানল আরিজবাসপুত্র লিওক্রিটাসের দেহে, সে ৩৪৫ ছিল লাইকোমিডিজের° বীরপুরুষ সহযোদ্ধা একজন। তার পতন দেখে যুদ্ধদেব

আইরিজের প্রিয় লাইকোমিডিজের মায়া হলো। সে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল তার একেবারে পাশে, ছুড়ে মারল তার চকচকে বর্শাখানি। বর্শা লাগল হিপাসাসপুত্র, জনতার রাখাল, এপিসেওনের মধ্যচ্ছদার নীচে কলিজাতে গিয়ে; তৎক্ষণাৎ ঢিলে
৩৫০ হয়ে এল তার হাঁটু। এপিসেওন এসেছিল অনেক-উর্বরা পিওনিয়া থেকে; অ্যাস্টেরোপিয়াসের পরে সে ছিল পিওনিয়ানদের মাঝে যুদ্ধে সবার থেকে সেরা। যখন পতন হলো তার, তাকে দেখে যুদ্ধংদেহী অ্যাস্টেরোপিয়াসের মন আর্দ্র হলো, সে-ও ছুটে গেল সামনের দিকে, গ্রিকদের সাথে লড়ার সংকল্প নিয়ে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, কারণ গ্রিকরা প্যাট্রোক্লাসকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে
৩৫৫ ঢাল দিয়ে চারপাশে বেড়া নির্মাণ করে, তারা সামনে ধরে রেখেছে যার যার বল্লম। অ্যাজাক্স তাদের মাঝে ছুটে চলেছে এদিক ওদিক, অবিরাম নির্দেশ দিচ্ছে প্রতিটি যোদ্ধাকে। সে আদেশ দিল যে কেউ লাশ থেকে একটুও পিছু হটবে না, তেমনি কেউ বাকি গ্রিকদের পিছে ফেলে লড়বে না সামনে চলে গিয়ে, অন্যদের থেকে সেরা হবার বাসনাতে; বরং তারা সবাই দাঁড়াবে প্যাট্রোক্লাসের খুব কাছে ঘিরে, লড়বে দ্বন্দ্বযুদ্ধে শুধু।

৩৬০ তাদের প্রতি এই ছিল দৈত্যাকার অ্যাজাক্সের নির্দেশ। কালো রক্তে মাটি এবার ভিজে জবজব হলো, ঘন ও দ্রুত মানুষ মরে পড়তে লাগল গাদা হয়ে, ট্রোজান ও তাদের বলশালী মিত্রদের লাশ মিশে গেল গ্রিকদের লাশের সাথে। অন্যদিকে গ্রিকরা যে রক্ত না ঝরিয়ে লড়তে পারছিল তা নয়, তবে সংখ্যায় তাদের অনেক কম লোক মারা গেল, যেহেতু তারা মনস্থির করে নিয়েছিল সর্বদা
৩৬৫ দল বেঁধে একজন আরেকজনের কাছ থেকে সর্বনাশ দূরে ঠেলতে সচেষ্ট হবে।

এভাবে এ যোদ্ধাসকল লড়ে যাচ্ছিল কোনো দাউদাউ আগুনের মতো। তুমি বলতে পারবে না আকাশে তখন চাঁদ-সূর্য আদৌ ছিল কি না। কারণ সেরা যোদ্ধারা মেনিশাসের নিহত পুত্র [প্যাট্রোক্লাসের] দেহ ঘিরে যেখানে লড়ছিল, সেখানে সবকিছু ঢেকে গিয়েছিল কুয়াশার ঘন অন্ধকারে। অন্যত্র অবশ্য বাকি
৩৭০ ট্রোজান ও হাঁটু-বর্মে-ঢাকা গ্রিকরা স্বচ্ছ এক আকাশের নীচে লড়ছিল এরকম কোনো সমস্যা ব্যতিরেকে। সূর্যের তীব্র উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে ছিল তাদের ওপরে; সমতল ও পর্বতের কোনোখানে দেখা যাচ্ছিল না কোনো মেঘ। তারা লড়ছিল মাঝে মধ্যে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে, একে অন্যের গোঙানি-ভরা তীর-বর্শা থেকে
৩৭৫ শরীর বাঁচিয়ে, দুই দল দূরে দূরে থেকে। কিন্তু যেসব যোদ্ধা মাঠের কেন্দ্রে লড়ছিল, তারা যুদ্ধ ও অন্ধকার—এ দুয়ে মারাত্মক ভুগে° নির্মম ব্রোঞ্জের সম্মুখে চরম সংকটে পড়ে গিয়েছিল; এমনকি যারা সেরা যোদ্ধা, তারাও। দুই বিখ্যাত যোদ্ধা, থ্রাসিমিডিজ ও অ্যান্টিলোকাস, তখনও বুঝতে পারেনি যে অতুল্য

প্যাট্রোক্লাস মারা গেছে। তারা ভাবছিল সে জীবিত, বুঝি বাহিনীর সবচে সামনে দাঁড়িয়ে লড়ে যাচ্ছে ট্রোজানদের সাথে। এ দুজন অন্য সবার থেকে দূরে দাঁড়িয়ে, ৩৮০ লড়াইয়ের মাঝে মাঝে, দেখে যাচ্ছিল তাদের সহযোদ্ধাদের মৃত্যু বা কোনো ছত্রভঙ্গ পলায়ন ঘটে কি-না—তেমনই তাদের বলে দিয়েছিল নেস্টর, যখন সে তাদের কালো জাহাজের পাশ ছেড়ে যুদ্ধে নামতে উদ্বুদ্ধ করে।

অতএব, এভাবে সারাদিন ধরে° ফুঁসে ফুঁসে উঠল তাদের নিঠুর প্রতিযোগিতার এ বিশাল দ্বন্দ্বটি। পুরোটা কাল প্রতিটি মানুষের শরীরের নীচের ৩৮৫ হাঁটু, পা ও পায়ের পাতা আর তাদের বাহু ও চোখ বিরামহীন পরিশ্রমের ঘামে —যখন লড়ছে তারা ইয়াকাসের দ্রুত-পা নাতির মহান অনুচরের লাশ কেন্দ্র করে—ভিজে জবজবে হলো। যেভাবে কোনো লোক তার সঙ্গের লোকদের কোনো বিরাট ষাঁড়ের চর্বি ভরা চামড়া হাতে তুলে দেয় টানবার কাজে, তারা সেটা ৩৯০ হাতে নিয়ে দাঁড়ায় বৃত্তাকারে, তারপর টানে, আর তৎক্ষণাৎ চামড়ার সব ভেজাভাব উধাও হয়ে যায়, অনেক লোকের টানে চর্বি হারিয়ে যায় চামড়া অভ্যন্তরে, পুরো চামড়া এভাবে টানা হয় যদ্দুর পারা যায়°—সেভাবে এ সরু জায়গায় দাঁড়িয়ে দু পক্ষই মৃতদেহটি টানছিল একবার এদিক ও একবার ওদিকে। তাদের মনে বিরাট আশা ছিল তারা লাশ টেনে নিয়ে যাবে—ট্রোজানরা ইলিয়ামে, ৩৯৫ গ্রিকরা তাদের সুগোল জাহাজবহরের দিকে। এভাবে প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ ঘিরে যুদ্ধ উন্মত্ত বন্য রূপ নিল। এ দৃশ্য দেখে আইরিজ, সেনাবাহিনীকে তাড়না দেওয়া যুদ্ধদেব কিংবা অ্যাথিনা তাদের সবচে ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধংদেহী মেজাজে থাকলেও [মানুষকে] তাচ্ছিল্য করার পেল না কোনোকিছু। মানুষ ও ঘোড়ার অতখানিই এক ভয়াল খাটুনি সেদিন জিউস টানটান ছড়িয়ে দিয়েছিল ৪০০ প্যাট্রোক্লাসকে ঘিরে।

দেবতুল্য অ্যাকিলিস তখনও জানত না যে প্যাট্রোক্লাস মৃত। কারণ তারা [মারমিডনেরা] লড়ছিল দ্রুতচারী জাহাজের থেকে অনেক দূরে, ট্রয়ের দেওয়ালের নীচে কোনো একখানে। তাই তার পক্ষে কখনও কল্পনা করাও সম্ভব হয়নি যে প্যাট্রোক্লাস মারা গেছে। সে ভেবেছিল প্যাট্রোক্লাস বেশি হলে [ট্রয়ের] একেবারে ৪০৫ তোরণ পর্যন্ত যাবে, তারপর অবশ্যই ফিরে আসবে জীবিত। তার ভাবনায়ই আসেনি যে প্যাট্রোক্লাস তাকে ছাড়া ট্রয়ের নগরপ্রাচীর কোনোদিন গুঁড়িয়ে দিতে যাবে, কিংবা এমনকি তাকে নিয়েই যাবে। তার মা বহুবার তাকে বলেছে যে এমনটা হবার নয়—মহান জিউসের অভিপ্রায় তার কাছে গোপনে বলতে গিয়ে সে বলেছে এই কথা। কিন্তু এবার তার মা তাকে বলেনি যে কতো বড় এক সর্বনাশ ঘটে গেছে, তার ৪১০ সহযোদ্ধা—যাকে সে ভালোবাসত সব থেকে বেশি—নিহত হয়েছে।

যা হোক, অন্যেরা হাতে চোখা চোখা বর্শা ঘুরিয়ে লড়ে যাচ্ছিল বিরতিহীনভাবে—দ্বন্দ্বযুদ্ধে একে অন্যকে হত্যা করে লড়ছিল মৃত মানুষটিকে ঘিরে। ব্রোঞ্জের জামা পরা কোনো গ্রিক তখন বলল এইভাবে :

৪১৫ 'বন্ধুরা, সুগোল জাহাজের দিকে আমাদের ফেরত যাবার মাঝে মহিমা বা গৌরব নেই কোনো। তারচে ভালো হয় যদি কালো মাটি আমাদের জন্য মুখ হাঁ করে। আমরা যদি এই মৃতদেহ ঘোড়া-বশে-আনা ট্রোজানদের হাতে তুলে দিই তারা শহরে টেনে নিয়ে যাবে বলে, আর তাদের দিই বিজয়গৌরব—তারচে ওটাই [মাটি ফাঁক হওয়াটাই] নিশ্চিত অনেক ভালো হবে।'

৪২০ আর উন্নতমন ট্রোজানদের একজনও বলল এই একইরকম কথা :

'বন্ধুরা, যদি আমাদের নিয়তিতে থাকে আমরা সকলে এই মৃতদেহের পাশে একসাথে মারা যাব, তবু যেন একজন লোকও লড়াই থেকে পেছনে না হটে।'

এ-ই বলছিল তারা, এভাবে প্রত্যেকে উজ্জীবিত করছিল শক্তি প্রত্যেকের। এভাবেই তারা লড়ে গেল, আর লৌহনিনাদ আসমানের উপরের দিকে প্রতিধ্বনি

৪২৫ তোলা বিশুদ্ধ বায়ু পার হয়ে উঠে গেল ব্রোঞ্জের স্বর্গের কাছে। কিন্তু ইয়াকাসের নাতি [অ্যাকিলিসের] ঘোড়াগুলি, যুদ্ধ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে, কেঁদে যাচ্ছিল মানুষ-জবাই-করা হেক্টরের হাতে তাদের রথচালকের ধুলোয় লুটানোর খবর শোনার পর থেকে। অটোমেডন, ডাইওরিজের বলিষ্ঠ সন্তান, তার দ্রুতগতি চাবুক দিয়ে বারবার তাদের

৪৩০ মারছিল, একইসাথে সে বহুবার তাদের সাথে কথা বলছিল নরম সুরে, বহুবার ধমক দিয়েও। কিন্তু তাদের না কোনো ইচ্ছা ছিল প্রশস্ত হেলেস্‌পন্টের পারে জাহাজের কাছে ফিরে যেতে, না যুদ্ধে যেতে গ্রিকদের মাঝে। বরং যেভাবে কোনো

৪৩৫ মৃত নর কিংবা নারীর কবরের 'পরে কোনো পাথরস্তম্ভ স্থির দাঁড়িয়ে থাকে, সেভাবে নড়াচড়াহীন দুই ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকল সুন্দর রথের সাথে, মাথা মাটির দিকে নুইয়ে রেখে। তারা তাদের রথচালকের জন্য শোকে আকুল হয়ে কাঁদছিল বলে গরম অশ্রু তাদের চোখ বেয়ে মাটিতে ঝরছিল, আর জোয়ালের দু পাশে জোয়ালদণ্ডের

৪৪০ নীচে তাদের অপরূপ-প্রবাহিত কেশরসম্ভার যাচ্ছিল ময়লা হয়ে।

তাদের এই শোক করা ক্রোনাসপুত্র [জিউসের] চোখে পড়ে গেল। তার মন দয়ায় আর্দ্র হলো খুব, সে তার মাথা নেড়ে বলল নিজেরই মনের কাছে :

'আহ্ হতভাগা ঘোড়া! কেন যে আমরা তোমাদের দিয়েছিলাম রাজা পেলিউসের হাতে, সে তো নশ্বর মানব এক; অন্যদিকে তোমরা জরাহীন,

৪৪৫ অবিনশ্বর প্রাণী! এজন্যই কি দিয়েছিলাম যাতে হতভাগা মানবের মাঝে পড়ে তোমরাও ব্যথা কী জিনিষ তা জানতে পারো? সত্যি, শ্বাস নেওয়া যত জীব আছে, যত কিছু আছে যা জমিনের 'পরে চলে, তাদের মাঝে মানুষের চেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত ও করুণ আর কিছু নেই। কিন্তু এটা হতে পারে না যে প্রায়ামপুত্র হেক্টর চড়বে তোমাদের ও তোমাদের জাঁকাল-নকশা-করা গাড়ির ওপরে উঠে।

তা হতে দেব না আমি। এ-ই কি যথেষ্ট নয় যে সে [প্যাট্রোক্লাসের] বর্মসাজ দখলে রেখেছে আর খামাখাই দম্ভ করে যাচ্ছে তা নিয়ে? না, আমি তোমাদের ৪৫০ হাঁটু ও হৃদয় অভ্যন্তরে ক্ষিপ্ততা ঢুকিয়ে দেব, যাতে তোমরা অটোমেডনকে যুদ্ধের মাঠ থেকে নিরাপদে সুগোল জাহাজের কাছে নিয়ে যেতে পারো। তবে আপাতত এখনও আমি ট্রোজানদেরই বিজয়গৌরব দিয়ে যাব। তারা [গ্রিকদের] হত্যা ও হত্যাই করে যাবে যতক্ষণ না তারা পৌঁছাচ্ছে সুন্দর বেঞ্চিপাতা জাহাজবহরের কাছে, যতক্ষণ না সূর্য ডুবে যাচ্ছে ও পবিত্র আঁধার নেমে আসছে পৃথিবীতে।' ৪৫৫

এই কথা বলে জিউস ঘোড়াদের বুকে বীরোচিত প্রচণ্ডতার ফুঁ দিয়ে দিল। ঘোড়াদুটো তাদের কেশর থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলল মাটিতে এবং মসৃণভাবে দ্রুতগামী রথ টেনে নিয়ে গেল ট্রোজান ও গ্রিকদের মাঝ দিয়ে। অটোমেডন লড়ে যাচ্ছিল দুই ঘোড়ার পেছনে দাঁড়িয়ে। যদিও সে তার বন্ধুর জন্য শোকাতুর ছিল, তবু রথের সামনে সে ঝুঁকে চলছিল যেভাবে কোনো শকুন কোনো রাজহাঁসের ৪৬০ পালের ওপরে ঝোঁকে। কী স্বচ্ছন্দে সে এড়িয়ে যাচ্ছিল ট্রোজানদের যুদ্ধের মহা শোরগোল, আর কী স্বচ্ছন্দে তাদেরই আবার সে তাড়িয়ে নিচ্ছিল বিশাল ভিড়ের মাঝ দিয়ে। তবে এভাবে সৈন্যদের দ্রুত ধাওয়া করে সে কিন্তু মারতে পারল না একজনকেও, কারণ ঐ পবিত্র রথে একা দাঁড়িয়ে থেকে কোনোভাবেই তার পক্ষে সম্ভব ছিল না ট্রোজানদের দিকে বল্লম ছুড়ে মারা, আর একইসাথে দ্রুত-ছোটা ৪৬৫ দুই ঘোড়া সামলানো। অবশেষে তার এক সহযোদ্ধা দেখল তাকে, সে আলসিমেডন, লেয়ারসিজের ছেলে, যে নিজে আবার হিমনের ছেলে। আলসিমেডন থেমে গেল রথের পেছনে, বলল অটোমেডনের প্রতি :

'অটোমেডন, কোন্ দেবতা তোমার বুকে এ অনর্থক বুদ্ধি ঢুকিয়েছে, তোমার মন থেকে কেড়ে নিয়েছে কাণ্ডজ্ঞান সব? তুমি ট্রোজান সৈন্য সারির সামনে ৪৭০ দাঁড়িয়ে এভাবে একা লড়ছো ট্রোজানদের সাথে? তোমার সহযোদ্ধা খুন হবার পরেও? তার বর্মসাজ হেক্টর পরে নিয়েছে নিজ কাঁধে—ইয়াকাসের নাতি অ্যাকিলিসের বর্মসাজ—আর আত্মতুষ্টি দেখিয়ে যাচ্ছে খুব।'

এর পরে ডাইওরিজের ছেলে অটোমেডন জবাব দিল তাকে :

'আলসিমেডন, বলো তো আর কোন্ গ্রিক আছে যে তোমার মতো করে এই ৪৭৫ অবিনশ্বর ঘোড়া দুটো নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, তাদের মত্ততা সামলাতে পারে— শুধু প্যাট্রোক্লাস ছাড়া, যে জীবিত থাকতে মন্ত্রণার কাজে দেবতাদের সমকক্ষ ছিল? কিন্তু এখন মৃত্যু ও নিয়তি তাকে করেছে পরাভূত। যাক আসো, এই চাবুক ও চকচকে বলগা হাতে তুলে নাও। আমি রথ থেকে নেমে যুদ্ধে যাব।' ৪৮০

এ-ই বলল সে। আলসিমেডন এবার রথে চড়ল লাফ দিয়ে, যুদ্ধের মাঠে ছোটা দ্রুতগামী এক রথ। সে তাড়াতাড়ি চাবুক ও বলগা হাতে আঁকড়ে নিল; আর অটোমেডন লাফিয়ে নামল নীচে।

মহিমান্বিত হেক্টর দেখল তাদের, তক্ষুনি বলল সে কাছে থাকা ঈনিয়াসের প্রতি :

৪৮৫ 'ঈনিয়াস, ব্রোঞ্জের জামা পরা ট্রোজানবাহিনীর মন্ত্রণাদাতা, ঐ দ্যাখো ঈয়াকাসের দ্রুত-পা নাতির ঘোড়া দুটি পরিষ্কার তেড়ে আসছে যুদ্ধের মাঠে, ওদের চালাচ্ছে দুর্বল রথচালকেরা। এবার আমার আশা আছে ওদের ধরার— মানে যদি আমাকে সাহায্য করার ইচ্ছা থাকে তোমার বুকে—যেহেতু দেখছি যে ওরা আমাদের দুজনের আক্রমণের বিপরীতে দাঁড়াতে ব্যর্থ হবে, লড়াইয়ের

৪৯০ শক্তিতে পেরে উঠবে না আমাদের সাথে।'

এ-ই বলল সে; অ্যাঙ্কাইসিসের বীরপুত্র তার কথার অবাধ্য হলো না। তারা এগিয়ে গেল একসাথে, তাদের কাঁধ ঢাকা ছিল ষাঁড়ের শুকনো ও শক্ত চামড়ার ঢাল দিয়ে, তার ওপর লেপা ছিল ব্রোঞ্জের প্রচুর পরত। তাদের সাথে আরও গেল ক্রোমিয়াস ও দেবতুল্য আরিটাস। তাদেরও বুক ভরা ছিল এই বিরাট

৪৯৫ বাসনায় যে তারা গ্রিক লোকগুলোকে মেরে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে ধনুকের-মতো-বাঁকানো গ্রীবার এই ঘোড়াদুটি। আহ্, কী যে বোকা ছিল তারা! কারণ রক্ত না ঝরিয়ে তারা আর ফিরতে পারবে না অটোমেডনের কাছ থেকে। অটোমেডন প্রার্থনা করে যাচ্ছিল পিতা জিউসের প্রতি; তার বুকের গহীনে হৃদয় কালো হয়ে ভরে গেল পরাক্রম ও শক্তিতে। অবিলম্বে সে তার বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা

৫০০ আলসিমেডনকে বলল এই কথা :

'আলসিমেডন, ঘোড়া দুটো চালাও আমার পিঠের কাছে রেখে। আমি আমার পিঠে অনুভব করতে চাই ওদের নিঃশ্বাসের বাড়ি। আমি সত্যি মনে করি না যে হেক্টর, প্রায়ামের ছেলে, যতক্ষণ না মারছে আমাদের দুজনকে, আর চড়ছে অ্যাকিলিসের সুন্দর-কেশরের ঘোড়াদের 'পরে, আর ছত্রভঙ্গ করে তাড়িয়ে দিচ্ছে

৫০৫ সারিবাঁধা গ্রিক যোদ্ধাদের, ততক্ষণ কোনোভাবে থামবে হেক্টরের উন্মত্ততা— কিংবা যতক্ষণ না হেক্টর নিজে খুন হচ্ছে সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝে।'

এই কথা বলে অটোমেডন ডাকল দুই অ্যাজাক্স ও মেনেলাসকে জোরে :

'ও অ্যাজাক্স দুজন, গ্রিকদের নেতা তোমরা, আর মেনেলাস তুমি! মৃতদেহটা দয়া করে কোনো সাহসী যোদ্ধার কাছে রেখে আসো, যোদ্ধারা ওটা পাহারা দেবে

৫১০ শক্ত দাঁড়িয়ে, শত্রুদের দূরে রাখবে ওর থেকে। অন্যদিকে আমরা দুজন এখানে, জীবিত। আসো, আমাদের বাঁচাও নিষ্ঠুর কেয়ামতের দিন থেকে, কারণ এখানে দ্যাখো অশ্রুভেজা যুদ্ধে হেক্টর ও ঈনিয়াস, ট্রোজানদের সেরা ওরা, কীভাবে চেপে ধরেছে আমাদের। তারপরও সবকিছু নিশ্চিত যেহেতু দেবতাদের কোলের 'পরেই

৫১৫ ঘটে, তাই আমিও ছুড়ব বল্লম, বাকিটা জিউস দেখবে কী হয়।'

বলল সে, তার দূরাবধি-ছায়া-ফেলা বল্লম হাতে ঠিকঠাক করে নিল, ছুড়ে দিল ওটা, লাগাল এরিটাসের ঢালে, যে ঢাল তার শরীরের সব পাশে সুসমঞ্জস

ধরা ছিল। ঢাল রুখতে পারল না বল্লমের গতি, ব্রোঞ্জ পুরো চলে গেল তা ভেদ করে, এরিটাসের কোমরের বেল্ট ফুঁড়ে তলপেটে ঢুকে গেল। যেভাবে কোনো বলশালী লোক ধারাল কুঠার হাতে নিয়ে কোনো মাঠে-চরে-খাওয়া ষাঁড়ের শিং- ৫২০ এর পেছনদিকে মারে, আর সেটা মাংসতন্তু কেটে সাফ ঢুকে যায়, ষাঁড়টি তখন সামনে লাফিয়ে উঠে পড়ে যায় নীচে—সেভাবে এরিটাস লাফ দিল সামনের দিকে, পড়ে গেল পিঠের ওপরে। অতি-চোখা বল্লম তার অন্ত্রের মধ্যে গেঁথে গিয়ে কাঁপছে যখন, সে তার হাত-পা ছেড়ে দিল। হেক্টর এবার তার চকচকে বল্লম নিক্ষেপ করল অটোমেডনের দিকে। কিন্তু অটোমেডন যেহেতু সোজা ৫২৫ তাকিয়ে তাকেই দেখছিল, সে সামনে ঝুঁকে গেল, ব্রোঞ্জের বল্লম এড়াতে সক্ষম হলো। দীর্ঘ বল্লম তার পেছনের দিকে মাটিতে গেঁথে গেল, বল্লমের গোড়ার দিক কাঁপতে লাগল তিরতির করে; তখন প্রকাণ্ড যুদ্ধদেব আইরিজ এসে থামিয়ে দিল এ অস্ত্রের মত্ততাকে।

এরপর তারা নিশ্চিত তরবারি নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তো একে ৫৩০ অন্যের 'পরে, কিন্তু সে সময় দুই 'অ্যাজাক্স এসে ক্ষিপ্ত এ দুজনকে আলাদা করে দিল। তারা তাদের সহযোদ্ধার ডাকে জটলা ভেদ করে দৌড়ে এসেছিল। এ-দুই অ্যাজাক্সকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে হেক্টর, ঈনিয়াস ও দেবতুল্য ক্রোমিয়াস আরও একবার পিছু হটে গেল। তারা এরিটাসকে ফেলে রাখল ওখানেই, মৃত্যুতে ছিন্নভিন্ন এরিটাস। তখন অটোমেডন, দ্রুতগতি যুদ্ধদেব ৫৩৫ আইরিজের সমকক্ষ লোক, তার দেহ থেকে খুলে নিল যুদ্ধসাজ এবং দম্ভ ও বিজয়োল্লাস করে বলল এই কথা :

'সত্যি বলতে হয়, মেনিশাসপুত্র [প্যাট্রোক্লাসের] মৃত্যুর শোক আমার বুক থেকে সামান্য হলেও গেছে, যদিও যাকে মারলাম সে হয়তো তুলনায় এক অতি নগণ্য যোদ্ধাই হবে।'

এই কথা বলে অটোমেডন তুলে নিল রক্তমাখা যুদ্ধ-লুটের মালগুলো। ৫৪০ তারপর ওসব রথের ওপরে রেখে সে নিজে চড়ে বসল রথে। তার পা এবং ওপরের দু-হাত সব তখন রক্তাক্ত বড়, যেন সে মাত্র গোগ্রাসে এক ষাঁড় গিলে খাওয়া সিংহ কোনো।

আরও একবার প্যাট্রোক্লাসকে ঘিরে টানটান হলো বিভীষিকাময় লড়াইয়ের দড়ি, নিষ্ঠুর ও কান্না দিয়ে ভরা। অ্যাথিনা উঁচু আকাশ থেকে নেমে জাগিয়ে তুলল দ্বন্দ্ব-কলহকে। জিউস, দূরাবধি বজ্রচমক তোলা দেব, তাকে পাঠিয়েছে গ্রিকদের ৫৪৫ জাগ্রত করবার কাজে, কারণ দ্যাখো, জিউস বদলে ফেলেছে নিজের মনটাকে। যেভাবে জিউস উঁচু আকাশে নীচের মানুষের জন্য এঁকে দেয় এক কালো

ঝিকিমিকি রংধনু, আকাশজুড়ে ওটা ছড়িয়ে দেয় কোনো যুদ্ধ বা শীত-ঝড়ের লক্ষণচিহ্ন রূপে, আর ওটা দেখে থেমে যায় পৃথিবীর জমিনে পরিশ্রমরত
৫৫০ লোকদের কাজ, গবাদিপশুর পালও হয়রান হয়ে যায় খুব—সেভাবে অ্যাথিনা নিজেকে এক কালো ঝিকিমিকি মেঘে ভালোমতো মুড়ে নিয়ে ঢুকল গ্রিকবাহিনীর ভেতরে, তাড়না দিল প্রতিটি যোদ্ধাকে। প্রথম সে উজ্জীবিত করল অ্যাট্রিউসপুত্র বীরপুরুষ মেনেলাসকে, কারণ সে তার নিকটেই ছিল। ফিনিক্সের ছদ্মবেশ নিয়ে,
৫৫৫ চেহারা ও গলার স্বর তারই মতো অক্রান্ত করে, বলল অ্যাথিনা :

'মেনেলাস, তোমার জন্য নিশ্চিত এটা সম্মানহানি ও মাথা হেঁট করে দেওয়া এক ব্যাপার হবে, যদি মহামহিম অ্যাকিলিসের বিশ্বস্ত সহসঙ্গী [প্যাট্রোক্লাসের দেহ] ট্রোজানদের দেওয়ালের নীচে [রাস্তায়] দ্রুত-ছোটা কুকুরেরা ছিঁড়ে ফেড়ে ফেলে। সুতরাং দাঁড়িয়ে যাও পরাক্রম নিয়ে, তাড়না দাও বাহিনীর বাকিদেরও।'

৫৬০ তখন মেনেলাস, রণহুঙ্কার দিতে পারঙ্গম বীর, জবাব দিল তাকে :

'ফিনিক্স, বৃদ্ধ জনাব, প্রাচীন দিনের পিতা আমার তুমি, কীভাবে যে আমি চাই অ্যাথিনা আমাকে শক্তি দিক, রক্ষা দিক ছুটে আসা তীর-বর্শা থেকে। তাহলে আমি ভালোমতো পারতাম প্যাট্রোক্লাসের [লাশের] পাশে দাঁড়িয়ে গিয়ে তাকে প্রতিরক্ষা দিতে। সত্যি তার মৃত্যু আমার হৃদয়ের ভেতরটা ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু
৫৬৫ হেক্টর দেখি আগুনের মারাত্মক এক ঝঞ্ঝা হয়ে আছে, সে থামছে না তার ব্রোঞ্জ দিয়ে মানুষ কেটে নামানোর থেকে, কারণ জিউস তাকেই সানুগ্রহে দিয়ে রেখে মহিমা ও যশ।'

এ-ই বলল সে। দীপ্ত-নয়না দেবী অ্যাথিনা তা শুনে খুশি হলো, কারণ অন্য দেবতাদের আগে তারই কাছে মেনেলাস রেখেছে প্রার্থনা। সে তার কাঁধের মাঝে
৫৭০ ও হাঁটুতে শক্তি ঢুকিয়ে দিল, এবং তার বুকে গেঁথে দিল এক মাছির স্পর্ধাকে, যে মাছি—যতবার তাকে তাড়ানো হোক মানুষের গায়ের থেকে—গায়ে কামড়ানোর চেষ্টা করেই যায়, মানুষের রক্ত তার কাছে এতই মিষ্টি লাগে! ওরকম বেপরোয়া স্পর্ধাতে অ্যাথিনা মেনেলাসের বুকের মাঝের কালো হৃদয় ভরে দিল। মেনেলাস এবার গিয়ে দাঁড়াল প্যাট্রোক্লাসের ওপরে [দু পাশে দু পা রেখে], আর
৫৭৫ নিক্ষেপ করল তার চকচকে বল্লম। তখন ট্রোজানদের মাঝে একজন ছিল পোডিজ নামের, সে ঈটিয়নের° ছেলে, এক ধনী লোক ও বীরপুরুষও বটে; হেক্টর তাকে সম্মান দিত অন্য যে-কারো থেকে বেশি, কারণ সে ছিল বন্ধু তার, ভোজনসভায় ছিল এক সুস্বাগতম অতিথি—এই লোক যেই পালাতে যাবে, পীতকেশ মেনেলাস বল্লম ছুড়ে লাগাল তার কোমরের বেল্টের 'পরে, ব্রোঞ্জ
৫৮০ চালিয়ে দিল সোজা ভেতরের দিকে। সে পড়ে গেল ধুপ শব্দ করে। অ্যাট্রিউসপুত্র মেনেলাস তার মৃতদেহ ট্রোজানদের মাঝ থেকে টেনে নিয়ে এল নিজের সহযোদ্ধাদের জটলার কাছে।

তখন অ্যাপোলো হেক্টরের কাছে এল; উজ্জীবিত করল তাকে। অ্যাপোলো এইসিয়াসপুত্র ফিনোপ্‌সের ছদ্মবেশ ধরে ছিল। হেক্টরের সব অতিথি-বন্ধুর মাঝে ফিনোপ্‌সই সব থেকে প্রিয় ছিল তার, সে এসেছিল অ্যাবাইডস্‌ থেকে। তারই রূপ ধরে দূর থেকে তীর ছোড়া দেব অ্যাপোলো বলল হেক্টরের উদ্দেশে : ৫৮৫

'হেক্টর, গ্রিকদের কোন্‌ যোদ্ধা বলো আর তোমাকে ভয় পাবে যদি তুমি এমনভাবে মেনেলাসের সামনে এসে কাঁপো, যে মেনেলাস কিনা আগে স্রেফ দুর্বল এক বল্লমবাজ ছিল? কিন্তু এখন সে কারও সাহায্য ছাড়া, একা, মৃতদেহ টেনে নিয়ে গেল ট্রোজান সেনাদের মাঝ থেকে, কেমন চলে গেল! হাহ্‌, ঈটিয়নপুত্র পোডিজকে মেরে ফেলেছে সে। পোডিজ তোমার বিশ্বস্ত বন্ধু ও সামনের সারির সেনাদের অন্যতম এক ভালো যোদ্ধা ছিল।' ৫৯০

এ-ই বলল সে। হেক্টরকে তখন ঘিরে ধরল শোকের এক কালোরঙ মেঘ। সে সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝ দিয়ে লম্বা পা ফেলে গেল, মাথায় তার দ্যুতিমান ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ। তখন ক্রোনাসপুত্র [জিউস] হাতে নিল তার শোভাবর্ধক সুতো-ঝোলা ঐশীঢাল, তা দ্যুতি ছড়াচ্ছে বেশ, এবং সে আইডা পর্বত ঢেকে দিল মেঘে; তারপর জিউস ছুড়ল বিদ্যুচ্চমক ও প্রকাণ্ড বজ্রনির্ঘোষ, তার ৫৯৫ ঐশীঢাল ঝাঁকাল আর বিজয় দিল ট্রোজানদের হাতে—গ্রিকদের তাড়িয়ে দিল ছত্রভঙ্গ করে।

এবার ভয়ে প্রথম পালানো লোকটি ছিল বিয়োশান বাহিনীর নেতা পিনিলিওস। যখন সে শত্রুর দিকে মুখ রেখে লড়ে যাচ্ছে একটানা, তার কাঁধে আঘাত হানল এক বল্লম এসে। পলিডামাসের এ বল্লম মনে হলো শুধু চামড়া ছুঁয়ে গেছে, কিন্তু তা বস্তুত হাড়ও স্পর্শ করে গেল, যেহেতু পলিডামাস তাকে ৬০০ বল্লম মেরেছিল একদম কাছ থেকে।

এরপরে হেক্টর পড়ল লিয়িটাসকে নিয়ে, সে ছিল গর্বিত-মন আলেকট্রিয়নের ছেলে। হেক্টর দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাকে আহত করে দিল, তার হাতের কব্জির কাছে মেরে লড়াই করা থামিয়ে দিল তার। লিয়িটাস উদ্বিগ্ন চোখে চারপাশে তাকিয়ে ভয়ে সংকুচিত হয়ে এল, কারণ সে বুঝে গেল বল্লম হাতে ধরে ট্রোজানদের সাথে লড়ার তার আর আশা নেই কোনো। এবার হেক্টর যখন লিয়িটাসকে ধরবে বলে ৬০৫ ধেয়ে গেল, আইডোমেন্যুস হেক্টরের বুক ঢাকা বর্মের ওপরে, স্তনাগ্রের পাশে, মারল বল্লম দিয়ে। দীর্ঘ বল্লম-দণ্ড ভেঙে গেল আগার কোটরের কাছে, ট্রোজানরা [তা দেখে] জোর চিৎকার দিল।

এবার হেক্টরের পালা। সে বল্লম নিক্ষেপ করল আইডোমেন্যুসের দিকে তাক করে, যে লোক ছিল ডিউক্যালিয়নের ছেলে। সে দাঁড়িয়ে ছিল তার রথের ওপরে; অল্পের জন্য বল্লমের নিশানা ব্যর্থ হলো, তবে সেটা লাগল মেরাইয়োনিজের অনুচর ও রথচালক সিরানাসের গায়ে, সিরানাস ৬১০

মেরাইয়োনিজের সাথে এসেছিল সুনির্মিত লিকটাস শহর থেকে। আইডোমেন্যুস সেদিন বাঁকা-জাহাজগুলো থেকে প্রথমে পায়ে হেঁটে এসেছিল যুদ্ধের মাঠে; আর সে ট্রোজানদের ভালোই এক বিজয় দিয়ে দিত যদি সিরানাস ঝটপট তার দ্রুতপায়ের ঘোড়াগুলো নিয়ে এসে না পড়ত ওখানটাতে। এভাবে সে
৬১৫ আইডোমেন্যুসের কাছে এসেছিল এক মুক্তির আলো হয়ে, তার কাছ থেকে ঠেলে দিয়েছিল নিষ্ঠুর কেয়ামতের দিনটিকে। কিন্তু হায়, সে নিজে তার জীবন হারাল মানুষ-জবাই-দেওয়া হেক্টরের হাতে। এই সিরানাসকে হেক্টর মারল চোয়ালে, কানের নীচ দিকে; বল্লম তার দাঁতপাটি মূল থেকে উপড়ে তুলে নিল, তার জিভ মাঝখান থেকে দু ভাগ হয়ে কাটা পড়ে গেল। তার পতন হল রথ থেকে, তার হাতে ধরা লাগামও পড়ে গেল নীচের মাটিতে। মেরাইয়োনিজ
৬২০ ঝুঁকে এল, নিজ হাত দিয়ে মাটি থেকে জড়ো করে লাগাম তুলে নিল, আর বলল আইডোমেন্যুসের উদ্দেশে :

'আসো, ঘোড়া চাবুক মেরে ছুটে যাও দ্রুতচারী জাহাজের কাছে না পৌঁছা অবধি। তুমি নিজেও এখন জানো, গ্রিকদের যুদ্ধে জয়ের আর আশা নেই কোনো।'

এ-ই বলল সে, আর আইডোমেন্যুস সুন্দর-কেশরের ঘোড়াগুলো চাবুক
৬২৫ মেরে ফিরিয়ে আনল সুগোল জাহাজের কাছে, বস্তুতই ভয় ঘিরে ধরেছিল তার আত্মাকে।

বীরোচিত মন অ্যাজাক্স ও মেনেলাস ভালোমতোই জানত যে জিউস কীভাবে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বিজয় তুলে দিচ্ছে ট্রোজানদের হাতে। তাদের মাঝে প্রথম কথা বলল বিশালদেহী টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স, এই কথা:

'ওহ কী অদ্ভুত, কী লজ্জা! সবচেয়ে বোকা কোনো লোকও এখন বুঝবে যে
৬৩০ পিতা জিউস নিজ হাতে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে ট্রোজানবাহিনীকে। তাদের যে কেউ বল্লম মারুক না কেন—ভালো যোদ্ধা, খারাপ যোদ্ধা যে কেউই—কী সুন্দর তা গিয়ে নিশানায় লাগে, কারণ জিউস ওদের সব বল্লমেরই পথ ঠিক করে দেয়। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের ছোড়া তীর-বর্শাই কীভাবে অনর্থক মাটিতে গিয়ে পড়ে। নাহ, আসো আমরা নিজেরাই সেরা কৌশলটি ভেবে বের করে নিই, যাতে
৬৩৫ করে আমরা এক সঙ্গে দুটো কাজই করতে পারি: পারি [প্যাট্রোক্লাসের] মৃতদেহ তুলে নিয়ে যেতে, আর নিজেরাও তাঁবুতে ফিরে আনন্দে ভরে দিতে আমাদের প্রিয় সহযোদ্ধাদের মন, যারা আমার ধারণা এদিকেই তাকিয়ে আছে ভীষণ বিচলিত হয়ে, ভাবছে যে মানুষ-কতল-করা হেক্টরের হিংস্রতা ও অপ্রতিরোধ্য হাত নিয়ন্ত্রণে আনার কোনো পথ নেই, ভাবছে ট্রোজানরা আমাদের কালো
৬৪০ জাহাজবহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই। আহা যদি আমাদের কোনো অনুচর গিয়ে তাড়াতাড়ি খবরটা পেলিউসপুত্র [অ্যাকিলিসের] কানে দিত! আমার মনে হয় না

অ্যাকিলিস এখনও শুনেছে মর্মান্তিক এই সংবাদ—তার প্রিয় বন্ধু প্যাট্রোক্লাস নিহত হওয়ার কথা। কিন্তু ওরকম কাউকেই তো আমি দেখছি না কোথাও গ্রিকদের মাঝে—মানুষজন ও তাদের ঘোড়াগুলো সব একই রকম কুয়াশায় ঢেকে আছে। পিতা জিউস, গ্রিক সন্তানদের তুমি উদ্ধার করো এই কুয়াশার হাত ৬৪৫ থেকে। আমি তোমার প্রতি মিনতি করি, দয়া করে আকাশ পরিষ্কার করে দাও, আমাদের চোখকে দেখার শক্তি দিয়ে দাও! যদি মারতে চাও, তবে আমাদের উজ্জ্বল দিবালোকের নীচেই তুমি মারো।° জানি তাতেই তো তুমি মহা খুশি হবে!'

এ-ই বলল অ্যাজাক্স, আর পিতা [জিউস] তার কান্না দেখে তার প্রতি দয়ার্দ্র হলো। অবিলম্বে সে অন্ধকার ভেঙে দিল, তাড়িয়ে দিল কুয়াশার মেঘ, সূর্যের আলো ঝলমল করে উঠল তাদের ওপরে, যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোটাই তাদের ৬৫০ চোখে দৃশ্যমান হলো। তখন অ্যাজাক্স বলল রণহুঙ্কার দিতে পারঙ্গম মেনেলাসের উদ্দেশে :

'দ্যাখো এখন জিউস-লালিত মেনেলাস, দ্যাখো দেখতে পাও কি না উন্নতমন নেস্টরের ছেলেটিকে—অ্যান্টিলোকাস সে। দ্যাখো সে এখনও জীবিত আছে কি না। তাকে তাড়া দাও দ্রুত যুদ্ধংদেহী অ্যাকিলিসের কাছে যেতে, তাকে গিয়ে বলতে যে তার বন্ধু—যাকে সে ভালোবাসে সবার থেকে বেশি— ৬৫৫ নিহত হয়েছে।'

এ-ই বলল অ্যাজাক্স। মেনেলাস, রণহুঙ্কারে দড় বীর, তার কথা শুনে কাজ করল সেইমতো। সে রওনা দিল তার পথে কোনো সিংহের মতো করে, যে সিংহ চলে যাচ্ছে খামারবাড়ির আঙিনা ছেড়ে; কুকুর ও মানুষদের উত্যক্ত করে করে সিংহটি ক্লান্ত হয়ে গেছে; তারা সারা রাত পাহারা দিয়ে সিংহটিকে গবাদিপশুর পাল থেকে কোনো মোটাতাজা পশু কেড়ে নিতে দেয়নি কোনোমতে; ৬৬০ সিংহ মাংসের জন্য বেপরোয়া হয়ে বারবার ফিরে এসেছে তাদের কাছে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে তার সকল প্রয়াস, কারণ মানুষের সাহসী হাত থেকে ছোড়া গাদা গাদা বর্শা উড়ে এসেছে তার দিকে, সেই সাথে চেলাকাঠ একসাথে-করে-ছোড়া জ্বলন্ত মশালও; আর সিংহ যতই ব্যগ্র থাকুক না কেন, শেষমেশ তাকে ভয় পেয়ে পেছাতে হয়েছে [বারবার], এবং দিনের আলো ফুটলে পরে সে ভেগে গেছে, তার মন বড় দুঃখী ও বিচলিত—সেরকম মেনেলাস, রণহুঙ্কারে দড়, চলে গেল ৬৬৫ প্যাট্রোক্লাসকে ছেড়ে, অবশ্যই অনেক অনিচ্ছা নিয়ে। কারণ তার বিরাট ভয় ছিল গ্রিকরা আতঙ্কিত হয়ে পালাবে দিগ্বিদিক, আর তাকে শত্রুর শিকার বানিয়ে ফেলে রেখে যাবে। সে [যাবার সময়] মেরাইয়োনিজ ও দুই অ্যাজাক্সের প্রতি ভালোমতো আদেশ দিয়ে গেল এই কথা বলে :

'তোমরা অ্যাজাক্স নামের দুইজন, গ্রিকবাহিনীর নেতা, আর তুমি মেরাইয়োনিজ, এখনই সময় আমাদের ওই দুর্ভাগা ও অমায়িক ভদ্র ৬৭০

প্যাট্রোক্লাসকে স্মরণ করার। যখন সে জীবিত ছিল, সবসময় সবার জন্য কতো দয়ালু ছিল তার মন। কিন্তু এখন সে পরাভূত হয়েছে মৃত্যু ও নিয়তির হাতে।'

এ কথা বলে পীতকেশ মেনেলাস রওনা দিল চারপাশে তীক্ষ্ণ চোখে কোনো ঈগলের মতো তাকিয়ে থেকে, যে ঈগলকে মানুষরা বলে উঁচু আকাশের নীচে যত ৬৭৫ ডানাওয়ালা প্রাণী আছে তার মাঝে সবচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির। যখন সে অনেক উঁচুতে ওড়ে, তখনও নির্দিষ্ট করে সে দেখতে পায় কোনো দ্রুত-পা খরগোশ ভয়ে গুটিসুটি লুকাচ্ছে কোনো ঘন-পাতা ঝোপের নীচদিকে, আর সাঁ করে সে নেমে আসে ওটার ওপরে, দ্রুত ধরে, দ্রুত তার জীবন কেড়ে নেয়—ঠিক তেমন করে, জিউস-লালিত মেনেলাস, তোমার উজ্জ্বল চোখ চতুর্দিকে ঘুরে গেল তোমার ৬৮০ সহসঙ্গীদের অসংখ্য দলের ভেতরে, দেখতে যে নেস্টরের ছেলেটিকে কোথাও জীবিত দেখা যায় কি না। তাকে মেনেলাস বেশ দ্রুতই খুঁজে পেল যুদ্ধের পুরো মাঠের বাম দিকে; সে সাহস জুগিয়ে যাচ্ছিল তার সহসঙ্গীদের মনে, তাদের তাড়না দিচ্ছিল যুদ্ধ করে যেতে। তার কাছে চলে এসে পীতকেশ মেনেলাস বলল এই কথা :

৬৮৫ 'অ্যান্টিলোকাস, এদিকে আসো! জিউস-লালিত বীর তুমি, এসে শোনো এক নিঠুর সংবাদ—আহ্ কীভাবে আমি আশা করে যাচ্ছি যে এমনটা কখনও ঘটেনি! আমার বিশ্বাস তুমি জানো, কারণ তুমি নিজ চোখেই দেখেছ, কীভাবে এক দেবতা গ্রিকদের দিকে গড়িয়ে দিচ্ছে সর্বনাশ, আর কীভাবে বিজয় এখন ট্রয়ের লোকদের হাতে। গ্রিকদের সেরা যোদ্ধা নিহত হয়েছে—প্যাট্রোক্লাস। ৬৯০ গ্রিকদের জন্য ঘটে গেছে এক অপূরণীয় ক্ষতি। তুমি দ্রুত দৌড়ে যাও গ্রিক জাহাজবহরের কাছে, গিয়ে অ্যাকিলিসকে এই সংবাদ দাও, দ্যাখো সে তাড়াতাড়ি পারে কি না মৃতদেহ নিরাপদে তার জাহাজে ফিরিয়ে নিতে—নগ্ন মৃতদেহ। কারণ দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর তার বর্মসাজ খুলে নিয়ে গেছে।'

এ-ই বলল সে। তার কথা শুনে অ্যান্টিলোকাস আতঙ্কে কম্পিত হলো। ৬৯৫ অনেকক্ষণ থাকল সে বোবা হয়ে, তার দু-চোখ ভরে গেল জলে, সতেজ কণ্ঠনালি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল। কিন্তু সে তারপরও অবহেলা করল না মেনেলাসের আদেশ যা ছিল। সে নিজের বর্মসাজ তার অতুল্য সহসঙ্গী লেইওডোকাসের হাতে তুলে দিয়ে শুরু করল দৌড়।° লেইওডোকাস তার পাশেই চক্রাকারে ঘোরাচ্ছিল তার এক-খুরের ঘোড়াগুলো। এভাবেই অ্যান্টিলোকাসের পা—সে কাঁদছে তখনও— ৭০০ তাকে নিতে লাগল যুদ্ধের মাঠ থেকে বাইরের দিকে, পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের কাছে এক ভয়াল খবর বয়ে নিয়ে যেতে।

তবে জিউস-লালিত মেনেলাস, তোমার হৃদয় চাইল না মহা চাপে থাকা পাইলিয়ান যোদ্ধাদের কোনো সহায়তা দিতে, যদিও তাদেরকে তাদের নেতা

অ্যান্টিলোকাস ফেলে রেখে গেছে; তারা, পাইলোসের মানুষেরা, নেতার অভাব বোধ করছিল খুবই। যা হোক, মেনেলাস তাদের সাহায্যে দেবতুল্য ৭০৫ থ্রাসিমিডিজকে পাঠাল এবং নিজে সে আবার ফিরে গেল যোদ্ধা প্যাট্রোক্লাসের ওপরে [দু পাশে দু পা দিয়ে পাহারায়] দাঁড়াবে বলে। দৌড়াল সে, অবস্থান নিল দুই অ্যাজাক্সের পাশে, আর তৎক্ষণাৎ বলল তাদের :

'তোমরা যার কথা বলেছ, সেই লোককে আমি পাঠিয়েছি দ্রুতচারী জাহাজবহরের দিকে। বলেছি দ্রুত-পা অ্যাকিলিসের কাছে যেতে। তবে আমার ধারণা অ্যাকিলিস, যত ক্রুদ্ধই সে হোক না কেন দেবতুল্য হেক্টরের প্রতি, এখনই ৭১০ যুদ্ধে আসবে না। কারণ কোনোভাবে তার পক্ষে সম্ভব নয় নিজের বর্মসাজ ছাড়া ট্রোজানদের সাথে লড়া। নাহ, আসো আমরা নিজেরাই সবচে সেরা কৌশল কী হবে ভেবে বের করি—অর্থাৎ কীভাবে একইসাথে মৃতদেহ তুলে [জাহাজে] ফেরত নেওয়া যায় এবং নিজেদেরও ট্রোজানদের যুদ্ধ-শোরগোল থেকে দূরে নিয়ে বাঁচানো যায় মৃত্যু ও এর অপচ্ছায়া থেকে।

তখন প্রকাণ্ড অ্যাজাক্স, টেলামনের ছেলে, জবাব দিল তাকে : ৭১৫

'অনেক বিখ্যাত মেনেলাস, তুমি যা যা বললে তা সব ঠিক আছে বটে। এবার যাও, তুমি ও মেরাইয়োনিজ গিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁধে তুলে নাও মৃতদেহ, তাকে লড়াইয়ের ঘাম-রক্ত থেকে বাইরে নিয়ে যাও। অন্যদিকে আমরা দুজন এখানে থেকে যাব, লড়ব ট্রোজানদের ও দেবতুল্য হেক্টরের সাথে। নামের দিক দিয়ে আমরা দুজন একই, মানসিকতায়ও এক, আর অতীতেও আমরা একে ৭২০ অন্যের পাশে থেকে সুদৃঢ় দাঁড়িয়েছি প্রবল যুদ্ধের মাঠে।'

এ-ই বলল সে, আর অন্য দুজন—মেনেলাস ও মেরাইয়োনিজ—মাটি থেকে মৃতদেহ উঠিয়ে নিল হাতে, শরীরের বিরাট শক্তি দিয়ে জমিনের অনেক ওপরে ধরে থাকল সেটা। তাদের পেছন দিকে ট্রোজানবাহিনী চিৎকার দিল খুব জোরে, যখন তারা দেখল গ্রিকরা মৃতদেহ ওঠাচ্ছে এভাবে। তারা এ দুজনের দিকে সোজা ধেয়ে গেল যেভাবে কুকুরেরা ধায় কোনো আহত বুনো শূকরের পিছে, ৭২৫ তরুণ শিকারিদের সামনে দৌড়ে দৌড়ে যায়; কিছুক্ষণ অবধি কুকুরগুলো খুব দৌড়ায়, উন্মত্ত হয়ে পড়ে শূকরকে ছিঁড়ে টুকরো করে দেবে বলে; কিন্তু যখন সেই শূকর নিজের সাহসে আস্থা রেখে ঘুরে দাঁড়ায় এদের বিপরীতে, ধেয়ে আসে, তখন কুকুরগুলো পিছু হটে ভয়ে পালায় ছত্রভঙ্গ হয়ে, একটা এদিকে তো আরেকটা ওদিকে—সেভাবেই ট্রোজানরা এক দল হয়ে কিছুক্ষণের জন্য গ্রিকদের ৭৩০ তাড়া করে গেল, তাদের সাঁই সাঁই মেরে গেল তরবারি ও দু-ধারী বল্লম দিয়ে। তবে যখন দুই অ্যাজাক্স বৃত্তাকারে ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল ওদের বিপরীতে, তখন ট্রোজানদের চামড়ার রঙ বদলে গেল, তাদের কারোরই সাহস হলো না যে সামনে ধেয়ে যাবে আর মৃতদেহের দখল নিয়ে লড়াই চালাবে।

৭৩৫ অতএব তারা দুজন অধীরতা-ব্যাকুলতার সাথে প্যাট্রোক্লাসের মরদেহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বয়ে নিয়ে গেল সুগোল জাহাজবহরের দিকে। তাদের ঘিরে যুদ্ধ টানটান হলো কোনো আগুনের মতো তীব্র আকার নিয়ে, যে আগুন মনুষ্য-শহরের 'পরে চড়াও হয় এক হঠাৎ আগ্রাসনে, জ্বালিয়ে দেয় সবকিছু, বাড়িগুলো ধ্বংস হয় দানবীয় অগ্নিকুণ্ডের মাঝে পড়ে, আর হাওয়ার দাপটের চোটে আগুন ৭৪০ গর্জে ওঠে আরও—সেভাবে মেনেলাস ও মেরাইয়োনিজের চলার পথ জুড়ে ধেয়ে আসতে লাগল [ট্রোজান] রথ ও বল্লমসেনাদের নিনাদ অবিরাম। যেভাবে খচ্চরেরা পাহাড় থেকে নীচ দিকে এবড়োথেবড়ো এক পথ ধরে তাদের শরীরের সবটুকু শক্তি নিবেদিত করে বয়ে নিয়ে যায় কোনো কড়িকাঠ বা কোনো বিরাট জাহাজ-৭৪৫ বানাবার-গুঁড়ি, আর এ কাজে শক্তি ক্ষয় করে একইসাথে খাটুনি ও ঘামের কারণে খচ্চরদের হৃদয় নিদারুণ যন্ত্রণায় থাকে—সেভাবে এ দুজন তীব্র শক্তি ক্ষয় করে বয়ে নিয়ে চলল মৃতদেহটিকে, ব্যাকুলতার সাথে।

তাদের পেছন দিকে দুই অ্যাজাক্স শত্রুদের রুখে দিল দূরে। যেভাবে কোনো জঙ্গলের উচ্চভূমিরেখা সমতল ধরে একটানা এক রেখায় চলে গিয়ে রুখে দেয় কোনো বান, এমনকি রুখে দেয় প্রকাণ্ড সব নদীর ধ্বংসাত্মক স্রোতকেও, তাদের ৭৫০ জলস্রোতের পথ ঘুরিয়ে দেয় এমনভাবে যেন বানের জল সমতল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, অতএব সে বানের জোর আর যথেষ্ট থাকে না জঙ্গলরেখা ভেঙে ঢোকার কাজে—সেভাবে দুই অ্যাজাক্স একটানা ট্রোজান যোদ্ধাদের আক্রমণ রুখে গেল। কিন্তু ওরা [ট্রোজানরা] থামাল না তাদের ধাওয়া, বিশেষ করে দুই যোদ্ধা—ঈনিয়াস, অ্যাঙ্কাইসিসের ছেলে, ও অত্যুজ্জ্বল হেক্টর। যেভাবে কোনো স্টারলিং ৭৫৫ পাখি বা দাঁড়কাকের ঝাঁক মেঘের মতো ঘন হয়ে উড়ে উড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সর্বনাশের কথা বলে, কারণ তারা দ্যাখে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে এক বাজপাখি, তাদের ছোট বাচ্চাদের জন্য স্রেফ মৃত্যুদূত হয়ে—সেভাবে গ্রিক তরুণরা ঈনিয়াস ও হেক্টরের ধাওয়া খেয়ে পালাল, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল সর্বনাশের কথা, আর ভুলে গেল তাদের সব যুদ্ধ-ক্ষুধা।

৭৬০ গ্রিকরা এভাবে যখন পলায়নে রত, তখন অনেক দারুণ সব অস্ত্র ও যুদ্ধসাজ পড়তে লাগল পরিখার ভেতরে ও চারপাশ জুড়ে, আর যুদ্ধ চলতেই ৭৬১ থাকল উন্মত্ত রূপ নিয়ে।°

টীকা

১৭:২৩-২৬ নাহ [প্যানথোয়াসের অন্য ছেলে]...জঘন্য যোদ্ধাটি আমি: ১৪তম পর্বে মেনেলাস ইয়ুফোরবাসের ভাই হিপেরিনরকে খুন করে (১৪:৫১৬-৫১৯), সে কথাটাই এখানে উল্লেখ করছে মেনেলাস। কিন্তু অবাক ব্যাপার হচ্ছে, ঐ সময় হিপেরিনর মেনেলাসকে এসব কিছুই বলেনি। তার মানে, মেনেলাসের এখনকার বক্তব্যের স্বার্থে এটা কবির তাৎক্ষণিক আবিষ্কার। *ইলিয়াড*-এর কাব্যিক প্রকরণ বোঝার জন্য এ বিষয়গুলি জানা জরুরি।

১৭:৫১ গ্রেইস দেবীদের: *ইলিয়াড*-এ বহুবার আছে এই গ্রেইস দেবীদের কথা। এরা সৌন্দর্য, প্রশংসনীয় গুণ ও বন্ধুত্বের প্রতিনিধিত্বকারী তিন দেবী বোন, তিনজনই জিউস ও ইয়ুরিনোমির কন্যা। এদের নাম অ্যাজালিয়া (রূপ ও চমৎকারিত্ব), ইয়ুফোরসাইনি (আমোদ-আহ্লাদ) ও থালিয়া (উৎসব)। থালিয়া নামে অবশ্য এক মিউজও আছে।

১৭:৭২ সিকোনিজদের নেতা মেনটিজের: এই চরিত্রটির উল্লেখ অন্য আর কোথায়ও নেই।

১৭:৭৫-৭৭ হেক্টর, তুমি বৃথাই...অ্যাকিলিসই পারে সেটা: অ্যাকিলিসের ঘোড়া দুটির বিষয়ে দেখুন টীকা ১৬:১৫৪।

১৭:১২৬-১২৮ তার ইচ্ছা যে...,ট্রয়ের কুকুরদের হাতে: এই কথাগুলি হেক্টরের স্বভাব ও চরিত্রের সঙ্গে যায় না। সে এর আগে কখনোই কোনো মৃতদেহ নিয়ে এরকম কোনো ভয়ংকর ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেনি। তাই প্রশ্ন ওঠে, এর মধ্য দিয়ে কি কবি ভবিষ্যতে হেক্টরের মৃতদেহের প্রতি যে নির্মম লাঞ্ছনা ঘটানো হবে তারই আগাম-সংকেত দিলেন? (দেখুন টীকা ১৮:১৭৭)।

১৭:১২৮ অ্যাজাক্স তার টাওয়ার-সদৃশ ঢাল: অ্যাজাক্সের এই টাওয়ারের মতো বা নগর-দেওয়ালের মতো বিশাল ঢাল সম্বন্ধে জানতে দেখুন টীকা ৭:২১৯।

১৭:১৫০ একদার অতিথি: মূলে আছে 'এক্সিনোস' যার অর্থ দাঁড়ায় 'অতিথি-বন্ধু' (Guest-friend)। এ বিষয়ে দেখুন টীকা ৬:২১৫।

১৭:১৫০-১৫২ তোমার বন্ধু সারপিডনকেই...লুটের মাল হতে: এ প্রসঙ্গে দেখুন মূল মহাকাব্যের ১৬তম পর্বের ৬৫৬-৬৬৫ সংখ্যক পঙ্‌ক্তি।

১৭:১৬২-১৬৩ সেইসাথে আমরা...ফিরিয়ে আনতে ইলিয়ামে: গ্লকাস জানে না যে দেবতারা সারপিডনের মরদেহ তার পিতৃভূমি লিশা-য় উঠিয়ে নিয়ে গেছে। দেখুন মহাকাব্যের ১৬:৬৬৬-৬৮৩।

১৭:১৯৪-১৯৫ অমর বর্মসাজ...পিতা পেলিউসের হাতে: দেবদেবীরা পেলিউস ও থেটিসের বিয়েতে উপস্থিত হয়েছিল (দেখুন ২৪:৬২), এবং তাদের জন্য সঙ্গে করে উপহার নিয়ে গিয়েছিল (১৮:৮৪-৮৫)। এই পঙ্‌ক্তিটুকুর আগে পর্যন্ত আমাদের জানানো হয়নি যে অ্যাকিলিসের বর্মসাজটি—যেটা প্যাট্রোক্লাস গায়ে পরে ১৬তম পর্বে—ছিল স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক এক সাজ, যেমন কিনা হবে তার জন্য বানানো নতুনটিও (পর্ব-১৮)।

১৭:২০৫ বর্মসাজ খুলে নিয়ে...করোনি মোটে: শত্রুর বর্মসাজ খুলে নেওয়ার মধ্যে ভুলের কী আছে তা বোঝা গেল না। পুরো *ইলিয়াড* জুড়েই তো মৃত শত্রুর বর্ম খুলে নেওয়া অতি নিয়মিত

এক বিষয়। সম্ভবত জিউস বোঝাতে চাইছেন যে অ্যাকিলিসের বর্মসাজ গায়ে পরার মতো মর্যাদার স্তরে হেক্টর নেই।

১৭:২৪৯ **জনগণের টাকায় মদ পান করো:** আগামেমনন, জানা গেল, গ্রিক নেতাদের জন্য তার প্রাসাদের দ্বার খুলে রাখতো এবং তার নেতারা এসে জনগণের টাকায় কেনা রাজার পরিবেশিত এই মদ, খাদ্য-খাবার বিনামূল্যে খেতো রাজার অতিথি হিসেবে। (আরও দেখুন মহাকাব্যের ৪:২৫৯-২৬০, ৭:৪৭১-৪৭৫ এবং ৯:৭০-৭১)।

১৭:২৭০ **ঘন অন্ধকার:** দেবতারা বারবার অন্ধকার বা কুয়াশা ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু শুধু এ-পর্বেই আমরা পূর্ণ বিবরণ পেলাম সেই কুয়াশা বা অন্ধকারের শুরুর (এই পঙ্‌ক্তিটিতে), তা অব্যাহত থাকার (৩৬৬-৩৭৬) এবং তার ইতি ঘটার (৬৪৪-৬৫১)।

১৭:৩৪৬ **লাইকোমিডিজের:** লাইকোমিডিজ *ইলিয়াড*-এর ব্যতিক্রমী একটি চরিত্র। সে এ মহাকাব্যের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম বড় এক চরিত্র যার ব্যাপারে কিনা আমাদেরকে কোনো বংশপরিচয়, আদি কথা ইত্যাদি জানানো হয়নি। তরুণ নেতাদের সঙ্গে সে প্রথম হাজির হয় ৯:৮৪-তে এবং ১৯:২৪০-এ। টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স তাকেই ১২:৩৬৬ পঙ্‌ক্তিতে দেওয়াল রক্ষার কাজে রেখে আসে লোক্রিয়ান আজাক্সের কাছে। ১৯:২৪০-এর স্কলাইয়ায় (প্রাচীন কালে *ইলিয়াড*-এর পাণ্ডুলিপির মার্জিনে লেখা টীকা, পাঠ পর্যালোচনা ইত্যাদিকে বলে scholia) লেখা আছে যে সে ছিল ক্রিট থেকে আগত, বা ক্রিটান।

১৭:৩৬৬-৩৭৬ **এভাবে এ যোদ্ধাসকল...এ দুয়ে মারাত্মক ভুগে:** দেখুন উপরের টীকা ১৭:২৭০।

১৭:৩৮৪ **সারাদিন ধরে:** সারাদিন ধরে এই যুদ্ধ চলছে বলাটা অতিশয়োক্তি। কারণ ১৬:৭৭৭-৭৭৯ পঙ্‌ক্তিতেই আমরা জেনেছি যে তখন বিকাল হয়ে গিয়েছিল। তার মানে এটা বিরামহীন যুদ্ধের ছবিকে ফুটিয়ে তোলার স্বার্থে নির্মিত হোমারের ফরমুলা বা গৎবাঁধা অভিব্যক্তিগুলিরই একটি। ব্যাপারটি আরও ভালোভাবে বুঝতে দেখুন এ-পর্বেরই পংক্তি ৩৬৬, ৪১২-৪১৩ এবং ৪২৪-৪২৫। কবি এভাবেই বিরতিবিহীন এক যুদ্ধের ছবি আঁকছেন দারুণ কৌশলে।

১৭:৩৮৯-৩৯২ **যেভাবে কোনো লোক...যদ্দুর পারা যায়:** তিন হাজার বছর আগের পৃথিবীতে চামড়া পাকা করার (leather tanning) পদ্ধতির এক অমূল্য বিবরণ।

১৭:৫৭৬ **ঈটিয়নের:** ঈটিয়ন আমাদের কাছে ইতিমধ্যে সুপরিচিতই বটে। সে ছিল ট্রোয়াড অঞ্চলের থিবি-র রাজা এবং হেক্টরের শ্বশুর। তবে পোডিজ নামের এই লোকটির ঈটিয়নের পুত্র হওয়া সম্ভব নয়, কারণ হেক্টরের স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকি আমাদেরকে ৬:৪২১ পঙ্‌ক্তিতে বলেছে যে তার সবগুলো ভাই-ই এখন মৃত। এই পোডিজ, বোঝাই যাচ্ছে, হেক্টরের বন্ধু; সে ট্রয় নগরেরই একজন।

১৭:৬৪৫-৬৪৮ **পিতা জিউস...নীচেই তুমি মারো:** অ্যাজাক্সের এই প্রার্থনা যে, তাদেরকে যদি মরতেই হয়, তবে তারা যেন সূর্যের আলোর নীচেই মরে—এটি *ইলিয়াড*-এর আলোচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশিবার উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলির একটি। এ-কথার এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে যা কিনা বাকি হোমারে দুর্লভ। যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ধকার বা কুয়াশার উল্লেখেরও শীর্ষবিন্দু এটি (দেখুন উপরের টীকা ১৭:২৭০)।

১৭:৬৫৩ অ্যান্টিলোকাস সেঃ কেন অ্যান্টিলোকাস? এর উত্তর জানতে আমাদেরকে *ইলিয়াড*-উত্তর পুরাণ বা লোককথার দিকে তাকাতে হবে। *ইলিয়াড*-পরবর্তী মহাকাব্য ঈথিওপিস-এ (Aithiopis) অ্যান্টিলোকাসকে আমরা দেখি *ইলিয়াড*-এর প্যাট্রোক্লাসের সঙ্গে সমতুল্য ভূমিকায়। সেখানে তাকে হত্যা করে মেমনন, এবং তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয় অ্যাকিলিস। *ইলিয়াড*-এর এখান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত হোমার মনে হয় ঈথিওপিস-এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আরম্ভ করে দিলেন। ২৩তম পর্বের অ্যাকিলিস-অ্যান্টিলোকাস দৃশ্যগুলির পরে (২৩:৫৪১-৫৫৬ এবং ২৩:৭৮৫-৭৯৭) আমাদের মনে মোটামুটি একটা ছবি দাঁড়িয়ে যাবে এ দুজনের বন্ধুত্বের, যেমন ছিল অ্যাকিলিসের সঙ্গে প্যাট্রোক্লাসের।

১৭:৬৯৭-৬৯৮ সে নিজের বর্মসাজ...শুরু করলো দৌড়ঃ অ্যান্টিলোকাস তার রথচালকের হাতে বর্মসাজ তুলে দিয়ে, তার মানে, দৌড়ে গেল অ্যাকিলিসের কুটিরের দিকে, রথে বা ঘোড়ায় চড়ে নয়। ঘোড়া পাশেই তৈরি থাকতে (৬৯৯) কেন সে দৌড়ে করবে এই কাজটা, তার মধ্যে গবেষকেরা হোমারের বিলম্বকরণ টেকনিকের উপস্থিতি খুঁজে পেয়েছেন।

১৭:৭২২-৭৬১ এই বলল সে...উন্মত্ত রূপ নিয়েঃ প্যাট্রোক্লাসের মরদেহ সমতল ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে দুই অ্যাজাক্স ট্রোজানদের ঠেকিয়ে রাখছে—প্রায় চল্লিশ লাইনের এই দৃশ্যটি হোমার অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন পরপর পাঁচটি উপমা (simile) দিয়ে। এই দৃশ্যের সঙ্গে মিল আছে *ইলিয়াড*-উত্তর আরও বিখ্যাত এক ঘটনারঃ যখন অ্যাকিলিস মারা যাবে, অ্যাজাক্স তার মরদেহ নিয়ে গ্রিকশিবিরের দিকে যেতে থাকবে আর অডিসিয়ুস ঠেকিয়ে রাখবে শত্রুপক্ষের বাধা।

ইলিয়াডের পৃথিবী: সারপিডনের মৃত্যু

পর্ব - আঠারো

অ্যাকিলিসের সিদ্ধান্ত ও নতুন বর্মসাজ

প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর কথা শুনে অ্যাকিলিস তীব্র শোকে আচ্ছন্ন—দেবী থেটিস অ্যাকিলিসকে সতর্ক করে দিয়ে বলল যে হেক্টরের মৃত্যুর পরে তারও মৃত্যু হবে—অ্যাকিলিসের আবির্ভাবে ট্রোজানদের মাঝে কাঁপুনি—অ্যাকিলিসের জন্য নতুন যুদ্ধসাজ বানাতে থেটিস পৌঁছাল দেবতা হেফিস্‌টাসের কাছে—হেফিস্‌টাস অতুলনীয় এক ঢাল গড়ে দিল।

বিষয়বস্তু

এ পর্বটি পুরো ইলিয়াড-এর সবচেয়ে বিখ্যাত পর্বগুলির একটি। এর ৪৬৮ থেকে ৬১৭ লাইনের মধ্যে দেবতা হেফিস্‌টাস অ্যাকিলিসের জন্য এক নতুন ঢাল বা যুদ্ধসাজ গড়ে দেয়; কবি তার যে অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন তা পাঠককে যেমন কালে কালে মুগ্ধ করেছে, তেমন আধুনিককালের অনেক কবি-লেখককেও প্রভাবিত করেছে। প্যাট্রোক্লাস যখন হেক্টরের হাতে নিহত হয় তখন তার শরীরে পরা ছিল অ্যাকিলিসের বর্মসাজ, হাতে অ্যাকিলিসের ঢাল। এর সবই কেড়ে নিল হেক্টর। এখন অ্যাকিলিসের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য দরকার নতুন ঢাল, নতুন বর্ম, নতুন শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি। অ্যাকিলিসের মা থেটিসের অনুরোধে দেবতা হেফিস্‌টাস পরম যত্নে সেসব তাকে গড়ে দিল, আর বিশেষ করে

নতুন ঢালটির মধ্যে পুরো পৃথিবীরই একটা ছবি এঁকে বা খোদাই করে দিল সে। যুদ্ধ ও শান্তির এই ছবি যে পরম মমতায় ও কাব্যিক সৌন্দর্য দিয়ে আঁকা তার তুলনা পুরো ইলিয়াড-এ আর একটিও নেই। এখানে ছোট একটি ঢালের মধ্যে রয়েছে মানবজীবনের আনন্দ-বিষাদ, সময়ের চক্র, যুদ্ধের নির্মমতা ও শান্তির সময়ে জীবনের নিস্তরঙ্গতা—সবকিছু। গবেষকদেরও অসম্ভব পছন্দ হেফিস্টাসের ঢালের এই বর্ণনার অংশটুকু, কারণ কাব্যিক সুষমার কথা বাদ দিলেও এ দীর্ঘ বর্ণনার নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম। তবে এ-পর্বের গুরুত্ব শুধু এই ১৪৯ লাইনের ঢালনির্মাণ বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমরা দেখি যে, এ-পর্ব থেকেই কাহিনী বড় আকারে মোড় ঘুরছে। প্রথম পর্বে শুরু হওয়া অ্যাকিলিসের ক্রোধের ইতি ঘটল এ-পর্বে এসে। আগামেমননের ওপরে তার ওই ক্রোধের পরিণতিতে শেষে মৃত্যু হলো তার প্রিয় বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের। অ্যাকিলিসের মনে এবার জন্ম নিল নতুন এক ক্রোধ—তার বন্ধুর হত্যাকারী হেক্টরের প্রতি। আগে অ্যাকিলিসকে ক্রোধ তাড়াচ্ছিল তার ব্যক্তিগত সম্মানে রাজা আঘাত হানার কারণে তার বীরোচিত অহংকার আহত হয়েছিল বলে; আর এখন থেকে তাকে তাড়াবে স্রেফ একটাই বোধ: প্যাট্রোক্লাসের খুনি হেক্টরকে মেরে বন্ধু-হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। মহাকাব্যের থিমের এই পরিবর্তনের পাশাপাশি অ্যাকিলিসের মা-র উপস্থিতিও কাহিনীতে আনল বিরাট ট্র্যাজিক ব্যঞ্জনা। থেটিসের উপস্থিতি আমাদের বারবার এই সত্য মনে করিয়ে দিল যে অ্যাকিলিসের নিজের মৃত্যুও আসন্ন—থেটিস আমাদের জানাচ্ছে হেক্টরকে মেরে প্রতিশোধ নেওয়ার শেষে অ্যাকিলিসের নিজেরও মৃত্যু হবে। কিন্তু তাতে বিচলিত নয় অ্যাকিলিস, প্রতিশোধস্পৃহা পূরণের জন্য নিজের জীবন দিতেও সে রাজি। নবম পর্বে যে লোক আগামেমননের পাঠানো বিশাল উপঢৌকনের প্রস্তাবকে বলেছিল যে ওগুলো তার জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার বিচারে যথেষ্ট নয় (৯: ৪০০-৪০৯), সেই একই লোক এখন প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর শোধ নেওয়ার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও তৈরি। প্রাচীনকাল থেকে এ-পর্বটির নাম 'হোপ্‌লোপোয়িয়া', যার অর্থ 'যুদ্ধসাজের নির্মাণ'।

সারসংক্ষেপ

১-১৪৭: অ্যান্টিলোকাসের কাছ থেকে প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু সংবাদ পেল অ্যাকিলিস (১-২১)। শোকে পাগলপ্রায় হলো সে; তার মা থেটিস অন্য সমুদ্র-পরীদের কাছে ছেলের নিয়তির বর্ণনা দিল; তারা সৈকতে হাজির হলো অ্যাকিলিসের কাছে এসে (২২-৭৭)। অ্যাকিলিস মায়ের কাছে প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর পূর্বাপর জানিয়ে হেক্টরকে হত্যা করার তার প্রতিশোধস্পৃহার কথা ব্যক্ত করল। দেবী থেটিস ছেলেকে সাবধান করল যে, হেক্টর মারা গেলে সে-ও এর কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবে। এরপর থেটিস ছেলের জন্য নতুন যুদ্ধসাজ ও ঢাল আনতে গেল (৭৮-১৪৭)।

১৪৮-২৩৮: প্যাট্রোক্লাসের লাশের দখল নিয়ে ট্রোজান ও গ্রিকদের মধ্যে লড়াই চলছেই। অ্যাকিলিস যুদ্ধে নামতে পারছে না তার ঢাল ও বর্মসাজ নেই বলে। অ্যাথিনা তাকে ঐশীবর্ম দিয়ে ঘিরে দেওয়ার পরে অ্যাকিলিস আবির্ভূত হলো গ্রিকদের

ঘোড়া পরিখার কাছে এবং রণহুঙ্কার দিল। তাকে দেখে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে মারা গেল বারোজন ট্রোজান। গ্রিকরা অবশেষে প্যাট্রোক্লাসের মরদেহের দখল নিল।

২৩৯-৩৫৫: [২৮তম দিনের রাত্রি] সূর্য ডুবল। ট্রোজান জমায়েতে পলিডামাস বুদ্ধি দিল পশ্চাদপসরণের; হেক্টর সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জানাল যে, সে অ্যাকিলিসের সঙ্গে লড়তে তৈরি আছে। তাঁবুতে বসে অ্যাকিলিস শোক করল প্যাট্রোক্লাসের মরদেহ পাশে রেখে, ভাবল তার নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা।

৩৫৬-৩৬৭: অলিম্পাসে জিউস হেরাকে খোঁচা দিল অ্যাকিলিসের যুদ্ধে প্রত্যাবর্তনে ভূমিকা রাখায়; হেরা জানাল সে যা করেছে ঠিকই করেছে।

৩৬৮-৪৬৭: থেটিস পৌঁছাল হেফিস্‌টাসের প্রাসাদে। হেফিস্‌টাস মনে করল অতীতে থেটিস কীভাবে তাকে বাঁচিয়েছিল; সে রাজি হলো অ্যাকিলিসের জন্য যুদ্ধসাজ গড়ে দিতে।

৪৬৮-৬১৭: অ্যাকিলিসের জন্য হেফিস্‌টাস গড়ে দিল এক অপার সৌন্দর্যময় ঢাল যাতে মানবজীবন ও প্রকৃতির নানা দৃশ্য ও পরিস্থিতির বিবরণ খোদাই করে দিল সে। সেইসঙ্গে অ্যাকিলিসকে আরও গড়ে দিল ঊর্ধ্বাঙ্গের বর্ম, শিরস্ত্রাণ ও পা-ঢাকা খোলক।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

আগের পর্বের ঘটনাকাল ছিল ২৮তম দিনের সন্ধ্যা। ১১তম পর্ব থেকে শুরু হয়েছিল *ইলিয়াড*-এর ২৮তম দিনের কাহিনীর। এ-পর্বের ২৪২ নম্বর লাইনে রাত নামা পর্যন্ত আগের পর্বের সন্ধ্যাই চলছে; কিন্তু এরপর থেকে (অর্থাৎ ২৪৩ নম্বর লাইনের ট্রোজান জমায়েত থেকে নিয়ে পর্বের শেষ পর্যন্ত) সবই ঘটল এই সুদীর্ঘ ২৮তম যুদ্ধদিনের শেষে রাত্রিবেলায়। (অবশ্য আলেকজান্ডার পোপের হিসাবে এ-পর্বটি ঘটে ২৯তম দিনে এবং সেই দিন শেষের রাতে; আর ই. ভি. রিউয়ের হিসাবে এটি *ইলিয়াড*-এর ২৬তম দিন এবং সে-দিনেরই শেষে রাতের ঘটনা।) ঘটনাস্থল সাগর-সৈকতে অ্যাকিলিসের তাঁবু বা কুটির; পরে সমুদ্রতলে থেটিসের পিতার প্রাসাদ ও শেষে স্বর্গরাজ্য অলিম্পাসে হেফিস্‌টাসের বাড়ি।

চিত্র ২০. থেটিস সান্ত্বনা দিচ্ছে পুত্র অ্যাকিলিসকে। থেটিসের মাথা ঢাকা বড় এক কাপড়ে, সম্ভবত শোকের স্মারক হিসেবে। অ্যাকিলিস শোওয়া এক বিছানায়, সামনে এক টেবিলে নানা ফল, খাদ্য-খাবার রাখা। অ্যাকিলিসের হাত প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর তীব্র শোকে কপালে ঠেকানো। এই ছবিতে থেটিস অ্যাকিলিসের জন্য নতুন ঢাল এরই মধ্যে বানিয়ে নিয়ে এসেছে হেফিস্‌টাসের কাছ থেকে। ঢালের ওপরে এক সিংহের মুখ আঁকা। বিছানার বাঁয়ে বৃদ্ধ ফিনিক্স ও ডানে অডিসিয়ুস; আর দুপাশেই সম্ভবত থেটিসের বোনেরা—জলপরীরা। *ইলিয়াড*-এ অবশ্য থেটিস, ফিনিক্স ও অডিসিয়ুসকে একত্রে রেখে এরকম কোনো দৃশ্য নেই। (গ্রিসের কোরিন্থে পাওয়া পানির জগ, খ্রিস্টপূর্ব ৬২০ সন)

সুতরাং তারা লড়তে লাগল প্রজ্বলন্ত অগ্নির মতো করে। দ্রুতপায়ের দূত অ্যান্টিলোকাস পৌঁছাল অ্যাকিলিসের কাছে—সংবাদটি নিয়ে। তাকে সে পেয়ে গেল বাঁকা-চঞ্চু জাহাজের সামনের দিকে। অ্যাকিলিস মনে মনে আশঙ্কা করছিল এমনই কিছুর যা আসলে ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। গভীর বিচলিত হয়ে সে বলল তার নিজের বীরোচিত মনের প্রতি : ৫

'আহ্, কী বিপদ! আবার কেন দীর্ঘকেশ গ্রিকেরা এভাবে তাড়া খেয়ে সমতল ধরে ভয়ে পালাচ্ছে জাহাজবহরের দিকে? এমন যেন না হয় যে দেবতারা আমার জন্য নিয়ে এলো কোনো শোচনীয় শোক, যেমনটা আমার মা আগে একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, আমাকে বলেছিল আমি জীবিত থাকতেই মারমিডনদের ১০ সেরা যে লোক সে ট্রোজানদের হাতের নীচে পড়ে সূর্যের এই আলো ছেড়ে বিদায় নেবে।° তার মানে, মেনিশাসের বীর পুত্র [প্যাট্রোক্লাস] মারা গেছে—একগুঁয়ে, একরোখা এক ছেলে! তাকে আমি সাফ বলে দিয়েছিলাম শত্রুর সর্বগ্রাসী আগুন দূরে ঠেলে দেওয়ার পরে ফের জাহাজে ফিরে আসতে দ্রুত, হেক্টরের সাথে লড়াইয়ে না যেতে।'°

যখন সে এসব ভাবছে নিজের মন ও হৃদয়ের মাঝে, তার কাছে এল ১৫ মহান নেস্টরের ছেলে [অ্যান্টিলোকাস] আর উষ্ণ অশ্রু ঝরিয়ে বলল নিষ্ঠুর বার্তাটির কথা :

'ওহ কী কষ্ট! যুদ্ধংদেহী পেলিউসের ছেলে, যে খবর শুনবে তুমি তা মারাত্মক বেদনার বটে। আহা এমনটা যদি না ঘটত কখনও! প্যাট্রোক্লাস মারা গেছে, আর তারা এখনও লড়ে যাচ্ছে তার মৃতদেহ ঘিরে—নগ্ন মৃতদেহ। কারণ ২০ দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর তার বর্মসাজ খুলে নিয়ে গেছে।'

এ-ই বলল সে। আর শোকের এক কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ঘিরে ধরল অ্যাকিলিসের মন; সে তার দু-হাত দিয়ে মাটি থেকে কালো ধুলো তুলে ঢেলে দিল নিজের মাথার ওপরে, নোংরা করল তার সুন্দর মুখ, কালো ছাই ছড়িয়ে পড়ল তার সুগন্ধি বহির্বাসে। এবার ধুলায় লুটিয়ে পড়ল সে হাত-পা ছড়িয়ে, প্রকাণ্ড দেহ ২৫ [পড়ল] তার প্রকাণ্ডতা নিয়ে, হাত দিয়ে সে ছিঁড়ল মাথার চুল, সব এলোমেলো করে দিল। তার মেয়ে ভৃত্যেরা, যাদের অ্যাকিলিস ও প্যাট্রোক্লাস যুদ্ধ-লুটের মাল হিসেবে পায়, হৃদয়ের তীব্র কষ্ট থেকে চিল্লিয়ে উঠল জোরে, সবাই তারা ছুটে গেল দরজার বাইরে দিয়ে, যুদ্ধমনা অ্যাকিলিসকে ঘিরে দাঁড়াবে বলে। তারা ৩০

সবাই বুক চাপড়াতে লাগল হাত দিয়ে, আর শরীরের নীচ দিকে তাদের হাঁটু ঢিলা হয়ে এল। উল্টোপাশে অ্যান্টিলোকাস বিলাপ করে কাঁদছিল, সে ধরে রেখেছিল অ্যাকিলিসের হাত। অ্যাকিলিস তার মহান হৃদয়ের মাঝে গোঙাচ্ছিল প্রকাণ্ড আকারে, সুতরাং তার ভয় হচ্ছিল অ্যাকিলিস হয়তো হঠাৎ লোহার ছোরা চালিয়ে দেবে নিজের গলায়, গলা ফেলবে কেটে।

৩৫ এবার অ্যাকিলিস অনেক জোরে গুঙিয়ে উঠল ভয়ংকরভাবে। তার রানিতুল্য মায়ের কানে পৌঁছাল সেটা; সে লবণ সাগরের অতলদেশে বসে ছিল তার সুপ্রাচীন পিতার পাশে। নিজেও সে এবার তীক্ষ্ণ এক চিৎকার দিল জোরে, তখন যত দেবী আছে সব জড়ো হলো তাকে ঘিরে—এরা নেরেয়ুসের সব কন্যা যারা ৪০ সাগর অতলে থাকে। এরা হলো গ্লকোস, থালেয়া ও সিমোডোসি; নেসাঈ, স্পেয়িও, থোয়ি আর ষাঁড়-নয়না হ্যালি; সেই সাথে সাইমোথোয়ি, অ্যাসটায়ি, লিম্‌নোরেয়া; আর মেলিটে, আইয়েরা, অ্যামফিথোয়ি এবং আগাভে; দোতো, প্রোতো, ফেরুসা, দিনামেনে, দেক্সামেনে এবং অ্যামফিনোমে; স্যাল্লিয়ানেইরা, ৪৫ আর ডোরিস ও প্যানোপে ও বিখ্যাত গ্যালাতিয়া; আর নেমেরতেস, আপ্‌সেউদেস ও সাল্লিয়ানাস্‌সা; এবং তাদের সাথে আরও যোগ দিয়েছিল ক্লাইমেনে, ইয়ানেইরা, ইয়ানাস্‌সা, মেরা, ওরিথিয়া এবং মোহিনীচুলের আমাথিয়া ও নেরেয়ুসের অন্য মেয়েরা যারা সাগরের অতলে থাকে।° রুপালি-সাদা রঙ গুহা ৫০ ভরে গেল এসব সমুদ্র-পরী দিয়ে। তারা সবাই একসাথে তাদের স্তন চাপড়াল, থেটিস নেতৃত্ব দিল তাদের বিলাপের :

'আমার কথা শোনো বোনেরা, নেরেয়ুস কন্যারা, তোমরা সকলে ও প্রত্যেকে শোনো আর ভালোমতো জেনে নাও আমার হৃদয়ের বিশাল দুঃখের কথা। কী হতভাগিনী আমি, কী দুঃখে ও যাতনায় আছি মানবের সেরা মানবকে ৫৫ গর্ভে ধরে! [গর্ভকাল শেষে] পরে আমি জন্ম দিই এক বলিষ্ঠ ও অতুল্য পুত্রসন্তান, যোদ্ধাদের মাঝে যে সর্বসেরা বীর। চারাগাছের মতো সে বেড়ে ওঠে লম্বা হয়ে; আমি তাকে পেলে বড় করি যেভাবে পাহাড়ে ফলবাগানের জমিতে বড় করে তোলা হয় গাছ। এরপর তীক্ষ্ণ-চঞ্চুর জাহাজে তাকে পাঠাই ইলিয়ামে, ট্রোজানদের সাথে লড়বে তাই। কিন্তু হায়, আমি তাকে আর ৬০ কোনোদিন বাড়ি ফেরা, পেলিউসের প্রাসাদে ফেরা, উপলক্ষে অভ্যর্থনা জানাব না। আমি জানি যতদিন বেঁচে থাকবে সে, যতদিন সূর্যের আলো দেখবে দু-চোখে, ততদিন চরম দুঃখ থাকবে তার সাথী হয়ে; আমি যদি তার কাছে যাই, তাতে তার লাভ হবে না কোনো। তবুও যাব আমি, দেখতে যাব আমার আদরের পুত্রকে, শুনব তার এই যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার কালে কী নতুন দুঃখ-যাতনা ঘিরে ধরল তাকে।'

এই বলে থেটিস গুহা থেকে বের হল, সাগর-পরীরা গেল তার সাথে কেঁদে কেঁদে। তাদের চারপাশে সাগরের ঢেউ ভাগ হয়ে সরে গেল। যখন তারা পৌঁছাল ট্রয়ের অনেক-উর্বরা জমিনের কাছে, সৈকতের ওপর উঠে এল তারা একজনের পরে একজনে, সৈকতে—যেখানে দ্রুত-পা অ্যাকিলিসের জাহাজ ঘিরে পাশাপাশি টেনে তোলা আছে মারমিডনদের অন্য জাহাজগুলি। এবার অ্যাকিলিসের রানিতুল্য মাতা ছেলের পাশে এল, সে তখনও গোঙাচ্ছে বিশালভাবে। এক তীক্ষ্ণ চিৎকার তুলে দেবী তার হাতের মাঝে নিল পুত্রের মাথা, বিলাপ করে করে তার প্রতি বলল এই ডানাওয়ালা কথা : ৬৫ ৭০

'বাচ্চা আমার, কাঁদছ কেন তুমি? তোমার বুকে কোন্ দুঃখ এলো চেপে? বলো আমাকে, লুকিয়ো না কিছু। দেখেছ তো, এর আগে জিউসের কাছে দু-হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা রেখে যা চেয়েছিলে তুমি, তা সে তোমার জন্য ঠিকই ঘটিয়েছে— [তুমি চেয়েছিলে] গ্রিক সন্তানেরা তাদের জাহাজের পাশে থাকবে খোঁয়াড়বন্দী হয়ে, অনুভব করবে তোমার অনুপস্থিতি এবং ভোগ করবে লজ্জাকর সব পরিণতি।' ৭৫

তখন বিরাট গোঙানি দিয়ে দ্রুত-পা অ্যাকিলিস জবাব দিল তাকে :

'মা আমার, কোনো সন্দেহ নেই ঐ অলিম্পিয়ান দেব আমার সে প্রার্থনা পূরণ করেছে। কিন্তু যদি আমার প্রিয় বন্ধুই মারা গেল, তাহলে তাতে আর কী আনন্দ থাকল বলো? প্যাট্রোক্লাস, যাকে আমি সহযোদ্ধাদের মাঝে সম্মান দিতাম সব থেকে বেশি, নিজের জীবনের সমান ভালোবাসতাম যাকে—সেই তাকে আমিই মারলাম। হেক্টর খুন করেছে তাকে, তার বর্মসাজ খুলে নিয়েছে দেহ থেকে; সেই সুন্দর বর্মসাজ, আকারে বিশাল, দেখতে বিস্ময়কর, যা দেবতারা অত্যুজ্জ্বল উপহাররূপে দিয়েছিল পেলিউসের হাতে, যেদিন তারা [দেবতারা] তোমাকে শোয়ালো এক নশ্বর মানুষের বিছানাতে।° আহ, কতো ভালো হতো যদি তুমি থেকে যেতে সাগরের ঐ অবিনশ্বর কন্যাদেরই সাথে, আর পেলিউস বউ করে ঘরে নিতো কোনো নশ্বর নারীকেই! কিন্তু যা ঘটার ঘটে গেছে, এখন তুমিও তোমার হৃদয়ের মাঝে ভুগবে অনন্ত যন্ত্রণাতে। তোমার ছেলে মারা যাবে, তুমি আর কখনো তাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারবে না সে বাড়ি ফিরে এলে। কারণ আমার হৃদয় আমাকে বলছে যে বেঁচে থাকার আর কোনো মানে নেই, মানে নেই মানুষের সান্নিধ্যে জীবন কাটানোর। [বেঁচে থাকা অর্থহীন] যদ্দিন না হেক্টর ঘায়েল হচ্ছে আমার বল্লমে, আর জীবন দিচ্ছে তার, এবং তার রক্তের দামে মূল্য পরিশোধ করছে মেনিশাসপুত্র প্যাট্রোক্লাস নিহত হওয়ার।' ৮০ ৮৫ ৯০

তখন জবাবে থেটিস চোখের পানি ফেলে আবার বলল তাকে :

'তাহলে বাচ্চা আমার, তুমি যা বললে তা-ই যদি হয়, তাহলে সত্যি জীবন খুব সংক্ষিপ্ত তোমার, কারণ নিয়তিতে আছে হেক্টরের মৃত্যুর পরপর তোমার মৃত্যুও এসে হাজির হবে।' ৯৫

তখন ভীষণ বিচলিত হয়ে দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস বলল তাকে :

'আমি এখনই মরতে চাই, কারণ এটা স্পষ্ট যে আমার বন্ধুকে তার মৃত্যুর মুহূর্তে কোনো সাহায্য দিতে পারিনি আমি। আহা, সে মারা গেল তার নিজের
১০০ দেশ থেকে বহু দূরে। আহা, আমাকেই তো তার দরকার ছিল তার নিজের মৃত্যুকে ঠেকানোর কাজে। কিন্তু এখন, যেহেতু আমি আর ফিরতে পারব না প্রিয় পিতৃভূমিতে, যেহেতু আমি ব্যর্থ হয়েছি প্যাট্রোক্লাস ও অন্য সঙ্গীদের প্রতিরক্ষা দিতে, যেহেতু তারা দলে দলে মারা গেছে বিখ্যাত হেক্টরের হাতে, আর আমি পৃথিবীর ওপর এক অনর্থক বোঝা হয়ে বসে থেকেছি এখানে
১০৫ জাহাজের পাশে, আমি, যার যুদ্ধে-দক্ষতা অন্যসব ব্রোঞ্জের জামা পরা গ্রিকের যোগফলের থেকে বেশি, তবে দরবারে তর্কের কাজে অবশ্যই আমার চেয়ে ভালো অন্যেরা আছে ... আমি চাচ্ছি দেবতা ও মানুষদের মাঝ থেকে বিবাদ-কলহ দূর হয়ে যাক। সেই সাথে ক্রোধও—ক্রোধ, যা ক্ষেপিয়ে তোলে সবচে প্রজ্ঞাবান লোককেও, আর যা ছড়িয়ে পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায় মধু পড়ার চেয়েও
১১০ মধুরতরভাবে, মানুষের বুকে ফুলে-ফেঁপে ওঠে ধোঁয়ার মতো করে। আহা, অমনই এক ক্রোধ আগামেমন, মানুষের রাজা, সম্প্রতি জাগিয়ে তুলেছিল আমার ভেতরে।

'তারপরও, এখনও যত রাগ বুকে থাক না কেন, যা হবার তা হয়ে গেছে বলে এসব ভুলে যাওয়া ভালো হবে। ভালো হবে প্রয়োজনের তাগিদ থেকে, আমাদের বুকের মাঝে মেজাজ শান্ত করা।

'অতএব আমি এখন যাব, খুঁজে নেব হেক্টরকে যে আমার খুব ভালোবাসার
১১৫ মানুষটিকে খুন করেছে আজ। তারপরে, আমার নিয়তির কথা যদি বলি, আমি তা মেনে নেব যখন জিউস ও অন্য অমর দেবতারা সে নিয়তি বয়ে আনবে আমার কাছে। মৃত্যুর অপচ্ছায়া থেকে পরাক্রমশালী হেরাক্লিসও এমনকি পালাতে পারেনি। তাকে তো ক্রোনাসপুত্র প্রভু জিউস ভালোবাসতো সব থেকে বেশি; কিন্তু তার নিয়তি ও হেরার মারাত্মক ক্রোধের কাছে তাকে ঠিকই পরাভূত হতে
১২০ হলো।° আমিও তেমন—যদি হেরাক্লিসের মতো এক নিয়তি আমার জন্যও নির্দিষ্ট থেকে থাকে—একদিন শুয়ে যাব মৃত্যুর মাঝে। হ্যাঁ, তবে এখনকার মতো আমাকে জয় করতে হবে দ্যুতিময় খ্যাতি! আমি গভীর-ভাঁজ কাঁচুলি পরা বহু ট্রোজান নারী ও দারদানিয়ান মেয়েকে ঠেলে দেব তাদের কোমল গাল থেকে দু-হাত দিয়ে অশ্রু মোছার কাজে, বিরামহীন বিলাপের হু-হু কান্নার মাঝে। হ্যাঁ,
১২৫ তারা জানবে আমি সত্যি একটু বেশি দিনই যুদ্ধ থেকে বিরত ছিলাম! অতএব, [মা] যদিও তুমি আমাকে ভালোবাসো, তবু আমাকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে আটকিও না আর; জেনো, আমাকে রাজি করাতে ব্যর্থ হবে।'

তখন রুপালি-চরণের দেবী থেটিস জবাব দিল তাকে :

'বাচ্চা আমার, যা বললে তুমি তার সবই সত্যি ও ভাল বলেছ বটে। নিজের সহযোদ্ধারা যখন বিরাট চাপে থাকে, তখন চরম বিনাশের থেকে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করা মন্দ কাজ নয় মোটে। কিন্তু তোমার সুন্দর বর্মসাজ তো ১৩০ ট্রোজানরা নিয়ে রেখেছে তাদের কাছে—তোমার ব্রোঞ্জের বর্মসাজ, উজ্জ্বল-চকচকে। দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর সেটা পরেছে তার নিজ কাঁধে, আর বিজয়োল্লাস করছে তা পরে; যদিও আমি জানি ওটা পরে বেশিদিন গর্ব দেখানো হবে না তার, কারণ তার নিজের মৃত্যু কাছে এসে গেছে। কিন্তু তুমি এখনই যুদ্ধদেব আইরিজের হাঙ্গামার মাঝে নিজেকে ঢুকিয়ো না, আমাকে ফের এখানে নিজের চোখে ফিরে আসতে দেখা অবধি অপেক্ষা কোরো। আমি ফিরব কাল ১৩৫ প্রভাতে, সূর্য ওঠার কালে, প্রভু হেফিস্‌টাসের কাছ থেকে এক সুন্দর বর্মসাজ বানিয়ে এনে।'

এ কথা বলে সে ঘুরে গেল তার পুত্রের সামনে থেকে, ফিরে গেল। ঘুরে সে বলল তার সাগরের বোনদের কাছে :

'তোমরা এখন ডুব দাও সাগর অতলের বিস্তৃত বুকের নীচ দিকে। যাও ১৪০ দেখা করো সাগরের প্রাচীন লোকটির সাথে, আমাদের পিতার প্রাসাদে; তাকে গিয়ে সব বলো। আমি যাচ্ছি উঁচু অলিম্পাসে, হেফিস্‌টাসের ঘরে, সে বিখ্যাত কর্মকার। দেখি তার ইচ্ছা আছে কিনা আমার পুত্রের জন্য এক সুনামখ্যাত ও উজ্জ্বল-চকচকে বর্ম বানিয়ে দেওয়ার।'

এ-ই বলল সে, এবং তারা তৎক্ষণাৎ ডুব দিল সাগরের ঢেউয়ের তলদেশে। ১৪৫ আর সে, রুপালি চরণের দেবী থেটিস, চলল অলিম্পাসের পথে, তার প্রিয় ছেলের জন্য সুনামখ্যাত এক বর্মসাজ আনবে বলে।

যখন থেটিসের পা তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অলিম্পাসের কাছে, তখন অন্যদিকে গ্রিক সৈন্যেরা অবাক করা চিৎকার তুলে ভয়ে পালাচ্ছিল মানুষ-খুনী হেক্টরের সামনে থেকে। তারা এসে পৌঁছে গেল জাহাজবহরে, হেলেস্‌পন্টের ১৫০ কাছে। হাঁটুতে বর্ম-পরা গ্রিকরা পারেনি অ্যাকিলিসের অনুচর প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ ট্রোজানদের তীর-বর্শার নাগালের বাইরে টেনে নিতে, কারণ ফের একবার ট্রোজানরা তাদের রথে চড়ে এসে গেল লাশের কাছে। তাদের সাথে আছে হেক্টর, প্রায়ামের ছেলে, অগ্নিশিখার মতো সাহস ও শক্তি তার। তিন বার অত্যুজ্জ্বল হেক্টর পেছন থেকে এসে ধরল লাশের পা, উন্মত্ত সে তাকে টেনে ১৫৫ নেবে বলে, আর সে চেঁচিয়ে ডাকল ট্রোজানদের। তিন বারই দুই অ্যাজাক্স, প্রচণ্ড পরাক্রমে শরীর মুড়ে, তাকে ঠেলে দিল মৃতের কাছ থেকে, কিন্তু হেক্টর টানা তার শক্তিতে আস্থা রেখে তাদের ওপর চড়াও হলো এই এলোমেলো লড়াইয়ের

১৬০ মাঝে। এখন দাঁড়িয়ে গেছে সে দৃঢ়তার সাথে, চিৎকার করছে জোরে; এক পা-ও হটছে না পেছন দিকে—একবারও। যেভাবে খোলা মাঠে রাখালেরা ব্যর্থ হয় তামাটে রঙ সিংহকে—ভীষণ ক্ষুধার্ত সে সিংহ—কোনো পশুর মৃতদেহ থেকে তাড়ানোর কাজে, সেভাবে অ্যাজাক্স নামের দু-যোদ্ধা ব্যর্থ হলো প্রায়ামপুত্র হেক্টরকে ভয় দিয়ে সরাতে [প্যাট্রোক্লাসের] মৃতদেহ থেকে। এবার সে বস্তুত
১৬৫ মৃতদেহ ঠিক টেনে নিয়ে যেত, ঠিকই জিতে নিত অবর্ণনীয় যশখ্যাতি, যদি হাওয়ার-পা দ্রুত-ছোটা দেবী আইরিস অলিম্পাস থেকে দৌড়ে ছুটে পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের কাছে এসে তাকে যুদ্ধের জন্য সশস্ত্র হওয়ার বার্তা না দিত। হেরা পাঠিয়েছিল তাকে, জিউস ও অন্য দেবতাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। সে অ্যাকিলিসের কাছে চলে এল, বলল তাকে ডানাওয়ালা কথা :

১৭০ 'জাগাও নিজেকে, পেলিউসপুত্র, মানুষের মাঝে সবচে ভয়ংকর তুমি! যাও গিয়ে প্যাট্রোক্লাসকে সাহায্য করো। তাকে ঘিরেই জাহাজের সম্মুখে মারাত্মক যুদ্ধ ফেনিয়ে উঠেছে। মানুষেরা মারছে একে অন্যকে, কেউ চাচ্ছে মৃতের দেহ প্রতিরক্ষা দেবে, অন্যদিকে ট্রোজান কেউ ঝাঁপিয়ে আসছে তাকে হাওয়া-সঞ্চারিত
১৭৫ ইলিয়ামে টেনে নেবে বলে; আর সবার ওপরে অত্যুজ্জ্বল হেক্টর মত্ত হয়ে আছে তাকে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে। তার মন তাকে তাড়না দিচ্ছে [প্যাট্রোক্লাসের] নরম গলা থেকে মাথা কেটে নিতে, আর তা ঝুলিয়ে দিতে [ট্রয়ের] দেওয়ালের চোখা শক্ত কাঠে।° ওঠো তুমি, এখানে পড়ে থেকো না আর! বুকে জাগাও ভয় ও শ্রদ্ধামেশা সম্মানের বোধ, হ্যাঁ, প্যাট্রোক্লাসকে ট্রয়ের কুকুরদের খেলার বস্তু হতে দিয়ো না কোনোমতে। তোমার জন্য জঘন্য লজ্জার হবে সেটা, যদি কোনোভাবে
১৮০ তার লাশ বিকৃত অবস্থায় প্রবেশ করে মৃত্যুপুরীতে, নীচে।'

এরপর দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিস জবাব দিল তাকে :

'দেবী আইরিস, দেবতাদের কোন্‌জন তোমাকে পাঠিয়েছে আমার কাছে বার্তাবাহক করে?'

উত্তরে হাওয়ার-পা দেবী, ত্বরিতগতি আইরিস, আবার বলল তাকে :

'হেরা, জিউসের মহিমান্বিত স্ত্রী, আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। উঁচু সিংহাসনে
১৮৫ বসা ক্রোনাসের পুত্র [জিউস] জানে না সে কথা, জানে না তুষার-বিধৌত অলিম্পাসে বাস করা অন্য অবিনশ্বরদের কেউও।'

তখন দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস বলল তাকে প্রত্যুত্তরে :

'কীভাবে আমি লড়াইয়ে যাব বলো? ট্রোজানদের কাছে আছে আমার যুদ্ধসাজ। আর আমার প্রিয় মা বলেছে যতক্ষণ আমি তাকে এখানে ফিরে আসতে
১৯০ দেখছি নিজ চোখে, ততক্ষণ আমি যেন সশস্ত্র না হই কোনোভাবে। সে প্রতিজ্ঞা করে গেছে আমার জন্য এক দারুণ বর্মসাজ নিয়ে আসবে হেফিস্‌টাসের থেকে। এমন কোনো মানুষের কথা আমার জানা নেই যার বর্মসাজ আমি পরে নিতে

পারি। ব্যতিক্রম শুধু টেলামনপুত্র অ্যাজাক্সের ঢাল; কিন্তু আমার ধারণা, সে এখন আছে সর্বাগ্রের যোদ্ধাদের চপলতার মাঝে, মৃত প্যাট্রোক্লাসকে সুরক্ষা দিতে সে তার বল্লমে তুলে যাচ্ছে ধ্বংসের ঝড়।' ১৯৫

এই দফা আবার তাকে বলল হাওয়ার-পা দ্রুতগামী আইরিস দেবী :

'আমরাও ভালোমতো জানি তোমার সুনামখ্যাত বর্মসাজ আছে ট্রোজানদের হাতে। তাহলে অন্তত তুমি পরিখার কাছে যাও, তোমার চেহারা দেখাও ট্রয়ের লোকদের। তখন সম্ভবত তারা তোমাকে দেখে মারাত্মক আতঙ্কিত হবে, যুদ্ধ থেকে দূরে সরে যাবে; অতএব তখন যুদ্ধপ্রিয় গ্রিক সন্তানেরা তাদের ক্লান্তির মাঝে ২০০ পারবে একটু শ্বাস নিতে। হায়, যুদ্ধে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ খুব সামান্যই থাকে।'

এই কথা যখন তার বলা শেষ হলো, দ্রুত-পা আইরিস চলে গেল সেখান থেকে। অ্যাকিলিস, জিউসের প্রিয়, উঠল এবার। তার শক্তিশালী কাঁধে অ্যাথিনা ছুড়ে দিল তার [অ্যাথিনার] শোভাবর্ধক-সুতোঝোলা ঐশীবর্মটি, সেই সাথে এ উজ্জ্বল দেবী তার মাথায় মুকুট পরালো এক সোনালী মেঘ দিয়ে। অ্যাকিলিসের ২০৫ গা থেকে এক দীপ্তি-বিচ্ছুরিত আগুন ঠিকরে বেরুনো শুরু হলো। যেভাবে শত্রু পরিবেষ্টিত কোনো দূরের দ্বীপের এক ছোট শহর থেকে ধোঁয়া উঠে যায় ওপরে স্বর্গের দিকে, শহরের লোকেরা নগরপ্রাকারের পেছন থেকে সারাদিন ঘৃণ্য এক যুদ্ধে লড়ে যায়, তারপর সূর্য ডুবে এলে তারা আলোক-সংকেত দিয়ে আগুন ২১০ আকাশে ছুড়তে থাকে একের পর এক, [তাদের আশা] ঐ অনেক উঁচুতে ওঠা আগুনের দীপ্তি চোখে পড়বে প্রতিবেশীদের, আর তারা জাহাজে করে চলে আসবে তাদের বাঁচাতে এই সর্বনাশ থেকে—সেভাবেই অ্যাকিলিসের মাথা থেকে দীপ্তির ঝলক উঠে গেল স্বর্গ অভিমুখে।

তারপর অ্যাকিলিস বড় পা ফেলে দেওয়ালের কাছ থেকে পরিখার দিকে গেল, দাঁড়াল সেইখানে। তবে সে তখনও যোগ দিল না গ্রিকদের সাথে, কারণ ২১৫ সে মেনে চলছিল তার মায়ের সাধু উপদেশ। ওখানে দাঁড়িয়ে সে রণহুঙ্কার দিল, দূরে কোথাও প্যালাস অ্যাথিনা তাল মেলালো একইরকম হুঙ্কার ছেড়ে। ট্রোজানদের মাঝে [অ্যাকিলিস] এভাবে ছড়াল অবর্ণনীয় এক বিভ্রান্তি, হট্টগোল। খুনে শত্রুরা কোনো শহর অবরোধ করলে পরে তূর্যধ্বনি উচ্চনাদে যত জোরে ২২০ বাজে, তত জোরে তখন শোনা গেল ইয়াকাসের নাতির গলা। যখন ট্রোজানদের কানে গেল অ্যাকিলিসের এই ব্রোঞ্জ কণ্ঠস্বর, তাদের হৃদয় আতঙ্কে ভরে এল, তাদের সুন্দর-কেশরের সব ঘোড়া রথ ঘোরালো পেছনের দিকে, কারণ ঘোড়াগুলোর মন সর্বনাশের অনুমান করছিল। আর যখন রথচালকেরা দেখল পেলিউসের গর্বিত-মন পুত্রের মাথার ওপর আতঙ্কজনকরূপে জ্বলছে অক্লান্ত ২২৫ আগুনের বৃত্ত এক—ষাঁড়-নয়না দেবী অ্যাথিনা সেটা জ্বালিয়ে দিয়েছে—তারা সন্ত্রস্ত, বিস্মিত হলো খুব। মোট তিনবার দেবতুল্য অ্যাকিলিস প্রকাণ্ড

চিৎকারধ্বনি পাঠাল পরিখা জুড়ে, তিনবার ট্রোজান ও তাদের বিখ্যাত মিত্রেরা
২৩০ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তক্ষুনি, ওখানেই, ট্রোজানদের সেরা বারো যোদ্ধা রথ ও তাদের বল্লমে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে নিশ্চিহ্ন হলো। গ্রিকরা আনন্দিত হলো খুব, তারা প্যাট্রোক্লাসকে তীর-বর্শার আয়ত্তের বাইরে টেনে এনে শোয়ালো এক লাশবাহী পাটাতনের 'পরে। তার প্রিয় সহযোদ্ধাগণ ভিড় করে এল চারপাশে, কাঁদছিল তারা বড়। দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস গেল তাদের সাথে সাথে; তার চোখ বেয়ে
২৩৫ নেমে এল উষ্ণ অশ্রুধারা যখন সে দেখল তার বিশ্বস্ত বন্ধু শুয়ে আছে শবযানে, ধারাল ব্রোঞ্জে শরীর বিকৃত হয়ে। এ সেই মানুষ যাকে সে যুদ্ধে পাঠিয়েছিল তার ঘোড়া ও রথের সাথে, কিন্তু যাকে আর কখনো সে ফিরে আসার অভ্যর্থনা জানাতে পারল না।

এ-সময় ষাঁড়-নয়না রানিতুল্য দেবী হেরা—অনিচ্ছার সাথে—অক্লান্ত সূর্যকে
২৪০ পাঠাল ওশেনাসের স্রোতধারার কাছে ফেরত চলে যেতে। অতএব সূর্য ডুবে এল; দেবতুল্য গ্রিকরা প্রচণ্ড লড়াই ও সবার-মাঝে-সমতা-নিয়ে-আসা যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম নিল অবশেষে।

আর ট্রোজানরা তাদের ওদিকে, নিঠুর লড়াই থেকে পিছু হটার পরে, তাদের রথের নীচ থেকে আলগা করে নিল দ্রুত-ছোটা ঘোড়াদের এবং রাতের খাবারের
২৪৫ কথা মাথায় আনার আগে সব একত্রে জড়ো হলো দরবারে। তারা এ দরবার অনুষ্ঠান করল পুরো দু-পায়ে দাঁড়িয়ে থেকে, কারোরই সাহস হলো না যে বসে, কারণ তাদের সবার মনে ঢুকে গেছে ভয়। তারা দেখেছে শোচনীয় যুদ্ধ থেকে বহুদিন নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে অ্যাকিলিস ফিরেছে আবার। তাদের মাঝে প্রথম কথা বলল প্রজ্ঞাবান পলিডামাস, প্যান্‌থোয়াসের ছেলে; একমাত্র সে-ই
২৫০ ছিল যে অতীত ও ভবিষ্যৎ দু-ই দেখতে পারে। সে ছিল হেক্টরের সহসঙ্গী একজন, তাদের দুজনের একই রাতে জন্ম হয়েছিল।° যেমন সে ছিল বিতর্কে বক্তৃতায় সবার থেকে সেরা, তেমন অন্যজন ছিল তার বল্লমে। পলিডামাস মনে সদিচ্ছা নিয়ে সম্ভাষণ জানাল জমায়েতের প্রতি আর বলল তাদের :

'বন্ধুরা আমার, বিষয়টার দু দিকই ভালো করে বিবেচনায় নাও। আমার
২৫৫ দিক থেকে যদি বলি, আমি তোমাদের উপদেশ দেব শহরে চলে যেতে, জাহাজের পাশে সমতলে উজ্জ্বল ভোরের অপেক্ষা না করতে একটুও; হ্যাঁ আমরা আমাদের নগর-দেওয়ালের থেকে বহু দূরে আছি বটে। যতদিন এই লোক দেবতুল্য আগামেমননের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ছিল, ততদিন অনেক সহজ ছিল গ্রিকদের সাথে লড়া। হ্যাঁ, আমি নিজেও খুশি ছিলাম দ্রুত-ছোটা জাহাজবহরের
২৬০ অতি কাছে রাত্রি যাপন করে, এই আশায় যে আমরা দু-পাশে-দাঁড়-টানা

জাহাজবহর শীঘ্র দখল করে নেব। কিন্তু এখন আমি পেলিউসের দ্রুত-পা ছেলের কথা ভেবে ভীষণ আতঙ্কিত। কী ভয়ানক হিংস্র মেজাজ তার! সমতলে পড়ে থেকে সে একদম সন্তুষ্ট হবে না জেনো; সমতলে, যেখানে মাঝামাঝি এক স্থানে ট্রোজান ও গ্রিকেরা আইরিজের প্রচণ্ডতা নিচ্ছে ভাগ করে। ঐ অ্যাকিলিস লড়বে শুধু আমাদের শহর ও আমাদের স্ত্রীদের দখল করার লোভে। নাহ, চলো আমরা শহরে ফিরে যাই। আমার কথা মনে রেখো, আমি যা বললাম তা-ই ঘটবে জেনো। এখনকার মতো অক্ষয় রাত্রি নেমে এসে থামিয়ে দিয়েছে পেলিউসের দ্রুত-পা পুত্রটিকে। কিন্তু কাল যদি সে পুরো বর্মসাজে সেজে ধেয়ে আসে, আমাদের দ্যাখে যে আমরা এখানেই আছি, তখন তোমরা প্রত্যেকে বুঝবে কী তার আসল রূপ! তখন [তার থেকে] পালিয়ে যদি কেউ পবিত্র ইলিয়ামে ফিরতে সক্ষম হয়, তবে তার কপাল ভাল বলতে হবে। হাহ্, বহু ট্রোজানের মাংসে তখন কুকুর ও শকুনদের ভোজসভা হবে। ২৬৫ ২৭০

'আহা, দোয়া করি আমার এই কথাগুলি যেন ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপ না নিয়ে নেয়। তবে যদি তোমরা তোমাদের সব সংশয় সত্ত্বেও আমার কথায় রাজি হও, তাহলে আমরা আজ রাতের মতো আমাদের সেনাদলগুলি [শহরে] জমায়েতের স্থানে রেখে দেব। তখন শহরটিকে এর অনেক টাওয়ার ও সুউচ্চ তোরণপথ ও তাতে খিড়কি তুলে লাগানো উঁচু পালিশ-করা দরজাগুলি সুরক্ষা দিয়ে যাবে। তারপর, সকালে, দিনের আলো ফুটলে পরে, আমরা বর্মসাজে সজ্জিত হয়ে অবস্থান নেব দেওয়ালের ওপরে উঠে। তখন অ্যাকিলিস যদি জাহাজের কাছ থেকে এসে আমাদের সাথে দেওয়ালের পাশে লড়তে মনস্থ করে, তা তার জন্য খুবই মন্দের হবে। তখন তার উঁচু ধনুক-গ্রীবার ঘোড়াদের সে ট্রয়ের দেওয়ালের পাদদেশে অনর্থক ওপর-নীচ করে করে দেখো বিতৃষ্ণ বানাবে, এবং একসময় তাকে উল্টোপথ ধরে ফিরে যেতে হবে জাহাজের কাছে। আর যদি সে জোর করে ভেতরে ঢুকতে চায়, তাহলে যত ক্রোধই থাকুক তার মনে, সে ব্যর্থ হবে সেই কাজে; কোনোদিন সে পারবে না শহর লুটে নিতে। তার আগেই [আমাদের] দ্রুত ধাবমান কুকুরেরা তাকে সাবাড় করে দেবে।' ২৭৫ ২৮০

দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর এবার তার ভুরুর নীচ থেকে রাগী দৃষ্টি হেনে জবাব দিল তাকে :

'পলিডামাস, তুমি যা বললে তাতে আমি খুশি হতে পারলাম না কোনোমতে। দেখলাম তুমি আমাদের বলছ শহরে ফেরত যেতে, ওখানেই থাকতে খোঁয়াড়বন্দী হয়ে। সত্যি কি তোমার ট্রয়ের দেওয়ালের ভেতর বন্দী থেকে থেকে মন ভরেনি আজও? আগেকার দিনে নশ্বর মানুষেরা গল্প করত প্রায়ামের এ শহর নিয়ে, এর সোনার ভাণ্ডার, এর ব্রোঞ্জের সমাহার নিয়ে। কিন্তু এখন এর ঐ চমৎকার ধন ও দৌলত সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বাড়িগুলি থেকে; ২৮৫ ২৯০

যেদিন থেকে মহান জিউস ক্ষেপেছে আমাদের 'পরে, সেদিন থেকে অতো অতো সম্পদ সব বেচে দিতে হয়েছে ফ্রিজা ও মনোরম মিওনিয়ার কাছে।° আর এখন যেই না চতুর-মন্ত্রণাদাতা ক্রোনাসের ছেলে [জিউস] আমাকে সানুগ্রহে জাহাজের পাশে দিতে চাইছে বিজয়গৌরব, দিতে চাইছে সাগরের পাশে গ্রিকদের খোঁয়াড়ে
২৯৫ ঢোকানোর নিশ্চয়তা—তখন, হে নির্বোধ, এ-জাতীয় চিন্তা তুমি ঢুকিয়ো না মানুষের মনে। তবে এমনিতেই একজন ট্রোজানও নেই যে রাজি হবে তোমার কথায়, আমি হতে দেব না সেটা।

'আসো তবে, আমি যা বলি সবাই করো সেইমতো: আপাতত তোমরা পুরো সেনাবাহিনী জুড়ে ভাগে ভাগে রাতের আহার সেরে নাও, আর মনে রেখো পাহারা দিয়ে যাবার কথা, প্রত্যেকে রাতে সতর্ক জেগে থেকো। ট্রোজানদের
৩০০ মাঝে যদি এমন কেউ থাকে যে তার ধনসম্পদ নিয়ে উদ্বিগ্ন বড়, সে বরং তার সব কিছু একত্রে জড়ো করে নিজের লোকদেরই ওগুলো, জনগণের সম্পদরূপে, ভোগ করতে দিক। কারণ গ্রিকরা ওসব ভোগ করার চেয়ে অনেক ভালো হয় যদি ট্রোজানরা তা করে।°

'তারপর সকালে, প্রভাত-দেব জাগলে পরে, আমরা বর্মসাজে সজ্জিত হয়ে সুগোল জাহাজের পাশে যুদ্ধদেবকে জাগাবো তীব্রভাবে। যদি দেবতুল্য
৩০৫ অ্যাকিলিস তখন জাহাজের পাশে সত্যি যুদ্ধে ফেরত আসে, তার জন্য তা ভালো হবে না একদমই। কিন্তু সে নিজেই যদি তা চায় তো অন্য কথা। আমি করালদর্শন এই যুদ্ধে অ্যাকিলিসের কাছ থেকে নিশ্চিত পালাচ্ছি না জেনো, বরং তার সামনে দাঁড়াচ্ছি মুখোমুখি হয়ে। দেখা যাক বিশাল বিজয় কার করতলগত হয়, তার না আমার? যুদ্ধদেব আইরিজের কোনো প্রিয়পাত্র বলে কিছু নেই; দেখো, সে তাকেই হয়তো বধ করে যে অন্যকে বধ করার আশা করে।'
৩১০ এ-ই বলল হেক্টর জমায়েতের উদ্দেশে, ট্রোজানরা তা শুনে সমর্থন দিল চিৎকার করে। বোকা ছিল তারা! কারণ প্যালাস অ্যাথিনা তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি সব কেড়ে নিয়েছিল। তারা সবাই প্রশংসা জানাল হেক্টরের এই মন্দ মন্ত্রণার, কিন্তু পলিডামাস যদিও ভালো উপদেশ দিয়েছিল, তার কথাকে ভালো বলল না কেউই। আর এবার পুরো বাহিনী জুড়ে তারা শুরু করল রাতের আহার সেরে নেওয়া।

৩১৫ অন্যদিকে গ্রিকরা সারা রাত ভর প্যাট্রোক্লাসের শোকে বিলাপ ও গোঙানি করে গেল। তাদের মাঝে পেলিউসপুত্র শুরু করল এক বিরতিহীন বিলাপের। সে তার মানুষ-হত্যাকারী হাত বন্ধুর বুকের 'পরে রেখে জোর ও দীর্ঘ গোঙানি দিয়ে উঠল কোনো ঘন দাড়িওয়ালা সিংহের মতো করে, যার বাচ্চাগুলিকে কোনো হরিণ-শিকারী গোপনে ঘন জঙ্গল থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে; সিংহটির ফিরতে

বেশি দেরি হয়েছিল, ফিরে শোকে সে বিমূঢ় হয়ে গেল; তারপর সে ওপর-নীচ ৩২০
করে গেল সংকীর্ণ উপত্যকা জুড়ে, খুঁজে ফিরল লোকটির পদচ্ছাপ, আশা তাকে
খুঁজে পাবে; পরে তিক্ত-তেতো ক্রোধ আঁকড়ে ধরল সিংহটিকে—সেরকম
অ্যাকিলিস জোর গোঙানি দিয়ে বলল মারমিডনদের প্রতি :

'আহ, কী নির্বোধ ছিলাম আমি। সত্যি কী ফালতু কথাই না বলেছিলাম
সেদিন বীর মেনিশাসকে আমাদের প্রাসাদে, তাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করতে গিয়ে। ৩২৫
বলেছিলাম আমি তার সুনামখ্যাত ছেলেকে, ট্রয় লুট করে নেবার পরে, তার
কাছে ফিরিয়ে আনব ওপোয়িসে; আর তার পুত্র সাথে আনবে তার ভাগে পড়া
যুদ্ধ-লুটের মাল। কিন্তু দ্যাখো, জিউস মানুষের সব পরিকল্পনা পূরণ করে না
কোনোদিন। আমাদের নিয়তিই এটা যে আমরা এখানে এই ট্রয় শহরে দুজনে
একই মাটি রক্তে লাল করে দেব, কারণ আমারও হবে না বাড়ি ফেরা। আমার ৩৩০
পিতা, বৃদ্ধ রথচালক পেলিউস, আমাকে অভ্যর্থনা জানাবে না তার প্রাসাদে,
আমার মা থেটিসও না—বরং মাটি আমাকে এখানেই ঢেকে দেবে। অতএব
এখন, প্যাট্রোক্লাস, যেহেতু আমিও তোমার পিছু পিছু আসব জমিনের নীচের
দেশে, আমি তোমার শেষকৃত্য-অনুষ্ঠান ততক্ষণ সম্পন্ন করব না যতক্ষণ আমি
এখানে ফিরিয়ে না আনছি বর্মসাজ ও হেক্টরের মাথা—হেক্টর, এক দুর্বিনীত ৩৩৫
উদ্ধতমনা খুনি; আর যতক্ষণ না তোমার চিতার সম্মুখভাবে আমি গলা কাটছি
মোট বারো অভিজাত ট্রোজান সন্তানের।° এ সবকিছু তোমার মৃত্যুতে আমার
ক্রোধেরই হেতু। ততক্ষণ অবধি, বন্ধু তুমি শুয়ে থাকো—এখন যেমন আছো—
আমার বাঁকা-চঞ্চুর জাহাজের পাশে। তোমাকে ঘিরে সারারাত সারাদিন চোখের
জল ফেলে ফেলে বিলাপ করে যাবে গভীর-ভাঁজ কাঁচুলি পরা ট্রোজান ও ৩৪০
দারদানিয়ান রমণীরা। আমরা দুজন নশ্বর মানুষের সমৃদ্ধ সব শহর দখল করে
লুটে নেবার কালে শক্তি ও দীর্ঘ বল্লম দিয়ে ঐ রমণীদের ধরতে গিয়ে, মনে
আছে, কীভাবে আমাদের ঘাম ঝরে যেত।'

এ কথা বলে দেবতুল্য অ্যাকিলিস তার সঙ্গীদের বলল চুলোয় এক বড়
কড়াই চড়িয়ে দিতে, যেন তারা তাড়াতাড়ি প্যাট্রোক্লাসের দেহ থেকে লাল-রঙ ৩৪৫
জমাট-বাঁধা রক্ত ধুয়ে দিতে পারে। তারা গনগনে আগুনের 'পরে রাখল তিন-
পায়া কড়াই একখানা; তারা পানি গরম করে ভরবে স্নানের পাত্রটিকে। এবার
কড়াইতে পানি ঢালল তারা, এর নীচে কাঠ রাখল পোড়ানোর হেতু। আগুন
ছড়িয়ে গেল কড়াইয়ের পেটের কাছ জুড়ে, পানি গরম হলো। পানি যখন ফুটছিল
এই উজ্জ্বল ব্রোঞ্জের [পাত্রের] মাঝে, তখন তারা ধুয়ে দিল প্যাট্রোক্লাসের দেহ,
তার গায়ে ভালো করে লেপে দিল তেল, তার ক্ষতগুলি ভরে দিল নয়-বছর ৩৫০
পুরোনো মলম দিয়ে। এবার তারা তাকে শোয়ালো এক শবযানের 'পরে, মাথা
থেকে পা অবধি তাকে ঢেকে দিল এক নরম শণ কাপড় দিয়ে, আর তার ওপর

এক সাদা চাদর বিছিয়ে দিল। তারপর বাকি রাতের সবটা ধরে দ্রুত-পা অ্যাকিলিস ও মারমিডন যোদ্ধারা প্যাট্রোক্লাসের জন্য আহাজারি করে গেল
৩৫৫ বিলাপের সুরে।

জিউস তখন বলল তার বোন ও স্ত্রী হেরার উদ্দেশে :

'ও ষাঁড়-চক্ষু রানিতুল্য হেরা, তাহলে আবার তুমি সফল হলে! জাগালে দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিসকে ঠিকই! সত্যি দেখে মনে হয় দীর্ঘকেশ গ্রিকরা তোমার নিজের গর্ভের সন্তান যেন।'

৩৬০ উত্তরে বলল তাকে ষাঁড়-নয়না রানিতুল্য হেরা :

'ক্রোনাসের সবচে ভয়ংকর ছেলে, এটা আবার কী বললে তুমি? আমার ধারণা নশ্বর মানুষেরাও, যাদের প্রজ্ঞার স্তর আমাদের থেকে নীচে, তারাও অন্য মানুষের জন্য যা করতে চায় তা করতে পারে ঠিকই। তাই যদি হয় তবে আমি, যে নিজেকে দাবি করি দেবীদের মধ্যে সবচে উপরের বলে—দুইভাবে, আমি
৩৬৫ বয়োজ্যেষ্ঠা সবচেয়ে এবং আমি তোমার স্ত্রী হই, যে তুমি সমস্ত অবিনশ্বর দেব-দেবীর রাজা—সেই আমি ট্রোজানদের ওপর থাকব ক্রুদ্ধ হয়ে, আর তাদের জন্য মন্দের সুতোগুলো একত্রে গাঁথব না?'

এভাবে কথা বলল তারা একে অন্যের সাথে। ওদিকে রুপালি পায়ের থেটিস পৌঁছাল হেফিস্‌টাস প্রাসাদে—এক অবিনাশী বাড়ি ওটা, তারকা খচিত,
৩৭০ দেবতাদের সব বাড়ি থেকে আলাদা চোখে পড়ার মতো, পুরোটা ব্রোঞ্জ দিয়ে গড়া, ল্যাংড়া-পা এই দেবতা নিজ হাতে বানিয়েছে বাড়িটিকে। থেটিস তাকে পেল ঘাম ঝরিয়ে নিজের কাজে রত, আগ্রহ-ভরা এক দ্রুততার সাথে ছুটোছুটি করে যাচ্ছে হাপরের পাশে। সে তখন গড়ছিল মোট কুড়িটি তেপায়া, তার সুনির্মিত বাড়ির দেওয়াল ঘিরে খাড়া করে রাখবে বলে। এর প্রতিটির নীচে সে
৩৭৫ লাগিয়ে দিয়েছে সোনার চাকা, যার ফলে ওরা নিজেরা নিজেরাই গড়িয়ে যেতে পারে দেবতাদের দরবারের মাঝে এবং আবার ফিরে আসতে পারে তার ঘরে; সত্যি দেখার মতো অবাক করা জিনিস একখানা! এদের বানানো প্রায় শেষ হয়ে গেছে, শুধু সে তখনও এদের গায়ে লাগায়নি কৌশলে বানানো কানগুলি। ওগুলোই সে তৈরি করছিল, হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে গড়ছিল বোলটুগুলো।

৩৮০ যখন হেফিস্‌টাস তার চতুর দক্ষতায় এই কাজ করে যাচ্ছে কষ্ট করে, তখন তার কাছে গেল থেটিস, রুপালি-পায়ের দেবী। জ্বলজ্বলে নেকাব পরা ক্যারিস° দেখতে পেল তাকে, সামনে এগিয়ে এল—রূপসী ক্যারিস, যাকে বিয়ে করে স্ত্রী করেছে শক্ত দুই হাতের [কর্মকার] বিখ্যাত দেবতা। থেটিসের হাত সে দৃঢ় করে ধরল নিজের হাতে, বলল তাকে সম্ভাষণ রেখে :

'ও দীর্ঘ পোশাকের দেবী থেটিস, কী কারণে তোমার আমাদের এখানে আসা হলো? সম্মানিত অতিথি তুমি এবং বন্ধুও বটে, কিন্তু এর আগে তো এখানে আসো নাই বেশি। আসো ভেতরে আসো আমার সাথে, তোমার সামনে কিছু খানাপিনা রাখি।' ৩৮৫

এই কথা বলে ঝলমলে দেবী তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। নিয়ে বসালো এক সুন্দর চেয়ারে, জাঁকাল-নকশা করা, রৌপ্যখচিত চেয়ার এক, তার নীচে পা রাখার কাজে পাতা এক ছোট টুল। ক্যারিস সুনামখ্যাত কর্মকার হেফিস্‌টাসকে ডাক দিল, বলল তাকে এই কথা : ৩৯০

'হেফিস্‌টাস এদিকে আসো! তোমার কাছে থেটিসের যেন কী দরকার আছে।'

তখন দূরাবধি-বিখ্যাত, ধনুক-বাঁকা-পা দেবতা জবাব দিল তাকে :

'বাহ্! সম্ভ্রম-জাগানো, সম্মানিত এক দেবী আজ আমার বাড়িতে এসেছে। আমি যেবার আমার মায়ের, ঐ কুত্তী মায়ের, ইচ্ছার হেতু [স্বর্গ থেকে] গিয়ে পড়লাম বহু দূরে, ব্যথায় কাতর—হাহ্, আমি খোঁড়া বলে আমার মা চাইছিল আমাকে লুকিয়ে রাখবে কোথাও বহু দূরে—তখন এই থেটিসই তো বাঁচাল আমাকে। আমার সেবার কী বিরাট যাতনা যে হতো হৃদয়ের মাঝে, যদি ইয়ুরিনোমি ও থেটিস আমাকে তাদের বুকে না টেনে নিত—ইয়ুরিনোমি, উল্টোদিকে, নিজের দিকে বয়ে যাওয়া° ওশেনাসের মেয়ে। নয় বছর আমি ছিলাম তাদের সাথে; তখন তাদের বড় গহ্বরের গুহার ভেতর বসে হাতে বানিয়েছি ব্রোঞ্জের কতো আজব জিনিস—কারুকাজ করা কাপড় আটকানো পিন, গোল গোল হাতে পরার চুড়ি, গোলাপ আকৃতির নানা সাজ, আর গলার হার—সব বানিয়েছি তাদের বড়-গহ্বরের গুহার মাঝে বসে। তখন আমার চারপাশে ফেনার গর্জন তুলে বয়ে যেত ওশেনাসের স্রোতধারা—এক অবর্ণনীয় বান। কেউই জানত না আমাদের এই কথা—না দেবতাদের কেউ, না নশ্বর মানুষের। শুধু জানত তারাই যারা আমাকে বাঁচিয়েছিল—থেটিস ও ইয়ুরিনোমি।° এখন সেই থেটিসই এসেছে আমার ঘরে। মোহিনীকেশ থেটিস যে আমার জীবন বাঁচিয়েছিল, তার মূল্য শোধ করতে গিয়ে আমার এখন উচিত সর্বোচ্চসম্ভব করা। কিন্তু [ক্যারিস] তুমি তাকে ভালো খানাপিনা দাও, তার সামনে রাখো। এই ফাঁকে আমি আমার হাঁপর ও যন্ত্রপাতি তুলে রেখে আসি।' ৩৯৫ ৪০০ ৪০৫

এ-ই বলল সে, দাঁড়াল নেহাইয়ের ওপর থেকে উঠে। এক দৈত্য মতো সে বটে; হাঁপাচ্ছে, খোঁড়াচ্ছে, যদিও তার শরীরের নীচে পাতলা [বাঁকা] পা যথেষ্ট ক্ষিপ্রগামী বলতে হবে। হাঁপরটা সে রাখল এক রূপার সিন্দুকে; তারপর স্পঞ্জ দিয়ে সে মুছে নিল তার মুখের দুই পাশ, দু-হাত, বলশালী গলা ও লোমে-ভরা বুক। এবার একটা জোব্বা পরে সে হাতে নিল মোটা দণ্ড একখানা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এল দরজার কাছে। ৪১০ ৪১৫

পরিচারিকা রমণীরা—তারা সোনা দিয়ে গড়া, কিন্তু তাদের দেখতে লাগে জীবন্ত কমবয়সী মেয়েদের মতো—চপল চরণে গেল তাদের প্রভুকে সহায়তা দিতে। তাদের হৃদয়ের মাঝে বিবেচনাবোধ ভালোমতোই আছে, সেই সাথে
৪২০ বলার ক্ষমতা এবং শক্তি ও বল; তারা কৌশলী হাতের কাজ শিখেছে অমর দেবতাদের কাছ থেকে। তারা ব্যস্তসমস্ত হয়ে সাহায্য করল তাদের প্রভুকে, সে টলায়মান পায়ে যাচ্ছিল থেটিস যেখানে আছে তার কাছাকাছি। এরপর নিজেকে সে বসাল এক ঝলমলে আসনে আর থেটিসের হাত শক্ত আঁকড়ে ধরে, সম্ভাষণ রেখে, বলল সে নাম ধরে :

'দীর্ঘ পোশাকের থেটিস, কী হেতু তুমি এসেছ আমাদের বাড়ি? তুমি
৪২৫ সম্মানিত অতিথি আর বন্ধুও বটে, কিন্তু এর আগে এখানে আসোনি তো বেশি। বলো আমাকে তোমার মনে যা-ই আছে বলো। আমার হৃদয় আমাকে তাড়া দিচ্ছে তা পূরণ করে দিতে, অর্থাৎ যদি আমি পূরণ করতে পারি, জিনিসটা আদৌ যদি পূরণ করার মতো হয়ে থাকে।'

তখন থেটিস জবাব দিল তাকে চোখের জল ফেলে :

'হেফিস্‌টাস, অলিম্পাসে যেসব দেবীরা বাস করে, তাদের মধ্যে কি অন্য
৪৩০ আর কোনো দেবী আছে যাকে বুকের মাঝে সইতে হয়েছে এতটা শোচনীয় যন্ত্রণা, যতটা যন্ত্রণা আমাকে দিয়েছে ক্রোনাসপুত্র জিউস অন্য সবার থেকে বেশি পরিমাণে? যত সাগরকন্যা আছে তাদের ভেতরে আমাকেই সে বেছে নিল ইয়াকাসপুত্র পেলিউস নামের এক নশ্বর মানুষের অধীনস্থ হতে; আমাকেই—নিজের মহা অনিচ্ছা সত্ত্বেও—সহ্য করতে হলো এক নশ্বর মানুষের বিছানায় শোওয়া।° আর দ্যাখো, সে এখন নিষ্ঠুর বার্ধক্যের চক্করে পড়ে কীভাবে তার
৪৩৫ প্রাসাদে শুয়ে আছে; অন্য দুঃখশোক যা কিছু আছে তার সব শুধু আমারই এখন। সে আমাকে গর্ভে এক পুত্র দিল, দিল তাকে পেলে বড় করার কাজ। সেই ছেলে যোদ্ধাদের মাঝে সর্বসেরা, বেড়ে উঠল সে চারাগাছের মতো লম্বা হয়ে। আমি তাকে যত্ন করে পেলেছি পাহাড়ি ফলবাগানের কোনো নবীন বৃক্ষের মতো, তারপর তাকে চঞ্চুওয়ালা জাহাজে পাঠিয়েছি ইলিয়াম নগরীতে, ট্রোজানদের
৪৪০ সাথে লড়বার কাজে। কিন্তু আমি আর তাকে কখনো ঘরে ফেরার অভ্যর্থনা জানাব না—পেলিউসের ঘরে। যতদিন সে বেঁচে আছে, যতদিন চোখে দেখছে সূর্যের আলো, আহা ততদিনই দুঃখ-যাতনা তার সাথী হয়ে আছে, আর আমি তার কাছে গেলেও অসমর্থ তাকে কোনো সহায়তা দিতে।

'গ্রিক সন্তানেরা তাকে যুদ্ধের পুরস্কার রূপে যে মেয়েটিকে দিল, রাজা
৪৪৫ আগামেমনন তার বাহু থেকে সেই মেয়ে কেড়ে নিয়ে গেল। সেই মেয়ের জন্য শোক করে সে তার হৃদয় ক্ষত করল খুব। তারপর ট্রোজানরা গ্রিকদের খোঁয়াড়বন্দী করল তাদের জাহাজের পশ্চাদভাগের দিকে, তাদের আটকাল বাইরে

ট্রয়ের দিকে] যাওয়া থেকে। তখন গ্রিক প্রবীণেরা তার কাছে মিনতি জানাল, কথা দিল বহু চমৎকার উপঢৌকন দেবে। কিন্তু তবু সে তখন তাদের সর্বনাশ থেকে বাঁচানোর অসম্মতি জানাল। তবে [একদিন] সে প্যাট্রোক্লাসকে তার নিজের ৪৫০ বর্মসাজ গায়ে পরিয়ে দিয়ে যুদ্ধে পাঠাল, সঙ্গে দিল অনেক যোদ্ধাকে, সারাদিন ধরে তারা লড়ল সিয়ান তোরণের কাছে। আর আসলেই সেদিন তারা গুঁড়িয়ে দিত ট্রয় নগরীকে, যদি অ্যাপোলো এসে সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝে না খুন করত মেনিশাসের বলবান পুত্রটিকে, যে ততক্ষণে বিরাট ক্ষতি করেছিল শত্রুবাহিনীর, ৪৫৫ আর সেইভাবে [অ্যাপোলো] যদি হেক্টরের হাতে তুলে না দিত বিজয়গৌরব।

'এজন্যই আমি এখন মিনতি জানাতে এসেছি তোমার হাঁটুর কাছে বসে, যেন তুমি রাজি হও আমার ছেলেকে—যার শীঘ্র-মৃত্যু হবে বলে নিয়তিনির্দিষ্ট হয়ে আছে—একটা ঢাল ও একটা শিরস্ত্রাণ গড়ে দিতে, সেইসাথে দিতে গোড়ালি-কবচ বসানো হাঁটু-ঢাকা খোল ও উর্ধ্বাঙ্গের বর্মসাজ। তার বিশ্বস্ত সাথী ট্রোজানদের হাতে মারা পড়ে খুইয়েছে [আমার পুত্রের] আগের সব যুদ্ধ-সরঞ্জাম। আর এখন ৪৬০ অ্যাকিলিস, পুত্র আমার, হৃদয়ে সুতীব্র যন্ত্রণা নিয়ে মাটিতে শুয়ে আছে।'

তখন অনেক বিখ্যাত, ধনুক-বাঁকা-পায়ের দেবতা জবাব দিল তাকে :

'হতাশ হয়ো না তুমি, এসব জিনিসে বিচলিত হতে দিয়ো না মন। যখন ভয়ংকর নিয়তি তার ওপর এসে চড়াও হবে, আহা আমি তখন যদি তাকে ততটা সহজে পারতাম মৃত্যুর বিষণ্ন বিলাপের থেকে দূরে লুকিয়ে রেখে দিতে, যতটা ৪৬৫ সহজে আমি কিনা এখন তাকে এক চমৎকার বর্মসাজ গড়ে দেব! ওটা এত সুন্দর সাজ হবে যে ভবিষ্যতে অগণন মানুষের মাঝে যারাই দেখবে ওই সাজ, তারাই এর রূপে বিরাট বিস্মিত হবে।'

এ-ই বলল হেফিস্‌টাস, আর থেটিসকে সেখানে রেখে তার হাঁপর আনতে গেল। এবার ওগুলো সে আগুনের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে ওদের বলল কাজ শুরু করে দিতে। হাঁপর, মোট বিশখানি, হাওয়ার দমক ফেলতে লাগল তার ধাতু গলানো ৪৭০ পাত্রের 'পরে, সবরকম জোরের ঝাপটা মারতে লাগল সবদিক থেকে—এই এখন জোরে, যখন সে ঘাম ঝরাচ্ছে কষ্ট করে, আর এই এখন অন্য কোনো আকারে প্রকারে—যেমনটা হেফিসটাস চায়, যেমনটা তার কাজের জন্য দরকারি। সে আগুনে ছুড়ে দিল অবিনাশী ব্রোঞ্জ, সেইসাথে টিন ও অমূল্য সোনা এবং রূপা। ৪৭৫ তারপর সে নেহাইয়ের পাটাতনে বিশাল এক নেহাই রেখে একটা বিরাট হাতুড়ি এক হাতে তুলে নিল, অন্য হাতে নিল সাঁড়াশি একখানা।

প্রথমে সে গড়া শুরু করল এক প্রকাণ্ড শক্তিশালী ঢাল,° সাজাল সেটা সূক্ষ্ম নকশায়, সবটুকু জুড়ে; আর এর কিনার বেড় দিয়ে লাগিয়ে দিল গোলাকার

৪৮০ উজ্জ্বল কাঠামো একখানা—তাতে মোট তিন ভাঁজ, ঝিলমিল করল সেটা, এক রূপায় গড়া তরবারির বেল্ট ঝুলে থাকল তার থেকে। মোট পাঁচটা বৃত্ত ছিল এই ঢালের ওপরে, এর প্রতিটাতে সে দক্ষ শৈলী দিয়ে সৃষ্টি করে দিল দারুণ সূক্ষ্ম সব ছবি।

এই ঢালে সে খোদাই করে দিল পৃথিবী, স্বর্গ ও সমুদ্র যত আছে, সেইসঙ্গে ৪৮৫ অক্লান্ত সূর্য ও পূর্ণ চাঁদ, আর যত তারামণ্ডলী উঁচু ঐ আকাশে মুকুট হয়ে আছে, সব: প্লেইয়াদেস, হায়াদেস ও প্রকাণ্ড ওরিয়ন, আর গ্রেট বেয়ার যাকে মানুষ ওয়াগন নামেও ডাকে। এই নক্ষত্রমণ্ডলী চিরকাল একই স্থানে ঘোরে, ওরিয়নকে পাহারা দিয়ে যায় যত্ন করে, আর শুধু এটাই একমাত্র তারাপুঞ্জ যা ওশেনাসের স্রোতে অবগাহন করে না কখনও।°

৪৯০ এই ঢালে সে আরও খোদাই করে দিল নশ্বর মানুষের দুটো সুন্দর শহর। এর একটায় আছে বিয়ে ও ভোজ-অনুষ্ঠান, ওখানে লোকেরা জ্বলন্ত মশালের আলোয় কনেদের তাদের অন্দরমহলের থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শহরের মাঝ দিয়ে, বিয়ের গান ফেটে পড়ছে জোরে। তরুণ যুবকেরা পাক খেয়ে খেয়ে ৪৯৫ ঘুরছে নেচে, আর তাদের মাঝে অবিরত বেজে চলেছে বীণা এবং বাঁশি; মহিলারা যার যার দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ে এইসব দেখছে বিস্মিত হয়ে। এদিকে দরবারের জায়গাতে লোকেরা জড়ো হয়েছে একসাথে, কারণ এক কলহ বেঁধে গেছে—দুই লোক এক নিহত লোকের রক্তের দাম° নিয়ে বচসাতে আছে। একজন দাবি করছে ৫০০ সব দাম তার পরিশোধ করা শেষ, এখন ভিড়ের উদ্দেশে সে [নিষ্পত্তির] আবেদন জানাচ্ছে সেইমতো, কিন্তু অন্যজন বলছে যে কোনো দামেই তার চলবে না। অতএব দুজনই এখন চাইছে যে রায় পেতে তারা এক সালিশ-নিষ্পত্তিকারীর কাছে যাবে। এর ওপরে, উপস্থিত জনতা তাদের দুজনকেই যাচ্ছে উৎসাহ দিয়ে, তারা পক্ষ নিয়েছে এ-পক্ষের আবার ও-পক্ষেরও। রাজদূতেরা তাদের ভিড় ঠেলে যাচ্ছে রীতিমতো, অন্যদিকে প্রবীণেরা বসে গেছে পবিত্র বৃত্ত রচনা করে চকচকে ৫০৫ পাথরের 'পরে, তারা তাদের হাতে ধরে আছে উচ্চকণ্ঠ রাজদূতদের লাঠি। বাদি ও বিবাদী দুজনই দৌড়ে গেল এই প্রবীণদের দিকে; তারা পালা করে তাদের রায় ঘোষণা দেবে। সবকিছুর মাঝখানে রাখা আছে দুই ট্যালেন্ট সোনা, তা সেই প্রবীণকে দেওয়া হবে যে সকলের মাঝে সবচে ন্যায়সঙ্গত রায় আওড়াবে।

অন্য শহর ঘিরে মানুষের দুটি সেনাবাহিনী গেড়েছে তাদের তাঁবু, তারা ৫১০ ঝলমল করছে তাদের বর্মসাজে। এই অবরোধকারীদের মনে ধরেছে দুখানা মন্ত্রণা—হয় শহর গুঁড়িয়ে দেয়া হবে, নয়তো এই সুন্দর শহরের যা যা সম্পদ আছে, সব দুই ভাগে ভাগ করা হবে। কিন্তু যারা অবরুদ্ধ তারা এতে একেবারেই সম্মত নয়, বরং তারা সশস্ত্র হচ্ছে শত্রুর বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণে যাবে বলে। তারা নগর-দেওয়ালের সুরক্ষার ভার তাদের দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা

তাদের প্রিয়তমা স্ত্রী ও ছোট বাচ্চাদের হাতে সঁপে, সেইসাথে প্রবীণদেরও সে ৫১৫
দায়িত্ব দিয়ে, সবাই সামনে এগিয়ে গেছে; তাদের নেতৃত্বে যুদ্ধদেব আইরিজ ও
প্যালাস অ্যাথিনা আছে—দুজনই এরা দেখা যাচ্ছে সোনা দিয়ে গড়া, পরিধান
করে আছে সোনার পোশাক, বর্মসাজের কারণে তাদের দেখাচ্ছে চমৎকার ও
প্রকাণ্ড আকারের; এবং দেবতাদের যেমন মানায়, তারা দাঁড়িয়ে আছে সেরকম
অন্যদের থেকে আলাদা চোখে পড়ার মতো হয়ে। তাদের পায়ের কাছে মানুষদের
বড় ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে। এবার যখন লোকেরা পৌঁছাল সেই স্থানে যেখান থেকে ৫২০
অতর্কিতে আক্রমণে যাওয়া তাদের কাছে উপযুক্ত বলে মনে হলো—এক নদীর
পাড়ে যেখানে সব গবাদিপশু একসাথে পানি খেতে আসে—তারা সেখানে বসল
দল বেঁধে, ব্রোঞ্জের পোশাক দ্যুতি ছড়াচ্ছে তাদের গায়ের থেকে। এরপর
বাহিনীর থেকে দূরে বসানো হলো দুই নজরদারির লোক; তারা সতর্ক বসে
থাকবে [অবরোধকারী বাহিনীর] ভেড়া ও বাঁকানো-শিং গবাদিপশু এদিকে কখন
আসে তা দেখার কাজে। বেশ তাড়াতাড়িই এসে গেল ওরা, দুজন রাখালও এল ৫২৫
পেছন পেছন বাঁশিতে সুর তুলে, কারণ তারা এ-ফাঁদের সন্দেহ করেনি কোনো।
যখন লুকিয়ে থাকা লোকেরা দেখল যে পশুগুলি এসে গেছে, তারা ওদের ওপর
ঝাঁপিয়ে পড়ে সাত-তাড়াতাড়ি আলাদা করে জড়ো করল গবাদিপশু ও সাদা রঙ
ভেড়াদের সুন্দর পালগুলি, সেইসাথে রাখালদের জান নিয়ে নিল। যখন
অবরোধকারীর দল জমায়েতের জায়গায় বসে শুনল গবাদিপশুর মহা হট্টগোল, ৫৩০
তারা তক্ষুনি চড়ে বসল তাদের উঁচু-ধাপওয়ালা ঘোড়ার রথে, ছুট লাগাল
সেদিকে, দ্রুতই চলে এল অবরুদ্ধ বাহিনীর কাছে। এবার দু দল নিজেদের যুদ্ধের
কাজে সাজিয়ে নিল, লড়াই শুরু করে দিল নদীতীরের পাশে। দু দলই একে
অন্যের দিকে ছুড়ে দিতে লাগল ব্রোঞ্জের আগাওয়ালা বল্লম, ঝাঁকে ঝাঁকে। তাদের
মাঝে ছিল কলহের দেবী, সেইসাথে যুদ্ধে মহা শোরগোলের দেব। আর মৃত্যু- ৫৩৫
অপচ্ছায়ার ভয়ংকর দেবী ধরল এক সদ্য আহত লোককে গিয়ে, তার তখনও
জান আছে; এবং আহত হয়নি এমন একজনকেও। তারপর মৃত একজনকে সে
পা ধরে টেনে নিয়ে গেল এই এলোমেলো লড়াইয়ের মাঝ দিয়ে। এ-দেবীর
কাঁধের ওপরের পোশাক মানুষের রক্তে লাল হয়ে এল। এই দেবদেবীরা বেঁচে
থাকা নশ্বর মানুষদের মতো করে জাপটাজাপটি করল খুব, লড়াই করে গেল
একইরকমভাবে। তারা প্রত্যেকে একদল অন্য দলের হাতে খুন হওয়া মানুষের ৫৪০
লাশ শুরু করল টেনে নিয়ে যাওয়া।

এই ঢালে হেফিস্টাস আরও খোদাই করে দিল উর্বর চষা-জমির বিস্তৃত
মাঠ, যাতে তিনবার লাঙল দেওয়া শেষ হয়ে গেছে; আর এবার চাষের অনেক
লোক তাতে ঘুরাচ্ছে তাদের [পশুর] জোয়াল। তারা পশুদের চালাচ্ছে একবার
এদিকে, ফের অন্যদিকে; যখনই তারা পৌঁছে যাচ্ছে মাঠের শেষ মাথাটাতে,

৫৪৫ ঘুরে যাচ্ছে তারা, তখন এক লোক দৌড়ে যাচ্ছে তাদের কাছে, তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে মধু-মিষ্টি মদের পেয়ালা একটি করে। এরপর চাষীরা আবার ফিরে আসছে লাঙলের ফলার গভীর দাগের কাছে, ব্যাকুল তারা এবার পৌঁছাবে গভীর পতিত জমি ধরে এ-মাঠের এর পরের নতুন এক শেষ সীমানাতে। তাদের পেছনে মাঠ কালো হয়ে এসেছে রীতিমতো, ঠিক যেমন কোনো চষা জমি দেখতে লাগে, যদিও কিনা এর সবই সোনাতে খোদাই—বস্তুতই [হেফিস্‌টাসের] এই শিল্পকলার বিরাট বিস্ময়কর এক ব্যাপার এটা।

৫৫০ এই ঢালে সে আরও খোদাই করল এক রাজার খাস জমি, যেখানে ভাড়াটে মজুরেরা হাতে ধারাল কাস্তে নিয়ে ফসল কাটায় রত। শস্যের বেশকিছু আঁটি পড়ছে মাটিতে, একটার ওপরে অন্যটা, মজুরদের শস্য-কাটার কর্তনরেখা ধরে। অন্যদিকে যারা আঁটি বাঁধার লোক তারা হাতের আঁটিগুলো বাঁধছে খড়ে বানানো দড়ি দিয়ে। দেখা যাচ্ছে তিন মজুর মিলে করছে এই ৫৫৫ আঁটি বাঁধার কাজ; তাদের পেছনে বালকেরা আঁটি হাতে তুলে বারবার সেগুলো এগিয়ে দিচ্ছে আটি-বাঁধা লোকদের হাতে। রাজা নিজে মাঠের এ কর্তনরেখার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মাঝখানে, হাতে তার রাজদণ্ড, মনে সে খুব খুশি। কিছুটা দূরে রাজদূতেরা এক ওক গাছের নীচে আয়োজন করছে ভোজনের। তারা ব্যস্ত দেবতাদের উদ্দেশে মাত্র জবাই করা এক বড় ষাঁড় ৫৬০ নিয়ে; আর মহিলারা মজুরদের দুপুরের খাবার হিসেবে ষাঁড়ের মাংসে ছিটিয়ে চলেছে সাদা যব প্রচুর পরিমাণে।

এই ঢালে হেফিস্‌টাস আরও খোদাই করল এক আঙ্গুরের ক্ষেত, সুন্দর সোনায় বানানো সেটা, ভরে আছে থোকা থোকা আঙ্গুরফলে। আঙ্গুরগুলি কালো রঙ, আর আঙ্গুরের লতা মাঠ জুড়ে তোলা আছে রুপালি মাচায়। এর চারপাশ জুড়ে হেফিস্‌টাস গাঢ়-নীল রঙে এক পরিখা বসিয়েছে, তার বাইরের দিকে এক ৫৬৫ টিনের বেড়া দেওয়া। আঙ্গুর ক্ষেতে যাওয়ার পথ একটাই, আঙ্গুর তোলার মওসুমে আঙ্গুর সংগ্রাহকেরা যায় আসে ঐ পথ ধরে। কুমারী মেয়ে ও কিশোরেরা চপল উল্লাসে বেতের ঝুড়িতে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মধু-মিষ্টি এই ফল; আর তাদের মাঝখানে এক বালক স্বচ্ছ-সুরের এক বীণায় সুমধুর গান গাওয়ায় রত। ৫৭০ সে তার কোমল গলায় মিষ্টি করে গাইছে লিনাসের গান,° তার সঙ্গীসাথীরা তাল মেলাচ্ছে তার সুরের সাথে। মাটিতে বাড়ি মেরে, গান গেয়ে, তারা চিৎকার তুলে অনুসরণ করে যাচ্ছে তাকে নৃত্যরত পায়ে।

এই ঢালে সে আরও খোদাই করল খাড়া শিংয়ের এক গবাদিপশুর পাল, গরুগুলি সে বানাল ব্রোঞ্জ ও টিন দিয়ে। গরুগুলি ঝটপট যাচ্ছে তাদের ৫৭৫ খামারবাড়ির গোয়াল থেকে তৃণভূমির দিকে—এক কুলুকুলু নদীর পাড়ে, ঢেউ দোলানো নলখাগড়ার ঝাড়ের পাশে এই গরুচরার মাঠ। গরুদের পালের সাথে

যাচ্ছে যে রাখালেরা, তারা সোনায় বানানো, মোট চারজন তারা; দ্রুত-পায়ের নয়টি কুকুর যাচ্ছে তাদের সাথে। দেখা যাচ্ছে দুই ভয়ংকর সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়েছে গরুদের অগ্রবর্তী দলটির 'পরে, তারা ধরে বসেছে এক চিৎকার-তোলা ষাঁড়। ৫৮০
ওকে দুই সিংহ মিলে যাচ্ছে টেনে নিয়ে, তাই ওটা গর্জন করছে খুব জোরে, আর কুকুর ও তরুণেরা সব ধাওয়া করেছে সিংহ দুটোর পিছে। কিন্তু দুই সিংহ গায়ের চামড়া খুলে ফেলেছে বিশাল ষাঁড়ের, তারা গপ গপ করে খাচ্ছে এর নাড়িভুঁড়ি, কালো রক্ত ইত্যাদি। দেখা গেল রাখালেরা বৃথাই দ্রুত-ছোটা কুকুরগুলিকে তাড়া দিয়ে চেষ্টা করছে সিংহদের ভয় দিতে। কুকুরের দল সিংহদের থেকে দূরে থেমে গেছে, উল্টো তারা ভয় পাচ্ছে কামড় বসাতে ৫৮৫
সিংহদের গায়ে। কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে শুধু ঘেউ ঘেউ করছে তারা, নিরাপদ দূরত্ব রেখে লাফিয়ে যাচ্ছে পাশে।

এই ঢালে সুবিখ্যাত বাঁকা-ধনুক-পায়ের দেবতা আরও খোদাই করল সুন্দর এক উপত্যকায় এক পশুচারণভূমি। বিশাল চারণভূমি সেটা যাতে চরছে সাদা-লোম ভেড়া, এবং যাতে আরও আছে খামারবাড়ি, ছাদ দেওয়া চালা ও ভেড়ার খোঁয়াড়।

এ-সবের সাথে বিখ্যাত ধনুক-পা দেবতা খুব কৌশলে আরও খোদাই ৫৯০
করে দিল এক নাচের-উঠোন, যেমনটি অতীতকালে ডেডেলাস বানিয়েছিল বিস্তৃত ক্নোসাস দেশে মোহিনীকেশী আরিয়াদ্নের কথা মাথায় রেখে।° এর ওপরে তরুণেরা এবং যৌতুক হিসেবে অনেক গরু পাওয়ার যোগ্য কুমারী মেয়েরা একে অন্যের হাত কব্জির কাছে ধরে নেচে চলেছে খুব। মেয়েগুলি পরে আছে হাল্কা শণের কাপড়; ছেলেগুলির গায়ে সুন্দর-সূক্ষ্ম করে বোনা ৫৯৫
জোব্বার মতো কিছু, তাদের ত্বক হাল্কা চিকচিক করছে তেলে। মেয়েগুলির মাথায় সুন্দর ফুলের খোপা গাঁথা, আর ছেলেগুলির শরীরের পাশে রুপালি বেল্ট থেকে ঝুলছে সোনার খঞ্জর। এই একবার এরা খুব মৃদু ও বিরাট দক্ষ, শিক্ষিত পায়ে নৃত্যরত—গোল হয়ে, যেভাবে কোনো কুমোর তার দু-হাতের মাঝখানে ৬০০
বসে এক গোল চাকা নিয়ে, পরীক্ষা করে দ্যাখে চাকা ঠিকভাবে ঘোরে কিনা; আর এই আরেকবার তারা দৌড়ে যাচ্ছে দ্যাখো সারি বেঁধে, একদল আরেকদলের দিকে। চমৎকার এই নাচ ঘিরে বিরাট এক ভিড় জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, তারা নাচ দেখছে মহাখুশি মনে [তাদের মাঝখানে স্বর্গীয় গায়ক এক গেয়ে যাচ্ছে গান, বীণাতে সুর তুলে]।° তাদের সাথে আরও আছে দুই ৬০৫
অ্যাক্রোব্যাট, সে মাঝখানে ঘুরছে বারবার উপর-নীচ করে, নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে এই নৃত্যগীতির।

এই ঢালে হেফিস্টাস আরও খোদাই করল ওশেনাস নদীর বিশাল শক্তিকে, শক্তিশালী করে গড়া ঢালের সবচে বাইরের বৃত্তটি জুড়ে।

এভাবে হেফিস্‌টাসের যখন এ বিশাল, ভারি ঢাল বানান শেষ হলো, সে অ্যাকিলিসের জন্য গড়ে দিল উর্ধ্বাঙ্গ ঢাকা বর্ম একখানা, তা ঝিকমিক করে উঠল ৬১০ অগ্নিশিখার চাইতেও উজ্জ্বলভাবে। তারপর সে তার জন্য আরও বানাল এক মজবুত শিরস্ত্রাণ, যেটা ঠিকঠাক বসে যাবে তার কপালের পাশে; চমৎকার শিরস্ত্রাণ এক, জাঁকাল-নকশা তোলা, ওর ওপর সে বসিয়ে দিল সোনার ঝুঁটি একখানা। তারপর সে সুনম্য টিন দিয়ে অ্যাকিলিসকে গড়ে দিল পা-ঢাকা খোলক।

যখন অতি খ্যাতিমান ধনুক-বাঁকা-পা দেবতা এভাবে গড়া শেষ করল সব ৬১৫ যুদ্ধসাজ, সে ওসব তুলে নিল হাতে, সাজিয়ে রাখল অ্যাকিলিসের মায়ের সম্মুখে। মা জ্বলজ্বলে এ বর্মসাজ হেফিস্‌টাসের কাছ থেকে নিয়ে এক বাজপাখির ৬১৭ ভঙ্গিমাতে ছোঁ দিয়ে নেমে গেল তুষারঘেরা অলিম্পাস থেকে।

টীকা

১৮:৯-১২ যেমনটা আমার মা...ছেড়ে বিদায় নেবে: শুধু এই একবারই এ ভবিষ্যদ্বাণীটির কথা শুনলাম আমরা। এ-প্রসঙ্গে দেখুন ১৭: ৪০৮-৪১১ অংশটি, যেখানে আমরা জেনেছিলাম যে অ্যাকিলিস প্রায়শই তার মা থেটিসের কাছ থেকে জিউসের পরিকল্পনাগুলোর কথা জেনে থাকে।

১৮:১৩-১৪ তাকে আমি সাফ...লড়াইয়ে না যেতে: হ্যাঁ, প্যাট্রোক্লাসকে অ্যাকিলিস সত্যিই এই কথাগুলি বলে দিয়েছিল। দেখুন ১৬:৮৬-৯৬।

১৮:৩৯-৪৯ এরা নেরেয়ুসের...অতলে থাকে: থেটিস নিজেও সাগরের মহা-প্রবীণ নেরেয়ুসের কন্যা, তার মানে এই তালিকার ৩৩ জন জলপরী সবাই থেটিসের বোন। হেসিয়ডের *থিওগনি*-তে আমরা ৫০ জন নেরেয়িদের (জলপরীর) দেখা পাই পঙক্তি ২৪৩-২৬২ অংশে। হেসিয়ডের ঐ তালিকায় হোমারের এই ৩৩ নেরেয়িদের ১৯ জন উপস্থিত। গবেষকেরা কেউ কেউ বলেন, এই তালিকাটির প্রয়োজন ছিল না, এবং এটা কেটে বাদ দেওয়া উচিত; আবার অন্যেরা বলেন যে এই অপরূপ সুন্দর নামগুলির তালিকা মর্ত্যের রূঢ় বাস্তবতার বিপরীতে এক প্রশান্তিদানকারী বিষয়, তাই এই তালিকাটির নন্দনতাত্ত্বিক ও কাব্যিক মূল্য রয়েছে।

১৮:৮৫ তোমাকে শোয়ালো...মানুষের বিছানাতে: দেখুন টীকা ১:১ (তৃতীয়টি)। পেলিউস সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ এক মানুষ ছিল বলে দেবতারা তার হাতে পুরস্কার হিসেবে স্ত্রী করে তুলে দেয় সমুদ্র-দেবী থেটিসকে। তবে অ্যাস্‌কাইলাসের *প্রমিথিউস বাউন্ড* (৯০৭-৯২৭) ও পিন্ডারের *এইটথ্ ইসথ্মিয়ান* (২৬-৪৫) মোতাবেক থেটিস-পেলিউস বিবাহ ঘটার পেছনে অন্য এক কারণও ছিল: জিউস ও পসাইডন দুজনই চাচ্ছিল থেটিসকে বিয়ে করবে, কিন্তু দৈববাণীতে এমন বলা ছিল যে, সেই বিয়ে থেকে জন্ম নেওয়া পুত্র তার পিতার চেয়েও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমরা জানি না হোমার এই দৈববাণী বিষয়ে আদৌ জানতেন কি-না। তবে তিনি নশ্বর এক মানুষের সঙ্গে এক দেবীর যে বিয়ে হয়েছিল সেটা ভালোমতোই জানতেন।

১৮:১১৭-১২০ মৃত্যুর অপচ্ছায়া...পরাভূত হতে হলো: *ইলিয়াড*-এ উল্লিখিত বীরদের মধ্যে হেরাক্লিসই একমাত্র যে অমরত্ব লাভের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছায়। দেখুন টীকা ৮:৩৬২-৩৬৯। প্রাচীনকালের অন্য বেশ কিছু টেক্সটে হেরাক্লিস এক দেবতা, কোনো নশ্বর মানুষ নয়।

১৮:১২২-১২৪ আমি গভীর-ভাঁজ...হু-হু কান্নার মাঝে: *ইলিয়াড* সত্যি শেষ হয় এমন একটি দৃশ্যের মধ্য দিয়েই—হেক্টরের লাশ ঘিরে বসে বিলাপ করছে ট্রোজান রমণীরা।

১৮:১৭৫-১৭৮ সবার ওপরে অত্যুজ্জ্বল...চোখা শক্ত কাঠে: হেক্টরের এই একই রকম দানবীয় পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে আগেও। দেখুন টীকা ১৭:১২৬-১২৮।

১৮:২৫১ একই রাতে জন্ম হয়েছিল: নতুন এক তথ্য জানলাম আমরা। তার মানে পলিডামাস ও হেক্টর দুই যমজ ভাই।

১৮:২৯০-২৯২ যখন এর ঐ চমৎকার...মনোরম মিওনিয়ার কাছে: হেক্টর মিত্রবাহিনীগুলির খরচ চালানো ও তাদের যুদ্ধে যোগদান বাবদ মূল্য পরিশোধ করা নিয়ে এখানে রীতিমতো উদ্বিগ্ন।

১৮:৩০০-৩০২ ট্রোজানদের মাঝে...ট্রোজানরা তা করে: এ-অংশটুকুতে হেক্টর মূলত বলতে চাইছে যে সম্পদ আছে এমন কেউ যদি সমতলে রাতের পাহারা দিতে রাজি না থাকে তো সে তার

ধনসম্পদ এখুনি বরং জনগণকে দিয়ে দিক, না হলে দেখা যাবে—যদি পলিডামাসের উপদেশ মানা হয়—গ্রিকরাই একদিন ওসব ধনসম্পদের মালিক হয়ে যাচ্ছে।

১৮:৩৩৬-৩৩৭ **আর যতক্ষণ না...ট্রোজান সন্তানের:** অ্যাকিলিস আসলেই এই জঘন্য, বর্বরোচিত কাজটি করবে পরে (২১:২৭-৩৩ ও ২৩:১৭৫-১৭৬)। এটাই *ইলিয়াড*-এ মানুষ বলির একমাত্র উল্লেখ ও উদাহরণ। হোমার এই জংলী প্রথাকে সমর্থন করেননি, বরং এর নিন্দা করেছেন ২৩:১৭৬ পংক্তিতে। লক্ষণীয় যে অ্যাকিলিস খারাপ কাজ যা-ই করুক না কেন—যেমন এই কাজটি বা যুদ্ধে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানানো বা হেক্টরের মরদেহের লাঞ্ছনা করা—গ্রিকরা সেগুলিকে অনৈতিক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করছে না।

১৮:৩৮১ **ক্যারিস:** ক্যারিস গ্রেইস দেবীদের একজন (দেখুন টীকা ১৭:৫১)। সে এখানে শিল্পকলার প্রতিভূ, অতএব সে ঐশ্বরিক-শিল্পী বা কর্মকার হেফিস্‌টাসের উপযুক্ত সঙ্গী। *অডিসি*-তে অবশ্য হেফিস্‌টাসের স্ত্রী দেবী আফ্রোদিতি নিজে (*অডিসি*—৮:২৬৬-৩৬৬)।

১৮:৪০০ **উল্টোদিকে, নিজের দিকে বয়ে যাওয়া:** ওশেনাস নদী নিজের দিকে বয়ে যাচ্ছে, এই প্রহেলিকাময় কথাটির অর্থ খুব সহজ। পৃথিবীর আকৃতি সে সময় ভাবা হতো ডিস্কের মতো বৃত্তাকার এবং সমতল (flat)। ওশেনাস নদী বয়ে যেতো এই বৃত্তের কিনারা ধরে, বৃত্তাকারে। যেহেতু নদীর পানি বৃত্তাকারে বইতো, তাই কবি বলতে চাইছেন যে, সে নিজের দিকেই বয়ে যেত।

১৮:৩৯৫-৪০৬ **আমি যেবার আমার...থেটিস ও ইয়ুরিনোমি:** এই কাহিনীটির উল্লেখ, *ইলিয়াড* ও প্রাচীন অন্যান্য টেক্সট মিলে, শুধু এখানেই আছে। এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে থেটিস ছিল মাতৃসম এক দেবী। প্রাচীন গ্রিসে অবশ্য এই একই মিথের (অর্থাৎ হেফিস্‌টাসের পঙ্গুত্ব ও তার স্বর্গ থেকে পতন) একটু অন্যরকম প্রচলন ছিল আরও কয়েকটি।

১৮:৪৩২-৪৩৪ **যত সাগরকন্যা আছে...মানুষের বিছানায় শোওয়া:** দেখুন উপরের টীকা ১৮:৮৫। উল্লেখ থাকে যে, প্রাচীনকালের কিছু ফুলদানি ইত্যাদিতে চিত্রাঙ্কন পাওয়া গেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, থেটিস তার নশ্বর স্বামীর কামনার হাত থেকে বাঁচতে অন্য নানা কিছুর আকার ধারণ করেছে।

১৮:৪৭৮ **এক প্রকাণ্ড শক্তিশালী ঢাল:** হোমারের সময়ে পৃথিবী ছিল ডিস্কের মতো গোল, আর অ্যাকিলিসের এই ঢালটিও গোল। মোট পাঁচটি বৃত্ত ছিল এই ঢালে (৪৮১)। সোজা কথায়, প্রথমে মনে মনে কল্পনা করে নিন একটি ছোট বৃত্ত (এটাই প্রথম বৃত্ত) যার মধ্যে আঁকা হলো পৃথিবী, সাগর, সূর্য, চাঁদ ও তারকা; এবার এর বাইরে আরেকটি বৃত্ত যার অর্ধেক জুড়ে আঁকা এক শান্তিকালীন শহরের ছবি, বাকি অর্ধেকে এক যুদ্ধকালীন শহরের; এবার এর বাইরের দিকে তৃতীয় বৃত্তটি, যার সমান তিন ভাগে আঁকা একটি করে মোট তিনটি ছবি—জমি চাষবাসের, ওয়াইন বানানোর জন্য আঙুর ফলনের এবং শস্য কর্তনের; এই বৃত্তটির বাইরে চতুর্থ বৃত্ত যেখানে আবার মূলত তিনটি ছবি আঁকা—গবাদিপশুদের, ভেড়া পালার, এবং নাচের; আর শেষ বৃত্তটিতে (পঞ্চম বৃত্তে, অর্থাৎ ঢালের বাইরের কিনারা জুড়ে বৃত্তাকারে) আঁকা ওশেনাস নদীর জলপ্রবাহ। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের কিছু ক্রিটান ব্রোঞ্জের ঢাল ও ফিনিশিয়ান রূপোর বাটিতে অ্যাকিলিসের এই ঢালের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছবি পাওয়া গেছে। হোমারের ঢালটির বিবরণের মধ্যে গতি, ধ্বনি, সময়ের প্রবাহমানতা—এই তিনটি জিনিস লক্ষণীয়, ফলে ছবি এখানে রূপ নিয়েছে গল্পে। এর একটা

কসমিক মাত্রাও আছে: গোলাকার পৃথিবীর অনুরূপ গোলাকার এক ঢালে পৃথিবী ও এর মানুষের জীবনযাপনের ছবিই আঁকা। বিস্তারিত জানতে দেখুন এ বইয়ের 'পাঠ-পর্যালোচনা' অংশটি।

১৮:৪৮৬-৪৮৯ প্লেইয়াদেস, হায়াদেস...করে না কখনও: প্রধান তারামণ্ডলীগুলির চারটির কথা বলা হলো এখানে। শীতকালে দক্ষিণের আকাশে ওরিয়ন প্রধানতম তারামণ্ডলী; আর গ্রেট বেয়ার তখন উত্তর আকাশের সবচেয়ে দৃশ্যমান নক্ষত্রপুঞ্জ। উত্তর গোলার্ধের মানুষদের চোখে এই গ্রেট বেয়ার (ভালুক) কখনোই দিগন্তরেখার নিচে হারিয়ে যায় না (হোমার সে কথাই বলছেন যে: 'ওশেনাসের স্রোতে অবগাহন করে না কখনও')।

১৮:৪৯৯ লোকের রক্তের দাম: দেখুন টীকা ৯:৬৩০-৬৩৫।

১৮:৫৭০ লিনাসের গান: লিনাস পুরাণের এক স্বনামধন্য গায়ক। তার এই গানটি ছিল মূলতঃ এক বিলাপগীতি। অ্যাস্‌কাইলাসের *আগামেমনন* নাটকের বিখ্যাত প্রথম কোরাসটিতে এই বিলাপগীতির উল্লেখ আছে: 'লিনাসের জন্য অভিশাপ গাও, দুঃখ-পীড়া গাও লিনাসের নামে, তবে ভালোরই জয় হোক।'

১৮:৫৯১-৫৯২ অতীতকালে ডেডেলাস... আরিয়াদনের কথা মাথায় দেখে: পৌরাণিক কারুশিল্পী ডেডেলাসের বানানো নাচের মঞ্চ বিষয়ে এটাই *ইলিয়াড*-এ একমাত্র উল্লেখ। আমরা ডেডেলাসের কথা মূলত জানি আরিয়াদনের পিতা মিনোসের জন্য গোলকধাঁধাসদৃশ স্থানটি বানিয়ে দেবার কারণে। মিনোস ওই গোলকধাঁধায় ভরে রেখেছিল মিনোটোরকে (minotaur: মনুষ্যমাংসপুষ্ট অর্ধমানব অর্ধবৃষ দানব; নরবৃষভ)।

১৮:৬০৪-৬০৫ তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যের পংক্তি: এটা *ইলিয়াড*-এ নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালীন সংযোজন। পংক্তিটি নেওয়া হয়েছে অপর মহাকাব্য *অডিসি* থেকে (*অডিসি*—৪:১৮-১৯)। এখানে এটি সংযোজনের উদ্দেশ্য ছিল নাচের সঙ্গে একটু গানও যোগ করা।

ইলিয়াডের পৃথিবী: গরগনের মুখ

পর্ব - উনিশ

অ্যাকিলিস ও আগামেমননের বিরোধ অবসান

অ্যাকিলিস সেনা জমায়েত ডাকল, সেখানে সে ঘোষণা রাখল আগামেমননের প্রতি ক্রোধ ভুলে গিয়ে সে এখন যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত—আগামেমনন নিজ কৃতকর্মের জন্য দূষল মতিবিভ্রমকে—অ্যাকিলিস চাইল এখনই যুদ্ধে নামবে, কিন্তু অডিসিয়ুস চাইল আগে সৈন্যেরা খেয়ে নিক—আগামেমনন প্রতিশ্রুত উপহারসম্ভার ও ব্রাইসিয়িস নামের মেয়েটিকে ফেরত দিল অ্যাকিলিসের কাছে—গ্রিকরা যুদ্ধে নামল, অ্যাকিলিস সশস্ত্র হলো, তার ঘোড়া জানথাস ভবিষ্যদ্বাণী করল তার মৃত্যুর।

বিষয়বস্তু

১৯তম পর্ব থেকে গ্রিকবাহিনীর নেতৃত্বের ভূমিকায় এল অ্যাকিলিস, রাজা আগামেমনন পেছনে সরে গেল, কর্তৃত্বের দণ্ড চলে গেল ইলিয়াড-এর নায়ক অ্যাকিলিসের হাতে। এ-পর্বের বিষয়বস্তু অ্যাকিলিসের ক্রোধের গতিমুখ ও লক্ষ্যের পরিবর্তন—প্রথম পর্বে শুরু হওয়া রাজা আগামেমননের ওপরে অ্যাকিলিসের খুনে ক্রোধের এখানেই ইতি ঘটল; তার নতুন ক্রোধের নতুন লক্ষ্য এখন হেক্টর যে তার প্রিয়বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের খুনি। গ্রিক সেনা জমায়েতে অ্যাকিলিসের প্রকাশ্য ক্রোধ বর্জনের একটাই কারণ—প্রথম পর্বে সবার

সামনে তাকে অপমান করেছিল আগামেমনন, অতএব তার কাছে আগামেমননের নত হওয়া ও ব্রাইসিয়িসকে তার হাতে ফিরিয়ে দেওয়াটা সবার সামনেই ঘটতে হবে, কেবল তাহলেই বীর অ্যাকিলিসের সামাজিক সম্মান অটুট থাকবে। এরপর অ্যাকিলিস যুদ্ধসাজে সেজে নিলেও হেক্টরের সঙ্গে তার যুদ্ধের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ২২তম পর্ব পর্যন্ত। প্রাচীনকাল থেকে এ পর্বের নাম 'ক্রোধের বর্জন' (মেনিদোস অ্যাপোর্‌রেসিস), কিন্তু আমরা দেখলাম অ্যাকিলিস তার ক্রোধ পরিত্যাগ করল শুধু পরিস্থিতির চাপে পড়েই। অতএব আগামেমননের সঙ্গে তার বিরোধের অবসান সত্যি মন থেকেই হয়েছে কি-না তা প্রশ্নবিদ্ধ একটি বিষয় থেকে গেল। এটুকু নিশ্চিত যে হেক্টরের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া ত্বরান্বিত করতেই সে তার ক্রোধ ত্যাগ করল, কিন্তু ইলিয়াড-এ এমন সংকেত বিরল নয় যে আসলে সে তার ক্রোধের কথা ভোলেনি। সমালোচকেরা এ-পর্বের বিশ্লেষণে বলে থাকেন যে প্রথমত, এখানে অ্যাকিলিস ও আগামেমননের মধ্যকার বিরোধের এত বিস্তারিত নিষ্পত্তি অপ্রয়োজনীয় ছিল, বরং অ্যাকিলিস বন্ধুর মৃত্যুতে উন্মত্ত হয়ে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকলেই বেশি ভালো হতো; এবং দ্বিতীয়ত, সেনা জমায়েতে অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া হয়েছে সৈন্যেরা আগে খেয়ে নাকি না খেয়ে যুদ্ধে নামবে, সেই মামুলি বিষয় নিয়ে। এই গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা দুটির ব্যাখ্যা থাকল এ-বইয়ের শেষের পর্বভিত্তিক পাঠ-পর্যালোচনা অংশে।

সারসংক্ষেপ

১-৭৩: অ্যাকিলিসের মা থেটিস ছেলের জন্য নিয়ে এল নতুন যুদ্ধসাজ; অ্যাকিলিস খুব খুশি হলো কর্মকার-দেবতা হেফিস্‌টাসের কাজ দেখে। এরপর সে সেনা-জমায়েত ডাকল, ঘোষণা রাখল যে রাজার প্রতি ক্রোধ ভুলে সে এখন যুদ্ধে নামবে।

৭৪-১৪৪: আগামেমনন প্রকাশ্যে নিজের ভুল স্বীকার করল, সবকিছুর জন্য সে দোষ দিল দেবী আতির (বা মতিবিভ্রমের); জানাল কীভাবে আতি স্বয়ং দেবরাজ জিউসকেও বিভ্রান্ত করেছিল। শেষে সে জানাল অ্যাকিলিসকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে সে প্রস্তুত।

১৪৫-২৭৫: অ্যাকিলিস জানাল ওসব উপহার নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই, সে এখন সোজা যুদ্ধে ঢুকতে চায়। অডিসিয়ুস জানাল সেনারা এখনও খায়নি, এবং আগামেমননের অ্যাকিলিসের হাতে উপঢৌকন তুলে দেওয়াটা সবার দেখা উচিত, সেইসাথে আগামেমননেরও শপথ জানানো উচিত যে সে অ্যাকিলিসের প্রেয়সী / দাসী ব্রাইসিয়িসকে ছোঁয়নি। অ্যাকিলিসের অধৈর্য ভাব দেখেও আগামেমনন অডিসিয়ুসের কথামতো কাজ করল।

২৭৬-৩০৮: অ্যাকিলিসের তাঁবুতে ফিরে প্যাট্রোক্লাসের লাশ দেখে করুণ বিলাপ করল ব্রাইসিয়িস, দাবি করল যে প্যাট্রোক্লাস তার কাছে শপথ রেখেছিল যুদ্ধ শেষে অ্যাকিলিসের সঙ্গে সে ব্রাইয়িসিয়িসের বিয়ে দেবে। অন্য বন্দী মেয়েরাও কাঁদল, মূলত নিজেদের দুঃখ-বেদনা থেকেই। অ্যাকিলিস খাবার মুখে তোলার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।

৩০৯-৪০৩: গ্রিক নেতারা মিলে অ্যাকিলিসকে সান্ত্বনা জানাল তার তাঁবুতে এসে; গ্রিকবাহিনী তখন তাদের আহার সেরে নিচ্ছে। অ্যাথিনা অ্যাকিলিসকে স্বর্গীয় পুষ্পমধু ইত্যাদি অলৌকিক প্রক্রিয়ায় খাইয়ে শক্তি ও বল দিল। অ্যাকিলিস তার বর্ম গায়ে পরে নিল; গ্রিকরা তৈরি হলো যুদ্ধে নামার কাজে।

৪০৪-৪২৪: অ্যাকিলিস তার দুই ঘোড়াকে ভর্ৎসনা করল প্যাট্রোক্লাসকে যুদ্ধের মাঠে ফেলে আসার জন্য। তখন জানথাস নামের ঘোড়াটি কথা বলে উঠল, ভবিষ্যদ্বাণী রাখল অ্যাকিলিসের আশু মৃত্যুর। অ্যাকিলিস ঘোষণা দিল সে মরতে প্রস্তুত।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

আলেকজান্ডার পোপের হিসাব অনুযায়ী *ইলিয়াড*-এর ৩০তম দিনের কাহিনী বিধৃত আছে এ-পর্বে এবং এই দিনটি শেষ হবে ২৩তম পর্বে গিয়ে। ই.ভি. রিউয়ের হিসেবে এটি *ইলিয়াড*-এর ২৭তম দিন এবং মহাকাব্যের শুরু থেকে নিয়ে যুদ্ধের চতুর্থ দিন। ঘটনাস্থল সাগর সৈকতে স্থাপিত গ্রিকশিবির।
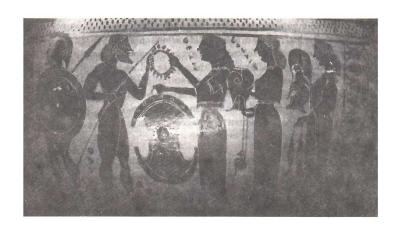
চিত্র ২১. অ্যাকিলিস নতুন যুদ্ধসাজ নিল থেটিসের কাছ থেকে। থেটিস তার ছেলেকে দিচ্ছে হেফ্‌সটাসের সদ্য গড়ে দেওয়া নতুন যুদ্ধসাজ, সঙ্গে বিজয়ের একটি মালা। অন্য হাত দিয়ে সে তাকে আরও দিচ্ছে 'বিয়োশান' এক ঢাল। থেটিসের পেছনে অন্য জলপরীদের হাতে ধরা তেলের জগ, বক্ষ-ঢাকা বর্ম, পায়ের খোলক ও শিরস্ত্রাণ। শিরস্ত্রাণটি ঘোড়ার কেশরওয়ালা। একদম বাঁয়ে সশস্ত্র অডিসিয়ুস আছে পাহারায়.(এটুকু *ইলিয়াড*-এ নেই)। (অ্যাটিক তৈজস, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ সন)

এবার জাফরান-রঙ পোশাক পরা প্রভাত অমর দেবদেবী ও নশ্বর মানুষকে আলো দিতে জাগল ওশেনাসের স্রোতস্বিনী থেকে; থেটিস দেবতার উপহারসম্ভার নিয়ে এল জাহাজবহরের কাছে। সে দেখল তার প্রিয় পুত্র মাটিতে পড়ে আছে প্যাট্রোক্লাসকে দু-বাহুতে তুলে, বিলাপ করে যাচ্ছে সজোরে, এবং তার সহযোদ্ধারা তাকে ঘিরে দল বেঁধে ক্রন্দনরত। তখন থেটিস, উজ্জ্বলতম দেবী, ৫ এদের সবার মাঝে দাঁড়াল পুত্রের পাশে এসে, শক্ত করে ধরে পুত্রের হাত নিল নিজের হাতে এবং বলল তাকে :

'বাচ্চা আমার, যতই শোকে থাকি না কেন, আমাদের উচিত ওকে [প্যাট্রোক্লাসকে] ঘুমাতে দেওয়া, কারণ বুঝতে হবে প্রথম থেকেই দেবতাদের ইচ্ছা ছিল ওর মৃত্যু ঘটানো। যাক এখন হেফিস্টাসের কাছ থেকে এই অতীব ১০ সুন্দর, চমৎকার বর্মটি নাও, এটা এমন এক বর্ম যা কোনো মানুষ অতীতে কখনও পরেনি কাঁধে।'

এ কথা বলে দেবী বর্মসাজ রাখল অ্যাকিলিসের সামনের দিকে, এর সবকিছু দ্যুতি ও মহিমা ছড়িয়ে ঠনঠন বেজে উঠল জোরে। তখন সব মারমিডনকে পেয়ে বসল এক ধরনের ভীতি, কারোই সাহস হলো না এসবের দিকে সরাসরি তাকানোর; তারা সবাই পিছিয়ে গেল ভয়ে। কিন্তু অ্যাকিলিস ১৫ যতই দেখল এসব যুদ্ধসাজ, তত তার রাগ হতে লাগল বেশি করে, তার দুই চোখ পাতার নীচে জ্বলতে লাগল ভয়ংকরভাবে, ঠিক কোনো অগ্নিশিখার মতো। সে দেবতার দেওয়া চমৎকার উপহার হাতে নিয়ে বেশ খুশি হলো; এরপর যখন ওগুলির সূক্ষ্ম নকশা দেখে দেখে তার মন ভরে গেছে, তখন সে তার মাকে বলল ডানাওয়ালা কথা : ২০

'মা, দেবতার দেওয়া এই বর্মসাজ দেখে সত্যি মনে হয় এগুলো অমর কোনো দেবতারই গড়া, নশ্বর মানবের নয়। অতএব আমি এখন নিজেকে যুদ্ধসাজে সশস্ত্র করে নেব। তবে আমার বড় আশঙ্কা যে যুদ্ধে যেতে দেরির মাঝখানে মাছিরা এসে বসবে মেনিশাসের পেশিবহুল ছেলের গায়ের ক্ষতে— ব্রোঞ্জের ঘায়ে তৈরি হওয়া ক্ষত—আর ওতে জন্ম নেবে পোকা, তার দেহ কলুষিত ২৫ করে দেবে; তাকে খুন করে জীবন কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার। এরপর তার গায়ের সব মাংস পচা শুরু হবে।'

তখন রুপালি-পায়ের দেবী থেটিস উত্তর দিল তাকে :

'বাচ্চা আমার, তুমি তোমার মনের মাঝে এসব নিয়ে বিচলিত হয়ো না
৩০ একটুও। আমি দেখছি কী করে তার মরদেহ থেকে এসব জংলি কীট কিংবা পোকা কিংবা যুদ্ধে নিহত মানুষের মাংস খাওয়া মাছি ইত্যাদি দূরে রাখা যায়। সে [প্যাট্রোক্লাস] যদি এমনকি এক বৃত্তাকার বছরের পুরো সময় জুড়ে ঘুমিয়েও থাকে, তবু তার মাংস অক্ষত থেকে যাবে, এখনকার চাইতেও তা থাকবে তাজা। তাহলে যাও, এখন তুমি গ্রিক যোদ্ধাদের জমায়েতের স্থানে ডাকো,
৩৫ আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ করো বাহিনীর রাখাল আগামেমনের প্রতি ক্রোধ যা আছে; তারপর নিজেকে দ্রুত সাজিয়ে নাও যুদ্ধের হেতু, সাহসে মুড়ে নাও নিজের শরীর।'

এ-ই বলল সে, দুর্বিনীত সাহসে ভরে দিল অ্যাকিলিসের মন। সেই সাথে প্যাট্রোক্লাসের নাকে সে ফোঁটা ফোঁটা ঢেলে দিল সুগন্ধি-অমৃত ও লাল পুষ্পমধু— যার ফলে তার দেহ পচনরহিত, অক্ষত থেকে যাবে।°

৪০ দেবতুল্য অ্যাকিলিস এর পরে দীর্ঘ পায়ে হেঁটে গেল সাগর সৈকত ধরে, আতঙ্কজাগানো এক চিৎকার তুলল গলায়, জাগালো গ্রিক যোদ্ধাদের। তখন সব মানুষ, এমনকি যারা আগে দরবারের সময়ে থেকে যেত জাহাজের মাঝে, অর্থাৎ যারা ছিল জাহাজচালক, ঘুরাতো জাহাজ চালানোর দাঁড়, কিংবা ছিল খাদ্য
৪৫ পরিবেশনকারী লোক, তারাও এল জমায়েতের জায়গাতে। কারণ অ্যাকিলিস এসেছে আবার, শোচনীয় যুদ্ধ থেকে নিজেকে বহুদিন দূরে রেখে অ্যাকিলিস এসেছে ফিরে। আইরিজের দুই অনুচর—টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজ, লড়াইয়ে অটল বীর, ও দেবতুল্য অডিসিয়ুস—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এল তাদের যার যার বল্লমে ভর দিয়ে,
৫০ কারণ তাদের ক্ষত তখনও বিশ্রী অবস্থায় ছিল। তারা এসে বসল জমায়েতের সামনের দিকে। সবার শেষে এল আগামেমনন, মানুষের রাজা, তার নিজের ক্ষতের যন্ত্রণাকে সঙ্গী করে। তাকে প্রচণ্ড লড়াইয়ের মাঠে ব্রোঞ্জের আগার বল্লমে ঝটকা মেরে এই আঘাত দিয়েছিল কোওন, অ্যান্টিনরের ছেলে। যখন সব গ্রিক একসাথে
৫৫ সমবেত হলো, দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস দাঁড়াল তাদের মাঝখানে, বলল এই কথা:

'অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন, আমাদের দুজনের—তোমার ও আমার, দুজনের—জন্য কি সত্যি ভালো হলো বুকে ক্ষোভ নিয়ে এভাবে একে অন্যের সাথে জীবন-ক্ষয়কারী কলহে লড়া, তা-ও স্রেফ এক মেয়ের কারণে? আহ্, আর্টেমিজ যদি ওই মেয়েটাকে একটা তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলত জাহাজের পাশে,°
৬০ ঐ সেদিন যেদিন আমি লারনেসাস° গুঁড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধ-লুটের মাল থেকে ওকে পছন্দ করে আনি! তাহলে আর আমার তীব্র ক্রোধের হেতু শত্রুদের হাতের নীচে [অসহায়] পড়ে এতজন গ্রিককে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরতে হতো না বিস্তৃত

পৃথিবীর মাটি। এতে লাভ হলো শুধু হেক্টর ও ট্রোজানদেরই। গ্রিকরা, আমার ধারণা, বহুদিন মনে রাখবে তোমার ও আমার এ কলহের কথা। যাক, এসবই এখন অতীত ও খতম। আমাদের বুকে যত ব্যথাই থাক, এসব ভুলে যাই চলো; ৬৫
প্রয়োজন থেকেই চলো আমরা আমাদের বুকের মাঝের মেজাজ দমাই। আমি আমার ক্রোধের এখানে এই এখনই ইতি টানলাম; আমি কোনো প্রয়োজন দেখি না এই রাগ এভাবে বিরামহীন পুষে রাখবার। আসো তবে, দীর্ঘকেশ গ্রিকদের দ্রুত জাগিয়ে তোলো যুদ্ধে যেতে; যাতে করে আমি ট্রোজানদের মুখোমুখি হতে পারি, আরও একবার পারি তাদের পরীক্ষা নিতে, দেখতে যে তারা এখনও ৭০
আমাদের জাহাজের পাশে তাঁবু গেড়ে থাকবার পণ করে আছে কি-না। নাহ, তাদের যে-ই পালাতে পারবে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ও আমার বল্লমের থেকে, আমার বিশ্বাস সে তার ক্লান্ত হাঁটু ভাঁজ করে বিশ্রাম নিতে পেরে মহাখুশি হবে।'

এ-ই বলল অ্যাকিলিস; মজবুত বর্মে পা ঢাকা গ্রিকরা [দেখে] খুশি হলো যে পেলিউসের গর্বিতমনা ছেলে ত্যাগ করেছে তার ক্রোধ। তখন আগামেমনন, ৭৫
মানুষের প্রভু, সবার উদ্দেশে কথা বলল যেখানে ছিল সেখানেই বসে, অর্থাৎ না দাঁড়িয়ে ও সবার মাঝখানে না গিয়ে :

'আমার বন্ধুরা, গ্রিক যোদ্ধারা, যুদ্ধদেব আইরিজের অনুচরগণ। যখন কেউ কথা বলার জন্য দাঁড়ায় দুই পায়ে [যেমন অ্যাকিলিস বলল দাঁড়িয়ে], তখন এটাই সৌজন্যসম্মত যে তার কথা শুনতে হবে, তাকে বাধা দেওয়া চলবে না। কারণ সবচে দক্ষ বক্তার জন্যও [কথা বলার সময়ে] ওসব বাধা সামলানো কঠিন হয় ৮০
বটে। কীভাবে কারো পক্ষে সম্ভব কথা বলা বা শোনা, যদি উপস্থিত মানুষেরা মহা হইচই শুরু করে? সবচে স্বচ্ছ-কণ্ঠ বক্তাও তখন নিশ্চিত ঝামেলায় পড়ে যায়। পেলিউসপুত্রের উদ্দেশেই আমি এখন বলছি আমার কথা। কিন্তু [আমি চাই] তোমরা যারা অন্য গ্রিকরা আছো, তারাও খেয়াল কোরো, তোমাদের প্রত্যেকে আমার কথা শুনো মন দিয়ে।° অনেকবার গ্রিকরা আমার কাছে বলেছে এই কথা, ৮৫
তারা আমাকেই ভর্ৎসনা জানিয়েছে। তবে দোষ যদি কারও থাকে তা আমার নয়, তা জিউস ও আমার নিয়তি আর সর্পকেশী ফিউরি দেবীর যে অন্ধকারে হাঁটে।° তারাই সেদিন দরবার চলাকালে আমার মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল এক নিষ্ঠুর মতিবিভ্রম, যেদিন আমি নিজ হাতে অ্যাকিলিসের কাছ থেকে কেড়ে নিলাম তার পুরস্কার। কী ই বা করার ছিল আমার বলো? সবকিছুর পূর্ণতা তো দেবতার ৯০
হাতেই ঘটে। জিউসের বড় মেয়ে, আতি [বা মতিবিভ্রম] যার নাম, সে তো সবাইকেই অন্ধ করে দ্যায়। কী সর্বনাশে মোড়া শক্তি সে এক, তার পায়ের পাতা কেমন পেলব! সে যখন হাঁটে তখন মাটি ছোঁয় না একটুও; সে হাঁটে মানুষের মাথার ওপরে, মানুষের জন্য ক্ষতি বয়ে আনে, আর সে তার জালে বন্দি করে একে কিংবা তাকে [যেমন আমাকে করেছিল]।

৯৫ 'সত্যি বলতে, একবার জিউসকেও বিভ্রমে ফেলেছিল এই আতি, যে জিউসকে মানুষরা বলে দেবতা ও মানবের মাঝে সবার ওপরের। হেরা ও তার নারীসুলভ ছলনার ফাঁদে পড়ে জিউসও প্রতারিত হয়েছিল একবার, যেদিন থিব্‌জে, মজবুত দেওয়াল ঘেরা থিব্‌জ নগরীতে, আলক্‌মেনার গর্ভ থেকে মহাশক্তিমান হেরাক্লিসের জন্ম হওয়ার কথা ছিল। জিউস সেদিন দম্ভ করে বলল ১০০ অন্য সব দেবদেবীর মাঝখানে: "আমার কথা শোনো, তোমরা যারা দেব ও দেবীরা আছো। আমি সে কথাই বলব যা আমার বুকের মাঝে হৃদয় আমাকে বলতে বলছে। আজকে ইলিথিয়া, প্রসববেদনার দেবী, এক মানুষকে নিয়ে আসবে পৃথিবীর আলোয়, যে আমার রক্ত থেকে জাত এক মানববংশে জন্ম নিয়ে ১০৫ শাসন করে যাবে তার চারপাশে বাস করা সব মানুষকেই।"

'তখন রানি হেরা মনে প্রবঞ্চনা নিয়ে বলল জিউসের প্রতি: "তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে, তোমার এই ভবিষ্যদ্বাণী কোনোদিন সত্য হবে না। অলিম্পিয়ান, আসো এবার, আমার প্রতি শক্ত শপথ রাখো যে আজ যে মানবসন্তান জন্ম নেবে কোনো নারীর দু-পায়ের মাঝ থেকে, যে জন্ম নেবে ১১০ তোমার রক্ত শরীরে আছে এমন এক মানববংশের মাঝে, সত্যি সে শাসন করবে তাদের সবাইকে যারা তার চারপাশে থাকে।" এ-ই বলল হেরা; জিউস এ কথার মাঝে কোনো চালাকি দেখল না। অতএব সে এক বিশাল শপথ নিল, এবং প্রতারিত হলো বিশালভাবেই।

'হেরা অলিম্পাসের শিখর ছেড়ে ছোঁ মেরে দ্রুত নেমে এল আকিয়ান ১১৫ আর্গজে, যেখানে সে ভালোমতো জানত যে আছে পারসিয়ুসপুত্র স্থেনেলাসের সুবংশীয় স্ত্রী, যার গর্ভেও শীঘ্র জন্ম নেবে এক পুত্রসন্তান, তবে তার গর্ভের মাত্র সাত মাস গেছে। এই শিশুকেই হেরা পৃথিবীর আলোয় আনল [নয়] মাস পূর্ণ হবার আগে; অন্যদিকে সন্তান-প্রসবের দেবী ইলিথিয়াকে নিরস্ত করে সে থামিয়ে দিল আলক্‌মেনার সন্তান জন্ম দেওয়াটুকু। তারপর হেরা নিজে এই খবর নিয়ে ১২০ গেল ক্রোনাসপুত্র জিউসের কাছে, বলল: "পিতা জিউস, উজ্জ্বল বজ্রচমকের প্রভু তুমি, তোমার শোনার জন্য আমি বলছি একটি কথা, শোনো। আজ জন্ম হলো এক মহান মানবের, যে গ্রিকদের শাসনকর্তা হবে—ইয়ুরিসথিয়ুস তার নাম, সে স্থেনেলাসের ছেলে, যে স্থেনেলাস নিজে পারসিয়ুসের ছেলে। সে তোমারই বংশের একজন, অতএব এতে লজ্জার কিছু নেই যে সে গ্রিকদের শাসক হবে।"

১২৫ 'এ-ই বলল হেরা; তখন তীব্র ব্যথা বিদ্ধ করল জিউসের অন্তরের গহীন প্রদেশ। তক্ষুনি সে বুকে বিরাট ক্রোধ নিয়ে ধরল মতিবিভ্রমের দেবী আতি-কে, ধরল তার মোহিনীকেশে ভরা মাথা; এবং এক প্রকাণ্ড শপথ নিয়ে জানাল এই দেবী আতি যে কিনা সব মানুষের মন অন্ধ করে দেয়, সে আর কোনোদিন আসতে পারবে না অলিম্পাস্ ও তারাভরা স্বর্গের কাছে। এই কথা বলে জিউস তার হাতের

মধ্যে আতি-কে ঘুরিয়ে নিয়ে ছুড়ে দিল তারাভরা স্বর্গের থেকে, আতি দ্রুত পড়ে ১৩০
গেল মানুষের চাষ করা জমিনের 'পরে।° কিন্তু জিউস পরে যখনই দেখত যে তার
প্রিয় পুত্র হেরাক্লিস ইয়ুরিসথিয়ুসের দেওয়া লজ্জাকর সব খাটুনির কাজের ঘানি
চলেছে টেনে, সে আতির কথা মনে করে তখন গোঙাতো যন্ত্রণায়।

'আমারও একইরকম হলো। যখন দীপ্যমান শিরস্ত্রাণ পরা বীর হেক্টর
জাহাজবহরের পশ্চাদভাগে গ্রিকদের জবাই করছিল, আমি ভুলতে পারছিলাম না ১৩৫
আতি [বা মতিবিভ্রমের] কথা, যে আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিল সেই শুরুতে যখন
এসব ঘটে।° কিন্তু যেহেতু আমি অন্ধ হয়ে ছিলাম, আর জিউস কেড়ে নিয়েছিল
আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব—আমি এখন রাজি আছি ক্ষতিপূরণ দিতে, রাজি আছি বড়
অঙ্কের প্রতিদানে। অতএব আসো, তোমরা নিজেদের যুদ্ধের জন্য তৈরি করে
নাও, বাকি সেনা যারা আছে তাদেরও জাগাও। আর [ক্ষতিপূরণের]
উপহারসামগ্রীর কথা যদি বলি—গত রাতে দেবতুল্য অডিসিয়ুস তোমার কুটিরে ১৪০
গিয়ে যা যা দেবে বলে শপথ করছিল, তার সব আমি এখানেই দিতে তৈরি
আছি। কিংবা তুমি যদি চাও, একটু অপেক্ষা করো—যদিও জানি তুমি যুদ্ধে যেতে
প্রচণ্ড ব্যগ্র হয়ে আছো—আমার অনুচরবর্গ এখনই আমার জাহাজে গিয়ে সব
উপহার নিয়ে আসবে তোমার কাছে, যেন তুমি দ্যাখো আমি তোমাকে সত্যি
এমন সব জিনিসই দিচ্ছি যাতে তোমার মন ভরে।'°

তখন দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস জবাব দিল তাকে : ১৪৫

'অ্যাট্রিউসের সবচে মহিমান্বিত ছেলে, আগামেমনন, মানুষের রাজা। তুমি
যদি চাও তবে সঠিক বিধিমোতাবেক আমাকে উপহারসামগ্রী দিতে পারো, কিংবা
তোমার কাছে তা রেখেও দিতে পারো—তোমার খুশি সেটা। তবে এখন আমরা
আসো মনে যুদ্ধের ক্ষুধা জাগ্রত করি। এখন সময় নয় এখানে বসে কথা বলে
যাওয়া বা যুদ্ধে যেতে আরও দেরি করা। এখনও বড় সব কাজ বাকি পড়ে আছে; ১৫০
[আমি চাচ্ছি] মানুষেরা আবার দেখবে অ্যাকিলিস লড়ছে সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝে,
আর তার ব্রোঞ্জের আগার বল্লমে মেরে চলেছে ট্রোজানদের সৈন্যদলগুলি। আমি
চাই তোমরা, সেনারা, প্রত্যেকে যখন লড়বে শত্রুর মুখোমুখি, তখন [আমার
লড়াইয়ের] এই দৃশ্য কল্পনা করে নেবে মনে।'

এবার হাজার কলাকৌশলে পাকা অডিসিয়ুস প্রত্যুত্তরে বলল তাকে :

'দেবতুল্য অ্যাকিলিস, খুব বড় যোদ্ধা তুমি জানি, তবু এভাবে গ্রিকসন্তানদের ১৫৫
বোলো না খালি পেটে ট্রয়ের লোকদের সাথে গিয়ে লড়তে ইলিয়ামের কাছে।
একবার সৈন্যদের সারি শত্রুর মুখোমুখি হলে, একবার দেবতা দু পক্ষের বুকে
শক্তি ও সাহসের ফুঁ দিয়ে দিলে, এই যুদ্ধ ক্ষণস্থায়ী হবে না জেনো। অতএব তুমি
বরং আদেশ দাও গ্রিকদের যার যার জাহাজের পাশে গিয়ে খাবার ও পানীয় ১৬০
খেয়ে নিতে, কারণ ওতেই আছে সাহস আর বল। কোনো মানুষই পেট খালি

রেখে পারবে না সারাদিন—সূর্য ডোবা অবধি—দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়ে যেতে। তখন যদি কেউ যুদ্ধে লড়বে বলে অতি ক্রোধে ভরপুরও থাকে, তবু অলক্ষিতে তার হাত-
১৬৫ পা আসবে ভারি হয়ে, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা ঘিরে ধরবে তাকে, তার চলার সময়ে হাঁটু ভেঙে আসতে চাইবে খুব। কিন্তু সেই যোদ্ধা যে পেট ভরে খেয়েছে তার মদ ও খাদ্যের ভাগ, সে দেখো সারাদিন লড়ে যাবে শত্রুদের সাথে, তার বুক ভরা থাকবে দুর্মর সাহসে এবং তার হাত-পা ক্লান্ত হবে না বাকিরা যুদ্ধের মাঠ যতক্ষণ
১৭০ না যাচ্ছে ছেড়ে। সুতরাং আসো, সৈন্যদের চলে যেতে অনুমতি দাও, ওদের বলো দিনের প্রধান আহার তৈরি করে নিতে। আর উপহারের বিষয়ে বলি—আগামেমনন, মানুষের রাজা, ওগুলো নিয়ে আসুক এ দরবারের মাঝখানে, যেন সকল গ্রিক তা দেখতে পায় নিজেদের চোখ দিয়ে, এবং তুমি তখন খুশি হও
১৭৫ মনে। আর আগামেমনন, সেই সাথে, উঠে দাঁড়াক গ্রিকদের মাঝখানে। সে শপথ নিয়ে বলুক সে কখনো যায়নি ব্রাইসিয়িস মেয়েটির বিছানার কাছে, শোয়নি তার সাথে, অর্থাৎ হে রাজা, যেমনটা পুরুষ ও নারীর মাঝে সাধারণত ঘটে থাকে।° তখন তুমিও [অ্যাকিলিস] খোলা মনে তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য তৈরি থেকো। এটা শেষ হলে আগামেমন তার নিজের কুটিরে এক মহাভোজ দিক,
১৮০ তোমার সঙ্গে পুনর্মিত্রতার করুক আয়োজন, যেন তোমার আর মনে না হয় যে কোনো পাওনা বাকি আছে। অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন, এরপর থেকে তুমি অন্যদের প্রতিও আরো ন্যায়পরায়ণ হয়ো। কোনো রাজা যদি বিনা কারণে কারো প্রতি প্রথমে অবমাননা করে, তখন [রাজা হলেও] তার জন্য লজ্জার নয় ভালোমতো ক্ষতিপূরণ দেওয়া।'

তখন আগামেমনন, মানুষের রাজা, এ-কথার উত্তরে বলল তাকে :

১৮৫ 'অডিসিয়ুস, লেয়ারটিজের ছেলে, আমি খুশি হলাম তোমার বক্তব্য শুনে। কোনো বিষয়ই বাদ রাখোনি তুমি, আর যা বলেছ তা যথার্থ বলেছ বটে। আমি আসলেই শপথ নেওয়ার জন্য তৈরি আছি—আমার হৃদয় আমাকে তা-ই করতে বলছে—আর আমি দেবতার দৃষ্টির সামনে বসে মিথ্যা শপথ নেব না জেনো। অ্যাকিলিস এখানে অপেক্ষা করুক কিছুক্ষণ, যদিও জানি
১৯০ সে যুদ্ধে যেতে উন্মুখ বড়; বাকিরাও একসাথে থাকুক এখানেই, যতক্ষণ না আমার কুটির থেকে উপহারসামগ্রী আসছে এখানে, যতক্ষণ আমরা দুজন বিশ্বাসের শপথ নিচ্ছি দেবতাদের প্রতি কিছু উৎসর্গ করে। তোমার প্রতি অডিসিয়ুস আমি দিচ্ছি এ-কাজের ভার।° আমার আদেশ: তুমি সকল গ্রিকের মাঝ থেকে সেরা তরুণদের বেছে নাও আমার জাহাজ থেকে উপহারসামগ্রী বয়ে আনার কাজে, সেসব উপহার যেসব কাল রাতে তুমি অ্যাকিলিসকে দেবে
১৯৫ বলে প্রতিজ্ঞা রেখেছিলে। সেই সাথে এই তরুণেরা মেয়েটিকেও নিয়ে আসে যেন। আর গ্রিকদের এ বিশাল শিবিরের মাঝে ট্যালথিবিয়াস তক্ষুনি এক

বুনো শুয়োর [জবাইয়ের জন্য] তৈরি করে নিক; আমি সেটা উৎসর্গ দেব জিউস ও [সূর্য] হেলিওসের প্রতি।'

এবার তার প্রতি সম্ভাষণ রেখে দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস বলল উত্তরে :

'অ্যাট্রিউসের সবচে সম্মানিত ছেলে, আগামেমনন, মানুষের রাজা। তুমি যদি অন্য কোনো সময়ে ব্যস্ত হও এইসবে, তাহলেই ভালো হয়, অর্থাৎ যখন ২০০ লড়াইয়ে সামান্য হলেও আসবে যতি, আমার বুকের মত্ততা অল্প হলেও কমে যাবে। কিন্তু এখন আমাদের মানুষেরা পড়ে আছে ছিঁড়ে-কেটে-বিকৃত হয়ে। তাদের প্রায়ামপুত্র হেক্টর—যেহেতু জিউস সানুগ্রহে তাকে দিয়েছে যশগৌরব—কতল করেছে। আর তোমরা দুজন আমাদের এখন বলছ আহার সেরে নিতে! আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, আমি সত্যি চাই, এখনও চাই গ্রিক সন্তানেরা না ২০৫ খেয়ে, খালি পেটেই লড়াইয়ে নামুক; পরে সূর্য ডুবে এলে, আমাদের প্রতি অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হলে, তাদের জন্য বিশাল ভোজের আয়োজন করা যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি চাচ্ছি কোনোকিছুই না নামুক আমার গলা দিয়ে—না কোনো খাবার, না কোনো পানীয়। কারণ আমার বন্ধু মারা গেছে, সে ২১০ এখন শুয়ে আছে ওখানে আমার কুটিরে ধারাল বল্লমের ঘায়ে দেহ বিকৃত হয়ে, তার দুই পা দরজার দিকে রেখে,° আর তাকে ঘিরে আমাদের সহযোদ্ধারা সব করে যাচ্ছে শোক। আমার হৃদয়ের মাঝে এ-মুহূর্তে খাদ্য ও পানীয় নিয়ে আগ্রহ নেই কোনো। [আমার আগ্রহ] শুধু জবাই, রক্ত আর মানুষের যন্ত্রণাকাতর গোঙানির মাঝে।'

তখন তাকে উত্তর দিল অডিসিয়ুস, হাজার-বুদ্ধির বীর, বলল এই কথা : ২১৫

'ও পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিস, গ্রিকদের মাঝে শক্তিতে বাকিদের চেয়ে অনেক বড় তুমি। আমার চেয়ে শক্তি নিশ্চিত তোমারই বহু বেশি এবং বল্লমে তুমি আমার চেয়ে পারদর্শী বহু গুণে। কিন্তু বিচার-বুদ্ধিতে—আমি যেহেতু বয়সে বড় আর অভিজ্ঞতাও তোমার থেকে বেশি—আমি তোমাকে নিশ্চিত অনেক ছাড়িয়ে যাব। অতএব তোমার মনে ধৈর্য রেখে আমি যা বলি তা শোনো। ২২০

'মানুষের যুদ্ধের ক্ষুধা আসলে খুব দ্রুতই মিটে যায়: তাদের ব্রোঞ্জ হয়তো মাটিতে খড়ের মতো করে অগণ্য পরিমাণে লাশ ফেলে দেয়, কিন্তু জিউস—যে মানুষের জন্য যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণকর্তা দেব—যখন যুদ্ধের পাল্লা ঘুরিয়ে ফেলে, তখন দেখা যায় [ঐ ঝুঁকির বিপরীতে] শস্য অতি সামান্যই উঠেছে হাতে।° গ্রিকরা কোনো মৃত লোকের জন্য শোক করবে খালি পেটে? অসম্ভব সেটা। দিনের পর ২২৫ দিন, একের পর এক মানুষের লাশ পড়ছে বিশাল সংখ্যায়। তা-ই যদি হয়, তাহলে কোনো লোক তার খাটুনির থেকে সামান্য বিশ্রামটা কখন পাবে বলো? না, আমাদের উচিত মন শক্ত করে নেওয়া, যারা মারা গেছে তাদের কবর দিয়ে দেওয়া, আর কান্নাকাটি যা করার তা একদিনের মধ্যে করা।

২৩০ 'যারা যারা এ ঘৃণ্য লড়াইয়ের মাঠে এখনও বেঁচে আছে, তাদের এখন উচিত অবশ্যই খাদ্য ও পানীয়ে মন দেওয়া, যেন আমরা শত্রুর বিপক্ষে পরে লড়তে পারি আরও ভালো করে—অক্ষয় ব্রোঞ্জে শরীর মুড়ে নিয়ে লড়ে যেতে পারি বিরামহীন, অক্লান্তভাবে। অতএব আমাদের কেউ যেন আর এখানে বসে না থাকে, যেন কী করতে হবে তা নিয়ে কোনো দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা না ২৩৫ করে থাকে। এটাই আদেশ, এটাই হুকুমনামা: গ্রিক জাহাজের কাছে যে লোক থেকে যাবে, তার ভাগ্যে মন্দ আছে খুব। নাহ্, আমরা সব একটাই দল হয়ে সুতীব্র যুদ্ধ জাগিয়ে তুলব ঐ ঘোড়া-পোষ-মানানো ট্রোজানদের বিপরীতে।'

এ-ই বলল অডিসিয়ুস, এবং তার সাথে যেতে বলল সুনামখ্যাত নেস্টর পুত্রদের, ফাইলিয়ুসপুত্র মেজিস ও সেই সাথে থোয়াস, মেরাইয়োনিজ, ক্রিওনপুত্র ২৪০ লাইকোমিডিজ আর মেলানিপাসকেও। তারা রওনা দিল অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননের কুটিরের দিকে। তারপর তারা [ওখানে পৌঁছালে] যা যা বলা ছিল তা এক মুহূর্তের মাঝে সম্পন্ন করা হলো: তারা কুটির থেকে আনল সাতটি তেপায়া, যেমন আগামেমনন শপথ করেছিল অ্যাকিলিসকে দেবে; সেইসাথে বিশটা ঝিলিক দেওয়া বড় কড়াই ও বারোখানি ঘোড়া; এবার তারা দ্রুত বেছে ২৪৫ নিল মোট সাতজন নারী যারা হাতের সূক্ষ্ম কাজে খুব দক্ষতা রাখে; আর অষ্টমজন ব্রাইসিয়িস, ফর্সা-গাল মেয়ে। এরপর অডিসিয়ুস মোট দশ ট্যালেন্ট সোনা ওজন করে নিল; সে সামনে থেকে পথ দেখাল বাকিদের, গ্রিক তরুণেরা তার পেছন পেছন আনল উপহারগুলো।

তারা এসব রাখল দরবারস্থলের মাঝখানে। আগামেমনন উঠে দাঁড়াল ২৫০ এবার, ট্যালথিবিয়াস দাঁড়াল জনতার এই রাখালের পাশে। ট্যালথিবিয়াসের কণ্ঠ কোনো দেবতার মতো, তার হাতে সে ধরে ছিল এক বন্য শূকর। অ্যাট্রিউসপুত্র এবার হাতে টেনে নিল ছোরা যেটা সর্বদা ঝুলে থাকে তার তরবারির বড় খাপের সাথে। দেবতাদের প্রতি সে উৎসর্গ শুরু করল শূকরের মাথা থেকে চুল কেটে ২৫৫ নিয়ে, তারপর দু-হাত জিউসের উদ্দেশে ওপর দিকে তুলে সে জানাল প্রার্থনা। তখন অন্য সব গ্রিক যথাযথ নীরবতায় যার যার আসনে রইল বসে, তারা শুনতে লাগল তাদের রাজা [প্রার্থনায়] কী বলে। আগামেমনন ওপরের বিস্তৃত উঁচু আসমানে চোখ তুলে বলল তার প্রার্থনাতে এই কথা :

'জিউস, দেবতাদের মাঝে শীর্ষতম ও সবচে সেরা জন, সে আমার প্রথম সাক্ষী হোক। আরও সাক্ষী হোক পৃথিবী, সূর্য ও ফিউরি দেবীগণ যারা মাটির ২৬০ নীচে প্রতিশোধ নেয় সেসব মানুষের ওপরে, যে মানুষেরা মিথ্যা শপথ নিয়ে থাকে। [আমার শপথ] আমি কখনোই হাত দিইনি ব্রাইসিয়িস মেয়েটার গায়ে, হোক তা তাকে বিছানায় নেওয়ার কামনা থেকে বা অন্য কোনো কারণেও। সে

এতদিন আমার কুটিরগুলোর এখানে থেকেছে সম্পূর্ণ না-ছোঁয়া অবস্থাতে। আমার এ শপথের কোনোকিছু যদি মিথ্যা হয়, তাহলে দেবতারা যেন আমাকে ওই সব ভোগান্তি দান করে যা তারা দেয় তাদের নাম নিয়ে মিথ্যা শপথ করা পাপীদের প্রতি।' ২৬৫

এ-ই বলল আগামেমন, আর নির্দয় ব্রোঞ্জের আঘাতে শূকরটার গলা কেটে দিল। ট্যালথিবিয়াস পশুটির শরীর হাতে ঘুরিয়ে নিয়ে ছুড়ে দিল ছাইরঙা লবণ সাগরের বিশাল বিস্তৃতির দিকে, মাছেদের জন্য খাবার রূপে।° অ্যাকিলিস দাঁড়াল এবার, বলল যুদ্ধপ্রেমী গ্রিকদের প্রতি :

'পিতা জিউস, কী ভয়ংকরভাবে তুমি মানুষের মনকে মতিবিভ্রমের মধ্যে ফেলো! অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন কোনোদিনই আমার হৃদয়ের মাঝে পারত না এত বেশি ক্রোধ জাগাতে, পারত না আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোঁয়ারের মতো আমার কাছ থেকে মেয়েটাকে কেড়ে নিতে, যদি জিউস তুমি—যে কোনোভাবেই হোক—না চাইতে যে অনেকানেক গ্রিকের ওপরে মৃত্যু আসুক নেমে। এখন যাও [তোমরা] তোমাদের খাবার বানাও, যাতে আমরা শীঘ্র [যুদ্ধদেব] আইরিজের যুদ্ধে যোগ দিতে পারি।' ২৭০ ২৭৫

এ-ই বলল সে, ঝটপট ভেঙে দিল দরবার। এরপরে বাকি সবাই ছড়িয়ে গেল, যে যার জাহাজের দিকে রওনা দিল। কিন্তু বীরোচিত-মন মারমিডনেরা ব্যস্ত হয়ে গেল উপহারসামগ্রী নিয়ে, তারা ওগুলি বয়ে আনল দেবতুল্য অ্যাকিলিসের জাহাজের কাছে। উপহারগুলো তারা রাখল তার তাঁবু অভ্যন্তরে, মেয়েদের বসালো ওখানে, আর [অ্যাকিলিসের] গর্বিত অনুচরের দল ঘোড়াগুলো চালিয়ে নিয়ে গেল ঘোড়ার পালের দিকে। ২৮০

কিন্তু ব্রাইসিয়িস, তাকে দেখতে লাগে সোনালি আফ্রোদিতির মতো, যখন দেখল প্যাট্রোক্লাস ওখানে শুয়ে আছে, ধারাল ব্রোঞ্জে তার শরীর বিকৃত, সে নিজেকে ছুড়ে দিল তার গায়ে, চিৎকার দিল তীব্র বিলাপ তুলে, আর নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল তার স্তন, নরম গলা ও সুন্দর মুখ। এরপর সে, দেবীদের মতো এক নারী, বিলাপধ্বনি তুলে বলল এই কথা : ২৮৫

'প্যাট্রোক্লাস, তুমিই ছিলে আমার হৃদয়ের সবচে বড় খুশি; আহ্ কী হতভাগা আমি! যখন আমি চলে যাই এই তাঁবু থেকে, তখনও জীবিত ছিলে তুমি। আর এখন ফিরে এসে দেখি তুমি, সেনাবাহিনীর নেতা, মারা গেছ। কীভাবে আমার পেছনে চিরকাল অশুভের পরে আরেকটা অশুভ ধেয়ে আসে! আমাকে দেখতে হলো যে আমার স্বামী—যার হাতে আমার বাবা ও রানিতুল্য মাতা আমাকে তুলে দিয়েছিল—আমার শহরের সামনে ধারাল ব্রোঞ্জের ঘায়ে ২৯০

বিকৃত হয়ে পড়ে আছে। তারপর আমার তিন ভাই, আমার একই মায়ের পেটে জন্ম তাদের, এবং তিনজনই আমার প্রিয় ছিল খুব, মুখোমুখি হলো তাদের
২৯৫ মৃত্যু-দিনের। কিন্তু তুমি, এমনকি যখন ক্ষিপ্রগতি অ্যাকিলিস খুন করল আমার স্বামীকে, গুঁড়িয়ে দিল দেবতুল্য মাইনিজের শহর,° তখনও তুমি আমাকে কাঁদতে দিলে না। বরং ঘোষণা দিলে আমাকে তুমি দেবতুল্য অ্যাকিলিসের বৈধ বিয়ে-করা স্ত্রী বানাবে, আর তোমার জাহাজে করে আমাকে নিয়ে যাবে ফিথাইয়াতে, সেখানে মারমিডনদের জন্য আয়োজন করবে এক বিয়ের-ভোজের।° তাই তোমার মৃত্যুতে আমি তোমার জন্য বিরামহীন বিলাপ করে যাব। আহা, আমার
৩০০ প্রতি সর্বদাই কী দয়ালু ছিলে তুমি।'

কেঁদে কেঁদে এ-ই বলল সে, অন্য মেয়েরাও তার সাথে বিলাপ করে গেল। সত্যি প্যাট্রোক্লাসের জন্যই ছিল তাদের এ-বিলাপ, সেইসাথে নিশ্চিত তারা কাঁদল যে যার নিজের দুঃখ থেকেও। আর অ্যাকিলিসের চারপাশে গ্রিক প্রধানেরা সমবেত হলো, তারা তাকে মিনতি জানাল কিছু খেতে। কিন্তু সে তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল আর্তনাদ তুলে :

৩০৫ 'প্রিয় সহযোদ্ধাগণ, আমার ইচ্ছার প্রতি যদি তোমাদের কোনো শ্রদ্ধা থেকে থাকে, তাহলে মিনতি জানাই আমাকে এখনও বোলো না খাদ্য বা পানীয় দিয়ে আমার প্রিয় হৃদয় তুষ্ট করে নিতে, কারণ এখনও আমার হৃদয়ে আছে তীব্রতম শোক। আমি এখানেই থাকব সূর্য না ডোবা অবধি, আর [ক্ষুধা ও তৃষ্ণা] সয়ে যাব।'

এ-ই বলল অ্যাকিলিস, এবং অন্য রাজাদের পাঠিয়ে দিল তার কাছ
৩১০ থেকে। কিন্তু অ্যাট্রিউসের দুই ছেলে ও অডিসিয়ুস তার সাথে থেকে গেল, তাছাড়া থাকল নেস্টর, আইডোমেন্যুস ও ফিনিক্স—বৃদ্ধ রথের চালক। তারা চেষ্টা করে গেল তার অবিশ্রান্ত এ শোক প্রশমনের। কিন্তু তার শোক তার হৃদয়ের মাঝে প্রশমিত হবার নয় একটুও, যতক্ষণ না সে যাচ্ছে যুদ্ধের রক্তমাখা দু-চোয়ালের মাঝে। প্যাট্রোক্লাসের কথা মনে করে গভীরতম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অ্যাকিলিস বলল এই কথা :

৩১৫ 'হতভাগা মানবসন্তান, আমার বন্ধুদের মাঝে প্রিয়তমজন, আগে কতো কতো বার তুমি নিজে এই একই তাঁবুতে আমার সামনে রেখেছ সুস্বাদু খাবার—কী দ্রুততার সাথে, কেমন দক্ষতায়, যখন গ্রিকরা ব্যস্ত ঘোড়া-পোষ-মানানো ট্রোজানদের বিপরীতে অশ্রু-মাখা যুদ্ধ শুরু করার কাজে। কিন্তু এখন? তুমি শুয়ে আছ এইখানে, দেহ ছিন্নভিন্ন-বিকৃত। আমার মন চাইছে না কোনোরকম খাবার
৩২০ বা পানীয়, যদিও ওসব এখানে এ তাঁবুতেই আছে। কারণ তোমার জন্য আমার মন পুড়ছে খুব। আমার জন্য এর চেয়ে খারাপ কোনো দুর্দশা হওয়া সম্ভব নয়, এমনকি যদি আমি শুনি আমার পিতার মৃত্যুর কথা, তা-ও; যে পিতা এখন,

আমার বিশ্বাস, কোমল অশ্রু ফেলে কাঁদছে ফিথাইয়াতে তার প্রিয় পুত্রকে হারাবার শোকে, যে-পুত্র এক বিদেশের মাটিতে ট্রোজানদের সাথে লড়ে যাচ্ছে ঐ হেলেন নামের মেয়েটার হেতু, ঐ বিপর্যয়-বয়ে-আনা মেয়ে। এমনকি যদি ৩২৫ আমি শুনি আমার নিজের প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর কথা, যাকে আমার জন্য পেলে বড় করা হচ্ছে স্কাইরোসে—ঐ পুত্র আমার, দেবতুল্য নিওপ্টলেমাস নাম—তা-ও। আহা, জানি না আজও সে জীবিত আছে কিনা!° আজকের এদিন অবধি আমার বুকের মাঝের হৃদয়ে আশা ছিল শুধু আমি একা ঘোড়া-চরানো আর্গজ থেকে দূরে এখানে এই ট্রয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব; আর তুমি, প্যাট্রোক্লাস, ফিরে যাবে ৩৩০ ফিথাইয়ায়, তারপর স্কাইরোস থেকে আমার ছেলেকে তোমার দ্রুতগামী জাহাজে করে নিয়ে এসে দেখাবে সবকিছু: আমার বিষয়-সম্পদ, সেবাদাসীর দল ও বিশাল উঁচু-ছাদ বাড়িটিকে। পেলিউস [আমার পিতা] মনে হয় এতদিনে নিশ্চিত মারা গেছে, বিদায় নিয়েছে; কিংবা সে তার শোচনীয় বৃদ্ধ বয়সে এখনও ঝুলে ৩৩৫ আছে দুর্দশাভরা জীবন কোনোমতে আঁকড়ে ধরে, সর্বদা আশঙ্কা করে যাচ্ছে এই বুঝি তার কানে আসবে এক নিঠুর সংবাদ যে আমি নিহত হয়েছি।'

এ-ই বলল সে কেঁদে কেঁদে আর প্রবীণেরাও শোক করল তার সাথে, তারা প্রত্যেকে মনে করল কে কী ফেলে এসেছে নিজের বাড়িতে, ঘরে।

যখন তারা শোক করছে এভাবে, ক্রোনাসপুত্র [জিউস] দেখল তাদের, তার ৩৪০ মন ছুঁয়ে গেল দয়া ও মায়ায়। অবিলম্বে সে অ্যাথিনার প্রতি বলল তার ডানাওয়ালা কথা :

'বাছা আমার, দেখছি যে তুমি তোমার নিজের যোদ্ধাকে পরিত্যাগ করেছ একদমই। তোমার বুকে কি আর অ্যাকিলিসকে নিয়ে উদ্বেগ নেই কোনো? সে দ্যাখো বসে আছে তার জাহাজবহরের—পেছন-ভাগ অনেক উঁচু জাহাজের—সামনের দিকে, কেঁদে যাচ্ছে প্রিয় বন্ধুর শোকে। বাকিরা সবাই গেছে তাদের ৩৪৫ খানাপিনা সেরে নিতে, কিন্তু সে আছে উপোস করে, খাচ্ছে না কিছু। নাহ্, তুমি যাও, গিয়ে তার বুকের মাঝে ঢেলে দাও পুষ্পমধু ও মনোহর অমৃতসুধা, যেন তার ফলে ক্ষুধার-কামড় তাকে বিপর্যস্ত না করে।'

এই কথা বলে জিউস অ্যাথিনাকে তাড়না দিল, অবশ্য অ্যাথিনা আগে থেকেই ব্যগ্র ছিলো খুব। সে উঁচু আকাশের স্বচ্ছ বায়ুর মাঝ দিয়ে ছোঁ মেরে ৩৫০ নেমে এল এক বাজপাখির ছদ্মবেশে—বিশাল ডানা ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠের এক বাজ। যখন গ্রিকরা পুরো শিবির জুড়ে সশস্ত্র করছে নিজেদের, সে অ্যাকিলিসের বুকে ঢেলে দিল পুষ্পমধু ও মনোহর অমৃত,° যেন ক্ষুধার শোচনীয় ঢেউ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেড় দিয়ে না ধরে। তারপর অ্যাথিনা ফিরে গেল তার পরাক্রমশালী পিতার ৩৫৫ মজবুত বানানো বাড়িটাতে। এবার দ্রুতচারী জাহাজ থেকে শুরু হলো গ্রিক

সেনাদের নির্গত হওয়া। যেভাবে জিউসের আসমান থেকে ডানা ঝাপটে নামে ঘন ও গাদা গাদা তুষারফলক, বরফজমাট ওরা, উপরের হাওয়ায় জন্ম নেওয়া উত্তরা বায়ু ঝাপটা দিয়ে ওদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে—সেভাবে গ্রিকদের অত্যুজ্জ্বল
৩৬০ ঝলমলে শিরস্ত্রাণ, মাঝখানে সমুন্নত অংশে কারুকাজ করা ঢাল, শক্ত পাত দেওয়া ঊর্ধ্বাঙ্গ বর্ম ও অ্যাশকাঠের বল্লম সব স্রোতের মতো ঘন ও গাদা হয়ে বেরুতে লাগল জাহাজবহর থেকে। তাদের দ্যুতি উঠে গেল উঁচু আসমানে, চারপাশের পৃথিবী স্মিত হেসে উঠল ব্রোঞ্জের ঝলকানি থেকে। এবং মানুষের পায়ের নীচ থেকে উপরে উঠল এক বিশাল নিনাদ।

তাদের এসবের মাঝখানে দেবতুল্য অ্যাকিলিস শুরু করল যুদ্ধসাজ পরা।
৩৬৫ তার দাঁতপাটি কড়মড় করে উঠল একসাথে, তার চোখ জ্বলে উঠল আগুনের ঝলকের মতো, এবং দুর্বহ দুঃখ-শোক প্রবেশ করল তার হৃদয়ের মাঝে। ট্রয়বাসীদের প্রতি মনে এরকম প্রচণ্ড ক্রুদ্ধতা নিয়ে সে পরে নিল দেবতার উপহারগুলি, যা দেবতা হেফিস্টাস তার সূক্ষ্মশিল্প ও শ্রম দিয়ে গড়ে দিয়েছে তাকে।

প্রথম সে পায়ে বেঁধে নিল পা-ঢাকা খোলক, কী সুন্দর ওইগুলি, রূপার
৩৭০ গোড়ালি-কবচ লাগানো ছিল তাতে। এরপর সে বুক ঢাকল ঊর্ধ্বাঙ্গের বর্ম দিয়ে। কাঁধের ওপরে সে ছুড়ে দিল তার রৌপ্যখচিত ব্রোঞ্জের তরবারি, তারপরে হাতে তুলে নিল সুবিশাল, মজবুত ঢাল, যার দূর-অবধি যাওয়া দ্যুতি দেখতে ঠিক চাঁদের দীপ্তির মতো লাগে। যেভাবে কোনো প্রজ্জ্বলন্ত আগুনের দ্যুতি খোলা সাগরবক্ষের
৩৭৫ নাবিকদের চোখে পড়ে—সে আগুন জ্বলছে এক পর্বত চূড়ায়, তাতে পুড়ে যাচ্ছে উঁচুতে ভেড়া-চরানোর নিঃসঙ্গ প্রান্তর—যে নাবিকেরা তাদের প্রিয়জনদের থেকে, মহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ঝড়োহাওয়ার টানে দূরে ভেসে যাচ্ছে মাছে-ভরা অতলের 'পরে—সেভাবে অ্যাকিলিসের চমৎকার, সূক্ষ্ম-কাজ করা ঢাল থেকে দ্যুতি ও জ্যোতি
৩৮০ উঠে গেল আসমানে, স্বর্গের দিকে। এবার সে শক্তিশালী শিরস্ত্রাণ তুলে বসালো মাথার উপরে; ঘোড়ার-কেশরের চূড়া বসানো এই শিরস্ত্রাণ ঝলমল করে উঠল কোনো তারার মতো করে, আর চূড়ার ওখানে হেফিস্টাস ঘন-পুরু করে বেঁধে দিয়েছে যে সোনালি পালক, তারা দুলল হাওয়ায়। এরপর দেবতুল্য অ্যাকিলিস বর্মসাজ ঠিকঠাক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিল। সে দেখতে চাইছিল ওটা তার
৩৮৫ শরীরে ঠিকমতো বসেছে কিনা, তার চকচকে হাত পা সব নড়তে পারছে কি না বাধাহীনভাবে। ওটা তার কাছে মনে হলো যেন ডানা, আর সেই ডানায় [ভর দিয়ে] জনতার এ রাখাল যেন উপরে উঠে গেল। এরপর সে তার পিতার বল্লম বের করল সিন্দুক থেকে—এক ভারি, মোটা ও প্রকাণ্ড বল্লম, গ্রিকদের অন্য কেউ তা তুলতে অসমর্থ বটে, শুধু অ্যাকিলিসই জানে কী করে ওঠাতে হয় সেটা। এ সেই পিলিয়ন

অ্যাশকাঠের বল্লম যা সেনটোর কাইরন তার প্রিয় পিতার হাতে দিয়েছিল পিলিয়ন ৩৯০
পর্বতের শৃঙ্গ থেকে [কেটে নিয়ে], সমস্ত যোদ্ধার জন্য মৃত্যুদূত করে।

ইতিমধ্যে অটোমেডন ও আলসিমাস ব্যস্ত হয়ে গেল ঘোড়া রথে জোতা নিয়ে। তারা সুন্দর জোয়ালের ফিতা বেঁধেছে ঘোড়াদের ওপরে, চোয়ালের অংশও পরিয়েছে ঠিকমতো, আর ঘোড়াদের পেছন দিকে লাগাম টেনে নিয়ে গেছে মজবুত-জোড়া-দেওয়া রথের কাছটাতে। অটোমেডন এরপর এক ৩৯৫
উজ্জ্বল চাবুক কায়দামতো তুলে নিয়েছে হাতে, তারপর লাফিয়ে উঠেছে ঘোড়ার পেছনে, আর তার পেছনে চড়েছে অ্যাকিলিস—পুরো যুদ্ধসাজে সজ্জিত। উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে সে তার বর্মসাজে ঝলমল করছিল সূর্যদেব হাইপেরিয়নের মতো। এবার অ্যাকিলিস এক ভয়ংকর চিৎকার তুলে ডেকে বলল তার পিতার ঘোড়াদের :

'জানথাস ও বালিয়াস, বহু বিখ্যাত পোদারগি-র সন্তান তোরা!° এবার কিন্তু ৪০০
একটু বেশি যত্ন নিস তোদের রথচালক লোকটিকে গ্রিকবাহিনীর কাছে ফিরিয়ে আনা নিয়ে, অর্থাৎ আমাদের যুদ্ধ-ক্ষুধা যথেষ্ট পরিমাণে মিটে গেলে পরে। তাকে আবার তখন তোরা যেন যুদ্ধের মাঠে মৃত ফেলে রেখে আসিস না যেভাবে প্যাট্রোক্লাসের বেলায় এসেছিলি।'

এবার রথকাঠের জোয়ালের নীচ থেকে কথা বলে উঠল জানথাস,° চকিত-পায়ের দ্রুতচারী এক ঘোড়া। সে হঠাৎ তার মাথা নোয়ালো নীচ দিকে। তার সব ৪০৫
কেশর জোয়ালের পাশে জোয়াল-ফিতার স্থান থেকে নীচে বয়ে যাচ্ছে স্রোতস্বিনীর মতো, ছুঁচ্ছে মাটিকে, আর শুভ্র-বাহু দেবী হেরা এর মুখে দিল ভাষা :

'আমরা এ দফায় নিশ্চিত তোমাকে ফিরিয়ে আনব নিরাপদে, বলশালী অ্যাকিলিস। কিন্তু তোমার মৃত্যুর দিন তো কাছে এসে গেছে। তোমার মৃত্যুর কারণ আমরা হব না, তা হবে এক মহান দেবতা, আর তা ঘটবে তোমার ৪১০
মহাপ্রতাপশালী নিয়তির হেতু।° আমাদের কোনো ঢিলেমি বা অযত্ন থেকে যে ট্রোজানেরা প্যাট্রোক্লাসের কাঁধ থেকে বর্মসাজ খুলে নিয়েছিল, এমন নয়। ওটা করেছিল দেবতাদের সেরা, মোহিনীকেশ লেটোর গর্ভে জন্ম নেওয়া দেবতা [অ্যাপোলো]। সে-ই তাকে হত্যা করেছিল সম্মুখসারির সেনাদের মাঝে, আর হেক্টরকে দিয়েছিল বিজয়গৌরব। আমরা দুজন দৌড়াতে পারি পশ্চিমা বায়ুর ৪১৫
দমকের দ্রুততা নিয়ে, যাকে মানুষেরা পৃথিবীর সব থেকে দ্রুতগতির হাওয়া বলে থাকে। কোনো দেবতা ও কোনো মানুষের শক্তির হাতে যদি তুমি [তারপরও] মারা পড়ো, তা তবে তোমার নিয়তিই বটে।'

যখন ঘোড়া কথা বলছে এ-রকম করে, তখন ফিউরি দেবীরা° তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিল, এবং দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস, সে মনে মনে অনেক ক্ষেপে গেছে, বলল তাকে :

৪২০ 'জানথাস, কেন তুই আমার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করছিস এইভাবে? তার কোনো দরকার নেই। আমি নিজেই ভালোভাবে জানি যে এখানে—আমার প্রিয় পিতা ও মাতা থেকে বহু দূরে—মৃত্যু ঘটা আমার নিয়তিতে আছে। কিন্তু তাই বলে তো আমি থামতে রাজি নই। আমি থামব না যতক্ষণ ট্রোজানদের তাদের যুদ্ধ-ক্ষুধা পারছি পুরো খাইয়ে-মিটিয়ে দিতে।'

৪২৪ বলল সে, আর সম্মুখ সারির নেতাদের প্রতি এক জোর রণহুঙ্কার ছুড়ে সামনে ছুটিয়ে নিয়ে গেল তার একখুরের ঘোড়া।

টীকা

১৯:৩৮-৩৯ প্যাট্রোক্লাসের নাকে...অক্ষত থেকে যাবে: সুগন্ধি-অমৃত (ambrosia) ও পুষ্পমধু (nectar) দেবদেবীদের খাদ্য। বোঝাই যাচ্ছে এ দুই জিনিসের ক্ষমতা আছে শরীরকে পচন থেকে বাঁচানোর।

১৯:৫৯ আর্টেমিজ যদি...জাহাজের পাশে: পুরাণে এমনটাই ধরা হয়ে থাকে যে দেবী আর্টেমিজই নারীদের আকস্মিক মৃত্যু ঘটার পেছনে দায়ী। অনুমান করা যায়, সে সময়ে সন্তান প্রসবকালীন ও অন্যান্য অসুখে প্রচুর নারীর মৃত্যু হতো। গ্রিকরা ভাবত, এতে আর্টেমিজের হাত আছে।

১৯:৬০ লারনেসাস: ট্রোয়াড অঞ্চলের একটি শহর। এ শহরের পতনের বিবরণ আছে ২:৬৯০-৬৯৩ অংশে।

১৯:৭৮-৮৫ আমার বন্ধুরা, গ্রিক...কথা শুনো মন দিয়ে: আগামেমননের ভাষণের বেশ সন্ত্রস্ত-বিচলিত এক শুরু। সে নার্ভাস যে অন্য কেউ তার কথার মধ্যে বুঝি বাধা দেবে। হঠাৎ এই সম্ভাবনা নিয়ে ভাবছে কেন রাজা? আসলে সবার সামনে এভাবে দোষ স্বীকার করে মাফ চাইতে হচ্ছে বলে সে মহা অস্বস্তিতে রয়েছে।

১৯:৮৭ সর্পকেশী ফিউরি দেবীর যে অন্ধকারে হাঁটে: *ইলিয়াড*-এ বহুবার আছে ফিউরি দেবীদের কথা। ফিউরিজ (Furies) এদের লাতিন নাম; গ্রিক নাম 'এরিনিয়েস'। এদের মাথার চুলগুলি সব সাপ, চোখ থেকে বেরোচ্ছ রক্তের ফোঁটা, আর শরীরের আকৃতি ডানাওয়ালা কুকুরের। নামেই বলেই দেয়, এরা সবসময়েই রেগে আছে। যে মানুষই বা যা-ই প্রকৃতির নিয়ম ভাঙে, এরা তাকে শাস্তি দেয়। পরিবারে বড়দের প্রতি ছোটরা খারাপ ব্যবহার করলে এরা ছোটদের শাস্তি দিয়ে থাকে এ-কথা আমরা আগেই জেনেছি (টীকা ১৫:২০৪)। তবে মহাকাব্যের এ-পর্বে আমরা জানছি যে ফিউরিদের দায়িত্বের পরিধি আরও ব্যাপক। ফিউরি দেবী 'অন্ধকারে হাঁটে' কারণ সে পাতালপুরের বা মৃত্যুর পরের জগতের বাসিন্দা (দেখুন টীকা ৯:৪৫৪-৪৫৫)।

১৯:৯১-১৩৬ জিউসের বড় মেয়ে...যখন এসব ঘটে: প্রাচীন গ্রিসের আরও অনেক কাহিনীতেই আমরা এ জিনিসটি দেখি যে, দেবতারা কোনো খারাপ কিছুর সাক্ষাৎ পেলে তা অলিম্পাসে নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং সেটার মানুষের পৃথিবীতে প্রবর্তন করা হয়। হেরা যেভাবে হেরাক্লিস ও ইয়ুরিসথিয়ুসের জন্ম-দিনের মধ্যে গণ্ডগোল ঘটিয়ে তার কাজ হাসিল করল, তাতে আতির (মতিবিভ্রম) ভূমিকা ছিল কিনা তা জানা যায় না; তবে আগামেমনন এখানে নিজের পরিস্থিতিকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা জিউসের পরিস্থিতির সঙ্গে সমান্তরাল করে দেখাচ্ছে তা স্পষ্ট। ('আতি' সম্বন্ধে আরও জানতে দেখুন এ-বইয়ের 'প্রধান চরিত্রসমূহ' অংশের 'দেবদেবী' ভাগটি)।

১৯:১২৬-১৩১ তক্ষুণি সে বুকে বিরাট...জমিনের 'পরে: এই অংশটুকুতে আমরা জানলাম কিভাবে আতিকে দেবরাজ্য অলিম্পাস থেকে বের করে দেওয়া হলো। অতএব আতি এখন কেন শুধু মানুষের পৃথিবীতেই ব্যস্ত তার একটা ব্যাখ্যা পেলাম আমরা।

১৯:১৪০-১৪৪ তোমার কুটিরে গিয়ে...তোমার মন ভরে: সেনা জমায়েতের পুরো সময়টায় এই একবারই আগামেমনন সরাসরি কথা বলল অ্যাকিলিসের সঙ্গে। তবে এখানেও সে অ্যাকিলিসের নাম বা তার জন্য কোনো সম্মানসূচক বিশেষণ ব্যবহার করল না (যেভাবে অ্যাকিলিস

আগামেমননের জন্য করল পংক্তি ১৪৬ ও ১৯৯-তে), স্রেফ বলল: 'তুমি'। আগামেমননের জন্য আসলে ক্ষমা চাওয়াটা কঠিন বলে মনে হচ্ছে; সে সেই মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারছে না যার প্রতি—সে জানে—সে অন্যায় করেছে। *ইলিয়াড*-এ এর পরে আমরা আর দেখব না আগামেমনন অ্যাকিলিসের সঙ্গে সরাসরি কথা বলছে। ২৩তম পর্বে অ্যাকিলিসের কথার কোনো উত্তরও দেবে না সে (২৩:১৫৬-১৬০ এবং ২৩:৮৯০-৮৯৪)।

১৯:১৭৭ যেমনটা পুরুষ...ঘটে থাকে: শুধু অল্প কিছু পাণ্ডুলিপিতেই এ পঙ্ক্তিটির দেখা মেলে। এর সঙ্গে মিল আছে ৯:২৭৬ সংখ্যক পঙ্ক্তির। সম্ভবত শালীনতার কথা বিবেচনায় রেখে কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে এ পঙ্ক্তিটিকে স্থান দেওয়া হয়নি।

১৯:১৯২ তোমার প্রতি অডিসিয়ুস...এ-কাজের ভার: পাঠকের মনে এখানে এই বোধটুকু জাগে যে, আগামেমনন অডিসিয়ুসের ওপরে খুশি নয়। নিজেকে এখন আগামেমনন যে অবস্থানে দেখছে—তার অধস্তনরা তার সমালোচনা করতে পারছে এবং অবাধ্য-অধস্তন অ্যাকিলিসের সামনে তাকে মাথা হেঁট করতে হচ্ছে—তাতে অডিসিয়ুসের ব্রাইসিয়িসকে অ্যাকিলিসের হাতে তুলে দেওয়াতে তার খুশি হবার কথাও নয়। পরিস্থিতি সার্বিকভাবে আগামেমননের প্রতিকূলে। অডিসিয়ুসের প্রতি তার কণ্ঠ এখানে বিরক্তির।

১৯:২১০-২১২ সে এখন শুয়ে...দরজার দিকে রেখে: মৃতদেহকে দাফনের আগে এভাবেই পা দরজার দিকে দিয়ে শুইয়ে রাখার প্রথা চালু ছিল। শরীরের এ অবস্থানটি প্রতীকীও—দরজার দিকে লাশের পা, অর্থাৎ তার ভূত বা আত্মা যেন দরজা থেকে বাইরে চলে যায়, যেন ঘরে আবার ফিরতে না পারে।

১৯:২২১-২২৪ মানুষের যুদ্ধের ক্ষুধা...সামান্যই উঠেছে হাতে: এই মেটাফরটির অর্থ আসলে সত্যিকারের কী তা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকা সৈন্যদের লাশের তুলনা টানা হলো মাটিতে কেটে পড়ে থাকা খড়ের সঙ্গে। আর সামান্য শস্যের ফলনের কথা উল্লেখ করে কবি সম্ভবত যুদ্ধে বিশাল ক্ষয়ক্ষতির সাপেক্ষে যে লাভ সামান্যই হয় সে কথা বললেন—বিশেষত এখন যখন সৈন্যেরা সব ক্ষুধার্ত, অতএব সামান্য পরিমাণ খাদ্যে তাদের চলবে না।

১৯:২৬৭-২৬৮ ট্যালথিবিয়াস পশুটির...জন্য খাবার রূপে: বোঝা গেল শপথগ্রহণের সময়ে উৎসর্গ করা পশুর মাংসকে ধরা হতো মানুষের জন্য খাওয়ার অনুপযোগী হিসেবে। শপথের কথাকে ধারণ করে সেই মাংস বুঝি দূষিত হয়ে গেছে, এমন সম্ভবতঃ।

১৯:২৯৫-২৯৬ অ্যাকিলিস খুন করল...মাইনিজের শহর: প্রথমবারের মতো আমরা জানলাম ব্রাইসিয়িস বিবাহিত ছিল। লারনেসাসের রাজা মাইনিজই সম্ভবত ছিল তার স্বামী, যদিও সেটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি এখানে। এর আগে (১:৩৯২ ও ৯:১৩২) তার পরিচয় দেওয়া হচ্ছে 'ব্রাইসিউজের মেয়ে' হিসেবে, 'মাইনিজের (বা অন্য কারো) স্ত্রী' হিসেবে নয়। পিতৃপরিচয় দিয়ে কোনো মেয়ের কথা বলার মানেই হলো, মেয়েটা তখনও অবিবাহিত। সে বিচারে, এই পঙ্ক্তিগুলি বিভ্রান্তিকর। অবাক ব্যাপার, অ্যাকিলিসের এই একই অভিযানে—যখন ব্রাইসিয়িস হারায় তার স্বামী ও ভাইদেরকে—হেক্টরের স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকিও তার পিতা ও ভাইদের হারায়। (দেখুন মহাকাব্যের ১:১৮৪)।

১৯:২৯৭-২৯৯ ঘোষণা দিলে আমাকে...এক বিয়ের-ভোজের: এরকম কথা অন্য কোথাও আমরা শুনিনি। ব্রাইসিয়িস জনসমক্ষে জানাল তার ও অ্যাকিলিসের মধ্যে বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনার কথা। কিন্তু তা কোনোদিন বাস্তবে হবে না, কারণ অ্যাকিলিস মারা যাবে মাত্র কদিন পরেই।

১৯:৩২৬-৩২৭ আমি শুনি আমার নিজের...জীবিত আছে কিনা: অ্যাকিলিসের পুত্র নিওপ্টলেমাসের নাম *ইলিয়াড*-এ এই একবারই উচ্চারণ করা হলো, যদিও তার পরোক্ষ-উল্লেখ আমরা আবার দেখব ২৪:৪৬৭ পংক্তিতে। স্কাইরোজ শহরে ডেইডামিয়া নামের এক মেয়ের গর্ভে অ্যাকিলিসের পুত্র সন্তানের পিতা হবার কথা, ট্রোজান মহাকাব্য চক্রে'র (epic cycle) 'সিপ্রিয়া'তে (Cypria) পাওয়া যায়। *ইলিয়াড*-এ অন্যত্র (৯:৬৬৮) আমরা শুনি অ্যাকিলিস স্কাইরোজ আক্রমণ করে দখলে নিয়েছে। নিওপ্টলেমাস—*ইলিয়াড*-এর পরে— ট্রয় দখলে বিরাট ভূমিকা রাখে এবং ট্রয়ের রাজা প্রায়ামকে হত্যা করে।

১৯:৩৫৩ পুষ্পমধু ও মনোহর অমৃত: দেখুন উপরের টীকা ১৯:৩৮-৩৯।

১৯:৪০০ জানথাস ও বালিয়াস... সন্তান তোরা: অ্যাকিলিসের অবিনশ্বর এই ঘোড়া দুটির বিষয়ে জানতে দেখুন টীকা ১৬:১৫৪।

১৯:৪০৪ কথা বলে উঠল জানথাস: হোমারের খুবই সাহসী এক আকস্মিক-ঘটা সৃজনশীলতা বা আবিষ্কার। হঠাৎ কোনো ঘোড়া কথা বলে উঠল, এ বিষয়টি বরং হাস্যকর হয়ে উঠতে পারতো, কিন্তু এমন এক উচ্চাঙ্গের ও বীরত্বপূর্ণ মুহূর্তের কালে এটা ঘটল যে, আমাদের মনে হলো ঘোড়ার কথা বলে ওঠা যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। অবশ্য হোমার এই অলৌকিক ঘটনার পেছনে যুক্তি রাখতে ভোলেননি: হেরা ঘোড়ার মুখে ভাষা দিয়েছিল (৪০৭), আর ফিউরি দেবীরা ঘোড়াটির কথা বলা থামিয়ে দিয়েছিল (৪১৮)।

১৯:৪১০-৪১১ তা হবে এক...নিয়তির হেতু: দেবতা অ্যাপোলো খুন করবে অ্যাকিলিসকে—আরও নিখুঁতভাবে বললে প্যারিস অ্যাপোলোর সাহায্য নিয়ে তীর মারবে অ্যাকিলিসের গোড়ালিতে।

১৯:৪১৮ তখন ফিউরি দেবীরা: ফিউরিদের (গ্রিকে 'এরিনিয়েস'; দেখুন উপরের টীকা ১৯:৮৭) উল্লেখ এ পর্বে আমরা তৃতীয় বারের মতো দেখলাম, এবারে প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ এক ঘটনার (ঘোড়ার কথা বলার) ইতি টানার কাজে।

ইলিয়াডের পৃথিবী: হেক্টর ও মেনেলাসের লড়াই

পর্ব - বিশ

অ্যাকিলিসের যুদ্ধে ফেরা

জিউস দেবদেবীদের সভা ডাকল, তাদের অনুমতি দিল যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার—অ্যাপোলো ঈনিয়াসকে রাজি করাল অ্যাকিলিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে—অ্যাকিলিস ও ঈনিয়াসের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ—দেবতা পসাইডন বাঁচাল ঈনিয়াসকে—শুরু হলো বিক্ষুব্ধ অ্যাকিলিসের হাতে ট্রোজান সেনা হত্যার তাণ্ডবলীলা।

বিষয়বস্তু

এর আগের পর্বটি শেষ হয় দেবতার বানানো বর্ম পরে অ্যাকিলিসের এই ঘোষণা জানানোর মধ্য দিয়ে যে সে ততদিন পর্যন্ত থামবে না যতদিন ট্রোজানদের যুদ্ধের খায়েশ মিটে যাচ্ছে। তার এই যুদ্ধসাজ পরিধান ও এই ঘোষণা আমাদেরকে তার বীরগাথা প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রস্তুত করে তোলে। কিন্তু এ-পর্বে কবি তার সমস্ত কৌশলের ব্যবহার করে অ্যাকিলিসের বীরগাথা সংঘটন বা কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স ঘটাকে পিছিয়ে দেন। প্রথমে কবি অনুষ্ঠিত করেন দেবতাদের সভা, তারপর তিনি বয়ান করেন দুটো দ্বন্দ্বযুদ্ধ—অ্যাকিলিস ও ঈনিয়াসের মধ্যে, পরে অ্যাকিলিস ও হেক্টরের মধ্যে। দুটোই স্রেফ নিষ্ফল যুদ্ধে রূপ নেয়। তবে এ-পর্বটির একদম শেষে গিয়ে শুরু হয়ে যায় অ্যাকিলিসের বীরগাথা, ১৪ ট্রোজান যোদ্ধাকে সে খুন করে একের পর এক। এ-পর্যায়ে দু বার হেক্টর ঝাঁপিয়ে আসে তার ওপরে, কিন্তু দু বারই অনিবার্য ঘটনাটির সংঘটন স্থগিত করে দেন কবি। শুরুতে দেবতাদের যে জমায়েত তার সঙ্গে মিল আছে আগের পর্বে গ্রিকদের

জমায়েতের এবং, ঠিক যেমন প্রথম পর্বে অ্যাকিলিসের ক্রোধের পরপরই এসেছিল জিউসের পরিকল্পনার ঘোষণা (১: ৫২৩-৫২৭), তেমনই এখানে আগের পর্বে অ্যাকিলিসের ক্রোধের ইতি ঘটার পরপরই এ-পর্বে এল জিউসের ঘোষণা যে সে এখন এই যুদ্ধ থেকে নিজের নিয়ন্ত্রণ তুলে নিচ্ছে, দেবতারা এখন যে-পক্ষে খুশি লড়তে বা সাহায্য দিতে পারে। এ-পর্বের দ্বন্দ্বযুদ্ধগুলি ২২তম পর্বের চূড়ান্ত ও আসল দ্বন্দ্বযুদ্ধটির অশুভ প্রস্তুতি ও পূর্বাভাস মাত্র। দেবতা পসাইডন এখানে ঈনিয়াসকে নিয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে—অর্থাৎ সে বেঁচে থাকবে এবং তার বংশধরেরা একদিন ট্রোজানদের শাসনকর্তা হবে—তা হোমার গবেষণায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। পসাইডনের এই ভবিষ্যদ্বাণীকে কেন্দ্র করে যেমন হোমারের আসল পরিচয় ও ইলিয়াড-এর রচনাকাল বের করার চেষ্টা হয়েছে, তেমনি ভার্জিলের মহাকাব্য ঈনিদ-এ এই একই ঈনিয়াসের হাতে রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হওয়া নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে যে হোমার থেকে ভার্জিলে ঘটে যাওয়া এ-ঘটনা স্রেফ কাকতালীয় কি না। সে বিষয়ে আলোকপাত করা হলো এ-বইয়ের শেষে পাঠ-পর্যালোচনা অংশে।

সারসংক্ষেপ

১-৭৪: জিউস সব দেবদেবীকে এক জমায়েতে ডাকল, তাদের আমন্ত্রণ জানাল যুদ্ধে অংশ নেওয়ার। দেবদেবীরা দাঁড়িয়ে গেল যুদ্ধে নামবে বলে।

৭৫-১০৯: অ্যাপোলো ঈনিয়াসকে ভর্ৎসনা জানাল ও তাড়না দিল অ্যাকিলিসের বিপক্ষে লড়াইয়ে নামতে। ঈনিয়াস তাতে অনিচ্ছুক কারণ তার পূর্ব-অভিজ্ঞতা বলে তাকে একবার পালাতে হয়েছিল অ্যাকিলিসের কাছ থেকে। অ্যাপোলো জানাল ঈনিয়াসের মা আফ্রোদিতি অ্যাকিলিসের মা থেটিসের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী দেবী।

১১০-১৫৫: নিজের অহংকারের সুতোয় টান পড়তেই ঈনিয়াস রাজি হয়ে গেল অ্যাকিলিসকে চ্যালেঞ্জ জানাতে। হেরা তার আশঙ্কা প্রকাশ করল, পসাইডন প্রস্তাব রাখল তারা দূরে বসে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে; দেবতারা মাঠ ছাড়ল। দু পক্ষের দেবদেবীরা দু আলাদা জায়গায় বসে যুদ্ধ দেখতে লাগল।

১৫৬-২৫৮: অ্যাকিলিস ঈনিয়াসকে খোঁটা দিল এ-কথা বলে যে রাজা প্রায়াম তার নিজ পুত্রদের ঈনিয়াসের ওপরে অগ্রাধিকার দেয়; সে তাকে আরও স্মরণ করাল আগেরবার তার হাতে তাড়া খেয়ে পালানোর কথা। ঈনিয়াস তার বংশ নিয়ে বেশ বড়াই করল।

২৫৯-৩৩৯: শুরু হলো দুজনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। দুজনে অহেতুক বর্শা ছুড়ল, পরে অ্যাকিলিস হাতে নিল তার তরবারি, ঈনিয়াস নিল বিশাল এক পাথর। দেবতা পসাইডন জানাল যে ঈনিয়াসের মৃত্যু ট্রয়ে হবে না; পসাইডন উদ্ধার করল তাকে।

৩৪০-৪১৮: অ্যাকিলিস উদ্দীপিত করল গ্রিকদের, হেক্টর জাগাল ট্রোজানদের। অ্যাকিলিসের হাতে মারা পড়ল অনেক ট্রোজান, যার মধ্যে আছে হেক্টরের ভাই পলিডোরাসও।

৪১৯-৫০৩: বিক্ষুব্ধ হেক্টর সামনে ধেয়ে গেল, কিন্তু অ্যাথিনা হস্তক্ষেপ করল এবং অ্যাপোলো হেক্টরকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেল। অ্যাকিলিস তাণ্ডব চালাল ট্রোজানবাহিনীর ওপরে; ট্রোজানরা পালাল বিশৃঙ্খল হয়ে।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

আগের পর্বের একই দিন (৩০তম দিন) চলছে এ-পর্বেও। ঘটনাস্থল দেবতাদের আবাসস্থল অলিম্পাস, এবং পরে ট্রয়ের সামনের সমতল।

চিত্র ২২. অ্যাকিলিস। মুখে দাড়িহীন এই তরুণের নামই অ্যাকিলিস। পরনে তার স্বচ্ছ এক জামা, জামার ওপরে বুক ঢাকা বর্মে গরগনের মাথা আঁকা। সে বিষাদাক্রান্ত এক মুখ করে তাকিয়ে আছে তার বাম দিকে। তার বাম হাতেই ধরা এক দীর্ঘ বল্লম, সেটি কাঁধের সঙ্গে ঠেকানো; ডান হাত নিতম্বের ওপর অংশে রাখা। তার বাম বাহুতে এক জোব্বা ধরনের পোশাক, সেখানে খাপের মধ্যে রাখা তরবারি শরীরের পাশে ঝুলছে বুক বেড় দিয়ে আসা এক চামড়ার ফিতে থেকে। তার মাথায় কোনো শিরস্ত্রাণ নেই, হাতে কোনো ঢাল নেই, পায়ে নেই হাঁটু ঢাকা বর্মও। এই পানি রাখার দীর্ঘ পাত্রটির উল্টোদিকেই (ছবিতে দেখা যাচ্ছে না) আছে এক মেয়ের মুখ, সম্ভবত ব্রাইসিয়িসের। (আথেনিয়ান পানির পাত্র, খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ সন)

সুতরাং তীক্ষ্ণ-চঞ্চুর জাহাজগুলির পাশে, ও পেলিউসপুত্র [অ্যাকিলিস], যুদ্ধে চিরঅতৃপ্ত তুমি, তোমাকে ঘিরে গ্রিকরা নিজেদের সশস্ত্র করে নিল; এবং তাদের বিপরীত দিকে ট্রোজানরাও একইভাবে সশস্ত্র হলো সমতলের উঁচু জায়গাটিতে। ওদিকে অনেক-ভাঁজে-ভরা অলিম্পাসের চূড়া থেকে জিউস থেমিসকে° আদেশ দিল দেবদেবী সকলকে দরবারস্থলে আসতে বলার। থেমিস ছুটে গেল সব দিকে, ৫
সবখানে, সে সবাইকে বলল জিউসের প্রাসাদে আসবার কথা। এমন কোনো নদী নেই যে এল না, শুধু ওশেনাস ছাড়া; এমন কোনো জলপরী নেই—যারা ঘুরে বেড়ায় সুন্দর তরুবীথি, নদীদের উৎসের অপরূপ ঝরনারাজি ও ঘাসে ভরা জল-তৃণভূমি জুড়ে—যে হাজির হলো না।° তারা সবাই এল মেঘ-সঞ্চারক জিউসের ১০
প্রাসাদে, বসল সেখানকার পালিশ করা দ্বারমণ্ডপ জুড়ে, যা হেফিস্‌টাস তার ধূর্ত শিল্পকুশলতা দিয়ে পিতা জিউসের জন্য গড়ে দিয়েছিল।

সুতরাং তারা সব জড়ো হলো জিউসের ঘরে। দেবী থেমিসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভূ-কম্প তোলা দেব [পসাইডন]ও সাগর থেকে উঠে এল তাদের সাথে যোগ দিতে। সে বসল সকলের মাঝে, প্রশ্ন করল° জিউসের উদ্দেশ্য কী তা নিয়ে : ১৫

'সুতীব্র বজ্রচমকের প্রভু, কেন তুমি আবার দরবারস্থলে ডাকলে দেবদেবীদের? তুমি কি খানিক উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছ ট্রোজান ও গ্রিকদের কথা? এখন তাদের মাঝে যুদ্ধ ও লড়াই দাউদাউ জ্বলে ওঠার দ্বারপ্রান্তে আছে।'

তখন জিউস, মেঘ-জড়োকারী দেবরাজ, জবাব দিল তাকে এই বলে :

'ও ভূ-কম্প তোলা দেব, আমার বুকের মাঝে কী ভাবনা আছে তা তুমি ২০
জানো, জানো কেন আমি তোমাদের বলেছি এখানে জড়ো হতে। আমি ওদের নিয়ে উদ্বিগ্ন বটে—কীভাবে ওরা মারা পড়ছে দলে দলে। আমার বিষয়ে বলি, আমি এখানেই থাকব এবং অলিম্পাসের কোনো এক উপত্যকায় বসে নীচে তাকিয়ে দেখে দেখে বুক আনন্দে ভরে নেব। কিন্তু তোমরা বাকিরা যারা আছো, তারা এখন যেতে পারো, গিয়ে মিশে যেতে পারো ট্রোজান ও গ্রিকদের মাঝে, ২৫
তোমাদের মন যেদিকে চায় সেদিকেই সাহায্য দিতে পারো, কারণ অ্যাকিলিস এখন যদি ট্রোজানদের বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া লড়ে, তাহলে ট্রোজানরা একমুহূর্ত টিকতে পারবে না পেলিউসের দ্রুত-পা পুত্রের সম্মুখে। নাহ্, আজকের আগেও তারা অ্যাকিলিসকে দেখামাত্র ভয়ে কম্পমান হতো, আর এখন যেহেতু অ্যাকিলিস তার বন্ধুর মৃত্যুতে বুকে ভয়াল ক্রোধ নিয়ে আছে,

৩০ আমি আশঙ্কিত সে তার সুনির্দিষ্ট নিয়তির থোড়াই পরোয়া করে ট্রয়ের দেওয়াল গুঁড়িয়ে দেবে।'

এ-ই বলল ক্রোনাসের ছেলে, আর চাগিয়ে দিল অবিশ্রান্ত ও নির্মম লড়াই। দেবতারা যার যার নিজের স্বার্থ মাথায় নিয়ে দলে ভাগ হয়ে গেল, তারা রওনা দিল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। হেরা চলে গেল জাহাজবহরের দিকে, তার সাথে গেল প্যালাস অ্যাথিনা ও পসাইডন, পৃথিবী-কাঁপানো দেব; সেইসাথে ত্বরিতবেগ ৩৫ দৌড়ে যাওয়া দেব হারমিস, যে মনের বিচক্ষণতার দিক থেকে অন্য সবার ওপরের। আর হেফিস্‌টাসও গেল তাদের সাথে, নিজের শক্তিতে উল্লসিত, যদিও সে খোঁড়াচ্ছে তবু তার পাতলা-সরু দুই পা শরীরের নীচদিকে চলল ক্ষিপ্রবেগে ঠিকই। ট্রোজানদের দিকে রওনা দিল দীপ্যমান শিরস্ত্রাণ পরা আইরিজ; তার সাথে ফিবাস অ্যাপোলো, মাথায় তার বহুকালের না-কাটা চুল; এবং তীরন্দাজ ৪০ আর্টেমিজ; লেটো ও জানথাস নদী; আর হাস্যপ্রিয় আফ্রোদিতি।

[এ-সময়] যতক্ষণ দেবতারা নিজেদের দূরে রাখল নশ্বর মানুষদের থেকে, ততক্ষণ গ্রিকবাহিনী জিতে চলছিল সহজেই, কারণ অ্যাকিলিস আবার—এই বেদনাতুর যুদ্ধ থেকে নিজেকে দীর্ঘদিন দূরে সরিয়ে রেখে—যুদ্ধে ফিরে এসেছিল। তাকে দেখে ট্রোজানদের, প্রতিটি ট্রোজানের, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জুড়ে ভয়ানক ৪৫ কাঁপ উঠে গেল, তারা ভীত হলো যখন দেখল পেলিউসের দ্রুতপায়ের ছেলে, মানুষের সর্বনাশ বয়ে আনা আইরিজের সমকক্ষ বীর তার বর্মসাজে জ্বলজ্বল করে ফিরে এসেছে [যুদ্ধের মাঠে]। কিন্তু যেই অলিম্পিয়ান দেবদেবীরা নীচে নেমে এসে যোগ দিল মানুষের জটলা ও ভিড়ে, তখনই শক্তিশালী এরিস, সেনাবাহিনী উদ্দীপিত করা দ্বন্দ্ব-কলহের দেবী, ঝাঁপিয়ে পড়ল; অন্যদিকে গর্জে উঠল অ্যাথিনা এই একবার দেওয়ালের বাইরের দিকে গর্ত-করা পরিখার পাশে, এই আবার ৫০ জোর-প্রতিধ্বনি তোলা সাগরতটে দাঁড়িয়ে সে হাঁক ছাড়ল জোরে, সুতীব্র গলায়। তার বিপরীত দিকে চিৎকার দিল যুদ্ধদেব আইরিজ—কালো ঘূর্ণিবায়ুর মতো ভয়ংকর দেব। ট্রয়ের নগরপ্রাকারের সর্বোচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে সে এই এখন তীক্ষ্ম গলায় ট্রোজানদের তাড়া দিল তো পরক্ষণে দৌড়ে গেল সিমোয়িস নদীর তীর ধরে, কাল্লিকোলন[?] পাহাড়ের দিকে।

এভাবে ঐশ্বরিক দেবদেবীরা দু পক্ষকে তাড়না দিয়ে গেল সংঘর্ষে লিপ্ত ৫৫ হওয়ার; তাদের দু বাহিনীর মাঝে মারাত্মক লড়াই তারা ছড়িয়ে দিল তীব্রবেগে। তখন উঁচুতে আসমানে দেবতা ও মানবের পিতা [জিউস] ভীষণ বজ্রপাত ঘটাল ভয়াবহ, আর নীচে পসাইডন কাঁপিয়ে দিল বিস্তৃত পৃথিবীর মাটি, সেইসাথে পর্বতের সব সুউচ্চ শিখর। হাজার-ঝরনার আইডাপর্বতের পাদদেশে যত পাহাড়

আছে, ওপরে যত শৃঙ্গ আছে সব নড়ে উঠল খুব, সেইসাথে কাঁপল ট্রোজান শহর ও গ্রিক জাহাজবহর। আর পৃথিবীর নীচের পৃথিবীতে আইডোনেয়িস,° মৃত আত্মাদের দেব, ভয় পেয়ে গেল; আতঙ্কের সাথে সে লাফিয়ে উঠল তার সিংহাসন থেকে, জোরে চিৎকার দিল। তার ভয় ওপরে পসাইডন, পৃথিবী-ঝাঁকানো দেব, পৃথিবীটা ভেঙে হাঁ-করে খুলেই দেবে বুঝি, ফলে নশ্বর মানব ও অমর দেবতাদের দৃষ্টির সামনে তার এ আতঙ্কজাগানো, স্যাঁতসেঁতে পুরী বুঝি উন্মুক্ত হয়ে যাবে—এই জায়গাকে স্বয়ং দেবতারাও ঘেন্না করে খুবই। ৬০ ৬৫

অতখানিই বিশাল ছিল দেবতাদের এমন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার তীব্র হট্টগোল। এবার প্রভু পসাইডনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল ফিবাস অ্যাপোলো এসে, তার হাতে তার ডানাওয়ালা তীর; আর যুদ্ধদেব আইরিজের বিপরীতে দাঁড়াল অ্যাথিনা, দীপ্ত-নয়না দেবী। হেরার বিপরীতে দাঁড়াল সোনালি তীর তুলে ও প্রতিধ্বনি-তুলে-ধাওয়া-করা শিকারী তীরন্দাজ আর্টেমিজ, সে দূর থেকে তীর ছোড়া দেব [অ্যাপোলোর] বোন। আর লেটোর বিপক্ষে খাড়া হলো শক্তিশালী হারমিস, ত্বরিতগতি দৌড়ানো দেব; এবং হেফিস্‌টাসের বিপরীতে বিশাল ও গভীর জলাবর্তের নদী যাকে দেবতারা জানথাস নামে ডাকে, মানুষেরা স্কামান্দার নামে। ৭০

এভাবে তারা একে অপরে, দেবের বিরুদ্ধে দেব, লড়াইয়ে জড়াল। কিন্তু অ্যাকিলিস বাহিনীর অন্য সবার থেকে বেশি চাইছিল একটি জিনিসই শুধু: প্রায়ামপুত্র হেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ, অন্য কারও সাথে নয়। স্রেফ হেক্টরের রক্তেই সে চাইছিল ভরাবে কঠিন চামড়ার ঢাল হাতে ধরা যুদ্ধদেব আইরিজের পেট। কিন্তু অ্যাপোলো, সেনাদলগুলো জাগ্রত করা দেব, সোজা চলে গেল ঈনিয়াসের কাছে, তার বুক উদ্ধত পরাক্রমে ভরে দিয়ে তাকে জাগাল পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের মুখোমুখি হতে। অ্যাপোলো নিজের কণ্ঠস্বরকে বানাল প্রায়ামপুত্র লাইকাওনের মতো। তারই ছদ্মবেশ ধরে সে, জিউসের ছেলে, বলল ঈনিয়াসের প্রতি : ৭৫ ৮০

'ঈনিয়াস, ট্রোজানদের উপদেষ্টা তুমি, এখন কোথায় গেল তোমার সেই মদ খেতে খেতে ট্রোজান যুবরাজদের শোনানো দম্ভভরা হুমকিগুলো—ঐ যে তুমি বলতে ব্যাটায় ব্যাটায় লড়বে পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের সাথে?' ৮৫

তখন উত্তরে বলল ঈনিয়াস :

'লাইকাওন, প্রায়ামের ছেলে, আমাকে তুমি কেন বলছ এ-কাজ করবার কথা? বলছ যুদ্ধে পেলিউসের উদ্ধত পুত্রের মুখোমুখি হতে, যখন আমার সেই ইচ্ছা নেই কোনো। এ-ই প্রথমবার নয় যে আমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে দ্রুত-পা

৯০ অ্যাকিলিসের সামনে গিয়ে। এর আগে একবার আইডা পর্বত থেকে আমাকে পালাতে হয়েছিল তার বল্লমের তাড়া খেয়ে, যেবার সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাদের গবাদিপশুর 'পরে, গুঁড়িয়ে দিয়েছিল লারনেসাস ও পেডাসাস নগর দুটি।° তবে জিউস সেবার বাঁচায় আমাকে, সে জাগ্রত করে দেয় আমার শক্তি ও বল আর আমার দুই হাঁটু করে দেয় দ্রুতগামী। না হলে আমি সেবার মারা পড়তাম

৯৫ অ্যাকিলিসের হাতের নীচে, সেইসাথে অ্যাথিনারও। এই দেবী [সেদিন] সর্বদাই অ্যাকিলিসের সামনে থেকে তাকে দিয়ে যাচ্ছিল সাফল্যের আলো, তাকে উদ্বুদ্ধ করছিল লেলেজিস ও ট্রোজানদের ব্রোঞ্জের বল্লম দিয়ে জবাই করে যেতে। সুতরাং কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় অ্যাকিলিসের সাথে একা লড়া, কারণ তার পাশে সবসময় কোনো দেবতা থাকে, যে তাকে বাঁচিয়ে চলে সর্বনাশ থেকে। তাছাড়া তার বল্লম দ্যাখো সবসময় সোজা উড়ে চলে, থামে না যতক্ষণ না যায়

১০০ মানুষের গায়ের মাংস ফুঁড়ে, বিদ্ধ করে। কিন্তু যদি কোনো দেবতা এসে আমাদের মাঝে সমান ও নিরপেক্ষ হাতে যুদ্ধের রশি ধরত টেনে, তাহলে অ্যাকিলিস আমাকে হারাতে পারত না অত সহজে, না, এমনকি যদি সে তখন আস্ফালন করে দাবি করত সে পুরো ব্রোঞ্জের তৈরি, তবু।'

তখন তার কথার উত্তরে প্রভু অ্যাপোলো, জিউসের ছেলে, বলল তাকে :

'না, নায়ক, আসো। তুমি তবে নিজে প্রার্থনা জানাও অমর দেবতাদের

১০৫ প্রতি! তারা বলে তোমার জন্ম ঐশ্বরিক ছিল—তুমি জন্মেছ জিউসের কন্যা আফ্রোদিতির থেকে, যেখানে অ্যাকিলিস কিনা আফ্রোদিতির নীচের পদবীর এক দেবীর সন্তান বটে। মানে তোমার মা স্বয়ং জিউসের মেয়ে, আর তার মা সমুদ্রের প্রাচীন-প্রবীণের দুহিতা।° আসো তবে, অ্যাকিলিসের দিকে সোজা ধেয়ে যাও ক্ষমাহীন ব্রোঞ্জ উঁচিয়ে ধরে। তাকে তিক্ত কথা বা হুমকি-ধামকির মাধ্যমে তোমাকে পথচ্যুত করতে দিয়ো না যেন।'

১১০ এ-ই বলল অ্যাপোলো এবং বাহিনীর রাখাল ঈনিয়াসের বুকে বিশাল শক্তি-সাহসের ফুঁ দিয়ে দিল। ঈনিয়াস দীর্ঘ পদক্ষেপে হেঁটে গেল সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝ দিয়ে, জ্বলজ্বলে ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণে মাথা ঢেকে। কিন্তু অ্যাঙ্কাইসিসের পুত্র—যখন সে মানুষের ভিড়ের মধ্য দিয়ে গটগট পায়ে চলেছে পেলিউসপুত্রের মুখোমুখি হতে—শুভ্রবাহুর দেবী হেরার নজর এড়াতে পারল না। হেরা সব [বন্ধু] দেবতাকে একত্রে জড়ো করে বলল তাদের মাঝে এই কথা :

১১৫ 'ওহে তোমরা দুজন, পসাইডন ও অ্যাথিনা, ভালো করে ভেবে বলো কী আমাদের করা উচিত এর পরে। দ্যাখো, ঐ যে ঈনিয়াস চলে যাচ্ছে, মাথায় জ্বলজ্বলে শিরস্ত্রাণ পরা, যাচ্ছে পেলিউসপুত্রের মুখোমুখি হতে। ফিবাস অ্যাপোলো বুঝিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। আসো, আমরা তাকে এখনই ফেরাই,

১২০ কিংবা আমাদের যে কোনো একজন গিয়ে দাঁড়াই অ্যাকিলিসের পাশে, তাকে

বিরাট শক্তি-সাহস দান করি, নিশ্চিত করি যেন তার বুকে সাহসের সামান্য অভাবও না ঘটে। তার ফলে সে যেন—একইসাথে—জানতে পারে যে অমর দেবদেবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠতমরাই তাকে ভালোবাসে, আর অতীতে যারা ট্রোজানদের কাছ থেকে যুদ্ধ ও সংগ্রাম দূরে রেখেছিল, সেসব দেবদেবীর এখন কানাকড়িও ক্ষমতা নেই কোনো। আমরা সবাই অলিম্পাস থেকে নেমে এসেছি ১২৫ এই যুদ্ধে অংশ নিতে, যাতে করে ট্রোজানদের হাতে অ্যাকিলিসের আজ ক্ষতি না হয় কোনো। আর ভবিষ্যতের কথা বলতে গেলে—অ্যাকিলিসের ভাগ্যে তা-ই হবে যা নিয়তিদেবী তার জন্মের ক্ষণে, মায়ের গর্ভ থেকে তার জন্মের কালে, সুতো দিয়ে চরকা কেটে বুনে রেখেছিল।° তবে অ্যাকিলিস যদি এসব কথা কোনো অমর দেবতার মুখ থেকে নিজে না শোনে, তাহলে [আমার ভয়] যুদ্ধের মাঠে কোনো দেবতা যখন তার সাথে আসবে শক্তির পাল্লা দিতে, সে বড় ভীত হয়ে ১৩০ যাবে। দেবতারা যখন ছদ্মবেশে নয়, স্ব-রূপেই আসে, তখন তাদের সামলানো খুব কঠিন হয় বটে।'

তখন পসাইডন, পৃথিবী-কাঁপানো দেব, জবাব দিল তাকে :

'হেরা, অযৌক্তিক ক্রুদ্ধ হয়ো না তুমি, তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি সত্যি চাইছি না দেবতার বিরুদ্ধে দেবতারা যুদ্ধে লড়ুক, [মানে আমাদের বিরুদ্ধে বাকিরা, যেহেতু আমরা ওদের থেকে এমনিতেও শক্তিশালী বেশি।] নাহ, তার ১৩৫ চেয়ে আমরা এখন চলো এই পা-মাড়ানো মাঠ ছেড়ে কোনো দূর-থেকে-দেখার-জায়গায় গিয়ে বসি, আর যুদ্ধের বিষয়টা ছাড়ি মানুষের হাতে। তবে যদি আইরিজ বা ফিবাস অ্যাপোলো যুদ্ধের সূচনা ঘটায়, যদি তারা অ্যাকিলিসকে আটকে রাখে, যুদ্ধে লড়া থেকে বাধা দেয়, তখন দেরি না করে আমরাও তাদের ১৪০ দেখিয়ে দেব যুদ্ধ কাকে বলে। তখন আমার ধারণা তারাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেদের যুদ্ধ থেকে সরিয়ে নিয়ে—আমাদের হাতের মহা শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে—ফিরে যাবে অলিম্পাসে, অন্য দেবতাদের ভিড়ে।'

কৃষ্ণবরণ-কেশ দেবতা এ কথা বলে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল দেবতুল্য হেরাক্লিসের ঢিবির মতো উঁচু দেওয়ালের কাছে, সেই উঁচু দেওয়াল ১৪৫ যা ট্রোজানেরা ও প্যালাস অ্যাথিনা বানিয়ে দিয়েছিল তাকে, যেন হেরাক্লিস সাগর-দানবের থেকে—যখনই দানবটি তাকে সাগরসৈকত থেকে তাড়িয়ে নিতো সমতলের দিকে—পালিয়ে নিরাপদে এখানে পারতো আশ্রয় নিতে।° ওখানেই গিয়ে বসল পসাইডন ও অন্য দেবদেবীগণ, আর তাদের কাঁধ ভালোমতো মুড়ে নিল এক অভেদ্য মেঘ দিয়ে। অন্য পক্ষের দেবতারাও বসল ১৫০ তোমাদের ঘিরে, ও ফিবাস অ্যাপোলো এবং আইরিজ, শহর-গুঁড়ানো দেব, বসল তারা কাল্লিকোলন পাহাড়ের ভ্রূর ওপরটাতে। এভাবেই দু দল দু দিকে

বসে তাদের পরিকল্পনা আঁটতে লাগল খুব, কিন্তু দু দলেরই শোচনীয় যুদ্ধের সূচনা ঘটানোতে আপত্তি ছিল বড়, যদিও জিউস—উঁচুতে বসা দেব—তাদের
১৫৫ বলেছিল যুদ্ধের সূচনা ঘটাতে।

পুরো সমতল এবার ভরে গেল মানুষ ও ঘোড়ায়, ব্রোঞ্জে প্রজ্জ্বলিত হলো; আর একদল অন্যের দিকে যেই ধেয়ে গেল, তাদের পায়ের নীচে পৃথিবীর মাটি অনুরণিত হলো। দুই যোদ্ধা, অন্য সব যোদ্ধার মাঝে সেরা যোদ্ধা তারা, দু বাহিনীর মাঝখানের মাঠে মুখোমুখি হলো; তারা ফেটে পড়ছিল লড়বে বলে—
১৬০ ঈনিয়াস, অ্যাঙ্কাইসিসের ছেলে ও দেবতুল্য অ্যাকিলিস। ঈনিয়াসই প্রথম যে হুমকি দিতে দিতে গেল সামনের দিকে হেঁটে, তার মজবুত শিরস্ত্রাণ নুইয়ে, হেলিয়ে। বুকের সামনে সে ধরে রেখেছিল তার পরাক্রান্ত ঢাল, আর আন্দোলিত করছিল এক ব্রোঞ্জের বল্লম। অন্য পাশ থেকে পেলিউসের ছেলে ছুটে গেল ঈনিয়াসের দিকে সিংহের মতো করে; এক খুনি সিংহ যাকে পুরো এক গ্রাম
১৬৫ মানুষ একসাথে মিলে জড়ো হয়েছে মারবে বলে; প্রথমে সিংহটি তাদের পাত্তাই দেয়নি কোনো, চলেছে নিজের পথে, কিন্তু যেই কোনো লড়াইয়ে-ত্বরিতগতি তরুণ বয়সী কেউ তাকে আঘাত হানল বল্লম ছুড়ে মেরে, সে গুটি মেরে নিজেকে সংহত করে নিল; তার মুখ হাঁ করে খোলা, তার দাঁতের চারধারে জড়ো হলো ফেনা, আর তার বুকের ভেতরে গুঙিয়ে উঠল সাহসী মেজাজ; লেজ দিয়ে বাড়ি
১৭০ মারল সে নিজের পাঁজরে, দেহের এ পাশে আবার ওই পাশে; নিজেকে সে জাগ্রত করে নিল লড়াইয়ে নামার হেতু আর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে উন্মত্তের মতো সোজা ছুটে গেল মানুষদের দিকে; চাইছে সে হয় মারবে কাউকে, না হয় নিজেই মরবে এ লড়াইয়ের সবচে সামনের অংশে থেকে—ঠিক সেভাবেই তার ক্ষিপ্ততা ও বীরের
১৭৫ মেজাজ অ্যাকিলিসকে সামনে ঠেলে দিল মহান-হৃদয় ঈনিয়াসের মুখোমুখি হতে।

যখন তারা একজন আরেকজনের দিকে এগিয়ে এসে পরস্পর নিকটবর্তী হলো, তখন প্রথমে দ্রুত-পা দেবতুল্য অ্যাকিলিস বলল ঈনিয়াসের প্রতি :

'ঈনিয়াস, কেন তুমি নিজের লোকদের ভিড়ের এত সামনে এসে দাঁড়িয়েছ আমার সম্মুখে? তোমার মন কি তোমাকে আমার সাথে লড়তে বলছে এ-কারণে
১৮০ যে তোমার আশা [এভাবে] একদিন তুমি রাজা হবে প্রায়াম রাজত্বের, ঘোড়া-পোষ-মানানো ট্রোজান জাতির? কিন্তু আমাকে এমনকি যদি তুমি মারতেও পারো, তবু তো প্রায়াম সে-কারণে তার রাজত্ব তুলে দেবে না তোমার হাতে; কারণ তার নিজেরই ছেলেরা আছে। আর তার মনও শক্ত বড়, বুদ্ধিশুদ্ধিও তার ভালো বটে। নাকি ট্রোজানরা তোমার জন্য বড় কোনো ভূ-সম্পত্তি বরাদ্দ করেছে যা অন্য যে
১৮৫ কারও চেয়ে ভালো—ফলবাগানের সুন্দর কোনো জমি, সেইসাথে চাষাবাদেরও

জমি যা তুমি চাষ করবে আমাকে মারতে পারলে পরে? কঠিন; আমার বিশ্বাস সে
কাজ করা অনেক কঠিন বটে। আমার ধারণা এর আগেও একবার তোমাকে
আমার বল্লমের সামনে থেকে পালাতে হয়েছিল। তোমার কি মনে নেই সেবারের
কথা—তুমি তোমার গবাদিপশুর পাল নিয়ে একা ছিলে, আর আমি তোমাকে
ধাওয়া করলাম। তুমি তখন দ্রুতপায়ে ঝটতিপড়তি আইডার পাহাড়ি ঢাল বেয়ে
নেমে গেলে, একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে ভেগে গেলে তুমি? ওখান থেকে ১৯০
পালাতে পালাতে তুমি লারনেসাস পৌঁছালে, আর আমি ওই শহরের বিরুদ্ধে
অভিযান চালিয়ে শহরটাকে দেবী অ্যাথিনা ও পিতা জিউসের সাহায্য নিয়ে গুঁড়িয়ে
দিলাম, শহরের মেয়েগুলো ধরে আনলাম যুদ্ধ-লুটের মাল করে, ওদের কাছ থেকে
কেড়ে নিলাম ওদের স্বাধীনতার দিন।° জিউস ও অন্য দেবতারা সেবার তোমাকে
রক্ষা করেছিল, তবে আমার মনে হয় না তারা এবার বাঁচাবে তোমাকে ১৯৫
কোনোভাবে। তোমার মনও তোমাকে একই কথা বলছে আশা করি। সুতরাং
আমি নিজে তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে দয়া করে তোমার লোকদের জটলায়
ফিরে যাও, দাঁড়িয়ো না আমার সামনে এসে, কারণ কে জানে কী মহা বিপর্যয়
তোমার কপালে ঘটে। ঘটনা ঘটে যাবার পরে সব বোকারই বুদ্ধি বাড়ে জেনো।'

তখন ঈনিয়াস তার পালা এলে জবাব দিল তাকে, বলল :

'পেলিউসপুত্র তুমি অ্যাকিলিস, ভেবো না আমাকে ভয় পাইয়ে দিতে পারবে ২০০
কথা দিয়ে, যেন বা আমি কোনো খোকা! আমি নিজেও ভালোমতো জানি কী করে
বিদ্রূপ করতে হয়, অন্যের দিকে কী করে অশোভন খিস্তি ছুড়ে দিতে হয়। আমরা
দুজনই একে অন্যের বংশপরিচয় জানি, কে কার বাবা-মা তা-ও জানি বটে,
কারণ নশ্বর মানুষের মুখে আমরা আগে তাদের খ্যাতির কথা শুনেছি অনেক।
কিন্তু তুমি কখনও নিজ চোখে দেখোনি আমার বাবা-মাকে, আমিও দেখিনি ২০৫
তোমার। লোকে বলে তুমি অতুল্য পেলিউসের ছেলে, মোহিনীকেশ দেবী থেটিস
তোমার মা, যে সাগরকন্যা একজন। আমার পরিচয় যদি বলি, তবে আমি গর্ব
করে বলতে পারি আমি মহান-হৃদয় অ্যাঙ্কাইসিসের ছেলে, আর আমার মা দেবী
আফ্রোদিতি। এই পিতামাতাদের মধ্য থেকে আজ এক দম্পতি তাদের প্রিয় ২১০
পুত্রের জন্য অশ্রু ঝরাবে। কারণ আমি মনে করি না যে এরকম শিশুতোষ বাক্য
বিনিময় করে আমরা রফা করতে পারব এর, পারব দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুদ্ধের
মাঠ ছেড়ে চলে যেতে। যা হোক, তুমি যদি সত্যি জানতে চাও কে আমি, কোন্
বংশের লোক, তাহলে শোনো। অধিকাংশ লোকে অবশ্য আমার এ-কথাগুলো
ইতিমধ্যে জানে :

'একদম আদিতে, জিউস, মেঘ-সঞ্চারক, দারদানাসের জন্ম দিয়েছিল। ২১৫
দারদানাস পরে প্রতিষ্ঠা করে দারদানিয়ার—তখনও সমতলে নশ্বর মানুষের জন্য
গড়া হয়নি পবিত্র ইলিয়াম নগর, তখনও মানুষ বাস করত হাজার-ঝরনার আইডা

পর্বতের ঢালে, পাদদেশে। দারদানাস একসময় নিজেও পিতা হলো এক পুত্রের,
২২০ রাজা এরিকথোনিয়াস তার নাম, যে নশ্বর মানবজাতির মাঝে সবচেয়ে ধনী লোক হলো। তার নিজের মালিকানায় ছিল তিন হাজার মাদি ঘোড়া, জলাভূমির ধারে তৃণভূমিতে চরতো ওগুলো, ওদের নাজুক শাবকদের সাথে হেসে-খেলে। একদিন তারা চরছে যখন, উত্তরা-বায়ুর কামবাসনা জাগ্রত হলো ওদের দেখে, সে ওদের ওপর উপগত হলো এক কালো-কেশর স্ট্যালিয়ন ঘোড়ার ছদ্মবেশে। ওরা
২২৫ গর্ভবতী হলো আর জন্ম দিল বারো অশ্বশাবকের। এই শাবকেরা যখন লাফাত শস্যদায়ী পৃথিবীর কর্ষিত মাটির ওপরে, তারা ছুটে যেত পাকা ভুট্টার সবচেয়ে উঁচু কানের পাশ ধরে, তবে একটা ভুট্টা গাছও না ভেঙে; আর যখন তারা খেলে বেড়াত সাগরের প্রশস্ত পিঠে, তখন এমনকি লবণ সাগরের ছাই-রঙা তরঙ্গশীর্ষ ধরেও ছুটে যেত তারা।

২৩০ 'এরিকথোনিয়াস জন্ম দিল ট্রস নামের এক পুত্রের, যে জন্মই নিল ট্রোজানদের রাজা হতে। আর ট্রসের ঔরসে জন্ম হলো তিন অতুল্য পুত্রসন্তানের—আইলাস, আসারাকাস, ও দেবতুল্য গানিমিড, যে ছিল নশ্বর পুরুষদের মাঝে দেখতে সবচে সুন্দর, যাকে—তার রূপের কারণেই—দেবতারা
২৩৫ চুরি করে নিয়ে গেল [অলিম্পাসে] জিউসের মদ-পরিবেশক হতে এবং বাস করতে অমর দেবতাদের সাথে। পরে আইলাসের ঔরসে জন্ম হয় এক পুত্রের, অতুল্য লাওমিডন তার নাম। এই লাওমিডনই পিতা হয় পাঁচ পুত্রের: তারা টিথোনাস, প্রায়াম, ল্যাম্পাস, ক্লিটিয়াস ও যুদ্ধদেব আইরিজের অনুচর হিকেটাওন। অন্যদিকে আসারাকাসের এক ছেলে হলো, নাম ক্যাপিস—এই ক্যাপিসের পুত্রই
২৪০ অ্যাঙ্কাইসিস, আমার পিতা; আর প্রায়ামের পুত্র মহান হেক্টর। এ-ই আমার পূর্বপুরুষদের গাথা,° এ-ই আমার রক্তের পরিচয় যা থেকে এসেছি বলে গর্ব করি আমি। আর পরাক্রমের কথা যদি বলি, জিউসই তা মানুষকে দেয় বেশি পরিমাণে, আবার জিউসই তা কম করে দেয়; সবই তার ইচ্ছা অনুসারে। সে-ই দেবতাদের মাঝে সব থেকে বেশি শক্তিমান।

'নাহ্, আমরা দুজন নিঠুর যুদ্ধের এ মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর
২৪৫ এভাবে বাচ্চাদের মতো বকবক না করি, আসো। আমরা দুজনেই পারি একে অন্যের দিকে অসংখ্য অজস্র খিস্তি করে যেতে, এত বেশি খিস্তি যার ভার হয়তোবা কোনো শত-বেঞ্চিপাতা জাহাজও বইতে পারবে না। এক অতি-তৎপর বস্তু এই মানুষের জিভ; এর মাঝেই অসংখ্য শব্দ আছে নানা ধরন ও প্রকারের; এবং মানুষের কথার সীমা বিস্তৃত বটে—এদিকে ওদিকে দু দিকেই
২৫০ বিস্তৃত। তাই যে কথাই তুমি বলো না কেন, তা দেখা যাবে তুমি শুনবে ফিরে আসছে তোমারই দিকে। আমাদের দুজনের কী দরকার আছে মেয়েদের মতো করে ঝগড়া করার; একে অন্যের সাথে এই কথার কলহের—ঠিক ওই মেয়েদের

মতো যারা কোনো মনে বিষ-আনা বিবাদ থেকে ক্রোধান্বিত হয়ে রাস্তার মাঝখানে চলে যায় ও তর্কাতর্কি করে চলে এ ওর মুখে মুখে সত্য ও অসত্য দু ধরনেরই কথা বলে, কারণ ক্রোধ তাদের অসত্য কথা বলতেও বাধ্য করে? ২৫৫ আমি এখন অধীর-ব্যাকুল আছি তোমার সাথে লড়ব বলে, তাই তুমি কথা দিয়ে পারবে না আমার মন ঘুরিয়ে দিতে—যতক্ষণ না আমরা ব্যাটায় ব্যাটায় লড়ছি ব্রোঞ্জ হাতে নিয়ে। নাহ, আসো, আর দেরি না করে আমরা একে অন্যের ব্রোঞ্জের-আগার বল্লমের স্বাদ নিই চলো।'

এ-ই বলল ঈনিয়াস, এবং তার বিরাট বল্লম ছুড়ে দিল অ্যাকিলিসের ভয়ংকর, আতঙ্কজাগানো ঢালের ওপরে; বল্লমের-আগা লেগে ঢাল আওয়াজ ২৬০ করে উঠল জোরে। পেলিউসপুত্র তার ঢাল ধরে রেখেছিল শরীরের সামনের দিকে, পেশিবহুল হাতে, সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল খুব, ভেবেছিল বীরোচিত-মন ঈনিয়াসের দূরাবধি ছায়া-ফেলা বল্লম বুঝি সহজেই ঢাল ভেদ করে তার ভেতরে ঢুকে যাবে। বোকা ছিল অ্যাকিলিস! কারণ সে তার হৃদয় ও মনে এটুকু উপলব্ধি করতে পারেনি যে দেবতাদের কাছ থেকে আসা কোনো দারুণ উপহার গুঁড়ো ২৬৫ করে দেওয়া কোনো নশ্বর মানুষের জন্য সহজ কাজ নয়; মানুষের কাছে সহজে বশ্যতা স্বীকার করে না সেসব উপহার।

অতএব, এবারের মতো, যুদ্ধপ্রেমী ঈনিয়াসের ভারি বল্লম তার ঢাল ভেদ করে যেতে ব্যর্থ হলো, বল্লমের গতি রুদ্ধ করে দিল দেবতা হেফিস্টাসের দান—ঢালে বসানো সোনার পরত। ঈনিয়াস শুধু পারল বল্লমের দুই পরত ভেদ করে যেতে, কিন্তু তাতে ছিল তিনটি পরত আরও; বাঁকানো-পায়ের দেবতা মোট পাঁচ ২৭০ পরতের ঢালাই দিয়েছিল এতে—দুটি ব্রোঞ্জ দিয়ে, দুটি ঢালের ভেতরের পাশে টিন দিয়ে, আর একটি সোনায়। অ্যাশকাঠের বল্লম ওই সোনার ঢালাইয়ে লেগে থেমে গিয়েছিল।

এবার তার পালা এলে অ্যাকিলিস দূরাবধি-ছায়া-ফেলা বল্লম ছুড়ে মারল ঈনিয়াসের দিকে। সে আঘাত হানল তার শরীরের সব দিকে সুসমঞ্জস করে ধরে রাখা ঢালে, ঢালের বাইরের পাশে গোলের নীচে যেখানে ব্রোঞ্জ পাতলা ২৭৫ সবচেয়ে, আর ষাঁড়ের-চামড়ার স্তরও সবচে পাতলা বটে। পেলিয়ন পর্বতের অ্যাশকাঠে তৈরি বল্লম সোজা ওখানটা ভেঙে ঢুকে গেল; এ আঘাতের চোটে ঢালে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হলো। ঈনিয়াস মাথা নীচু করল ঝট করে, আতঙ্কে সে ঢাল উঁচু করে ধরেছিল ওপরের দিকে; তাই বল্লম উড়ে গেল তার পিঠের ওপর দিয়ে, সমস্ত মত্ততা নিয়ে গেঁথে গেল মাটির ভেতরে, তবে এরই মাঝে বল্লম [ঈনিয়াসের] ২৮০ আশ্রয়দাতা ঢালের দুটি বৃত্তকেই ছিঁড়ে টুকরো করে দিল। ঈনিয়াস এই দীর্ঘ বল্লম থেকে কোনোমতে বেঁচে দাঁড়িয়ে পড়ল স্থানুর মতো, বিষাদের এক বিশাল

ঢেউ দোল খেয়ে গেল তার চোখে; সে সন্ত্রস্ত হলো বল্লম তার শরীরের এতটা কাছে পড়ে গেঁথে আছে দেখে।

অ্যাকিলিস এবার হাতে টেনে নিল তার ধারাল তরবারি। দুর্বার রোষে এক
২৮৫ ভয়ানক চিৎকার তুলে চড়াও হলো সে ঈনিয়াসের 'পরে। কিন্তু ঈনিয়াস তার হাতে তুলে নিয়েছে পাথরখণ্ড একখানা—বিরাট শক্তির এক কাজ বলতে হবে একে। আজকের দিনের নশ্বর মানুষেরা একসাথে দুজন মিলেও ওই পাথর ওঠাতে পারবে না, তবে সে কিন্তু সহজেই একা উঠিয়ে ফেলল সেটা।° এ সময় হয়তো ঈনিয়াস অ্যাকিলিসের দিকে তেড়ে গিয়ে তাকে আঘাত করতে পারত ওই পাথর দিয়ে—হয় তার শিরস্ত্রাণে, না হয় তার ঢালে, যে ঢাল তাকে আগে
২৯০ বাঁচিয়েছে শোচনীয় বিনাশের থেকে; কিংবা হয়তো পেলিউসপুত্র তার তরবারি নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে এসে কেড়ে নিতে পারত ঈনিয়াসের জান, যদি না পসাইডন, পৃথিবী-ঝাঁকানো দেব, দ্রুত দেখে ফেলত এইসব।° তক্ষুনি সে অবিনশ্বর দেবদেবীদের প্রতি বলল এই কথা :

'আহ্, দ্যাখো তোমরা! বীরোচিত-মন ঈনিয়াসের জন্য সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে খুব। সে পেলিউসপুত্রের কাছে পরাভূত হয়ে শীঘ্রই নেমে যাবে নীচে—
২৯৫ হেডিসের মৃত্যুপুরীর দিকে, কারণ সে আস্ত এক বোকার মতো শুনতে গেছে দূর থেকে তীর ছোড়া অ্যাপোলোর কথা। হায়, এখন অ্যাপোলো কোনোভাবে তাকে বাঁচাতে পারবে না দুঃখজনক এক মৃত্যুর হাত থেকে। তবে কেন এ নিরপরাধ মানুষটিকে° এরকম অর্থহীন যাতনাতে ভুগতে হবে যখন সমস্যা অন্যেরা বাধিয়েছে, যখন সে নিজে ঠিকই সবসময় সন্তোষজনক সব পুজা-উৎসর্গ দিয়ে
৩০০ গেছে প্রশস্ত উঁচু আকাশে বাস করা দেবতাদের প্রতি? আসো, আমরা তাকে বের করে নিই মৃত্যুর থাবা থেকে; এমনকি ক্রোনাসপুত্র [জিউসও] ক্রুদ্ধ হতে পারে যদি অ্যাকিলিসের হাতে ঈনিয়াস মরে। কারণ তার নিয়তিতে আছে সে পালিয়ে যাবে, যাতে করে দারদানাস জাতি নিশ্চিহ্ন না হয় কোনো বংশধর না রেখে, বিস্মৃত না হয়ে পড়ে—দারদানাস, যাকে ক্রোনাসপুত্র [জিউস] নশ্বর মানবীর
৩০৫ গর্ভে জন্মানো তার সন্তানদের মাঝে ভালোবাসত সবচেয়ে, যদিও এখন ক্রোনাসপুত্র প্রায়ামের বংশটিকে ঘৃণা করে। অতএব বলবান ঈনিয়াস একদিন ট্রোজানদের শাসক হবে, সে ও তার সন্তানদের সন্তানেরাও [শাসক হবে] যারা জন্ম নেবে ভবিষ্যতে, পরে।'°

তখন ষাঁড়-নয়না রানি হেরা প্রত্যুত্তরে বলল তাকে :

৩১০ 'ভূ-কম্প তোলা দেব, তোমার নিজের মনে তুমি ঠিক করে নাও কী করবো আমরা ঈনিয়াসকে নিয়ে—তাকে কি বাঁচাবো, নাকি তাকে তার সব পরাক্রম সত্ত্বেও খুন হতে দেব পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের হাতে? আমি ও প্যালাস অ্যাথিনা দুজনে বহুবার শপথ নিয়েছি অমর দেবতাদের মাঝে, যে আমরা কখনই

ট্রোজানদের রক্ষা করব না তাদের বিনাশের থেকে, এমনকি তখনও না যখন পুরো ট্রয় নগরী সর্বগ্রাসী আগুনে জ্বলে খাক হবে, যুদ্ধংদেহী গ্রিক সন্তানেরা তাতে আগুন দেবার পরে।' ৩১৫

যখন পৃথিবী-ঝাঁকানো পসাইডন শুনল হেরার কথা, সে যুদ্ধের মাঠ ও বল্লম-নিক্ষেপের মাঝ দিয়ে চলল তার পথে, এল যেখানে ঈনিয়াস ও সুনামখ্যাত অ্যাকিলিস আছে। এরপর সে সোজা পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের চোখে ঢেলে দিল এক কুয়াশার মেঘ, এবং ব্রোঞ্জের তীক্ষ্ণ আগার বল্লম টান দিয়ে তুলে নিল বীরোচিত-মন ঈনিয়াসের ঢাল থেকে। অ্যাকিলিসের পায়ের সামনে রাখল সে ওটা, আর ঈনিয়াসকে শূন্যে তুলে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। দেবতার হাতের শক্তিতে চালিত ঈনিয়াসের এই লাফ এতই জোরের ছিল যে সে এক লাফে পার হলো [পথের মাঝখানে] অনেক যোদ্ধার ও অনেক ঘোড়ার সারি, সোজা পৌঁছে গেল উন্মত্ত যুদ্ধভূমির একদম প্রান্তসীমায়, যেখানে [ট্রোজান মিত্র] ককোনিয়ানরা নিজেদের সশস্ত্র করছিল যুদ্ধে নামবে বলে। ভূকম্প-তোলা দেব পসাইডন সেখানে তার একদম পাশে চলে এল এবং বলল তাকে, তার উদ্দেশে বলল ডানাওয়ালা কথা : ৩২০ ৩২৫ ৩৩০

'ঈনিয়াস, কোন্ দেবতা তোমাকে লড়তে বলেছে এমন মতিভ্রষ্ট হয়ে? বলেছে উদ্ধত পেলিউসপুত্রের সাথে লড়তে ব্যাটায়-ব্যাটায়, যখন কিনা সে শুধু তোমার চেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধাই শুধু নয়, সেই সাথে দেবতাদেরও অধিক প্রিয় বটে? নাহ্, যদি কখনও তার সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ো, তাহলে পিছু হটো, নয়তো দেখবে তুমি সময়ের আগেই চলে গেছ হেডিসের মৃত্যুপুরীর মাঝে। কিন্তু যেদিন দেখবে অ্যাকিলিস জড়িয়ে গেছে তার মৃত্যু ও নিয়তির বাঁধনের গিঁটে, সেদিন সাহস নিয়ে সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝে লড়ো; কারণ [অ্যাকিলিস ছাড়া] অন্য কোনো গ্রিক নেই যে তোমাকে মারতে সমর্থ হবে।' ৩৩৫

এই কথা বলে, সব কথা বলা শেষ হলে, পসাইডন ঈনিয়াসকে ওখানে রেখে গেল। জলদি সে [পসাইডন] অ্যাকিলিসের দৃষ্টি থেকে ঐশ্বরিক কুয়াশা সরালো; অ্যাকিলিস তৎক্ষণাৎ দেখতে পেল সব সাফসাফ আর প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে সে বলল তার নিজের বীরোচিত মনের উদ্দেশে : ৩৪০

'আহারে দ্যাখো! কী বিরাট অবাক করা কাণ্ড দেখছি আমি চোখের সম্মুখে! আমার বল্লম পড়ে আছে এখানে মাঠের ওপরে, আর যে লোকের দিকে ওটা ছুড়েছিলাম তাকে মারব বলে ব্যগ্র হয়ে, সে লোকের কোনো খবর নেই দেখি। মনে হচ্ছে তাহলে ঈনিয়াসকে অমর দেবতারা সত্যি ভালোবাসে, যদিও আমার ধারণা ছিল তার সব দম্ভ বেকার এবং ফাঁকা। চুলায় যাক ঈনিয়াস! সে নিশ্চয় ৩৪৫

খুশি সে পেরেছে তার মৃত্যু এড়াতে, আর এ-ও নিশ্চিত আমার সাথে শক্তি
৩৫০ পরীক্ষাতে নামার আর সাহস তার ফের হবে না কোনোদিন। নাহ্, আমি এখন যুদ্ধপ্রিয় গ্রিকদের যা আদেশ দেওয়ার দেব, আর নিজে অন্য ট্রোজানদের সাথে লড়তে যাব—দেখা যাক, কী জিনিস ওরা।'

বলল সে, লাফ দিয়ে গেল সৈন্যদের সারির মাঝে আর প্রতিটি লোককে তাড়না দিল [এই বলে] :

'দেবতুল্য গ্রিকগণ, তোমরা আর এখন দূরে বসে থেকো না ট্রোজানদের
৩৫৫ থেকে। আসো, পুরুষের বিরুদ্ধে দাঁড়াও পুরুষের মতো, লড়াইয়ে ফেটে পড়ায় ব্যগ্র থাকো। আমি যতই বলশালী হই না কেন, এ তো কঠিন যে আমি [একা] ধেয়ে যাব এতগুলো লোকের পেছনে, একা লড়ব সকলের সাথে। এমনকি অমর দেবতা আইরিজ বা অ্যাথিনাও° যতই ঘাম ঝরাক তবু পারবে না [একা] এত
৩৬০ বিশাল লড়াইয়ের চোয়াল নিয়ন্ত্রণে নিতে। যা হোক, যতটা আমার হাত, পা এবং শক্তিতে আসে, তার সবই করে যাব আমি; কোনোভাবেই, আমার বিশ্বাস, আমি ঢিলে দেব না একটুও। না, এক বিন্দুও না। আমি সোজা যাচ্ছি এখন ওদের বাহিনীর সারি ভেদ করে। নিশ্চিত কোনো ট্রোজানই খুশি হবে না আমার বল্লমের নাগালের মাঝে এসে।'

এ-ই বলল অ্যাকিলিস তাদের তাড়না দিতে দিতে। অন্যদিকে দ্যুতিমান
৩৬৫ হেক্টর ট্রোজানদের উৎসাহ দিল চিৎকার করে, ঘোষণা দিল সে অ্যাকিলিসের সাথে মোকাবিলায় যাবে :

'হে গর্বিতমনা ট্রোজানেরা, পেলিউসপুত্রকে ভয় পেয়ো না যেন। ওরকম কথার লড়াই আমিও করতে পারি, এমনকি দেবদেবীদেরও সাথে। কিন্তু বল্লমে লড়াই করা অনেক কঠিন বটে, কারণ বল্লম [কথার চেয়ে] বহুগুণ বেশি শক্তিশালী। তাছাড়া অ্যাকিলিস এত কথা বলে যা যা করবে জানাল, তার সবটা
৩৭০ করা সম্ভব হবে না তার। দেখা যাবে তার কথার কিছুটা সে করতে পেরেছে, আর কিছুটা অর্ধেক করে রেখে দিতে হচ্ছে তাকে। তার সাথে লড়তে যাচ্ছি আমি, হোক না তার হাত দুটো আগুনের মতো—সত্যি, হোক না তার দু-হাত আগুনের মতো এবং তার তাণ্ডব গনগনে লৌহের মতো কোনো।'

এ-ই বলল হেক্টর তাদের তাড়না দিতে দিতে, আর ট্রোজানরা মুখ শত্রুর দিকে ঘুরিয়ে তাদের বল্লম তুলল উঁচুতে। দু পক্ষেরই উন্মত্ততা বিহ্বল-বিশৃঙ্খল
৩৭৫ হয়ে ঝাঁপাল একসাথে, রণহুঙ্কার জেগে উঠল জোরে। তখন ফিবাস অ্যাপোলো হেক্টরের সন্নিকটে এল, বলল এই কথা :

'হেক্টর, কোনোভাবেই তুমি অ্যাকিলিসকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সামনে যেয়ো না যেন, বরং তোমার লোকদের ভিড়ে ও যুদ্ধের গর্জনের মাঝে তার অপেক্ষাতে

থেকো। নতুবা সে তোমাকে আঘাত করতে পারে বল্লম ছুড়ে অথবা দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমাকে বিদ্ধ করতে পারে তরবারি দিয়ে।'

এ-ই বলল অ্যাপোলো। হেক্টর আরও একবার ফিরে গেল সেনাদের ভিড়ে। দেবতার কথা বলা শুনে হেক্টরের মনে ভয় ধরে গেছে। ৩৮০

কিন্তু অ্যাকিলিস চড়াও হলো ট্রোজানদের 'পরে।° তার হৃদয় তখন সাহসের পোশাক দিয়ে মোড়া। ভয়ংকর হাঁক ছাড়ল সে জোরে এবং প্রথমে বধ করল ওট্রিনটিয়ুসপুত্র আইফিটিয়নকে। ওই লোক ছিল এক বিশাল বাহিনীর নেতা, যাকে এক নাইয়াড জলপরী° জন্ম দিয়েছিল শহর-লুট-করা ওট্রিনটিয়ুসের ঔরসে, হাইডি-তে, ট্মোলাসের তুষারাবৃত উচ্চতার নীচে। সে যখন সোজা ৩৮৫ অ্যাকিলিসের দিকে মত্ত ধেয়ে এল, দেবতুল্য অ্যাকিলিস তাকে মাথার মাঝখানে মারল বল্লম ছুড়ে এবং তার মাথা পুরো দ্বিখণ্ডিত করে দিল। সে পড়ে গেল ধুপ আওয়াজ করে। তখন দেবতুল্য অ্যাকিলিস তার দেহের ওপর ফেটে পড়ল জয়োল্লাসে :

'শুয়ে থাকো ওইখানে, ওট্রিনটিয়ুসের ব্যাটা, মানুষের মাঝে সবচে অগ্রপশ্চাৎবিবেচনাহীন তুমি! তোমার মৃত্যু তাহলে হলো এইখানে, যদিও তোমার ৩৯০ জন্ম হয়েছিল গাইজি হ্রদের পাশে, যেখানে তোমার পিতার ভূসম্পত্তি আছে মাছে পরিপূর্ণ হিলাস [নদী] ও জল পাক খেয়ে ঘোরা হারমাস [নদীর] পাশে।'

এ-ই বলল অ্যাকিলিস বড়াইয়ের সুরে, অন্ধকার আইফিটিয়নের দু-চোখ ঘিরে দিল, যুদ্ধক্ষেত্রের ঝড়ের সামনের দিকে গ্রিকদের রথের চাকা তার দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিল। অ্যাকিলিস তার সাথে এবার ডিমোলেয়নকে যোগ করে ৩৯৫ নিল; সে ছিল অ্যান্টিনরের ছেলে, যুদ্ধে খুব ভাল প্রতিরক্ষা দিতে পারে এমন এক বীর। অ্যাকিলিস তার শিরস্ত্রাণের দু-গাল ঢাকা ব্রোঞ্জের পাত ভেদ করে ফুঁড়ে দিল তার কপালের পাশ। ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ বল্লমের এ আগ্রাসন ঠেকাতে ব্যর্থ হলো। বল্লম সোজা ঢুকে গেল, গুঁড়ো করে দিল তার হাড়, তার সমস্ত মগজ ও ঘিলু ছড়িয়ে গেল [শিরস্ত্রাণের] ভেতরের দিকে। এভাবেই তার সব মত্ততা ৪০০ অ্যাকিলিস স্তব্ধ করে দিল।

এর পরে ছিল হিপোডামাস। যখন সে তার রথ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পালাচ্ছে অ্যাকিলিসের সামনে থেকে, অ্যাকিলিস তার পিঠে বল্লম ঢুকিয়ে দিল জোর এক ঠেলা মেরে। যখন তার আত্মা বেরিয়ে যাচ্ছিল শ্বাসের সাথে, সে ষাঁড়ের মতো গর্জন করে উঠল জোরে। যুবকেরা কোনো ষাঁড়কে যখন টেনে নিয়ে যায় হেলিকোনিয়ানের° বেদীর দিকে, তখন সেই ষাঁড় যেভাবে চিৎকার ৪০৫ করে—কারণ ভূকম্প-তোলা দেব ওরকম চিৎকারেই খুশি হয়—সেভাবে হিপোডামাস, যেই তার সাহসী আত্মা তার হাড় ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এক ষাঁড়ের-চিৎকার দিল।

এবার অ্যাকিলিস তার বল্লম নিয়ে ধেয়ে গেল প্রায়ামপুত্র দেবসমকক্ষ পলিডোরাসের দিকে। পলিডোরাসের পিতা তাকে সর্বদাই মানা করেছিল যুদ্ধে যেতে, কারণ সে জন্মের হিসেবে তার পুত্রদের মাঝে সবচে কমবয়সী ছিল, সেই ৪১০ সাথে ছিল পিতার প্রিয়তমও বটে, এবং পায়ের গতিতে সে ছিল অন্য সবার চেয়ে ক্ষিপ্রগামী বেশি। আহ্ দ্যাখো সে কত বড় নির্বোধ! তার পায়ের দ্রুততা কতো আছে সেটা সে শিশুর মতো—সর্বাগ্রের সেনাদের মাঝে ছুটে গিয়ে—অন্যদের দেখাচ্ছিল বড়; আর এতেই তার প্রিয় জীবনটা গেল। তাকে দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিস বল্লম ছুড়ে মারল পিঠের ঠিক মাঝখানে, যখন সে ছুটছিল ৪১৫ অ্যাকিলিসের পাশ দিয়ে। বল্লম লাগল যেখানে তার বেল্টের সোনালি-বন্ধনী দুটি বাঁধা ছিল, যেখানে বেল্টের সাথে তার ঊর্ধ্বাঙ্গের বর্মের দু-অর্ধেক এসে মিলেছিল। বল্লমের আগা সোজা চলে গেল তা ফুঁড়ে, ওপাশে বেরিয়ে এল নাভি দিয়ে। সে আর্তনাদ করে হাঁটুতে পড়ে গেল আর এক অন্ধকার মেঘ ঢেকে দিল তাকে; ঢলে পড়ে গেল এই বীর হাতের মুঠোয় পেটের সব নাড়িভুঁড়ি ধরে রেখে।

যখন হেক্টর দেখল তার ভাই পলিডোরাস হাতে আঁকড়ে আছে নিজের ৪২০ নাড়িভুঁড়ি, ঢলে পড়ছে মাটিতে, তখন এক কুয়াশা এসে ভাসিয়ে নিল তার চোখ। সে আর পারল না অ্যাকিলিসের থেকে দূরে দূরে থেকে যেতে। সোজা সে দীর্ঘ পায়ে, ধারাল বল্লম আন্দোলিত করে, হেঁটে গেল অ্যাকিলিসের কাছে—ঠিক অগ্নিশিখার ভঙ্গিমাতে। অ্যাকিলিস দেখতে পেল তাকে, দেখেই সে ঝাঁপিয়ে এল তার দিকে, বলল আস্ফালন করে :

৪২৫ 'এই দ্যাখো সেই লোক যে আমার হৃদয়ে নিষ্ঠুরতম বড় আঘাতটি হেনেছিল। কারণ সে খুন করেছে আমার সবচে সম্মানীয় বন্ধুটিকে। নাহ্, যুদ্ধের এই পরিখার পাশ ধরে আমাদের দুজনের একে অন্যের থেকে ভয়ে গুটিসুটি মেরে থাকার এখানেই ইতি।'

এ-ই বলল সে, ভুরুর নীচ থেকে রাগী দৃষ্টি হেনে আরও বলল দেবতুল্য হেক্টরের উদ্দেশে :

'কাছে আসো, যাতে করে আরও শিগগির তুমি মৃত্যুর মেহনতের মাঝে ঢুকে যেতে পারো।'

৪৩০ তখন নির্ভয়চিত্ত নিয়ে দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর বলল তাকে :

'পেলিউসপুত্র তুমি, ভেবো না আমাকে ভয় পাইয়ে দিতে পারবে কথা দিয়ে, যেন বা আমি কোনো খোকা! আমি নিজেও ভালোমতো জানি কী করে বিদ্রূপ করতে হয়, অন্যের দিকে কী করে অশোভন খিস্তি ছুড়ে দেয় লোকে। আমি জানি তুমি বিরাট এক বীর, তুলনায় আমি অনেক ছোট, কিন্তু জেনো এ-সবকিছুর

ফলাফল কী হয় তা রাখা আছে দেবতাদের কোলের কাছে—অর্থাৎ আমি তোমার ৪৩৫
তুলনায় কম দক্ষ যোদ্ধা হয়েও আমার বল্লম ছুড়ে তোমার জীবন কেড়ে নিতে
পারব কি না, সেটা। আমার অস্ত্রও অতীতে প্রমাণ রেখেছে সে যথেষ্ট ধারাল ও
ব্যগ্র বটে।'

এ-ই বলল হেক্টর, আর বল্লমের ভারসমতা ঠিকঠাক করে নিল, ছুড়ে দিল
সেটা। কিন্তু অ্যাথিনা এক সামান্য ফুঁ দিয়ে তার বল্লম ঘুরিয়ে দিল সুনামখ্যাত
অ্যাকিলিসের দিক থেকে। ওটা উড়ে ফেরত গেল দেবতুল্য হেক্টরের কাছে, পড়ল ৪৪০
ওখানে তার পায়ের সামনে এসে। তখন অ্যাকিলিস হেক্টরের ওপর লাফিয়ে এল
তুমুল মত্ততা নিয়ে—সে তাকে খুন করতে বদ্ধপরিকর, গলায় তার ভয়জাগানিয়া
এক হাঁক।° কিন্তু অ্যাপোলো একদম অনায়াসে—যেরকম দেবতারা পারে—
হেক্টরকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল দূরে, এক ঘন কুয়াশায় তাকে মুড়ে। তখন তিনবার
দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিস তার ওপর লাফিয়ে গেল ব্রোঞ্জের বল্লম নিয়ে, ৪৪৫
আর তিনবারই আঘাত হানল সে ঘন কুয়াশার গায়ে। এরপর যখন চতুর্থবার° সে
তার দিকে তেড়ে এসেছে কোনো ঐশ্বরিক কারও মতো করে, ভয়ংকর চিল্লিয়ে
সে [বাধ্য হলো] হেক্টরের প্রতি তার ডানাওয়ালা কথা ছুড়ে দিতে :

'ওই কুকুর, আবার তুই পারলি মৃত্যু থেকে পালিয়ে যেতে, যদিও মৃত্যু
তোর একেবারে কাছে এসে গিয়েছিল। এই দফা আবারও ফিবাস অ্যাপোলো ৪৫০
বাঁচালো তোকে, সেই দেবতা যার নাম নিশ্চিত জপিস তুই বল্লম-বর্শা ধুপধাপ
পড়ার [এই যুদ্ধে] যখন ঢুকিস। আবার যখন তোর সাথে আমার দেখা হবে,
তখন নিশ্চিত তোর জীবনের ইতি টেনে দেব আমি—শুধু যদি কোনো দেবতা
আমাকেও একটু সাহায্য করে এসে। এখনকার মতো আমি বাকিদের জান নিতে
যাব, মানে যারই ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।'

এ কথা বলে অ্যাকিলিস তার বল্লম সজোরে মেরে ঢুকিয়ে দিল ৪৫৫
ড্রাইওপ্সের গলার মাঝখানে। সে অ্যাকিলিসের পায়ের সামনে পড়ে গেল।
অ্যাকিলিস তাকে ওখানে ফেলে রেখে বল্লম ছুড়ল ফিলিটরের পুত্র ডিমুকাসের
দিকে, সে ছিল এক বীর, এক প্রকাণ্ড মানুষ। অ্যাকিলিস তাকে থামিয়ে দিল
হাঁটুর কাছে বল্লমের ঘায়ে; এরপর সে তাকে ফেড়ে ফেলল তার বিশাল
তরবারি দিয়ে, জীবন কেড়ে নিল তার। এবার অ্যাকিলিস ছুটল লেয়োগোনাস ৪৬০
ও দারদানাসের দিকে, দুজনেই তারা ছিল বাইয়াসের ছেলে, দুজনকেই সে রথ
থেকে মাটিতে ছুড়ে দিল, একটাকে বল্লম মেরে, অন্যটাকে নিবিড়-লড়াইয়ে
তরবারির ঘায়ে।

এরপরে ছিল ট্রস, অ্যালাসটরের ছেলে। সে এসেছিল অ্যাকিলিসের হাঁটু
মিনতিতে জড়িয়ে ধরবে বলে; তার আশা ছিল [তাহলে] অ্যাকিলিস বুঝি তাকে
বন্দী করে নেবে, জীবন নিয়ে বাঁচতে দেবে তাকে, বুঝি দয়ামায়া করে তাকে ৪৬৫

রেহাই দেবে মৃত্যুর থেকে যেহেতু সে অ্যাকিলিসের একই বয়সী একজন ছিল। কী নির্বোধ ছিল এই লোক! সে জানত না অ্যাকিলিসের মন গলানো তার সাধ্যে নেই, কারণ এই মানুষটির হৃদয়ের মাঝে কোমলতা বলে কিছু নেই, নেই ভদ্রতা-নম্রতা কোনো, শুধু আছে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠা। উদ্বিগ্ন মিনতি রেখে ট্রস যখন চেষ্টা করে যাচ্ছে হাত দিয়ে অ্যাকিলিসের হাঁটু ছোবে, অ্যাকিলিস তাকে তরবারি
৪৭০ দিয়ে জোরে মারল তার কলিজাতে। কলিজা পিছল খেয়ে তার দেহের বাইরে পড়ে গেল, এর থেকে কালো খুন বের হয়ে ট্রসের কোল ভরে গেল। সে তার জীবনের দখল হারাল, অন্ধকার মুড়ে দিল তার চোখ।

এরপর অ্যাকিলিস তার বল্লম হাতে নিয়ে গেল মুলিয়াসের কাছে; মারল তাকে কানের ওপরে, বল্লমের ব্রোঞ্জের আগা পরিষ্কার বেরিয়ে গেল তার অন্য কান দিয়ে। তারপর অ্যাকিলিস চড়াও হলো একেক্ল্যাসের ওপরে, সে
৪৭৫ আজিনরের ছেলে। অ্যাকিলিস তার মুষ্টিওয়ালা তরবারি এই লোকের মাথার মাঝ বরাবর ঢুকিয়ে দিল; পুরো তরবারির ধার রক্তে উষ্ণ হয়ে গেল, রক্তরঙ মৃত্যু ও নিঠুর নিয়তি তার দু-চোখের ওপরে নেমে এল।

এরপরে ডিউক্যালিয়ন। যেখানে মোটা পেশিতন্তুগুলি কনুইয়ের কাছে এসে মেলে, সেখানে অ্যাকিলিস ব্রোঞ্জের আগার বল্লম ঢুকিয়ে দিল তার বাহুর মাঝ
৪৮০ দিয়ে। ডিউক্যালিয়ন দাঁড়িয়ে থাকল অ্যাকিলিসের প্রতীক্ষাতে—তার বাহু ঝুলে গেল বিরাট ভার নিয়ে, সে চোখের সামনে দেখল নিজের মৃত্যুকে। অ্যাকিলিস তার ঘাড়ে মারল তরবারির কোপ, তার মাথা ও শিরস্ত্রাণ উড়ে গেল একসাথে, তার মজ্জা বিস্ফোরণের মতো বেরুলো মেরুদণ্ড দিয়ে, ধড় মাটিতে পড়ে থাকল হাত-পা ছড়িয়ে।

এবার অ্যাকিলিস খুঁজতে গেল পাইয়াসের অতুল্য পুত্রটিকে; রিগমাস তার
৪৮৫ নাম, সে এসেছে অনেক-উর্বরা থ্রেইস প্রদেশ থেকে। অ্যাকিলিস তাকে বল্লম দিয়ে মারল শরীরের মাঝখানে, মধ্যচ্ছদায়; ব্রোঞ্জ বিঁধে থাকল তার ফুসফুসে, সে উলটে পড়ল রথ থেকে। রিগমাসের অনুচর আরিয়িথোয়াস এবার যখন উল্টোদিকে ঘোরাচ্ছিল তার ঘোড়াদের, অ্যাকিলিস তখন তার পিঠে ঢুকিয়ে দিল ধারাল বল্লম, তাকে ছুড়ে ফেলে দিল রথের ওপর থেকে। ঘোড়াগুলো ভয়ে পাগলের মতো দৌড় দিল।

৪৯০ যেভাবে কোনো ত্রাসজাগানো আগুন ক্ষিপ্ত ফুঁসে ওঠে কোনো পুড়ে-যাওয়া পর্বতের দূরগামী সংকীর্ণ উপত্যকা ধরে, আর গভীর অরণ্য পোড়ে তাতে, সবকিছু তাড়িয়ে-নিয়ে-যাওয়া হাওয়া ঘূর্ণিপাকে ঘোরায় আগুনের শিখা সবদিকে—সেভাবে অ্যাকিলিস কোনো ঐশ্বরিক কিছুর মতো করে তার বল্লমের

ঝড় তুলে গেল চারদিক জুড়ে, শত্রুদের ধাওয়া করে করে আর মেরে; কালো মাটি ভেসে গেল [লাল] খুনে।

যেভাবে কোনো লোক মজবুত-বানানো শস্য মাড়াইখানায় সাদা যব গুঁড়ো করবে বলে চওড়া-ভুরু ষাঁড়দের একসাথে জোয়ালে জোড়ে, আর শস্যদানা দ্রুতই খোসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে জোর-গর্জন তোলা ষাঁড়দের পায়ের নীচে পড়ে—সেভাবে উদ্ধতমন অ্যাকিলিসের রথের নীচে তার একখুরের ঘোড়াগুলি [পথ] মাড়িয়ে গেল মরা মানুষ ও [পড়ে থাকা] ঢালের মাঝে কোনো ফারাক না করে। রথের নীচের অক্ষদণ্ড ও ওপরে চারপাশ ঘিরে দেওয়া রেলিংয়ের সবটা রক্তের ছিটায় মাখামাখি হলো—ঘোড়ার খুর ও চাকার টায়ার থেকে রক্তের ফোঁটা ছিটে ছিটে গিয়ে আঘাত হানল ওই জায়গাতে। আর সে, পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিস, মহিমা ও যশ জিতে নেবে বলে দৃঢ়তার সাথে চলল এগিয়ে, তার অজেয় দু-হাত জমাটবাঁধা খুনে রাঙিয়ে-ভরিয়ে নিয়ে। ৪৯৫ ৫০০ ৫০৩

টীকা

২০:৪ **থেমিসকে:** দেখুন টীকা ১৫:৮৭।

২০:৬-১০ **এমন কোনো নদী নেই...হাজির হলো না:** নদীদেবতা ও জলপরীদের সবাই যে অলিম্পাসের দরবারস্থলে জড়ো হলো, এর মধ্য দিয়ে হোমার ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন সামনের দিনে নদীদেবতা স্কামান্দারের সঙ্গে অ্যাকিলিসের লড়াইয়ের।

২০:১৪-১৫ **ভূ-কম্প তোলা দেব...প্রশ্ন করল:** পসাইডনই প্রথম মুখ খুলছে কারণ দেবদেবীদের অবস্থানের ক্রমানুসারে জিউসের ঠিক পরেই আছে পসাইডন।

২০:৫৩ **কাল্লিকোলন:** ট্রোজান সমতলের কাছে অবস্থিত এই পাহাড়েরর কথা আছে শুধু এখানে এবং এ পর্বেরই ১৫২ নং লাইনে।

২০:৬০ **আইডোনিয়িস:** মৃত্যু-পরবর্তী জগতের দেবতা হেডিসের অন্য নাম।

২০:৯০-৯৩ **এর আগে একবার...পেডাসাস নগর দুটি:** লারনেসাস গুঁড়িয়ে দেওয়ার বিবরণ আমরা পাই মহাকাব্যের ২:৬৯০-৬৯৩ পংক্তিতে। আর পেডাসাস ট্রোয়াড অঞ্চলের অন্য এক শহরের নাম। ঈনিয়াস ও অ্যাকিলিসের মধ্যেকার এই সংঘর্ষের কথা অন্য মহাকাব্য সিপ্রিয়া-য় (Cypria) আছে। অ্যাকিলিস নিজেও এ ঘটনার কথা মনে করছে একটু পরেই ১৮৮-১৯৪ সংখ্যক পংক্তিতে।

২০:১০৮ **প্রাচীন-প্রবীণের দুহিতা:** নেরেউস; সে থেটিসের পিতা। তার ব্যাপারে হোমারের গৎবাঁধা বিশেষণ: সমুদ্রের প্রাচীন-প্রবীণ।

২০:১২৮-১২৯ **নিয়তিদেবী তার জন্মের...বুনে রেখেছিল:** প্রাচীনকালের সংস্কৃতিতে নিয়তির সঙ্গে সুতো বা চরকা কাটার প্রসঙ্গ আনা খুব নিয়মিত ব্যাপার ছিল। মানবসন্তানের জন্মের সময় যে নিয়তিদেবী হাজির থাকতো তার নাম 'Klotho', অর্থাৎ বস্ত্রবয়নকারী, যে ওই নব্যজাত শিশুর জীবনের সুতো বুনতে শিশুটির জন্মমুহূর্তে হাজির হতো।

২০:১৪৫-১৪৮ **দেবতুল্য হেরাক্লিসের ঢিবির...আশ্রয় নিতে:** পুরাণে আছে যখন রাজা লাওমিডন পসাইডনকে ট্রয়ের দেওয়াল বানিয়ে দেওয়ার মজুরি পরিশোধ করল না, তখন পসাইডন এক সাগর-দানোকে পাঠাল ট্রোজানদের ক্ষতি করতে। হেরাক্লিস লাওমিডনকে বলল, সে তাদের পক্ষ নিয়ে এই সাগর-দানোকে পরাস্ত করতে পারবে। লাওমিডন পরে হেরাক্লিসের এই শ্রমের মজুরিও অপরিশোধিত রাখল। হেরাক্লিসের এই ঢিবিসদৃশ দুর্গের প্রসঙ্গ *ইলিয়াড*-এ শুধু এখানেই আছে। দেখুন টীকা ৫:৬৪০।

২০:১৮৮-১৯৪ **তোমার কি মনে নেই...ওদের স্বাধীনতার দিন:** দেখুন উপরের টীকা ২০:৯০-৯৩। লারনেসাসের পতনের পরে অ্যাকিলিস যেসব মেয়েকে ধরে এনেছিল তাদের একজন ব্রাইসিয়িস। আরও দেখুন টীকা ১৯:২৯৫-২৯৬।

২০:২১৫-২৪১ **একদম আদিতে, জিউস...আমার পূর্বপুরুষদের গাথা:** ঈনিয়াসের মা আফ্রোদিতি অ্যাকিলিসের মা থেটিসের চাইতে বড় দেবী, তাই মায়ের দিকে তার বলার মতো বিশেষ কিছু নেই (দেখুন ২০:১০৫-১০৭)। সে কারণে ঈনিয়াস শুরু করল পিতার দিকের বংশপরিচয় দেওয়া। তার দম্ভোক্তির মধ্য দিয়ে অবশ্য এটাই প্রতীয়মান হলো যে ঈনিয়াস ট্রোজান সিংহাসনে বসতে পারবে

না, যেমন কিনা তাকে অ্যাকলিস বলেছিল এ-পর্বেই (১৭৯-১৮৩)। ট্রস-এর ঘোড়াদের বিষয়ে দেখুন টীকা ৫:২২০; আরও দেখুন ৫:২৬৮-২৬৯।

২০:২৮৭-২৮৮ **আজকের দিনের নশ্বর...উঠিয়ে ফেলল সেটা:** বিশাল পাথর সম্বন্ধে এটাই হোমারের ফরমূলা বা গৎবাঁধা বর্ণনা (দেখুন মহাকাব্যের ৫:৩০২-৩০৪ এবং ১২:৪৪৫-৪৫০)।

২০:২৯২ **পসাইডন...দেখে ফেলত এইসব:** গ্রিক পক্ষের দেবতা পসাইডন যে ট্রোজান ঈনিয়াসকে বাঁচাল তাতে বেশি আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দেবতারা মানুষের ওপরের; হেরা ও অ্যাথিনার মতো গ্রিকদের প্রতি প্রচণ্ড আত্মনিবেদিত দেবীরা ছাড়া, অন্য সব দেবদেবীই আমাদের সাধারণ বোধবুদ্ধির অগম্য এক বৃহত্তর জায়গা থেকে ঘটনাকে ও বস্তুকে দেখতে পারে।

২০:২৯৮ **নিরপরাধ মানুষটিকে:** ঈনিয়াস নিরপরাধ। দোষ যা করার করেছিল রাজা লাওমিডন। ঈনিয়াস লাওমিডনের বংশধর নয়, অতএব লাওমিডনের কাজের ফল তার ভোগ করা উচিত নয়।

২০:৩০২-৩০৮ **কারণ তার নিয়তিতে...জন্ম নেবে ভবিষ্যতে, পরে:** ট্রোজনযুদ্ধে ঈনিয়াস যে মারা যাবে না, সে বেঁচে থাকবে, সে-বিষয়ে এটাই *ইলিয়াড*-এ একমাত্র উল্লেখ। এর থেকে বিতর্কও কম হয়নি। আমরা জানি না গ্রিক শ্রোতারা এ পংক্তিগুলিকে কিভাবে নিতেন এবং ঈনিয়াসের বংশধর অর্থে তারা কাদেরকে ভাবতেন (ট্রোজান অঞ্চলের এক অভিজাত পরিবারকে ভাবা হতো, সে কথা বলা হয়েছে এ-বইয়ের 'পাঠ-পর্যালোচনা' অংশে)। রোমান ও পরবর্তীকালের পাঠকেরা মনে করেন যে এই পংক্তিগুলিতেই *ঈনিদ* মহাকাব্যের বীজ খুঁজে পেয়েছিলেন রোমান কবি ভার্জিল।

২০:৩৫৯ **আইরজ বা অ্যাথিনাও:** তারা দুজনই যুদ্ধদেবতা ও যুদ্ধদেবী, অতএব সঙ্গত যে তাদের কথাই বলা হবে।

২০:৩৮১ **অ্যাকিলিস চড়াও হলো ট্রোজানদের 'পরে:** এ-পর্বের এখান থেকেই শুরু হলো অ্যাকিলিসের আরেস্তিয়া (বীরগাথা), যা চলবে পর্বের শেষ লাইন অবধি এবং পরের দুটি পর্ব জুড়ে। হেক্টরের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে শেষ হবে তার মূল আরেস্তিয়াটুকু।

২০:৩৮৪ **নাইয়াড জলপরী:** নাইয়াড এক নিম্নপদস্থ দেবী যে বাস করতো পানিতে বা পানির কাছাকাছি স্থানে। শব্দটি গ্রিক ক্রিয়াপদ naio থেকে, যার অর্থ 'প্রবাহিত হওয়া' (flow)।

২০:৪০৫ **হেলিকোনিয়ান:** পসাইডনই 'হেলিকোনিয়ান'। পেলোপনেসির উত্তরে গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে হেলিকে নামের এক শহরে ছিল পসাইডনের শরণস্থল। দেখুন মহাকাব্যের ৮:২০৩ পংক্তি। গ্রিসের মিলেটোস শহরে ছিল হেলিকোনিয়ান পসাইডনের আরও বিখ্যাত এক মন্দির, যেখানে হোমারের সময়ের আয়োনিয়ান মানুষেরা পসাইডনের পূজো করতো। গবেষকদের অভিমত, আয়োনিয়ান ঐ মন্দিরটির কথাই বলা হয়েছে এখানে।

২০:৪৩৮-৪৪২ **এ-ই বলল হেক্টর...ভয়জাগানিয়া এক হাঁক:** অ্যাকিলিস ও হেক্টরের এই ক্ষণিকের সাক্ষাতের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ২২তম পর্বে সংঘটিত তাদের মধ্যেকার মূল লড়াইয়ের বীজটুকু। কবি আমাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করছেন তার মহাকাব্যের আসন্ন ক্লাইম্যাক্সের সামনাসামনি হতে।

২০:৪৪৪-৪৪৬ **তখন তিনবার...যখন চতুর্থবার:** তিনবার কেউ ছুটে যায় কোনো একটা কিছু করতে, তিনবারই ব্যর্থ হয়, তারপর চতুর্থবার আবার সেই কাজটা করতে গেলে অন্য কিছু

ঘটে—*ইলিয়াড*-এ এই দৃশ্য এতোবার দেখা গেছে যে গবেষকেরা এটিকেও হোমারের ফরমুলা বা গৎবাঁধা দৃশ্যের ঝুড়িতে রাখেন। এ জিনিসটা আরও বেশি ঘটে যখন কোনো গ্রিক থাকে আক্রমণে আর ট্রোজান পক্ষের দেবতা অ্যাপোলো তাকে ঠেকায় (দেখুন মহাকাব্যের ৫:৪৩৫, ১৬:৭০২, ১৬:৭৮৪-৭৮৭ ইত্যাদি অংশগুলিও; দেখুন টীকা ৫:৪৩৫)।

২০:৪৯৮ **অ্যাকিলিসের রথের নীচে:** অ্যাকিলিস এখন তার রথে চড়েছে, ওখানে দাঁড়িয়ে সে ধাওয়া করছে ট্রোজানদের।

পর্ব - একুশ

অ্যাকিলিসের সঙ্গে নদীর লড়াই

অ্যাকিলিস কচুকাটা করতে লাগল স্কামান্দার (অন্য নামে জানথাস) নদীর পানিতে গিয়ে লুকানো ট্রোজানদের—নদী-দেবতা স্কামান্দার ক্ষেপে গেল অ্যাকিলিসের ওপরে, তাকে ধাওয়া করল সে—হেফিস্টাস আগুন পাঠিয়ে নদীকে থামাল—দেবদেবীরা সরাসরি একে অন্যের বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো—অ্যাপোলো ট্রয়ে এল শহরকে অ্যাকিলিসের হাত থেকে রক্ষা দেবে বলে।

বিষয়বস্তু

প্রাচীনকাল থেকে এ-পর্বটির নাম 'নদীর পাড়ে যুদ্ধ'। এর শুরু হয় মানুষের যুদ্ধ দিয়ে, অ্যাকিলিসের সঙ্গে দুই ট্রোজান বীরের লড়াই অর্থাৎ অ্যাকিলিসের বীরগাথার মধ্য দিয়ে, আর এই বীরগাথার বিস্তৃতি ঘটে অ্যাকিলিসের সঙ্গে নদী-দেবতা স্কামান্দারের ভয়াল লড়াইয়ের মধ্যে; পরে তা-ই রূপ নেয় স্কামান্দার ও দেবতা হেফিস্টাসের মধ্যকার লড়াইতে; পানির সঙ্গে আগুনের লড়াই দেখি আমরা, শেষে দেখি দেবতা-দেবতায় বাছবিচারহীন যুদ্ধ। নদীর পাড়ে অ্যাকিলিসের যুদ্ধ এবং নদীর সঙ্গে অ্যাকিলিসের যুদ্ধ, দু জায়গাতেই নদী-দেবতার সামনে অ্যাকিলিস তুচ্ছ এক যোদ্ধা, তাকে বাধ্য হয়ে সাহায্য নিতে হয় অন্য দেবদেবীর। ১৮তম পর্বে অ্যাথিনা অ্যাকিলিসের মাথার ওপরে আগুনের বলয় বসিয়ে দিলেও (১৮: ২০৫-২০৬) নদীর সঙ্গে পারার ক্ষমতা নেই তার, তাই হেফিস্টাসের আগুনের তার প্রয়োজন পড়ে নিজেকে বাঁচাতে। পর্বের শেষে আবার

যুদ্ধ ফিরে আসে মানুষের পরিমণ্ডলে, অ্যাকিলিস ও আজিনরের লড়াই প্রত্যক্ষ করি আমরা, যা ২২তম পর্বে অ্যাকিলিস বনাম হেক্টরের চূড়ান্ত লড়াইয়ের পূর্বরঙ্গ যেন। ইলিয়াড-এর অন্যতম শক্তিশালী এই পর্বটি কবির অনেক যত্ন দিয়ে গড়া। এখানে প্রতিবার যখন নতুন এক বিষয়বস্তুর দিকে যান কবি, ঠিক তার আগে তিনি নিজের পথ প্রস্তুত করে নেন পর্বের অভ্যন্তরীণ বিভাজন রেখা ধরে একেকটি কাহিনী থেকে কাহিনীতে উত্তরণের বর্ণনা দিয়ে। সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করা হলো বইয়ের শেষে পাঠ-পর্যালোচনা অংশে। দেবতাদের মধ্যকার যুদ্ধদৃশ্য যথেষ্ট হালকা ও চটুল ভঙ্গিমায় বলা, যার অনেক সমালোচনা হয়েছে হোমার গবেষকদের হাতে। সে-বিষয়েও আলোকপাত করা হলো পাঠ-পর্যালোচনায়। তবে দেবতাদের মধ্যকার লড়াইয়ের অংশটুকু ও অ্যাকিলিস বনাম নদী-দেবতার যুদ্ধের লোককথা ধাঁচের অংশটুক—সবই অ্যাকিলিসের বীরগাথা দীর্ঘ করার ও একে তীব্রতর করার কৌশল যেমন, তেমনই তারা হেক্টরের সঙ্গে তার লড়াই দেখার পাঠক-প্রত্যাশাকে বিলম্বিত ও গভীরতর করারও কৌশল বটে। আগের পর্বের মতোই এখানেও অ্যাকিলিস ছাড়া অন্য কোনো গ্রিক যোদ্ধার নামও নেওয়া হয়নি; যেন বা পুরো ট্রোজান সৈন্যবাহিনীর বিপরীতে সে একাই একটি আর্মি। পর্বের শেষে গিয়ে ট্রোজানদের পক্ষ নেওয়া দেবদেবীরা ঠিক ট্রোজানদের মতোই জান নিয়ে পালানো ছত্রভঙ্গ অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। ট্রয় ও এর পতনের মাঝখানে এখন আর কোনো বাধা, কোনো দূরত্বই নেই, কেবল হেক্টর ও দেবতা অ্যাপোলো ছাড়া।

সারসংক্ষেপ

১-১৩৫: অ্যাকিলিস ট্রোজান সেনাদের তাড়িয়ে নিয়ে স্কামান্দার নদীতে ফেলে। তার হাতে মারা যায় প্রায়ামপুত্র লাইকাওন, যাকে সে এর আগে একবার ধরে দাস হিসেবে বেচে দিয়েছিল।

১৩৬-২০৪: অ্যাকিলিসের আচরণে ক্ষুব্ধ হয় নদী স্কামান্দার, বিশেষত অ্যাকিলিস অ্যাসটেরোপিয়াসকে হত্যা করবার পরে, কারণ অ্যাসটেরোপিয়াস আরেক নদী অ্যাক্সিয়াসের নাতি ছিল।

২০৫-৩২৯: নদী-দেবতা অ্যাকিলিসকে হুমকি দিল, তাকে তাড়া করল সমতল ধরে। পসাইডন ও অ্যাথিনা অ্যাকিলিসকে আশ্বস্ত করল যে নদীর হাতে তার মৃত্যু হবে না। স্কামান্দার সিমোয়িস নদীর সহায়তা নিয়ে অ্যাকিলিসের মৃত্যু ঘটানোর খুব কাছে চলে এল।

৩৩০-৩৮২: হেরার অনুরোধে দেবতা হেফিস্‌টাস আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল সমতল, আগুন ধরিয়ে দিল নদীর পানিতে। স্কামান্দার ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে সরে গেল যুদ্ধ থেকে, বলল সে ট্রোজানদের আর কখনও সহায়তা দেবে না।

৩৮৩-৫১৩: আইরিজ আক্রমণ করল হেরাকে, হেরা আইরিজকে আহত করল পাথরের বাড়ি মেরে; আফ্রোদিতি আইরিজের সাহায্যে এলে অ্যাথিনা মারল আফ্রোদিতিকে। পসাইডন অ্যাপোলোকে লড়াইয়ে নামার আহ্বান জানাল, কিন্তু অ্যাপোলো বলল

যে নশ্বর মানুষকে কেন্দ্র করে তাদের লড়াইয়ে নামাটা অনর্থক। আর্টেমিজ উপহাস করল অ্যাপোলোকে, এতে হেরা ক্ষেপে গিয়ে মারল আর্টেমিজকে; হারমিস এটা দেখে পিছিয়ে এল জিউসের শয্যাসঙ্গিনী, অ্যাপোলোর মাতা, লেটোর সঙ্গে যুদ্ধে নামা থেকে। আর্টেমিজ জিউসের কাছে নালিশ জানাল হেরাকে নিয়ে।

৫১৪-৫৪৩: সব দেবদেবী ফিরে গেল অলিম্পাসে, কেবল অ্যাপোলো ছাড়া। সে চলল ট্রয়ের দিকে। রাজা প্রায়াম ব্যবস্থা নিল নগরের তোরণপথ ধরে পলায়নরত ট্রোজান যোদ্ধাদের নগরের ভেতরে ঢুকে আশ্রয় নেওয়ার।

৫৪৪-৬১১: অ্যাপোলোর উৎসাহে আজিনর লড়াইয়ে নামল অ্যাকিলিসের বিপরীতে; কিন্তু দেবতা তাকে তুলে নিয়ে বাঁচিয়ে দিল আর নিজে আজিনরের ছদ্মবেশে নেমে গেল যুদ্ধক্ষেত্রে। অ্যাকিলিস এই ছদ্মবেশী অ্যাপোলোর পেছনে দৌড়াচ্ছে এবং ওই ফাঁকে ট্রোজানরা শহরে নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকছে।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

আগের দুটি পর্বের একই দিন (*ইলিয়াড* শুরু হওয়ার পরে ৩০তম দিন) চলছে এ-পর্বেও। ঘটনাস্থল স্কামান্দার নদীর তীর, স্কামান্দার নদীবক্ষ ও ট্রয়ের সমতল।
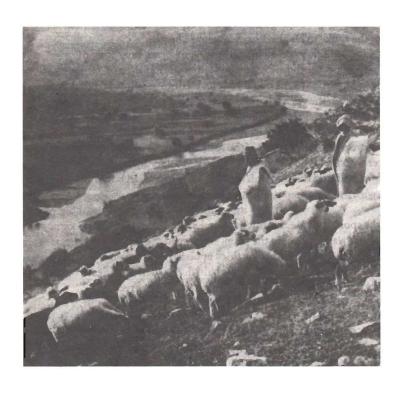
চিত্র ২৩. স্কামান্দার নদী, ট্রয়। স্কামান্দার নদীর পাশের পাহাড়ের ঢালে ভেড়া চরাচ্ছে দুই রাখাল। গবেষকদের অভিমত, ট্রোয়াড অঞ্চল বিষয়ে হোমারের ব্যক্তিগত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি এ নদীর খাড়া পাড় বা উঁচু তীরের কথা (যার উল্লেখ *ইলিয়াড*-এ আছে) ভালোমতোই জানতেন। (ফটো: ১ মে, ১৯১৫ সন)

যখন গ্রিকরা এবার এসে পৌঁছাল ঘূর্ণিপাকে ঘোরা, স্বচ্ছ-জল-বয়ে-চলা জানথাস নদীর পারাপারের অগভীর অংশের কাছে°—এ নদীর পিতা জেনো অমর জিউস—অ্যাকিলিস তখন ট্রোজানবাহিনীকে দু ভাগে ভাগ করে দিল। এক ভাগ সে তাড়িয়ে নিল সমতল ধরে [ট্রয়] শহরের দিকে, যেখানে আগের দিন গ্রিকরাই দ্যুতিমান হেক্টরের তাণ্ডবের সামনে পড়ে দিগ্বিদিক পালাচ্ছিল বিভ্রান্ত হয়ে, ৫ ট্রোজানরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এখন সেখানেই জড়ো হতে লাগল পলায়নের কালে, দলে দলে। হেরা তাদের পালানোয় বাধা দিতে তাদের সামনে ছড়িয়ে দিল এক ঘন কুয়াশার মেঘ।

ট্রোজানদের অন্য ভাগ খোঁয়াড়বন্দী হলো গভীর-প্রবহমান, রুপালি-ঘূর্ণিতোলা নদীর এইখানে। তারা বিরাট আওয়াজ করে পড়ল নদীর জলে, গভীর জল গর্জে উঠল জোরে এবং দু পাশের খাড়া-নীচে-পড়া নদীতীর প্রতিধ্বনি তুলল ১০ তাদের জোর চিৎকারের। তারা আর্তনাদ তুলে সাঁতরাল এদিকে, আবার ওদিকে, ঘূর্ণাবর্তের মাঝে ঘুরে ঘুরে। যেভাবে কোনো আগুনের আগ্রাসনের সামনে পড়ে পঙ্গপালের দল পাখা মেলে নদীর কাছে গিয়ে পালাবার হেতু, তাদের তাড়িয়ে নেয় অক্লান্ত আগুনের দমক যা হঠাৎ লাফ দিয়ে ওঠে গনগনে বহ্নিশিখা হয়ে, তারপর তারা পানিতে সব একসাথে গাদাগাদি থাকে°—সেভাবে অ্যাকিলিসের আক্রমণের মুখে পড়ে গভীর-ঘূর্ণির জানথাস নদীর পানি ঘোড়া ও মানুষের ১৫ বিশৃঙ্খল হট্টগোলে ভরে গেল।

জিউস-বংশজাত অ্যাকিলিস নদীতীরে ঝাউয়ের এক ঝোপের গায়ে তার বল্লম হেলিয়ে রেখে এক ঐশ্বরিক কিছুর মতো নদীর পানিতে পড়ল লাফ দিয়ে, শুধু তরবারি হাতে নিয়ে। তার মনে বাসনা ভয়াবহ কিছু ঘটাবে সে আজ। এবার শুরু করল সে [তরবারির] কোপ, এদিক ওদিক সবদিক ঘুরে মানুষ কোপানো। ২০ তরবারিতে কাটা পড়া মানুষের থেকে উঠল বীভৎস চিৎকার, পানি রক্তে লাল হয়ে গেল। যেভাবে মাছেরা কোনো দৈত্যাকার ডলফিনের আক্রমণের মুখে পালায় সবদিকে, ভয়ে জবুথবু জড়ো হয় গভীর-খাড়ি পোতাশ্রয়ের গোপন জায়গায়, আর ডলফিন গপাগপ খায় যে মাছই সে ধরতে পারে—সেভাবে ট্রোজানরা ভয়ে জড়সড় হল খাড়া তীরের নীচে ভয়াল নদীর জলস্রোতের মাঝে। যখন ২৫

অ্যাকিলিসের হাত ব্যথা হয়ে এসেছে মানুষ মেরে মেরে, সে তখনও জীবিত আছে এমন বারোজনকে নদী থেকে বেছে নিল° মেনিশাসপুত্র প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর মূল্য করে। এদের সে তাড়িয়ে নিয়ে গেল—হরিণশাবকের মতো স্তম্ভিত তারা—
৩০ মাটির দিকে, পিছমোড়া করে এদের হাত বাঁধল সুন্দর করে কাটা চামড়ার বেল্ট দিয়ে, যে বেল্ট তারা পরে ছিল তাদের ঘনবুনোটের বহির্বাস ঘিরে। তারপর অ্যাকিলিস এদের তুলে দিল তার সহযোদ্ধাদের হাতে, এদেরকে সুগোল জাহাজবহরের কাছে নিয়ে যেতে বলে। এবার সে ফের ঝাঁপ দিল নদীর জলে, লড়াইয়ের তাণ্ডব চালিয়ে যেতে ব্যগ্র হয়ে।

এই দফা সেখানে তার দেখা হল দারদানিয়ান প্রায়ামের এক পুত্রের সাথে,
৩৫ সে পালাচ্ছিল নদী থেকে উঠে। তার নাম লাইকাওন যাকে এর আগে রাতের এক ঝটিকা আক্রমণে অ্যাকিলিস ধরেছিল তার পিতার ফলের বাগানে, ধরে এনেছিল তার মহা জোরাজুরি সত্ত্বেও। লাইকাওন তার ধারাল ব্রোঞ্জ দিয়ে এক বুনো ডুমুর গাছের তাজা ডাল কাটছিল রথের রেলিং বানাবে বলে, তখন দেবতুল্য অ্যাকিলিস তার ওপর চড়াও হলো অপ্রত্যাশিত এক সর্বনাশরূপে। সেবার
৪০ অ্যাকিলিস তাকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল তার জাহাজে করে, তাকে বেচে দিয়েছিল সুনির্মিত লেম্‌নোসে এসে; ইয়ুনিয়াস, জেসনের ছেলে, তাকে কিনে নিয়েছিল। ওখান থেকে পরে চড়া দামের এক মুক্তিপণ শোধ করে তারই একসময়ের এক অতিথি-বন্ধু কিনে নেয় তাকে—সে ইমব্রোসের ঈটিয়ন, সে তাকে পাঠিয়ে দেয় ঐশ্বরিক শহর আরিজ্‌বিতে। আরিজ্‌বি থেকেই পরে একদিন সে গোপনে পালায়, তার পিতার গৃহে ফিরে আসে।

৪৫ তবে লেম্‌নোস থেকে ফেরার পরে মাত্র এগারো দিন সে তার বন্ধুদের সঙ্গসুখ ভোগ করতে পেরেছিল। বারোতম দিনে কোনো দেবতা আবার তাকে হায় ঠেলে দিল অ্যাকিলিসের হাতে, যে এখন তাকে—আবারও তার জোরাজুরি উপেক্ষা করে—সফরে পাঠাবে হেডিসের মৃত্যুপুরীর দিকে। যখন দ্রুতপায়ের
৫০ দেবতুল্য অ্যাকিলিস তাকে দেখল সে নিরস্ত্র, কোনো শিরস্ত্রাণ নেই তার, কোনো ঢাল নেই, হাতে নেই কোনো বল্লম, যেহেতু সে ওসব আগেই মাটিতে ছুড়ে ফেলেছিল, কারণ সে নদী থেকে পালাতে গিয়ে ক্লান্তশ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত হয়ে গিয়েছিল, অবসাদ তার দেহের নীচে হাঁটুর সব শক্তি কেড়ে নিয়েছিল, তখন অ্যাকিলিস ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে বলল তার নিজের বীরোচিত মনের উদ্দেশে :

'দ্যাখো দ্যাখো, কী বিরাট অবাক করা এক বস্তু দেখছি আমি এখন চোখ
৫৫ দিয়ে! মনে হচ্ছে সত্যি যত উদ্ধতমনা ট্রোজান আমি হত্যা করেছি, তারা সব আবার নিচের গাঢ় ঘোর অন্ধকার থেকে জেগে উঠবে আজ এটা দেখে যে এই লোক কী করে তার নির্দয় কেয়ামতের দিন এড়িয়ে গিয়ে ফিরে এসেছে ফের, আমি তাকে পবিত্র লেম্‌নোসে বেচে দেওয়ার পরেও। এমনকি ছাইরঙা সাগরের

অতলও তাকে পারেনি আটকাতে, যদিও সেই অতল কতো কতো লোককে আটকে দেয় তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। নাহ, এখন সে আমার বল্লমের আগার ৬০ স্বাদ নেবে, যাতে করে আমি নিজ হৃদয়ের মাঝে স্পষ্ট জানতে পারি, দেখতে পারি যে সে একইভাবে ঐ নীচের [মৃত্যুপুরী] থেকেও ফেরত আসে কি না, নাকি জীবনদাতা মাটি তাকে আঁকড়ে রাখে, যেভাবে সে নীচে আঁকড়ে ধরে রাখে এমনকি পরাক্রমশালী লোকদেরও।'

এইসব চিন্তা করল অ্যাকিলিস, খানিক বিরতি দিল। লাইকাওন, বিমূঢ় হতবাক, কাছে এল। সে অধীর হয়ে আছে অ্যাকিলিসের হাঁটু জড়িয়ে ধরবে ৬৫ তাই, তার প্রবল ইচ্ছা যেভাবেই হোক শোচনীয় মৃত্যু ও কালো নিয়তি এড়াতে হবে। তখন দেবতুল্য অ্যাকিলিস তার দীর্ঘ বল্লম উঁচুতে তুলে ধরে ছিল, সে ফুঁসছিল তাকে বিদ্ধ করবে বলে। কিন্তু লাইকাওন বল্লমের নীচে ঝট করে বসে গেল, ঝুঁকে থেকেই দৌড় দিল [দুই হাতে] অ্যাকিলিসের হাঁটু আঁকড়ে নিতে। বল্লম তার পিঠের ওপর দিয়ে উড়ে গেল, বিদ্ধ হলো মাটির ভেতরে—মানুষের মাংসে উদর পূর্তির মহা বাসনা ছিল এ বল্লমের। এবার এক হাত দিয়ে লাইকাওন ৭০ জড়িয়ে ধরল অ্যাকিলিসের হাঁটু, মিনতি জানাতে লাগল তাকে, আর অন্য হাতে ধরল চোখা বল্লম, ওটা সে ছাড়বে না কোনোমতে। এবার বলল সে, অ্যাকিলিসের উদ্দেশে বলল তার ডানাওয়ালা কথা :

'অ্যাকিলিস, আমি তোমার হাঁটু ধরে কৃপাপ্রার্থনা করি। আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাও, দয়া-মায়া করো। ও জিউস-লালিত তুমি, তোমার চোখে আমার অবস্থান ৭৫ আগে থেকেই এক পবিত্র প্রার্থনাকারীর মতো, কারণ তুমিই ছিলে প্রথম লোক যার সাথে বসে আমি শস্যদেবী ডিমিটার-এর খাবার খাই সেই সেদিন,° যেদিন তুমি আমাকে ধরলে আমাদের সুন্দর সাজানো ফলবাগান থেকে, তারপর আমাকে পিতা ও বন্ধুদের থেকে বহু দূরে নিয়ে বিক্রি করে দিলে পবিত্র লেম্‌নোসে। আমাকে বেচার দামে তুমি পেয়েছিলে একশত ষাঁড়, তারপর আমাকে মুক্তিপণে কিনে নেওয়া হলো আরও তিনগুণ দাম দিয়ে। আজ বারোতম দিন যে আমি ৮০ ফিরেছি ইলিয়ামে, অনেক কষ্টের পরে; আর এখন আবার ভয়াল নিয়তি আমাকে তুলে দিল তোমারই হাতে। নিশ্চিত বুঝে গেছি পিতা জিউসের কতো ঘৃণার পাত্র আমি, কারণ সে আবার আমাকে দিয়ে দিল তোমার জিম্মায়। হায়, আমাকে আমার মা লেইয়োথোয়ি জন্ম দিয়েছে এক সংক্ষিপ্ত জীবন দিয়ে; সে বৃদ্ধ ৮৫ আলটিজের মেয়ে—আলটিজ যুদ্ধপ্রিয় লেলেজিসদের প্রভু, তার বাড়ি স্যাটনিয়োইস নদীর পাশে উঁচু পেডাসাসে।° প্রায়াম এই আলটিজের মেয়েকে স্ত্রী করে নিল, যদিও তার আরও অনেক স্ত্রী ছিল; তারই গর্ভে পরে জন্ম নিল দুই ছেলে, এখন তাদের দুজনেরই হয়তো জীবনের ইতি ঘটবে তোমার হাতে। একজনকে তুমি, পলিডোরাস তার নাম, ইতিমধ্যে মেরেছ পদাতিক সেনাদের ৯০

সামনের সারির মাঝে,[৩] তাকে কেটে ফেলেছ তোমার চোখা বল্লম দিয়ে। আর এখন এখানে আমারও মৃত্যুর কারণ হবে তুমি, যেহেতু আমি ভাবছি না যে পালাতে পারব তোমার হাত থেকে, যেহেতু নিশ্চিত কোনো দেবতাই ফের আমাকে [ধরে] তুলে দিয়েছে তোমার কাছে। কিন্তু অন্য এক কথা আমার তোমাকে বলতেই হবে, কথাটা তুমি মনে গেঁথে নিয়ো: আমাকে মেরো না।
৯৫ আমার জন্ম হয়নি হেক্টরের একই মায়ের গর্ভ থেকে, সেই হেক্টর যে মেরেছে তোমার নম্রভদ্র ও বীরপুরুষ বন্ধুটিকে।'

অ্যাকিলিসের প্রতি মিনতি ও আর্জি রেখে এ-ই বলল প্রায়ামের অত্যুজ্জ্বল ছেলে, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সে শুনল এক অভদ্র, নিষ্ঠুর গলা :

'বোকা। মুক্তিপণের কথা বোলো না আমাকে, লম্বা-চওড়া বক্তৃতাও দিয়ো
১০০ না তুমি। যখন অবধি প্যাট্রোক্লাসের সাক্ষাৎ হয়নি তার মৃত্যুদিনের সাথে, তখন আমি কোনোভাবে কিছুটা হলেও মনের মাঝে তৈরি ছিলাম ট্রয়ের মানুষদের রেহাই দেব বলে। তাদের অনেককে আমি জীবন্ত ধরেছি, পরে বিক্রি করে দিয়েছি সাগরের ওপাশের [গ্রিস দেশে]। কিন্তু এখন, একবার কোনো দেবতা যদি কাউকে ইলিয়ামের সামনে আমার হাতের মাঝে ঠেলে দিল, তখন এমন একজনও নেই যে পারবে তার মৃত্যু এড়িয়ে যেতে—সকল ট্রোজানের মাঝে
১০৫ একজনও নয়, আর প্রায়ামের পুত্রেরা তো নয়ই।

'অতএব, বন্ধু আমার, তোমাকেও মরতেই হবে। কেন তা নিয়ে এরকম হা-হুতাশ করো, বলো? এমনকি প্যাট্রোক্লাসও মারা গেছে, যে ছিল তোমার চেয়ে ঢের ভালো মানুষ একজন। তুমি কি দ্যাখো না এই আমি কোন্ ধরনের লোক—দেখতে কী সুন্দর আর কতো প্রকাণ্ড শক্তিশালী? আমি এক সু-বংশীয় মানুষের
১১০ ছেলে এবং আমাকে জন্ম দেওয়া মা নিজে এক দেবী। তবু, তারপরও, আমার ওপরেও মৃত্যু ও নিষ্ঠুর নিয়তি ঝুলে আছে। একদিন আসবে এক ভোর কিংবা এক অপরাহ্ন কিংবা মধ্যাহ্ন আসবে এক, যখন কেউ একজন এসে যুদ্ধে আমারও জীবন নিয়ে নেবে—হয় বল্লম ছুড়ে মেরে, না হয় ধনুকের ছিলা থেকে তীর নিক্ষেপ করে।'[৩০]

এ-ই বলল সে, আর লাইকাওনের দুই হাঁটু ওখানেই ঢিলে হয়ে এল, তার
১১৫ হৃদয়ের জোর কোথায় মিলিয়ে গেল যেন। সে হাত থেকে ছেড়ে দিল বল্লম, বসল ওখানেই দু-হাত দু পাশে মেলে দিয়ে, গুটি মেরে। অ্যাকিলিস ধারাল তরবারি হাতে টেনে নিয়ে মারল তাকে ঘাড়ে, কাঁধ ও বুকের সংযোগ-অস্থির পাশে। দু-ধারী তরবারি সোজা শরীরের ভেতরে ডুবে গেল, লাইকাওন সামনে মাটিতে পড়ল হুমড়ি খেয়ে, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল ওখানেই, তার কালো রক্ত বেরিয়ে এল বেগে, মাটি ভিজিয়ে দিল পুরোপুরি। এবার অ্যাকিলিস তার
১২০ দু-পা ধরল শক্ত করে, তাকে ছুড়ে মারল নদীতে ভেসে বা ডুবে যাবার কাজে, তারপর তার মৃত্যুতে আস্ফালন প্রকাশ করে বলল ডানাওয়ালা কথা :

'এখন শুয়ে থাকো ওখানেই মাছেদের মাঝে, ওরা তোমার ক্ষত থেকে রক্ত চেটে খাবে, তোমার কথা একটুও না ভেবে। তাছাড়া তোমার মা-ও তোমাকে শোয়াবে না কোনো শবাধারে, বিলাপ করবে না তোমার মৃতদেহের পাশে। বরং ঘূর্ণিপাকে ঘোরা স্কামান্দার নদী তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবে লবণ সাগরের বিস্তৃত ১২৫ মুখটির কাছে, তারপর ঢেউয়ের অন্ধকার মৃদুতরঙ্গের পিঠ ভেঙে মাছেরা ছুটে আসবে ভেসে থাকা লাইকাওনের সাদা চর্বি খেতে। মরো তোমরা [ট্রোজানরা] সবাই, যতক্ষণ না আমরা পৌঁছাচ্ছি পবিত্র ইলিয়ামের নগরদুর্গের কাছে—তোমরা তখন পালাবে লেজ তুলে আর আমি তোমাদের পেছনে [ধাওয়া করে] খুনের বন্যা বইয়ে দেব রীতিমতো। এমনকি এ স্বচ্ছ-বয়ে-যাওয়া নদী, এই ১৩০ রুপালি ঘূর্ণিস্রোতের নদীও তোমাদের সাহায্য করবে না কোনো, এ নদী যাকে তোমরা বহু বছর ধরে ষাঁড় উৎসর্গ করে গেছ প্রভূত পরিমাণে, আর এর ঘূর্ণাবর্তের মাঝে কতোবার ছুড়ে মেরেছ জীবন্ত একখুরের ঘোড়াগুলি। নাহ, মরো তোমরা, সকলেই এক শোচনীয় মৃত্যু মরো, যতক্ষণ প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর দাম ও আমার যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার কালে জাহাজের পাশে জবাই হওয়া গ্রিকদের দুর্ভোগের দাম শোধ না হচ্ছে ততক্ষণ মরো।' ১৩৫

এ-ই বলল সে, আর নদী তার হৃদয়ের মাঝে খুব ক্রোধান্বিত হলো। সে ভাবতে লাগল কী করে সে দেবতুল্য অ্যাকিলিসের যুদ্ধের ক্ষমতার ইতি টেনে দেবে, ট্রোজানদের বাঁচাবে মৃত্যুর হাত থেকে। এরই মধ্যে পেলিউসপুত্র তার দূরাবধি ছায়া-ফেলা বল্লম হাতের উঁচুতে ধরে ছুড়ে মারল অ্যাস্‌টেরোপিয়াসের দিকে, সে ছিল পিলেগনের ছেলে; অ্যাকিলিস তাকে মারতে উন্মত্ত হলো। ১৪০ পিলেগন ছিল প্রশস্ত-বয়ে-যাওয়া নদী অ্যাক্সিয়াস ও [মনুষ্য] নারী পেরিবিয়ার ছেলে।° পেরিবিয়া ছিল আকেসামেনাসের মেয়েদের মাঝে সবচেয়ে বড়, গভীর-ঘূর্ণির নদী অ্যাক্সিয়াস শুয়েছিল তারই সাথে। পিলেগনের এ ছেলের ওপরেই অ্যাকিলিস চড়াও হলো যখন সে নদীতে দাঁড়িয়ে অ্যাকিলিসের মুখোমুখি, হাতে তার দুখানা বল্লম। জানথাস নদী এ-ছেলের বুকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল প্রমত্ত সাহস ১৪৫ —জানথাসের রাগ অ্যাকিলিস যেভাবে তরুণ যোদ্ধাদের 'পরে কোনো দয়ামায়া না করে তাদের জবাই করছিল তার নদীর জলে, তা নিয়ে। যখন এরা দুজন [অ্যাস্‌টেরোপিয়াস ও অ্যাকিলিস] একে অন্যের কাছাকাছি নাগালের মাঝে এগিয়ে এল, তখন দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিস প্রথমে বলল কথা:

'কে তুমি, এসেছ কোথা থেকে, ভালই সাহস তো আমার মুখোমুখি ১৫০ দাঁড়িয়েছ! সেসব পিতামাতা বড় দুঃখী, যাদের পুত্রেরা দাঁড়ায় আমার শক্তির সামনে এসে।'

তখন তাকে বলল পিলেগনের অত্যুজ্জ্বল পুত্রটি :

'পেলিউসের গর্বিতমন ছেলে, কেন আমাকে তুমি জিজ্ঞেস করছ আমার বংশের কথা? আমি এসেছি উর্বর জমিনের পিওনিয়া থেকে, এখান থেকে বহু
১৫৫ দূরের সে দেশ, লম্বা বল্লম ধরা পিওনিয়ান সৈন্যদের আমি নেতা; আজ ইলিয়ামে আসার আমার এগারো দিন হলো। আমার বংশলতিকা যায় বিস্তৃত-বয়ে-চলা [নদী] অ্যাক্সিয়াস অবধি—অ্যাক্সিয়াস, যে পৃথিবীর 'পরে সবচেয়ে মনোরম জল ঢালে। এই অ্যাক্সিয়াস ছিল বল্লমে বহু-খ্যাত পিলেগনের পিতা; আর পিলেগন, লোকে বলে, আমার পিতা ছিল। এবার আসো দীপ্যমান
১৬০ অ্যাকিলিস, লড়াইয়ে নামি আসো!'

এ-ই বলল সে যথেষ্ট হুমকির সুরে; দেবতুল্য অ্যাকিলিস উঁচুতে তুলে ধরল তার পেলিয়ান অ্যাশকাঠের বল্লম। বীর অ্যাস্টেরোপিয়াস ছিল দু-হাতেই কাজ করতে সক্ষম এক লোক,° সে বল্লম ছুড়ে মারতে লাগল একসাথে দু-হাত দিয়েই। একটা বল্লম সে লাগাল অ্যাকিলিসের ঢালে, কিন্তু তা ব্যর্থ হলো ভেদ করে যেতে,
১৬৫ যেহেতু ঢাল—দেবতার উপহার—মোড়া ছিল সোনার পরত দিয়ে। অন্য বল্লমে সে অ্যাকিলিসের ডান বাহুতে আঘাত দিল; বল্লম তার গায়ে আঁচড় কেটে গেল, কালো রঙ রক্তের মেঘ ছিটকে বেরুলো। বল্লম অ্যাকিলিসকে পার হয়ে গিয়ে মাটিতে গেঁথে থাকল বিদ্ধ হয়ে, তখনও সে [বল্লম] বাসনা করে যাচ্ছে মাংসের স্বাদ নেবে।

এবার অ্যাকিলিসের মারার পালা এল। সে তার সোজা উড়ে চলা অ্যাশকাঠ
১৭০ বল্লম নিক্ষেপ করল অ্যাস্টেরোপিয়াসের দিকে, তাকে বধ করতে আকুল হয়ে। কিন্তু তার লক্ষ্য ব্যর্থ হলো, বল্লম গিয়ে লাগল নদীর উঁচু তীরে, এবং ওখানেই গেঁথে থাকল দৈর্ঘ্যের অর্ধেক মাটিতে ঢুকিয়ে দিয়ে। এবার পেলিউসপুত্র তার ধারাল তরবারি হাতে টেনে নিল উরুর পাশ থেকে, পাগলের মতো লাফিয়ে এল অ্যাস্টেরোপিয়াসের 'পরে, যে কিনা অহেতুক চেষ্টা করছিল অ্যাকিলিসের
১৭৫ অ্যাশকাঠ বল্লম তার পেশিবহুল হাত দিয়ে নদীতীরের মাটি থেকে টেনে উঠিয়ে নেবে। মোট তিনবার সে ভয়ানক ব্যগ্রতায় বল্লম টেনে ওঠাতে গিয়ে ওর গায়ে কাঁপন তুলে দিল, আর তিনবারই সে চেষ্টা ছাড়তে হলো তাকে। চতুর্থবার° সে চাইছিল ইয়াকাসের নাতির এই অ্যাশকাঠ বল্লম বাঁকিয়ে, ভেঙে দেবে, কিন্তু তার আগেই অ্যাকিলিস নিকটে চলে এসে তরবারির ঘায়ে তার জীবন কেড়ে নিল। সে
১৮০ তাকে মারল তার নাভির পাশে, পেটে; তার সমস্ত নাড়িভুঁড়ি প্রবলবেগে বেরিয়ে পড়ল মাটির 'পরে, আর যখন সে বহুকষ্টে শ্বাস নিচ্ছে টেনে টেনে, অন্ধকার ঘিরে এল তার দুই চোখে। অ্যাকিলিস লাফিয়ে উঠল তার বুকের ওপরে, তার বর্মসাজ দ্রুত খুলে নিল এবং দম্ভভরে ওখানে দাঁড়িয়ে বলল এই কথা :

'শুয়ে থাকো এখানেই! শেখো যে, যদিও তোমার জন্ম নদীর কাছ থেকে,
১৮৫ তবু ক্রোনাসের মহাশক্তিমান পুত্র [জিউসের] বংশধরদের সাথে° লড়া কতো কঠিন

তা শেখো। তুমি বললে তুমি জন্মেছ এক প্রশস্ত-প্রবাহিত নদী থেকে, আর আমি নিজেকে দাবি করি স্বয়ং মহান জিউসের বংশধর রূপে: যে পুরুষ আমার জন্ম দিল, সে অগণন মারমিডন লোকের শাসক, নাম তার পেলিউস, ইয়াকাসের ছেলে; আর ইয়াকাস ছিল জিউস পুত্রদের একজন। জিউস তো সমুদ্রে গিয়ে মেশা নদীদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী, অতএব জিউসের বংশের লোক ১৯০ অবশ্যই বেশি শক্তিশালী কোনো নদীর বংশের কারো থেকে। আর এখানে দ্যাখো তোমার পাশে বয়ে যাচ্ছে আরেক নদী, সে হয়তো তোমার সাহায্যে আসতে পারে! কিন্তু [জেনে রাখো] ক্রোনাসপুত্র জিউসের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই কারও। এমনকি যে প্রভু অ্যাকেলোয়াস [নদী], তারও সাধ্য নেই জিউসের সামনে দাঁড়ানোর; সাধ্য নেই পরম শক্তিধর গভীর প্রবাহিত ওশেনাসেরও,° যার উৎস ১৯৫ থেকে জল নেয় [পৃথিবীর] প্রতিটি নদী, সকল সাগর, সমস্ত ঝরনা ও সমস্ত গভীর কুয়া। হাহ্, এমনকি সে-ও [ওশেনাসও] ভয় পায় মহান জিউসের বিজলিচমক আর আকাশ থেকে মড়মড় ভেঙে পড়া তার বজ্রের নাদ।'

এ-ই বলল অ্যাকিলিস, আর নদীর তীর থেকে টেনে ওঠাল তার ব্রোঞ্জের ২০০ সুচাল-আগার বল্লম। তারপর অ্যাস্‌টেরোপিয়াসের থেকে তার প্রিয় জীবন কেড়ে নেওয়ার পরে তাকে সে ফেলে রাখল ওখানেই, ওই যেখানে অ্যাস্‌টেরোপিয়াস বালিতে পড়ে ছিল। অন্ধকার জল এসে তাকে ভিজে জবজবে করে দিল, বানমাছ ও অন্য মাছেরা তাকে ঘিরে ব্যস্ত হল, তারা তার বৃক্কের পাশের চর্বি সব কামড় দিয়ে টানা ও ছেঁড়া শুরু করে দিল।

এবার অ্যাকিলিস শুরু করল ঘোড়ার কেশরঝুঁটির শিরস্ত্রাণ পরা ২০৫ পিওনিয়ানদের তাড়া করা। তারা এ নিষ্ঠুর যুদ্ধে তাদের নেতাকে পেলিউসপুত্রের হাতে তরবারির প্রচণ্ডতায় নিহত হতে দেখে এই ঘূর্ণাবর্তে ঘোরা নদীর পাশ ধরে একসাথে ঠাসাঠাসি মহা গোলমালে পড়ে গেছে। সে এবার হত্যা করল এই বীরদের: থারসিলোকাস, মাইডন, অ্যাস্টিপিলাস, ম্‌নিসাস, থ্রাসিয়াস, ঈনিয়াস এবং ওফেলেস্টিজ। দ্রুত অ্যাকিলিস নিশ্চিত শেষ ২১০ করে দিত আরও বহু পিওনিয়ান যোদ্ধাকে, যদি গভীর-ঘূর্ণির নদী ক্রুদ্ধ হয়ে কথা না বলত তার প্রতি। নদী গভীর জলঘূর্ণির মাঝ থেকে এক কণ্ঠ পাঠিয়ে দিয়ে, মানুষের স্বরে, বলল তাকে:

'অ্যাকিলিস, তোমার শক্তি ও তোমার বর্বরতার কোনো তুলনা নেই অন্য কোনো মানুষের সাথে; হাহ্, দেবতারা সবসময় তোমাকে চলেছে সাহায্য ও ২১৫ প্রতিরক্ষা দিয়ে। যদি ক্রোনাসপুত্র তোমাকে সব ট্রোজানকে মেরে ফেলার আদেশ দিয়ে থাকে, তাহলে অন্তত তাদের আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে ওদের সমতলে

নিয়ে মারো, তোমার জঘন্য কর্মটি ওইখানে গিয়ে করো। দ্যাখো, আমার সুন্দর জলধারা কীরকম মৃত মানুষে ভরে গেছে। আর আমি যে আমার জল কোনোভাবে উজ্জ্বল লবণ সাগরে ঢেলে দেব, সে উপায়ও নেই, কারণ আমি শ্বাসবন্ধ হয়ে
২২০ আছি মৃতের মিছিল নিয়ে, সেই সাথে তুমিও তো আরও মেরেই চলেছ নিষ্ঠুরভাবে। যথেষ্ট হয়েছে! থামো! বাহিনীর নেতা, আমি দারুণ মর্মাহত।'

তখন দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস প্রত্যুত্তরে বলল তাকে এই কথা :

'তা-ই হবে তাহলে স্কামান্দার, জিউস-লালিত তুমি, যা বললে সেরকমই হবে। কিন্তু আমি ওই উদ্ধত ট্রোজানদের খুন করা থামাব না যতক্ষণ না আমি
২২৫ ওদের খোঁয়াড়বন্দী করছি [ট্রয়] শহর অভ্যন্তরে, যতক্ষণ না হেক্টরের সাথে ব্যাটায় ব্যাটায় শক্তির পরীক্ষা—সে আমাকে মারে, না কি আমি তাকে মারি—শেষ হচ্ছে আমার।'

এ কথা বলে অ্যাকিলিস ট্রোজানদের ওপর ঝাঁপিয়ে এল কোনো ঐশ্বরিক কিছুর মতো করে। তখন গভীর-ঘূর্ণাবর্তের নদী বলল দেবতা অ্যাপোলোর উদ্দেশে :

'ধিক তোমাকে, রুপালি ধনুকের দেব, তুমি ক্রোনাসপুত্রের পরিকল্পনার প্রতি
২৩০ সম্মান দেখালে না কোনো! সে বারবার তোমাকে বলে দিয়েছে ট্রোজানদের পাশে দাঁড়িয়ে যেতে;° সন্ধ্যা নামা পর্যন্ত ও অনেক উর্বরা চাষের জমিতে অন্ধকার নামিয়ে দিয়ে শেষে সূর্য ডোবা না পর্যন্ত তাদের প্রতিরক্ষা দিতে।'

এ-ই বলল সে, আর অ্যাকিলিস, বল্লমে বিরাট খ্যাতি তার, তীরের কাছ থেকে লাফ দিয়ে উঠে নদীর মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে গেল। নদী তার দিকে ধেয়ে গেল এক বিক্ষুব্ধ জলস্ফীতি নিয়ে—তার বুকের সব জল টগবগ জাগিয়ে-
২৩৫ ফুটিয়ে এক চূড়ার আকার দিয়ে, আর অ্যাকিলিসের হাতে মারা যাওয়া, অগণন সংখ্যায় তার বুকে শুয়ে থাকা, বহু মৃত মানুষের দেহ নাড়িয়ে দিয়ে। এক ষাঁড়ের মতো গর্জনে ফেটে পড়ে নদী তাদের ছুড়ে দিল শুকনো মাটির দিকে, কিন্তু একইসাথে যারা তখনও জীবিত, তাদের নিরাপদে রেখে দিল তার মনোরম জলরাশির মাঝে, তার ঘূর্ণিপাক খাওয়া জলস্রোতের বিশাল গভীরতার মাঝে সে
২৪০ তাদের লুকিয়ে রেখে দিল। অ্যাকিলিসের চারপাশে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ঢেউ উঠতে লাগল উঁচু, আরও উঁচু হয়ে ভয়ংকরভাবে; আর জলস্রোত তার ঢালের ওপর গিয়ে পড়ে তাকে পেছন দিকে ধাক্কা দিল জোরে। অ্যাকিলিস তখন পায়ে দাঁড়ানোর মতো শক্ত মাটি খুঁজে পাচ্ছিল না আর; [জলদি] সে হাতে জড়িয়ে ধরল এক দীর্ঘ, সুঠাম এলম্ গাছ। কিন্তু গাছ শেকড় থেকে উপড়ে এল, পুরো নদীতীর ভেঙে নিয়ে এল তার নিজের সাথে, তার ঘনপাতা শাখা প্রশাখা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে
২৪৫ গেল [নদীর] মনোরম জলস্রোতের 'পরে, আর পড়ার সাথে সাথে নদীতে সে বাঁধ মতো দিয়ে দিল। অ্যাকিলিস নিজেকে কষ্টে-সৃষ্টে মুক্ত করে নিল ঘূর্ণিপাকে

ঘোরা নদীর কাছ থেকে, তারপর ছুটে গেল তীব্র বেগে—দ্রুত পায়ে, আতঙ্কিত, উড়ে চলল সমতলের দিকে।

কিন্তু মহা-দেবতা তখনও থামল না, সে তার ওপর ধেয়ে গেল বিপজ্জনকভাবে—কালো এক চূড়ার আকার নিয়ে। সে চাইছে এবার দেবতুল্য অ্যাকিলিসের যুদ্ধ-খাটুনির যবনিকা টেনে দেবে আর সর্বনাশ দূরে রাখবে ২৫০ ট্রোজানদের থেকে। পেলিউসপুত্র এবার পালাতে লাগল তার কাছ থেকে, সে সরে গেল বল্লম-ছোড়ার দূরত্ব পরিমাণে, ঠিক এক কালো ঈগলের ছোঁ-মারা গতি নিয়ে—ঈগল, শিকারি পাখি, ডানাওয়ালা প্রাণীদের মাঝে সবচে শক্তিশালী, সবচে ক্ষিপ্রগতি তার। সেই ঈগলের মতো অ্যাকিলিস চলল তীরবেগে, তার বুকের ওপর ব্রোঞ্জ বাজল ভয়ংকর ঝনঝন করে। এভাবে ২৫৫ পালাল সে, নদীর আগ্রাসনের সামনে দিয়ে নীচু হয়ে, ঝুঁকে; কিন্তু জানথাস এক মহা গর্জন তুলে ধেয়ে যেতে লাগল তাকে ধরবে বলে। যেভাবে কোনো লোক—যে পানি চলাচলের পথ তৈরি করা জানে—কোনো কালো জলের ঝরনা থেকে জলের প্রবাহকে পথ করে দেয় তার বাগানের উদ্ভিদ ইত্যাদির কাছে যেতে, হাতে কোদাল নিয়ে পানি-চলাচল পথের সব বাধা দূর করে দিতে থাকে, আর পানি সামনে বয়ে যেতে যেতে পথ থেকে সমস্ত নুড়ি-পাথর ঝাঁটিয়ে ২৬০ নিতে থাকে এবং এক গলগল শব্দ করে জমিনের মৃদু ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে আসে, [দেখা যায়] তাকে পথ-দেখানো লোকটার চেয়ে বরং তার গতিই বেশি—সেভাবে নদীর বান পুরোটা সময় অ্যাকিলিসকে ধরে ফেলছিল বারবার, যদিও অ্যাকিলিস পায়ে অনেক ক্ষিপ্রতা রাখে; কারণ দেবতারা মানুষদের চেয়ে শক্তিশালী হয় বটে।

দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিস যেমন একটু পরপর দাঁড়াবার প্রয়াস ২৬৫ নিচ্ছিল, নদীর সাথে শক্তির পাল্লা হয় কি না বুঝে নিচ্ছিল, আরও বুঝতে চাচ্ছিল উঁচু আকাশে বাস করা সকল অমর দেবতাই তার পিছু নিয়েছে কি না, তেমনই ঘনঘন জিউস-লালিত এ নদীর প্রকাণ্ড ঢেউ উপর থেকে আছড়ে পড়ছিল তার দু-কাঁধের মাঝে। মনে ও আত্মায় হয়রান হয়ে অ্যাকিলিস উঁচুতে লাফ দিয়ে দিয়ে চেষ্টা করে গেল নদীকে এড়াতে, কিন্তু নদী তার পায়ের নীচে ছুটে চলল ২৭০ একইরকম দানবীয়ভাবে, দুর্বল করে দিতে লাগল তার হাঁটু, কেড়ে কেড়ে নিতে লাগল তার পায়ের তলার মাটি। পেলিউসপুত্র তাকাল ওপরে প্রশস্ত আসমানের দিকে, আর বলল আর্তনাদ করে :

'পিতা জিউস, তাহলে দেবতাদের একজনও আমার এই নিষ্করুণ অবস্থাতে আমাকে নদী-দেবতার হাত থেকে বাঁচানোর প্রয়াস নেবে না কোনো! এরপরে, অন্য যা কিছু আমার ওপরে আসুক তাতে আর কী এসে যায় বলো! তবে উঁচু

২৭৫ আসমানবাসী অন্য আর কাউকেই আমি এজন্য অতখানি দোষ দিই না যতখানি দিই আমার নিজের মাকে। সে আমাকে ধোঁকা দিয়েছে মিথ্যে কথা বলে, এটা বলে যে আমি মারা যাব বর্মপরা ট্রোজান সেনাদের দেওয়ালের নীচে, দেবতা অ্যাপোলোর দ্রুতছোটা তীরের হাতে কাটা পড়ে।° কীভাবে আমি এখন চাচ্ছি আহা আমাকে যদি বরং হেক্টরই মারতো এসে—হেক্টর, এখানে জন্ম নেওয়া সেরা
২৮০ বীর। তখন এক মহাসাহসী লোক আমার হত্যাকারী হতো, সে হত্যা করতো আরেক মহাসাহসী লোককেই। কিন্তু সত্য হলো আমি নিয়তিবদ্ধ আছি এক হতভাগা মৃত্যুতে মরব বলে—কোনো শূকরচরানো রাখাল বালকের মতো এক বিরাট নদীর ফাঁদে ধরা পড়ে, যে বালক শীতকালে নদী পার হবার প্রয়াস নিতে গিয়ে ভেসে যায় জলস্রোতের তোড়ে।'

এ-ই বলল সে; তক্ষুনি পসাইডন ও প্যালাস অ্যাথিনা কাছে চলে এল।
২৮৫ নশ্বর মানুষদের ছদ্মবেশ নিয়ে তারা দাঁড়াল তার পাশে, তার হাত তাদের হাতে ধরে বলল তাকে আশ্বাসদানকারী কথা। তাদের মধ্যে পসাইডন, ভূ-কম্প তোলা দেব, বলল প্রথমে :

'পেলিউসের ছেলে, তোমার এত ভয় পাওয়ার বা শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই কোনো। দেখছ তো আমাদের দুজনের মতো [বড়] দেবতা এসেছি তোমাকে
২৯০ সহায়তা দিতে, প্যালাস অ্যাথিনা আর আমি। আমরা এসেছি জিউসের সম্মতি নিয়ে। তুমি নিশ্চিত থাকো, কোনো নদীর হাতে মৃত্যু হওয়ার নিয়তি তোমার নয়। এ নদী শীঘ্র ক্ষান্ত দেবে, তা তুমি নিজের চোখেই দেখো। এখন আমি তোমাকে দেব কিছু বিচক্ষণ উপদেশ, আশা করি তুমি করবে সেইমতো: এই দুই দিকে সুসমঞ্জস যুদ্ধের থেকে তোমার দু-হাতকে বিরাম দিয়ো না কোনো, যতক্ষণ না তুমি পারছ তোমার থেকে পালানো ট্রোজানদের ইলিয়ামের বিখ্যাত
২৯৫ নগরদেওয়ালের মাঝে খোঁয়াড়বন্দী করে নিতে। তারপর, যখন তোমার হেক্টরের জীবন কেড়ে নেওয়া শেষ হবে, তুমি জাহাজের কাছে ফিরে যেয়ো—এটুকু মহিমা ও যশ তোমার জন্য মঞ্জুর করা আছে।'

যখন তারা দুজনে এভাবে কথা বলা শেষ করে নিল, তারা ফিরে গেল অমর [দেবকুলের] কাছে, আর অ্যাকিলিস দেবতাদের কথা শুনে বিরাট উদ্দীপিত হয়ে
৩০০ চলল সমতলের দিকে। ঐ সমতল পুরো ভরে ছিল উপচেপড়া পানির বন্যায়, বহু সুন্দর যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধে নিহত বহু তরুণ যোদ্ধার দেহ ভাসছিল তাতে। অ্যাকিলিসের হাঁটু, যখন সে সোজা ধেয়ে যাচ্ছে বানের বিপরীতে, লাফাল উঁচুতে; আর বিস্তৃত-প্রবাহিত নদী তাকে পারল না রুখে দিতে, কারণ অ্যাথিনা অ্যাকিলিসের মাঝে
৩০৫ প্রবিষ্ট করে দিয়েছিল বিরাট শক্তি ও বল। তারপরও স্কামান্দার [নদী] তার রোষ কমাবে না, সে বরং পেলিউসপুত্রের প্রতি আরও বেশি ক্ষোভে ফেটে এল, একটু

পিছিয়ে উঁচুতে উঠে গিয়ে তার বানের উচ্ছ্বাসকে সে এক চূড়ার আকার দিল, তারপর চেঁচিয়ে ডেকে বলল সিমোয়িসের প্রতি :

'প্রিয় ভাই, চলো আমরা দুজন একত্রে মিলে এ লোকের শক্তিকে রুদ্ধ করি, না হলে সে শিগগির রাজা প্রায়ামের বিশাল শহর তছনছ করে দেবে, ট্রোজানরা যুদ্ধের মাঠে পারবে না তার সাথে। নাহ্, তোমার সাহায্য আমাকে এক্ষুনি দাও, ৩১০ তোমার ঝরনাগুলো থেকে জল এনে এখনই তোমার নদীর সব ধারা-উপধারা ভরে ফেল, তারপর সবকটাকেই জাগাও জলস্ফীতিতে, বানে। একটা প্রকাণ্ড ঢেউ তোলো যাতে গাছের কাণ্ড ও শিলাপাথরের সংঘর্ষ থেকে এক প্রবল আওয়াজ ওঠে, যেন আমরা সেভাবে পারি এ বুনো লোকটাকে থামিয়ে দিতে যে কিনা এখন জিতেই চলেছে, দেবতাদের সাথেও চাচ্ছে পাল্লা দিতে। আমি বলি ৩১৫ শোনো, না তার বীভৎসতা না তার রূপ, কোনোটাই কাজে আসবে না তার। একই কথা তার ঐ চমৎকার ঢালের ব্যাপারেও, ওটা আমার পানির নীচে কোথাও ডুবে পড়ে থাকবে দেখো, ঢাকা থাকবে আঠাল কাদার মাঝে। আর তাকে আমি মুড়ে দেব বালু দিয়ে, তার ওপর গাদা করে দেব অগণন নুড়িপাথর এনে, তাকে এত গভীর পলির ভেতর পুঁতে দেব যে গ্রিকরা পরে তার হাড়গোড় একত্রে করতে ৩২০ এসে খুঁজেই পাবে না কোনো হাড়। ওটাই সমাধি হবে তার, আর যখন গ্রিকরা তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে যাবে তখন দরকার পড়বে না তার জন্য কোনো উঁচু কবরের ঢিবি বানানোর।'

এ-ই বলল সে, তারপর ঝঞ্ঝাবিক্ষোভের রূপে ধেয়ে গেল অ্যাকিলিসের দিকে। ফুঁসছে সে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে, সংক্ষুব্ধ টগবগ করছে সে ফেনা, রক্ত ও মৃতদেহ সব একসাথে নিয়ে। জিউস-পরিপুষ্ট এ নদীর কালোবর্ণ বান ৩২৫ অ্যাকিলিসের ওপরে দাঁড়াল পাহাড়চূড়ার মতো করে, তখন তার প্রায় পরাভূত হয়ে যাবার দশা। কিন্তু হেরা এক প্রকাণ্ড চিৎকার দিল, অ্যাকিলিসের জন্য সে আতঙ্কিত যে বিশাল গভীর-ঘূর্ণাবর্তের নদী বুঝি অ্যাকিলিসকে ঝাঁটিয়ে নিয়ে যাবে। তক্ষুনি সে বলল তার প্রিয় পুত্র হেফিস্টাসের প্রতি : ৩৩০

'ওঠো এবার, ল্যাংড়া-পা ছেলে! আমাদের মনে হচ্ছে ঘূর্ণিপাকে ঘোরা জানথাসের সাথে লড়ার কাজে তুমিই সবচেয়ে উপযুক্ত হবে। শিগগির আসো এখন, আমাকে সাহায্য করো: তোমার অগ্নিশিখা ছড়িয়ে দাও সীমাহীনভাবে, আর আমি তখন গিয়ে লবণ সাগর থেকে জাগাবো এক প্রলয়ঙ্করী ঝড়, ঝড়ের ঝাপটা আনব পশ্চিমা বায়ু ও উজ্জ্বল দখিনের বায়ু থেকে। ওই ঝড় ভয়াল অগ্নিশিখাকে ৩৩৫ সামনে তাড়া দিয়ে দিয়ে পুরো ভস্মীভূত করে দেবে মৃত ট্রোজানদের ও তাদের যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি। সেই সাথে জানথাসের তীরের যত গাছ আছে, সব পুড়িয়ে ফেল; আর তাকেও [নদীকেও] ভরে দাও আগুন দিয়ে, দেখ সে যেন কোনোভাবে তোমাকে ছলনা চাতুরি বা হুমকির কথা বলে ফিরিয়ে দিতে না পারে। তোমার

৩৪০ প্রমত্ততা যেন আমি তোমাকে ডাক দিয়ে বলা না অবধি শেষ না হয় কোনোভাবে— [মনে রেখো] কেবল তখনই শুধু তুমি থামাবে তোমার অক্লান্ত আগুন যা আছে।'

এ-ই বলল সে, আর হেফিস্‌টাস বিস্ময়কর গনগনে এক আগুন তৈরি করে নিল। প্রথমে আগুন জ্বলে উঠল সমতল জুড়ে, তা দগ্ধ করে দিল মৃতদের দেহ—অসংখ্য মৃত লোক যারা অ্যাকিলিসের হাতে হত হয়ে সেখানে পড়ে ৩৪৫ ছিল গাদা করে। পুরো সমতল পুড়ে খাক হলো, থেমে গেল চিকচিকে জলধারা। যেভাবে হেমন্তে শস্য-তোলার দিনে উত্তরা বায়ু দ্রুত এসে শুকিয়ে দেয় এক নতুন পানি দেওয়া ফলের বাগান, আর তখন যে লোক একে কর্ষণ করেছিল সে খুশি হয়ে যায়—সেভাবে পুরো সমতল পুড়ে খাক হলো, মরদেহগুলো গেল আগুনের পেটে।

এবার হেফিস্‌টাস তার চোখধাঁধানো শিখা ঘুরিয়ে নিল নদীর অভিমুখে— ৩৫০ পুড়ে গেল এলম্‌গাছ, উইলো ও চিরহরিৎ ঝাউগাছগুলো, সেইসাথে আরও পুড়ল নদীর মনোরম জল জুড়ে প্রভূত পরিমাণে জন্মানো জলপদ্ম, শরগাছ, কন্দ-আদা ইত্যাদি। এর ঘূর্ণাবর্তের পুরোটাতে যত বান্‌মাছ ও অন্য মাছেরা আছে, তারা তাপপীড়ার মধ্যে পড়ে গেল, সুন্দর জলধারা জুড়ে তারা—হাজার বুদ্ধির ৩৫৫ হেফিস্‌টাসের দমকায় ভীষণ বিচলিত হয়ে—এধারে ওধারে লাফাতে লাগল ডলফিনের মতো। প্রকাণ্ড নদী নিজেও দগ্ধ হচ্ছিল, সে তখন দেবতাকে বলল নাম ধরে :

'হেফিস্‌টাস, কোনো দেবতার সাধ্য নেই দাঁড়ায় তোমার সম্মুখে এসে। তুমি যখন এভাবে আগুনে জ্বলো, তখন আমি কী করে বলো লড়ি তোমার সাথে? এ লড়াই শেষ করো। যাক, দেবতুল্য অ্যাকিলিস এক্ষুনি গিয়ে ট্রোজানদের ৩৬০ তাড়িয়ে দিক তাদের শহরের থেকে। এই যুদ্ধে আমার কী কাজ? কী কাজ আমার ওদের সাহায্য করার?'

এ-ই বলল নদী আগুনে পুড়ে পুড়ে, তার মনোরম জল তখন ফুটছে টগবগ করে। যেভাবে কোনো বড় কড়াইয়ের ভেতরটা ফুটতে থাকে, কারণ তীব্র আগুন ধরানো হয়েছে এর নীচে শুকনো কাঠ ধরিয়ে দিয়ে, আর এর ভেতরে যেভাবে এবার গলে যায় কোনো খাইয়ে-মোটাতাজা-করা শুয়োরের চর্বি যতো আছে, ৩৬৫ কড়াইয়ের সবদিকে চর্বির বুদবুদ ওঠে—সেভাবেই আগুনে পুড়ল নদীর সুন্দর সব জলধারা, পানি ফুটে উঠল [বুদবুদ তুলে]। দাঁড়িয়ে গেল নদী স্থির হয়ে, তার আর সামনে বয়ে যাওয়ার ইচ্ছা নেই কোনো। অনেক চিন্তাশীল শক্তিমান হেফিস্‌টাস তার আগুন-ঝাপটা দিয়ে তাকে যন্ত্রণাকাতর করে দিয়েছিল খুব। এবার নদী তাৎক্ষণিক মিনতি জানিয়ে ডানাওয়ালা কথা বলল হেরার উদ্দেশে :

'হেরা, তোমার পুত্র কেন আমার জলধারার 'পরে চড়াও হলো, আমাকে ৩৭০ ভোগাল অন্য সবার থেকে বেশি? তোমার চোখে, নিশ্চিত, আমার দোষ তত

বড় নয় যতটা কিনা ট্রোজানদের সহায়তা করা বাকি দেবদেবতার আছে। ঠিক আছে, তুমি যদি তা-ই চাও তবে আমি থামতে রাজি, শুধু তাহলে অ্যাকিলিসকেও থামতে হবে। তা হলে আমি এর সাথে একটা শপথ নিতেও রাজি যে আর কখনও ট্রোজানদের থেকে তাদের কেয়ামতের দিন দূরে ঠেলার প্রয়াস নেব না আমি, এমনকি তখনও না যখন পুরো ট্রয় নগর—গ্রিকদের ৩৭৫ যুদ্ধপ্রিয় সন্তানেরা এতে আগুন ধরিয়ে দিলে—জ্বলবে আগুনের গ্রাসে, সর্বধ্বংসী বহ্নিতে পুড়ে খাক হবে।'

যখন শুভ্র-বাহুর দেবী হেরা শুনল এ-প্রার্থনার কথা, সে অবিলম্বে বলল তার প্রিয়পুত্র হেফিস্‌টাসের প্রতি :

'হেফিস্‌টাস, আমার বহু বিখ্যাত ছেলে, এবার থামাও নিজেকে! কোনোভাবে এটা ঠিক না যে নশ্বর মানবের হেতু কোনো অবিনশ্বর দেবতাকে ৩৮০ [কেউ] এভাবে আঘাত দিয়ে যাবে।'

এ-ই বলল হেরা, আর হেফিস্‌টাস নির্বাপিত করল তার বিস্ময়কর-গনগনে আগ। তখন ঢেউ আবার গড়িয়ে নেমে গেল সুন্দর নদীবক্ষের মাঝে।

জানথাসের ক্ষিপ্ততা এভাবে থামানো হলে পরে, দু যোদ্ধাই থেমে গেল; কারণ হেরা থামাল তাদের, যদিও তখনও সে ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু এরপর এক বেদনাতুর, গুরুভার লড়াই° হাজির হলো অন্য দেবদেবীর কাঁধের ওপরে, তাদের ৩৮৫ হৃদয়ের মাঝে মন ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের দিকে তাড়িত হয়ে গেল। তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হলো এক প্রকাণ্ড অট্টনাদ তুলে। এবার আর্তরব করে উঠল বিস্তৃত বসুন্ধরা, বিশাল উঁচু আসমান উচ্চগ্রামে বেজে উঠল তূর্যধ্বনি তুলে।

জিউস অলিম্পাসে বসে শুনল সবকিছু। তার বুকের মাঝে হৃদয় জোরে হেসে উঠল আনন্দের থেকে, যখন সে দেখল দেবতারা এভাবে যোগ দিয়েছে লড়াই- ৩৯০ সংঘর্ষে এসে, আর তারা একে অপরের থেকে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে নেই আর।

দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল ঢাল ভেদকারী দেব আইরিজের হাত ধরে। সে তার ব্রোঞ্জের চোখা বল্লম নিয়ে চড়াও হলো অ্যাথিনার ওপরে এবং বলল তাকে গালাগালি করে :

'কুকুরের গায়ে বসা মাছি তুই, আবার তুই কেন তোর অহংকারী মনের হাতে তাড়িত হয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে ছাড়ছিস দেবতা-দেবতায়? তোর এই পাগলাটে ৩৯৫ দুঃসাহসের কী অর্থ আছে? তোর তো নিশ্চয় মনে আছে তুই কীভাবে টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজকে খেপিয়ে তুলেছিলি আমাকে মারবার কাজে, আর তুই নিজেও সবার চোখের সামনে হাতে নিয়েছিলি এক বল্লম, ওটা সোজা আমার

গায়ে ঢুকিয়ে দিয়ে আমার ফর্সা মাংস নিয়েছিলি ছিঁড়ে?° অতএব আমার বিশ্বাস এবার তোকে ঐ কাজের পুরো মূল্য শোধ করতে হবে।'

৪০০ এ কথা বলে আইরিজ অ্যাথিনার শোভাবর্ধক সুতো ঝোলা ঐশীবর্মের গায়ে আঘাত হানল জোরে—ভয়ংকর এক ঐশীবর্ম সেটা, যা কাবু হয় না স্বয়ং জিউসের বজ্রচমকেও। ওটার ওপরেই দীর্ঘ বল্লম দিয়ে মারল আইরিজ, রক্তে-মাখামাখি দেব। অ্যাথিনা মাঠ ছেড়ে দিল, তার পেশিবহুল হাতে তুলে নিল শিলাখণ্ড একখানা; সমতলে পড়ে থাকা এক কালো বড় পাথর সেটা, কাটা-কাটা

৪০৫ ও প্রকাণ্ড আকারের যাকে অতীত দিনের মানুষেরা রেখে দিয়েছিল মাঠে, কোনো সীমানাচিহ্নরূপে। এ পাথর দিয়ে অ্যাথিনা উচ্চণ্ড আইরিজকে মারল তার ঘাড়ে, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব শিথিল করে দিল। পড়ে গেল আইরিজ চারপাশে বর্মসাজের মহা ঠুং ঠাং তুলে, সাত একর জমি জুড়ে, ধুলোয় চুল ময়লা-নোংরা করে। প্যালাস অ্যাথিনা তখন হাসিতে ফেটে পড়ল খুব এবং তার ওপরে বিজয়োল্লাস করে দম্ভভরে বলল এই ডানাওয়ালা কথা :

৪১০ 'গাধা কোথাকার! কেন তুমি আমার সাথে শক্তির পাল্লা দিতে আসো? এখনও কি তুমি শেখোনি যে কেন আমি নিজেকে তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী বলে দাবি করি? এভাবেই তুমি তোমার মা [হেরার] ডেকে আনা ফিউরি দেবীদের কাছে মূল্য শোধ দেবে। কারণ তোমার মাকে তুমি খেপিয়েছ গ্রিকদের ফেলে ওই চরম-উদ্ধত ট্রোজানদের দিকে সহায়তা দিয়ে; সে তার ক্রোধ থেকে তোমার জন্য অশুভের ফন্দি আঁটছে জেনো।'

৪১৫ এ-ই বলল অ্যাথিনা, আর আইরিজের দিক থেকে তার দীপ্যমান দৃষ্টি সরিয়ে নিল। আফ্রোদিতি, জিউসের মেয়ে, হাত ধরল আইরিজের, তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।° সে গোঙাচ্ছিল ভয়ানক, একদমই পারছিল না নিজের যোদ্ধাচেতনা ফিরে পেতে। যখন শুভ্র-বাহু দেবী হেরা দেখল আফ্রোদিতিকে, সে সাথে সাথে ডানাওয়ালা কথা বলল অ্যাথিনার প্রতি :

৪২০ 'ও ঐশীবর্মবাহী জিউসের মেয়ে অ্যাট্রাইটোন,° হবে না ওতে! দ্যাখো আবার ঐ কুকুরের-গায়ে-বসা-মাছি মানুষের সর্বনাশ আনা আইরিজকে ঝটপট নিয়ে যাচ্ছে সেনাদের হট্টগোলের মাঝ দিয়ে, এই বৈরি ভয়ংকর লড়াইয়ের মাঠ থেকে। জলদি যাও, ওর পেছনে ছোটো।'

এ-ই বলল সে, আর অ্যাথিনা দৌড়ে গেল ওদের ধরবে বলে, সে মনে মনে খুব খুশি। এবার আফ্রোদিতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তাকে বলিষ্ঠ হাত দিয়ে মারল তার

৪২৫ স্তনের 'পরে। তৎক্ষণাৎ আফ্রোদিতির হাঁটু ঢিলে হয়ে এল সেখানেই যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল, এবং তার মনের সব বল দ্রবীভূত হয়ে গেল। অতএব একই সাথে মাটিতে, পরম পুষ্টিদায়ী মাটির ওপরে, পড়ে থাকল আইরিজ ও আফ্রোদিতি। অ্যাথিনা দম্ভ দেখাল ওদের 'পরে আর ওদের উদ্দেশে বলে গেল ডানাওয়ালা কথা :

'এ-ই শিক্ষা হোক সকলের যারা ট্রোজানদের সাহায্য করে বর্মপরা গ্রিকদের বিরুদ্ধে ট্রোজানরা যুদ্ধে এলে পরে। হাহ্, তারা সব এই আফ্রোদিতির মতো দুঃসাহসী ও দৃঢ়সংকল্প হোক, মানে যেমন করে সে এল আইরিজকে সাহায্য দিতে, আর মুখোমুখি হলো আমার তাণ্ডবের। [অমন হলে] আমরা বহু আগে খতম করে দিতে পারতাম এ যুদ্ধ, বহু আগেই চূর্ণ করে দিতে পারতাম ইলিয়ামের মজবুত নগরদুর্গটিকে।' ৪৩০

এ-ই বলল দেবী অ্যাথিনা, তা শুনে শুভ্র-বাহুর হেরা হাসল মিষ্টি করে। এবার পৃথিবী-ঝাঁকানো দেব [পসাইডন] বলল অ্যাপোলোর প্রতি : ৪৩৫

'ফিবাস, কেন আমরা দুজন আলাদা দাঁড়িয়ে আছি দূরে? যখন অন্যরা তাদের লড়াই শুরু করে দিয়েছে, তখন [দাঁড়িয়ে থাকা] ঠিক দেখাচ্ছে না একটুও। নাহ, আমরা যদি কোনো লড়াই না করে ফিরে যাই জিউসের ব্রোঞ্জের-মেঝেওয়ালা প্রাসাদে, অলিম্পাসে, সেটা আরও বেশি লজ্জার হবে। তুমি শুরু করো। তুমি বয়সে আমার ছোট। যেহেতু আমি বয়সে বড় এবং তোমার চেয়ে অভিজ্ঞ বেশি, তাই আমার শুরু করা বেমানান হবে। ৪৪০

'কী বোকা তুমি! কী বুদ্ধিহীন হৃদয় তোমার [যে তুমি ট্রোজানদের পক্ষে আছো]! তোমার কি মনে নেই আমাদের দুজনের, দেবতাদের মাঝে কেবল আমাদের দুজনেরই, কতো কষ্ট সইতে হয়েছিল ইলিয়ামের ওখানটাতে, যখন জিউস আমাদের পাঠাল ইলিয়ামে আর আমরা উদ্ধত লাওমিডনের সেবা করে গেলাম এক নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে—সে আমাদের আদেশ করে যেত, আর আমাদের খাটতে হতো সেইভাবে? আমার কাজ ছিল ট্রোজানদের জন্য শহরের চারপাশে একটা দেওয়াল তোলা, চওড়া ও চমৎকার এক দেওয়াল যাতে করে ওই শহর অজেয় [অনতিক্রম্য] থাকে। আর তুমি ফিবাস, তুমি ছিলে অরণ্যানী ভরা, উপত্যকা ঘেরা আইডা পর্বতের পার্শ্বদেশে বাঁকানো শিং পা-টেনে-চলা গরুর রাখাল [মনে আছে?]। ৪৪৫

'কিন্তু যখন আনন্দভরা ঋতু ঘুরে এল, কাছে আনল আমাদের কাজের চুক্তি শেষ হওয়ার ক্ষণটিকে, তখন ঐ ভয়ংকর লাওমিডন আমাদের দুজনকে নিষ্ঠুরভাবে ঠকাল আমাদের প্রাপ্য সকল মজুরির থেকে, আমাদের ভাগিয়ে দিল হুমকি ধামকি মেরে। সে হুমকি দিল যে আমাদের হাত ও পা একসাথে বেঁধে সে আমাদের বেচতে পাঠিয়ে দেবে দূরে, কোনো বহুদূরের দ্বীপে; আরও ঘোষণা দিল আমাদের কান কেটে নেবে ব্রোঞ্জের কোপ দিয়ে। তখন আমরা ঘরে ফিরলাম বুকে অনেক অসন্তুষ্টি ও অপমান নিয়ে, আমাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে, যার সে প্রতিজ্ঞা করেছিল বটে কিন্তু পূরণ করেনি মোটে।[০] আর এখন তার জাতির লোকদেরই কিনা পক্ষ নিচ্ছ তুমি? কোনো ইচ্ছাই তোমার নেই আমাদের সাথে মিলে এটুকু নিশ্চিত করা যে অহংকারী-উদ্ধত ট্রোজানরা এবার পুরোপুরি ৪৫০ ৪৫৫

৪৬০ শোচনীয়ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক তাদের সন্তান-সন্ততি ও সম্মানিত স্ত্রীদের একসাথে নিয়ে!'

এবার উত্তরে তাকে বলল প্রভু অ্যাপোলো, দূর থেকে তীর ছোঁড়া দেব :

'ভূ-কম্প তোলা দেব, আমাকে নিশ্চিত তুমি সুস্থ মাথার বলে গণ্য করবে না যদি আমি তোমার সাথে লড়াই করি নশ্বর মানবের হেতু—কী করুণাযোগ্য প্রাণী ওরা, ঠিক গাছের পাতাদের মতো এই এখন ক্ষণিকের জন্য সতেজে বেড়ে ৪৬৫ উঠে—কর্ষিত জমিনের ফল খেয়ে, পুষ্টি নিয়ে—জীবনপ্রাচুর্যের আগুনে ভরপুর, আর পরক্ষণে এই এখন জীর্ণশীর্ণ হয়ে নিশ্চিহ্ন নিখোঁজ। নাহ্. আসো আমরা অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়ি। ওরা নশ্বর মানুষেরা ওদের লড়াই লড়ুক নিজেরাই।'

এ-ই বলল অ্যাপোলো, উল্টো ঘুরে গেল, কারণ তার এটা ভেবে লজ্জা হলো যে সে তার পিতার ভাইয়ের সাথে হাতাহাতিতে যাবে। কিন্তু তার বোন ৪৭০ তীব্র নিন্দা জানাল তাকে, সে আর্টেমিজ, বন্য পশুদের রানি, বুনো অরণ্যের দেবী। অ্যাপোলোকে বলল সে মহা তিরস্কার করে :

'তাহলে দূর থেকে তীর মারা দেব, পালাচ্ছ তুমি, বিজয় পুরোপুরি তুলে দিচ্ছ পসাইডনের হাতে, তাকে সুযোগ দিচ্ছ বড়াই ও জাঁক দেখানোর—বিনা কারণেই! বাহ্! নির্বোধ, [তাই যদি হয়] তাহলে কী অর্থ এই খামাখা, অহেতুক ৪৭৫ ধনুক বওয়ার? আমি যেন আর কোনোদিন তোমাকে দম্ভ করতে না শুনি আমাদের পিতার প্রাসাদে, যেমনটা আগে তুমি করেছ অমর দেবকুলের মাঝে, বলেছ যে পসাইডনের সাথে মুখোমুখি হয়ে তুমি শক্তির পাল্লা দেবে।'

এ-ই বলল আর্টেমিজ। দূরপাল্লার তীরন্দাজ অ্যাপোলো কোনো উত্তর করল না তার। কিন্তু জিউসের সম্মানিত পত্নী হেরার খুব রাগ হলো আর্টেমিজের প্রতি, ৪৮০ এই তীরন্দাজ রানিকে সে ভর্ৎসনা জানাল রীতিমত গালাগাল করে :

'ওই বেহায়া কুত্তি, আমার সামনে দাঁড়ানোর মতো সাহস তোর কী করে হয় বল? আমার সাথে শক্তির পাল্লা দেওয়া তোর জন্য অনেক কঠিন হবে, যদিও চলিস তুই ধনুক নিয়ে আর জিউস তোকে নারীজাতির বিপক্ষে এক সিংহী বানিয়েছে, তোকে অনুমতি দিয়েছে যাকে চাস তাকেই মারবার।° তোকে বলি ৪৮৫ শোনো, তোর জন্য ভালো হবে তোর চেয়ে শক্তিশালী কারও সাথে লড়ার চাইতে বরং পর্বতের ধারে বুনো পশু কিংবা বুনো হরিণ মেরে যাওয়া। তবে তোর যদি যুদ্ধ কী তা জানার খায়েশ বেশি হয়ে থাকে, তাহলে ঠিক আছে—শীঘ্র আমার শক্তির সাথে তোর শক্তি যাচাইয়ের শেষে তুই বুঝবি যে আমি তোর চেয়ে কতো বেশি শক্তিশালী।'

এ-ই বলল হেরা, এবং তার বাম হাত দিয়ে ধরল আর্টেমিজের দু-হাতের ৪৯০ কব্জিকে, আর ডান হাত দিয়ে আর্টেমিজের কাঁধ থেকে খুলে নিল ধনুক ও তূণীর; তারপর তাকে সে মারা শুরু করল তারই অস্ত্রগুলি দিয়ে, কানের চারপাশে, মুখে

হাসি নিয়ে। তখন আর্টেমিজ মোচড় দিয়ে দিয়ে ঘুরে চলছিল আর তার তূণীর থেকে পড়ছিল দ্রুতগতি তীরগুলি। এরপর দেবী আর্টেমিজ পালাল লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে চোখের জল ফেলে ঠিক এক পায়রার মতো করে, যেটা বাজের ধাওয়া খেয়ে পালাতে পালাতে ঢোকে কোনো পাথরের ফাঁপা খাঁজে এক গভীর ফাটলের মাঝে, কারণ ধরা পড়া তার নিয়তিতে নেই। ঠিক সেভাবে পালাল আর্টেমিজ ৪৯৫ কেঁদে কেঁদে, ধনুক ও তীরগুলো যেখানে পড়ল সেখানে ফেলে রেখে। তখন আরগাসের হত্যাকারী বার্তাবাহক হারমিস বলল লেটোকে, সে আর্টেমিজের মা :

'লেটো, কোনোভাবে আমি লড়তে যাচ্ছি না তোমার সাথে। মেঘ-সঞ্চারক জিউসের শয্যাসঙ্গিনীদের সাথে ঘুষাঘুষি করা রীতিমতো কঠিন কাজ বটে। নাহ্, তুমি একদম স্বাধীনভাবে অমর দেবকুলের কাছে বড়াই করতে পারো যে তুমি ৫০০ তোমার নিজের বিশাল শক্তি দিয়ে আমাকে হারিয়ে দিয়েছ ভালোমতো।'

এ-ই বলল হারমিস; আর লেটো ধুলোর ঘূর্ণির মাঝে এখানে-ওখানে পড়ে থাকা বাঁকা ধনুক ও তীরগুলো জড়ো করে নিল। তার মেয়ের এসব অস্ত্রপাতি তার তোলা হয়ে গেলে সে এবার ফিরে চলে গেল। ইতিমধ্যে আর্টেমিজ, কুমারী দেবী, এসে পৌঁছাল অলিম্পাসে জিউসের ব্রোঞ্জের চৌকাঠ দেওয়া প্রাসাদে এবং ৫০৫ তার পিতার হাঁটুতে বসে চলল কেঁদে, তার অক্ষয় পোশাক তাতে উঠল কেঁপে কেঁপে। তার পিতা, ক্রোনাসপুত্র [জিউস], তাকে কাছে টেনে নিল, মৃদু মুচকি হেসে শুরু করল তাকে প্রশ্ন করা :

'আদরের বাচ্চা [মেয়েটি] আমার, ইউরানিয়ান দেবতাদের কোন্‌জন অবিবেচকের মতো এমনটা করেছে তোমার সাথে, যেন বা প্রকাশ্যে কোনো বিরাট দুষ্টু কাজ করে বসেছ তুমি?' ৫১০

তখন উত্তরে তাকে বলল প্রতিধ্বনি-তুলে-ধাওয়া-করা সুন্দর মুকুটপরা শিকারী দেবী আর্টেমিজ:

'পিতা, আমাকে চড়-থাপড় মেরেছে তোমার স্ত্রী, শুভ্র-বাহুর হেরা। তার কারণেই আজ কলহ ও ঝগড়া-ফ্যাসাদ ঘিরে ধরেছে অমর দেবদেবীদের।'

এভাবে তারা কথা বলে গেল একে অন্যের সাথে। আর এরই মাঝে ফিবাস অ্যাপোলো চলে গেল পবিত্র ইলিয়ামে—সে উদ্বিগ্ন এই মজবুত শহরের ৫১৫ দেওয়ালটিকে নিয়ে, তার ভয় গ্রিকরা বুঝি সেদিনই এ শহর লুটতরাজ করে নেবে এর বিধিনির্দিষ্ট সময়েরও আগে। কিন্তু অন্য চিরজীবী দেবতা যারা ছিল, তারা চলে গেল অলিম্পাসের পথে—তাদের কেউ কেউ রেগে আছে, কেউ আছে বিশাল বিজয়োল্লাসে। তারা গিয়ে বসল তাদের পিতা, কালো মেঘের প্রভু, জিউসের পাশে। ৫২০

সেসময় অ্যাকিলিস তার জবাই করে চলেছিল—ট্রোজানদের ও তাদের একখুরের ঘোড়াগুলো। যেভাবে কোনো অগ্নিকাণ্ডে পোড়া শহরের থেকে ধোঁয়া জেগে ওঠে, উঠে যায় বিস্তৃত উঁচু আসমানের দিকে, কারণ [দেখা যায়] দেবতারা ওই শহরের 'পরে তাদের ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, সবার উদ্দেশে পাঠিয়েছে কষ্টের কাজ এবং অনেকের দিকে ছেড়ে দিয়েছে দুর্দশাকে—সেভাবে অ্যাকিলিস
৫২৫ ট্রোজানদের ওপরে অবমুক্ত করে দিল কঠোর মেহনত ও দুঃখ-দুর্বিপাক।

তখন বৃদ্ধ প্রায়াম দাঁড়িয়েছিল পবিত্র টাওয়ারের ওপরে। সে দেখল দৈত্যাকার অ্যাকিলিস [আসছে ধেয়ে] আর কীভাবে ট্রোজানরা তার সামনে পালাচ্ছে বিভ্রান্তের মতো, ভয়ে; তাদের মাঝে সাহসের আর চিহ্ন নেই কোনো। এক আর্তনাদ তুলে প্রায়াম শুরু করল টাওয়ার থেকে নীচে মাটিতে নেমে আসা।
৫৩০ নামতে নামতে সে বলল দেওয়াল জুড়ে দাঁড়ানো বিখ্যাত দ্বাররক্ষীদের প্রতি :

'তোরণের দরজা হাত দিয়ে ধরো, ততক্ষণ হাট করে খুলে রাখো যতক্ষণ আমাদের লোকেরা ভয়ে পালাতে পালাতে শহরে না ঢুকছে সব। দ্যাখো, ঐ যে অ্যাকিলিসও আছে তাদের ঠিক পেছনের দিকে, সে-ই তাড়াচ্ছে তাদের; আমার ধারণা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। যখন তারা সব দেওয়ালের ভেতর জড়ো হয়ে খানিক হাঁফ ছেড়ে বিশ্রাম নিতে সমর্থ হবে, তখন তোমরা আবার ওই জোড়া
৫৩৫ দরজা বন্ধ কোরো ঠিকমতো শক্ত লাগিয়ে দিয়ে। আমার ভয় খুনে লোকেরা [গ্রিকরা] আবার না দেওয়ালের ভেতরদিকে লাফিয়ে ঢুকে পড়ে।'

এ-ই বলল সে, আর তারা জোড়-দরজার আড়া সরিয়ে দিয়ে দরজাপথ খুলে দিল, দরজা হা করে খোলা হয়ে [সমতলের ওদের জন্য] যেন নিরাপত্তা নিয়ে এল। তখন অ্যাপোলো লাফ দিয়ে বেরুলো ট্রোজানদের সাথে দেখা করবে বলে, সে চাইছিল তাদের কাছ থেকে বিপদ তাড়াবে। তারা পালাতে পালাতে সোজা
৫৪০ আসছিল শহরের দিকে, এর উঁচু দেওয়ালের পানে, সমতলের ধুলোতে তাদের দেহ ছিল ঢাকা, তৃষ্ণায় তাদের গলা শুকনো খসখসে। কিন্তু অ্যাকিলিস তার বল্লম দিয়ে তাদের পেছনে ধেয়ে আসছিল নির্দয়-অবিশ্রান্তভাবে, আর পুরোটা সময় হিংস্র এক উন্মাদনা তার হৃদয় বেড় দিয়ে ছিল—সে মহিমা জিতবে বলে ফেটে পড়েছিল উগ্র রোষে।

এসময় গ্রিকরা উঁচু তোরণের ট্রয় নগর দখলেই নিয়ে নিত, যদি ফিবাস
৫৪৫ অ্যাপোলো না জাগিয়ে তুলত দেবতুল্য আজিনরকে,[০] সে অ্যান্টিনরের ছেলে, এক অতুল্য যোদ্ধা ও বলিষ্ঠ খুবই। তার হৃদয়ে অ্যাপোলো সাহস ঢুকিয়ে দিল বেপরোয়া, আর নিজেই সে দাঁড়াল তার পাশে এসে। হেলান দিয়ে থাকল সে এক ওক গাছের গায়ে, লুকিয়ে থাকল ঘন এক কুয়াশার মাঝে—চাইছে সে মৃত্যুর

ভারি হাতকে দূরে রাখবে আজিনরের থেকে। যখন আজিনর দেখল অ্যাকিলিসকে—শহর লুটতরাজ করা অ্যাকিলিস—সে দাঁড়াল স্থানুর মতো হয়ে। ৫৫০
যখন সে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তখন তার মন ভেবে চলেছিল বহু অশুভের কথা। ভীষণ বিচলিত হয়ে সে বলল তার নিজের বীরোচিত-মন সত্তার প্রতি :

'আহ্, কী কঠিন পরিস্থিতি! এখন আমি যদি প্রকাণ্ড অ্যাকিলিসের সামনে দিয়ে পালিয়ে যাই যেদিকে বাকিরা তাড়া খেয়ে গেছে ভীত-সন্ত্রস্ত হুড়োহুড়ির মাঝে, সে তো তবু আমাকে ধরে ফেলবেই, আমার কাপুরুষতা থেকে সোজা ৫৫৫
আমার গলা কেটে নেবে। কিন্তু যদি আমি ... বাকিদের এখানে পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের তাড়ার সামনে রেখে ... নিজের পা দুটো নিয়ে পালাই এই দেওয়ালের কাছ থেকে অন্য কোনোখানে, [যেমন] ইলিয়ামের সমতলের দিকে, তারপর গিয়ে থামি আইডা পর্বতের উপত্যকার মাঝে, পর্বতগাত্রের পার্শ্বদেশে এবং লুকিয়ে যাই কোনো ঘন ঝোপজঙ্গলের মাঝে—তাহলে তো ... সন্ধ্যা নেমে ৫৬০
এলে আমি নদীতে গা ধুয়ে নিয়ে, শরীর থেকে ঘাম শুকিয়ে নিয়ে, ফিরে আসতে পারব ইলিয়ামে।

'কিন্তু মন, আমার প্রিয় মন কেন আমাকে বলে চলেছে এ-জাতীয় কথা? ... বরং তাতে আশঙ্কা আছে অ্যাকিলিস দেখে ফেলবে আমি শহর ছেড়ে সটকে যাচ্ছি সমতলের দিকে, তখন সে তার দ্রুত পায়ে আসবে আমার পেছন পেছন আর আমাকে ধরবেই ... তখন তো আর আমার কোনো পথ থাকবে না মৃত্যু ও ৫৬৫
এর অপচ্ছায়া এড়ানোর ... কারণ অ্যাকিলিস যাবতীয় নশ্বর মানুষের মাঝে সবচে বেশি শক্তিশালী বটে। কিন্তু ... কী হবে যদি আমি শহরের সামনে দাঁড়িয়ে যাই তার বিরুদ্ধে গিয়ে? আমার তো বিশ্বাস তারও গায়ের মাংস ধারাল ব্রোঞ্জে বিদ্ধ-আহত হতে পারে এবং তারও আছে জীবন মোটে একটাই, আর লোকে বলে সে-ও নশ্বর এক লোকই ... যদিও জিউস, ক্রোনাসের ছেলে, তার জন্য মহিমা-গরিমা মঞ্জুর করেছে।'° ৫৭০

এ-ই বলল সে, নিজের শরীর ও মন চাঙ্গা করে নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল অ্যাকিলিস আসবে তাই। তার বুকের মাঝের সাহসী হৃদয় তাকে তাড়না দিচ্ছিল যুদ্ধ ও লড়াইয়ে প্রবেশের।

ঠিক যেভাবে কোনো চিতাবাঘ গভীর বনের ভেতর তার আস্তানা থেকে বের হয়ে আসে তাকে শিকার করতে আসা মানুষটার মুখোমুখি হবে বলে, তার বুকে কোনো ভয় নেই, কোনো ত্রাস নেই যখন সে শিকারির ডালকুত্তাদের জোর ঘেউ ৫৭৫
ঘেউ শোনে, আর যদিও শিকারিই প্রথমে তার ওপর চড়াও হতে পারে তাকে বল্লমবিদ্ধ করে বা কোনো অস্ত্র ছুড়ে মেরে, তবু তার সাহসে সে ঢিলে দেয় না যদি এমনকি বল্লম গায়ে গেঁথেও যায়, অর্থাৎ যতক্ষণ সে হয় শিকারির ওপরে

পড়ছে, না হয় নিজে নিহত হচ্ছে সেই প্রয়াস নিতে গিয়ে—সেভাবেই মহান অ্যান্টিনরপুত্র দেবতুল্য আজিনর মনস্থির করে নিল সে পালাবে না আগে
৫৮০ অ্যাকিলিসের শক্তির পরীক্ষা না নিয়ে। সে তার দেহের সব দিকে সুসমঞ্জস ধরে রাখা ঢাল তুলে ধরল সম্মুখে অবিচলভাবে, আর অ্যাকিলিসের প্রতি বল্লমের নিশানা করে নিয়ে চিৎকার করে বলল জোরে :

'সুবিখ্যাত অ্যাকিলিস, নিশ্চিত আমার বিশ্বাস তুমি তোমার মনে আশা করে আছো এই আজকের দিনে গর্বিত ট্রোজানদের শহর গুঁড়িয়ে লুটে নেবে। কী
৫৮৫ বোকা তুমি! ট্রয়ের ভাগ্য নিয়ে ভোগান্তি আরও যে অনেক আসা বাকি। শহরের অভ্যন্তরে আমরা আছি অনেকেই, আছি সাহসী অনেক লোক—আমরা যারা আমাদের প্রিয় পিতা-মাতা, আদরের স্ত্রী-সন্তানের জন্য ইলিয়ামকে রাখব নিরাপদে। নাহ্, বরং তুমিই আজ মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তা তুমি যতই ভয়জাগানো ও ডাকাবুকো যোদ্ধা হও না কেন।'

৫৯০ এ-ই বলল আজিনর এবং তার বলিষ্ঠ ভারি হাত থেকে ছুড়ে দিল চোখামাথা বল্লম। অ্যাকিলিসকে লাগাতে ব্যর্থ হলো না সে, বল্লম লাগাল তার হাঁটুর নীচে পায়ে। অ্যাকিলিসের পায়ের কাছে নতুন-গড়া টিনে বানানো বর্ম ঠনঠন করে উঠল মারাত্মক জোরে। কিন্তু ব্রোঞ্জের তীক্ষ্ণ-আগার বল্লম আঘাত হানার পরে উল্টো ফিরে এল; বিদ্ধ করতে পারল না তাকে, কারণ দেবতার দেওয়া উপহার [হাঁটুর বর্ম] তাকে প্রতিরক্ষা দিল।

৫৯৫ এবার তার পালা এলে পেলিউসপুত্র লাফিয়ে গেল দেবতুল্য আজিনরের দিকে, তবে এই দফা অ্যাপোলো তাকে যশগৌরব জিতে নিতে বাধা দিল। সে আজিনরকে ছিনিয়ে নিল ওখানের থেকে, তাকে ঘিরে দিল ঘন কুয়াশা দিয়ে, এবং তাকে লড়াইয়ের মাঠ থেকে পাঠিয়ে দিল চুপচাপ নিজ পথে চলে যাবার কাজে। এরপর দূর থেকে তীর ছোড়া অ্যাপোলো এক ফন্দি করে অ্যাকিলিসকে
৬০০ ট্রোজানদের থেকে আলাদা করে দিল। সে সব বিচারেই নিজেকে দেখতে আজিনরের মতো করে নিল, এবং [এই ছদ্মবেশে] দাঁড়াল অ্যাকিলিসের পায়ের সামনে এসে। অ্যাকিলিস ছুটে গেল তার পিছু নেবে বলে, গমশস্যে-ভরা সমতল জুড়ে তাকে ধাওয়া করে গেল, সে চেষ্টা করল [দেবতাকে] নদীর দিকে নিয়ে যাবে, গভীর-ঘূর্ণাবর্তের সেই স্কামান্দার নদী। কিন্তু অ্যাপোলো দৌড়ে চলল তার খানিক সামনের দিকে থেকে, সে তাকে তার ছলচাতুরি দিয়ে ছলনা
৬০৫ করেই চলেছিল—অ্যাকিলিস বারবার আশা করছিল এই বুঝি সে দৌড়ে ধরে ফেলবে তাকে।

এরই মাঝে অন্য ট্রোজানরা ভীত-সন্ত্রস্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে পালাতে শেষে শহরে পৌঁছাতে পেরে বিরাট খুশি হলো, তারা তাদের অসম্ভব ভিড়ে শহর ভরে দিল। তাদের সাহস হলো না শহরের বাইরে আর একে অন্যের জন্য অপেক্ষা করে যাবে, দেখবে তাদের মাঝে কারা কারা পালাতে সক্ষম হলো আর কারা লড়াইয়ে মারা গেল। বরং ব্যগ্র-অধীর এক তাড়াহুড়া নিয়ে তারা—তাদের যারই পা ও হাঁটুর শক্তি ছিল নিজেকে বাঁচানোর—শহরের ভেতরে নির্গত হলো।　৬১১

টীকা

২১:২ নদীর পারাপারের অগভীর অংশের কাছে: দেখুন টীকা ১৪:৪৩৩-৩৪।

২১:১২-১৪ যেভাবে কোনো আগুনের...একসাথে গাদাগাদি থাকে: এই উপমায় চিত্রিত হয়ে আছে প্রাচীনকালে শস্যের মাঠ থেকে আগুন দিয়ে পঙ্গপালের আক্রমণ প্রতিহত করার পদ্ধতিটি। তিন হাজার বছর পরের পৃথিবীতে এখনও, পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে, একইভাবে পঙ্গপাল তাড়ানো হয়ে থাকে।

২১:২৭ এমন বারোজনকে...বেছে নিল: দেখুন ১৮:৩৩৬-৩৩৭।

২১:৭৬-৭৭ কারণ তুমিই ছিলে...খাই সেই সেদিন: অ্যাকিলিসের হাতে বন্দী লাইকাওন তার সঙ্গে বসে শস্যদেবী ডিমিটার-এর খাবার (অর্থাৎ ভুট্টা) খাওয়ার কথা উল্লেখ করছে। প্রাচীন গ্রিক সমাজে বন্দীশত্রুর সঙ্গে যে তাকে বন্দী করেছে তার সম্পর্ক কিছু ক্ষেত্রে বাড়ির কর্তা ও আগত মেহমানের মধ্যেকার সম্পর্কের মতোও ছিল। 'বন্দী' এখনকার মতো সব অর্থেই 'বন্দী' ছিল না।

২১:৮৫-৮৭ আমার মা লেইয়োথোয়ি...উঁচু পেডাসাসে: পূবের এশীয় রাজা প্রায়ামের হেকুবা ছাড়াও অন্য স্ত্রী ছিল। লেইয়োথোয়ি তাদেরই একজন যার গর্ভে প্রায়ামের দুই সন্তান লাইকাওন ও পলিডোরাসের জন্ম হয়। লেইয়োথোয়ি ছিল পেডাসাসের লেলেজিজদের রাজার কন্যা। পরের পর্বে প্রায়াম তার এই দুই সন্তানের কথা স্মরণ করবে (২২:৪৬-৫১)। অ্যাকিলিস পেডাসাস শহর গুঁড়িয়ে দেয় আগের পর্বে। দেখুন টীকা ২০:৯০-৯৩।

২১:৯০-৯১ পলিডোরাস তার নাম...সামনের সারির মাঝে: পলিডোরাসের মৃত্যুদৃশ্যের বিবরণ আছে মহাকাব্যের ২০:৪০৭-৪১৮ পঙ্‌ক্তিতে।

২১:১০৬-১১৩ অতএব, বন্ধু আমার...তীর নিক্ষেপ করে: পুরো *ইলিয়াড*-এর সবচেয়ে মহিমময় ও সবচেয়ে ভয়ালসুন্দর পংক্তি হিসেবে ধরা হয় এই আটটি পংক্তিকে। অ্যাকিলিস এখানে তার হাতে এক্ষুণি খুন হতে যাচ্ছে এমন একজন মানুষকে 'বন্ধু' নামে সম্বোধন করে শিকার ও শিকারীর মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য সমতার বন্ধন তৈরি করে। সে জানে তার নিজের মৃত্যুও আসন্ন (১৮:৯৬)। শত্রুর জন্য এখানে তার মধ্যে কোনো বিশেষ ঘৃণাবোধ নেই; বরং মৃত্যুর একই সুতোয় সে এই শত্রুর সঙ্গে বাঁধা বলে তার এ শত্রু আসলে তার বন্ধুই। হোমার যে বড় মাপের কবিই শুধু নন, 'মহত্তম' শ্রেণীর কবি, তার জাজ্বল্য প্রমাণ এই আটটি লাইন।

২১:১৪১ পিলেগন ছিল...নারী পেরিবিয়ার ছেলে: অ্যাক্সিয়াস নদী বয়ে গেছে মেসিডোনিয়ার মধ্য দিয়ে। পিলেগনের নাম আমরা আগেও শুনেছি, কিন্তু এখানে কবি পিলেগনের নদী-বংশলতিকার দিকে আমদের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন।

২১:১৬২-১৬৩ বীর অ্যাস্‌টেরোপিয়াস...সক্ষম এক লোক: অ্যাস্‌টেরোপিয়াস দু হাতে সমান শক্তিতে কাজ করতে পারার কারণে *ইলিয়াড*-এর অন্য যোদ্ধাদের থেকে আলাদা। ইংরেজিতে একে বলে: ambidextrous। এই গুণের কারণে তার সাফল্যও অনন্য: *ইলিয়াড*-এ একমাত্র সে-ই পারে অ্যাকিলিসের শরীর থেকে রক্ত ঝরাতে।

২১:১৭৬-১৭৭ মোট তিনবার সে...চতুর্থবার: দেখুন টীকা ২০:৪৪৪-৪৪৬ এবং ৫:৪৩৫।

২১:১৮৫ তবু ক্রোনাসের...বংশধরদের সাথে: অ্যাকিলিস তার মা দেবী থেটিসের কথা না বলে

(থেটিসই যেখানে নদীদেবতা অ্যাক্সিয়াসের সঙ্গে তুলনার বিচারে বেশি যথার্থ হতো) বরং বলছে জিউসের সঙ্গে তার দূরাশ্রয়ী বংশ-সম্পর্কের কথা। অ্যাকিলিসের দাদা ইয়াকাস ছিল জিউসের বংশজাত, সে কথাই বেশি জোর দিয়ে বলছে অ্যাকিলিস। জিউসের সঙ্গে তার বংশীয় সম্পর্ক আছে, সেটা বলা সে যে এক দেবীর পুত্র তা দেখানোর চাইতে ওজনদার বিষয়!

২১:১৯৪-১৯৫ **এমনকি যে প্রভু অ্যাকেলোয়াস...গভীর প্রবাহিত ওশেনাসেরও:** অ্যাকেলোয়াস গ্রিসের সবচেয়ে দীর্ঘ নদী; সমস্ত পুরাণেই একে গুরুত্বপূর্ণ নদী বলা হয়েছে। এমনকি কখনও কখনও অ্যাকেলোয়াসকে পানির প্রতিশব্দ হিসেবেও ধরা হয় গ্রিসে। ওশেনাস বিষয়ে দেখুন টীকা ১:৪২৩ এবং এ বইয়ের 'প্রধান চরিত্রসমূহ' অংশের 'দেবদেবী' ভাগ।

২১:২৩০-২৩১ **সে বারবার তোমাকে...দাঁড়িয়ে যেতে:** জিউস অ্যাপোলোকে এরকম কোনো কথা একবারও বলেনি। নদীদেবতা সম্ভবত এখানে আগের পর্বে জিউসের সাধারণ উৎসাহসূচক কথাগুলির (২০:২৩-২৫) উল্লেখ করছে। গবেষকদের ধারণা, ব্যাপারটি তা-ও নয়; এটা নদীদেবতার তাৎক্ষণিক আবিষ্কার যা তার বুদ্ধিমত্তা ও বাগকুশলতার পরিচায়ক।

২১:২৭৬-২৭৮ **সে আমাকে ধোঁকা দিয়েছে...তীরের হাতে কাটা পড়ে:** *ইলিয়াড* যত আগাচ্ছে, অ্যাকিলিসের আসন্ন মৃত্যুর উল্লেখ ততই বিশদ হয়ে উঠছে: ১৮:৯৬ পংক্তিতে থেটিস অ্যাকিলিসকে সোজাসুজি বলে দিল যে সে মারা যাবে হেক্টরের মৃত্যুর পরেই; ১৯:৪০৪-৪১৭ অংশে ঘোড়া জানথাস বলল সে মারা যাবে এক মানুষ ও এক দেবতার হাতে (দেখুন টীকা ১৯:৪০৪); আর এখন অ্যাকিলিস স্মরণ করছে তার মায়ের বলা কথাটি যে সে মারা যাবে তীরের আঘাতে। পরের পর্বে হেক্টর আরও অনুপুঙ্খ ভবিষ্যদ্বাণী করবে অ্যাকিলিসের মৃত্যুর (দেখুন টীকা ২২:৩৫৯-৩৬০)। *ইলিয়াড*-এর পরের মহাকাব্য *ঈথিওপিস* অনুসারে অ্যাকিলিস মারা যাবে দেবতা অ্যাপোলোর সহায়তা নিয়ে ট্রোজান যুবরাজ প্যারিসের ছোড়া তীরে, যে তীর লাগবে তার শরীরের একমাত্র নাজুক অংশ তার গোড়ালিতে।

২১:৩৮৫ **বেদনাতুর, গুরুভার লড়াই...অমর দেবদেবীদের:** শুরু হলো দেবদেবীদের নিজেদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ লড়াই, যা শেষ হবে পঙ্‌ক্তি ৫১৩-তে গিয়ে, অর্থাৎ মোট ১২৮ লাইন। এ অংশের গ্রিক নাম Theomachy; ইংরেজিতে: Battle of the Gods। এ-বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এই বইয়ের শেষে পাঠ-পর্যালোচনা অংশে।

২১:৩৯৬-৩৯৯ **তোর তো নিশ্চয় মনে আছে...মাংস নিয়েছিলি ছিঁড়ে?:** দেখুন মহাকাব্যের ৫: ৮৫৫-৮৬১ পংক্তিগুলি।

২১:৪১২-৪১৩ **এভাবেই তুমি তোমার মা...মূল্য শোধ দেবে:** আইরিজের মা দেবী হেরা, কিন্তু আইরিজ এ-যুদ্ধে মায়ের বিপক্ষকে, অর্থাৎ ট্রোজানদের, সাহায্য করছে। পিতামাতার প্রতি এই অসম্মানসূচক ব্যবহার অ্যাথিনার ফিউরি দেবীদের ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট। ফিউরিরা প্রকৃতির নিয়ম ও পরিবারের বড়দের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনকারীদের শাস্তি দেয়। দেখুন টীকা ৯: ৪৫৪-৪৫৫।

২১:৪১৬ **আফ্রোদিতি, জিউসের মেয়ে...পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল:** আফ্রোদিতি এখানে তার ভাইয়ের প্রতি দয়া দেখাল। অন্য মহাকাব্য *অডিসিতে* আফ্রোদিতির সঙ্গে আইরিজের প্রেমের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে (*অডিসি*—৮:২৬৬))। *ইলিয়াড*-এ এর আগে (৫:৩৫৫-৩৬৩)

আইরিজ আফ্রোদিতিকে সাহায্য করে, তবে তখন আইরিজের সেই কাজের মধ্যে কোনো রোমান্টিক ইঙ্গিত ছিল না।

২১:৪২০ **অ্যাট্রাইটোন:** দেখুন টীকা ২:১৫৬।

২১:৪৪১-৪৫৭ **কী বোকা তুমি...পূরণ করেনি মোটে:** পসাইডন ও অ্যাপোলোকে ট্রয়ের আগের রাজা লাওমিডন কিভাবে ট্রয়ের নগরদেওয়াল নির্মাণের কাজ করিয়ে শেষে কোনো মজুরি পরিশোধ না করে ঠকালো, তার উল্লেখ *ইলিয়াড*-এ এর আগেও আছে ৭:৪৫২ এবং ২০:১৪৫-১৪৮ অংশে। দেখুন টীকা ২০:১৪৫-১৪৮। পসাইডন এখন অ্যাপোলোকে তাদের প্রতি লাওমিডনের সেই জঘন্য আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে তাকে খোঁটা দিচ্ছে ট্রোজানদের পক্ষ নেবার জন্য। কেন এ দুই দেবতা অতীতে নশ্বর মানুষ লাওমিডনকে সেবা দিতে এসেছিল তার কারণ অজ্ঞাত। পুরাণবেত্তাদের ধারণা, তারা এ-কাজ করতে ট্রয়ে এসেছিল জিউসের কাছ থেকে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়ে।

২১:৪৮৩-৪৮৪ **জিউস তোকে নারীজাতির...তাকেই মারবার:** নারীসংহারী আর্টেমিজের এই বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে আগেও বলা হয়েছে। দেখুন টীকা ১৯:৫৯।

২১:৫৫৩-৫৭০ **আহ কী কঠিন পরিস্থিতি...মহিমা-গরিমা মঞ্জুর করেছে:** আজিনরের এই স্বগতোক্তি (soliloquy) *ইলিয়াড*-এর মোট চারটি স্বগতোক্তির মধ্যে তৃতীয় (প্রথমটি ১১:৪০৩-৪১০ অংশে অডিসিয়ুসের; দ্বিতীয়টি ১৭:৯০-১০৫ পংক্তিতে মেনেলাসের; আর চতুর্থটি ২২:৯৮-১৩০ অংশে হেক্টরের)। আজিনরের এই স্বগতোক্তি সামনের পর্বে হেক্টরেরটির স্পষ্ট পূর্বাভাসের মতো। এই স্বগতোক্তিতে সে দ্বিধান্বিত চিত্তে তার নিজের মনের সঙ্গে যুক্তির লড়াই করছে বলে তার এক চিন্তা থেকে আরেক চিন্তায় যাওয়ার দ্বিধা-দুশ্চিন্তাকে বোঝাতে তিন ডট (...) চিহ্ন ব্যবহার করা হলো।

পর্ব - বাইশ

হেক্টরের মৃত্যু

ট্রোজানরা নগর দেওয়ালের ভেতরে ঢুকে যখন নিরাপদে আছে, তখন হেক্টর দেওয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে, একা—হেক্টরের পিতামাতা তাকে অ্যাকিলিসের সঙ্গে না লড়ার করুণ আকুতি জানাল—হেক্টর সিদ্ধান্ত নিল সে লড়বে—অ্যাকিলিস আক্রমণ করতেই হেক্টর দৌড়ে পালাল, তিনবার নগর দেওয়াল প্রদক্ষিণ করল তারা—অ্যাথিনার সাহায্য নিয়ে অ্যাকিলিস হত্যা করল হেক্টরকে—হেক্টরকে নিয়ে তার পিতা-মাতা ও স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকির বিলাপ।

বিষয়বস্তু

২২তম পর্বে অ্যাকিলিসের হাতে হেক্টরের মৃত্যু ইলিয়াড মহাকাব্যের ক্লাইম্যাক্স, 'অ্যাকিলিসের ক্রোধ' নামের থিমটির শীর্ষবিন্দুতে পৌছানো। এই এক মৃত্যু নিয়েই পুরো পর্বটি গড়া: এর বিষাদময় আবহ ফুটিয়ে তোলার জন্যই তার মৃত্যুতে তার পিতা, মাতা, স্ত্রী ও শিশুপুত্রের জীবনে কী কী ঘটতে পারে তার দীর্ঘ বর্ণনা; আর একটি মৃত্যুতেই সামনের দিনে ট্রয় শহরের বিলুপ্তির ছবি পরিষ্কার। অনেক জনপ্রিয় এ-পর্বটি যে কবি বিরাট যত্ন দিয়ে গড়েছেন তার প্রমাণ হেক্টরের মৃত্যুর আগে তিনজনের—প্রায়াম, হেকুবা ও হেক্টরের—দীর্ঘভাষণের (২৫-১৩০) বিপরীতে তার মৃত্যুর পরে তিনজনের—প্রায়াম, হেকুবা ও অ্যান্ড্রোমাকির—বিলাপের দৃশ্য, তিনে তিনে সুন্দর এক

ভারসমতার সৃষ্টি। পর্বটির কেন্দ্রে আছে মূল অ্যাকশন, যার আবার দুই ভাগ: প্রথমে ধাওয়া (১৩১-২৪৬), পরে লড়াই (২৪৭-৪০৪)। পর্বটির কাঠামোগত এই সুন্দর বিন্যাসের পাশাপাশি এটাও বলতে হয় যে, মোট ছয়জন ট্রোজানের দীর্ঘভাষণের মাধ্যমে আসলে হেক্টরের মৃত্যুকে কবি দেখেছেন ট্রোজান দৃষ্টিকোণ থেকে, ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট দুঃখশোকে ভারাক্রান্ত এক অমর ও ট্র্যাজিক অধ্যায়ের। এই ট্র্যাজেডির বোধ একদম ভিন্ন এক মাত্রা লাভ করে কারণ আমরা জানি যে হেক্টরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অ্যাকিলিসেরই নিয়তিনির্ধারিত মৃত্যুর রাস্তা তৈরি হলো, তার সংক্ষিপ্ত জীবনের খুব শীঘ্রই ইতি ঘটতে চলেছে (১৮: ৯৫-৯৬)। হেক্টরের মৃত্যু এ-পর্বের মূল বিষয় হলেও পর্বটির কেন্দ্রীয় চরিত্র কিন্তু অ্যাকিলিসই। অ্যাকিলিস এ-পর্বে এসে তার দাবির সত্যতা প্রমাণ করল যে গ্রিকদের মাঝে সে-ই সর্বসেরা যোদ্ধা।

সারসংক্ষেপ

১-২৪: হেক্টর একা রয়ে গেছে ট্রয়ের দেওয়ালের বাইরে। অ্যাপোলো খোঁটা দিল অ্যাকিলিসকে।

২৫-১৩০: রাজা প্রায়াম ও রানি হেকুবা তাদের পুত্র হেক্টরকে মিনতি জানাল শহরে ঢুকে যাওয়ার, কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে সে প্রস্তাবে রাজি হলো না হেক্টর।

১৩১-১৮৭: অ্যাকিলিস কাছে আসতেই হেক্টর ক্ষণিকের জন্য ভাবল সে অ্যাকিলিসের সঙ্গে কথা বলবে, কিন্তু পরমুহূর্তে পালাতে শুরু করল সে। এ-দুজন ট্রয় শহরের দেওয়াল বেড় দিয়ে তিন তিনবার ঘুরে এল, দেবতারা তখন তাকিয়ে দেখছে; জিউস ভাবল তার হেক্টরকে বাঁচানো উচিত কি না, কিন্তু অ্যাথিনা তাতে আপত্তি জানাল।

১৮৮-২২৩: যখন অ্যাকিলিস ও হেক্টর চতুর্থবারের মতো ঝরনার ধারে এসেছে, তখন জিউস তার দাড়িপাল্লা তুলে ধরল, দেখা গেল হেক্টরের নিয়তি নীচের দিকে পড়ে গেছে। এটা দেখে পরক্ষণে অ্যাপোলো হেক্টরকে পরিত্যাগ করল, অ্যাথিনা যোগ দিল অ্যাকিলিসের সঙ্গে।

২২৪-২৪৬: অ্যাথিনা হেক্টরের ভাই ডিয়িফোবাসের ছদ্মবেশ ধরে তাকে রাজি করালো অ্যাকিলিসের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে।

২৪৭-২৮৮: হেক্টর অ্যাকিলিসের সঙ্গে চুক্তিতে যেতে চাইল যে যুদ্ধে বিজয়ীজন মৃতজনের দেহ তার পরিবার বা বাহিনীর কাছে ফেরত দেবে। অ্যাকিলিস ভয়ংকরভাবে প্রত্যাখ্যান করল এই প্রস্তাব; সে বল্লম ছুড়ল হেক্টরের দিকে।

২৮৯-৩০৫: হেক্টর মারল অ্যাকিলিসের ঢালে, কিন্তু তার বল্লম ফিরে এল; সে বুঝল ডিয়িফোবাস পাশে নেই, অর্থাৎ দেবী অ্যাথিনা তাকে প্রতারিত করেছে।

৩০৬-৩৬৬: আবার হেক্টর অ্যাকিলিসকে অনুরোধ জানাল মৃত্যুর পরে তার লাশের অবমাননা না করার, আবার প্রত্যাখ্যাত হলো তার অনুরোধ। অ্যাকিলিস মারল হেক্টরের গলায়; মৃত্যুর আগে হেক্টর স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে গেল অ্যাকিলিসের শীঘ্রমৃত্যুর।

৩৬৭-৪০৪: গ্রিকরা কাছে এসে হেক্টরের মৃতদেহে বর্শা ও বল্লমের আঘাত দিয়ে যেতে লাগল; অ্যাকিলিস তার রথের পেছনে হেক্টরের মৃতদেহ ঝুলিয়ে তা টেনে-হিঁচড়ে জাহাজের দিকে নেওয়া শুরু করল।

৪০৫-৪৩৬: হেক্টরকে নিয়ে প্রায়াম ও হেকুবার বিলাপ।

৪৩৭-৫১৫: হেক্টরের স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকি বাইরে আওয়াজ শুনে নগরদেওয়ালের উপরে এসে দেখল দূরে হেক্টরের মরদেহ টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; দেখে সে মূর্চ্ছা গেল। অ্যান্ড্রোমাকির করুণ বিলাপ, পিতার মৃত্যুতে হেক্টরের পুত্রের জীবন কেমন শোচনীয় হবে তার বয়ান।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

১৯তম পর্বে শুরু হওয়া *ইলিয়াড*-এর ৩০তম দিন চলছে এ-পর্বেও। ঘটনাস্থল ট্রয়ের নগর দেওয়ালের চারপাশ জুড়ে এবং নগর দেওয়ালের উপর অংশে টাওয়ারে যেখানে দাঁড়িয়ে ট্রোজানরা যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করে।

চিত্র ২৪. অ্যাকিলিস হত্যা করল হেক্টরকে। এই ছবিটি *ইলিয়াড*-এর অ্যাকিলিস-হেক্টর যুদ্ধদৃশ্য মোতাবেক আঁকা নয়, তবে এর থিম একই—অ্যাকিলিসের বীরত্ব ও হেক্টরের মৃত্যু। এখানে দুই বীরই নগ্ন (ধ্রুপদী সাহিত্যে যাকে বলে 'heroic nudity')। বাঁয়ে দাড়িহীন অ্যাকিলিস তার হাঁটু-ঢাকা বর্ম, শিরস্ত্রাণ, ঢাল, তরবারি ও বল্লমে সজ্জিত; সে আছে আক্রমণে। হেক্টরেরও একই যুদ্ধসাজ (শুধু পায়ের বর্ম ছাড়া)। হেক্টর এরই মধ্যে আহত হয়েছে—তার বাম উরুতে ও বুকে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট, বৃষ্টির মতো রক্ত বেরুচ্ছে তার এই ক্ষত দুটো থেকে এবং সে আছে পতন হবার প্রায় কাছাকাছি। অ্যাকিলিসের পেছনে অল্প দেখা যাচ্ছে দেবী অ্যাথিনাকে, পরনে তার ছাগলের চামড়ার ঐশীবর্ম। (আথেনিয়ান মদ-মিশ্রণ বাটি, পাওয়া গেছে ইতালির লাৎসিও-তে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০-৪৬০ সন)

অতএব ট্রোজানরা পড়িমরি দৌড়ে শহরে ঢুকল আতঙ্কগ্রস্ত হরিণশিশুদের মতো। সেখানে পৌঁছে তারা শরীর থেকে শুকিয়ে নিল ঘাম, তৃষ্ণা মেটাতে পানি খেয়ে নিল আর বিশ্রামের হেলান দিল অস্ত্র-ছোড়ার ছিদ্রওয়ালা স্থানটি জুড়ে।

অন্যদিকে গ্রিকরা [ট্রোজান] দেওয়ালের আরও কাছে চলে এল, তাদের কাঁধের সামনে ঢাল উঁচিয়ে ধরা। কিন্তু হেক্টরের প্রাণঘাতী নিয়তি তাকে রাখল শেকলে বেঁধে, ইলিয়াম শহর ও সিয়ান তোরণের সামনে যেখানে সে ছিল সেখানেই থাকল সে স্থবির হয়ে। ৫

এ সময় ফিবাস অ্যাপোলো বলল পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের প্রতি :

'পেলিউসপুত্র কেন তুমি আমার পেছনে ছুটছ দ্রুত পায়ে, যেখানে তুমি নশ্বর মানুষ আর আমি এক অবিনশ্বর দেব? এতই দারুণ রোষে অন্তহীন দিশেহারা তুমি যে চিনতেই পারোনি আমি দেবতা একজন। তবে সত্যি, তুমি যে কষ্ট করে ট্রোজানদের তাড়িয়ে ভাগালে ছত্রভঙ্গ করে, এখন দেখছি সে কাজে করছ অবহেলা। তারা এখন জড়ো হয়েছে শহরের মাঝে ঢুকে গিয়ে, আর তুমি কিনা চরে বেড়াচ্ছ, পড়ে আছ বাইরে এইখানে? তবে আমাকে কখনো মারতে পারবে না তুমি, কারণ আমার নিয়তিতে মৃত্যুর যোগ নেই।'[৩] ১০

তখন ভয়ংকর এক রাগে ফেটে পড়ে দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস বলল তাকে :

'দূর থেকে কাজ করা দেব, দেবতাদের মাঝে সবচে সাংঘাতিক তুমি, আমাকে দেওয়ালের কাছ থেকে সরিয়ে রেখে আমার পরিকল্পনা ব্যাহত করে দিলে। যদি তুমি না করতে এটা, বহু লোক [এতক্ষণে] ইলিয়ামের ভেতরে ঢোকার আগে দাঁত দিয়ে নীচের ঐ মাটি কামড়াত। ওদের সহজে বাঁচিয়ে দিয়ে তুমি আমার থেকে বিশাল গরিমা কেড়ে নিলে, কারণ তোমার ভবিষ্যতে এ-কাজের উচিত শাস্তি পাওয়ার ভয় নেই কোনো। তবে আমি—আহা, আমার যদি সেই ক্ষমতা থাকত শুধু!—তোমাকে এর মূল্য পরিশোধ করাব নিশ্চিত।' ১৫ ২০

এ-ই বলল অ্যাকিলিস, এবং নিঃশঙ্কচিত্তে রওনা দিল শহরের দিকে। ছুটল সে কোনো রথ নিয়ে দৌড়ানো পুরস্কার জেতা ঘোড়ার মতো করে, যে ঘোড়া সমতল ধরে স্বচ্ছন্দে দৌড়ে যায় পূর্ণ গতি নিয়ে। অতখানি ক্ষিপ্রতায় অ্যাকিলিস চালাল তার পা এবং হাঁটু।

২৫ বৃদ্ধ প্রায়ামই প্রথম যে দেখতে পেল তাকে, দেখল সে সমতল ধরে ছুটে আসছে এক তারার উজ্জ্বল দ্যুতি নিয়ে, যে তারা আকাশে ফোটে হেমন্তে ফসলকাটার দিনে, তার রশ্মি রাতের অন্ধকারে অন্যসব তারকার মাঝে বিচ্ছুরিত হয় জ্বলজ্বল, সেই তারা যাকে মানুষ 'ওরিয়নের কুকুর' নামে ডাকে। ওটা ৩০ আসলেই উজ্জ্বলতম তারা, কিন্তু ভোগান্তির প্রতীকও বটে, কারণ ওটা হতভাগা নশ্বরদের জন্য সাথে করে অনেক জ্বর নিয়ে আসে°—যখন দৌড়াচ্ছে অ্যাকিলিস, তার বুকের ব্রোঞ্জ ওই তারার মতোই আলোর প্রভা ছড়াচ্ছিল।

বৃদ্ধ প্রায়াম এক আর্তধ্বনি করে উঠল জোরে, তার দু-হাত ওপরে তুলে মাথায় মারতে লাগল বাড়ি, কাতরানির সাথে জোরে ডাকল চিৎকার করে, মিনতি ৩৫ জানাল তার নিজপুত্রের প্রতি। কিন্তু হেক্টর ততক্ষণে অবস্থান নিয়েছে তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়ে, সে ফেটে পড়ছে লাগামছাড়াভাবে—অ্যাকিলিসের সাথে লড়ার নেশায় মেতে। তার দিকে বৃদ্ধ দু-হাত বাড়িয়ে বলল সকরুণভাবে :

'হেক্টর আমার প্রিয় বাছা, তোমাকে মিনতি করি এ লোকের জন্য অপেক্ষা কোরো না এভাবে একা, এভাবে কারো সহায়তা ছাড়া। পেলিউসপুত্রের হাতে ৪০ কাটা পড়ে শীঘ্র তোমার জানটা যাবে, কারণ সে তোমার চেয়ে নিঃসন্দেহে অনেক বলশালী এবং ক্ষমাহীনও বটে। শুধু যদি তাকে দেবতারা ভালোবাসতো আমি যতটা কম ভালোবাসি! তাহলে কুকুর ও শকুনেরা ঝটপট তাকে—যখন সে পড়ে থাকত ওখানে কবরবিহীন—গোগ্রাসে গিলে খেত। আহ্, তাহলে কী এক বিরাট দুঃখভার নেমে যেত আমার বুক থেকে, কারণ এ লোক আমার থেকে কেড়ে নিয়েছে ৪৫ কতো পুত্রকে, বীরপুরুষ ছিল ওরা; সে ওদের হয় মেরে ফেলেছে, না হয় বেচে দিয়েছে বহুদূরের কোনো দ্বীপে। এই এখনও তো আমি আমার দু ছেলেকে দেখছি না শহরের ভেতর ভিড় করে আসা ট্রোজানদের মাঝে—লাইকাওন ও পলিডোরাস তারা,° আমার ঔরসে যাদের জন্ম হয়েছিল লেইয়োথোয়ির পেটে, সে ছিল নারীকুলে রাজকুমারীর মতো। ওরা দুজন যদি শত্রুশিবিরের কোথাও জীবিত থেকে থাকে, ৫০ তাহলে নিশ্চিত ওদের আমি ব্রোঞ্জ ও সোনার বড় মুক্তিপণ দিয়ে পারব ছাড়িয়ে নিতে; আমার প্রাসাদে ওসবের ভালোই মজুদ আছে—কারণ বৃদ্ধ আলটিজ, এক বহু বিখ্যাত নাম, তার কন্যার জন্য আমাকে বিরাট যৌতুক দিয়েছিল। তবে যদি ওরা দুজন মারা গিয়ে থাকে, এখন থেকে থাকে হেডিসের মৃত্যু-প্রাসাদের মাঝে, তাহলে তা ওদের পিতামাতার জন্য—আমার ও ওদের মায়ের জন্য—অবশ্যই এক ৫৫ বড় মর্মবেদনার [সংবাদ] হবে। কিন্তু যতক্ষণ না তুমি [হেক্টর] মারা যাচ্ছো অ্যাকিলিসের হাতে, বাকি কারও মৃত্যুসংবাদ আমাদের লোকদের কাছে স্রেফ এক ক্ষণিক দুঃখেরই কারণ হবে। তাই পুত্র আমার, দেওয়ালের ভেতরে ফিরে আসো, প্রতিরক্ষা দাও ট্রয়ের পুরুষ ও নারীদের: পেলিউসপুত্রকে তুমি তোমার প্রিয় জীবন সংক্ষেপ করে দিতে দিয়ে তার হাতে তুলে দিয়ো না মহিমা ও যশ।

'আর আমার জন্যও দয়া করো, ততদিন যতদিন আমার বোধশক্তি আছে। আহা, আমি এক অসুখী ও দুর্দৈবগ্রস্ত লোক যাকে পিতা, ক্রোনাসপুত্র [জিউস], ৬০ এক নিঠুর নিয়তির হাতে পিষে ধ্বংস করতে চাচ্ছে বার্ধক্যের চৌকাঠে° তুলে। হায়, আমাকে বাধ্য করা হবে মর্মান্তিক সব দৃশ্য দেখে যেতে—আমার পুত্রদের জবাই, আমার কন্যাদের ধর্ষণ, আমার ধনসম্পদের ভেতরঘর তছনছ ও লুট, নৃশংস লড়াইয়ে ছোট বাচ্চাদের [ওপর থেকে] নীচে ছুড়ে ফেলা, আর গ্রিকদের খুনি হাতে মুঠো করে ধরে আমার ছেলের বউদের হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া। আমি ৬৫ নিজে যাব সবচেয়ে শেষে: আমার নিজের কুকুরেরা বন্য হয়ে আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে আমারই বাড়ির প্রবেশদ্বারের কাছে, যখন তার আগে কেউ এসে ধারাল ব্রোঞ্জ ঢুকিয়ে বা ছুড়ে মেরে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে আমার জীবন বিচ্ছিন্ন করে নেবে—ওরা সেই একই কুকুরেরা যাদের আমি পেলে বড় করেছি খাবার টেবিলের পাশে, আমার দরজা পাহারা দেবার কাজে; সেই ওরাই হৃদয়ের উন্মাদনা থেকে ৭০ আমার রক্ত পান করে শুয়ে থাকবে প্রবেশপথ ধরে।

'কোনো তরুণ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ধারাল ব্রোঞ্জের ঘায়ে ছিঁড়ে-কেটে পড়ে থাকে, সেটা শোভন সংগত এক দৃশ্য হয় বটে; যদিও সে মৃত, তবু তার সবকিছু দেখতে সুন্দর লাগে। কিন্তু যখন কোনো বৃদ্ধ লোক নিহত হয় আর তার কুকুরেরা কলুষিত করে তার সাদা মাথা, সাদা দাড়ি ও জননেন্দ্রিয়কে, তখন তা নিশ্চিত ৭৫ হতভাগ্য নশ্বরদের ওপর নেমে আসা সবচে নিষ্করুণ দৃশ্য হয় বটে।'

এ-ই বলল বৃদ্ধ এবং তার পলিত-কেশ হাতের মুঠোয় ধরে টেনে ছিঁড়তে লাগল মাথা থেকে, তবু হেক্টরের মন গলাতে পারল না সে।

এবার তার মায়ের পালা এল। অশ্রু ঝরিয়ে সে বিলাপ শুরু করে দিল, এক হাতে ঢিলে করে নিল পোশাকের ভাঁজ, আর অন্য হাতে নিজের এক স্তন ধরে ৮০ চোখের জল ফেলে সে হেক্টরের নাম ধরে বলল তার ডানাওয়ালা কথা :

'হেক্টর বাচ্চা আমার, এটার প্রতি তো একটু সম্মান রাখো, আমার প্রতি দয়া করো—যদি আমি কোনোদিন আমার স্তন তোমাকে দিয়ে থাকি তোমার কষ্ট কমানোর কাজে। আদরের ছেলে আমার, সে-দিনগুলোর কথা মনে আনো। আসো, তোমার শত্রুকে তাড়াও দেওয়ালের ভেতরে এসে, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ো ৮৫ না তুমি। সে খুবই নিষ্ঠুর লোক! যদি সে তোমাকে মেরে ফেলে, তাহলে কখনোই তোমাকে শবাধারে শুইয়ে তোমার জন্য অশ্রুপাত করা হবে না আমার। ও আমার প্রিয় বংশের চারা, সেটা না করতে পারব আমি যে তোমাকে পেটে ধরলাম, না পারবে তোমার প্রচুর যৌতুক পাওয়া বউ, কারণ তখন আমাদের থেকে বহুদূরে দ্রুত-ছোটা কুকুরেরা গ্রিক জাহাজের পাশে তোমাকে গোগ্রাসে খাবে।'

৯০ এভাবে তারা দুজন কেঁদে গেল, তাদের প্রিয় পুত্রের উদ্দেশে রাখল অনেক অনুরোধ, কিন্তু তবু গলাতে পারল না হেক্টরের মন। সে ওখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করে গেল কখন তার কাছে আসবে দৈত্যসম অ্যাকিলিস। যেভাবে পাহাড়ে কোনো সাপ নিজের গর্তের পাশে প্রতীক্ষায় থাকে কোনো মানুষের: সাপটা খেয়েছে অনেক বিষাক্ত তৃণলতা, এখন মারাত্মক ক্রোধ পেয়ে বসেছে ৯৫ তাকে, সে গর্ত ঘিরে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে লোকটির দিকে ভয়াবহ তীব্র-ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে—সেভাবে হেক্টর বুকে অনিবারণীয় মনোবল নিয়ে তার চকচকে ঢাল দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে আসা অংশে° ঠেকিয়ে, [ঠিক করল] পিছু হটবে না কোনোমতে। প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে সে কথা বলল তার নিজের সবিক্রম সত্তার সাথে :

'আহ্, কী করা ঠিক কাজ হবে? আমি যদি তোরণদ্বার পার হয়ে দেওয়ালের ১০০ ভেতরে যাই, তাহলে সবার আগে পলিডামাস আমাকে বহু ভর্ৎসনা জানাবে, কারণ সে আমাকে গতকালের প্রাণনাশক রাতে—যখন দেবতুল্য অ্যাকিলিস যুদ্ধে ফিরে আসে, জেগে ওঠে—খুব করে বলেছিল ট্রোজানদের নিয়ে শহরে ফিরে যেতে।° আমি তার কথা শুনিনি, শুনলে নিশ্চিত অনেক ভালো হতো! কিন্তু এখন, যেহেতু আমি নিজের হঠকারিতা থেকে জনগণের জন্য বয়ে এনেছি ১০৫ সর্বনাশ, আমার খুব লজ্জা হচ্ছে ট্রোজান পুরুষ ও দীর্ঘ পোশাক টেনে-চলা ট্রোজান নারীদের সামনে এসে। মনে হচ্ছে হয়তো নিম্নস্তরের কোনো লোক এসে বলবে আমাকে নিয়ে: "হেক্টর তার নিজের শক্তিতে খুব আস্থা রাখতে গিয়ে সর্বনাশ করে ছেড়েছে তার লোকদের।" হ্যাঁ, এটাই বলবে তারা। ওই কথা শোনার চেয়ে বরং অনেক ভালো অ্যাকিলিসের সাথে ব্যাটায় ব্যাটায় দেখা ১১০ হওয়া; হয় তাকে হত্যা করে বাড়ি ফেরা, না হয় তার হাতে মরা—শহরের সামনে, বীরের পূর্ণ মহিমা নিয়ে।

'তা ছাড়া, ধরা যাক আমি আমার গোলাকার, সমুন্নত অংশে কারুকাজ করা ঢাল ও ভারি শিরস্ত্রাণ মাটিতে নামিয়ে রেখে, দেওয়ালের গায়ে বল্লম ঠেস দিয়ে রেখে, নিজে গেলাম অতুল্য অ্যাকিলিসের কাছে ... যদি তার কাছে শপথ করলাম ১১৫ যে হেলেন ও তার সাথে যা যা ধনসম্পদ প্যারিস সুগোল জাহাজে করে নিয়ে এসেছিল ট্রয় নগরীতে—মানে যার থেকে শুরু হলো এই বিবাদের—ঐ সবই আমরা তুলে দেব অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন ও মেনেলাসের হাতে, তারা সব নিয়ে চলে যাবে, আর ... তা-ছাড়া, তারও বেশি করে ... এ শহরের যা-যা সম্পদ আছে তার সব আমরা ভাগ করে নেব গ্রিকদের সাথে ... আর যদি তারপর আমি ট্রোজানদের থেকে শপথ নিই, শহরের প্রবীণেরা যদি শপথ নেয় তাদের পক্ষ থেকে, যে তারা ১২০ [গ্রিকদের কাছ থেকে] লুকিয়ে রাখবে না কিছু, সবকিছু ভাগ করবে সমান দুই ভাগে, এ সুন্দর শহরের ভেতরে থাকা সব সম্পদের ভাণ্ডার দুই ভাগ হবে...°

'কিন্তু আমার হৃদয় কেন নিজের সাথে এসব কথা বলছে এইভাবে? আমার তো আশঙ্কা আমি যদি ওভাবে বর্মসাজ খুলে রেখে বেরিয়ে যাই তার কাছে, সে কোনো দয়াই দেখাবে না, আমার প্রতি সম্মান দেখাবে না একটুও, বরং আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় ওখানেই খুন করবে তক্ষুনি, যেন বা আমি মেয়েমানুষ একজন। ১২৫ নিশ্চিত কোনোভাবে আমার পক্ষে সম্ভব না অ্যাকিলিসের সাথে "শিলাখণ্ড থেকে কিংবা ওক গাছ থেকে"° প্রেম-প্রেম খেলা, যেভাবে কোনো মেয়ে খেলে কোনো যুবকের সাথে, যেভাবে মেয়েরা ও যুবক ছেলেরা প্রেমবিলাস খেলে একসাথে। নাহ্, [এসবের চেয়ে] যত দ্রুত সম্ভব তার সাথে যুদ্ধ শুরু করাই বেশি ভালো হবে, তখন আমরা দেখব আমাদের কাকে অলিম্পিয়ান দেব সানুগ্রহে দেয় ১৩০ মহিমা ও যশ।'

হেক্টর যখন অপেক্ষা করছে, ভাবছে এসব, তখন অ্যাকিলিস তার কাছে এল। তাকে দেখতে লাগছিল যুদ্ধদেব এনিয়ালিয়াসের মতো, শিরস্ত্রাণ-দোলানো যোদ্ধা [এনিয়ালিয়াস]। তার ডান কাঁধের ওপর সে ঘোরাচ্ছিল ভয়াবহ পেলিয়ান অ্যাশকাঠের বল্লম, আর তার দেহ জুড়ে ব্রোঞ্জের বর্মসাজ ঠিকরাচ্ছিল শিখা প্রজ্জ্বলিত আগুনের উজ্জ্বল প্রভার মতো বা উদীয়মান সূর্যের মতো করে। যখন ১৩৫ হেক্টর তাকে দেখল, ভয়ে তার কাঁপুনি ধরে গেল। তার সাহস হলো না যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে থাকার। সে তোরণদ্বার পেছনে ফেলে পালাল ভয় পেয়ে। পেলিউসপুত্র তার পেছনে লাফিয়ে এল, নিজের দ্রুত-ছোটা পায়ের 'পরে ভারি আস্থা তার। যেভাবে পর্বতে কোনো বাজপাখি—ডানাওয়ালা প্রাণীদের মাঝে সবচেয়ে দ্রুতগতি তার—কোনো ভয়ার্ত ঘুঘুর ওপর স্বচ্ছন্দে ছোঁ মেরে ধেয়ে ১৪০ আসে, কিন্তু ঘুঘুটি পালিয়ে যায় তার থাবার নীচ থেকে, আর বাজ বারবার তার দিকে কর্কশ-তীক্ষ্ণ এক চিৎকার তুলে তীরবেগে ছোটে পেছনে একদম কাছ থেকে, বাজের মন তাকে তাড়না দিয়ে যায় ঘুঘু-হত্যার—সেভাবে অ্যাকিলিস বিধ্বংসী রোষে উড়ে গেল সোজা হেক্টরের দিকে। আর হেক্টর ট্রোজান দেওয়ালের পাশ ধরে, দুই হাঁটু ক্ষিপ্রতায় ঠেলে দিয়ে, দৌড়ে পালাতে লাগল ভীতত্রস্ত হয়ে।

এভাবে তারা চলল দৌড়েই—প্রহরীদের নজর রাখার জায়গা পার হয়ে, ১৪৫ হাওয়াতাড়িত ডুমুর গাছ° পিছে ফেলে, মালগাড়ি চলার পথ ধরে, দেওয়ালের থেকে নীচে দূরে, আরও দূরে গিয়ে শেষে তারা এল দুই সুন্দর-প্রবাহিত ফোয়ারার কাছে, যার গোড়ায় আছে দুই ঝরনা যা নিজে ঘূর্ণিপাকে ঘোরা স্কামান্দার নদীর উৎসমুখ। এ-দুটোর একটা বয়ে চলে উষ্ণ পানি নিয়ে, আর এর চারপাশে সর্বদাই এক বাষ্প উঠতে থাকে, দেখে মনে হয় কোনো আলোকচ্ছটা-ছড়ানো আগুন থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে উপরে যাচ্ছে যেন; আর অন্যটা থেকে ১৫০

এমনকি গ্রীষ্মেও শিলাবৃষ্টি বা জমাট তুষার বা বরফ জমে যাওয়ার মতো বেগে পানির ধারা ছোটে।° এদের পাশে কাছাকাছি আছে পাথরে বানানো সুন্দর, চওড়া কাপড়-ধোওয়ার চৌবাচ্চা মতো, যেখানে ট্রোজান স্ত্রীরা ও তাদের রূপসী কন্যারা
১৫৫ আগেকার দিনে তাদের উজ্জ্বল কাপড়জামা ধুতো, গ্রিক সন্তানেরা এখানে আসার আগের সেই শান্তিকালীন দিনে।

এই স্থান পার হয়ে তারা দৌড়ে গেল—হেক্টর পালাচ্ছে আর অ্যাকিলিস ধাওয়া করছে তাকে; পালাচ্ছে যে সে যথেষ্ট ভালো বটে; কিন্তু তাকে যে ধাওয়া করছে দ্রুত, সে আরও ভাল, আরও শক্তিশালী। তারা সংগ্রাম করছে না কোনো
১৬০ উৎসর্গের পশু বা কোনো ষাঁড়ের চামড়া নিয়ে, যেমন কিনা পুরুষদের দৌড় প্রতিযোগিতার পুরস্কার হয়ে থাকে; [বরং] ঘোড়া-পোষ-মানানো হেক্টরের জীবনের জন্য দৌড়াচ্ছে তারা। যেভাবে একখুরের পুরস্কার জেতা ঘোড়াগুলো কী স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসে রেসে ঘুরবার খুঁটি বেড় দিয়ে, এমন এক রেসে যা অনুষ্ঠিত হয় এক মৃত মানুষের সম্মানে, যেখানে পুরস্কারও হয় বড়—হয় কোনো তেপায়া কিংবা
১৬৫ কোনো নারী—ঠিক সেভাবে এ-দুজন তাদের দ্রুতগামী পায়ে প্রায়ামের শহর বেড় দিয়ে ঘুরে এল মোট তিনদফা।

তাদের দেখছিল সব দেবদেবী। এবার দেবকুলের মাঝে প্রথম কথা বলে উঠল দেবতা ও মানবের পিতা জিউস নিজে :

'ওহ, দ্যাখো, সত্যি কী দুঃখের দৃশ্য এটা! আমার চোখের সামনে আমি দেখছি দেওয়ালের গা ধরে ধাওয়া খেয়ে যাচ্ছে এক লোক যাকে আমি ভালবাসি।
১৭০ আমার হৃদয় হেক্টরের জন্য শোকাহত, যে আমার জন্য সর্বদা অনেক-উপত্যকার আইডার চূড়াগুলি জুড়ে বহু ষাঁড়ের উরু পুড়িয়ে গেছে, আর অন্য সময় তা করেছে উচ্চতম নগরদুর্গের 'পরে।° আর এখন ঐশ্বরিক অ্যাকিলিস তাকে দ্রুত পায়ে তাড়া করে যাচ্ছে প্রায়ামের নগরের চারপাশ ধরে। আসো এবার, দেবতারা, তোমাদের মন্ত্রণা কী আছে আমাকে জানাও, আমাকে উপদেশ দাও:
১৭৫ আমরা কি তাকে বাঁচাব মৃত্যুর থেকে, নাকি অবশেষে—যদিও সে মহৎ এক লোক—পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের হাতে মেরেই ফেলব তাকে?'

তখন উত্তরে ষাঁড়-নয়না দেবী অ্যাথিনা বলল তাকে :

'ও পিতা, উজ্জ্বল বিদ্যুৎচমক ও কালো মেঘের প্রভু তুমি—এ কী কথা বললে বলো! হেক্টর তো এক নশ্বর লোক যার নিজের নিয়তি বহু আগে নির্দিষ্ট করা হয়ে
১৮০ গেছে। আসলেই কি তুমি চাও তাকে মৃত্যুর বিষণ্ন বিলাপের হাত থেকে মুক্তি দেবে? করো, যা চাও করো তুমি, তবে আমরা অন্য দেবদেবীরা তাতে সম্মতি দেব না কোনো।'

এবার প্রত্যুত্তরে তাকে বলল জিউস, মেঘ-জড়োকারী প্রভু :

'আয়েশে ও স্বস্তিতে থাকো আমার প্রিয় মেয়ে ট্রাইটোগেনিয়া° তুমি। আমি মনের থেকে বলিনি কথাটা; তোমার প্রতি নির্দয় হবার আমার বাসনা নেই কোনো। যাও, যা তুমি করতে চাও করো, নিজেকে ধরে রাখার আর প্রয়োজন নেই কোনো।'   ১৮৫

এ-ই বলল সে, আর উৎসাহ দিল অ্যাথিনাকে, যে আগে থেকেই অধীর ছিল কাজে নামবে বলে। অ্যাথিনা এবার ছোঁ মেরে নেমে গেল অলিম্পাস চূড়া থেকে।

ইতিমধ্যে দ্রুত-ছোটা অ্যাকিলিস হেক্টরকে কঠিন ধাওয়া করে চলেছিল বিরতিহীনভাবে। যেভাবে পর্বতের গায়ে কোনো ডালকুত্তা হঠাৎ কোনো হরিণশিশুকে চমকে দেয় তার ঝোপঝাড়ের মাঝ থেকে এসে, তারপর তাকে শিকারের জন্য ধায় সরু উপত্যকা ও বনের ফাঁকা স্থান জুড়ে, হরিণশাবক যদি   ১৯০ কোনো ঝোপের মাঝে গুটি মেরে তাকে ধোঁকাও খাওয়ায় তবু ডালকুত্তা তাকে শুঁকে শুঁকে বের করে আনে এবং তাকে না ধরা অবধি তাড়াতেই থাকে—সেভাবে হেক্টর ব্যর্থ হলো পেলিউসের দ্রুতপায়ের পুত্রটিকে ঘাড় থেকে তাড়ানোতে। যতবারই হেক্টর প্রয়াস নিল সোজা ছুটে যাবে দারদানিয়ান তোরণগুলোর° দিকে, নিজেকে লুকিয়ে নেবে মজবুত প্রাকারগাত্রের কোনো বুরুজের নীচে, যেন তার   ১৯৫ ফলে উপরদিকে থাকা তার সহযোদ্ধারা তীর-বর্শা মেরে তাকে রক্ষা দিতে পারে, ততবারই অ্যাকিলিস তার সামনে চলে এল, তার নিজের ও শহরের মাঝখানে উড়ে উড়ে গিয়ে হেক্টরের গতিপথ ঘুরিয়ে দিতে লাগল সমতলের দিকে। যেভাবে স্বপ্নে কোনো লোক ধরতে পারে না অন্য কোনো লোককে যে দৌড়াচ্ছে তার কাছ থেকে—না পারে ধাওয়ার লক্ষ্যবস্তু ওই লোক ওখান থেকে পালিয়ে যেতে, না   ২০০ পারে ধাওয়াকারী তাকে পাকড়াতে—সেভাবে অ্যাকিলিস দৌড়ে হেক্টরকে না পারছিল পাকড়াতে, না পারছিল হেক্টর অ্যাকিলিসের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে। তাহলে কীভাবে হেক্টর পালাতে পারতো বলো মৃত্যুর অপচ্ছায়া থেকে, যদি অ্যাপোলো শেষ একবারের মতো তার কাছে এসে পাশে দাঁড়িয়ে তার মাঝে জাগিয়ে না তোলে তার বেগ এবং তার দুই হাঁটু না করে দেয় ক্ষিপ্রগতি? আর দেবতুল্য অ্যাকিলিসও তার মাথা নেড়ে সংকেত দিয়েছিল নিজ লোকদের প্রতি   ২০৫ যেন তারা তাদের তেতো তীর-বর্শা হেক্টরের দিকে না ছুড়ে মারে, হেক্টরকে আঘাত হেনে যেন তাকে বঞ্চিত না করে মহিমা-গরিমা পাওয়া থেকে, এর ফলে যাতে দেখা যায় সে দ্বিতীয় হয়ে গেছে।

তবে এবার যখন তারা ঝরনার কাছে চতুর্থবারের মতো এল, তখন বস্তুতই পিতা [জিউস] তার সোনালি পাল্লা উঁচুতে ওঠালো। সে এর [দুই দিকে]

২১০ রাখল শোচনীয় মৃত্যুর দুই নিয়তিকে, একটা অ্যাকিলিসের জন্য আর অন্যটা ঘোড়া-পোষ-মানানো হেক্টরের নামে। পাল্লার দণ্ডের মাঝ বরাবর ধরে সে উপরে তুলল সেটা, দেখা গেল হেক্টরের মৃত্যুদিন নীচে চলে গেছে, তার পথ এখন চলে গেছে হেডিসের মৃত্যুপৃথিবীর পথে। ফিবাস অ্যাপোলো এবার ছেড়ে গেল তাকে।° ষাঁড়-নয়না দেবী অ্যাথিনা এরপর চলে এল
২১৫ পেলিউসপুত্রের কাছে, তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গিয়ে তার উদ্দেশে সে বলল ডানাওয়ালা কথা :

'অত্যুজ্জ্বল অ্যাকিলিস, জিউসের প্রিয়, এখন আশা করতে পারি আমরা দুজন গ্রিকদের জন্য জাহাজবহরের কাছে বয়ে নিয়ে যাব এক বিরাট মহিমা ও খ্যাতি, মানে হেক্টরকে হত্যা করার শেষে, যদিও দ্যাখো লড়াইয়ে কী রকম চিরঅতৃপ্ত এই লোক। তার পক্ষে আর সম্ভব নয় আমাদের থেকে পালিয়ে
২২০ [নিরাপদ কোথাও] ভেগে যাওয়া, এমনকি যদি দূর থেকে তীর ছোঁড়া অ্যাপোলো সব অপমান মাথায় নিয়ে দয়াভিক্ষার গড়াগড়ি যায় ঐশীবর্মধারী জিউসের পায়ের কাছে, তা-ও। এবার এখানে দাঁড়াও, একটু শ্বাস নিয়ে নাও। আমি যাচ্ছি হেক্টরের কাছে, ঐ যোদ্ধাকে আমি রাজি করাবো তোমার সাথে ব্যাটায় ব্যাটায় লড়াইয়ে নামার কাজে।'

এ-ই বলল অ্যাথিনা, আর অ্যাকিলিস করল তার কথামতো, সে মনে মনে
২২৫ খুব খুশি। সে দাঁড়াল ওখানে, তার নিজের ব্রোঞ্জের চোখা আগা অ্যাশকাঠের বল্লমে হেলান দিয়ে। অ্যাথিনা তাকে ওখানে ফেলে দেবতুল্য হেক্টরের সন্নিকটে এল ডিয়িফোবাসের ছদ্মবেশে—একইসাথে তার আকৃতি, তার অক্লান্ত কণ্ঠ নিয়ে। এবার হেক্টরের কাছে ঘেঁষে এসে অ্যাথিনা তাকে বলল ডানাওয়ালা কথা:

'প্রিয় ভাই আমার, দেখতে পাচ্ছি দ্রুত-ছোটা অ্যাকিলিস তোমাকে নিদারুণ
২৩০ যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে খুব, তার উড়ন্ত পায়ে তোমাকে ধাওয়া করে যাচ্ছে প্রায়ামের শহর বেড় দিয়ে। আসো, আমরা এখানে অবস্থান নিই, দাঁড়াই, আর একসাথে মিলে ঠেকাই তার আগ্রাসন।'

তখন তাকে দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর বলল এই কথা:

'ডিয়িফোবাস, তুমিই সর্বদা আমার ভাইদের মাঝে—যারা যারা হেকুবা ও প্রায়ামের ছেলে তাদের মাঝে—আমার সর্বাধিক প্রিয় ভাই ছিলে। আর এখন
২৩৫ আমি নিশ্চিত তোমাকে হৃদয়ে সম্মান দেব আরও বেশি করে, কারণ আমাকে দেখে তুমি কী সাহস না দেখালে দেওয়ালের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে, যখন অন্যরা সব কিনা ভেতর পাশেই রয়ে গেছে।'

তখন আবার তাকে বলল দীপ্ত-নয়না দেবী অ্যাথিনা এ-কথার উত্তরে :

'প্রিয় ভাই আমার, আমাদের পিতা ও রানি-মাতা এবং আমাকে ঘিরে থাকা
২৪০ সহযোদ্ধা সব আমার হাঁটু ধরে রীতিমতো একজনের পরে অন্যজনে মিনতি

জানাল আমাকে থেকে যেতে বলে—এতখানিই তারা সব ভয়ে কাঁপে অ্যাকিলিসের নামে! কিন্তু আমার বুকের মাঝে যে হৃদয় আছে তা তোমাকে নিয়ে বেদনাতুর এক দুঃখে বিদীর্ণ হচ্ছিল। আসো এবার, আমরা সোজা দুর্বার রোষে ধেয়ে যাই ওর দিকে। অনেক বল্লম থেকে আমরা কোনো রেহাই দেব না ওকে কোনোভাবে। চলো আমরা জেনে নিই আমাদের দুজনকে অ্যাকিলিসই খুন করে, যুদ্ধ-লুটের মাল করে আমাদের বর্মসাজ খুলে নিয়ে যাবে কি তার সুগোল জাহাজের দিকে, নাকি সে-ই কাটা পড়বে তোমার বল্লমের ঘায়ে।' ২৪৫

এ-ই বলল সে; আর এভাবে অ্যাথিনা তার শঠতা দিয়ে হেক্টরকে নিয়ে চলল সামনের দিকে। যখন এবার তারা একে অন্যের দিকে এগিয়ে কাছাকাছি নাগালের মাঝে এল, তখন প্রথমে কথা বলল দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের বীর মহান হেক্টর :

'পেলিউসপুত্র, আর নয়, আর আমি দৌড়াব না তোমার কাছ থেকে, যেমন ২৫০ আমি তিনবার পালালাম প্রায়ামের বিশাল শহর ঘিরে। কারণ আমার সাহস হয়নি তোমার আক্রমণের সামনে দাঁড়ানোর। আর এখন আমার হৃদয় আমাকে বলছে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেতে—হয় আমি মারা যাব, না হয় মারব তোমাকে। অতএব, আসো এইখানে! দেবতাদের আমরা চলো ডাকি সাক্ষী হতে, যেহেতু আমাদের মধ্যকার চুক্তির তারাই সব থেকে ভালো সাক্ষী, ভালো অভিভাবক ২৫৫ হবে: যদি জিউস আমাকে জেতার সহ্যক্ষমতা মঞ্জুর করে, আর আমি তোমার থেকে তোমার জীবন নিয়ে নিই, তাহলে আমি তোমার [মৃতদেহের] 'পরে কোনো লজ্জাকর নির্মমতা চালাবো না; এবং যখন, অ্যাকিলিস, আমি তোমার থেকে খুলে নেব তোমার অপরূপ বর্মসাজ, আমি তোমার মৃতদেহ তুলে দেব গ্রিকদের হাতে। আর তুমিও অবশ্যই একই কাজ করবে [আমাকে নিয়ে]।'

তখন দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস তার ভুরুর নীচ থেকে এক রাগী দৃষ্টি হেনে ২৬০ বলল তাকে :

'হেক্টর, ঘৃণ্য লোক তুমি, আমাকে বলো না কোনো চুক্তির কথা! সিংহ ও মানুষের মধ্যে কোনো অবশ্য-পালনীয় শপথ হয় না জেনো, আর নেকড়ে ও ভেড়ার মন মৈত্রীতে থাকে না কখনো, বরং তারা চিরকাল একে অন্যের প্রতি বৈরীভাবই মনে পুষে রাখে। সেরকম তোমার ও আমার মাঝে বন্ধুত্ব সম্ভব নয়। ২৬৫ তাই আমাদের মাঝে শপথ থাকছে না কোনো। শুধু [একটা জিনিসই] থাকছে: হয় একজন, না হয় অন্যজনের মারা যাওয়া, এবং তার রক্ত দিয়ে যুদ্ধদেব আইরিজের—শক্ত চামড়ার ঢালবাহী ঐ যোদ্ধার—উদর ভরিয়ে দেওয়া। তোমার যা কিছু পরাক্রম আছে তা জড়ো করে নাও; এখন অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি তোমার দরকার হবে নিজেকে বল্লমবাজ ও অকুতোভয় যোদ্ধারূপে প্রমাণিত করা। হাহ্, আর তোমার পালানোর রাস্তা নেই কোনো। প্যালাস ২৭০ অ্যাথিনা জলদি তোমাকে কেটে ফেলবে আমার বল্লম দিয়ে; তুমি এখন আমার

সহযোদ্ধাদের জন্য আমার দুঃখ-শোকের পূর্ণ মূল্য শোধ দেবে, যাদের তুমি তোমার বল্লমের মত্ততায় হত্যা করেছিলে।'

এ-ই বলল অ্যাকিলিস, এবং তার দূরাবধি-ছায়া-ফেলা বল্লমের ভারসমতা ঠিক করে নিল, ছুড়ে দিল সেটা।° তবে অত্যুজ্জ্বল হেক্টর, যেহেতু সে অবিচল চোখে তাকিয়ে তাকেই দেখছিল, এড়াল আঘাত। সে সময়মতো বুঝে নিয়েছিল ২৭৫ এর গতি, তাই সে কুঁজো হয়ে এল; ব্রোঞ্জের চোখা-আগা বল্লম তার ওপর দিয়ে উড়ে এসে মাটিতে গেঁথে গেল। কিন্তু প্যালাস অ্যাথিনা তা ধরে তুলল ফের, অ্যাকিলিসকে ফেরত দিল সেটা। হেক্টর, বাহিনীর রাখাল, এসবের দেখল না কিছু। সে তখন বলল পেলিউসের অতুল্য পুত্রের উদ্দেশে :

'পারোনি তুমি! তাহলে অবশেষে মনে হচ্ছে, ও দেবতুল্য অ্যাকিলিস, তুমি ২৮০ এখন অবধি জিউসের থেকে জানতে পারোনি আমি কখন কবে মারা যাব, যদিও তুমি ভেবেছিলে তা তুমি জানো। তুমি ফাঁকা কথায় ওস্তাদ এক লোক, বক্তৃতায় ধূর্ত খুব, চাইছ যে তোমার ভয়ে আমি ভীত হয়ে যেন ভুলে যাই আমার শক্তি ও পরাক্রমের কথা। নাহ্, যদি আমি পালাই তখন আমার পিঠে তুমি বল্লম মেরো না তোমার, বরং আমি যখন উন্মত্ত ক্রোধে তোমার দিকে ছুটে যাব, তখন ওটা ২৮৫ সোজা আমার বুকে চালিয়ে দিয়ো—যদি কোনো দেবতা তোমাকে সে সুযোগ দেয়। এবার তোমার পালা। চেষ্টা করো আমার ব্রোঞ্জের সুচালো আগার বল্লম থেকে বাঁচবার যদি পারো; কীভাবে যে আমি চাই ওটা তোমার মাংসে ঢুকে যাক পুরোপুরি! ট্রোজানদের জন্য তাহলে—তুমি মারা গেলে—এ যুদ্ধ কতো সহজ হয়ে যাবে, কারণ তুমিই তাদের সবচে বড় বিপদের হেতু।'

এ-ই বলল হেক্টর, তার দীর্ঘ-ছায়া-ফেলা বল্লমের ভারসমতা ঠিক করে নিল, ২৯০ তারপর ছুড়ল ওটা। পেলিউসপুত্রকে লাগাতে সে ব্যর্থ হলো না, বল্লম লাগল তার ঢালের মাঝখানে। কিন্তু ঢালে লেগে সেটা লাফিয়ে ফিরে গেল দূরে। হেক্টর ক্ষেপে গেল তার দ্রুতগামী অস্ত্র এভাবে অহেতুক হাত থেকে উড়ল বলে। সে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল হতবিহ্বল হয়ে, যেহেতু তার কাছে আর অ্যাশকাঠের বল্লম ছিল না কোনো। সে বিরাট চিৎকার করে সাদা ঢালের ডিয়িফোবাসকে ২৯৫ ডাক দিল, তার কাছ থেকে চাইল দীর্ঘ বল্লম একখানা। কিন্তু ডিয়িফোবাসকে দেখা গেল না কোথায়ও, কাছে। তখন হেক্টর মনের ভেতরে সত্যটা বুঝে গেল, আর বলল এই কথা :

'এই তবে সবকিছুর শেষ। দেবতারা তাহলে আমাকে সত্যিই ডেকেছে আমার মরণের হেতু। আমি ধরে নিয়েছিলাম যোদ্ধা ডিয়িফোবাস হাতের কাছেই আছে; কিন্তু দ্যাখো, সে আসলে আছে দেওয়ালের ভেতরপাশে। অ্যাথিনা আমার ৩০০ সাথে ছলনা করেছে। শোচনীয় মৃত্যু তাহলে এখন সত্যি আমার নিকটে এসে গেছে, আর দূরে নেই সেটা, আর আমার পালাবার পথ নেই কোনো। অতএব,

আদতে এটাই বহুদিন ধরে চেয়েছিল জিউস এবং তার দূর থেকে তীর ছোড়া ছেলে;° আর তারাই কিনা এর আগে সবসময় তৈরি ছিল আমাকে প্রতিরক্ষা দিতে! এখন আমার নিয়তি পরাভূত করল আমাকে। নাহ্, তবু অন্তত লড়াই ছাড়া মরছি না আমি, মরছি না লজ্জাকরভাবে, বরং মরব ভবিষ্যতে লোকেরা শুনবে এমন ৩০৫
কোনো বড় লড়াই করে।'

এ কথা বলে সে তার দেহের পাশ থেকে টেনে নিল ঝুলে থাকা ধারাল তরবারি, বিশাল ও অনেক ভারি সেটা, তারপর নিজেকে স্থিত করে নিয়ে ছোঁ মেরে সে ছুটে গেল উঁচু আকাশে ওড়া ঈগলপাখির মতো, যে পাখি কালো মেঘের থেকে তীরবেগে আসে সমতলের দিকে, কোনো কচি ভেড়া বা ভয়ে জড়সড় ৩১০
খরগোশ ধরবে বলে—সেভাবে হেক্টর দৌড়ে গেল তার ধারাল তরবারি আন্দোলিত করে।

অ্যাকিলিসও ধেয়ে এল, তার বুক ভরে আছে বন্য ক্রোধ ও রোষে। বুকের সামনেটা সে ঢেকে রেখেছিল ঢালে, সুন্দর ও জাঁকাল-নকশার ঢাল। তার উজ্জ্বল চার-শিঙ শিরস্ত্রাণ দুলছিল মাথায়, তাতে ঢেউ খেলছিল চূড়ার কাছে ৩১৫
হেফিস্টাসের ঘন লাগানো অপরূপ সোনার পালকেরা। যেভাবে রাতের অন্ধকারে তারাদের মাঝে চলে এক তারা, সন্ধ্যাতারা হেস্পেরাস° তার নাম, সে উঁচু আকাশের সবচে সুন্দর তারা বটে—সেভাবে আলো ঠিকরে গেল অ্যাকিলিসের ডান হাতে উঁচানো ধারাল বল্লমের আগা থেকে। তখন দেবতুল্য হেক্টরকে নিয়ে ৩২০
ভয়ংকর সব ভাবনা খেলছিল তার মনে; হেক্টরের সুন্দর ত্বকের দিকে চোখ রেখে চলল সে, দেখতে চাইলো তার শরীরের কোন্ অংশ সবচে অনাবৃত আছে।

দেখা গেল হেক্টরের দেহের বেশির ভাগ ঢাকা সেই সুন্দর ব্রোঞ্জের বর্ম দিয়ে, যেটা সে শক্তিশালী প্যাট্রোক্লাসকে মারার পরে খুলে নিয়েছিল দেহ থেকে।° তবে মানুষের কাঁধ ও বুকের সংযোগকারী হাড় যেখানে কাঁধকে গলা থেকে আলাদা করে রাখে—অর্থাৎ অন্ননালী, যেখানে মৃত্যু সবচে তাড়াতাড়ি আসে—সেখানটা উন্মুক্ত ৩২৫
ছিল তার; আর যখন হেক্টর তার দিকে ছুটে গেল, ঐশ্বরিক অ্যাকিলিস তার ওখানেই বল্লম ফুঁড়ে দিল, বল্লমের আগা সোজা বেরিয়ে গেল তার নরম গলার অন্য পাশ দিয়ে। কিন্তু অ্যাশকাঠ বল্লম, ব্রোঞ্জে তা ভারি, যেহেতু তার শ্বাসনালি ছিন্ন করেনি, সেহেতু তখনও সে অ্যাকিলিসের উদ্দেশে কথা বলতে পারল কথার উত্তরে। এবার সে পড়ল ধুলোয়, আর দেবতুল্য অ্যাকিলিস জয়োল্লাস করল তাকে নিয়ে : ৩৩০

'হেক্টর, যখন প্যাট্রোক্লাসকে তুমি নগ্ন করো, তখন নিঃসন্দেহে ভেবেছিলে তুমি বুঝি নিরাপদে থেকে যাবে। আমার কথা একবারও ভাবোনি তুমি, যেহেতু আমি ছিলাম দূরে—বোকা তুমি বটে! [বোঝোনি যে] প্যাট্রোক্লাস যাকে দূরে সুগোল জাহাজের কাছে রেখে এসেছিল, সে লোক প্যাট্রোক্লাসের চেয়ে কতো বড় যোদ্ধা একজন; বোঝোনি যে সে লোক তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। আমিই সেই

৩৩৫ লোক, আর এখন আমি ঢিলে করে দিলাম তোমার দুই হাঁটু। কুকুর ও শকুনেরা এখন তোমাকে ছিঁড়ে নেবে কী জঘন্যভাবে, [অন্যদিকে] গ্রিকরা প্যাট্রোক্লাসকে যথাযথ মর্যাদায় গোর দেবে।'

তখন দ্যুতিমান-শিরস্ত্রাণের হেক্টর, তার সব শক্তি নিঃশেষিত ততক্ষণে, বলল তাকে :

'তোমাকে মিনতি জানাই তোমার জীবন ও দুই হাঁটু ও তোমার পিতামাতার নামে, আমাকে গ্রিক জাহাজের পাশে কুকুরের খাদ্য হিসেবে তুলে দিয়ো না যেন! ৩৪০ [বিনিময়ে] তুমি যতো চাও ব্রোঞ্জ ও সোনাদানা নিয়ে যাও, ওসব আমার পিতা ও শ্রদ্ধেয়া মাতা তোমার হাতে তুলে দেবে; আমার মৃতদেহ বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ো যেন আমার মৃত্যুতে ট্রোজানরা ও তাদের স্ত্রীরা আমাকে যথাযোগ্য দাহ দিতে পারে।'

তখন দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস তার ভ্রুর নীচ থেকে রাগী দৃষ্টি হেনে বলল হেক্টরের প্রতি:

৩৪৫ 'কুকুর—আমাকে মিনতি জানাবি না হাঁটু ধরে বা আমার বাবা-মায়ের নামে! শুধু আমি যদি পারতাম আমার হৃদয়ের ক্রোধ ও রোষ থেকে—তুই যা যা জঘন্য কাজ করেছিস তার মূল্য হিসেবে—তোকে কেটে টুকরো করে কাঁচা খেতে! কিন্তু এটুকু নিশ্চিত জেনে রাখ: তোর মাথা কুকুরদের হাত থেকে বাঁচানোর কেউ নেই। এমনকি যদি তোর লোকেরা এখানে মুক্তিপণ নিয়ে আসে, মেপে দেখায় ৩৫০ আমাকে, তোর বলার চেয়ে দশগুণ, বিশগুণ বেশি দেয়, তারপর শপথ করে যে আরও বেশি দেবে, কিংবা ধর যদি দারদানাসের বংশধর প্রায়াম ওদের বলে এমনকি তোর সমান ওজনের সোনা মেপে দিতে—তারপরও, তবু তোর রানিমাতা, যে তোকে জন্ম দিয়েছে, সে পারবে না তোকে শবাধারে শোয়াতে, তোর ওপর বিলাপ আওড়াতে। নাহ্, কুকুর ও শকুনের দল তোকে ভাগাভাগি করে নেবে, তোর হাড়মাংস সব গিলে খাবে।'

৩৫৫ তখন মৃত্যুগামী হেক্টর, দীপ্যমান শিরস্ত্রাণ তার, বলল তাকে :

'তোমাকে ভালভাবেই জানতাম আমি, কী ঘটবে তা জানতাম, জানা ছিল তোমাকে রাজি করাতে পারব না কোনোমতে। সত্যি, তোমার বুকের মাঝে হৃদয় লোহায় বানানো বটে। কিন্তু এটুকু শুধু ভেবে দেখো: হতে পারে আমার মৃত্যু [আমার প্রতি এই আচরণ] সেদিন তোমার ওপর দেবতাদের মহা ক্রোধ এনে ৩৬০ দেবে, যেদিন প্যারিস ও ফিবাস অ্যাপোলো তোমাকে খুন করবে সিয়ান তোরণের পাশে,° তা তুমি যত বড়ই বীর হও না কেন।'

এ-কথা বলতে বলতেই তাকে ঘিরে ধরল মৃত্যুর যবনিকা। তার আত্মা তার নিয়তি নিয়ে বিলাপ করে করে, তার পৌরুষ যৌবন পেছনে ফেলে রেখে, শরীর থেকে উড়ে চলে গেল হেডিসের মৃত্যুপুরীর দিকে। তখন দেবতুল্য অ্যাকিলিস বলল তাকে, যদিও সে মৃত ততক্ষণে:

'মর তুই। আমার নিয়তির কথা যদি বলি, যখনই জিউস ও অন্য অমর দেবতারা চাইবে আমার মৃত্যু হোক, আমি মেনে নেব সেটা।' ৩৬৫

এ-ই বলল অ্যাকিলিস, আর লাশের থেকে টেনে বের করে নিল ব্রোঞ্জের বল্লম, সেটা রেখে দিল পাশে। এরপর সে হেক্টরের কাঁধ থেকে খুলে নিল তার বর্মসাজ, পুরোটা রক্তে মাখা। অন্য সব গ্রিকসন্তান দৌড়ে এল, এসে ঘিরে দাঁড়াল তাকে, তারা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল হেক্টরের উচ্চতা ও অবাক-করা সৌন্দর্যের দিকে। এমন কেউ নেই যে তার মৃতদেহের কাছে এল কিন্তু তাকে আঘাত দিল না [বল্লম দিয়ে]। আর প্রত্যেকে যার যার পাশের জনের দিকে তাকিয়ে বলল এই কথা এক-লোক হয়ে : ৩৭০

'দ্যাখো দ্যাখো! হেক্টর তো দেখি এখন আসলেই সামলানোর বিচারে বেশ নরম মানুষ এক, মানে সেই তখনকার চেয়ে যখন সে জ্বলজ্বলে আগুন দিয়ে আমাদের জাহাজ পুড়িয়েছিল।'

হেক্টরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে, তাকে [তরবারি ও বল্লমে] আঘাত করে করে, এ-ই বলল তারা। দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিসের যখন হেক্টরকে নগ্ন করা শেষ, সে গ্রিকদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলল তার ডানাওয়ালা কথা : ৩৭৫

'বন্ধুরা আমার, গ্রিক নেতা ও শাসকেরা, দেবতারা আমাকে যখন [শেষমেশ] এ লোককে মেরে ফেলতে দিল—যে আমাদের একাই ভোগাচ্ছিল অন্য সবার যোগফলের থেকে বেশি করে—তখন আসো, আমরা শহরের চারপাশ ঘিরে সশস্ত্র আক্রমণে গিয়ে ট্রোজানদের পরীক্ষা নিয়ে নিই। দেখি ওদের এখনকার ইচ্ছা কী, তা বুঝতে পারি কি-না—এই লোক যেহেতু মারা গেছে তাই তারা এখন কি তাদের এ উঁচু শহর ছেড়ে যাবে, নাকি তারা হেক্টরের মৃত্যু সত্ত্বেও [শহরের] ভেতরে থাকারই সংকল্প রাখবে মনে? ৩৮০

'কিন্তু আমার মন কেন নিজের সাথে কথা বলে যাচ্ছে এরকম করে? ওখানে জাহাজবহরের পাশে এক মৃত মানুষ পড়ে আছে যাকে নিয়ে কাঁদা হয়নি, যাকে দেওয়া হয়নি গোর—সে প্যাট্রোক্লাস। তাকে আমি ভুলতে পারব না কোনোদিন যতদিন বেঁচে থাকব জীবিতদের মাঝে, আর যতদিন আমার হাঁটুতে থাকবে চলার মতো জোর। যদিও হেডিসের মৃত্যুদেশে সম্ভবত এক মৃত অন্য মৃতকে ভুলে যাবে, তবু আমি জানি সেখানেও সবসময় আমি মনে করব আমার এই প্রিয় বন্ধুটিকে। আসো এখন, ও গ্রিক সন্তানেরা, আমরা বিজয়ের গান গেয়ে চলো ফিরে যাই সুগোল জাহাজের কাছে, ওখানে নিয়ে যাই এই [হেক্টরের] লাশ। আমরা জয় করেছি বিরাট যশখ্যাতি আজ; আমরা হত্যা করেছি দেবতুল্য হেক্টরকে, যার কাছে ট্রোজানরা তাদের শহর জুড়ে রাখত প্রার্থনা যেন বা সে দেবতাদের একজন কেউ।' ৩৮৫ ৩৯০

৩৯৫ এ-ই বলল সে, এবং দেবতুল্য হেক্টরের প্রতি নানা অশোভন আচরণের পরিকল্পনা এঁটে নিল। তার দু-পায়ের পাতার পেছনে গোড়ালি ও গোড়ালির গাঁটের মাঝখানে মোটা মাংসতন্তুতে সে একটা ফুটো করে নিল, ফুটোর মাঝ দিয়ে ঢুকালো ষাঁড়ের চামে বানানো এক দড়ি, তারপর দড়িটা বাঁধল তার রথে—ফলে রথের পেছনে হেক্টরের মাথা এখন ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে আসবে মাটি ধরে। এবার সে বিখ্যাত বর্মসাজ তার রথে উঠিয়ে রেখে নিজে চড়ল রথে, ৪০০ ঘোড়াদের চাবুক মারল যাত্রা শুরুর, ওরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে শুরু করল ওড়া। হেক্টরকে যখন মাটির ওপর এভাবে নেওয়া হচ্ছে টেনে, তখন জেগে উঠল ধুলোর এক মেঘ, তার কালো চুল দু পাশে বয়ে গেল স্রোতধারার মতো, আর তার আগের সেই সুদর্শন মাথা ধুলোয় পড়ে মাখামাখি হলো। জিউস এখন তার নিজ পিতৃভূমিতেই তাকে তুলে দিয়েছে শত্রুদের হাতে, লজ্জাকর নানা আচরণের শিকার হতে।

. .

৪০৫ অতএব হেক্টরের মাথা ধুলোয় পুরোদস্তুর নোংরা-ময়লা হলো। তার মা যখন ছেলেকে দেখল এ অবস্থাতে, সে নিজের চুল টেনে শুরু করল ছেঁড়া, তারপর চিকচিকে নেকাব দূরে ছুড়ে মেরে আর্তনাদ করে উঠল জোর তীব্র স্বরে। তার পিতাও গুঙিয়ে উঠল সকরুণভাবে; তাদের চারপাশে পুরো শহর জুড়ে উঠল ৪১০ বিলাপধ্বনি ও হাহাকারের রোল। ব্যাপারটা এমন যেন এই উঁচু প্রক্ষিপ্ত ইলিয়ামে° কেউ আগুন দিয়েছে আর শহরের পুরোটাই, শীর্ষবিন্দু থেকে তলা, ধিকিধিকি সে আগুনে জ্বলে যাচ্ছে বুঝি। অনেক কষ্ট করে কোনোমতে লোকেরা সক্ষম হলো বৃদ্ধ প্রায়ামকে ঠেকাতে তার উন্মত্ততা থেকে, সে প্রবল চাইছিল দারদানিয়ান তোরণ থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে। রাস্তার গোবরে বৃদ্ধ গড়াগড়ি খেয়ে মিনতি ৪১৫ রাখল সকলের প্রতি, বলল প্রতিটি মানুষকে নাম ধরে ডেকে :

'বন্ধুরা আমার, সরে যাও! যদিও আমি জানি তোমরা আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন আছো, তবু বলি আমাকে যেতে দাও শহর থেকে দূরে গ্রিক জাহাজের দিকে। আমি একা যাব,° আর এই রাক্ষুসে কাজ করা ভয়ংকর লোকটার কাছে ভিক্ষা চাবো, দেখব সে আমার বয়সের হেতু আমাকে সম্মান দেয় কি না, আমার বার্ধক্য দেখে কোনো ৪২০ দয়া করে কি না। তারও তো আমার সমান বয়সী এক বৃদ্ধ পিতা আছে—পেলিউস, যে লোক তাকে জীবন দিয়েছে, তাকে পেলে বড় করেছে ট্রোজানদের জন্য সর্বনাশ হতে। কিন্তু সে [অ্যাকিলিস] অন্য যে কারও থেকে আমাকেই আঘাত দিল সব থেকে বেশি, সে আমার কতোগুলো পুত্রকে খুন করল তাদের জীবনের একদম আসল ক্ষণটাতে। তারপরও, তাদের সকলকে নিয়ে আমার ততো ব্যথাবেদনা আর শোক ৪২৫ নেই যতটা আছে শুধু একজনকে নিয়ে—সে হেক্টর। তার জন্য তীব্র শোক আমাকে

বোধহয় হেডিসের মৃত্যুপুরীর পথেই নিয়ে যাবে। আহা কেন সে মারা গেল না আমার দু-বাহুর মাঝে, তাহলে আমরা অন্তত মন ভরে কেঁদে শোক করে নিতে পারতাম—আমি এবং তার মা যে তাকে পৃথিবীতে এনেছিল নিজে দুঃখ পেতে।'

এ কথা বলল প্রায়াম কেঁদে কেঁদে, তখন শহরবাসীরাও তাতে নিজেদের বিলাপ যোগ করে দিল। আর ট্রয়ের নারীদের মাঝে [হেক্টরের মা] হেকুবা শুরু ৪৩০ করল মৃতের জন্য টানা, তীব্র শোকগাথা :

'ও বাচ্চা আমার, আমি কতো বড় হতভাগিনী একজন! এখন তোমার মারা যাওয়ার পরে কেন আর বেঁচে থাকব আমি এই ভয়ংকর বেদনা বুকে নিয়ে? রাতদিন এ শহর জুড়ে তুমিই ছিলে আমার গর্ব, অহংকার; আর ট্রয়ের সব পুরুষ ও নারীর জন্য আশীর্বাদ ছিলে তুমি, তারা তোমাকে সালাম জানাতো দেবতার মতো মনে করে। যখন জীবিত ছিলে, তাদের জন্য তুমি আসলেই ছিলে বিরাট ৪৩৫ গৌরবের ধন, আর এখন মৃত্যু ও তোমার নিয়তি তোমাকে কেড়ে নিল।'

এ-ই বলল হেকুবা কেঁদে কেঁদে।

তবে হেক্টরের স্ত্রী [অ্যান্ড্রোমাকি] তখনও জানে না কোনোকিছু, কারণ কোনো বিশ্বাসযোগ্য খবরবাহকই তাকে বলেনি গিয়ে যে তার স্বামী নগর-দরজার বাইরে রয়ে গেছে। উঁচু বাড়ির একদম ভেতরমহলে সে তখন তার ৪৪০ তাঁতে বুনছিল রক্তরঙ দু-ভাঁজ কাপড়ের এক জাল মতো, ওতে ফুটিয়ে তুলছিল নানা রঙ ফুলের নকশা একখানা। বাড়ির মাঝ থেকেই সে ডাকল তার সুকেশী নারীভৃত্যদের, বলল আগুনের ওপর এক বড় তেপায়া চড়াতে, যাতে করে হেক্টর যুদ্ধ থেকে ফিরে উষ্ণ স্নান সেরে নিতে পারে—বোকা মেয়ে![৫] সে জানেও না ৪৪৫ দীপ্ত-নয়না অ্যাথিনা তার ওসব স্নানের থেকে বহু দূরে তার স্বামীটিকে খতম করেছে অ্যাকিলিসের হাতে। [অবশেষে] তার কানে গেল দেওয়ালের কাছ থেকে আসছে তীক্ষ্ণ চিৎকার ও গোঙানি-হাহাকার, তার হাত-পা কেঁপে উঠল খুব, তার হাত থেকে তাঁতের মাকু পড়ে গেল নীচে। তখুনি সে ডাক দিল তার সুকেশী সেবাদাসীদের, বলল এই কথা :

'এই তোমরা দুজন আসো এইদিকে, আমার সাথে চলো, কী ঘটেছে তা ৪৫০ দেখতে চাই আমি। আমি তো শুনলাম আমার স্বামীর সম্মানীয় মায়ের গলা, তাতে আমার বুকের মাঝে যে হৃদপিণ্ড আছে তা মুখে উঠে গেছে, শরীরের নীচে দুই হাঁটু তালাবদ্ধ হয়ে গেছে যেন। নিশ্চিত প্রায়ামের সন্তানদের জন্য কোনো ভয়াল অঘটন এসেছে সন্নিকটে। আহা আমি যে-কথা বললাম সেসব যেন কখনো আমার কানে না আসে! তবে সত্যি আমি ভয়ংকর ভয়ে আছি আবার না দেবতুল্য অ্যাকিলিস নিজে একা আমার সাহসী হেক্টরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল ৪৫৫

শহরের থেকে, তাকে ধাওয়া করে নিল সমতলের দিকে, আর সত্যি সত্যি এতক্ষণে হেক্টরের ঘাড়ে চড়ে বসা সেই সর্বনাশা বীরত্বের ইতি ঘটিয়ে দিল। আমি তো জানি সে [হেক্টর] কখনোই থাকতে চায় না সেনাদলের মাঝে, সবসময় ছুটে ছুটে যায় অনেক সামনের দিকে; তার খ্যাপামির থেকে ছাড় দিতে চায় না কাউকে একটুও।'

৪৬০ এ কথা বলে অ্যান্ড্রোমাকি বাড়ির অন্দরমহল থেকে ছুটে গেল পাগলিনী মিয়েনাদ-এর° মতো করে, তার বুক ধকধক করছিল খুব জোরে; তার নারীভৃত্যেরা গেল তার সাথে। যখন সে টাওয়ারে পৌঁছাল, পৌঁছাল মানুষের গাদা হওয়া ভিড়ে, সে দাঁড়াল দেওয়ালের 'পরে, তাকাল চারপাশে, দেখল হেক্টরকে টেনে-হিঁচড়ে নেওয়া হচ্ছে শহরের সামনের দিকে, দ্রুতগামী ৪৬৫ ঘোড়াগুলো তাকে সবলে টেনে দূরে নিয়ে যাচ্ছে গ্রিকদের সুগোল জাহাজের দিকে কী নির্মমভাবে। অ্যান্ড্রোমাকির চোখের ওপর রাতের আঁধার নেমে এল, তা ঘিরে ধরল তাকে; সে পড়ে গেল পেছন দিকে, কষ্টে শ্বাস টেনে মূর্চ্ছা গেল। তার ঝলমলে মাথার-কাপড় ছিটকে পড়ে গেল দূরে—সাথে বাঁধার ফিতে, চৌকোনা কাপড়, বিনুনি করা খোঁপার ফিতে ও মাথার রুমাল, যেগুলো সোনালি ৪৭০ আফ্রোদিতি তাকে দিয়েছিল যেদিন দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণের হেক্টর তাকে নিয়ে আসে ঈটিয়নের বাড়ি থেকে, অগণন কনে-যৌতুক শোধ করে। তার স্বামীর বোনেরা ও স্বামীর ভাইদের স্ত্রীরা এবার ভিড় করে ঘিরে দাঁড়াল তাকে, তারা তাকে তুলে ধরে থাকল মাঝখানে—সে [অ্যান্ড্রোমাকি] এতই বিক্ষিপ্তচিত্ত যেন সে রীতিমতো ৪৭৫ মারা গেছে। যখন অবশেষে তার শ্বাস ফিরে এল, বুকের মাঝে ফিরে এল হুঁশ, সে গভীর হাহাকারের সাথে কান্নায় ফেটে বলল ট্রয়ের নারীদের মাঝখানে :

'আহ্ হেক্টর, কত বড় হতভাগিনী আমি! তার মানে আমরা দুজন জন্মেছি একই নিয়তি সাথে নিয়ে: তুমি ট্রয় নগরীতে প্রায়াম প্রাসাদে, আর আমি থিবি-তে প্লাকোস পর্বতের অরণ্যানীর নীচে ঈটিয়নের ঘরে, যে ঈটিয়ন আমাকে পেলে ৪৮০ বড় করেছিল শিশু অবস্থা থেকে—নিঠুর-নিয়তিগ্রস্ত এক সন্তানের অসুখী দুর্ভাগ্যপীড়িত এক পিতা। কতো ভালো হতো সে যদি কোনোদিন আমার জন্ম না দিত! তুমি তো রওনা দিয়েছ হেডিসের মৃত্যুপুরীর দিকে, যে পুরী আছে পৃথিবীর নীচে অনেক গভীরদেশে, আর আমাকে ফেলে রেখে যাচ্ছ জঘন্য শোকের মাঝে—তোমার বাড়িতে এক বিধবা করে। আর আমাদের ছেলে, যাকে ৪৮৫ তুমি ও আমি দুই অভিশাপগ্রস্ত পিতামাতা এনেছি এ পৃথিবীতে—আহা সে তো এখনও নিতান্তই এক শিশু। কিন্তু হেক্টর তুমি তো মৃত, আর তুমি পারবে না তাকে কোনো খুশি এনে দিতে, না সে পারবে তোমাকে।

'যদি সে গ্রিকদের সাথে চলা এই কান্নাভরা যুদ্ধ পার হয়ে বেঁচেও থাকে, তবু সর্বদা কষ্টকর সংগ্রাম ও দুর্ভোগ তার জীবনসঙ্গী হবে—অন্য লোকেরা তার

জমির ওপর তাদের জমির সীমানা-পাথর বসিয়ে দেবে। যেদিন জীবনে কোনো শিশু এতিম হয়, সেদিনই সে পুরো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার বন্ধু-সাথিদের থেকে। ৪৯০ তার মাথা চিরকালের মতো নত হয়ে থাকে, তার দুই গাল ভেজা থাকে কান্নার জলে; প্রয়োজনের তাগিদ থেকে সে তার পিতার বন্ধু-সাথিদের কাছে ছুটে ছুটে যায়, হয় এ লোকের আলখাল্লা ধরে টানে, না হয় ও লোকের জোব্বা টান মারে; তারপর দয়া হয় কারও, একজন দেখা যায় তাকে একটু খানিকের জন্য তার হাতে একটা পানপাত্র দেয়, যাতে করে সে স্রেফ তার ঠোঁট ভেজাতে পারে, গলা ৪৯৫ ভেজাতে পারে না একটুও। তারপর কোনো বালক, যার বাবা-মা দুজনই বেঁচে আছে, তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় ভোজনোৎসব থেকে, ঘুষি মারে তাকে আর গালি দিয়ে ভর্ৎসনা করে বলেঃ "ভাগ্ এখান থেকে! [দেখিস না] তোর বাবা আমাদের এই ভোজসভাতে নেই!" তখন সেই শিশু অশ্রুভরা চোখে ফিরে যায় তার বিধবা মায়ের কাছে। অ্যাস্টায়ানাক্স [আমাদের ছেলে], যে আগে তার ৫০০ পিতার দু-হাঁটুর 'পরে বসে খেতো ভেড়ার হাড়ের মজ্জা ও রসালো চর্বি শুধু এবং তার খেলা শেষ হলে, চোখে ঘুম নেমে এলে ঘুমাত তার আয়ার বাহুর মাঝে নরম তোষকের গদিওয়ালা নিজের বিছানাতে, তার হৃদয় তখন পরিতৃপ্তিতে ভরপুর, সে এখন তার পিতাকে হারিয়ে কী ভয়ংকর দুর্দশায় না পড়ে যাবে—আহ্ আমার ৫০৫ অ্যাস্টায়ানাক্স,° 'নগরের প্রভু', ট্রোজানরা তাকে এই নামে ডাকে, কারণ তারা দেখত যে তুমি হেক্টর তাদের শহরের সব দরজাপথ ও দীর্ঘ দেওয়ালের একা প্রতিরক্ষা দিতে।

'আর এখন বাঁকা-চঞ্চুর জাহাজের পাশে তুমি থাকবে তোমার পিতামাতার থেকে বহু দূরে—কুকুরেরা তোমাকে পেট ভরে খেয়ে নেওয়ার পরে, প্যাঁচানো-মোচড়ানো পোকারা এবার তোমাকে খাবে, যখন তোমার [কুকুরে খাওয়া] দেহের অবশেষ মাটিতে পড়ে থাকবে নগ্ন হয়ে। আর ওদিকে কিনা তোমার প্রাসাদে ৫১০ তোমার পোশাকগুলো তোমার জন্য গুছিয়ে রাখা আছে—নারীদের হাতে বোনা কী নরম ও সুন্দর সব পোশাকআশাক। আমি ওদের সব পোড়াব দাউদাউ আগুনে, কারণ তোমার আর কোনো কাজে আসবে না ওগুলো, এমনকি তুমি কোনোদিন [কবরে] শোবেও না ওসব পোষাক পরে; তবু আমি ট্রয়ের পুরুষ ও নারীদের চোখে তোমাকে সম্মান দিতে [পোড়াব] ওগুলোকে।'°

এ-ই বলল অ্যান্ড্রোমাকি কেঁদে কেঁদে, আর তাতে মহিলারা যোগ করল ৫১৫ নিজেদের কান্না-বিলাপ।

টীকা

২২:৮-১৩ পেলিউসপুত্র কেন তুমি...মৃত্যুর যোগ নেই: অ্যাপোলোর এই বিদ্বেষপরায়ণ কথাগুলির মধ্যে অ্যাকিলিসের আসন্ন মৃত্যুর ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়। তেমনই এ-কথাগুলি নশ্বর মানুষ অ্যাকিলিসের দেবতাকে আঘাত করার প্রচেষ্টার হাস্যকরতা ও অর্থহীনতাকে স্পষ্ট করে তোলে। 'দ্রুতপায়ের' অ্যাকিলিসের ক্ষমতা নেই দৌড়ে দেবতাকে ধরবার, তাকে মারার কথা তো বাদই দিলাম। বস্তুত *ইলিয়াড*-উত্তর পর্যায়ে অ্যাকিলিস উল্টো নিজে মারা যাবে এই অ্যাপোলোর হাতে। দেখুন টীকা ২১:২৭৬-২৭৮; আরও দেখুন মহাকাব্যের ২২:৩৫৯-৩৬০ অংশ।

২২:২৬-৩১ এক তারার উজ্জ্বল দ্যুতি...জ্বর নিয়ে আসে: দেখুন টীকা ৫:৫। শেষ গ্রীষ্মে এই তারা যখন আকাশে ফোটে, সেটা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সবচেয়ে গরমের বা রীতিমত দাবদাহের সময়। আবহাওয়ার এই তীব্রতম পরিবর্তন অনেক অসুখ-বিসুখের কারণ ঘটায়।

২২:৪৬-৪৭ আমি আমার দু ছেলেকে...লাইকাওন ও পলিডোরাস তারা: অ্যাকিলিস লাইকাওনকে হত্যা করে মহাকাব্যের ২১:৩৪-১৩৫ অংশে; আর পলিডোরাসকে ২০:৪০৭-৪১৮য়।

২২:৬১ বার্ধক্যের চৌকাঠে: এই চৌকাঠ পেরিয়ে কেউ বার্ধক্যের ভেতরে ঢুকছে না, বরং বার্ধক্য থেকে মৃত্যুর দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

২২:৯৭ দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে আসা অংশে: ট্রয়ের দেওয়াল কোনো কোনো স্থানে তোরণগুলিকে বিশেষ প্রতিরক্ষা দিতে (অর্থাৎ তোরণের দুপাশে) মূল দেওয়াল রেখা থেকে সমতলের দিকে বেরিয়ে এসেছিল। এখনও গ্রিসের টিরিনজ্ ও মাইসিনি-তে এ ধরনের প্রাচীন দেওয়ালের নিদর্শন টিকে আছে।

২২:১০০-১০৩ সবার আগে পলিডামাস...শহরে ফিরে যেতে: ১৮তম পর্বে সংঘটিত হেক্টর ও পলিডামাসের মধ্যেকার বিতর্কটির কথা বলা হচ্ছে। দেখুন মহাকাব্যের ১৮:২৪৩-৩১৩ অংশ।

২২:১১২-১২১ তা ছাড়া, ধরা যাক...ভাণ্ডার দুই ভাগ হবে: হেক্টরের স্বগতোক্তির মাঝখানের এই অংশটিতে তার মধ্যে দ্বিধা ও দুঃশ্চিন্তা প্রবল। সেটা ফুটিয়ে তুলতেই ব্যবহার করা হলো তিন ডট (...) চিহ্নগুলি। দেখুন টীকা ২১:৫৫৩-৫৭০।

২২:১২৬-১২৭ শিলাখণ্ড থেকে কিংবা ওক গাছ থেকে: এটা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একটি প্রাচীন প্রবাদ বলেই গবেষকদের ধারণা। এর সত্যিকারের অর্থ অজানা। বোঝাই যায় গ্রামাঞ্চলের এক চিত্র এটি। হয়তো পাথরের ওপরে বসে বা ওক গাছের নীচে বসে ছেলেমেয়েরা প্রেম করে, এমন একটা অভিব্যক্তি/প্রবাদ তখনকার দিনে চালু ছিল।

২২:১৪৬ হাওয়াতাড়িত ডুমুর গাছ: সম্ভবত সেই একই ডুমুর গাছ যেটির কথা অ্যান্ড্রোমাকি বলেছে ৬:৪৩৩ সংখ্যক পংক্তিতে।

২২:১৪৭-১৫১ দুই সুন্দর-প্রবাহিত ফোয়ারার... পানির ধারা ছোটে: এই একটি ঠাণ্ডা ও অন্যটি গরম দুই ফোয়ারাকে চিহ্নিত করার অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক চেষ্টা চলেছে। দেখা গেছে যে, স্কামান্দার নদীর উৎসমুখে আসলেই দুই তাপমাত্রার দুটি ঝরণা রয়েছে, তবে তাদের অবস্থান ট্রয় শহরের কাছে নয়, বরং ট্রয় থেকে (তুরস্কের হিসারলিক) বিশ মাইল দক্ষিণে আইডা পাহাড়ের ওপরে।

২২:১৭০-১৭২ যে আমার জন্য সর্বদা...উচ্চতম নগরদুর্গের 'পরে: হেক্টর জিউসের প্রতি নিয়মিত পূজো-উৎসর্গ করতো আইডার পর্বতচূড়ায় এবং ট্রয় শহরের মধ্যেও। তাই জিউস তার প্রতি একধরনের নৈতিক বাধ্যবাধকতামূলক দায়িত্ব বোধ করছে।

২২:১৮৩ ট্রাইটোগেনিয়া: দেখুন টীকা ৪:৫১৫।

২২:১৯৪ দারদানিয়ান তোরণগুলোর: গবেষকদের অভিমত, সিয়ান তোরণের কথাই বলা হচ্ছে এখানে। দেখুন টীকা ৫:৭৮৯।

২২:২০৯-২১৪ বস্তুতই পিতা [জিউস]...ছেড়ে গেল তাকে: জিউসের এই পাল্লার কথা *ইলিয়াড*-এ আরও কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে ৮:৬৯-৭৫ অংশে। অ্যাপোলো এটা জানা মাত্র হেক্টরকে ছেড়ে সরে যাওয়ার অর্থ, দেবতারা জানে যে যা কিছু নিয়তিতে আছে তা লঙ্ঘন করা যায় না। যেহেতু অ্যাপোলো জানে যে হেক্টরকে সহায়তা দিয়ে এখন আর কোনো লাভ নেই, তাই সে তাকে পরিত্যাগ করল।

২২:২৭৩ ছুড়ে দিল সেটা: শুরু হলো অ্যাকিলিস-হেক্টর দ্বন্দ্বযুদ্ধ (duel), যা দেখার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে আছেন পাঠক। এর শেষ হবে ৩২৭ নং পংক্তিতে গিয়ে। দেখা গেল, এদের দুজনের মধ্যে তেমন কোনো যুদ্ধই হলো না, এবং অ্যাকিলিস এ-যুদ্ধে তার নিজের শক্তিমত্তার গুণে নয়, বরং দেবতার হস্তক্ষেপের কারণেই জিতে গেল। হোমার আমাদের এর আগের হেক্টর বনাম অ্যাজাক্স (৭:২৪৪-২৭২) বা সারপিডন বনাম প্যাট্রোক্লাস (১৬:৪৬২-৪৯১) দ্বন্দ্বযুদ্ধের মতো কোনো সত্যিকার বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধ উপহার না দিয়ে বরং দেবতার হস্তক্ষেপপূর্ণ অসমান এক যুদ্ধ দেখার আফসোসে ভরা দৃশ্য উপহার দিলেন। কেন, তা হোমারই জানেন!

২২:৩০২ আদতে এটাই বহুদিন...তীর ছোঁড়া ছেলে: হেক্টর তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করল জিউস ও অ্যাপোলোকে। এটা সত্যি যে দেবী থেটিসের কাছে দেওয়া প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে জিউস হেক্টরকে ব্যবহার করেছে গ্রিকদের পিছু হটানোর কাজে, তারপর তাকে দিয়ে আগুন ধরিয়েছে গ্রিক জাহাজে। সেই সাফল্যের সরাসরি পরিণতি হেক্টরের সমতলে এই একা পড়ে থাকা এবং অ্যাকিলিসের মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুবরণ করা।

২২:৩১৮ সন্ধ্যাতারা হেস্পেরাস: শুক্রগ্রহ বা 'Venus'। আকাশের উজ্জ্বলতম গ্রহ এটি; যেমন লুব্ধক নক্ষত্র বা 'সিরিয়াস' আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা (দেখুন উপরের টীকা ২২:২৬-৩১)।

২২:৩২৩-৩২৪ দেখা গেল হেক্টরের...খুলে নিয়েছিল দেহ থেকে: দেখুন মহাকাব্যের ১৭:১২৫-১৯৭ অংশটুকু।

২২:৩৬০-৩৬১ যেদিন প্যারিস ও ফিবাস অ্যাপোলো...বীর হও না কেন: পুরো *ইলিয়াড*-এ অ্যাকিলিসের মৃত্যু বিষয়ে এটাই সবচেয়ে বিশদ ভবিষ্যদ্বাণী। তার মৃত্যু কার বা কাদের হাতে হবে এবং কোন্ স্থানে হবে সেটা বলে দেওয়া হলো। হেক্টর ভবিষ্যতের এতো নিখুঁত তথ্য, নিজে একজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, কিভাবে জানে তা আমাদের অজানা। দেখুন টীকা ২১:২৭৬-২৭৮।

২২:৪১০ উঁচু প্রক্ষিপ্ত ইলিয়ামে : ইলিয়াম বা ট্রয়ের অবস্থান সমতল থেকে কিছুটা উঁচুতে; আর প্রক্ষিপ্ত অর্থ এর নগর-দেওয়াল জায়গায় জায়গায় সমতলের দিকে বাইরে বেরিয়ে ছিল। দেখুন উপরের টীকা ২২:৯৭।

২২:৪১৬-৪১৭ বন্ধুরা আমার, সরে যাও...আমি একা যাব: হোমার আমাদের প্রস্তুত করে নিচ্ছেন *ইলিয়াডের* শেষ পর্বটির (২৪তম পর্ব) জন্য যখন রাজা প্রায়াম ঠিক এখানে তার বলা কাজটিই করবে।

২২:৪৩৭-৪৪৫ তবে হেক্টরের স্ত্রী...বোকা মেয়ে: মহাকাব্যের ৬:৪৯০-৪৯২ পংক্তিগুলোয় হেক্টর তার স্ত্রীকে বলেছিল ঘরে ফিরে যেতে, কাপড় বোনার কাজ করতে এবং দাসীদের কাজকর্ম দেখতে। এখানে দেখা গেল অ্যান্ড্রোমাকি তার স্বামীর কথামতো ঠিক সে কাজগুলোই করছিল। হেক্টর-অ্যান্ড্রোমাকি সম্পর্কের ব্যাকরণটা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন হোমার—তারা ছিল সুখী দম্পতি।

২২:৪৬০ পাগলিনী মিয়েনাদ: দেবতা ডাইয়োনাইসাসের জন্য উন্মাদ এক নারীভক্তের নাম। গুরুত্বপূর্ণ দেবতা ডাইয়োনাইসাস (লাতিন নামে বাককাস) *ইলিয়াড*-এর কোনো চরিত্র নয়, এবং *ইলিয়াড*-এ তার বিশেষ উল্লেখও নেই। দেখুন টীকা ৬:১৩০।

২২:৪৮৯-৫০৫ যেদিন জীবনে কোনো...আহ্ আমার অ্যাস্টায়ানাক্স: সদ্য পিতৃহীন অ্যাস্টায়ানাক্সের এই যে ভবিষ্যতের ছবি আঁকল তার মা, তার ভাগ্যে আসলে ঘটবে এর চেয়ে অনেক করুণ এক পরিণতি। *ইলিয়াড*-উত্তর ট্রোজান যুদ্ধে গ্রিকদের ট্রয় দখলে নেবার দিনে হেক্টরের এই শিশুপুত্রকে ট্রয়ের দেওয়ালের ওপর থেকে নীচে ছুড়ে ফেলে হত্যা করা হবে। দেখুন সামনের টীকা ২৪:৭৩৫-৭৩৬।

২২:৪৮৪-৫১৪ আর আমাদের ছেলে...সম্মান দিতে [পোড়াব] ওগুলোকে: অ্যান্ড্রোমাকির বিলাপের ভেতরের এই দীর্ঘ অংশ জুড়ে (৩০ লাইন) সে যে স্বামীর মৃত্যুর ক্ষণকাল পরেই পুত্রের ভবিষ্যত নিয়ে শোক করছে এবং শেষে (৫১০-৫১৪) হেক্টরের পোশাক-আশাক নিয়ে কথা বলছে, সে ব্যাপারটাতে গবেষকরা কিছুটা অবাক হয়েছেন। তবে হোমার গবেষণায় চিরকাল একটা কথা ধ্রুব বলে ধরা হয়: হোমারই ভালো জানেন তিনি কোনটা কেন বলছেন, তার বিষয়ের পণ্ডিতদের থেকে তিনি অনেক বেশি ভালো বোঝেন সবকিছু। এখানেও এ আপ্তবাক্যটিই প্রযোজ্য। স্বামীর মৃত্যুর পরক্ষণে এক স্ত্রী ও মা-ই ভালো জানে সে কী নিয়ে বিলাপ করবে, কী নিয়ে তার উদ্বেগ বেশি থাকবে।

পর্ব - তেইশ

প্যাট্রোক্লাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও ক্রীড়ানুষ্ঠান

প্যাট্রোক্লাসের আত্মা অ্যাকিলিসের কাছে এল তার স্বপ্নের মধ্যে—কাঠ জোগাড় করে প্যাট্রোক্লাসের চিতা জ্বালানো হলো—তার হাড়গোড় জড়ো করে রাখা হলো সোনালি এক পাত্রে—অনেকগুলি ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করল অ্যাকিলিস, পুরস্কার বিতরণ করা হলো বিজয়ীদের মাঝে।

বিষয়বস্তু

এই পর্বটি পরিষ্কার দুটি আলাদা কিন্তু পরস্পরসংযুক্ত অংশে বিভক্ত: প্রথমে প্যাট্রোক্লাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আচার অনুষ্ঠান (১-২৫৭); পরে প্যাট্রোক্লাসের সম্মানে আয়োজিত নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (২৫৭-৮৯৭)। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অংশটুকু এখানে বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং এতে ১৮তম পর্ব থেকে শুরু হওয়া প্রতিটা পর্বের অভিঘাতের একই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে, এই অর্থে যে এ-সবকটা পর্বেরই কেন্দ্রীয় চরিত্র আসলে অ্যাকিলিস। আর ক্রীড়ানুষ্ঠানটি, অন্যদিকে, ১৮তম পর্বের আগের ইলিয়াড-এর বৃহত্তম ক্যানভাসের ওপরেই আঁকা, যেখানে—আগের মতোই—আমরা দেখি অ্যাকশনের ঘনঘটা, তবে যুদ্ধের বিভীষিকা ঘিরে নয়,

খেল প্রতিযোগিতার অ্যাথলেটিক আঙ্গিকে। কিন্তু ক্রীড়ানুষ্ঠানের চরিত্রগুলি আমাদের অতি পরিচিত: সেই একই অডিসিয়ুস, ডায়োমিডিজ, অ্যাজাক্স, মেনেলাস, আইডোমেন্যুস, মেরাইয়োনিজ। আগামেমনন আসে একেবারে শেষে, সামান্য সময়ের জন্য; আর নেস্টর দু বার স্বভাবসিদ্ধভাবে তার নিজের অতীতের বীরত্বগাথা বিষয়ক দীর্ঘ বক্তব্য রাখে। এই বীরদের আমরা ইলিয়াড-এ শেষবারের মতো দেখি এ-পর্বে; হোমার এখানেও লড়াইয়ের পর্বগুলির মতোই এদের প্রত্যেকের আচরণের বর্ণনার মধ্য দিয়ে চরিত্র-চিত্রণের প্রশংসনীয় ঢঙটি বজায় রাখেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলির স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও প্রাণবন্ত বর্ণনা সবসময়েই হোমেরিক গবেষকদের প্রশংসা পেয়েছে, এবং তা যথাযথ কারণেই—বিশেষত প্রথম প্রতিযোগিতা রথের দৌড়ের দীর্ঘ অংশটি। অ্যাকিলিস সুবিনয় ও কর্তৃত্ব, দুয়েরই সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটায় এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজক ও পরিচালকের ভূমিকায় থেকে। এই ভয়ংকর যোদ্ধার চরিত্রের নরম দিকটি আমাদের সামনে চলে আসে এবং আমরা পরের পর্বের—মহাকাব্যের শেষ পর্বের—সভ্য পরিসমাপ্তির জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে উঠি। ২০ থেকে ২২তম পর্বের বর্বর ও রক্তাক্ত ভায়োলেন্সের সঙ্গে এ-দুটি পর্বে অ্যাকিলিসের সুসভ্যতার ও মানবিক দিকটির পার্থক্য বিশাল। আর অ্যাকিলিসের কাছ থেকে পুরস্কার নিয়ে প্রধান গ্রিক নায়কেরা, এমনকি রাজা আগামেমননও, যেন অ্যাকিলিসের কর্তৃত্বকেই মেনে নিল। যে-অ্যাকিলিসের যুদ্ধে পাওয়া পুরস্কার কেড়ে নিয়ে রাজা আগামেমনন ইলিয়াড-এর রক্তপাতের সূচনা ঘটানোর জন্য দায়ী, সেই রাজাই এখানে অ্যাকিলিসের দেওয়া পুরস্কার গ্রহণ করে নিজের অগোচরে ঘোষণা করে দিল যে ইলিয়াড-এ পুরস্কার প্রদান ও হরণের মূল ক্ষমতা আছে আসলে কেবল অ্যাকিলিসেরই, সে-ই আমাদের কাহিনীর মূল নায়ক।

সারসংক্ষেপ

১-৩৪: প্যাট্রোক্লাসকে নিয়ে অ্যাকিলিস ও মারমিডনবাহিনীর বিলাপ।

৩৫-১০৭: অ্যাকিলিস গা ধোয়া ও খাদ্যগ্রহণে অস্বীকৃতি জানাল; স্বপ্নে তার কাছে প্যাট্রোক্লাসের ভূত এসে তাকে বলল যথাযোগ্য দাহ দিতে।

১০৮-২২৫: পরদিন ভোরে গ্রিকরা কাঠ সংগ্রহ করে প্যাট্রোক্লাসের শবদাহ করার প্রস্তুতি সেরে নিল। অনেক প্রাণী উৎসর্গ দেওয়ার পরে এবং বন্দী বারো ট্রোজানকে হত্যা করে একই চিতায় শুইয়ে অ্যাকিলিস প্যাট্রোক্লাসের চিতায় আগুন দিল; আগুন ঠিকভাবে ধরল না বলে সে সাহায্য চাইল বায়ু দেবতাদের; দেবী আইরিস ডাকতে গেল বায়ু দেবতাদেরকে।

২২৬-২৬১: পুরো এক রাতের শোক-বিলাপ শেষে ঘুমিয়ে পড়ল অ্যাকিলিস। গ্রিক নেতারা তার কাছে আসতেই ঘুম ভাঙলো তার; প্যাট্রোক্লাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিষয়ক শেষ নির্দেশগুলো দিল অ্যাকিলিস; তারপর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রথাসম্মত ক্রীড়ানুষ্ঠানের পুরস্কারগুলো নিয়ে এল।

২৬২-৬৫০: প্রথম প্রতিযোগিতা রথচালনার। এর প্রতিযোগীরা তৈরি হয়ে নিল; টানটান উত্তেজনায় ভরা রেস চলতে লাগল। দর্শক আইডোমেন্যুস ও ছোট অ্যাজাক্স

তর্কযুদ্ধে নামল রেসে কে এগিয়ে আছে তা নিয়ে। পুরস্কার বিতরণ হলো বিতর্কিত এক বিষয়ের সুন্দর পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে।

৬৫১-৬৯৯: মুষ্টিযুদ্ধে এপিয়াস হারাল য়ুরাইয়ালাসকে।

৭০০-৭৩৯: কুস্তিতে লড়ল টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স ও অডিসিয়ুস; অ্যাকিলিস ড্র ঘোষণা করল এই খেলার।

৭৪০-৭৯৬: পায়ের দৌড়ে জিততে থাকা লোক্রিয়ান [ছোট] অ্যাজাক্সকে হারিয়ে দিল দেবী অ্যাথিনার হস্তক্ষেপ, সে পিছল খেল গোবরে; জিতল অডিসিয়ুস। শেষে পৌঁছানো অ্যান্টিলোকাস অ্যাকিলিসকে তোষামোদ করে তার পুরস্কার দ্বিগুণ করে নিল।

৭৯৭-৮২৫: টেলামনপুত্র অ্যাজাক্স ও ডায়োমিডিজ নামল বল্লমের দ্বন্দ্বযুদ্ধে। তাদের যে কারো মৃত্যু হতে পারে এই ভয়ে ভীত হয়ে গ্রিকরা তাদের বাধ্য করল প্রতিযোগিতা থামিয়ে দিতে।

৮২৬-৮৪৯: লৌহনিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় জিতল পলিপিটিজ।

৮৫০-৮৮৩: তীরন্দাজের মধ্যে প্রতিযোগিতায় টিয়ুসার দেবতা অ্যাপোলোর প্রতি প্রার্থনা না রাখার কারণে হেরে গেল; মেরাইয়োনিজ চমৎকারভাবে উড়ন্ত ঘুঘুকে তীরে বিদ্ধ করে জিতল এ খেলায়।

৮৮৪-৮৯৭: বর্শানিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় অ্যাকিলিস রাজা আগামেমনন ও মেরাইয়োনিজের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হওয়ার আগেই বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রথম পুরস্কারটি তুলে দিল রাজার হাতে।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

আলেকজাণ্ডার পোপের হিসাবে ১৯তম পর্বে শুরু হওয়া *ইলিয়াড*-এর ৩০তম দিন শেষ হলো এ-পর্বের শুরুর দিকে। ঐ দিন শেষের রাতে স্বপ্নে অ্যাকিলিসের কাছে এল প্যাট্রোক্লাস। ৩১তম দিনটি গেল চিতার জন্য কাঠ জোগাড়ে; ৩২তম দিনটি গেল চিতা পোড়ানোয়; আর ৩৩তম দিনে হলো ক্রীড়ানুষ্ঠান। (ই.ভি. রিউয়ের হিসাবে প্যাট্রোক্লাস অ্যাকিলিসের স্বপ্নে আসে ২৮তম দিনের আগের রাতে, অর্থাৎ ২৭তম দিন শেষের রাতে; ২৮তম দিনে চিতার কাঠ জোগাড় করা হয়; ২৯তম দিনে হয় চিতা জ্বালানো ও প্যাট্রোক্লাসের হাড় জড়ো করে পাত্রে রাখা; তারপর ৩০তম দিনে হয় ক্রীড়ানুষ্ঠান)। এ-পর্বের ঘটনাস্থল মূলত সাগর সৈকতের কাছে।
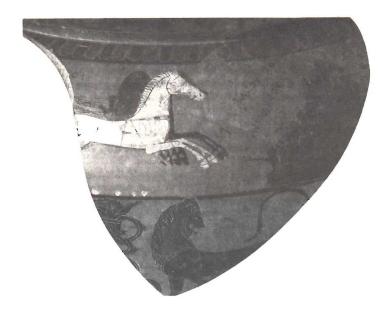
চিত্র ২৫. প্যাট্রোক্লাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্রীড়ানুষ্ঠান। রথের দৌড় দেখার জন্য গ্রিকরা উঠে বসেছে দুই-মুখী এক গ্যালারি-সদৃশ আসনে। এদের কেউ বসা, কেউ দাঁড়ানো, আর কেউ হাত নেড়ে তাড়া দিচ্ছে অগ্রসরমান রথচালককে। সবচেয়ে সামনে আছে এক সাদা ঘোড়া, পেছনেই কালো রঙের তিনটি। (আথেনিয়ান মদ-মিশ্রণ বাটির খণ্ডাংশ, খ্রিস্টপূর্ব ৫৭০ সন)

এভাবেই ট্রোজানরা শহর জুড়ে বিলাপ করে গেল। অন্যদিকে গ্রিকরা ফিরে গেল হেলেস্‌পন্টে, তাদের জাহাজের কাছে, তারা যে যার মতো গেল যার যার জাহাজে। তবে মারমিডনবাহিনীর যোদ্ধাদের অ্যাকিলিস এভাবে আলাদা আলাদা হতে দিল না অনুমতি। সে তার যুদ্ধ-প্রিয় সহযোদ্ধাদের মাঝে বলল এই কথা : ৫

'দ্রুতগামী অশ্বদের মারমিডনেরা, আমার বিশ্বস্ত বন্ধুগণ, আমাদের একখুরের ঘোড়াদের এখনও রথের জোয়াল থেকে খোলার সময় আসেনি। চলো আমরা ঘোড়া ও রথ চালিয়ে প্যাট্রোক্লাসের কাছে যাই, তাকে নিয়ে শোক করি—মৃতের প্রাপ্য আছে ওই সম্মানটুকু। তারপর যখন আমাদের মন ভরে নির্দয় বিলাপ করা শেষ হবে, আমরা সব ঘোড়ার জোয়াল খুলে দেব, আর সবাই ১০ একসাথে সেরে নেব রাতের আহার।'

এ-ই বলল সে, আর তারা বিলাপ ধ্বনি তুলল উঁচুতে একসাথে মিলে, অ্যাকিলিস নেতৃত্বে তাদের। মৃতদেহ ঘিরে মোট তিনবার তারা চালাল তাদের অপরূপ-কেশরের ঘোড়া, হাহাকার তুলে তুলে; থেটিস তাদের মাঝে জাগাল কান্নার অভিলাষ। বালু ভিজে গেল মানুষের চোখের জলে, তাদের যুদ্ধসাজ ভিজল ১৫ অশ্রুধারায়—প্যাট্রোক্লাস ছিল [শত্রুকে] ছত্রভঙ্গ পিছু হটানোর অমনই বড় এক পরিকল্পনাকারী, তাই তাকে হারিয়ে তাদের এরকম শোক। তাদের মাঝে পেলিউসপুত্রই তার মানুষ-জবাই-দেওয়া হাত বন্ধুর বুকের ওপর রেখে শুরু করল বিরামহীন বিলাপের গান :

'বিদায়, ও প্যাট্রোক্লাস; তুমি আনন্দ করো হেডিসের মৃত্যুপুরীর মাঝে! এর আগে যা যা আমি শপথ করেছি তোমার কাছে,° তার সব দিচ্ছি পূরণ করে: ২০ হেক্টরকে আমি টেনে এনেছি এখানে, তাকে কাঁচা কুকুর দিয়ে খাওয়াব বলে; আর তোমার চিতার সামনে আমি গলা কাটব বারো মহতী ট্রোজান সন্তানের—তোমার মৃত্যুতে আমার ক্রোধের পরিমাণ এতখানিই বটে।'

এ-ই বলল সে আর দেবতুল্য হেক্টরের জন্য বুদ্ধি আটল লজ্জাকর সব ব্যবস্থার: মেনিশাসপুত্র [প্যাট্রোক্লাসের] শবাধারের পাশে তাকে ফেলে রাখল ২৫ উপুড় করে, ধুলোর মাঝে মুখ ও হাত-পা ছড়ানো তার। এরপর প্রত্যেক মারমিডন খুলে ফেলল যার যার ব্রোঞ্জের উজ্জ্বল বর্মসাজ, জোয়াল থেকে আলগা করল তাদের তীব্র-হ্রেষাধ্বনিতোলা ঘোড়াদের, আর নিজেরা বসল ইয়াকাসের দ্রুতপায়ের নাতির জাহাজের পাশে—দলে দলে, বিরাট সংখ্যায়।° অ্যাকিলিস

তাদের জন্য দিল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার এক বড় ভোজ, যাতে তাদের মন তৃপ্ত হয়ে
৩০ যায়: অনেক চকচকে ষাঁড় জবাইয়ের কালে আর্তনাদ করে উঠল লোহার ছুরির নীচে, অনেক ভেড়া আর ভ্যা ভ্যা ডাকা অনেক ছাগল, অনেক সাদা বড় দাঁত বের করা, চর্বিভরা শূকরের দল যাদের ঝলসানোর জন্য টান টান রাখা হলো হেফিস্‌টাসের আগুনের 'পরে। মৃত মানুষটির সবদিক জুড়ে এত রক্ত বইল যে যে কেউ তা তুলতে পারত কাপ কাপ ভরে।

৩৫ এবার গ্রিক নেতাগণ পেলিউসের দ্রুতপায়ের ছেলে যুবরাজ [অ্যাকিলিসকে] নিয়ে গেল দেবতুল্য আগামেমননের কাছে। তবে তাকে এ-কাজে রাজি করানো সহজ ছিল না মোটে, যেহেতু সে তখনও তার বন্ধুর [মৃত্যুর] কারণে হৃদয়ে খুব ক্রুদ্ধ হয়ে ছিল। যখন তারা দীর্ঘ পথ হেঁটে অবশেষে আগামেমননের কুটিরে পৌছাল, তারা সরাসরি স্বচ্ছ-কণ্ঠ রাজদূতদের আদেশ দিল আগুনে বড় কোনো
৪০ কড়াই চাপানোর, মনে আশা তারা পেলিউসপুত্রকে রাজি করাবে তার গায়ের থেকে জমাট বাধা রক্ত জলে ধুয়ে নিতে। কিন্তু সে স্পষ্ট, অবিচল এক না বলে দিল, এবং না-এর সাথে এক শপথও নিল এই বলে :

'বলছি জিউসের নামে, যে কিনা দেবতাদের মাঝে সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ দেবতা।
৪৫ বলছি যে আমি যতদিন প্যাট্রোক্লাসকে না শোয়াচ্ছি চিতার আগুনের 'পরে, তার জন্য না গড়ছি এক সমাধি-ঢিবি, সেইসাথে না কাটছি আমার চুল,° ততদিন আমার মাথায় কোনো পানি ছোঁয়ানো অনুচিত হবে। কারণ আমি জানি যতদিন আমি বেঁচে আছি জীবিতদের মাঝে, এই এত বড় শোক আর কখনো আসবে না আমার বুকে। যা হোক, আপাতত এখনকার মতো ঘৃণ্য ও জঘন্য খিদের কাছে হার মেনে খেয়ে নিই চলো। আর সকাল হলে আগামেমনন, মানুষের রাজা, তুমি
৫০ সবাইকে তাড়া দিয়ো কাঠ জোগাড়ের, আরও বোলো অন্য সবকিছু তৈরি করে নিতে—নীচের ঘনঘোর অন্ধকার প্রদেশে নেমে যাওয়া কোনো মৃত লোকের জন্য যেমনটা যথাযথ হয়, যাতে ক্লান্তিহীন আগুন দ্রুত তাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে পারে আমাদের দৃষ্টির থেকে, এবং মানুষেরা তার ফলে যেন আবার মন দিতে পারে যার যার কাজে।'

এ-ই বলল সে, তারা সব শুনল মন দিয়ে, করল তার কথামতো। তারা
৫৫ ঝটপট তাদের রাতের আহার তৈরিতে নেমে গেল, তারপর আলাদা আলাদা দলে আহার সেরে নিল—সবার জন্য এ সমান ভোজে কেউ নেই যার মন অতৃপ্ত থেকে গেল। এভাবে তারা যখন খাদ্য ও পানীয়ের বাসনা মিটিয়ে নিল, প্রত্যেকে তারা যার যার তাঁবুতে চলে গেল বিশ্রাম নিতে। কিন্তু পেলিউসপুত্র তার শরীর নামাল জোর-ধ্বনিপ্রতিধ্বনি তোলা সাগরের সৈকতের 'পরে, সে

মারমিডনবাহিনীর মাঝে শুয়ে আর্তচিৎকার দিল জোরে জোরে—বেলাভূমির গায়ে ৬০
ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে এমন এক খোলা জায়গা ছিল সেটা। এবার যখন তাকে
ঘিরে ধরল ঘুম, মধুর নিদ্রা চারপাশে ছড়িয়ে গিয়ে অবসন্ন করে দিল তার মনের
সব উদ্বেগ—তার চকচকে হাত পা সব আসলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল হেক্টরকে
হাওয়াতাড়িত ইলিয়ামের পথে ধাওয়া করে করে—তখন অসুখী প্যাট্রোক্লাসের ৬৫
আত্মা তার সন্নিকটে এল; দেখতে তা ছিল একদম তারই মতো, কী লম্বায়, কী
সুন্দর চোখের বিচারে আর কী গলার স্বরে। আর সেই সাথে তা দাঁড়াল
অ্যাকিলিসের মাথার ওপরে° এবং বলল তাকে এই কথা :

'ঘুমাচ্ছ তুমি অ্যাকিলিস, ভুলে গেছ আমার কথা। যখন আমি জীবিত, তখন
তুমি আমাকে অবহেলা করোনি, কিন্তু এখন আমি মৃত তাই অবহেলা করছ দেখি ৭০
খুব। আমাকে যত জলদি পারো মাটি দিয়ে দাও, পার হতে দাও হেডিসের
দরজাপথ ধরে। ওপাশের ছায়া ছায়া ওরা, মৃতদের ছায়াশরীরগুলি, আমাকে ঠেলে
রাখছে দূরে, এখনও দিচ্ছে না নদী° পার হয়ে ওদের সাথে যোগ দিতে। আর
আমি লক্ষ্যহীনভাবে এপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি প্রশস্ত দরজার হেডিসের প্রাসাদকে
ঘিরে।° তোমার হাত দাও, ওটা ভিক্ষা চেয়ে নিচ্ছি আমি। আর আমি কোনোদিন ৭৫
আসব না হেডিসের জগত থেকে ফিরে, একবার তুমি আগুনের যথাযথ আচার
আমার প্রতি সম্পন্ন করে নিলে পরে। জীবনে আর কোনোদিন আমরা আমাদের
অন্য সঙ্গীসাথী থেকে আলাদা হয়ে বসে, দুজনে নানা বুদ্ধি-শলাপরামর্শ করব না
একসাথে মিলে—কারণ আমার ওপরে জঘন্য মৃত্যুর অপচ্ছায়া হা করে এল, যে-
নিয়তি নিশ্চিত জন্ম থেকেই আমার জন্য ঠিক করে রাখা ছিল। আর তোমার
জন্যও [একই], দেবতুল্য অ্যাকিলিস, তোমার নিয়তিও নির্দিষ্ট করা আছে, তুমি ৮০
মারা যাবে ঐ সম্পদশালী ট্রোজানদের নগরদেওয়ালের নীচে।

'তোমাকে বলছি আরও একটা কথা, একটা অনুরোধ, যদি তুমি রাখো: আমার
হাড়গুলো মাটি দিয়ো না অ্যাকিলিস তোমার হাড়গোড় থেকে আলাদা কোনো
স্থানে। ওদের মাটি দিয়ো একসাথে, যেভাবে একসাথে আমরা বেড়ে উঠেছি
তোমার বাড়িতে। [মনে আছে] আমার পিতা মেনিশাস আমাকে ওপোইস থেকে ৮৫
শিশু বয়সে নিয়ে এসেছিল তোমার বাসায়, কারণ [আমার হাতে] এক লোকের
এক বিপর্যয়কর মৃত্যু ঘটে গিয়েছিল—ঐ সেদিন যেদিন আমি আমার শিশুতোষ
নির্বুদ্ধিতা থেকে মেরে ফেলেছিলাম আমফিদামাসের পুত্রটিকে, কোনো পরিকল্পনা
বা সংকল্প ছাড়াই, স্রেফ তার সাথে পাশা খেলার সময়ে রেগে গিয়ে।° তারপর
অশ্বচালক পেলিউস আমাকে অভ্যর্থনা জানাল তার ঘরে, আমাকে বড় করে তুলল
আদর স্নেহ যত্ন দিয়ে আর বানাল তোমার অনুচর। তাই আমি চাই যেন একটাই, ৯০
একই পাত্র—ঐ সোনালি রঙ, দু-হাতলের দীর্ঘ পাত্রখানি যা তোমাকে দিয়েছে
তোমার সম্মানীয় মাতা—আমাদের দুজনের হাড়, ছাই সংরক্ষণ করে।'°

তখন উত্তরে দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস বলল তাকে সম্ভাষণ রেখে :

'প্রিয় ভাই, তুমি এখানে আমার কাছে কেন এলে, আর কেন আমাকে
৯৫ তোমার এতোসব নির্দেশ দিতে হচ্ছে বলো? আমি নিশ্চিত পূর্ণ করব যা যা তুমি আমাকে বললে তার সবকিছু, যেভাবে বললে করব সেই মতো। কিন্তু আসো তুমি, আমার কাছে ঘেঁষে আসো, এই ক্ষণিকের জন্য অন্তত আসো আমরা আলিঙ্গন করি, মন ভরে আমাদের নিষ্ঠুর বিলাপ ও হাহাকার সেরে নিই।'

এ-ই বলল সে, এবং তার হাত বাড়িয়ে দিল প্যাট্রোক্লাসের দিকে, কিন্তু
১০০ তাকে সে ধরতে পারল না কোনোমতে। বাষ্পের মতো করে ঐ ছায়াশরীর নেমে গেল মাটির নীচে, ক্ষীণ এক দুর্বোধ্য আওয়াজ তুলে। তখন লাফ দিয়ে উঠল অ্যাকিলিস, সে বিস্ময়াভিভূত; তার হাত দুটো সে একসাথে বাড়ি মারতে লাগল জোরে, তার সব কথা ভরা থাকল গভীর বিষাদে :

'তাহলে আদতে সত্যই এটা। হেডিসের পুরীতে আসলেই সব আত্মা ও মৃতের ছায়াশরীরেরা আছে, তবে তাদের কোনো সত্যিকার সারবস্তু নেই। আজ
১০৫ সারা রাত ধরে অসুখী প্যাট্রোক্লাসের এক ছায়া দাঁড়িয়ে ছিল আমার 'পরে, কাঁদছিল, বিলাপ করছিল এবং আমাকে দিচ্ছিল প্রতিটা কাজের আলাদা আলাদা নির্দেশ, আর [ওটা] বিস্ময়কররকমের দেখতে তার মতোই লাগছিল।'

এ-ই বলল সে, আর সকলের মাঝে জাগাল কান্নার অভিলাষ। এবার যখন
১১০ উদিত হলো গোলাপি-আঙুলওয়ালা ভোর, তারা তখনও শোক করে যাচ্ছিল এই করুণ মৃতদেহ ঘিরে। তখন রাজা আগামেমনন সমস্ত কুটির থেকে পাঠালো মানুষ ও খচ্চর, কাঠ নিয়ে আসার কাজে; মেরাইয়োনিজকে সে রাখল এদের সবার দায়িত্বে, মেরাইয়োনিজ ছিল দয়ালু আইডোমেন্যুসের অনুচর। রওনা দিল তারা,
১১৫ তাদের হাতে কাঠ-কাটার কুঠার ও অনেক প্যাঁচানো দড়ি, আর খচ্চরেরা গেল তাদের পিছু পিছু। তারা গেল পাহাড়ি পথে—উপর দিকে, নীচ দিকে, পাশ ধরে, বাঁকা হয়ে, এবং শেষে এসে পৌঁছুল অনেক ঝরনার আইডা পর্বতের বাইরের-দিকে-বের-হওয়া পার্শ্বদেশের কাছে। দেরি না করে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল ধারাল-ধার ব্রোঞ্জ দিয়ে সুউচ্চ ওকগুলো কেটে ফেলার কাজে; সব গাছ ভেঙে পড়তে লাগল বিরাট আওয়াজ
১২০ তুলে। গ্রিকরা এরপর গাছের কাণ্ড টুকরো করে চিরে নিয়ে ওগুলো বাঁধল খচ্চরের পিঠে; খচ্চরের দল তাদের খুরে খুরে মাটিতে গভীর দাগ ফেলে পার হতে লাগল ঘন ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে, ব্যগ্র তারা সমতলে পৌঁছাবে বলে। যতজন কাঠুরে ছিল এই দলে, তারাও বয়ে নিচ্ছিল গাছের বড় বড় গুঁড়ি, ভদ্র-সজ্জন আইডোমেন্যুসের অনুচর মেরাইয়োনিজের তেমনই আদেশ ছিল। সৈকতে পৌঁছে তারা কাঠগুলো,
১২৫ মানুষের হাত থেকে হাতে ছুড়ে, নীচে রাখল সারি করে, যেখানে অ্যাকিলিস ঠিক করেছিল প্যাট্রোক্লাস ও তার নিজের জন্য বড় এক সমাধিস্তূপ বানিয়ে নেবে।

এ-জায়গার চারপাশে বিরাট পরিমাণে তারা গাদা করে রাখল কাঠ, তারপরে বসল, অপেক্ষা করতে লাগল সবাই একসাথে। তক্ষুনি অ্যাকিলিস যুদ্ধ-প্রিয় মারমিডনদের আদেশ দিল তাদের ব্রোঞ্জের বর্মসাজ গায়ে পরে নিতে, এবং বলল যেন প্রত্যেকে ঘোড়া জুড়ে নেয় যার যার রথে। তারা উঠলো, বর্মসাজ পরে ১৩০ নিল, তারপর চড়ে বসল রথে—যোদ্ধারা ও রথচালকেরা, একইভাবে। সামনের ভাগে থাকল রথারোহী যোদ্ধাগণ এবং তাদের পেছনে পদাতিক সেনাদের এক মেঘ, সংখ্যায় অগণন তারা; আর তাদের মাঝে প্যাট্রোক্লাসের সহসঙ্গীরা বয়ে আনল তাকে। কোনো পোশাকের মতো করে তারা মৃতদেহ পুরো ঢেকে দিল তাদের কাটা চুলে, চুলগুলো মৃতদেহের 'পরে গাদা করে রেখে। এদের ১৩৫ পেছনদিকে দেবতুল্য অ্যাকিলিস হাতে ধরে রাখল প্যাট্রোক্লাসের মাথা, কাঁদল সে শোক করে, কারণ তার এই মহান বন্ধুটিকে তাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছিল হেডিসের দেশে।

তারপর যখন তারা পৌঁছাল সে স্থানে যেটা অ্যাকিলিস তাদের জন্য রেখেছিল নির্দিষ্ট করে, তারা লাশ নামিয়ে রাখল নীচে, এরপর দ্রুত তার জন্য বানাল অনেক কাঠের এক উঁচু গাদা। তখন আরও একবার দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিসের মাথায় এক ভাবনা হাজির হলো: সে চিতার থেকে কিছুটা দূরে ১৪০ দাঁড়িয়ে কেটে ফেলল তার সুন্দর চুলের আরও একটা গোছা, যে চুল সে বড় করছিল বহুদিন ধরে, স্পারকিয়াস নদীকে একদিন উৎসর্গ করবে বলে। তার হৃদয়ে বিশাল ক্ষুব্ধতা নিয়ে বলল সে মদ-কালো সাগরের দিকে চোখ রেখে :

'স্পারকিয়াস, অহেতুক তোমার প্রতি প্রার্থনা রেখেছিল আমার পিতা। সে শপথ করেছিল আমি যেদিন আমার প্রিয় পিতৃভূমিতে ফিরব আমার ঘরে, আমি ১৪৫ এই চুল তোমার উদ্দেশে কেটে তোমাকে এক পবিত্র পশুবলি দেব—ওখানেই, তখুনি মোট পঞ্চাশটা খোজা-না-করা পুরুষ ভেড়া উৎসর্গ দেব তোমার স্রোতস্বিনীর পাশে, যেখানে আছে তোমার প্রাচীর ঘেরা অঙ্গন ও সুরভিত ধোঁয়া ভরা বেদী। এ-ই ছিল বৃদ্ধ লোকটির প্রার্থনা, কিন্তু তুমি তার ইচ্ছাকে পূরণ করোনি। অতএব, এখন, যেহেতু জানি যে আমি আর ফিরব না আমার প্রিয় ১৫০ পিতৃভূমির কাছে, আমি চাচ্ছি এই চুলগোছা তাই বীর প্যাট্রোক্লাসকেই দেব তার নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।'

এ-ই বলল সে, চুলের গোছা রাখল তার প্রিয় বন্ধুর দু-হাতে, এবং সবার মাঝে জাগিয়ে দিল কাঁদার বাসনাকে। আর আসলেও সেদিন সূর্যের আলো অস্ত যেত তাদের এই কাঁদাকাটির মাঝে, যদি অ্যাকিলিস দ্রুত না দাঁড়াত গিয়ে আগামেমননের পাশে আর বলত তাকে : ১৫৫

'অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন, গ্রিকরা অন্য কারো চেয়ে তোমার কথাই বেশি শোনে। ওরা নিঃসন্দেহে ওদের শোক করার কোটা পূরণ করে নেবে, কিন্তু

এখনকার মতো ওদের তুমি বলো চিতার কাছ থেকে চলে যেতে, বলো তাদের আহার তৈরি করে নিতে। আমরা যারা মৃতের সবচে কাছের ও সবচে প্রিয় আছি,
১৬০ তারা এখানকার সব কাজের দেখভালের দায়িত্ব নেব। তবে আমি চাই গ্রিক নেতারা থাকুক আমার সাথে।'

যখন আগামেমনন, মানুষের রাজা, শুনল অ্যাকিলিসের কথা, সে তৎক্ষণাৎ লোকদের যাওয়ার অনুমতি দিল তাদের সু-সমঞ্জস জাহাজের দিকে। কিন্তু মূল শোককারী যারা, তারা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল, গাদা করতে লাগল কাঠ এবং দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দু দিকে একশো ফুটের এক চিতা সাজিয়ে নিল। এবার চিতার
১৬৫ ওপরে, বুকে বিরাট মর্মপীড়া নিয়ে, তারা শোয়ালো মৃতদেহটিকে। চিতার সামনের দিকে তারা চামড়া ছাড়িয়ে নিল অনেক বলশালী ভেড়ার ও পা টেনে-চলা বাঁকা-শিং গবাদিপশুর, ওদের তৈরি করে নিল [উৎসর্গের কাজে]। উন্নত-হৃদয় অ্যাকিলিস এই পশুদের সবগুলির থেকে চর্বি জড়ো করে তাতে ঢেকে দিল মৃতের মাথা থেকে পা, আর চামড়া-ছাড়ানো পশুদেহ সব স্তূপ করল মৃতদেহের পাশে।
১৭০ এরপর চিতার ওপরে, শবাধারের গায়ে হেলান দিয়ে, সে রাখল মধু ও তেলের দু হাতলওয়ালা দীর্ঘ পাত্রগুলি। এবার এক জোর গোঙানির সাথে, তাৎক্ষণিক উন্মাদনা থেকে, সে চিতায় ছুড়ে দিল চার উঁচু-ধনুক গ্রীবার ঘোড়া। প্রভু প্যাট্রোক্লাসের মোট নয়টা কুকুর ছিল যারা খেত তার টেবিলের নীচে; এদের থেকে অ্যাকিলিস দুটো নিয়ে গলা কেটে দিল, ছুড়ে মারল চিতার ওপর দিকে।
১৭৫ তারপর ব্রোঞ্জের ঘায়ে সে উদ্ধতমনা ট্রোজানদের বারো বীর সন্তানকে জবাই দিল—অমনই নির্মম এক পরিকল্পনা সে নিয়ে রেখেছিল তার মনে।° এবার সে আগুনের ইস্পাত-কঠিন উন্মাদনা° বলগাহীন করে ছেড়ে দিল চিতা গিলে খেতে।° [এটা শেষ করে] সে এক হাহাকারমাখা ক্রন্দনধ্বনি তুলে ডাকল তার প্রিয় বন্ধুকে নাম ধরে :

'বিদায়, ও প্যাট্রোক্লাস, তুমি আনন্দে থাকো হেডিসের মৃত্যুপুরীতে গিয়ে!
১৮০ এর আগে যা যা আমি শপথ করেছি তোমার কাছে, এখন তার সবই পূরণ হয়ে গেল: এই যে এখানে আছে উদ্ধতমনা ট্রোজানদের বারো মহতী সন্তান, তাদের সবাইকে আগুন ভস্ম করে নেবে তোমার নিজের সাথে। আর প্রায়ামপুত্র হেক্টরের বিষয়ে বলি, তাকে আমি আগুনে দেব না, দেব কুকুরদের হাতে ছিন্নভিন্ন হতে।'

এ-ই বলল সে হুমকির সাথে। কিন্তু কুকুরের দল ব্যস্ত হলো না হেক্টরকে
১৮৫ নিয়ে, যেহেতু জিউসের মেয়ে আফ্রোদিতি তাদের দূরে ঠেলে রাখল রাত দিন ধরে, সে হেক্টরের দেহ লেপে দিল মৃত্যুহীন গোলাপের তেলে যেন অ্যাকিলিস তাকে মাটিতে হিঁচড়ে নিলে তার গায়ের চামড়া না ছড়ে, ছিন্ন না হয় কোনোমতে। সেইসাথে ফিবাস অ্যাপোলো উঁচু আসমান থেকে এক কালো মেঘ নীচে সমতলে

নিয়ে এল, মৃত হেক্টর যেখানে পড়ে আছে সে জায়গার সবটা ঢেকে দিল তা দিয়ে, যেন সূর্যের প্রখরতা দ্রুত তার মোটা পেশিতন্তু ও হাতপায়ের ত্বক বা ১৯০ মাংসকে কুঞ্চিত না করে ফেলে।°

ওদিকে দেখা গেল মৃত প্যাট্রোক্লাসের চিতায় আগুন ধরছে না কোনোভাবে। তখন দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিস আবার অন্য এক ভাবনা ভেবে নিল: সে চিতা থেকে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা রাখল দুই বায়ুপ্রবাহের প্রতি—উত্তরাবায়ু ও পশ্চিমাবায়ু,° তাদের কাছে সে প্রতিজ্ঞা রাখল নানা চমৎকার উৎসর্গ-উপহার ১৯৫ প্রদান করবে বলে। এক সোনালি পেয়ালা থেকে সে তাদের উদ্দেশে অনেক মদ ঢেলে তাদেরকে মিনতি জানাল এখানে আসার, যেন তাতে করে কাঠে দ্রুত আগুন ধরে, লাশগুলি যেন শীঘ্র আগুনে প্রজ্জ্বলিত হয়। তৎক্ষণাৎ [দেবী] আইরিসের কানে এই প্রার্থনা গেল, সে রওনা দিল বায়ুপ্রবাহদের কাছে এ খবর পৌঁছে দিতে। ওরা দুজন তখন ঝোড়ো পশ্চিমাবায়ুর বাসগৃহে ছিল একসাথে, রত ২০০ ছিল আনন্দের ভোজে। আইরিস দৌড়ে এল, দাঁড়াল পাথরের চৌকাঠের 'পরে। ওরা যখন দেখল আইরিস দাঁড়িয়ে ওদের চোখের সম্মুখে, সোজা ওরা লাফিয়ে উঠল পায়ের ওপরে, প্রত্যেকে আইরিসকে ভেতরে এসে ভোজে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাল, কিন্তু আইরিস বসতে রাজি না হয়ে তাদের বলল এই কথা :

'আমার জন্য কোনো চেয়ারের দরকার নেই। ওশেনাসের স্রোতস্বিনীর কাছে ২০৫ ফেরার পথে আছি আমি, ঐ ইথিয়োপিয়ানদের দেশে,° যেখানে তারা পবিত্র পশুবলি দিচ্ছে অবিনশ্বর দেবতাদের নামে। আমি যাচ্ছি সেইখানে যাতে আমিও ঐ পবিত্র ভোজের ভাগ পাই। কিন্তু অ্যাকিলিস প্রার্থনা রাখছে উত্তরাবায়ু ও গর্জনশীল পশ্চিমাবায়ুর প্রতি, তোমাদেরকে বলছে তার কাছে যেতে, তোমাদের কথা দিচ্ছে চমৎকার সব উৎসর্গ-উপহার দেবে, এই আশা নিয়ে যে তোমরা ২১০ দুজন চিতায় আগুন জ্বালাবে, যে-চিতায় শুয়ে আছে প্যাট্রোক্লাসের দেহ; সেই লোক যার জন্য সকল গ্রিক হাহাকার-আর্তনাদ করে যাচ্ছে জোরে।'

এ কথা বলে আইরিস যখন চলে গেল, দুই বায়ু জেগে উঠল মারাত্মক গর্জন করে, তারা মেঘদের সামনে তাড়িয়ে নিল এলোমেলো। দ্রুত তারা পৌঁছাল খোলা সাগরের কাছে, ঝাপটা দিল তাতে, তাদের তীক্ষ্ণ শো-শো দমকের নীচে ঢেউ জেগে উঠল ফুলেফেঁপে। তারা পৌঁছে গেল অনেক-উর্বরা ট্রয় দেশে, আর ২১৫ চিতার ওপর আছড়ে পড়ে ভয়ংকর শিখায় শিখায় প্রকাণ্ড গর্জে তুলল চিতার আগুন। সারা রাত তারা একসাথে চিতার অগ্নিশিখায় বাড়ি মেরে গেল তীক্ষ্ণ-কর্কশ দমক তুলে তুলে; আর সারা রাত দ্রুতচারী অ্যাকিলিস এক দু-হাতলের পেয়ালা ধরে সোনালি এক মিশ্রণ-বাটি থেকে মদ তুলে নিয়ে অসুখী

২২০ প্যাট্রোক্লাসের আত্মাকে নাম ধরে ডেকে মদ ঢালল মাটির 'পরে, ভিজিয়ে দিল পৃথিবীর মাটি। যেভাবে কোনো পিতা শোক করে তার সদ্য বিয়ে করা ছেলের নাম ধরে, আগুনে পোড়ায় তার হাড়, ছেলেটি মরে গিয়ে [দেখা যায়] বিশাল দুঃখ নিয়ে এসেছে তার নিঃস্ব-রিক্ত পিতামাতার বুকে—সেভাবে অ্যাকিলিস বন্ধুর
২২৫ হাড় পোড়াতে পোড়াতে শোক করে গেল অবিরাম আর্তনাদে, চিতার চারপাশে পা টেনে ঘুরে ঘুরে।

যে সময় ভোরের তারা পৃথিবীর মুখের ওপর আলো ফোটার আগমন ঘোষণা করতে জাগে, আর তার পেছনে আসে জাফরান-রঙ নেকাব পরা ভোর, এসে ছড়িয়ে যায় সাগরের 'পরে, অমন সময়ে এসে প্রজ্জ্বলন্ত চিতা শুরু করল নেভা,
২৩০ শিখাগুলি লোপ পেল। দুই বায়ু এবার থ্রেশান সাগর পাড়ি দিয়ে সাগরের জলে ঝড় তুলে, একে বিশাল স্ফীত করে, বাড়ির পথে রওনা দিল। তারপর পেলিউসপুত্র চিতার থেকে সরে অন্য একখানে গিয়ে শুলো ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে, মধুর নিদ্রা ঝাঁপিয়ে এল তার চোখে। কিন্তু অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন ও তার সাথের অন্য নেতারা একত্রে জড়ো হলো, অ্যাকিলিসের কাছে এল, তাদের আসার
২৩৫ কোলাহল ও শব্দ জাগিয়ে দিল তাকে। সে উঠে বসল সোজা হয়ে, তাদের বলল এই কথা:

'অ্যাট্রিউসপুত্র ও গ্রিকবাহিনীর অন্য সেরা যোদ্ধারা, তোমরা জ্বলজ্বলে মদ ঢেলে জ্বলন্ত চিতার যেটুকু জ্বলছে তা নেভাও আগে, আগুনের মত্ততা যতদূর গিয়েছে [সেই সীমানার] সবটুকু; তারপরে চলো আমরা মেনিশাসপুত্র প্যাট্রোক্লাসের সব হাড় একত্রে জড়ো করি, ওগুলো নিখুঁতভাবে অন্য হাড় থেকে
২৪০ আলাদা করে নিয়ে। সে কাজটা সহজই হবে জানি, কারণ প্যাট্রোক্লাস শুয়ে ছিল- চিতার মাঝখানে, আর বাকিরা পুড়ছিল তার থেকে বেশ দূরে শুয়ে—চিতার কিনারের দিকে গাদা করা ছিল ঘোড়া ও মানুষগুলো, একসাথে। তারপর চলো আমরা সব হাড় দু-স্তর চর্বিতে মুড়ে এক সোনালি ভস্মাধারে রাখি ততদিন অবধি, যতদিন না আমি নিজেও নিখোঁজ হচ্ছি হেডিসের মৃত্যুপ্রদেশে গিয়ে। আর
২৪৫ প্যাট্রোক্লাসের সমাধিস্তম্ভের কথা যদি বলি, আমার আদেশ থাকল তোমরা যেন কোনো বিরাট উঁচু স্তম্ভ গড়ার কষ্ট না করো, মোটামুটি আকারের একটা স্তম্ভ হলেই হবে। তবে পরে গ্রিকরা—তোমরা যারা এখানে আমি মারা যাওয়ার পরে থেকে যাবে তোমাদের অনেক-বেঞ্চির জাহাজের মাঝে—ঐ স্তম্ভ প্রশস্ত ও উঁচু করে নিতে পারো।'[৩]

এ-ই ছিল তার কথা; আর তারা করল যেমন দ্রুতপায়ের পেলিউসপুত্র
২৫০ আদেশ দিল। প্রথমে তারা জ্বলন্ত চিতা পুরো নেভাল জ্বলজ্বলে মদ ঢেলে, মানে

যতদূর অবধি শিখা তখনও জ্বলছিল; [এতে করে] ছাই তলিয়ে গেল অনেক নীচ দিকে। তখন কেঁদে কেঁদে তারা তাদের ভালোমানুষ সহযোদ্ধাটির হাড় জড়ো করতে লাগল একসাথে; সেগুলো দু-স্তর চর্বির এক আস্তরণে ঢেকে রেখে দিল এক সোনালি ভস্মাধারে, তারপর সেটা তার কুটিরে রেখে মুড়ে দিল নরম এক শণের কাপড় দিয়ে। এরপর তার সমাধিস্তম্ভ তৈরি করবে বলে তারা চিতার　২৫৫
চারপাশে বৃত্ত আঁকল একখানা এবং বৃত্ত ঘিরে ভিত্তি বানাল পাথর টুকরো রেখে; এর বাদে তারা দ্রুত মাটি এনে স্তূপ করল জায়গাটিতে। এভাবে সমাধিঢিবি বানানো হয়ে গেলে তারা উদ্যত হলো চলে যেতে। কিন্তু অ্যাকিলিস থামালো তাদের, বসালো এক বিরাট জমায়েতে, আর তার জাহাজবহর থেকে নানা পুরস্কার আনিয়ে নিল : বড় কড়াই, তেপায়া, ঘোড়া, খচ্চর ও শক্তিশালী ষাঁড়,　২৬০
সেই সাথে সুন্দর কাঁচুলি জড়ানো নারী ও ছাই-রঙ লোহা।

প্রথমে দ্রুতছোটা ঘোড়সওয়ার যারা তাদের সামনে সে রাখল চমৎকার কিছু পুরস্কার: এক নিখুঁত-নিদাগ মেয়ে যে হাতের কাজে দক্ষ বড়, এবং দু-হাতলের এক তেপায়া, বাইশ মাপ পরিমাণে গভীরতা যার—এ দুটো যে ঘোড়দৌড়ে প্রথম হবে তার জন্য রাখা। দ্বিতীয় বিজয়ীর জন্য সে রাখল ছয় বছুরে এক মাদি ঘোড়া,　২৬৫
তখনও বশে আনা হয়নি তাকে, আর তার গর্ভে এক খচ্চর-শাবক। তৃতীয় বিজয়ীর জন্য সে আলাদা করে নিল বড় মাপের কড়াই একখানা, যা তখনও আগুনে হয়নি ছোঁয়া, খুব সুন্দর সেটা, মোট চার মাপ পরিমাণ ধরে তাতে এবং তখনও তা নতুনের মতো ঝকঝকে। চতুর্থজনের জন্য সে রাখল দু ট্যালেন্ট সোনা, আর পঞ্চম স্থানের জন্য দু হাতলের দীর্ঘ পাত্র এক, যা তখনও আগুনে　২৭০
ছোঁয়ানো হয়নি কোনোদিন। এবার সোজা দাঁড়াল অ্যাকিলিস, গ্রিকদের উদ্দেশে বলল এই কথা :

'অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন ও হাঁটু বর্মে-ঢাকা অন্য গ্রিকগণ, এ পুরস্কারগুলো আজকের খেলায় রথচালনা প্রতিযোগিতার জন্য রাখা হলো। এখন আমরা গ্রিকরা যদি প্রতিযোগিতায় নামতাম অন্য কোনো লোকের সম্মানে, তাহলে আমি নিজে প্রথম পুরস্কারটি জিতে নিতাম নিশ্চিত, নিয়ে চলে যেতাম　২৭৫
আমার তাঁবুতে, কারণ তোমরা জানো আমার ঘোড়াগুলো অন্য ঘোড়াদের থেকে শক্তি ও ক্ষিপ্রতায় কতো বেশি ভালো, যেহেতু অমর ঘোড়া ওরা; পসাইডন ওদের দিয়েছিল আমার পিতা পেলিউসের হাতে, যে পরে আমাকে দিয়ে দেয় ও দুটো।° কিন্তু আমি ও আমার একখুরের ঘোড়ারা এখানেই থেকে যাব—আহা অতখানিই বীর ও মহিমান্বিত এক রথচালক হারিয়েছে তারা। সে ছিল কী যে　২৮০
দয়ালুমন এক লোক; প্রায়ই সে ওদের কেশরে—আগে স্বচ্ছ-উজ্জ্বল জলে ওদের

গোসল করিয়ে নিয়ে—ঢেলে দিত মসৃণ জলপাইয়ের তেল। অতএব ওখানে দাঁড়িয়ে ওরা দুটোই শোক করে যাচ্ছে প্যাট্রোক্লাসের নামে; শোকাকুল বুকে রয়েছে দাঁড়িয়ে আর ওদের কেশর ঝুঁকে নেমে গেছে মাটির কাছে। তবে তোমরা
২৮৫ অন্যরা যারা আছো, বাহিনী জুড়ে সকলে নিজেদের জাগ্রত করে নাও, অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যে-গ্রিকেরই আস্থা আছে তার ঘোড়াদের ও তার ঘনবদ্ধ জোড়-দেওয়া রথের ওপরে।'

এই বলল পেলিউসের ছেলে, আর রথচালকেরা দ্রুত সমবেত হলো। সবার প্রথম দু-পায়ে উঠে দাঁড়াল ইয়ুমিলাস, মানুষের রাজা, সে অ্যাড্‌মিটাসের
২৯০ প্রিয় ছেলে, অশ্বচালনানৈপুণ্যে মহাদক্ষ এক লোক। তার পরে উঠল টাইডিয়ুস্‌পুত্র বলশালী ডায়োমিডিজ,° সে তার জোয়ালের নীচে চাপালো ট্রস প্রজাতির ঘোড়াদের যাদের সে কিছুদিন আগে কেড়ে নিয়েছিল ঈনিয়াসের থেকে, যদিও অ্যাপোলো এসে তাদের প্রভু [ঈনিয়াসকে] রক্ষা করেছিল।° ডায়োমিডিজের পরে উঠলো অ্যাট্রিউসপুত্র পীতকেশ মেনেলাস, সে জিউস বংশজাত, জোয়ালে লাগাল
২৯৫ সে তার দ্রুতগামী ঘোড়া—আগামেমননের মাদি ঘোড়া ঈথি ও তার নিজের ঘোড়া, পোদারগাস নাম।° একেপোলাস, অ্যাঙ্কাইসিসের পুত্র, ঈথিকে তুলে দিয়েছিল আগামেমননের হাতে, হাওয়াতাড়িত ইলিয়ামে তার সাথে অভিযানে যাওয়া এড়ানোর মূল্যরূপে, যেন সে থেকে যেতে পারে বাড়িতেই, বাস করতে পারে স্বচ্ছন্দে নিরাপদে। একেপোলাসকে জিউস দিয়েছে প্রচুর সম্পদ, তার
৩০০ বাস প্রশস্ত সিসিওনে, আর এই তার সেই মাদি ঘোড়া, রেসে নামতে অধৈর্য এখন; মেনেলাস সেটা চড়ালো জোয়ালের নীচে। অপরূপ-কেশরের ঘোড়ার সাজ পরানো চতুর্থ লোক ছিল অ্যান্টিলোকাস, নেস্টরের অতুল্য এক ছেলে, নেস্টর উন্নতমনা এক রাজা, নিজে নিলিউসের ছেলে; তার রথচালানো দ্রুতপায়ের ঘোড়াদের বড় করা হয়েছে পাইলোসে। তার পিতা [নেস্টর] দাঁড়াল তার কাছে,
৩০৫ তাকে কিছু উপদেশ দিল তার ভালোর জন্যই—যদিও অ্যান্টিলোকাস নিজে অশ্বচালনার জ্ঞান কম রাখত না কোনোমতে, [নেস্টর বলল]:°

'অ্যান্টিলোকাস, বয়সে এখনও তরুণ তুমি, আর জিউস ও পসাইডন° তোমার পক্ষে আছে, রথচালনা বিদ্যার অনেক কলাকৌশলই তোমাকে শিখিয়েছে তারা, সুতরাং তোমাকে কিছু শেখানোর এমন কোনো বড় প্রয়োজন নেই। তুমি ভালোমতো জানো কী করে চাকা ঘুরিয়ে নিতে হয় রেসে ঘুরবার-খুঁটি বেড় দিয়ে।
৩১০ তবে তোমার ঘোড়াগুলি দৌড়ে ধীরুজ বড়, তাই আমার ভয় তোমার কপালে হয়তো ভালো কিছু নেই। এই যে অন্যদের ঘোড়া, তারা তোমারগুলোর চেয়ে বেশি দ্রুতগামী, তবে তাদের চালকেরা তোমার চেয়ে ফন্দি-কৌশল আঁটায় কম দক্ষতা রাখে। অতএব আসো, প্রিয়পুত্র আমার, তোমার যত কৌশল আছে সব মনে এঁটে নাও, যাতে করে ওসবে অবহেলা করে তুমি না হারাও পুরস্কার জেতা।

কাঠুরে কিন্তু তার ধূর্ততা থেকেই ভালো কাঠ কাটে, বিচারবুদ্ধিহীন পেশির জোরে ৩১৫
নয়; তেমনই ধূর্ততাই বড় কথা হয় যখন জাহাজের কাণ্ডারি তার দ্রুতগামী
জাহাজ—ঝড়ের মুখে দোল খাওয়া সত্ত্বেও—সামলে সোজা চালিয়ে যায় মদ-
কালো সাগরের বুকে। অতএব ধূর্ততা দিয়েই এক রথচালক পারে অন্য
রথচালকদের পেছনে ফেলে দিতে। আবার দেখা যায় অন্য একজন, তার
ঘোড়াদের ও রথের ওপর [অতিরিক্ত] আত্মবিশ্বাস থেকে, অসাবধান হয়ে পড়ে,
চাকা ঘোরায় একবার এপাশে তো আরেকবার ওপাশে, ফলে তার ঘোড়া রেসের ৩২০
পথ ধরে লক্ষ্যহীনের মতো বেড়ায় ঘুরে, সে ব্যর্থ হয় ওদের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু যে
রথচালক চালাক-চতুর—হতে পারে তার ঘোড়াগুলো অত ভালো নয়—সে কিন্তু
সোজা চোখ রাখে খুঁটিটার দিকে আর ওটার একদম গা ঘেঁষে ঘোরায় তার রথ,
এবং সে জানে কী করে তার ষাঁড়ের-চামের লাগাম দিয়ে ঘোড়াদের কতখানি
বাগে রাখতে হবে, কীভাবে লাগামগুলো সবসময় হাতে রাখতে হবে এবং রেসে ৩২৫
তার সামনের লোকের দিকে কীভাবে নজর রাখা লাগে।

'এবার আমি তোমাকে বলব এক স্পষ্ট নিশানার কথা, যা তোমার চোখ
এড়ানো সম্ভব নয়। ওখানে, মাটি থেকে এক ফ্যাদম ওপরে, আছে এক মরা-
গাছের মুড়ো, হতে পারে ওকের বা হতে পারে পাইনের সেটা। ওই মুড়ো বৃষ্টিতে
পচেনি আজও, আর ওর গা ধরে প্রতিপাশে একটা করে মোট দুটো সাদা পাথর
আছে; রেসের পথ ওখানটায় এসে গিয়েছে সরু হয়ে, তবে ওর দু পাশ ধরেই রথ ৩৩০
চালাবার ভালো পথ আছে। সম্ভবত ওটা বহুদিন আগে মৃত কোনো লোকের
স্মৃতিস্তম্ভ হবে, কিংবা আগের দিনের মানুষেরা ওটা পুঁতেছিল ঘোড়দৌড়ে ঘোরার-
খুঁটি করে; আর এখন দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস ওটাকেই রেসে আধাপথে ঘোরার-
খুঁটি বানিয়েছে। তুমি যখন তোমার রথ ও ঘোড়া চালিয়ে নেবে, তখন তুমি এই
খুঁটির গা ঘেঁষে থেকো, আর তোমার সুন্দর-নকশা করা রথে দাঁড়িয়ে নিজে একটু ৩৩৫
বাঁয়ে ঝুঁকে যেয়ো; তখন তোমার ডান হাতের ঘোড়াকে জোরে চিৎকার করে ডেকে,
চাবুকে তাড়িয়ে নিয়ে তোমার হাতে ধরা ওর লাগাম ঢিলে করে দিয়ো। ওসময়
দেখো বাঁ দিকের ঘোড়া যেন ঐ ঘুরবার-খুঁটির একদম কাছে ঘেঁষে ছোটে, যেন
তোমার মজবুত চাকার কেন্দ্র প্রায় খুঁটির গায়ে আঁচড় দিয়ে যায়; তবে খেয়াল
রেখো পাথরে চাকা যেন না লাগে, নতুবা ঘোড়াদের বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, ৩৪০
রথ পুরো ভেঙেচুরে যেতে পারে। যদি এমন হয়, দেখা যাবে বাকিরা খুব খুশি হবে
আর তোমার নিজের জন্য লজ্জা ছাড়া থাকবে না অন্য কিছু।

'অতএব, প্রিয় পুত্র আমার, মাথায় বুদ্ধি রেখো, সাবধান-সতর্ক থেকো।
মনে রেখো যদি ঐ ঘোরার-খুঁটি ধরে তুমি নিজের পথে থেকে অন্যদের একবার
টপকে যেতে পারো, তখন আর কেউ তোমাকে ধরতে পারবে না পরে যত
জোরেই সে ধেয়ে আসুক না কেন, পারবে না তোমাকে পেরিয়ে যেতে; এমনকি ৩৪৫

সে যদি আদ্রাসটাসের দ্রুতগামী ঘোড়া ঐশ্বরিক অ্যারাইয়নকে চালিয়ে ধেয়ে আসে তবু, যদিও ঐ ঘোড়া দেবতা-বংশীয়; কিংবা যদি আসে লাওমিডনের ঘোড়াদের নিয়ে তবু, হোক না ট্রয়ের সবচে সেরা জাতের ঘোড়া ওরা।'

এই কথা বলে নিলিউসপুত্র নেস্টর ফের তার জায়গায় বসে গেল, তার ৩৫০ পুত্রকে রেসের প্রতিটি বিষয়ে যাবতীয় বুদ্ধি-পরামর্শ দেওয়া শেষ করে।

সুন্দর-কেশরের ঘোড়া রেসের কাজে সাজিয়ে নিতে মেরাইয়োনিজ ছিল পঞ্চম লোক। এরপর তারা সবাই চড়ে বসল তাদের রথে, আর তাদের ভাগ্য লটারিতে ছুড়ে দিল [এক শিরস্ত্রাণের মাঝে]। অ্যাকিলিস ঝাঁকাল সেটা, দেখা গেল নেস্টরপুত্র অ্যান্টিলোকাসের ভাগ্য উঠেছে প্রথমে; তার পরে দ্বিতীয় লেনে ৩৫৫ আছে প্রভু ইয়ুমিলাস; তার পরে আছে অ্যাট্রিউসপুত্র মেনেলাস, যার বল্লমে মহাখ্যাতি; এদের পরেই মেরাইয়োনিজ আছে। সবশেষে টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজের—এদের মাঝে রথচালনায় সে-ই ছিল সবচেয়ে ভালো—ভাগ্যে উঠল শেষ লেনে রথচালনা করা। তারা দাঁড়িয়ে গেল এক সারি বেঁধে; অ্যাকিলিস তাদের দেখাল দূরে সুষম সমতলে ঘুরে-আসবার খুঁটি। এছাড়া সে দেবতা সমতুল্য ৩৬০ ফিনিক্সকে° রাখল আম্পায়ার করে; ফিনিক্স, তার পিতার অনুচর, তার কাজ দৌড় পর্যবেক্ষণ ও অ্যাকিলিসের কাছে [ঘোড়দৌড়ের] সত্য বিবরণ পেশ করা।

এবার তারা প্রত্যেকে ঠিক একই সময়ে চাবুক মারল যার যার ঘোড়ার গায়ে। তারা বলগা দিয়ে মারল তাদের, আর চিৎকার করে ছোটার আদেশ দিল। ঘোড়াগুলি দ্রুত সমতল ধরে ছুটল পূর্ণ গতি নিয়ে, জাহাজবহর বহু পেছন দিকে ৩৬৫ ফেলে। তাদের বুকের নীচে উঠল ধুলোর ঝড়, শূন্যে ঝুলে থাকল ধুলো কোনো মেঘ কিংবা ঘূর্ণিবায়ু হয়ে, তাদের কেশর হাওয়ার দমকে দমকে স্রোতের মতো বয়ে গেল পেছনের দিকে। এই দেখা গেল রথগুলি ছুটছে মহাপুষ্টিদায়ী মাটি ঘেঁষে আর এই আবার সেগুলি উঁচুতে আকাশে যাচ্ছে উড়ে। ঘোড়াদের চালকেরা ৩৭০ দাঁড়িয়ে থাকল তাদের রথের ওপরে, প্রত্যেকের হৃদপিণ্ড জোরে ধকধক করছিল বিজয়ের অভিলাষ থেকে, আর তারা প্রত্যেকেই—যখন ঘোড়া সমতল ধরে উড়ে চলেছে ধুলিঝড়ের মাঝে—যার যার ঘোড়াকে ডেকে চলছিল নাম ধরে।

যখন ক্ষিপ্রগতি ঘোড়াগুলি অবশেষে দৌড়ের সেই পাকে আছে, ফেরত চলে যাচ্ছে ছাইরঙা সাগরের দিকে, কেবল তখনই ওদের প্রাণপণ ছুটে যাওয়া দেখে ৩৭৫ বোঝা গেল কোন্ রথচালক আসলে সত্যিকার কতো শক্তি রাখে। দেখা গেল ফিরিজের নাতি ইউমিলাসের দ্রুতপায়ের মাদি ঘোড়াগুলি তৎক্ষণাৎ [দৌড়ের] অগ্রভাগে চলে এল; তাদের পরেই ছিল ডায়োমিডিজের স্ট্যালিয়নগুলি, তারা ট্রয় জাতের ঘোড়া। তারা যে অনেক পেছনে ছিল তা নয়, বরং [ইউমিলাসের]

একেবারে কাছাকাছিই ছিল তারা, দেখে মনে হচ্ছিল ইউমিলাসের রথের ওপরে তারা লাফিয়ে উঠবে এই বুঝি। নিরন্তর ইউমিলাসের পিঠে ও প্রশস্ত কাঁধে তাদের　৩৮০
উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ছিল, কারণ তাদের এ ওড়ার সময় তারা মাথা একটানা ঝুঁকিয়ে রেখেছিল ইউমিলাসের [পিঠের] 'পরে। আর টাইডিয়ুসপুত্র [ডায়োমিডিজ] আসলে ইউমিলাসকে পার হয়েই যেত, কিংবা নিদেনপক্ষে কে প্রথম হলো তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিত—কিন্তু [ওরকম এক সময়ে] ফিবাস অ্যাপোলো এসে ডায়োমিডিজের প্রতি ক্রোধ থেকে তার হাতের চকচকে ঘোড়ার চাবুক গুঁতো মেরে ফেলে দিল। তখন ডায়োমিডিজের দু-চোখ থেকে রাগ-দুঃখের অশ্রু বয়ে　৩৮৫
গেল। সে দেখতে পাচ্ছিল ইউমিলাসের ঘোড়াগুলি সামনে চলে যাচ্ছে দূরে, আরও দূরে আর অন্যদিকে তার নিজের দুটি—যেহেতু তারা দৌড়াচ্ছিল চাবুক-বিহীন—গতিরহিত হয়ে দৌড় থামিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু টাইডিয়ুসপুত্রকে অ্যাপোলোর এভাবে ঠকানোটা অ্যাথিনার চোখ এড়াল না। সে তখনই দ্রুত ছুটে গেল বাহিনীর এই রাখালের দিকে এবং তার হাতে ফের তুলে দিল চাবুকখানি, সেইসাথে শক্তি দিয়ে দিল তার ঘোড়াদের　৩৯০
বুকে। তারপর অ্যাথিনা ক্রোধে ধেয়ে গেল অ্যাডমিটাসের পুত্র ইউমিলাসের দিকে, দেবী হিসেবে তার ক্ষমতার ব্যবহার করে তার ঘোড়াদের জোয়াল ভেঙে টুকরো করে দিল। ঘোড়াগুলি তখন রেসের পথের একবার এদিক, আরেকবার ওদিক যেতে লাগল ছুটে; রথের দণ্ড গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল, ইউমিলাস নিজেও ছিটকে পড়ল রথ থেকে, চাকার পাশের দিকটাতে। তার কনুই, মুখ,　৩৯৫
নাকের চামড়া ছিলে উঠে গেল, ভুরুর ওপরে কপাল ক্ষতবিক্ষত হলো। তার দু-চোখ এবার অশ্রুতে ভরে এল, সেইসাথে তার সজীব কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। সেসময় টাইডিয়ুসপুত্র [ডায়োমিডিজ] তার একখুরের ঘোড়াদের নিয়ে এ দুর্ঘটনাস্থল পাশ কাটিয়ে চলে গেল; সে অন্য সবাইকে অনেক পেছনে ফেলে ঘোড়া তীরবেগে চালিয়ে নিয়ে চলল সামনের দিকে। [নিঃসন্দেহে] অ্যাথিনা তার ঘোড়াদের মাঝে বিশেষ কোনো শক্তি দিয়েছিল আর তার জন্য বিজয়গৌরব　৪০০
বরাদ্দ রেখেছিল।

ডায়োমিডিজের পেছনে এল অ্যাট্রিউসপুত্র, পলিতকেশ মেনেলাস। তার পেছনে অ্যান্টিলোকাস, যে তার পিতার ঘোড়াদের বলল ডাক দিয়ে:

'ধেয়ে যাও, হে দুই ঘোড়া! তোমাদের সর্বোচ্চ গতি যা আছে, প্রাণপণে সেই গতিতে চলো। আমি তোমাদের বলছি না যুদ্ধংদেহী টাইডিয়ুসপুত্রের ঐ ঘোড়াদের সাথে পাল্লা দিতে হবে, কারণ অ্যাথিনা নিজে ওদের দিয়েছে ক্ষিপ্রতা　৪০৫
ও গতি, আর ওদের রথচালকের জন্য সে বরাদ্দ রেখেছে বিজয়ের মহিমা ও যশ। [আমার চাওয়া] তোমরা দ্রুত ছুটে অ্যাট্রিউসপুত্র মেনেলাসের দুটোকে টপকে চলে যাও, দ্যাখো যেন কোনোভাবে ওদের পেছনে না থাকো—জলদি,

নয়তো বা ঈথি দেখা যাবে তোমাদের লজ্জায় ফেলে দিয়েছে খুব, বিশেষ করে সে যেহেতু মাদিঘোড়া! কেন তোমরা পেছনে পড়ে যাচ্ছ এইভাবে, ও আমার
৪১০ চ্যাম্পিয়ন দুই ঘোড়া? তোমাদের সাফ সাফ বলে রাখছি আমি, এবং জেনো আমি যা বলছি তা-ই হবে: তোমরা দুজন আর বাহিনীর রাখাল নেস্টরের আদর-যত্ন পাবে না কোনোদিন, বরং কোনো বিলম্ব না করে সে তোমাদের ধারাল ব্রোঞ্জে জবাই দেবে যদি তোমাদের ঢিলেমির হেতু আমাদের ভাগ্যে আজ নীচের দিকের কোনো পুরস্কার জোটে। অতএব, ছোটো, ওদের পেছনে ছোটো
৪১৫ যত জোরে পারো! আর আমি নিজে বুদ্ধি-পরিকল্পনা এঁটে নিচ্ছি কীভাবে ওদের ফাঁক গলে সামনে চলে যাব কোনো সরু জায়গা এলে। ওই সুযোগ হাতছাড়া করব না আমি।'

এ-ই বলল অ্যান্টিলোকাস, আর তারা তাদের প্রভুর তিরস্কারে ভয়ে ত্রাসিত হয়ে কিছুক্ষণ দৌড়াল খুব জোরে; এরপরে অ্যান্টিলোকাস—যুদ্ধে অবিচল এক লোক—নিজে এক জায়গা খুঁজে পেল, যেখানে রেসের পথ এসেছে সরু ও বেঁকে
৪২০ কোটরের মতো হয়ে। ওখানে দৌড়ের পথে দেখা গেল আছে এক জল নিষ্কাশন নালি, শীতকালে বৃষ্টি জমে জমে ঐ পথের একটা অংশ একেবারে ভেঙে গেছে, পুরো জায়গাটা একদম ডেবে বসে গেছে। মেনেলাস ও পথ ধরেই এগিয়ে এল, তার মনে আশা অন্য কারও রথের চাকা এখানে পাশাপাশি ছুটতে আসবে না কোনোদিন। কিন্তু অ্যান্টিলোকাস তার একখুরের ঘোড়াগুলো একপাশে সরিয়ে নিয়ে রেস-পথের পুরো বাইরে চলে গেল, এবং ওভাবেই, একপাশে একটু ঝুঁকে
৪২৫ সে চলতে লাগল মেনেলাসের ঠিক পিছু পিছু। অ্যাট্রিউসপুত্র [মেনেলাস] আশঙ্কিত হলো, সে চিৎকার করে বলল অ্যান্টিলোকাসের প্রতি :

'অ্যান্টিলোকাস, তুমি তো ঘোড়া চালাচ্ছ পাগলের মতো করে! আহা, এখনই ওদের লাগাম টেনে ধরো! পথ এখানে অনেক সরু, কিন্তু একটু বাদে তা চওড়া হয়ে যাবে, তখন পেরোতে পারবে তুমি। এখন [এভাবে এগিয়ে] ভেঙেচুরে আমার রথের ওপর এসে পড়ো না যেন, আমাদের দুজনেরই দিয়ো না সর্বনাশ করে।'

এ-ই বলল সে, কিন্তু অ্যান্টিলোকাস রথ চালাতে লাগল আরও কঠিনভাবে।
৪৩০ সে তার চাবুক মেরে তাড়াতে লাগল তার দুই ঘোড়া, ভাবটা এমন যেন সে শুনতে পায়নি মেনেলাসের কোনো কথা। কোনো তরুণ [ক্রীড়াবিদ] তার নিজের শক্তি যাচাই করে নিতে কোনো লোহার চাকতি কাঁধে দোল খাইয়ে যতদূর অবধি ছুড়ে মারতে পারে, ততখানি দূরত্ব তারা একসাথে গেল। কিন্তু তারপর অ্যাট্রিউসপুত্রের দুই ঘোড়ী পিছিয়ে পড়ে গেল, কারণ সে নিজে ইচ্ছে করে বন্ধ
৪৩৫ করল ওদের তাড়া দেওয়া, যেহেতু তার ভয় এই বুঝি একখুরের সব ঘোড়া রেসের পথে একসাথে ধাক্কা খাবে, উল্টে দেবে সুন্দর-নকশা-বোনা রথের

কাঠামোকে, এবং সেইসাথে তারা [সে ও অ্যান্টিলোকাস] তাদের বিজয় অর্জনের এই তড়িঘড়ি থেকে সোজা গিয়ে লুটাবে ধুলোয় পড়ে। এরপরে পীতকেশ মেনেলাস গালি ঝাড়ল অ্যান্টিলোকাসের দিকে এই বলে :

'অ্যান্টিলোকাস, তোমার চেয়ে ধ্বংসাত্মক নশ্বর মানুষ নেই আর কোনো। চুলোয় যাও তুমি! আমরা গ্রিকরা ভেবে ভুল করেছিলাম যে তোমার মাথায় কাণ্ডজ্ঞান সব ঠিক আছে। অবশ্য তারপরও শপথ করে না বলা পর্যন্ত পুরস্কার জিতছো না তুমি।'[৩] ৪৪০

এ-ই বলল মেনেলাস এবং ডাক দিল তার ঘোড়াদের দিকে, এই কথা বলে;

'পিছিয়ে পড়ো না তোমরা দুজন! দাঁড়িয়ে পড়ো না মনে দুঃখ নিয়ে! ওই [সামনের] দু ঘোড়ার পা ও হাঁটু তোমাদের আগেই ক্লান্ত হয়ে যাবে। ওই জোড়ার দুটোই এখন আর তরুণ নেই আগের মতো।' ৪৪৫

এ-ই বলল মেনেলাস আর তার ঘোড়া দুটো তাদের প্রভুর ভর্ৎসনা শোনার ভয় থেকে দৌড়াতে লাগল আগের চেয়ে দ্রুত, আর শীঘ্রই তারা অন্যদের কাছাকাছি চলে এল।

এ-সময়ে গ্রিকরা জমায়েতের জায়গাতে বসে তাকিয়ে দেখছিল এই ঘোড়দৌড়, দেখছিল ঘোড়াগুলো সমতল ধরে উড়ে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে নিয়ে। তাদের প্রথম চিনল আইডোমেন্যুস, ক্রিটান বাহিনীর নেতা, যেহেতু সে বসে ছিল ভিড়ের বাইরে গিয়ে অন্য সবার চেয়ে এক উঁচু জায়গাতে, যেখান থেকে দেখা যায় সবকিছু। যখন সে শুনল এক রথচালক, যদিও বেশ দূরে, তার ঘোড়াদের তাড়না দিচ্ছে চিৎকার করে, সে বুঝে গেল কে এই লোক, এমনকি চিনে ফেলল একদম সামনের ওই ঘোড়াটিকে; মোটের ওপরে ওটা পুরোই বাদামি রঙ ছিল, শুধু কপালের কাছে চাঁদের মতো গোল সাদা এক উজ্জ্বল দাগ ছাড়া। আইডোমেন্যুস উঠে দাঁড়াল, গ্রিকদের মাঝে বলল এই কথা : ৪৫০ ৪৫৫

'বন্ধুরা আমার, গ্রিকদের নেতা ও শাসকেরা, শুধু কি আমিই দেখতে পাচ্ছি ঘোড়াদের, নাকি পারছ তোমরাও? আমার তো মনে হচ্ছে অন্য সবগুলোর সামনে এখন যে দুই ঘোড়া, ওরা আর আগেরগুলো নেই, নতুন এক রথচালকই ফুটে উঠছে আমার চোখের সম্মুখে এসে। এতক্ষণ অবধি যে দুই ঘোড়ী জিতে চলছিল, তারা নিশ্চয় হোঁচট খেয়েছে ঐ সমতলের কোনো একখানে। আমি ওদের দেখেছিলাম ঘুরবার-খুঁটি বেড় দিয়ে প্রথম ঘুরে যাচ্ছিল, কিন্তু এখন আর ওদের কোথাও দেখছি না, যদিও আমার দু-চোখ ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে ট্রোজান সমতলের সবখান জুড়ে। সম্ভবত ওদের চালকের হাত থেকে লাগাম পিছলে পড়ে গেছে, আর সে খুঁটির চারপাশে ঘুরতে গিয়ে বিচ্যুত হয়েছে তার পথ থেকে, ওই ঘোরার কাজে ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমার ধারণা, এর পরে সে ছিটকে রথ থেকে মাটিতে ৪৬০ ৪৬৫

পড়ে গেছে, ভেঙেচুরে ফেলেছে তার রথ, এবং তার দুই ঘোড়ী মনের জংলী এক আতঙ্কের থেকে নিশ্চিত সরে গেছে রেসের-পথ থেকে। যাক, তোমরা আসো, দাঁড়াও, নিজেরাই দ্যাখো [কী ঘটছে রেসের মাঠে]। আমি তাকে ভালোমতো
৪৭০ চিনতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে এই সামনের জন জন্মপরিচয়ের দিক থেকে ঈটোলিয়ান কেউ হবে, যে কিনা শাসক গ্রিকদের, অর্থাৎ ঘোড়া-পোষ-মানানো টাইডিয়ুসপুত্রের কথা বলছি আমি, শক্তিমান ডায়োমিডিজের কথা।'

তখন দ্রুতছোটা অ্যাজাক্স, ওয়িলিয়ুসের ছেলে, আইডোমেন্যুসকে ভালোই লজ্জা দিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বলল এই কথা :

'আইডোমেন্যুস, কেন তুমি সবসময় এরকম হামবড়া কথা বলো? ঐ চার
৪৭৫ পা তুলে বিস্তৃত সমতল ধরে উড়ে চলা দুই মাদি ঘোড়ার এখনও বহু পথ পার হওয়া বাকি। [কেন বোঝো না] তুমি কোনোভাবেই গ্রিকদের মাঝে সবচেয়ে কমবয়সী কেউ নও, আর তোমার মাথায় যে দুই চোখ আছে, তারা সবচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন নয় আর। তারপরও তুমি সর্বদাই গলা উঁচু করে বড়-বড় কথা বলেই চলো। তোমার তো ঠিক না এভাবে এতো গলা বাড়িয়ে বলা, কারণ এখানে অন্যেরা আছে যারা তোমার চেয়ে ভালো বোঝে, জানে। ঐ সবচে সামনের
৪৮০ ঘোড়ীদুটো আগের সেই একই দুই ঘোড়ী, ওরা ইউমিলাসের জোড়া, আর ইউমিলাসই দাঁড়িয়ে আছে তার রথে, হাত দিয়ে ওদের লাগাম ধরে রেখে।'

এই কথা শুনে ক্রিটান সেনাপতি [আইডোমেন্যুস] প্রত্যুত্তরে বলল রাগান্বিত হয়ে :

'অ্যাজাক্স, ঝগড়া-গালিগালাজে তুমি খুবই পাকা, মাথায় বুদ্ধি তো কিছু নেই, আর অন্য সবকিছুতেও তুমি বাকি গ্রিকদের থেকে নীচে, কারণ তোমার
৪৮৫ হচ্ছে গিয়ে গোঁয়ারের মানসিকতা। চলো এখন, বাজি ধরা যাক—হয় তেপায়া, না হয় বড় কড়াই বাজি; আর আমাদের দুজনের মাঝে আম্পায়ার হিসেবে অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমননকে চলো মনোনীত করি। কার ঘোড়ী বা ঘোড়া সামনে আছে তা তুমি বুঝবে যখন আমাকে তুমি বাজির মূল্য শোধ দেবে!'

এ-ই বলল আইডোমেন্যুস এবং তৎক্ষণাৎ রাগে-ক্রোধে উঠে দাঁড়াল দ্রুতগামী অ্যাজাক্স, ওয়িলিয়ুসের ছেলে; সে তার কথার জবাব দিতে গেল কিছু
৪৯০ গরম কথা বলে। তাদের দুজনের এ ঝগড়া আসলেই আরও অনেকদূর যেত, যদি না অ্যাকিলিস দাঁড়াত উঠে নিজে আর তাদের বলতো এই কথা :

'অ্যাজাক্স ও আইডোমেন্যুস, আর না। আর একে অন্যের দিকে এরকম কঠিন কথা, এসব তিক্ত বাক্যবিনিময় নয়, কারণ ওসব শোভা পায় না তোমাদের। সত্যি বলতে, অন্য কেউ যদি এমনটা করতো আজ তাহলে তোমরা
৪৯৫ নিজেরাও মহা-ক্ষুব্ধ হতে। নাহ, জমায়েতের স্থানে তোমাদের জায়গা যেটা আছে, সেখানে গিয়ে বসো, ঘোড়াদের আসা দেখতে থাকো। ওরা শীঘ্র এখানে

পৌঁছে যাবে জয়ের জন্য বিশাল ব্যগ্রতা নিয়ে। তখন জানবে তোমরা, তোমাদের দুজনই জেনে যাবে, কোন্ গ্রিকের দুই ঘোড়া প্রথম হচ্ছে আর দ্বিতীয় স্থানে থাকছে কোন্ দুটো।'

এ-ই বলল অ্যাকিলিস, আর টাইডিয়ুসপুত্র ডায়োমিডিজ ঘোড়া চালিয়ে এল তাদের একদম কাছে। সে তার কাঁধের থেকে বারবার চাবুক ঘুরিয়ে মেরে যাচ্ছে ৫০০ ঘোড়াদের, এবং তার ঘোড়াদুটো বল্গিত গতির সাথে দ্রুত ছুটে চলেছে সমতল ধরে, নিজেদের পথে। বিরামহীন তাদের চালকের গায়ে পড়ছে ধুলো-বৃষ্টি এসে, আর রথখানি, ওটা পুরো ঢাকা সোনা এবং টিনে, আসছে দ্রুতপায়ের ঘোড়াদের পেছন পেছনে। তাদের পেছন দিকে টায়ার থেকে বলতে গেলে চাকার কোনো ৫০৫ দাগই মাটিতে পড়ছে না ঐ মিহি ধুলোর 'পরে, যখন ঘোড়াদুটো সম্মুখপানে উড়ে চলেছে অধীর-আকুল হয়ে।

ডায়োমিডিজ এসে থামল জমায়েতের মধ্যখানে; তার ঘোড়াদের ঘাড় ও বুক থেকে প্রচুর পরিমাণে ঘাম ঝরে পড়তে লাগল মাটির ওপরে—ফোঁটায় ফোঁটায়। সে নিজে চকচকে রথ থেকে লাফ দিয়ে নামল মাটিতে এবং তার চাবুক ঠেকনা দিয়ে রাখল জোয়ালের গায়ে। বলশালী স্থেনেলাস কোনো অপেক্ষা না করে ছুটে ৫১০ গেল পুরস্কার বুঝে নিতে। সে তার গর্বিতমনা সহযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিল ওই নারীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে, আরও দিল ঐ দুই-হাতলের তেপায়া, বয়ে নেওয়ার কাজে। তারপর সে জোয়ালের নীচ থেকে ছাড়িয়ে নিল দুই ঘোড়া।

তার পরে এল অ্যান্টিলোকাস, নিলিউসের নাতি, তার ঘোড়াদের নিয়ে; মেনেলাসকে সে হারিয়ে দিয়েছে গতিতে নয় বরং ফন্দি দিয়ে। তবে এতকিছুর ৫১৫ পরেও মেনেলাস তার দ্রুতচারী ঘোড়া নিয়ে পৌঁছাল অ্যান্টিলোকাসের পরপরই। যতখানি ফাঁক থাকে রথের চাকা ও ঘোড়ার মাঝখানে, যখন কোনো ঘোড়া সমতল ধরে তার প্রভুকে রথে টেনে নিয়ে যেতে থাকে অনেক পরিশ্রম করে, দেখা যায় ঘোড়ার লেজের আগার চুল বারবার ছুঁয়ে দিচ্ছে চাকার টায়ার, কারণ চাকা ঘুরছে তার একদম পেছনেই, আর সে যখন ছুটছে বিস্তৃত সমতলে, চাকা ও তার মাঝে ৫২০ ফাঁক থাকছে খুব সামান্যই—অতখানি সামান্য দূরত্বে থেকেই মেনেলাস অতুল্য অ্যান্টিলোকাসের পেছনে শেষ করল তার দৌড়। যদিও প্রথমে সে লৌহ-চাকতি নিক্ষেপ পরিমাণ দূরত্বে ছিল, পেছনে, পরে সে যথেষ্ট দ্রুতই কাছে চলে আসে। কারণ আগামেমননের সুন্দর-কেশরের ঘোড়ী ঈথি নিয়তই আরও বেশি তেজোদ্দীপ্ত ৫২৫ হচ্ছিল [জয়ের বাসনাতে]। সত্যি কথা হলো, যদি তাদের দুজনকে দৌড়াতে হতো আরও বেশি পথ, তাহলে মেনেলাসই ছাড়িয়ে যেত অ্যান্টিলোকাসের রথ—কে জিতেছে তখন তা নিয়ে আর সন্দেহ থাকত না কোনো।

এর পরে পৌঁছাল মেরাইয়োনিজ, আইডোমেন্যুসের সাহসী অনুচর, বিখ্যাত মেনেলাসের সে পেছনে ছিল বর্শা-নিক্ষেপ দূরত্ব পরিমাণে। তার মোহিনীকেশরের

৫৩০ ঘোড়াদুটো এই রেসে সবচেয়ে ধীরগতির ছিল, তার নিজেরও রেসে রথচালনার দক্ষতা ছিল সবার চেয়ে কম। আর সবার শেষে এল ইউমিলাস, অ্যাড্‌মিটাসের ছেলে, ঘোড়াদুটি সামনে চালিয়ে সে নিজে তার সুন্দর রথ টেনে টেনে পৌছাল। তাকে এইভাবে দেখে দেবতুল্য দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিসের খুব মায়া হলো, গ্রিকদের
৫৩৫ মাঝে দাঁড়িয়ে গিয়ে সে বলল ডানাওয়ালা কথা:

'দ্যাখো, আমাদের মাঝে রথচালনায় সেরা লোকটিই তার একখুরের ঘোড়া চালিয়ে সবার শেষে পৌছাল! আসো আমরা তার হাতে পুরস্কার তুলে দিই, সেটাই যথাযথ কাজ হবে। দ্বিতীয় পুরস্কারটি সে নেবে, কারণ প্রথম পুরস্কার অতি অবশ্যই টাইডিয়ুসপুত্র [ডায়োমিডিজের] জন্য রাখা।'

এ-ই বলল সে, আর তারা সবাই তার প্রস্তাবে সম্মতি দিল। সে বস্তুত
৫৪০ ইউমিলাসকেই দিয়ে দিত পুরস্কারের মাদি ঘোড়াটিকে, যেহেতু গ্রিকরাও রাজি ছিল তাতে, যদি না অ্যান্টিলোকাস, মহান-হৃদয় নেস্টরের ছেলে, দাঁড়াত উঠে, পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসকে জবাব দিত আপত্তি রেখে :

'অ্যাকিলিস, তুমি যা বললে তা যদি বাস্তবে করো, তাহলে আমি খুবই ক্ষুব্ধ হব। তুমি চাচ্ছ আমার থেকে আমার পুরস্কার কেড়ে নিতে, কারণ
৫৪৫ ইউমিলাসের রথ ও তার ঘোড়া ক্ষতির সম্মুখীন হলো, সেইসাথে ইউমিলাসও নিজে—হতে পারে সে যথেষ্ট ভালো লোক বটে। তবে তার তো উচিত ছিল অবিনশ্বর দেবতাদের প্রতি প্রার্থনা রাখা, তাহলে তাকে আজকের রেসে সবার পেছনে পড়তে হতো না এইভাবে। যদি তার জন্য তোমার এতই মায়া লাগে, যদি সে তোমার হৃদয়ের এত কাছেরই কেউ হয়, তাহলে তোমার তাঁবুতে তো কতো সোনা, কতো ব্রোঞ্জ আর ভেড়া আছে, সেইসাথে আরও আছে
৫৫০ সেবাদাসীর দল ও একখুরের কতো ঘোড়া—ওগুলোর থেকে বেছে নিয়ে তুমি বরং পরে তাকে আরও কোনো বড় পুরস্কার দিয়ো। কিংবা সেটা তাকে এখনই এখানে দিতে পারো, গ্রিকরাও তাতে তোমার প্রতি হাততালি দেবে। কিন্তু [দ্বিতীয় পুরস্কারের] ঐ যে মাদি ঘোড়া, আমি তার দাবি ছাড়ছি না কোনোমতে। ওই ঘোড়া নেওয়ার জন্য যারই মন চায়, সে হাতের শক্তিতে চাইলে লড়তে পারে আমার সাথে।'

৫৫৫ এ-ই বলল সে, আর দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিস স্মিত হাসি দিল। অ্যান্টিলোকাসের প্রতি বরং খুশিই হলো সে, এ তরুণ তারই প্রিয় সহযোদ্ধা একজন। তার কথার উত্তরে অ্যাকিলিস বলল ডানাওয়ালা কথা :

'অ্যান্টিলোকাস, তুমি যদি আমাকে বলো আমার তাঁবুর ভাণ্ডার থেকে ইউমিলাসকে অন্য কিছু বা আরও কোনো পুরস্কার দিতে, তাহলে আমি
৫৬০ তা-ই করব নিশ্চিত। আমি তাকে উর্ধ্বাঙ্গের যুদ্ধবর্ম দেব একখানা, যেটা আমি নিয়েছি অ্যাস্টেরোপিয়াসের কাছ থেকে°—ব্রোঞ্জে বানানো ওটা, আর ওর

চারপাশে জুড়ে দেয়া আছে উজ্জ্বল টিনের পরত। ওটা ইউমিলাসের জন্য বিরাট এক পুরস্কারই হবে।'

এ-ই বলল সে এবং তার প্রিয় বন্ধু অটোমেডনকে বলল তাঁবু থেকে জিনিষটা নিয়ে আসার কথা। অটোমেডন গেল, তার জন্য নিয়ে এল সেটা— ইউমিলাসের হাতে সে তুলে দিল বর্মখানি, ইউমিলাস তা গ্রহণ করল আনন্দের সাথে। ৫৬৫

তারপর মেনেলাস দাঁড়িয়ে গেল সবার মাঝে, বুকে তার বিশাল ক্ষুব্ধতা, অ্যান্টিলোকাসের প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধ তার। একজন রাজদূত তার হাতে দিল বক্তার দণ্ডখানি, আর সকল গ্রিককে বলল চুপ হতে। এর পরে সবার মাঝে কথা বলে উঠল দেবতার সমান মেনেলাস :

'অ্যান্টিলোকাস, আগে তো তুমি সুবুদ্ধিসম্পন্ন একজন ছিলে, কিন্তু দ্যাখো ৫৭০ এবার কী করেছ আমার! আমার ঘোড়াদের [অন্যায্যভাবে] গতি রোধ করে দিয়ে, তোমার ওই অনেক নিম্নস্তরের ঘোড়া এভাবে সামনে চালিয়ে, আমার রথচালনা দক্ষতাকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছ তুমি। আসো এবার তোমরা যারা গ্রিকদের নেতা ও শাসকেরা আছো, তোমরা আমাদের দুজনের মধ্যে নিরপেক্ষভাবে, কারও প্রতি কোনো অনুগ্রহ না করে বিচার করে নাও, যাতে করে ব্রোঞ্জের জামা পরা ৫৭৫ গ্রিকদের কেউ আবার বলতে না পারে: "মেনেলাস মিথ্যা কথা বলে জোর করে জিতেছে অ্যান্টিলোকাসের সাথে, তার পুরস্কারের মাদি ঘোড়া কেড়ে নিয়ে গেছে। মেনেলাসের ঘোড়া আসলে সত্যিই বেশি খারাপ ছিল, কিন্তু সে জিতল শক্তিতে ও ক্ষমতায় অ্যান্টিলোকাসের চেয়ে উপরের কেউ বলে।"

'না, থাক, আমি নিজেই এক সমাধানের প্রস্তাব রাখছি এইখানে। আমার বিশ্বাস তাতে গ্রিকদের কেউ আমাকে ভর্ৎসনা জানানোর পাবে না কোনোকিছু, ৫৮০ কারণ আমার প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত এক প্রস্তাব বটে। আসো, জিউস-প্রতিপালিত অ্যান্টিলোকাস, তুমি দাঁড়াও তোমার ঘোড়া ও রথের সামনের দিকে, যেমন প্রথাসম্মত ও যথাযথ। তারপর তোমার পাতলা চাবুক যা তুমি একটু আগে বাড়ি মেরে মেরে [রথ চালিয়েছিলে], তা হাতে ধরে এবং তোমার দুই ঘোড়া ছুঁয়ে শপথ করো পৃথিবীকে হাতে-ধরা ও ঝাঁকানো দেব [পসাইডনের] নামে যে তুমি কোনো প্রতারণার মাধ্যমে, ইচ্ছে করে, আমার রথকে বাধা দাওনি কোনোভাবে।' ৫৮৫

তখন তার পালা এলে অ্যান্টিলোকাস, যথেষ্ট বিচক্ষণ এক লোক, বলল উত্তরে :

'থামো এবার, প্রভু মেনেলাস! আমি বয়সে তোমার চেয়ে অনেক ছোট, তুমি আমার চেয়ে বয়সেও বড়, মানুষ হিসেবেও বড় বটে। তুমি তো জানো কমবয়সী কোনো লোক কী করে উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে: তার চিন্তার গতি হয়তো

৫৯০ দ্রুততর হয়, কিন্তু তার বিচারবোধ যথেষ্ট পাতলা হয়ে থাকে। অতএব তোমার মনে একটু ধৈর্য রাখো। যে মাদি ঘোড়া আমি জিতলাম, তা আমি তোমাকে শর্তহীন দিয়ে দিচ্ছি এখনই, আর তুমি যদি আমার কুটিরের থেকে এর চে আরও ভালো কিছু চাও, তা-ও এক্ষুনি আমি তোমার হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দেব। চিরকাল জিউস-প্রতিপালিত এই তোমার বিরাগভাজন হওয়ার চেয়ে, দেবতাদের চোখে ৫৯৫ এক পাপী হিসেবে থেকে যাওয়ার চেয়ে সেটাই তো অনেক ভালো কাজ হবে।'

এ-ই বলল উন্নতচিত্ত নেস্টরের ছেলে, আর মাদি ঘোড়াটিকে মেনেলাসের কাছে নিয়ে তার হাতে তুলে দিল। মেনেলাসের মন তাতে উষ্ণ হয়ে গেল, যেরকম [উষ্ণ হয়] ভুট্টাগাছের কানে ঝুলে থাকা শিশিরকণা, যখন সঠিক মৌসুমে শস্যক্ষেত খোঁচা খোঁচা হয়ে থাকে পাকা শস্যের ভিড়ে—সেরকমই মেনেলাস ৬০০ তোমার মন উষ্ণ হলো বুকের মাঝখানে। এবার সে ডানাওয়ালা কথা বলল অ্যান্টিলোকাসের উদ্দেশে :

'অ্যান্টিলোকাস, দ্যাখো এখন! আমি হার মানলাম, তোমার প্রতি আমার আর রাগ নেই কোনো। এর আগে কখনোই তোমাকে দেখিনি বন্য ও বোধবুদ্ধিহীন হতে, তারুণ্যের আবেগ এবার তোমার সুবুদ্ধিকে হার মানিয়েছিল। ৬০৫ এরপর আর কখনও তোমার চেয়ে বড় কাউকে বোকা বানিয়ো না তুমি। নিশ্চিত গ্রিকদের অন্য কেউ আমার মন এত তাড়াতাড়ি জিতে নিতে পারত না জেনো। কিন্তু তুমি অনেক ভুগেছ, পরিশ্রম করেছ অনেক, তুমি ও তোমার সাহসী পিতা আর তোমার ভাই—সবাই আমার কারণেই। অতএব আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর ৬১০ করছি আজ, তোমাকে ফেরত দিচ্ছি ঐ মাদি ঘোড়া, যদিও সে আমার ঘোড়া বটে—যাতে করে এখানকার সব লোক জানে আমি মনের দিক থেকে কখনও অতি-উদ্ধত নই, কিংবা নই অনমনীয়।'

এ-ই বলল মেনেলাস, ঘোড়াটা অ্যান্টিলোকাসের সহসঙ্গী নোয়িমনকে দিল নিয়ে চলে যেতে, আর সে নিজে নিল উজ্জ্বল চকচকে বড় কড়াইখানি। ৬১৫ মেরাইয়োনিজ নিল দুই ট্যালেন্ট সোনা, যেহেতু সে রেসে চতুর্থ হলো। পঞ্চম পুরস্কার, দু-হাতলওয়ালা দীর্ঘ পাত্রটি, বাড়তি থেকে গেল। অ্যাকিলিস সেটা নিয়ে গ্রিকদের জমায়েতের মাঝ দিয়ে গিয়ে তুলে দিল নেস্টরের হাতে। নেস্টরের পাশে দাঁড়িয়ে সে বলল এই কথা :

'বৃদ্ধ জনাব, এটা তুমি নাও, তোমার সম্পদ হয়ে থাক এটা, থাক প্যাট্রোক্লাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্মৃতিস্মারক রূপে, কারণ তুমি ওকে আর কখনও ৬২০ দেখবে না গ্রিকদের মাঝে। আমি তোমাকে এ পুরস্কার দিলাম কোনো প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে, যেহেতু তুমি নিশ্চিত আর লড়তে যাচ্ছো না কোনো বর্শা-নিক্ষেপ খেলা বা দৌড় প্রতিযোগিতাতে, কারণ তোমাকে এখন চেপে ধরেছে দুর্বহ বার্ধক্য এসে।'

এ-ই বলল সে, আর নেস্টরের হাতে রাখল দীর্ঘ পাত্রটি। নেস্টর খুব খুশি হলো সেটা পেয়ে, অ্যাকিলিসের উদ্দেশে সে বলে উঠল এই ডানাওয়ালা কথা : ৬২৫

'আহ, পুত্র আমার, যা যা বললে তুমি তা যথার্থই বলেছ বটে। কারণ আসলেই আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যা আছে, এমনকি আমার দুই পা-ও, তারা আর দৃঢ় নয় মোটে। ও বন্ধু আমার, এখন আর আগেকার মতো আমার দু বাহু শরীরের দু পাশের দুই কাঁধ থেকে সহজে ছুটে যায় না দোল খেয়ে। আহা আবার যদি আমি যুবক হতে পারতাম কোনোদিন, আর আমার শক্তি যদি ওই সেদিনের মতো অবিচল হতো, যেদিন বিউপ্রাসিয়নে এপিয়ানরা শবদাহ করছিল প্রভু ৬৩০ আমারিনসিয়ুসের, আর তার পুত্রেরা [আজকের মতোই] রাজার সম্মানে আয়োজন করেছিল ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার। তখন আমার সমকক্ষ ছিল না অন্য কেউই, না এপিয়ান কেউ, না স্বয়ং পাইলিয়ানদের কেউ কিংবা গর্বিতমনা ঈটোলিয়ানদের কোনো লোক। সেবার মুষ্টিযুদ্ধে ঈনোপস্-এর ছেলে ক্লিটোমিডিজকে হারিয়ে দিই আমি; আর কুস্তিতে হারাই প্লায়ুরন থেকে আসা অ্যানসিয়াসকে, যে আমার ৬৩৫ বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। পায়ের দৌড়ে আমি আইফিক্লাসকে পার হয়ে যাই, যদিও বড় ভালো ছিল ওই লোক; আর বর্শা-নিক্ষেপে বর্শা ছুঁড়ি ফাইলিয়ুস ও পলিডোরাসের থেকেও দূরে। কেবলমাত্র রথের রেসে আমাকে হার মানতে হয় অ্যাক্টরের দু ছেলে [মোলাইওনিজ ভাইদের] কাছে, তারা আমাকে হারায় একের বিরুদ্ধে তারা দুইজন ছিল বলে। তারা বিদ্বেষ থেকে আমার কাছ থেকে বিজয় কেড়ে নেয়, যেহেতু সবচে বড় পুরস্কারটি রাখা ছিল ঐ খেলাতেই। তারা দুজন ৬৪০ ছিল যমজ দুই ভাই; একজন শক্ত ধরে রেখেছিল রথের লাগাম, আর যখন সে ওটা ধরে আছে, তখন অন্যজন চাবুক মেরে ঘোড়াদের তাড়িয়ে নিচ্ছিল।

'আহা, একদিন ওরকমই একজন ছিলাম আমি। এখন তরুণদের পালা এসেছে এসব প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার, আর ওদিকে আমার নিজেকে সঁপে দেওয়ার সময় এসেছে হতভাগ্য বুড়ো বয়সের কাছে। কিন্তু অতীতে, নিঃসন্দেহে, বীরদের মাঝে আমি ছিলাম একেবারে অন্য শ্রেণীর। যাও এবার, ৬৪৫ তোমার বন্ধুর প্রতি সম্মান দাও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্রীড়ানুষ্ঠান করে। আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করছি আনন্দের সাথে, আর আমার হৃদয়ে আছে খুশি কারণ তুমি সর্বদা আমাকে মনে রেখেছ বন্ধু রূপে, তুমি ভুলে যাওনি গ্রিকদের মাঝে আমার যথাযথ প্রাপ্য সম্মানের কথা। তোমার এই কাজের কারণে তোমাকে দেবতারা অর্ঘ্য দিক দুই হাত ভরে।' ৬৫০

এ-ই বলল সে। নিলিয়ুসপুত্রের এই উদার প্রশস্তি শোনা শেষ হলে এবার পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিস ফিরে গেল গ্রিক সমাবেশের মাঝ দিয়ে। এরপরে সে

সাজাল অমানবিক খেলা মুষ্টিযুদ্ধের পুরস্কারগুলি। জমায়েতের স্থানে সে নিয়ে এল এক বলশালী খচ্চর এবং বাঁধল সেটাকে—ছয় বছুরে মেয়ে খচ্চর একখানা—
৬৫৫ বশীভূত হয়নি তখনও, এমন এক খচ্চর যা কিনা বশ মানানো কঠিন সবচেয়ে। আর যে হেরে যাবে তার জন্য অ্যাকিলিস রাখল এক দু-হাতলওয়ালা কাপ। সে উঠে দাঁড়াল সোজা, গ্রিকদের উদ্দেশে বলল এই কথা :

'অ্যাট্রিউসপুত্র [আগামেমনন] ও অন্য হাঁটু বর্মে-ঢাকা গ্রিক যারা আছো, এ পুরস্কার দুটির জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দুই যোদ্ধাকে, আমাদের মাঝের
৬৬০ সেরা দুইজন, যারা মুঠি পাকাবে ও মুষ্টি লড়ে যাবে। সেই মুষ্টিযোদ্ধা যাকে অ্যাপোলো টিকে থাকার শক্তি দেবে, আর বাকি গ্রিকরাও যাকে ঐ শক্তিতে সেরা বলে মেনে নেবে, তার জন্য থাকল এই কঠোর-পরিশ্রমী মাদি খচ্চর। সে একে নিয়ে চলে যাবে নিজের তাঁবুর মাঝে, আর পরাজিত যোদ্ধা পুরস্কার হিসেবে পাবে এই দু-হাতলওয়ালা কাপখানি।'

এ-ই বলল সে, আর সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল এক বীর ও দীর্ঘদেহী লোক,
৬৬৫ মুষ্টিযুদ্ধে দক্ষ সে খুব, নাম এপিয়াস, সে প্যানোপিয়ুসের ছেলে। এপিয়াস তার হাত শক্তসবল খচ্চরটির গায়ে রেখে বলল এই কথা :

'আসুক সে লোক যে দু-হাতলওয়ালা ওই কাপ পাবে পুরস্কাররূপে। আমি বিশ্বাস করি, এই খচ্চরকে পাওয়ার ক্ষমতা অন্য কোনো গ্রিকের নেই, কেউই পারবে না আমাকে মুষ্টিযুদ্ধে হারিয়ে ওকে জিতে নিতে, কারণ আমিই [মুষ্টিযুদ্ধে]
৬৭০ সর্বসেরা। তোমরা বলো যে আমি যুদ্ধের মাঠে কোনো ভালো যোদ্ধা নই। আমি বলি, কোনো মানুষ ভালো হয় না সবকিছুতেই। তোমাদের সাফ সাফ বলে রাখছি, আর জেনো এটা নিশ্চিত পূরণ হবে: আমার প্রতিপক্ষের চামড়া আমি খুলে ফেলব ঘুষি মেরে মেরে, গুঁড়ো ও টুকরো করে দেব তার হাড়। হুঁ, তার পরিবারের যারা আছে তারা যেন এখানেই—আমার হাতে সে চূর্ণ হবার পরে
৬৭৫ তাকে তুলে নিয়ে যেতে—অপেক্ষা করে দল বেঁধে।'

এ-ই বলল সে, আর তারা সবাই থাকল নীরব নিশ্চুপ হয়ে। তার মুখোমুখি হতে একমাত্র দাঁড়াল য়ুরাইয়ালাস, এক দেবতুল্য লোক, ছেলে সে রাজা মিসিসটিয়ুসের যার নিজের পিতার নাম ছিল টালেয়াস। এই মিসিসটিয়ুস অনেক কাল আগে—যখন ঈডিপাস মারা যায়°—থিবজ্-এ গিয়েছিল তার শবদাহের
৬৮০ ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ নিতে, আর সে হারিয়ে দিয়েছিল [থিবজ্-এর অধিবাসী] সকল ক্যাডমিয়ানকেই। টাইডিয়ুসের বল্লমে-খ্যাতিমান ছেলে [ডায়োমিডিজ] য়ুরাইয়ালাসকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করে নিল, তাকে সে উৎসাহ দিতে লাগল প্রেরণাদায়ী কথা বলে, কারণ ডায়োমিডিজ খুব চাইছিল যেন য়ুরাইয়ালাস আজ জেতে। প্রথমে সে তার দিকে মাটিতে ছুড়ে দিল কোমর বেড় দিয়ে পরার কাপড়, তার পরে তার হাতে বেঁধে দিল সুন্দর করে কাটা মাঠে-চরা-ষাঁড়ের চামড়ার ফিতে।

এবার এরা দুজন তাদের কোমর বেষ্টন করা কাপড় পরে নিয়ে গটগট পায়ে হেঁটে গেল জমায়েতের মাঝে। তারা একে অন্যের দিকে শক্তিশালী মুঠি উঁচুতে তুলে ঝাঁপিয়ে এল, বিশাল ঘুষোঘুষির মাঝে ফেটে পড়ল তাদের দু-হাতে। চোয়ালের হাড় ভেঙে যাবার ভয়ংকর শব্দ শোনা গেল; ঘাম ঝরতে লাগল তাদের পুরো শরীর বেয়ে। তারপর এগিয়ে গেল দেবতুল্য এপিয়াস, আর যেই য়ুরাইয়ালাস একটা ফাঁক খুঁজছিল, এপিয়াস আঘাত হানল তার গালে। এরপরে সে আর খাড়া থাকতে ব্যর্থ হলো, তার চকচকে হাত-পা সব ঢিলে হয়ে এল। ৬৮৫ ৬৯০

যেভাবে উত্তরা বায়ুর তোড়ে সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে এলে কোনো মাছ নীচের আগাছা-ভরা অগভীর স্থান থেকে ধনুকবাঁকা হয়ে লাফ দিয়ে ওঠে, তারপর আবার হারিয়ে যায় অন্ধকার জলে—সেভাবে য়ুরাইয়ালাস এপিয়াসের ঘুষি খেয়ে উপরে উঠে গেল। কিন্তু মহান-হৃদয় এপিয়াস তাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড় করাল সোজা করে, এবং তার সহসঙ্গীরা তাকে ঘিরে নিয়ে চলল জমায়েতের মাঝ দিয়ে—তার পা ঘসটে আসছিল তার দেহের পেছনের দিকে, মুখ থেকে সে ঘন রক্তের থুথু ফেলছিল আর তার মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেছিল একপাশে কাত করে। তারা তাকে, এরকম দিকভ্রান্ত অবস্থাতে, ধরে নিয়ে বসালো তাদের মাঝে, আর নিজেরা উঠে নিয়ে এল পুরস্কার—দু হাতলের ঐ কাপ। ৬৯৫

এরপর পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিস তাড়াতাড়ি গুছিয়ে রাখলো তৃতীয় খেলার° সব পুরস্কার একসাথে। ওটা ছিল ব্যথাভারাতুর কুস্তির খেলা। সে পুরস্কার সাজিয়ে রাখলো গ্রিকদের দৃষ্টির সম্মুখে: যে জিতবে তার জন্য এক বিরাট তেপায়া কড়াই, আগুনের ওপরে খাড়া করা যায় সেটা, গ্রিকদের হিসাবে এর দাম বারো ষাঁড়ের সমান। এরপর পরাজিতের জন্য সে সবার মাঝে নিয়ে এল এক নারী, তার দক্ষতা আছে বহু হাতের কাজে, গ্রিকরা তার দাম ঠিক করেছিল চার ষাঁড়ের সমতুল্য করে। অ্যাকিলিস দাঁড়িয়ে গেল সোজা, এবং গ্রিকদের উদ্দেশে বলল এই কথা : ৭০০ ৭০৫

'দাঁড়াও তোমরা, যে কোনো দুজন দাঁড়াও যারা লড়তে চাও এই প্রতিযোগিতাতে!'

এ-ই বলল সে, আর উঠে দাঁড়াল বিশাল অ্যাজাক্স, টেলামনের ছেলে; সেইসাথে হাজার-বুদ্ধির চতুর অডিসিয়ুসও দাঁড়াল তার পায়ে। তারা দুজনই তাদের কটিবস্ত্র পরে নিল, বড় পায়ে হেঁটে গেল জমায়েতের মাঝে। তারপর তাদের শক্তিশালী হাতে তারা জড়িয়ে ধরল একে অন্যের বাহু, আড়াআড়ি রাখা তেকোনা এক কাঠের মতো করে যা কোনো সুনামখ্যাত কাঠমিস্ত্রি—বাতাসের মত্ততাকে ঠেকিয়ে দেবে বলে—লাগায় কোনো উঁচু বাড়ির ছাদের নীচ দিকে। ৭১০

তাদের দুজনের পিঠ কড়মড় করে উঠল শক্তিশালী হাতের অশ্রান্ত আঁকড়ার নীচে
৭১৫ পড়ে, ঘাম বেরুতে লাগল বন্যার মতো করে এবং তাদের পাঁজর ও কাঁধের জায়গা জুড়ে জেগে উঠল অসংখ্য চাকা-চাকা দাগ, রক্তে লাল হয়ে—এভাবে বিরামহীন তারা লড়ে যাচ্ছিল বিজয়ের লোভে, তিন পায়ের সুন্দর কড়াই জিতে নিতে। কিন্তু না অডিসিয়ুস পারল অ্যাজাক্সকে ফেলে দিতে, ছুড়ে ফেলতে মাটির
৭২০ ওপরে; না অ্যাজাক্স পারল অডিসিয়ুসকে, যেহেতু অডিসিয়ুসের প্রকাণ্ড শক্তি অবিচল রয়ে গেল। এরপর যখন মজবুত বর্মে হাঁটু-ঢাকা গ্রিকরা শুরু করল অধৈর্য হয়ে ওঠা, তখন টেলামনপুত্র বিশাল অ্যাজাক্স বলল অডিসিয়ুসের প্রতি :

'লেয়ারটিজপুত্র, জিউস বংশজাত, হাজার বুদ্ধির অডিসিয়ুস তুমি, হয় আমাকে তুমি তোলো, না হয় তোমাকে তুলতে দাও। বাকি সবকিছু [কী হয়] তা জিউস দেখে নেবে।'

৭২৫ এ-ই বলল সে, আর অডিসিয়ুসকে তুলে ধরল উঁচু করে। অডিসিয়ুস ভুলে যায়নি তার স্বভাবসুলভ ধূর্ততা, সে অ্যাজাক্সের হাঁটুর পেছনটা ধরে মারল সেইখানে এবং ঢিলে করে দিল তার বিশাল শরীর, তাকে ছুড়ে ফেলল পিঠে। এবার অডিসিয়ুস চড়ে বসল তার বুকে; দর্শকেরা দেখতে লাগল মহাবিস্মিত অবাক হয়ে। তারপর অনেক-আঘাত-সওয়া দেবতুল্য অডিসিয়ুস প্রয়াস নিল
৭৩০ অ্যাজাক্সকে ওপরে তুলবার, সে সক্ষমও হলো তাকে মাটি থেকে সামান্য ওঠানোয়; কিন্তু পুরো ওঠাতে পারল না তাকে। তবে সে অ্যাজাক্সের হাঁটুতে পেঁচিয়ে নিল তার নিজের হাঁটু, তারপর এরা দুজন মাটিতে পড়ে গেল পাশাপাশি, দুজনই নোংরা-ময়লা হলো ধুলো মেখে। তখন তারা ঠিকই আবার উঠে দাঁড়াত লাফ দিয়ে, কুস্তি শুরু করত তৃতীয়বারের মতো, যদি অ্যাকিলিস না দাঁড়াত নিজে দু-পায়ে উঠে এবং না থামাত তাদের এই বলে:

৭৩৫ 'আর কুস্তাকুস্তি নয়—চেষ্টা করে করে আর তোমরা নিজেদের ক্লান্ত কোরো না ব্যথা-যন্ত্রণায়। তোমরা দুজনই জিতেছ। এখন পুরস্কারগুলি সমান ভাগে ভাগ করে নাও,° যাও নিজেদের পথে, যেন অন্য গ্রিকরা অন্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে।'

এ-ই বলল সে, তারা শুনল মনোযোগ দিয়ে এবং করল অ্যাকিলিসের কথামতো; শরীর থেকে ধুলো ঝেড়ে নেওয়া শেষ হলে তারা আবার পরে নিল তাদের বহির্বাস।

৭৪০ এবার পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিস দ্রুত সাজিয়ে রাখলো অন্য পুরস্কার, ওগুলো পায়ের দৌড় প্রতিযোগিতার: [প্রথম পুরস্কার] এক সুন্দর নকশা করা রুপার মিশ্রণবাটি যাতে ছয় মাপ মদ ধরে, যা সৌন্দর্যের বিচারে পুরো পৃথিবীতে

নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সেরা, কারণ অনেক হাতের কাজে দক্ষ শিল্পী সাইডোনিয়ানেরা বানিয়েছিল জিনিসটাকে; আর ফিনিশান মানুষেরা একে বয়ে এনেছিল অন্ধকার, মেঘময় সাগরের ওপর দিয়ে, একে নামিয়েছিল পোতাশ্রয়ে, ৭৪৫ থোয়াসের হাতে তুলে দিয়েছিল উপহাররূপে। ইয়ুনিয়াস, জ্যাসনের ছেলে, এটাকে প্রায়ামপুত্র লাইকাওনের মুক্তিপণ হিসেবে পরে দেয় প্যাট্রোক্লাসের হাতে, আর এখন অ্যাকিলিস তার বন্ধুর সম্মানে একেই বানাল প্রথম পুরস্কার—সে লোকের জন্য যে দ্রুতপায়ের দৌড়ে নিজেকে সবচে দ্রুতগামী রূপে প্রমাণ দেবে। আর যে দ্বিতীয় হবে তার জন্য অ্যাকিলিস রাখল এক বিশালদেহী ষাঁড়, চর্বিতে ৭৫০ ভরপুর; এবং তৃতীয় স্থানের জন্য সে রাখল আধা-ট্যালেন্ট সোনা। এবার সোজা উঠে দাঁড়াল অ্যাকিলিস, গ্রিকদের উদ্দেশে বলল এই কথা :

'দাঁড়াও তোমরা যারা যারা এই প্রতিযোগিতায় নিজেদের পরখ করে নিতে চাও!'

এ-ই বলল অ্যাকিলিস। তৎক্ষণাৎ সেখানে উঠে দাঁড়াল ওয়িলিয়ুসপুত্র ক্ষিপ্র [ছোট] অ্যাজাক্স, আরও দাঁড়াল হাজার-বুদ্ধির অডিসিয়ুস, তারপরে নেস্টরের ৭৫৫ ছেলে অ্যান্টিলোকাস যে সর্বদাই তরুণদের হারিয়ে দেয় দ্রুতপায়ের দৌড়ে। তারা এক রেখায় দাঁড়াল পাশাপাশি, অ্যাকিলিস তাদের দেখিয়ে দিল দৌড়ে ফেরত-পথে ঘোরার খুঁটি, আর ঐ খুঁটির পরে তাদের কোন্ পথে ফিরে আসতে হবে তা-ও দেখিয়ে দেওয়া হলো।

এবার দ্রুতবেগে সামনে চলে গেল ওয়িলিয়ুসপুত্র [অ্যাজাক্স]। দেবতুল্য অডিসিয়ুস তার পেছনেই আছে, দৌড়াচ্ছে সে একেবারে কাছে, পেছনদিকে— ৭৬০ যতটা তাঁত-বয়নের দণ্ড স্তনের কাছাকাছি থাকে কোনো সুন্দর-কাঁচুলি পরা তাঁতী-মহিলার, যখন সে দক্ষভাবে দণ্ডটি তার হাতে শক্ত করে ধরে, আর কাটিম টেনে নিয়ে যায় তাঁতের টানা সুতো ধরে, একেবারে তার স্তনের কাছাকাছি কাটিম টেনে আনে—ততটা অডিসিয়ুস দৌড়ে অ্যাজাক্সকে ঘেঁষে ছিল পেছনের দিকে, তার পা অ্যাজাক্সের পায়ের দাগের ওপর পড়ছিল ধুলো ফের বসে যাওয়ারও আগে; আর অ্যাজাক্স যখন এভাবে দৌড়াচ্ছে দ্রুত, তার মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে ৭৬৫ পড়ছিল দেবতুল্য অডিসিয়ুসের শ্বাস। সমস্ত গ্রিক তাকে উৎসাহ দিল তার বিজয় অর্জনের এই বিরাট বাসনার হেতু, তারা হর্ষধ্বনি করে তার এ বিশাল প্রয়াসকে জানাল স্বাগত। তারা দুজন যখন দৌড়ের শেষ ভাগে পৌঁছাল, অডিসিয়ুস কালবিলম্ব না করে এক নীরব প্রার্থনা রাখল দীপ্ত-নয়না দেবী অ্যাথিনার প্রতি :

'আমার কথা শোনো, দেবী, আমার প্রতি দয়া করো। আমার এ দৌড়ে ৭৭০ আমাকে সহায়তা দাও তুমি!'

এ-ই বলল সে তার প্রার্থনায়, আর প্যালাস অ্যাথিনা শুনতে পেল তার কথা। দেবী তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লঘুভার করে দিল—তার দু-পা ও দু-বাহু,

সবকিছুকেই। যখন তারা, এরপরে, পুরস্কার জেতার জন্য তীরবেগে শেষ ছুট দেবে, তখন অ্যাজাক্স দৌড়ানো অবস্থাতে পড়ে গেল—কারণ অ্যাথিনা তাকে
৭৭৫ হোঁচট খাওয়ালো—সেই জায়গাতে যেখানে উঁচু-গর্জনতোলা ষাঁড়দের গোবর পড়ে ছিল, যে ষাঁড়গুলো দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস জবাই দিয়েছিল প্যাট্রোক্লাসের সম্মানে। অ্যাজাক্সের মুখ ও নাসারন্ধ্র পুরো মেখে-ভরে গেল ষাঁড়ের গোবর দিয়ে, আর অনেক-কিছু-সওয়া দেবতুল্য অডিসিয়ুস [পুরস্কারের] মিশ্রণ-বাটি হাতে তুলে নিল, কারণ সে দৌড়ে প্রথম হলো। কীর্তিমান অ্যাজাক্স পেল ষাঁড় পুরস্কার, সে
৭৮০ দাঁড়াল সেইখানে; তার হাতে ধরা মাঠে-চরা-ষাঁড়টার একখানি শিং আর মুখ থেকে সে ছিটাচ্ছিল গোবরভরা থুথু। গ্রিকদের মাঝে সে বলল এবার :

'এটা ভীষণ অন্যায়! দেবী এসে আমাকে দৌড়ে হোঁচট খাইয়েছে! সেই দেবী যে সবসময় অডিসিয়ুসের পাশে দাঁড়ায় মায়ের মতো করে, তাকে সহায়তা দেয়।'

এ-ই বলল সে, আর তারা সবাই হাসল তার করুণ দশা দেখে। তারপরে
৭৮৫ অ্যান্টিলোকাস মিষ্টি হেসে তৃতীয় পুরস্কারটি তুলে নিয়ে গেল, আর [যাবার সময়] গ্রিকদের মাঝে সে বলল এই কথাগুলি :

'বন্ধুরা আমার, তোমরা জানো আমি কী বলতে যাচ্ছি তোমাদের। বলছি যে এমনকি আজও দেবতারা বয়সে বড়দেরই সম্মান দেয় বেশি। দ্যাখো,
৭৯০ অ্যাজাক্স আমার চেয়ে বয়সে অল্প বড়; কিন্তু এখানে এই যে অডিসিয়ুস সে তো আগের প্রজন্মের, অতীত কালের এক লোক। লোকেরা বলে সে নাকি বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে, তারপরও অ্যাকিলিস ছাড়া অন্য কোনো গ্রিকের পক্ষে কঠিন তার সাথে দ্রুতপায়ের-দৌড়ে লড়া।'

এ-ই বলল সে, অর্থাৎ পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসকে তোষামোদ করল একটুখানি। অ্যাকিলিস তার উত্তরে তাকে বলল এই কথা :

৭৯৫ 'অ্যান্টিলোকাস, তোমার প্রশংসাবাক্য বৃথা যাবে না জেনো। এই নাও, এক্ষণে তোমার পুরস্কারের সাথে যোগ করলাম এই আরও আধা-ট্যালেন্ট সোনা।'

এ-ই বলল সে, আর সোনা তুলে দিল তার হাতে, অ্যান্টিলোকাস তা পেয়ে খুশি হলো।

এরপর পেলিউসপুত্র [অ্যাকিলিস] হাতে নিল এক দূর-ছায়া-ফেলা বল্লম, ওটা রাখল জমায়েতের মাঠে; সেইসাথে রাখল একটা ঢাল ও একখানা
৮০০ শিরস্ত্রাণ—ওগুলো সারপিডনের যুদ্ধ সরঞ্জাম ছিল, প্যাট্রোক্লাস ওগুলো নিয়েছিল সারপিডনের মৃতদেহ থেকে। অ্যাকিলিস দাঁড়িয়ে পড়ল দুই পায়ে, গ্রিকদের মাঝে ভাষণ দিল এই কথা বলে :

‘এই যুদ্ধ সম্ভারের জন্য লড়তে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে কোনো দুজন যোদ্ধাকে, দুই সেরা যোদ্ধা যারা গায়ে বর্ম পরে নেবে, হাতে নেবে মাংসভেদী নগ্ন ব্রোঞ্জ, এবং সেভাবে গ্রিকদের জমায়েতের সম্মুখে একে অন্যের শক্তি পরীক্ষা নেবে। দুজনের মাঝে যে-ই প্রথম অন্যের সুন্দর মাংসে আঘাত বসাবে এবং ৮০৫ বর্ম ও কালো রক্ত ভেদ করে ছুঁয়ে দেবে অন্যের শরীরের অভ্যন্তর, তাকে আমি দেব এই রৌপ্য-খচিত তরবারি—এক অপরূপ থ্রেশান তরবারি যা আমি নিয়েছিলাম অ্যাস্‌টেরোপিয়াসের কাছ থেকে। আর এখানের এই বর্মসাজ ইত্যাদির তারা দুজন একসাথে মালিক হবে, তারপর তাদের সম্মানে আমরা আমাদের তাঁবুতে এক সুন্দর ভোজসভা দেব।’ ৮১০

এ-ই বলল সে আর টেলামনপুত্র বিশাল অ্যাজাক্স দাঁড়িয়ে গেল, সাথে আরও দাঁড়াল প্রকাণ্ড ডায়োমিডিজ, টাইডিয়ুসের ছেলে। তারা সশস্ত্র হয়ে বাহিনীর দুদিকে দুজনে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে একসাথে হেঁটে রওনা দিল মাঝখানের জায়গার দিকে। উন্মত্ত তারা যুদ্ধ করবে বলে, আগুনচোখে তারা তাকাল ভয়ংকরভাবে; সেইসাথে অবাক-বিস্ময়ের বোধ গ্রিকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ৮১৫ দিল। যখন এবার তারা দুজন হেঁটে একে অন্যের কাছাকাছি পৌঁছেছে, তিনবার তারা ছুটে গেল বিপরীত দিক থেকে, তিনবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সংঘর্ষের মাঝে। তারপর অ্যাজাক্স মারল ডায়োমিডিজের দেহের সবদিকে সুসমঞ্জস রাখা ঢালে, কিন্তু বল্লম পৌঁছাতে পারল না তার মাংসের কাছে, কারণ তার ভেতরে পরা ঊর্ধ্বাঙ্গের বর্ম বল্লমের গতি রোধ করে দিল। এরপরে টাইডিয়ুসপুত্র [ডায়োমিডিজ] বারবার অ্যাজাক্সের বিশাল ঢালের বহির্বৃত্তের ওপর আঘাত মেরে ৮২০ চেষ্টা করে গেল তার চকচকে বল্লমের আগা দিয়ে অ্যাজাক্সের ঘাড়ে মারবার। এতখানিই এই চেষ্টা সে করল যে গ্রিকরা অ্যাজাক্সের জন্য বিরাট আতঙ্কিত হলো এবং তাদের উদ্দেশে চিৎকার পেড়ে বলল লড়াই বন্ধের কথা, বলল পুরস্কার সমান ভাগ করে নিতে। তবে অ্যাকিলিস টাইডিয়ুসপুত্র নায়ক ডায়োমিডিজকেই দিল বিশাল তরবারি, সাথে এর খাপ ও এর দক্ষহাতে কাটা ৮২৫ চামড়ার বেল্ট।

এরপর পেলিউসপুত্র [অ্যাকিলিস] তাদের সামনে রাখল একতাল লোহা, যা বানানো হয়েছে গলন-চুলার মাঝে রেখে, আর যা প্রকাণ্ড বলশালী ঈটিয়নের ছোড়ার নেশা ছিল। কিন্তু দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিস হত্যা করেছিল তাকে, তারপর এই লোহার তাল নিয়ে এসেছিল জাহাজে করে, সঙ্গের অন্যান্য সম্পদের সাথে।° অ্যাকিলিস সোজা দাঁড়িয়ে গেল আর গ্রিকদের উদ্দেশে ভাষণ ৮৩০ রাখল এই কথা বলে :

'দাঁড়াও তোমরা যে বা যারা এ পুরস্কারের জন্যও লড়ার চেষ্টা করতে চাও। যে এটা জিতবে, তার উর্বরা জমি যদি অনেক দূরে কোথায়ও হয়ে থাকে, তবু এই লোহার উপকারিতা তাকে পাঁচটি বৃত্তাকার বছর [লোহা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা থেকে] নির্ভার রেখে দেবে। তার কোনো রাখাল বা কোনো চাষীকেই লোহার
৮৩৫ অভাব হেতু শহরে যেতে বাধ্য করা লাগবে না আর, কারণ এই লোহার তাল থাকবে তার কাছে।'°

এ-ই বলল অ্যাকিলিস, আর পলিপিটিজ, যুদ্ধে অবিচল, উঠে দাঁড়িয়ে গেল। আরও উঠল শক্তিশালী লেয়নটিয়ুজ, দেবতাদের সাথে তুলনীয় এক লোক, এবং টেলামনপুত্র অ্যাজাক্স ও দেবতুল্য এপিয়াস। তারা দাঁড়াল এক সারি বেঁধে; আর দেবতুল্য এপিয়াস প্রথমে ওটা হাতে তুলে নিল, চারপাশে
৮৪০ ঘুরিয়ে সে ছুড়ে দিল লোহা, গ্রিকরা সব জোরে হেসে উঠল তার ছোড়া দেখে। এরপরে দ্বিতীয় যে তার পালা এলে ওটা ছুড়ল তার নাম লেয়নটিয়ুজ, সে যুদ্ধদেব আইরিজের অনুচর ছিল। তৃতীয় টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স—সে লোহা ছুড়ল তার শক্তিশালী হাত থেকে, অন্য দুজনের গন্তব্য ছাড়িয়ে গেল তার লৌহনিক্ষেপ। এরপর যখন পলিপিটিজ, যুদ্ধে অবিচল এক লোক, লোহা তুলল
৮৪৫ হাতে আঁকড়ে নিয়ে, সে সেটা ছুড়ে মারল ততদূর যতদূরে কোনো গরুর রাখাল ছুড়ে দেয় তার রাখালের-ছড়ি, আর সেটা মাঠে চরা গরুদের ওপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওড়ে—ততখানিই দূরে পলিপিটিজ ওটা ছুড়ল অন্য সব প্রতিযোগীকে ছাড়িয়ে গিয়ে। প্রত্যেকে চিৎকার দিয়ে উঠল এইবারে, আর এ পরাক্রমশালী লোকটির সহযোদ্ধারা দাঁড়িয়ে গেল, তাদের রাজার পুরস্কার তারা তুলে নিয়ে গেল নিজেদের সুগোল জাহাজের দিকে।

৮৫০ এরপর তীরন্দাজদের জন্য অ্যাকিলিসি রাখল কালো লোহা, পুরস্কার রূপে। সে একটা সারি বানাল দশখানা দু-মাথা কুঠারের ও একমাথার দশখানা। তারপর এক নীল-গলুই জাহাজের মাস্তুল সে দূরে পুঁতে দিল বালুর ভেতরে, আর তার গায়ে পাতলা দড়ি দিয়ে বাঁধল এক ভয়ার্ত ঘুঘুর পা-দুটো। এবার সে তাদের বলল তীর ছুড়ে ওখানে লাগাতে:

৮৫৫ 'যে লোক সফল হবে ভয়ার্ত ঘুঘুটিকে তীরবিদ্ধ করার কাজে, সে দু-মাথা কুঠারগুলি পাবে পুরস্কার রূপে, ওগুলো বাড়ি নিয়ে যাবে। আর যে লোক তীর দড়িতে লাগাল কিন্তু পাখিকে লাগাতে ব্যর্থ হলো, সে নিয়ে যাবে একমাথা কুঠারগুলো, যেহেতু সে লক্ষ্যভেদে অত দক্ষ কেউ নয়।'

এ-ই বলল সে, আর এবার যুবরাজ টিয়ুসার উঠে দাঁড়াল নিজ পায়ে;
৮৬০ তারপর উঠল মেরাইয়োনিজ, আইডোমেন্যুসের বীর অনুচর। তারা দুজন তাদের

ভাগ্য রাখল এক ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণে, ঝাঁকাল সেটা—দেখা গেল টিয়ুসারের ভাগ্য লটারিতে প্রথম হল। তৎক্ষণাৎ টিয়ুসার তীব্র শক্তি নিয়ে নিক্ষেপ করল এক তীর, কিন্তু সে শপথ নিতে ভুলে গেল, ভুলে গেল তীরন্দাজ দেব [অ্যাপোলোর] প্রতি ভেড়াদের প্রথম শাবকের বিখ্যাত বলি-উৎসর্গ দেওয়ার শপথ নেবার কথা। অতএব পাখিকে লাগাতে সে ব্যর্থ হলো, যেহেতু অ্যাপোলো তাকে এই সফলতা দিতে ছিল অনিচ্ছুক। তার তীর লাগল দড়ির ওপরে, যে দড়ি বাঁধা ছিল পাখিটার পায়ে; তিক্ত তীর দড়ি কেটে ফেলল পুরোপুরি। তখন ঘুঘুটি সাঁ করে উড়ে গেল উঁচু আকাশের দিকে, আর মাটির দিকে ঝুলে পড়ল দড়ি; গ্রিকরা চিৎকার দিয়ে উঠল জোরে। কিন্তু মেরাইয়োনিজ দৌড়ে ছুটে গেল, সে টিয়ুসারের হাত থেকে ধনুক কেড়ে নিল—টিয়ুসার যখন তীর মারছে, তখন সে তার হাতে একটি তীর নিয়ে তৈরি হয়ে ছিল—আর বিলম্ব না করে দূর থেকে তীর ছোড়া দেবতা অ্যাপোলোর নামে প্রতিজ্ঞা রাখল ভেড়াদের প্রথম শাবক দিয়ে এক চমৎকার পশুবলি উৎসর্গ দেবে। সে দেখতে পেল ভয়ার্ত ঘুঘুটা উঁচুতে উড়ছে মেঘমালার নীচ দিকে, আর যেই সে বৃত্তাকারে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে দূরে, মেরাইয়োনিজ তীর বিদ্ধ করল তার বুকে, ডানার নীচের দিকে। তীর সোজা পাখির দেহ ফুঁড়ে ঢুকে গেল, তারপর নীচে পড়ে মেরাইয়োনিজের পায়ের সামনের দিকে মাটিতে থাকল গেঁথে। কিন্তু পাখিটি আটকে গেল নীল-গলুই জাহাজের মাস্তুলের গায়ে, ওর গলা ঝুলছে নিষ্প্রাণ হয়ে, ওর ঘন পালকগুচ্ছ ঝুঁকে পড়েছে নীচ দিকে। দ্রুতই ওর শরীর থেকে জীবনশ্বাস বের হয়ে এল; পাখি মাস্তুল থেকে দূরে মাটিতে পড়ে গেল। মানুষেরা এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হলো খুব। মেরাইয়োনিজ দু-মাথা কুঠারের সবকটা হাতে তুলে নিল, আর টিয়ুসার একমাথা কুঠারগুলো নিয়ে চলে গেল তার সুগোল জাহাজের দিকে।   ৮৬৫ ৮৭০ ৮৭৫ ৮৮০

এর পরে পেলিউসপুত্র [অ্যাকিলিস] নিয়ে এল এক দূর-ছায়া-ফেলা বল্লম ও আগুনের ছোঁয়া লাগেনি এমন বড় কড়াই একখানা, সেটা ফুলের নকশায় খোদাই করা, মূল্য তার এক ষাঁড়ের সমান। অ্যাকিলিস এগুলো রাখল জমায়েতের সম্মুখে। উঠে দাঁড়াল বর্শা নিক্ষেপকারীগণ, উঠে দাঁড়াল অ্যাট্রিউসপুত্র, সর্বস্থানের শাসক আগামেমনন, আর উঠল মেরাইয়োনিজ, আইডোমেন্যুসের বীর অনুচর। কিন্তু দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিস তাদের মাঝে বলে উঠল এই কথা :   ৮৮৫

'অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেনন তুমি, আমরা জানি যে তুমি অন্য সবার চেয়ে [বর্শা নিক্ষেপে] কতো বেশি ভালো, আর শক্তির বিচারে তুমি কতোখানি সেরা, কীরকম শ্রেষ্ঠ তুমি বর্শা নিক্ষেপের কাজে। সুতরাং এই পুরস্কার তোমার, এটা নিয়ে তুমি যাও তোমার সুগোল জাহাজবহরের দিকে। আর তুমিও যদি মনে   ৮৯০

মনে চাও, তো আমরা চলো মেরাইয়োনিজকে বল্লমটা দিয়ে দিই। অন্তত আমি নিজে হলে অমনই করতাম বটে।'১০

৮৯৫ এ-ই বলল অ্যাকিলিস; আর আগামেমনন, মানুষের রাজা, দ্বিমত পোষণ করল না কোনো। এই যোদ্ধা-বীর মেরাইয়োনিজকে দিল ব্রোঞ্জের বল্লম এবং

৮৯৭ তার রাজদূত ট্যালথিবিয়াসের হাতে তুলে দিল তার নিজের অনুপম সুন্দর [প্রথম] পুরস্কার।

টীকা

২৩:২০ যা যা আমি শপথ করেছি তোমার কাছে: এখানে অ্যাকিলিস উল্লেখ করছে আগের কথা (দেখুন মহাকাব্যের ১৮:৩৩৪-৩৩৭)। আরও দেখুন টীকা ১৮:৩৩৬-৩৩৭।

২৩:২৮ দলে দলে, বিরাট সংখ্যায়: সংখ্যাটি আড়াই হাজার। দেখুন মহাকাব্যের ১৬:১৬৮-১৭০।

২৩:৪৬ না কাটছি আমার চুল: প্রাচীন গ্রিসে আপনজনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য মাথার চুল কেটে ফেলার প্রচলন ছিল।

২৩:৬৮ অ্যাকিলিসের মাথার ওপরে: স্বপ্নের চরিত্রেরা সবসময় মাথার ওপরে বা পাশে এসে দাঁড়ায়। দেখুন টীকা ২:২০ ও ১০:৪৯৮। একই জিনিস আবার ঘটবে ২৪:৬৮২-তে।

২৩:৭৩ নদী: এই নদীর নাম স্টিক্স (Styx)। দেখুন টীকা ২:৭৫৪-৭৫৫।

২৩:৭৪ লক্ষ্যহীনভাবে এপাশে...হেডিসের প্রাসাদকে ঘিরে: প্যাট্রোক্লাস বলতে চাইছে যে তার দাফন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সে পরজগতের আত্মাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারছে না। *ইলিয়াড*-এর অন্য কিছু অংশ বা পংক্তি অবশ্য তার এই কথাকে সমর্থন করে না।

২৩:৮৫-৮৮ আমার পিতা মেনিশাস...পাশা খেলার সময়ে রেগে গিয়ে: মানুষ খুন করার পরে নিজ রাজ্য ত্যাগ করে নির্বাসনে অন্য রাজ্যে পালিয়ে যাওয়া *ইলিয়াড*-এ নিয়মিত ঘটনা। প্যাট্রোক্লাসের অপরাধের কথা শুধু এই এখানেই বলা হলো।

২৩:৯০-৯২ আমি চাই যেন একটাই...ছাই সংরক্ষণ করে: এ পর্বেরই পরের দিকে প্যাট্রোক্লাসের ছাই রেখে দেওয়া হবে অ্যাকিলিসের কুটিরে, অ্যাকিলিসের মৃত্যু পর্যন্ত রাখা হবে এভাবেই। দেখুন এ-পর্বের পংক্তি ২৪৩-২৪৪ এবং ২৫২-২৫৪।

২৩:১৭৫-১৭৬ তারপর ব্রোঞ্জের ঘায়ে...রেখেছিল তার মনে: দেখুন টীকা ১৮:৩৩৬-৩৩৭।

২৩:১৭৭ আগুনের ইস্পাত-কঠিন উন্মাদনা: মূলে ধাতুটির নাম আছে 'লোহা'। বাংলায় 'লৌহ-কঠিন' শুনতে অস্বস্তিকর লাগে বলে এখানে করা হলো 'ইস্পাত-কঠিন', যদিও লোহা আর ইস্পাত ঠিক এক জিনিস নয়।

২৩:১৭০-১৭৭ এরপর চিতার ওপরে...চিতা গিলে খেতে: নেতার পরলোক যাত্রার সঙ্গী হিসেবে দেওয়া হলো এসব জিনিস। তেল ও মধু—সফরের সময়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে; ঘোড়া ও কুকুর—সফরের সঙ্গী হিসেবে; বারো ট্রোজান বীরসন্তান—পরপারে তার ভৃত্য করে। তবে ইতিহাসবেত্তাদের মতে, এ সবকিছু মৃত ব্যক্তির সঙ্গী হয় যখন মৃতদেহ দাফন বা গোর দেওয়া হয়, অর্থাৎ মৃতদেহ পোড়ানোর ক্ষেত্রে এগুলি আর সঙ্গী হিসেবে কাজে আসে না। হতে পারে *ইলিয়াড*-এ গ্রিকরা শত্রুভূমিতে আছে বলেই পরিস্থিতির চাপে নিয়মের এই ব্যত্যয় হলো।

২৩:১৮৪-১৯১ কিন্তু কুকুরের দল...মাংসকে কুঞ্চিত করে না ফেলে: একইভাবে প্যাট্রোক্লাসের শরীরের পচন শুরু না হতে দেবার জন্য থেটিস হস্তক্ষেপ করেছিল আগে। এ প্রসঙ্গে আরও দেখুন টীকা ১৯:৩৮-৩৯ এবং ১৯:৩৫৩।

২৩:১৯৫ উত্তরাবায়ু ও পশ্চিমাবায়ু: উত্তরাবায়ু (Boreas) এবং পশ্চিমা বায়ু (Zephyrus) প্রসঙ্গে দেখুন এ-বইয়ের শুরুতে 'প্রধান চরিত্রসমূহ' অধ্যায়ের 'দেবদেবী' অংশটি। এ দুই বায়ুর উল্লেখ

গবেষকদের কাছে প্রমাণ হাজির করে যে হোমার থাকতেন ঈজিয়ান সাগরের পুবের অংশে, এশিয়া মাইনরে।

২৩:২০৬ **ইথিয়োপিয়ানদের দেশে:** দেখুন টীকা ১:৪২৪।

২৩:২৪৫-২৪৮ **প্যাট্রোক্লাসের সমাধিস্তম্ভের কথা...স্তম্ভ প্রশস্ত ও উঁচু করে নিতে পারো:** অ্যাকিলিসের কথার উদ্দেশ্য ও ইঙ্গিত পরিষ্কার—তার মৃত্যুর পরে গ্রিকরা প্যাট্রোক্লাসের জন্য বানানো সমাধিস্তম্ভ প্রশস্ততায় আরও বড় করে নেবে। বীর হিসেবে তার ভেতরকার অহংকার স্পষ্ট।

২৩:২৭৬-২৭৮ **তোমরা জানো আমার ঘোড়াগুলো...আমাকে দিয়ে দেয় ও দুটো:** অ্যাকিলিসের এ দুই অমর ঘোড়ার কথা বলা হয়েছে আগে; টীকা ১৬:১৫৪ দ্রষ্টব্য। পেলিউসের সঙ্গে দেবী থেটিসের বিয়েতে দেবদেবীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে দেখুন টীকা ১৭:১৯৪-১৯৫। দেবী থেটিসের সঙ্গে নশ্বর মানব পেলিউসের বিয়ে হওয়ার পশ্চাৎপট জানতে দেখুন টীকা ১৮:৮৫। পসাইডন এই বিয়েতেই ঘোড়াদুটো পেলেউসকে দিয়েছিল উপহার হিসেবে। পুরাণ অনুযায়ী পসাইডনের সঙ্গে বিরাট যোগাযোগ আছে সমুদ্র, ভূমিকম্প ও ঘোড়ার।

২৩:২৯১ **বলশালী ডায়োমিডিজ:** বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ডায়োমিডিজ এই ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় দশম পর্বে তার ধরে আনা রাজা রিসাসের অত্যাশ্চর্য ঘোড়া দুটোকে ব্যবহার করল না, যদিও সেটাই যৌক্তিক ছিল। এর ফলে গবেষকদের এ ধারণা আরও বলবান হয়েছে যে, *ইলিয়াড*-এর দশম পর্বটি হোমারের সৃষ্টি নয়, পরবর্তীকালের এক সংযোজন।

২৩:২৯১-২৯৩ **ট্রস প্রজাতির ঘোড়া...প্রভু [ঈনিয়াসকে] রক্ষা করেছিল:** ট্রস প্রজাতির ঘোড়া প্রসঙ্গে দেখুন টীকা ৫:২২০ এবং ৫:২৬৮-২৬৯। ডায়োমিডিজ ঈনিয়াসের এই অমূল্য দুই ঘোড়া দখলে নেয় পঞ্চম পর্বে (৫:৩১৯-৩২৭)।

২৩:২৯৫-২৯৬ **আগামেমননের মাদি ঘোড়া...পোদারগাস নাম:** ঈথি ও পোদারগাস ঘোড়ার নাম হিসেবে গ্রিসে বহুল প্রচলিত।

২৩:৩০৬ **[নেস্টর বলল]:** অনেকক্ষণ হয় আমরা নেস্টরের 'লেকচার' শুনিনি। স্বাভাবিক যে নেস্টর তার উপদেশ বিতরণের এই দারুণ সুযোগটি ছাড়বে না। ছেলেকে রথচালনা বিষয়ে দেওয়া তার এই দীর্ঘ উপদেশটি চলবে ৩৪৮ নং পংক্তি পর্যন্ত। এর মধ্যে দিয়ে আমরা ঘোড়দৌড়ের মাঠটির টেকনিক্যাল বিষয়গুলিও জেনে যাবো।

২৩:৩০৭ **পসাইডন:** পসাইডনের কথা বলা হলো কারণ এই দেবতার সঙ্গে ঘোড়ার বিশেষ যোগাযোগ আছে (ঘোড়াই পসাইডনের প্রতীকী প্রাণী), আর তাছাড়া সে অ্যান্টিলোকাসের দাদার বাবা। দেখুন মহাকাব্যের ১৩:৫৫৪-৫৫৬ এবং তার টীকা।

২৩:৩৬০ **ফিনিক্সকে:** বৃদ্ধ ফিনিক্সকে আমরা দেখেছি নবম পর্বে, অ্যাকিলিসের কাছে যাওয়া দূত হিসেবে, এবং পরে ১৬:১৯৬ পংক্তিতে বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে।

২৩:৪৪১ **শপথ করে না বলা...জিতছো না তুমি:** এই শপথটিই অ্যান্টিলোকাসকে মেনেলাস স্পষ্ট করে করতে বলবে এ-পর্বের সামনের ৫৮১-৫৮৫ নং পংক্তিতে।

২৩:৫৬১ **অ্যাস্টেরোপিয়াসের কাছ থেকে:** দেখুন মহাকাব্যের ২১:১৮২-১৮৩ পঙ্ক্তি।

২৩:৬৭৯ **ঈডিপাস মারা যায়:** গ্রিক ট্র্যাজেডি পড়ে আমরা ঈডিপাসের মৃত্যু সম্পর্কে যা জানি (অর্থাৎ তার মায়ের সঙ্গে দৈহিক মিলনের কথা জানার পরে সে নিজেকে অন্ধ করে দেয় এবং নির্বাসনে আথেন্স ভেগে যায়), হোমারের এই কথাটুকুর সঙ্গে তা মেলে না। হোমার বলছেন, ঈডিপাস থিবৃজ-এ মারা গিয়েছিল। তার মানে, ঈডিপাসের আথেন্সে মৃত্যুর কথাটি একটি 'আথেনিয়ান মিথ'।

২৩:৭০০ **তৃতীয় খেলার:** তৃতীয় প্রতিযোগিতাটি ছিল কুস্তির। এখানে এই খেলার চেয়ে বড় বিষয় এর দুই প্রতিযোগীর নাম: টেলামনিয়ান অ্যাজাক্স ও অডিসিয়ুস। তাদের এই কুস্তি প্রতিযোগিতার মধ্যে স্পষ্ট ছায়া ফেলে আছে *ইলিয়াড*-উত্তর একটি ঘটনা যখন অ্যাকিলিসের মৃত্যুর পরে তার বর্মসাজের দখল পাওয়া নিয়ে লড়বে এ দুই বীর, শেষে অডিসিয়ুস পাবে ওসব, আর সেই পরাজয়ের গ্লানি থেকে আত্মহত্যা করবে অ্যাজাক্স।

২৩:৭৩৭ **পুরস্কারগুলি সমান ভাগে ভাগ করে নাও:** এই পুরস্কারের তালিকায় আছে একটি কড়াই ও একজন নারী (পংক্তি ৭০২-৭০৫)। অতএব পাঠক ও গবেষক সকলেই হতবুদ্ধি যে কিভাবে তা সমান ভাগে ভাগ করা যায়। কড়াই না হয় ভেঙ্গে বা কেটে অর্ধেক করা গেল, কিন্তু নারীটি?

২৩:৮২৭-৮৩০ **যা প্রকাণ্ড বলশালী ঈটিয়নের...সঙ্গের অন্যান্য সম্পদের সাথে:** বারবার আমরা দেখছি যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরকে দেওয়া পুরস্কারগুলি আসলে অ্যাকিলিসের অর্জিত বিভিন্ন যুদ্ধ-লুটের মাল, যেমন অ্যাস্টেরোপিয়াসের তরবারি (৮০৮), সারপিডনের যুদ্ধ সরঞ্জাম (৮০০), লাইকাওনের মুক্তিপণ হিসেবে পাওয়া মদ মিশ্রণবাটি (৭৪৭) ইত্যাদি। অ্যাকিলিসের হাতে রাজা ঈটিয়নের (সে হেক্টরের শ্বশুর, অর্থাৎ অ্যান্ড্রোমাকির বাবা) খুন হওয়া প্রসঙ্গে দেখুন মহাকাব্যের ৬:৪১৪-৪২৮ অংশটি।

২৩:৮৩৩-৮৩৫ **তবু এই লোহার উপকারিতা...লোহার তাল থাকবে তার কাছে:** হোমার বলতে চাচ্ছেন যে এই লোহার তাল ব্যবহার করে কৃষক তার পাঁচ বছরের জন্য প্রয়োজনীয় সব কৃষি-সরঞ্জাম বানাতে পারবে। আধুনিক হোমারবিদরা এখানে বিভ্রান্ত, কারণ দূরের গ্রামে থাকা কৃষক লোহা পিটিয়ে বা গলিয়ে উপাদানগুলি বানাবে কী করে? এটা অনুমেয় যে, অ্যাকিলিস এতো প্রাকটিক্যাল চিন্তা করে কথাটি বলেনি।

২৩:৮৯০-৮৯৪ **অ্যাট্রিউসপুত্র আগামেমনন তুমি...অমনই করতাম বটে:** অ্যাকিলিস ক্রীড়ানুষ্ঠান শেষ করল রাজা আগামেমননকে অনেক সম্মান দিয়ে। এভাবেই জনসমক্ষে একশোভাগ ইতি ঘটলো অ্যাকিলিস-আগামেমনন বিরোধের, যার অবসান আসলে ১৯তম পর্বেই হয়েছিল, কিন্তু যথেষ্ট উত্তেজনা রেখে। তবে লক্ষণীয় যে আগামেমনন এখনও অ্যাকিলিসকে না ডাকল নাম ধরে, না তার কথার কোনো উত্তর দিল। এ-প্রসঙ্গে দেখুন টীকা ১৯:১৪০-১৪৪।

ইলিয়াডের পৃথিবী: অ্যাকিলিস ও ব্রাইসিয়িস

পর্ব - চব্বিশ

প্রায়াম ও অ্যাকিলিস

হেক্টরের মৃতদেহের অবমাননা করেই চলেছে অ্যাকিলিস—জিউস থেটিসের মাধ্যমে অ্যাকিলিসকে খবর দিল যে মৃতদেহ ট্রোজানদের কাছে ফেরত দিতে হবে—জিউস প্রায়ামকে পরামর্শ দিল গ্রিকশিবিরে অ্যাকিলিসের কাছে মুক্তিপণ নিয়ে হাজির হতে—দেবতা হারমিস প্রায়ামকে অ্যাকিলিসের তাঁবুতে নিয়ে গেল—প্রায়াম ও অ্যাকিলিস কাঁদল একসাথে, খাবার খেলো—হেক্টরের মরদেহ নিয়ে ট্রয়ে ফেরত এল প্রায়াম।

বিষয়বস্তু

এই শেষ পর্বটি ইলিয়াড-এর যথাযোগ্য এক উপসংহার। এখানে অ্যাকিলিসের কাছ থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে পুত্র হেক্টরের লাশ ফেরত নিয়ে আসে বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম। দেবতা হারমিস প্রায়ামকে প্রতিরক্ষা দিয়ে নিয়ে যায় গ্রিকশিবিরে; প্রায়াম খুশি হয় যে দেবতাদের হস্তক্ষেপের কারণে হেক্টরের লাশ মৃত্যুর পরে এতদিন হয়ে গেলেও গলেনি-পচেনি। বৃদ্ধ রাজার মুখোমুখি হয়ে অ্যাকিলিস দেখে যে এই বৃদ্ধ পিতার দুঃখ-যন্ত্রণার পরিমাণ তার নিজেরটুকুর সঙ্গে তুলনীয়; সেইসঙ্গে হেক্টরের পিতার মধ্যে নিজের বৃদ্ধ-নিঃসঙ্গ পিতার ছায়াও দেখতে পায় অ্যাকিলিস। শেষমেশ সে তার ক্রোধ পরিত্যাগ করে হেক্টরের লাশ তুলে দেয় তার পিতার হাতে। প্রায়াম লাশ নিয়ে ট্রয়ে ফেরত আসে, এবং পর্বটির শেষ হয় হেক্টরকে নিয়ে তিন নারীর—তার স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকি, মা হেকুবা

ও ভাইয়ের বউ হেলেন—বিলাপগাথা ও হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ২৪তম এই পর্বটির চোখধাঁধানো মিল বা তুলনীয় রেফারেন্স আছে ইলিয়াড-এর প্রথম পর্বের সঙ্গে। প্রথম পর্বে শুরু হওয়া এ-মহাকাব্যের মূল থিম 'অ্যাকিলিসের ক্রোধ', যে ক্রোধ পরে ১৮ ও ১৯তম পর্বে গিয়ে কিছুটা পরিমার্জিত হয় এবং ২২তম পর্বে চূড়ান্ত বিন্দু স্পর্শ করে, তার অবশেষে মোচন ঘটে এই পর্বে অ্যাকিলিসের ট্রয়ের রাজার সঙ্গে বিনয়পূর্ণ ও দয়ার্দ্র আলাপ ও হেক্টরের মরদেহ ফেরত দিতে অ্যাকিলিসের রাজি হওয়ার মাধ্যমে। প্রথম পর্বের মতোই এ-পর্বের নিজেরও এক একক বিষয়বস্তুগত ঐক্য আছে: এর একমাত্র থিম হেক্টরের মরদেহের ট্রয়ে প্রত্যাবর্তন। সোজা চোখে দেখলে এ-পর্বের তিনটি ভাগ: লাইন ১ থেকে ৪৬৭ পর্যন্ত হেক্টরের মরদেহ আনতে প্রায়ামের যাত্রা; ৪৬৮ থেকে ৬৭৬ পর্যন্ত প্রায়াম ও অ্যাকিলিসের মধ্যকার সাক্ষাৎ; এবং ৬৭৭ থেকে শেষাবধি হেক্টরকে নিয়ে প্রায়ামের ট্রয়ে ফিরে আসা ও হেক্টরের দাফন। ইলিয়াড শেষ হয় এর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নায়ক হেক্টরকে দিয়ে, কিন্তু তবু অ্যাকিলিসকেই আমরা এ-পর্বের কেন্দ্রে দেখি, বিশেষত আমাদেরকে যখন আগেই বহুবার বলা হয়েছে যে তার নিজের মৃত্যু এখন একদম সন্নিকটে। প্রায়ামের সঙ্গে তার আলাপের মধ্যে তার নিজের ট্র্যাজিক মৃত্যু ঠিকই উঁকি দেয়। এ-পর্বের সঙ্গে মহাকাব্যের প্রথম পর্বটির বিস্ময়কর প্রতিতুলনা বিষয়ে আলোচনা করা হলো বইয়ের শেষে 'পাঠ-পর্যালোচনা' অংশে। অনেক জনপ্রিয় এ-পর্বটি পুরো মহাকাব্যের বিষয়গত ও মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলোর এতো সুন্দর মোচন ঘটায় যে বলা হয়ে থাকে ইলিয়াড-এর এর চেয়ে ভালো কোনো পরিসমাপ্তি হওয়াটা অসম্ভব ছিল।

সারসংক্ষেপ

১-২১: অ্যাকিলিসের চোখে ঘুম নেই; সে হেক্টরের মৃতদেহের যারপরনাই অবমাননা করে যায়।

২২-১৩৭: দেবতাদের মায়া হয় হেক্টরের জন্য, তারা আলোচনা করে হারমিস গিয়ে হেক্টরের লাশ চুরি করে ট্রয়ে দিয়ে আসবে কি না, তা নিয়ে। বারো দিন পরে জিউস দূত হিসেবে দেবী থেটিসকে পাঠায় অ্যাকিলিসের কাছে; থেটিস জিউসের কথামতো অ্যাকিলিসকে বলে হেক্টরের লাশ ট্রোজানদের হাতে তুলে দিতে হবে।

১৩৮-১৮৭: জিউস এবার দেবী আইরিসকে পাঠায় রাজা প্রায়ামের কাছে; সে দ্যাখে রাজা বিরাট শোকে আছে।

১৮৮-৩২১: আইরিসের কথামতো হেক্টরের লাশ ছাড়িয়ে আনার জন্য ছেলেদেরকে ওয়াগন প্রস্তুত করতে বলে প্রায়াম। হেকুবা ভীত হয় তার স্বামীর গ্রিকদের কাছে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা শুনে; কিন্তু জিউস এক মঙ্গলচিহ্ন পাঠায় সুসংকেত হিসেবে।

৩২২-৪৬৭: হারমিস প্রায়ামকে নিয়ে যায় অ্যাকিলিসের কুটিরের দিকে।

৪৬৮-৫৫১: প্রায়াম অ্যাকিলিসের কুটিরে হাজির হয়ে তার পুত্রের খুনির হাতে চুমু খায় মিনতি রেখে; তারা দুজন কাঁদে একসাথে। অ্যাকিলিস হেক্টরের পিতা প্রায়ামের মধ্যে নিজের পিতার ছায়া দেখতে পায়।

৫৫২-৫৯৫: প্রায়াম অ্যাকিলিসকে বলে হেক্টরের মরদেহ ফেরত দিতে; অ্যাকিলিস সাবধান করে দেয় তাকে না চটাতে। তারপর মৃতদেহ ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করে অ্যাকিলিস, আর এজন্য মৃত প্যাট্রোক্লাসের কাছে সে ক্ষমা চায়।

৫৯৬-৬৭৬: অ্যাকিলিস প্রায়ামকে নিওবির চরম বিয়োগান্তক কাহিনী শুনিয়ে তাকে মুখে খাবার তোলার জন্য আমন্ত্রণ রাখে। তারা দুজন একসাথে খায়, একে অন্যকে দেখতে থাকে বিস্ময়মেশানো শ্রদ্ধা নিয়ে। প্রায়াম ঘুমানোর জন্য জায়গা চায়; অ্যাকিলিস ব্রাইসিয়িসকে সঙ্গে নিয়ে বিছানায় যায়।

৬৭৭-৭১৭: হারমিস প্রায়ামকে ঘুম থেকে তুলে গ্রিকশিবির থেকে বের করে নিয়ে ট্রয়ের পথে যায়। ক্যাসান্ড্রা প্রথম দেখতে পায় হেক্টর ট্রয়ে ফেরত এসেছে, সে সবাইকে জানায় এ-খবর; অ্যান্ড্রোমাকি ও হেকুবা ছুটে আসে।

৭১৮-৭৭৫: পেশাদার বিলাপ-গীতি শিল্পীরা বিলাপ গাওয়ার পরে অ্যান্ড্রোমাকি, হেকুবা ও হেলেন তাদের যার যার শোকগান গায়।

৭৭৬-৮০৪: নয়দিন ধরে ট্রোজানরা কাঠ সংগ্রহ করে; দশম দিনে তারা হেক্টরের চিতায় আগুন দেয়। শেষে হেক্টরের সম্মানে রাজা প্রাসাদে ভোজের আয়োজন করে।

ঘটনাকাল ও ঘটনাস্থল

আলেকজান্ডার পোপের হিসাবে *ইলিয়াড*-এর ৩০তম দিনে হেক্টরের মৃত্যু হয়, আর ই.ভি. রিউয়ের হিসাবে তার মৃত্যুর দিনটি ছিল ২৭তম দিন। হেক্টরের মৃত্যুর পরে ১২তম ভোরের কথা বলা হচ্ছে এ-পর্বে (লাইন ৩১)। সে হিসাবে পোপের মতে ৪২তম দিনে (ই.ভি. রিউয়ের মতে ৩৯তম দিনে) জিউস থেটিসকে পাঠায় অ্যাকিলিসের কাছে এবং আইরিসকে প্রায়ামের কাছে। আর ৪৩তম দিনের (বা ৪০তম) আগের রাতে হারমিস প্রায়ামকে নিয়ে আসে অ্যাকিলিসের কুটিরে। ৪৩তম দিনেই (বা ৪০তম) প্রায়াম হেক্টরকে নিয়ে ফেরত আসে ট্রয়ে। এরপরে নয়দিন ধরে ট্রোজানরা চিতার কাঠ জোগাড় করে (লাইন ৭৮৪), এবং দশম দিনে তারা হেক্টরের চিতায় আগুন দেয় (লাইন ৭৮৫) আর এর পরের দিনের ভোরে তারা তাকে কবরে শোয়ায় (লাইন ৭৮৮)। সে হিসাবে, পোপের মতে, *ইলিয়াড* শেষ হয় মহাকাব্য শুরু হওয়ার পরে ৫৩তম দিনে; আর ই.ভি. রিউয়ের মতে ৫০তম দিনে। অর্থাৎ, দু হিসাবেই, দশ বছরব্যাপী দীর্ঘ গ্রিক বনাম ট্রোজানদের এই যুদ্ধের মাত্র ৫০টির মতো দিনের কাহিনী বিবৃত আছে *ইলিয়াড*-এ। এ-পর্বের ঘটনাস্থল মূলত দুটি—একটি গ্রিকশিবিরে অ্যাকিলিসের তাঁবু, অন্যটি ট্রয় নগরী।

চিত্র ২৬. অ্যাকিলিস ও প্রায়াম। বৃদ্ধ প্রায়াম তার হাতের রাজদণ্ডে ভর দিয়ে ঢুকছে অ্যাকিলিসের তাঁবুতে, পেছনে ক্রীতদাসরা বয়ে আনছে মুক্তিপণ। অ্যাকিলিস আধাশোয়া হয়ে আছে তার জাঁকাল নকশার গদি আঁটা আসনে। তার সামনে রাখা খাওয়ার টেবিল, সে ডান হাতে ছুরি দিয়ে টেবিলে রাখা মাংস কেটে খাচ্ছিল, মাংসের টুকরো ঝুলে আছে টেবিল থেকে। সে দেখেনি যে রাজা প্রায়াম ঘরে ঢুকেছে, কারণ মাথা পেছনে ঘুরিয়ে সে তখন এক ক্রীতদাস বালককে বলছিল তার হাতে ধরা পাত্রে মদ ঢেলে দিতে। ছবির মাঝখানে, উপরে, তার ঢাল, তাতে গরগনের মাথা আঁকা। দেওয়াল থেকে আরও ঝুলছে তার যুদ্ধসাজ (বাঁয়ে শিরস্ত্রাণ, পা ঢাকা বর্ম; ডানে তরবারি, জোব্বা ইত্যাদি।) তার আসনের নীচে পড়ে আছে হেক্টরের মৃতদেহ, অসংখ্য আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। প্রাচীন গ্রিক চিত্রশিল্পে *ইলিয়াড*-এর এ দৃশ্যটিই সবচেয়ে বেশিবার আঁকা হয়েছে। (আথেনিয়ান মদের পাত্র, খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ সন)

এরপরে ভাঙল জমায়েত, মানুষেরা ছড়িয়ে গেল এদিক ওদিক, যার যার জাহাজের দিকে রওনা দিল তারা। তাদের সব চিন্তা তখন খাবার ও মধুর নিদ্রার আনন্দটুকু নিয়ে। কিন্তু অ্যাকিলিস তার প্রিয় বন্ধুকে স্মরণ করে কেঁদে চলল বিরামহীন, আর ঘুম—যা সবাইকে কাবু করে—তাকে অধিকারে নিতে ব্যর্থ হলো। সে [বিছানায়] একবার এপাশ, আরেকবার ওপাশ করে করে আকুল ৫ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভাবতে লাগল প্যাট্রোক্লাসের কথাঃ তার পুরুষোচিত ভাব ও পরাক্রান্ত শক্তি, আর যা যা তারা একসাথে মিলে অর্জন করেছিল সেসব, যা যা ভোগান্তি তারা সয়েছিল একসাথে সেইসবও, যেমন মানুষের যেসব যুদ্ধ তারা লড়েছিল আর [সাগরের] মারাত্মক যেসব ঢেউ তারা পেরিয়েছিল—সবকিছু। এ সমস্ত কিছু মনে করে অ্যাকিলিস বড় বড় অশ্রুবিন্দু ফেলল চোখ থেকে, এই একবার পাশ ফিরে শুয়ে, ফের আবার শুয়ে পিঠের ওপরে, আর আরেকবার মুখ ১০ বিছানায় চেপে। তারপর সে উঠে দাঁড়াল দু-পায়ে, বিধ্বস্ত-বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে ঘুরতে লাগল লবণ সাগরের বেলাভূমি ধরে।

তার চোখের সামনে হলো ভোরের পরে ভোর, প্রভাতের দেবীর সমুদ্র ও সমুদ্রতট জুড়ে আলো ছড়িয়ে দেওয়া। এরপর [দেখা যেত] সে তার দ্রুতচারী ঘোড়াদের বাঁধছে রথের নীচের জোয়ালের মাঝে, এবং হেক্টরকে রথের পেছনে ১৫ বেঁধে মাটিতে হেঁচড়ে নিচ্ছে একসাথে; তারপর মেনিশাসের মৃত পুত্র [প্যাট্রোক্লাসের] সমাধিস্তূপ ঘিরে মোট তিনবার হেক্টরকে টেনে নেয়া হলে থামত সে, তার তাঁবুতে খানিক বিশ্রাম নিত, হেক্টর তখন পড়ে থাকত হাত-পা ছড়িয়ে, ধুলোয় মুখ রেখে। তবে অ্যাপোলো নিশ্চিত করল হেক্টরের লাশ যেন না গলে, না পচে—মৃত্যুতেও এই যোদ্ধার প্রতি মায়া ছিল অ্যাপোলোর। সে তার সোনালি ঐশীবর্ম দিয়ে হেক্টরের দেহ ২০ পুরো ঢেকে দিল, যার ফলে অ্যাকিলিস লাশ হেঁচড়ে নিলেও দেখা গেল তার মাংসে কাটাছেঁড়া পড়ছে না কোনো।

অতএব অ্যাকিলিস তার দুর্বার ক্রোধ থেকে চেষ্টা করে গেল দেবতুল্য হেক্টরের দেহ বিকৃত করার। পবিত্র দেবতারা এ দৃশ্য দেখতে পেল, তাদের খুব মায়া হলো হেক্টরের প্রতি, তারা অবিরত আরগাসের হত্যাকারী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি দেব [হারমিসকে] তাড়া দিল হেক্টরের লাশ চুরি করে সরিয়ে নেবার। এ পরিকল্পনাতে খুশি ছিল অন্য সব দেব এবং দেবী, কিন্তু এতে কোনোভাবে সমর্থন ছিল না ২৫

হেরা, পসাইডন ও ধূসর-নয়না কুমারী [অ্যাথিনার]। তারা পবিত্র ইলিয়াম, প্রায়াম ও তার প্রজাদের ওপর প্রথম থেকে মনে যে ঘৃণা পুষে ছিল তা-ই অব্যাহত রেখে গেল। তাদের এ ঘৃণার পেছনে ছিল প্যারিসের সেই মতিভ্রষ্ট নির্বুদ্ধিতা: সে তার রাখালের চালায় দেবীরা এলে 'পরে, সেই দেবীকেই বেছে নিয়েছিল যে তার
৩০ সর্বনাশা কামবাসনাকে পুরস্কৃত করে, এভাবে [বাকি দুই] দেবী তার হাতে অপমানিত হয়েছিল।°

হেক্টরের মৃত্যুর পরে, এভাবে অবশেষে বারোতম ভোর° এলে, ফিবাস অ্যাপোলো কথা বলল অমর দেবকুলের মাঝে :

'তোমরা দেবতারা নিষ্ঠুর বড়, সর্বনাশা দেবদেবী সব। হেক্টর কি কোনোদিন তোমাদের নামে উৎসর্গ করে পোড়ায়নি গবাদিপশুর উরুর-হাড় ও নিদাগ ছাগল? তাকেই কিনা—যদিও সে লাশ ছাড়া অন্য কিছু নয়—তোমরা এখন উদ্ধার করার
৩৫ মনস্থির করে উঠতে পারছ না, যাতে করে তার স্ত্রী, মাতা ও পুত্র তাকে একটু দেখতে পারে, এবং তার পিতা প্রায়াম ও তার প্রজাকুল তাকে আগুনে দাহ দিতে পারে, পারে তার প্রাপ্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আচার-অনুষ্ঠান সেরে নিতে। নাহ, দেবতারা, তোমরা ঐ নিষ্ঠুর অ্যাকিলিসকে সাহায্য দিয়ে যাবে বলে মনস্থির করে
৪০ আছ, সেই অ্যাকিলিস যার মন ও বুদ্ধি-বিবেচনার ঠিক নেই কোনো, আর যার বুকের ভেতরের মন একটুও নমনীয় নয়। তার হৃদয়ে আছে শুধু নিষ্ঠুরতা, ঠিক সেই সিংহের মতো যে তার বিশাল শক্তি ও উদ্ধত হৃদয়ের কাছে বশীভূত হয়ে যায় খিদে পাওয়া মাত্রই আর নশ্বর মানুষের ভেড়ার পালের ওপর আক্রমণ করে বসে—ঠিক সেভাবেই অ্যাকিলিস হত্যা করেছে দরদ ও করুণাকে; তার হৃদয়ের
৪৫ মাঝে লজ্জারও অনুভূতি নেই কোনো, যে লজ্জা থেকে মানুষের বিরাট ক্ষতি হয়, আবার যা মানুষের বিরাট উপকারেও আসে বটে।

'যে-কোনো মানুষ, আমার বিশ্বাস, এর চেয়ে প্রিয়তম কাউকেও নিশ্চিত হারিয়েছে, যেমন হারিয়েছে একই মায়ের পেটে জন্ম নেওয়া ভাই, কিংবা এমনকি তার নিজের পুত্রসন্তানকেও, কিন্তু [তা হলেও] শেষমেশ সে ক্ষান্ত দিয়েছে অশ্রুরোদন ও বিলাপ-সন্তাপে, কারণ নিয়তিরা মানুষকে দিয়েছে এমন এক হৃদয়
৫০ যা সইতে পারে বহু কিছু। কিন্তু এই অ্যাকিলিস দ্যাখো প্রথমে কেড়ে নিল দেবতুল্য হেক্টরের জান, তারপর রথের পেছনে পা দুটো বেঁধে তাকে মাটিতে হেঁচড়ে নিয়ে চলল প্রিয় বন্ধুর সমাধিস্তম্ভের চারপাশে। সত্যি তার জানা দরকার যে এমন করার মধ্যে না আছে সম্মান, না আছে কোনো লাভ। তার সাবধান হওয়া উচিত আমাদের ক্রোধের বিষয়ে—হতে পারে সে বিরাট কোনো লোক, তবু [সত্যি হলো] তার মত্ততা থেকে সে নির্মম অবমাননা করে যাচ্ছে এক বোবা মাটির দলার।'

তখন রেগে গিয়ে অ্যাপোলোর কথার জবাবে তাকে বলল শুভ্র-বাহু হেরা : ৫৫

'রূপালি ধনুকের প্রভু, তুমি যা বললে তা যুক্তিসম্মত কথা হতো যদি তোমরা সব দেবতা মিলে ঠিক করতে যে তোমরা অ্যাকিলিস ও হেক্টরকে সমান সম্মান দেবে। কিন্তু হেক্টর তো এক নশ্বর লোক, কোনো মহিলার স্তনের দুধ চুষে খেয়ে [বড় হওয়া], অন্যদিকে অ্যাকিলিসের জন্ম এক দেবীর গর্ভ থেকে, সেই দেবী যাকে আমি নিজে পেলেপুষে বড় করি আর যাকে এক নশ্বর মানুষের হাতে তুলে ৬০ দিই স্ত্রী করে—পেলিউস নাম সে নশ্বরের,° অমর দেবতাদের হৃদয়ে সে সকল নশ্বর মানুষ থেকে বেশি প্রিয় বটে। তোমরা সব দেবদেবীই ছিলে সেই বিয়ের উৎসবে; আর তুমি অ্যাপোলো, বীণা হাতে নিয়ে, তুমিও বসেছিলে সেই ভোজে—ও মন্দ লোকদের বন্ধু, চিরকাল শঠতায় ভরা এক দেবতা তুমি।'

তখন প্রত্যুত্তরে হেরাকে বলল জিউস, মেঘ-সঞ্চারক :

'হেরা, তুমি দেবতাদের প্রতি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নিয়ো না তোমার রাগ। ৬৫ এ দুজন মানুষের প্রতি [আমাদের] সম্মান এক হবে না কখনোই। তারপরও, হেক্টর ইলিয়ামের নশ্বর মানুষদের মাঝে সবসময় দেবতাদের কাছে সবচে প্রিয় ছিল। অন্তত আমার কাছে সে তা ছিল নিশ্চিতই, কারণ সে আমাকে মন তুষ্ট করা উপঢৌকন দিতে ভোলেনি কখনোই। আমার বেদী কোনোদিন ভোজের সমান ভাগ পাওয়া থেকে, মদের অর্ঘ্য বা পোড়া মাংসের স্বাদ থেকে হয়নি বঞ্চিত—যে পূজার- ৭০ অর্ঘ্য আমাদের প্রাপ্য বটে। যা হোক, তারপরও সাহসী হেক্টরের লাশ চুরি করে নেওয়া—ওটা বাদ থাক। এমনিতেও তা সম্ভব নয় অ্যাকিলিসের অজ্ঞাতে করা, কারণ কথা হলো তার মা সর্বদা রয়েছে তার পাশে, দিনে কিংবা রাতে। নাহ্, যাও কোনো দেবতা গিয়ে থেটিসকে বলো আমার কাছে আসবার কথা; আমি তাকে সুবিবেচনা থেকে নেওয়া এক মন্ত্রণা দেব, বলব কীভাবে অ্যাকিলিস প্রায়ামের কাছ ৭৫ থেকে উপঢৌকন নিতে পারে হেক্টরের লাশ ফেরত দেবার মুক্তিপণ রূপে।'

এ-ই বলল জিউস, আর ঝোড়ো-পায়ের আইরিস দাঁড়াল তার এই বার্তা বয়ে নিয়ে যেতে। সে সামোস ও এবড়ো-খেবড়ো ইমব্রোসের মাঝে এক স্থানে ঝাঁপ দিল অন্ধকার সাগরের জলে,° সাগরের জল গুঙিয়ে উঠল তার প্রবেশের কালে। পানির নীচে সে অতলের দিকে ছুটে গেল কোনো ভারি সিসার মতো ৮০ করে, যে সিসা [কোনো মৎস্যশিকারী] মাঠে চরা ষাঁড়ের শিং-এ বসিয়ে দিলে নীচে নেমে যায়, আর লোলুপ মাছেদের জন্য মৃত্যু ডেকে আনে। থেটিসকে পেল সে এক শূন্যগর্ভ গুহার মাঝে, তার চারপাশ জুড়ে দল বেঁধে অন্য সাগর-দেবীরা ছিল, আর থেটিস তাদের মাঝে কেঁদে চলেছিল তার মহান পুত্রের নিয়তির কথা ৮৫ ভেবে, যে পুত্র তাকে বিষাদে ফেলে মারা যাবে অনেক-উর্বরা ট্রয়ের জমিনের 'পরে, তার নিজ পিতৃভূমি থেকে বহুদূরে। থেটিসের পাশে দাঁড়িয়ে গিয়ে দ্রুতপায়ের দেবী আইরিস্ বলল তাকে :

'ওঠো তুমি, থেটিস! জিউস, যার মন্ত্রণা অবিনশ্বর, ডেকেছে তোমাকে।'
তখন এ-কথার জবাবে বলল থেটিস, রুপালি পায়ের দেবী :

৯০ 'আমাকে কেন ডেকেছে ঐ পরাক্রমশালী দেব? আমার তো লজ্জা করে অন্য অমর দেবদেবীর সাথে যোগ দিতে, কারণ আমার বুকে যে দুঃখ আছে তার পরিমাপ নেই কোনো। তারপরও, আমি যাব; আর যা-ই বলুক সে, তার কথা যাবে না বিফলে।'

এই কথা বলে দেবীদের মাঝে সবচে ফর্সা এই দেবী হাতে নিল গাঢ়-নীল নেকাব একখানা—এ কাপড়টার চেয়ে গাঢ়-অন্ধকার আর কোনো কাপড় ৯৫ কোথায়ও নেই—তারপর সে রওনা দিল তার পথে। হাওয়ার-পা ক্ষিপ্র আইরিস গেল প্রথমে, সে থেটিসকে পথ দেখিয়ে নিল। তাদের চারপাশে সাগরের ঢেউ ফাঁক হয়ে খুলে গেল। তারা সাগরের তটে এসে উঠল পানি থেকে, লাফ দিয়ে উড়ে গেল উঁচু আসমানের দিকে, দেখল ক্রোনাসপুত্র [জিউস], দূরাবধি-বজ্র-তোলা দেব, বসে আছে এবং তাকে ঘিরে আছে অন্য পবিত্র চিরঅমর দেবতারা, ১০০ তারা বসা একত্রে জড়ো হয়ে। অ্যাথিনা তখন থেটিসকে তার জায়গা ছেড়ে দিল, থেটিস বসল পিতা জিউসের ঠিক পাশে, আর হেরা তার হাতে তুলে দিল সুন্দর সোনালি পানপাত্র একখানা এবং তাকে জানাল অভ্যর্থনা। থেটিস পান করল একটু, তারপর পানপাত্র ফেরত দিল। এবার দেবতা ও মানুষের পিতা [জিউস] প্রথম কথা শুরু করল তাদের মাঝে :

'ও দেবী থেটিস, তাহলে তুমি অলিম্পাসে এলে তোমার সব বেদনা-যন্ত্রণা ১০৫ সত্ত্বেও! তোমার বুকে আছে সান্ত্বনার অযোগ্য এক শোক, আমি নিজেও তা জানি। তা হলেও আমি তোমাকে বলব কেন তোমাকে এখানে ডেকে আনলাম আমি।

'আজ নয় দিন ধরে অমরদের মাঝে এক ঝগড়া চলছে শহর-লুট-করা বীর অ্যাকিলিস ও হেক্টরের মরদেহ নিয়ে। তারা চাইছে আরগাসের হত্যাকারী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি দেব [হারমিস] হেক্টরের লাশ চুরি করে নিয়ে যাক। কিন্তু আমার ইচ্ছা ১১০ অ্যাকিলিসকে মহিমা দান করা। সেটা কীভাবে তা এখন আমি বলব তোমাকে, আর এই কাজ করে ভবিষ্যতের জন্য সুনিশ্চিত করব [আমার প্রতি] তোমার সম্মান ও বন্ধুতাকে।

'যাও এবার তাড়াতাড়ি গ্রিকশিবিরে চলে যাও আর তোমার ছেলেকে দাও আমার আদেশ। তাকে বলো দেবতারা অসন্তুষ্ট তার 'পরে, এবং অন্য সব অমর দেবদেবীর চেয়ে আমিই রাগান্বিত বেশি কারণ সে তার হৃদয়ের উন্মত্ততা থেকে ১১৫ হেক্টরকে রেখে দিয়েছে তার বাঁকা-চঞ্চুর জাহাজবহরের পাশে, তাকে ফেরত দিচ্ছে না [ট্রোজানদের হাতে]। এ-কথা বললে সে সম্ভবত আমাকে ভয় পাবে আর মুক্তিপণের বিনিময়ে হেক্টরকে ছেড়ে দেবে। তখন আমি আইরিসকে পাঠাব মহান-হৃদয় প্রায়ামের কাছে। তাকে বলা হবে গ্রিক জাহাজের কাছে গিয়ে

প্রিয়পুত্রকে ছাড়িয়ে আনতে মুক্তিপণ দিয়ে; আর সে সাথে করে নিয়ে যাবে অ্যাকিলিসের জন্য এমন সব উপহার যাতে অ্যাকিলিসের মন খুশি হবে।'

এ-ই বলল জিউস, আর রুপালি পা দেবী থেটিস তার কথার অবাধ্য হলো না। সে ছোঁ মেরে নেমে গেল অলিম্পাস শিখরের থেকে, এসে পৌঁছাল তার পুত্রের তাঁবুতে। তাকে থেটিস পেয়ে গেল ওখানেই, তখনও কাঁদছিল সে বিরামহীনভাবে, তার চারপাশে ছিল প্রিয় সহসঙ্গীগণ যারা ব্যস্তসমস্ত ছিল যার যার কাজে, ব্যস্ত ছিল সকালের খাবার তৈরি করে নিতে। তারা নিজেদের [খাওয়ার] জন্য এক বিরাট লোমেভরা ভেড়া জবাই দিয়ে রেখেছিল তাঁবুর মাঝে। এবার সে, অ্যাকিলিসের রানিতুল্য মাতা, বসল তার একদম কাছে, হাত বুলিয়ে দিল তার গায়ে, বলল তাকে এই কথা : ১২০ ১২৫

'বাছা আমার, আর কতদিন তুমি কেঁদে কেঁদে বিলাপসন্তাপ করে তোমার হৃদয় খুঁড়ে খাবে এইভাবে, ভাববে না কোনো খাবার খাওয়ার কিংবা বিছানায় শোওয়ার কথা? তোমার জন্য আসলেই ভালো হয় কোনো রমণীর আলিঙ্গনের মাঝে শুয়ে ভালোবাসাবাসি করা,° কারণ তোমার জীবন তো দীর্ঘ নয়, আর আমি তোমাকে হারাতে চলেছি—এরই মধ্যে মৃত্যু ও নির্মম নিয়তি দাঁড়িয়ে গেছে তোমার পাশে এসে। আসো এবার, আমার কথা শোনো। আমি তোমার কাছে এসেছি জিউসের বার্তাবাহক হয়ে। সে বলছে যে দেবতারা অসন্তুষ্ট তোমার 'পরে, আর অন্য সব অমর দেবদেবীর চেয়ে সে-ই রাগান্বিত বেশি কারণ তুমি তোমার হৃদয়ের উন্মত্ততা থেকে হেক্টরকে রেখে দিয়েছ বাঁকা-চঞ্চুর জাহাজবহরের কাছে, তাকে ফেরত দিচ্ছ না [ট্রোজানদের হাতে]। নাহ্ আসো, তাকে ছেড়ে দাও, আর তার লাশের বিনিময়ে মুক্তিপণ নাও।' ১৩০ ১৩৫

তখন প্রত্যুত্তরে দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস বলল তাকে :

'তাহলে তা-ই হবে। যে মুক্তিপণ নিয়ে আসবে, সে-ই লাশ নিয়ে যাবে—মানে যদি সত্যি অলিম্পিয়ান [জিউস] নিজে আন্তরিকভাবে আমাকে অমন এক আদেশ দিয়ে থাকে।' ১৪০

এরপরে মা ও ছেলে জাহাজগুলো একসাথে তুলে রাখা ওই জায়গাতে বসে কথা বলে গেল নিজেদের মাঝে, অনেক ডানাওয়ালা কথা বিনিময় করল তারা। অন্যদিকে ক্রোনাসপুত্র [জিউস] আইরিসকে পাঠিয়ে দিল পবিত্র ইলিয়ামে, এই কথা বলে :

'যাও এবার, ক্ষিপ্র আইরিস। অলিম্পাসের আসন ছেড়ে চলে যাও ইলিয়ামে। মহান-হৃদয় প্রায়ামকে জানাও যে তাকে অবশ্যই গ্রিক জাহাজবহরে গিয়ে তার প্রিয় পুত্রকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হবে। প্রায়াম নিজের সাথে ১৪৫

নিয়ে যাবে অ্যাকিলিসের জন্য এমন সব উপহার যাতে অ্যাকিলিসের হৃদয় খুশি হয়। কিন্তু তাকে অতি অবশ্যই যেতে হবে একা, অন্য কোনো ট্রোজান যাবে না তার সাথে। তার সাথে শুধু যেতে পারে কোনো প্রবীণ রাজদূতদের কেউ, যে
১৫০ খচ্চর ও মজবুত-চাকার ওয়াগন চালিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে নেবে, আর ইলিয়ামে ফেরত আনবে দেবতুল্য অ্যাকিলিসের হাতে খুন হওয়া মৃত লোকটিকে। আর দেখো প্রায়ামের বুকে যেন নিজের মৃত্যু নিয়ে উদ্বেগ বা ভয় না থাকে কোনো, যেহেতু আমি তাকে সাথে এক যথাযোগ্য পথপ্রদর্শক দেব, আরগাসের হত্যাকারী হারমিসকে দেব, যে তাকে নিরাপদে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে অ্যাকিলিসের
১৫৫ তাঁবুটাতে। যখন হারমিস তাকে অ্যাকিলিসের তাঁবুর ভেতর ঢুকিয়ে দেবে, তখন না অ্যাকিলিস নিজে মারবে তাকে, না অন্য কাউকে তাকে মারতে দেবে। কারণ এমন না যে অ্যাকিলিসের প্রজ্ঞা বলে কিছু নেই, নেই কোনো সুবিবেচনা কিংবা সে পাপিষ্ঠ কোনো লোক। [আমি জানি] সে তার কাছে প্রার্থনাকারী কোনো মানুষের প্রতি দেখাবে দয়ার আচরণই, ক্ষতি করবে না তার কোনো।'

এ-ই বলল সে, আর ঝোড়ো-পা আইরিস ত্বরিত রওনা দিল তার বার্তা
১৬০ নিয়ে। সে পৌঁছাল প্রায়ামের প্রাসাদে, দেখল সেখানে চলছে কান্না ও শোকের মাতম—তার পুত্রেরা তাদের পিতার পাশে ছাদবিহীন আঙ্গিনায় বসে চোখের জলে ভেজাচ্ছে পরিধান, আর বৃদ্ধ রাজা তাদের মাঝখানে বসে আছে; সে তার আলখাল্লায় শরীর ঢেকে রেখেছে শক্ত করে। বৃদ্ধ লোকটির মাথা ও ঘাড়ে লেগে
১৬৫ আছে প্রচুর গোবর, ওগুলো সে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে জড়ো করেছে দু-হাতের মাঝে।° ঘরের ভেতরে তার কন্যারা ও তার ছেলের বউয়েরা কাঁদছে অনেক বীর যোদ্ধার কথা মনে করে, যারা গ্রিকদের হাতে হত হয়ে এখন মৃত পড়ে আছে। জিউসের বার্তাবাহক প্রায়ামের কাছে চলে এল, বলল তাকে অনেক মৃদু কণ্ঠ
১৭০ নিয়ে, তবুও [বলার সময়ে] কাঁপুনি উঠছিল তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জুড়ে :

'ও প্রায়াম, দারদানাসের ছেলে, মনে সাহস রাখো, ভয় পেয়ো না একটুও। আমি এখানে আসিনি তোমার কাছে কোনো ভয়াল ভবিষ্যতের বাণী দেব বলে; আমি এসেছি তোমার প্রতি মনে যথেষ্ট সদুদ্দেশ্য নিয়ে। তোমার জন্য আমি আসলেই জিউসের বার্তা এনেছি সাথে। জিউস যদিও অনেক দূরে আছে, তবু তোমার জন্য তার অনেক দরদ, অনেক তার মায়া। এই অলিম্পিয়ান তোমাকে
১৭৫ আদেশ দিয়েছে দেবতুল্য হেক্টরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনার, বলেছে তুমি অ্যাকিলিসের জন্য সাথে করে নিয়ে যাবে এমন সব উপহার যাতে তার হৃদয় খুশি হবে। কিন্তু তুমি অবশ্যই একা যাবে, অন্য কোনো ট্রোজান যাবে না তোমার সাথে। তবে সাথে যেতে পারে শুধু কোনো প্রবীণ রাজদূতদের কেউ, যে কিনা খচ্চর ও মজবুত-চাকার ওয়াগন চালিয়ে তোমাকে পথ দেখিয়ে নেবে, আর পরে
১৮০ ইলিয়ামে ফেরত আনবে দেবতুল্য অ্যাকিলিসের হাতে খুন হওয়া মৃত

মানুষটিকে। আর তোমার বুকে যেন নিজের মৃত্যু নিয়ে উদ্বেগ বা ভয় না থাকে কোনো, যেহেতু তোমার সাথে যাচ্ছে এক যথাযোগ্য পথপ্রদর্শক, সে হারমিস, আরগাসের হত্যাকারী দেব। সে-ই তোমাকে নিরাপদে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে যতক্ষণ তুমি না পৌঁছাচ্ছ অ্যাকিলিসের তাঁবুটিতে। তারপর হারমিস তোমাকে অ্যাকিলিসের তাঁবুতে একবার ঢুকিয়ে দিলে, না অ্যাকিলিস নিজে মারবে তোমাকে, না অন্য কাউকে তোমাকে মারতে দেবে; কারণ এমন না যে ১৮৫ অ্যাকিলিসের প্রজ্ঞা বলে কিছু নেই, নেই কোনো সুবিবেচনা, বা সে পাপিষ্ঠ কোনো লোক। বরং সে তার কাছে প্রার্থনা নিয়ে আসা কোনো মানুষের প্রতি দেখাবে দয়ার আচরণই, তার ক্ষতি করবে না কোনো।'

এ কথা বলা শেষ হলে দ্রুতপায়ের আইরিস বিদায় নিল। রাজা প্রায়াম এবার তার পুত্রদের আদেশ দিল এক মজবুত-চাকার ওয়াগন প্রস্তুত রাখার, যা চালাবে খচ্চরেরা; আর বলল ওর ওপর একটা বেতের ঝুড়ি বেঁধে দিতে। এবং ১৯০ সে নিজে নেমে গেল এক মিষ্টি-সুরভিত, উঁচু-ছাদ ধনভাণ্ডার ঘরে, ওটা বানানো ছিল সিডার কাঠ দিয়ে আর ওর ভেতরে ছিল অনেক অমূল্য সম্পদ। তারপর সে তার স্ত্রী হেকুবাকে ডাকল সেখানে, বলল তার উদ্দেশে :

'প্রিয় বউ, আমার কাছে জিউস থেকে এক অলিম্পিয়ান বার্তাবাহক এসেছিল। সে আমাকে বলেছে গ্রিক জাহাজে গিয়ে আমার পুত্রকে মুক্তিপণ দিয়ে ১৯৫ ছাড়িয়ে আনার কথা; বলেছে আমি যেন অ্যাকিলিসের জন্য সাথে নিই এমন সব উপহার যা দেখে তার মন খুশি হবে। আসো, বলো তো, তোমার কী মনে হচ্ছে এসব কথা শুনে? নিজের কথা যদি বলি, আমার মন খুব করে আমাকে তাড়না দিচ্ছে ওদের ওই জাহাজবহরের কাছে যেতে, আমাকে বলছে গ্রিকদের বিস্তৃত শিবিরে গিয়ে হাজির হতে।'

এ-ই বলল প্রায়াম, আর তার স্ত্রী এক তীক্ষ্ণ চিৎকার তুলে জবাব দিল তাকে : ২০০

'আহ, পাগল হয়ে গেছ তুমি! কোথায় গেল তোমার আগের সেই বুদ্ধির সুনাম যার জন্য তোমার খ্যাতি ছিল বিদেশিদের ও নিজ দেশের প্রজাদের কাছে? কীভাবে তুমি চাইতে পারো যে একা গ্রিকদের জাহাজের কাছে যাবে, তোমার অনেক বীরপুত্রকে হত্যা করা লোকটার দৃষ্টিসীমায় যাবে? তোমার মন নিশ্চিত লোহায় গড়া বটে। যদি তুমি তার চোখে পড়ো আর যদি সে তোমাকে ২০৫ বন্দী করে ফেলে, তাহলে কাঁচা-মাংসখেকো ঐ বদমাশ না তোমার প্রতি দেখাবে কোনো দয়া, না সামান্য শ্রদ্ধাসম্মান। নাহ্, আসো আমরা বরং এখানে, তার থেকে দূরে, বাড়িতে বসে আমাদের বিলাপ ও শোক করে যাই। হেক্টরের জন্মের সময় যখন আমি তাকে পৃথিবীতে আনি, হায়, শক্তিমান নিয়তি তার জন্য সুতো কেটে এই-ই ভাগ্য বুনে রেখেছিল, যে সে একদিন তার পিতামাতা ২১০

থেকে দূরে, উগ্র-হিংস্র এক লোকের তাঁবুর পাশে পড়ে থেকে দ্রুত-ছোটা কুকুরদের উদর ভরাবে। আহা, আমি যদি পারতাম ওই লোকের কলিজাতে দাঁত বসিয়ে দিয়ে গোগ্রাসে তা খেয়ে নিতে, তাহলেই কেবল প্রতিশোধ নেওয়া হতো আমার পুত্র হত্যার!° অ্যাকিলিস যখন তাকে হত্যা করে, সে কোনো কাপুরুষের আচরণ করেনি তখন; বরং সে দৃঢ় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ট্রোজান পুরুষ

২১৫ ও গভীর-ভাঁজ কাঁচুলির নারীদের রক্ষা দিতে—একবারও পালানোর কিংবা লুকানোর কথা চিন্তা না করে।'

এবার নিজের পালা এলে হেকুবার উদ্দেশে তার কথার জবাব দিল বৃদ্ধ দেবতুল্য প্রায়াম :

'আমাকে আটকাবার চেষ্টা কোরো না, আমি যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আছি। আর আমার বাড়িতে বসে এরকম অশুভের ইঙ্গিতকারী পাখি হয়ো না তুমি—আমাকে রাজি করাতে পারবে না জেনো। যদি আমাকে যে আদেশ দিল সে

২২০ পৃথিবীর মাটির কোনো নশ্বর লোক হতো, এমন কেউ হতো যে পুজা-উৎসর্গ থেকে ভবিষ্যত বলে দৈবজ্ঞের মতো কিংবা যাজক হতো কোনো, তাহলে আমরা তার কথা মিথ্যা বলে ধরে নিতে পারতাম, মুখ ফিরাতে পারতাম তার কথার থেকে। কিন্তু বিষয় হলো আমি নিজের কানে শুনেছি দেবীর কণ্ঠস্বর, মুখোমুখি দেখেছি তাকে। অতএব আমি যাব, আমি জানি ওই দেবীর কথা যাবে না

২২৫ বিফলে। আর আমার নিয়তি যদি হয় ব্রোঞ্জের-জামা পরা গ্রিকদের জাহাজের পাশে খুন হওয়া, তাহলে আমি তা-ই হতে চাই। চাই আমার পুত্রকে দু-বাহুর মাঝে একবার জড়িয়ে নেওয়ার পরে, তার জন্য মাতমের বাসনা মিটিয়ে নেওয়ার পরে, অ্যাকিলিস [যদি চায়] আমাকে হত্যা করুক তক্ষুনি।'

এ-ই বলল প্রায়াম, আর খুলল নানা সিন্দুকের সুন্দর কপাট, এবং ওদের মাঝ থেকে তুলে নিল অপরূপ দেখতে বারোটি পোশাক, এক ভাঁজের বারোটি

২৩০ আলখাল্লা আর ততখানা কম্বল; ওদের সাথে যাবে বলে সে আরও নিল ততটা সাদা রঙ আঙরাখা ও ততটা আজানুলম্বিত বহির্বাস। এবার সে ওজন করে তুলে নিল মোট দশ ট্যালেন্ট সোনা, সেই সাথে আরও ওঠালো দুই দীপ্তিমান তেপায়া ও বড় কড়াই চারখানা, এবং ওঠালো বিশাল সুন্দর এক পানপাত্র যা তাকে

২৩৫ থ্রেইসের লোকেরা দিয়েছিল সে সেখানে দূত হিসেবে গেলে পরে। [ওটা ছিল] এক অমূল্য সম্পদ; কিন্তু বৃদ্ধ প্রিয়পুত্রকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনার এতটা উদগ্র বাসনায় পুড়ছিল যে, সে তার প্রাসাদে ফেলে এল না এমনকি ওরকম এক সম্পদও। এরপর সে তার দহলিজ থেকে জড়ো হওয়া সকল ট্রোজানকে তাড়িয়ে দিল, তাদের ভর্ৎসনা জানাল রীতিমত গালমন্দ করে :

'বেরিয়ে যাও তোমরা সব অকাজের লোক যতো, আমার জন্য লজ্জা আনা ছাড়া আর কাজ কী আছে তোমাদের! তোমাদের নিজেদের বাসায় কি বিলাপের

উপলক্ষ নেই কোনো, যে তোমরা এখানে এসে জ্বালাচ্ছ আমাকে? এটা কি ২৪০
তোমরা যথেষ্ট বলে গণ্য করো না যে জিউস, ক্রোনাসের ছেলে, আমাকে আমার
শ্রেষ্ঠ পুত্রদের হারানোর বেদনা দিয়েছে? শীঘ্র সেটা ভালোভাবে টের পাবে
তোমরা নিজেরাই। হেক্টর যেহেতু মৃত এখন, তাই গ্রিকদের জন্য কী যে সহজ
হবে তোমাদের জবাই করা। আমার কথা যদি বলি, নিজের চোখের সামনে
আমার শহর লুটতরাজ ও ধ্বংস হওয়া দেখার আগেই আমি আশা করি নেমে যাব ২৪৫
হেডিসের মৃত্যুপুরীর দিকে।'

এ-ই বলল সে, তার হাতের ছড়ি দিয়ে তাড়াল লোকদের, তারা পালিয়ে গেল এই তেড়ে আসা বৃদ্ধ মানুষটার সামনে থেকে। এবার সে রাগে চিৎকার করে বকাবকি করল তার পুত্রদের প্রতি: হেলেনাস, প্যারিস ও দেবতুল্য আগাথনকে; পাম্‌মন, অ্যান্টিফোনাস ও রণহুঙ্কারে পারদর্শী পোলাইটিজকে; আর ডিয়িফোবাস, ২৫০
হিপোথোয়াস ও রাজাতুল্য ডাইয়াসের প্রতিও। এ নয়জনের° উদ্দেশে বৃদ্ধ তার কঠিন আদেশ রেখে চেঁচিয়ে উঠল খুব জোরে :

'যাও তাড়াতাড়ি তোমরা ফালতু সন্তানেরা আমার, আমার লজ্জার হেতু শুধু! হেক্টরের বদলে ঐ দ্রুতছোটা জাহাজের পাশে বরং তোমাদের সবকটারই মরা উচিত ছিল! আহ কী এক শোচনীয় ভাগ্য আমার, [দেবতাদের] ২৫৫
আশীর্বাদবিহীন! বিস্তৃত ট্রয়ে আমার ঔরসেই জন্মেছিল শ্রেষ্ঠ পুত্রেরা, কিন্তু এখন আমি আর বলতে পারছি না যে তাদের কেউ বেঁচে আছে: মেস্টর ছিল দেবতাদের মতো একজন, আর রথচালক ট্রয়লাস, এবং হেক্টর—মানুষের মাঝে সে ছিল দেবতাই বটে, তাকে মনে হতো কোনো নশ্বর মানুষের ছেলে নয় বরং কোনো দেবতার সন্তান। কিন্তু যুদ্ধদেব আইরিজ তাদের মেরে ফেলেছে এরই মাঝে, আর যারা টিকে আছে তারা আমার লজ্জারই কারণ শুধু—সব মিথ্যুকের ২৬০
ধাড়ি, পায়ের কাজে চপল চরণ, মেঝেতে পা বাড়ি মেরে মেরে নাচার কাজে অতুলনীয় লোকজন, নিজের দেশেই অন্য মানুষের ভেড়া ও বাচ্চাশিশু চুরি করা ডাকাতের দল!° যাও তোমরা, যত তাড়াতাড়ি পারো আমার জন্য একটা ওয়াগন সাজাও, ওটাতে এসব জিনিস তুলে দাও ঝটপট, যেন আমরা এক্ষুনি রওনা দিতে পারি।'

এ-ই বলল প্রায়াম, আর তারা ভয়ার্ত হলো তাদের পিতার উচ্চকণ্ঠ ২৬৫
বকাঝোকা শুনে। তারা চমৎকার চাকাওয়ালা খচ্চরে-টানা এক ওয়াগন নিয়ে এল, সুন্দর ও নতুন বানানো ছিল সেটা, আর ওর ওপরে বেঁধে দিল বেতের এক ঝুড়ি। ওয়াগনে লাগানো গজালের থেকে তারা নামালো বক্স-কাঠের এক খচ্চর-জোয়াল, তাতে মাঝখানে বসানো ছিল এক স্ফীত হাতল আর সেইসাথে লাগামের জন্য কিছু আংটার সারি। এর সাথে তারা নিয়ে এল এক চামড়ার ফিতের জোয়ালও, যা দৈর্ঘ্যে ছিল নয় কিউবিট। চকচকে পালিশ করা মূল দণ্ডের ২৭০

সামনের দিকে তারা জোয়ালটা বসালো যত্ন করে, গজাল বেড় দিয়ে পরিয়ে দিল আংটা একখানা এবং স্ফীত হাতলের বাম ও ডান পাশ ঘিরে তিন প্যাঁচে বেঁধে দিল এক চামড়ার ফিতে। তারপর তারা দণ্ড ঘিরে ফিতেটা বাঁধল বারবার, আর এর শেষ মাথা গুঁজে দিল বাঁকানো খণ্ডের নীচ দিয়ে। এবার ধনসম্পদ-ভাণ্ডারের
২৭৫ ওই ঘর থেকে তারা নিয়ে এল হেক্টরের লাশের জন্য অগুনতি মুক্তিপণ, সেগুলো গাদা করে রাখল চকচকে পালিশ করা ওয়াগনের মাঝে। তারপর ওয়াগনটি তারা জোয়াল দিয়ে জুড়ে দিল শক্তখুর খচ্চরদের সাথে, যে খচ্চরেরা জোড়ার যাবতীয় সরঞ্জাম পরে কাজ করার অভিজ্ঞতা রাখে, এবং যাদেরকে অতীতে একদিন মিশান মানুষেরা দিয়েছিল প্রায়ামের কাছে এক চমৎকার উপহার রূপে। এরপর প্রায়ামের রথে তারা জোয়াল পরালো কিছু ঘোড়ারও বটে, যে ঘোড়াদের বৃদ্ধ
২৮০ লোকটি রেখেছিল নিজের ব্যবহারে, তাদের পেলে বড় করেছিল সুন্দর পালিশ করা জাবনাপাত্রের জায়গাটিতে!

এভাবে তারা দুজন—রাজদূত এবং প্রায়াম—উঁচু প্রাসাদে যখন তাদের খচ্চর ও ঘোড়ার জোয়াল পরানো শেষ করে নিল, তখন তাদের মনে বইছে অনেক চিন্তার ঝড়। এবার হেকুবা এসে দাঁড়াল তাদের পাশে ঘেঁষে, অন্তরে সে মহাবিচলিত। তার ডান হাতে সে এক সোনালি কাপে ধরে আছে মন-প্রফুল্ল
২৮৫ করা মদ, রওনা দেবার আগে তারা দেবতাদের উদ্দেশে যেন পানীয় উৎসর্গ করে নেয় তাই। রথের সামনে দাঁড়িয়ে হেকুবা বলল এই কথা :

'এই নাও এটা, পিতা জিউসের প্রতি মদ ঢালো, প্রার্থনা করো যেন তোমাদের শত্রুদের মাঝ থেকে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারো। তোমার মন তোমাকে তাড়িয়ে নিচ্ছে গ্রিক জাহাজের কাছে যেতে, যদিও আমার বিশ্বাস তোমার যাওয়া উচিত নয় কোনোমতে। আসো অতএব, প্রার্থনা করো
২৯০ ক্রোনাসপুত্র [জিউসের] প্রতি, যে অন্ধকার মেঘেদের প্রভু, যার সিংহাসন আছে আইডা পর্বতে এবং যে ওখান থেকে দেখতে পায় পুরো ট্রয় নগরীকে। আর সেইসাথে কোনো পাখির ভবিষ্যৎবার্তা চাও তার কাছে—তার দ্রুতগামী বার্তাবাহক [এই পাখি] অন্য সব পাখির চেয়ে বেশি প্রিয় তার, যে পাখির শক্তি সব থেকে বেশি বটে। তুমি চাও যে [ওই পাখি] আবির্ভূত হোক তোমার ডান
২৯৫ পাশে, যেন তুমি তাকে দেখতে পাও নিজের চোখ দিয়ে এবং যখন তুমি চলেছ দ্রুত-ধাবমান অশ্বের গ্রিকদের দিকে, তখন যেন ঐ পাখির প্রতি ভরসা রাখতে পারো। কিন্তু যদি জিউস, সর্বস্থানে বজ্রচমক-তোলা দেব, তোমার কাছে তার এই বার্তাবাহক পাঠাতে অসম্মতি রাখে, তাহলে আমি তোমাকে নিশ্চিত বলব যে কোনোভাবেই তুমি যেয়ো না গ্রিকদের জাহাজবহরের কাছে, তোমার যাওয়ার ইচ্ছা তখন যত বেশিই থাক না কেন।'

তখন প্রত্যুত্তরে হেকুবাকে বলল দেবতুল্য প্রায়াম :

'স্ত্রী আমার, আমি নিঃসন্দেহে তোমার এ উপদেশের প্রতি অবজ্ঞা দেখাব ৩০০
না। জিউসের উদ্দেশে [প্রার্থনার] হাত উঁচুতে তোলা উত্তম কাজ বটে। দেখা যাক আমার জন্য তার কোনো দয়া হয় কি-না।'

এ-ই বলল বৃদ্ধ এবং তার বাড়ির দেখাশোনায় থাকা নারীভৃত্যকে আদেশ দিল তার হাতে পরিষ্কার জল ঢালবার। এই ভৃত্যমহিলা প্রায়ামের পাশে দাঁড়াল জগ ও গামলা হাতে ধরে। এভাবে তার হাত ধোওয়া শেষ হলে প্রায়াম কাপ নিল ৩০৫
তার স্ত্রীর কাছ থেকে, এরপর আঙ্গিনার মাঝে দাঁড়িয়ে সে মদ ঢালল স্বর্গে চোখ তুলে, প্রার্থনা শুরু করল জোরে এই কথা বলে :

'আইডা পর্বত থেকে শাসনকারী° পিতা জিউস, তুমি সর্বমহান, সর্বশ্রেষ্ঠ দেব। এমত মঞ্জুর করো যেন আমি অ্যাকিলিসের তাঁবুতে বন্ধুত্ব ও দয়ামায়া পাই। আমার কাছে একটা ভবিষ্যৎলক্ষণ বলা পাখি পাঠাও তুমি, যে তোমার ৩১০
দ্রুতওড়া বার্তাবাহক পাখি, অন্য সব পাখির থেকে তোমার কাছে প্রিয়তম, আর যার শক্তি সর্বাধিক বটে। ওই পাখি আবির্ভূত হোক আমার ডান পাশে, যেন আমি ওকে দেখতে পাই নিজের চোখ দিয়ে আর যখন যাচ্ছি আমি দ্রুতগামী-ঘোড়ার গ্রিকদের দিকে তখন যেন ওর ওপর ভরসা রাখতে পারি।'

এ-ই বলল প্রায়াম তার প্রার্থনায়, মন্ত্রণাদাতা জিউস শুনল তার কথা। সে তক্ষুনি পাঠাল এক ঈগল পাখি, ডানাওয়ালা প্রাণীদের মাঝে যে সবচে ভালো ৩১৫
দৈবজ্ঞান রাখে, গাঢ়-আঁধার রঙ শিকারি এক পাখি যাকে মানুষেরা কালো ঈগল নামে ডাকে। কোনো ধনী লোকের জন্য বানানো কোনো উঁচু-ছাদ ঘরের দরজা হুড়কা দিয়ে শক্ত করে আটকানোর পরে তা প্রস্থে যতখানি প্রশস্ত হয়ে থাকে, ততটা প্রশস্ত ছিল এ-পাখির দু পাশে মেলে দেওয়া ডানা;° পাখিটা শহরের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে আবির্ভূত হলো তাদের ডান হাতের দিকে। ট্রোজানরা এই পাখি দেখার পরে ৩২০
আনন্দে উদ্বেলিত হলো, তাদের বুকের মাঝে হৃদয় উল্লসিত হলো খুব।

এরপর ত্বরা করল বৃদ্ধ, চড়ে বসল তার রথে, রথ চালিয়ে নিয়ে গেল বহির্তোরণ ও ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলা দহলিজের মাঝ দিয়ে। সামনের দিকে খচ্চরেরা টেনে নিচ্ছিল চার-চাকার ওয়াগন,° এর চালক ছিল আইডিয়াস,°
যুদ্ধংদেহী এক লোক। পেছনে আসছিল ঘোড়াগুলি, তাদেরকে বৃদ্ধ সর্বদা চাবুক ৩২৫
মেরে দ্রুতবেগে তাড়িয়ে নিচ্ছিল শহরের মাঝ দিয়ে। তার পেছন পেছন আসছিল তার পরিবার-পরিজন জোরে বিলাপধ্বনি তুলে, যেমনটা মৃত্যুপথযাত্রী কোনো লোকের জন্য তোলা হয়ে থাকে।

এরপর যখন তারা শহরের থেকে নেমে গেল, সমতলে পৌছাল, প্রায়ামের পুত্রেরা ও মেয়েদের জামাইয়েরা ফিরে গেল ইলিয়াম অভিমুখে। এবার প্রায়াম ৩৩০

ও আইডিয়াসকে যখন দেখা গেল উঠেছে সমতলে, তারা দুজন জিউসের নজর এড়াল না—জিউস, যার বজ্রনাদ বহু দূর থেকে আসে। জিউস বৃদ্ধকে দেখে দয়াপরবশ হলো, সে তাড়াতাড়ি বলল তার প্রিয় পুত্র হারমিসের প্রতি :

'হারমিস, তোমার তো সবচে প্রিয় কাজ মানুষের সহসঙ্গী হওয়া, এবং
৩৩৫ যাদের পছন্দ করো তাদের কথা তো আরও বেশি শোনো তুমি। অতএব যাও, প্রায়ামকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাও গ্রিক জাহাজের কাছে, এমনভাবে যেন গ্রিকদের কেউ দেখতে না পায় তাকে; সে পেলিউসপুত্রের তাঁবুতে পৌঁছা পর্যন্ত যেন তার ব্যাপারে তারা জানতে না পারে কোনো কিছু।'

এ-ই বলল জিউস; তার পথপ্রদর্শক দেব, আরগাসের হত্যাকারী [হারমিস]
৩৪০ অবাধ্য হলো না তার। তৎক্ষণাৎ সে তার পায়ের নীচে বেঁধে নিল সুন্দর স্যান্ডেল একজোড়া, সোনালি রঙ ও অক্ষয় ওরা তাকে বয়ে নিয়ে চলল সাগরের পানি ও সীমানাহীন পৃথিবীর ওপর দিয়ে—বায়ুর গতি নিয়ে। তারপর সে হাতে তুলল তার জাদুর কাঠি, যেটা দিয়ে সে ইচ্ছেমতো যার চোখে খুশি ঘুম আনতে পারে, আবার যাকে খুশি জাগাতে পারে ঘুম থেকে। ঐ কাঠি হাতে ধরে আরগাসের
৩৪৫ শক্তিমান খুনি [হারমিস] উড়ে নীচের দিকে গেল, দ্রুত পৌঁছাল ট্রয়-এ, হেলেস্‌পন্টের কাছে। এরপর এক তরুণ যুবরাজের ছদ্মবেশে—এমন একজন যার সবে শুরু হয়েছে দাড়ি ওঠা, [অর্থাৎ যে আছে] তারুণ্যের সবচে চমৎকার সময়টিতে—সে রওনা দিল তার আসল পথে।

এরই মধ্যে যখন তারা দুজন ইলাসের বিশাল সমাধিস্তম্ভ° পার হয়ে গেছে,
৩৫০ তারা তাদের খচ্চর ও ঘোড়া থামাল নদীতে পানি পান করাবে বলে, কারণ অন্ধকার নেমে এসেছিল পৃথিবীর 'পরে। যখন হারমিস এল তাদের কাছাকাছি, রাজদূত [আইডিয়াস] তাকাল সেইদিকে, দেখল তাকে, আর সে প্রায়ামকে বলল এই কথা:

'সাবধান প্রায়াম, দারদানাসপুত্র তুমি! কে যেন এসেছে, তাই আমাদের
৩৫৫ সাবধান-সতর্ক হতে হবে। আমি একজনকে দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় শীঘ্রই আমরা কচুকাটা হব। জলদি আসো আমরা পালাই রথে উঠে,° কিংবা অন্তত তার হাঁটু জড়িয়ে মিনতি জানাই যেন আমাদের প্রতি তার মন দয়ার্দ্র হয়ে ওঠে।'

এ-ই বলল রাজদূত [আইডিয়াস], আর বৃদ্ধ লোকটির মন হতবুদ্ধি হলো। সে ভয় পেল প্রচণ্ড পরিমাণে, তার সুনম্য হাত-পায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল,
৩৬০ আর সে দাঁড়িয়ে থাকল বিমূঢ়-স্তম্ভিত হয়ে। কিন্তু ক্ষিপ্র দৌড়বিদ [হারমিস] কাছে চলে এল, তারপর বৃদ্ধের হাত হাতের মধ্যে ধরে প্রশ্ন করল তাকে, এই কথা বলে :

'হে পিতা, কেন তুমি এই অক্ষয় রাতের মাঝ দিয়ে চালাচ্ছ ঘোড়া ও খচ্চর, যখন কিনা অন্য নশ্বর মানুষেরা নিদ্রারত আছে? তুমি কি ভয় পাও না গ্রিকদের, যাদের শ্বাস থেকে দুর্বার ক্রোধ ঝরে পড়ে, যারা তোমার নির্মম নিষ্ঠুর শত্রুর দল, আর যাদের তাঁবু আছে [এখান থেকে] একেবারে কাছে? ওদের কেউ যদি ৩৬৫ দ্যাখে যে তুমি কালো রাতের মধ্য দিয়ে এসব অমূল্য সম্পদ নিয়ে চলেছ সাথে, তাহলে বলো তো কী করবে তুমি? তুমি তো কোনো যুবক লোক নও, আর তোমার সাথের এই লোক, সে-ও তো বৃদ্ধ একজন, সে তো পারবে না তোমার সাথে বিনা কারণে লাগতে আসা কাউকে বাধা দিতে। তবে জেনো আমি কোনোভাবে তোমার ক্ষতি করছি না কোনো। নাহ, আমি বরং এসেছি তোমাকে ৩৭০ যদি কেউ আক্রমণ করে বসে তো তার থেকে প্রতিরক্ষা দিতে। তুমি দেখতে ঠিক আমার নিজ প্রিয় পিতার মতো।'

তখন প্রত্যুত্তরে তাকে বলল দেবতুল্য প্রায়াম, এই কথা :

'প্রিয় সন্তান, যা যা বললে তুমি তার সব মোটামুটি সত্য আছে। মনে হচ্ছে আমার ওপর কোনো দেবতা এখনও তার [আশীর্বাদের] হাত বাড়িয়ে রেখেছে— তোমার মতো একজন পথের সাথী সে পাঠিয়েছে আমার কাছে। সৌভাগ্য বয়ে ৩৭৫ আনা সাথী তুমি, শরীরের দৈর্ঘ্যে ও রূপে অবাক করার মতো, সেইসাথে মনের দিক থেকে বুদ্ধিমানও বটে—তোমার পিতামাতার আসলেই অনেক ভাগ্য আছে বলতে হবে।'

তখন উত্তরে বলল বার্তাবাহক, আরগাসের হত্যাকারী দেব, এই কথা :

'বৃদ্ধ জনাব, যা যা বললে তুমি সব ন্যায্যই আছে। যাক আসো, আমাকে বলো, আমাকে নিখুঁত করে সত্যি কথা বলো: তুমি কি এসব চমৎকার ধনসম্পদ ৩৮০ পাঠাচ্ছ অন্য কোথাও, বিদেশের কোনো লোকজনের কাছে, যেখানে তারা নিরাপদে তোমার অপেক্ষা করে থাকার ক্ষমতা রাখে? নাকি তোমরা সব আসলে ভয়ে পালাচ্ছ পবিত্র ইলিয়াম থেকে, যেহেতু তোমাদের মাঝের সেরা মানুষটা মারা গেছে—তোমার পুত্র [হেক্টর], যে কখনো গ্রিকদের সাথে লড়াইয়ে পিছপা ৩৮৫ হয়নি কোনোদিন?'

এবার দেবতুল্য প্রায়াম, বৃদ্ধ মানুষ, তার কথার প্রত্যুত্তরে বলল তাকে :

'কে তুমি মহান যুবক, কারা তোমার পিতামাতা? কী নিখুঁত আমাকে বললে তুমি আমার দুর্ভাগা পুত্রের নিয়তির কথা।'

তখন উত্তরে এই পথপ্রদর্শক, আরগাসের হত্যাকারী [হারমিস], আবার বলল প্রায়ামের প্রতি :

'সম্মানিত বৃদ্ধ জনাব, আমাকে পরীক্ষা করছ তুমি, দেখতে চাইছ ৩৯০ দেবতুল্য হেক্টরের বিষয়ে আমি কতটুকু জানি। অনেকবার আমি তাকে দেখেছি চোখের সম্মুখে, দেখেছি যুদ্ধের মাঠে যেখানে মানুষেরা মহিমা-গরিমা লাভ

করে—বিশেষ করে যখন সে গ্রিকদের জাহাজের কাছে তাড়িয়ে নিয়ে বধ করছিল, জবাই দিচ্ছিল তার ধারাল ব্রোঞ্জ দিয়ে। তখন আমরা [মারমিডনেরা] দাঁড়িয়ে ছিলাম বিস্ময়বিমুগ্ধ ও নিষ্কম্প-অনড় হয়ে, কারণ অ্যাকিলিস
৩৯৫ অ্যাট্রিউসপুত্র [আগামেমননের] ওপর মহা ক্রুদ্ধ থেকে আমাদের নামতে দিচ্ছিল না লড়াইয়ের মাঠে।

'আমি অ্যাকিলিসের একজন অনুচর, একই মজবুত জাহাজে চড়ে আমরা এখানে এসেছি। আমি মারমিডনদের একজন, আমার পিতার নাম পলিক্টর, সে ধনী এক লোক, বয়সে সে বৃদ্ধ তোমার মতোই। তার আরও ছয় ছেলে আছে, আমি সপ্তম সন্তান। আমার ভাগ্য নিয়ে লটারি হয়েছিল তার অন্য
৪০০ ছেলেদের সাথে, পরে আমার ওপরেই পড়ল ট্রয়ের পথে অ্যাকিলিসের সহযাত্রী হওয়া। এখন আমি যাচ্ছি জাহাজ থেকে সমতলের দিকে, কারণ ভোর হলে ক্ষিপ্রদৃষ্টির গ্রিকরা শহরের চারপাশে যুদ্ধ শুরু করবে বলে ঠিক করেছে মনে মনে। তারা যদি অলস বসে থাকে, তাহলে তারা বড় বিরক্ত হয়ে পড়ে; গ্রিক রাজারাও তাদের যুদ্ধ থেকে পারে না আটকাতে; এতখানিই যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুল লোক তারা।'

৪০৫ তারপর উত্তরে তাকে বলল বৃদ্ধ, দেবতুল্য প্রায়াম, এই কথা :

'যদি তুমি সত্যি পেলিউসপুত্র অ্যাকিলিসের অনুচর হয়ে থাকো, তাহলে আসো, আমাকে সত্যের পুরোটা বলো তুমি। আমার ছেলে কি এখনও জাহাজের পাশে পড়ে আছে? নাকি এরই মধ্যে অ্যাকিলিস তাকে কুচিকুচি কেটে তার শরীরের একেকটা খণ্ড কুকুরদের দিয়েছে?'

৪১০ তখন আবার হারমিস, আরগাসের হত্যাকারী দেব, বলল প্রায়ামের প্রতি :

'বৃদ্ধ জনাব, কুকুর কিংবা শকুনেরা তাকে খায়নি এখনও। সে এখনও শুয়ে আছে ওখানেই, সেই প্রথমে যেমনটা ছিল—অ্যাকিলিসের জাহাজের পাশে বসানো তাঁবুগুলোর মাঝে। আজ বারো দিন চলছে সে ওখানে পড়ে আছে, তবু তার মাংসে পচন ধরেনি কোনো; আর যুদ্ধে নিহত লোকদের দেহ খেয়ে যেসব
৪১৫ পোকা বেঁচে থাকে, তারাও খায়নি তাকে। এটা ঠিক, যখনই নতুন উজ্জ্বল প্রভাত আসে, অ্যাকিলিস তাকে নির্দয়ভাবে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায় প্রিয়বন্ধুর সমাধিস্তম্ভের চারপাশে, কিন্তু তাতে বিকৃত হয় না তার দেহ। তুমি যদি তার মরদেহের কাছে যাও, তাহলে দেখে অবাক হবে কীভাবে শিশিরের মতো তাজা শুয়ে আছে সেই লোক, রক্ত ধুয়ে ফেলা হয়েছে তার দেহ থেকে এবং তাতে
৪২০ দূষণ বা বিকৃতির দাগ নেই কোনো। তার শরীরের যেখানে যেখানে [বল্লমের] ক্ষত হয়েছিল, সেসব ক্ষত বন্ধ হয়ে গেছে, যদিও [সত্যি কথা] তার দেহে বল্লম ঢুকিয়েছিল বহু মানুষই এসে। এইভাবে পবিত্র দেবতারা তোমার পুত্রের—যদিও সে মৃত—যত্ন নিয়েছে খুব, কারণ সে তাদের হৃদয়ের কাছের একজন।'

এ-ই বলল সে, আর বৃদ্ধ লোকটি শুনে আনন্দিত হলো। সে উত্তর দিল এই কথা বলে:

'বাছা আমার, সত্যিই ভালো কাজ অমর দেবতাদের প্রতি যথাযথ পূজা-উৎসর্গ রাখা। কোনোদিন আমার পুত্রটি—সত্যি কী কোনোদিন আমার অমন কেউ ছিল?—আমাদের বাড়িতে ভোলেনি অলিম্পাস নিবাসী দেবতাদের কথা। সুতরাং তারা সেসবের আজ প্রতিদান দিল, যদিও তা কেবল তার নিয়তিনির্দিষ্ট মৃত্যুর পরই। যাক আসো, আমার থেকে এই সুন্দর পানপাত্রটি নাও, পাহারা দাও, আর দেবতাদের সহায়তা নিয়ে প্রতিরক্ষা-সহচর হয়ে আমাকে নিয়ে যাও পেলিউসপুত্র [অ্যাকিলিসের] তাঁবুর ওইখানে।' ৪২৫ ৪৩০

আবার তখন হারমিস, পথপ্রদর্শক, আরগাসের হত্যাকারী দেব, বলল তাকে :

'বৃদ্ধ জনাব, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট আর আমার পরীক্ষা নিচ্ছ তুমি? আমাকে বলছ অ্যাকিলিসের অজ্ঞাতে তোমার থেকে উপহার [ঘুষ] নিতে? আমাকে সে কাজে রাজি করাতে পারবে না তুমি। আমি তাকে অনেক ভয় পাই, এবং তাকে ঠকাতে গেলে আমার [নিজের প্রতি] অনেক ধিক্কারবোধ হবে, আর সম্ভবত পরে আমার কপালে কোনো দুর্যোগ এসে যাবে। তারপরও আমি তৈরি তোমার প্রতিরক্ষা-সহচর হতে, তোমাকে যত্ন করে নিয়ে যেতে এমনকি বিখ্যাত আর্গজ° অবধিও—কোনো দ্রুতচারী জাহাজে বা পায়ে হেঁটে, যেমনটা যথাযথ হবে। [তখন] আর কেউ তোমার সহচরকে হালকাভাবে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে না তোমার 'পরে এসে।' ৪৩৫

এ-ই বলল ক্ষিপ্রগামী সাহায্যকারী [দেব], আর ঘোড়াদের পেছনে রথে উঠল লাফ দিয়ে, দ্রুত তার হাতে নিল চাবুক ও লাগাম, ঘোড়া ও খচ্চরদের বুকে প্রচণ্ড শক্তির ফুঁ দিয়ে দিল। যখন তারা পৌঁছাল জাহাজ রক্ষাকারী পরিখা ও দেওয়ালের কাছে, প্রহরীরা তখন সবে শুরু করেছে তাদের রাতের খাওয়া নিয়ে-ব্যস্ত হওয়া। বার্তাবাহক দেব, আরগাসের হত্যাকারী [হারমিস] এদের সবার চোখে [তৎক্ষণাৎ] ঢেলে দিল ঘুম, আর সাথে সাথে খিড়কি পেছনদিকে ঠেলে দরজাপথ খুলে দিল, প্রায়ামকে তার ওয়াগনভর্তি চমৎকার উপহারসামগ্রীসহ ভেতরে নিয়ে এল। ৪৪০ ৪৪৫

এবার তারা পেলিউসপুত্রের কুটিরের কাছে এল, সেই উঁচু কুটির যা মারমিডনেরা তাদের রাজার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল—তারা পাইন গাছের কাণ্ড পুঁতে সেটা ঢেকে দিয়েছিল চারণভূমি থেকে জড়ো করা শুকনো খড়ের ছাদ গড়ে দিয়ে, আর এর চারপাশে পরে তাদের রাজার জন্য এক বড় আঙ্গিনা তৈরি করেছিল, ওই আঙ্গিনা ঘিরে দিয়েছিল ঘন করে পোঁতা সূক্ষ্মআগা কাঠের বেড়া ৪৫০

দিয়ে, এবং ওখানেই ছিল এক দরজা যার হুড়কা পাইন কাঠের। মোট তিনজন গ্রিককে লাগতো সেই হুড়কা ঠেলে জায়গামতো লাগানোর কাজে, আবার
৪৫৫ তিনজনেরই প্রয়োজন হতো ওটা পেছন দিকে ঠেলে দরজা খুলে দিতে গেলে; কিন্তু অ্যাকিলিস একাই পারতো করতে ওই কাজ। সেখানে পৌঁছে হারমিস, ক্ষিপ্রগামী দৌড়বিদ, বুড়ো লোকটার জন্য দরজা খুলে দিল, আর সে ভেতরে নিয়ে এল প্রায়ামের দ্রুত-পা ছেলের [মুক্তির] জন্য আনা চমৎকার উপঢৌকনগুলি। এরপর সে রথ থেকে নামল মাটিতে, বলল এই কথা:

৪৬০ 'বৃদ্ধ জনাব, বস্তুতই তোমার কাছে আজ এসেছে এক অবিনশ্বর দেব। আমি হারমিস, আমার পিতা [জিউস] আমাকে পাঠিয়েছে তোমার প্রতিরক্ষা-সহচর করে। কিন্তু আমাকে এখন অবশ্যই ফিরে যেতে হবে, অ্যাকিলিসের চোখের সামনে আমার পড়া চলবে না কোনোমতে—যদি নশ্বর মানুষেরা মুখোমুখি এভাবে অমর দেবতাদের যত্ন-আত্তি করে, তবে তা নিয়ে পরে অনেক কথা হবে। কিন্তু
৪৬৫ তোমার ব্যাপারে যদি বলি, তুমি সোজা ভেতরে চলে যাও, পেলিউসপুত্রের হাঁটু জড়িয়ে ধরো এবং তাকে তার পিতা ও মোহিনীকেশ মাতা ও তার নিজের সন্তানের নাম ধরে মিনতি জানাও। আশা করি তাতে তার মন নরম হবে।'

এ-ই বলল হারমিস, আর ফিরে গেল উঁচু অলিম্পাসে। প্রায়াম রথ থেকে
৪৭০ লাফ দিয়ে নেমে এল মাটিতে, আইডিয়াসকে সে থাকতে বলল ওখানেই, বলল অপেক্ষা করতে, দেখে রাখতে ঘোড়া ও খচ্চরদের। বৃদ্ধ এবার সোজা গেল যেখানে অ্যাকিলিস, জিউসের প্রিয়পাত্র, সাধারণত বসে; এবং সে পেল তাকে, দেখল তার সহসঙ্গীরা একটু দূরে বসে আছে, আর কেবল দুজন—বীর অটোমেডন ও আইরিজের বংশজাত আলসিম্যাস—তার সেবাযত্ন করছে ব্যস্ত হয়ে। অ্যাকিলিস
৪৭৫ মাত্র শেষ করেছে তার রাতের খাদ্য-পানীয় খাওয়া, টেবিলটা তখন পর্যন্ত তার পাশেই পড়ে আছে। মহান প্রায়াম ঢুকল ভেতরে, তাকে দেখেনি ওই দুইজন। সে দাঁড়াল অ্যাকিলিসের পাশে এসে এবং তার হাঁটু জড়িয়ে ধরল বাহু দিয়ে, সেইসাথে চুমু খেল অ্যাকিলিসের ভয়ংকর মানুষ-জবাই-করা হাতে, যে হাত খুন করেছে
৪৮০ তার এতগুলো পুত্রকে। যেভাবে আতি [বা মতিবিভ্রম][৩] কোনো মানুষকে শক্ত করে ঘিরে ধরে, যে মানুষ তার নিজ দেশে কাউকে খুন করার পরে আসে অন্য দেশে, আসে কোনো ধনী লোকের ঘরে আর বিস্ময়ের বোধ উপস্থিত সকলকে আবিষ্ট করে—অ্যাকিলিস সেভাবে বিস্মিত হলো দেবতুল্য প্রায়ামকে দেখে। অন্যরাও অবাক হলো খুব, তারা তাকাতে লাগল একে অন্যের দিকে। প্রায়াম বলল
৪৮৫ অ্যাকিলিসের প্রতি, তার উদ্দেশে মিনতি রাখল এসব কথা বলে :

'ও অ্যাকিলিস, দেবতার মতো এক লোক তুমি। স্মরণ করো তোমার নিজ পিতার কথা, সে আমার সমান বয়সের, আর এখন বার্ধক্যের শোচনীয় চৌকাঠে

উপনীত। হতে পারে তার চারপাশের প্রতিবেশীরা তাকে এখন উত্যক্ত করছে খুব, যেহেতু তার পাশে এখন কেউ নেই যে তাকে ধ্বংস ও সর্বনাশ থেকে প্রতিরক্ষা দেবে। তবে যখন সে শুনছে তুমি এখনও বেঁচে আছো, তার মন ভরে ৪৯০ যাচ্ছে খুশিতে, আর দিনের পর দিন সে আশা করে আছে দেখবে তার প্রিয় পুত্র বাড়ি ফিরেছে ট্রয় নগরীর থেকে। আর আমি—আমি সব মানুষের থেকে কতো বেশি দুর্ভাগা-নিয়তির, কারণ আমার ঔরসে জন্ম নিয়েছিল বিস্তৃত ট্রয়ের সবচে শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা, কিন্তু আমি বলতে পারি না তাদের কেউ এখন আর বেঁচে আছে কি না। যখন গ্রিক সন্তানেরা এখানে আসে, তখন আমার মোট পঞ্চাশটি পুত্র° ৪৯৫ ছিল। এর মাঝে উনিশজনের জন্ম আমার ঔরসে একই মা-র গর্ভ থেকে, বাকিদের আমার প্রাসাদে জন্ম দিয়েছিল অন্য রমণীরা। উচ্চণ্ডবেগ আইরিজ এদের অধিকাংশের হাঁটু দিয়েছে ঢিলে করে। কিন্তু যে একজন বেঁচে ছিল আমার সাথে, রক্ষা করে যাচ্ছিল [আমাদের] শহর ও এর নাগরিকদের, তাকে তুমি—সে যখন তার দেশরক্ষায় নিয়োজিত ছিল—মেরে ফেলেছ অল্প কিছুদিন আগে। তার নাম ৫০০ হেক্টর আর এখন তার জন্যই আমি এসেছি গ্রিক জাহাজবহরের কাছে, তাকে তোমার থেকে ছাড়িয়ে নেব বলে; আর আমি সাথে এনেছি অগণন মুক্তিপণ।

'আসো অ্যাকিলিস, দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাও, আমার প্রতি দয়া করো তোমার নিজের পিতার কথা মনে করে। আমিই তোমার দয়া পাওয়ার সবচে বেশি যোগ্যতা রাখি, কারণ আমাকে সইতে হলো সেই কাজ করার যন্ত্রণা যে কাজ করতে হয়নি আর কাউকেই এ পৃথিবীতে: আমার পুত্রকে হত্যা করেছে যে ৫০৫ লোক, তার হাত আমার নিজের ঠোঁটের কাছে [চুম্বনের জন্য] তুলে ধরতে হলো!'

এ-ই বলল প্রায়াম, আর তাতে অ্যাকিলিসের মনে তার নিজের পিতার কথা ভেবে কাঁদার বাসনা জাগ্রত হলো। সে বৃদ্ধ লোকটির হাত ধরে তাকে সরিয়ে দিল মৃদু ধাক্কা দিয়ে।° তারা দুজনই ভাবতে লাগল তাদের যার যার মৃতদের কথা, আর কাঁদল খুব—প্রায়াম অ্যাকিলিসের পায়ের কাছে গড়াগড়ি গিয়ে বিরামহীন কাঁদতে ৫১০ লাগল মানুষ-জবাই-দেওয়া হেক্টরের কথা মনে করে, আর অন্যদিকে অ্যাকিলিস কাঁদল তার নিজ পিতার কথা ভেবে, তারপর ফের প্যাট্রোক্লাসকে মনে করে। তাদের আর্তনাদ উপরে উঠে গেল, ছড়িয়ে গেল পুরো কুটির জুড়ে।

এরপর যখন দেবতুল্য অ্যাকিলিসের মাতম করার বাসনা পূর্ণ হলো, যখন বিলাপের ইচ্ছা তার মন ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে বিদায় নিল, সে ঝটতি দাঁড়িয়ে গেল তার আসন ছেড়ে, হাতে ধরে দাঁড় করাল বৃদ্ধ লোকটিকে, কারণ ৫১৫ তার মায়া হচ্ছিল বৃদ্ধের পাকা চুল ও পাকা দাড়ি দেখে। তারপর সে ডানাওয়ালা কথা ছুড়ে দিয়ে বলল বৃদ্ধের প্রতি:

'আহা, হতভাগ্য লোক তুমি, সত্যি তোমাকে বুকের মাঝে সইতে হলো কতো ভয়ংকর দুঃখ-যন্ত্রণা! কীভাবে তুমি নিজের মনকে রাজি করালে গ্রিক

৫২০ জাহাজবহরের কাছে একা আসা নিয়ে, এমন এক লোকের কাছে আসতে যে কিনা হত্যা করেছে তোমার এতগুলো চমৎকার ছেলে? তোমার হৃদয় লোহায় বানানো বটে।

'যাক, আসো, এই চেয়ারটায় বসো। চলো আমরা আমাদের দুঃখব্যথা হৃদয়ের মাঝে চাপা দিয়ে দিই, যদিও আমাদের দুঃখ অনেক আছে। শীতল ৫২৫ বিলাপ করে কখনোই লাভ নেই কোনো। দেবতারা এমনভাবেই বুনে রেখেছে হতভাগ্য নশ্বর মানুষদের জীবনের সুতো, অর্থাৎ তারা বাস করবে দুঃখ-যন্ত্রণারই মাঝে, অন্যদিকে দেবতাদের দুঃখশোক থাকবে না কোনো। জিউসের প্রাসাদের মেঝেতে দুটো বড় পাত্র রাখা আছে, ও দুটো ভরা তার বিতরণের জন্য নানা উপহারে: একটাতে আছে মন্দ জিনিস, আর অন্যটাতে আশীর্বাদ। যখন বজ্রচমক-ছোড়া জিউস কোনো মানুষকে এ-দুয়ের মিশ্রণ দেয়, সে একবার ৫৩০ মুখোমুখি হয় মন্দ ভাগ্যের, আরেকবার সৌভাগ্যের দেখা পায়। কিন্তু যখন জিউস কাউকে দেয় শুধু তার মন্দ জিনিসের বড় পাত্র থেকে, তাকে সে স্রেফ এক ঘৃণ্য মানুষে পরিণত করে—ভয়াবহ পাগলামি তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় এই পবিত্র পৃথিবীর মাটির 'পরে, সে তখন এর ওপর-নীচে ঘুরে বেড়ায় দেবতা কিংবা নশ্বর মানুষ কারোরই কাছ থেকে সামান্য শ্রদ্ধাসম্মান পাওয়া ব্যতিরেকে।°

'সেভাবেই, দেবতারা [আমার পিতা] পেলিউসকে তার জন্মের সময় থেকে ৫৩৫ দিয়েছিল চমৎকার উপহার সব: সমৃদ্ধি ও ধনসম্পদে সে ছাড়িয়ে গেল অন্য সব লোকদের, হলো মারমিডনদের রাজা, আর নশ্বর মানব হওয়া সত্ত্বেও তাকে দেবতারা স্ত্রী হিসেবে দিল এক দেবী। কিন্তু [দ্যাখো] সেই তার জন্যও দেবতারা রাখল কেমন দুর্দশা: তার ঔরসে তার প্রাসাদে কোনো যুবরাজ সন্তানের জন্ম হয় ৫৪০ নাই; সে পিতা হলো কেবল একটি পুত্রেরই, যে পুত্রের ভাগ্যে আছে হায় অকালে মারা যাওয়া। সে যখন যাচ্ছে বার্ধক্যের দিকে, আমি তখন এখানে এই ট্রয়ে আমার পিতৃভূমি থেকে দূরে অলস বসে তার দেখাশোনা বা যত্ন করতে পারছি না কোনো, [শুধু পারছি] তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য দুঃখ শোক এনে দিতে।

'আর বৃদ্ধ জনাব, তোমার ব্যাপারেও আমরা শুনি যে তুমি অতীতের দিনে অনেক সৌভাগ্যবান ছিলে: লোকে বলে সমুদ্রের দিকে মাকারের রাজ্য ও ৫৪৫ লেসবোস থেকে উপরের দিকে ফ্রিজা ও সীমানাহীন হেলেস্‌পন্ট-এর মাঝখানে অবস্থিত বিশাল জমিনে,° প্রাচুর্য ও পুত্রদের [গুণের] বিচারে তোমার চেয়ে বড় আর নেই বা ছিল না কোনোদিন কেউ। কিন্তু তারপরও দ্যাখো আসমানবাসী দেবতারা এখন তোমার জন্য এনেছে কেমন সর্বনাশ—তোমার শহরের চারপাশ জুড়ে চলছে অনবরত লড়াই-সংগ্রাম, চলছে মানুষের হত্যা ও খুন।

'তোমাকে অবশ্যই সহ্য করতে হবে, তুমি হৃদয়ের মাঝে এরকম বিরামহীন ৫৫০ শোক কোরো না আর। তোমার পুত্রের জন্য মাতম করে লাভ নেই কোনো,

কারণ অমন করে তুমি তাকে জীবিত করতে পারবে না ফের; তার আগেই তুমি ভুগবে অন্য আরেক দুর্দশাতে।'

তখন বৃদ্ধ লোক, দেবতুল্য প্রায়াম, জবাব দিল তাকে :

'ও জিউস-প্রতিপালিত [অ্যাকিলিস] তুমি, আমাকে ততক্ষণ বসতে বোলো না কোনো চেয়ারের 'পরে, যতক্ষণ হেক্টর তোমার কুটিরগুলোয় পড়ে থাকছে অযত্ন-অবহেলার মাঝে। এক্ষণে তাকে তুমি তুলে দাও আমার হাতে, যাতে আমি তাকে দেখতে পারি নিজ চোখে; তারপর আমরা তোমার জন্য যে বিশাল ৫৫৫ মুক্তিপণ এনেছি তা গ্রহণ করে নাও। তুমি ওগুলো ভোগ কোরো, ফিরে যেয়ো তোমার পিতৃভূমির কাছে—কারণ তুমি আমাকে বাঁচতে দিয়েছ, দিয়েছ সূর্যের আলো দেখে যেতে।'

এবার দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস ভুরুর নীচ থেকে রাগি দৃষ্টি হেনে বলল প্রায়ামের উদ্দেশে :

'আমাকে আর এর বেশি চটিও না তুমি,° বৃদ্ধ জনাব। আমি নিজেই হেক্টরকে ৫৬০ তোমার কাছে দিয়ে দেব বলে মনস্থ করেছি, কারণ আমার কাছে জিউসের থেকে এক বার্তাবাহক এসেছিল—আমার মা যে আমাকে জন্ম দিয়েছে, যে সমুদ্রের প্রাচীন দেবতার মেয়ে। আর প্রায়াম, আমি তোমার বিষয়েও সব জানি, আমার দৃষ্টি এড়ায়নি কোনোকিছু: জানি যে এক দেবতা তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে গ্রিকদের দ্রুতচারী জাহাজবহরের কাছে। কোনো নশ্বর মানুষ, যতই ৫৬৫ তারুণ্যভরা ও বলশালী হোক না কেন, সাহস করবে না গ্রিক শিবিরের মাঝে আসবার; প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে সে ভেতরে ঢুকতে পারবে না, তাছাড়া আমাদের দরজাগুলোর হুড়কোও পারবে না সহজে পেছনে ঠেলে দিতে। অতএব আমার বুকের ভেতরের ব্যথা এর অধিক আর জাগিও না বৃদ্ধ তুমি, নয়তো দেখা যাবে আমি জিউসের আদেশ ভঙ্গের পাপ করে বসে ভুলে যাব তোমাকে রেহাই দেবার কথা—এমনকি তোমাকেও, যে আমার কুটিরে এসেছে আমার কাছে ৫৭০ মিনতিকারী হয়ে।'

এ-ই বলল অ্যাকিলিস, আর বৃদ্ধ আতঙ্কিত হলো, কাজ করল তার কথামতো। তখন পেলিউসপুত্র দরজা দিয়ে লাফিয়ে বের হলো সিংহের ভঙ্গিমাতে, তবে একা নয়, তার সাথে ছিল তার দুই অনুচর—বীর অটোমেডন ও আলসিমাস। প্যাট্রোক্লাসের পরে অ্যাকিলিস এ দুজনকে তার সহসঙ্গীদের ৫৭৫ মাঝে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিত। তারা জোয়ালের থেকে খুলে নিল ঘোড়া ও খচ্চর আর রাজদূতকে ভেতরে নিয়ে এল—সে বৃদ্ধের নকিব—এবং তাকে একটা চেয়ারে বসাল। আর সুন্দর পালিশ করা ওয়াগন থেকে তারা তুলে নিল হেক্টরের মাথার জন্য আনা অগণন মুক্তিপণ। কিন্তু তারা ওখানে রেখে দিল দুটি বড় পোশাক ও সুন্দর-বোনা আলখাল্লা একখানা, যাতে করে অ্যাকিলিস সেসবের ৫৮০

মাঝে মুড়ে দিতে পারে [হেক্টরের] মৃতদেহ, তাকে বাড়িতে ফেরত নেওয়ার জন্য [প্রায়ামের হাতে] তুলে দিতে পারে।

অ্যাকিলিস এরপর ডাকল তার নারী-ভৃত্যদের, তাদের বলল হেক্টরকে একটু একপাশে কোথাও সরিয়ে নিতে, যেন প্রায়াম তার পুত্রকে [এ-অবস্থায়] দেখতে না পায়; তারপর তাকে ধুয়ে মুছে তেল মাখিয়ে দিতে। কারণ অ্যাকিলিসের আশঙ্কা প্রায়াম তার পুত্রকে [এ-অবস্থায়] দেখে ফেললে পরে, হৃদয়ের শোকের
৫৮৫ তীব্রতায় সে তার ক্রোধ দমনে ব্যর্থ হবে, তখন অ্যাকিলিসের নিজেরও মেজাজ চড়ে যাবে, সে প্রায়ামকে বসবে খুন করে, আর এইভাবে জিউসের আদেশ ভাঙার পাপ ঘটিয়ে দেবে।

যখন নারী-ভৃত্যেরা হেক্টরকে ধুয়ে দিল আর তার গায়ে তাদের জলপাই তেল মাখানো শেষ হলো, তারা তাকে মুড়ে দিল সুন্দর আলখাল্লা ও আজানুলম্বিত বহির্বাসে। এবার অ্যাকিলিস নিজে তাকে উঠিয়ে রাখল এক
৫৯০ শবাধারে, তার সহসঙ্গীরা তাকে উপরে তুলে শুইয়ে দিল সুন্দর পালিশ করা ওয়াগনের 'পরে। সে-মুহূর্তে অ্যাকিলিস আর্তনাদ দিল, বলল তার প্রিয় বন্ধুকে নাম ধরে, চিৎকার করে :

'আমার ওপর রাগ হয়ো না প্যাট্রোক্লাস,° যদি তুমি হেডিসের মৃত্যুপুরীতে বসে শুনতে পাও আমি দেবতুল্য হেক্টরের দেহ ফিরিয়ে দিলাম তার প্রিয় পিতার কাছে, কারণ সে আমার জন্য এনেছে মুক্তিপণ ভালো পরিমাণে। [জেনো] এর
৫৯৫ যে ভাগটুকু তোমার প্রাপ্য তা আমি যথাসময়ে তোমাকে দিয়ে দেব।'

এ-ই ছিল দেবতুল্য অ্যাকিলিসের কথা। এরপর সে ফিরে গেল তার কুটিরের মাঝে, বসল উল্টো দিকে দেওয়ালের সাথে রাখা জাঁকাল-নকশার চেয়ারটাতে, যে চেয়ার থেকে এর আগে সে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। তারপর বলল সে প্রায়ামের প্রতি:

'বৃদ্ধ জনাব, ঐ যে তোমার পুত্রকে তোমার প্রার্থনামতো ফেরত দিলাম। সে
৬০০ শুয়ে আছে এক শবাধারে। যখনই ভোরের আলো ফুটবে, তাকে দেখতে পাবে তুমি, নিয়ে যেতে পারবে সাথে করে। আসো এখনকার মতো আমরা রাতের খাবারের কথা ভাবি। তুমি নিশ্চয় জানো এমনকি মোহিনীকেশ নিওবি-ও° ঠিকই খাবারের কথা ভেবেছিল, তার বারো সন্তান তার বাড়িতে খুন হওয়া সত্ত্বেও— ছয়টি মেয়ে ছিল তার, আর ছয়টি ছেলে ছিল তারুণ্যের পূর্ণতায় ভরা।
৬০৫ অ্যাপোলো তার রুপালি ধনুক থেকে তীর মেরে হত্যা করেছিল তার পুত্রদের, কারণ সে ক্রুদ্ধ হয়েছিল নিওবির প্রতি; আর তীরন্দাজ আর্টেমিজ খুন করেছিল

তার কন্যাদের, কারণ নিওবি নিজেকে তুলনা করেছিল ফর্সা-গাল লেটোর সাথে, বলেছিল যে লেটো জন্ম দিয়েছে শুধু দু সন্তানের, আর তার কিনা এতগুলো সন্তান আছে। সুতরাং দেবতারা—মানে এই দুজন দেবদেবী—মেরে ফেলল নিওবির সব সন্তানই। নয় দিন ধরে তারা পড়ে থাকল জমাট রক্ত গায়ে নিয়ে, ৬১০ কেউই ছিল না তাদের কবর দেবে, কারণ ক্রোনাসপুত্র [জিউস] মানুষদের পাথর বানিয়ে দিয়েছিল। শেষে, দশম দিবসে, উঁচু আসমানবাসী দেবতারা তাদের কবরস্থ করে। ঠিক তখন নিওবি, কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত শ্রান্ত সে, খাবারের কথা মনে আনে। আর এখন, সিপিলাসের কোথাও, কোনো একাকী পর্বতের শিলাপাথরের মাঝে—যেখানে লোকে বলে অ্যাকেলোয়াস নদীর° তীর ধরে ৬১৫ লাফিয়ে নাচা দেবী-জলপরীদের শোয়ার স্থানটি আছে—নিওবি এক পাথর হয়ে গভীর অনুধ্যানে ভাবছে তার প্রতি দেবতাদের পাঠানো দুঃখ-দুর্দশার কথা।

'আসো তাহলে হে বৃদ্ধ ও মহান জনাব, চলো আমরা দুজন আমাদের চিন্তা খাবারের দিকে ধাবিত করি। এর পরে তুমি শোক কোরো তোমার প্রিয় পুত্রের নামে, তাকে ইলিয়ামে ফেরত নিয়ে যাওয়ার পরে। সন্দেহ নেই সে [হেক্টর] তখন ৬২০ অনেকের অনেক কান্নার উৎস হবে।'

এ কথা বলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস, জবাই দিল এক সাদা-লোমেভরা ভেড়া; তার সঙ্গীরা ভেড়ার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে প্রস্তুত করে নিল ভালোভাবে, ঠিকমতো; আর বুদ্ধির সাথে কেটে টুকরো করল মাংস, টুকরোগুলি গাঁথল শিকে; তারপর ওদের আগুনে ঝলসে নিল যত্নের সাথে, শেষে শিকের থেকে সবগুলো টেনে বের করে নিল। অটোমেডন নিয়ে এল রুটি, সুন্দর ৬২৫ ঝুড়িতে করে তা সাজাল টেবিলের 'পরে, অন্যদিকে অ্যাকিলিস মাংস ভাগ করে দিল। তারা তাদের সামনে সাজানো ভালো এসব তৈরি খাবারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর যখন তাদের খাদ্য ও পানীয়ের বাসনা পরিতৃপ্ত হয়ে গেছে, তখন দারদানাস বংশের প্রায়াম অবাক হয়ে তাকাল অ্যাকিলিসের দিকে—দেখল কী বিশালদেহী ও সুন্দর এই লোক, দেখতে লাগছে ঠিক দেবতাদের মতো; আর ৬৩০ অ্যাকিলিসও অবাক হলো দারদানাস বংশের প্রায়ামকে দেখে, তার অভিজাত চেহারা প্রত্যক্ষ করে ও তার কণ্ঠ শুনে।

এবার যখন তাদের একে অন্যকে মুগ্ধ চোখে দেখার শেষ হলো, তখন বৃদ্ধ লোক—দেবতুল্য প্রায়াম—প্রথম বলল কথা:

'ও জিউস-প্রতিপালিত [অ্যাকিলিস], এবার তাড়াতাড়ি করো, আমাকে ৬৩৫ শোবার জায়গা দেখিয়ে দাও, যেন অবশেষে মধুর নিদ্রার হাতে সমর্পিত হয়ে আমরা বিশ্রামের সুখ নিতে পারি। আমার ভুরুর নীচের দুই চোখ একবারও পাতা বোজেনি তোমার হাতে আমার পুত্র খুন হওয়ার দিন থেকে। এই পুরোটা সময় আমি শুধু আর্তনাদ করে গেছি, ভেবেছি আমার হাজার দুঃখের কথা, আমার

৬৪০ ছাদবিহীন আঙিনার দেওয়ালঘেরা জায়গায় গোবরের মাঝে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে। এখন অবশেষে আমি খেলাম শস্যের রুটি, গলা দিয়ে নামালাম আগুনবরণ মদ; কিন্তু এর আগ পর্যন্ত খেতে পারিনি সামান্যও কিছু।'

এ-ই বলল প্রায়াম, আর অ্যাকিলিস তার সহসঙ্গী ও নারীভৃত্যদের বলল দ্বারমন্ডপের নীচে একখানা বিছানা পেতে দিতে আর তার ওপরে বিছিয়ে দিতে ৬৪৫ সুন্দর কিছু লাল রঙ কম্বল, এবং সেগুলো ওয়াড় দিয়ে ঢেকে দিতে, আর সেসবের ওপরে রেখে দিতে পরিধানের জোব্বা পোশাক, ভেড়ার লোমের উলে তৈরি করা। সেবিকা মেয়েরা এবার হাতে মশাল নিয়ে ঘরের বাইরে গেল, তারপর ঝটপট তাদের দুজনের জন্য বিছানা পাতায় লেগে গেল। তখন ঠাট্টার সুরে° দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস বলল প্রায়ামের প্রতি:

৬৫০ 'দরজার বাইরে গিয়ে শোও বৃদ্ধ জনাব, বলা যায় না গ্রিকদের মন্ত্রণাদাতা কেউ কখন এই পথে চলে আসে—তাদের কেউ যারা সময়ে সময়ে এখানে এসে বসে, আমার সাথে শলাপরামর্শ করে, যেমন কিনা যথাসম্মত রীতি। যদি ওদের কেউ তোমাকে দেখতে পায় দ্রুতছোটা কালো রাতের অন্ধকার ফুঁড়ে, সে তো তক্ষুনি সম্ভবত তা জানিয়ে দেবে বাহিনীর ৬৫৫ রাখাল আগামেমননের কাছে, আর তখন [হেক্টরের] মরদেহ তোমাকে ফিরিয়ে দিতে বিলম্ব ঘটে যাবে।

'যাক আসো, আমাকে বলো, একদম নিখুঁত করে বলো তুমি কতোদিন ধরে দেবতুল্য হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সারবে বলে ঠিক করেছ মনে। [আমি চাচ্ছি] যেন আমি নিজে ততদিন [দু বাহিনীকে] যুদ্ধ থেকে বিরতি দিতে পারি, অন্য লোকদেরও থামাতে পারি এই কাজ থেকে।'

তখন বৃদ্ধ লোক, দেবতুল্য প্রায়াম, জবাবে বলল তাকে :

৬৬০ 'তুমি সত্যি যদি চাও আমি দেবতুল্য হেক্টরের জন্য যথাযোগ্য এক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সারি, তাহলে, ও অ্যাকিলিস, আমি যা চাই তা যদি তুমি করো তবে আমার প্রতি এক বিরাট দয়া করা হবে। তুমি তো জানো কীভাবে আমরা শহরের ভেতরে খোঁয়াড়বন্দী হয়ে আছি, আর পর্বতের থেকে কাঠ কেটে আনা পথের দূরত্ব কত বেশি, সেইসাথে ট্রোজানরাও রয়েছে আতঙ্ক ও ভয়ে। [তাই] হেক্টরের প্রতি আমাদের বাড়িতে শোক করার জন্য তুমি মোট নয়দিনের ছুটি দাও, দশম ৬৬৫ দিনে আমরা তার কবর দেব আর ওদিন মানুষ ভোজ খাবে, একাদশ দিনে আমরা তার কবরে এক সমাধিস্তম্ভ গড়ে নেব, আর দ্বাদশ দিনে আবার নামব যুদ্ধে, মানে যুদ্ধ যদি আমাদের করতেই হয়।'

তখন উত্তরে দ্রুতপায়ের দেবতুল্য অ্যাকিলিস বলল প্রায়ামের প্রতি :

'খুব ভালো কথা বৃদ্ধ প্রায়াম, তাহলে তেমনটাই হবে যেমন চাইলে তুমি। ৬৭০ আমাকে তুমি যে কদিনের কথা বললে, সে কদিন যুদ্ধ বন্ধ রাখব আমি।'

এ-ই বলল সে, আর বৃদ্ধের ডান হাতের কব্জির কাছে ধরে হাতটি নিল [তার নিজের হাতে], যেন বৃদ্ধের মনে এ বিষয়ে কোনো ভয়-আশঙ্কা না থাকে।

এভাবে অবশেষে তারা দুজন, প্রায়াম ও তার রাজদূত, কুটিরের বাইরে আঙিনার কাছে শুলো বিশ্রাম নিতে, তাদের মনে বইছিল অনেক ভাবনার ঝড়। অ্যাকিলিস শুলো তার মজবুত-বানানো কুটিরের একেবারে ভেতর অংশে গিয়ে, ৬৭৫ তার পাশে শুলো কমনীয় গাল ব্রাইসিউজের মেয়ে।°

এবার অন্য যারা যারা আছে, যেমন দেবতারা ও ঘোড়া সামাল দেওয়া মানুষেরা, তারা ঘুমাল সারা রাত ধরে, মধুর নিদ্রার হাতে পরাভূত হয়ে। কিন্তু নিদ্রা অধিকার করতে পারল না ক্ষিপ্র দৌড়বিদ হারমিসকে একটুও, কারণ সে তার মনের মাঝে ভেবে চলেছিল কী করে সে রাজা প্রায়ামকে প্রতিরক্ষা দিয়ে ৬৮০ ফিরিয়ে আনবে জাহাজের কাছ থেকে, নিবেদিতপ্রাণ দ্বাররক্ষকদের নজর এড়িয়ে গিয়ে। সে দাঁড়াল প্রায়ামের মাথার ওপরে,° আর তার প্রতি বলল এই কথা :

'হে বৃদ্ধ, তোমার তো দেখি বিপদের ভাবনা নেই কোনো! কী সুন্দর ঘুমাচ্ছ তুমি তোমার শত্রুদের মাঝখানে শুয়ে, স্রেফ অ্যাকিলিস তোমাকে রেহাই দিয়েছে বলে! তুমি তোমার প্রিয় পুত্রকে ছাড়িয়ে আনতে এই মাত্র কতো বড় এক মুক্তিপণ ৬৮৫ দিলে। কিন্তু তোমার জীবনের বিনিময়ে বাড়িতে থাকা তোমার বাকি পুত্রদের তার চেয়ে তিন কিংবা চারগুণ বেশি মুক্তিপণ দিতে হবে যদি আগামেমনন, অ্যাট্রিউসের ছেলে, আর বাকি গ্রিকরা জানতে পারে এখানে রয়েছ তুমি।'

এ-ই বলল হারমিস। আর বৃদ্ধ লোকটিকে ভয় ধরে বসল খুব, সে তার রাজদূতকে জাগাল। হারমিস তাদের জন্য ঘোড়া ও খচ্চরদের জোয়াল পরিয়ে ৬৯০ দিল, আর নিজে বাহিনীর মাঝ দিয়ে ঘোড়াগুলো চালিয়ে নিয়ে গেল দ্রুতবেগে; তাদের দেখতে পেল না কেউই। কিন্তু যখন তারা পৌঁছাল স্বচ্ছ-প্রবাহিত নদী, ঘূর্ণিবার্তায় পাক খাওয়া জানথাসের পারাপারের অংশের কাছে—জানথাস, যার জন্ম হয়েছে অমর জিউসের ঔরসে—হারমিস তখন ফিরে গেল উঁচু অলিম্পাসে, আর প্রভাত তার জাফরান রঙ পোশাক পরে ছড়িয়ে গেল সারা পৃথিবীর 'পরে। ৬৯৫ প্রায়াম ও রাজদূত তখন গুঙিয়ে ও বিলাপ করে করে ঘোড়াগুলো চালাল শহরের পানে, আর খচ্চরেরা বয়ে আনতে লাগল মৃত লোকটিকে। কেউই তাদের দেখতে পায়নি—ট্রোজান পুরুষ ও সুন্দর কাঁচুলি পরা রমণীদের কেউই—একমাত্র ক্যাসান্ড্রা° ছাড়া, সে দেখতে ছিল সোনালি আফ্রোদিতির মতো। ক্যাসান্ড্রা গিয়েছিল [ট্রিয়ের নগরদুর্গ] পারগামাসের ওপরটাতে; সে দেখতে পেল তার প্রিয় ৭০০ পিতা দাঁড়িয়ে আছে রথে, এবং তার রাজদূত [আইডিয়াস], শহরের নকিব, আছে সাথে। আর ক্যাসান্ড্রা দেখল হেক্টরকেও, খচ্চরদের ওয়াগনে এক শবাধারে

শোওয়া। এটা দেখে সে চিৎকার দিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে, তার চিৎকার ছুটে গেল শহরের সবখান জুড়ে :

'ট্রয়ের পুরুষ ও নারীরা, যদি কোনোদিন তোমরা আগে খুশি হয়ে থাকো
৭০৫ হেক্টরকে যুদ্ধের মাঠ থেকে ফিরে আসতে দেখে, অর্থাৎ যখন সে জীবিত ছিল—আহা সে সত্যিই বিরাট এক আনন্দ ছিল এই শহর আর এর সমস্ত লোকের কাছে—তাহলে এখন আসো, দ্যাখো তাকে।'

এ-ই বলল সে। শীঘ্রই দেখা গেল শহরে একজনও পুরুষ বা নারী বাকি নেই যে সেখানে এল না, কারণ দুর্বহ দুঃসহ এক শোক চেপে বসল তাদের সবার মনে। প্রায়ামের সাথে তাদের দেখা হলো মূল তোরণের কাছে, সে বয়ে
৭১০ আনছিল [হেক্টরের] মৃতদেহ। হেক্টরের স্ত্রী ও তার সম্মানীয় মাতা ছিল প্রথম দুজন যারা তার জন্য তাদের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল টেনে টেনে, তারপর সুন্দর চাকাওয়ালা ওয়াগনের গায়ে আছড়ে পড়ে তারা স্পর্শ করল হেক্টরের মাথা। তাদের ঘিরে তখন দাঁড়ানো ক্রন্দনরত মানুষের ভিড়। আর আসলে তারা ঐ তোরণের সামনে দাঁড়িয়েই চোখের পানি ফেলে হেক্টরের জন্য সারাদিন—
৭১৫ একেবারে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত—মাতম করে যেত, যদি বৃদ্ধ লোকটি তার রথ থেকে লোকজনের মাঝে দাঁড়িয়ে না বলত এই কথা :

'সরে যাও সবাই, খচ্চরগুলো যাওয়ার পথ করে দাও! এরপর আমি তাকে তার বাড়িতে নেওয়ার পরে, তোমরা যত খুশি চাও কাঁদাকাটি কোরো।'

এ-ই বলল প্রায়াম; তারা পাশে সরে গেল, ওয়াগনকে যেতে দিল। এরপর তারা হেক্টরকে তার বিখ্যাত বাড়িতে আনার পরে শোয়ালো এক নকশা করা
৭২০ বিছানাতে, তারপর তার পাশে বসালো চারণকবিদের°—তারা এই শোকসংগীতের প্রধান গায়ক, বিলাপগীতি চালিয়ে নেওয়া দায়িত্ব তাদের। তারা গেয়ে চললো এক বিষণ্ন শোকগীতি, আর তাদের বিলাপ-সন্তাপের উত্তরে নারীরা আর্তনাদ করে করে গেল। নারীদের মাঝে শুভ্রবাহু অ্যান্ড্রোমাকি প্রথমে, মানুষ-জবাই-দেওয়া হেক্টরের মাথা তার হাতের মাঝে ধরে, শুরু করল শোকগান :

৭২৫ 'স্বামী, তুমি মারা গেলে! কতো কম বয়সে জীবন ছেড়ে চলে গেলে, আর আমাকে তোমার ঘরে বিধবা করে রেখে গেলে! আমাদের পুত্রসন্তান যাকে তুমি এবং আমি, দুই দুর্ভাগ্যপীড়িত পিতামাতা, জীবন দিয়েছিলাম, আহা সে যে এখনও নিতান্তই এক শিশু। আমার মনে হয় না সে পৌঁছাতে পারবে তার তারুণ্যে-যৌবনে; তা ঘটার আগেই এ শহর গুঁড়িয়ে দিয়ে লুটে নেওয়া হবে, শহরের উঁচু থেকে নীচু অবধি পুরোটাকে। কারণ তুমি, এর প্রধান পাহারাদার, আজ মৃত—
৭৩০ তুমি, যে সবসময় একে রক্ষা দিয়ে যেতে, তুমি যে এ-শহরের মহতী স্ত্রীদের ও ছোট বাচ্চাকাচ্চাদের নিরাপত্তা দিতে। কিন্তু এখন, খুব শীঘ্রই, তাদের সুগোল

জাহাজগুলোয় তুলে নিয়ে যাওয়া হবে, আর তাদের মাঝে আমি, এবং আমার ছোট সন্তান [অ্যাস্টায়ানাক্স] তুমি হয় আমার সাথে যাবে এমন একখানে যেখানে তোমাকে লজ্জাজনক সব কাজ করে বেঁচে থাকতে হবে, এক নির্দয় প্রভুর অধীনে খেটে যেতে হবে, না হয় কোনো গ্রিক তোমাকে ধরে ছুড়ে দেবে [ট্রয়ের] দেওয়াল　৭৩৫
থেকে নীচে এক নিষ্ঠুর মৃত্যুর দিকে°—সেই গ্রিক ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ কারণ হয়তো হেক্টর আগে তার কোনো ভাইকে মেরেছিল, কিংবা তার পিতা বা এমনকি তার পুত্রকে হত্যা করেছিল। আসলেই কতো কতো গ্রিককে হেক্টরের হাতে মারা পড়ে দাঁত দিয়ে মাটি কামড়াতে হয়েছে এ বিশাল জমিনের, আহা! তোমার পিতা কখনোই জংলী লড়াই ও যুদ্ধের মাঠে ভদ্র-নম্র লোক ছিল না কোনোদিনই। আর সে-কারণেই দ্যাখো আজ ট্রয়ের মানুষেরা তার নামে বিলাপ করছে সারা শহর জুড়ে।　৭৪০
হেক্টর, তুমি তোমার বাবা-মায়ের জন্য বয়ে আনলে অভিশপ্ত বিলাপ আর শোক, কিন্তু আমার জন্য বিশেষ করে থাকলো শুধু নির্মম মনঃকষ্ট ও পীড়া। আহা তুমি মরার সময়ে আমাদের বিছানার থেকে দু-হাত বাড়িয়ে দাওনি আমার দিকে কিংবা আমাকে বলোনি কোনো স্মরণীয় শেষ কথা, যা আমি [ভবিষ্যতে] দিন রাত মনে করতে পারব চোখের জল ফেলে ফেলে।'　৭৪৫

এ-ই বলল সে, কেঁদে কেঁদে, আর তা শুনে বাকি নারীরা হাহাকার করল গুঙিয়ে উঠে। এর পরে হেকুবার পালা—সে এবার নেতৃত্ব দিল এক প্রবল বিলাপের :

'হেক্টর, আমার সব সন্তানের মাঝে সবচেয়ে প্রিয় ছিলে তুমি। বেঁচে থাকতে তুমি দেবতাদেরও প্রিয় ছিলে কতো, আর তোমার নিয়তি-নির্দিষ্ট মৃত্যুর পরেও তারা তোমার কতো যত্ন নিল। দ্রুতপায়ের অ্যাকিলিস আমার অন্যান্য　৭৫০
পুত্রদের ধরে [মুক্তিপণ নিয়ে] বিক্রি করে দিয়েছে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলা সাগরের ওপারে, সামোস বা ইমব্রোস বা কুয়াশা ঘেরা লেম্‌নোস প্রদেশে। কিন্তু সে যখন তোমার জীবন কেড়ে নিল তার দীর্ঘ-ধার ব্রোঞ্জের আঘাত করে, তোমাকে সে বহুবার টেনেহিঁচড়ে ঘোরালো তার বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের কবরের চারপাশে, যে　৭৫৫
প্যাট্রোক্লাস মারা গিয়েছিল তোমারই হাতে—কিন্তু তারপরও তাকে সে পারল না জীবন ফিরিয়ে দিতে। আর এখন দ্যাখো তুমি এইখানে, তোমার বাড়িতে, শুয়ে আছো শিশিরের মতো তাজা হয়ে, যেন সদ্যমৃত তুমি, ঠিক তার মতো যাকে অ্যাপোলো, রুপালি ধনুকের প্রভু, এইমাত্র ধাওয়া করেছে ও মেরে ফেলেছে তার তীরের মৃদু এক ঘায়ে।'

এ-ই বলল হেকুবা কেঁদে কেঁদে, আর [সবার মাঝে] জাগল বিরাম-　৭৬০
বিরতিহীন এক বিলাপের গীতি। হেকুবার পরে হেলেন তৃতীয়জন যে এই শোকগানের নেতৃত্ব দিল :

'হেক্টর, আমার স্বামীর সব ভাইয়ের মাঝে তুমিই আমার হৃদয়ের সর্বাধিক, সবচে কাছের। দেবতাদের মতো দেখতে প্যারিস আমার স্বামী, যে আমাকে ট্রয়ে
৭৬৫ নিয়ে আসে—আহা তার আগেই যদি আমার মরণ হতো! এখন বিশ বছর চলছে° আমি স্পার্টা থেকে এলাম এইখানে, ফেলে এলাম আমার পিতৃভূমি। কিন্তু এতদিনে একবারও তোমার মুখ থেকে আমি শুনিনি কোনো দয়াশূন্য কথা, কোনো কটুবাক্য-গালাগাল। যদি এ-বাড়ির অন্য কেউ আমার সাথে কখনও কথা বলত কঠিন করে, যেমন তোমার কোনো ভাই, বা কোনো বোন, বা ভাইয়ের
৭৭০ সুন্দর-পোশাকপরা বউদের কেউ, কিংবা তোমার মা—তোমার বাবা আমার প্রতি সবসময় নম্র ছিল খুব যেন সে আমার নিজেরই বাবা—তুমি সর্বদা তাকে শান্ত করতে কথা বলে, থামিয়ে দিতে তোমার মনের মাধুর্যের শক্তিতে, তোমার ভদ্র কথা দিয়ে। তাই বুকে অনেক শোক নিয়ে, আমি তোমার জন্য যাচ্ছি কেঁদে, কাঁদছি আমার নিজের কথা ভেবে। আহা কতো ভাগ্যহীন আমি! এই বিস্তৃত ট্রয়ের জমিনে আর কেউ থাকল না যে আমার প্রতি ওরকম দয়া, ওরকম বন্ধুতা
৭৭৫ দেখাবে।° এখানকার সবাই তো আমাকে দেখে শুধু ঘৃণায় কাঁপে।'

এ-ই বলল হেলেন কেঁদে কেঁদে বিলাপের সুরে, আর তাতে বিশাল ভিড়ের প্রত্যেকে গুঙিয়ে উঠল আর্তনাদে। তারপর বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম লোকজনের মাঝে বলে উঠল এই কথা :

'ট্রয়বাসী মানুষেরা, তোমরা কাঠ কেটে শহরে নিয়ে আসো; তোমরা মনে মনে যেন ভীত থেকো না গ্রিকদের পাতা কোনো চতুর গুপ্ত-হামলার ফাঁদ নিয়ে।
৭৮০ অ্যাকিলিস আমাকে কালো জাহাজ থেকে ফেরত পাঠানোর কালে প্রতিজ্ঞা করেছে: সে দ্বাদশ প্রভাত আসা পর্যন্ত আমাদের আঘাত করবে না কোনো।'

এ-ই বলল প্রায়াম, আর তারা ওয়াগনগুলোর জোয়ালে পরালো ষাঁড় ও খচ্চর, এবং ঝটপট জড়ো হলো শহরের সামনে গিয়ে। নয় দিন ধরে তারা বন থেকে নিয়ে আসতে লাগল কাঠ, প্রচুর পরিমাণে। আর যখন নশ্বর মানুষদের জন্য
৭৮৫ আলো নিয়ে উদয় হলো দশম প্রভাত, তখন, অবশেষে, তারা চোখের পানি ফেলে ফেলে সাহসী হেক্টরকে বয়ে নিয়ে গেল, মৃত এই লোকটিকে শোয়ালো এক উঁচু চিতার 'পরে, আর তাতে আগুন ধরিয়ে দিল।

তারপর যখন ভোরেরও আগের ভোর আবির্ভূত হলো তার গোলাপি আঙুল নিয়ে, তখন সমস্ত লোক জড়ো হলো বিখ্যাত হেক্টরের চিতা বেড় দিয়ে। তারা
৭৯০ এভাবে সমবেত হয়ে, একসাথে জড়ো হওয়ার পরে, প্রথমে আগুনরঙা মদ ঢেলে নেভাল চিতার আগুন, আগুনের মত্ততা যতদূর গিয়েছিল তার সবটুকু।

তারপর তার ভাইয়েরা ও বন্ধুরা বিলাপ করে করে একসাথে জড়ো করল তার সব সাদা হাড়; বিরাট সব অশ্রুবিন্দু বয়ে যাচ্ছিল তাদের গাল বেয়ে। হাড় জড়ো করে নেওয়ার পরে তারা তা রাখল এক সোনালি কফিনের মাঝে, আর　৭৯৫
কফিন ঢেকে দিল নরম লাল কাপড় দিয়ে। এবার তারা দ্রুত ঐ কফিন নামিয়ে দিল এক শূন্যগর্ভ কবরের বুকে, আর বড় বড় ঘন-বিছানো পাথরখণ্ড দিয়ে ভরে দিল এর ওপরের দিকটাকে। তারপর তারা দ্রুত মাটি দিয়ে উঁচু করে বানাল সমাধিঢিবি একখানা, আর এর চারপাশে বসিয়ে দিল পাহারার লোক—হাঁটু বর্মে-ঢাকা গ্রিকরা সময়ের আগে যদি আক্রমণ করে বসে [সেই ভয়ে]।　৮০০

তাদের এই উঁচু করে সমাধিস্তূপ বানানো শেষ হলে তারা শহরে ফিরে গেল। তারপর রীতিমাফিক, জিউস-প্রতিপালিত রাজা প্রায়ামের প্রাসাদে একত্রে জড়ো হয়ে, তারা অংশ নিল এক জাঁকজমকে-ভরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভোজে।

এভাবেই ঘোড়া-বশে-আনা হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আচার সম্পন্ন করল তারা।　৮০৪

টীকা

২৪:২৮-৩০ **তাদের এ ঘৃণার পেছনে...অপমানিত হয়েছিল:** বিখ্যাত 'প্যারিসের রায়' বিষয়ে *ইলিয়াড*-এ একমাত্র স্পষ্ট উল্লেখ। 'প্যারিসের রায়' ট্রোজান যুদ্ধ সংঘটিত হবার পেছনের মূল পৌরাণিক কারণ। ট্রোজান যুবরাজ প্যারিসকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিন দেবীর মধ্যে সুন্দরীতমা কোন্‌জন—হেরা, অ্যাথিনা নাকি আফ্রোদিতি? প্যারিস আফ্রোদিতির পক্ষে রায় দিলে আফ্রোদিতি তাকে পুরস্কার হিসেবে দেয় মেনেলাসের স্ত্রী সুন্দরী হেলেনকে। এছাড়া, এই রায়ের কারণেই হেরা ও অ্যাথিনা ট্রোজানদের ওপরে এরকম মারাত্মক ক্ষেপে আছে, যেমন আমরা দেখি পুরো '*ইলিয়াড*' জুড়ে। 'প্যারিসের রায়' প্রসঙ্গে দেখুন এ-বইয়ের 'ভূমিকা'র চতুর্থ অংশের 'সিপ্রিয়া' অধ্যায়।

২৪:৩১ **বারোতম ভোর:** বারো দিনের মধ্যে তিন দিন গেছে প্যাট্রোক্লাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় (দুটো নতুন ভোর আমরা দেখেছি ২৩:১০৯ এবং ২৩:২২৬-এ) আর নয়দিন গেছে দেবদেবীদের মধ্যেকার সংঘর্ষে, কবি যে দিনসংখ্যার পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন এ পর্বের ১০৭ নং পংক্তিতে। পর্বের শেষে আমরা আবার দেখবো এগারো দিনের এক যুদ্ধবিরতির পরে বারোতম দিন থেকে আবার শুরু হবে *ইলিয়াড*-উত্তর লড়াই।

২৪:৫৯-৬১ **অন্যদিকে অ্যাকিলিসের জন্য...পেলিউস নাম সে নশ্বরের:** অ্যাকিলিসের মা দেবী থেটিসকে যে দেবী হেরা পেলেপুষে বড় করেছে, এমন কথা আমরা এই প্রথম জানলাম। নশ্বর পেলিউস ও দেবী থেটিসের মধ্যেকার বিয়ে প্রসঙ্গে দেখুন টীকা ১৮:৮৫ এবং আরও দেখুন টীকা ১:১ (এই পংক্তির অন্তর্গত তৃতীয় টীকাটি)।

২৪:৭৮-৭৯ **সে সামোস ও এবড়ো-থেবড়ো...অন্ধকার সাগরের জলে:** কবি এখানে সাগরতলের জগত সম্বন্ধেও যে তার জ্ঞান আছে তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন তার শ্রোতা/পাঠকদের। আরও দেখুন টীকা ১৩:৩২।

২৪:১৩০-১৩১ **তোমার জন্য আসলেই...শুয়ে ভালোবাসাবাসি করা:** এটাই করবে অ্যাকিলিস সামনে। দেখুন মহাকাব্যের এ পর্বের ৬৭৬ নং পংক্তি।

২৪:১৬৪-১৬৫ **বৃদ্ধ লোকটির মাথা ও ঘাড়ে...দু-হাতের মাঝে:** কেন রাজার শরীরে গোবর লেগে আছে তার কারণ বলা হয়েছে আগেই, মহাকাব্যের ২২:৪১৪ পংক্তিতে।

২৪:২১২-২১৪ **আহা আমি যদি পারতাম...আমার পুত্র হত্যার:** অ্যাকিলিসের প্রতি হেক্টরের মাতা হেকুবার তিক্ততার বোধ অন্য যে কারও চেয়ে অনেক বেশি তীব্র। ইউরিপিদিসের নাটক *হেকুবা*-য় এরকমই এক ক্রোধে অন্ধ হেকুবাকে দেখি আমরা।

২৪:২৫১ **এ নয়জনের:** প্রায়ামের এ নয় সন্তানের মধ্যে কেবল হেলেনাস, প্যারিস, পোলাইটিজ ও ডিয়িফোবাসকে আমরা *ইলিয়াড*-এ পাই। বাকিরা আমাদের কাছে অচেনা।

২৪:২৬২-২৬৩ **নিজের দেশেই অন্য মানুষের...ডাকাতের দল:** রাজা প্রায়ামের এ-কথার মধ্যে স্বীকারোক্তি আছে যে ট্রয়ের নেতৃস্থানীয় লোকেরা অনেক অনৈতিক ও বেআইনী কাজে জড়িত থাকতো। ট্রোজান রাজার মুখে তার নিজের জাতির লোকদেরকে 'ডাকাতের দল' বলার পেছনে হোমারের গ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনার কোনো ভূমিকা আছে কি-না, তা তর্কযোগ্য বিষয়।

২৪:৩০৮ **আইডা পর্বত থেকে শাসনকারী:** দেখুন টীকা ৩:২৭৬।

২৪:৩১৬-৩১৯ **গাঢ়-আঁধার রঙ শিকারী...মেলে দেওয়া ডানা:** এই সেই গ্রিসের 'গ্রেট গোল্ডেন ঈগল'। এর মেলে ধরা ডানার মোট দৈর্ঘ্য সাত ফুট, যা ৩১৭-৩১৯ নং পংক্তির বর্ণনার সঙ্গে খাপ খায়।

২৪:৩২৪ **চার-চাকার ওয়াগন:** ব্যাপারটা এরকম: আইডিয়াস চালাচ্ছে খচ্চর-চালিত এক চার-চাকার ওয়াগন, আর রাজা প্রায়াম আছে ঘোড়ায় টানা এক হালকা দু-চাকার রথে।

২৪:৩২৪ **আইডিয়াস:** ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের রাজদূত বা রাজঘোষক।

২৪:৩৪৯ **ইলাসের বিশাল সমাধিস্তম্ভ:** দেখুন টীকা ১০:৪১৫।

২৪:৩৫৬ **পালাই রথে উঠে:** তার মানে খচ্চরচালিত চার-চাকার ওয়াগনটি ফেলে রেখে।

২৪:৪৩৮ **আর্গজ:** এখানে আর্গজ বলতে নিঃসন্দেহে পুরো গ্রিসকেই বোঝানো হচ্ছে।

২৪:৪৮০ **আতি [বা মতিবিভ্রম]:** 'আতি'-র বিষয়ে জানতে দেখুন এ-বইয়ের শুরুতে 'প্রধান চরিত্রসমূহ' অধ্যায়ের 'দেবদেবী' অংশ; আরও দেখুন এ বইয়ের শেষে 'পাঠ-পর্যালোচনা' অংশ (১৯তম পর্ব)। দেখুন টীকা ১৯:৯১-১৩৬।

২৪:৪৯৫ **মোট পঞ্চাশটি পুত্র:** পুবের রাজাদের মতোই এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুরস্ক) রাজা প্রায়ামের ছিল অনেকগুলি স্ত্রী। হেকুবা ছাড়াও তার অন্য স্ত্রী থাকার কথা আমরা জেনেছি মহাকাব্যের ২১:৮৫-৮৭ অংশে (দেখুন সংশ্লিষ্ট টীকা)। *ইলিয়াড*-এ তার বাইশটি পুত্রের নামের উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে এ মহাকাব্যের মধ্যেই মারা যায় এগারটি, আর দু পুত্র মেস্টর ও ট্রয়লাস (২৪: ২৫৭-২৫৮) মারা যায় নয় বছরব্যাপী এ-যুদ্ধের একেবারে শুরুর দিকে। বাকি নয়জনের নাম বলা হয়েছে এ-পর্বেরই ২৪৯-২৫১ নং পংক্তিতে।

২৪:৫০৯ **মৃদু ধাক্কা দিয়ে:** অ্যাকিলিসের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল রাজা প্রায়ামের কাছ থেকে কোনো আরজি বা কোনো প্রার্থনা না শোনা; অর্থাৎ তাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা।

২৪:৫২৭-৫৩৩ **জিউসের প্রাসাদের মেঝেতে...শ্রদ্ধাসম্মান পাওয়া ব্যতিরেকে:** *ইলিয়াড*-এর অতিবিখ্যাত লাইনগুলির অন্যতম। একটু মন দিয়ে পড়লেই পাঠক ধরতে পারবেন যে, মানুষের ভাগ্যে আছে জীবনে ভালো ও মন্দ জিনিসের মিশ্রণকে পাওয়া কিংবা শুধু মন্দকে পাওয়া। অর্থাৎ এ জীবনে কারো ভাগ্যেই শুধু ভালো বা শুধু সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা নেই, যেখানে শুধু দুর্ভাগ্য লাভ ঠিকই সম্ভব। পরবর্তীকালে গ্রিক সাহিত্যে এ লাইনগুলি অজস্রবার ব্যবহৃত হয়েছে।

২৪:৫৪৪-৫৪৬ **লোকে বলে সমুদ্রের দিকে...অবস্থিত বিশাল জমিনে:** অ্যাকিলিস প্রায়ামের রাজত্বের চারদিকের সীমানারেখা চিহ্নিত করে দিলো। দক্ষিণে লেসবোস দ্বীপ, পূবে ফ্রিজা, উত্তর ও পশ্চিমে হেলেস্পন্ট (দারদানেল্লাস) প্রণালী; আরও নিখুঁত করে বললে উত্তরে দারদানেল্লাস ও পশ্চিমে হেলেস্পন্টের পানি। *মাকার:* কিংবদন্তী অনুযায়ী লেসবোসের প্রতিষ্ঠাতা ও রাজা।

২৪:৫৬০ **চটিও না তুমি:** রাজা প্রায়ামের ওপরে অ্যাকিলিসের এই হঠাৎ ক্ষেপে ওঠা যেমন পাঠকদের অবাক করে, তেমনই যুগে যুগে গবেষকদেরও উদ্বিগ্ন করেছে। এমনকি স্বয়ং অ্যারিস্টোটল অ্যাকিলিসের হঠাৎ এই আগামাথাহীন রেগে ওঠাকে বলেছেন 'বিসদৃশ' (অর্থাৎ এর আগের ও পরের আচরণের সাপেক্ষে)। আমরা শুধু এটুকুই বুঝি যে অ্যাকিলিস এখনও পুরো

শান্ত হয়নি; রাজা প্রায়াম যে তার বলা (পংক্তি ৫২২) চেয়ারটায় বসল না তাতে সে ক্ষেপে গেল, তাছাড়া সে ভয়েও আছে যে হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে সে আবার এই বৃদ্ধকে খুন করে না বসে (দেখুন পংক্তি ৫৮৩-৫৮৬)। পুরো *ইলিয়াড*-এর ঘটনা-পরম্পরার সাপেক্ষে দেখলে অ্যাকিলিসের এই আচরণকে খুব বেশি অস্বাভাবিক লাগে না।

২৪:৫৯২ **রাগ হয়ো না প্যাট্রোক্লাস:** অ্যাকিলিস এ-কথা বলছে কারণ সে এখন যা করছে, ঠিক সে জিনিসটা না করারই প্রতিজ্ঞা সে প্যাট্রোক্লাসকে করেছিল এর আগে (২৩:১৮২-১৮৩)।

২৪:৬০৩ **এমনকি মোহিনীকেশ নিওবি-ও:** শুরু হলো নিওবি-র কাহিনী যা চলবে ৬১৭ সংখ্যক পংক্তি পর্যন্ত। গভীর দুঃখে ভরা এ-কাহিনীকে হোমার এখানে ব্যবহার করলেন তার নিজের কাহিনীর 'সংকীর্ণ' প্রয়োজনে। তিনি নিওবিকে, পরিস্থিতির আলোকে, দাঁড়া করালেন রাজা প্রায়ামের সমান্তরাল করে। হোমারের আসল উদ্দেশ্য প্রায়ামকে, তার এই শোকাবহ মুহূর্তেও, খাবার খেতে আমন্ত্রণ জানানো; তাই হোমার প্রায়ামকে অ্যাকিলিসের জবানে জানাল যে, নিওবি তার বারো সন্তান হারিয়েও ঠিকই খাবার মুখে তুলেছিল। খুবই প্রাসঙ্গিক এক পৌরাণিক কাহিনীর এরকম উপযুক্ত ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ ব্যবহার হোমারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও মুগ্ধতাকে বাড়িয়ে দেয়। আর অ্যাকিলিসের চরিত্রের মানবিক দিকটিও (সে অভুক্ত রাজা প্রায়ামকে খাবার গ্রহণে রাজি করাচ্ছে) আমাদের নাড়া দেয়।

২৪:৬১৫ **অ্যাকেলোয়াস নদীর:** হোমার এখানে অ্যাকেলোয়াস (যার প্রতিশব্দ 'পানি'; দেখুন টীকা ২১:১৯৪-১৯৫) নদীর উল্লেখ করে 'নিওবি' হিসেবে চিহ্নিত পাথরখণ্ড থেকে পানি পড়ার কথা বলছেন। অন্য কথায় নিওবি-র অবিরত অশ্রুপাত করে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করছেন তিনি।

২৪:৬৪৯ **ঠাট্টার সুরে:** অ্যাকিলিস প্রায়ামকে দরজার বাইরে দহলিজে (portico) শুতে বলে তার প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা দেখায়নি। অতিথিকে দহলিজে রাত কাটাতে বলারই তখন রেওয়াজ ছিল। দুটো কারণে অ্যাকিলিসের সুরে 'ঠাট্টা' ছিল বলে মনে করেন গবেষকেরা: ১. সে জানে প্রায়াম বাইরে শুলে তাকে গ্রিকদের অন্য কেউ ঠিকই দেখে ফেলতে পারে, কিন্তু সে এখানে তাকে অন্য গ্রিকদের দেখে ফেলা এড়ানোর জন্যই বাইরে শুতে বলছে; অথবা ২. অ্যাকিলিস জানে সে যতই বলুক তবু রাজা প্রায়াম গ্রিক শিবিরে রাত কাটাবে না, কোনো দেবতা এসে তাকে ঠিকই নিয়ে যাবে (বাস্তবে হলোও তাই), সে কারণে প্রায়ামকে রাতের আশ্রয় দেবার সময়ে তার কণ্ঠে ঠাট্টা বা বিদ্রুপের সুর।

২৪:৬৭৬ **ব্রাইসিউজের মেয়ে:** থেটিস তাকে এ-পর্বের ১৩০-১৩১ পংক্তিগুলোয় কোনো মেয়ের সঙ্গেই শুতে বলেছিল। রাজা আগামেমনন ব্রাইসিয়িসকে অ্যাকিলিসের কাছ থেকে কেড়ে নেয় বলেই *ইলিয়াড*-এ রক্তপাতের শুরু হয়েছিল (প্রথম পর্ব), আর সেই ব্রাইসিয়িসকেই আমরা শেষ পর্বে এসে অ্যাকিলিসের পাশে শুয়ে আছে দেখলাম। এক বিরাট ঘটনার নিখুঁত নিষ্পত্তি ঘটে গেল।

২৪:৬৮২ **প্রায়ামের মাথার ওপরে:** দেখুন টীকা ২:২০। একই জিনিস আছে ১০:৪৯৮ ও ২৩:৬৮ নং পংক্তিতে।

২৪:৬৯৯ **ক্যাসান্দ্রা:** এর আগে *ইলিয়াড*-এ আমরা হেক্টরের এই অতীব সুন্দরী বোনটির সাক্ষাৎ পাইনি, কেবল ১৩:৩৬৫-তে তার পাণিপ্রার্থী একজনকে খুন হতে দেখেছিলাম। ক্যাসান্দ্রা দৈবজ্ঞ বা ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল। তার ব্যবহার তাই এখানে খুবই যথাযথ।

২৪:৭২০ **চারণকবিদের:** এরা আসলে গায়ক। প্রাচ্যের প্রথা হচ্ছে কারও মৃত্যুতে পেশাদার বিলাপ-গায়ক ভাড়া করে আনা। ট্রয় এশিয়া মাইনরের এক শহর ছিল বলে সেই প্রথার উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক।

২৪:৭৩৫-৭৩৬ **না হয় কোনো গ্রিক...নিষ্ঠুর মৃত্যুর দিকে:** গ্রিকরা ট্রয় দখলের পর অ্যাকিলিসের পুত্র নিওপ্টলেমাস হেক্টরের এই শিশুপুত্রকে আসলেই ট্রয়ের নগর-দেওয়াল থেকে নীচে ছুড়ে মেরে হত্যা করে। সে কাহিনী আছে অন্য হারিয়ে যাওয়া মহাকাব্য *লিটল ইলিয়াড*-এ এবং ইউরিপিদিসের *ট্রোজান উওমেন*-এ। তবে আমরা জানি না হোমার এখানে তার শোনা কোনো কিংবদন্তীর উল্লেখ করছেন, নাকি হোমারের এই উল্লেখই পরে কিংবদন্তীটির জন্ম দিয়েছে। দেখুন টীকা ২২:৪৮৯-৫০৫।

২৪:৭৬৫ **বিশ বছর চলছে:** অনেক 'সমস্যা'ও বিভ্রান্তিতে পূর্ণ তিন হাজার বছর আগের এই মহাকাব্যের শেষতম সমস্যা এই 'বিশ বছর' কথাটি। কেন হেলেন বিশ বছরের কথা বলবে যখন ট্রোজান যুদ্ধ মাত্র তার দশম বছরে প্রবেশ করল? এর ব্যাখ্যায় বলা হয়: ১. হোমারের 'বিশ বছর' মানে দশ বছরের উপরের এক দীর্ঘ সময়। দীর্ঘ কালকে আলংকারিকভাবে বোঝাতে 'বিশ বছর' বলাটা তখনকার দিনের চল ছিল, যেমন আমরা কাউকে অনেক বছর পরে দেখলে বলি 'এক যুগ পরে দেখলাম'। ২. হতে পারে দশ বছরের ট্রোজান যুদ্ধের আগে গ্রিকদের আরও দশ বছর লেগেছিল এ যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নিতে। তবে এমন সম্ভাবনা যথেষ্ট অবাস্তব ঠেকে বটে। ৩. হতে পারে ট্রয়ে পৌঁছানোর আগে গ্রিকরা অন্য কিছু রাজ্যে অভিযান চালায়। সেক্ষেত্রেও দশ বছর বেশি দীর্ঘ এক সময়। ৪. এটি হোমারের ফরমুলা বা গৎবাধা অভিব্যক্তির মতো একটি কথা, যা অন্য মহাকাব্য *অডিসি*-তে অডিসিয়ুস বলে আরও একবার (*অডিসি*—১৯:২২২-২২৩)। তবে অডিসিয়ুসের ক্ষেত্রে 'বিশ বছর'ই ঠিক কথা, কারণ দশ বছর তার লেগেছে ট্রয়ের যুদ্ধে, আর আরও দশ বছর ইথাকায় ফিরতে। গবেষকরা বলছেন, যেহেতু এটা 'ফরমুলা' লাইন (যা কবি আবৃত্তির সময়ে তার ভাণ্ডার থেকে নিয়ে ব্যবহার করতেন), তাই মহাকাব্যটি গাঁথার সময়ে কবির তরফ থেকে এখানে সামান্য অযত্ন হয়ে গেছে।

২৪:৭৭৫ **ট্রয়ের জমিনে আর কেউ...ওরকম বন্ধুতা দেখাবে:** এই পংক্তিতে *ইলিয়াড*-এর কবির নিজের মানবিক দিকটিই ফুটে উঠেছে। আমরা এখানে দেখলাম যে, 'মানুষ-জবাই-দেওয়া হেক্টর'-এর শেষ পরিচয়টি দেওয়া হলো দয়ালু ও বন্ধুত্বপূর্ণ এক মানুষ হিসেবেই।

চিত্র ২৭. আইরিজ, যুদ্ধদেবতা। *ইলিয়াড* অনুপ্রাণিত আইরিজের ছবি। আইরিজ এখানে এক টুলে বসে ঝুঁকে আছে। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের যোদ্ধাদের সাজে সে সজ্জিত—ব্রোঞ্জে ঢাকা তার পা ও পায়ের পেছনভাগ, মাথায় ঘোড়ার-কেশরওয়ালা শিরস্ত্রাণ, সামনে ধরা ঢাল, ডান হাতে একটি বল্লম যার আগা মাটির দিকে, বাম হাতে সম্ভবত কোনো রাজদণ্ড। (আথেনিয়ান মদ-মিশ্রণ বাটি, খ্রিস্টপূর্ব ৫৭০ সন)

পাঠ-পর্যালোচনা

পাঠ-পর্যালোচনা

পর্ব - এক ॥ অ্যাকিলিসের ক্রোধ

মহাকাব্য বা এপিকের একটা রীতি আছে যে সেখানে কাহিনীর শুরু হয় 'ঘটনার মাঝখানে' (in medias res)। *ইলিয়াড* যেহেতু পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য, তাই এই রীতিরও প্রবর্তক সে। এখানে সরাসরি কবি আমাদের প্রবিষ্ট করান তার কাহিনীর ভেতরে—কোনো প্রাককথন নেই, কোনো পটভূমির বর্ণনা নেই, কোনো এই-পর্যন্ত-ঘটে-যাওয়া গল্পের বিবরণ নেই। তিনি সোজা সঙ্গীতের দেবী মিউজের নামোচ্চারণ করে এ মহাকাব্যের থিম বা বিষয়বস্তুর জানান দেন: এ-কাহিনী অ্যাকিলিসের ক্রোধ ও সেই ক্রোধের কারণ, বিকাশ ও পরিণতি নিয়ে। এর পরেই পাঠককে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে যেখানে সমস্যা ফেটে পড়েছে—গ্রিক বনাম ট্রোজানদের যুদ্ধের মাঝখানে। সে যুদ্ধের এটা দশম বছর। নয় বছর আগে গ্রিকবাহিনী ট্রোজান উপকূলে তাদের বারো শ'র মতো জাহাজ ভিড়িয়েছিল স্পার্টার রানি হেলেনকে ট্রোজান যুবরাজ প্যারিসের কাছ থেকে ফেরত আনবে বলে, এবং হেলেনকে নিয়ে প্যারিসের ভেগে যাওয়ার শাস্তি হিসেবে ট্রয় নগরী গুঁড়িয়ে দেবে তাই। কবি যেভাবে সরাসরি গল্পে ঢুকে গিয়ে *ইলিয়াড*-এর শুরু করলেন তাতে আমাদের ধারণা জন্মে যে ট্রয় যুদ্ধের পূর্বাপর ও এ-যুদ্ধের প্রধান চরিত্রদের সম্বন্ধে কবির শ্রোতারা আগে থেকেই অবগত ছিল, তারা জানতো *ইলিয়াড* সুদীর্ঘ ট্রোজান যুদ্ধের ছোট একটি এপিসোড মাত্র।

প্রথম পর্বকে পুরো *ইলিয়াড*-এর চমৎকার এক ভূমিকা হিসেবে দেখা যায়। এর শুরু হয় গ্রিক সেনাপ্রধান আগামেমনন ও গ্রিকদের প্রধান যোদ্ধা অ্যাকিলিসের বিরোধ দিয়ে। এই সর্বনাশা বিরোধই জন্ম দেয় অ্যাকিলিসের মনের বিধ্বংসী ক্রোধের এবং তা নির্দিষ্ট করে দেয় এ-মহাকাব্যের পরের দিকের সব ঘটনা ও তাদের গতিপথ, আর আমাদের আরও পরিচিত করায় মানুষ ও দেবতাদের মধ্যেকার সম্পর্কের বুননের সঙ্গে। মানুষের নিয়তি কী জিনিস এবং দেবতারা কতদূর পর্যন্ত মানুষের জীবনের ঘটন-অঘটনে ভূমিকা রাখে, তার একটা রূপরেখা আমরা পেয়ে যাই এ-মহাকাব্যের প্রথম পর্বেই। মানুষ ও দেবতাদের ক্ষমতা ও অক্ষমতার চেহারা ও তাৎপর্যের বিশ্লেষণ

দিয়েই পরে ভরা থাকবে বাকি *ইলিয়াড*। এই প্রথম পর্ব আমাদের ধারণা দেয় আরও কতগুলো বিষয়ের: আগামেমনন ও অ্যাকিলিসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অ্যাকিলিসের দেবী মাতা থেটিসের ভূমিকা, অ্যাকিলিসের নিয়তি সম্বন্ধে থেটিসের জ্ঞান, দেবদেবীদের শক্তি এবং মানুষের জীবনে তাদের হস্তক্ষেপের আকার-প্রকার। শুরু থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়, এ-কাহিনী, ঐশ্বরিক আজ্ঞা মোতাবেক, মানুষের ভোগান্তি ও অনেক মানুষের মৃত্যুরই এক কাহিনী হবে।

আগেই, এ-পর্ব শুরুর প্রবেশিকা অংশে, আমরা জেনেছি যে আগামেমনন ও অ্যাকিলিসের মধ্যেকার তিক্ত বিরোধের গোড়ায় রয়েছে দুই নারী, দুজনই যুদ্ধে গ্রিকদের ধরে আনা ট্রোজান রমণী। প্রথমজন ক্রাইসিয়িস, সে আগামেমননের সম্পত্তি; দ্বিতীয়জন ব্রাইসিয়িস, সে অ্যাকিলিসের। অ্যাকিলিসের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কারণে আগামেমনন হারাল তার নারী ক্রাইসিয়িসকে; এতে আহত ও লাঞ্ছিত হলো আগামেমননের গর্ব ও রাজার অবস্থান। সে ধরে নিল সেনা জমায়েতে, সবার সামনে, অ্যাকিলিস তার প্রতি ক্রাইসিয়িসকে পিতার হাতে ফিরিয়ে দেবার দাবি রেখে তার নেতৃত্বকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, তার সম্মানে আঘাত দিয়েছে। অতএব রাজার প্রতিশোধ কতখানি তিক্ত হতে পারে তা অ্যাকিলিসকে দেখিয়ে দিল সে। সবার সামনেই, নিজের মুখ রক্ষার্থে, রাজা ঘোষণা করল ক্রাইসিয়িসকে হারানোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে সে কেড়ে নেবে অ্যাকিলিসের নারীকে, অর্থাৎ ব্রাইসিয়িসকে। এবার গর্বে ও সম্মানে বিশাল ঘা লাগল অ্যাকিলিসের; সে মেনে নিতে পারল না শ্রেষ্ঠতম গ্রিক বীরের (অর্থাৎ তার নিজের) প্রতি রাজার এই ঔদ্ধত্য ও অপমান। ক্রোধে ফেটে পড়ল অ্যাকিলিস; দেবী অ্যাথিনা হস্তক্ষেপ না করলে তো সে খুনই করে ফেলতে বসেছিল রাজা আগামেমননকে।

পুরো *ইলিয়াড*-এর অন্যতম দুটি প্রধান ধারণা—গর্ব ও সম্মান, এভাবেই তাদের ভেতরকার গড়ন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো প্রথম পর্বে। এরা পরস্পর সংযুক্ত বা সম্পর্কিত দুটো ধারণা। আর অতি-গর্ব (hubris) মানুষকে যে ঠেলে দেয় নির্বোধ বা হঠকারীর মতো আচরণ করার দিকে, তা-ও স্পষ্ট হলো। আগামেমনন তার অতি-গর্ব থেকে কেড়ে নিল যুদ্ধে অ্যাকিলিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধানতম যোদ্ধার যুদ্ধে পাওয়া পুরস্কার; আর অ্যাকিলিসও অতি-গর্ব থেকেই নিজেকে ও তার মারমিডনবাহিনীকে সরিয়ে নিল যুদ্ধের মাঠ থেকে। হোমার আমাদের দেখালেন, বড় বড় মানুষদের মধ্যে যে তথাকথিত 'মহত্ত্ব' থাকে, তা কীভাবে আবেগের হাতে বন্দী হয়ে অযৌক্তিক ও সংকীর্ণ আচরণেও রূপ নিতে পারে।

ইলিয়াড-এর প্রথম শব্দ ক্রোধ (menin)। এটিও একটি নেতিবাচক মানবিক বৈশিষ্ট্য। কবি 'ক্রোধ' বলতে যে গ্রিক শব্দটির ব্যবহার করেছেন তা বাংলায় 'ক্রোধ' বলতে যা বোঝায় তার চেয়েও অনেক বেশি বিধ্বংসী, সর্বনাশা, খুনে ও পাগলাটে এক ক্রোধ, যেমন কিনা দেবতাদের মনের মধ্যে হয় আর তখন দেবতারা পৃথিবীতে কোনো না কোনো ধ্বংস ঘটিয়ে দেন। মানুষের গর্ব ও সম্মানের ধারণার সঙ্গে খুনে এই ক্রোধের ধারণাকেও প্রতিষ্ঠিত করে কবি বলে দেন, *ইলিয়াড*-এর প্রধান চরিত্রেরা নেতিবাচক সব

মানবিক বৈশিষ্ট্যের চক্করেই মূলত বন্দী থাকবে। অতএব এ-কাহিনীর পরিণতি কখনোই মিলনাত্মক বা শুভ হওয়া সম্ভব নয়।

আগামেমননের কাছে জনসমক্ষে ছোট হয়ে, নিজের হৃত সম্মান এবং অহংকার বা গর্বের পুনরুদ্ধার ঘটাতে চেয়ে অ্যাকিলিস এবার ভয়াবহ এক প্রস্তাব করে বসল তার মা দেবী থেটিসের কাছে—সে যুদ্ধে নিজ দেশেরই পরাজয় চায়, যাতে করে আগামেমনন ও গ্রিকবাহিনী বুঝতে প্যারে সেরা গ্রিক যোদ্ধার সঙ্গে কখনো লাগতে এলে তাদের পরিণতি কী হতে পারে! পাঠক হিসেবে কাহিনীর শুরুতে অ্যাকিলিসের ক্রোধকে আমাদের কাছে যৌক্তিক মনে হলেও পরে তা চরম অযৌক্তিক, নৃশংস ও অমানবিক এক ক্রোধ বলেই প্রতিভাত হতে থাকে। এ কী চাইছে অ্যাকিলিস? সে যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার সময়ে গ্রিকরা যুদ্ধে হারুক এবং হারতে হারতে একদিন তারা—উপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ এবং ব্রাইসিয়িসকে আগামেমননের তার কাছে ফেরত দেওয়াসহ—তার কাছে এসে নত হয়ে মিনতি জানাক যেন সে যুদ্ধে ফেরে? হ্যাঁ, এতে করে গ্রিক সেনাদের চোখে তার সম্মানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রিকবাহিনী যুদ্ধে হারতে থাকার সময়ে যে বিশাল সংখ্যক গ্রিক সৈন্যের জীবন যাবে, তার কী? অনেক মানুষের জীবনের চেয়েও এক অ্যাকিলিসের হারানো সম্মান ফেরত পাওয়া বেশি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ? একেই বলে বিধ্বংসী বা খুনে ক্রোধ, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ক্রোধ। অ্যাকিলিসের এ ক্রোধের কাহিনীই *ইলিয়াড*।

তবে ক্রোধের বশে অ্যাকিলিসের যুদ্ধ থেকে সরে থাকা এ-পর্বে পাঠকের কাছে যথেষ্ট যৌক্তিক বলেই মনে হবে। সত্যিকার অর্থে নবম পর্ব পর্যন্ত পাঠকের সহানুভূতি থাকবে অ্যাকিলিস ও তার নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতিই। আমাদের মনে হবে, তার সিদ্ধান্তটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে হয়তো, কিন্তু পুরো অন্যায়ভাবে রাজা আগামেমনন তাকে যতটা অপমান করল, সে হিসেবে এটা বুঝি ঠিকই আছে। এটাও *ইলিয়াড*-এর এক বিরাট শক্তি—যৌক্তিক বিচারে আপনার কাছে হয়তো একটা জিনিসকে ঠিক বলে মনে হচ্ছে বা হচ্ছে না, কিন্তু আবেগ ও সহানুভূতির বাইরে গিয়ে সেই যুক্তির চশমা চোখে পরতে পারছেন না আপনি। কেন? হোমার বিশ্বাসযোগ্য দক্ষতার সঙ্গে গল্প বলে গেছেন এবং আপনি তাতে এতই একাত্ম হয়ে গেছেন যে অবজেকটিভ যুক্তির চেয়ে আপনার সাবজেকটিভ ব্যক্তিগত সহানুভূতি ও ভালো লাগাই বড় হয়ে উঠছে আপনার কাছে।

আগেই যেমন বলেছি, প্রথম পর্বের আরেক বড় থিম দেবতা ও মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের ধরন। আগামেমনন যখন ক্রাইসিয়িসের পিতা পুরোহিত ক্রাইসিজকে অপমান করে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়, তখন ক্রাইসিজ দেবতা অ্যাপোলোর প্রতি প্রার্থনা রাখে। সেই প্রার্থনার উত্তরে অ্যাপোলো তার তীর-বর্শার প্লেগ ছড়িয়ে দেয় গ্রিকবাহিনীর ওপরে, মারা যায় প্রচুর গ্রিক সেনা। *ইলিয়াড*-এ মানুষের ঘটনার মাঝে দেবতাদের হস্তক্ষেপের প্রথম উদাহরণ এটা। আবার পরে যখন অ্যাকিলিস ক্রোধে তরবারি বের করে আগামেমননকে খুন করতে যাবে, তখন দেবী অ্যাথিনা তা থেকে নিরস্ত করে তাকে। পরে অ্যাকিলিসের মা থেটিস, সে একজন দেবী, ছেলের প্রার্থনা নিয়ে যায় দেবতাদের রাজা

জিউসের কাছে—অ্যাকিলিসের প্রতি আগামেমননের ঔদ্ধত্যের শাস্তি চেয়ে। জিউস রাজি হয় থেটিসের প্রস্তাবে। জিউসের এই রাজি হওয়া থেকেই *ইলিয়াড*-এর প্রথম অর্ধেকে ঘটতে থাকে একের পর এক ট্রোজান বিজয়। আর জিউসের এ সিদ্ধান্ত দেবদেবীদের মধ্যে যে ঝগড়ার সৃষ্টি করে তার হালকা ও কৌতুকীভাব নীচে মানুষে মানুষে ঝগড়ার সিরিয়াস ও ট্র্যাজিক ভাবের ঠিক বিপরীতে কাজ করে, মানুষের ঝগড়ার গাম্ভীর্য ও ওজন তাতে বেড়ে যায় আরও।

হোমার আমাদের দেখান যে দেবতারা মানুষের সঙ্গে নানাবিধ সম্পর্কে জড়ানো। দেবতা অ্যাপোলোর কারণেই ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলো গ্রিকযোদ্ধাদের শিবির। দেবতা অ্যাপোলো সেভাবে হয়ে উঠল *ইলিয়াড*-এর ঘটনা পরম্পরার এক বড় অনুঘটক। আর অ্যাথিনা বাধা না দিলে অ্যাকিলিসের হাতে খুন হতো রাজা আগামেমনন, তখন একেবারে অন্য এক *ইলিয়াড* পড়তে হতো আমাদের। হোমার দেবতাদের এখানে ব্যবহার করছেন মানুষের পৃথিবীতে নাটকীয় এবং প্রতীকী নানা ঘটনার সংঘটন ঘটানোর ঘুঁটি হিসেবে। আমরা দেখি, দেবতারা মানুষের জীবন ও কর্মের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে, কিন্তু সে ভূমিকা অনেকাংশে অযৌক্তিক ভূমিকাও বটে। নিজের পুরোহিতের প্রতি অপমানের কারণে অ্যাপোলো যে নয় দিনের তীরবৃষ্টির প্লেগ ছড়ালো মানুষের শিবিরে কিংবা থেটিসের মিনতির উত্তরে আগামেমননকে শিক্ষা দিতে রাজি হয়ে যে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল জিউসের সিদ্ধান্ত—তাতে আমাদের আর মনে হয় না, দেবতারা ন্যায়বিচারের প্রতিভূ। দেবতাদের বিষয়ে আরেক কথা: মানুষের ক্রিয়াকাণ্ডে দেবতাদের হস্তক্ষেপ আমাদের জানায় যে দেবতা ও মানুষের মধ্যে এক আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান, কিন্তু সে সম্পর্ককে দেখতে হবে মানুষের নিয়তির নিরিখেই। কখনো কখনো আমাদের মনে হয় অ্যাকিলিসের মতো চরিত্রদের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু আছে বুঝি; আবার কখনও মনে হয় মানুষের নিয়তির সুতো দেবতাদেরই হাতে। আবার প্রায়শই আমাদের মনে এই বোধ জাগে, মানুষের নিয়তির নিয়ন্ত্রক না মানুষ, না দেবতারা—মানবনিয়তি যা, তা-ই; এটা মানব ও দেবতাদের ঊর্ধ্বের এক জিনিস। এবার প্রথম পর্বের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক:

১. এ পর্বের শুরুতে হতভাগ্য পিতা ক্রাইসিজ যে আগামেমননের কাছে আসে তার মেয়েকে ছাড়িয়ে নিতে, সে ঘটনার বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি *ইলিয়াড*-এর প্রথম আর্কিটাইপটি নির্মাণ করেন—এক নিপীড়িত পিতার আর্কিটাইপ। *ইলিয়াড* এমন অজস্র আর্কিটাইপে ভরা, যেগুলির এ-মহাকাব্যে কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুগত গুরুত্ব রয়েছে। ক্রাইসিজ এক বৃদ্ধ চরিত্র যার নিষ্পাপ জীবন হঠাৎ লন্ডভন্ড হয়ে গেছে যুদ্ধে, তার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে ভিনদেশের সৈন্যেরা। আত্মমর্যাদা ও দুঃখবোধের ছোঁয়া দিয়ে গড়া ক্রাইসিজ জাতীয় চরিত্রগুলোর জন্য *ইলিয়াড*-এর কবির মায়া অনেক। ক্রাইসিজের মেয়েটি আরেক ধরনের আর্কিটাইপ—নিপীড়িত, নির্যাতিত, ধর্ষিত ট্রোজানদের স্ত্রী ও কন্যাদের আর্কিটাইপ সে। পুরো *ইলিয়াড*-এ এমন অসংখ্য ক্রাইসিয়িস রয়েছে যারা অস্ত্রের মুখে এখন গ্রিক শিবিরে গ্রিক সৈন্য বা অধিনায়কদের শয্যাসঙ্গী। কী করুণ জীবন এই নিরপরাধ মেয়েগুলির। পিতা

ক্রাইসিজ ও তার মেয়ে ক্রাইসিয়িসের মধ্যেকার স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্কের দিকটিই পরে ট্রোজান রাজা প্রায়াম ও তার পুত্রবধূ অ্যান্ড্রোমাকির (হেক্টরের স্ত্রী) সম্পর্কের মধ্যে বিষয়গত পূর্ণতা পাবে। আর এক পিতা যে তার মেয়েকে ফেরত নিতে এসেছে, এই শুরুর দৃশ্যই মহাকাব্যের শেষে আমরা আবার দেখব যখন পিতা প্রায়াম গ্রিকশিবিরে আসবে তার পুত্র হেক্টরের মৃতদেহ ফেরত দেওয়ার আবেদন নিয়ে। পুরো *ইলিয়াড* পরিপূর্ণ পর্ব থেকে পর্বে এরকম সমান্তরাল কিংবা বিপরীত বিষয়ের দৃশ্য নির্মাণ দিয়ে।

২. আগামেমনন ও অ্যাকিলিসের মধ্যেকার কলহ যেরকম জবাব ও পাল্টা জবাবের মধ্যে পাখা মেলেছে, তার নাটকীয় শৈলীর মধ্যে যেমন আছে কবির প্রখর মেধার ছাপ, তেমনই তাতে করে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে *ইলিয়াড*-এর পরবর্তী পর্বগুলোর অনেক সমান্তরালতা ও বিপরীত দৃশ্য নির্মাণ প্রকরণের। আগামেমনন এখানে হাজির এক মঞ্চাভিনেতা স্বৈরাচারীর চেহারা নিয়েঃ বোধশক্তিহীন, অযৌক্তিক ও আত্মকেন্দ্রিক এক রাজা সে। ভুল তারই, পরিষ্কারভাবে তার। গ্রিকরাও তা-ই ভাবছে যে ভুল তাদের রাজারই। অ্যাকিলিসের ক্রীতদাসী/প্রেয়সী ব্রাইসিয়িসকে ধরে আনতে গিয়ে আগামেমননের রাজদূতদের যে অনীহা ও নারাজির ভাব, তার মধ্য দিয়েই বোঝা যায় বাকি গ্রিকরা রাজার এই পদক্ষেপ বিষয়ে কী ভাবছে। কিন্তু পরে ঘটে এর উল্টোটা। নবম পর্বে আগামেমনন যখন বিশাল ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দিয়ে দূতদের পাঠায় অ্যাকিলিসের কাছে, অ্যাকিলিসকে বলে ক্রোধে ক্ষান্তি দিয়ে যুদ্ধে ফিরে আসতে, তখন আমরা দেখি এবার আত্মকেন্দ্রিক ও বোধশক্তিহীন চরিত্র অ্যাকিলিস নিজেই—সে তার সর্বনাশা আত্মাভিমানের হাতে বন্দী যুক্তির সীমা ছাড়িয়েই। তখন ভুল অ্যাকিলিসের, আর তখন অন্য গ্রিকরাও তা-ই ভাবছে যে ভুল অ্যাকিলিসেরই, এমনকি তার মারমিডন সৈন্যবাহিনীও ভাবছে সেকথাই। সেইসঙ্গে তার বন্ধু প্যাট্রোক্লাস এবং সে নিজেও তখন জানে যে ভুল তারই হচ্ছে।

৩. ব্রাইসিয়িসকে কেড়ে নেওয়া হলে অ্যাকিলিস তার মা দেবী থেটিসের সাহায্য চাইল আগামেমননকে উচিত শিক্ষা দিতে চেয়ে। অ্যাকিলিস ও তার দেবী মায়ের মধ্যেকার দৃশ্যগুলো *ইলিয়াড*-এর সবচেয়ে মর্মভেদী দৃশ্য। থেটিস এক অবিনশ্বর দেবী যে একরকমের দণ্ডিত তার নশ্বর পুত্র সন্তান নিয়ে; নশ্বর মাতৃত্বের সব জ্বালা-যন্ত্রণাই আছে দেবী থেটিসের মাঝে (দেখুন ১৮:৫৪-৬০)। থেটিসের এই অবস্থান দেবতা ও মানুষের মাঝের সমুদ্র পরিমাণ দূরত্বের কিনারাবিন্দুতে; দেবী হয়েও তার যাতনা নশ্বর মানুষের যাতনাই, কারণ তার সন্তান এক মানবসন্তান। *ইলিয়াড*-এর অসংখ্য দেবদেবীর মধ্যে একমাত্র থেটিসকেই ঘিরে আছে ট্র্যাজেডির আবহ। তাকে বাদ দিলে ট্র্যাজেডি ব্যাপারটা শুধু মানুষেরই—অর্থাৎ মানুষ মারা যায়। অ্যাকিলিস এক দেবীর সন্তান, কিন্তু *ইলিয়াড*-এর অনাড়ম্বর মানবিকতার ধাঁচই এমন যে তার এই দেবীর পুত্র হওয়া তাকে বাঁচায় না দুঃখ-যন্ত্রণা বা মৃত্যুর থাবা থেকে। ফলে সন্তানের প্রতি ভালোবাসায় মা নেমে আসে মানুষের নশ্বরতার মাঝে, আর পুত্র ছাড়া পায় না নশ্বরতার হাত থেকে।

৪. যখন জিউসের গ্রিকদেরকে যুদ্ধে হারিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে অলিম্পাসে দেবদেবীর ঝগড়া বেঁধে যায়, তখন আমরা দেখি যে নীচের পৃথিবীতে মানুষের মধ্যেকার মৃত্যুযাতনা আনা ঝগড়ার বিপরীতে কতো হালকা ও তাৎপর্যহীন দেবদেবীদের এই ঝগড়া। দুটো ঝগড়ার মাঝের এই শীতল বৈপরীত্য আমাদের আরও দেখিয়ে দেয়, মানুষের ঝগড়ার শেষে আছে রক্তপাত ও মৃত্যু, অন্যদিকে দেবতাদের ঝগড়ার শেষে আছে ভোজসভা, বীণা বাদন, শয্যায় যাওয়া—এইসব। এই বৈপরীত্য *ইলিয়াড*-এর এক কেন্দ্রীয় বিষয়। দেবতাদের গা-এলিয়ে দেওয়া চপলতার কারণেই মানবজাতির দুর্দশা ও যাতনা লাভ করে এক ধরনের সংজ্ঞা ও মর্যাদা। *ইলিয়াড*-এর শেষ পর্বে সে-কথাই অ্যাকিলিস বলে রাজা প্রায়ামকে (২৪:৫২৫-৫৩৩): এটা দেবতাদের হাতেই নিয়তিনির্দিষ্ট করা আছে যে মানুষ ভুগবে যাতনায়, আর অন্যদিকে দুঃখ কী জিনিস তা দেবতারা জানবে না কোনোদিন। হোমারের বিশ্ববীক্ষা এখানে সফোক্লিসের মতোই: মানুষ একই সাথে বিশাল কিছু এবং তাৎপর্যহীন কিছুও। *ইলিয়াড*-এ কোনো স্বস্তি নেই, আরাম নেই, কিন্তু মানুষের এই পরস্পরবিরোধী জীবনবাস্তবতার মধ্যে যে 'মহত্ত্ব', তার ছাপ এতে ঠিকই আছে।

৫. *ইলিয়াড*-এর প্রথম পাঁচ পঙ্‌ক্তির মধ্যেই আমরা দেখা পাই এ-মহাকাব্যের এক প্রধান বিষয়ের: দ্বৈততা (duality)। দেখি যে বলা হচ্ছে, এ-কাহিনী যেমন অ্যাকিলিসের ক্রোধের, তেমনই জিউসের অভিলাষ পূরণেরও। একদিকে মানুষের কর্মের, অন্যদিকে দেবতার ইচ্ছার। দেবতা অ্যাপোলোর ছড়ানো প্লেগের চরম সংকটময় মুহূর্তে আগামেমনন ও অ্যাকিলিসের মধ্যেকার বিরোধকে অবশ্যই বলা যায় দেবতাদের কারণে ঘটা বিরোধ। তো, একদিকে মানুষের বিরোধের কারণ হিসেবে দেবতাদের এই উপস্থিতি, অন্যদিকে সেই বিরোধের ডানাবিস্তার ও বিকাশ কিন্তু ঘটছে মানুষের পরিমণ্ডলেই। দেবতাদের ইচ্ছা বা খেয়াল ঢুকে যাচ্ছে মানুষের কাজের মধ্যে, গড়ে দিচ্ছে মানুষের ক্রিয়াকলাপের পরিণতিকে, অন্যদিকে মানুষও জানে যে তা-ই হচ্ছে। কোনো ঘটনার পেছনের মানবিক কারণগুলির আছে নিজস্ব লজিক ও পারস্পরিক যোগাযোগ, কিন্তু সব ঘটনার পেছনেই আসলে সবচেয়ে বড় সত্য হয়ে আছে জিউসের ইচ্ছা—অব্যাখ্যেয়, অনিবার্য, অবোধ্য এবং অচিন্তনীয় জিউসের অভিলাষ। এই আদি সত্যটাই ঝুলে আছে পুরো *ইলিয়াড*-এর সামনে এবং তা *ইলিয়াড* থেকে কেড়ে নিয়েছে এর মানুষগুলোর সব স্বস্তি ও আরাম। প্রথম পর্বের সব অ্যাকশন দেবতাদের তৈরি করে দেওয়া ফ্রেমের মধ্যেই ঘটছে, এবং এরই নানামুখী বিস্তার আমরা ঘটতে দেখব পুরো *ইলিয়াড* জুড়ে। আমরা দেখব যে কীভাবে দেবতারা অতি সহজে আবেগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের অ্যাকশনে, কর্তৃত্ব করে সেসবে। কিন্তু দ্বৈততার ধারা মেনে তারাই আবার কেমন মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে রাখে নিজেদের, কীভাবে তাদের রাজসিক মহিমা ও ভয়ালসুন্দর চপলতা নিয়ে তারা বাস করে যায় নীচে মর্ত্যে মানুষের বিরাট কর্মযজ্ঞের দিকে তাচ্ছিল্যের চোখে তাকিয়ে থেকে।

৬. আপাত চোখে যদিও মনে হবে আগামেমনন ও অ্যাকিলিসের মধ্যেকার কলহের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে দুই ট্রোজান যুদ্ধবন্দী নারী, কিন্তু *ইলিয়াড* যত এগিয়ে যাবে ততই

আমরা বুঝব এটা স্রেফ আপাতদৃষ্টিতেই। আসলে গ্রিক সেনাপতি ও গ্রিক প্রধান যোদ্ধার মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব কলহের বীজ লুকানো *ইলিয়াড*-এর আগের দশ বছরের মধ্যে, যার কথা আমরা স্পষ্টভাবে *ইলিয়াড*-এ জানতে পারি না, কিন্তু বুঝতে পারি এ-তাদের অতীতের হিসাবনিকাশ চুকানোর কোনো বিষয়, তাদের দুজনের মধ্যে চোরাস্রোতে বয়ে যাওয়া অহং-এর লড়াই, টেনশনের ডানা মেলা। শেষ বিচারে, এটা তাদের দুজনের মধ্যেকার নেতৃত্বের লড়াই—অ্যাকিলিস রাজাকে মানতে চায় না কারণ সে জানে সে রাজার চেয়ে যুদ্ধে বেশি দক্ষ আর আগামেমনন অ্যাকিলিসের প্রতি ঈর্ষাকাতর তার প্রধান গ্রিক বীরের স্ট্যাটাসের কারণে। *ইলিয়াড* মূলত এক রাজনৈতিক উপাখ্যান, অতএব কোনো বড় সেনাবাহিনীর মধ্যে যে রাজনীতির ব্যাপারটা অবশ্যই থাকে, *ইলিয়াড* তার বাইরের নয়।

পর্ব - দুই ॥ জিউসের মিথ্যা স্বপ্ন ও জাহাজবহরের তালিকা

দ্বিতীয় পর্বটি দুটি বড় অংশে বিভক্ত: আগামেমননের স্বপ্ন দেখার পরে গ্রিক সেনাদের মনোবলের পরীক্ষা নেওয়া এবং ট্রয়ে আগত গ্রিক জাহাজবহর ও সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের নামের তালিকা পেশ করা।

জাহাজ ও মানুষের এই তালিকা *ইলিয়াড*-এর শুরু থেকে এ-পর্যন্ত আমাদের প্রত্যক্ষ করা যুদ্ধের কালো মেঘের ঘনঘটার মাঝে এক বিরাট যতি বা ছেদ-এর মতো। এর তাৎপর্য দুটো: *ইলিয়াড* মহাকাব্যের চরিত্রদের তালিকা প্রকাশ করা এবং সেইসঙ্গে আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে এ গল্পের শুরুর আগেই নয় বছরের এক যুদ্ধ-সংগ্রাম ঘটে গেছে। হোমারের এই তালিকার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অনেক—এতে নেওয়া হয়েছে ১৫০টির মতো স্থানের নাম এবং অসংখ্য গ্রিক বীরের নামও, যা একসঙ্গে করে ইতিহাসবিদেরা অনেক চেষ্টা ও গবেষণা করেছেন ধোঁয়াশাময় ব্রোঞ্জ যুগের গ্রিসকে আরেকটু ভালোভাবে বুঝতে। প্রথমদিককার গ্রিক ইতিহাসের (খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালের দিকের) এক গুরুত্বপূর্ণ ও স্বল্পপরিচিত কালপর্বকে ভাষাবিদ, পুরাতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসকাররা গঠন-পুনর্গঠন করতে গিয়ে বারবার খুঁটিয়ে দেখেছেন এই তালিকা। *ইলিয়াড*-এ কিছুটা বেমানান এ-দীর্ঘ তালিকা এক ভালো উদাহরণ বা প্রমাণ হয়ে থেকেছে হোমেরিক গবেষকদের সেই পক্ষটির জন্য যারা মনে করেন যে *ইলিয়াড*-এর অতি অবশ্যই এক ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যগত সত্য ভিত্তি রয়েছে।

পর্বের প্রথম ভাগে জিউস আগামেমননের কাছে এক মিথ্যা বা ধোঁকাপূর্ণ স্বপ্ন পাঠায়। জিউসের ইচ্ছা যে আগামেমনন স্বপ্নে দেখবে সে যুদ্ধে নামলে আজই ট্রয় বিজয় করে ফেলবে, এবং এই স্বপ্নের মোহে পড়ে আগামেমনন যুদ্ধে অ্যাকিলিসবিহীন লড়তে গিয়ে আসলে ট্রোজানদের হাতে এক বড় রকমের মার খাবে। এখানে দেবতা না এল মানুষের সাহায্যে, না মানুষকে দিল ভালো কোনো মন্ত্রণা, বরং গ্রিকদের ওপরে আঘাত নিয়ে

আসার স্বার্থে দেবতা, স্বয়ং দেবরাজ, ধোঁকা দিল তার তুলনায় অতি নগণ্য এক মানুষকে। জিউসের এই মিথ্যা স্বপ্ন পাঠানোর মধ্যে অল্প হলেও এই ইঙ্গিত আছে যে জিউসের ধারণা সে নিয়তির বিধান বুঝি অগ্রাহ্য করতে পারবে, পারবে গ্রিকদের হাতে ট্রোজানদের পরাজয়ের নিয়তিনির্দিষ্ট ফলাফলকে উল্টে দিতে। তাছাড়া, জিউসের এই শঠতাপূর্ণ-হস্তক্ষেপ আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে এটাও দেখিয়ে দেয় যে, দেবতারা মানুষের ওপরে তাদের ক্রিয়াকর্মের পরিণতি কী হতে পারে তা নিয়ে একদমই বিচলিত নয়। এই মিথ্যা স্বপ্ন ট্রোজান ও গ্রিক দু পক্ষের জন্যই অনেক মৃত্যু ও অনেক ধ্বংস নিয়ে আসে, কিন্তু জিউসের মাথায় তা নিয়ে চিন্তা নেই একটুও। অবিনশ্বর দেবতাদের কাছে নশ্বর মানুষের জীবনের মূল্য অতি সামান্যই।

জিউসের পাঠানো এই শঠতাপূর্ণ স্বপ্ন দেখে আগামেমননের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হলো তাতে তার নেতৃত্বই সরাসরি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। প্রথমত, বিনা প্রশ্নে, বিনা চিন্তায় সে স্বপ্নটি সত্যি বলে মেনে নিল। দ্বিতীয়ত, সে তার সেনাবাহিনীর মনোবল পরখ করে নিতে চাইল বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ এক প্রস্তাব দিয়ে—যুদ্ধ করার বদলে তারা দেশে ফেরত যাবে। একবারও আগামেমনন ভাবল না যে, নয়টি বছর স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-স্বদেশভূমি থেকে দূরে থাকা এই মানুষগুলোর কাছে যুদ্ধের মহিমা ও যোদ্ধার সম্মানের চেয়ে বরং দেশে ফেরাই এখন অনেক বড় ও কাঙ্ক্ষিত বলে মনে হতে পারে। আগামেমননের এই কাঁচা পদক্ষেপের কারণে সেনারা ঝাঁকে ঝাঁকে, প্রায় উন্মাদের মতো, ছুটে গেল যার যার জাহাজের দিকে, ঘরে ফিরবার আকুলতা নিয়ে। তৃতীয়ত, শেষে আগামেমনন নয়, বরং আমরা দেখি অডিসিয়ুস ও নেস্টর আবার মানুষগুলোকে ফিরিয়ে আনল যুদ্ধের প্রতি কমিটমেন্টের দিকে, তাদের মধ্যে জাগ্রত করল যোদ্ধার মর্যাদার বোধ। এ সময় অডিসিয়ুস আগামেমননের রাজদণ্ড হাতে ধরে তো একরকম প্রতীকী নেতৃত্বই নিয়ে নিল গ্রিকবাহিনীর। প্রথম পর্বে অ্যাকিলিস আগামেমননের নেতৃত্বের যে দুর্বলতাগুলোর উল্লেখ করেছিল আর এ-পর্বে সাধারণ এক সৈন্য থারসাইটিসও তাকে নিয়ে যেসব বিরূপ কথা বলল এবং আগামেমননের এখন পর্যন্ত ক্রিয়াকাণ্ড আমরা যা যা দেখলাম, তাতে *ইলিয়াড*-এর এই পর্যন্ত পাঠকের সামান্য সমীহ বা ভালোবাসা পেল না রাজা আগামেমনন। তার দুর্বলতাগুলোর তালিকা দাঁড়াতে পারে এরকম: সে অগ্রপশ্চাদ্বিবেচনাহীন, উচ্চণ্ড, উগ্র, ভারসাম্যহীন, কলহপ্রবণ, প্রচণ্ড মুড পরিবর্তনের শিকার এবং পুরো ভুল বুঝে ভুল অ্যাকশনে যাওয়ার প্রবণতাসম্পন্ন এক নেতা। অবশ্য পরে, সামনের অন্য পর্বগুলোতে, আমরা আগামেমননের চরিত্রের ভালো বা শক্তিশালী দিকগুলোও দেখব।

লক্ষণীয় যে, সৈন্যদের জাহাজে উঠে দেশে ফিরে যাওয়ার বাসনাকে প্রতিরোধ করতে অডিসিয়ুস ও নেস্টর তাদেরকে দশ বছর আগে ট্রয় অভিযানের জন্য জাহাজের পাল তোলার শুরুতে, আউলিস নামের এক স্থানে, দেবতাদের পাঠানো যে মঙ্গলবার্তার উল্লেখ করে, তা জিউসের এখনকার ইচ্ছা বা পরিকল্পনার সঙ্গে একদমই যায় না। সেই অতীতের মঙ্গলবার্তার মধ্যে ট্রয়ের চূড়ান্ত পরিণতির গুরুত্বপূর্ণ সত্য লুকানো আছে, কিন্তু এখন তো

জিউস চাইছে ট্রোজানরাই জিতুক অর্থাৎ গ্রিকরা হারুক। মানুষ কী চায় আর দেবতারা কী চায় তার এক বক্রোঘাতমূলক ও পরস্পর-সাংঘর্ষিক চিত্র আমরা পাই এ-সময়ে। কী জিউসের এখনকার মনের ইচ্ছা আর কী স্বপ্নই না এই জিউস গ্রিকদের দেখিয়েছিল দশ বছর আগে, ট্রয় অভিমুখে যাত্রার সময়ে, তা ভেবে অবাক হতে হয়।

পর্বের প্রথম ভাগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা না বললেই নয়। নগণ্য সৈন্য থারসাইটিস যে ভাষণ দিল আর অডিসিয়ুস তার উত্তরে যা বলল, তাতে যুদ্ধকে সাধারণ সেনারা ও তাদের অধিনায়কেরা যে কতো আলাদাভাবে দেখতে পারে সেই বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে যায়। থারসাইটিস, শারীরিকভাবে অদ্ভুত বা বিকৃত গড়নের এক লোক, জোরালোভাবে মুখ খুলে বলে যে, এ যুদ্ধ লড়ার কোনো মানে হয় না, আগামেমনন বাজে এক সেনাপতি যে বিরতিহীনভাবে যুদ্ধ লুটের মাল, নিজে যুদ্ধে না নেমেই, জড়ো করে যাচ্ছে, সৈন্যেরা পাচ্ছে না কিছুই এবং এখন সে অ্যাকিলিসকেও দূরে ঠেলে দিয়েছে। তার এসব তর্ক বা যুক্তি যতই শক্তিশালী হোক, অডিসিয়ুসের ক্ষুরধার ভাষিক আক্রমণের সামনে সেগুলো কিছুই নয়। অডিসিয়ুস মনে করিয়ে দেয়, থারসাইটিস সাধারণ কাতারের এক মানুষ, রাজা-রাজড়াদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার তার কোনো অধিকার নেই। অডিসিয়ুস আরও বলে, থারসাইটিস যেহেতু যুদ্ধে লড়তে অনিচ্ছুক, তাই সে আত্মমর্যাদাবোধহীন এক লোক। তাছাড়া তার শারীরিক গঠনগত বিকৃতিও যেন সাক্ষ্য দেয় তার আত্মমর্যাদাবোধহীনতার। তারপর জনসমক্ষে থারসাইটিসকে রাজদণ্ড দিয়ে মেরে বসে অডিসিয়ুস, এভাবেই—সাধারণ এক সৈন্যের গণ-অপমানের মধ্য দিয়েই—ইতি ঘটে সেনাদের দেশে ফেরার সমস্ত খায়েশের। অডিসিয়ুস বোঝাতে চায়, মানুষের মধ্যে গর্ব ও সম্মানের বোধ থাকলে মানুষ শত্রুর বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধে যাবে; আর মন ও শরীরে যাদের বিকৃতি আছে তারাই শুধু দূরে থাকবে মহত্ত্ব অর্জনের এই মহতী কাজ থেকে। কিন্তু থারসাইটিসের নির্মম সত্য কথাগুলি আমাদের কানে বেজে চলে তারপরও।

পর্বের দ্বিতীয় ভাগে সূচনা ঘটে *ইলিয়াড*-এর অন্যতম সুন্দর এক বিষয়ের—ইংরেজিতে তা 'epic simile', বাংলায় 'মহাকাব্যিক উপমা'। কোনো একটা কিছু বোঝাতে গিয়ে কবি পুরো *ইলিয়াড* জুড়েই অদ্ভুত সুন্দর সব দীর্ঘ উপমা নিয়ে আসেন, তার কোনোটা মাত্র দু লাইনের, আবার কোনোটা দশ-বারো লাইনেরও। *ইলিয়াড* পাঠের অন্যতম মজা হোমারের এই 'উপমা' পাঠ। পুরো মহাকাব্যে প্রায় তিনশ 'উপমা' আছে, যা আয়তনে এ বইয়ের সাত শতাংশ। এই সব উপমার একটু গভীরে তাকালে পাঠক বুঝবেন স্বতন্ত্র দৃশ্যগুলির মধ্যে এ উপমাগুলি অনেক ডিটেল, অনেক দৃষ্টিকোণ ও অনেক প্রাকৃতিক ও সামাজিক সত্যের সমান্তরালতাকে তুলে ধরেছে। তিন হাজার বছর আগের এক সাহিত্যকর্ম এবং সে-সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বুঝতে এই 'মহাকাব্যিক উপমাগুলির' তুলনা হয় না। দ্বিতীয় পর্ব থেকেই শুরু হলো এ-প্রকরণটির বিস্ময়যাত্রার।

শেষে বলতে হয় বিখ্যাত জাহাজ, মানুষ ও ঘোড়ার তালিকাটি নিয়ে। গ্রিকবাহিনীর কন্টিনজেন্টগুলো ও তাদের অধিনায়কদের নাম ও বংশ পরিচয়কে ভৌগোলিক বিন্যাসের

মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছে এই তালিকা। বাকি *ইলিয়াড*-এর সঙ্গে এ তালিকার সংযোগ সুস্পষ্ট ও জরুরি; কিন্তু গবেষকদের প্রবল অভিমত এই যে, এ তালিকার জন্ম অন্য কোথাও, হয়তো একেবারেই হোমারের হাতে নয়। তাদের বিশ্বাস ট্রয়ের উদ্দেশে পাল তোলার আগে ঘটা জাহাজবহরের এই জমায়েত (অর্থাৎ *ইলিয়াড*-এর দশ বছর আগের এক জমায়েত) পরবর্তীকালে কাহিনীর এ-স্থানে ঢোকানো হয়েছে জোর করে, কাহিনীকে আরও সুদৃঢ় গাঠনিক ভিত্তি দেওয়ার কৌশলী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। *ইলিয়াড* বাচনিক কবিতার (oral poetry) এক বড় উদাহরণ, আর গবেষকদের মতে, বাচনিক কবিতার এক বড় কাজ ছিল এ জাতীয় তালিকা (catalogue) প্রস্তুত করা ও স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা। এখানে দেওয়া তালিকাটি আউলিস বন্দর থেকে গ্রিক জাহাজগুলোর যাত্রা শুরু করার সময়ের; কিন্তু *ইলিয়াড* যেহেতু সেদিনের দশ বছর পরের এক উপাখ্যান, তাই হোমারের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না তার কাহিনীর কোথাও স্বাভাবিক গতি মেনে গ্রিকদের যাত্রা শুরুর সেই দূর অতীতের দিনটাকে তুলে এনে বসিয়ে দেবার। অতএব তিনি অনেক ভেবে এটা এমন এক জায়গায় বসিয়েছেন যেখানে তালিকাটি তার নাটকীয় উদ্দেশ্যের পক্ষে মোটামুটি যুতসইভাবে কাজ করবে। সুদীর্ঘ গ্রিক জাহাজবহর, ঘোড়া ও অধিনায়কদের তালিকার পরে তুলনায় অনেক ছোট ট্রোজানবাহিনী ও মিত্রদের তালিকা গ্রিক কবি হিসেবে এ-কাহিনীতে হোমারের স্বদেশের প্রতি পক্ষপাতের ভালোই ইঙ্গিত দেয়।

পর্ব - তিন ॥ প্যারিস-মেনেলাস দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও পরমাসুন্দরী হেলেন

তৃতীয় পর্বে হোমার দুটো থিম নিয়ে কাজ করেছেন: ১. প্যারিস ও মেনেলাসের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ; ২. ট্রয়ের দেওয়ালের ভেতরের মানুষগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। প্রথমে আমাদের পরিচয় ঘটল প্যারিসের সঙ্গে, এ-যুদ্ধের জন্য মূল দায়ী ব্যক্তি সে; তারপরে আমরা হেলেনকে দেখলাম ট্রয়ের দেওয়ালের ওপরে দাঁড়ানো—প্যারিসের সঙ্গে স্পার্টা থেকে ভেগে এসে এ যুদ্ধের পেছনের আরেক মূল দায়ী মানুষ এই রূপসী নারী। হেলেনের রূপের অবিস্মরণীয় এক বর্ণনার পরে হেলেনের মুখ থেকেই আমরা শুনলাম দূরে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়ানো গ্রিক বীরদের নাম—হেলেন তার শ্বশুর প্রায়ামকে চিনিয়ে দিচ্ছিল গ্রিকদের মধ্যে কে কোন্‌জন। এর পরে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হলো, কিন্তু কোনো চূড়ান্ত উপসংহারে পৌছাল না ওই যুদ্ধ, কারণ মেনেলাসের হাতে প্যারিস যেন মারা না যায় তাই ট্রোজান পক্ষের দেবী আফ্রোদিতি, দেবকুলে প্যারিসের পৃষ্ঠপোষক সে, তাকে কুয়াশায় মুড়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। পর্বের শেষ হলো ফের ট্রয় শহরেই, যেখানে আফ্রোদিতি হেলেনকে নগর-দেওয়ালের কাছ থেকে ডেকে এনে তার বর্তমান স্বামী প্যারিসের শয্যাসঙ্গিনী করছে।

একটু চিন্তা করলে দেখা যায়, যুদ্ধের দশম বছরে এসে এ যুদ্ধের প্রধান দুই পরস্পরবিরোধী পক্ষের (হেলেনের আগের স্বামী মেনেলাস ও বর্তমান স্বামী প্যারিস)

মধ্যে কোনো দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটা যৌক্তিকভাবে খাপ খায় না। ঠিক তেমনি এটাও বেখাপ্পা যে যুদ্ধের দশম বছরে এসে ট্রয়ের রাজা তার পুত্রবধূর কাছে জানতে চাইবে গ্রিক বীরদের মধ্যে কে কোন্‌জন। দশ বছর এক বিরাট দীর্ঘ সময়। এ দুটো ব্যাপারই, যৌক্তিকভাবে বলতে গেলে, ঘটা উচিত ছিল যুদ্ধের প্রথম বছরে, যখন গ্রিকরা ট্রয়ে এল। একইরকম, সময়ের কালক্রম বিবেচনায়, বেখাপ্পা ছিল দ্বিতীয় পর্বের জাহাজবহরের তালিকা; আর আবার আমাদের অদ্ভুত লাগবে চতুর্থ পর্বে আগামেমননের সৈন্যদল পরিদর্শনের ব্যাপারটিও, যেখানে সে আমাদের পরিচয় করাবে আইডোমেন্যুস, অ্যাজাক্স ও ডায়োমিডিজের মতো বড় গ্রিক বীরদের সঙ্গে। এসব করে কবি আসলে প্রধান দুটি বিষয়ের সংঘটন ও মোচনকে দূরে সরিয়ে রাখছেন, ঝুলিয়ে রাখছেন:

১. অ্যাকিলিসের ক্রোধ থেকে কী ঘটে তা আমাদের দেখানোটা; ২. জিউসের দেবী থেটিসকে দেওয়া প্রতিজ্ঞার পূরণ (যে ট্রোজানদের হাতে গ্রিকরা হারতে থাকবে এবং সেই পথে অ্যাকিলিস ফেরত পাবে তার হারানো সম্মান) কীভাবে শুরু হয় তা জানানোটা। এই প্রধান দুটি বিষয়ের অবতারণাকে অষ্টম বা নবম পর্ব পর্যন্ত স্থগিত করে দিয়ে কবি যেমন কাহিনীর সাসপেন্স ও আমাদের কৌতূহল বাড়িয়ে তুলেছেন, তেমনই মাঝখানের এ-পর্বগুলোকে তিনি ব্যবহার করেছেন ট্রয় যুদ্ধের ব্যাকগ্রাউন্ড নির্মাণে—অর্থাৎ জাহাজে চড়ে কারা ট্রয়ে এসেছিল, কেন এসেছিল, কে কী, কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক এসব গুরুত্বপূর্ণ (এবং সময়ের নিরিখে দশ বছরের পুরোনো) পাঠক-প্রশ্নের জট খোলার কাজে। মূল বিষয়দুটো পাশ কাটিয়ে কবির এই যে দীর্ঘ, কৌশলী ও কৌতূহলোদ্দীপক পশ্চাৎপট বর্ণনা, তাতে মনে হয় তার লক্ষ্য ছিল একটাই—*ইলিয়াড*কে সত্যিকারের *ইলিয়াড* (যার অর্থ ইলিয়াম বা ট্রয় শহরের গান) বানানো। শুধু অ্যাকিলিস ক্রুদ্ধ হলো এবং দেবী মায়ের সাহায্য নিয়ে রাজা আগামেমননের ওপরে তার ক্রোধের প্রতিশোধ তুলল—ওটুকুই যদি হতো *ইলিয়াড*-এর সব, তাহলে তো একে *ইলিয়াড* (ইলিয়ামের বা ট্রয়ের কাহিনী বা গান) না বলে বলতে হতো 'অ্যাকিলিসের ক্রোধ' বা ঐ জাতীয় কিছু। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, কবি এখানে এক পুরো জাতির বিলুপ্তির ইতিহাস বর্ণনা করছেন কিছু প্রধান চরিত্রের মধ্যেকার টানাপড়েন, সংঘর্ষ ও সংঘাতের বর্ণনা দিয়ে।

কাঠামোর নিরিখে তৃতীয় পর্বটি হোমারের *ইলিয়াড*-এ অনুসরণ করা এক নিয়মিত প্যাটার্নের শক্ত উদাহরণ—প্রথম এক দৃশ্যের পরে আসবে দ্বিতীয় এক দৃশ্য যাতে কিনা প্রতিফলন ঘটবে প্রথম দৃশ্যেরই এবং তা প্রথম দৃশ্যের আইডিয়া বা ভাবনাগুলোকে আরও দৃঢ় ভিত্তি দেবে। উদাহরণ দেওয়া যাক :

তৃতীয় পর্বে মূলত কী ঘটে? দু দেশের যুদ্ধ (গ্রিস ও ট্রয়ের যুদ্ধ) এখানে প্রতীকীভাবে সংঘটিত হয় দু মানুষের যুদ্ধের মাধ্যমে। কারা এ দুজন? প্যারিস ও মেনেলাস—দু বাহিনীর দুই প্রধান আঘাতকারী ও আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি। 'হেলেন তুমি কার?'—সেই প্রশ্ন থেকে জন্ম নেওয়া বিবাদে জড়িয়ে এ দুজনই এই পুরো যুদ্ধের মূল উৎস। এ পর্বে এদের দুজনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, প্রতীকী অর্থে দেখলে, এক যোদ্ধা (মেনেলাস) ও এক প্রেমিকের (প্যারিস)

মধ্যেকার যুদ্ধও বটে। এখানে মেনেলাস জিতল যুদ্ধের মাঠে, আর প্যারিস দেবী আফ্রোদিতির হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জিতে নিল তার নারীকে, বিছানায়।

মেনেলাস ও প্যারিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরেই আবার পুনরাবির্ভাব ঘটলো সেই দৃশ্যের যেখানে হেলেন ভাবছে প্যারিসকে ছেড়ে তার আগের স্বামী মেনেলাসের কাছেই ফেরত যাবার কথা। হেলেন রীতিমতো ঘোষণা দিল যে প্যারিসের সঙ্গে তার আর কোনো লেনদেন নেই, কিন্তু যখন রূপ ও যৌনতার দেবী আফ্রোদিতি—যে কিনা হেলেনের যৌনাবেদনের প্রতীক—তাকে শাসাল, তখন হেলেন দেরি করল না আত্মসমর্পণে; সে সোজা চলে গেল প্যারিসের বিছানায়।

হোমার এ মহাকাব্যে প্রায়শই কাহিনীর প্রধান কোনো চরিত্র বা প্রধান কোনো অ্যাকশনের সঙ্গে দেবদেবীদের বৈশিষ্ট্য ও কাজের মিশেল ঘটান। হেলেন ও প্যারিস যে এখানে তাদের কামবাসনার হাতে বন্দী বা পরাস্ত, তার সঙ্গে পরিষ্কার যোগ আছে আফ্রোদিতির মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের। হেলেন চাইছে অধিকতর মহিমময় যোদ্ধা মেনেলাসকেই সে বেছে নেবে, কিন্তু এখানে তার কামবাসনা ও আবেগ তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তার যুক্তি বা মাথা নয়; তাই সে বিছানায় ফিরে গেল প্যারিসের কাছে, যে প্যারিস নিজেও পরাস্ত তার নিজের আবেগী স্বভাবের হাতে। ঐ স্বভাবের কারণেই তার পক্ষে সম্ভব ছিল না মেনেলাসের সঙ্গে যুদ্ধের সমাপ্তি টানা। আর যখন প্যারিস ও হেলেন বিছানায় মিলনে রত, তখন মেনেলাস ক্ষোভে ফেটে পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে খুঁজে চলে প্যারিসকে, যাকে তার ধারণা সে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে। *ইলিয়াড*-এর পর্বগুলির এই অতি দক্ষ ও অনেক ভাবনাচিন্তা করা কাঠামোগত নির্মাণ, যেমন আমরা দেখি বর্তমান পর্বে, আমাদের বিশ্বাস করতে প্রলুব্ধ করে যে *ইলিয়াড* এক একক কবির একক হাতেরই সুচিন্তিত সৃষ্টি।

তৃতীয় পর্ব এ বিষয়টি স্পষ্ট করে যে মানুষকে সফল হতে হলে তার আবেগ ও বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করা জানতে হবে। মেনেলাসের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে গিয়ে এবং সেভাবে দুজনের মধ্যেকার যুদ্ধ-পরবর্তী চুক্তিগুলির বাস্তবায়ন হতে দিয়ে প্যারিস কিন্তু পারতো এই পুরো যুদ্ধেরই ইতি টেনে দিতে; তাহলে একটা পুরো দেশ, একটা পুরো জাতি বেঁচে যেত নিশ্চিহ্ন হওয়ার হাত থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাই যে, না প্যারিস পারে তার কামনাকে লাগাম দিতে, না পারে তা হেলেন। প্যারিস যুদ্ধের মাঠ ও বীরের মহিমাকে (যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণের মধ্যেও বিরাট পৌরুষ ও মহিমা আছে) ছেড়ে চলে যায় হেলেনের শয্যাসঙ্গী হতে। যেভাবে আগামেমনন ও অ্যাকিলিস পারে না তাদের অহংকার ও ক্রোধের লাগাম টানতে, ঠিক সেভাবেই প্যারিস পারে না তার কামনাবাসনার নিয়ন্ত্রণ করতে। গর্ব, অহংকার, ক্রোধ, সম্মান, আবেগ—এসব মানবিক বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মানুষের পক্ষে সফলতা লাভ অসম্ভব, এমনই বোধ করি বলতে চান হোমার।

তৃতীয় পর্বে হেলেন ও প্যারিসের আবেগ ও বাসনা নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে আমরা দেখি যে সে ব্যর্থতার পরিণতি পরে কতো ভয়াবহ এক রূপ নিয়েছে। প্যারিসের পক্ষে সম্ভব নয় তার কামবাসনার লাগাম টানা, তাই হেলেনকে সে ছাড়বে না, তাকে তুলে

দেবে না গ্রিকদের হাতে—এবং এ কারণেই সামনের দিকে যুদ্ধ আরও ফুঁসে উঠবে আরও বিধ্বংসী রূপ নিয়ে। এর বিপরীতে অডিসিয়ুসের কথা চিন্তা করুন। প্রাজ্ঞ, যুক্তিপরায়ণ ও আবেগবর্জিত এই গ্রিক বীর কিন্তু ঠিকই (*ইলিয়াড* শেষ হওয়ার পরে) মাথা দিয়ে চিন্তা করে ট্রোজান যুদ্ধ শেষ করার শেষ মোক্ষম অস্ত্রটি (কাঠের ঘোড়া) বানাবে।

এ পর্বে হেলেনকে কবি যেভাবে এবং যে ইমেজ দিয়ে আমাদের কাছে পরিচিত করালেন, তাতে তার স্বভাবের মধ্যে যে বিরাট যৌনাবেদন, সেটাই ফুটে উঠল। প্রথমবারের মতো আমরা যখন হেলেনকে দেখি, সে তখন ট্রয়ের যুদ্ধ সুতোয় ফুটিয়ে তুলে এক পোশাক বুনছে। একদিকে তার এই পোশাক বুনন যুদ্ধে ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য তার অপেক্ষা করার সময়টুকুতে নিজেকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখার থেরাপি, অন্যদিকে এ-দৃশ্য এই ইঙ্গিতও দেয় যে সে-ই এ যুদ্ধের মূল বয়নকারী, মূল কারণ। তার শারীরিক সৌন্দর্য হোমার কখনও সরাসরি বর্ণনা করেন না, কিন্তু তাকে দেখে ট্রোজান প্রবীণেরা যেভাবে তার রূপের প্রশংসা করেন, তাতে তার রূপ আক্ষরিক যে কোনো বর্ণনার চেয়ে জোরালোভাবেই বরং ফুটে ওঠে।

হোমার বিশেষজ্ঞ নরমান পস্টলেথোয়েট এই পর্বটি নিয়ে খুব সুন্দর কথা বলেছেন তার *হোমার'স ইলিয়াড—এ কমেন্টারি* (২০০০) গ্রন্থে। তিনি বলেন:

১. এ-পর্বে অনেকগুলো চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি হোমারের লক্ষ্য ছিল ট্রয়ের অপরাধবোধ (guilt)-এর থিমটা ঝালিয়ে নেওয়া। এ-পর্বে প্যারিস ও মেনেলাসের মধ্যেকার আনুষ্ঠানিক দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের মনে করানো হলো প্যারিসের আদি অপরাধটির কথা; এবং তাদের লড়াইয়ের পরে যে সন্ধির শপথ নেওয়া হলো তা ভেঙে গেল চতুর্থ পর্বে যখন ট্রোজান প্যান্ডারাস যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘন করে মেনেলাসকে আহত করল প্রতারণাপূর্ণ এক পথে; আর প্যান্ডারাসের তীর-ধনুক আমাদের ফের মনে করিয়ে দিল তীরন্দাজ হিসেবে অতি বিখ্যাত ট্রোজান যোদ্ধা প্যারিসের কথাই। প্যান্ডারাসের অপরাধ ট্রয়ের যৌথ অপরাধবোধকে আবার স্মরণে এনে দেওয়ার প্রাথমিক কাজটি সারল যেন।

২. এ-পর্বের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে প্যারিস ও মেনেলাসের মধ্যেকার দ্বন্দ্বযুদ্ধ। তাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের অংশটুকু যে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা নয়, কারণ আসলে তো এ-যুদ্ধের কোনো মীমাংসা হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই যুদ্ধটিতে টেনশনের অভাব ঘটল বেশ। হোমার যে কাব্যিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে *ইলিয়াড* গড়েছেন, সেখানে বলা আছে প্যারিসকে বাঁচতে হবে তার প্রাণসংহারী তীর মেরে অ্যাকিলিসকে হত্যা করার জন্য; আরও বলা আছে যে মেনেলাসকেও বাঁচতে হবে [ট্রয় যুদ্ধের অন্তে] হেলেনকে নিয়ে স্পার্টায় ফেরত যাওয়ার জন্য। অতএব কোনো ফলাফলে পৌঁছানো নয়, দ্বন্দ্বযুদ্ধটা হলো বরং কয়েকটি বিষয়ের সূচনা ঘটানোর স্বার্থেই: ক. এর মধ্য দিয়ে হেলেন এল ট্রয়ের নগরদেওয়ালের ওপরে এবং প্রায়ামকে গ্রিক নেতাদের দেখিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমাদেরকেই পরিচিত করালো তাদের সঙ্গে; খ. এটা দুই ভাই প্যারিস

ও হেক্টরকে মুখোমুখি করালো এবং আমাদের জানাল এদের দুজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্কের কথা; গ. এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ হেলেনের দুই স্বামীকে একে অন্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে ট্রোজান যুদ্ধের কারণ ও ট্রয়ের অপরাধবোধকে যাচাই করে নিল; এবং ঘ. অতি অবশ্যই এটা আমাদের পরিচিত করালো এ-যুদ্ধের অভীষ্ট / উদ্দিষ্ট বস্তু বা লক্ষ্যের সঙ্গে, সে হেলেন।

শেষে এই এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বটি নিয়ে আরও কয়েকটি কথা বলতেই হয়। ট্রোজান যুদ্ধকে এ-যুদ্ধের মূল কারণের সাপেক্ষে তুলে ধরল এই তৃতীয় পর্ব। এখানে জোর দেওয়া হয়েছে ট্রোজান অপরাধবোধের বিষয়টার ওপরেই। তারাই দোষী, তাদের যুবরাজ প্যারিসই গ্রিক রানি হেলেনকে ভাগিয়ে এনেছিল আর ট্রয়বাসী সেটা প্রশ্রয়ই দিয়ে এসেছে, যদিও এখন সে-কারণে যুদ্ধ বেধে গেছে বলে ট্রয়বাসীরা এ-মুহূর্তে প্যারিসকে বিশাল ঘৃণা করে। কিন্তু তাদের এ ঘৃণা বোধ হওয়া উচিত ছিল দশ বছর আগে সেই তখন, যখন প্যারিস হেলেনকে নিয়ে ট্রয়ে আসে। ট্রয়বাসীদের প্যারিসের প্রতি ঘৃণার এই ভার কিন্তু মূলত তার ভাই হেক্টরেরই কাঁধে, কারণ তাকেই ট্রয় শহর ও এর অধিবাসীদের রক্ষার মূল দায়িত্বটি নিতে হচ্ছে। তাই প্যারিসের সঙ্গে হেক্টরের আচরণ যথেষ্ট তেতো ও কঠোর। কিন্তু তার সেই আচরণের জবাবে প্যারিসের প্রতিক্রিয়া স্রেফ এক মেয়েপটানো পুরুষের মতোইঃ দোষ মেনে নাও, ক্রোধকে দূরে ঠেলে রাখো। হেলেন এখানে প্যারিসের অপরাধিতার দৃশ্যমান প্রতীক। অন্যদিকে হেলেনের প্রতি ট্রোজানদের আচরণ একইসঙ্গে ঘৃণার ও মুগ্ধতার। তারা তার রূপে মুগ্ধ, কিন্তু তারা অতি অবশ্যই চায় যে সে গ্রিকদের সঙ্গে চলে যাক, তার ফলে বাঁচুক এই শহর ও এর অধিবাসীরা। কেবলমাত্র হেক্টর ও প্রায়ামই হেলেনের প্রতি দয়াপূর্ণ আচরণ করে। হেলেন নিজেও তার অপরাধের ব্যাপারে খুবই সচেতন। তার আত্মসমালোচনাটুকু (৩:১৭৩-১৭৬ এবং পরে ৬:৩৪৪-৩৪৮) দেখার মতো। আবার সে এটাও জানে যে তাকে যে বা যারা (নিয়তি অর্থে) চালাচ্ছে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য—অর্থাৎ পুরো বিষয়টার এক ঐতিহাসিক ডিজাইন আছে যার বাইরে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব; সে কোনো ঐশ্বরিক শক্তির কৃপা ও খেয়ালের হাতে বন্দী। অ্যাকিলিসের মা থেটিসের মতোই হেলেন আছে দুই পৃথিবীর—তার অতীতের পৃথিবী ও তার বর্তমানের—কিনারা বিন্দুতে। যখন সে প্রায়ামকে চিনিয়ে দিচ্ছে তার অতি চেনা স্বদেশী মানুষগুলোকে, তখন তার বর্তমানকে নিয়ে যেমন তার মধ্যে আছে ঘৃণা, তেমনি দূর অতীতকে নিয়ে আছে এক বেদনার্ত নস্টালজিয়ার বোধ। এ-দৃশ্যের শেষে হোমার সেই বেদনাবোধের চূড়ান্ত করে ছাড়েন যখন আমরা দেখি হেলেন গ্রিক যোদ্ধাদের মাঝে তার দু-ভাইকে খুঁজছে; সে জানে না যে তারা দুজনেই এখন মৃত (৩:২৩৬-২৪৩)। এরকমই এক দৃশ্য দেখব আমরা ২২তম পর্বেঃ হেক্টরের স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকি ঘরে হেক্টরের জন্য স্নানের আয়োজন করবে, কিন্তু সে জানবে না যে হেক্টর ততক্ষণে মারা গেছে (২২:৪৩৭-৪৩৯)।

শেষ করছি বৃদ্ধ পিতা প্রায়ামের বিষয়ে একটু বলে। এ-পর্বেই আমরা চিনলাম হেক্টর ও প্যারিসের পিতা, হেলেনের শ্বশুর, ট্রয় রাজা প্রায়ামকে। পুরো মহাকাব্য জুড়ে একই প্রায়ামকে দেখব আমরা—আত্মমর্যাদাবোধে ভাস্বর ও বেদনায় দীর্ণ এক মানুষ। এ-পর্বে প্রায়াম বলে যে সে প্যারিস-মেনেলাস যুদ্ধ দেখবে না, প্রিয় পুত্রকে অনেক বড় গ্রিক যোদ্ধা মেনেলাসের বিরুদ্ধে লড়তে দেখা সহ্য হবে না তার, তাই সে ফেরত যাবে ইলিয়ামে (৩:৩০৫-৩০৯)। প্রায়াম তার অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পুত্রকে অপেক্ষাকৃত কম যুদ্ধে পারঙ্গম গ্রিক মেনেলাসের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা দেখতে পারবে না, কিন্তু পরে তাকে ঠিকই নিজের চোখে দেখতে হবে যে তার অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয়তম পুত্র হেক্টর লড়ছে শ্রেষ্ঠতম গ্রিক বীর অ্যাকিলিসের বিপরীতে, একই ধরনের এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে। *ইলিয়াড* যে ট্র্যাজিক এক কাহিনী, তা এভাবেই ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে পাঠকের সামনে।

পর্ব - চার ॥ শপথের লঙ্ঘন ও যুদ্ধের শুরু

চতুর্থ পর্ব শুরু হয় অলিম্পিয়ান এক দৃশ্য দিয়ে, অর্থাৎ অলিম্পাসে যেখানে দেবদেবীরা বাস করে, সেখানকার এক চিত্র তুলে ধরে। আমরা দেখি জিউসের প্রাসাদের আঙিনায় দেবদেবীরা স্বাচ্ছন্দ্যে সময় কাটাচ্ছে, পানাহার করছে আর নীচে ট্রয়ের দিকে তাকিয়ে মানুষের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছে। জিউস এসময় হেরাকে এই পরামর্শ দিয়ে উত্তেজিত করে তোলে যে, যেহেতু (আগের পর্বে) গ্রিক মেনেলাসের কাছে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হেরে গেছে ট্রোজান যুবরাজ প্যারিস, তাই এখন যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু হেরা ও অ্যাথিনা তীব্রভাবে আপত্তি জানায় এই প্রস্তাবে: তারা ট্রয়ের ধ্বংস ব্যতিরেকে এ-যুদ্ধের পরিসমাপ্তি চায় না। এর পরেই আমরা দেখি, এক রক্ত হিম করা সিদ্ধান্তে পৌছাল দেবদেবীরা—প্রথম পর্বের শেষে হেফিস্টাস যে যুক্তি রেখেছিল, অর্থাৎ নশ্বর মানুষের মাঝে সংগ্রামের কারণে অবিনশ্বর দেবদেবীদের নিজেদের শান্তি নষ্ট করার কোনো মানে হয় না, সেটাই আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নিল সবাই। হেরা এখন ট্রয়ের ধ্বংসের ব্যাপারে তার মনের খায়েশ মিটিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তা স্রেফ এই চুক্তির আওতায়ই যে সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে জিউস যখনই চাইবে তখনই ধ্বংস করতে পারবে হেরার পছন্দের শহরগুলোও—আর্গজ, স্পার্টা ও মাইসিনি।

এরপর জিউস অ্যাথিনাকে পাঠাল ট্রোজানদের হাতে শপথের লঙ্ঘন ঘটিয়ে দিতে। অ্যাথিনা সহজেই ট্রোজান 'বোকা' প্যান্ডারাসকে রাজি করালো মেনেলাসের দিকে তীর ছুড়ে মেরে শপথভঙ্গের পাপটুকু ঘটাতে। ঘটলো তাই-ই। প্যান্ডারাস তীর মারল মেনেলাসকে লক্ষ্য করে, ইতি ঘটালো এর আগের পর্বে নেওয়া গ্রিক-ট্রোজান যুদ্ধবিরতি অঙ্গীকারের। আঘাতটা দেখা গেল সামান্য, কিন্তু এর ফলাফল হলো মারাত্মক। রাজা আগামেমনন দৃঢ়প্রত্যয়ে ঘোষণা দিল যে এই বিশ্বাসভঙ্গের পরিণাম একটাই: ট্রয় ও ট্রোজানদের ধ্বংস। আগামেমনন এ-সময় তার ভাই মেনেলাসকে বলল (১৬৩-১৬৫): 'হুঁ,

আমার হৃদয় ও আত্মার মাঝে আমি নিশ্চত করে জানি, সেই দিন সমাগত যেদিন পবিত্র ইলিয়াম ধ্বংস হবে, সেইসাথে প্রায়ামের প্রজারা এবং অ্যাশকাঠের সুঠাম বর্শাধারী প্রায়াম নিজেও।' এই ভয়ংকর কথার একইরকম নিশ্চয়তা নিয়ে বলা প্রতিধ্বনি আমরা পরে শুনতে পাবো ট্রোজান বীর হেক্টরের নিজের স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকিকে বলা কথাগুলোর মাঝে (৬:৪৪৭-৪৪৯): 'তবে আমি হৃদয় ও আত্মা দিয়ে এইকথা খুব ভালো করে জানি, সেইদিন সমাগত যেদিন পবিত্র ইলিয়াম পরাভূত হবে, সেইসাথে ধ্বংস হবে প্রায়াম ও সুন্দর অ্যাশকাঠের বর্শাধারী প্রায়ামের প্রজাগণ।'

এরপর ট্রোজানবাহিনী যখন এগিয়ে আসছে, তখন আগামেমনন সেনাদল-পরিদর্শনে নেমে যায়—এই পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে আগামেমননের নেতার অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়, আর এর আগের পর্বে রাজা প্রায়ামের কৌতুহলের উত্তরে হেলেন আমাদেরকে প্রধান গ্রিক সেনাপতিদের সঙ্গে যে পরিচয় করিয়ে দেওয়া শুরু করেছিল তারই ধারাবাহিকতায় আমরা বাকি গ্রিক সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকি। আগামেমননের এই পরিদর্শন শেষ হতেই আমরা শুরু হতে দেখি *ইলিয়াড*-এর প্রথম যুদ্ধ দৃশ্যের।

যুদ্ধ দৃশ্যের যে ধরনের বর্ণনা এখানে কবি শুরু করবেন, সাধারণ যুদ্ধগুলির বর্ণনার ব্যাপারে মোটামুটি পুরো *ইলিয়াড*- এ একই নিয়ম মেনে চলবেন কবি: একটার পর একটা যোদ্ধায়-যোদ্ধায় মুখোমুখি—পায়ে হেঁটে, দৌড়ে, বা রথে চড়ে—লড়াই, সেই লড়াইকে জীবন্ত করে তোলা কিছু অতি বিস্তারিত বর্ণনা যেমন শরীরের কোথায় বর্শার আঘাত লাগল, ঘোড়াগুলো তখন কী করে উঠল, শরীরের কোন্ অঙ্গ আহত হলো, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তখন কী, আঘাতের প্রকার ও মাত্রা কতোখানি এবং হত্যাকারী ও হত হওয়া যোদ্ধার পারিবারিক পরিচয় ইত্যাদি। চতুর্থ পর্বে যেভাবে সাজানো হলো এই লড়াইগুলো আর যেভাবে সারাংশ দেওয়া হলো এসব লড়াইয়ের (... 'সেদিন, বস্তুতই, অগণন ট্রোজান ও গ্রিক সেনা, একইরকম পড়ে থাকল ধুলোয় মুখ রেখে, একজন অন্যজনের পাশে শরীর ছড়িয়ে দিয়ে'; ৫৪৩–৪৪), তা যুদ্ধ দৃশ্যের এক সাধারণীকৃত বা গণ-বর্ণনা, আর তাতে ইঙ্গিত মেলে যে দু পক্ষেরই জন্য যুদ্ধের ফলাফল সমান-সমান। এরই বিপরীতে পঞ্চম পর্ব নিয়ে আসবে বিশেষায়িত যুদ্ধ-বর্ণনাকে, গ্রিক বীর ডায়োমিডিজের একক হাতে ট্রোজানদের সবকিছু তছনছ করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

এ-পর্বে (পঙ্ক্তি ৪৭৩–৪৮৮) হোমার যে আঙ্গিক ও ভঙ্গিমায় গ্রিক বীর অ্যাজাক্সের হাতে ট্রোজান তরুণ সিমোয়িসিয়াসের মৃত্যুর বর্ণনা করলেন, তার মূল প্রকরণটা বজায় থাকবে কম-বেশি পুরো *ইলিয়াড*-এর যুদ্ধ দৃশ্যের কাব্যিক বর্ণনাগুলিতেই: অবিবাহিত এক যুবক খুন হয়ে গেল, তার জন্ম হয়েছিল বাবা-মায়ের প্রাকৃতিক পরিবেশে মিলনের থেকে, অনেক আদরে বড় হয়েছিল সে, কিন্তু এখন তার আর পিতা-মাতার সেই আদরের ঋণ শোধ করা হবে না কোনোদিন, কারণ বর্শার আগা তার শরীরের কোনো এক স্থানে (সিমোয়িসিয়াসের ক্ষেত্রে যেমন তার স্তনাগ্রের পাশে) ঢুকে গিয়ে বেরিয়ে গেছে অন্যদিক

দিয়ে, সে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে কোনো গাছের ভেঙে পড়ার মতো করে। এই যে দুঃখজাগানিয়া, মন হু-হু করা মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনা, তা যুদ্ধের দুঃখগাথারই রূপক; এক ব্যক্তির জীবন ও মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত বিবরণের মাধ্যমে যুদ্ধের হাতে ব্যক্তির অসহায়ত্বের ও ব্যক্তির গুরুত্বহীনতার শীতল ও আবেগহীন উপস্থাপন। হোমারের বর্ণনাভঙ্গি তরুণদের জন্য—যে তরুণেরা যুদ্ধে মরার জন্যই জন্ম নিয়েছে—আমাদের করুণা ও সমবেদনাকে জাগ্রত করে এবং তাদের পিতামাতার জন্য—যে পিতামাতা বেঁচেই আছে পুত্রের মৃত্যুতে শোক করবে বলে—আমাদের বুকে অসহায়ত্ববোধের পাথর চাপিয়ে দেয়। সিমোয়িসিয়াসের মৃত্যুদৃশ্যের বিপরীতধর্মী দুটো দিকও আছে: তার জন্মটা হয়েছিল সুখের, তার শৈশব-কৈশোর-তারুণ্য ছিল সৌন্দর্য ও সুপুরুষত্বের; আর অন্যদিকে তার মৃত্যুটা হলো অতীব দুঃখের, অকালে ও দিকচিহ্নহীনতার অমর্যাদার মধ্যে। পুরো *ইলিয়াড* জুড়ে আমরা এমন আরও অনেক অকালে মৃত তরুণ সিমোয়িসিয়াসের দেখা পাবো।

তৃতীয় পর্বে হেলেন যেভাবে ট্রয়ের নগরপ্রাকার থেকে গ্রিক বীরদের চিনিয়ে দিচ্ছিল তার শ্বশুরের কাছে (যে দৃশ্যটার অতি বিখ্যাত গ্রিক নাম টেইকোস্‌কোপিয়া; Teichoskopia, বাংলায় 'দেওয়াল থেকে দেখা'), তা যেমন যুদ্ধের দশম বছরের মাথায় কালিক ও স্থানিক বিচারে বিশ্বাসযোগ্য ছিল না, তেমনই এ-পর্বে আগামেমনন যেভাবে গ্রিক অধিনায়কদের অধীনস্থ সেনাদলগুলি পরিদর্শন করছে (গ্রিক ভাষায় এ-দৃশ্যটারও বিখ্যাত এক নাম রয়েছে: এপিপোলেসিস; Epipolesis), সেটাও আমাদের মনে হয় যে যুদ্ধের প্রথম বছরে ঘটলেই যথাযথ হতো, দশম বছরে এসে নয়। যা-হোক, পাঠককে প্রধান সেনাধ্যক্ষদের চিনিয়ে দেবার হোমারের এই কৌশল প্রশংসারই দাবি রাখে। এর চেয়ে আর ভালো কীভাবে হোমার আমাদের চেনাতে পারতেন তার মহাকাব্যের প্রধান চরিত্রদের?

আগামমননের এই সেনাদল-পরিদর্শন শেষ হয় গ্রিক বীর ডায়োমিডিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পর্ব দিয়ে। আগামেমনন তাকে অনেক খোঁটা দেয় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না দেখে; তারপর তাকে তার পিতা বীর টাইডিয়ুসের সঙ্গে তুলনা করে যথেষ্ট ভর্ৎসনাও জানায়। ডায়োমিডিজের মতো বীর কোনো প্রতিবাদ করে না সেনাপতির এসব গালভরা উৎসাহজাগানো বুলির, বরং সে তার সহযোদ্ধা স্থেনেলাসকে বলে: 'নাহ্, আসো, আমরা দুজনে বরং ভাবি যুদ্ধের উন্মত্ত পরাক্রম নিয়ে' (৪১৮)। এর পরের দুটি পর্বেই আমরা মূলত প্রত্যক্ষ করব এই ডায়োমিডিজেরই বীরগাথা এবং তখন বুঝতে পারব পুরো মহাকাব্যের কাঠামোগত পরিকল্পনা কতো নিখুঁতভাবে সেরেছিলেন হোমার, বুঝতে পারব যে ডায়োমিডিজকে দিয়ে আগামেমননের সেনাবাহিনী পরিদর্শনের সমাপ্তি ঘটানোর এক নাটকীয় তাৎপর্য ছিল।

এবার আসি অন্যরকম একটি কথায়। তৃতীয় পর্বে হোমার ট্রোজান যুদ্ধের কারণকে ঘিরে তার কাব্যরচনা করেছিলেন, সে-কথা আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি। সেই কারণটা ছিল

ট্রোজান যুবরাজ প্যারিসের হাতে গ্রিক রানি হেলেনের অপহরণ। প্যারিস এবং হেলেনের প্রাক্তন স্বামী মেনেলাসের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটিয়ে হোমার সে কারণটিই আবার সামনে তুলে এনেছিলেন ঐ পর্বে। কিন্তু কাহিনীর বিবরণের মধ্যে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ—যেখানে মেনেলাস জিতে গেল—দেখা গেল এক মহা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। দেখা গেল গ্রিক চারণকবিদের মুখে হেলেন বিষয়ক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি এভাবে প্যারিস-মেনেলাস দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি হয়নি। অতএব সমস্যা উতরানোর জন্য হোমার সাহায্য নিলেন দেবদেবীর হস্তক্ষেপের—আফ্রোদিতি এসে অক্ষত তুলে নিয়ে গেল প্যারিসকে, সমাধান ঘটল কাহিনীর এগিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত ঝামেলার। কিন্তু এই সমাধান আবার তৈরি করল অন্য এক বড় সমস্যার। প্রথম পর্বে দেবরাজ জিউস অ্যাকিলিসের মা থেটিসের কাছে প্রতিজ্ঞা রেখেছিল যে অ্যাকিলিসের অনুপস্থিতিতে গ্রিকরা যুদ্ধে হারবে, এবং সেভাবেই তারা বুঝবে যে অ্যাকিলিসকে ছাড়া তাদের চলে না, অর্থাৎ অ্যাকিলিসের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার হবে। কিন্তু দেখা গেল প্যারিস-মেনেলাস দ্বন্দ্বযুদ্ধে জিতে গেল মেনেলাস (তাকে জিততেই হতো, কারণ সে প্যারিসের চেয়ে অনেক বড় মাপের যোদ্ধা; আর প্যারিসকে হারতেই হতো কারণ তার খ্যাতি ঠিক যুদ্ধের মাঠে নয়, যতটা কিনা রমণীদের সঙ্গে), যদিও সেটা প্রমাণ করার জন্য প্যারিসের লাশ তার সামনে নেই। অতএব এখন পর্যন্ত যুদ্ধের যা অবস্থা তাতে স্পষ্ট যে সবকিছু বরং জিউসের পরিকল্পনা বা প্রতিজ্ঞার উল্টোস্রোতেই চলছে। স্বর্গমর্ত্যের প্রভুর প্রতিজ্ঞা বা পরিকল্পনা মোতাবেক চলছে না কিছু, এবং তা চলবে না সামনের আরও কয়েকটা পর্ব অবধিও, সেটার নাটকীয়তাই বা কম কিসে? প্যারিস মারা গেলে চারণকবিদের কাব্যঐতিহ্য থেকে *ইলিয়াড* বিচ্যুত হয়, আবার তাতে অন্যদিকে জিউসের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়ে যায়; আবার মেনেলাস জিতে গেলে জিউসের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা প্রমাণিত হয় ঠিকই, কিন্তু চারণকবিদের কাব্যঐতিহ্যের সঙ্গে *ইলিয়াড* তাল মিলিয়ে চলতে পারে। পাঠকের জন্য এরকম এক সংকটময় জট সৃষ্টি করে, তারপর ট্রোজান প্যান্ডারাসের যুদ্ধবিরতির অঙ্গীকার ভঙ্গ করানোর মধ্য দিয়ে, সেই জটেরই মোচন ঘটান হোমার। আমরা এর মধ্যে কাহিনী-কাঠামোর বিন্যাসে হোমারের অতুলনীয় দক্ষতাকেই প্রত্যক্ষ করি। তাছাড়া প্যান্ডারাসের শপথভঙ্গের বা বিশ্বাসভঙ্গের মধ্য দিয়ে হোমার আর এক সত্যকেও পুনর্বার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পানঃ ট্রোজানদের পাপ। ট্রোজানদের পাপের থেকেই এই যুদ্ধের শুরু, এবং গ্রিক এক কবি হিসেবে শত্রুপক্ষের ঘাড়ে পাপের পরে পাপের দায় চাপিয়ে দেওয়াই হোমারের জন্য সঙ্গত ও যথাযথ ছিল, তা অনুধাবন করতে পারি আমরা।

গ্রিকদের প্রতি হোমারের পক্ষপাত এ-পর্বের আরও এক স্থানে স্পষ্ট দৃশ্যমান। পঙ্ক্তি ৪২২ থেকে ৪৩৮-এ হোমার আমাদের জানান গ্রিকরা যুদ্ধের মাঠে এগোচ্ছে নীরবে, শরীরের বর্মে ঝলক তুলে তারা এগোচ্ছে সারির পরে সারি বেঁধে, সাগরতটে ফেটে পড়া ঢেউয়ের মতো করে। অন্যদিকে 'ট্রোজানবাহিনী ভেড়িদের মতো'। ভেড়িরা যেভাবে বিরামহীন ভ্যা ভ্যা ডাক তুলে যায় ভেড়াদের ডাক শুনে, সেভাবে আমরা দেখি যে হাজার ভাষায় ডাক দিয়ে এগোচ্ছে ট্রোজানরা, অর্থাৎ তাদের অগ্রযাত্রা পুরুষোচিত নয়, এবং তারা

সবাই, সব উপজাতি ও ভাড়াটে সৈন্যেরা মিলে, একদলও নয়। *ইলিয়াড* যে যুদ্ধে বিজয়ী বাহিনীর বর্ণিত উপাখ্যান, যুদ্ধে পরাজিতের নয়, তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে এ কয়টি পঙ্‌ক্তিতেই। অর্থাৎ আমরা যে *ইলিয়াড* পড়ছি তা বিজয়ীর ভাষ্য, বিজিতের নয়। পৃথিবীর প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস যে বিজয়ীর ইতিহাস, এই মূল সত্য আজ থেকে তিন হাজার বছর আগেই ঘোষণা করে গেছেন হোমার তার অমর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

আর যুদ্ধদৃশ্য বর্ণনার মধ্যেও, এ-পর্বেই যার শুরু, হোমার দেখিয়ে দেন যে তার ফোকাস প্রধান বীরদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বযুদ্ধের ওপরেই, সাধারণ সৈনিকদের যুদ্ধ বা দলে দলে বিজয় কিংবা ঝরে পড়ার দিকে নয়। যুদ্ধের মাঠে এ-কথা সত্য যে সাধারণ পদাতিক সৈন্যেরাই সবচেয়ে বড় সব নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হয়ে থাকে, নেতারা নয়। কিন্তু মহাকাব্যের প্রকরণ, পৃথিবীর ইতিহাসের মতোই, রাজা ও বীরদের বীরগাথা ও বীরের মৃত্যুর প্রতিই পক্ষপাতপূর্ণ; সেখানে সাধারণ সৈন্যদের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ-জীবন ও মৃত্যু খুব বেশি হলে ফুটনোটেই থাকে। *ইলিয়াড*-এর চতুর্থ পর্ব থেকেই হোমার আমাদের জানিয়ে দেন—তার কাহিনী বীরদেরই কাহিনী, অনামা-অখ্যাত সাধারণ সৈন্যদের কাহিনী নয়।

পর্ব - পাঁচ ॥ ডায়োমিডিজের বীরগাথা

পঞ্চম পর্বটি *ইলিয়াড*-এর প্রথম কোনো পর্ব যা আগাগোড়া যুদ্ধ ও লড়াই দিয়ে ভরা, আর দৈর্ঘ্যে এ-মহাকাব্যের দীর্ঘতম পর্বও বটে। তবে এত দীর্ঘ এক পর্ব পাঠ করতে গিয়েও পাঠকের মধ্যে কোনো ক্লান্তি আসে না, যেমন কিনা কোনো কোনো পাঠক অভিযোগ করেন ১৩তম থেকে ১৫তম পর্বের ক্ষেত্রে। কারণ একটাই যে এ-পর্ব এক অতুলনীয় বীরের সাফল্যগাথা দিয়ে ভরপুর। সেই বীরের নাম ডায়োমিডিজ, এ-পর্বটি তার বীরগাথা (গ্রিক ভাষায়ঃ aristeia, আরিস্তিয়া)। যখন কোনো একক যোদ্ধা যুদ্ধের মাঠে রাজত্ব করে এবং তার যুদ্ধ-সৌকর্য ও বীরত্বের শিখর স্পর্শ করে, তখন আমরা সেই যোদ্ধার বীরের মহিমালাভের মুহূর্তটিকে তার 'আরিস্তিয়া' বলে থাকি। *ইলিয়াড*-এ এর পরে আমরা আরও কয়েকটি আরিস্তিয়া দেখব, যেমন ১১তম পর্বের প্রথম ভাগে আগামেমননের আরিস্তিয়া, বা ২০তম পর্বে অ্যাকিলিসের। ডায়োমিডিজ তার আরিস্তিয়ায় এখানে এমনকি দুই দেবতাকেও আহত করে বসে—এ এমনই এক সাফল্য যা পুরাণে বিশ্বাস করা যে কোনো মানুষের মনে আতঙ্কের কাঁপন ধরিয়ে দেবে।

বীর ডায়োমিডিজকে আমরা দেবী অ্যাথিনার পরম আশীর্বাদপুষ্ট হিসেবে দেখি। যখন আগের পর্বে মেনেলাসকে আহত করা ট্রোজান বীর প্যান্ডারাস এ-পর্বের শুরুতে ডায়োমিডিজকেও আহত করল, তখন ডায়োমিডিজ সাহায্য প্রার্থনা করল দেবী অ্যাথিনার। অ্যাথিনা তাকে উত্তরে দিল বাড়তি সাহস এবং সেইসঙ্গে দেবতা ও মানুষদের মধ্যে ফারাক করার ক্ষমতা। তবে অ্যাথিনা ডায়োমিডিজকে সাবধান করে দিল কোনো দেবদেবীর সঙ্গে

না লড়ার ব্যাপারে—কেবল আফ্রোদিতি ছাড়া। এর পরে ডায়োমিডিজ তাণ্ডব তুলল ট্রোজানবাহিনীতে, প্রচুর ট্রোজান মারা গেল তার অতিমানবীয় আক্রমণের মুখে, মারা গেল প্যান্ডারাসও। সেইসঙ্গে সে আহত করল ট্রোজান বীর ঈনিয়াসকেও, যে ঈনিয়াসের মা দেবী আফ্রোদিতি নিজে। ঈনিয়াসের অতুলনীয় ঘোড়াদুটোও নিয়ে নিল ডায়োমিডিজ, এমনকি তখন আফ্রোদিতি তার পুত্রের সাহায্যে না এলে সে মেরেও ফেলত ঈনিয়াসকে। এর পরই আমরা দেখি, ডায়োমিডিজের হাতে প্রথমে দেবী আফ্রোদিতি আক্রান্ত, এবং পরে—যুদ্ধদেব আইরিজের সহায়তা নিয়ে ট্রোজানরা সাময়িকভাবে যুদ্ধে জিততে থাকার পরে—স্বয়ং যুদ্ধদেব আইরিজও আহত, তার পেটে বিদ্ধ ডায়োমিডিজের বল্লম। পর্বের শেষে যুদ্ধ আরও প্রচণ্ড ও উন্মত্ত আকার নিয়ে চলতেই থাকে, কিন্তু তখন আর কোনো পক্ষেই কোনো দেবদেবী লড়ছে না। মানুষের যুদ্ধ—দেবতাদের হস্তক্ষেপবিহীন—তখন চালাচ্ছে মানুষরাই।

এ-পর্বের প্রাচীন নাম 'ডায়োমিডিয়া' বা 'ডায়োমিডিজের গান'। পর্বটির স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও ভেতরকার ঐক্য ও সংহতি এতখানিই বেশি যে অনেক গবেষক মনে করে থাকেন এটা গ্রিক বীর ডায়োমিডিজের বীরগাথা বিষয়ক স্বাধীন ও আলাদা কোনো চারণগীতি, যা পরে হোমার নিজের মতো গুছিয়ে নিয়ে *ইলিয়াড*-এ ঢুকিয়ে দেন। পর্বটির ৩৬৫ থেকে ৪০০ নং পঙ্‌ক্তির মধ্যে এটাও পরিষ্কার যে ডায়োমিডিজের পিতার বীরত্বের কাহিনী থিবজ্-এর লোককথার (The Seven Against the Thebes) অংশ, ট্রোজান কিংবদন্তীর নয়। অনেক গবেষক তাই এমনও মনে করেন যে ডায়োমিডিজ ও স্থেনেলাস ট্রয়ের যুদ্ধ উপাখ্যানে পরবর্তীকালের সংযোজন।

পাঠক একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই বুঝবেন, ডায়োমিডিজের বীরত্বের এই সুদীর্ঘ উপাখ্যান *ইলিয়াড*-এর মূল প্লটের জন্য খুব জরুরি কিছু নয়, এবং এটা দৈর্ঘ্যে সহজেই ছোট করে আনা যেত কিংবা *ইলিয়াড* থেকে বাদও দিয়ে দেওয়া যেত; তাতে *ইলিয়াড*-এর মূল গল্পের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না। কিন্তু গবেষকরা দেখিয়েছেন, এমন মনে হওয়াটা কেবল আপাতদৃষ্টিতেই, কারণ আরও নিবিড় পাঠে ধরা পড়ে এই 'ডায়োমিডিয়া' মহাকাব্যের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শৈল্পিক দাবিকে মিটিয়েছে। সে আলোচনাতেই আসা যাক।

ডায়োমিডিজ এক বীর গ্রিক যোদ্ধা—শক্তিতে, যুদ্ধশৈলীতে, বীরত্বে, সাহসে এবং ঐশ্বরিক কৃপালাভের বিচারে সে তুলনীয় প্রধান গ্রিক বীর অ্যাকিলিসের সঙ্গে। কিন্তু অ্যাকিলিস থেকে সে ভীষণ আলাদাও বটে। অ্যাকিলিস যেমন উদ্ধত, একরোখা, অহংকারী ও বেপরোয়া, ডায়োমিডিজ তেমনই সৌজন্যপরায়ণ ও অন্যের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধাশীল, এমনকি যখন রাজা আগামেমননের কথা তার পছন্দ হচ্ছে না তখনও (৪:৪১১-৪১৭)। আসলে ডায়োমিডিজের উপাখ্যান আমাদের সামনে বীরের মডেল হিসেবে অ্যাকিলিসের বিপরীতে আরেক ধরনের মডেল খাড়া করে, যার মাধ্যমে আমরা অ্যাকিলিসের সঙ্গে অন্যরকম বীরদের তুলনা টানতে পারব, তাদের কাজের সাপেক্ষে অ্যাকিলিসের কাজের

(রাজার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে যুদ্ধ না করে বসে থাকার) বিচার করতে পারব। অ্যাকিলিসের যেমন বিশেষ কোনো কারণ বা প্রণোদনা নেই মেনেলাসের এই যুদ্ধে (ট্রোজান যুদ্ধ মূলত মেনেলাসেরই যুদ্ধ, তার স্ত্রী হেলেনকে ফিরিয়ে নিতে চাওয়ার যুদ্ধ) লড়বার, ডায়োমিডিজেরও তা-ই। আর ডায়োমিডিজ কিন্তু যুদ্ধে লড়ে আগামেমনন বা অ্যাকিলিসের সমান ভাগও পায় না যুদ্ধ-লুটের মালের। তারপরও যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তাকে বলা হয় তার যোদ্ধার কর্তব্য পালন করতে, সে তা করে বিনা বাক্য ব্যয়ে, অতুলনীয় তীব্রতা নিয়ে। অন্যদিকে অ্যাকিলিস তখন জেদ ধরে বসে থাকে তার তাঁবুতে, মনে মনে চায় তার স্বদেশী গ্রিকরাই বরং যুদ্ধে হারুক, যাতে করে তারা বুঝতে পারে অ্যাকিলিসকে ছাড়া তাদের চলে না। এসব শুধু তাদের দুজনের মধ্যেকার বিশাল পার্থক্যের ব্যাপারই নয়, এগুলো আমাদের অ্যাকিলিসকে পূর্ণাঙ্গভাবে চিনবার পথে বিরাট সহায়ক তথ্যও বটে।

তাছাড়া অ্যাকিলিসের অনুপস্থিতিতেও যে অন্য গ্রিকরা অনেক বড় বড় যুদ্ধ লড়বে, অনেক বীরত্বের পরিচয় দেবে, ডায়োমিডিজকে দিয়ে তারই সূচনা হলো *ইলিয়াড*-এ। আমরা ভাবতে উৎসাহিত হলাম, অ্যাকিলিসের কোনো বিকল্প নেই বলে অ্যাকিলিস যেমন ভেবে থাকে, তা পুরোপুরি সত্য নয়।

ডায়োমিডিজের শিখরছোঁয়া বীরত্বের এই কাহিনী থেকে শুরু করে গ্রিকপক্ষের বিজয়ের যে শুরু, তা উল্টেও যাবে একসময়, ধেয়ে যাবে দুটো বড় মাপের বিপর্যয়ের দিকে: অ্যাকিলিস প্রত্যাখ্যান করবে আগামেমননের সঙ্গে মৈত্রীর প্রস্তাব (নবম পর্ব), এবং ট্রোজানরা গ্রিক জাহাজবহর প্রতিরক্ষা দেওয়া গ্রিক দেওয়াল ভেঙে ঢুকে পড়বে ভেতরে (১২তম পর্ব)।

ডায়োমিডিজের সঙ্গে অ্যাকিলিসের প্রতিতুলনার আরেকটি উদাহরণ: তার উন্মত্ততার শীর্ষতম বিন্দুতে আছে দেবী আফ্রোদিতি ও যুদ্ধদেব আইরিজের সঙ্গে লড়ার ব্যাপারটা। একইরকম অ্যাকিলিসও যুদ্ধে ফিরে এসেই লড়বে নদীদেবতা স্কামান্দারের সঙ্গে (২১তম পর্ব)।

ডায়োমিডিজ, আগেই যেমন বলেছি, আমাদের ভাবতে প্রলুব্ধ করে যে গ্রিক সেনাবাহিনীতে অ্যাকিলিস ছাড়াও বড় যোদ্ধা আছে, অর্থাৎ তাকে অ্যাকিলিসের বিকল্প হিসেবে ধরে নিতেই উদ্বুদ্ধ হয় পাঠক। এরকম দুই বড় বীরের একসঙ্গে লড়াই করা তাই কঠিন, যেহেতু এক বনে দুই বাঘ থাকে না সাধারণত। সে কারণেই অ্যাকিলিস যখন যুদ্ধে ফেরে, আমরা দেখি ডায়োমিডিজ তখন আহত, যুদ্ধের মাঠে অনুপস্থিত।

এ-পর্বের অন্য আরেক লক্ষণীয় বিষয় হলো, আগের পর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত 'ট্রয়ের পাপ'কে এ-পর্বেও কবি আমাদের সামনে তুলে ধরে রাখেন: চতুর্থ পর্বে ট্রয়ের এই পাপ পোক্ত হয়েছিল প্যান্ডারাসের মেনেলাসকে তীর মেরে যুদ্ধের শপথভঙ্গ করার মাধ্যমে, আর এ-পর্বে ডায়োমিডিজের হাতে প্যান্ডারাসের মৃত্যু ঘটিয়ে কবি ট্রয় ও ট্রোজানদের পাপের শাস্তি দিয়ে-দিলেন, কিংবা প্যান্ডারাসের মৃত্যু ঘটিয়ে অন্তত এটুকু জানান দিলেন যে হেলেনকে চুরি করে আনা 'অপরাধী' বা 'দোষী' ট্রোজানদের কপালে সামনের দিনে তাদের পাপের আরো বড় শাস্তিভোগ রয়েছে।

এ-পর্বে আমাদের সঙ্গে আরেক বড় ট্রোজান যোদ্ধা ঈনিয়াসের ভালো করে পরিচয় ঘটল। এই ঈনিয়াসই ভার্জিলের মহাকাব্য *ঈনিদ*-এর নায়ক, ট্রয় যুদ্ধের শেষে পালিয়ে গিয়ে রোম নগরীর বা রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হবে সে।

আফ্রোদিতিকে আমরা এখানে গ্রিক পক্ষের দেবী হেরা ও অ্যাথিনার শক্তিমত্তার বিপরীতে অনেক দুর্বল এক দেবী হিসেবেই দেখি। আফ্রোদিতি ট্রোজানদের পক্ষে আছে দু কারণে: ১. ট্রোজান বীর ঈনিয়াস তার পুত্র; ২. ট্রোজান যুবরাজ প্যারিস, যে হেলেনকে অপহরণ করে এনেছিল বলে এই যুদ্ধের সূচনা, অতীতে হেরা ও অ্যাথিনাকে উপেক্ষা করে আফ্রোদিতিকেই সবচেয়ে সুন্দর দেবীর উপাধি দিয়েছিল—ট্রোজান যুদ্ধের আদি বীজ নিহিত ছিল ঐ ঘটনার মধ্যেই, যাকে আমরা বিখ্যাত 'প্যারিসের রায়' হিসেবে জানি, আর যার বিস্তারিত বিবরণ আছে এ-বইয়ের 'ভূমিকা'র চতুর্থ অংশটিতে।

এ-পর্বে দেবদেবীরা যেভাবে, যে সমস্ত উসকানি, প্রণোদনা বা প্ররোচনায় মানুষের যুদ্ধের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা গ্রিক দেবদেবীদেরকে নৃতাত্ত্বিক বিচারে মানুষেরই সমতুল্য কিছু হিসেবে তুলে ধরে। তাদের, দেখা যায়, মানুষের মতোই আকার বা চেহারা, মানুষের মতোই আবেগ, চরিত্রে দোষ-গুণের মিশেল। কিন্তু এতসব মিল সত্ত্বেও, পঞ্চম পর্বে দেবদেবীরা দু বার স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তারা নশ্বর মানুষের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথমবার যখন ডায়োমিডিজের হাতে আহত আফ্রোদিতি তার মা ডাইওনির কাছে গেলে ডাইওনি তাঁকে বলে, অমর দেবকুলের সঙ্গে লড়তে আসা নশ্বর মানুষদের জীবন অনেক সংক্ষিপ্ত হয়, তারা যুদ্ধশেষে ঘরে ফিরে প্রিয় সন্তানকে কোলে নিতে পারে না (৪০৬–৪০৯); আর দ্বিতীয়বার যখন তীরন্দাজ-দেব অ্যাপোলো তার ওপরে ঝাঁপিয়ে আসা ডায়োমিডিজকে ভয়ংকর এক চিৎকার দিয়ে বলে: 'টাইডিয়ুসের ছেলে, কী করছ তা ভাবো, ক্ষান্তি দাও! দেবতাদের সমান হওয়ার ইচ্ছা যদি থাকে, তা ছাড়ো! অমর দেবতারা ও পৃথিবীর মাটিতে হাঁটা মানব সন্তানেরা কখনোই এক জিনিস নয়' (৪৪০–৪৪২)। তিনবার দেবতা অ্যাপোলোর দিকে ডায়োমিডিজের এই ধেয়ে যাওয়া এবং তারপরে অ্যাপোলোর মুখে এই সাবধানবাণী শোনার অংশটুকু আমাদের আবার মনে পড়বে ১৬তম পর্বে, যখন গ্রিক বীর প্যাট্রোক্লাস তিনবার লাফিয়ে যাবে ট্রোজানদের দিকে, আর চতুর্থবারে অ্যাপোলো তার জীবনের ইতি টেনে দেবে (১৬:৭৮৪-৮০৫)।

আর পর্বের শেষদিকে (৮৫৯-৮৬০) ডায়োমিডিজের বল্লমে আহত যুদ্ধদেব আইরিজ যেভাবে 'নয় বা দশ হাজার যোদ্ধার একসাথে রণহুঙ্কারের' সমান এক ষাঁড়ের মতো চিৎকার দিল, তাকে পুরো *ইলিয়াড*-এ দেবতাদের আসুরিক শক্তির অন্যতম সেরা কাব্যিক প্রকাশ বলে মনে করেন গবেষকরা।

পর্ব - ছয় ॥ যুদ্ধের মাঠে ও নগরে বিরতি

পঞ্চম পর্বে শুরু হওয়া যুদ্ধ এ পর্ব জুড়েও চলতে থাকে। পুরো মহাকাব্যে গ্রিক জাহাজবহর ও ট্রয় শহরের মধ্যে মোট তিনটি বড় ধরনের অগ্রগমন-পশ্চাদপসরণ রয়েছে। এ পর্বে গ্রিকদের প্রথম অগ্রগমনকেই দেখছি আমরা। বলা সঙ্গত যে, এই তিনটি বড় যাত্রা ও পিছুহটার শেষ ঘটে ১৫তম, ১৬তম এবং ১৭তম পর্বে গিয়ে যখন, যথাক্রমে, ট্রোজানরা গ্রিক জাহাজবহর আক্রমণ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়, প্যাট্রোক্লাস মারা যায় এবং অ্যাকিলিস যুদ্ধে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়।

আর ষষ্ঠ পর্বের ভেতরেই দেখার মতো কিছু অভ্যন্তরীণ যাত্রা রয়েছে—নিষ্ঠুরতা থেকে কোমলতার দিকে যাত্রা, বর্বরতা থেকে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের দিকে যাত্রা। এখানে শুরুর নিষ্ঠুরতা-নির্মমতার নায়ক আগামেমনন, যে তার ভাই মেনেলাসকে বাধ্য করে বন্দী আড্রাসটাসকে হত্যা করতে। আগামেমনন বলেঃ 'ওদের একজনকেও আমরা পালাতে দেব না ধ্বংস-বিপর্যয় আর আমাদের হাতের মহাশক্তির কাছ থেকে, না এমনকি যে মানবসন্তান এখনও আছে তার মায়ের পেটে, তাকেও নয়' (৫৭-৫৯)। আগামেমননের মতো এক প্রধান সেনাপতির পক্ষে শত্রুর দিকের কারো জন্য কোনো মায়া দেখানো অসম্ভব ব্যাপার।

আগামেমননের এই নিষ্ঠুরতার ঠিক বিপরীতে একটু পরেই আমরা দেখি গ্রিক ডায়োমিডিজ ও ট্রোজান গ্লকাস তাদের মধ্যেকার বন্ধুত্বের পশ্চাৎপট খুঁজে বের করার মতো এক মানবিক ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করছে। এ দুজন বুঝতে পারে যে তাদের পূর্বপুরুষদের কারণে তাদের মধ্যে একধরনের বন্ধন বিদ্যমান। তখন এরা দুজন শুধু যে বন্ধুত্বের অঙ্গীকার করে তাই নয়; বর্মসাজও বিনিময় করে নেয় পরস্পরের মধ্যে। বর্মসাজের এই বিনিময় বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তখনকার দিনে বর্মই ছিল কারও আত্মপরিচয়ের মূল স্মারক। হোমার এখানে দেখালেন, যুদ্ধ শুধু যে ধ্বংসই ডেকে আনে তা নয়, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠাও সম্ভব।

উল্লেখযোগ্য যে গ্লকাস যখন ডায়োমিডিজকে তার বংশের পরিচয় দিচ্ছে তখন আমরা জানতে পারলাম 'ভাঁজ করা কাঠের ফলকে খোদাই করা নানা সাংকেতিক এক বার্তার' কথা (১৬৯)। এটাই পুরো *ইলিয়াড*-এ লিখন (writing) বিষয়ক একমাত্র উল্লেখ। হোমারের সময়ে যে লিখনকর্মের প্রাথমিক চল ছিল তা জানলাম আমরা।

এর পরে যুদ্ধকালীন সময়ে মানবিকতার আরও বড় বিবরণ দিলেন হোমার। হেক্টর যখন ট্রয়-এ ফিরল, তার প্রথমে দেখা হলো ট্রোজান যোদ্ধাদের স্ত্রীদের সঙ্গে। পাঠককে এভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হলো যে প্রত্যেক সৈনিকেরই নিজস্ব একটা জীবন আছে, নিজের জীবনের গল্পও আছে। হেক্টর ও তার মা হেকুবার মধ্যেকার সাক্ষাৎপর্বেও মানুষের পারস্পরিক আত্মীয়তা বা রক্তের বাঁধন, ভালোবাসা ইত্যাদি মানবিক বোধ বাইরের

প্রান্তরের রক্তাক্ত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অন্য মাত্রা পেল। আমরা এসব দৃশ্য দেখে বুঝতে পারি যে কেন মহাকাব্যের দ্বিতীয় পর্বে ঘরে ফেরার কথা শোনামাত্র গ্রিক সৈনিকেরা পড়িমরি করে জাহাজের দিকে দৌড় দিয়েছিল (২:১৪৯-১৫৪)।

ট্রয়ে ফিরে হেক্টর তার স্ত্রী অ্যান্ডোমাকির সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই মুখোমুখি হলো ভাই প্যারিস ও তার স্ত্রী হেলেনের। যে প্যারিস ও হেলেনের কারণে ট্রয়ের প্রতিটি পরিবার আজ যুদ্ধে বিধ্বস্ত, সেই প্যারিসকে হেলেনের সঙ্গে ঘরের নিভৃতে দেখে স্বাভাবিক কারণে খেপে উঠল হেক্টর। দায়িত্ববান হেক্টর ও দায়িত্বহীন প্যারিসের মাঝের পার্থক্যটা স্পষ্ট হলো আমাদের কাছে।

দু-ভাইয়ের এই পার্থক্য কবি আরও খানিকদূর টেনে নিয়ে গেলেন 'ইঙ্গিতপূর্ণ' এক দৃশ্যের অবতারণা করে। হেলেন তার ভাসুর হেক্টরকে বলল পাশে বসতে, কিন্তু হেক্টরের জবাব: 'আমাকে বসতে বলো না হেলেন, জানি তুমি আমাকে অনেক ভালোবাসো, তবু আমাকে বসতে রাজি করাতে অসমর্থ হবে' (৩৫৪-৩৬১)। হেলেনের মতো সুন্দরীর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে হেক্টর দেখিয়ে দিল তার চারিত্রিক দৃঢ়তা, বুঝিয়ে দিল সে তার কামনা-বাসনা, আবেগ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম, যেমন কিনা প্যারিস একেবারেই নয়।

এ-পর্বের শেষে আছে হেক্টর, অ্যান্ড্রোমাকি ও তাদের শিশুসন্তান অ্যাস্‌টায়ানাক্সের সাক্ষাতের দৃশ্য (৩৯২-৪৯৩), যার আবার শীর্ষবিন্দু হচ্ছে ৪৬৬ থেকে ৪৭৪—এই নয়টি পঙ্‌ক্তি, যখন শিশু অ্যাস্‌টায়ানাক্স ভয় পেয়ে যায় হেক্টরের বিখ্যাত শিরোস্ত্রাণ দেখে, আর তার বাবা-মা দুজনেই হেসে ওঠে, হেক্টর তার সন্তানকে কোলে নিয়ে চুমু খায়। অধিকাংশ হোমার গবেষকের মতে এই দৃশ্য পুরো *ইলিয়াড*-এর সবচেয়ে মানবিক, সবচেয়ে মন-নাড়া-দেওয়া ও আবেগঘন দৃশ্য। এখানে হোমার স্পষ্ট বলছেন যে, সবচেয়ে বড় যোদ্ধারও জীবনে আছে দুটি ভুবন: একটি যুদ্ধের মাঠে, অন্যটি পরিবারে। হেক্টর ও অ্যান্ড্রোমাকির সাক্ষাৎ হয় এ দুই ভুবনের ঠিক সীমান্ত বিন্দুতে—ট্রয়ের সিয়ান তোরণের ওপরে। এই 'সীমানা বিন্দু' আক্ষরিক ও রূপক, দু অর্থেই—এ বিন্দুর একদিকে যুদ্ধের প্রান্তর, অন্যদিকে ঘর; একদিকে যুদ্ধ, অন্যদিকে শান্তি; একদিকে পুরুষের পৃথিবী, অন্যদিকে নারী ও পরিবারের পরিমণ্ডল। অ্যান্ড্রোমাকি চায় তার স্বামী হেক্টর যুদ্ধের ভুবন ছেড়ে পরিবারের ভুবনে চলে আসুক, কিন্তু যখন হেক্টর দেশকে পরিবারের ওপরে স্থান দিয়ে অ্যান্ড্রোমাকিকে না করে দেয়, তখন তারা দুজন চলে যায় যে যার নিজস্ব পরিমণ্ডলে। যাবার সময় হেক্টর হাতে তুলে নেয় তার 'দ্যুতিমান শিরস্ত্রাণ' (যা এরই মধ্যে তার শিশুসন্তানকে ভয় পাইয়ে দিয়ে এক প্রতীকী অর্থ ধারণ করেছে), তারপর চলে যায় যুদ্ধের জগতে—মৃত্যু ও বিভীষিকার জগত সেটা। অ্যান্ড্রোমাকি তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরে যায় তার পারিবারিক পৃথিবীতে, তার অন্দরমহলের পরিমণ্ডলে, যেখানে জীবন আপাত নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ (এই জগতেই নিজের স্ত্রীসুলভ কাজ নিয়ে সে ডুবে থাকবে হেক্টরের মৃত্যুর সময়ে, ২২তম পর্বে)।

ইলিয়াড-এ এই মুহূর্তটা—যখন হেক্টর স্ত্রীর আকুতি উপেক্ষা করেও ফিরে গেল নিজের যোদ্ধা পরিমণ্ডলে—হেক্টরের ব্যক্তিগত 'পছন্দ' (বা choice)-এর মুহূর্ত; অ্যান্ড্রোমাকিও

এ-মুহূর্তটিকে দেখল সে হিসেবেই। দুই ভুবনের মধ্যে হেক্টর স্বেচ্ছায় পছন্দ করে নিল বা বাছাই করে নিল নির্দিষ্ট এক ভুবনকে—স্ত্রী ও পুত্র ছেড়ে সে বেছে নিল দেশের জন্য বীরের মৃত্যুর তথাকথিত মহত্ত্ব অর্জনকে। এই বাছাই হেক্টরের ক্ষেত্রে আবার ঘটবে ২২তম পর্বে, যখন হেক্টর আরও একবার এভাবেই, পরিবারের সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে, বেছে নেবে ট্রয়ের নগর দেওয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে অ্যাকিলিসের মুখোমুখি হওয়া এবং সেভাবে মৃত্যুবরণ করা।

যা হোক, এ-পর্বে পরিবারের সঙ্গে হেক্টরের সাক্ষাৎ ও পরিবারকে পেছনে ফেলে তার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রার মধ্যে আবারও অ্যাকিলিসের সঙ্গে তার তুলনা চলে আসে। একদিকে হেক্টর দাঁড়িয়ে তার ঘর ও পরিবারের সবার ভালোবাসার মাঝে, অন্যদিকে অ্যাকিলিস সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার তাঁবুতে বসে ফুঁসে চলেছে ক্রোধে। অ্যাকিলিস অনেক বেশি পাশবিক, আর হেক্টর অনেক বেশি সাধারণ মানুষের মতো। হেক্টর ও অ্যাকিলিসের চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে হোমার মানুষ নামের একই প্রজাতির দুই বিপরীত মেরুর উদাহরণ তুলে ধরেছেন। তারা দুজনেই বড় যোদ্ধা, তাদের দুজনেরই নিয়তিতে শীঘ্র ও অকাল মৃত্যু রয়েছে, কিন্তু তারপরও দুজনের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস কতো আলাদা। অ্যাকিলিস সর্বাংশে এক যোদ্ধাপুরুষ, আর হেক্টর কিছুটা যোদ্ধা ও বাকিটা সংসারী এক লোক। অ্যাকিলিস এমন মানুষের প্রতীক যে লড়ে শুধু বীরের যশগৌরব ও মহিমার লোভে, আর হেক্টর প্রতীক আরও বড় জিনিসের—পরিবার, বন্ধু, দেশ, সভ্যতার চলমানতা এসবের।

তবে হোমার এটা পরিষ্কার ফুটিয়ে তোলেন যে, *ইলিয়াড*-এ হেক্টর ও অ্যাকিলিস, দুজনেরই একটা বিষয়ে অনেক মিল—তারা লড়বে, কারণ বীরের সম্মান তাদের কাছে অন্য সবকিছুর ওপরের। ঘর, পরিবার, শান্তি—হেক্টরের কাছে এরা মহার্ঘ্য সত্য, তারপরও সে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যুদ্ধে ফিরবে কারণ যোদ্ধার সম্মান তার কাছ থেকে এমন আচরণই দাবি করে। এমনকি প্যারিসও, তার সম্মানে খোঁচা এলে, হেলেনকে ছেড়ে যুদ্ধের মাঠের দিকে দৌড় দেয়। একইভাবে অ্যাকিলিসও পরে হেক্টরকে মারতে যুদ্ধের মাঠে যাবে, এটা জেনেও যে হেক্টরের মৃত্যুর পরেই আছে তার নিজের মৃত্যু। কিন্তু তার এর অন্যথা করার নেই, কারণ তার সম্মানবোধ তার কাছ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাটাই দাবি করে। হেক্টর ও অ্যাকিলিস অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল্যবোধের দুই বিপরীত মেরুপ্রান্তের বাসিন্দা হলেও, শেষ বিচারে, তাদের গভীরতম ইচ্ছা বা প্রণোদনার বিচারে তারা একই জাতের দু প্রাণী। তারা দুজনেই, সব শেষে, সেই চিরাচরিত বীরের আচরণবিধি নামক বিশ্বাসের হাতে বন্দী, যে আচরণবিধি বলে, কোনো বীরের জন্য চূড়ান্ত সম্মানের ও মর্যাদার কাজ হলো যুদ্ধের মাঠে মৃত্যুবরণ করা।

উল্লেখযোগ্য যে ডায়োমিডিজ-গ্লকাস সাক্ষাৎ পর্বের শেষে তারা দুজনে যখন বন্ধুত্বের অঙ্গীকার নিয়ে বর্মসাজ বিনিময় করে, তখন ডায়োমিডিজ গ্লকাসের যে সোনালি বর্মটা পায় তার দাম দেখা যায় একশো ষাড়ের সমান, আর গ্লকাস বিনিময়ে যা পায় তার দাম মাত্র নয় ষাঁড়ের। এই অসম বিনিময়ের পরেও তারা বন্ধু হতে পেরে খুশি।

কিন্তু আমরা, পাঠকেরা, ঠিকই বুঝতে পারি গ্রিক কবি হোমারের স্বদেশী ডায়োমিডিজের প্রতি পক্ষপাত। কবি এখানে যেন আমাদের দিকে আঙুল তুলে জানান দেন, দ্যাখো ট্রোজানরা কতো আহাম্মক!

পর্ব - সাত ॥ অ্যাজাক্স ও হেক্টরের লড়াই

এতক্ষণে, প্রথম থেকে ষষ্ঠ পর্বের মধ্যে, হোমারের এ মহাকাব্যের মূল থিমের (অর্থাৎ অ্যাকিলিসের ক্রোধের) পশ্চাৎপট বিবরণ করা শেষ। প্রথম পর্বে ধুম করে, কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড না দিয়ে এবং পাঠককে কোনোরকম প্রস্তুত না করেই, অ্যাকশনের মধ্যে ঢুকে যাওয়া, আগামেমনন ও অ্যাকিলিসের ক্রোধের বয়ান শুরু করে দেওয়া এবং তারপর পাঁচটি পর্ব ধরে পাঠককে সেই ঘটনার ও চরিত্রগুলির পশ্চাৎপট জানানো—এই প্রকরণের একটা সুবিধা যে, কবি এর মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করেছেন তার পাঠক ঐ আগামেমনন-অ্যাকিলিস কলহের প্রাথমিক ও সাংঘাতিক অভিঘাতটুকু হৃদয়ে ঠিকই পোষণ করে রাখবেন, তা কবি দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ পর্ব পর্যন্ত যতই ডিটেল দিয়ে পাঠকের মাথা ভারি করে দিন না কেন।

এই পর্বে কবি আবার ফেরত গেলেন প্রথম পর্বের থিমের কাছে—তিনি গ্রিক সেনাবাহিনীর ওপরে অ্যাকিলিসের অনুপস্থিতির পরিণাম কী হয় তা বর্ণনা করলেন।

এ কাজটা কবি করলেন দু ভাবে: প্রথমত, তিনি হেক্টর ও এক বড় গ্রিক বীরের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত করলেন। এ বীরের নাম অ্যাজাক্স, যাকে ধরা হয় অ্যাকিলিসের পরেই গ্রিক সেনাবাহিনীর সেরা বীর হিসেবে। দ্বিতীয়ত, এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরিণতিতে একটা সাময়িক যুদ্ধবিরতি আনলেন কবি, যার ফলে দু-পক্ষই তাদের মৃতদের দেহ সংগ্রহ ও সৎকার সম্পন্ন করতে পারল, আর এ-সুযোগেই গ্রিকরা সময় ও সুবিধা পেয়ে গেল সৈকতে তাদের জাহাজবহর বেড় দিয়ে এক পরিখা ও প্রতিরক্ষা দেওয়াল নির্মাণের। এই দুটি বিষয় পরস্পর খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, কারণ কবি আগে থেকেই যথেষ্ট যত্ন দিয়ে অ্যাজাক্স চরিত্রটিকে গড়েছেন গ্রিকদের দিকের সবচেয়ে শক্ত প্রতিরক্ষাদাতা যোদ্ধা হিসেবে। সেই অ্যাজাক্সের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরেই গ্রিকরা প্রতিরক্ষার অন্যান্য ব্যবস্থা সেরে নিচ্ছে—এ-বিষয়টা যতটা না সমর কৌশলের কাকতাল, তার চেয়ে বেশি কবির কাব্যিক তুলনা-প্রতিতুলনা সৃষ্টিতে দক্ষতার নমুনা।

এক কথায় অ্যাকিলিসের নিজেকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রেক্ষাপটে গ্রিকদের ভাগ্যে যে ভালো জিনিসও ঘটতে পারে, সেটা যে তাদের প্রতিরক্ষাকে আরও জোরালো করার জন্য প্রণোদনা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং ফলাফলস্বরূপ তাদের জাহাজগুলো আগের নয় বছরের যে কোনো সময়ের চেয়ে বরং বেশি সুরক্ষিত হয়ে উঠতে পারে, এই যে গ্রিকদের জন্য পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন, এই যে যথাসময়ে (অর্থাৎ অ্যাকিলিসের

অনুপস্থিতিতে) তাদের আক্রমণাত্মক না হয়ে বরং প্রতিরক্ষামূলক হয়ে ওঠা—এটাই এ পর্বের সারকথা।

এ পর্বের মধ্য দিয়েই পর্দা পড়ল *ইলিয়াড*-এর প্রথম অংশের—এ অর্থে যে এখানেই শেষ হলো যুদ্ধের প্রথম ভাগ, সৎকার হলো প্রথম নিহতদের লাশগুলো, আর অ্যাকিলিসবিহীন গ্রিকবাহিনীর সঙ্গে পূর্ণশক্তির ট্রোজানবাহিনীর শক্তির যে স্বাভাবিক ফারাক ছিল তা দূর হলো গ্রিকদের প্রতিরক্ষামূলক পরিখা ও দেওয়াল নির্মাণের মধ্য দিয়ে। সেইসঙ্গে কবি আরও জানালেন, যদি অ্যাকিলিস যুদ্ধে না-ও ফেরে, তবু অ্যাজাক্সের মতো কিছু বীর আছে বলেই গ্রিকবাহিনীর শক্তিকে বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা করা যাবে না। গ্রিকদের প্রতি পক্ষপাতের কারণে অ্যাকিলিসবিহীন অবস্থায় এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা ও হীনমন্যতার বোধ থেকেই কবি হয়তো করলেন এ-কাজটা।

দুই বীরের মধ্যেকার দ্বন্দ্বযুদ্ধ আগেও দেখেছি আমরা, যেমন প্যারিস-মেনেলাস যুদ্ধ, পরে আরও কয়েকটি দেখব। কিন্তু এ পর্বের অ্যাজাক্স-হেক্টর দ্বন্দ্বযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি, ঘটন-অঘটন, মোচন—সবকিছু পরবর্তী সব দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্যই একটা ফরমুলা বা নির্দিষ্ট ছাঁচ হয়ে দাঁড়াবে এ মহাকাব্য জুড়ে। এখানে দ্বন্দ্বযুদ্ধের যে প্রকৃতি ও বিবরণ দেওয়া হলো, তা-ই মোটামুটি বাকি সব দ্বন্দ্বযুদ্ধের বর্ণনার সময়ে কবির জন্য সেই বর্ণনার আধার হয়ে দাঁড়াবে। কেমন সেটা?

দ্বন্দ্বযুদ্ধের আগে দুই যোদ্ধার বংশপরিচয় ও শক্তিমত্তার খানিক ইতিহাস তুলে ধরা হবে, তারপর যোদ্ধারা একে অন্যকে উসকানি দেবে বা যুদ্ধে প্ররোচিত করার জন্য উত্তেজিত করে তুলবে। তাদের এ ধরনের উসকানিমূলক ভাষণ বা বক্তব্য আধুনিক যুগের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষের একে অন্যের মাথা গরম করে দেবার নিয়মিত কৌশলের মতোই, ইংরেজিতে যাকে বলে 'trash talk'। যোদ্ধাদের প্রাথমিক এই মুখনিঃসৃত পারস্পরিক উত্তেজনা-প্রতিউত্তেজনা সৃষ্টির পরে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হবে যুদ্ধের—বর্ণনা করা হবে বল্লমের প্রতিটি আঘাতের এবং প্রতিবারের আঘাত ফেরানোর। শারীরিক আঘাত ও ক্ষতগুলো ফুটিয়ে তোলা হবে চিত্রময় করে বা জীবন্তরূপে, শারীরবৃত্তীয় (anatomical) অংশগুলোকে ব্যাখ্যা করা হবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রদের মতো করে; এমনকি ঠিক কী কারণে, কোথায় আঘাত লেগে কতোক্ষণে মৃত্যু হলো তা-ও বলা হবে। মাঝেমধ্যেই মৃত্যুপথগামী যোদ্ধা তার শেষ ভাষণ রাখবে, যখন বিজয়ী যোদ্ধা পরাজিতের শরীরের দু দিকে দু-পা রেখে দাঁড়িয়ে আস্ফালন দেখাবে বা বিজয়োল্লাস করবে। এরপরে মৃত যোদ্ধার শরীর থেকে তার বর্মসাজ খুলে নেওয়া হবে যুদ্ধে লুটের মাল হিসেবে; বিজয়ী যোদ্ধা সেগুলো এমনভাবে দখলে নেবে যেন মৃতের আত্মপরিচয়কেই সে দখল করে নিল। ১৭তম পর্বে তো হেক্টর প্যাট্রোক্লাসকে মেরে তার বর্মসাজ খুলে নিয়ে (যা মূলত অ্যাকিলিসের বর্মসাজ, যেটা পরে প্যাট্রোক্লাস যুদ্ধের মাঠে ঢুকেছিল) সোজা নিজের গায়েই পরে নেবে। শেষে, মৃত যোদ্ধার লাশকে হয় অপবিত্র ও কলঙ্কিত করা হবে, না হয় ফেরত দেওয়া হবে পরাজিত বাহিনীর কাছে—পুরোটাই বিজয়ীর মেজাজমর্জিমাফিক।

এ-পর্বের অন্যতম লক্ষণীয় বিষয় হলো, ট্রোজানদের শান্তিচুক্তির প্রস্তাব। প্যারিস এখানে হেলেন বাদে বাকি সবকিছু গ্রিকদের হাতে ফেরত দিতে রাজি হলো। তবে পাঠক জানতেনই যে, হেলেন ছাড়া যদি বাকি পুরো পৃথিবীও গ্রিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাতেও গ্রিকবাহিনীর নয় বছর ধরে এই দূরদেশের সৈকতে প্রতিহিংসার আশায় পড়ে থাকাটা কোনোভাবেই জায়েজ হয় না; অতএব এ শান্তিচুক্তির প্রস্তাব গ্রিকদের হাতে প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য। হলোও তাই। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, জিউস প্রথম পর্বে কথা দিয়েছিল অ্যাকিলিসের সম্মান পুনরুদ্ধার করার জন্যই সে যুদ্ধে গ্রিকদের হারাতে থাকবে, অর্থাৎ ট্রোজানরা জিততে থাকবে। তবে এখন পর্যন্ত, মাঝেমধ্যে কিছু ছোটখাট ট্রোজান বিজয়ের কথা বাদ দিলে, ঘটছে কিন্তু উল্টোটাই—ট্রোজানরাই আছে বেকায়দায়, গ্রিকরাই আছে সুবিধাজনক অবস্থানে। অতএব, পাঠকের মাথায় কিন্তু ঘুরছে একটাই চিন্তা যে, হচ্ছেটা কী এসব? জিউসের পরিকল্পনা (যার কথা স্পষ্ট বলা হয়েছিল এ মহাকাব্যের প্রথম পর্বের পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে) মোতাবেক চলছে না কেন কিছু? কোথায় গেল জিউসের সেই পরিকল্পনা যাতে করে দলে দলে কুকুর ও শকুনের খাদ্য হতে থাকবে গ্রিক সৈন্যদের দেহ, আর তারা নেমে যেতে থাকবে হেডিসের মৃত্যুপুরীতে (১:২-৪)? পুরো পরিস্থিতি নিয়ে পাঠকের মনে এই যে অবিশ্বাস-সন্দেহ ও বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি এবং এই যে দ্বিধার নাটকীয়তা তৈরি করা, তা হোমার যতটুকু অবিশ্বাস্য দক্ষতায় করতে পেরেছেন, তার ধারেকাছেও যেতে পারেননি ভার্জিল, দান্তে ও মিলটন, যথাক্রমে তাদের মহাকাব্য 'ঈনিদ', 'ডিভাইন কমেডি' ও 'প্যারাডাইস লস্ট'-এ।

পর্ব - আট ॥ অসমাপ্ত যুদ্ধ

অষ্টম পর্বটি পাঠকের জন্য যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। এখানে পাঠক প্রথমবারের মতো দেখছেন যে জিউস তার পরিকল্পনা পূর্ণ করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যে পরিকল্পনা সে এঁটেছিল প্রথম পর্বে অ্যাকিলিসের মা দেবী থেটিসের প্ররোচনায়: গ্রিকরা যুদ্ধে হারতে থাকবে, তারপর তারা আবশ্যিকভাবে অ্যাকিলিসের যুদ্ধে উপস্থিতি কতোটা দরকারি তা উপলব্ধি করবে, তখন অ্যাকিলিস প্রতিষ্ঠা পাবে 'শ্রেষ্ঠতম গ্রিক' হিসেবে, এবং সেইভাবে তার হৃত সম্মান সে ফেরত পাবে।

এ-পর্বের শুরুর দিকেই জিউস শুরু করল থেটিসের প্রতি তার অঙ্গীকারের পূরণ—সে ট্রোজানদের বিজয়ী করার ব্যবস্থা করল। কিন্তু গ্রিক পক্ষের দেবীরা, অ্যাথিনা ও হেরা, সমানে চেষ্টা করে যেতে লাগল জিউসের অভিলাষ ও কার্যক্রম ভণ্ডুল করে দেওয়ার। পাঠকের বিভ্রান্তির শুরু সেখানেই। দেবরাজ জিউস চাইছে ট্রোজানরা জিতুক, সেই বন্দোবস্তও করে দিচ্ছে সে, কিন্তু গ্রিকরা বারবারই ফিরে আসছে ভালো অবস্থানে এবং অন্যদিকে দুই দেবী জিউসের ইচ্ছার বিপরীতটাই ঘটিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকছে। সকল

দেবদেবীর রাজা, স্বর্গ-মর্ত্যের প্রভু জিউসের এক নির্দিষ্ট আয়োজন এভাবে বাধার সম্মুখীন কেন হবে? বিভ্রান্তি এটা নিয়েই।

পর্বটির সংক্ষিপ্ত বিন্যাসের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়, এই বিভ্রান্তির মাত্রাটা বড় হতে কেন বাধ্য। সেই আলোকে দেখা যাক এ-পর্বের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস :

১-৫২	জিউস দেবদেবীদের নিষেধ করল যুদ্ধে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে।
৫৩-৬৫	যুদ্ধ শুরু হলো।
৬৬-৯৮	জিউস-সমর্থিত ট্রোজান সাফল্য।
৯৯-১২৯	ডায়োমিডিজের বীরত্বে গ্রিকদের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।
১৩০-১৯৭	আবার জিউস-সমর্থিত ট্রোজান সাফল্য।
১৯৮-২১১	গ্রিক পক্ষের দেবী হেরার যুদ্ধে হস্তক্ষেপের প্রয়াস ব্যর্থ।
২১২-২৫২	ভয়ানক চাপের মুখে গ্রিকরা।
২৫৩-৩৩৪	টিয়ুসারের বীরত্বে গ্রিকদের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।
৩৩৫-৩৪৯	জিউস-সমর্থিত ট্রোজান সাফল্য।
৩৫০-৪৮৪	গ্রিকপক্ষের দেবী হেরার যুদ্ধে হস্তক্ষেপের প্রয়াস ব্যর্থ।
৪৮৫-৪৮৮	রাত নামলো।
৪৮৯-৫৬৫	ট্রোজানরা বিজয়ে উল্লসিত।

উপরের এই বিন্যাসের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয় যে, এ-পর্বের একদিনের এই যুদ্ধ কোনো সরলরেখা ধরে এগোয়নি। যদিও সর্বশক্তিমান জিউসের সমর্থন ও হস্তক্ষেপের কারণে ট্রোজানদের জন্য তা বিজয়ের দিকে সরল রেখায় এগোনোরই কথা ছিল বা সেরকমই ছিল স্বাভাবিক পাঠক-প্রত্যাশা। কিন্তু না, এখানে একবার ট্রোজানরা সাফল্য পাচ্ছে তো পরের বারই গ্রিকরা পাশার দান উল্টে দিচ্ছে, কিংবা গ্রিকপক্ষের দেবী এসে নিরবচ্ছিন্ন ট্রোজান বিজয়ের পথে ঝামেলা বাধাচ্ছে। আমরা পাঠকেরা, এ সব কারণে, পর্বটা পড়া শেষ করছি বরং কেমন যেন এক ভোঁতা ও হতবুদ্ধিকর অনুভূতি নিয়েই যে কবির গ্রিকদের প্রতি দেশপ্রেমিক পক্ষপাত রয়েছে এবং কবি যেভাবেই হোক এ-সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন যে গ্রিকরা, পরিস্থিতি দু পক্ষের জন্য সমান হোক বা তাদের বিপক্ষে ঘুরে যাক তবুও, তাদের প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী, এমনকি সেটা অ্যাকিলিস যদি যুদ্ধে তাদের পাশে না থাকে তো তা-ও। পাঠকের মনে, শেষমেশ, ট্রোজান বিজয় নয় বরং গ্রিকদেরই বিজয় হচ্ছে বলে যে-বোধের তৈরি হয়, তার কারণে আমরা কিছুটা অবাকও হই পঙ্ক্তি ৪৯৭ থেকে ৫৪১-এর মধ্যে ট্রোজান সেনাবাহিনীর প্রতি দেওয়া হেক্টরের ভাষণে তার যুদ্ধে জয়ের ব্যাপারে তীব্র আস্থা ও আশাবাদের কথা শুনে, এবং নবম ও দশম পর্বে গ্রিকদের হতাশা লক্ষ্য করে। পাঠককে আমি অনুরোধ করব এ-পর্বের পঙ্ক্তি ২১২-২১৬ এবং ৩৪৩-৩৪৯—এ দুই স্থানে ট্রোজান বিজয়ের বিবরণ বা চিত্রের দিকে ভালোভাবে দৃষ্টি দিতে। বিভ্রান্তিকরই বটে এই পঙ্ক্তিগুলো!

এবার পর্বটির আরও একটু নিগূঢ় বিশ্লেষণে আসি। সপ্তম পর্বে গ্রিকরা তাদের জাহাজবহরের সামনের দিকে যে প্রতিরক্ষা দেওয়াল বানাল এবং প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ অ্যাজাক্স যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখল, তাতে এ ইঙ্গিতই স্পষ্ট যে আগ্রাসনে যাওয়ার ব্যাপারে খ্যাতিমান গ্রিকরা বরং এখন জান ও মান বাঁচানো এক প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে যাচ্ছে। তাদের এই যুদ্ধকৌশলের পরিবর্তন, আমরা বুঝতে পারলাম, ঘটছে যুদ্ধে অ্যাকিলিসের অনুপস্থিতির কারণে। এভাবে আসলে হোমার সামনের দিনে গ্রিকদের হারের ব্যাপারে, অর্থাৎ দেবী থেটিসকে দেওয়া তার প্রতিজ্ঞা পূরণের ব্যাপারে, আমাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন বলে যুক্তিসঙ্গত অনুমান করা যায়। জিউসের প্রতিজ্ঞা করা (বা পরিকল্পনা করা) সেই গ্রিক পরাজয় পরে একসময় সত্যিই ঘটবে, তার বিস্তারিত বিবরণও পাবো আমরা, এবং সেই পরাজয়ের ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছাতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ১৫তম পর্ব পর্যন্ত যখন হেক্টর এসে যাবে গ্রিক জাহাজবহরের পাশে, গ্রিকদের জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিতে বলবে।

এই যে অনেকগুলি পর্ব জুড়ে, ১৫তম পর্ব পর্যন্ত, গ্রিক পরাজয়ের সুবিস্তারিত বর্ণনা, তার সূচনা হলো এই অষ্টম পর্ব থেকেই। কিন্তু এ পর্বের মূল উদ্দেশ্য সেই অতখানি পরের এক গ্রিক পরাজয়ের কথা বলতে শুরু করে দেওয়া নয়; বরং তার চেয়ে অনেক তাৎক্ষণিক এক ঘটনার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা: প্রাথমিক হারের ধাক্কায় বিপর্যস্ত গ্রিকরা এর পরের পর্বেই অ্যাকিলিসের কাছে যুদ্ধে ফিরে আসার মিনতি জানাতে দূত পাঠাবে, তারা অ্যাকিলিসের সাহায্য চাইবে তাদের এই দুর্দিনে। মহাকাব্যটির বিশাল যে ক্যানভাস ও প্রেক্ষিত, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামনের দিনে যে মহাগুরুত্বপূর্ণ এক গ্রিক পরাজয় ঘটতে যাচ্ছে (যাতে করে অ্যাকিলিস যুদ্ধে ফিরে আসে এবং শেষে হেক্টর তার হাতে খুন হয়), সেই বিশালায়তন প্রসঙ্গের সাপেক্ষে এ পর্বটি যেভাবে বিশেষ এক উদ্দেশ্যকে (অ্যাকিলিসের কাছে গ্রিক দূতেরা যেন মিনতি জানাতে যায়) পূরণের জন্য গ্রিকদের ভাগ্যের বিশেষ এক মোড় ঘোরালো (অর্থাৎ তাদেরকে প্রাথমিক পরাজয়ের স্বাদ দিল), তাতে করে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না, কেন হোমার গবেষকেরা এ-পর্বটিকে থিমের দিক থেকে বিভ্রান্তিকর বলেন, কেন তারা এ পর্বটি নিয়ে থিমের বিচারে খুব সন্তুষ্ট নন।

পর্বটির যখন শেষ হচ্ছে তখন আমরা দেখছি ট্রোজানরা বিজয়ে উল্লসিত (৪৮৯-৫৬৫), তারা প্রতিদিনকার মতো যুদ্ধ শেষে শহরে শহর প্রতিরক্ষার কাজে ফিরে না গিয়ে বরং প্রথমবারের মতো খোলা সমতলেই রাত কাটাচ্ছে, অর্থাৎ তারা প্রমাণ দিতে চেষ্টা করছে যে এদিনের যুদ্ধে তারাই জিতেছে। কিন্তু বাস্তবে (আগেই যেমন পর্বটির লাইনভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিন্যাসে উল্লেখ করলাম) তাদের এ বিজয় একেবারেই কোনো পূর্ণাঙ্গ বিজয় নয়, তাদের সে বিজয়ের পথ এখনও অনেক গ্রিক বিজয়ের কাঁটায় পরিপূর্ণ। সত্যিকারের ট্রোজান বিজয় একদিন এতখানিই বড় হবে যে অ্যাকিলিস তার মন বদলাবে, প্রিয়তম বন্ধু প্যাট্রোক্লাসকে তার নিজের বর্ম গায়ে পরিয়ে যুদ্ধে পাঠাবে, আর প্যাট্রোক্লাস হেক্টরের হাতে মারা যাবে (১৬তম পর্ব)। সেই বিজয়ের তুলনায় অষ্টম পর্বের এই ট্রোজান

বিজয় অনেক তুচ্ছ এক বিজয়, ঠিক ততটুকুই এক বিজয় যার ফলে গ্রিকরা ভয় পেয়ে অ্যাকিলিসের কাছে নত হয়ে নবম পর্বে তার সাহায্য প্রার্থনা করতে যাবে। অতএব, অন্য চোখে দেখলে, এ-পর্বে ট্রোজান বিজয়ের এই ত্রুটিগুলো কবির সূক্ষ্ম এক পরিকল্পনারই অংশ: কবি এতো বড় কোনো ট্রোজান বিজয় এ পর্যায়ে চাননি যা কিনা ১১তম পর্ব থেকে শুরু হওয়া আসল গ্রিক পরাজয়ের অভিঘাতকে পাঠকের মনে হ্রাস করে দেবে বা মাত্রায় খর্ব করবে। এর উপসংহার দাঁড়াল একটাই: অষ্টম পর্বে গ্রিকদের উদ্যোগ, কিংবা তাদের সমর্থনকারী দেবী হেরা ও অ্যাথিনার উদ্যোগ, ব্যর্থ হলো ট্রোজানদের ও তাদের সমর্থনকারী জিউসের প্রয়াসের কারণে। গ্রিকদের উদ্যোগগুলো এভাবে ভেস্তে যাওয়াটাই এখানে মুখ্য, ট্রোজানদের নিজেদের বিজয়ের জন্য নেওয়া উদ্যোগসমূহ নয়। আগেই যেমন বলেছি, সবটা মিলে এক বিভ্রান্তিকর ও তর্কযোগ্য পরিস্থিতি। ঠিক এ-কারণেই হোমার গবেষকরা সাধারণত একমত যে, *ইলিয়াড*-এর অষ্টম পর্বের শক্তি কিংবা দুর্বলতা নিয়ে যুক্তি, পাল্টা-যুক্তি কখনও শেষ হবার নয়।

শেষ করার আগে ছোট একটি প্রসঙ্গ। এই পর্বে গ্রিক বীর টিয়ুসার অ্যাজাক্সের ঢালের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে থেকে যেভাবে তীর মেরে বেশ কজন ট্রোজানকে বধ করে, তা *ইলিয়াড*-এ ব্যতিক্রমী এক যুদ্ধদৃশ্য। *ইলিয়াড*-এ যোদ্ধাদের লড়াইয়ের ধরন কখনোই এরকম নয়, এবং টিয়ুসারের এই বাচ্চা খোকাদের মতো পলাপলি খেলার ঢঙে যুদ্ধ করাটা, অন্যান্য যুদ্ধগুলির সঙ্গে তুলনায়, তার জন্য (বা যে কোনো গ্রিক বীরের জন্যই) অসম্মানেরই বটে। এনিস রিস, যিনি *ইলিয়াড*-এর চমৎকার এক ইংরেজি অনুবাদ করেছেন, টিয়ুসারের এ লড়াইকে বলেছেন, 'ক্ষুদ্র টিয়ুসারের ক্ষুদ্র আরেস্তিয়া (বা বীরগাথা)'। ব্যঙ্গটা স্পষ্ট।

আবার তীর ও ধনুক নিয়ে টিয়ুসারের এই যুদ্ধ করা, যুদ্ধাস্ত্রের বিচারে, বাকি *ইলিয়াড*-এর সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। প্যান্ডারাস ও মেরাইয়োনিজও অবশ্য তীরন্দাজ যোদ্ধা, কিন্তু তীর ছুড়ে মানুষ মারে মূলত তীরন্দাজ দেবতা অ্যাপোলোই, আর মানুষ-যোদ্ধারা একই কাজটা করে মূলত বল্লম বা বর্শা দিয়েই। *ইলিয়াড*-এর পরের মহাকাব্য *অডিসি*-তে অবশ্য অডিসিয়ুস তার স্ত্রী পেনেলোপিকে উত্যক্ত করা মানুষগুলোকে তীর মেরেই হত্যা করবে। ইতিহাসবেত্তাদের তাই অনুমান ট্রোজান মিত্র দেশ লিশায় যেমন তীর-ধনুকে যুদ্ধের চল ছিল, তেমনই ছিল গ্রিক ভূখণ্ডের ইথাকায়ও (যেখানে অডিসিয়ুসের বাড়ি)।

ইলিয়াড-এর পাঠক ও গবেষকদের কাছে অনেক প্রিয় এই পর্বের শেষে রাত নামার দৃশ্যটি। সেটা নিয়ে এর আগেই কিছুটা বলেছি এ বইয়ের মূল *ইলিয়াড*-এর অষ্টম পর্বের গোড়ায় পর্বের বিষয়বস্তু অংশে। এখানে গ্রিক শিবিরে জ্বলছে পাহারার আগুন, কবি সেগুলোর তুলনা করলেন আকাশের নক্ষত্ররাজির সঙ্গে, আর এর পরপরই তিনি বললেন গ্রিক জাহাজবহর ও জানথাস নদীর মাঝখানের সমতলে ট্রোজানদের জ্বালানো অনেক অগ্নিকুণ্ডের কথাও। তখন ঘোড়াগুলো সাদা বার্লি ও রাইশস্য চিবুতে চিবুতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের রথের পাশে, ভোরের অপেক্ষা করছে। এককথায়, অপূর্ব এইসব মহাকাব্যিক

উপমা (epic simile)। সপ্তম ও অষ্টম পর্বের সাধারণ বর্বরতার একদমই উল্টো এক চিত্র দিয়ে, স্নিগ্ধতা-নৈঃশব্দ্য ও শান্তির এক ছবি এঁকে দিয়ে এভাবেই শেষ হলো পর্বটি। এই উপমা গ্রিকদের মনের এক আশাবাদের ছবিও ফুটিয়ে তোলে বটে। তারা এ-পর্বে বিরাট চাপে আছে ট্রোজানদের হাতে, কিন্তু তাদের শিবিরের চারপাশে আকাশের নক্ষত্ররাজির মতো প্রদীপ্ত এই পাহারার আগুন—তাদের পরাজয়ের উদ্বেগকে ছাপিয়ে গিয়ে—অদ্বিতীয় এক ধরনের আধ্যাত্মিক প্রশান্তিরই কথা বলে যেন।

পর্ব - নয় ॥ অ্যাকিলিসের কাছে দূত প্রেরণ

অষ্টম পর্বের পাঠ-পর্যালোচনায় বলা হয়েছে যে, সেই পর্বের ট্রোজান বিজয়গুলো ঘটানোই হয় নবম পর্বে অ্যাকিলিসের কাছে যুদ্ধে যোগদানের মিনতি রেখে দূত পাঠানোর বিষয়টা স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত করে তুলতে। আগামেমনন ট্রোজানদের বিজয় দেখে তার স্বভাবসুলভ হতাশা ব্যক্ত করল এ পর্বের শুরুতেই। মহাকাব্যের দ্বিতীয় পর্বে সৈনিকদের মনোবল পরীক্ষা করার জন্য সে যেমন মিথ্যা বলেছিল যে সে দেশে ফেরত যেতে চায়, এবার আর তেমন হলো না। আগামেমনন বাস্তবেই, বাস্তব বিপদ দেখে, দেশে ফেরত যাওয়ার জন্য জাহাজের পাল তোলার প্রস্তাব রাখল। ডায়োমিডিজ নিরস্ত করল তাকে। এবার বৃদ্ধ নেস্টর পরামর্শ দিল যে অ্যাকিলিসের কাছে দূত পাঠাতে হবে, দূতেরা অ্যাকিলিসের তাঁবুতে গিয়ে চেষ্টা করবে তার মন জয় করার, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যুদ্ধে ফেরত আনার। তিন-দূত অ্যাকিলিসের কাছে গেল এই কাজে—অডিসিয়ুস, অ্যাজাক্স ও ফিনিক্স। তারা তিনজনই আলাদা আলাদা আরজি রাখল অ্যাকিলিসের উদ্দেশে, অ্যাকিলিস আলাদা করেই জবাব দিল তাদের আরজির: তিনটি দীর্ঘ বক্তব্যের (অডিসিয়ুস, অ্যাকিলিস ও ফিনিক্সের) পরপরই আমরা পেলাম তিন অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য (অ্যাকিলিস, অ্যাজাক্স ও অ্যাকিলিসের)। এই বিখ্যাত বক্তব্যগুলির কিছুটা বিশ্লেষণ করা যাক।

অডিসিয়ুস তার আরজি জানালো খুব যত্ন করে সাজানো এক নৈতিক ও পার্থিব-প্রাপ্তির দৃষ্টিকোণ থেকে। সে শুরু করল গ্রিকদের জন্য বিপদ কতো ভয়াবহ আকার নিয়েছে সেই কথা বলে। এরপর সে অ্যাকিলিসকে স্মরণ করালো তার (অ্যাকিলিসের) পিতার উপদেশের কথা যে ক্রোধ বর্জন করতে হবে, কলহ থেকে দূরে থাকতে হবে; এবং সে অ্যাকিলিসের কাছে পেশ করল আগামেমননের অ্যাকিলিসের প্রতি ক্ষতিপূরণ প্রদানমূলক উপঢৌকনের পূর্ণাঙ্গ তালিকা, আর শেষে সে তার আরজির ইতি টানল অ্যাকিলিসকে তার সহযোদ্ধাদের প্রতি মায়াদয়া রাখতে বলে এবং সে যে যুদ্ধে ফিরে হেক্টরকে হত্যা করে সবচেয়ে বড় বিজয়গৌরব পেতে পারে সেই উস্কানিটুকু রেখে।

শক্তিশালী এক উপস্থাপনাই বলতে হয় অডিসিয়ুসের বক্তব্যের এই বিন্যাসকে, বিশেষ করে শেষে গিয়ে সে যেভাবে অ্যাকিলিসের 'বীরের মূল্যবোধ' জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করল সে কারণে। *ইলিয়াড*-এ 'বীরের মূল্যবোধ' বলতে আমরা বুঝি কিছু ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধের কথা যেগুলি কোনো বীরের কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কর্মপন্থা কী হবে তা নির্ধারণ করে দেয়—অর্থাৎ সে কি অ্যাকশনে যাবে, নাকি নিজেকে সংযত করবে। সেই 'বীরের মূল্যবোধ' অনুসারে অডিসিয়ুসের বক্তব্যের শেষে যখন সে অ্যাকিলিসকে বলল, 'নিশ্চিত তুমি তাদের (গ্রিকদের) চোখে লাভ করবে বিশাল মহিমা, কারণ এখন তুমি সোজা হেক্টরকেই খুন করতে পারো' (৩০৩-৩০৪), তখন এটাই স্বাভাবিক ছিল যে অ্যাকিলিস অডিসিয়ুসকে না বলবে না।

অডিসিয়ুসের পুরো বক্তব্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে অ্যাকিলিসের কাছে আগামেমননের প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ বা উপঢৌকনের তালিকা পেশ করা। তার আরজির এ-অংশের শক্তি ও গুরুত্ব এতো বেশি যে কবি তার মুখ দিয়ে আমাদেরকে আগামেমননের উপঢৌকনের বিশাল তালিকাটার পুরো পুনরাবৃত্তি শোনালেন। হোমারের যুগে উপঢৌকন ও সম্পদের অন্যরকম নৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য ছিল। গ্রিক সমাজে তখন ভ্যালু (value; সম্পদের বা বস্তুর মূল্য অর্থে) এবং সম্মান (honor) একই জিনিস, আর এ দুটোর জন্য গ্রিক শব্দ ছিল একটাই। তেমনই একটাই গ্রিক শব্দ ছিল recompense (পুরস্কার) ও reparation (ক্ষতিপূরণ)-এর জন্যও। উপঢৌকন একজন মানুষের সম্পদ বাড়ায়, এবং একইভাবে তার সামাজিক অবস্থানকে স্বীকৃতি দেয় ও তার সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি করে। সে অর্থে আগামেমননের উপঢৌকনগুলোর প্রস্তাব অ্যাকিলিসের জন্য এক বিশাল পুরস্কার, এক বিশাল পাওনা মিটে যাওয়া—এগুলো তার পার্থিব সম্পদের বিরাট বৃদ্ধি ঘটাবে, আর একইসঙ্গে তাকেই গ্রিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সম্মানের দাবিদার বানাবে। প্রথম পর্বে আমরা পুরোহিত ক্রাইসিজকে এরকমই চমৎকার ও অগণন মুক্তিপণের (বা উপঢৌকনের) প্রস্তাব রাখতে দেখেছিলাম আগামেমননের উদ্দেশে। একইভাবে মহাকাব্যের শেষ পর্বে আমরা রাজা প্রায়ামকে দেখবো ছেলে হেক্টরের মৃতদেহ ফেরত চেয়ে অ্যাকিলিসকে অজস্র মুক্তিপণ প্রদান করার দৃশ্য।

ফিনিক্স ও অ্যাজাক্সের আরজি বা বক্তৃতার ক্ষেত্রে বলা যায়, তারা দুজনেই জোর দিল অডিসিয়ুসের আরজির নৈতিক ও আবেগগত দিকগুলো বড় করে তুলে ধরার কাজে; এবং এর সঙ্গে যোগ করল ধর্মতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক যুক্তিও।

ফিনিক্সের আরজিই দৈর্ঘ্যে সবচেয়ে বড় (বস্তুত পুরো *ইলিয়াডেরই* সবচেয়ে বড় দৈর্ঘ্যের ভাষণ এটা)। সে তার মূল কথায় গেল বেশ ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে—অ্যাকিলিসের আত্মজীবনীর দিকে জোর রেখে, তারপর রূপকার্থে কথা বলে এবং শেষে ইতিহাসের পুরোনো ঘটনার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির সাদৃশ্য টেনে। বৃদ্ধ ফিনিক্স শুরু করল তার নিজের তরুণ বয়সের কথা বলে, যখন সে অ্যাকিলিসের পিতা পেলিউসের বাড়িতে আশ্রয় পায়; তারপর সে বিবৃত করল যেভাবে সে অ্যাকিলিসকে সন্তানের মতো পেলেপুষে বড়

করেছে সেসব কথা। তার বক্তব্যের এই পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বিষয়ক 'দাবি'র ছায়া পরোক্ষভাবে অডিসিয়ুসের যুক্তিকেই সমর্থন জানাল, যেখানে অডিসিয়ুস অ্যাকিলিসকে মনে করিয়ে দিয়েছিল তার পিতা পেলিউসের উপদেশগুলো। এক কথায়, ফিনিক্স এখানে তার বক্তব্যের মধ্যে অ্যাকিলিসের পিতৃসম আসন গ্রহণ করে অ্যাকিলিসের প্রতি রাখা পিতা পেলিউসের উপদেশগুলোকে (ক্রোধ ও কলহ বর্জন করে চলার উপদেশ) দ্বিগুণ শক্তির সঙ্গেই তুলে ধরল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, অ্যাকিলিসের প্রতি ফিনিক্সের এই 'তোমার পিতার কথা মনে করো' ধরনের আহ্বান আমরা আবার শুনবো ২৪তম পর্বে, যখন বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম একইরকম অ্যাকিলিসকে মনে করিয়ে দেবে তার বৃদ্ধ পিতা পেলিউসের কথা (২৪:৪৮৬-৪৯২)। আর জিউসের কন্যা 'প্রার্থনা' ও 'বিনাশের' যে রূপক গল্প শোনাল ফিনিক্স, তার মধ্য দিয়ে সে অ্যাকিলিসকে আগামেমননের দেওয়া ক্ষতিপূরণগুলো গ্রহণ করে ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে যুদ্ধে ফিরে আসার একটা ধর্মতাত্ত্বিক (theological) যুক্তিও পেশ করল। এরপরে মেলেয়গারের সুন্দর কাহিনীটি বলে, ঐতিহাসিক এক সমান্তরাল গল্প তুলে ধরে, ফিনিক্স তাকে সাবধানও করে দিল রাজার উপঢৌকন ফিরিয়ে দিয়ে সে আসলে ভবিষ্যতে কীভাবে সম্মান হারাতে পারে তা নিয়ে।

অ্যাজাক্সের আরজি, অন্য দুটোর সঙ্গে তুলনায়, সংক্ষিপ্ত ও কিছুটা রূঢ়। কীভাবে অ্যাকিলিস 'একটামাত্র মেয়ের' জন্য এভাবে তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও সহযোদ্ধাদের মিনতিগুলো উপেক্ষা করতে পারছে? এই-ই হলো অ্যাজাক্সের খোঁচার মোদ্দা কথা। পর্বের শেষে দূতেরা যখন খালি হাতে অ্যাকিলিসের তাঁবু থেকে ফিরে যাবে, তখন ডায়োমিডিজ যেভাবে অ্যাকিলিসের নামে কটু কথা বলবে, অ্যাজাক্সের খোঁটা যেন তারই পূর্বাভাস। আর অ্যাজাক্স তার বক্তব্যে যে বলল অ্যাকিলিসের মনে কোনো দয়ামায়া নেই, এই একই কথা একদিন (১৬তম পর্বে) অ্যাকিলিসকে বলবে প্যাট্রোক্লাস (১৬:৩৩-৩৫), তবে আজকে অ্যাজাক্সেরটা যেরকম পূরণ-না-হওয়া এক মিনতি, সেদিন কিন্তু প্যাট্রোক্লাসেরটা হবে ট্র্যাজিকভাবে পূরণ-হওয়া এক মিনতি। অ্যাকিলিসের দয়ামায়াহীনতার যে কথা বলল অ্যাজাক্স, তার চরিত্রের এই দিকটা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকবে একেবারে ২৪তম পর্বে প্রায়ামের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হওয়া অবধি।

তিন গ্রিক দূতের তিন মিনতিমূলক ভাষণের চেয়ে আরও আকর্ষণীয়, আরও শক্তিশালী অ্যাকিলিসের প্রত্যাখ্যানমূলক ভাষণগুলো, বিশেষ করে অডিসিয়ুসের বক্তব্যের পরে যেভাবে অ্যাকিলিস একদম ধসিয়ে দিল অডিসিয়ুসের সব যুক্তি। বলা হয়ে থাকে, পুরো *ইলিয়াড*-এর শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা বা ভাষণ এটা। এই ভাষণে বীর অ্যাকিলিস, আশ্চর্যজনকভাবে, পুরো 'বীরের মূল্যবোধ'কেই প্রশ্নবিদ্ধ করে বসে, এমনকি বাতিলও করে দেয়। বীরেরা মর্যাদালাভের জন্য অনবরত নিজের জীবনের ঝুঁকি নেয়—সম্মান অর্জনের এই প্রথাগত রীতি ও সংজ্ঞাকে রীতিমতো টলিয়ে দেয় অ্যাকিলিস।

কিন্তু একটু নিবিড়পাঠেই ধরা পড়বে যে, এগুলি অ্যাকিলিসের আসলে মনের কথা নয়, তার ভেতরকার তীব্র-তেতো ক্রোধ এবং তার বীরের গর্বে আঘাত লাগার ব্যাপারটা

এখানে স্রেফ তাকে যুক্তিবর্জিত করে তুলেছে, এই যা। সেকথা এই পর্বেই অ্যাকিলিসের এক স্বীকারোক্তির মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে আছে (৬৪৪-৬৪৮)।

আসলে অ্যাকিলিস বলতে চাইছে, 'বীরের ধর্ম' সে মানছে না, তা নয়। বরং আগামেমনন তার মতো বীরের জন্য পরিস্থিতি এমন করে দিয়েছে যে 'বীরের ধর্ম বা মূল্যবোধ' মেনে চলা কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বীরের পক্ষে এখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ 'বীরের ধর্ম'কে জলাঞ্জলি দিচ্ছে বীর-হন্তারক আগামেমনন, সে নয়। যদি বীরত্ব প্রদর্শনের পরে সম্মান ও মর্যাদাই না মেলে, তো কেন কোনো বীর মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে? আর অ্যাকিলিসের বিষয়টা তো আরও গুরুতর—সে একদম নিশ্চিত করে জানে যুদ্ধে অংশ নেওয়া অব্যাহত রাখলে সে এই ট্রয় যুদ্ধেই মারা যাবে। অ্যাকিলিস-কথিত বিখ্যাত 'দুই নিয়তি' তত্ত্বের এখান থেকেই শুরু: কোন্‌টা বেছে নেবে এক বীর—সম্মান ও মর্যাদার স্বল্পায়ু জীবন, নাকি অখ্যাত থাকার দীর্ঘ সাংসারিক জীবন? এ তত্ত্বটাই আমরা স্পষ্ট আকারে পাব পরে ১৮তম পর্বে, যখন প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর পরে অ্যাকিলিসের সামনে এসে হাজির হবে 'দুই নিয়তির' একটাকে বেছে নেবার চরম সংকটময় সেই মুহূর্ত।

তিন দূতের প্রতি দেওয়া তিন উত্তরের মধ্যেই আমরা আবার লক্ষ্য করব কীভাবে অ্যাকিলিস তার অবস্থান ও মনোভঙ্গি বদলাচ্ছে—প্রথমে, পরের সকালেই সে গ্রিসের পথে পাড়ি জমাবে এই প্রতিজ্ঞা করল, তারপরে বলল সকালে সে সিদ্ধান্ত নেবে ট্রয়ে থাকবে নাকি চলে যাবে, এবং শেষে গিয়ে বলল যে সে আবার যুদ্ধে ফিরবে যদি হেক্টর গ্রিকজাহাজ আক্রমণ করে। অর্থাৎ শেষমেশ অ্যাকিলিস স্বীকার করে নিল, ট্রয় যুদ্ধ ছেড়ে সে গ্রিসে ফেরত যাচ্ছে না। এই যে অ্যাকিলিস ধাপে ধাপে ছাড় দিচ্ছে, এরই পথ ধরে ১৬তম পর্বে প্যাট্রোক্লাসের মিনতি জানানোর পরে শেষ ছাড়টা দেবে অ্যাকিলিস, আর তখন তার সেই ছাড়ের অর্থ হবে: প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু। তখন যুদ্ধে ফিরতেই হবে তাকে, তবে সেটা পেশাদার 'বীরের ধর্মের' দাবি মেনে হবে না, বরং তা হবে বন্ধুহত্যার ব্যক্তিগত প্রতিশোধস্পৃহা থেকে, বন্ধুর খুনি হিসেবে হেক্টরের প্রতি ব্যক্তিগত ঘৃণা ও নিজের ভেতরকার জ্বলন্ত ক্রোধাগ্নির থেকে, যাতে করে আগামেমননের সঙ্গে তার এই কলহ, এসব উপঢৌকন, এসব ক্ষতিপূরণ, নিজের মৃত্যু—সবই তুচ্ছ হয়ে উঠবে তার কাছে। সে অর্থে প্রথম পর্বে অ্যাকিলিস যে বলেছিল সে ট্রয়ে লড়তে আসেনি কোনো ট্রোজান বল্লমবাজের প্রতি ক্রোধের কারণে, বলেছিল তার কোনো কলহ বা দ্বন্দ্ব নেই ট্রোজান বল্লমবাজদের সঙ্গে (১:১৫২-১৫৫), তার আচরণের মধ্যে তারই উল্টোটা ঘটতে দেখব আমরা ভবিষ্যতে। ট্রোজান বল্লমবাজ হেক্টরের প্রতি অ্যাকিলিসের তীব্র ক্রোধ থেকেই ঘটে যাবে *ইলিয়াড*-এর সবচেয়ে ট্র্যাজিক ঘটনা—হেক্টরের মৃত্যু; এবং তারই পরিণতিতে পরে ট্রয়ের মাটিতে অ্যাকিলিসের নিজের মৃত্যু। এবার অতি সংক্ষেপে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ :

১. নবম পর্বটিকে প্রাচীন গ্রিকদের 'বাগ্মিতা' (the art of oratory) বিষয়ক ম্যানুয়াল বলা হয়ে থাকে। গ্রিকরা বাগ্মিতাকে তখন যুদ্ধ করার শিল্পকুশলতার সমান এক গুণ বলে

ভাবতো। বাগ্মী হিসেবে অডিসিয়ুসের খ্যাতি ছিল ততোটাই, যতোটা অ্যাকিলিসের ছিল যোদ্ধা হিসেবে। গ্রিক বাগ্মিতা-শাস্ত্র অনুসারে অডিসিয়ুসের সূচনামূলক বক্তব্যকে বলা হয় 'exordium'; এরপর অডিসিয়ুস যখন অ্যাকিলিসের কাছে গ্রিকদের বর্তমান করুণ সামরিক অবস্থার বর্ণনা করল, সেই মাঝখানের বক্তব্যটুকুকে বলা হয় 'narratio', যার মাধ্যমে অডিসিয়ুস উপস্থাপন করল তার দেশপ্রেমমূলক যুক্তি; এবং তার বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে শেষে সে যা বলল (পিতা পেলেউসের অ্যাকিলিসকে দেওয়া ক্রোধ ও কলহ বর্জনের উপদেশ এবং আগামেমননের প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ বা উপঢৌকনের তালিকা) তাকে বলে 'conformatio'। এই conformatio পর্বে অডিসিয়ুস, সে প্রচণ্ড দক্ষ এক বাগ্মী বলেই, অ্যাকিলিসের কাছ থেকে চেপে গেল আগামেমননের উদ্ধত উক্তি যে অ্যাকিলিস তার অধস্তন এক যোদ্ধা।

২. অনেক গবেষক মনে করেন, *ইলিয়াড*-এর এক প্রধান টার্নিং পয়েন্ট অডিসিয়ুসের মিনতির উত্তরে অ্যাকিলিসের মিনতি প্রত্যাখ্যানমূলক ভাষণ। তারা বলেন, এর আগে পর্যন্ত দোষী ছিল আগামেমনন, কিন্তু অ্যাকিলিস যে মুহূর্তে আগামেমননের প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ বা উপঢৌকনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, তার পর থেকে পাঠক আর অ্যাকিলিসের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতে পারেন না।

৩. অন্য গবেষকরা এ-ও মনে করেন যে, অ্যাকিলিসের এই প্রত্যাখ্যানই ঠিক কাজ ছিল, এটা ছিল মানসিক ও নৈতিক—দুদিক থেকেই বৈধ ও যথার্থ একটি অবস্থান। কারণ প্রথমত, অ্যাকিলিস যেহেতু জানে সে অচিরেই মারা যাবে, তাই তার কাছে এসব পার্থিব উপঢৌকনের কোনো মূল্য থাকার কথা নয়; আর দ্বিতীয়ত, সে বোধ হয় ভাবছিল, আগামেমনন যদি এভাবে একবার তার ক্রীতদাসী ব্রাইসিয়িসকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে সে যে ভবিষ্যতেও আবার একই কাজ করবে না তার নিশ্চয়তা কী?

৪. আগামেমননের উপঢৌকন (বা পরোক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা) প্রত্যাখ্যান করে অ্যাকিলিস ঠিক কাজ করুক কিংবা ভুলই করুক, সব গবেষকই মোটামুটি এ-বিষয়ে একমত যে এ ঘটনা থেকেই প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। অ্যাকিলিস এখানে নিজে স্বজ্ঞানে সিদ্ধান্ত নিল যে সে পরিস্থিতির সম্মানজনক জটমোচন চায় না, অতএব সামনে যা ঘটল—অর্থাৎ তার প্রিয়তম বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু—তার জন্য অ্যাকিলিসই মূলত দায়ী থাকল।

৫. গবেষকদের অনেকেই মনে করেন নবম পর্বের পুরোটাই *ইলিয়াড*-এ পরবর্তীকালের এক সংযোজন। ১১তম পর্বের ৬০৮ সংখ্যক পঙ্ক্তি ও ১৬তম পর্বের ৪৯-৮৬ পঙ্ক্তিগুলো একদম যুক্তিসঙ্গত দুটি স্থানে একবারও একথার উল্লেখ করে না যে, আগে অ্যাকিলিসের কাছে দূতেরা ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল। এ থেকেই গবেষকদের এই ধারণা।

৬. তাছাড়া দূতদের মধ্যে ফিনিক্সের অন্তর্ভুক্তি নিয়েও বিরাট প্রশ্ন আছে। প্রথমত, নবম পর্বের আগে কোথাও তার নামটা পর্যন্ত বলা হয়নি; দ্বিতীয়ত, অ্যাকিলিসের পিতৃসম

একজন হয়েও সে কেন আগামেমননের তাঁবুতে আছে, অ্যাকিলিসের কাছে নেই, তার ব্যাখ্যা নেই কোথাও; তৃতীয়ত, যখন দূতেরা অ্যাকিলিসের তাঁবুর দিকে যাত্রা শুরু করে তখন দুজনের কথাই বলা হয়েছিল (১৮২-১৯৮), তিনজনের নয়। অতএব এমনও ভাবা হয় যে, নবম পর্ব যদি হোমারের সৃষ্টি হয়েও থাকে, তবু অন্তত ফিনিক্সের অন্তর্ভুক্তি হোমার-পরবর্তী এক সংযোজন।

৭. আবার যদি আমরা মুখে মুখে এবং স্মৃতিতে গড়া চারণগীতির সৃষ্টি ও বিকাশের স্বভাবের কথা চিন্তা করি তাহলে, গবেষকদের মতে, এসব অসঙ্গতি খুব সম্ভব হোমারের সৃষ্টিশীল কাজের নানা পর্বেরই প্রতিফলন। শ্রুতিনির্ভর এত বড় এক কবিতা হোমার এক দিনে গড়েননি, এক জীবন ব্যাপী গড়েছেন; অতএব ছোটখাট সংযোজন-বিয়োজন যে হোমারের হাতেই হওয়া অসম্ভব নয়, এমনটাও বলেন গবেষকরা।

এই বিখ্যাত পর্বটির পর্যালোচনা শেষ করার আগে আরও দুটো জিনিস বলার লোভ সামলাতে পারছি না। নেস্টর এই পর্বে রাজা আগামেমননকে বলে, ভালো রাজা যেমন উপদেশ দেবে, তেমন উপদেশ শুনবেও। নেস্টরের এ কথারই প্রতিধ্বনি আছে কয়েক শ বছর পরের লেখা সফোক্লিসের *আন্তিগোনি*-তে, যখন ক্রেয়ন বলে, ভালো রাজা অন্যের উপদেশ মানবে। কিন্তু রাজা ঠিক উল্টোটা করে এবং তার পতন হয়। এ-ছাড়া আগামেমনন এই পর্বে যখন 'আতি'-র (গ্রিক Ate, যার বাংলা অর্থ মতিবিভ্রম; পঙ্‌ক্তি ১১৫-১২০) হাতে পরাস্ত হবার কথা বলে অ্যাকিলিসের ক্রীতদাসীকে কেড়ে নেবার ভুল স্বীকার করে, তার সঙ্গে কিন্তু যথেষ্ট মিল আছে শেকস্‌পিয়ারের *হ্যামলেট*-এর পঞ্চম পর্বে লেয়ারটিসের কাছে হ্যামলেটের ক্ষমাপ্রার্থনার, তার স্বীকারোক্তির যে সে পোলোনিয়াসকে হত্যা করেছিল।

হ্যামলেট সেখানে বলে যে তার বিভ্রম বা পাগলামি তাকে দিয়ে এই খুন ঘটিয়েছে, অতএব সে যেন বা নিজে দোষী নয়। আগামেমননও 'আতি'র কথা বলে প্রকারান্তরে নিজের দোষমোচনের বা দোষ অস্বীকারেরই পাঁয়তারা করল এখানে। কিন্তু আমার পাগলামি বা মতিবিভ্রম কি আমার থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন কোনো কিছু? আমার মতিবিভ্রমের দায় কি আমারই নয়?

পর্ব - দশ ॥ ডোলোনেইয়া

ট্রোজান যোদ্ধা ডোলোনের ক্রিয়াকাণ্ড ও নিষ্ঠুর মৃত্যুই এ পর্বের মূল কথা বলে এর আদি নাম 'ডোলোনেইয়া', যা বাংলা অনুবাদে পর্বের নাম হিসেবে অপরিবর্তিত রাখা হলো। ডোলোনের চরিত্রটি এখানে বিকাশের দুটি স্তর অতিক্রম করে: প্রথমে সে অ্যাকিলিসের ঘোড়া পাওয়ার জন্য লোভী হয়ে হেক্টরের প্রস্তাবে সম্মত হয় রাতের অন্ধকারে

গ্রিকশিবিরে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে যেতে। আমরা প্রত্যক্ষ করি ডোলোনের সাহসিকতা ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মানসিকতা, সেইসঙ্গে অ্যাকিলিসের ঘোড়া পাবার লোভ ও উচ্চাশাকে। দ্বিতীয়ত, আমরা দেখি তার কাপুরুষোচিত কাজ—অডিসিয়ুস ও ডায়োমিডিজের হাতে ধরা পড়ে মৃত্যুভয়ে সে বলে দেয় সবকিছু, তার নিজের প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে জলাঞ্জলি দেয় স্বদেশী ট্রোজানদের জীবনের নিরাপত্তা। রাজা রিসাস ও তার বারো সহযোদ্ধার করুণ মৃত্যুর জন্য ডোলোনই দায়ী। শেষ বিচারে ডোলোন নিজের মৃত্যুতে পাঠকের যতটা না সহানুভূতি অর্জন করে, তার চেয়ে বেশি করে ক্ষোভমিশ্রিত করুণা। সে কোনো বীর নয়, তার জাত সুবিধাবাদী ও চারিত্রিকভাবে দুর্বল, লোভী মানুষের জাত। এতো বীরের সমাগমে পূর্ণ *ইলিয়াড*-এ ডোলোন এক সাধারণ মানুষ।

নবম পর্বের উথালপাতাল ঘটনাগুলোর পরে *ইলিয়াড*-এর পরবর্তী বড় টার্নিং পয়েন্ট আসবে ১৬তম পর্বে, প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। আপাতত প্যাট্রোক্লাস, অন্য সব মারমিডন যোদ্ধার মতোই, লড়াই থেকে অনুপস্থিত। অতএব খুব স্বাভাবিক যে দশম থেকে ১৫তম পর্ব পর্যন্ত গ্রিকদের এমন পরাজয় ঘটতে হবে যাতে করে অ্যাকিলিস যুদ্ধে ফিরে আসে। তবে অষ্টম পর্বের শেষ নাগাদ গ্রিকরা একধরনের পরাজয়ের মধ্যেই পড়ে যায়, যে পরাজয়ের কারণে নবম পর্বে অ্যাকিলিসের কাছে দূত প্রেরণ যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অতএব, সাধারণ বিচারে, দশম পর্বের কাজ হওয়া উচিত ছিল গ্রিকদের জন্য এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যার ফলে তারা আরেকটি পরাজয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ে। তার বদলে বরং এ-পর্বে আমরা দেখলাম গ্রিক বিজয়, সীমাবদ্ধ অর্থে হলেও।

সেই বিজয়ের ছবি আঁকতে গিয়ে অবশ্য হোমার তার স্বভাবসুলভ প্রচণ্ড যুদ্ধের কাড়ানাকাড়া বাজালেন না, কোনো বীরের আরেস্তিয়া (বীরগাথা) গাইলেন না। তিনি এ বিজয় আঁকলেন শুধু ট্রোজান শিবিরে গ্রিক বীর অডিসিয়ুস ও ডায়োমিডিজের রাতের অন্ধকারে এক অতর্কিত হামলার মধ্য দিয়ে। এই হামলার আদিতে ছিল গুপ্তচরবৃত্তি। গ্রিক দুই বীর গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিল ট্রোজান শিবিরের দিকে, পথের মধ্যে তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ট্রোজান ডোলোনের। সেও একই কাজে উল্টোদিকে, গ্রিক শিবিরের দিকে, যাচ্ছিল। গ্রিক দু বীরের সঙ্গে ডোলোনের এই সাক্ষাৎ এবং এর পরিসমাপ্তি, পুরোটা কেমন যেন অতি-সাজানো, অতি-চাতুরীর সঙ্গে বলা—কবির পুরো ৩৩১ লাইন লেগে গেল এই দুই গ্রিক ও এক ট্রোজানকে তাদের পথে যাত্রা শুরু করাতেই। আর পুরো ঘটনা ঘটলো রাতের আঁধারে। বীরদের সেই যুগে রাতের আঁধারে কিংবা ছদ্মবেশে অর্জিত কোনো সাফল্য যে ঠিক বীরসুলভ নয় তা বলাই বাহুল্য।

প্রচুর গবেষণা আছে এই দশম পর্বের স্রষ্টা কে তা নিয়ে। অর্থাৎ হোমারই যে এর স্রষ্টা তা এক বিতর্কিত বিষয়, এতখানিই যে *ইলিয়াড*-এর বেশ কয়েকটি ইংরেজি অনুবাদে (ইদানীংকালের স্টিফেন মিচেলেরটি সহ) এ পর্বটি রাখাই হয়নি। অনেকগুলি কারণ আছে এই সন্দেহের পেছনে, যেমন: ১. এ পর্বের ঘটনাগুলির কোনো রেফারেন্স

ইলিয়াড-এ এর আগের বা পরের কোনো পর্বেই নেই, অতএব মহাকাব্যের বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করেই এ-পর্বটি পুরো বাদ দিয়ে দেওয়া যায়; ২. এ-পর্বের স্রষ্টাকে মনে হয় তার মাধ্যম (গীতিকবিতা) নিয়ে তিনি পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ নন; মাঝেমধ্যেই দেখা যায় দৃশ্য ও চরিত্র বর্ণনাগুলি কেমন বেঢপ-বেমানান বা কষ্টকল্পিত। বাকি *ইলিয়াড*-এর কবির বিপরীতে এ পর্বের কবি দেখা যায় বরং নতুন কিছু বিষয় নিয়েই বেশি আগ্রহী, যেমন ভয়ংকর রক্তপাত ও বিভীষিকাময় দৃশ্য বর্ণনা, পোশাকের খুঁটিনাটি বর্ণনা এবং অস্বাভাবিক বর্মসাজ কল্পনা; সোজা কথায় বাকি *ইলিয়াড*-এর যে বাকভঙ্গি বা টোন তার সঙ্গে কোথায় যেন এর সাযুজ্যহীনতা রয়েছে; ৩. গবেষকরা এ পর্বটিতে কবির কণ্ঠে অপ্রচলিত শব্দ ও অভিব্যক্তি ব্যবহারের ঝোঁকও লক্ষ করেছেন, যার বিপরীতে বাকি মহাকাব্যের হোমার অনেক সোজা-সাপটা, আধুনিক ও অভিজাত। এর ফলে এই ধারণা আরও পোক্ত হয়েছে যে পরবর্তীকালের কোনো কবি এটি হোমারের অনুকরণে গড়েছিলেন; ৪. গবেষকরা এখানে আরও খুঁজে পেয়েছেন কবির বিরোধালঙ্কার (antithesis) ব্যবহারের অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী ভাবধারা ব্যবহারের ঝোঁক, যে সাহিত্যশৈলী বিষয়ক বাতিক থেকে বাকি *ইলিয়াড*-এর হোমার মুক্ত; ৫. এখানে বর্ণিত ঘটনা এতোটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ— অর্থাৎ এ পর্বে শুরু হয়ে যার এ পর্বেই পুরো শেষ—যে রাজা রিসাসকে হত্যা করে ডায়োমিডিজ এখানে রিসাসের যে দুই অত্যাশ্চর্য ঘোড়া চুরি করে, সে দুটোর কথা পরবর্তী কোনো পর্বে আর একবারও উল্লেখ করা হয় না—এমনকি ২৩তম পর্বের রথচালনা প্রতিযোগিতার সময়েও নয়, যখন কিনা এ দুই ঘোড়ার উল্লেখ খুবই স্বাভাবিক ও অত্যাবশ্যক ছিল।

এবার বিষয়টি আর একটু বিস্তারিত করা যাক। হোমেরিক গবেষক ইউস্টাথিয়ুস বলেন: 'প্রাচীন দিনের সমালোচকদের মতে অপ্রচলিত আঙ্গিকের এই কবিতাংশ হোমার সৃষ্টি করেননি, *ইলিয়াড*-এ এটা তিনি যোগ করেননি। *ইলিয়াড*-এ এর সংযোজন ঘটান আসলে পেইসিস্ট্রাটোস।' প্রাচীন যুগের ইউস্টাথিয়ুসের এই দাবির সঙ্গে সংযোগ আছে এ বিশ্বাসের যে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্বৈরাচারী রাজা পেইসিস্ট্রাটোস আথেন্সে প্রথম হোমারের *ইলিয়াড*কে এর বর্তমান ২৪ পর্বের রূপ দেন, তিনিই প্যানআথেনিক উৎসবে এ মহাকাব্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ আবৃত্তির প্রবর্তন করেন।

হোমেরিক টেক্সট-এর এই 'পেইসিস্ট্রাটিয়ান প্রতিষ্ঠা' সংক্রান্ত প্রশ্নের সুরাহা করা এক কঠিন কাজ। আধুনিক গবেষকদের মতে, ইউস্টাথিয়ুসের উপরের বক্তব্য কারো উর্বর মস্তিষ্কের অনুমানের বেশি কিছু নয়—সেই লোক বাকি *ইলিয়াড*-এর সঙ্গে 'ডোলোনেইয়া'র বৈসাদৃশ্যগুলো মাথায় রেখেই এ অনুমানটি করেছেন। তবে প্রাচীন দিনের সেই অনুমানকারী ও আধুনিক গবেষকদের উপসংহার কিন্তু ওই একই: দশম পর্ব ভাষিক ও আঙ্গিকের বিচারে বাকি *ইলিয়াড*-এর সঙ্গে মেলে না।

ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি বলে যে দশম পর্বের ভাষা যতটা না *ইলিয়াড*-এর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, তার চেয়ে বেশি *অডিসি*-র। এর অপ্রচলিত শব্দ ও অভিব্যক্তি (pseudo-archaism)

ব্যবহারের দিকে ঝোঁক, গবেষকদের মতে, হোমারের সময়ের কথ্য কাব্যরীতির (oral tradition) সঙ্গে বেমানান; এখানে যেন বা কথ্য কাব্যরীতি-উত্তর যুগের কোনো কবি হোমারের মতো কবিতা নির্মাণ করা যায় কি-না তা পরখ করে দেখতে চাইছিলেন। কিন্তু আধুনিক গবেষক এ. শিউয়ান আবার বলেন যে, 'হোমার-উত্তর যুগের এসব ভাষিক প্রকরণ, শব্দ ও অভিব্যক্তি *ইলিয়াড*-এর বাকি পর্বগুলোতেও যথেষ্টই আছে; প্রথম পর্বে সেসব যতোটা আছে, দশম পর্বে তার চেয়ে বেশি কিছু নেই, তবে গবেষকেরা দশম পর্বের আলোচনার সময়ে কেন যেন বেমালুম সেসব ভুলে যান'।

গবেষক এফ. ক্লিংগার ও ডব্লিউ. জেনস্ তাই বলেন, বাকি *ইলিয়াড*-এর সঙ্গে এর দশম পর্বের ফারাক খুঁজতে হবে আসলে ভাষিক জায়গা থেকে নয়, বরং এর আঙ্গিকে বা প্রকরণে, সোজা কথায় এর কাহিনী বলার ভঙ্গিমাতে। তারা এ প্রসঙ্গে জোর দিচ্ছেন দশম পর্বের বিরোধালঙ্কার (antithesis) বা পরস্পরবিরোধী ভাবধারা ব্যবহারের প্রবণতার দিকে। তাদের হিসেবে, 'ডোলোনেইয়া'র কবি কোথাও কোথাও জোর করে অযৌক্তিক বা অদরকারি কোনো কিছু বলেছেন স্রেফ এ-কারণে যে, তা পরবর্তী কোনো ঘটনার জন্য বলাটা জরুরি ছিল। উদাহরণস্বরূপ: এর পঙ্‌ক্তি ২০৮-২১০ তৈরিই হয়েছে পঙ্‌ক্তি ৩০৯-৩১২কে বৈধ এক হিসাব বলে প্রতিপন্ন করার জন্য। ২০৮-২১০ পঙ্‌ক্তিতে নেস্টর বলছে কোনো গুপ্তচরের গিয়ে বুঝে আসা জরুরি যে ট্রোজানরা কি জাহাজের পাশেই থেকে যাবে, নাকি গ্রিকদেরকে যেহেতু আঘাত করা শেষ, তাই তারা এখন ট্রয়ে ফিরবে? আবার ৩০৯-৩১২ পঙ্‌ক্তিতে হেক্টর তার সঙ্গীদের বলছে, কোনো ট্রোজান গুপ্তচরের গ্রিক জাহাজবহরের কাছে গিয়ে বুঝে আসা উচিত গ্রিকরা মার খাওয়ার পরে এখনও কি জাহাজ পাহারা দিয়ে রেখেছে, না-কি তারা পালানোর কথা ভাবছে, না-কি তাদের রাতের পাহারায় তারা ঢিলে দিয়েছে? এই গবেষকদের মতে, এটাই অতি-চাতুরিতে সাজানো antithesis, যা বাকি *ইলিয়াড*-এ নেই।

তবে দশম পর্ব কোনো পরবর্তী যুগের সংযোজন এমনটা যারা বিশ্বাস করেন, তারাও এখন আর একে সম্পূর্ণ আলাদা কোনো কবিতা হিসেবে দেখেন না। তারা বড়জোর বলেন: একে *ইলিয়াড*-এর গল্পের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এবং ভেবেচিন্তেই নবম পর্বের পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ আলাদা কবিতা আর ভেবেচিন্তে খাপ খাওয়ানো এক কবিতা—এ দুয়ের মধ্যে ফারাক বিস্তর। আধুনিকতম এ যুক্তির পেছনে দাবি এমন যে, অষ্টম পর্বে গ্রিক সেনাবাহিনীর মার খাওয়ার পরে তাদের মনের বর্তমান অবস্থা কী, তা দেখানোর প্রয়োজনকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। এছাড়া তাদের আরও দাবি যে, নবম পর্বের উত্তুঙ্গ আবেগ ও ১১তম পর্ব থেকে শুরু হওয়া প্রবল লড়াইয়ের মাঝখানে দশম পর্ব পাঠকের টেনশন লাঘব করানোর জন্য জরুরি ছিল।

আর যারা বলেন অষ্টম ও একাদশ পর্বের যুদ্ধ দুটোর মাঝখানের একই রাতে দ্বিতীয় আরেক ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক নয় (অর্থাৎ এক রাতের মধ্যেই অ্যাকিলিসের কাছে দূতেরা গেল এবং সে-রাতেই গ্রিকরা ট্রোজানদের দিকে গেল গুপ্তচরবৃত্তির কাজে), তারা হোমারের

স্বদেশপ্রেমের কারণে গ্রিকপক্ষ সমর্থনের কথা ভুলে যান। অর্থাৎ অষ্টম পর্বের পরাজয়ের শেষে এবং নবম পর্বে অ্যাকিলিসের কাছে দূত পাঠানোর হতাশাজনক ফলাফলের পরে, একাদশ পর্বের শুরুতে গ্রিকদের সফলতার চিত্র আঁকতে গেলে মাঝখানে তার এমন কোনো গ্রিক বিজয়ের কথা বলা উচিত ছিল যা গ্রিকদের মনকে চাঙ্গা করবে। হোমারের গ্রিকদের প্রতি দেশপ্রেমিক পক্ষপাত থেকে ধারণা করা হয় দশম পর্বে তিনি ঠিক সে কাজটিই করেছেন—গ্রিকদের মন চাঙ্গা করেছেন অডিসিয়ুস ও ডায়োমিডিজের সফল অভিযান ও ট্রোজান ডোলোনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

এতো সব যুক্তি-পাল্টা যুক্তির শেষে উপসংহার টানছেন ম্যালকম এম. উইলকক: 'এই সব যুক্তি ধর্তব্যে নিয়ে শেষে দেখা যায়, প্রাচীনকালের ইউস্টাথিয়ুসের বক্তব্য থেকে খুব বেশি দূরে নয় আমাদের বিশ্বাস। আমরা মেনে নিতে পারি যে, ডোলোনেইয়াকে বাকি *ইলিয়াড* থেকে আলাদা করে নেওয়া সম্ভব। আবার আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে এই পর্বটি কবির কাব্যভাণ্ডারে এক স্বাধীন কিন্তু নিঃসন্দেহে জনপ্রিয় পর্ব হিসেবেই তুলে রাখা ছিল। ওই ধরনের স্বাধীনতার মধ্যেই ব্যাখ্যা মেলে বাকি *ইলিয়াড* থেকে পর্বটির ভাষা ও আঙ্গিকের পার্থক্যের। কিন্তু এতসব বলার পরেও এটা মীমাংসিত হয় না যে মহাকাব্যের ঠিক এই স্থানে এ পর্বটির অন্তর্ভুক্তি *ইলিয়াড*-এর কবির কাজ নয়।' (ম্যালকম এম. উইলকক, *এ কম্পানিয়ন টু দি ইলিয়াড*, ১৯৭৬।)

উল্লেখ্য যে, রাতের আঁধারে ডায়োমিডিজ ও অডিসিয়ুস যেভাবে বিবেকহীনের মতো—বীরের মতো একেবারেই নয়— ডোলোনকে হত্যা করল, তার ফলে দান্তে তার পরবর্তীকালের মহাকাব্য *ডিভাইন কমেডি*-তে ডায়োমিডিজ ও অডিসিয়ুসকে জায়গা দিলেন নরকের অষ্টম স্তরে।

পর্বের শেষে ডায়োমিডিজ ও অডিসিয়ুস যেভাবে সমুদ্রে নেমে গা ধোয়, তা তাদের নিজেদেরকে শারীরিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিকভাবে এই নোংরা রাতের নোংরা কাজ থেকে সাফসুতরো করে নেওয়ারই রূপক। হোমার নিজেও যে রাতের অন্ধকারে ডোলোন ও রাজা রিসাসের হত্যাকে অনৈতিক কর্ম হিসেবে দেখেছেন, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল এ দুজনের বিদ্রূপের-যোগ্য এক গা ধোওয়ার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে।

পর্ব - এগারো ॥ আগামেমননের বীরগাথা

প্রথম পর্ব থেকে নবম পর্ব পর্যন্ত অ্যাকিলিসের ক্রোধ যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু নবম পর্বে অ্যাকিলিস যখন আগামেমননের সৌহার্দ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল, আগামেমননকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দিতে অরাজি হলো, তখন অ্যাকিলিসের ক্রোধ ভেতরকার নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলল, হয়ে উঠল শিশুসুলভ ও অর্থহীন। ঠিক এ-পর্যায়ে,

এই পর্বে, হোমার পেশ করলেন আগামেমননের বীরগাথা বা আরেস্তিয়া। আগের দুর্বল ও মাথা-গরম আগামেমনন এখানে হাজির হলো বীরের মহিমায়, মাঠ কাঁপিয়ে দীর্ঘ এক যুদ্ধ করে গেল সে, ট্রোজানদের প্রায় ট্রয় শহরে ফেরত পাঠানোর পর্যায়ে নিয়ে গেল। *ইলিয়াড*-এর কাঠামোগত প্রথম ঢেউতে (প্রথম থেকে অষ্টম পর্ব) অ্যাকিলিস ঠিক আর আগামেমনন ভুল; আর এর দ্বিতীয় ঢেউতে (নবম থেকে অষ্টাদশ পর্ব) অ্যাকিলিস পরিষ্কার আছে ভুল পথে, এবং আগামেমননই পাঠকহৃদয় জিতে নিচ্ছে মহান হিসেবে। একাদশ পর্বটি *ইলিয়াড*-এর এই দ্বিতীয় কাঠামোগত ঢেউয়ের প্রতিষ্ঠায় বিরাট অবদান রাখে আগামেমননের 'আরেস্তিয়া'র মধ্য দিয়ে।

এ পর্বটি যে ভোর নিয়ে আসে, সেই ভোর *ইলিয়াড*-এ সূচনা ঘটায় পুরো মহাকাব্যের অন্যতম বড় ও নৃশংস যুদ্ধের। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধদৃশ্যের মধ্যে এখানে বিশেষভাবে বলতে হয় ট্রোজান যুবরাজ প্যারিসের হাতে ডায়োমিডিজের আহত হওয়ার কথা। প্যারিস ডায়োমিডিজের গোড়ালিতে তীর বিদ্ধ করে তাকে যুদ্ধের মাঠ থেকে সরিয়ে দেয়। এই দৃশ্যে আমরা প্যারিসের তীরন্দাজ-দক্ষতার পরিচয় পেয়ে যাই, আর এর ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিই ভবিষ্যতে অ্যাকিলিসের মৃত্যুকেও। *ইলিয়াড* শেষ হয়ে যাবার পরে প্যারিসের হাতেই মারা পড়বে অ্যাকিলিস; প্যারিস তখন তীর মারবে অ্যাকিলিসের শরীরের একমাত্র নাজুক স্থান তার গোড়ালিতে।

বৃদ্ধ নেস্টরকে এ পর্বে আবারও কিছুটা কৌতুকময় ভঙ্গিতে হাজির করা হলো। নেস্টর চিকিৎসক মাকেওনকে সারিয়ে তুলবার চেষ্টা করল শুশ্রূষা দিয়ে। মাকেওনের বিপদ কেটে যাওয়ার পরে নেস্টর চেয়ার টেনে বসে শুরু করল তার দীর্ঘ স্মৃতিচারণের। *ইলিয়াড*-এ এটাই নেস্টরের দীর্ঘতম স্মৃতিচারণা। অধিকাংশ বাচাল বৃদ্ধের মতোই নেস্টর, যুদ্ধে যখন চারপাশ পুড়ছে, বারবারই ব্যস্ত তার গল্প বলার কাজে। তার অতীতের গল্পগুলির মর্মকথা যদিও কাহিনীর বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে পুরো বিসদৃশ নয়, তবু কবি তার আচরণ ও কাজকে যেরকম একই ছাঁচে ফেলে পুরো *ইলিয়াড*-এ হাজির করেছেন, তাতেই তৈরি হয়েছে নেস্টরকে নিয়ে কমিক আবহের।

একাদশ পর্ব *ইলিয়াড*-এ নিয়ে আসে অন্যতম প্রধান এক টার্নিং পয়েন্ট। অ্যাকিলিস বন্ধু প্যাট্রোক্লাসকে পাঠায় মাকেওনের কী হয়েছে তা দেখতে। এতে করে স্পষ্ট হয় যে, দূরে বসে থেকেও অ্যাকিলিস ঠিকই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছিল। কিন্তু একইসাথে অ্যাকিলিসের এই পদক্ষেপ নিশ্চিত করে দেয় কিছু ঘটনার সংঘটনকে, যার শেষে গিয়ে অ্যাকিলিসকেই আবার যুদ্ধে ঢুকতে হবে। যে মাকেওনকে অ্যাকিলিসের নিজের গিয়ে দেখে আসার কথা, সে কাজটা সে প্যাট্রোক্লাসের মাধ্যমে করিয়ে আমাদের পূর্বসংকেত দিল যে, প্যাট্রোক্লাসকে সে যুদ্ধে যোগ দিতে অনুমতি দেবে—যার পরিণতি হবে প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু, এবং পরে অ্যাকিলিসের যুদ্ধে ফেরত এসে বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ নিতে হেক্টরকে হত্যা করা।

এ পর্বের আরেকটা বিষয় লক্ষ করার মতো: গ্রিকদের মৃতদেহ সৎকার সম্পর্কিত বিশ্বাস। এখানে অডিসিয়ুস সোকাসকে হত্যা করার পরে বলে: 'হায়রে হতভাগা, তোমার

পিতা ও রানিতুল্য মাতা তোমার মৃত্যুতে চোখ দুটো বুজিয়েও দেবে না, বরং কাঁচা মাংস খাওয়া পাখিরা তোমাকে ছিঁড়ে খাবে' (৪৫২-৪৫৪)। গ্রিকরা বিশ্বাস করত যে কোনো মৃতদেহকে যদি কবরস্থ করা না হয়, তাহলে তার আত্মা অনন্তকাল ধরে বিশ্রামের স্থান খুঁজে বেড়ায়। সফোক্লিসের *আন্তিগোনে* নাটকেও এই বিশ্বাসের বিবরণ আছে, যখন ইডিপাসের ছেলে পলিনিসের মৃতদেহ দাফন করতে অস্বীকৃতি জানায় ক্রেয়ন। *ইলিয়াড*-এ হোমার যুদ্ধের ভয়াবহতাকে চিত্ররূপ দেবার জন্য অডিসিয়ুসের হাতে শুধু সোকাসের হত্যাই ঘটান না, তাকে অনন্তকালের কষ্ট ও যাতনায়ও দণ্ডিত করেন। একই ধারণা আবার সামনে আসবে *ইলিয়াড*-এর শেষতম পর্বে যখন অ্যাকিলিস হেক্টরের মৃতদেহের ওপর আরও বেশি বীভৎসতা চালাবে এবং হেক্টরের পিতা তার পুত্রের মৃতদেহ দাফনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে।

এবার প্যাট্রোক্লাসের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্যের ওপরে একটু আলোকপাত করা যাক। অ্যাকিলিস যখন তাকে পাঠাল নেস্টরের তাঁবুতে গিয়ে দেখে আসতে যে, নেস্টর কাকে (মাকেওন) আহত অবস্থায় বয়ে নিয়ে এল, তখন নেস্টরের ওখানে অনেক সময় ধরে আটকা পড়ল প্যাট্রোক্লাস, তাকে শুনতে হলো নেস্টরের দীর্ঘ স্মৃতিচারণা। প্যাট্রোক্লাসকে সে সময় আমরা দেখি যত তাড়াতাড়ি পারা যায় অ্যাকিলিসের কাছে ফেরত যেতে উদগ্রীব, কারণ সে জানে অ্যাকিলিস কতো দ্রুত রেগে যেতে পারে। নেস্টরই তার দীর্ঘ ভাষণে প্যাট্রোক্লাসের কাছে প্রস্তাব রাখল, সে যেন অ্যাকিলিসকে অন্তত এটুকু রাজি করায় যে অ্যাকিলিস প্যাট্রোক্লাসকে তার নিজের বর্ম পরে মারমিডনবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধে নামতে অনুমতি দেবে। এবার যখন সে অ্যাকিলিসের কাছে ফেরত যাচ্ছে, প্যাট্রোক্লাসের দেখা হলো আহত ইউরিপিলাসের সঙ্গে। প্যাট্রোক্লাস তার আসল কাজ (অ্যাকিলিসের কাছে গিয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি বর্ণনা করা) বাদ দিয়ে তখন ইউরিপিলাসকে সাহায্য করল তার কুটিরে পৌঁছাতে, সেবাযত্ন করল তার আঘাতের, এবং, আমরা যেমন পরে জানতে পারি (১৫:৩৯০-৪০৪), ইউরিপিলাসের সাথে খানিক সময় খোশগল্প করে সে আহত মানুষটার মন ভালো করার প্রচেষ্টাও নিল।

কে আহত হয়েছে তা নিয়ে অ্যাকিলিসের আগ্রহ এবং প্যাট্রোক্লাসকে তা দেখতে পাঠানো, এ থেকেই শুরু হলো 'প্যাট্রোক্লাসের অশুভ নিয়তির খেলা' (৬০৪)। তবে শুধু এ দুই বাহ্যিক ঘটনাই নয়, প্যাট্রোক্লাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও—নৈতিক অবস্থানের দিক থেকে সে অ্যাকলিসের পুরো বিপরীত; অ্যাকিলিস নির্মম-নিষ্ঠুর, প্যাট্রোক্লাস দয়ালু ও মানবিক—তার নিয়তিকে নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য দায়ী। গ্রিকদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে দয়ালু, সবচেয়ে নরম মনের, আর সে বিষয়টির প্রতি কবির সহানুভূতিও অনেক—পুরো *ইলিয়াড*-এ দয়ালুর (kind) গ্রিক শব্দটি কবি কেবলমাত্র প্যাট্রোক্লাসের জন্যই ব্যবহার করেছেন। তার দয়ালু মনোভাবই তার মৃত্যুকে তরান্বিত করল। নেস্টরের গল্প শোনার মধ্য দিয়ে দেখানো তার সদয়চিত্ত, ইউরিপিলাসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার প্রতি দয়া প্রদর্শন, এবং পরে ১৬তম পর্বের শুরুতে যে আবেগ ও সহৃদয়তা দিয়ে সে অ্যাকিলিসের

কাছে যুদ্ধে নামার অনুমতি প্রার্থনা করে—এই প্রতি পদক্ষেপে ফুটে ওঠা তার দয়ার্দ্র মনোভাবই তাকে অকালমৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে গেল।

১১তম পর্বের এই দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ দিনটি চলে ১৮তম পর্বের শেষ পর্যন্ত, যেখানে আমরা দেখব গ্রিকদের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে, তাদের জাহাজে আগুন জ্বলছে, প্যাট্রোক্লাস নিহত হয়েছে। অর্থাৎ থেটিসকে দেওয়া জিউসের শপথের পূরণ হবে এভাবে, হবে অ্যাকিলিসের অভিলাষের 'পূর্ণাঙ্গ' বাস্তবায়ন—'পূর্ণাঙ্গ' এই অর্থে যে এর মধ্য দিয়ে হৃত সম্মান ও মর্যাদা ঠিকই ফেরত পাবে অ্যাকিলিস, কিন্তু হারাবে তার প্রিয়তম বন্ধু প্যাট্রোক্লাসকে; এবং *ইলিয়াড*-এর কাহিনী শেষ হওয়ার পরে নিজের জীবনটাও।

এ পর্বের আরেক লক্ষণীয় বিষয়, প্রধান গ্রিক বীর অ্যাকিলিস যখন তাঁবুতে বসে আছে, তখন আরও তিন প্রধান যোদ্ধা এখানে আহত হলো: আগামেমনন, ডায়োমিডিজ ও অডিসিয়ুস। এটাই আমাদের বলে দেয়, গ্রিকদের শ্রেষ্ঠত্বের যে ছাপ এ-পর্বে আমরা বারবার খুঁজে পাই, তা শেষে গিয়ে তিরোহিত হলো—গ্রিকরা এবার সত্যিই কোণঠাসা অবস্থার মধ্যে পড়ল। প্রধান গ্রিক যোদ্ধাদের মধ্যে কেবল অ্যাজাক্সই এখন আছে সুস্থ শরীরে, সে একপর্যায়ে বলেও যে যুদ্ধের মোড় সে ঘুরিয়ে দেবে (কবি বারবারই অ্যাজাক্সকে হেক্টরের চেয়ে বড় যোদ্ধা হিসেবে চিত্রিত করেছেন)। কিন্তু জিউস, তার শপথ পূরণের পথ বাধামুক্ত করতে, অ্যাজাক্সকেও বাধ্য করল পিছু হটায়—সে ভুট্টাক্ষেত থেকে কোনো গাধা যেভাবে অনিচ্ছায় সরে যায়, সেরকম অনিচ্ছায় সরে গেল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে (৫৫৮-৫৬৫)। এবার আর গ্রিকদের ধরাশায়ী করার ব্যাপারে ট্রোজানদের সামনে কোনো বাধাই থাকল না—কবি অবমুক্ত করে দিলেন মারাত্মক ট্র্যাজেডির (high tragedy) সকল অর্গল।

পর্ব - বারো ॥ হেক্টর ঝড় তুলল গ্রিক দেওয়ালে

এতক্ষণ ধরে অ্যাকিলিসের যুদ্ধে প্রত্যাবর্তনের যে যৌক্তিক পরিমণ্ডল কবি তৈরি করেছেন, ১২তম পর্ব সেদিকেই বিশাল এক অগ্রযাত্রা—এ-পর্বেই ট্রোজান সাফল্যের প্রথম বিশাল ধাক্কা সম্পূর্ণ করা হলো। পর্বটি শুরু হলো মানুষের শ্রেষ্ঠতম কাজেরও তুচ্ছতাকে ফুটিয়ে তুলে। আমরা এর শুরুতেই জানলাম ভবিষ্যতে কীভাবে পসাইডনের হাতে গ্রিকদের এই রক্ষাপ্রাচীর পুরো ধ্বংস হবে। মানুষের কাজ, সৃষ্টি ও অর্জন যে মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক শক্তির সামনে অতি ক্ষণস্থায়ী, অতি তুচ্ছ—পাঠকের মনে সেই অসহায়ত্বের বোধ জাগিয়ে তুলেই এখানে কাহিনীর অবতারণা করলেন হোমার।

হোমারের সমরকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান দেখে আমাদের চমৎকৃত হতে হয় বৈকি। গ্রিক প্রতিরক্ষা দেওয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে যাতে করে ট্রোজানরা গ্রিক জাহাজে আগুন দিতে পারে—এই লক্ষ্য মাথায় নিয়ে হোমার এখানে যা বর্ণনা করলেন, তাতে বোঝা গেল গ্রিক প্রতিরক্ষা ভেঙে দেবার স্বচ্ছ এক ছবি আঁকাই ছিল এই কবির মনে। ৮৬ থেকে ১০৪ নং

পঙ্ক্তিতে, শুরুতেই, সে কারণে কবি ট্রোজান সেনাবাহিনীকে পাঁচটি ডিভিশনে ভাগ করে নিলেন, যাতে করে গ্রিক দেওয়ালের নানা অংশ ধরে ট্রোজানদের চাপ সৃষ্টি করাতে পারেন তিনি। তার লক্ষ্য এখানে পরিষ্কার: দেওয়ালের অন্য কোনো অংশ দুর্বল হয়ে পড়া মানে দেওয়ালের মাঝখানের মূল অংশ দুর্বল হয়ে পড়বে, ফলে ট্রোজান সাফল্য আসবে ঐ মাঝখানের অংশ ধরেই। এর অনুক্রমটি এরকম :

১১৮-১৯৪	এইসিয়াস (৩য় ডিভিশন) আক্রমণ করল পার্শ্ব তোরণ।
১৯৫-২৮৯	হেক্টর (১ম ডিভিশন) আক্রমণ করল মাঝখানের মূল অংশ।
২৯০-৪২৯	সারপিডন (৫ম ডিভিশন) এত কঠিন এক চাপ সৃষ্টি করল যে গ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যূহকে কোনোভাবে টিকিয়ে রাখার জন্যই গ্রিকদেরকে হেক্টরের সামনে থেকে সরে আসতে হলো।
৪৩০-৪৭১	হেক্টর সফল হলো দেওয়ালের প্রবেশমুখ ভেঙে দেওয়ার কাজে।

গ্রিক প্রতিরক্ষা দেওয়ালটি আমরা নির্মিত হতে দেখি সপ্তম পর্বে (৪৩৭-৪৪১)। এই দেওয়াল, *ইলিয়াড* মহাকাব্যের মতোই, এক প্রত্নবিদ্ধ কল্পকাহিনী—এর কোনো চিহ্নই প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খুঁজে পাননি। মহাকাব্যের মধ্যেই এ ব্যাখ্যা দেওয়া আছে যে, কেন এ দেওয়াল ট্রয় যুদ্ধের দশম বছরে তৈরি করা হলো, কেন গ্রিকরা ট্রয় উপকূলে আসার পরপরই বা প্রথম বছরে নয় (৭:৩৩৬-৩৪৩)।

এখানে কাহিনীর প্রয়োজনেই যুদ্ধ থেকে অ্যাকিলিসের সরে যাওয়াটা হতে হবে এমন বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া আনা এক ঘটনা যাতে করে গ্রিকদের ট্রয় অভিযানের মূল লক্ষ্য সুদূরপরাহত হয়, তাদের ভাগ্যের চাকা পুরো উল্টে যায়। এর আগের পর্বে হোমার গ্রিকদের কোণঠাসা অবস্থাকে দেখিয়েছেন প্রধান গ্রিক বীরদের আহত হওয়ার মধ্য দিয়ে, আর এ পর্ব থেকে তিনি গ্রিক সাফল্যের স্বপ্ন পুরো উল্টে দেবেন অবরোধকারীদেরই অবরুদ্ধ দেখিয়ে। এ পরিকল্পনা মাথায় নিয়েই হোমার দেওয়ালটির নির্মাণের বর্ণনা করেছিলেন মৃত গ্রিক সৈন্যদের কবরে জড়ো করা মাটির উঁচু স্তূপের এক সম্প্রসারণ হিসেবে; আর ঐ কবরের ঢিবির সম্প্রসারণ যে দেওয়াল তা-ই গ্রিকদের জন্য হয়ে দাঁড়াল বিখ্যাত ট্রয়ের নগর-দেওয়ালের গ্রিক প্রতিরূপ।

ইলিয়াড-এর বর্ণনা-কৌশল নিয়ে একটি কথা। এ-পর্বের শুরুতে আমরা দেখি 'জিউসের চাবকানির হাতে অধিকৃত হয়ে' (৩৭) গ্রিকরা একসময় হেক্টরের তাড়ার সামনে নিজেদের দেওয়ালের ভেতরে নিজেরাই খোঁয়াড়বন্দী হয়ে পড়বে। চমৎকার এক উপমায় (৪০-৪৮) হোমার এখানে হেক্টরকে, তার বিজয়ের এই পর্বে, তুলনা করলেন কোনো বুনো শূকর বা সিংহের সঙ্গে, আর ঐ শূকর বা সিংহের ভাগ্যের কথা বলেই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন হেক্টরের নিয়তির: '...তবু পশুটির অকুতোভয় বুকে জাগে না কোনো ভয়, কোনোভাবে পালানোর ইচ্ছা কোনো; তার সেই সাহসের কারণেই পরে তার সর্বনাশ আসে' (৪৫-৪৬)। এ লাইন দুটি পড়ে

আমাদের মনে আসে ষষ্ঠ পর্বে হেক্টরের প্রতি তার স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকির কথা: 'তোমার নিজের সাহসী চেতনাই তোমাকে ধ্বংস করবে জেনো' (৬:৪০৭)। আবার ১৬তম পর্বে প্যাট্রোক্লাস যখন তার বীরত্বের শীর্ষতম বিন্দু ছুঁয়ে যাচ্ছে, তখন যে আরেক উপমা ব্যবহার করেন হোমার, তার আগাম প্রতিধ্বনিও আমরা শুনতে পাব ১২তম পর্বের এই উপমার মধ্যে। সেখানে মৃত্যুর অল্প একটু আগে প্যাট্রোক্লাস কোনো সিংহের মতো করে লাফিয়ে ছুটে যাবে সেব্রায়োনিজের দিকে, যে সিংহ ভেড়ার পাল আক্রমণ করতে গিয়ে বুকে আঘাত পেয়েছে, এবং 'তার নিজের সাহসই ডেকে এনেছে তার মৃত্যুকে' (১৬:৭৫১-৭৫৩)। একই খ্যাপা সাহসের পরিণতি নিয়ে এভাবে বারবার নানাভাবে, নানা স্থানে বলাটা *ইলিয়াড*-এর বর্ণনা-কৌশলের অন্যতম এক দিক। অনেকবারই অনেক কিছুর পুনরাবৃত্তি আছে পুরো *ইলিয়াড* জুড়ে। *ইলিয়াড*-এর ঘন বুনোটের বয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ এরা, যেখানে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কবি একটি আপাত ধারণাকে 'সত্যে' রূপ দিতে প্রয়াসী। পাঠকের এ জাতীয় পুনরাবৃত্তি পড়তে খারাপ তো লাগেই না, বরং *ইলিয়াড* পাঠের সবচেয়ে আনন্দদায়ক বিষয়গুলোর মধ্যেই পড়ে এই 'উপমা' ও পর্ব থেকে পর্ব জুড়ে একই বিষয়ের ক্রস-রেফারেন্স পাঠের অভিজ্ঞতা।

এ-পর্বের শেষে, গ্রিক প্রতিরক্ষা দেওয়াল ভেঙে যাবার পরে এবং ট্রোজানরা হুড়মুড় করে জাহাজের দিকে ছুটে যাবার পরে, ট্রোজান সেনাবাহিনী ও গ্রিক জাহাজবহরের মাঝখানে আর অন্য কিছু নেই, কোনো বাধা নেই। অতএব এখন একমাত্র বাধা হিসেবে অ্যাকিলিসকে সামনে আসতেই হবে। সেটা সে আসবে দুভাবে: প্রথমে নিজে যুদ্ধে না এসে বরং নিজের বর্মসাজ পরিয়ে প্যাট্রোক্লাসকে যুদ্ধের মাঠে পাঠিয়ে; এবং পরে, প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু হলে, নিজে যুদ্ধে নেমে হেক্টরকে খুন করে *ইলিয়াড*-এর সমাপ্তি টানতে।

পর্ব - তেরো ॥ জাহাজবহরে আক্রমণ

ইলিয়াড-এর অন্যতম বড় গুণ এই যে এখানে প্রায় কোনোকিছুই পাঠকের ধারণা, পরিস্থিতির দাবি, যুক্তি ও অঙ্কের হিসাব মেনে চলে না। ১৩তম পর্বে কী ঘটা সঙ্গত ছিল সে বিষয়ে পাঠকের স্বাভাবিক হিসাব কী বলে তা দেখা যাক। অষ্টম পর্বে গ্রিকদের পরাজয়ের কারণে নবম পর্বে গ্রিকরা হন্তদন্ত হয়ে দূত পাঠাল অ্যাকিলিসের কাছে, তাকে যুদ্ধে ফেরার মিনতি জানাতে। অ্যাকিলিস রাজি হলো না তাদের প্রস্তাবে, কিন্তু বলে দিল যে সে যুদ্ধে ফিরবে যদি হেক্টর গ্রিক জাহাজবহরে আগুন দেয় তবেই (৯:৬৫০-৬৫৩)।

অতএব এখন অষ্টম পর্বের পরে আরেকটি বড় গ্রিক পরাজয় দরকার ১৬তম পর্বে প্যাট্রোক্লাসের অ্যাকিলিসের কাছে গিয়ে একথা বলার জন্য যে, অ্যাকিলিস নিজে যদি যুদ্ধে না-ও নামে, তাহলে অন্তত সে তাকে নামতে দিক তার মারমিডনবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে। ঠিক এ-সময় গ্রিকদের উদ্যম ও মানসিকতা কিছুটা চাঙ্গা করে তুলতে এল দশম পর্ব, যেখানে গ্রিকরা রাতের অন্ধকারে ট্রোজান শিবিরে তাণ্ডব চালাল। এরপর ১১তম পর্বে

আমরা দেখলাম, আপাত চোখে গ্রিকরা যুদ্ধে জিতলেও তাদের আসলে কোমর ভেঙ্গে গেছে প্রধান তিন যোদ্ধার (অ্যাকিলিসের অনুপস্থিতি মাথায় রাখলে চার) আহত হবার কারণে। এই একাদশ পর্বের পরে, একদম যৌক্তিক পরম্পরা মেনেই, গ্রিক প্রতিরক্ষা দেওয়াল ধসে পড়ল হেক্টরের হাতে, ট্রোজানবাহিনী ছুটল জাহাজবহরে আগুন দিতে। ঠিক ওরকম এক টানটান মুহূর্তে, যখন গ্রিক জাহাজবহরে আগুন লেগে অ্যাকিলিসের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনই পাঠকের একমাত্র প্রত্যাশা, কেবল হোমারের মতো বিরাট মাপের কবির পক্ষেই সম্ভব কাহিনী-পরম্পরার যৌক্তিক ধারাবাহিকতাকে থোড়াই কেয়ার করা। তিনি হঠাৎ এই ১৩তম পর্বে এসে আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়ে উল্টো দিকে ঘুরে গেলেন। তিনি দেখালেন যে, দেবরাজ জিউসের মন যুদ্ধ থেকে অন্যত্র সরে গেছে, এবং এর ফলে দুটি পর্ব—১৩ ও ১৪তম—জুড়ে গ্রিকরা আবার নিজেদের সংহত করে নিতে পারবে। হেক্টরের গ্রিক জাহাজবহরে আগুন দেওয়া, অতএব, পিছিয়ে গেল আরও দুই পর্ব। কবির কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে এই পাঠক-প্রত্যাশিত ঘটনার সংঘটনকে বিলম্বিত করে দেবার পেছনে?

এ পর্বের ঘটনাগুলি আসলে আরও বৃহত্তর এক সম্পূর্ণেরই অংশ, বৃহত্তর এক অঙ্কের ভাগ। এর মাধ্যমে কবি ১১ ও ১২তম পর্বের যুদ্ধকে শুধু চালুই রাখলেন না, একইসঙ্গে এর পরের দুই পর্বের (১৪ ও ১৫তম পর্ব) সাথে একে মিলিয়ে একটা ইউনিটও গঠন করে ফেললেন। ঐ আগামি দু পর্বেই গ্রিক পক্ষের দেবতা পসাইডন জিউসের অন্যমনস্কতা ও হেরার সঙ্গে কামবাসনার পূরণে লিপ্ত থাকার ফাঁকে গ্রিকদেরকে ট্রোজানদের বিরুদ্ধে সামনে তাড়িয়ে নেবে। সে কাজ পসাইডন শুরু করল এই ১৩তম পর্ব থেকেই।

তাছাড়া এ-পর্বে প্রবীণ গ্রিক বীর আইডোমেন্যুসের যে আরেস্তিয়া (বীরগাথা) আছে এবং পরের পর্বে জিউসের যে প্রতারণার শিকার হওয়ার ঘটনাটি আছে—এর সবই কবির বিলম্বকরণ টেকনিক; গ্রিকদের মরোমরো অবস্থা দেখে অ্যাকিলিসের যে প্রতিক্রিয়া হবে, তার সংঘটনকে দেরি করানোর কৌশল। একই সঙ্গে প্যাট্রোক্লাস যখন নেস্টরের তাঁবু থেকে অ্যাকিলিসের তাঁবুতে ফেরত যাচ্ছে, ওই মাঝখানের সময়টুকু পূরণ করার জন্য সময়ক্ষেপণ মাধ্যম (বা filler) হিসেবেও দেখা যায় ১৩ ও ১৪তম পর্বের অ্যাকশনগুলিকে। অধিকন্তু, ১৫তম পর্বে আমরা প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছি ট্রোজানদের জিউস-সমর্থিত বিশাল সাফল্য। সেই সাফল্যের বিরাটত্বকে আরও বিরাট করে তুলতেই যেন কবি ট্রোজানদের জয়যাত্রাকে সাময়িক পরাজয়ে রূপ দিলেন ১৩ ও ১৪তম পর্বে। এর ফলে ১৬তম পর্বে অ্যাকিলিসের প্রতি প্যাট্রোক্লাসের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনার অভিঘাত আরও নাটকীয় হয়ে উঠল।

আগেই বলেছি, এই পর্বে গ্রিক জাহাজবহরে আগুন দিতে সক্ষম হবার বদলে ট্রোজানরা বরং গ্রিকদের হাতে তাড়া খেয়ে পেছাবে। কেবল ১৫তম পর্বে গিয়েই আমরা দেখব ট্রোজানরা আবার সামনে এগোচ্ছে। কবি, লক্ষণীয় যে, ১৩ ও ১৪তম পর্বের এসব ঘটনা যেমন ঘটালেন মানুষের পৃথিবীতে, তেমনই একই ঘটনাগুলির বর্ণনা দেওয়া হলো দেবতাদের দৃষ্টিকোণ থেকেও। কথাটা এ অর্থে বলছি যে, গ্রিকদের হঠাৎ এই প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান

থেকে আগ্রাসনমূলক অবস্থানে যাবার পেছনে আছে দেবরাজ জিউসের যুদ্ধ থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে সরানো (১৩তম পর্বে), এবং নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্য এক কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া (১৪তম পর্বে)। জিউসের দু পর্ব জুড়ে এ দুটো পদক্ষেপ গ্রিকপক্ষের দেবতা, সমুদ্রদেবতা, পসাইডনকে মাঠে নামার সুযোগ করে দেবার জন্যই। পসাইডন ১৩তম পর্বে দেবতা হয়েও মানুষের যুদ্ধে লড়ছে সংগোপনে, আর ১৪তম পর্বে তা প্রকাশ্যে।

এখানে যুদ্ধের এক পর্যায়ে নিহত হলো যুদ্ধদেব আইরিজের পুত্র অ্যাস্‌কালাফাস। দেবতার সন্তানের এই মৃত্যু এবং তার মৃতদেহ কেন্দ্র করে লড়াই আমাদের ১৬তম পর্বে আরও বড় এক দেবতার আরও বীরসুলভ এক সন্তানের মৃত্যুর আগাম আভাস দিয়ে রাখল। ১৬তম পর্বে মারা যাবে স্বয়ং দেবরাজ জিউসের পুত্র মহান বীর সারপিডন।

এ-পর্বের শেষে গিয়ে আমরা দেখি বেশ কজন প্রধান ট্রোজান বীর আহত। এটা পরিষ্কার যে এ-দৃশ্যের মাধ্যমে ১১তম পর্বে মূল গ্রিক বীরদের আহত হওয়ার এখানে সমান্তরালতা টানলেন হোমার।

১২তম পর্বে আমাদের পরিচয় হয়েছিল পসাইডনের সঙ্গে। সেই দেবতা এ-পর্বে এতবড় এক ভূমিকা নিল যে প্রাচীন কালে এ পর্বটিকে বলা হতো 'পসাইডোনিয়াড' (Poseidonead) বা 'পসাইডনের গান'। পসাইডন তার যে বিশাল বাগ্মিতাশক্তির মাধ্যমে গ্রিকদের জাগিয়ে তুলল, তা এ পর্বের অন্যতম প্রধান সৌন্দর্যের দিক। মহাকাব্যে বাগ্মিতা বা ভাষণের বিরাট ভূমিকা এবং তখনকার গ্রিক সংস্কৃতিতে বাগ্মিতাকৌশলের বড় গুরুত্ব—এ দুটো টিপিক্যাল সত্যকে আবার প্রতিষ্ঠা করল পসাইডনের এই ভাষণ। নবম পর্বে তিন গ্রিক দূতের বাগ্মিতা-ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে আমাদের যে মুগ্ধতা, তা-ই এখানে আরেকবার ঘটে মানুষ নয় বরং এক দেবতার বাগ্মিতার শক্তি দেখে।

পাঠকের জন্য আরও লক্ষণীয় এক বিষয় হচ্ছে, যুদ্ধ এই পর্বে এসে তীব্রতর হয়ে উঠছে কারণ ধীরে ধীরে ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। মধ্যবয়সী বা প্রবীণ আইডোমেন্যুস যেভাবে পর্বের শেষদিকে প্রধান যোদ্ধা হিসেবে আবির্ভূত হলো, তার বয়স সত্ত্বেও, তাতে বোঝা গেল এখন যুদ্ধ আর শুধু গোটা কয়েক প্রধান চরিত্রের মধ্যেকার কোনা বিষয় নয়, যুদ্ধ এখন সর্বব্যাপী আকার নিয়েছে।

এই দীর্ঘ পর্বকে হোমারবিদরা যে পাঁচ ভাগে ভাগ করে পাঠ করেন, সেই পর্ব বিভাজনের দিকে পরিশেষে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক :

১-২৩৯	দেবতা পসাইডন গ্রিকদের উৎসাহ দিল দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের।
২৪০-৩২৯	যুদ্ধের সেনাব্যূহের পেছনদিকে আইডোমেন্যুস ও মেরাইয়োনিজের সাক্ষাৎ।
৩৩০-৫১৫	যুদ্ধক্ষেত্রের বাম দিকে আইডোমেন্যুসের আরেস্তিয়া (বীরগাথা)।
৫১৬-৬৭২	যুদ্ধের বাম দিকে প্রচণ্ড এবং দু পক্ষে সমান সমান যুদ্ধ চলছে।
৬৭৩-৮৩৭	যুদ্ধের মাঠের কেন্দ্রে হেক্টর ও অ্যাজাক্সের মধ্যে সংঘর্ষ।

পর্ব - চৌদ্দ ॥ জিউসকে হেরার প্রতারণা

আগের পর্বে শুরু হওয়া 'কাহিনীর উল্টো পথে হাঁটা', অর্থাৎ পাঠক প্রত্যাশাকে ঝুলিয়ে রেখে উল্টোটা ঘটা, এ পর্বেও অব্যাহত থাকল। জিউসকে তার স্ত্রী হেরা ঘুম পাড়িয়ে দিল এবং সেভাবেই থেটিসের কাছে রাখা শপথ মোতাবেক জিউসের গ্রিকদের যুদ্ধে পরাজিত করার যে পরিকল্পনা, তার বাস্তবায়নকে শক্তভাবে থামিয়ে দেওয়া হলো। আরও এক পর্বের জন্য বিলম্বিত হয়ে গেল হেক্টরের গ্রিক জাহাজবহরে আগুন দেওয়া। জিউসের পূর্ণ অনুপস্থিতিতে দেবতা পসাইডন যেভাবে প্রকাশ্যে মানুষের যুদ্ধে অংশ নিল তাতে করে *ইলিয়াড* পরিপূর্ণ অর্থেই 'মানবজাতির যুদ্ধের সবচেয়ে বড় মহাকাব্য' থেকে হয়ে উঠল 'মানুষ ও দেবতাদের যুদ্ধের সবচেয়ে বড় মহাকাব্য'। গবেষকেরা মনে করেন এ পর্বটিকে নিখুঁতভাবে তিনটি ভাগে বিভাজন করা যায়। সেটা এরকম :

১-১৫২	নেস্টরের সঙ্গে ১১তম পর্বে আহত তিন প্রধান গ্রিক যোদ্ধার সাক্ষাৎ (আগামেমনন, ডায়োমিডিজ ও অডিসিয়ুস)।
১৫৩-৩৫১	হেরার হাতে জিউস প্রতারিত।
৩৫২-৫২২	দেবতা পসাইডনের সাহায্য নিয়ে গ্রিকদের বিজয়।

প্রাচীনকাল থেকেই এ-পর্বটির নাম 'জিউসকে প্রতারণা' '(The Deception of Zeus; গ্রিকভাষায় 'Dios apate')। পর্বের এই অংশটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। কবিকে এ দৃশ্যটি গড়তে গিয়ে খুব সাবধানতার সঙ্গেই এগোতে হয়েছে, কারণ এখানে হেরা, সত্যিকার অর্থেই, তার সর্বশক্তিমান স্বামীর পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিতে সচেষ্ট। হেরার অভিলাষঃ জিউসকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে রেখে সে দেবতা পসাইডনকে ট্রোজানদের ওপরে বিরামহীন-বাধাহীন আক্রমণের সুযোগ করে দেবে। হেরা তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তার সব যৌনাবেদন নিয়ে সামনে এগোলো। হোমার বেশ কয়েকবারই *ইলিয়াড*-এ দেবতাদের এনেছেন নশ্বর মানুষের যুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করা থেকে শ্রোতা বা পাঠককে খানিক বিরাম দেবার জন্য। দেবতারা সেসব সময়ে *ইলিয়াড*-এ এসেছে পরিস্থিতি খানিক হালকা করার কাজে, এমনকি খানিকটা হাস্যরসের জোগান দিতেও। পুরো *ইলিয়াড*-এ যতবার দেবতারা এ-জাতীয় ভূমিকায় এসেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সার্থক 'জিউসকে প্রতারণা'র এই এপিসোডটি।

এই এপিসোডের পঙ্ক্তি ১৫৮, ২৯৬ ও ৩১৫-৩১৮-র মধ্যে হাস্যরস লক্ষণীয়; এমনকি সূক্ষ্ম যৌনরসাত্মক একটা অংশও আছে আফ্রোদিতির হেরাকে তার নিজের স্তনের কাছ থেকে খুলে এক চামড়ার ফিতে পরিয়ে দেবার জায়গাটুকুতে (২১৪-২১৭)। বলা হয়ে থাকে পুরো *ইলিয়াড*-এ একমাত্র যৌনরসাত্মক অংশ এটি, যেখানে কবি বেশ সাহসী কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর শেষদিকে (৩৪৬-৩৫১) বসন্তকালে পৃথিবীতে নতুন

ফুল ও নতুন ঘাস জন্ম নেওয়ার যে কথা উল্লেখ করলেন কবি, তা হয়ে উঠল পুরো *ইলিয়াড*-এর অন্যতম সুন্দর দৃশ্যবর্ণনা। দেবরাজ ও তার স্ত্রীর সেই নতুন গজানো ঘাস ও ফুলের বিছানায় শুয়ে মিলনে রত হওয়ার মধ্যে পরিষ্কার রূপকের সন্ধান পেয়েছেন গবেষকেরা। মিলন থেকেই জন্ম হয় নতুনের, আর বসন্ত প্রকৃতিতে আগমন ঘটায় নতুন রূপের। স্বর্গ-মর্ত্যের প্রভুর মিলনের সময়ে বসন্তকালীন নতুনত্বের আবাহন জানানোর বিকল্প আছে কি?

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বেশ কয়েকজন প্রধান প্রাচীন ইতিহাসকার এই পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে সন্ধান পেয়েছেন হোমারের সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া 'বসন্তকালীন পূজা-আচার'-এর। ইতিহাসকারদের ধারণা, তখন গ্রিসে প্রতিবারের বসন্তে 'বসন্ত আবাহনী পূজা' (spring ritual) পালন করা হতো প্রকৃতির নতুন জন্ম এবং নারী ও মাটির উর্বরতা কামনা করে।

জিউস এ পর্বে নিজের স্ত্রীর কাছে, স্বামী হয়েও, তার অবিশ্বস্ততা ও নারীশিকারের যে দীর্ঘ তালিকা পেশ করল তা আজ পর্যন্ত সাহিত্যে প্রেম ও যৌনতার বিবরণের ক্ষেত্রে অনবদ্য ও অদ্বিতীয় রয়ে গেছে। জিউসের এই হাস্যরসজাগানো তালিকাটিকে বলা হয় 'Leporello Catalogue' বা তার 'ব্যভিচারের তালিকা'। স্বামীরা যেখানে স্ত্রীদের কাছ থেকে চিরকাল নিজের যৌন-ব্যভিচার লুকিয়ে রাখে, জিউস সেখানে করল উল্টো; সে তার স্ত্রীকে কামনামথিত করল নিজের ব্যভিচারের তালিকা শুনিয়ে। ইন্টারেস্টিং কৌশল বটে!

হেরা জিউসকে কামনার ফাঁদে ফেলে ঘুম পাড়িয়ে দেবার পরে কাহিনী ফেরত এলো যুদ্ধক্ষেত্রে। সেখানে, আমাদের বিস্মিত করে দিয়ে, গ্রিক যোদ্ধারা বর্মসাজ বদলে নিল। কোনো কোনো গবেষক সৈন্যদের নিজেদের মধ্যে বর্মসাজের এই বদলকে গ্রিকদের নিজেদের যার যার আত্মপরিচয় মুছে দিয়ে প্রয়োজনের সময়ে এক হয়ে যাবার পদক্ষেপ হিসেবে দেখেছেন; আর কোনো কোনো গবেষক এ অংশটুকুকে বলেছেন 'বোধের অগম্য' বা 'অদ্ভুত'। ৩৮১-৩৮২ সংখ্যক পঙ্‌ক্তিতে বলা হলো: 'তারা পুরো বাহিনীর মধ্যে ঘুরে ঘুরে যুদ্ধসাজ বদলাবদলি সম্পন্ন করে নিল—যারা ভালো যোদ্ধা তারা পেল ভালো বর্মসাজ, খারাপ বর্মগুলি দেওয়া হলো খারাপ যোদ্ধাদের হাতে।' কী অর্থ হতে পারে এ-কথার? সামনের যে প্রচণ্ড যুদ্ধ, তার কথা মাথায় রেখে প্রধান যোদ্ধাদের দেওয়া হলো সেরা বর্মসাজগুলি? তা-ই যদি হয়, তাহলে এ কাজটি যতটা না সেনাবাহিনীর সবার পৃথক আত্মপরিচয় ভুলে একজোট, একাত্ম হবার উদ্দেশ্য সাধন করে, তার চেয়ে বেশি তো বিভাজন ও স্তরই তৈরি করে দেয় তাদের মধ্যে।

পর্বের শেষে সমুদ্র-দেবতা পসাইডন গ্রিকদের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে এল যুদ্ধে। এ-অংশে কবি বোধ হয় রূপকের মাধ্যমে দেখালেন যে গ্রিকরা আক্ষরিক অর্থেই মহা বিপদে পড়ে গিয়েছিল, তাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যাবার মতো সমুদ্রে ঠেকে গিয়েছিল এ সময়ে।

পরবর্তী পর্বে যাওয়ার সময়ে আমাদের মনে রাখতে হবে, অ্যাজাক্সের হাতে পাথরের আঘাত খেয়ে ট্রোজান বীর হেক্টর এখন আহত। পরিস্থিতি ট্রোজানদের জন্য যথেষ্ট বিপদসংকুল।

পর্ব - পনের ॥ গ্রিকবাহিনী কোণঠাসা

১১ ও ১২তম পর্বে হোমার ট্রোজানদের বিজয়কে যে পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা পুরো উল্টে যায় পরের দুটিতে, অর্থাৎ ১৩ ও ১৪তম পর্বে। ১২তম পর্বের শেষে আমরা দেখেছি গ্রিক প্রতিরক্ষা দেওয়াল ভেঙে পড়েছে, ট্রোজান বিজয় হয়ে উঠেছে অবশ্যম্ভাবী, আর হেক্টর তখন মহোল্লসিত। আর ১৪তম পর্বের শেষে গ্রিকরা আবার বিজয়ীর ভূমিকায়, হেক্টর আহত, ট্রোজানরা নির্বিচার হত্যার শিকার। ১৩তম পর্বে পসাইডনের ভূমিকা ও ১৪তম পর্বের হেরার জিউসকে ধোঁকার ফাঁদে ফেলার এই-ই ছিল পরিণতি।

এখানে হোমারের মূল লক্ষ্য আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। হোমার চাচ্ছেন এত বড়ই এক গ্রিক পরাজয় ঘটাতে যাতে করে প্রথমে প্যাট্রোক্লাস যুদ্ধে ফিরে আসে, এবং হেক্টরের হাতে তার মৃত্যু হলে যেন অবশেষে হেক্টরকে মারতে অ্যাকিলিস যুদ্ধে যোগ দেয়। এটা পরিষ্কার যে, ১৩ ও ১৪তম পর্বে দেবতাদের হস্তক্ষেপ কাহিনীর স্বাভাবিক অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয়। এই পর্বটির উদ্দেশ্য, অতএব, কাহিনীকে আবার ১২তম পর্ব শেষের ধারাবাহিকতার মাঝে ফিরিয়ে আনা। সে অর্থে ১২তম পর্বের ট্রোজান বিজয়ের পরে এ-পর্বটি যুদ্ধের তৃতীয় স্তর, যেখানে দ্বিতীয় স্তরটি হলো ১৩ ও ১৪তম পর্ব যখন গ্রিকরা পেয়েছিল বিজয়ের স্বাদ।

জিউস এই পর্বে ঘুম থেকে উঠে নিজেকে প্রতারিত হিসেবে আবিষ্কার করল। সবকিছু একবার বুঝে নেবার পরে (অর্থাৎ ট্রোজানরা ভয়ানক পরাজয়ের মধ্যে আছে দেখে নিয়ে) জিউস এক মুহূর্ত দেরি করল না তার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায়। জিউস যখন কর্তৃত্বে রয়েছে তখন, আমরা দেখলাম, তার পথে বাধা হতে সাহস করল না একজনও দেবদেবী। এখানে জিউসের সঙ্গে গ্রিক সেনাপতি আগামেমননের পার্থক্য লক্ষণীয়। আগামেমননের নেতৃত্ব যতখানি প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় প্রায়শই, জিউসের কর্তৃত্ব ততখানিই নিরঙ্কুশ ও প্রশ্নহীন।

জিউসই এ পর্বে যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করে দিল শক্ত হাতে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এটা আমাদের বুঝিয়ে দেয় হোমারের শ্রোতারা মহাকাব্যের প্লটের ধারাবাহিক মোড় পরিবর্তন বিষয়ে অবগত থেকেই মহাকাব্যটি শুনতে বসতো। হোমারকে শ্রোতার আগ্রহ ধরে রাখার জন্য প্লটের উপর নির্ভর করতে হয়নি। ঐ প্লট জেনেবুঝেই সবাই শ্রোতা হতো তার। তখনকার শ্রোতা ও দর্শকের আগ্রহ ছিল জানা বিষয়গুলিই কীভাবে অনিবার্য পরিণতির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে, নিয়তির অপরিবর্তনীয় খেলাগুলি কীভাবে ক্লাইম্যাক্সে পৌছাচ্ছে, তা মুগ্ধ হয়ে আবার ও আবার শোনা। অনেক প্রধান গ্রিক মহাকাব্য ও নাটকের মতোই এখানে লেখক বা কথকের শক্তি নিহিত কী ঘটছে তার বর্ণনা করার মধ্যে নয়, বরং কীভাবে ঘটনাগুলো তিনি বিবৃত করছেন, সুতোর আলগা প্রান্তগুলো কীভাবে তিনি সামলে নিচ্ছেন সেই দক্ষতার মধ্যে।

অ্যাকিলিসের বন্ধু প্যাট্রোক্লাস এ পর্বের এক প্রধান চরিত্র। প্যাট্রোক্লাস অ্যাকিলিসকে যুদ্ধে ফিরে আসার ব্যাপারে রাজি করানোয় ব্যর্থ হল, কিন্তু নিজে যুদ্ধে ফেরার অনুমতি পেয়ে গেল। অ্যাকিলিস ও প্যাট্রোক্লাসের মধ্যেকার আলোচনা আমাদের দেখিয়ে দিল, অ্যাকিলিস তার বর্তমান মানসিক অবস্থান নিয়ে দ্বিধান্বিত। সে নিঃসন্দেহে যুদ্ধে ফিরতে উন্মুখ, কিন্তু তাতে বাধা হয়ে থাকছে তার আগের শপথ যে হেক্টর গ্রিক জাহাজবহরে আগুন দেবার আগে সে যুদ্ধে ফিরবে না; তাছাড়া আরো বাধা তার নিজের দম্ভ বা অহংকার। অ্যাকিলিসকে এসব সময়ে আমাদের কাছে আধুনিক যুগের অ্যান্টি-হিরোদের মতোই লাগে, যে অ্যান্টি-হিরোরা অন্য মানুষদের থেকে আলাদা, যারা তাদের ঘাড়ের ওপরে পরিস্থিতি চেপে এসে তাদেরকে অ্যাকশনে যেতে বাধ্য করার আগ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে অসক্ষম থাকে। এর একটা ভয়ংকর ট্র্যাজিক দিক আছে নিশ্চিত।

দেবতা অ্যাপোলো, আমরা দেখি, এখানে হেক্টরকে জাগিয়ে তুলল যুদ্ধে ফেরত যেতে। আরও একবার দেবতারা মানুষের যুদ্ধে লড়ার জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনার ধারক হয়ে উঠল এই অংশে। এর ফলে আহত হেক্টর নবউদ্দীপনা ও শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনের দিকে। অ্যাকশন তখন এক অত্যাশ্চার্য ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছাল। আমরা দেখলাম জাহাজের পাশে হেক্টর ও অ্যাজাক্স নেতৃত্ব দিচ্ছে যার যার বাহিনীর, তীব্র যুদ্ধ উন্মাদনা নিয়ে ফেটে পড়েছে হেক্টর, সে আছে তার যোদ্ধার যশ ও মহিমার সর্বোচ্চ বিন্দুতে, এবং তার আশু করুণ নিয়তির ছায়ায় থেকে সে পুরো এক অতিমানবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে জিউসের ক্ষমতাবলে।

যখন শেষে জিউসের সাহায্য নিয়ে হেক্টর গ্রিক প্রতিরক্ষা চূর্ণ করে দিল (এই মহাকাব্যিক মুহূর্তটিকে হোমার স্মরণীয় করে রেখেছেন ভয়ংকর ও রোমহর্ষক দুই উপমার মাধ্যমে; পঙ্‌ক্তি: ৬২৩-৬৩৬), তখন পর্বটি শেষ হলো গা ছমছমে এক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে—হেক্টর হাত রেখেছে একটা গ্রিক জাহাজে, চিৎকার করে বলছে আগুন নিয়ে আসতে, আর তার বিপক্ষে আছে শুধু অ্যাজাক্স।

এ-পর্বের উল্লেখযোগ্য এক দৃশ্য দেবতা অ্যাপোলোর অতি সহজে, অনায়াসে, প্রায় একরকম অন্যমনস্কতার সঙ্গে গ্রিক দেওয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়া, যেভাবে সৈকতে কোনো বাচ্চা ছেলে বালির দুর্গকে খেলাচ্ছলে গুঁড়িয়ে দেয় (৩৫৫-৩৬৪)। দেবতাদের শক্তি মানুষের চাইতে যে কতো বেশি তা দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে যাই আমরা।

পর্বটির আরেক উল্লেখযোগ্য অংশ জিউসের হেরার ওপরে ক্রোধের হঠাৎ কিছু ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিণত হয়ে যাওয়া। জিউস স্পষ্ট বলে দিল সামনে কী কী ঘটবে: দেবতা অ্যাপোলো হেক্টরকে যুদ্ধে জাগাবে, হেক্টরের হাতে পরাস্ত হবে গ্রিকরা, অ্যাকিলিস প্যাট্রোক্লাসকে যুদ্ধে পাঠাবে, হেক্টর প্যাট্রোক্লাসকে হত্যা করবে, তার আগে প্যাট্রোক্লাস জিউসের নিজের পুত্র সারপিডনকে হত্যা করবে, আর শেষে অ্যাকিলিস তিক্ত ক্রোধ নিয়ে হেক্টরকে হত্যা করবে। এই এতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী আমাদেরকে *ইলিয়াড*-এর তৃতীয়াংশে একের পর এক ট্র্যাজিক ঘটনা চাক্ষুষ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ও উদ্বিগ্ন করে রাখল।

হোমার বিশেষজ্ঞরা এ পর্বটির শক্তি ও সফলতার বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত। তাদের কেউ কেউ মনে করেন, *ইলিয়াড*-এর ১৫তম পর্বেই আছে সবচেয়ে নিখুঁত ও গূঢ় মহিমাময় যুদ্ধদৃশ্যের বর্ণনা। আবার কেউ কেউ বলেন যে এটা একটি বিশৃংখলাপূর্ণ পর্ব যেখানে একই ঘটনার দুই বা তারও অধিক ভাষ্য ঘুরে ফিরে এসেছে, যেমন গ্রিকরা জাহাজ থেকে লড়ছে একইভাবে তিনটি আলাদা পঙ্ক্তিতে: ৩৮৭, ৪১৬ ও ৬৭৭। তবে পাঠকপ্রিয়তার বিচারে এটি *ইলিয়াড*-এর অন্যতম জনপ্রিয় একটি পর্ব, সন্দেহ নেই। এই জনপ্রিয়তার পেছনে বড় কারণ এখানে এক একটি ঘটনার নিখুঁত ও সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা বিবরণ আছে, যার কথা বলা হয়েছে এ বইয়ের মূল *ইলিয়াড*-এর ১৫তম পর্ব শুরুর 'বিষয়বস্তু' অংশে। এ পর্বটির জনপ্রিয়তার আরও একটি বড় কারণ এখানে অত্যুজ্জ্বল সব উপমার উপস্থিতি।

পর্ব - ষোলো ॥ প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু

প্যাট্রোক্লাস—যে এর আগে ইউরিপিলাসের তাঁবুতে বসে ইউরিপিলাসকে শুশ্রূষা দেবার সময়ে যুদ্ধের অবস্থা ভালোভাবে দেখেছে (১৫: ৩৯০-৪০৪)—এবার দৌড়ে চলে এলো অ্যাকিলিসের কাছে এবং এর আগে পর্যন্ত অ্যাকিলিসের কাছে পেশ করা আবেদনগুলির মধ্যেকার সব আবেগকে একত্রে জড়ো করে তার কাছে দয়াভিক্ষা চাইল। নেস্টরের পরামর্শ মোতাবেক সে আরজি রাখল, যেন অ্যাকিলিস অন্তত তাকে মারমিডনবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধে নামার অনুমতি দেয়। প্যাট্রোক্লাস আরও বলল, সে এই কাজটা করতে চায় অ্যাকিলিসের ছদ্মবেশ পরে, তার বিখ্যাত বর্মসাজ গায়ে চাপিয়ে। এটাই *ইলিয়াড*-এর কেন্দ্রবিন্দু, যা জন্ম দিল এক সোজাসাপটা ট্র্যাজিক পরিণতির, ভিন্ন পথে চালিত করে দিল অ্যাকিলিসের এতক্ষণের ক্রোধকে আর নিশ্চিত করল ট্রয়ের পতন। প্যাট্রোক্লাসের আরজি যে তার নিজের মৃত্যুর সঙ্গে সংযুক্ত, তা কবি নিজেই বলেছেন: 'অ্যাকিলিসের প্রতি আরজি রেখে এই বলল সে। আহ্ কী বোকা এক লোক, কারণ বস্তুত সে যে প্রার্থনা করল নিজেরই ভয়াল মরণ ও নিয়তিকে ডাকবার' (৪৬-৪৭)। অ্যাকিলিস সম্মতি জানাল বন্ধুর এই মিনতির প্রতি, কিন্তু প্যাট্রোক্লাসকে শক্তভাবে বলে দিল ট্রোজানদেরকে জাহাজের কাছ থেকে তাড়িয়ে দেবার পরই সে যেন ফিরে আসে, যেন সে কোনোভাবেই ট্রয়ের দিকে না যায়।

এরই মধ্যে অ্যাজাক্স ট্রোজানদের চাপে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, একটা জাহাজে আগুন দিতে পেরেছে ট্রোজানরা। অ্যাকিলিস এ-দৃশ্য দেখে প্যাট্রোক্লাসকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলল। মারমিডনবাহিনী এবার তৈরি হয়ে নিল, আর এই অংশটুকুর গুরুত্ব ও তাৎপর্য কবি ফুটিয়ে তুললেন অসংখ্য ডিটেলের মাধ্যমে—মারমিডনদের তালিকা পেশ

করে, একগাদা উপমা হাজির করে, প্যাট্রোক্লাসের যুদ্ধসাজে সাজবার দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে, এবং অ্যাকিলিসের দেবতার প্রতি মদ ঢালা ও প্রার্থনার কথা বলে। দেবরাজ জিউস অ্যাকিলিসের প্রার্থনার মাত্র একাংশই পূরণ করল।

শুরু হলো প্যাট্রোক্লাসের লড়াই। জাহাজের আগুন নিভিয়ে গ্রিকরা চড়াও হলো ট্রোজানদের ওপরে। লিশানদের নেতা ও জিউসের পুত্র সারপিডন দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামল প্যাট্রোক্লাসের বিপরীতে এবং নিহত হলো। সারপিডনের এই মৃত্যুই *ইলিয়াড*-এ এ-পর্যন্ত ঘটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো মৃত্যু, যদিও এর পরে *ইলিয়াড*-এ আরও বেশি গুরুত্ববহ মৃত্যুগুলি ঘটবে। নিদ্রা ও মৃত্যুর দুই যমজ দেবতা যেভাবে সারপিডনের মরদেহ সসম্মানে দাফন করার জন্য লিশাতে নিয়ে গেল, তাতে আমরা বুঝলাম *ইলিয়াড*-এ মৃতদেহের যথাযথ দাফন বা দাফনের অসম্মতিজ্ঞাপন—দুটোই, যতই কাহিনী তার ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগোচ্ছে, ততই ধীরে ধীরে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠছে।

এরপর প্যাট্রোক্লাস এগিয়ে যেতে লাগল ট্রয়ের দিকে, অ্যাকিলিসের নির্দেশ উপেক্ষা করে তার এই যাওয়া যেন দেবতাদের ডাকে তার নিজের মৃত্যুর কাছে যাওয়াই (৬৯৩)। লক্ষণীয় যে, *ইলিয়াড*-এ ভালো পরামর্শের অগ্রপশ্চাৎবিবেচনাহীন প্রত্যাখ্যান বেশ কজন বড় চরিত্রের জন্যই বিপর্যয় ডেকে এনেছে, যেমন আগামেমনন, অ্যাকিলিস, প্যাট্রোক্লাস ও শেষে হেক্টর। যা হোক, প্যাট্রোক্লাস যখন ট্রয় দখলের প্রায় দ্বারপ্রান্তে, তখনই দেবতা অ্যাপোলো তার শরীর থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল তার বর্মসাজ, তার শরীর উন্মুক্ত হয়ে গেল এক নগণ্য ট্রোজান যোদ্ধা ইয়ুফোরবাসের বল্লমের আঘাতের কাছে, আর শেষে হেক্টর ইতি টেনে দিল তার জীবনের। মৃত্যুর সময়ে প্যাট্রোক্লাস হেক্টরের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করে গেল, ঠিক যেভাবে হেক্টর তার নিজের মৃত্যুর সময়ে ভবিষ্যদ্বাণী করবে অ্যাকিলিসেরটার। *ইলিয়াড*-এ এভাবেই শুরু হয়ে গেল মূল মৃত্যুচক্রটির সামনে গড়িয়ে যাওয়া।

প্রাচীন কাল থেকে এ পর্বের নাম 'প্যাট্রোক্লাইয়া', কারণ এ পর্বেই আছে প্যাট্রোক্লাসের উত্থান ও করুণ পতনের পুরোটা। মৃত্যুর আগে আমরা তার আরেস্তিয়া বা বীরগাথা প্রত্যক্ষ করলাম; মৃত্যুর ছায়ায় ঘটা তার এই আরেস্তিয়ার ব্যঞ্জনা তাই অন্যরকম। এ পর্বেই আছে মহাকাব্যটির 'অ্যাকিলিসের ক্রোধ' নামের থিমের বিকাশের অন্তিম স্তর বা গ্রন্থিমোচন, কারণ এই ক্রোধই শেষে কাল হলো তার প্রিয়তম বন্ধুর জন্য। এ পর্বে যা ঘটবে তাতে পরে আগামেমননের প্রতি অ্যাকিলিসের ক্রোধের আর কোনো চিহ্ন বা উল্লেখ থাকবে না; সেই ক্রোধ এবার প্রতিস্থাপিত হয়ে যাবে হেক্টরের ওপরে প্রতিশোধের নেশা দিয়ে। হেক্টরকে না মেরে মুক্তি মিলবে না অ্যাকিলিসের, কারণ সে অনুভব করবে যে প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর জন্য সে নিজেই দায়ী। নিজের অপরাধবোধই অ্যাকিলিসের হাতে হেক্টরের মৃত্যু ঘটাকে জরুরি ও অনিবার্য করে তুলবে। আর হেক্টরের এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে অ্যাকিলিস নিজের দায়মোচন করতে চাইবে বলে হেক্টরের জন্যও মায়া বেশি থাকবে আমাদের—মনে হবে কোন্ গূঢ়-গোপন কারণে যে সে জীবন খোয়ালো অ্যাকিলিসের হাতে, সেটা সে জানে না!

কেন অ্যাকিলিসের মধ্যে এই অপরাধবোধ, তার একটু বিশ্লেষণ করা যাক। নবম পর্বে অ্যাকিলিস যখন দূতদের খালি হাতে ফেরত পাঠায়, তখন সে শেষমেশ বলে যে সে আবার লড়াইয়ে ফিরবে কেবল যদি ট্রোজানরা তার নিজের জাহাজবহরে আক্রমণ করে বসে, ওগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় (৯:৬৫০-৬৫৩)। তারপর অ্যাকিলিস যখন দেখল ট্রোজানদের লাগানো আগুন গ্রিক জাহাজবহরে এসে পড়েছে, তবে তখন পর্যন্ত সেটা তার নিজের জাহাজবহরে—বা মারমিডন জাহাজবহরে—এসে পৌঁছায়নি, তখন নিজের আগের শপথ মোতাবেক অ্যাকিলিস নিজে যুদ্ধে নামতে পারছে না। অতএব প্যাট্রোক্লাসকে সেই কাজে নামিয়ে দিল সে, আর কাজটা প্যাট্রোক্লাসকে করতে দিল তার নিজের (অ্যাকিলিসের) বর্মসাজ গায়ে পরেই। অ্যাকিলিস আসলে দেখল তার ছদ্মবেশ নিয়ে মাঠে নামতে চাওয়ার প্যাট্রোক্লাসের মিনতির মধ্যে তার নিজের দোনোমনা অবস্থানেরই নিখুঁত সমাধান রয়েছে। এই ছদ্মবেশ তাকে একদিকে নিজের জাহাজবহরে আগুন চলে আসা থেকে রক্ষা করবে, অতএব গ্রিকদের প্রতি তার নৈতিক কর্তব্যও পালন হয়ে যাবে; এবং অন্যদিকে, একই সময়ে, তার গর্ব-অহংকার ইত্যাদিও অক্ষুণ্ণ থাকবে কারণ তার নিজের তো আর যুদ্ধে নামতে হলো না। পরিস্থিতির এই অ্যাকিলিস-অনুমিত নিখুঁত সমাধানই প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু ঘটে গেলে তার অপরাধবোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সে এমন অনুভব করে যে, তার নিজের সম্মান বাঁচিয়ে নেওয়া (এবং একাধারে গ্রিকদের প্রতি দায়িত্ব পালনকে প্রদর্শন করা) তার এই অতি-হিসেবি সমাধানই প্যাট্রোক্লাসের অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী। এই সমাধানে সম্মতি দেওয়ার পেছনে তার যে অনমনীয়তা ছিল, সেটাও সে উপলব্ধি করতে পারে প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর পরে। ফলে তার অপরাধবোধ আরও বেড়ে যায়।

ইলিয়াড-এর এই পর্বে সারপিডন ও প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নতুন এক স্বর বা টোনের জন্ম হলো। সেটা এলিজি বা শোকগাথার টোন। এই টোন এখন থেকে অব্যাহত থাকবে একেবারে *ইলিয়াড*-এর শেষ পর্যন্ত। আর আগেই যেমন বলেছি, মহাকাব্যটির শুরু থেকে অ্যাকিলিস যে সমস্ত বোধের হাতে তাড়িত (তাকে তার গ্রিক বন্ধুদের সাহায্যে আসতে হবে কিন্তু সেটাতে বাধা দিচ্ছে তার গর্ব ও অহংকার; আগামেমননের পূর্ণ অবমাননা চায় সে তার নিজের অবমাননার উত্তরে, ইত্যাদি), তার সবই এখন থেকে বদল হয়ে রূপ নেবে একটিই বোধে: প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হেক্টরের মৃত্যু চাই। কিন্তু আমরা যেহেতু জানি হেক্টরের মৃত্যুর পরপরই আসবে অ্যাকিলিসের নিজের মৃত্যুও, তাই প্রতিশোধের এই ব্যাপারটি এখানে একদমই পাঠক-প্রত্যাশিত কোনো জিনিস নয়—মনে রাখতে হবে যে হেক্টর ও অ্যাকিলিস, দুটো চরিত্রের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন কারণে পাঠকের সমবেদনা প্রচুর—বরং তা চারিত্রে এলিজিয়াক বা শোকগাথাময়।

অ্যাকিলিস-প্যাট্রোক্লাস সম্পর্কের রূপ নিয়ে অনেক গবেষণা, অনেক বিতর্ক হয়েছে। তাদের সম্পর্ক সমকামী সম্পর্ক কি-না, নাকি তা স্রেফ কামহীন তীব্র বন্ধুত্বের—সে হিসেব-

নিকেশে আমরা এখানে যাচ্ছি না। এ-পর্বের শুরুতেই আমরা, প্রথম ও শেষবারে মতো, অ্যাকিলিস-প্যাট্রোক্লাস বাক্যালাপ হতে দেখি। এত বড় মহাকাব্যে এত বড় দুই বন্ধুর মাত্র এই একবারের বাক্যালাপ পাঠকের মনে বিষাদের বোধ আরও বাড়িয়ে দেয় যখন পরে অ্যাকিলিস আমাদের জানায় যে কতো প্রগাঢ় এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তাদের দুজনের মধ্যে। তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে কী ছিল তা আমরা পরে ২৩তম পর্বে জানব, যখন প্যাট্রোক্লাসের ভূত বা আত্মা এসে এক রাতে অ্যাকিলিসকে তার মরদেহ দাফনের অনুরোধ জানাবে (২৩:৬৯-৯২)। তখনই প্যাট্রোক্লাস আমাদের বলবে কীভাবে তরুণ বয়সে এক লোককে হত্যা করে সে অ্যাকিলিসের পিতার বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল; আর তীব্র বিষাদে আমাদের মন ছেয়ে যাবে যখন আমরা দেখব প্যাট্রোক্লাসের আত্মা অ্যাকিলিসকে আরজি জানাচ্ছে তাদের দুজনের মৃতদেহ পোড়ানো ছাই একই পাত্রে রাখবার।

পাঠকের জন্য এখানে শুধু এটুকু বলে রাখি, বিখ্যাত হোমার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ডব্লু. এম. ক্লার্ক ও ডি. এম হ্যালপেরিন—এ দুজন বিশ্বাস করেন যে, অ্যাকিলিস-প্যাট্রোক্লাস সম্পর্কটা ছিল সমকামী প্রকৃতির। আর ভ্যান নর্টউইক মনে করেন প্যাট্রোক্লাস আর কিছুই নয়, সে অ্যাকিলিসের 'দ্বিতীয় সত্তা' (second self); এবং ডি. এস. সাইনোস বলেন, প্যাট্রোক্লাস অ্যাকিলিসেরই alter ego বা আত্মস্বরূপ। হোমার নিজে প্যাট্রোক্লাসকে বলেছেন অ্যাকিলিসের 'থেরাপন', যে গ্রিক শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'সঙ্গী', 'হুকুমবরদার' ও 'বিশ্বস্ত সমর্থক'—একসঙ্গে এ-তিনটিই। নিখুঁতভাবে হিসাব করলে (এবং মহাকাব্যটির প্রায়ই রূপকার্থে কোনোকিছু বলার ঝোঁকের দিকে তাকালে) প্যাট্রোক্লাসের হেক্টরের সঙ্গে লড়াই তো আসলে অ্যাকিলিসেরই লড়াই, আর তার মৃত্যু একইসঙ্গে পূর্বঘোষণা দেয় ও প্রতিনিধিত্ব করে অ্যাকিলিসের নিজের মৃত্যুরই। হোমার গবেষক সি. আর. বাইয়ি বলছেন: 'আপনার মধ্যে এই বোধ জাগবে যে, কবি প্যাট্রোক্লাসকে তৈরি করেছিলেন তার কাব্যের নাটকীয় কিছু উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই: অর্থাৎ আমাদেরকে অ্যাকিলিসের সঠিক সংজ্ঞাটা দেবার জন্যই, অন্য আর কিছুর জন্য নয়' (Beye, ১৯৬৮)।

উল্লেখযোগ্য যে, এ-পর্বে দেবরাজ জিউস একবার 'নিয়তি'কে পরিবর্তন করে দেওয়ার কথাও ভেবেছে—নিজের পুত্র সারপিডনকে বাঁচানোর স্বার্থে তা ভাবছিল জিউস। তখন দেবী হেরা তাকে নিরস্ত করল 'নিয়তি' পরিবর্তন করা থেকে। এর মধ্য দিয়ে আমরা জানলাম, 'নিয়তি'র ওপরেও জিউসের সামান্য হলেও নিয়ন্ত্রণ আছে। কিন্তু, মানুষের মতোই, জিউসকে নির্ধারিত বা জারি হয়ে যাওয়া নিয়তিকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেনে নিতে হয়, কারণ যদি 'নিয়তি' নিয়ে নয়ছয় করা হয়, তার পরিণতি ভালো হয় না দেবরাজের জন্যও।

অধিকাংশ গবেষক একথা স্বীকার করেন যে, ১৬তম পর্বই *ইলিয়াড*-এর প্রধান টার্নিং পয়েন্ট। অর্থাৎ ১৬তম পর্বের আগের ১৫টি পর্ব নিয়ে যে *ইলিয়াড* ও এর পরের ৮টি পর্ব নিয়ে যেটি, তারা চারিত্র ও টোনের দিক থেকে দুই পুরো আলাদা জিনিস।

পর্ব - সতেরো ॥ প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ ঘিরে যুদ্ধ

১৭তম পর্বের পুরোটাই প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহের দখল নিয়ে ট্রোজান ও গ্রিকদের মধ্যেকার মরিয়া রশি টানাটানি বা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়া। ১৬তম পর্বেও মৃতদেহের দখল বিষয়ক দুটো লড়াই দেখেছি আমরা—সারপিডন ও সেব্রায়োনিজের মৃতদেহ ঘিরে। কিন্তু প্যাট্রোক্লাসেরটা নিয়ে লড়াইয়ের দৈর্ঘ্যই বলে দেয় এটার অধিকতর তাৎপর্যের কথা।

এ পর্বে কোনো চূড়ান্ত কিছুই ঘটে না, গ্রিকদের প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ জাহাজের কাছে নিয়ে যেতে পরবর্তী পর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। মূলত এ-কারণেই আধুনিক যুগের হোমার গবেষকরা এ-পর্বটা নিয়ে পুরো সন্তুষ্ট নন। তারা অতএব এই ধারণা উসকে দেন যে হয় পরবর্তীকালের কোনো চারণকবি এখানে হোমারের মূলের সঙ্গে কিছু যোগ করেছেন, না হয় হোমার এ-পর্যায়ে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবে, তারপরও, আমাদেরকে হোমারের প্রশংসা করতেই হয় এক বীরের মরদেহ নিয়ে এক চলমান, ও একইসঙ্গে ক্লান্তিকর কিন্তু চমকপ্রদ, আখ্যান নির্মাণের জন্য। গবেষকেরা এ-পর্বকে মোট ছয় ভাগে ভাগ করে পাঠ করে থাকেন, যেগুলি এরকম :

১-৮৩	মেনেলাস ও ইয়ুফোরবাস অংশ।
৮৪-২৬১	যুদ্ধের প্রাককথন।
২৬২-৪২৫	তীব্র ও কঠোর যুদ্ধ।
৪২৬-৫৪২	অ্যাকিলিসের ঘোড়াদের অংশ এবং অটোমেডনের আরেস্তিয়া (বীরগাথা)।
৫৪৩-৬৯৯	ট্রোজানরা বিরাট চাপ সৃষ্টি করল গ্রিকদের ওপরে। গ্রিকরা অ্যান্টিলোকাসকে বার্তাবাহক করে অ্যাকিলিসের কাছে পাঠাল বন্ধুর মৃত্যুর দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে যেতে।
৭০০-৭৬১:	প্যাট্রোক্লাসের লাশ হাতে ধরে গ্রিকদের ধীরগতির প্রস্থানের শুরু।

একজন গবেষক (বি. ফেনিক, ১৯৬৮) এ-পর্বের লড়াইগুলোর মধ্যে একধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক ধাঁচ খুঁজে পেয়েছেন। মোট চারবার আমরা এখানে দেখি কোনো না কোনো ট্রোজান নেতাকে ভর্ৎসনা করছে অন্য কেউ, আর তার ফলে সেই ট্রোজান নেতা শক্তিশালী অ্যাকশনে যেতে উদ্দীপ্ত হচ্ছে। এই ভর্ৎসনা বা কড়া কথার তালিকাটি, ফেনিকের মতে, এমন :

৭৫-৮১	মেনটিজের ছদ্মবেশে অ্যাপোলোর হেক্টরকে ভর্ৎসনা।
১৪২-১৬৮	গ্লকাসের হেক্টরকে ভর্ৎসনা।
৩২৭-৩৩২	পেরিফাসের ছদ্মবেশে অ্যাপোলোর ঈনিয়াসকে ভর্ৎসনা।
৫৮৬-৫৯০	ফিনোপৃসের ছদ্মবেশে অ্যাপোলোর হেক্টরকে ভর্ৎসনা।

অন্যদিকে, গ্রিক পক্ষে, একইভাবে ফিনিক্সের ছদ্মবেশ নিয়ে অ্যাথিনা ভর্ৎসনা করল মেনেলাসকে (৫৫৬-৫৫৯), তাতে করে মেনেলাস পেল নতুন উদ্দীপনা ও বল।

এই পর্বের মূল পরিস্থিতির চোরাস্রোতের আড়ালে অন্য একটি ইমেজ তৈরি হয়ে যাচ্ছে: *ইলিয়াড*-এর বাইরে অর্থাৎ *ইলিয়াড*-এর পরিসমাপ্তির পরে একইভাবে অ্যাকিলিসের মৃতদেহ নিয়েও লড়াই বাঁধবে, 'সিয়ান তোরণ ধরে অ্যাপোলো ও প্যারিসের হাতে' অ্যাকিলিস খুন হওয়ার পরে (২২:৩৫৯-৩৬০)। হোমারের আরেক মহাকাব্য *অডিসি*তে সেই কাহিনী শুনব আমরা (*অডিসি*—৫:৩০৯-৩১০ এবং ২৪:৪১)। সেইসঙ্গে 'ট্রোজান এপিক সাইকেল'-এর 'ঈথিওপিস' মহাকাব্য আমরা আরও জানব অ্যাকিলিসের মৃত্যুর পরে কীভাবে অডিসিয়ুস ট্রোজানদের পেছনে ঠেলে রাখে আর তখন অ্যাজাক্স অ্যাকিলিসের প্রকাণ্ড মরদেহ তুলে নিয়ে গ্রিকদের কাছে ফেরত যায়। 'ঈথিওপিস' কাব্যের সেই অংশের সঙ্গে *ইলিয়াড*-এর এই ১৭তম পর্বের মূল সুর ও বিবরণের অনেক মিল।

এবার আসি কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিশ্লেষণে। অ্যান্টিলোকাসকে এ-পর্বের শেষ ভাগে অ্যাকিলিসের কাছে পাঠানো হলো প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুসংবাদ বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে; তখন গ্রিকরা চেষ্টা করে যাচ্ছে যুদ্ধের মাঠ থেকে প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ তুলে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে। কিন্তু গ্রিকদের এই কাজে পরবর্তী পর্বের আগ পর্যন্ত সফলতা আসবে না। কেন? দীর্ঘায়িত ও প্রলম্বিত এক যুদ্ধ সংঘটন করে হোমার এখানে অ্যাকিলিসের কাছে বন্ধু খুন হবার খবর পৌঁছানোকে দেরি করিয়ে দিলেন। কবি আসলে এর মাধ্যমে চাইলেন যে, অ্যাকিলিস যত দেরি করে এই সংবাদ জানবে ততই শ্রোতার এত বড় একটা দুঃসংবাদ পেয়ে অ্যাকিলিসের কী প্রতিক্রিয়া হয় তা জানার কৌতূহল বাড়বে। ঘটনার সংঘটনে বিলম্ব ঘটিয়ে নাটকীয়তা ও সাসপেন্সের বোধ জাগানো ও বৃদ্ধি করা পুরো *ইলিয়াড* জুড়েই হোমারের এক বহুল ব্যবহৃত, কিন্তু কখনোই জীর্ণ নয়, এমন শিল্প-কৌশল।

১৬তম পর্বের শেষে আমরা দেখি হেক্টর অ্যাকিলিসের ঐশ্বরিক ও অমর দুই ঘোড়াকে ধরতে পাগলের মতো ছুটছে, কিন্তু এ পর্বে এসে দেবতা অ্যাপোলো তাকে জানাল, কেবলমাত্র অ্যাকিলিসই পারে এই ঘোড়াদুটো বাগে আনতে, কারণ তার জন্ম এক দেবীর গর্ভে (৭৫-৭৮)। আমরা জানলাম, অন্য অনেক কিছুর মতোই হেক্টর বংশপরিচয়ের দিক থেকেও অ্যাকিলিসের নীচে। অ্যাকিলিসের সামান্য দুই ঘোড়া ধরতে এই ঘোড়া-বশে-আনা বীরের এরকম ব্যর্থতা আমাদের কাছে সেই সত্য স্পষ্ট করে দিল। আর ঘোড়ার পেছনে হেক্টরের ছুটতে থাকার মাধ্যমে সাময়িকভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তার দূরে থাকার আবশ্যিকতাও পূর্ণ হলো। কাহিনীর ধারাবাহিকতার নিরিখে কবির জন্য এটা আবশ্যক ছিল এ-কারণেই যে, এতে করে প্যাট্রোক্লাস হত্যার প্রতিশোধ নেবার বিষয়টা কবি শুরু করতে পারলেন নির্ঝঞ্ঝাটে, যদিও হেক্টরের মৃত্যু হতে এখনও অনেক বাকি।

এই পর্বে অটোমেডনের আরেস্তিয়ার (বা বীরগাথার) পাশাপাশি আমরা অবশেষে মেনেলাসের আরেস্তিয়াও প্রত্যক্ষ করলাম। মেনেলাসের স্ত্রী হেলেনের অপহরণ বা ট্রয়ে ভেগে আসাকে কেন্দ্র করেই ট্রোজান যুদ্ধের শুরু। কিন্তু সে হিসেবে মেনেলাসের উপস্থিতি,

এ পর্ব পর্যন্ত, মহাকাব্যটিতে জোরালো কিছু ছিল না; আমরা এর আগে পর্যন্ত দেখেছি যে তাকে বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত রাখছে তার বড় ভাই রাজা আগামেমননই। আর কবি মেনেলাসকে এখানে যেসব উপমায় চিত্রিত করলেন তা কিন্তু মেনেলাসের জন্য খুব সম্মানজনক নয়। পর্বটির পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে হোমার মেনেলাসকে বললেন, বাছুর পাহারা দেওয়া মা-গরু, আর পরে তাকে তুলনা করলেন মাছির সঙ্গে।

অ্যাকিলিসের ঘোড়াগুলি যখন মৃত প্যাট্রোক্লাসের জন্য কাঁদল, গবেষকরা বলেন, সেই দৃশ্যটি পুরো *ইলিয়াড*-এর অন্যতম হৃদয়বিদারক দৃশ্য। মানুষের মৃত্যুতে পশুরা কাঁদছে, এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দারুণ পরিমিতিবোধের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলে হোমার মূলত বলতে চাইলেন যে, প্রকৃতিও কাঁদছিল ভালো মানুষ প্যাট্রোক্লাসের করুণ মৃত্যুতে।

এ-পর্বের অধিকাংশ জায়গা জুড়েই আছে যুদ্ধদৃশ্যের বর্ণনা, তবে হেক্টর যে অ্যাকিলিসের বর্ম গায়ে চাপালো সে বিষয়টি সুন্দর এক যুদ্ধদৃশ্য সৃষ্টি করার পাশাপাশি অন্য কিছুরও ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠল বটে। হেক্টর এ-কাজের মধ্য দিয়ে দেখাতে চাইল যে ট্রোজানদের শ্রেষ্ঠতম বীর হিসেবে সে গ্রিকদের শ্রেষ্ঠতম বীর অ্যাকিলিসের সমান। কিন্তু পরের ঘটনাগুলি আমাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবে, হেক্টরের এই ধারণা তার পতনেরই উৎসমুখঃ তার এই পাপপূর্ণ ঔদ্ধত্য বা দম্ভকেই গ্রিক ট্র্যাজেডিতে বলা হয় 'হিউব্‌রিস' (hubris)। এই পর্বে আবার যখন সামনে এগোয় হেক্টর ও ঈনিয়াস, তখন থেকেই *ইলিয়াড*-এ ট্রোজান বিজয়ের সমাপ্তির শুরু ঘটে যায়।

আর প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ নিয়ে এতো এতো লড়াইয়ের পেছনে আছে একটাই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণ। গ্রিকরা, আগেই যেমন বলেছি, বিশ্বাস করতো যে যথাযথ শবসৎকার (প্রথমে মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে, পরে ছাই কোনো একটা গর্তমতো স্থানে চাপা দিয়ে তার উপরে ঢিবি বা সমাধিস্তূপ বানানো) না হলে মৃতের আত্মা পরকালের পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারে না। সম্মানজনক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে মৃতের আত্মা পরলোকের দিকে যাত্রা করতে দেওয়াকেই কবি এ মহাকাব্যে বারবার আখ্যায়িত করেছেন 'মৃতের প্রাপ্য সম্মান' হিসেবে। প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ ট্রোজানদের কবজায় গেলে প্যাট্রোক্লাস সেই সম্মানটুকু পাবে না, এ আশঙ্কাতেই এ পর্বের এতো লড়াই।

শেষ করা যাক পর্বটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র ট্রোজান ইয়ুফোরবাসকে নিয়ে কিছু কথা বলে। পর্বের শুরুতেই আমরা দেখি মেনেলাস-ইয়ুফোরবাস দ্বন্দ্বযুদ্ধ। আগের পর্বে যেহেতু প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুতে ইয়ুফোরবাসের এক বড় ভূমিকা ছিল, তাই কাহিনীর যুক্তি-পরম্পরা ও পাঠকের প্রত্যাশা, দুটোই এ দাবি রাখে যে ইয়ুফোরবাসের মারা যাওয়াই উচিত, কারণ সে *ইলিয়াড*-এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্রগুলির একটির (অর্থাৎ প্যাট্রোক্লাসের) মৃত্যুর জন্য দায়ী। অতএব পাঠক তার মৃত্যুই চাইতে থাকে মনে মনে। কিন্তু হোমার, গ্রিক কবি হয়েও, তেমন চান না। তার কাছে এই নগণ্য ট্রোজানের মৃত্যুও এক অতীব করুণ বিষয়, যা আসলে যুদ্ধ ও যুদ্ধের বিভীষিকা নিয়ে হোমারের সাধারণ বিতৃষ্ণারই অংশ। হোমার, আমরা দেখি, ইয়ুফোরবাসের আসন্ন মৃত্যুর সময়েও ভুলতে

পারছেন না তার তারুণ্য ও সৌন্দর্যকে। এটা ছিল ইয়ুফোরবাসের জীবনে যুদ্ধে যোগদানের প্রথম দিন (১৬:৮১১), সে দীক্ষা নিচ্ছিল নির্মম সমরের। হোমার এ সময়ে ইয়ুফোরবাসকে দিলেন মেনেলাসকে আক্রমণ করার জন্য এক যথোপযুক্ত ও দারুণ সহানুভূতিসম্পন্ন কারণ (মেনেলাস তার ভাইকে হত্যা করেছে, তার ভাইয়ের নববিবাহিতা স্ত্রীকে বিধবা করেছে, তার পিতামাতার জন্য নিয়ে এসেছে অবর্ণনীয় শোক), আর সেই সঙ্গে তিনি ইয়ুফোরবাসের মৃত্যু-মুহূর্তকে ফুটিয়ে তুললেন পুরো *ইলিয়াড*-এরই সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে ঘনবুনট ও শোকাকুল এক উপমা দিয়ে (১৭:৪৭-৬০)।

ইয়ুফোরবাসের পিতা প্যান্‌থোয়াসের কথা বলে হোমার এখানে সন্তান যুদ্ধে গেছে এমন সব দুঃখী পিতামাতার কথাই তুলে ধরলেন, আর প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুকে তিনি যে আনুষ্ঠানিক শোকগাথা গেয়ে (১৬:৮২৭-৮৪২) মর্যাদাপূর্ণ করে তুলেছিলেন, সেই একই শোকগাথা শোনালেন ইয়ুফোরবাসের জন্যও। অধিকন্তু, পিতামাতার প্রিয় পুত্রকে কোনো যত্ন করে গড়ে তোলা চারার সঙ্গে তুলনা করে কবি আমাদের পূর্বাভাস জানালেন সামনের পর্বে অ্যাকিলিসের নিয়তি-নির্ধারিত মৃত্যুর কথা ভেবে তার মা থেটিস যে বিলাপ করবে এবং অ্যাকিলিস প্রসঙ্গেও যে একই গাছের চারার প্রসঙ্গ তুলবে, সেটার (১৮:৫৪-৬৪)।

ইয়ুফোরবাস সংক্রান্ত এই সংক্ষিপ্ত এপিসোড আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল হোমারের আগ্রহ ও সমবেদনা আসলে কোথায়—তা মেনেলাস এবং তার সহজ বিজয় নিয়ে নয়, বরং তা এক বোকা তরুণ, এক হতভাগা যোদ্ধা ইয়ুফোরবাসের মৃত্যু নিয়ে। ট্র্যাজিক পরিণতিতে জীবন শেষ হওয়া কোনো মানুষের প্রতি হোমারের মায়া একইরকম—হোক সে গ্রিক বা ট্রোজান, হোক সে সেরা বীর বা মহানির্বোধ। বৃহত্তরের ক্ষেত্রে যা প্রকাশ্য, তা একই অভিঘাত নিয়ে লুকায়িত ক্ষুদ্রতরের জন্যেও। হোমার বুঝিয়ে দিলেন, প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু আমাদের যে সত্য ও গুরুত্বের কথা বলে, একইরকম সত্য ও গুরুত্ব আছে এক নগণ্য ইয়ুফোরবাসের জীবন হারানোর বিষয়টির মধ্যেও। আর ইয়ুফোরবাসের জন্য যা সত্য, তা সত্য বাকি অগণন সাধারণ সৈনিকের জন্যও।

পর্ব - আঠারো ॥ অ্যাকিলিসের সিদ্ধান্ত ও নতুন বর্মসাজ

'বেঁচে থাকার আর কোনো মানে নেই, মানে নেই মানুষের সান্নিধ্যে জীবন কাটানোর—যতদিন না হেক্টর ঘায়েল হচ্ছে আমার বল্লমে, জীবন দিচ্ছে তার এবং তার রক্তের দামে শোধ দিচ্ছে প্যাট্রোক্লাসের নিহত হওয়ার' (৯১-৯৩)—মা থেটিসকে বলা এ কথাটুকুই হচ্ছে অ্যাকিলিসের 'সিদ্ধান্ত'। প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সে যুদ্ধে নামবে, এবং তার জীবনের অর্থ এখন এটুকুই, এছাড়া তার জীবনের আর অন্য কোনো মানে নেই।

অ্যাকিলিসের এই সিদ্ধান্তের পাশাপাশি এ-পর্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেবতা হেফিস্‌টাসের অ্যাকিলিসকে বানিয়ে দেওয়া ঢাল বা বর্মসাজ। পুরো পর্বটি গবেষকেরা

ভাগ করেন মোট পাঁচ ভাগে, যার শেষ তিনটি পর পর ঘটে যায় দীর্ঘ এক দিনব্যাপী যুদ্ধ শেষের রাতে। পাঁচটি ভাগ এরকম :

১-১৪৭	অ্যান্টিলোকাস অ্যাকিলিসের কাছে প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুসংবাদ জানায়। থেটিস সাগর থেকে উঠে আসে ছেলেকে সান্ত্বনা দিতে।
১৪৮-২৪২	অ্যাকিলিসের সাহায্য নিয়ে প্যাট্রোক্লাসের লাশ মারমিডন শিবিরের ভেতরে আনা হয়। রাত নামে।
২৪৩-৩১৪	ট্রোজানদের সেনা-দরবার।
৩১৪-৩৬৭	প্যাট্রোক্লাসের জন্য শোক।
৩৬৮-৬১৬	হেফিস্টাস প্যাট্রোক্লাসকে নতুন ঢাল ও যুদ্ধসাজ গড়ে দেয়।

১৭তম পর্বের শেষে যেমন, তেমনই এ-পর্বের শুরুতেও ঘটনা ও দৃশ্যবর্ণনার মধ্যে এই ইঙ্গিত পরিষ্কার হাজির থাকে যে, কবি এখানে আসলে আরও মারাত্মক এক ভবিষ্যৎ ঘটনার ছবি আঁকছেন—অ্যাকিলিসের মৃত্যু-পরবর্তী এক দিনের ছবি। অন্য কথায়, বাচনিক কবিতা (oral poetry) যুগের চারণকবি হিসেবে হোমার *ইলিয়াড*-এর পরে ঘটা অ্যাকিলিসের মৃত্যু নিয়ে নির্মিত গীতিকবিতা সম্বন্ধে ভালো করেই জানতেন; হতে পারে সে কবিতার নির্মাতাও তিনিই ছিলেন, আর *ইলিয়াড*-এর এই অংশে সে ঘটনার কথাই কবির মনে খেলছে সচেতনে বা অবচেতনে। অ্যাকিলিস এখানে যেভাবে তার কুটিরের মেঝেতে পড়ে থাকে (২৬), যেভাবে সমুদ্রপরীরা তার কাছে শোক করতে আসে (৬৫-৬৯), যেভাবে তার মা তীব্র চিৎকার তুলে তার ছেলের মাথা নিজের দু-হাতের মাঝে নেয় (৭১), যেভাবে অ্যাকিলিস প্যাট্রোক্লাসের মুখে ও শরীরে ছাই ঢেলে দেয়—সে সবকিছুর মধ্যেই গবেষকেরা অ্যাকিলিসের নিজের ভবিষ্যৎ মৃত্যু-উত্তর দৃশ্যের দেখা পেয়েছেন। মনে হয় যেন, পুরো দৃশ্যটাই হয় নেওয়া হয়েছে অ্যাকিলিসের মৃত্যু বিষয়ক অন্য কোনো গীতিকবিতার থেকে, না হয় অন্তত এ দৃশ্য আমাদের ইঙ্গিতে বলছে অ্যাকিলিসের নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা।

পুরো *ইলিয়াড*-এ অ্যাকিলিসের সঙ্গে তার মা থেটিসের মোট চারটি সাক্ষাৎপর্ব আছে। এ-পর্বটি তার মধ্যে দ্বিতীয়, এবং এই সাক্ষাৎ তার সঙ্গে প্রথম পর্বে তার মায়ের সাক্ষাতের সরাসরি বিদ্রূপাত্মক সমান্তরালে দাঁড়ানো। প্রথম পর্বে অ্যাকিলিস তার মায়ের কাছে আরজি রেখেছিল ট্রোজানদেরকে যুদ্ধে জেতানোর, যাতে করে গ্রিক রাজা আগামেমননের শিক্ষা হয়, যাতে করে গ্রিকরা অ্যাকিলিসবিহীন যুদ্ধ করার পরিণতি টের পায়। এই পর্বে মায়ের কাছে ব্যক্ত করা অ্যাকিলিসের তীব্র যাতনা সরাসরি তার প্রথম পর্বের ওই আরজিরই ফলাফল। তার এখন একমাত্র আগ্রহ হেক্টরকে হত্যা করায়, যদিও তার মা তাকে জানিয়ে দিল যে, 'হেক্টরের মৃত্যুর পরপরই তোমার মৃত্যুও এসে হাজির হবে' (৯৬)।

থেটিসের এ-কথার মধ্যে ভয়ানক এক ট্র্যাজিক সত্য লুকিয়ে আছে। এ-কথার অর্থ এটাও দাঁড়ায় যে, যদি অ্যাকিলিস বেশিদিন বাঁচতে চায়, তাহলে তার হেক্টরকে মারা ঠিক

হবে না। যত দেরি করে সে হেক্টরকে মারবে, ততখানিই দীর্ঘ হবে তার জীবন। অন্যভাবে বললে, হেক্টরের মৃত্যুই তার নিজের জীবন-মৃত্যুর নির্ণায়ক। আবার, সেই হেক্টরকে তার মারতেই হবে, কারণ সে তার প্রিয়তম বন্ধুর খুনি। ভয়াবহ এক পরিস্থিতি!

থেটিস-অ্যাকিলিস সাক্ষাৎ-পর্বের পরে অ্যাকিলিস যখন পরিখার সামনে হাজির হয়ে ট্রোজানদের মধ্যে আতঙ্ক জাগালো, সেটা অ্যাকিলিসের অতিমানবীয় শক্তিমত্তার সাক্ষী হয়ে থাকা এক চমৎকার দৃশ্য হলো বটে। আমরা দেখলাম, অ্যাকিলিসের মাথার ওপরে জ্বলছে দেবী অ্যাথিনার জ্বালানো অগ্নিশিখার বৃত্ত, আর সে তীব্র চিৎকার দিল মোট তিনবার। ট্রোজানরা তা দেখে ও শুনে পেছনে হটে গেল, উদ্ধার হলো প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ, এরপরই হেরা সূর্যকে অস্তমিত করে দিয়ে দীর্ঘ যুদ্ধদিবসের সমাপ্তি টানল। মার্টিন হ্যামন্ডের *ইলিয়াড*-এ (পেঙ্গুইন ক্লাসিক্স, ১৯৮৭) এ দৃশ্যের আলোচনায় চমৎকার একটি ইংরেজি কবিতা জুড়ে দেওয়া আছে। দারদানেল্লাস প্রণালীতে, ১৯১৬ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, এটি লেখেন ইটন কলেজের পণ্ডিত প্যাট্রিক শ-স্টুয়ার্ট, যিনি ফ্রান্সে যুদ্ধে মারা যান ১৯১৭ সালে: 'I will go back this morning / From Imbros over the sea; / Stand in the trench, Achilles, / Flame-capped, and shout for me.' ('আজ সকালে আমি ফিরে যাব / ইমব্রোস থেকে, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে; / তখন ট্রেঞ্চে দাঁড়িয়ে থেকো তুমি, অ্যাকিলিস / মাথায় অগ্নিশিখা পরে, ডেকো আমাকে চিৎকার দিয়ে।')

এর পরে ট্রোজানরা জড়ো হলো সেনা জমায়েতে। পলিডামাস তখন ট্রোজানদের আহ্বান জানাল শহরে ফিরে যেতে, সমতলে আরেক রাত পড়ে থাকার ঝুঁকি না নিতে, যেহেতু অ্যাকিলিস এখন যুদ্ধে ফিরে এসেছে। হেক্টর পলিডামাসের এই মিনতি প্রত্যাখ্যান করার সর্বনাশা সিদ্ধান্তটি নিল, পরে এজন্য সে আক্ষেপও করবে। হেক্টরের এই সিদ্ধান্তের পেছনে আছে দুটো শক্তির হাত: মানুষের ও দেবদেবীর। মানুষেরটা এ অর্থে যে, হেক্টর ও পলিডামাসের মধ্যে ছিল এক দীর্ঘকালের বৈরিতা, তাই পলিডামাসের কথা হেক্টরকে সবার সামনে প্রত্যাখ্যান করতেই হতো; আর দেবদেবীরটা এই যে, অ্যাথিনা এখানে ট্রোজানদের মাথা থেকে বুদ্ধিশুদ্ধি সব কেড়ে নিল বলে ট্রোজানরা পলিডামাসের প্রস্তাবে সায় না দিয়ে, হেক্টরের কথায় সায় দিল। পুরো *ইলিয়াড* জুড়ে আছে এ দুই শক্তির (মানুষ ও দেবদেবীর) একসাথে মিলে যাওয়ার অনেককটা দৃশ্য, আর আছে ভালো উপদেশ না মানার, না শোনার বীরদের যে প্রবণতা, সেই 'hubris'-এর (প্রগলভ দম্ভ) কথা।

এবার আসি হেফিস্টাসের গড়ে দেওয়া অ্যাকিলিসের বিখ্যাত 'ঢাল' প্রসঙ্গে। প্রাচীনকাল থেকে এ-পর্বটির নাম 'হোপ্লোপোইয়া' (Hoplopoiia), যার ইংরেজি করলে দাঁড়ায় 'The Making of Arms' (যুদ্ধাস্ত্রের নির্মাণ)। পুরো অংশটির দুটো ভাগ: প্রথমভাগে, ৩৬৮ থেকে ৪৬৭ পঙ্‌ক্তির মধ্যে, থেটিস হেফিস্টাসের প্রাসাদে যায় যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের অনুরোধ নিয়ে; আর দ্বিতীয়ভাগে, ৪৬৮ থেকে ৬১৭-য়, হেফিস্টাস অ্যাকিলিসের যুদ্ধাস্ত্রগুলি, বিশেষত চমৎকার এই ঢাল, গড়ে দেয়। বর্ণনার বিচারে ঢাল গড়ার মূল অংশটির সমতুল্য আর অন্য কিছুই বাকি *ইলিয়াড*-এ নেই। এর সবচেয়ে কাছাকাছি তুলনা

চলে হোমারের আরেক মহাকাব্য *অডিসি*তে ফাইয়াকিয়ানদের দেশে রাজা আলকিনুসের প্রাসাদ ও বাগানের বর্ণনায় (*অডিসি*—৭:৮১-১৩২)। কবি যে যত্ন নিয়ে এবং যতখানি বিরাট জায়গা নিয়ে এই ঢালে খোদাই করা দৃশ্যগুলির বর্ণনা দিয়েছেন, তাতেই স্পষ্ট যে এটা *ইলিয়াড*-এর কাহিনীর এ পর্যায়ে এসে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ। এ-অংশটুকু পড়ার পর আপনার এমনও মনে হতে পারে, ১৬তম পর্বে প্যাট্রোক্লাস যে অ্যাকিলিসের বর্মসাজ পরে তার ঢাল হাতে নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল, তা বোধহয় ছিল এ-উদ্দেশ্যেই যে এর ফলে অ্যাকিলিস তার ঢালটি হারাবে, এবং তখন আবশ্যিকতা দেখা দেবে তার জন্য নতুন এক ঢাল নির্মাণের। অর্থাৎ কবির জন্য এই ঢাল নির্মাণ পর্বটিকে প্রয়োজনীয় করে তুলতেই বুঝি প্যাট্রোক্লাস যুদ্ধে অ্যাকিলিসের ঢাল হারিয়েছিল।

ঢাল নির্মাণ অংশটুকুর অন্য কাজও রয়েছে। একটু পরেই *ইলিয়াড* মহাকাব্যের এই চরম উত্তেজনাপূর্ণ নাটকের চূড়ান্ত যে অঙ্কগুলি আমরা প্রত্যক্ষ করব, তার আগে টেনশন কিছু কমাতেই হয়তো হোমার এত বড় এক দৃশ্যের অবতারণা করলেন, দৃশ্য ও টোনের এত বড় পরিবর্তন ঘটালেন। এই ঢালে আছে পুরো পৃথিবীরই এক প্রতিকৃতি। যুদ্ধ ও শান্তির দিনে মানবজীবনের এক ক্যাটালগ এটি—ট্রয়ের যুদ্ধের বাইরে যে বিশাল পৃথিবী তারই দৃশ্যরূপময় এক বিবরণ এবং একইসঙ্গে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যোদ্ধাদের জীবনের সংক্ষিপ্ত ও করুণ এক বর্ণনাও। এ-অংশটি পাঠ করলে আধুনিক পাঠকের অবধারিতভাবে মনে পড়বে বিশ শতকের অন্যতম প্রধান লেখক হোরহে লুইস বোরহেসের গল্প 'আলেফ'-এর কথা, যেখানে ক্ষুদ্র এক বস্তু আলেফের মধ্যে ধরা আছে পৃথিবী ও মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ এক তালিকা।

এ পর্ব থেকেই কাহিনীর মোড় ঘুরে গেল, এই অর্থে যে অ্যাকিলিসের মনে এখন আর আগামেমননের ওপরে সেই খুনে ও বিধ্বংসী ক্রোধটা নেই। সেই আদি ক্রোধের পরিণতিতেই এখন তার মধ্যে জন্মেছে এক নতুন ক্রোধ: সে তার প্রিয়বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের খুনি হেক্টরকে মেরে প্রতিশোধ নেবে, যদিও সে জানে হেক্টরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার নিজের মৃত্যুই অতি কাছে ঘনিয়ে আসবে।

অতএব ঢালের মধ্যে ধরা এক পুরো পৃথিবীর বিবরণ দেওয়ার পাশাপাশি এ পর্বটি *ইলিয়াড*-এর কাহিনীর গতিপথে তুমুল এক পথবদল নিয়ে আসার জন্যও বিখ্যাত। প্রথম পর্বে যেমন সূচনা হয়েছিল অ্যাকিলিসের প্রথম ক্রোধের, এই পর্বে তেমন হলো তার দ্বিতীয় ক্রোধের। শেষ দুটি কথা :

১. গবেষকরা বলেন যে পলিডামাস হেক্টরেরই আত্মস্বরূপ (alter-ego), তার ছায়াসত্তা; যেমন প্রযোজ্য অ্যাকিলিস-প্যাট্রোক্লাস সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এই পর্বে ট্রোজানরা পলিডামাসের ভালো উপদেশ অগ্রাহ্য করে হেক্টরের খারাপ উপদেশ মেনে সমতলে থেকে গেল এবং পরে নিজেদের বিপর্যয় ত্বরান্বিত করল। যেভাবে অ্যাকিলিস তার কাজের মধ্য দিয়ে নিজের ধ্বংসকেই কাছে টেনে আনছে, সেভাবে হেক্টরও করল একই কাজ—পলিডামাসের সদুপদেশ অগ্রাহ্য করল সে। এই পলিডামাসের জন্ম হেক্টরের জন্মের একই রাতে, সে হেক্টরেরই ছায়ারূপ, কারণ তার কথা অগ্রাহ্য করেই হেক্টর নিজের সর্বনাশের

দিকে পা বাড়াচ্ছে। বূপকার্থে পলিডামাসের কথাগুলি তাই হয়তো হেক্টরের নিজের অবচেতন মনেরই কথা ছিল।

২. হোমারের সময়ের ক্লাসিক্যাল পৃথিবীর, যুদ্ধের বাইরের সাধারণ পৃথিবীর, একটুকরো বাস্তব ছবি দেখে নেওয়ার জন্য আমাদের হাতে অ্যাকিলিসের ঢালে গড়া ছবিগুলির বাইরে খুব বেশি কিছু আর নেই। প্রায় তিন হাজার বছর আগের পৃথিবীর বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস আসলেই থাকা সম্ভব নয়। অতএব এই ঢালের প্রতিটি বৃত্তের ওপরে খোদাই করা পৃথিবীর ছবিগুলির ঐতিহাসিক মূল্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। আর হঠাৎ করে হোমারের এই দীর্ঘ ঢাল নির্মাণ দৃশ্যের বর্ণনা আমাদের কাছে এটাও স্পষ্ট করে যে, হোমার *ইলিয়াড*-এর কাঠামোকে এমনভাবেই নির্মাণ করেছেন যার ফলে তিনি যে কোনো বিষয়ের অবতারণাই যে কোনো সময়ে এবং মহাকাব্যের যে কোনো স্থানে করতে পারেন।

পর্ব - উনিশ ॥ অ্যাকিলিস ও আগামেমননের বিরোধ অবসান

এর আগের পর্বেই পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, *ইলিয়াড*-এ অ্যাকিলিসের প্রথম ক্রোধের (রাজা আগামেমননের ওপরে ক্রোধের) ইতি ঘটেছে এবং জন্ম নিয়েছে তার নতুন ক্রোধের নতুন গতিমুখের (অর্থাৎ হেক্টরকে হত্যা করে প্যাট্রোক্লাসের খুনের প্রতিশোধ নিতে হবে)। এ পর্বে আগের পর্বের এই প্রস্তাবনারই সংঘটন দেখানো হলো।

মূল যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এই ১৯তম পর্বটি নাটকের মধ্যরঙ্গের মতো। কবি এখানে তার গতি কিছুটা থামাচ্ছেন সামগ্রিক নাট্য পরিস্থিতি একটু সামাল দিয়ে নিতে, গল্পের সব খোলা সুতো একটু বেঁধেছেঁদে নিতে। গবেষকরা এ পর্বকে যে পাঁচভাগে ভাগ করেন, তাতেই স্পষ্ট হয় অসমাপ্ত বিষয়গুলি মীমাংসা করে নিতে কবির প্রচেষ্টাটুকু :

১-৩৯	থেটিস অ্যাকিলিসের হাতে দেয় দেবতার গড়া নতুন যুদ্ধাস্ত্র ও ঢাল। অতএব অ্যাকিলিসের আর যুদ্ধে না নামবার অজুহাত থাকে না।
৪০-২৭৫	গ্রিক সেনা জমায়েতে প্রকাশ্যে অ্যাকিলিস-আগামেমনন কলহের ইতি টানা হয়। অতএব এ নিয়ে তাদের বা পাঠকের মধ্যে আর প্রশ্ন থাকে না কোনো।
২৭৬-৩৪৮	ব্রাইসিয়িস ও অ্যাকিলিস যার যার বিলাপ করে নেয়। ব্রাইসিয়িসের বিলাপের মাধ্যমে কবি প্রমাণ দেন যে প্যাট্রোক্লাস কতো ভালো লোক ছিল, আর অ্যাকিলিসের বিলাপের মধ্য দিয়ে তিনি শোনান তার পিতা ও তার পুত্রের কথা।
৩৪৯-৩৯১	অ্যাকিলিস সাজে যুদ্ধসাজে।
৩৯২-৪২৪	অ্যাকিলিস কথা বলে তার স্বর্গীয় ঘোড়াদের সঙ্গে।

এ বইয়েরই (মূল মহাকাব্য অংশে) ১৯তম পর্বের 'বিষয়বস্তু'-তে এ-কথা বলা হয়েছে যে, হোমার বিশেষজ্ঞরা ১৯তম পর্বটির কঠিন সমালোচনা করে থাকেন দুটি কারণে। ১. তারা মনে করেন যে, ইলিয়াডে অ্যাকিলিস-আগামেমনন কলহের কোনো আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি টানবার আসলে কোনো প্রয়োজন ছিল না, বরং অ্যাকিলিসের জন্য আরও বীরত্বপূর্ণ কাজ হতো সে যদি এসব অপ্রয়োজনীয় নাটকের পিছনে সময় ব্যয় না করে যুদ্ধাস্ত্র গায়ে চাপিয়ে সরাসরি যুদ্ধের মাঠে ঢুকে যেত বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ নিতে; যদি অন্য কোনোকিছুকেই গ্রাহ্য না করত। ২. গ্রিক সেনা জমায়েতে অ্যাকিলিস-অডিসিয়ুস তর্ক বিতর্কটি, তা-ও সৈন্যেরা খেয়ে নাকি না খেয়ে যুদ্ধে নামবে এরকম আপাত কম গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয় নিয়ে, আদতে অপ্রয়োজনীয় ছিল। কাহিনীর জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপটে, গবেষকেরা বলেন, যদি এটা হোমারের মূল কাহিনীকে বিলম্বিত করারই কোনো কৌশল হয়ে থাকে, তবে তা 'বিরক্তিকর' এক কৌশল বটে।

এর উপযুক্ত উত্তর দেন অন্য হোমারবিদরা এ-কথা বলেঃ ১. যেহেতু অ্যাকিলিসের সঙ্গে আগামেমননের কলহটি প্রকাশ্য সেনা জমায়েতে ঘটেছিল, তাই এটা খুব আবশ্যিক ছিল যে সেই কলহের মিটমাট হওয়াটাও প্রকাশ্যে বা জনসমক্ষে হতে হবে। এমনকি এটুকুও অতি প্রয়োজনীয় ছিল যে নবম পর্বে আগামেমননের প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণগুলি অ্যাকিলিসকে পেতেই হবে এবং তা সকলের সামনেই, কারণ তা যদি না হয় তো অ্যাকিলিসের মর্যাদার সত্যিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতে ঘাটতি থেকে যায় (এ প্রসঙ্গে পাঠক আরেকবার পড়ে দেখতে পারেন ফিনিক্স কী বলেছিল ৯:৬০২-৬০৫ অংশে এবং অ্যাকিলিস নিজেও কী বলেছিল ১৬:৮৪-৮৬ ও ৯০ নং পঙক্তিতে)। সে বিচারে অ্যাকিলিসের ক্রোধের নাটকীয় প্লটের এটি এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। আনুষ্ঠানিক এই কলহ মীমাংসার মধ্য দিয়ে অ্যাকিলিসও আনুষ্ঠানিকভাবে তার দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রোধে প্রবেশ করতে পারল সম্পূর্ণ নতুন করে, পেছনের কোনো ভার ঘাড়ে না রেখে; ২. সেনাবাহিনী খেয়ে নিয়ে পরে যুদ্ধে নামবে নাকি খালি পেটে তা করবে, এ বিষয়ে দুই গবেষক (শাডেভাল্ট ও লোহ্মান) বলেন, এই অংশটিতে কবির মূল আগ্রহ ছিল দুই গ্রিক বীরের একই বিষয়ে ভিন্ন মতামত উপস্থাপনার দিকে। একদিকে অ্যাকিলিস, এক আদর্শবাদী বীর যার পৃথিবীর বাস্তব বিষয়গুলো নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই; অন্যদিকে অডিসিয়ুস, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন একজন সেনানেতা। তবে অডিসিয়ুসই যে ঠিক ছিল তার প্রমাণ আছে অ্যাকিলিসের নিজেরই ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে খাদ্য গ্রহণের মধ্যে (৩৫২-৩৫৪)।

আগামেমনন-অ্যাকিলিস বিরোধ অবসান নিয়ে আর দু-একটি কথা বলা যাক। আগামেমননের যে অ্যাকিলিসের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে কষ্ট হচ্ছিল, তা তার আচরণ ও বাচনভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল। উদাহরণস্বরূপ, সে কখনও অ্যাকিলিসকে নাম ধরে কথা বলেনি, সেইসঙ্গে নিজের ভুলের দায়ও স্পষ্টভাবে স্বীকার করেনি। তার মূল কথা ছিল, 'শয়তানের প্ররোচণায় আমি এটা করেছি, অতএব দোষ যতোটা না আমার, তার

চেয়ে বেশি শয়তানের।' শয়তান বলতে আগামেমনন এখানে বলছিল 'আতি' বা 'মতিবিভ্রমের' কথা। এই 'আতি' ছিল হোমারের সময়ে গ্রিকদের যে কোনো ভুলের পেছনে সবসময়ের সুন্দর এক অজুহাত। আগামেমনন বলতে চাচ্ছিল, সে নিজে ব্রাইসিয়িস মেয়েটাকে অ্যাকিলিসের কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি, কাজটা আসলে করেছিল 'আতি'। নিজের কাজের জন্য এভাবে বাইরের কোনো শক্তিকে দায়ী করা, এই জিনিসটার সঙ্গে *ইলিয়াডেই* যেভাবে দেবদেবীরা মানুষের কানে কানে কথা বলে মানুষকে কোনো কাজে প্ররোচিত করে তার দারুণ মিল রয়েছে। গ্রিক বিশ্বাস ও সংস্কৃতিই অমন ছিল তখন, যেন বা দেবদেবী ও অলৌকিক শক্তিরা মানুষের মনেরই প্রতিনিধি।

আগামেমনন আসলে যখন 'আতি'র কথা বলছে, তখন এক অর্থে সে এই মনস্তাত্ত্বিক ধারণাটির কথাও বলছে, যে ধারণা আজও বিদ্যমান এক আধুনিক ধারণাই বটে। 'ঈশ্বর আমার মনের মধ্যে বাস করেন', এ ধরনের বিশ্বাসের থেকে আগামেমননের 'আমার ঐ ভুলটুকুর জন্য আতি দায়ী', এ কথার বেশি পার্থক্য নেই। আগামেমনন তার অযৌক্তিক আচরণের দায় চাপাচ্ছে কোনো এক অজ্ঞেয় কণ্ঠের ওপরে, যে কণ্ঠ তাকে ডাক দিয়েছিল ঐ ভুল কাজ করতে। মনস্তাত্ত্বিক বিচারে এ দাবি যেমন আগামেমননকে নিজের মনের কাছে শুদ্ধ থাকতে সহায়তা করে, তেমনই দেবদেবী পরিবেষ্টিত হোমেরিক নশ্বর মানুষের পৃথিবীতে 'মানব নিয়তির' এক অসহায় দিককেও ফুটিয়ে তোলে: মানুষের সব কাজ নিয়তি-নির্ধারিত, তাকে নিয়ে দাবার ঘুঁটির মতো খেলছে অন্য কোনো শক্তি।

আগামেমনন-অ্যাকিলিস বিরোধাবসান নিয়ে আরেকটি কথাও খুব প্রচলিত। বলা হয়, অ্যাকিলিস এখানে সত্যিকার অর্থে আগামেমননের ওপরে তার ক্রোধ সম্পূর্ণ ভুলে যায়নি, বা মন থেকে তা মুছে ফেলেনি, বরং 'পরিস্থিতির চাপেই' সে এ কাজটি করতে বাধ্য হয়েছিল। ৬৬ নম্বর পঙ্‌ক্তিকে দাঁড় করানো হয় এই কথার প্রমাণ হিসেবে, যেখানে অ্যাকিলিস বলছে: 'আমাদের বুকে যত ব্যথাই থাক, এসব ভুলে যাই চলো, *প্রয়োজন থেকেই* চলো আমরা আমাদের বুকের মাঝের মেজাজ দমাই।' তা-ই যদি হয়, তাহলে প্রশ্ন করাই যায় যে এই পর্বে বা পরের কোনো পর্বেও কি অ্যাকিলিস মন থেকে আগামেমননের ওপর ক্রোধকে বর্জন করেছিল? সে প্রশ্নের অকাট্য উত্তর পাওয়া কঠিন হলেও এটুকু নিশ্চিত যে আপাতত বাস্তবসম্মত এক কারণে অ্যাকিলিস আগামেমননের ওপরে তার ক্রোধ পরিহার করল, যাতে করে হেক্টরের ওপরে তার প্রতিশোধ নেওয়া ত্বরান্বিত করা যায়। মহাকাব্যের এ অংশ থেকেই আগামেমনন চলে গেল দৃশ্যপটের আড়ালে এবং অ্যাকিলিস চলে এল গ্রিক সেনাবাহিনীর সত্যিকারের সেনাপ্রধানের ভূমিকায়।

শেষ করছি পর্বের শেষে (৪০৪-৪২৪) অ্যাকিলিসের সঙ্গে তার দুই ঐশ্বরিক ঘোড়ার কথা বলার অংশটির একটু বিশ্লেষণ করে। আমরা এখানে দেখি তার ঘোড়া জানথাস প্রভু অ্যাকিলিসকে বলছে অ্যাকিলিসের আসন্ন মৃত্যু বিষয়ে। ঘোড়ার কথা বলা পাঠকের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। এ অংশটুকু পুরো মহাকাব্যের অল্প কয়টি অলৌকিক মুহূর্তের

একটি (দেবদেবীর নিয়মিত হস্তক্ষেপের অংশগুলি বাদ দিয়ে)। কিছু গবেষকের মতামত হচ্ছে : এখানে অ্যাকিলিস আসলে নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছিল, আর ঘোড়ার বক্তব্য অ্যাকিলিসের শীঘ্রমৃত্যুর স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রেখে তার নিজের নিয়তিবাদী বোধকেই আরও প্রবল করে তুলল। আবার এখানে হোমার এক ভবিষ্যদ্বাণীর দৃশ্যে যেভাবে ঘোড়ার (বা প্রকৃতির) কণ্ঠে সেই বাণী তুলে দিলেন, তার ফলে কবিতাটির নির্মাতা হিসেবে তিনি নিজে সাময়িকভাবে নিজেকে বের করে নিতে পারলেন কাহিনীর শরীর থেকে; আর সেভাবে অ্যাকিলিসের যুদ্ধে নামার সিদ্ধান্তের তাৎপর্য নিয়ে এ মহাকাব্য নির্মাতার মন্তব্য তিনি বস্তুনিষ্ঠভাবে শোনাতে পারলেন আমাদের।

আর ঘোড়ার এই ভবিষ্যদ্বাণী যে অ্যাকিলিস মারা যাবে 'কোনো দেবতা ও কোনো এক মানুষের শক্তির হাতে' (৪১৭), তা থেটিসের বলা অ্যাকিলিসের আসন্ন মৃত্যু বিষয়ক কথাগুলোয় আরও এক নতুন তথ্যের যোগ ঘটালো। অ্যাকিলিসের মৃত্যুর চূড়ান্ত ডিটেল অবশ্য পাওয়া যাবে মৃত্যুগামী হেক্টরের কথার মধ্যে: অ্যাকিলিসের মৃত্যু ঘটানো দেবতাটি হবে ফিবাস অ্যাপোলো, আর মানুষটি হবে প্যারিস, এবং মৃত্যুর স্থানটি হবে ট্রয় শহরের সিয়ান তোরণ (২২:৩৫৯-৩৬০)।

পর্ব - বিশ ॥ অ্যাকিলিসের যুদ্ধে ফেরা

২০তম পর্বে এর সামনের দু পর্বে আমরা অ্যাকিলিসের যে আরেস্তিয়া (বীরগাথা) প্রত্যক্ষ করব, তারই পত্তন ঘটানো হলো। কবি এটা ঘটালেন বেশ ধীরে, সময় নিয়ে। কথা হচ্ছে, অ্যাকিলিসের এখনও হেক্টরের মুখোমুখি হয়ে মূল যুদ্ধে নামার সময় আসেনি, খুব বেশি হলে হেক্টরের সঙ্গে হাত পাকানোর সময় এখন তার। এ-পর্বে দুবার হলোও তা: অ্যাকিলিস-হেক্টর দুবার প্রারম্ভিক মুখোমুখি হলো ২২তম পর্বের আসল দ্বন্দ্বযুদ্ধের আগে। ২২তম পর্বের ওই ক্লাইম্যাক্সকে পিছিয়ে দিতে বা দেরি করিয়ে দিতে এ-পর্বে যা করার, তার সবই করলেন কবি। তিনি তার কাব্যনির্মাণ কলার সবটা ব্যবহার করে অ্যাকিলিস-হেক্টর সাক্ষাৎ হওয়ার পরেও হেক্টরের মৃত্যু ঘটালেন না।

পর্বের শুরুটা যথেষ্ট মৃদু লয়ে ঘটল: জিউস দেবদেবীদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানালো তাদের এখন এই ট্রোজান যুদ্ধে নিজেদের খুশিমতো অংশ নেওয়াতে আর কোনো বাধা নেই (১-৭৪)। এর ফলে ২১তম পর্বে দেবদেবীর মধ্যেকার লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। এরপরে আছে অ্যাকিলিস ও ঈনিয়াসের মধ্যেকার এক সুদীর্ঘ দৃশ্য, যার অনেকটাই নিয়ে নিয়েছে ভাষণ, পাল্টা ভাষণ ও নিষ্ফল লড়াই; ঈনিয়াস আহত হবার আগেই তাকে বাঁচিয়ে দিল পসাইডন (৭৫-৩৫২)। পর্বের শেষে গিয়ে শুরু হলো অ্যাকিলিসের আরেস্তিয়া, সে চৌদ্দজন ট্রোজানকে খুন করে তার যুদ্ধে নামা উদযাপন করল যেন (৩৫৩-৫০৩)। শেষ অংশে হেক্টর দুবার ঝাঁপিয়ে এল অ্যাকিলিসের বিপরীতে, কিন্তু প্রতিবারই অনিবার্য ঘটনাটি

ঘটা পিছিয়ে দিলেন হোমার: একবার হেক্টর নিজেই সরে গেল অ্যাপোলোর পরামর্শে (৩৭৯-৩৮০); আর আরেকবার তাকে উদ্ধার করল একই দেবতা (৪৪৩-৪৪৪)।

পর্বের শুরুতে দেবদেবীর সমাবেশে জিউসের ভাষণের পরই কবি আমাদের পরিষ্কার তালিকা দিয়ে দিলেন যে কোন্ দেব বা দেবী কোন্ পক্ষে লড়ছে, যদিও মহাকাব্যের এতো দূর পর্যন্ত এসে এই তালিকা আমাদের কাছে এরই মধ্যে পরিষ্কার। আমরা দেখলাম, গ্রিকপক্ষে গেল হেরা, অ্যাথিনা, পসাইডন, হারমিস ও হেফিস্টাস; আর ট্রোজানপক্ষে আইরিজ, অ্যাপোলো, আর্টেমিজ, লেটো, জানথাস নদী ও আফ্রোদিতি। পরের পর্বে দেবদেবীদের লড়াইয়ের জন্য পাঠককে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নিতে কবির এই তালিকা পেশ, সন্দেহ নেই।

পর্বের শেষ দিকে অ্যাকিলিসের উন্মত্ত আক্রমণের অন্যতম শিকার হয় পলিডোরাস, সে রাজা প্রায়ামের সবচেয়ে কমবয়সী ও প্রিয়তম পুত্র। হেক্টর তার ছোট ভাইয়ের এই করুণ মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ধেয়ে যায় অ্যাকিলিসের দিকে, কিন্তু—আগেই যেমন বলেছি—দেবতাদের হস্তক্ষেপে বিলম্বিত হয়ে যায় অনিবার্য ঘটনাটুকুর সংঘটন। দেবী অ্যাথিনা পথচ্যুত করে দেয় হেক্টরের বল্লমের আর অ্যাপোলো এসে ঘন কুয়াশায় মুড়ে তুলে নিয়ে যায় হেক্টরকে।

এ-পর্বটির বিষয়ে আলোচনার কেন্দ্রে থাকে মূলত অ্যাকিলিস ও ঈনিয়াসের মধ্যেকার দীর্ঘ অংশটুকু (৭৫-৩৫২), বিশেষ করে যেখানে পসাইডন ভবিষ্যদ্বাণী করে যে ঈনিয়াসের নিয়তিতে আছে বেঁচে থাকা এবং পরবর্তীকালে তার বংশধরদেরই ট্রোজানদের শাসক হওয়া (৩০২-৩০৮)। যেহেতু ঈনিয়াসের যুদ্ধে পারদর্শিতা হেক্টরের সমান কিন্তু তারপরও *ইলিয়াড*-এ তার ভূমিকা গৌণ এবং যেহেতু এই মহাকাব্যে এমন ইঙ্গিতও আছে যে ঈনিয়াস ট্রোজান রাজা প্রায়াম ও তার শাসনের ওপরে বীতশ্রদ্ধ (১৩:৪৬০; এবং ২০:১৮০), সেহেতু এমন মনে হওয়া অযৌক্তিক নয় যে এই ঈনিয়াস চরিত্রের যেটুকু আমাদের দেখানো হলো, চরিত্রটি আসলে তার চাইতে অনেক বড়। পসাইডনের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের সেই কথাই বলল।

হোমার গবেষকদের অনুমান হচ্ছে এই দৃশ্যটুকু, বিশেষত পসাইডনের ভবিষ্যদ্বাণীর অংশটুকু, এ মহাকাব্যে ঢোকানো হয়েছে হোমারেরই সময়কালে ট্রোয়াড অঞ্চলের এক ছোট শহরের রাজার নির্দেশে, বা সেই রাজাকে সম্মান জানাতে, যে রাজা দাবি করতেন যে তার বংশ ঈনিয়াসের থেকে আসা। এরকম এক রাজত্ব যে আসলেই ছিল সে কথার সপক্ষে কিছু প্রমাণও হাজির করেছেন গবেষকেরা এবং পরবর্তীকালের লেখক স্ট্রাবো।

যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে আমরা *ইলিয়াড*-এর স্রষ্টা কবির বিষয়ে এক বিরাট তথ্য পেয়ে যাচ্ছি: তিনি সম্ভবত ছিলেন একজন রাজকবি (যাকে ইংরেজিতে বলে court poct)। এ অনুমানকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা কে আসলে ছিলেন হোমার এবং কবির মুখে কবে নির্মাণ হয়েছিল *ইলিয়াড*, এ দুটি প্রশ্নের নিষ্পত্তি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। উইলিয়ামোভিৎস, জ্যাকোবি, শাডেভাল্ট, রেইনহার্ট এবং আরও অনেক খ্যাতিমান হোমার গবেষক পরে এ-অনুমানকেই সমর্থন জানান যে, *ইলিয়াড* রচনা করেন হোমার নামেরই এক চারণকবি যিনি ছিলেন ঈনিয়াস বংশের এক রাজার দরবারের

রাজকবি; আর তা যদি না হয় তাহলে পরবর্তীকালের অন্য কোনো কবিই ঈনিয়াস বংশের কোনো রাজাকে খুশি করতে এই ঈনিয়াস সম্পর্কিত পসাইডনের ভবিষ্যদ্বাণীর সাতটি লাইন মহাকাব্যটিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

হোমেরিক গবেষণার নিয়মিত নিয়তি এটাই যে, যার শুরু হয় স্রেফ এক অনুমানের মাধ্যমে, তা-ই পরে হয়ে দাঁড়ায় সবল কোনো মতবাদ বা বিশ্বাস—ফলে দেখা যায় মূল প্রশ্নটিরই অতিসরলীকরণ ঘটে গেছে। কোনো মহাকাব্যিক কবিতা যত দীর্ঘ শতাব্দী ধরে তৈরি হয়, তার ফলে অতীতকালের অনেক ঘটনা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয় অনেক বিভ্রান্তির, আর মানুষের মুখে মুখে তৈরি হওয়া বাচনিক কবিতার চারপাশের চাপ ও নিয়মকানুন সেই বিভ্রান্তিগুলো সময়ের সঙ্গে আরও গাঢ় করে তোলে। এমনও তো হতে পারে যে হোমার মানুষের মুখের থেকে নিয়ে, বহু শতাব্দী আগে ঘটে যাওয়া ট্রোজান যুদ্ধের কাহিনীকে পুঁজি করে যে *ইলিয়াড* গড়ে তোলেন, তার আগের বহু যুগ ধরেই ঈনিয়াস চরিত্রটি মানুষের মুখে মুখে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিল? এবং এই খ্যাতির ব্যাপারটি ঘটেছিল জনগণের এ বিশ্বাস থেকেই যে একদিন ঈনিয়াস তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের কারণে বিরাট বিখ্যাত কোনো চরিত্র হয়ে উঠবে? দেবী আফ্রোদিতির গর্ভে জন্ম নেওয়া এই নশ্বর মানুষটির বংশধরদের ইতালির ভবিষ্যৎ শাসক হওয়া নিয়ে ইঙ্গিত হোমার-উত্তর 'আফ্রোদিতির জন্য স্তুতিগান' (Hymn to Aphrodite) কাব্যেও রয়েছে।

ঈনিয়াসের আজকের খ্যাতির মূল কারণ অবশ্যই ভার্জিলের মহাকাব্য *ঈনিদ*। ভার্জিল *ঈনিদ* রচনা করেন হোমারের *ইলিয়াড*-এর আদলে। ভার্জিলের কারণেই পসাইডনের সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে উঠেছে হোমার তা যতটুকু সত্য বলে ভেবেছিলেন তার চেয়ে বড় আকারে। রোমান সাম্রাজ্য শেষমেশ গিয়ে দাবি করল যে, ট্রয়ের যুদ্ধ থেকে দলবল নিয়ে পালিয়ে আসা ঈনিয়াসই এই সাম্রাজ্যের পত্তনকারী, রোমান জাতির সূচনাকারী—ঈনিয়াসকে বলা হলো জুলিয়ান বংশের প্রথম পুরুষ। সেই ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাস রেখেই ভার্জিল লিখলেন তার মহাকাব্যটি।

পর্ব - একুশ ॥ অ্যাকিলিসের সঙ্গে নদীর লড়াই

২০তম পর্বের শেষে অ্যাকিলিসের আরেস্তিয়ায় (বীরগাথা) তার হাতে নিহত চৌদ্দ ট্রোজানের নামের তালিকার বেশি কিছু আসলে নেই। এই তালিকাধর্মী আরেস্তিয়ার বিপরীতে এ পর্বে অ্যাকিলিসের আরেস্তিয়াটি গড়া হলো দুটি বিশদ দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও স্কামান্দার নদীর সঙ্গে তার প্রবল লড়াইয়ের বিবরণ দিয়ে। এরপর এখানে আছে দেবদেবীদের নিজেদের মধ্যেকার যুদ্ধের অস্বস্তি জাগানো অংশটুকু, আর তার শেষেই কাহিনী ফেরত আসে মানুষের পরিমণ্ডলে যেখানে অ্যাকিলিস লড়ে আজিনরের বিপরীতে, পরের পর্বে হেক্টরের সঙ্গে তার মূল লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসেবেই যেন।

প্রচণ্ড শক্তিশালী এ পর্বটি গবেষকরা মোট চারভাগে ভাগ করেন এবং দেখান যে, প্রতিটি ভাগের আগে একটি করে ছোট মধ্যভাগ (অর্থাৎ এক ভাগ থেকে অন্যভাগে উত্তরণের মধ্যপর্যায় বা transition) রেখে কী বিশাল যত্নে কবি আমাদের মূল চার ভাগের একটি থেকে অন্যটিতে নিয়ে যান। কাঠামোটির পূর্ণাঙ্গ রূপ এমন :

১-৩০	*মধ্যপর্যায় : ট্রোজানরা নদীর মাঝে আশ্রয় নিল।*
৩৪-২১০	নদীর পাড়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ; অ্যাকিলিস বনাম লাইকাওন এবং অ্যাকিলিস বনাম অ্যাস্টেরোপিয়াস।
২১১-২২৬	*নদীর সঙ্গে যুদ্ধের আগের মধ্যপর্যায়।*
২২৭-৩২৭	নদীর সঙ্গে অ্যাকিলিসের যুদ্ধ।
৩২৮-৩৮২	*দেবদেবীর নিজেদের মধ্যেকার যুদ্ধের আগের মধ্যপর্যায়।*
৩৮৩-৫১৩	দেবদেবীর মধ্যে লড়াই।
৫১৪-৫২০	*মধ্যপর্যায়: অ্যাপোলো ট্রয়ের দিকে গেল।*
৫২১-৬১১	অ্যাকিলিস ট্রোজানদের তাড়িয়ে নিল ট্রয় অভিমুখে। আজিনর / অ্যাপোলো মিলে সময়ক্ষেপণ করে ট্রোজানদের শহরে ঢোকার সুযোগ করে দিল।

গবেষকদের এই পর্বের আলোচনা করতে দেখা যায় মূলত দুটি বিষয় নিয়ে: অ্যাকিলিসের সঙ্গে লাইকাওনের লড়াই, যাকে বিখ্যাত গবেষক উইলিয়ামোভিৎস বলেন 'সবচেয়ে খাঁটি সোনা'; এবং দেবদেবীদের নিজেদের মধ্যে লড়াই, যাকে ভাল্টার লিফ বলেন 'কাব্যিকভাবে বাজে'।

দেবদেবীদের যুদ্ধ বিষয়ে গবেষকদের আপত্তির মূল জায়গাটি হলো, ২০তম পর্বে দেবদেবীর মধ্যেকার যে তীব্র ভয়জাগানো যুদ্ধের ইঙ্গিত আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম (২০:৪৭-৬৭) এবং এ-পর্বে যেভাবে বলা হলো যে 'তারা লড়াইয়ে লিপ্ত হলো এক প্রকাণ্ড অট্টনাদ তুলে, তাতে আর্তরব করে উঠল বিস্তৃত বসুন্ধরা' (৩৮৭-৩৮৮), তার কিছুই মূল লড়াইতে ঘটতে দেখা গেল না। বরং আমরা দেখলাম সেখানে আছে দেবদেবীদের বাচ্চা ছেলেমেয়ের মতো মারামারি করার কিছু চটুল দৃশ্য—তারা একজন আরেকজনকে মারছে, তারপর সেটা নিয়ে দম্ভে ফেটে পড়ছে। নশ্বর মানুষদের রক্তাক্ত, মৃত্যুগন্ধময় লড়াইয়ের বিপরীতে তাদেরটা বেশি হলে কোনো লড়াইয়ের ক্যারিকেচার বা প্যারোডি মাত্র।

এর ঠিক আগে অ্যাকিলিসের সঙ্গে নদীদেবতা স্কামান্দারের যে ভয়াল যুদ্ধ আমরা ঘটতে দেখি, সেই শ্বাসরুদ্ধকর যুদ্ধের শেষে এখানে টোন হঠাৎই যেন নেমে গেল অনেক নীচে, হালকা হয়ে গেল গাম্ভীর্যের দিক থেকে। বলা হয়ে থাকে, *ইলিয়াড* কোনো একজন কবি রচনা করেননি, তাই এর নির্মাণের মধ্যে আছে স্তরের পরে স্তর। আমাদের সেই প্রমাণ-বিবর্জিত অনুমান মেনে নেওয়ার আগে পর্যন্ত ভালো হবে যদি আমরা এটাই ধরে নিই যে, অন্যান্য

পর্বগুলির মতো (বিশেষত পঞ্চম ও ১৪তম পর্ব) হোমার এখানেও দেবদেবীর মধ্যেকার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আসলে মানুষের নিঠুর যুদ্ধ দৃশ্য দেখা থেকে আমাদেরকে কিছুটা আরাম ও বিশ্রাম দিতে চাইছিলেন। আর অন্য একটি কথাও তো সত্য: দেবদেবীরা আসলেই তো মানুষের থেকে আলাদা। তাদের অমরত্বের কারণেই কোনো কিছু নিয়ে তাদের গুরুভার বা সিরিয়াস না হলেও চলে, যেটা মানুষের চলে না। অতএব তাদের লড়াই মানুষের লড়াই থেকে একটু লঘুভাবের, একটু হাস্যরসের হলে তাতে অবাক হওয়ার তো কিছু নেই।

দেবদেবীর লড়াইয়ের অংশটুকু নিয়ে আধুনিক সমালোচকদের কথার জবাবে হোমার, যদি তিনি আজ জীবিত থাকতেন, সম্ভবত এটাই বলতেন যে : প্রথমত, তার সময়ে মানুষের (বা শ্রোতাদের) শিল্প বিষয়ে রুচিবোধ এখনকার মতো ছিল না; আর দ্বিতীয়ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে *ইলিয়াড* আবৃত্তি শুনতে থাকা শ্রোতাদের তিনি আসলেই এর পরের পর্বে অ্যাকিলিস-হেক্টর ট্র্যাজিক লড়াইয়ের আগে কিছুটা হালকা রস উপহার দিতে চাইছিলেন।

এ পর্বের অ্যাকিলিস বনাম নদীদেবতা স্কামান্দারের মধ্যেকার ভয়াল লড়াইটি নিয়েও কথা আছে। এ লড়াই অ্যাকিলিসের আরেস্তিয়ারই অংশ, যা চলবে পরবর্তী পর্বে তার হাতে হেক্টর নিহত হওয়া পর্যন্ত। অ্যাকিলিস-স্কামান্দার লড়াই-ই একসময় রূপ নিল স্কামান্দার বনাম হেফিস্টাসের লড়াইতে, অর্থাৎ দুই প্রধান প্রাকৃতিক শক্তি—পানি বনাম আগুনের বিরাট ইঙ্গিতসূচক যুদ্ধে। অ্যাকিলিসকে আমরা এই পুরোটা সময়ে দেখি, সে মানুষের মাঝে সেরা বীর হলেও নদীদেবতার তুলনায় তার শক্তি অতি সামান্যই, আর সে কারণেই বাঁচার জন্য অ্যাকিলিস সহায়তা চাইল দেবদেবীদের। অ্যাকিলিসের যুদ্ধে ফিরে আসার সময় থেকেই আমরা দেখেছি যে তার সঙ্গে মিশেল ঘটানো হচ্ছে আগুনের নানা রূপ ও বর্ণের (১৯:৩৭৫-৩৮০), এমনকি অ্যাথিনা তার মাথার ওপরে অগ্নিশিখার বৃত্তও বসিয়ে দিয়েছে (১৮:২০৫-২০৬), কিন্তু এত সব কিছুর পরেও নদীর সামনে সে কোনো শক্তিই নয়, তাই অগ্নিদেবতা হেফিস্টাসকে আসতে হলো তাকে বাঁচানোর জন্য।

ভাল্টার লিফ তার ১৯০২ সালের বিখ্যাত *ইলিয়াড গ্রন্থে* বলছেন: 'এই চমৎকার দৃশ্যটির একটা বুনো মহিমা আছে', কিন্তু লিফ তারপরও নদীর সঙ্গে অ্যাকিলিসের যুদ্ধদৃশ্যকে 'কবির কাব্যসৃষ্টির পরের কোনো পুনর্বিবেচনা থেকে উদ্ভূত' এক সৃষ্টি হিসেবেই দেখতে চান, অর্থাৎ একে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে তিনি নারাজ। আর ই.টি. আউয়েন তাঁর *দি স্টোরি অব ইলিয়াড গ্রন্থে* এ অংশটুকুর সমালোচনায় বলেন: 'কবিতাটির মধ্যে হঠাৎ একটা আজব ও বেখাপ্পা আবহ চলে এল...আমরা যে শিল্পরাজ্যে এতক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তার থেকে ভিন্ন কোনো রাজ্যে ঢুকে গেলাম যেন...মনে হচ্ছে আমরা আরও আগের, আরও আদিম ধরনের এক গল্পের দিকে চলে গেলাম, ঢুকে গেলাম রূপকথা ও লোককথার পৃথিবীতে।' অর্থাৎ অ্যাকিলিস-স্কামান্দার যুদ্ধের রূপকথা বা লোককথামূলক ধাঁচটিতে আপত্তি আউয়েনের; তিনি একে বাকি *ইলিয়াড*-এর সঙ্গে বেমানান বলছেন।

কোনো সন্দেহ নেই যে হোমার অ্যাকিলিস-স্কামান্দারের এই দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে শুধু অ্যাকিলিসের আরেস্তিয়াকেই বিস্তৃত ও প্রবলতর করলেন না, একইসঙ্গে আবারও অ্যাকিলিস-

হেক্টর মূল লড়াইয়ের সংঘটনে বিলম্ব ঘটিয়ে দিয়ে পাঠকের প্রত্যাশা বাড়িয়ে তুললেন।

এ-পর্বের বিখ্যাত এক অংশ অ্যাপোলোর সঙ্গে পসাইডনের কথোপকথন, যেখানে মানুষের জীবনের অর্থহীনতা ও ক্ষণস্থায়ীত্ব নিয়ে অ্যাপোলো পসাইডনকে বলে যে মানুষ এক করুণাযোগ্য প্রাণী, ঠিক গাছের পাতাদের মতো (৪৬২-৪৬৭), অতএব মানুষের লড়াই নিয়ে দেবতাদের মাথা ঘামানোর কোনো মানে হয় না। এর সঙ্গে তুলনীয় প্রথম পর্বের শেষে হেফিস্টাসের কথাগুলি (১:৫৭৩-৫৭৫); আর গাছের পাতার সঙ্গে মানুষের তুলনার কথা আমরা আগেও শুনেছি ষষ্ঠ পর্বে, ডায়োমিডিজকে বলা গ্লকাসের কথায় (৬:১৪৫-১৪৯)।

শেষ করছি এ-পর্বের সবচেয়ে বিখ্যাত কয়েকটি পঙ্‌ক্তির কথা বলে, যা সম্ভবত পুরো *ইলিয়াড*-এরই সবচেয়ে খ্যাতিমান কিছু পঙ্‌ক্তি। লাইকাওন যখন অ্যাকিলিসের কাছে প্রাণভিক্ষা চায়, তখন অ্যাকিলিস তাকে বলে: 'বন্ধু আমার, তোমাকেও মরতেই হবে। কেন তা নিয়ে এরকম হা-হুতাশ করো?' তারপর সে বলে প্যাট্রোক্লাসও মারা গেছে, এবং তার মতো সুবংশীয়, দেবীর গর্ভে জন্ম নেওয়া বীরপুরুষটিকেও মরতে হবে—একদিন কোনো এক ভোরে কেউ একজন যুদ্ধে তার জান নিয়ে নেবে (১০৬-১১৩)। পুরো মহাকাব্যের এক অন্যতম মর্মস্পর্শী, বিষাদে দমবন্ধ হয়ে যাওয়া মুহূর্ত এটি। এখানে অ্যাকিলিসের মনোভঙ্গী বা আচরণ হ্যামলেটেরই মতো, যে হ্যামলেট বলেছিল, 'প্রস্তুত থাকাই সার কথা।'

পর্ব - বাইশ ॥ হেক্টরের মৃত্যু

পর্বটির শুরু হলো এক অমঙ্গলসূচক দৃশ্য দিয়ে: ট্রোজানরা সবাই পড়িমরি ঢুকে যাচ্ছে ট্রয়ের নগর দেওয়ালের ভেতরে, আর বাইরে হেক্টর একা। সে সিদ্ধান্ত নিল ভেতরে না ঢুকবার। তার এই মারাত্মক সিদ্ধান্ত, *ইলিয়াড*-এর অন্যান্য প্রধান সিদ্ধান্তগুলির মতোই, দুই কারণের ধাক্কায় নেওয়া। ঐশ্বরিক কারণ ও মানবিক কারণ, দুটোই এখানে সমান্তরালে জারি থাকছে: 'হেক্টরের প্রাণঘাতী নিয়তি তাকে বেড়ি পরিয়ে রেখেছে, ইলিয়াম শহর ও সিয়ান তোরণের সামনে...তাকে রেখেছে স্থবির করে'—এটা নিয়তির বা ঐশ্বরিক কারণের দিক, যার নিয়ন্ত্রণ তার হাতে নেই; অন্যদিকে এটা তার নিজের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তও, আগের রাতে ট্রোজানদের নিয়ে নিরাপদে শহরে ফেরার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করার লজ্জা থেকে যার শুরু। সে ভাবছে তার নির্বুদ্ধিতার কারণেই এখন ধ্বংস হচ্ছে তার দেশবাসী (৯৯-১০৮)।

রাজা প্রায়াম দেখল অ্যাকিলিস ধেয়ে আসছে সমতল ধরে। সে পুত্র হেক্টরকে মিনতি জানাল শহরে ঢুকে যাওয়ার। প্রায়ামের পাশাপাশি তার মা হেকুবাও একই মিনতি জানাল তার উদ্দেশে। হৃদয়-মুচড়ানো এই দৃশ্যের অন্তর্গত শক্তি আরও বেড়ে যায় যখন আমরা একে তুলনা করি নবম পর্বে অ্যাকিলিসের কাছে তিন দূতের মিনতি পেশ করার সঙ্গে—সেখানে অ্যাকিলিসের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরা তার প্রতি মিনতি রাখছিল যুদ্ধে নামার জন্য, আর এখানে নিজের পিতামাতা হেক্টরকে মিনতি জানাচ্ছে যুদ্ধে না নামার জন্য। কী বৈপরীত্য!

এর সঙ্গে আরও তুলনা টানা যায় ২৪তম পর্বে অ্যাকিলিসের কাছে হেক্টরের লাশ ফেরত চেয়ে জানানো প্রায়ামের মিনতির। প্রায়াম এ পর্বে তার নিজ পুত্রকে তার প্রস্তাবে রাজি করাতে পারল না, কিন্তু পরের পর্বে সে ঠিকই তার পুত্রের খুনিকে রাজি করাতে পারবে তার কথায়।

এরপর ট্রয়ের নগর দেওয়াল ঘিরে অ্যাকিলিস হেক্টরকে তাড়া করতে থাকল। মোট তিনবার নগর দেওয়াল প্রদক্ষিণ করল তারা। শেষে তারা এসে পৌছাল শহরের নারীদের কাপড় কাচার চৌবাচ্চার কাছে, যেখানে ট্রয়ের নারীকুল জড়ো হতো শান্তিকালীন দিনে, গ্রিকরা ট্রয় অবরোধ করবার আগে (১৫৩-১৫৬)। অ্যাকিলিস এ-পর্যায়ে সত্যিই 'দ্রুতপায়ের' যোদ্ধা। কবি এরকম এক সময়ে একবার করে উল্লেখ করলেন পায়ের দৌড় ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার কথা; যেহেতু এর পরের পর্বেই মৃত প্যাট্রোক্লাসের সম্মানে আয়োজন করা হবে এসবের, ফলে এ-কথাগুলির মধ্যে একটা অশুভের ছায়া খুঁজে পাওয়া অবাস্তব নয় (১৫৯-১৬৫)। আর এর পরের আধা লাইনে কবি যখন আরও বললেন: 'তাদের দেখছিল সব দেবদেবী' (১৬৫), তখন সেই অশুভ বিষয়টি আরও গা-ছমছমে, প্রগাঢ় হয়ে উঠল।

দেবরাজ জিউস এ-সময় যুক্তিতর্কে নামল হেক্টরকে আপাতত বাঁচিয়ে রাখবে নাকি মেরে ফেলবে তা নিয়ে, যেমন সে করেছিল সারপিডন ও প্যাট্রোক্লাসের বেলায়ও। জিউসের এ বিতর্কের ফলে এই তিনটি মৃত্যুর পর পর সংঘটনের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গেল। তারপর, অষ্টম পর্বের মতোই, জিউস তার সোনালি পাল্লা তুলে ধরল— দেখা গেল হেক্টরের ভাগ্য নীচে হেডিসের মৃত্যুপুরীতে যাবার জন্য নেমে গেছে। এই দেখে দেবতা অ্যাপোলো চলে গেল হেক্টরকে ছেড়ে, অ্যাথিনা পাশে এসে দাঁড়াল অ্যাকিলিসের। আমরা বুঝে গেলাম, হেক্টরের মৃত্যু আর বিলম্বিত করবেন না কবি। হলোও তাই, অ্যাথিনার নির্মম ধোঁকায় পড়ে গলায় বল্লমের আঘাত নিয়ে প্রাণত্যাগ করল হেক্টর। মৃত্যুর সময়ে সে অ্যাকিলিসের উদ্দেশে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেল কবে, কোথায় এবং কাদের হাতে অ্যাকিলিসের মৃত্যু হবে, ঠিক যেভাবে প্যাট্রোক্লাস তার মৃত্যু-দৃশ্যে একই ধরনের কথা বলে গিয়েছিল হেক্টরের কানে, হেক্টরের মৃত্যু নিয়ে।

এরপর অ্যাকিলিস হেক্টরের লাশ টেনে নিয়ে যেতে থাকে তার রথের পেছনে বেঁধে; ধুলোময়লায় নোংরা হয়ে যায় হেক্টরের চুল (৪০১-৪০৪)। হেক্টরের এই মাথা ও চুলের নোংরা হওয়াটা প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর সময়ে তার মাথায় পরা অ্যাকিলিসের শিরস্ত্রাণের রূপকার্থে নোংরা হওয়ার দৃশ্যের কথা আমাদের অবধারিতভাবে মনে করিয়ে দেয় (১৬:৭৯৪-৮০০)। তখনই কবি বলেছিলেন, ওই ধুলোময়লা ভরা অ্যাকিলিসের শিরস্ত্রাণ জিউস হেক্টরকে দিয়েছিল (প্যাট্রোক্লাসকে হত্যা করে) নিজের মাথায় পরবার জন্য, যদিও তার নিজের মৃত্যুও কাছে এসে গেছে (১৬: ৮০০)।

হেক্টরের মৃত্যুতে স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকির বিলাপের এক বড় অংশ জুড়ে আছে এর পরে পিতৃহীন অ্যাসটায়ানাক্সের জীবনে কী দুর্দশা নেমে আসবে সে কথা। ষষ্ঠ পর্বে ট্রয়ের

নগরপ্রাকারের ওপরে বিখ্যাত হেক্টর-অ্যান্ড্রোমাকি সাক্ষাৎ অংশে যে ট্র্যাজেডির কথা বলা হয়েছিল, কবি এ পর্বে অ্যান্ড্রোমাকির বিলাপের মধ্য দিয়ে সে কথারই পূর্ণতা ঘটালেন।

হেক্টর ও অ্যাকিলিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধকে গবেষকরা রূপকার্থে দুই পরস্পরবিরোধী ও বিপরীতমুখী জীবনাচরণ ও বিশ্বাসের মধ্যেকার যুদ্ধ হিসেবে দেখে থাকেন। হেক্টর *ইলিয়াডে* প্রতিনিধি ঘর, সংসার, নগর-রাষ্ট্রের জীবন—এসবের। তার কাজ হচ্ছে দেশবাসীর জন্য গঠনমূলক, ইতিবাচক জীবনের নিশ্চয়তা দিতে চেষ্টা করে যাওয়া, আর সে হচ্ছে বড় যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও আত্মসংযমের আদর্শ এক নমুনা। অন্যদিকে অ্যাকিলিসের মধ্যে চিত্রায়িত হয়েছে বন্য নৃশংসতা, সমাজবিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজ, লাগামহীন ও বেপরোয়া মানব প্রবৃত্তি। সে অর্থে, এ লড়াই এমন এক লড়াই যেখানে মানব সভ্যতার টিকে থাকার বিষয়টাই এই লড়াইয়ের শিকার হয়ে যেতে পারে। হলোও তাই—নেতিবাচক শক্তিরই জয় হলো, নির্মমতা ও বুনো নিষ্ঠুরতাই জিতল শান্তিপূর্ণ ও মানবিক জীবনের রূপকের বিপরীতে। এক কথায় যুদ্ধের জয় হলো শান্তির সঙ্গে সংগ্রামে। এটাই আবার কবি ঠিক পথে নিয়ে আসবেন শেষ (২৪তম) পর্বে অ্যাকিলিসের মধ্যে মানবিক গুণের প্রকাশ ঘটিয়ে, অ্যাকিলিস-প্রায়াম সাক্ষাৎ দৃশ্যে।

পর্বটিতে জিউস ও অ্যাথিনা যখন হেক্টরের মৃত্যু ঘটানো হবে কি হবে না তা নিয়ে বিতর্ক করছে, তখন এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে জিউস 'নিয়তি'কেও পরাস্ত করতে বা এড়িয়ে যেতে পারে, তবে সেটা সে পারে কেবল স্বর্গ ও মর্ত্যে বিরাট কোনো বিপর্যয় ঘটিয়েই। আর অ্যাথিনা যখন তাকে বলে, জিউস অমন করলে, অর্থাৎ নিয়তির বিধান অগ্রাহ্য করে হেক্টরকে বাঁচালে, দেবদেবীরা তাতে জিউসকে নিন্দাই জানাবে, তখন আমাদের এ তথ্যও জানানো হয়ে যায় যে নিয়তির বিধান যেহেতু অগ্রাহ্য করা হচ্ছে, তাই জিউসের এই কাজ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। হেক্টরের অ্যাকিলিসের হাতে মারা যাবার ব্যাপারটা নিয়তি-নির্ধারিত, অতএব এতে বাধা দেবার পেছনে কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না।

অ্যাথিনা যেভাবে হেক্টরের ভাই ডিয়িফোবাস সেজে হেক্টরকে বিশাল ধোঁকা দিয়ে অ্যাকিলিসের হাতে তার মৃত্যু ঘটায়, তাতে করে গবেষকেরা এমন মন্তব্যও করেছেন যে, হোমার এ দৃশ্যে তার শ্রোতাদের বলছিলেন দেবদেবীদের বিশ্বাস করা যাবে না, তারা মহা ফন্দিবাজ। একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় এর উল্টোটাই বরং সত্য। অ্যাথিনা এখানে হস্তক্ষেপ করছে যা ঘটবেই, তার পক্ষে। জিউস যেভাবে চাইল নিয়তিতে হস্তক্ষেপ করে হেক্টরের মৃত্যু ঠেকাবে, অ্যাথিনা করল ঠিক তার উল্টো কাজ—তার লক্ষ্য যা নিয়তিতে ঘোষিত হয়ে আছে তার সংঘটন ঘটানো। সে হেক্টরের মৃত্যুর কারণ নয়, বরং সে এই অর্থহীন লড়াই থামিয়ে দিয়ে হেক্টরকে বাধ্য করল যা অবশ্যম্ভাবী তারই মুখোমুখি হতে। আবারও এখানে দেবদেবীর কণ্ঠ যেন মানুষের নিজের মনের কণ্ঠেরই প্রতীকায়িত রূপ—হেক্টরের নিজের মনই তাকে বলে দিল যা বলার। কোনো বীর যোদ্ধাই তার শত্রুর সামনে থেকে পালাতে পারে না, তাকে শত্রুর মোকাবিলা করতেই হয়, সেই শত্রু এমনকি

যদি অ্যাকিলিসের মতো মারাত্মক কেউ হয়, তা-ও; আর দেবদেবীরা মাঝেমধ্যে মানুষকে সহায়তা করে থাকে তার জন্য বেঁধে দেওয়া সত্যেরই, সে সত্য যতই নির্মম হোক, সামনাসামনি হতে।

এ পর্বের শেষে আমরা দেখি অ্যাকিলিস একা ও নিঃসঙ্গ। তার এখন নিজের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কোনো কাজ হাতে নেই। তার দ্বিতীয় ক্রোধেরও (প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুতে জেগে ওঠা ক্রোধ) এবার অবসান ঘটে গেল হেক্টরকে হত্যার মধ্য দিয়ে। এই পর্বে *ইলিয়াড* স্পর্শ করল কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স, অতএব কাহিনীর মূল থিমের— দুই দফায় অ্যাকিলিসের দুটো আলাদা খুনে ক্রোধ—বয়ান করার আর বাকি থাকল না কিছুই। কবির জন্য এখন থাকল শুধু এ মহাকাব্যের সুন্দর এক পরিসমাপ্তি টানা।

পর্ব - তেইশ ॥ প্যাট্রোক্লাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও ক্রীড়ানুষ্ঠান

আগের পর্বে হেক্টরকে হত্যার মধ্য দিয়ে অ্যাকিলিসের মূল ক্রোধের ইতি ঘটে গেলেও সে এখনও কিছুটা ক্রুদ্ধ হেক্টরের ওপরে, যেহেতু হেক্টর তার প্রিয় বন্ধু প্যাট্রোক্লাসকে হত্যা করেছে। তার এই ক্রোধ-উত্তর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে হেক্টরের মরদেহের প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শনের মাধ্যমে। *ইলিয়াড*-এর শেষ তিন পর্বে অ্যাকিলিসের ক্রোধের বিকাশ ও মোচনের কাঠামোগত ধাঁচ এর আগের বাকি বিশ পর্বের আদলেই গড়া। আগামেমননের ওপরে তার ক্রোধ, আমরা দেখি, বদলে গিয়ে হয়ে গেছে হেক্টরের ওপরে ক্রোধ। আর আগে যেমন আগামেমননের সঙ্গে তার সমঝোতা হয়েছিল, একইরকম এবারও তার সমঝোতা হয়ে যাবে হেক্টরের পিতা প্রায়ামের সঙ্গে, মহাকাব্যের শেষ পর্বে গিয়ে।

২২তম পর্বে অ্যাকিলিস হেক্টরের মৃতদেহের প্রতি যে জঘন্য আচরণ শুরু করে, তা অব্যাহত থাকে এ পর্বেও। পাঠক বিস্মিত হয়ে যায় হেক্টরকে হত্যার পরেও অ্যাকিলিসের বুকে এরকম বাজে ক্রোধ রয়েছে জেনে। এ পর্যায়ে অ্যাকিলিস পাঠকের ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে; পাঠক সহানুভূতি জড়ো হয় হেক্টরের জন্য। হেক্টরের মধ্যে হোমার সত্যিকার অর্থে অসম্ভবরকমের এক আদরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সে তার পিতা, মাতা, ভাইদের ও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ, ভাইয়ের বউ হেলেনের প্রতি সহমর্মিতা, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা, শিশুপুত্রের জন্য মায়া—এ সবকিছু মিলে সাধারণ কোনো মানুষের মতোই এক চরিত্র। অ্যাকিলিসের অতিমানবিক নৃশংস ও একরোখা চরিত্রটির বিপরীতে তাকে দাঁড় করালে সে নিঃসন্দেহে মানবিকতার অনেক আলো ছড়ায়। মৃত প্যাট্রোক্লাসের শরীরের ওপরে দাঁড়িয়ে হেক্টর দম্ভ করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মৃতদেহকে সে কোনোভাবে লাঞ্ছিত করেনি। সুতরাং এখন অ্যাকিলিসের এই কাজগুলো আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। ঠিক যেভাবে আগামেমননের ওপরে অ্যাকিলিসের ক্রোধ এক পর্যায়ে

পাঠকের কাছে বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল (নবম পর্বে), সেভাবে প্যাট্রোক্লাসের খুনির প্রতি তার এই উচ্চন্ড রাগ এখন অযৌক্তিক বলে মনে হতে লাগল আমাদের।

এ পর্বে অ্যাকিলিসের রাগের পথে কিছুটা বাধা দিতে এবং তার রাগ প্রশমনে সহায়তাকারী হিসেবে ভূমিকা নিতে দেখা যায় দুটি ঘটনাকে: ১. স্বপ্নে প্যাট্রোক্লাসের অ্যাকিলিসের কাছে আসা; ২. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্রীড়ানুষ্ঠান। এ দুটি অংশেই পাঠক অ্যাকিলিসের মানবিক দিকের কিছুটা দেখা পান।

প্যাট্রোক্লাসের আত্মা বা ভূতের অ্যাকিলিসের কাছে আগমন পুরো মহাকাব্যের সামান্য কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার একটি (অবশ্য দেবদেবীদের অংশগুলি বাদে)। এখানে প্যাট্রোক্লাসের আত্মা সশরীরে আসার বদলে অ্যাকিলিসের স্বপ্নের ভেতরে তার কাছে আসে। গবেষকেরা প্যাট্রোক্লাসের এই আগমনকে সাধারণত মনস্তাত্ত্বিক এক ঘটনা হিসেবেই দেখে থাকেন—অর্থাৎ, তারা বলেন, অ্যাকিলিস তখন নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল। প্যাট্রোক্লাসের আত্মা যে অ্যাকিলিসকে তার মৃতদেহ যথাযথ দাহ করা ও দাফনের কথা বলল, তা হোমারের সময়ের গ্রিক বিশ্বাসেরই অংশ যে মৃতদেহের পোড়ানো ছাইয়ের যথাযথ দাফন ছাড়া আত্মা পরবর্তী পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারে না। প্যাট্রোক্লাসের আত্মার এই আগমন এর পরের পর্বে অ্যাকিলিসের সঙ্গে প্রায়ামের সমঝোতার পথও প্রস্তুত করল। তা এই অর্থে যে, প্যাট্রোক্লাস যেহেতু ছিল পুরো *ইলিয়াড*-এর সবচেয়ে ভালোমানুষ চরিত্র, তাই তার কোমল হৃদয়ের সংস্পর্শে এসে অ্যাকিলিসের উন্মত্ত ক্রোধ কিছুটা হলেও নরম হলো।

একইভাবে, ক্রীড়ানুষ্ঠানগুলিতে এবং প্যাট্রোক্লাসের চিতা দাহ করার অনুষ্ঠানে, আমরা সামান্য হলেও অ্যাকিলিসের চারিত্রিক কঠোরতার নরম হয়ে আসার ইঙ্গিত পেলাম। চিতায় আগুন দেবার অংশ হিসেবে যে আচারগুলি সম্পন্ন করা হলো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: রথের যাত্রা, শোকের চিহ্ন হিসেবে চুল কাটা, এবং পশু ও মানুষের (ট্রোজান বন্দীদের) বলিদান। স্বাভাবিকভাবেই কিছু সমালোচক এ-পর্যায়ে ট্রোজানদের এই অনর্থক হত্যা সমর্থন করেননি। কিন্তু বীরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আচারের অংশ হিসেবে হোমারের প্যাট্রোক্লাসের চিতায় কিছু ট্রোজান যুবকের বলিদান ঘটানোর এক সাংস্কৃতিক প্রয়োজন ছিল হয়তো বা।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলি হলো, গবেষকরা তার মধ্যে তখনকার দিনের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের ছায়া খুঁজে পেয়েছেন। *ইলিয়াড* নির্মাণের ও গ্রিসে প্রাচীন অলিম্পিক শুরু হওয়ার কাল মোটামুটি একই। ইতিহাসবিদরা বলেন যে এখানে *ইলিয়াড*-এর প্রথম চারটি প্রতিযোগিতা—রথের দৌড়, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি ও পায়ের দৌড়—ছিল তখনকার দিনের ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলির নিয়মিত অংশ। অন্য কথায়, বাকি তিন প্রতিযোগিতা—বর্ম পরে যুদ্ধ, চাকতি নিক্ষেপ ও তীর নিক্ষেপ খেলা—গবেষকদের মতে *ইলিয়াডে* হোমার-উত্তর সংযোজন।

এই ক্রীড়ানুষ্ঠানেই গ্রিক সেনাবাহিনীর বীরদের সঙ্গে *ইলিয়াডে* আমাদের শেষবারের মতো দেখা হলো। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলির সময়ে আমরা *ইলিয়াড*-এর শুরু থেকে এ-পর্যন্ত

মাঠ কাঁপানো এসব বিশাল মাপের চরিত্রকে—আগামেমনন, অডিসিয়ুস, ডায়োমিডিজ, মেনেলাস, অ্যাজাক্স, আইডোমেন্যুস, নেস্টর প্রমুখ—যুদ্ধের রক্তাক্ত লড়াইয়ের মধ্যে নয়, বরং সভ্য ও রক্তপাতহীন খেল-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নিতে দেখলাম। কবি এভাবে রক্তাক্ত *ইলিয়াড*-এর নায়কদের রক্তপাতহীন এক বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে দিলেন। এর পরের পর্বে এতজন গ্রিক বীরের মধ্যে আমাদের দেখা হবে শুধুমাত্র অ্যাকিলিসেরই সঙ্গে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলোকে গবেষকরা মূল *ইলিয়াড*-এর পারস্পরিক সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মিনিয়েচার হিসেবেও দেখেছেন। এখানেও আছে, মূল *ইলিয়াড*-এর মতোই, উন্মত্ত অ্যাকশন, কৌতুকরস, দেবদেবীর হস্তক্ষেপ, তিক্ত ঝগড়া, ক্রোধ ও ক্ষমাপ্রার্থনা, মানুষের হৃদয়ের বিশালতার পরিচয়, আর সেইসঙ্গে নেস্টরের টিপিক্যাল স্মৃতিচারণ। পার্থক্য শুধু একটাই যে, বাকি *ইলিয়াড*-এ মানুষের মৃত্যু হয়, আর এই অংশে তীরের আঘাতে এক পাখির মৃত্যু হওয়া ছাড়া মৃত্যুগন্ধী অন্য কিছুই নেই। নিঃসন্দেহে এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলো ২২তম পর্বে হেক্টরের মৃত্যু ও ২৪তম পর্বে *ইলিয়াড*-এর শেষের উত্তেজনাপূর্ণ অংশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাঠকের টেনশন লাঘবে অনেক সহায়তা করে। সেইসঙ্গে এগুলো অ্যাকিলিসকে দেখায় অন্যরকম এক আলোয়—পাকা ও দক্ষ এক নেতা, মর্যাদায় ভাস্বর, প্রকৃতিতে কিছুটা দয়ালুও বটে। আমরা তৈরি হয়ে নিই শেষ পর্বের নতুন অ্যাকিলিসের জন্য।

এ পর্বটির ব্যাপারে বাকি যা যা প্রধান আলোচনা রয়েছে তার সারসংক্ষেপ সুন্দরভাবে দেওয়া আছে এ বইয়ে মূল *ইলিয়াডে*র ২৩তম পর্বের শুরুতে, 'বিষয়বস্তু' অংশে। একই কথার পুনরুল্লেখ এড়ানোর স্বার্থে পাঠককে অনুরোধ করছি সে অংশটুকু পড়ে নেওয়ার জন্য।

পর্ব - চব্বিশ ॥ প্রায়াম ও অ্যাকিলিস

গবেষকেরা *ইলিয়াড*-এর শেষ পর্বটি তিন ভাগে ভাগ করে পাঠ করে থাকেন। এগুলি হচ্ছে :

১-৪৬৭	পুত্রের মৃতদেহ ফিরিয়ে আনতে প্রায়ামের গ্রিকশিবিরের দিকে যাত্রা।
৪৬৮-৬৭৬	প্রায়াম ও অ্যাকিলিস সাক্ষাৎ-পর্ব।
৬৭৭-৮০৪	প্রায়ামের ট্রয়ে ফিরে আসা; হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

ইলিয়াড শেষ হয় এর দ্বিতীয় প্রধান বীর হেক্টরকে দিয়ে, কিন্তু পাঠকের মনের মধ্যে ঠিকই থেকে যায় অ্যাকিলিস। বইটি বন্ধ করতে করতে পাঠক ভাবেন অ্যাকিলিসেরই কথা—তার কখন মৃত্যু হবে, কীভাবে মৃত্যু হবে, সেই গল্প কোথায় জানা যাবে, সেসব।

প্রথম পর্ব শুরু হয়েছিল অ্যাকিলিসের ক্রোধ দিয়ে, সেই ক্রোধ নতুন আরেক ক্রোধে ফেটে পড়েছিল ১৯তম পর্বে এসে এবং ক্লাইম্যাক্সে পৌছেছিল ২২তম পর্বে গিয়ে। সেই দ্বিতীয় ক্রোধেরই পূর্ণ মীমাংসা ঘটে গেল এই শেষ পর্বে—অ্যাকিলিস বিনয় ও ভদ্রতার সঙ্গে কথা বলল বৃদ্ধ ট্রোজান রাজার সঙ্গে এবং রাজি হলো মুক্তিপণের বিনিময়ে হেক্টরের লাশ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্বার্থে রাজার কাছে ফেরত দিতে। প্রথম পর্বের যেমন একটাই থিম (অ্যাকিলিসের ক্রোধ), এই শেষ পর্বেরও থিম তেমন একটাই: হেক্টরের মরদেহ ট্রয়ে ফেরত আনা।

হোমার গবেষক সি.এইচ. হুইটম্যান তাঁর ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত *হোমার অ্যান্ড দি হিরোইক ট্র্যাডিশন* গ্রন্থে এই পর্বের সঙ্গে *ইলিয়াড*-এর প্রথম পর্বের মিল ও প্রতিতুলনার এক চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রথম পর্বের মূল থিম ছিল পাঁচটি; আর এই পর্বে সেই একই পাঁচ থিম জায়গা পেয়েছে উল্টোদিক থেকে এবং দুটি স্থানে বিপরীতার্থক ব্যঞ্জনা নিয়ে। হুইটম্যানের দেওয়া চিত্রটি এরকম :

প্রথম পর্ব

ক. আগামেমনন পুরোহিত ক্রাইসিজকে প্রত্যাখ্যান করল, যে ক্রাইসিজ তার কন্যা ক্রাইসিয়িসকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছিল মুক্তিপণের বিনিময়ে।

খ. অ্যাকিলিস ও আগামেমননের মধ্যে কলহ।

গ. দেবী থেটিস কথা বলল তার পুত্র অ্যাকিলিসের সঙ্গে এবং সে রাজি হলো জিউসের কাছে অ্যাকিলিসের প্রার্থনাটি নিয়ে যেতে।

ঘ. থেটিস ও জিউস সাক্ষাৎ-পর্ব।

ঙ. দেবতাদের মধ্যে মতের ভিন্নতা।

২৪তম পর্ব

ক. দেবতাদের মধ্যে মতের ভিন্নতা (হারমিস হেক্টরের লাশ চুরি করে নিয়ে আসবে কি-না, তা নিয়ে)।

খ. জিউস ও থেটিস সাক্ষাৎ-পর্ব (জিউস দূত হিসেবে থেটিসকে পাঠায় অ্যাকিলিসের কাছে)।

গ. দেবী থেটিস কথা বলল তার পুত্র অ্যাকিলিসের সঙ্গে (সে তার সাথে করে নিয়ে এসেছে জিউসের বার্তা যে হেক্টরের লাশ ট্রোজানদের হাতে তুলে দিতে হবে)।

ঘ. অ্যাকিলিস ও ট্রোজান রাজা প্রায়ামের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ কথাবার্তা।

ঙ. অ্যাকিলিস রাজি হলো ট্রোজান রাজা প্রায়ামের প্রস্তাবে, যে মুক্তিপণের বিনিময়ে রাজা তার পুত্র হেক্টরের লাশ ফেরত নিয়ে যেতে পারবে।

হুইটম্যানের এই তালিকার দিকে তাকালে দুটি পর্বের মধ্যে যেরকম সাংঘাতিক যোগাযোগের ছায়া স্পষ্ট বলে মনে হয়, তা অবশ্য হয় কেবল গবেষণার চশমা পরলেই। পাঠকের মনে কিন্তু এ দু পর্বের মাঝে এতোটা যোগাযোগ আছে বলে বোধ জাগে না। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ২৪তম পর্ব আসলেই *ইলিয়াড*-এর কাহিনীর নানা আলগা সুতোর দারুণ করে বাঁধন সম্পন্ন করে—বাস্তবিক ও মনস্তাত্ত্বিক দু অর্থেই। এমনকি সময়ের আবর্তনও (৩১)—যেখানে বলা হয় হেক্টরের মৃত্যুর পরের বারোতম ভোরের কথা—*ইলিয়াড*-এর অ্যাকশনের বৃত্তটি সম্পন্ন করে এই অর্থে যে, প্রথম পর্বেও বারো দিনের এক বিরতির পরেই দেবতারা ফিরে এসেছিল অলিম্পাসে (১:৪২৩-৪২৫)। এর ফলে, ২৪তম পর্বের শেষে দেখা যায় ট্রোজান ও গ্রিকরা মোটামুটি সেই একই অবস্থায় ও অবস্থানে ফিরে গেছে যেখানে তারা ছিল প্রথম পর্বের শুরুতে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে মহাকাব্যের শুরু হয়েছিল অ্যাকিলিসের সঙ্গে মিত্রপক্ষের বা নিজপক্ষের রাজা আগামেমননের কলহ দিয়ে, সেই কাহিনীর শেষ হলো অ্যাকিলিসের সঙ্গে তার শত্রুপক্ষের রাজার মিত্রতার ছবি এঁকে। এবার পর্বটির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিকের বিশ্লেষণ করা যাক :

১. জিউসের আদেশে দেবতা হারমিস এখানে রাজা প্রায়ামের সঙ্গে ছদ্মবেশে দেখা করল সমতলে এবং তাকে সঙ্গ দিয়ে নিয়ে এলো অ্যাকিলিসের তাঁবুতে। পুরো *ইলিয়াডে* মানুষ ও দেবতার বাক্যবিনিময়ের বা সংস্পর্শের এটিই দীর্ঘতম অংশ—এক রহস্যময় দৃশ্য যেখানে মানুষের কোনো বিষয় নিয়ে দেবতাদের অতি দুর্লভ দয়া ও মায়ার দেখা পেলাম আমরা। দেবতারাই যখন এতখানি দয়ার্দ্র, তখন আমাদের মনে স্বাভাবিক এ আশা জাগে যে, নির্দয় অ্যাকিলিসের ঠিকই দয়া হবে হেক্টরের পিতা প্রায়ামের প্রতি।

২. প্রায়াম ছেলের লাশ ফেরত নিতে অ্যাকিলিসের তাঁবুতে ঢুকে অ্যাকিলিসের হাতে চুমু খায়, যে হাত তার অসংখ্য পুত্রের খুন হবার কারণ (৪৭৯)। খুনির হাতে এই চুমু খাওয়া প্রায়ামের মিনতির 'আনুষ্ঠানিক' আচারকে ফুটিয়ে তোলে, অতএব অ্যাকিলিসকে তখন এই মিনতির কোনো না কোনো একটা জবাব দিতেই হতো, একে পুরো উপেক্ষা করলে আর চলত না। প্রায়াম এখানে অ্যাকিলিসকে তার নিজের পিতা পেলিউসের কথা মনে করালো (নিজের শারীরিক উপস্থিতি দিয়ে ও মুখে বলে—দু অর্থেই)। এর আগে নবম পর্বে অডিসিয়ুস ও ফিনিক্স (অ্যাকিলিসের নিজের পিতার প্রতিভূ) এই একই কাজে ব্যর্থ হয়েছিল। অ্যাকিলিস পিতার কথা শুনে প্রায়ামের মতন একইরকম বিলাপ ও দুঃখবোধে ফেটে পড়ল।

৩. উপরের অংশটুকুতেই আসলে অ্যাকিলিস *ইলিয়াড*-এর ট্র্যাজিক ভিশনের পুরোটা মূর্ত করে তুলেছে। সে প্রায়াম ও পেলিউসের দুর্দশা ও যন্ত্রণার মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছে—তারা দুজনেই বৃদ্ধ বয়সে উপনীত, অনেক যশ-গৌরবে ভরা তাদের দুজনেরই জীবন: একজন ফিথাইয়ার রাজা, অন্যজন ট্রয়ের রাজা। আর তারা দুজনেই যার যার প্রিয়তম পুত্রকে হারাচ্ছে (প্রায়াম ইতিমধ্যে হারিয়েছে, আর পেলিউস সামনেই হারাবে)। এবং

হেক্টর যেমন এখন তার পিতাকে বৃদ্ধ বয়সের প্রাপ্য সেবা দিতে পারছে না, অ্যাকিলিসও ফিথাইয়া থেকে দূরে ট্রয়ে বসে কোনো কাজে আসতে পারছে না তার বৃদ্ধ পিতার। পুরোটা মিলে, নিয়তির হাতে বন্দী বিশ্বমানবের জীবনের করুণ পরিস্থিতির এক ছবি বৈশ্বিক এক পরিমণ্ডলেই ভাস্বর হয়ে উঠল *ইলিয়াড*-এর এ-অংশে এসে। দেবতাদের জীবনে কোনো দুঃখ নেই, দুঃখ ও মৃত্যু কেবল মানুষেরই নিয়তি; আর বিলাপ ও শোক (হোক প্যাট্রোক্লাসের জন্য, হোক হেক্টর বা অন্য কারো জন্য) সেই নিয়তিকে কোনোভাবেই বদলাতে অসক্ষম।

৪. এ-পর্বেও ক্রোধোন্মত্ত অ্যাকিলিসের খ্যাপামি এক পর্যায়ে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। নির্দয় অ্যাকিলিস হঠাৎ ক্ষেপে ওঠা শুরু করে বৃদ্ধ প্রায়ামের কথায় (৫৫৯-৫৭০)। কিন্তু প্রায়ামের প্রতি তার সম্মানবোধ থেকেই নিজেকে সংযত করে নেয় সে, যুক্তি দিয়ে নিজের ক্রোধ সংবরণও করে (৫৮২-৫৮৬)। তারপর প্রায়ামকে সে দেয় খাবার ও শোয়ার জন্য বিছানা, যেমন সে নবম পর্বে দিয়েছিল তার পিতার প্রতিভূ ফিনিক্সকে। অ্যাকিলিস সেই সঙ্গে রাজি হয়ে যায় হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের স্বার্থে নয় দিনের এক যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবেও (এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রথম পর্বের নয় দিনের সেই প্লেগের কথা)।

৫. শেষে গিয়ে হেক্টরের স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাকি যে বিলাপ করে, তা আমাদের স্পষ্ট স্মরণ করিয়ে দেয় ষষ্ঠ পর্বে বলা অ্যান্ড্রোমাকির আকুতিগুলোকে। *ইলিয়াড*-এর অন্যতম মর্মান্তিক অংশ হেক্টরবিহীন অবস্থায় বিধবা অ্যান্ড্রোমাকি ও তাদের শিশুপুত্র অ্যাস্‌টায়ানাক্সের অসহায় পরিস্থিতির এসব ইঙ্গিত। *ইলিয়াড* শেষ হয়ে যাবার পরে আসলেই অ্যাস্‌টায়ানাক্সকে ট্রয়ের নগর দেওয়ালের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে হত্যা করা হবে।

৬. এ-পর্বের শুরুতে আমরা ভাবছিলাম, হেক্টরের লাশের ওপরে নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা বুঝি চলবেই। কিন্তু শেষে গিয়ে আমরা দেখা পেলাম হেক্টরের মতো বীরের জন্য যথাযথ সম্মানপূর্ণ এক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের। *ইলিয়াড*-এর শুরুতে (প্রথম পর্বের প্রথম সাত লাইনের প্রস্তাবনায়) বলা হয়েছিল বীরের মরদেহ কুকুর ও শকুনের খাদ্য হবে। *ইলিয়াড*-এর শেষে দেখা গেল বীরের মৃতদেহের, পরিবার ও জনগণের প্রথাসম্মত বিলাপ ও শোকগান শেষে, সসম্মানে দাহ ও দাফন হচ্ছে।

শেষ করা যাক *ইলিয়াড*-এর শেষতম দৃশ্যটির ব্যাপারে একটু কথা বলে। হোমার তার জন্মেরও বহু শতাব্দী আগে ঘটে যাওয়া 'ট্রোজান যুদ্ধ ও অ্যাকিলিস' কিংবদন্তী নিয়ে যে মহাকাব্য গাঁথলেন, সেই কাহিনীতে তিনি শেষ দৃশ্যে এসেই যোগ করলেন সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর বিষয়গুলি। তিনি মহাকাব্যটিকে অ্যাকিলিসের মৃত্যু বা ট্রয়ের পতনের কথা বলে শেষ না করে বরং বেছে নিলেন অবিশ্বাস্য শিল্পসুষমা ও রূপক-সৌন্দর্যে ভরা এক সমাপ্তি। অ্যাকিলিসের মানবতার বোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এবং হেক্টরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে *ইলিয়াড*-এর শেষ হলো, তা নিঃসন্দেহে কাব্যিক শক্তিতে অনেক বেশি।